

164163



তৃতীয় খণ্ড

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সংখ্যা—০
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ঠাকুর এম্ এ

প্রবর্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাশ্রিতপর-

শ্রীভাষ্য

সম্মত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত

বিত্তোৎসাহী বদান্তবর

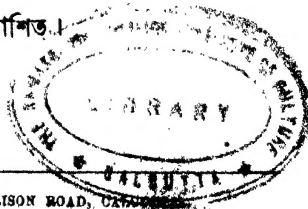
রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহকর্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২০—চৈত্র



PRINTED AT THE "GOTTON PRESS," 57, HARRISON ROAD, CALCUTTA.
BY JYOTISH CHANDRA GHOSH.

RMIC LIBRARY	
Acc No	164163
	29.2.92
	Ch
	g
	g
	g
Checked	g

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

প্রথম পাদে—

প্রথম স্মৃত্যধিকরণ—

১—৮ । ০

(১ম—২য় সূত্র)

১ম সূত্র—

সাংখ্যাদি দর্শনের সহিত ব্রহ্মৈক-কারণতাবাদী বেদান্তের

বিরোধ প্রদর্শন— ... ১—৪ । ৪

মহু-প্রভৃতি স্থতিশাস্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মকারণতাবাদের নির্দোষতা-

সমর্থন— ... ৪—৮ । ২

২য় সূত্র—

সকল মহু-প্রভৃতির অস্বমোদিত নয়, বলিয়া সাংখ্যোক্ত ওষ-

সমূহের অপ্রামাণ্য নিরূপণ— ... ৮—০ । ০

দ্বিতীয় ‘যোগপ্রত্যুক্তি’ অধিকরণ—

যোগাতিরিক্ত বিষয়ে পাতঞ্জলদর্শনের অপ্রামাণ্য নিরূপণ— ৯—১০ । ৩

তৃতীয়—বিলক্ষণত্বাধিকরণ—

১০—১৪ । ০

৪র্থ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—বৈলক্ষণ্যহেতু অচেতনজগতের চেতন-ব্রহ্মোপাদানকতা

প্রতিষেধ— ... ১০—১৪ । ০

৫ম সূত্র—

পৃথিব্যাदि ভূতে চেতনাধিষ্ঠান প্রতিপাদন— ... ১৫—১৬ । ১০

৬ষ্ঠ সূত্র—

সিকান্ত—দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা বিলক্ষণ পদার্থত্বের ও কার্য-কারণ-

ভাব সমর্থন— ... ১৬—১৭ । ২

৭ম সূত্র—

উৎপত্তির পূর্বেও ব্রহ্মে জগতের বিদ্যমানতা উপপাদন— ... ১৭—১৮ । ৭

৮ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—প্রলয়কালে বিলীন জগতের দোষে ব্রহ্মের কলুষিতত্ব-

শঙ্কা সমর্থন— ... ১৮—২৩ । ৬

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

৯ম সূত্র—

সিদ্ধান্ত—দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত দোষের পরিহার কথন— ... ২৩—২৭ । ০

১০ম সূত্র—

ষিগক্ষে দোষ প্রদর্শন— ... ২৮—২৯ । ৩

১১শ সূত্র—

তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠা বা অনবস্থা দোষ প্রদর্শন— ... ২৯—৩০ । ৮

১২শ সূত্র—

প্রকারান্তবে প্রকৃতির অনুমানেও অপ্ৰতিষ্ঠা দোষের সমর্থন— ... ২৯—৩০ । ৯

চতুর্থ—শিষ্টোপরিগ্রহাধিকরণ—

১৩শ সূত্র—

সাংখ্যপ্রত্যাখ্যানের গ্রায় বেদবাহু অপবাণব দর্শনেরও

অগ্রাহ্যকথন— ... ৩০—৩১ । ০

পঞ্চম—ভোক্তাপত্তাধিকরণ—

৩২—৩৬ । ০

১৪শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—চেতনচেতনশরীরধারী বন্ধেরও জীবের গ্রায় ভোগ-

প্রাপ্তিসমর্থন এবং সিদ্ধান্তে তাহাব খণ্ডন— ... ৩২—৩৬ । ৩

ষষ্ঠ—আরম্ভণাধিকরণ—

(১৫শ—২০শ সূত্র) ... ৩৬—৯১ । ০

অসংকাযবাদী কণাদ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত প্রদর্শন— ... ৩৬—৩৯ । ১০

স্বমতে কার্য্যকাবণের অভেদ সমর্থন— ... ৩৯—৪৫ । ১১

শঙ্কর প্রভৃতির সম্মত জীবব্রহ্মাদিবিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রদর্শন— ... ৪৫—৫৮ । ০

শঙ্করাদির সিদ্ধান্ত খণ্ডন— ... ৫৯—৭০ । ৫

সিদ্ধান্ত কথন এবং স্বমতের উপসংহার— ... ৭০—৮৪ । ১০

১৬শ সূত্র—

কার্য্যাদীনকারণোপলব্ধিবশতঃ কার্য্যকারণের অনন্তত্বসমর্থন— ... ৮৪—৮৬ । ০

১৭শ সূত্র—

কারণে কার্য্যসত্তা নিরূপণ এবং কার্য্যকারণের অভেদ সমর্থন— ... ৮৭—৯০ । ০

১৮শ সূত্র—

ঐতর্য্যক্য 'অসং' শব্দের অর্থান্তর কথন— ... ৮৮—৯০ । ০

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

১/০

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,

পংক্তি ।

১৯শ সূত্র—

স্বাধী-কারণের অভেদে পটাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন— ... ৯১—০ | ৯

২০শ সূত্র—

একই বায়ুর প্রাণাপানাদি-ভেদদৃষ্টান্তে এক বস্তুেবই বিচিত্র

জগদ্বাকারধারণের উপপাদন— ... ৯১—০ | ০

সপ্তম—ইতরব্যাপদেশাধিকরণ—

(২১শ—২৩শ সূত্র) ... ৯২—৯৮ | ০

২১শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—জীব ও ব্রহ্মের অভেদ পক্ষে, সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের নিজের

জ্ঞাত অহিতকব ছঃখময় জগৎবচনা করার অযৌক্তিকতা— ৯২—৯৪ | ৫

২২শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—প্রতি ও যুক্তির সাহায্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সমর্থন— ৯৪—৯৬ | ২

২৩শ সূত্র—

জড় ও জীবের বন্ধভাবানুপপত্তি প্রদর্শন, স্থূল-সূক্ষ্ম চেতনাচেতন-

শরীরক ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা ও করণাবস্থা নিরূপণ এবং

পাষণাদি দৃষ্টান্তে তাহার সমর্থন— ... ৯৬—৯৭ | ০

অবিজ্ঞা নিবন্ধন জীব-ব্রহ্মের বিভাগবাদীর মত খণ্ডন— ... ৯৮—০ | ০

অষ্টম—উপসংহারদর্শনাধিকরণ—

(২৪শ—২৫শ সূত্র) ... ৯৯—১০২ | ০

২৪শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—সাধননিরপেক্ষ ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বানুপপত্তি প্রদর্শন— ৯৯ - ১০০ | ০

সিদ্ধান্ত—ক্ষীরজলাদি দৃষ্টান্তে সাধননিরপেক্ষ ব্রহ্মের কর্তৃত্ব সমর্থন— ১০১—০ | ৬

২৫শ সূত্র—

দ্ব্যংকল্পসিদ্ধ দেবাদিদৃষ্টান্তে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব উপপাদন— ১০১—১০২ | ২

নবম—‘কৃৎস্নপ্রসক্তি’ অধিকরণ—

(২৬শ—৩১শ সূত্র) ... ১০২—১০৯ | ০

২৬শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—নিরবয়ব ব্রহ্মের সর্বাংশের জগদ্বাকারে পরিণতি

সম্ভাবনা, আর বিপক্ষে ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব স্বীকারে বিরোধ

প্রদর্শন— ... ১০২—১০৩ | ০

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,

পংক্তি ।

২৭শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের নিববয়বদ্য সত্তেও শ্রুতিবলে অকুৎসপরিণাম

সমর্থন— ... ১০৪—০ । ০

২৮শ সূত্র—

ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রুতিবৈচিত্র্য দ্বারা পরিণাম বৈচিত্র্যের উপপাদন—

১০৫—১০৬ । ০

২৯শ সূত্র—

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিব কাবণত্ববাদী সাংখ্যামতে দোষ প্রদর্শন—

১০৭—০ । ০

৩০শ সূত্র—

পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্ত্ব-বোধক শ্রুতি প্রদর্শন—

... ১০৮—১০৯ । ০

৩১শ সূত্র—

উপযুক্ত সাধনেব অভাবেও ব্রহ্মের সর্বকাবণতা সমর্থন—

১০৯—০ । ০

দশম—প্রয়োজনবদ্ধাধিকরণ—

(৩২শ—৩৬শ সূত্র)— ... ১১০—১১৬ । ০

৩২শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—পূর্ণকাম ব্রহ্মেব নিম্প্রয়োজন সৃষ্টিকার্যো অপ্রবৃতি সমর্থন—

১১০—১১১ । ৪

৩৩শ সূত্র—

ব্রহ্ম-রূত-জগৎ-সৃষ্টির লীলারূপত্ব বর্ণন—

... ১১১—১১২ । ৩

৩৪শ সূত্র—

সৃষ্টিকার্যো ব্রহ্মের বিষমদর্শিত্ব ও নির্দয়ত্ব শঙ্কা-

১১২—১১৩ । ২

জীবের কষ্টানুসারে জগৎসৃষ্টি প্রদর্শন দ্বারা বৈষম্য-নৈঘূর্ণ্য-

দোষেব পরিহাৰ প্রদর্শন— ... ১১৩—০ । ০

৩৫শ সূত্র—

সৃষ্টির আদিতে কষ্টাভাব শঙ্কা, সিদ্ধান্তে সৃষ্টিব অনাদিত্ব হেতু

কর্ম সত্ত্বাব প্রতিপাদন— ... ১১৪—১১৫ । ০

৩৬শ সূত্র—

ব্রহ্মে কারণভোপপাদক ধর্মসত্ত্বাব নিরূপণ—

... ১১৬—০ । ০

দ্বিতীয় পাদে—

প্রথম—রচনানুপপত্ত্যাধিকরণ—

(১ম—২ম সূত্র) ... ১১৭—১৪৪ । ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

১/০

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
১ম সূত্র—		
সাংখ্যসম্বন্ধ তত্ত্ব বর্ণন এবং প্রকৃতির জগৎকারণত্ব সমর্থন	১১৭—১২৪।	৯
সিদ্ধান্তে প্রকৃতির জগৎকাবণত্বে অমুপপত্তি প্রদর্শন ও		
সাংখ্যমত খণ্ডন—	১২৪—১২৬।	৪
২য় সূত্র—		
কল ও হৃদয়ে দৃষ্টান্তে প্রকৃতির জগৎকাবণত্ব সমর্থন ও তাহার খণ্ডন—	১২৬—১২৮।	৭
৩য় সূত্র—		
বন্ধের সৃষ্টিকর্তৃহের পরিবর্তে, জীবের পূর্ণাপানুসারে প্রকৃতির		
কারণত্ব সমর্থন—	১২৮—১২৯।	০
পূণ্য ও পাপের শাস্তগম্যত্ব, পরমেশ্বরের দয়ালুত্ব এবং নিগ্রহাত্ম-		
গ্রহের স্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক প্রকৃতির জগৎকারণতা খণ্ডন—	১৩০—১৩২।	৯
৪র্থ সূত্র—		
ধেমুভুক্ত তৃণাদির উদ্ধাকারে পরিণতির আয় অচেতন প্রকৃতিরও		
ঈশ্বর-প্রেরণা ব্যতীত জগৎকাবে পরিণতি সমর্থন এবং		
তাহা খণ্ডন—	১৩২—১৩৩।	০
৫ম সূত্র—		
পঙ্কুর সন্নিহিত অন্ধের আয় এবং চুষকসন্নিহিত লোহের আয়		
পুরুষের সন্নিহিত বশতঃ প্রকৃতির প্রবৃত্তিসমর্থন ও তাহার		
খণ্ডন—	১৩৪—১৩৫।	০
৬ষ্ঠ সূত্র—		
সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে গুণ-প্রধানতাবের অমুপপত্তি—	১৩৬—০।	১২
৭ম সূত্র—		
প্রধানেব জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ অজ্ঞ প্রকার অমুমানেরও		
অমুপপত্তি প্রদর্শন—	১৩৬—১৩৭।	৩
৮ম সূত্র—		
অমুমানের সাহায্যে প্রধানান্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহার আনথক্য		
প্রদর্শন—	১৩৭—১৩৮।	৪
৯ম সূত্র—		
পরস্পর বিরোধ প্রদর্শনে সাংখ্যমতের অসামঞ্জস্য প্রদর্শন—	১৩৮—১৪৩।	৭
শঙ্করসম্বন্ধ নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের অসত্য স্বরূপ-মোক্ষভাগিতা-		
সিদ্ধান্ত খণ্ডন—	১৪৩—১৪৪।	৬

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

দ্বিতীয়—মহদার্বাধিকরণ—

(১০ম—১৬শ সূত্র)— ... ১৪৪—১৫৩ । ০

১০ম সূত্র—

বৈশেষিক মতানুযায়ী পরমাণুকারণবাদ বর্ণন এবং তাহার

অনুপপত্তি প্রদর্শন— ... ১৪৪—১৪৬ । ৫

এই সূত্রের শঙ্করকৃত ব্যাখ্যায় দোষ প্রদর্শন— ... ১৪৬—১৪৭ । ৩

১১শ সূত্র—

পরমাণুকারণবাদে পরমাণুগত প্রাথমিক ক্রিয়োৎপত্তির

অনুপপত্তি প্রদর্শন— ... ১৪৭—১৪৯ । ৭

১২শ সূত্র—

সমবায়-সম্বন্ধ খণ্ডন, যুতসিদ্ধ ও অযুতসিদ্ধতা বিচার এবং

সমবায়স্বীকারে অনবস্থা দোষ প্রদর্শন— ১৪৯—১৫১ । ৩

১৩শ সূত্র—

সমবায় সম্বন্ধেব নিত্যতা নিবন্ধন তৎসম্বন্ধ জগতেরও নিত্যতা

সম্ভাবনা— ... ১৫১—১৫২ । ১৩

১৪শ সূত্র—

রূপাদি গুণ সম্বন্ধ থাকায় পরমাণুর অনিত্যত্ব ও স্থলত্বাদি

দোষ সম্ভাবনা— ... ১৫১—১৫২ । ৬

১৫শ সূত্র—

পরমাণুতে রূপবসাদি স্বীকারে এবং অস্বীকারেও দোষ প্রদর্শন—

১৫২—১৫৩ । ৪

১৬শ সূত্র—

শিষ্টজনের অপরিগৃহীত বলিয়া পরমাণুকারণ-বাদের উপেক্ষণীয়ত্ব

কথন— ... ১৫৩—১৫৪ । ০

তৃতীয়—সমুদায়াদিকরণ—(বৌদ্ধমত খণ্ডন)—

(১৭—২৬শ সূত্র)— ... ১৫৪—১৭৬ । ৫

১৭শ সূত্র—

চতুর্নিধি বৌদ্ধভেদ এবং তাহাদের অভিন্নত্ব সিদ্ধান্ত বর্ণন—

১৫৪—১৫৬ । ২

পরমাণুজাত ও পৃথিব্যাভিজাত সমুদায় বা সংঘাতোৎপত্তির

অনুপপত্তি প্রদর্শন— ... ১৫৬—১৫৭ । ০

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

১২/০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
১৮শ সূত্র—		
পূর্বপক্ষে অবিস্তাপ্রভৃতির পরস্পর কার্য্যকারণ ভাবে		
সমুদায়োৎপত্তি সমর্থন—	১৫৮—১৫৯ ।	০
স্বমতে তাহার খণ্ডন—	১৬০—০ ।	০
১৯শ সূত্র—		
ক্ষণিকবাদে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মध्ये কার্য্য-করণভাবের		
অমুপপত্তি প্রদর্শন—	১৬১—১৬২ ।	৪
২০শ সূত্র—		
কারণের অভাবে কার্য্যোৎপত্তিস্থাঙ্কে প্রতিজ্ঞাহানি কথন—	১৬২—১৬৩ ।	৪
২১শ সূত্র—		
ক্ষণিকবাদে প্রতिसংখ্যা-নিবোধ ও অপ্রতिसংখ্যানিবোধদ্বয়ের		
অমুপপত্তি প্রদর্শন—	১৬৪—১৬৬ ।	৪
২২শ সূত্র—		
ক্ষণিকবাদীর অভিমত তুচ্ছ কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি এবং		
উৎপন্ন পদার্থের তুচ্ছতা সিদ্ধান্ত খণ্ডন—	১৬৬—১৬৭ ।	৫
২৩শ সূত্র—		
আকাশের তুচ্ছত্ব- (অবস্তা-) খণ্ডন—	১৬৭—১৬৯ ।	৭
২৪শ সূত্র—		
প্রত্যক্ষিত প্রমাণে ক্ষণিকবাদ খণ্ডন—	১৬৯—১৭৩ ।	৮
২৫শ সূত্র—		
সৌত্রান্তিক্যভিমত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন—	১৭৩—১৭৫ ।	৫
২৬শ সূত্র—		
বৌদ্ধমতে প্রযত্নের অভাবেও কার্য্যোৎপত্তির সম্ভাবনা সমর্থন—	১৭৫—১৭৬ ।	৯
চতুর্থ—উপলব্ধ্যধিকরণ—		
(বৌদ্ধমত)—		
(২৭শ—২৯শ সূত্র,)—	১৭৬—১৮১ ।	০
২৭শ সূত্র—		
যোগাচার মতে বিজ্ঞানান্তিরিক্ত বাহ্য বস্তুৰ অসম্ভাব সমর্থন—	১৭৬—১৭৮ ।	০
বিজ্ঞানমাত্রান্তিরিক্তবাদখণ্ডন—	১৭৯—১৮০ ।	৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
২৮শ সূত্র—		
স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের সহিত বাহ্য পদার্থের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন—	১৮০—১৮১ ।	৫
২৯শ সূত্র—		
বাহ্য পদার্থের অসম্ভাব খণ্ডন—	১৮১—০ ।	০
পঞ্চম—সর্ববথানুপপত্ত্যাদিকরণ—		
৩০শ সূত্র—		
সর্বশৃঙ্খ্যবাদী মাধ্যমিকেব সিদ্ধান্ত কথন—	১৮২—১৮৩ ।	০
স্বমতে সর্বশৃঙ্খ্যবাদ খণ্ডন—	১৮৪—০ ।	১০
ষষ্ঠ—একস্মিন্নসম্ভবাদিকরণ (জৈনমত খণ্ডন)—		
(৩১শ—৩২শ সূত্র)—	১৮৪—১৯২ ।	০
৩১শ সূত্র—		
জৈনাভিমত সিদ্ধান্ত বর্ণন—	১৮৪—১৮৮ ।	২
একই বিষয়ে সপ্তভঙ্গী ভায়েব অসঙ্গতি প্রদর্শন—	১৮৮—১৯০ ।	৮
৩২শ সূত্র—		
আত্মার দেহপরিমিতত্ব খণ্ডন—	১৯০—১৯১ ।	৫
৩৩শ সূত্র—		
আত্মার সংকোচ-বিকাশ স্বভাব খণ্ডন—	১৯১—০ ।	০
৩৪শ সূত্র—		
আত্মার মোক্ষকালীন পরিমাণেব স্থিরতা-দৃষ্টান্তে অশ্রুতও স্থি- পরিমাণ সাধন—	১৯২—০ ।	১৫
সপ্তম—পশুপত্ত্যাদিকরণ—		
(৩৫শ—৩৮শ সূত্র)—	১৯২—১৯৮ ।	০
৩৫শ সূত্র—		
পশুপত মত বর্ণন—	১৯২—১৯৪ ।	২
পশুপত মতের অসামঞ্জস্য প্রদর্শন—	১৯৪—১৯৬ ।	৭
৩৬শ সূত্র—		
পশুপতভিত্তিমত অশরীর দৈশ্বরের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানে অম্পর্শ- প্রদর্শন—	১৯৬—১৯৭ ।	৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

॥/০

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

৩৭শ সূত্র—

অশরীর জীবের ইন্দ্রিয়ার্থিষ্ঠানের স্থায় পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান
স্বীকারে স্মৃৎস্মৃৎখাদি ভোগসম্ভাবনা প্রদর্শন—

১৯৭—১৯৮ । ৩

৩৮শ সূত্র—

পশুপতির পুণ্যপাপ স্বীকারে অনিত্যত্বাদি দোষ প্রদর্শন—

১৯৮—১৯৯ । ২

অষ্টম—উৎপত্ত্যসম্ভবাম্বিকরণ—

(৩৯শ—৪২শ সূত্র)—

১৯৯—২১৩ । ০

৩৯শ সূত্র—

পঞ্চরাত্রনামক সাংস্কৃত-দর্শনের সিদ্ধান্ত বর্ণন—

১৯৯—২০০ । ৩

৪০শ সূত্র—

কর্তৃধরূপ সঙ্কর্ষণ হইতে কবণকপী পদ্যম্বে উৎপত্তিতে বিবোধ
প্রদর্শন—

২০০—০ । ০

৪১শ সূত্র—

সঙ্কর্ষণ প্রভৃতিবও বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপত্ব নিবন্ধন তদ্রূপে
জীবোৎপত্তিবোধক পঞ্চবাত্র শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য
সংস্থাপন—

২০১—২০৩ । ৬

৪২শ সূত্র—

পঞ্চবাত্রশাস্ত্রানুসারেও জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তিনিষেধ প্রদর্শন
এবং পঞ্চবাত্রশাস্ত্রের বেদাবিকল্প প্রতিপাদন—

২০৩—২০৬ । ০

নিষেধ প্রদর্শন এবং পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বেদাবিকল্প
প্রতিপাদন—

২০৬—০ । ০

“নচ কর্তৃঃ কবণং” ইত্যাদি সূত্রচতুষ্টয়েব পঞ্চরাত্র-সম্মত
ব্যাখ্যানদৃষণ—

২০৭—২০৮ । ১১

সাংখ্যাদি শাস্ত্রের সহিত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের অবিরোধ
স্থাপন

২০৮—২১৩ । ০

[দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত] ।

তৃতীয় পাদ।

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
প্রথম—বিষয়বিশিষ্টকরণ—		
(১ম—৯ম সূত্র)	২১৪—২২২।	
১ম সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—আকাশেব অল্পপত্তি শঙ্কা—	২১৪—২১৫।	৯
২য় সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—আকাশেব উৎপত্তি সমর্থন— ..	২১৫—২১৬।	৪
৩য় সূত্র—		
আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতির গোণার্থেব অসম্ভব প্রদর্শন—	২১৬—২১৭।	২
৪র্থ সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মশব্দের স্থায় একই 'সমুত্ত' শব্দের গোণ, মুখ্য, উভয়ার্থে প্রয়োগ-সমর্থন—	২১৭—২১৮।	৩
৫ম সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা বক্ষার্থে আকাশোৎ- পত্তির অঙ্গীকার প্রদর্শন—	২১৮—২১৯।	৬
৬ষ্ঠ সূত্র—		
শ্রোত শব্দ হইতে আকাশোৎপত্তি সমর্থন—	২১৯—২২০।	০
৭ম সূত্র—		
জ্ঞান পদার্থ মাত্রেবই ব্রহ্মকার্যত্ব নিরূপণ— ..	২২০—২২১।	০
৮ম সূত্র—		
আকাশোৎপত্তি দাবা বায়ু উৎপত্তি সমর্থন— ..	২২১—২২২।	৯
৯ম সূত্র—		
সংরক্ষণেব অল্পপত্তি নিরূপণ—	২২২—২২৩।	৪
দ্বিতীয়—তেজোবিশিষ্টকরণ—		
(১০ম—১৭শ সূত্র)—	২২৩—২৩১।	
১০ম সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—তত্ত্ববায়ু হইতে তেজেব উৎপত্তি শঙ্কা— ...	২২৩—২২৩।	২
১১শ সূত্র—		
তেজ হইতে জলোৎপত্তি শঙ্কা—	২২৩—২২৪।	১০

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

॥২/০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
১২শ সূত্র—		
জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি শব্দ—	২৩৩—	১
১৩শ সূত্র—		
শ্রুতির ‘অন্ন’ শব্দের পৃথিবী অর্থ করণে হেতু প্রদর্শন—	২৩৪—২২৫ ।	১০
১৪শ সূত্র —		
সিদ্ধান্ত—আকাশাদি-শব্দবধারী ব্রহ্ম হইতে বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি ব্যবস্থাপন	২২৫—২২৭ ।	১
১৫শ সূত্র—		
ব্রহ্ম হইতে সাক্ষ্যে সন্দেহে আকাশাদি-উৎপত্তি সমর্থন—	২২৭—২২৮ ।	১
১৬শ সূত্র—		
ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তিতেও ব্রহ্মেব সাক্ষ্যাকাংক্ষাব্যবস্থাসমর্থন—	২২৮—২৩০ ।	২
১৭শ সূত্র—		
স্থাবর-জঙ্গম সর্বপদার্থে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থতা নিরূপণ— ...	২৩০—২৩১ ।	৮
তৃতীয়—আত্মাধিকরণ—	২৩১—২৩৭ ।	
পূর্বপক্ষে—আকাশাদি-হায়া জীবেরও উৎপত্তি সম্ভাবনা—	২৩১—২৩৩ ।	২
সিদ্ধান্ত—প্রতি ও যুক্তিব সাহায্যে জীবের নিত্যত্ব সমর্থন এবং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান উপপাদন— ...	২৩৩—২৩৭ ।	৪
চতুর্থ—জ্ঞাধিকরণ—		
(১৯শ—৩২ সূত্র)—	২৩৮—২৪৩ ।	
১৯শ সূত্র—		
জীবাশ্মাব স্বরূপ নিরূপণ—পূর্বপক্ষে—জীবের চৈতন্যরূপত্ব সমর্থন—	২৩৮—২৪০ ।	২
সিদ্ধান্ত—জীবাশ্ম জ্ঞানরূপতা খণ্ডন এবং জ্ঞানবিশিষ্টতা স্থাপন—	২৪০—২৪১ ।	৬
২০শ সূত্র—		
জীবের লোকান্তরে গমনাগমন বোধক প্রতি অনুসারে সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন এবং অগৃহ্য স্থাপন—	২৪১—২৪২ ।	৭
২১শ সূত্র—		
লোকান্তরে গমনাগমনে জীবেরই কর্তৃত্ব সমর্থন— ...	২৪২—২৪৩ ।	৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি
২২শ সূত্র—		
পূৰ্বপক্ষে প্রত্যুক্ত ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থে জীব, এবং তাহার সর্ব- ব্যাপকতা সমর্থন, আর সিদ্ধান্তে ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের ব্রহ্মার্থতানিরূপণ—	২৪৩—২১৪।	৪
২৩শ সূত্র—		
অণুপরিমাণবোধক শব্দ ও দৃষ্টান্তানুসারে জীবের অণুপরিমাণ সমর্থন—	২৪৪—২৪৫।	২
২৪শ সূত্র—		
অণুপরিমাণ আত্মার সর্বাত্মীন উপলব্ধি সমর্থন—	২৪৫—০।	১৫
২৫শ সূত্র—		
জীবের হৃদয় দেশে অবস্থিতি নিরূপণ—	২৪৫—২৪৬।	৭
২৬শ সূত্র—		
প্রদীপাদির তায় জীবেরও জ্ঞান দ্বারা সর্বাত্মীন অনুভূতি সমর্থন—	২৪৬—২৪৭।	৫
২৭শ সূত্র—		
আত্ম-গুণ জ্ঞানের আত্মাতিবিস্তৃত সমর্থন—	২৪৭—২৪৮।	২
২৮শ সূত্র—		
জ্ঞান ও আত্মার পৃথক নির্দেশ প্রদর্শন—	২৪৮—০।	১২
২৯শ সূত্র—		
জ্ঞানপ্রাধান্য বশতঃ আত্মাব জ্ঞান-শব্দ ব্যবহায্যতা কখন—	২৪৮—২৪৯।	৪
৩০শ সূত্র—		
জ্ঞান ও আত্মাব নিত্য সাহচর্য্য হেতু আত্মাব বিজ্ঞান-শব্দে নির্দেশসমর্থন—	২৫০—০।	১৫
৩১শ সূত্র—		
স্বযুক্তি প্রভৃতি সময়ে জ্ঞানের অপ্রতীতি সত্ত্বেও আত্মগুণত্বসমর্থন—	২৫০—২৫২।	৫
৩২শ সূত্র—		
আত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও জ্ঞানময়ত্ব পক্ষে দোষ প্রদর্শন—	২৫২—২৫৩।	০
পঞ্চম—কর্ত্ত্বাধিকরণ—		
(৩৩শ—৩৯শ সূত্র)—	২৫৪—২৬১।	০
৩৩শ সূত্র—		
জীবাত্মার কর্ত্ত্ব নিরূপণ—	২৫৪—২৫৭।	৬

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

১৮/০

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।
৩১শ সূত্র—	
ইন্দ্রিয়-গ্রহণে ও পরিভ্রমণে আত্মার কর্তৃত্ব প্রদর্শন— ..	২৫৭— ০ । ০
৩৫শ সূত্র—	
বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকারে দোষ প্রদর্শন— ...	২৫৮— ০ । ২০
৩৬শ সূত্র—	
বুদ্ধির কর্তৃত্বপক্ষে ভোগসাক্ষ্য উপপাদন— ..	২৫৮—২৫৯ । ৬
৩৭শ সূত্র—	
বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিরই ভোগকর্তৃত্ব সমর্থন—	২৫৯—২৬০ । ১
৩৮শ সূত্র—	
বুদ্ধির কর্তৃত্বপক্ষে সমাধিসাধনের ও অল্পপপত্তি প্রদর্শন— .	২৬০—০ । ০
৩৯শ সূত্র—	
জীবের কর্তৃত্ব সত্ত্বেও সাময়িক কার্যাহুষ্ঠানের উপপাদন—	২৬১— ০ । ০
ষষ্ঠ—পরায়ত্তাধিকরণ—	
(৪৪শ—৪০শ সূত্র)	২৬২—২৬৬ ।
৪০শ সূত্র—	
জীবের ব্রহ্মাধীন কর্তৃত্ব নিরূপণ— ...	২৬২—২৬৩ । ০
৪১শ সূত্র—	
জীবের চেষ্টানুসাবে ঈশ্বরপ্রেরণানিরূপণ— ...	২৬৩—২৬৬ । ০
সপ্তম— অংশাধিকরণ—	
(৪২শ—৫০শ সূত্র)—	২৬— ০ ।
৪২শ সূত্র—	
পূৰ্ণগন্ধ—ব্রহ্ম হইতে জীবের অত্যন্ত ভিন্নত্ব প্রমাণ— ..	২৬৬—২৬৮ । ৮
সিদ্ধান্ত—জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সংস্থাপন— ..	২৬৮—২৭০ । ৯
৪৩শ সূত্র—	
ঈশ্বরের সাহায্যে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সমর্থন— ..	২৭০—২৭১ । ৯
৪৪শ সূত্র—	
জীবের ব্রহ্মাংশত্বে স্থিতিপ্রমাণ— ...	২৭১—২৭১ । ০
৪৫শ সূত্র—	
ক্ষেত্র জীবগত দোষাসংস্পর্শিত্বে আদিত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন—	২৭২—২৭৩ । ১১

বিষয় :

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,

পংক্তি।

৪৬শ সূত্র—

জীবের ব্রহ্মাংশে স্থিতিপ্রমাণ-প্রদর্শন— ... ২৭৩—২৭৪ । ৮

৪৭শ সূত্র—

দেহভেদে জীবের অধিকারভেদ— ... ২৭৫— ০ । ১৬

৪৮শ সূত্র—

দেহভেদে জীবভেদবশতঃ একের ভোগে অপরের ভোগাভাব

সমর্থন— ... ২৭৫—২৭৬ । ৫

৪৯শ সূত্র—

জীবের ব্রহ্মাভেদসমর্থক হেতুব 'অভাসিত্ব' সমর্থন— ... ২৭৬—২৭৭ । ৫

৫০শ সূত্র—

অদৃষ্টের ভোগনিয়ামকত্ব কথন— ... ২৭৮—২৭৮ । ৩

৫১শ সূত্র—

ভোগাভিসন্ধিতেও নিয়ামকত্ব কথন—... ২৭৮—০ । ১০

৫২শ সূত্র—

অংশভেদে ভোগাদি ব্যবস্থা খণ্ডন— ... ২৭৮—৭২ । ০

চতুর্থ পাদে—

প্রথম—‘প্রাণোৎপত্তি’ অধিকরণ—

(১ম—৩য় সূত্র) ... ২৮০—২৮৪ ।

১ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—ইন্দ্রিয় সমূহেব উৎপত্তি শঙ্কা— ... ২৮০—২৮১ । ১১

সিদ্ধান্ত—ইন্দ্রিয় সমূহেব উৎপত্তি সমর্থন— ... ২৮১—২৮২ । ৯

২য় সূত্র—

ইন্দ্রিয়েয় অমুৎপত্তি বোধক প্রতিভার গোণার্থত্ব নিরূপণ ... ২৮২—২৮৩ । ১০

৩য় সূত্র—

আকাশাদির পরে বায়ুদি সৃষ্টির উপপাদন— ... ২৮৩—২৮৪ । ২

দ্বিতীয়—সমুৎপত্ত্যাধিকরণ—

(৪র্থ—৫ম সূত্র) ... ২৮৪—২৮৭ ।

৪র্থ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—ইন্দ্রিয়েয় সমুৎপত্তি সংখ্যা শঙ্কা— ... ২৮৪—২৮৫ । ২২

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

৭৫/০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
৫ম সূত্র—		
দ্বাদশ—ইন্দ্রিয়েব একাদশত্ব সংখ্যা নিরূপণ ...	২৮৫—২৮৭ ।	৬
প্রাণাণুত্বাধিকরণ—		
(৬ষ্ঠ—৭ম সূত্র) ...	২৮৭—২৮৯ ।	
৬ষ্ঠ সূত্র—		
কাদশ ইন্দ্রিয়েব অণুত্ব স্থাপন	২৮৭—২৮৮ ।	৫
৭ম সূত্র—		
প্রাণেব অণুত্ব স্থাপন—	২৮৮—২৮৯ ।	৬
চতুর্থ—বায়ুক্রিয়াধিকরণ—		
(৮ম—১১শ সূত্র)	২৮৯—২৯৪ ।	৪
৮ম সূত্র—		
প্রাণেব বায়ুরূপত্ব ও বায়ু ক্রিয়ারূপত্ব স্থাপন— ...	২৮৯—২৯০ ।	০
৯ম সূত্র—		
প্রাণেবও জীবোপকরণত্ব নিরূপণ—	২৯১—০ ।	০
১০ম সূত্র—		
পকার-সাধন না হইলেও প্রাণেব জীবোপকরণত্ব স্থাপন—	২৯২—২৯৩ ।	৩
১১শ সূত্র—		
প্রাণেব পঞ্চবৃদ্ধাঙ্কিতা নিরূপণ—	২৯৩—২৯৪ ।	৪
পঞ্চম—শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ—		
১২শ সূত্র—		
প্রাণেবও অণুত্বনিরূপণ	২৯৪—২৯৫ ।	৬
ষষ্ঠ—জ্যোতিরাত্ত্বাধিকরণ—		
(১৩শ—১৪শ সূত্র)	২৯৫—২৯৮ ।	
১৩শ সূত্র—		
ঈশ্বর—ইন্দ্রিয়ে জীবাত্মা ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্বাধীনভাবে		
অধিষ্ঠান শক্তি—	২৯৫—২৯৬ ।	৮
দ্বাদশ—পরমেশ্বরেচ্ছাধীন অধিষ্ঠান নিরূপণ—	২৯৬—২৯৭ ।	৮
১৪শ সূত্র—		
ত্র পৰমেশ্বরাধিষ্ঠান কথন—	২৯৬—২৯৮ ।	৬

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
সপ্তম—ইন্দ্রিয়াধিকরণ—		
(১৫শ—১৬শ সূত্র)	..	২৯৮—৩০০ ।
১৫শ সূত্র—		
প্রাণ-পদবাচ্য চক্ষুঃ প্রভৃতিব ইন্দ্রিয়ত্রয় নিক্রপণ—	..	২৯৮—২৯৯ । ৭
১৬শ সূত্র—		
ভেদশ্রুতি ও স্বভাব বৈলক্ষণ্য হেতু মুখ্য প্রাণেব অনিচ্ছিত্রয়		
সমর্থন	...	২৯৯—৩০০ । ৮
অষ্টম—সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ড্যধিকরণ—		
(১৭শ—১৯শ সূত্র)	...	৩০০—৩১০ ।
১৭শ সূত্র—		
পূৰ্ব্বপক্ষ—ব্যষ্টিজগৎ সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভেব কর্তৃত্ব শঙ্কা	...	৩০০—৩০৩ । ৪
সিদ্ধান্ত—ব্যষ্টি জগৎসৃষ্টিতেও পৰমেশ্বৰেব কর্তৃত্ব নিক্রপণ		৩০৩—৩০৫ । ৪
১৮শ সূত্র—		
পুনশ্চ ব্যষ্টিসৃষ্টিতে জীবকর্তৃত্ব আশঙ্কা	...	৩০৫—৩০৬ । ২
সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিব প্রকরণীয় ‘ত্ৰিব্রহ্মকরণ’ কথাৰ অর্থাস্তব		
কণন --	..	৩০৬—৩০৯ । ৫
১৯শ সূত্র—		
ত্ৰিব্রহ্মকৃত আকাশাদি ভূত সমূহেব আকাশাদি এক একটী নাম		
ব্যবহাবেব অনুপপত্তি আশঙ্কা—	...	৩০৯—০ ।
সিদ্ধান্ত—আধিক্যানুসারে আকাশাদি নাম ব্যবহারোপপাদন—		৩১০— ০ । ০

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড ।

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬

ভারত-শাস্ত্র-পিটক,

সংখ্যা—৩

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র বিবেকো এম্ এ

প্রবর্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য্য-প্রণীত

বিশিষ্টা দ্বৈতপর-

শ্রীভাষ্য-

সম্মত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বিছোংসাহী বদান্তবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত ।

সন ১৩২২—আষাঢ় ।

PRINTED AT
THE COLTON PRESS, 57 HARRISON ROAD, CALCUTTA
BY EUGENE CHANDRA GHOSH
FOR
JANGAL SARKAR PARIKHAD MANDER

শ্রীরামানুজকৃত শ্রীভাষ্যোপেত ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

প্রথম পাদে—

১ম, তদন্তরপ্রতিপত্তাধিকরণ—

(১ম—৭ম সূত্র),

১ম সূত্র—

জীব বর্তমান দেহতাগ করিয়া যাইবার সময় ভাবী-দেহোপাদান ভূতহৃদয়গুলি

সঙ্গে লইয়া যায় কিনা, এ বিষয়ের বিচার—

পূর্বপক্ষ—প্রয়াণ কালে জীবের সহিত ভূতহৃদয়েব অগমন—

৩১৩—১

সিদ্ধান্ত—জীবের সহিত ভূতহৃদয়েব গমন প্রতিপাদন—

৩১৫—১

২য় সূত্র—

প্রয়াণকালে পক্ষবিধ হৃদয়ভূতেরই জীবানুগমন সমর্থন—

৩১৭—১

৩য় সূত্র—

প্রয়াণকালে জীবের সঙ্গে প্রাণানুগমন দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন—

৩১৭—১৭

৪র্থ সূত্র—

মৃত্যুকালে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েব অগ্নি প্রভৃতিতে লয়-প্রতিপাদক শ্রুতি-

অনুসারে জীবের সঙ্গে প্রাণের গতিসম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩১৮—১০

৫ম সূত্র—

পক্ষাণিবিজ্ঞাপকবশে প্রথম প্রক্ষেপে জন-হোমের অনুলেক্য নিবন্ধন হৃদয়ভূতের

সহগমনে পুনশ্চ আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩১৯—২৬

৬ষ্ঠ সূত্র—

পক্ষাণিবিজ্ঞাপকরণে প্রশ্ন ও প্রতিবচনে জীবের উল্লেখ না থাকায় পুনশ্চ

আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩২১—১১

৭ম সূত্র—

পুনশ্চ জীবোল্লেখ সম্বন্ধে আশঙ্কা ও তাহার সমাধান—

৩২৩—৬

২য়, কৃতাত্ম্যাদিকরণ—

(৮—১১ সূত্র)—

৮ম সূত্র—

শ্রী জীবগণের চক্ষুসমূহ হইতে প্রত্যাগমনের সময় প্রাক্তন কক্ষ কিছু

অবশিষ্ট থাকে কি না, এ বিষয়ের শ্রীমাংসা—

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পংক্তি।
পূর্বপক্ষ—যে কক্ষফল ভোগেব জন্তু জীব চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে, তাহাব	
সেখানেই নিঃশেষরূপে ভোগাশক্তি—	৩২৪—১৩
সিদ্ধান্ত—কিঞ্চৎ কক্ষ অবশিষ্ট থাকিতেই জীবের চন্দ্রমণ্ডল হইতে পতন	
এবং তদনুসাবে জন্ম ধাবণ প্রতিপাদন—	৩২৬—৪
৯ম সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—সঞ্চিত শুভাশুভ কক্ষানুসাবে জীবের জন্মলাভের আশঙ্কা—	৩২৮—৪
সিদ্ধান্ত—ঐতিব 'চরণ' শব্দানুসাবে ভুক্তাবশিষ্ট কক্ষানুসারেই জন্ম সমর্থন—	৩২৯—৭
১০ম সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত আচারের অনর্থক্য শঙ্কা।—	
সিদ্ধান্ত—জন্মেব প্রতি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচারেরও কাবণত্ব স্থাপন—	৩২৯—১:
১১শ সূত্র—	
বাদির মতানুসাবে 'চরণ' শব্দের পুণ্য-পাপার্থতা প্রদর্শন—	৩৩০—১৩
৩য়, অনিষ্টাদিকার্য্যধিকরণ—	
(১২শ—২১শ সূত্র)	
১২শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—	
যাহারা যাগযজ্ঞাদি কক্ষ কবে না, সেই সমস্ত পাপীদেরও চন্দ্রমণ্ডলে গমনেব	
সম্ভাবনা প্রদর্শন—	৩৩২—১
১৩শ সূত্র	
পাপীদের অগ্রে যমালয়ে পাপফল ভোগ, অনন্তব চন্দ্রমণ্ডলে গমনের সম্ভাবনা	
প্রদর্শন—	৩৩৩—৪
১৪শ সূত্র—	
উক্তার্থে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—	৩৩৪—৭
১৫শ সূত্র—	
সপ্তপ্রকাব নবক কথন—	৩৩৪—১৫
১৬শ সূত্র—	
নরকে যমের প্রাবল্য কথন—	৩৩৫—২
১৭শ সূত্র—	
সিদ্ধান্ত—	
কক্ষী ও কক্ষাঙ্গ বিতাসম্পন্ন পুরুষদিগের চন্দ্রমণ্ডলে গমন নিরূপণ—	৩৩৫—১৬
১৮শ সূত্র—	
পাপ-পুণ্যরহিত অজ্ঞলোকের দংশ-মশকাদি জন্ম কথন—	৩৩৮—১

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পংক্তি ।
১৯শ সূত্র—	
উক্তার্থে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন—	৩৩৯—৮
২০শ সূত্র—	
উক্তার্থে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন—	৩৪০—৩
২১শ সূত্র—	
স্বৈদজেব উদ্বিজে অন্তর্ভাব কথন—	৩৪১—১
৪র্থ, তৎস্বাভাব্যাপত্তি-অধিকরণ—	
২২শ সূত্র—	
চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগমনকালে কক্ষদিগেব আকাশাদি স্বভাবপ্রাপ্তি নিরূপণ—	৩৪১—১৩
৫ম, নাতিচিরাধিকরণ—	
২৩শ সূত্র—	
কক্ষদিগেব আকাশাদি-স্বভাবপরিভ্রমণে বিলম্বাভাব কথন—	৩৪৩—৩
৬ষ্ঠ, অগ্ন্যধিষ্ঠিতাধিকরণ—	
(২৪শ—২৭শ সূত্র)	
২৪শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—	
কক্ষদিগেব অগ্ন্যধিষ্ঠিত শত্ৰুমন্যে প্রবেশকথন—	৩৪৪—৫
২৫শ সূত্র—	
জ্যৈষ্ঠ হিংসায় পাণ্ডাভাব কথন—	৩৪৬—৪
৬শ সূত্র—	
দীর্ঘদিগেব শত্ৰুদেহ হইতে বেতঃসেকক্ষম দেহে প্রবেশ নিরূপণ—	৩৫০—১০
৭শ সূত্র—	
দেহে প্রবেশের পব শব্দ-প্রাপ্তিকথন—	৩৫১—১১
৩তীয়া পাদে—	
১ম, সম্বন্ধাধিকরণ—	
(১—৬ সূত্র)	
১ম সূত্র—	
ধপক্ষ—স্বপদ্ব্য পদার্থে জীবের সৃষ্টিকর্তৃত্ব কথন—	৩৫২—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

২য় সূত্র—

শক্তিৰ সাহায্যে উক্তার্থে জীবের কর্তৃত্বসমর্থন—

৩৫৩—৭

৩য় সূত্র—

সিদ্ধান্ত—স্বপদৃশ্বেষ মায়িকত্ব কথন—

৩৫৪—৭

৪র্থ সূত্র—

পৰমেধেব ইচ্ছাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্যাদি শক্তির তিবোধান এবং

তন্নিবন্ধনই বন্ধ-মোক্ষ বাবস্থাকথন—

৩৫৬—৪

৫ম সূত্র—

দেহসম্বন্ধই জীবের শক্তি-তিবোধানের কারণ কথন—

৩৫৭—৭

৬ষ্ঠ সূত্র—

স্বপদর্শনের স্তভাশুভ-সূচকত্ব কথন—

৩৫৮—৫

দ্বিতীয়, তদভাবাধিকরণ—

(৭—৮ম সূত্র)

৭ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—হিতনামক নাজী ও আত্মা, এতদভয়ে স্থানে যথাসম্ভব

স্বপ্তির সম্ভাবনা কথন—

৩৫৯—৫

সিদ্ধান্ত—নাড়া, প্রবীতং ও আত্মা এই ত্রয়ক্রমে স্বপ্তি নিকপণ—

৩৬১—১

৮ম সূত্র—

স্বপ্তিভঙ্গ সময়ে ব্রহ্ম ইহাতে জীবের উত্থান কথন—

৩৬১—৮

৩য়, ‘কর্মানুস্মৃতি-শব্দবিধি’ অধিকরণ—

৯ম সূত্র—

জাগরণ সময়ে স্বপ্ত জীবেরই পুনরুত্থান নিকপণ—

৩৬২—৫

৪র্থ, মুক্তাধিকরণ—

১০ম সূত্র—

মূর্ত্ত্যবস্থায় স্বরূপ নিকপণ—

৩৬৫—১

৫ম, উভয়লিঙ্গাধিকরণ—

(১১শ—২৫ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থার সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও

দোষস্পর্শাশঙ্কা—

৩৬৭—৫

বিষয়	পৃষ্ঠা—পংক্তি।
সিদ্ধান্ত স্থানত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ সত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্দোষত্ব উপপাদন এবং উভয়-লিঙ্গত্ব কথন—	৩৭০—৪
৯২শ সূত্র—	
প্রতিব সাহায্যে পুনশ্চ ব্রহ্মের সন্দোষত্ব শঙ্কা খণ্ডন—	৩৭১—৩
২৩শ সূত্র—	
কঠিনাধীদেব মতানুসারে একস্থানে অবস্থান সত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্দোষত্ব প্রদর্শন—	৩৭৩—৭
১৪শ সূত্র—	
শব্দীবে অবস্থান সত্ত্বেও ব্রহ্মের নীরূপত্ব সমর্থন—	৩৭৪—৩
১৫শ সূত্র—	
ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব সমর্থন—	৩৭৬—১
১৬শ সূত্র—	
ব্রহ্মের জ্ঞানস্বভাবত্ব সমর্থন—	৩৭৬—১৫
১৭শ সূত্র—	
উক্ত বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—	৩৭৭—৩
১৮শ সূত্র—	
উক্ত বিষয়ে জলস্থিতি-প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত কথন—	৩৭৯—১
১৯শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—জলস্থিতি-প্রতিবিম্ব সহিত দেহত্ব পবনাত্ম্যাব বৈষম্য প্রদর্শন—	৩৭৯—১৯
২০শ সূত্র—	
সিদ্ধান্ত—বুদ্ধি-হাসাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত আপত্তির পবিহাৰ কথন—	৩৮১—১
২১শ সূত্র—	
“নেতি নেতি” প্রতিব তাৎপর্য্য বর্ণনা—	৩৮৩—৩
২২শ সূত্র—	
ব্রহ্মের অব্যাক্তস্বভাব কথন—	৩৮৭—১
২৩শ সূত্র—	
ভক্তিস্বরূপ নির্দিষ্ট্যাসনের অবস্থাব ব্রহ্মে তাৎদৃশ রূপের অভিব্যক্তিকথন—	৩৮৭—১৩
২৪শ সূত্র—	
ব্রহ্মের প্রকাশাদি স্বভাবের ত্রায় মূর্ত্তীমূর্ত্ত রূপ নিরূপণ—	৩৮৯—১
২৫শ সূ—	
ব্রহ্মে কল্যাণময় অনন্ত গুণ সম্ভাব কথন—	৩৯০—১

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পংক্তি।
৬ষ্ঠ অহিকুণ্ডলাধিকরণ— (২৬—২৯শ সূত্র)	
২৬শ সূত্র—	
অহি-কুণ্ডলনার দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব ও বহুরূপত্ব-শ্রুতির উপপাদন—	৩৯০—১১
২৭শ সূত্র—	
তেজের দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব সমর্থন—	৩৯১—১১
২৮শ সূত্র—	
প্রকারান্তরে একত্ব ও নানাত্বের উপপাদন—	৩৯৩—৫
২৯শ সূত্র—	
জড়ধর্মনিষেধক শ্রুতির সাহায্যে পুনশ্চ ব্রহ্মের অংশাশিতাব উপপাদন—	৩৯৪—৭
সপ্তম পরাধিকরণ— (৩০শ—৩৬শ সূত্র)	
৩০শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 'সেতু' ও পরিমিত বলায় তদতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বাশঙ্কা প্রদর্শন—	৩৯৫—৬
৩১শ সূত্র—	
সিদ্ধান্ত—সাদৃশ্য নিবন্ধন ব্রহ্মের সেতু প্রভৃতি শব্দে উল্লেখের সমর্থন—	৩৯৮—১
৩২শ সূত্র—	
উপাসনার সুবিধার জন্য ব্রহ্মের সেতু প্রভৃতি শব্দে উল্লেখের উপপাদন—	৩৯৯—১
৩৩শ সূত্র—	
পুনশ্চ স্থানবিশেষের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ ব্রহ্মের পরিমাণ নির্দেশের সমর্থন—	৪০০—১
৩৪শ সূত্র—	
যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মপরিমাণের সমর্থন—	৪০০—১৪
৩৫শ সূত্র—	
শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মতিরিক্ত বৃহৎ পদার্থের সত্তা নিরাসন—	৪০১—৭
৩৬শ সূত্র—	
ব্রহ্মের সর্বব্যাপকতা সমর্থন —	৪০৪—৪
অষ্টম ফলাধিকরণ— (৩৭—৪০শ সূত্র)	
৩৭শ সূত্র—	
সর্ববিধ ফলপ্রদানে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব কথন—	৪০৫—৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পংক্তি।
৩৮শ সূত্র—	
উক্তার্থে শ্রুতি প্রদর্শন—	৪০৬—৬
৩৯শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—জৈমিনির মতে ধর্ম হইতে ফলপ্রাপ্তি কথন—	৪০৭—১
৪০শ সূত্র—	
বাদরায়ণাচার্যের মতানুসারে পরমেশ্বরের ফলপ্রদত্ত সমর্থন—	৪০৮—১
তৃতীয় পাদে—	
১ম, সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়াধিকরণ—	
(১ম—৫ম সূত্র)	
১ম সূত্র—	
বিভিন্ন বেদশাখায় বিহিত একজাতীয় ব্রহ্মোপাসনার একত্ব নির্ণয়—	৪১২—১
২য় সূত্র—	
উপাসনার একত্বসম্বন্ধে আশঙ্কা ও তাহার সমাধান—	৪১৫—১
৩য় সূত্র—	
যজ্ঞান্ন মানের দৃষ্টান্তে শিরোব্রতের অধ্যয়নাস্ত্ব নিরূপণ—	৪১৬—৩
৪র্থ সূত্র—	
শ্রুতির সাহায্যে বিচার একত্ব সমর্থন—	৪১৭—১০
৫ম সূত্র—	
এক উপাসনায় উক্ত গুণের, তৎসমানজাতীয় অন্তর উপাসনায় উপসংহারে প্রয়োজন কথন—	৪১৯—১
দ্বিতীয় ‘অনুথাৎ’ অধিকরণ—	
(৬—৯ম সূত্র)	
৬ষ্ঠ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদকীথোপাসনার পার্থক্যাশঙ্কা—	৪২০—১
৭ম সূত্র—	
সিদ্ধান্ত—	
ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদকীথবিচার স্বরূপগত ভেদ নিবন্ধন উভয়ের পার্থক্যনিরূপণ—	৪২৫—১
৮ম সূত্র—	
উদকীথনামের ঐক্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাভেদ ব্যবস্থাপন—	৪২৭—৮

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

৯ম সূত্র—

উদ্দেশ্যের প্রণবার্থনির্ধারণ—

৪২৮—৫

তৃতীয়, সর্বভেদাধিকরণ—

১০ম সূত্র—

জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠাদিগুণযোগে প্রাণোপাসনার একত্র নিরূপণ—

৪২৯—৫

চতুর্থ, ‘আনন্দাদি’ অধিকরণ—

(১১শ—১৭শ সূত্র)

১১শ সূত্র—

ব্রহ্ম-গুণ আনন্দপ্রভৃতি ধর্মের সমস্ত ব্রহ্মোপাসনার চিত্তার উপদেশ—

৪৩৩—১

১২শ সূত্র—

প্রিয়শিরঃপ্রভৃতি ব্রহ্মগুণসমূহের সর্বত্র উপসংহারের আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন—

৪৩৪—১

১৩শ সূত্র—

প্রিয়-শিরঃপ্রভৃতি গুণ অপেক্ষা আনন্দাদিগুণের বৈলক্ষণ্য কথন—

৪৩৫—৪

১৪শ সূত্র—

প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন কথন—

৪৩৭—১

১৫শ সূত্র

প্রিয়শিরঃপ্রভৃতির অ-ব্রহ্মগুণত্ব কথন—

৪৩৮—৪

১৬শ সূত্র—

পরমাত্মার আনন্দগুণ কথন—

৪৩৯—১

১৭শ সূত্র—

আনন্দাদি গুণের পরমাত্মধর্মত্ব উপপাদন—

৪৪০—১

পঞ্চম কার্যাত্ম্যানাধিকরণ—

১৮শ সূত্র—

আহারের পূর্বে ও পরে আচমনীয় জলে প্রাণ-বাসস্থচিন্তা নিরূপণ—

৪৪১—১

ষষ্ঠ, সমানাধিকরণ—

১৯শ সূত্র—

ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ—‘অহঃ’ ও ‘অহম্’ এই নামদ্বয়ের উভয় স্থলে প্রয়োগ

কথন—

৪৪৫—৬

২১শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

স্থানভেদে উক্ত নামদ্বয়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ নিরূপণ—

৪৪৭—১

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

২২শ সূত্রে—

প্রতি দ্বারা স্বসিদ্ধান্ত সমর্থন—

৪৪৭—১৭

অষ্টম, সম্ভূত্যাধিকরণ—

২৩শ সূত্রে—

সম্ভূতি ও ছাব্যাণ্ডি গুণের সর্বত্র প্রয়োগ নিষেধ—

৪৪৮—১০

নবম, পুরুষবিদ্যাধিকরণ—

২৪শ সূত্রে—

সবনত্রয়ের ভেদ বশতঃ ‘পুরুষবিদ্যা’ নামক উপাসনার ভেদকথন—

৪৫০—৭

দশম, ‘বেদাদি’ অধিকরণ—

২৫শ সূত্রে—

“তুক্রং প্রবিধ্য” ইত্যাদি মন্ত্রের বিদ্যাস্তব খণ্ডন ও অধ্যয়নাস্তব নিরূপণ—

৪৫৩—১

একাদশ, হাত্যাধিকরণ—

২৬শ সূত্রে—

জানীর মৃত্যুসময়ে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ এবং পুত্রাদিকর্তৃক তাহার গ্রহণ সম্বন্ধে

পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত নিরূপণ—

৪৫৬—১

দ্বাদশ, সাম্পরায়াধিকরণ—

(২৭—৩১শ সূত্র)

২৭শ সূত্রে—

জানীর পুণ্যপাপত্যাগের সময় নিরূপণ—

৪৬১—৩

২৮শ সূত্রে—

পুণ্যপাপত্যাগসম্পর্কিত বাক্যের সম্বন্ধ নির্দেশ—

৪৬৩—১০

২৯শ সূত্রে—

উক্ত বিষয়ে পূর্বপক্ষ—

৪৬৪—৬

৩০শ সূত্রে—

উক্ত আপত্তির সমাধান—

৪৬৫—৫

৩১শ সূত্রে—

কর্ম্মগ্রসারে কার্য্যাধিকারবিশেষ প্রাপ্ত জীবগণের অধিকার পর্য্যন্ত

অবস্থিতি কথন—

৪৬৭—১

ত্রয়োদশ, অনিয়ম্যাধিকরণ—

৩২শ সূত্রে—

উপাসক মাত্রেরই দেবদানপথে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি নিরূপণ—

৪৬৮—৫

চতুর্দশ, ‘অক্ষরধী’ অধিকরণ—

(৩৩শ—৩৪শ সূত্র)

৩৩শ সূত্রে—

ক্ষর-ব্রহ্মসম্বন্ধী অমূলবাদি ধর্মের সর্বত্র ব্রহ্মোপাসনার উপসংহারকথন—

৪৭১—৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পংক্তি
৩৪শ সূত্র---	
অস্থলত্বাদি গুণোপসংহারের আবশ্যকতা প্রদর্শন—	৪৭৫—
পঞ্চদশ, অন্তরত্বাধিকরণ---	
(৩৫শ—৩৭শ সূত্র)	
৩৫শ সূত্র---	
শ্রুত 'সর্কাস্তর' পদের পরমার্থার্থ নিরূপণ—	৪৭৬—
৩৬শ সূত্র---	
উষন্ত ও কহোলের প্রশ্নার্থের পরস্পর বিনিময়-ব্যবস্থাপন —	৪৮২—
৩৭শ সূত্র---	
ছান্দোগ্যে একই পরামেবতার পূর্বাপর-কীর্তন নিরূপণ—	৪৮৪—
ষোড়শ, কামাত্বাধিকরণ---	
(৩৮শ—৪০শ সূত্র)	
৩৮শ সূত্র---	
ছান্দোগ্য ও বাজদনেদোক্ত সত্যকামত্বাদি গুণের অভেদ নিরূপণ—	৪৮৭—
৩৯শ সূত্র---	
"নেতি নেতি" শ্রুতিতে সত্যকামত্বাদিগুণের অপ্রতিষিদ্ধ কথন—	৪৮৯—
৪০শ সূত্র---	
সংগোপাসনার মোক্ষসাধকত্ব নিরূপণ—	৪৯৩—
সপ্তদশ, তমির্দ্বারগানিয়মাধিকরণ---	
৪১শ সূত্র---	
কর্মকালে কর্ম্য উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা খণ্ডন—	৪৯৫—
অষ্টাদশ, প্রদানাদিকরণ—	
৪২শ সূত্র—	
অপহতপাপাদি গুণচিহ্নের সঙ্গে গুণী পরমাত্ম-চিহ্নের আবশ্যকতা কথন—	৪৯৭—
উনবিংশ, লিঙ্গভূয়ত্বাধিকরণ—	
৪৩শ সূত্র—	
তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'নারায়ণ' শব্দে সমস্ত পরবিশ্রোপাত্ত ব্রহ্মের গ্রহণকথন—	৫০০—
বিংশ, পূর্ববিকল্পাধিকরণ—	
(৪৪শ—৫০ সূত্র)	
৪৪শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—'বাক্চিত, মনশ্চিত' প্রভৃতি শ্রুত অগ্নিগুলি প্রকৃত বজ্রাগ্নির বৈকল্পিক কিনা, এইরূপ প্রশ্ন-প্রদর্শন—	৫০৪—
৪৫শ সূত্র—	
বাক্চিতাদি অগ্নির বৈকল্পিকত্বপক্ষ সমর্থন—	৫০৬—

বিষয় ।

• পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

৪৬শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—বাক্চিত্ত প্রভৃতির বিচাররূপ স্থাপন—

৫০৭—৪

৪৭শ সূত্র—

ঋতি-লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে বিচারত্বসমর্থন—

৫০৯—১

৪৮শ সূত্র—

হেতুস্তর দ্বারা বিচারত্বসমর্থন—

৫১০—৯

৪৯শ সূত্র—

নিশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াময়-বজ্রাশঙ্কে অনুপপত্তি প্রদর্শন—

৫১২—৫

৫০শ সূত্র—

নিশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াময়-বজ্রপ্রকরণে উল্লেখের কাবণ প্রদর্শন—

৫১৪—১

একবিংশ, শরীরে ভাবাধিকরণ—

(৫১—৫২ সূত্র)

৫১শ সূত্র—

রূপরূপ—শরীরাবস্থিত আত্মার জীবধর্ম উপাত্ত কথন—

৫১৫—৪

৫২শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত :—দেহাবস্থিত আত্মার মুক্তধর্ম উপাসনা নিরূপণ—

৫১৭—১

দ্বাবিংশ, অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ—

(৫৩—৫৪ সূত্র)

৫৩শ সূত্র—

জ্ঞানসম্বন্ধীয় উদগীথাদি উপাসনার বিচার—

৫১৯—৫

৫৪শ সূত্র—

হাদির দৃষ্টান্তে উক্তার্থ সমর্থন—

৫২১—১১

ত্রয়োবিংশ, ভূমজ্যায়স্বাধিকরণ—

৫৫শ, সূত্র—

লোকাদি সমস্ত অবয়ব বিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা নিরূপণ—

৫২২—১৩

চতুর্বিংশ, শব্দাদিভেদাধিকরণ—

৫৬শ সূত্র—

ঐশা ও ভূমবিজ্ঞাপ্রভৃতি ব্রহ্মবিজ্ঞার ভিন্নত্ব নিরূপণ—

৫২৭—৬

পঞ্চবিংশ, বিকল্পাধিকরণ—

(৫৭—৫৮ সূত্র)

৫৭শ সূত্র—

প্রাপ্তির সাধন সদিচ্ছা প্রভৃতির বিকল্পাহতান নিরূপণ—

৫২৯—৭

৫৮শ সূত্র—

৭ উপাসনাগুলির মধ্যে, যে কোন একটীর অথবা সমুদায়েরও অহুতান করিতে পারা যায়—তদ্বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শন—

৫৩২—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

ষড়্বিংশ, যথাক্রম্যভাবাধিকরণ—

(৫৯—৬৪ সূত্র)

৫৯তম সূত্র—

পূর্বপক্ষ :—

কৰ্ম্মাক্রান্ত উপাসনায় কৰ্ম্মাদ্বেব সহিত উপাসনামুষ্ঠানের আবশ্যকতা

প্রদর্শন—

৫৩২—১৫

৬০তম সূত্র—

উক্ত বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৩৪—৭

৬১তম সূত্র—

উক্তার্থে যুক্তি প্রদর্শন—

৫৩৫—৩

৬২তম সূত্র—

দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বপক্ষের দৃঢ়ীকরণ—

৫৩৫—১৪

৬৩তম সূত্র—

সিদ্ধান্ত :—

কৰ্ম্মাক্রান্ত উপাসনায় সহিত তদাপ্রতি উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা থগুন—

৫৩৬—৭

৬৪তম সূত্র—

উক্তার্থে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৩৯—১

চতুর্থ পাদ—

১ম, পুরুষার্থাধিকরণ—

(১—২০ সূত্র)

১ম সূত্র—

বাদরারণের মতানুসাবে বিত্তা হইতে মুক্তিস্থিত নিরূপণ—

৫৪০—১

২য় সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

জৈমিনির মতে বিত্তার মুক্তিসাধনত্ব-কথার অর্থবাদত্ব (প্রশংসাপরত্বমাত্র)

কথন—

৫৪১—৮

৩য় সূত্র—

উক্তার্থে শিষ্টসম্মতি প্রদর্শন—

৫৪৪—৪

৪র্থ সূত্র—

কথিত বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৪৫—৩

৫ম সূত্র—

উক্তার্থে যুক্তি প্রদর্শন—

৫৪৫—১৭

৬ষ্ঠ সূত্র—

প্রোত বিত্তি দ্বারা সমস্ত সমর্থন—

৫৪৬—১১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পঙ্ক্তি।

৭ম সূত্র—	
প্রকারান্তরে বিচার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব সমর্থন—	৫৪৭—৪
৮ম সূত্র—	
সিদ্ধান্ত :—	
বাদরায়ণের মতানুসারে সিদ্ধান্ত নিরূপণ—	৫৪৮—১
৯ম সূত্র—	
বিচার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব পক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রদর্শন—	৫৫০—৯
১০ম সূত্র—	
বিচার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব খণ্ডন—	৫৫২—১
১১শ সূত্র—	
মৃতব্যক্তির সহিত বিচার ও কৰ্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গমন কথন—	৫৫৩—১
১২শ সূত্র—	
বিচার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব বিষয়ে জৈমিনি-প্রদর্শিত যুক্তির খণ্ডন—	৫৫৩—১৮
১৩শ সূত্র—	
জৈমিনি-প্রদর্শিত নিয়মশ্রুতির অর্থান্তর কথন—	৫৫৪—১৩
১৪শ সূত্র—	
প্রকারান্তরে নিয়মশ্রুতির উপপাদন—	৫৫৫—১৪
১৫শ সূত্র—	
বৈবাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তির গার্হস্থ্য ত্যাগে শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন—	৫৫৬—১৪
১৬শ সূত্র—	
বিচার কৰ্ম্মোপমর্দকত্ব প্রদর্শন—	৫৫৭—৭
১৭শ সূত্র—	
কৰ্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর বিচারানুশীলন প্রদর্শন—	৫৫৮—৪
১৮শ সূত্র—	
আচার্য্য জৈমিনির মতে সন্ন্যাসাশ্রমের অবৈধতা কথন—	৫৫৯—৬
১৯শ সূত্র—	
বাদরায়ণের মতানুসারে সন্ন্যাসাশ্রমের সম্ভাব প্রদর্শন—	৫৬০—১৩
২০শ সূত্র—	
সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা প্রতিপাদন—	৫৬৩—১০
দ্বিতীয়, স্তুতিমাত্রাধিকরণ—	
(২১—২২শ সূত্র)	
২১শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—	
যজ্ঞাঙ্গ উদগীথাদি বিষয়ে উপনিষ্ট রসতমত্বাদি-দৃষ্টির প্রশংসামাত্রে তাৎপর্য্য কথন—	৫৬৫—৬
সিদ্ধান্তঃ—	
যজ্ঞাঙ্গ উদগীথাদি বিষয়ে রসতমত্বাদি দৃষ্টির বিধেয়ত্ব নিরূপণ—	৫৬৭—১

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পংক্তি।
২২শ সূত্র—	
রসতমসাদি-দৃষ্টির বিধেয়ত্ব সমর্থন—	৫৬৭—৯
তৃতীয়, পারিপ্লবাবধিকরণ—	
(২৩—২৪শ সূত্র)	
২৩শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—	
উপনিষদুক্ত সমস্ত আখ্যায়িকারই পারিপ্লব প্রয়োগাঙ্গত্ব কথন—	৫৬৮—৫
সিদ্ধান্ত—	
উপনিষদুক্ত আখ্যায়িকাসমূহের বিভা-মাহাত্ম্য প্রকাশনে তাৎপর্য	
প্রতিপাদন—	৫৬৮—৭
২৪শ সূত্র—	
একবাক্যতা দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন—	৫৭০—৪
৪র্থ, অগ্নীক্ষনাদ্যধিকরণ—	
২৫শ সূত্র—	
উর্করেতাদিগের যজ্ঞাঙ্গ বিভাগ অধিকার প্রতিপাদন—	৫৭০—১৭
পঞ্চম, সর্ববাপেক্ষাধিকরণ—	
২৬শ সূত্র—	
কর্মনিবৃত্ত গৃহস্থগণের বিভাগ অগ্নিহোত্রাদি কর্মাস্ত্রষ্ঠানের আবশ্যকতা	
প্রতিপাদন—	৫৭২—৬
৬ষ্ঠ, শমাত্ত্বধিকরণ—	
২৭শ সূত্র—	
গৃহস্থগণেরও শমদমাদিসংযমের আবশ্যকতা প্রতিপাদন—	৫৭৫—১
সপ্তম, সর্ববান্নানুমত্যধিকরণ—	
(২৮—৩১ সূত্র)	
২৮শ সূত্র—	
প্রাণায়ামদর্শীর অনশনে প্রাণ যাটবার উপক্রম হইলে, সর্বান্নভক্ষণে শাস্ত্রানুমতি	
প্রদর্শন—	৫৭৭—১
২৯শ সূত্র—	
বিশুদ্ধ আহারে চিত্তশুদ্ধি কথন—	৫৭৯—১০
৩০শ সূত্র—	
উক্তার্থে স্মৃতি-প্রমাণ প্রদর্শন—	৫৮০—১২
৩১শ সূত্র—	
যথেষ্ট আহারনিষেধে প্রমাণ প্রদর্শন—	৫৮১—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা-পংক্তি।

অষ্টম, বিহিতত্বাধিকরণ—

(৩২—৩৫শ সূত্র)

৩২শ সূত্র—

মুক্তি বিষয়ে অভিলাষশূন্য গৃহস্থের পক্ষে আশ্রমোচিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের
আবশ্যকতা কথন—

৫৮১—১৬

৩৩শ সূত্র—

বিভাগান্তের সহকারি-কারণরূপেও কৰ্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা কথন—

৫৮৩—৬

৩৪শ সূত্র—

যজ্ঞাঙ্গ ও অংশমাঙ্গ উভয়বিধ কৰ্ম্মেরই একরূপত্ব কথন—

৫৮৪—১

৩৫শ সূত্র—

আশ্রমোচিত কৰ্ম্মের সহিত বিজ্ঞার অবিরোধ থাপন—

৫৮৪—১৫

নবম, বিধুরাধিকরণ—

(৩৬—৩৯শ সূত্র)

৩৬শ সূত্র—

অনাশ্রমী লোকদিগেরও ব্রহ্মবিজ্ঞার অধিকার নিরূপণ—

৫৮৫—৬

৩৭শ সূত্র—

উক্তবিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৮৭—১

৩৮শ সূত্র—

প্রকারান্তরে স্বসিদ্ধান্তের সমর্থন—

৫৮৭—১৪

৩৯শ সূত্র—

অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন—

৫৮৮—৪

দশম, তদ্বৃতাধিকরণ—

(৪০—৪৩শ সূত্র)

৪০শ সূত্র—

একচর্যাদি নৈষ্ঠিকধৰ্ম্মাবলম্বীর তত্ত্বদাশ্রমের অপরিত্যাজ্যতা প্রতিপাদন—

৫৮৯—১

৪১শ সূত্র—

নৈষ্ঠিকধৰ্ম্মচ্যুতদিগের পাতিত্য ও প্রায়শ্চিত্তাভাব কথন—

৫৯১—১

৪২শ সূত্র

মতবিশেষে নৈষ্ঠিকধৰ্ম্মত্যাগের উপপাতকত্ব এবং তাহাতে প্রায়শ্চিত্তের
সম্ভাব কথন—

৫৯২—৬

৪৩শ সূত্র—

উভয় মতেই নৈষ্ঠিক ধৰ্ম্মত্যাগদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞার অনধিকার থাপন—

৫৯৩—৮

একাদশ, স্বাম্যাধিকরণ—

(৪৪—৪৫শ সূত্র)

৪৪শ সূত্র—

পূৰ্ব্বপক্ষ—আত্মের মতে কৰ্ম্মাঙ্গ উপাসনার যজ্ঞমানের কর্তৃত্ব কথন—

৫৯৪—১০

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

৪৫শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

উড়ুলোমির মতামুসারে ঋত্বিকের কর্তৃত্ব নিরূপণ—

৫৯৫—১০

দ্বাদশ, সহকার্যস্বত্ববিধি-অধিকরণ—

(৪৬—৪৮শ সূত্র)

৪৬শ সূত্র—

ব্রহ্মবিজ্ঞায় 'মোনের' সহকারি-সাধনত্ব নিরূপণ—

৫৯৭—৬

৪৭শ সূত্র—

অতিতে কেবলই গৃহস্থের উল্লেখ কারণ প্রদর্শন—

৬০১—৬

৪৮শ সূত্র—

অতিতে 'মোনের' জায় অপরাপর আশ্রমি-ধর্মেরও উপদেশ প্রদর্শন—

৬০২—৮

ত্রয়োদশ, অনাবিষ্কারাধিকরণ—

৪৯শ সূত্র—

ঋত্বিক্ত 'বাল্য' শব্দের অর্থ নিরূপণ—

৬০৩—৮

চতুর্দশ, ঐহিকাধিকরণ—

৫০শ সূত্র—

প্রতিবন্ধকের অভাবে ইহলোকেই বিজ্ঞানল স্বর্গাদিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কখন—

৬০৫—৭

পঞ্চদশ, মুক্তিফলাধিকরণ—

৫১শ সূত্র—

প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহলোকেই বিজ্ঞানল মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কখন—

৬০৭—১

তৃতীয় অধ্যায়—

প্রথম পাদে—সূত্র ২৭। অধিকরণ—৬।

দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৪০। অধিকরণ—৮।

তৃতীয় পাদে—সূত্র—৬৪। অধিকরণ—২৬।

চতুর্থ পাদে—সূত্র—৫১। অধিকরণ—১৫।

তৃতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

পঞ্চম খণ্ড ।

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সংখ্যা—০
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ

প্রবর্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য-প্রণীত
বিশিষ্টা দ্বৈতপর-

শ্রীভাষ্য-

সম্মেত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ভূগাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বিভোৎসাহী বদান্তবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত ।

সন ১৩২২—চৈত্র ।

PRINTED AT THE COTTON PRESS, BY JYOTISH CHANDRA GHOSH,
57, HARRISON ROAD, CALCUTTA. .

আভাস ।

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে একদা এমনই এক শুভ সময় সমুপস্থিত হইয়াছিল, যে সময় ভারতের আপামর নয়নারীগণ পরলোকে দৃঢ় প্রত্যয়, ঐশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি, আশ্রয় অবিনশ্বর্যে অটুট বিশ্বাস, বেদবাক্যে অভাস্ততাজ্ঞান ও গুরুবচনে সমধিক শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণরসে অলঙ্কৃত ছিলেন ; সে সময় তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অক্ষরভাণ্ডার বেদরূপ কলতরুর শীতল ছায়াতলে বসিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ চিন্তায় নিরত থাকিয়া সুখে দিনযামিনী যাপন করিতেন, এবং সকলেই অস্বাধিক পরিমাণে আপন আপন অভীষ্ট লাভে কৃতার্থ হইতেন ; মনে হয়, নাস্তিকতা বলিয়া একটা কথা যেন তখন এদেশে ছিল না ; কিন্তু হুর্নিবার কাল-চক্রের অমোঘ আবর্তনে সে শুভদিন অন্তর্হিত হইয়াগেল, সে সৌভাগ্য-স্বর্গ্য সহসা অন্তর্মিত হইয়া পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে মোহময় অজ্ঞান-তিমিরের আবির্ভাব হইতে লাগিল ; বিমল মানসাকাশে সংশয়ের সূক্ষ্ম বেধা দেখা দিল ; ক্রমে তাহাই বিপুল জলদজ্বালে পরিণত হইয়া ভারতে ঘোরতর দুষ্কিনের সঞ্চার করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতাময় বিষম অশনিসম্পাতে সাধুহৃদয় প্রেক্ষিত করিয়া তুলিল । সেই বিষম নাস্তিকতার ফলে ধর্ম-বিশ্বাস শিথিল হইল, ভগবদ্ভক্তি চলিয়া গেল, বেদপ্রমাণ্যে সংশয় উপস্থিত হইল ; দিন দিন অধ্যর্থের আধিপত্য বাড়িতে লাগিল ; বোধহয়, তখন হইতেই মনোবিগণের হৃদয়ে দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ হইতে লাগিল, এবং সমাজে দর্শনশাস্ত্র প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইল ; ক্রমে ছায় বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইল ; কিন্তু তাহাতেও বেদ-বিজ্ঞান বিকৃতিভাব নিবারিত হইল না, যুগে যুগে তাহার মাত্রা বাড়িতে লাগিল—

‘কিঞ্চিৎ তদন্তথাভূতং ত্রেতায়াং ষাপরেহখিলম্ ।’

ত্রৈতা-যুগেই বেদবিজ্ঞান বিকৃতির স্রোতপাত হয়, তখন বাহা সামান্য মাত্র ছিল, ষাপরে তাহারই বোল কলার পরিপূর্ণ হইল, তখন—

“যো ব্রহ্মাণং বিদধ্যতি পূর্ষং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ” ।

যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদবিজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন ; এবং—

“হর্ভুং তমঃ সদস্যতী চ বিবেক্তৃশীশো মানং প্রদীপয়িৎ কারুণিকো দদাতি” ।

যিনি করুণাপরবশ হইয়া জীবগণের হৃদয়গত অজ্ঞানান্ধকার অগ্নয়নের নিমিত্ত এবং সৎ ও অসৎ বস্তুর প্রভেদ জ্ঞানের জন্য প্রদীপবৎ সর্কার্থ-প্রকাশক বেদপ্রমাণ প্রচার করিয়া থাকেন ; সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম নারায়ণ—

“তৈবিক্রাপিত-কার্যাস্ত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

অবতীর্ণো মহাবোগী সত্যবত্যাং পরাশরাং ।

উৎসন্নান্ নিখিলান্ বোদাত্তজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্ ॥”

উৎসন্নপ্রায় বেদরাশির পুনরুদ্ধারের জন্য দেবগণের অমুরোধে প্রসন্ন হইয়া সত্যবতীর গর্ভে

পরিশেষে ঔরসে মহাযোগী কৃষ্ণবৈপারনরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নষ্টপ্রায় বেদরাশির পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। তিনি কেবল বেদোদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না; মন্দমতি মানবগণ বাহাতে অন্যায়সে অস্তিমুক্ত বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে পারে, তাহার অন্বেষণ—

“ঋগথর্ব্ব-যজুঃসামাং রানীহুত্ব্য বর্গশঃ।

চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে সূত্রে মণিগগা ইব।”

বিভক্ত বেদরাশি হইতে এক এক শ্রেণীর মন্ত্র সমূহ পৃথক পৃথক রূপে সংগ্রহ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক চারিটা সংহিতা সংকলন করিলেন। এই সংকলনের ফলেই মহর্ষি কৃষ্ণবৈপারন ‘বেদবাস্য’ নামে খ্যাতি লাভ করিলেন।

মহর্ষি বেদবাস্য কেবল বেদোদ্ধার ও বেদবিভাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, তিনি তাহার বহুল প্রচারের অল্প শিষ্য সংগ্রহ করিয়া এক এক জনকে এক একটা বেদভাগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন—ঔপল নামক শিষ্যকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে বেদ-বিত্তার প্রচারবাহুল্য ঘটিল সত্য, কিন্তু তাহাতেও প্রকৃত উদ্যোগ সিদ্ধির অন্তরায় অন্তর্হিত হইল না; বিতর্ক-বাত্যার বিষম তাড়নার বেদরূপ ধর্ম্মকলতরু তখনও চঞ্চল হইতে লাগিল। তখন তিনি শিষ্য জৈমিনি মুনিকে বেদের পূর্বভাগ কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে নীমাংসা শাস্ত্র রচনার নিয়োগিত করিয়া আপনি স্বয়ং উত্তর ভাগ জ্ঞানকাণ্ড—বেদান্তের নীমাংসা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন—

“চকার ব্রহ্মহুত্রাণি যেষাং হুত্রস্বমঞ্জসা।”

তিনি বেদসার বেদান্ত অবলম্বনে ব্রহ্ম-নিরূপণাত্মক যে সমস্ত হুত্র প্রণয়ন করিলেন, সেই হুত্র সমষ্টির নাম হইল ব্রহ্মহুত্র। শাস্ত্রে হুত্র-রচনার যেরূপ লক্ষণ নির্ণীত আছে, এই ব্রহ্মহুত্রে তাহা পূর্ণব্রাহ্মের অমুহুত হইয়াছে (১); সেই ব্রহ্মহুত্রই বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত।

ব্রহ্মহুত্র রচনার কালবিশেষ নিরূপণ করা অসম্ভব হইলেও, ইহা যে, মহাত্মারত ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাণ হুষ্টির পূর্বে রচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; মহাত্মারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মহুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

“ব্রহ্মহুত্রপদৈশ্চৈব হেতুমত্তির্বিনিশ্চিতৈঃ।”

এখানে “ব্রহ্মহুত্র-পদৈঃ” কথায় এই বেদান্তদর্শনের হুত্রাকরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; তন্নিমিত্ত অল্প কোন অর্থ এখানে কথিত হয় নাই। তাহার পর—

“বেদান্তকৃতং বেদবিদেব চাচম্”

এখানে বেদ ও বেদান্তের পৃথক উল্লেখ থাকায় এবং নিত্যসিদ্ধ বেদান্ত—উপনিষদের কর্তৃত্ব-নির্দেশও সমীচীন না হওয়ার ‘বেদান্ত’-শব্দে বেদান্তদর্শনই বুঝিতে হইবে। মহাত্মারতের অন্তর্ভুক্ত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বেদান্তদর্শনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; পদ্মপুরাণে বৃদ্ধশ্রমের গুণ-দোষ নির্দেশস্থলে বেদবাস্যকৃত বেদান্তদর্শনেরও নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) হুত্র লক্ষণ বহা—“অসাক্ষরমসিদ্ধং সারবৎ বিষতোমুখম্। অস্ত্রোত্তমবস্তকং হুত্রং হুত্রবিদো বিদুঃ।”
ঋ পদ্মপুরাণ ১।

“জৈমিনীয়ে চ বৈরাগে বিরুদ্ধোৎপাদো ম কশচন।”

শ্রুত্যা বৈদ্যার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপায়ং গতো হি তো ॥”

এই শ্লোকে জৈমিনীকৃত পূর্বসীমাংসা ও বেদব্যাখ্যকৃত উত্তরসীমাংসার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বিষ্ণুপুরাণেও যে, ব্রহ্মহত্যের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা আমরা প্রথমেই প্রদর্শন করিয়াছি। যথোক্ত প্রমাণ সমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মহাত্মারত রচনার পূর্বে কলি যুগের সন্ধিক্ষণে যে কোন সময়ে ইহা বিরচিত হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত আর কিছু বলিতে পারা যায় না।

সম্পূর্ণ বেদান্তদর্শনটী চারি অধ্যায়ে বিভক্ত—(১) সম্বন্ধ, (২) অবিরোধ, (৩) সাধন ও (৪) ফলাধায়। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে; প্রত্যেক পাদে আবার বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি অধিকরণ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে অস্পষ্ট জীবলিঙ্গক শ্রুতির সম্বন্ধ, তৃতীয় পাদে স্পষ্টলিঙ্গক ব্রহ্ম বিচার, চতুর্থ পাদে কেবল সন্দিগ্ধ পদের বিচার। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্যাদি স্থিতিশাস্ত্র ও ত্রায় প্রভৃতি তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবিত আপত্তি খণ্ডন, দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন; তৃতীয় পাদে আকাশাদির উৎপত্তি নিরূপণ; চতুর্থ পাদে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির উৎপত্তি-নিরূপণ। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জাগ্রদাদি অবস্থাবিশিষ্ট জীবের দোষগুণাদি বিচার; দ্বিতীয় পাদে—ভগবানের নিত্য-নির্দোষত্ব ও লিখিল কল্যাণময়গুণাকরত্ব নিরূপণ; তৃতীয় পাদে শ্রুত্যানু উপাসনাদি গুণ-সমূহের উপসংহার বা সংগ্রহ প্রণালী নিরূপণ, চতুর্থ পাদে উপাসনার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন নিরূপণ। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে উপাসকের উপাসনা প্রভাবে পূর্বতন পাপপুণ্যের বিনাশ ও পরভবিক পুণ্যপাপে অসংস্পর্শ বিচার; দ্বিতীয় পাদে মুমুর্জীবের উৎক্রমণ-প্রণালী নিরূপণ; তৃতীয় পাদে উপাসকের মৃত্যুর পর উত্তরাশ্রয়াদি পথে গতিপ্রকার নিরূপণ; আর চতুর্থ পাদে মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিচার সম্বিশেষিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পাদে আবার অনেকগুলি ‘অধিকরণ’ আছে; প্রত্যেক অধিকরণে স্বতন্ত্র এক একটা বিষয় বিচারিত ও সীমাংসিত হইয়াছে; সেই বিচার কোথাও একহুত্রে কোথাও বা একাধিক হুত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে অধিকরণসংখ্যা—১১, দ্বিতীয় পাদে—৮, তৃতীয় পাদে—১০, চতুর্থ পাদে—৮; দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১০, দ্বিতীয় পাদে ৮, তৃতীয় পাদে ৭, চতুর্থ পাদে ৮; তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৬, দ্বিতীয় পাদে ৮, তৃতীয় পাদে ২৬, চতুর্থ পাদে ১৫; চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১২, দ্বিতীয় পাদে ১১, তৃতীয় পাদে ৫, চতুর্থ পাদে ৬, মোট অধিকরণসংখ্যা ১৬৬। অধিকরণের সংখ্যা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সম্পূর্ণ বেদান্তদর্শনে ঋতুগুলি বিষয় বিচারিত ও সীমাংসিত হইয়াছে।

আলোচ্য বেদান্তদর্শন সর্বজনবিদিত; সুতরাং তাহার গুণব্যাখ্যাসনে অধিক কথা বলা সনাতনশ্রুত; তবে এইমাত্র বলিলেই যোষ হয়, যথেষ্ট হইবে যে, মহাত্মার মহর্ষি বেদব্যাঙ্গের সমুত্তম লেখনী-নিঃসৃত ব্রহ্মহুত্রে—বেদান্তদর্শনের গৌরবসম্পন্ন ভগতে অতুলনীয়, এবং দর্শন-মার্গে সর্বোচ্চ আলনে অধিষ্ঠিত। শ্রুতপ্রমাণবিশিষ্ট মহাপুরুষ ইহার দেবার নিবৃত্ত থাকিলে

জীবনাতিপাত করিয়াছেন ; এবং অসীম শক্তিসম্পন্ন বহুতর আচার্য্য ইহার উপর ভাষ্যব্যাখ্যা-প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ বিভাবুদ্ধির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। অধিক কি, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি পরম্পর বিরোধীল সাম্প্রদায়িকগণও বেদান্তদর্শনের সেবার একমত হইয়াছেন ; সকলেই আপনাদের অভিন্নত সিদ্ধান্তগুলিকে বেদান্তের অমুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসক্তি প্রয়াস পাইয়াছেন ; এরূপ সার্বভৌমিক সৌভাগ্য লাভ করা বেদান্তদর্শন ভিন্ন অপর কোনও দর্শনের ভাগ্যেই ঘটে নাই বলিলে কিছুমাত্র অতুক্তি হয় না।

প্রচলৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্যে জানা যায় যে, অতি পুরাকালে ভগবান্ বোধান, জমিড়, ভক্তপ্রপঞ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণকর্তৃক এই বেদান্তদর্শনের উপর অনেকগুলি ভাষ্য ব্যাখ্যা বিরচিত হইয়াছিল ; বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য বশতই হউক, অথবা সম্প্রদায়বিচ্ছেদ বশতই হউক, দীর্ঘকাল হইতেই সেগুলি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে ; জানি না, সেগুলি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় সুধীসমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিবে কি না। বর্তমান সময়ে আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, বিজ্ঞানভিক্স ও বলদেব প্রভৃতির বিরচিত কয়েকখানি ভাষ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহার। এখনও অক্ষতদেহে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদের অধিকার রক্ষা করিতেছে। বলা আবশ্যক যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সমুদয়গুলিই সাম্প্রদায়িক ভাবে পরিপূর্ণ ; আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যকেও সাম্প্রদায়িক বলা সঙ্গত হয় কি না, বিবেচনার বিষয়। বিজ্ঞানভিক্স নিজে সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন ; তিনি সাংখ্যের স্তরে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং দর্শনগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সংস্থাপনের জন্তও সমধিক যত্ন করিয়াছেন ; তাঁহার সে যত্ন নিশ্চই প্রশংসার যোগ্য। এতদ্ব্যতীত রামানুজের গুরু যাদবপ্রকাশও বেদান্তদর্শনের একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ; ত্রিভাষ্যের টীকাকার সুদর্শনাচার্য্য স্থানে স্থানে তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু মূলগ্রন্থ এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

যে সময় এদেশে প্রবল বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে নূতন এক ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাব দেশের সর্বত্র একাধিপত্য করিতেছিল, এবং বৌদ্ধধর্মরূপ প্রবল বক্তা-শ্রোতে বৈদিক ধর্ম-সেতুর নিয়ম-বন্ধনগুলি একে একে খসিয়া বাইতেছিল, সেই ভীষণ হঃসময়ে জ্ঞানগুরু শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর ধরাধামে অবতীর্ণ হন ; তিনি অবতীর্ণ হইয়া বিপুল অদ্বৈতবাদ প্রচারে হুর্জয় বৌদ্ধবাদ বিধ্বস্ত করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি ও যুক্তির অপূর্ণ সমন্বয়ে বেদান্তদর্শনের উপর প্রসন্ন-গম্ভীর এক বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের বহুকাল পরে, খুব সম্ভব ১৪০—১২৬ শকাব্দের মধ্যে আচার্য্য রামানুজের আবির্ভাব হয়।

রামানুজের জন্ম—

রামানুজ চৈত্রমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত তৃতপুন্নী নামক নগরে জন্ম গ্রহণ করেন ; তাঁহার পিতার নাম কেশব-সোমযাজী, মাতার নাম ভূদেবী। বিশিষ্টাবৈতবাদসম্মত বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার বৃত্তান্ত বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে তগবানের পঞ্চাযুগাবতার বলা হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে, কোথাও

আবার অতঃপরেও নির্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার এইরূপ অলৌকিক মহিমাপ্রকাশক অনেক কথা অনেক গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে; এখানে সে সমুদয়ের বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক মনে করি।

শৈশবে সাধু-সঙ্গ লাভ—

রামানুজের শিশুজীবনের ঘটনাবলী বড়ই মনোহর এবং কৌতূহলোদ্দীপক; কিন্তু এখানে সে সমস্ত ঘটনার অবতারণা করা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। কল কথা, শৈশবেই তাঁহার বিমল প্রতিভালোকে ভবিষ্যৎজীবনের কর্তব্য-পথ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। রামানুজ সমবয়স্ক শিশুগণের সঙ্গে খেলা করিতে প্রায়ই বাড়ীর বাহিরে যাইতেন; এক দিন পথিপার্শ্বে খেলা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি কাঞ্চীপূর্ণনামক এক পরম ভাগবতের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন; দর্শনমাত্রেই যেন উভয়ের মধ্যে কেমন একটা স্রীতির সঞ্চার হইল; লোহ যেমন চুষকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি তাহারাও পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তদবধি ভক্তপ্রবর কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই রামানুজকে দেখিতে আসিতেন, এবং সুযোগমত ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতেন; রামানুজও একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন এবং সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। বলা আবশ্যক যে, কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার শিশুহৃদয়ে, যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কালে তাহাই মহামহীক্সে পরিণত হইয়া শোকতাপ-প্রপীড়িত শত শত নরনারীর দশ হৃদয়ে শান্তি-ছায়াদানে সমর্থ হইয়াছিল।

যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাশিক্ষা—

অতঃপর রামানুজের অধ্যয়নের কাল উপস্থিত হইল; তৎকালে কাঞ্চীপুর নগরে যাদব-প্রকাশ নামে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস করিতেন; সে সময় সে দেশে তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন অধ্যাপক ছিলেন না। রামানুজ প্রথমেই তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষার অভিলাষে গমন করিলেন, এবং যথারীতি শিষ্যত্বগ্রহণপূর্বক নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঐকান্তিক শাস্ত্রাশুশীলন, অসাধারণ প্রতিভা, বিনয়মধুর ব্যবহার ও অকৃত্রিম গুরুভক্তি প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাপকের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন; ক্রমে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার ছটা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল; এবং বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজ তাঁহার গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও অলৌকিক প্রতিভাদর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে লাগিল।

রামানুজ প্রধানতঃ যাদবপ্রকাশেরই শিষ্য ছিলেন; কিন্তু তন্নিম্ন আরও পাঁচ জনকে তিনি শিক্ষাদাতা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—(১) মহাপূর্ণ, (২) ত্রীশৈলপূর্ণ, (৩) গোষ্ঠীপূর্ণ, (৪) ত্রীরঙ্গনাথগুরু, ও (৫) মালাধর (ক)। ইহারাও তাঁহার গুরু সত্য; কিন্তু প্রকৃত

(ক) মহাপূর্ণ স্বীয়-সম্প্রদায়গত পক্বেই সংস্কারের উপদেশক; ত্রীশৈলপূর্ণ রামানুজের উপদেষ্টা; গোষ্ঠীপূর্ণ হস্তশিক্ষাদাতা; ত্রীরঙ্গনাথ ত্রিমিড়োপনিষদের উপদেষ্টা; মালাধর গুরু—ত্রিমিড়োপনিষদের অর্থোপদেষ্টা; আর হোমী কাঞ্চীপূর্ণ নিজসম্প্রদায়গত বার্তাবাহকের সংবাদদাতা; এই জন্ত রামানুজ তাঁহাকেও অন্তর্গত গুরুর সম্মুখ ভক্তি করিতেন।

কথা বলিতে হইলে, কাঞ্চীপূর্ণকেই তাঁহার সাধনক্ষেত্রের পরম সহায় গুরু বলিতে হয় ; কারণ, মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার শিশু-দ্বন্দ্বের প্রথমে যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহাই বিভিন্ন গুরুর উপদেশ-বারিসেকে মহান্ মহীক্ৰে পরিণত হইয়া বিচিত্র পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া পরম রমণীয় হইয়াছিল মাত্র ।

রামানুজের প্রতিভাস্ফূরণ—

রামানুজ যে সময় যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন একদা বেদান্তদর্শন পড়িবার কালে, আচার্য্য শঙ্করকৃত “কপ্যাসং” শ্রুতির (১) ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই বিব্রত ও ব্যথিত হইলেন, এবং সবিনয়ে গুরু সমীপে নিবেদন করিলেন—গুরুদেব, ‘কপ্যাসং’ কথার অতি উত্তম অর্থ থাকিতে এরূপ জঘন্না অর্থ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি ? বিশেষতঃ যিনি পরমারাধ্য পরম পবিত্র পরমেশ্বর, তাঁহাকে একটা জঘন্না কপিপুচ্ছের অধোভাগের সহিত তুলিত করা কি মহা অপরাধের কার্য্য হয় না ? এ কথা শুনিবামাত্র যাদবপ্রকাশ কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন—কি আশ্চর্য্য, আচার্য্যবাক্যেও অশ্রদ্ধা ! এ শ্রুতির এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট অর্থ কি হইতে পারে ? রামানুজ বলিলেন—হাঁ, হইতে পারে ; আত্মা করুন ; বলিতেছি—শ্রবণ করুন ; এই বলিয়া রামানুজ ঐ কথার একটা সরল, সুন্দর ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিলেন । যাদবপ্রকাশ তাহার তাদৃশ ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ইহাই রামানুজ-প্রতিভার সর্ব্বপ্রথম বহিঃপ্রকটন । এই ঘটনার পর হইতেই রামানুজের যশঃসৌভাগ্য দিগ্দিগন্তে প্রসারিত হইতে লাগিল, ক্রমে সে কথা যতিবর যামুনাচাৰ্য্যেরও শ্রুতিগোচর হইল । তদবধি যামুনাচাৰ্য্য রামানুজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার জীবদ্দশায় সে বাসনা পূর্ণ করিবার সুযোগ ঘটয়া উঠে নাই ।

রামানুজের যামুনাচাৰ্য্যসমীপে গমন—

যতিবর যামুনাচাৰ্য্য যেমন রামানুজের সাক্ষাৎকারের অভিলাষী ছিলেন, আচার্য্য রামানুজও তেমনই তাঁহার দর্শনে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন ; কিন্তু এযাবৎ পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটয়া উঠে নাই । অবশেষে যামুনাচাৰ্য্য যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই ; অন্তিম সময় সন্নিহিতপ্রায় ; তখন তিনি রামানুজকে সত্ত্বর আনয়নের জন্ত কাঞ্চীতে শিষ্য প্রেরণ করিলেন । শিষ্যগণ রামানুজের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন ; তিনিও চিরসঞ্চিত বাসনা পূর্ণ হইবার সুযোগ ঘটিল মনে করিয়া

(১) ছান্দোগ্যোপনিষদের একটা শ্রুতি আছে—“বখা কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্, এবমত্মাক্ষিণী।” আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন—কপিঃ বানরঃ, আন্ততে উপবিশ্ততে অনেন—ইতি আসং ; কপেঃ আসং পুচ্ছাধোভাগঃ—কপ্যাসম্ । বানরের পুচ্ছাধোভাগ আরই রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার সহিত পুণ্ডরীকের—পদ্মের তুলনা হইতে পারে সত্য ; কিন্তু আচার্য্য রামানুজ ইহার অর্থ করিলেন—কং জলং শিবভূমিতি—কপিঃ—স্বর্ঘ্যঃ, তেন আন্ততে বিকশিতঃ ক্রিয়তে ইতি কপ্যাসং—স্বর্ঘ্যাকরণ-প্রকটনমিত্যর্থঃ । অথবা কপিঃ নালং, তত্র আন্ততে বীজতে বেন, তৎ কপ্যাসং—জলং পুণ্ডরীকমিত্যর্থঃ ।

সমাগত শিষ্যগণের সঙ্গে প্রকৃতমনে ত্রৈলোক্যমুখ্যে যাত্রা করিলেন। তাহার ত্রৈলোক্যে উপস্থিত হইবার পূর্বেই শুনিতে পাইলেন, বামুনচাৰ্য্য কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন ; রামানুজ সে কথা শুনিয়া নিরুৎসাহ হইয়াও বামুনের মৃতদেহ দর্শনের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না ; ক্রমে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

রামানুজ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—যতিবরের দেহ নিম্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তখনও দেহের তেজঃপ্রভা বিলুপ্ত হয় নাই ; রামানুজ নির্নিমেষ নয়নে তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; হঠাৎ দেখিতে পাইলেন—আচার্য্যের দক্ষিণ হস্তের তিনটা অঙ্গুলী আকৃষ্টভাবে রহিয়াছে ; তদ্বর্ণনে তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া—সমীপস্থ শিষ্য-মণ্ডলীকে তাদৃশ অঙ্গুলীসংকোচনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ হইল না। রামানুজ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আচার্য্যের অভিলষিত কোন বিষয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে কি ? শিষ্যগণ বলিলেন হাঁ, তাঁহাব তিনটা কার্য্য অস্পূর্ণ রহিয়াছে—(১) বেদান্তদর্শনের উপর মহর্ষি বোধায়নকৃত সুবিস্তৃত বৃত্তিব অনুরাগী নাক্তিহর, নাতি দীর্ঘ একটা ব্যাখ্যা প্রণয়ন করা ; (২) ব্যাস ও পরাশর প্রবর্তিত সিদ্ধান্ত পদ্ধতি প্রচার করা, এবং (৩) শঠদ্বন্দ্বন মুনিকৃত ত্রিমিড়োপনিষদের একটা উত্তম ব্যাখ্যা রচনা করা। তিনি এই তিনটা বিষয় সম্পাদন করিবার কথা বারংবার বলিতেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া বাইতে পারেন নাই। রামানুজ বলিলেন—আচ্ছা, আচার্য্যের অভিপ্রেত এই তিন কার্য্যই আমি সম্পাদন করিব। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই বামুনচাৰ্য্যের সঙ্কুচিত অঙ্গুলী তিনটা স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল ; তদ্বর্ণনে সকলেই যুগপৎ চমৎকৃত হইল ; রামানুজও আপনার অঙ্গীকৃত সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন।

রামানুজের গ্রন্থপ্রণয়ন ও দিগ্বিজয়ে যাত্রা—

সংজ্ঞাসংগ্রহই স্বকার্য্যসাধনের প্রশস্ত পথ মনে করিয়া, রামানুজ সংজ্ঞাস অবলম্বন করিলেন এবং ক্রমে পূৰ্ব্ব-স্বীকৃত গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করিলেন। বেদান্তদর্শনের ভাষ্য-ব্যাখ্যা (ত্রীভাষ্য) রচনা শেষ করিয়া 'অভীষ্ট বিশিষ্টাধৈতবাদ প্রচারের জন্ত তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি দিগ্বিজয় ব্যপদেশে ৮বারাণসী-ধামে উপস্থিত হইয়া ধ্বন সরস্বতীসদনে গমন করেন, তখন স্বয়ং সরস্বতী দেবী তাহার "কপ্যাসং" শ্রুতির ব্যাখ্যা শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তৎকৃত বেদান্তভাষ্যের যথেষ্ট প্রশংসা ও উৎকর্ষ কীর্ত্তনপূৰ্ব্বক তদীয় বেদান্তভাষ্যের 'ত্রীভাষ্য' আখ্যা প্রদান করেন ; তদবধি রামানুজের বেদান্তভাষ্য 'ত্রীভাষ্য' নামে (১) পরিচিত এবং সুখীসমাজে সমধিক সমাদৃত হইতে লাগিল। রামানুজ কেবল

(১) ভাষ্যের লক্ষণ এইরূপ—স্বত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।

সপদার্থান চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদ্বঃ।

টীকা আর ভাষ্যে প্রভেদ এই যে, টীকাব্যাখ্যায় টীকাকারের স্বাধীনতা থাকে না, কেবল মূল্যের ব্যাখ্যা করাই হার প্রধান কার্য্য ; কিন্তু ভাষ্যে ভাষ্যকর্ত্তীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে ; ভাষ্যকার এসবক্রমে মূলের অতিরিক্ত দিকও অবতারণা করিতে পারেন, এবং নিজের কথারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

বাঘুনাচাৰ্য্যেৰ অভিপ্ৰায় পৰিপূৰণ কৰিছাই নিশ্চিত ছিলেন না; বীৰ মতের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য আৰো অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও টীকা রচনা কৰিরাছিলেন। তৎকৃত প্রধান কৰেকটীৰ নাম একটা শ্লোকে গথিত আছে; শ্লোকটী এই—

“বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ।

গন্ত-গীতাভাষ্য-সুত্রভাষ্য-নিত্যক্রমা ইতি” ॥

এতদ্ব্যতীত আৰো অনেক গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে; এখানে সে সমুদয়ের আলোচনা অনাবশ্যক। রামানুজের অভিমত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও তদনুকূল যুক্তিতর্কসম্বিত গ্রন্থনিচয় প্রচাৰিত হইবার পর সুধীসমাজে তাঁহার যে, কি পরিমাণে গৌৰব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা নিম্নোক্ত একটীমাত্র শ্লোক হইতেই সম্যক উপলব্ধি কৰিতে পাৰা যায়। শ্লোকটী এই—

গাথা তাথাগতানাং গলতি গমনিকা কাপিলী কাপি লীনা,

ক্ষীণা কাগাদবাণী দ্রুহিগহরগিরঃ সৌরভং নারভস্তে।

কামা কোমারিলোক্তিজ্জগতি শুক্লমতং গৌরবাদ্ দ্রবান্তম্,

কা শঙ্কা শঙ্করাদেৰ্ভজ্জতি বতিপতো ভদ্রবেদীং ত্রিবেদীম্ ॥

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—

রামানুজের অভিমত সিদ্ধান্তের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কথার যোগিকার্থ এইরূপ—দ্বিধা ইত্যং—দ্বীতম্, তস্ত ভাবঃ—দ্বৈতম্, “দ্বিধেতং দ্বীতমিত্যাহন্তত্বাবো দ্বৈতমুচ্যতে”। ন দ্বৈতং অদ্বৈতং—ভেদাভাবঃ। বিশিষ্টম্—চেতনাচেতনসম্বিতস্ত অদ্বৈতং = বিশিষ্টাদ্বৈতম্। অথবা দ্বয়োৰ্ভাবঃ—দ্বিতা, দ্বিত্বৈব দ্বৈতং—(স্বার্থে ঋঃ) ভেদঃ, ন দ্বৈতম্ অদ্বৈতম্—ভেদাভাবঃ ঐক্যমিত্যর্থঃ। বিশিষ্টং চ বিশিষ্টং চ বিশিষ্টে—স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্টং স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্টং চ ব্রহ্মণী, তয়োঃ বিশিষ্টয়োঃ ব্রহ্মণোঃ অদ্বৈতং—বস্তুতোহভেদঃ = বিশিষ্টাদ্বৈতম্, তদ্বিগ্ণায়কো বাদঃ সিদ্ধান্তঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যর্থঃ।

ইহার মৰ্ম্মার্থ এই যে, বিশিষ্ট অর্থ—চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম; আর দ্বৈত অর্থ—ভেদ, অদ্বৈত অর্থ—তাঁহার বিপরীত—অভেদ বা একত্ব; বাদ অর্থ—সিদ্ধান্ত; ইহার সন্মিলিত অর্থ হইতেছে—চেতনাচেতনবিভাগবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ বা একত্ব নিরূপক সিদ্ধান্ত। কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন যে,—ব্রহ্ম বিবিধ—এক স্থূলচেতনাচেতনবিশিষ্ট, অপর স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্ট, এই উভয়বিধ ব্রহ্মের অদ্বৈত বা একত্ব প্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নাম—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। প্রলয়কালীন ব্রহ্ম স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্ট; কারণ, সে সময় চেতনাচেতন সমগ্রই স্থলবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে, আর সৃষ্টিকালীন ব্রহ্ম স্থূলচেতনাচেতনবিশিষ্ট; কারণ, সে সময় স্থূল চেতনাচেতন পদার্থগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্তায় ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়া স্থূলভাবে আবার তাঁহাতেই অবস্থান করে। চেতনাচেতন পদার্থনিচয় হইতেছে শরীর, আর ব্রহ্ম হইতেছে সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা; শরীর কখনই শরীরী আত্মা হইতে অভিন্ন হইতে পারে না, এবং শরীর ও শরীরী একত্ব ব্যবহারই লোকপ্রসিদ্ধ; সুতরাং চেতনাচেতনবিশিষ্ট

ব্রহ্মের একত্ব নিরূপণ কখনই অশোভন হইতে পারে না। ব্রহ্ম যেমন স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার শাখা-পল্লবাদি অংশগুলি অনেক; অথচ ঐ সমস্ত অংশভেদ লইয়াই ব্রহ্মের একত্ব ব্যবহার হয়, তেমনি জীব, জগৎ ও ঈশ্বরভাবে অনেকত্ব হইলেও এতৎসমষ্টিবিশিষ্ট পরমপুরুষ নাবায়ণের একত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এবংবিধ তত্ত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়াই রামানুজের সিদ্ধান্ত ‘বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ’ নামে পরিচিত হইয়াছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পদার্থসংকলন—

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে মৌলিক পদার্থ তিনপ্রকার—(১) চিৎ (জীব), (২) অচিৎ (জড়বর্ণ), ও (৩) ঈশ্বর, “ঈশ্বরশ্চিদ্রূপেতি পরার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ।” এই তিনটি পদার্থ—‘তত্ত্বত্রয়’ নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে চিৎ—অনন্ত জীবাত্মা; অচিৎ—জড়স্বভাব নিখিলজগৎ; আর নিখিল জগৎগুণাকর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি স্বতঃপ্রকাশ জগৎপ্রভু নারায়ণ হইতেছেন ঈশ্বর। এই তিনই পুরুষোত্তম—শ্রীহবিব রূপ; তিনি এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময়; ঐ অনন্তজীব ও জগৎ ঠাহার শরীর, এবং তিনি সেই শরীরের একমাত্র স্বামী—আত্মা; বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—‘জগৎ সর্বং শরীরং তে’—হে প্রভো, এই বিশাল জগৎ তোমার শরীর। এই ত্রিবিধ তত্ত্ব সমর্থনের জন্ত আচার্য্য রামানুজ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকেও ভাষ্যমধ্যে স্বসিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। যথা—

(১) স্থূল সূক্ষ্ম চেতনচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব। (২) দ্বৈত ও অদ্বৈতশ্রুতির অবিরোধ। (৩) ব্রহ্মের সত্ত্বগুণ ও বিভূত্ব প্রভৃতি বিশেষভাব। (৪) ব্রহ্মের নিগূর্ণত্ব ও নির্বিশেষত্ববাদ খণ্ডন। (৫) জীবের অগ্ন্য, ব্রহ্মস্বভাবত্ব ও সেবকত্ব। (৬) জীবের বন্ধ ও তাহার কারণ—মথিতা। (৭) জীবের মোক্ষ ও তত্পায়—বিমুক্তা। (৮) উপাসনাত্মক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মোক্ষসাধনত্ব। (৯) মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিনিরসন। (১০) শঙ্করাভিমত অবিত্যাগ মায়াবাদ খণ্ডন। (১১) অনির্লক্ষণীয়তাবাদ খণ্ডন। (১২) জগতের তুচ্ছত্ব খণ্ডন ও সত্যতা স্থাপন। (১৩) জীব ও জগতের ব্রহ্মশরীরত্ব নিরূপণ প্রভৃতি।

রামানুজ স্ববচিত ভাষ্যমধ্যে ঐতি, স্মৃতি যুক্তি ও অনুভবাদির সাহায্যে উল্লিখিত বিষয়গুলির মতি উত্তমরূপে আলোচনা ও নীমাংসা করিয়া অভিন্নত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আলোচনা—

অনেকে মনে কবেন, আচার্য্য রামানুজই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সর্বপ্রথম প্রচারক; তিনিই ঐয় উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এইরূপ একটা অভিনব মতবাদ জনসমাজে প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ভাষ্য ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া আপনাদের সেই মতেরই দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কথা সত্য নহে; কারণ, আচার্য্য রামানুজ যে সময় জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই, হুদুর ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত ছিলেন; সেই স্মরণাতীত সময় হইতেই এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।—

প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার স্বল্প স্বল্প দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও বিশিষ্টাদৈতবাদে পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর, ভগবান্ বোধায়নও এই বিশিষ্টাদৈতবাদ অবলম্বনেই বেদান্তদর্শনের উপর এক প্রকাণ্ড বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; তাহা এখন কাল-কবলে পতিত হইলেও রামানুজের কথা হইতেই তাহার তদানীন্তন অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। রামানুজ ভাষ্কারভের প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগবান্ বোধায়ন এই ব্রহ্মস্বত্রের উপর যে, বিত্তীর্ণ বৃত্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী ত্রিমিড় প্রভৃতি আচার্য্যগণ সেই বৃত্তিরই সংক্ষেপ করিয়াছিলেন ; আমি সেই বোধায়নবৃত্তির মতানুসরণপূর্বক ব্রহ্মস্বত্রের ব্যাখ্যা করিব' ("ভগবদ্বোধায়নকৃত্যং বিত্তীর্ণং ব্রহ্মস্বত্রবৃত্তিঃ পূর্বাচার্য্যাঃ সংচিন্তিপুং, তন্মতানুসারেণ স্বত্ৰাক্ষরাণি ব্যাখ্যাত্তন্তে") ইত্যাদি। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৃত্তিকার ভগবান্ বোধায়ন নিশ্চয়ই বিশিষ্টাদৈতবাদী ছিলেন ; নচেৎ তাঁহার মতানুসারী রামানুজ কখনই বিশিষ্টাদৈতবাদী হইতে পারিতেন না অবশ্য একথা বলা অসম্ভব হয় না যে, এই বৃত্তিকার বোধায়ন কে বা কোন সময়ের লোক এবং শ্রোতৃস্বত্রকার বোধায়ন ও এই বোধায়ন এক কি ভিন্ন, অথবা বোধায়ন নামে বৃত্তিকা কেহ আদৌ ছিলেন না ; আচার্য্য কেবল নিজব্যখ্যার মৌলিকতা প্রথাপনের জন্তই ঐক্য কথা বলিয়াছেন ;—এ সব কথার নিঃসংশয়রূপে জবাব দেওয়া একেবারে অসম্ভব ; ইহা তত্ত্বনিরূপণের প্রকৃত পথ ঘোর তমসাচ্ছন্ন এবং ছরণনেয় কটকাবৃত্ত ; সুতরাং আমরা এ বিষয়ের আলোচনায় বিরত রহিলাম।

এতদ্ব্যতীত বাক্যভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা টঙ্ক, ত্রিমিড়, গুহদেব, শঠকদমন ও নাথমুনি প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণও আলোচ্য বিশিষ্টাদৈতবাদেই সমর্থন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ইহারা সকলেই রামানুজের পূর্ববর্তী লোক ; স্বয়ং রামানুজও স্বকৃত ভাষ্যমধ্যে তাহাদের বাক্য ও যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের মৌলিকতা ও দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়াছেন। অধিক কি, রামানুজ বাহার ঈশ্বিতে এই ছন্দব কাব্যসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, স্বয়ং সেই যামুনোচাৰ্য্যও এই বিশিষ্টাদৈতবাদপ্রচারেই তৎপর ছিলেন। তৎকৃত সিদ্ধিভ্রম নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থই এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতএব এ কথা ঐক্য সত্য যে, আলোচ্য বিশিষ্টাদৈতবাদ অতি প্রাচীন ; ইহা রামানুজের কল্পনাপ্রসূত নূতন নহে ; আচার্য্য রামানুজ কেবল সেই চিরপরিচিত সজ্জনসেবিত মতটিকেই বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সুবহুল প্রচারের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন মাত্র।

শঙ্কর ও রামানুজের বিশেষত্ব—

আচার্য্য শঙ্কর যে সময় ভারতে বেদান্ত-অদৈতবাদ প্রচার করেন, তখন দেশে বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ প্রভাব বিद्यমান ছিল ; রাজা প্রজা, মূর্থ পণ্ডিত সকলেই বৌদ্ধধর্মের গুণগৌরবে বিমোহিত ছিল ; সুতরাং বিশাল বৌদ্ধধর্মই তাঁহার অভিমত অদৈতবাদ প্রচারের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল ; কাজেই তাঁহাকে বৌদ্ধবিজয়ে বদ্ধপরিকর হইতে হইয়াছিল ; কিন্তু আচার্য্য রামানুজকে সেরূপ কোনও বহিঃশত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই ; তিনি প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই প্রবল

প্রতিপক্ষরূপে সমুখে রাখিয়া, তাঁহার নতখণ্ডনেই আপনার অদীম শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর স্বমতসমর্থনের জন্ত সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎপ্রমাণের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন, এবং অল্পপরিমাণে শ্রুতি ইতিহাসাদিরও সাহায্য লইয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য রামানুজ বোধ হয় সেরূপ স্বেচ্ছা পান নাই; তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনতি-প্রসিদ্ধ অনেকগুলি উপনিষদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইয়াছে, এবং বিশেষ-ভাবে শ্রুতি ইতিহাসাদিরও সাহায্য লইতে হইয়াছে; কাজেই তিনি ইহা দ্বারা শঙ্করমতখণ্ডনে যে, কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করের বিপক্ষে যত লোক দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র রামানুজের আসনই সৰ্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে; এবং স্থানে স্থানে শঙ্করের প্রতিভাও যেন তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ মলিনতা ধারণ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শাক্যবান্ধ্য অপেক্ষাও রামানুজের ভাষ্যব্যাখ্যা অধিকতর সূত্রানুসারী ও সমীচীন; কারণ, শঙ্কর অনেক সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু রামানুজকে সেরূপ করিতে হয় নাই। আমরা কিন্তু একেবারেই এ কথার অনুমোদন করিতে পারিতেছি না; কারণ আমরা সামান্য অভিজ্ঞতার ফলে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, সে দোষ অল্লাধিক পরিমাণে উভয় ভাষ্যেই যথেষ্ট আছে, এবং তাহা থাকাই সম্ভব; কারণ, যাহাবা কোন মতবিশেষেব অনুবর্তী হইয়া শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে বসেন, তিনি শঙ্করই হউন, আর রামানুজই হউন, অথবা যে কেহই হউন, আবশ্যকমতে তাহাকে কষ্টকল্পনা স্বীকার করিতেই হইবে; তাহাদের সেরূপ ত্রুটি অপরিহার্য্য ও সৰ্ব্বথা মার্জ্জনীয়; তবে সত্যের অন্তরোধে বলিতে হয় যে, শঙ্করের ভাষা এতই সরল, এতই মধুর ও গম্ভীর যে, তাহাতে কেহই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু রামানুজের ভাষা সে সৌভাগ্য-সম্পদ লাভ করিতে পারে নাই।

উভয় মতের পার্থক্য—

প্রধানতঃ যে কয়টা বিষয় লইয়া শঙ্করের সহিত রামানুজের মতভেদ ঘটিয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে—

(১) শঙ্কর বলিয়াছেন—“একমেবাদ্বিতীয়ম্” প্রকৃতি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এক মখণ্ড ও অদ্বিতীয়—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য; তত্ত্বির অত্র কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

রামানুজ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম যে, এক ও অদ্বিতীয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তিনি নিরংশ নহে; এবং তাঁহার সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ নিশ্চয়ই আছে; জীব ও জগৎই তাহার স্বগত ভেদ।

(২) শঙ্কর বলিয়াছেন—“সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, “সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, এবং তিনি সাক্ষিবৎ দাসীন, নিগুণ ও নির্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ।

রামানুজ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নিগূর্ণ নহে—সগুণ ; তিনি জ্ঞান, আনন্দ ও দয়াপ্রভৃতি নিখিল সত্ত্বগুণের আকর ; এবং তিনি নির্কিংশেবও নহে—সবিশেষ ; জ্ঞান ও আনন্দপ্রভৃতিই তাহার বিশেষ ধর্ম, এবং চেতনাচেতনসম্বিত জগৎও তাঁহার বিশেষগুণ—শরীর ; আর নিগূর্ণবাদিবোধক শ্রুতিগুলিও তাঁহার হয়ে প্রাকৃতিক-গুণসম্বন্ধই প্রত্যাখ্যান করিতেছে ; সুতরাং সে সমুদয় শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নিগূর্ণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না ।

(৩) শঙ্কর বলিয়াছেন—দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা মায়াময় ; সেই মায়া ঈশ্বরের শক্তি হইলেও অনির্কচনীয় তুচ্ছ পদার্থ ।

রামানুজ বলিয়াছেন—এই জগৎ মায়াময় হইলেও মিথ্যা—রজ্জু-সর্পবৎ অসত্য নহে ; ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় ; সুতরাং কখনই মিথ্যা হইতে পারে না । আর ব্রহ্মশক্তি মায়া যখন ব্রহ্মেতেই আশ্রিত, তখন তাহাও কখনই মিথ্যা অনির্কচনীয় হইতে পারে না ।

(৪) শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব এবং ব্রহ্মেব তুল্যস্বভাব, স্বপ্রকাশ মহান্ ও নিত্যমুক্ত ।

রামানুজ বলিয়াছেন—না—জীব কখনই ব্রহ্মেব আভাস বা প্রতিবিম্ব নহে, এবং স্বপ্রকাশ মহান্ ও নিত্যমুক্ত নহে ; পরন্তু জীব অগ্নিশূলিঙ্গের ছায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত, ব্রহ্মেরই অংশ বটে ; কিন্তু সমস্বভাব নহে—জীব অণু বা ক্ষুদ্র, আর ব্রহ্ম বিভূ বা অতি মহান্ ; জীব অল্পজ্ঞ অল্পশক্তি, আর ব্রহ্ম হইতেছেন—সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি জগতেব কর্তা । তাহার পর ‘জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজ্ঞাবীশানীশো’ ইত্যাদি শ্রুতি এবং “ভেদব্যাপদেশাচ্চাত্তঃ ।” “অংশো নানাব্যাপদেশাৎ” ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতেও জীব-ব্রহ্মের প্রভেদ প্রমাণিত হইতেছে ।

(৫) শঙ্কর বলিয়াছেন—ঘট ভাঙ্গিলে ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে মিলিত হইয়া যায়, তাহাব আর পৃথক্ সত্তা থাকে না, তেমনি বুদ্ধিরূপ উপাধির অপগমে জীবও পরব্রহ্মে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখন তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, এবং ভোগ্যও কিছু থাকে না ।

রামানুজ বলিয়াছেন—জীব অগ্নিশূলিঙ্গের ছায় যখন ব্রহ্মেরই অংশ, এবং ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রশক্তি সম্পন্ন, তখন তাহার পক্ষে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাবপ্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; জীব এখনও যেমন পৃথক্ আছে, চিরকালই তেমনি পৃথক্ থাকিবে ; মুক্তিদশায় কেবল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করাই তাহার বিশেষ লাভ ।

(৬) শঙ্কর বলিয়াছেন—“তৎ স্মৃতি” প্রভৃতি বেদান্তবাক্য শ্রবণে, যে বিদগ্ধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের অনাদি অজ্ঞান ও অজ্ঞানজ সংস্কাররাশি বিনষ্ট করিয়া দেয় ; জীব তখন আপনার ব্রহ্মতাব অনুভব করে—‘অহং ব্রহ্মস্মি’, তাহাই তাহার মুক্তি-অবস্থা ।

রামানুজ বলিয়াছেন—ঐবাহুস্মৃতিরূপা ভক্তিই জীবের একমাত্র মুক্তিসাধন ; ভক্তি-সেবিত তগবৎ-প্রসাদে জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু ক্ষুদ্র জীব কখনই আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে পারে না,—জীব ক্ষুদ্র, ব্রহ্ম মহান্ ; জীব অধীন দাস—আর ব্রহ্ম তাহার সেবা প্রভু ; দাস হইয়া আপনাকে প্রভু মনে করা মহা অপরাধের কারণ হয় । যে জীব ভ্রান্তিবশে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে, রাজদ্রোহী প্রজার ছায় তাহাকেও সূক্ষ্ম শাস্তি ভোগ

করিতে হয়, মুক্তি ত দূরের কথা! ‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যের অর্থ—‘তুমি তাঁহার’ [দাস বা সেবক], আর ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ বাক্যটি কেবল সাধকের উৎসাহবর্দ্ধক স্ততিবাদ মাত্র, বাস্তবিক ঐক্যোপদেশক নহে।

(৭) শঙ্কর বলিয়াছেন—মায়া অবিজ্ঞা ও অজ্ঞান—একই পদার্থ, কেবল নামে মাত্র ভিন্ন; সেই মায়াই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে বিবিধ বিবর্ত কার্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে।

রামানুজ বলিয়াছেন—মায়া ও অজ্ঞান এক পদার্থ নহে; মায়া হইতেছে ভগবৎ-শক্তি, ভগবানে আশ্রিত; আর অজ্ঞান হইতেছে জ্ঞানের অভাব; উহা জীবশ্রিত, জীবকেই বিমোহিত করিয়া রাখে; কিন্তু অনন্ত জ্ঞানধার ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। এই অজ্ঞানই জীবকে সংসারের আবদ্ধ রাখে, আবার ভক্তিলব্ধ ভগবৎপ্রসাদ উপস্থিত হইলে আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

(৮) শঙ্কর বলিয়াছেন—‘তৎত্বমসি’ প্রভৃতি বাক্যজনিত জ্ঞানই মুক্তিদাতার একমাত্র সাধন, তদ্বিন্ন মুক্তিদাতার আর উপায় নাই।

রামানুজ বলিয়াছেন—জ্ঞানও মুক্তিদাতার সহায় বটে, কিন্তু ভক্তিই মুক্তিদাতার প্রধান উপায়; ভক্তিসেবিত ভগবৎপ্রসাদেই জীবগণ ব্রহ্মসাক্ষ্যাদিরূপ মুক্তিতে কৃতার্থ হয়।

(৯) শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব এই দেহেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবমুক্ত হয়, এবং দেহপাতের পর লৌকিক সুখস্বপ্নের অতীত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।

রামানুজ বলিয়াছেন—জীবের জীবমুক্তিবাদ একটা কথামাত্র; বস্তুতঃ দেহসম্বন্ধে কখনই কাহাবো মুক্তিতে সন্তুষ্ট হয় না, এবং দেহপাতের পরও মুক্ত জীব জীবই থাকে, কখনই ব্রহ্ম হইয়া যায় না; তখন কেবল নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ ভোগে কৃতার্থ হইয়া সর্ববিধ ভয় বিনির্মুক্ত হয়; “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন” ইত্যাদি শ্রুতিও এই তত্ত্বই প্রতিপাদন করিতেছে।

(১০) শঙ্কর বলিয়াছেন—বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রস্থ ‘অথ’ শব্দের অর্থ—আনন্তর্য্য, অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তববৈবেক, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদি সাধনলাভ, মুমুক্শু বা মোক্ষের ইচ্ছা, এই চতুর্বিধ সাধনের আনন্তর্য্য; অভিপ্রায় এই যে, অগ্রে নিত্যানিত্য বস্তববৈবেক প্রভৃতি হয়, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন—হাঁ, ‘অথ’ শব্দের অর্থ আনন্তর্য্যই বটে; কিন্তু তা’ বলিয়া নিত্যানিত্য বস্তববৈবেক প্রভৃতির আনন্তর্য্য অর্থ নহে; পরন্তু—কর্মজ্ঞানের আনন্তর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অগ্রে কর্ম ও কর্মফলে অনিত্যতাপ্রভৃতির জ্ঞান হইবে, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি জন্মিবে।

(১১) শঙ্কর বলিয়াছেন—জৈমিনিকৃত দ্বাদশাধ্যায়যুক্ত পূর্বমীমাংসা আর বেদব্যাসকৃত চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন, পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি পৃথক্ শাস্ত্র; সূত্রাং ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারো অপেক্ষা করে না।

রামানুজ বলিয়াছেন—না—এ দুইটি কথমও পৃথক্ শাস্ত্র নহে; পরন্তু উভয়ই সম্মিলিতভাবে একটি শাস্ত্র; একইমীমাংসাশাস্ত্র জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায় এবং

বাসকৃত উত্তর মীমাংসাব চারি অধ্যায় লইয়া—ষোড়শাধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে ; কেবল বিষয়গত বিভাগানুসারে নামভেদ হইয়াছে মাত্র—একটির নাম—পূর্বমীমাংসা, অপরটির নাম—উত্তর-মীমাংসা, ইত্যাদি। আরও অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, স্থানে স্থানে হত্রব্যাখ্যায়ও উভয়ে একমত হইতে পারেন নাই ; এমন অনেক হত্র আছে, যেখানে শঙ্করের ব্যাখ্যার সহিত রামানুজের ব্যাখ্যার কিছুমাত্র সমতা নাই (১) ; কেবল ব্যাখ্যায় কেন, হত্রের উপরও ইহাদের মতভেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে ; শঙ্কর যাহাকে একটি হত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজ আবশ্যক মতে তাহাকে দুইটি স্বতন্ত্র হত্রে পরিণত করিয়াছেন (২) ; আবার শঙ্করের মতে যেটা পূর্বপক্ষ হত্র, স্থলবিশেষে রামানুজের মতে তাহা সিদ্ধান্ত হত্র রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহার উপর আবার অধিকরণরচনা লইয়াও উভ্য মতে অনেক অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়।—শঙ্কর যতগুলি হত্র লইয়া একটি অধিকরণ রচনা করিয়াছেন ; রামানুজ তাহার মধ্যেও অনেকস্থলে নানাধিক্য ঘটাইয়াছেন ; এইজন্য বেদান্তদর্শনৈব হত্র ও অধিকরণের সমষ্টিসংখ্যা উভয়মতে সমান হয় না।

এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রামানুজ প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই যেন প্রবল প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তাই তিনি সর্বতোভাবে শঙ্করমত খণ্ডনেই সন্মুখিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে এই উপকার হইয়াছে যে, রামানুজভাষ্য (শ্রীভাষ্য) ভালরূপে বুঝিতে পারিলে শঙ্করভাষ্য বুঝিবার পথও অনেকটা নিষ্কণ্টক হয়, এবং উভয় মতের তুলনা করিবারও যথেষ্ট সুযোগ ঘটে। এ কথা বলিলে বোধ হয় অতুক্তি হইবে না যে, আচার্য্য শঙ্করের প্রতিপক্ষরূপে যত লোব লগুয়মান হইয়াছে, তন্মধ্যে রামানুজকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান করা যাইতে পারে।

বেদান্তের শ্রীভাষ্য আচার্য্য রামানুজের অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ ; যত কাল উপাসকসম্প্রদায় ধরণীতঃ অলঙ্কৃত করিবেন, ততকাল শ্রীভাষ্যের গৌরবও সমাদর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। রামানুজ চতুঃহত্রীর ব্যাখ্যায় যেরূপ অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অসীম বিচারনৈপুণ্য, এবং অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সাহস করিয়া বলা যায় যে, তিনি যদি আর কিছু না করিয়া কেবল ঐ চতুঃহত্রীর ভাষ্য মাত্র রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি চিরদিনের জ্ঞাত সুধীসমাজে স্মরণীয় থাকিতেন। তিনি ভাষ্যমধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কথাও অনেক বলিয়াছেন ; উদাহরণস্থলে, নরপাদিতে প্রতিবিষপাতের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রামানুজ বিচারমন্ত্রতা ও ভাবপ্রবণতায় যেরূপ পটুতা দেখাইয়াছেন, ভাবাবিজ্ঞাসে সেরূপ চতুরতা দেখাইতে পারেন নাই ; স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা এতই জটিল হইয়াছে যে, সহজে

(১) “উপাসাত্রৈবিধ্যাং।” “সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাং।” “ভূমা সম্প্রদাদানুপদেশাং।” “দহর উত্তরোত্তরঃ” ইত্যাদি হত্রের ব্যাখ্যায় মতভেদ ঘটাইয়াছে।

(২) যেমন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম হত্রটি রামানুজমতে “রচনানুপপত্তেচ্চ নানুমান প্রবৃত্তেচ্চ” পদ্যম্ভ ; কিন্তু শঙ্করের মতে ‘প্রবৃত্তেচ্চ’ অংশটি স্বতন্ত্র দ্বিতীয় হত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে।

তাহার সারসংগ্রহকরা একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে; এই কারণে ইহার আক্ষরিক অনুবাদও বিশেষ বিঘ্ন ঘটয়া থাকে। তথাপি যতদূর সম্ভব, আমরা অনুবাদটিকে মূলানুযায়ী করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি; এবং সেইজন্যই অনুবাদের ভাষাগত সৌন্দর্য রক্ষা বিষয়ে বিরত থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। অধিকন্তু বঙ্গভাষায় দার্শনিক তর্ক ও তদুপযোগী প্রচুর উপকরণ না থাকায় অগত্যা সে সব স্থলে মর্ম্মানুবাদের ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ভাষাটী সুখবোধ্য করিবার জন্য ভাষ্যমধ্যে আবশ্যিকমতে ‘কমা’ ‘সেমিকোলন’ প্রভৃতি আধুনিক চিহ্নের বিস্তার করিয়াছি; এবং ভাষ্যের যে সমস্ত অংশ অত্যন্ত দুর্ব্বল, সে সমস্ত অংশকে সুখবোধ্য করিবার জন্য পাদটীকায় সুবিস্তৃত বহুতর টিপ্পনী সংযোজিত করিয়াছি। এই পুস্তক মুদ্রণসময়ে চারি পাঁচখানা আদর্শ পুস্তকের সাহায্য পাইয়াছি; কিন্তু পুস্তকগুলির অধিকাংশ স্থলই পাঠভেদে পরিপূর্ণ; তন্মধ্যে যে পাঠটী সমস্ত ও বিচারস্বয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই পাঠটী মূলে সন্নিবেশিত করিয়া পাঠান্তরগুলি পাদটীকায় দিয়াছি। বিপুলকায় বিচারবহুল এই ভাষা হইতে সারসংকলন করা সঙ্গীকারের পক্ষে কষ্টকর মনে করিয়া, প্রত্যেক হস্তের নীচে একএকটি সরলার্থ বা সহজ ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা দ্বারা সকলেই অনায়াসে ভাষ্যের সম্পূর্ণ মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ভক্তপ্রবর ভাবুকচূড়ামণি আচার্য্য রামানুজকৃত ‘শ্রীভাষ্যের’ প্রচার বঙ্গদেশে আদৌ ছিল না; পঠন পাঠন ত দূরের কথা; এরূপ অত্যাৎকৃষ্ট গ্রন্থ তীক্ষ্ণদী বঙ্গবাসীর চক্ষুর অন্তরালে থাকা অনুচিত মনে করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত লালগোলাধিপতি বিদ্যোৎসাহী বদান্যাবর রাজা শ্রীলক্ষ্মীকৃষ্ণ বাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর মহোদয় বঙ্গভাষায় ইহার প্রচাবে মনোযোগী হন; এবং বঙ্গের বিখ্যাত বিদ্বজ্জনসেবিত ‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের’ অধ্যক্ষগণের উপর ইহার মুদ্রণ ভার অর্পণ করেন। তাহাদের প্রযত্নে এবং প্রথিতযশা বিদ্বদ্র শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয়ের সর্বপ্রকার আত্মক্লো এবং লালগোলাধিপতির প্রভূত অর্থ ব্যয়ে আচার্য্য রামানুজের শ্রীভাষ্য আজ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া বঙ্গীয় স্বধী-সমাজে প্রচারিত হইল; এখন এতদ্বারা তাহারা কথঞ্চিৎ তৃপ্তি ও উপকার বোধ করিলেই আমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সফল মনে করিব।

উপসংহারে বলা আবশ্যক যে, এ গ্রন্থের পঠনপাঠন পদ্ধতি এ দেশে একেবারেই ছিল না, কাজেই কাহাবও নিকট কোনপ্রকার সাহায্য পাইবার সুযোগ ঘটে নাই; সুতরাং ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয়; সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে সে দোষ মার্জনা করিবেন,—

যদ্যৈবৈতৎ ন ক্ষুণ্ণং তত্র সঞ্চরতো মম।

পদে পদে প্রস্থলতঃ সন্তঃ সস্বলম্বনম্ ॥

অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা—ভবানীপুর।

ভাগবত-চতুষ্পাঠী;

১৩২২, চৈত্র।

শ্রীভূগাচরণ শর্মা।

বেদান্তদর্শনশ্চ সূত্রাণাম্ অকারাদিক্রমেণ সূচী ।

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে প্রদত্ত হইল ।

সূত্র।	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা।	সূত্র।	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা।
(অ)		অধিকোপদেশাত্ত্ব বাদরায়ণশ্চৈবং	
অংশে নানাব্যাপদেশাৎ—	২।৩।৪২	তদ্বর্ণনাৎ—	৩।৪।৮
অকারণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি—	২।৪।১০	অধিষ্ঠানানুপপত্তেষ্চ—	২।২।৩৬
অক্ষরমধ্বরাস্তধ্বতঃ—	১।৩।৯	অধ্যয়নমাত্রবতঃ—	৩।৪।১২
অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ—	৩।৩।৩৩	অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ—	১।২।১৮
অগ্নিহোত্রাদিতু—	৪।১।১৬	অনভিভবং চ দর্শয়তি—	৩।৪।৩৫
অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতিঃ—	৩।১।৪	অনারক্কাণ্যে এব তু পূর্বে	
অঙ্গাববদ্ধান্ত ন—	৩।৩।৫৩	তদবধেঃ—	৪।১।১৫
অঙ্গিহোত্রপত্তেষ্চ—	২।২।৬	অনাবিক্ ক্লময়্যাৎ—	৩।৪।৪৯
অঙ্গেনু যথাশ্রয়ভাবঃ—	৩।৩।৫৯	অনাবৃতিঃ শব্দান্নাবৃতিঃ শব্দাৎ—	৪।৪।২২
অচলত্বং চাপেক্ষ্য—	৪।১।৯	অনিয়মঃ সর্বেষামবিরোধঃ	
অণবশ্চ—	২।৪।৬	শব্দান্নমানাত্যাম্—	৩।৩।৩২
অণুশ্চ—	২।৪।১২	অনিষ্ঠাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্—	৩।১।১২
অতএব চ নিত্যত্বং—	১।৩।২৮	অনুকৃত্তেত্তস্ত চ—	১।৩।২১
অতএব চ স ব্রহ্ম—	১।২।১৬	অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ	
অতএব ন দেবতা ভূতং চ—	১।২।২৮	জ্যোতিরাদিবৎ—	২।৩।৪৭
অতএব প্রাণঃ—	১।১।২৪	অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ—	১।২।৩
অতএব চান্মীকান্নানপেক্ষা—	৩।৪।২৫	অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞাস্তরপৃথক্ স্ববদ-	
অতএব চান্নাধিপতিঃ—	৪।৪।৯	দৃষ্টশ্চ তদ্রূপম্—	৩।৩।৪৮
অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ—	৩।২।১৮	অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতঃ—	৩।৪।১৯
অতএব সর্বাণ্যণুঃ—	৪।২।২	অনুস্থত্বেবাদরিঃ—	১।২।৩১
অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ—	৩।২।৮	অনুস্থতেশ্চ—	২।২।২৪
অতশ্চায়নেনপি দক্ষিণে—	৪।২।১৯	অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ—	৩।২।৩৬
অতিবিতরজ্যায়ো লিপ্সাচ্চ—	৩।৪।৩৯	অন্তরাচাপি তু তদৃষ্টেঃ—	৩।৪।৩৬
অতিদেশাচ্চ—	৩।৩।৪৫	অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বান্নানোহন্তথা-	
অতোহনন্তেন তথাহি লিপ্সম্—	৩।২।২৫	ভেদানুপপত্তিরিতি চেমোপ-	
অতোহতাপি ত্বেকেষামুভয়োঃ—	৪।১।১৭	দেশবৎ—	৩।৩।৩৫
অত্র চরাত্রগ্রহণাৎ—	১।২।৯	অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিপ্সা-	
অত্রোত্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—	১।১।১	দিতি চেৎ নাবিশেষাৎ—	২।৩।১৬
অনুষ্ঠাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ—	১।২।২২	অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ব্যব্যাপ-	
অনুষ্ঠানিয়মাৎ—	২।৩।৫০	দেশাৎ—	১।২।১৯
অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ—	২।১।২২	অন্তবস্তুমসর্বজ্ঞতা বা—	২।২।৩৮
অধিকাররূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ—	২।৩।১৩	অন্ততত্ত্বনির্দেশাৎ—	১।১।২১

হ্রদ্র।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদ্রসংখ্যা।	হ্রদ্র।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদ্রসংখ্যা।
অস্থ্যাবস্থিতেশ্চাভয়নিত্যতা-		অবস্থিতবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাত্ত্যপ-	
দবিশেষঃ—	২।২।৩৪	গমাদ্ জুদি হি—	২।৩।২৫
অন্ত্রাত্ত্যাবাচ্চ ন তৃণাদিবং—	২।২।৪	অবস্থিতেরিতি কাশক্লেশঃ—	১।৪।২২
অন্ত্রাথ্যং শব্দাদিতি চেৎ না-		অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ—	৪।৪।৪
বিশেষাৎ—	৩।৩।৬	অবিভাগো বচনাৎ—	৪।২।১৫
অন্ত্রাথ্যমিতৌ চ জ্ঞশক্তি-		অবিরোধশ্চন্দনবৎ.....	২।৩।২৪
বিয়োগাৎ—	২।২।৭	অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ...	৩।১।২৫
অন্ত্রাথ্যব্যবৃত্তেশ্চ—	১।৩।১১	অশ্চাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ—	২।১।২৩
অন্ত্রাধিষ্ঠিতেষু পূর্ববদভিলাপাৎ—	৩।১।২৪	অশ্চত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং	
অন্ত্রার্থস্থ জ্ঞেমিনিঃ প্রমথ্যথ্যা-		প্রতীতেঃ—	৩।১।৬
নাভ্যামপি চৈবমেকৈ—	১।৪।১৮	অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যোগপত্ৰ-	
অন্ত্রার্থশ্চ পরামর্শঃ—	১।৩।১৯	মন্তথা—	২।২।২০
অন্ত্রাদিতি চেৎ শ্রাদবধারণাৎ—	৩।৩।১৭	অদদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ—	২।১।৭
অপরিগ্রহাচ্চাত্তমনপেক্ষা—	২।২।১৬	অসদ্যপদেশোন্নৈতি চেন্নধর্মাত্তরেষণ	
অপি চৈবমেকৈ—	৩।২।১৩	বাক্যশেষাৎ...	২।১।১৮
অপি সপ্ত—	৩।১।১৫	অসম্বৃত্তেচ্চাব্যতিকরঃ—	২।৩।১৮
অপি স্মর্যতে—	১।৩।২২	অসম্বৃত্ত সত্তোহনুপপত্তেঃ—	২।৩।৯
অপি স্মর্যতে—	২।৩।৪৪	অসাক্ষত্রিকী...	৩।৪।১০
অপি স্মর্যতে—	৩।৪।৩০	অস্তি তু—	২।৩।২
অপি স্মর্যতে—	৩।৪।৩৭	অগ্নিন্নস্ত চ তদযোগং শাস্তি—	১।১।২০
অপি সংরোধনে প্রতক্ষ্যহু-		অশ্চৈব চোপপত্তেক্ষমা—	৪।২।১১
মানাত্যাৎ—	৩।২।২৩	(আ)	
অপীতৌ তৎৎ প্রসঙ্গাদসমঙ্গস্য—	২।১।৮	আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ...	১।১।২৩
অপ্রতীকালঘনান্নরতীতি বাদরায়ণ		আকাশে চাবিশেষাৎ...	২।২।২৩
উভয়থা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ—	৪।৩।১৪	আকাশোহর্থান্তরদ্বাদিব্যপদেশাৎ—	১।৩।৪২
অবাধাচ্চ—	৩।৪।২৯	আচারদর্শনাৎ—	৩।৪।৩
অভাবং বাদরিরাহ হেবং—	৪।৪।১০	আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ—	৪।৩।৪
অভিধ্যোপদেশাচ্চ—	১।৪।২৪	আত্মকৃত্তেঃ—	১।৪।২৬
অভিনিব্যাপদেশস্ত বিশেষাহু-		আত্মগৃহীতিরিতরবহুত্বাৎ—	৩।৩।১৬
গতিভ্যাৎ—	২।১।৫	আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি—	২।১।২৮
অভিব্যক্তেরিত্যাশ্রয়ঃ—	১।২।২৯	আত্মশব্দাচ্চ—	৩।৩।১৫
অভিসন্ধ্যাদিষপি চৈবং—	২।৩।৫১	আত্মা প্রকরণাৎ...	৪।৪।৩
অভ্যুপগমেহ প্যার্থাভাবাৎ—	২।২।৮	আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ—	৪।১।৩
অনুবদগ্রহণাত্ত ন তথাৎ—	৩।২।১৯	আদরাদেশোপঃ—	৩।৩।৩৯
অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ—	৩।২।১৪	আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ—	৪।১।৬
অচ্চিন্নাদিনা তৎপ্রথিতৈঃ—	৪।৩।১	আধানায় প্রয়োজনাত্তাবাৎ—	৩।৩।১৪
অর্ভকৌকষাত্তদ্বপদেশাচ্চ নেতি-		আনন্দময়োহ্ভ্যাসাৎ—	১।১।৩৩
চেন্ন নিচাধ্যাদেবং ব্যোম-		আনন্দান্নয়ঃ প্রধানস্ত—	৩।৩।১১
বচ্চ—	১।২।৭	আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ—	৩।১।১১
অনুশ্রুতেরিতি চেন্নহুত্বম্—	১।৩।২০	আনুমানিকমপ্যেক্ষামিতি চেন্ন	

হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।
শবীরূপকবিজ্ঞস্তগ্ৰহীতেদশয়তি	
চ—	১।৪।১
আপঃ—	২।১।১২
আপ্রায়ণান্তরাপি হি দৃষ্টম্—	৪।১।১২
আভাস এব চ	২।৩।৫০
আমনস্তি চৈনমস্মিন্—	১।২।৩২
আত্মিজ্যামিতোড়লোমিস্তম্	
হি পরিক্রীয়তে—	৩।৪।৪৫
আবৃত্তিরসক্লৃপদেশাং—	৪।১।১
আসীনঃ সম্ভবাং—	৪।১।৭
আহ চ তন্মাত্রম্—	৩।২।১৬
(ই)	
ইতরপরামর্শাং স ইতি চেন্ন-	
সম্ভবাং—	১।৩।৩৮
ইতব্যপদেশাক্রিতাকবণাদিঃ দোষ-	
প্রসক্তি—	২।১।২১
ইতব্যাপ্যোবনসংশ্লেষঃ পাতে তু—	৪।১।১৪
ইতবেতবপ্রত্যয়াদিতি চেন্নোং-	
পত্তিমাত্রনিমিত্তবাং—	২।২।১৯
ভিরেত্বর্থসামান্যং—	৩।৩।১৩
তবেবাং চাল্পলক্কে—	২।১।২
য়দামননাং—	৩।৩।৩৪
(ঈ)	
ঈকতিকর্মব্যপদেশাং সঃ—	১।৩।১৩
ঈকতের্নাশব্দম্—	১।১।৫
(উ)	
উক্রমিষ্যত এবস্তবাদিতোড়-	
লোমিঃ—	১।৪।২১
উক্রান্তিগত্যাগতীনাং—	২।৩।১৯
উত্তরত্র চৈত্ররপেন লিঙ্গাং—	১।৩।৩৫
উত্তরাজেদাবিভূতস্বরূপস্ত—	১।৩।১৯
উত্তরোৎপাদে চ পূর্ননিরোধাং—	২।২।২০
উৎপত্তাসম্ভবাং—	২।২।৪২
দাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ—	২।২।২৬
পদেষভেদোন্মোতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্য-	
বিরোধাং—	১।১।২৮
পপন্তেচ—	৩।২।৩৫
পপন্ততে চাপ্যপলভ্যতে চ—	২।১।৩৬
পপন্তস্তল্লক্ষণার্থোপলক্কে-	
লোকবৎ—	৩।৩।৩০

হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।
উপপূর্বমপি ত্বেকে ভাবমশনব-	
ভুতুক্তম্—	৩।৪।৪২
উপমদং চ—	৩।৪।১৬
উপলক্ষিবদনিয়মঃ—	২।৩।৩৭
উপসংহারদর্শনান্নোতি চেন্ন	
ক্ষীরবন্ধি—	২।১।২৪
উপসংহারোহর্গাভেদাদ্ বিশেষেষবৎ	
সমানো চ—	৩।৩।৫
উপস্থিত্তেহতন্তদচনাং—	৩।৩।৪১
উপাদানাং—	২।৩।৩২
উভয়থা চ দোষাং—	২।২।১৬
উভয়থাপি ন কক্ষাতস্তদভাবঃ—	২।২।১২
উভয়ব্যপদেশাবহি-কুণ্ডলবৎ—	৩।২।২৭
উভয়ব্যানোহাত্ত্বংসিক্কেঃ—	৪।৩।৫
(উ)	
উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি—	৩।৪।১৭
(এ)	
এক আয়নঃ শরীরে ভাবাং—	৩।৩।২৩
এতেন মাতরিখা ব্যাখ্যাতঃ—	২।৩।৮
এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ—	২।১।৩
এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি	
ব্যাখ্যাতাঃ—	২।১।১২
এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা	
ব্যাখ্যাতাঃ—	১।৪।২৮
এবং চাত্মাকাংক্ষ্যম্—	২।২।৩৪
এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্তাব-	
ধ্বতেস্তদবহাবধ্বতেঃ—	৩।৪।৫২
এবমপ্যুপত্তাসাং পূর্বভাবাদবিরোধঃ	
বাদরায়ণঃ—	৪।৪।৭
(ঐ)	
ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে	
তদর্শনাং—	৩।৪।৫১
(ক)	
কম্পনাং—	১।৩।৩৯
করণবচ্ছেদ ভোগাদিভাঃ—	২।২।৪০
কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবহাং—	২।৩।৩৩
কর্মকর্ত্তব্যপদেশাচ্চ—	১।২।৪
কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিব-	
দবিরোধঃ—	১।৪।১০
কামকারেণ চৈকে—	৩।৪।১৫

হ্রদ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদসংখ্যা।
কামাচ্চ নান্মানাপেক্ষা	১।১।১৮
কামাদীতরত্র তত্র	
চায়তনাদিভাঃ—	৩।৩।৩৯
কাম্যাস্ত যথাকামং সমুচ্চায়েরন্	
ন বা পূর্কহেতুভাবাং—	৩।৩।৬০
কারণেহেন চাক্ষাশাদিস্থ যথাব্যাপ-	
দিষ্টোক্তেঃ—	১।৪।১৪
কার্য্যং বাদরিরস্ত গতু্যপপত্তেঃ—	৪।৩।৭
কার্য্যাত্ম্যানাদপূর্কং—	৩।৩।১৮
কার্য্যাত্ম্যে তদধ্যাক্ষেণ সহাতঃ	
পরমভিধানাং—	৪।৩।৯
কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্ত বিহিত প্রতিষিদ্ধা	
বৈয়র্থ্যাদিভাঃ—	২।৩।৪২
কৃতাত্ম্যেহমুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভাঃ	
যথেন্তমনেবক্—	৩।১।৮
ক্লেশভাবাত্ত গৃহিণোপসংহারঃ—	৩।৪।৪৭
ক্লেশপ্রসক্তিনিরবয়বশব্দকোপো	
বা—	২।১।২৬
ক্ষণিকত্বাচ্চ—	২।২।৩১
ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চ—	১।৩।৩৪
(গ)	
গতিশব্দাভাঃ তথাহি দৃষ্টং	
লিঙ্গক্—	১।৩।১৪
গতিসাম্যাত্মাং—	১।১।১১
গতেরর্থবস্তুত্বপ্রযোজ্যতা হি	
বিরোধঃ—	৩।৩।২৯
গুণসাধারণ্যশ্চতেশ্চ—	৩।৩।৬২
গুণদ্বা লোকবৎ—	২।৩।২৬
গুহাং প্রবিষ্টবাস্থানো হি	
তদদর্শনাং—	১।২।১১
গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাং—	১।১।৬
গৌণ্যসম্ভবাং শব্দাচ্চ—	২।৩।৩
গৌণ্যসম্ভবাং তৎপ্রাক্ শ্চতেশ্চ—	২।৪।২
(চ)	
চক্ষুরাদিবস্ত তৎসংশ্লিষ্টাদিভাঃ—	২।৪।৯
চমসবদবিশেষাং—	১।৪।৮
চরণাদিতি চেন্ন তপলক্ষণার্থেতি	
কার্য্য্যাজিনিঃ—	৩।১।৯
চরাচরব্যাপ্যশ্রয়স্ত ভাত্তদ্যাপদেশো	
ভাত্তদ্যাপদেশো—	২।৩।১৬

হ্রদ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদসংখ্যা।
চিতিতন্মাত্রোপ তদাত্মকত্বাদিতৌ-	
ভুলোমিঃ—	৪।৪।৬
(ছ)	
ছন্দত উভয়বিবোধাং—	৩।৩।২৮
ছন্দোহিভিধানাংনৈতি চেন্ন তথা	
চেতোহপর্ণনিগদাত্বাংহি	
দর্শনম্—	১।১।২৬
(জ)	
জগদ্ব্যচিৎতাং—	১।৪।১৬
জগদ্ব্যাপারবর্জ্যং প্রকরণাদ-	
সন্নিহিতত্বাচ্চ—	৪।৪।১৭
জন্মান্তর যতঃ—	১।১।২
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নৈতি চেত্ত-	
দ্ব্যাত্ম্যাত্ম—	১।৪।১৭
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নৈতি চেন্নো-	
পাসাত্ত্রৈবিধাদাপ্রতিষিদ্ধাদিহ	
তদ্বোধাং—	১।১।৩২
জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ—	১।৪।৪
জ্যোতিতএব—	২।৩।১৯
জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠানং তু তদামননাং	২।৪।১৩
জ্যোতিরুপক্রমা তু তথাহুদীয়ত-	
এক—	১।৪।৯
জ্যোতিদর্শনাং—	১।৩।৪১
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাং—	১।১।২৪
জ্যোতিষি ভাবাচ্চ—	১।৩।৩১
জ্যোতিবৈকেষামসত্যান্নে—	১।৪।১৩
(ত)	
ত ইন্দ্রিয়ানি তদ্ব্যাপদেশাদন্তত্র	
শ্রেষ্ঠাং—	২।৪।১৭
তচ্ছ তেঃ—	৩।৪।৪
তড়িতোহপি বরুণঃ সম্বন্ধাং—	৪।৩।৩
তত্ত্ব সম্বন্ধাং—	১।১।৪
তৎপূর্ককত্বাৎ—	২।৪।৩
তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ—	৩।১।১৭
তৎস্বভাব্যাপ্তিরূপপত্তেঃ—	৩।১।২২
তথ্যৈকব্যাক্যোপবন্ধাং—	৩।৪।২৪
তথ্যাত্মপ্রতিষেধাং—	৩।২।৩
তথা প্রাণাঃ—	২।৪।১
তদধিগম উত্তরপূর্ক্যবয়বোপদেশ-	
বিনাশো তদ্যাপদেশাং—	৪।১।১

স্থত্র।	অধ্যায়, পাদ ও স্থত্রসংখ্যা।
তদধীনত্বাদর্থবৎ—	১।৪।৩
তদনন্তরমারম্ভগণশাস্তিভাঃ—	২।১।১৫
তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি	
সম্প্রতিষেক্তঃ প্রস্মনিকূপণাভ্যাং—	৩।১।১
তদভাষো নাড়ীষু তক্ষুতেরায়নি	
চ—	৩।২।৭
তদভাবনির্কারণে চ প্রবৃত্তেঃ—	১।৩।৩৭
তদভিধানাদেব তু তল্লিঙ্গাং সং—	২।৩।১৪
তদব্যক্তমাহ হি—	৩।২।২২
তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাং—	৪।২।৮
তদূপর্যাপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাং—	১।৩।২৫
তদোকোহগ্রজলনং তৎপ্রকাশিত-	
দ্বারো বিভাসামর্থ্যাং তচ্ছেষ-	
গত্যনুস্থতিযোগাদ্হাদ্ধানুগৃহীতঃ	
শতাধিকরা—	৪।২।১৬
তদগুণসারস্বত্ব তদ্ব্যপদেশঃ প্রোক্তবৎ—	২।৩।২৯
তদ্ব্যপদেশাচ্চ—	১।১।১৫
তদভূতত্ত্ব তু নাতদভাবে জৈমিনে-	
রপি নিয়মাতজ্ঞপাত্যভাভাঃ—	৩।৪।৪০
তদ্বতো বিধানাং—	৩।৪।৬
তদ্বিধারণানিয়মস্তদ্বিধাঃ পৃথগ্-	
হপ্রতিবন্ধঃ ফলম্—	৩।৩।৪১
তদ্বিধাঃ মোক্ষোপদেশাং—	১।১।৭
ভগ্ননঃ প্রাণ উত্তরাং—	৪।২।৩
ভবভাবে সন্ধাবহুপপত্তেঃ—	৪।৪।১৩
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যাত্মগানুমেয়মিতি	
চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ—	২।১।১১
তত্ত্ব চ নিত্যত্বাং—	২।৪।১৪
তানি পবে তথাহাহ—	৪।২।১৪
তুল্যং তু দর্শনং—	৩।৪।৯
তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্ত—	৩।১।২১
তেজোহতন্তথাহাহ—	২।৩।১০
ত্রয়াণামেব চৈবমুপস্থাপঃ প্রশস্তঃ—	১।৪।৬
ত্র্যায়কত্বাত্ত ভূয়ত্বাং—	৩।১।২
(দ)	
দর্শনাচ্চ—	৩।১।২০
"	৩।৩।৬৪
"	৪।৩।১২
দর্শনতশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানং—	৪।৪।২০

স্থত্র।	অধ্যায়, পাদ ও স্থত্রসংখ্যা।
দর্শয়তি চ—	৩।৩।৪
"	৩।৩।২২
দর্শয়তি চাথো অপি অর্থ্যতে—	৩।২।১৭
দহর উত্তরেভাঃ—	১।৩।১৩
দৃশ্যতে তু—	২।১।৬
দেবাদিবদপি লোকে—	২।১।২৫
দেহযোগাদ্ধা সোহপি—	৪।২।৫
দুভূতায়তনং স্বশকাং—	১।৩।১
দ্বাদশাহবহুভয়বিধং বাদরায়ণো-	
ইতঃ—	৪।৪।১২
(ধ)	
ধর্মং জৈমিনিরত এব—	৩।২।৩৯
ধর্মোপপত্তেঃ—	১।৩।৮
ধৃতেশ্চ মহিম্নোহস্তাস্মি	
নু পলকোঃ—	১।৩।১৫
ধানাচ্চ—	৪।১।৮
(ন)	
ন কস্মাবিভাগাদিতি চেৎ,	
নানাদিত্বাং—	২।১।৩৫
ন চ সর্ভুঃ করণম্—	২।২।৪০
ন চ কার্যে প্রভাভিসন্ধিঃ—	২।৩।১৬
ন চ পর্যায়াদপ্যবিবোধো	
বিয়দাদিত্বাঃ—	২।২।৩৩
ন চ স্মর্তিতকস্মাভিলাপাং—	১।২।২০
নচাধিকারিকমপি পতনামু-	
মানাং তদযোগাং—	৩।৪।৪১
ন তু দৃষ্টান্তভাবাং—	২।১।৯
ন তৃতীয়ে তথোপলকোঃ—	৩।১।১৮
ন প্রতীকে নহি সং—	৪।১।৪
ন প্রয়োজনবত্বাং—	২।১।৩২
ন বক্তৃরায়োপদেশাদিতি চেদ-	
ধ্যায়সম্বন্ধভূমা হস্মিন্—	১।১।৩০
ন বা তৎসহভাবাশ্রিতেঃ—	৩।৩।৬৩
ন বা প্রকরণভেদাং	
পরোবরীয়ত্বাদিবৎ—	২।৩।৭
ন বায়ু ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাং—	২।৪।৮
ন বা বিশেষাং—	৩।৩।২১
ন বিয়দশ্রিতেঃ—	২।৩।১
ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাহং	
চ শকাং—	২।১।৪

স্থ।	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা।	স্থ।	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা।
ম ভাবোহুপলক্কেঃ—	২।২।২৯	পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা-	
ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি		চাপবদতি হি—	৩।৪।১৮
নানান্ভাবাদতিরেকাচ্চ—	১।৪।১১	পরেণ চ শব্দস্ত তাদ্বিধ্যং	
ন সামান্যাদপ্যপলক্কেণ তু্যবং		ভূয়স্বাস্ত্বমুবকঃ—	৩।৩।৫০
নহি লোকাপত্তিঃ—	৩।৩।৪৯	পরিণামাৎ—	১।৪।২৭
ন স্থানতোহপি পরস্তোভয়-		পারিগ্ৰবার্থা ইতি চেন্ন, -	
লিঙ্গং সৰ্পত্ব হি—	৩।২।১১	বিশেষিতত্বাৎ—	৩।৪।২৩
নাগুবতচ্ছ তেরিতি চেন্নে-		পুংস্বাদিবং তস্ত সতোহভি-	
তরাধিকারাত্—	২।৩।২২	ব্যক্তিরোগাৎ—	২।৩।৩১
নাতিচিরেণ বিশেষাৎ—	৩।১।২৩	পুরুষবিজ্ঞানমপি চেতরেবা-	
নাশ্চাপ্তেতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ—	২।৩।১৮	মনান্নানাত্—	৩।৩।২৪
নানা শব্দাদিভেদাৎ—	২।৩।৫৬	পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি	
নাহুমানমতচ্ছদাৎ—	১।৩।৩	বাদরায়ণঃ—	৩।৪।১
নাভাব উপলক্কেঃ—	২।২।২৭	পুরুষাশ্ববদিতি চেৎ তথাপি—	২।২।৫
নাবিশেষাৎ—	৩।৪।১৩	পূৰ্বে তু বাদরায়ণো হেতু-	
নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ—	২।২।২৫	ব্যাপদেশাৎ—	৩।২।৪০
নিত্যমেব চ ভাবাৎ—	২।২।১৩	পূৰ্ণবদ্বা—	৩।২।২৮
নিত্যোপলক্ষ্যমুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহস্ত-		পূৰ্ণবিকল্পঃ প্রকরণাৎ	
তরনিয়মো বাস্তব্যা—	২।৩।৩২	স্তাঃ ক্রিয়া মানসবৎ—	৩।৩।৪৪
নিয়মাচ্চ—	৩।৪।৭	পৃথগুপদেশাৎ—	২।৩।২৮
নিষ্ঠাতারং চৈকে পুস্তাদয়শ্চ—	৩।২।২	পৃথিবী—	২।৩।১২
নিশি নেতি চেন্ন, সম্বন্ধস্ত		প্রকরণাৎ—	১।৩।৫
বাবদেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি		প্রকরণাচ্চ—	১।২।১০
চ—	৪।২।১৮	প্রকাশবচ্চাবৈষম্যার্থাৎ—	৩।২।১৫
নেতরোহুপপত্তেঃ—	১।১।১৭	প্রকাশাদিবচ্চাবৈষম্যং,	
নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি—	৪।২।৬	প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ—	৩।২।২৪
নৈকস্মিনসম্ভবাৎ—	২।২।৩১	প্রকাশাদিবত্ নৈবং পরঃ—	২।৩।৪৫
নোপমর্দেনাতঃ—	৪।২।১০	প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্বাৎ—	৩।২।২৭
(প)		প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তা-	
পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিষ্টতে—	২।৪।১১	মুপরোধাৎ—	১।৪।২৩
পটবচ্চ—	২।১।১৯	প্রকৃতিতাববৎ হি প্রতিষেধতি	
পত্যাশিদ্ধেভ্যঃ—	১।৩।৪৪	ততো ব্রবীতি চ ভূমঃ—	৩।২।২১
পত্ন্যরসামঞ্জস্তাৎ—	২।২।৩৫	প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ—	১।১।৯
পয়োহুচ্চেৎ তত্রাপি—	২।২।২	প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেল্লিঙ্গহাঙ্করথ্যঃ—	১।৪।২০
পরং জৈমিনিমুখ্যত্বাৎ—	৪।৩।১১	প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকা-	
পরমতঃ সেতুমান-সম্বন্ধভেদ-		চ্ছদেভ্যঃ—	২।৩।৫
ব্যাপদেশেভ্যঃ—	৩।২।৩০	প্রতিষেধাচ্চ—	৩।২।২৯
পরাস্ত তচ্ছতেঃ—	২।৩।৪০	প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শাস্ত্রীরাৎ—	৪।২।১২
পরান্ভিধানাত্ তিরোহিতং		প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধো-	
ততো হস্ত বন্ধবিপর্যায়ো—	৩।২।৪	প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ—	২।২।২

হ্রদ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদসংখ্যা।
প্রত্যক্ষোপদেশাদিত্যচেষ্টাধি- কারিকমণ্ডলছোক্তেঃ—	৪।৪।১৮
প্রথমেঃ শ্রবণাদিত্য চেষ্টা, [*] তা এব হ্রদপত্তেঃ—	৩।১।৫
প্রদানবদেব তদ্বক্তৃম্—	৩।৩।৪২
প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি—	৪।৪।১৫
প্রদেশভেদাদিত্য চেষ্টাস্তর্ভাবাং—	২।৩।৫২
প্রসিদ্ধেচ্চ—	১।৩।১৭
প্রাণগতেচ্চ—	৩।১।৩
প্রাণস্তথাঃসুগমাং—	১।১।২৯
প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাং—	১।৪।১২
প্রিয়শিরস্বাত্তপ্রাপ্তিরূপচয়্যাপচয়ো হি ভেদে—	৩।৩।১২
(ফ)	
ফলমত উপপত্তেঃ—	৩।২।৩৭
(ব)	
বহিস্তৃভয়থাপি স্মৃতেরাচার্য্যচ্চ—	৩।৪।৪৩
বুদ্ধার্থঃ পাদবং—	৩।২।৩২
ব্রহ্মদৃষ্টিকংকর্ষণং—	৪।১।৫
ব্রাহ্মণে জৈমিনিরূপজ্ঞানাদিত্যঃ—	৪।৪।৫
(ভ)	
ভাক্তং বানাস্ববিত্ত্বাং তথাহি দর্শয়তি—	৩।১।৭
ভাবং জৈমিনিরিকল্পামননাং—	৪।৪।১১
ভাবশব্দাচ্চ—	৩।৪।২২
ভাবে চোপলক্কেঃ—	২।১।১৬
ভাবে জাগ্রৎ—	৪।৪।১৪
ভূতাদিপাদব্যাপদেশোপ- পত্তেঃচবন্ম্—	১।১।২৭
ভূতেবু তচ্ছ্রুতেঃ—	৩।২।৫
ভূম্য সম্প্রদাদধূপদেশাং—	১।৩।৭
ভূমঃ ক্রতুবং ভ্যায়স্বম্ তথাহি দর্শয়তি—	৩।৩।৫৫
ভেদব্যাপদেশাচ্চ—	১।১।১৮
ভেদব্যাপদেশাচ্চাত্তঃ—	১।১।২২
ভেদশ্রুতেবৈলক্ষণ্যাচ্চ—	২।৪।১৬
ভেদাদিত্য চেষ্টা প্রত্যেক- মতঘটনাং—	৩।২।১২
ভেদায়েতি চেদেকস্তামপি—	৩।৩।২

হ্রদ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদসংখ্যা।
ভোক্তাপত্তেরবিভাগশেচ্চ	
স্তাং লোকবং—	২।১।১৪
ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ—	৪।৪।২১
ভোগেননিত্বিতরে কপয়িত্ত্বা সম্পত্তে—	৪।১।১৯
(ম)	
মধ্বাদিষসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ—	১।৩।৩০
মন্তব্যবাং—	২।৩।৪৩
মন্তাদিবদ্যাবিরোধঃ—	৩।৩।৫৪
মহদীর্ঘবদ্য ক্রবপরিমণ্ডলাভ্যাম্—	২।২।১০
মহদ্বচ্চ—	১।৪।৭
মাংসাদি ভোমং যথা- শব্দমিতরয়োচ্চ—	২।৪।১৮
মানবর্গিকমেবচ গীয়েতে—	১।১।১৬
মায়ামাত্রং তু কাং মনোনানভি- ব্যক্তস্বরূপত্বাং—	৩।২।৩
মুক্তঃ প্রতিক্রান্নাং—	৪।৪।২
মুক্তোপস্থ্যব্যাপদেশাং—	১।৩।২
মুক্তেহর্কসম্পত্তিঃ পরিধেয়াং—	৩।২।১০
মোনবদিতরেষামপ্যপদেশাং—	৩।৪।৪৮
(য)	
যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাং—	৪।১।১১
যথা চ তচ্ছোভয়থা—	২।৩।৩৯
যথা চ প্রাণাদিঃ—	২।১।২০
যদেব বিজয়েতি হি—	৪।১।১৮
যাবদধিকারমবস্থিত্ত্বাধি- কারিকাংগাম্—	৩।৩।৩১
যাবদায়ত্নাবিত্ত্বাচ্চ ন দোষ- স্তদর্শনাং—	২।৩।৩০
যাবদধিকারং তু বিভাগো লোকবং—	২।৩।৭
যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্যেতে স্মার্ত্তে চেত্তে—	৪।২।২০
যোনিচ্চ হি গীয়েতে—	১।৪।২৮
যোনেঃ শরীরম্—	৩।১।২৭
(র)	
রচনাশ্রুপত্তেচ্চ নাশ্রুমানম্—	২।২।১
রশ্ম্যায়ুসারী—	৪।২।১৭
রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাং—	২।২।১৪

হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ, ও হ্রস্বসংখ্যা।	হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।
রূপোপভাস্যাক—	১।২।২৪	বৈশেষ্যাত্ত তদ্বাদস্তদ্বাদঃ—	২।৪।১৯
য়েতঃসিগ্ধযোগোহং—	৩।১।২৬	বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ—	১।২।২৫
(ল)		বৈষম্য-নৈষর্গ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ	
লিঙ্গভূয়স্বাং তন্ধি বগীয়স্তদপি—	৩।৩।৪৩	তথাহি দর্শয়তি—	২।১।৩৪
লিঙ্গাক—	৪।১।২	ব্যতিরেকস্তদ্বাবভাবিত্বাৎ নতুপ-	
লোকবত্ত লীলাকৈবল্যম্—	২।১।৩৩	কন্ধিবৎ—	৩।৩।৫২
(ব)		ব্যতিরেকানবহিত্তেচানপেক্ষত্বাৎ—	২।২।৩
বদন্তীতি চেন্ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ		ব্যতিরেকো গন্ধবৎ	} — ২।৩।২১
... ..	১।৪।৫	তথাহি দর্শয়তি	
বাক্যায়ম্বাং—	১।৪।১১	ব্যতিহারো বিশিঃষস্তি হীতরবৎ—	৩।৩।৩৬
বাঙ্মনসি দর্শনাং শব্দাক—	৪।২।১	ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ নির্দেশ-	
বায়ুমকাদবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্—	৪।৩।২	বিপর্যায়ঃ—	২।৩।৩৫
বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদ্বক্তৃম্—	২।১।৩১	ব্যাপ্তেচ সমঞ্জসং—	৩।৩।৯
বিকল্পোঃ বিশিষ্টফলত্বাৎ—	৩।৩।৫৭	(শ)	
বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ—	৪।৪।১৯	শক্তিবিপর্যায়ং—	২।৩।৩৭
বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যং—	১।১।১৪	শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ	
বিজ্ঞানাদিতাবে বা তদপ্রতিষেধঃ—	২।২।৪১	প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্—	১।৩।২৭
বিজ্ঞাকর্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ—	৩।১।১৭	শব্দবিশেষাৎ—	১।২।৫
বিজ্ঞেব নির্দ্ধারণাৎ দর্শনাচ্চ—	৩।৩।৪৬	শব্দশচ্যতোঃকামকারে—	৩।৪।৩১
বিধির্বাধারণবৎ—	৩।৪।২০	শব্দাদেব প্রমিতঃ—	১।৩।২৩
বিপর্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপত্ততে		শব্দাদিত্যোহন্তঃ প্রতিষ্ঠানাক নেতি	
চ—	২।৩।১৫	চেন্ন তথাদৃষ্ট্যপদেশাদসম্ভবাৎ	
বিপ্রতিষেধাক—	২।২।৪২	পুরুষমপি চৈনমদ্বীয়তে—	১।২।২৭
বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্—	২।২।৯	শব্দেভ্যঃ—	২।৩।৬
বিভাগঃ শতবৎ—	৩।৪।১১	শব্দমদ্ব্যাপ্যেতঃ স্তাৎ তথাপি তু	
বিরোধঃ কন্মণীতি চেন্নানেক-		তদ্বিধেস্তদন্তরায় তেষামব-	
প্রতিপত্তেদর্শনাৎ—	১।৩।১৬	শাস্ত্রচেষ্টয়ত্বাৎ—	৩।৪।২৭
বিসংকিতগুণোপপত্তেচ—	১।২।২	শাস্ত্রদৃষ্ট্যতুপদেশো	
বিশেষঃ চ দর্শয়তি—	৪।৩।১৫	বামদেবাদিবৎ—	১।১।৩১
বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাম্ চ		শাস্ত্রযোনিত্বাৎ—	১।১।৩
মেতরো—	১।২।২৩	শিষ্টেচ—	৩।৩।৬০
বিশেষণাক—	১।২।১২	জগত্তদনাদরশ্রবণাৎ	
বিশেষানুগ্রহচ—	৩।৪।৩৮	তদাদবণাৎ হ্যচ্যতে হি—	১।৩।৩০
বিশেষিতত্বাক—	৪।৩।৭	শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো	
বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্যপি—	৩।৪।৩২	যণাত্তেহিতি ক্লেমিনিঃ—	৩।৪।২
বুদ্ধি-হ্রাসভাক্ত মন্তর্ভাবাত্তদ- সামঞ্জস্যাদেবম্—	৩।২।২০	শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ	
বেদ্যাত্তর্থভেদাৎ—	৩।৩।২৫	স্বতঃ—	১।৩।৩৮
বেদ্যতেনৈব তত্তত্তচ্ছতেঃ—	৪।৩।৫	ঐতত্বাক—	{ ১।১।১২ ৩।২।৩৮
বৈধর্ম্যাক ন স্বপ্নাদিবৎ—	২।২।২৮		

সূত্র।	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা।
তেজস্ত শব্দমূলত্বাং—	২।১।২৭
তোপনিবৎকগতাভিধানাচ্—	১।২।১৭
ত্যাতিবলীয়ত্বাচ্চ ন বাধঃ—	৩।৩।৪৭
শ্রুতশ্চ—	২।৪।৭
(স)	
এব তু কৰ্ম্মাহুত্ব- শব্দবিধিভাঃ—	৩।২।৯
জ্ঞানদেব তচ্ছ্রুতঃ—	৪।৪।৮
জ্ঞাতশ্চৈতৎ তত্ত্বমস্তি তু তদপি—	৩।৩।৮
জ্ঞানমুক্তিরূপিত্ব ত্রিবৃৎকুর্ত উপদেশাং—	২।৪।১৭
জ্ঞতি-ত্যা-ব্যাখ্যাপি চাতঃ—	৩।৩।২৩
জ্ঞানেন তত্ত্বজ্ঞেয়তবেষামাবোহা- ববোহৌ তদ্ব্যক্তিদর্শনাং—	৩।১।১৩
জ্ঞাপবদ্যমর্শাং তদভাবাভি- লাপাচ্চ—	১।৩।৩৬
জ্ঞাপ্যপরাচ্চ—	২।১।১৭
জ্ঞা সৃষ্টিরাহি—	৩।২।১
জ্ঞ গতে বিশেষিতত্বাচ্চ—	২।৪।৪
জ্ঞাবন্তগ্যাং—	৩।৪।৫
জ্ঞানদেবমন্তজ্ঞাপি—	৩।৩।২০
জ্ঞানাত্ম্যাপগমাচ্চ সাম্যা- দনবত্তিতে—	২।২।১২
জ্ঞাকর্ষাং—	১।৪।১৫
জ্ঞাভাবাচ্চ—	২।৩।৩৮
জ্ঞান এবঞ্চাভেদাং—	৩।৩।১৯
জ্ঞানানুরূপত্বাচ্চাব্যবপ্য- বিবোধো দর্শনাং স্মৃতেশ্চ—	১।৩।২৯
জ্ঞানী চাস্বত্ব্যাপক্রমাদমৃতত্বং চাহুপোষ্য—	৪।২।৭
জ্ঞাহাং—	৩।৩।৬১
জ্ঞায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ—	২।২।১৭
জ্ঞাতৈবিত্তি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি—	১।২।৩২
জ্ঞাত্যবিভাবঃ স্মেন শব্দাং—	৪।৪।১
জ্ঞাত্যপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ন বৈশেষ্যাং—	১।২।৮
জ্ঞাত্য প্রসিদ্ধোপদেশাং—	১।২।১

সূত্র।	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা।
সর্কথাহুপপত্তেশ্চ—	২।২।৩০
সর্কথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাং—	৩।৪।৩৪
সর্কধর্মোপপত্তেশ্চ—	২।১।৩৬
সর্কবেদান্তপ্রত্যয়ঃ চোদনাত্ম- বিশেষ্যাং—	৩।৩।১
সর্কান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্ম্যে তদর্শনাং—	৩।৪।২৮
সর্কোপেক্ষা চ যজ্ঞানিশ্রুতে- রর্থবৎ—	৩।৪।২৬
সর্কোভেদাদন্তত্রেমে—	৩।৩।১০
সর্কোপেক্ষা চ তদর্শনাং—	২।১।৩০
সহকারিত্বেন চ—	৩।৪।৩৩
সহকার্যাস্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধাদিবৎ—	৩।৪।৪৬
সাক্ষাচ্চোভয়ান্নানাং—	১।৪।২৫
সাক্ষাদপ্যবিবোধঃ জৈমিনিঃ—	১।২।২৯
সাক্ষাৎ প্রশাসনাং—	১।৩।১০
সাক্ষাতাত্ম—	৩।২।৩১
সাক্ষিপ্যাত্ম তদ্ব্যপদেশঃ—	৪।৩।৮
সাক্ষিপ্যাত্ম তত্ত্বব্যভাবাং তথাহুত্বে—	৩।৩।২৭
সাক্ষতত্ত্বজ্ঞেয়তবেতি তু বাদরিঃ—	৩।১।১১
সাক্ষবিশিষ্টাভিধানদেব চ—	১।২।১৫
সাক্ষপুংক্রান্তোভেদেন—	১।৩।৪৩
সাক্ষং তু তদর্শিত্বাং—	১।৪।২
সাক্ষং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ—	৪।২।৯
সাক্ষকশ্চ হি শ্রুতে সাক্ষকশ্চ চ তদিঃ—	৩।২।৬
সাক্ষে হি সত্যাদয়ঃ—	৩।৩।৩৭
সাক্ষেধ্যাক্ষে তদ্ব্যপগমাদিভাঃ—	৪।২।৪
সাক্ষতয়েহনুমতিরী—	৩।৪।১৪
সাক্ষতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ নাপূর্ব্বত্বাং—	৩।৪।২১
সাক্ষানবিশেষ্যাং প্রকাশাদিবৎ—	৩।২।৩৩
সাক্ষানদিব্যাপদেশাচ্চ—	১।২।১৪
সাক্ষ্যাদনাত্ম্যাং চ—	১।৩।৬
সাক্ষ্যস্তি চ—	{ ২।৩।৪৬ ৩।১।১৪ ৪।১।১০
সাক্ষ্যতে চ—	৪।২।১৩

হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।	হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।
অৰ্ঘ্যতেহপি চ লোকে—	৩।১।১৯	স্বাধ্যায়স্ত তথাহি হি সমাচারেহ-	
স্বতেন্চ—	{ ১।২।৬ ১।৩।৩৯ ৪।৩।১০	ধিকারীচ্চ সববচ্চ তন্নিসমঃ—	৩।৩।৩
স্বতানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেং, নাগ্নস্বতানবকাশদোষপ্রস-		স্বাপ্যয়সম্পত্তোরস্তরাপেক্ষ-	
ঙ্গাং—	২।১।১	মাবিক্তং হি—	৪।৪।১৬
স্তাচৈকস্ত ব্রহ্মশব্দবং—	২।৩।৪	স্বাপ্যয়াং—	১।১।১০
স্বপক্ষদোষাচ্চ—	{ ২।১।১০ ২।১।২৯	স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ—	৩।৪।৪৪
বশদোদানান্য ভ্যাং চ—	২।৩।২৩	(হ)	
স্বাশ্বনা চোত্তরয়োঃ—	২।৩।২১	ইত্তাদমস্ত্ব স্থিতেহতো নৈবম্—	২।৪।৫
		হানৌ তুপায়নশব্দশেষভ্যাং কুশা-	
		চ্ছন্দঃ স্তুতাপগানবং তদুক্তম্—	৩।৩।২৬
		দ্ব্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারিভ্যাং—	১।৩।২৪
		হেয়দ্বাবচনাচ্চ—	১।১।৮

ইতি সূচীপত্রং সমাপ্তম্ ॥

চতুর্থ অধ্যায়ের সূচীপত্র ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ।

প্রথম পাদে—

(ব্রহ্মবিজ্ঞান ফলসম্বন্ধে বিচার)

১ম আবৃত্ত্যাদিকরণ—

(১ম—২য় সূত্র)

১ম সূত্র—

ক্লিপক্ষ—ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত উপাসনার একবার অহুষ্ঠানেই
ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রদর্শন— ... ৬০২—৬১০

দ্বাস্ত—ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বারংবার সাধনাহুষ্ঠানের
আবশ্যকতা সমর্থন— ... ৬১১—৬১২

২য় সূত্র—

মূল প্রমাণে সিদ্ধান্ত সমর্থন— ... ০—৬১২

২য় আত্মত্বোপাসনাদিকরণ—

ক্লিপক্ষ—আত্মস্বরূপে ব্রহ্মের উপাসনা নিষেধ— ... ৬১৩—৬১৪

৩য় সূত্র—

দ্বাস্ত—আত্মভাবেই ব্রহ্মোপাসনার কর্তব্যতা, বিধান এবং বৈপরীত্যের
নিষেধ— ... ৬১৪—৬১৬

৩য় প্রতীকাদিকরণ—

(৪র্থ—৫ম সূত্র)

চতুর্থ সূত্র—

ক্লিপক্ষ—প্রতীক মনঃপ্রভৃতিকেও আত্মরূপে উপাসনা
করিবে— ... ৬১৬—৬১৭

দ্বাস্ত—মনঃপ্রভৃতি প্রতীক বস্তুকে আত্মা বসিয়া উপাসনা
করিবে না— ... ৬১৭—০

৫ম সূত্র—

নঃপ্রভৃতি প্রতীক বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টির কর্তব্যতা সমর্থন— ... ৬১৮—০

৪র্থ আদিত্যাদিমিত্যাদিকরণ—

৬ষ্ঠ সূত্র—

ক্লিপক্ষ—কর্মাঙ্গ উদগীথাদি উপাসনাস্থলে আদিত্যপ্রভৃতিতেই
উদগীথাদি দৃষ্টি কর্তব্য— ... ৬১৮—৬১৯

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্যন্ত।
সিদ্ধান্ত—কর্মাঙ্গ উদগীথপ্রভৃতিতেই আদিত্যাदि দৃষ্টির কর্তব্যতা	
সমর্থন— ৬১৯—৬২০
৫ম আসীনাধিকরণ—	
(৭ম—১১শ সূত্র)	
৭ম সূত্র—	
আসন বিশেষে উপবেশনপূর্বক উপাসনার কর্তব্যতা নিরূপণ—...	... ৬২০—৬২১
৮ম সূত্র—	
ধানাত্মক উপাসনায় আসনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন— ৬২১—
৯ম সূত্র—	
স্থিরতাপেক্ষ উপাসনায় আসনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন— ৬২১—৬২২
১০ম সূত্র—	
আসনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন— ৬২২—
১১শ সূত্র—	
উপাসনায় একাগ্রতার অমুকুল দেশকালের প্রয়োজনীয়তা— ৬২৩—
৬ষ্ঠ আপ্রায়ণাধিকরণ—	
১২শ সূত্র—	
মৃত্যুকাল পর্যন্ত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা সমর্থন— ৬২৩—৬২৪
৭ম তদধিগমাধিকরণ—	
১৩শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মবিজ্ঞানান্তে পূর্বতন ও পরভবিক পাপের নাশ হয় না— ৬২৪—৬২৫
সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মবিজ্ঞানান্তে পূর্বতন পাপের বিনাশ ও পরভবিক পাপপুণ্যের অসংস্পর্শ হওয়া প্রতিপাদন— ৬২৫—৬২৮
৮ম ইতরাধিকরণ—	
১৪শ সূত্র—	
ব্রহ্মবিজ্ঞা উদয়ে পূর্ব ও পরভবিক পুণ্যেরও বিনাশ ও অসংস্পর্শ প্রতিপাদন— ৬২৮—৬২৯
৯ম অনারককার্য্যাধিকরণ—	
১৫শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মবিজ্ঞানান্তে প্রারককর্মেরও বিনাশপ্রতিপাদন— ৬২৯—৬৩০

বিଷୟ ।	ପୃষ্ঠା—ପୃষ্ঠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାଳାভେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ କର୍ମের ক্ষয় প্রতি- পাদন— ୬୩୦—୬୩୧
୧୦ମ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାଦିଧିକରଣ— (୧୬୩—୧୮୩ ହ୍ରଦ)	
୧୬ଶ ସୂତ୍ର—	
ପୂର୍ବପক্ষ—ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମের অননୁষ্ঠେୟତ୍ବ কথন—...	... ୬୩୧—୬୩୨
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—ଅଗ୍ନିহୋତ୍ରାଦি ନିତ୍ୟକର୍ମের অবশ୍ୟକର୍ତ୍ତব্যତା স্থাপন—	... ୬୩୨—୬୩୩
୧୭ଶ ସୂତ୍ର—	
“ତତ୍ତ୍ବ ପୁତ୍ରା ଦାୟମୁପସନ୍ତି” ইত্যাদি ଅশ୍ରুতিବାକ্যের সামঞ্জস্য স্থাপন— ୬୩୩—୬୩୪
୧୮ଶ ସୂତ୍ର—	
ବିଦ୍ୟାସହକାରେ କୃତ କର୍ମের শ୍ରେଷ୍ଠତ୍ବପ୍ରଦର୍ଶନ— ୬୩୪—୦
୧୧ଶ ইତରକ୍ଷପମାଧିକରଣ—	
୧୨ଶ ସୂତ୍ର—	
ভୋଗ দ্বারা ପ୍ରାବକ୍ତବ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପের ক্ষୟ ଉପପାଦନ— ୬୩୫—୬୩୬
ଦ୍ବିତୀୟ ପାଦେ— (ଜ୍ଞାନୀର ଦେହତ୍ୟାଗের ପ୍ରଣାଳୀ କଥନ) ।	
୧ମ ବାଗଧିକରଣ— (୧ମ—୨ୟ ହ୍ରଦ)	
ପୂର୍ବପକ୍ଷ—ବାକ୍ ପ୍ରଭୃତି ইନ୍ଦ୍ରିୟের ବୃତ୍ତିଲୟ କଥନ— ୬୩୭—୬୩୮
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—ଦେହତ୍ୟାଗକାଳେ ବାଗିନ୍ଦ୍ରିୟই মনেতে মিলিত হয়, তাহার বৃত্তি নহে, ইହা প্রতিপাদন— ୬୩୮—୬୩୯
୨ୟ ସୂତ୍ର—	
ଇନ୍ଦ୍ରିୟের ଅବସ୍ଥା କଥନ— ୬୩୯—୦
୨ୟ মনোହିধିକରଣ—	
୩ୟ ସୂତ୍ର—	
ସହତ୍ୟାଗ সময়ে সର୍ବେନ୍ଦ୍ରିয় সহକାରେ মনের প্রাণে সম্মিলন কথন— ୬୩୯—୬୪୧
୩ୟ অধ্যକ୍ଷାଧିକରଣ—	
୪ର୍ଥ ସୂତ୍ର—	
ଆଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୀବେ ବାହିୟା ପ୍ରାଣের ସଂସ୍କାର ନିରୂପଣ— ୬୪୧—୬୪୨

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

৪র্থ ভূতাদিকরণ—

৫ম সূত্র—

জীবসম্বন্ধিত প্রাণের ভূত-সম্বন্ধ কথন— ... ৬৪৩—৬৪৪

৬ষ্ঠ সূত্র—

ভূতে প্রাণসংযোগ সমর্থন— ... ৬৪৪—৬৪৫

৫ম আস্থ্যুপক্রমাধিকরণ—

(৭ম—১৩শ সূত্র)

৭ম সূত্র—

পূৰ্ব্বপক্ষ—বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ভেদে উৎক্রমণের পার্থক্য
সম্ভাবনা— ... ৬৪৫—৬৪৬

সিদ্ধান্ত—বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের উৎক্রমণে একরূপত্ব কথন— ... ৬৪৭—৬৪৮

৮ম সূত্র—

ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারগতি কথন— ... ৬৪৮—৬৪৯

৯ম সূত্র—

দেহত্যাগের পরেও জীবের হৃদয়শরীর সম্বন্ধ কথন— ... ৬৪৯—৬৫০

১০ম সূত্র—

তৎকালে বহুসংখ্যক সমর্থন— ... ৬৫০—০

১১শ সূত্র—

হৃদয়শরীরের সম্ভাবনাবন্ধনই উৎক্রমণকালে দৈহিক উষ্ণতার
উপলব্ধি কথন— ... ৬৫০—৬৫১

১২শ সূত্র—

শাখাস্তর প্রামাণ্যানুসারে উক্ত অর্থের সমর্থন— ... ৬৫১—৬৫২

১৩শ সূত্র—

এ বিষয়ে স্বত্বপ্রমাণ প্রদর্শন— ... ৬৫২—০

৬ষ্ঠ পরসম্পত্ত্যাদিকরণম্—

১৪শ সূত্র—

জীবসম্বন্ধিত ভূতবর্গের পরমাঙ্গিতে লয়কথন— ... ৬৫৬—৬৫৭

৭ম অবিভাগাদিকরণ—

১৫শ সূত্র—

জীবসম্বন্ধিতভূতগণের পরমাঙ্গিতে অবিভাগাবস্থান নিরূপণ— ... ৬৫৭—৬৫৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ।
৮ম তদোকোহাধিকরণ—	
১৬শ সূত্র—	
হ্যাসময়ে বিদ্বানের হৃদয়াগ্রভাগের প্রজ্জলন কথন— ৬৫৮—৬৬১
৯ম রশ্ম্যানুসারাদিকরণ—	
১৭শ সূত্র—	
দ্যারশ্মি অংশধনে বিদ্বানের উর্দ্ধগতি নিরূপণ— ৬৬১—৬৬৩
১০ম নিশাধিকরণম্—	
১৮শ সূত্র—	
দ্বানের রাত্রিমুভূতেও রশ্মিসম্বন্ধ সমর্থন— ৬৬৩—৬৬৫
১১শ দক্ষিণায়নাদিকরণ—	
১৯শ সূত্র—	
ক্ষিণায়ণে মৃত বিদ্বানেরও ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথন— ৬৬৫—৬৬৭
২০শ সূত্র—	
ক্ষিণ ও উত্তরায়ণ পথ দুইটির নিত্য অন্বয়িতা সমর্থন— ৬৬৭—৬৬৯

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয় পাদে—

১ম অর্চিরাশ্বাদিকরণ—	
১ম সূত্র—	
ত্বার পর বিদ্বানের অর্চিরাশ্ব পথে গমন নিরূপণ— ৬৭০—৬৭৩
২য় বায়ুধিকরণ—	
২য় সূত্র—	
‘বৎসর’ গমনের পর এবং আদিত্য প্রাপ্তির পূর্বে বায়ুপ্রাপ্তি কথন— ৬৭৩—৬৭৭
৩য় বরুণাধিকরণ—	
৩য় সূত্র—	
দ্ব্যংপ্রাপ্তির পূর্বে বরুণপ্রাপ্তি সমর্থন— ৬৭৭—৬৭৯
৪র্থ আতিবাহিকাধিকরণ—	
৪র্থ সূত্র—	
হ্যুত অর্চিপ্ৰভৃতি শব্দের আতিবাহিক অর্থ নিরূপণ— ৬৮০—৬৮১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্যন্ত

৫ম সূত্র—

বিদ্যাংলোকে গমনের পর বৈদ্যন্তপুরুষের সাহায্যে বিদ্যানের ব্রহ্ম-
প্রাপ্তিকথন— ...

... ৬৮২—০

৫ম কার্য্যাধিকরণ—

(৮ম—১৫শ সূত্র)

৬ষ্ঠ সূত্র—

বাদরি আচার্যের মতে ব্রহ্মোপাসকদিগের হিরণ্যগর্ভলোকে
গমন কথন— ...

... ৬৮৩—৬৮৭

৭ম সূত্র—

হেতুদ্বারা পূর্বোক্ত কথার সমর্থন— ...

... ৬৮৪—৬৮৭

৮ম সূত্র—

হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মশব্দের গোণার্থতাকথন— ...

... ৬৮৫—৬৮৭

৯ম সূত্র—

কর্তব্যাবসানে হিরণ্যগর্ভের সহিত ব্রহ্মলোকবাসিগণের বিমুক্তি
প্রদর্শন— ...

... ৬৮৬—৬৮৭

১০ম সূত্র—

স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যে কথিতবিষয়ের সমর্থন— ...

... ৬৮৭—০

১১শ সূত্র—

জৈমিনীর মতে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থতা কথন— ...

... ৬৮৮—৬৮৯

১২শ সূত্র—

উক্তার্থেব অনুকূলে প্রমাণপ্রদর্শন— ...

... ৬৮৯—৬৯০

১৩শ সূত্র—

উক্তবিষয়ে অপর হেতু প্রদর্শন— ...

... ৬৯০—৬৯১

১৪শ সূত্র—

বাদরায়নের মতে প্রতীকোপাসকভিন্ন উপাসকদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তি
নিরূপণ— ...

... ৬৯১—৬৯৩

১৫শ সূত্র—

এ পক্ষে বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন— ...

... ৬৯৩—৬৯৫

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পাদে—

১ম সম্প্রদায়বির্ভাবাধিকরণ—

(১ম—৩য় সূত্র)

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্যন্ত ।
১ম সূত্র—	
জ্যোতিঃ পরব্রহ্মপ্রাপ্তির পর জীবের স্বরূপাবির্ভাব কথন—	... ৬৯৬—৬৯৯
২য় সূত্র—	
মন-শব্দে মুক্ত আত্মার স্বরূপ কথন—	... ৬৯৯—৭০০
৩য় সূত্র—	
করণানুসারে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ নিষ্পাপত্ব সমর্থন—	... ৭০১—৭০২
২য় অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণ—	
৪র্থ সূত্র—	
রূপকথের অভিন্নরূপে একাত্মভূতি সমর্থন—	... ৭০৩—৭০৫
৩য় ত্রাক্ষাধিকরণ—	
(৫ম—৭ম সূত্র)	
৫ম সূত্র—	
মিনিব মতে অপহতপাপাত্মাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপে মুক্তের আবির্ভাব কথন—	... ৭০৫—৭০৬
৬ষ্ঠ সূত্র—	
লোনিব মতে চৈতন্যাত্মকব্রহ্মরূপে মুক্তের স্বরূপাবির্ভাব কথন—	... ৭০৭—৭০৮
৭ম সূত্র—	
রাগণেব মতে উক্ত উভয়রূপেই মুক্তের স্বরূপাবির্ভাব নিরূপণ—	... ৭০৮—৭১০
৪র্থ সঙ্কল্পাধিকরণ—	
(৮—৯ সূত্র)	
৮ম সূত্র—	
পুরুষের স্বেচ্ছানুসারে জ্ঞাপ্রভৃতিপ্রিয়সমাগম নিরূপণ—	... ৭১০—৭১১
৯ম সূত্র—	
পুরুষের অত্যাধীনতা নিরসন—	... ৭১২—০
৫ম অভাবাধিকরণ—	
(১০ম—১৬শ সূত্র)	
১০ম সূত্র—	
বির মতে মুক্তপুরুষের শরীর ইন্দ্রিয়াদির অভাব প্রতি- পাদন—	... ৭১২—৭১৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্যন্ত
১১শ সূত্র—	
জৈমিনির মতে মুক্তপুরুষেরও শরীরে স্ক্রিয়াদির সম্ভাবকথন— ৭১৩—৭১৪
১২শ সূত্র—	
বাদরায়ণের মতে উভয়বিধভাবসমর্থন— ৭১৪—৭১৫
১৩শ সূত্র—	
মুক্তিসময়ে দেহাভাবসঙ্গেও স্বীয় সঙ্কল্পদ্বারা ভগবানের লীলারস আন্বাদন কথন— ৭১৫—৭১৬
১৪শ সূত্র—	
মুক্তপুরুষের দেহাদিসম্ভাবে জাগ্রৎকালের ত্রায় অল্পভব নিরূপণ— ৭১৬—৭১৭
১৫শ সূত্র—	
মুক্তাবস্থায় অগ্ন্যধিকার আত্মারও অতীতভোগসম্ভাবনা সমর্থন— ৭১৭—৭১৮
১৬শ সূত্র—	
নিত্যের সর্বজ্ঞতা সমর্থন— ৭১৮—৭১৯
৬ষ্ঠ জগদ্ব্যাপারবর্জ্যধিকরণ— (১৭শ—২২শ সূত্র)	
১৭শ সূত্র—	
মুক্তপুরুষের জগৎসৃষ্টিপ্রভৃতি দৈবীয় কার্যভিন্ন কার্যে অধিকার নিরূপণ— ৭২১—৭২২
১৮শ সূত্র—	
মুক্তের অবিকার সম্বন্ধে বিরোধোপাশঙ্কা খণ্ডন— ৭২৩—৭২৪
১৯শ সূত্র—	
মুক্তপুরুষের নির্বিকার ব্রহ্মভোগকথন— ৭২৫—৭২৬
২০শ সূত্র—	
কথিত ব্রহ্মানুভববিষয়ে ঐতিহ্যুতিপ্রমাণপ্রদর্শন—...	... ৭২৬—৭২৭
২১শ সূত্র—	
উক্তার্থে যুক্তিপ্রদর্শন— ৭২৮—৭২৯
২২শ সূত্র—	
মুক্তপুরুষের সংসারে অপুনরাবৃত্তি সমর্থন— ৭২৯—৭৩০

ইতি চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ।

ইতি ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

শ্রীভাষ্যম্ ।

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ,
ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

দৃষ্টেদং,—স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গঃ (সাংখ্য-শাস্ত্রের নির্বিষয়রূপ দোষের সম্ভাবনা),
ইতি (ইহা), চেৎ (যদি, বলা), ন (না—বলিতে পার না), অত্বেস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-
প্রসঙ্গাৎ (যেহেতু, অত্বেস্মৃতির—মহু প্রভৃতির অনবকাশ দোষের সম্ভাবনা হয়) ।]

প্রথমোধ্যায়ে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গোচরাদ্ অচেতনাং তৎসংসৃষ্টাৎ

[স্বল্প সরলার্থঃ,—[পূর্বোক্তরীত্য] ব্রহ্মকারণতাবাদ-স্বীকারে সতি,] স্মৃতেঃ সাংখ্য-
নত্বে, অনবকাশঃ নির্বিষয়ত্বং—বৈফল্যং বা; তদ্বক্ষণো যো দোষঃ, তস্মৈ প্রসঙ্গঃ ভবতীতি
—যদি উচ্যেত? তং ন বক্তব্যম্? কুতঃ?—প্রধান-কারণতা-স্বীকারে চ অত্বেস্মৃত্যনব-
শদোষ-প্রসঙ্গাৎ, অত্বেস্মৃতি-বিরচিতানাং স্মৃতীনাং অনবকাশ-দোষঃ প্রসঙ্গোত?
ম্ আশয়ঃ,—যদি সাংখ্যস্মৃতেঃ সফলত্বায় বেদান্তোক্ত-ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যজ্যেত;
১, সাংখ্যোক্ত-প্রধান-কারণতাবাদ-স্বীকারেহপি, তদ্বিরোধি-মহু প্রভৃতি-স্মৃতি-শাস্ত্রাণাং
যো বিনুপ্যেত—বিফলত্বং আপত্তেত। অতঃ, সাংখ্যশাস্ত্রস্ত সফলত্ব-রক্ষায় বেদান্তোক্তঃ
কারণতাবাদঃ পরিত্যক্তং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ।

অর্থঃ; সাংখ্য শাস্ত্রে প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে। এখন, প্রথমা-
য়োক্ত বেদান্ত-সিদ্ধান্তানুসারে যদি ব্রহ্মকেই জগৎ-কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়;
১ হইলে, সাংখ্য-স্মৃতি একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, প্রধান-কারণ-বাদই
র মুখ্য অর্থ, এরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে; কারণ, সাংখ্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে
১ও মহু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বিফলতা অনিবার্য হইয়া পড়ে।]

অনুবাদ ।

প্রথমোধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয়ীভূত অচেতন
ত হইতে, অথবা অচেতনের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চেতন পদার্থ হইতেও পৃথক্

তদ্বিশুদ্ধাচ্চ চেতনাদর্থান্তরভূতং নিরন্তরনিখিলাবিজ্ঞাতপুঙ্ক্ত্যর্থগন্ধম্ অনন্ত-
জ্ঞানানন্দৈকতানম্ অপরিমিতোদারগুণ-সাগরং নিখিলজগদেক-কারণ-
সর্বান্তরান্নভূতং পরং ব্রহ্ম বেদান্ত-বেদ্যমিত্যুক্তম্।

অনন্তরং, অস্ত্যর্থস্তা সম্ভাবনীয়-সমস্তপ্রকার-দুর্ধর্ষণত্ব-প্রতিপাদনায়
দ্বিতীয়োহধ্যায় আরভ্যতে। প্রথমং তাবৎ কাপিলস্মৃতি-বিরোধাদ্
বেদান্তানামতংপরত্বমাশঙ্ক্য তৎ নিরাক্রিয়তে,—

কথং স্মৃতি-বিরোধঃ ক্রান্তেরন্তপরত্বং ? উক্তং হি—“বিরোধে দ্ব-
পেক্ষং স্যাৎ”। [জৈমিনি সূ., ১।৩।৩] (*) ইতি ক্রান্তি-বিরুদ্ধায়াঃ
স্মৃতিরনাদরণীয়ত্বম্ ? সত্যম্, “ঔত্মস্বরীং স্পৃষ্টেদ্বাদ্গায়তি।” ইত্যাদি
স্বত এবার্থ-নিশ্চয়সম্ভবাৎ তদ্বিরুদ্ধা স্মৃতির্নাদরণীয়ৈব; ইহ তু, বেদান্ত-

এবং অবিজ্ঞাতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার অপুঙ্ক্ত্যর্থ-সম্বন্ধ রহিত, একমাত্র
প্রথম অধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয়
অধ্যায় যথা সম্বন্ধ প্রদর্শন।
অসীম জ্ঞানও আনন্দ-পূর্ণ, অপরিমিত উদার-গুণের সাগর, সমস্ত
জগতের একমাত্র কারণ, এবং সকলের অন্তরায়কপী পর ব্রহ্ম,
তিনিই বেদান্ত বেত্ত, অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে একমাত্র তিনিই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

ইতঃপর্ব, [উক্ত সিদ্ধান্তে] বতপ্রকার দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সকল
সম্ভাবনীয় দোষ দ্বারা যে, তাহা (বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম-পরতা, বারিত বা বাধিত হইতে
পারে না; ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। তদ্ব্যতীত,
প্রথমতঃ কপিল প্রোক্ত স্মৃতির (সাংখ্য দর্শনের) সহিত বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহার
নিবাস করা হইতেছে। (†)

[ভাল] স্মৃতি-বিরোধ-বশতঃ ক্রান্তির অন্তপরত্ব, অর্থাৎ পূর্বেকিত তাৎপর্যের অন্তর্গত
কিন্দপে 'যে হেতু, 'ক্রান্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতিশাস্ত্র অনপেক্ষণীয় হয়
অর্থাৎ তাদৃশ হলে স্মৃতিই 'আদর বা প্রাধাত্য থাকে না।' এই জৈমিনি-সূত্রে ক্রান্তি-বিরোধ
স্মৃতির অনাদরণীয়তা উক্ত হইয়াছে? হাঁ, 'ঔত্মস্বরী (যজ্ঞীয় অধ্য) স্পৃষ্ট করিয়া গমন
করিবে।' ইত্যাদি হলে বিনা-বিচারেই ক্রান্তির অর্থ-নিশ্চয় সম্ভবপর, এই কারণে উক্ত

(*) “অদতি হুম্মানঃ” ইতি সূত্র-শেষঃ। অস্ত্যর্থস্ত—ক্রত্যা সহ অহুম্মানন্য (স্বতঃ) বিরোধে দ্ব-
অহুম্মানঃ (স্বতঃ) প্রমাণরূপেণ গ্রাহ্যমিতি। অর্থাৎ ক্রান্তির সহিত বিরোধ না হইলেই স্মৃতি শাস্ত্র আদরণীয়
কিন্তু, ক্রান্তির সহিত বিরোধ ঘটিলে তাহা অনাদরণীয়—প্রমাণ হয় না।

(†) তাৎপর্য,—যে সকল শাস্ত্র ক্রান্তির অর্থ অবলম্বনে বিরচিত, সে সকল শাস্ত্র 'স্মৃতি' নামে প্রসিদ্ধ
সাংখ্য-শাস্ত্রও ক্রান্তি-মূলক, এই কারণে 'স্মৃতি' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ক্রান্তি অপেক্ষা স্মৃতি শাস্ত্র দুর্বল
এই নিমিত্ত স্মৃতি শাস্ত্রে ক্রান্তি-বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলে, তাহা উপেক্ষণীয় হয়। ভাষ্যোক্ত জৈমিনি-সূত্রে
এই কথাই বিবৃত আছে।

দ্যস্য তদ্বস্য ছরববোধেহেন পরমর্ষি-প্রণীত-স্মৃতিবিরোধে সতি 'অয়ম্
র্থ' ইতি নিশ্চয়াযোগাৎ স্মৃত্যা শ্রুতেরতৎপরত্বোপপাদনমবিরুদ্ধম্ ।

এতদুক্তং ভবতি,—প্রাচীনভাগোদিত-নিখিলাভ্যুদয়-সাধনভূত্যাগ্নি-
হাত্র-দর্শ-পূর্ণমাস-জ্যোতিষ্কোন্মাদি-কর্মাণি যথাবদভ্যুপগচ্ছতা শ্রুতি-
[ইতিহাস-পুরাণেষু “ঋষিঃ প্রসূতং কপিলম্,” ইত্যাদি-বাক্যৈরাপ্যত্বেন
ংকীর্ন্তিতেন পরমর্ষণা কপিলেন পরম-নিঃশ্রেয়স-তৎসাধনাববোধি-
হনোপনিবন্ধ-স্মৃত্যুপবংহণেন বিনা অল্পশ্রুতৈর্মন্দমতিভিবেদান্তার্থ-
নিশ্চয়াযোগাৎ যথাশ্রুতার্থ-গ্রহণে চাপ্ত-প্রণীত্যাঃ সাংখ্য-স্মৃতেঃ স ক-
য়া এবানবকাশ্য-প্রসঙ্গাচ্চ স্মৃতি-প্রসিদ্ধ এবার্থো বেদান্তবেদ্যেইতি
লাদভ্যুপগমনীয়মিতি ।

নচ বাচ্যং, মন্বাদি-স্মৃতীনাং ব্রহ্মৈক-কারণত্ববাদিনীনাং এবং সত্য-

তি-বিরুদ্ধা স্মৃতি নিশ্চয়ই অনাদরণীয় হইয়া থাকে, (*) কিন্তু, এতলে, বেদান্ত বেদ্য তদ্ব্য-
ক্ত্য, এবং 'ইহাই' যে প্রকৃত অর্থ, এরূপ নিশ্চয় করার উপায় নাই, স্মৃতির, পরমর্ষি-
কপিল-) প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, সেই স্মৃতি দ্বারা উক্ত
তির অল্পপ্রকার তাৎপর্য্য কল্পনা করা বিরুদ্ধ নহে ।

এই কথা বলা হইল যে,—মহর্ষি কপিল, পূর্বভাগে অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে অভ্যুদয়-(স্বর্গাদি-
ন-) সাধনপক্ষে উপদিষ্ট 'অগ্নিহোত্র', 'দর্শপূর্ণমাস' ও 'জ্যোতিষ্টোম' প্রভৃতি কর্ম সকল
যথাক্রমে স্বীকার করেন, এবং শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস ও পুৰাণ শাস্ত্রেও তিনি [প্রথম] প্রসূত
পিল ঋষিকে [বিনিজ্ঞানপূর্ণ করিয়াছিলেন], ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'আপ্ত' বলিয়া কথিত
গাছেন । স্মৃতাং, তৎ-প্রণীত, পরম নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) ও তৎসাধন-প্রতিপাদক
শাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত অল্পজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ নির্ণীত
তে পারে না, অথচ, যথাশ্রুত (অবিচারিত) অর্থ গ্রহণ করিলেও সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতির
অবকাশ্য বা নির্বিষয়ত্ব দোষ উপস্থিত হয়, স্মৃতাং, সাংখ্য-প্রতিপাদিত বিষয়ই যে,
শাস্ত্র-শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত, ইহা অনিচ্ছায়ও স্বীকার করিতে হয় ।

একপ হইলে, কেবল ব্রহ্ম-কারণতা-প্রতিপাদক মনু-প্রভৃতির স্মৃতি সকলও নির্বিষয়
তে পারে ? এ কথাও বলিতে পার না । কারণ, মনু প্রভৃতির প্রণীত স্মৃতিসকলও ধর্ম-

(*) তাৎপর্য্য :—যূপের ন্যায় এক প্রকার যজ্ঞীয় ত্রয়োব নাম “ঔদ্বক্ষরী” স্মৃতি বলিয়াছেন যে,
‘ঐটা ঔদ্বক্ষরী বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত করিবে ।’ আবার ঐতি বলিয়াছেন যে, ‘ঔদ্বক্ষরী স্পর্শ করিয়া স্তোত্র
করিবে ।’ এখন বিবেচ্য এই যে, স্মৃতির আদেশ মতে ঔদ্বক্ষরীর সমস্ত অংশ বেষ্টন করিলে, আর
যের আদেশানুসারে তাহার স্পর্শ করা চলে না । কারণ ; এখানে স্পর্শ অর্থে সাক্ষাৎ স্পর্শই বুঝিতে
হয় । আবার, ঐতির কথামতে স্পর্শ করিতে হইলেও আর স্মৃতির আদিষ্ট বেষ্টন করা চলে না । এ
কি করা কর্তব্য ? এরূপ স্থলের জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঐতির বিচ্ছেদ স্মৃতি অনাদরণীয় ।
এব, ঐতি-বিহিত স্পর্শের অনুরোধে বেষ্টনের আদেশ উপেক্ষা করিতে হইবে ।

নবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি? ধর্ম-প্রতিপাদন-দ্বারেণ প্রাচীনভাগোপবৃংহণ-
এব সাবকাশ-দ্বাং। অস্যাশ্চ কৃৎস্নায়াস্তত্ত্ব-প্রতিপাদনপরদ্বাং, তথান-
ভ্যুপগমেহনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ। তদিদমাশঙ্কতে—“স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-
প্রসঙ্গ ইতি চেৎ” ইতি।

অত্রোত্তরম্,—“ন, অস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাদ্” ইতি। অস্মা-
হি ময়াদি-স্মৃতয়ো ব্রহ্মৈক-কারণতাং বদন্তি। যথাহ মনুঃ,—“আসীদিদং
তমোভূতম্” ইত্যারভ্য,—

ততঃ স্বয়ম্ভূতগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।

মহাভূতাদি-ব্রহ্মৈক-প্রাকুরাসীৎ তমোভূতঃ ॥ [মনুঃ, ১।৬]

সোহিভিষ্যায় শরীরাত্ স্যাৎ দিস্মক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।

অপ এব সমস্জ্ঞানদৌ তাস্ম বীৰ্য্যমপাসৃজৎ ॥ [মনুঃ, ১।৮] ইতি।

ভগবদ্গীতাত্ম চ,—

“অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। [গীতা, ১।৬]

অহং সর্গস্য প্রভবো মভঃ সর্বং প্রবর্ততে।” [গীতা, ১০।৮] ইতি চ।

প্রতিপাদন বাবা পূর্বভাগ —কস্মাকাণ্ডেব সহায়তা করিয়াই সাবকাশ বা সকল হইবে।
পরন্তু, এই সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতিই কেবল তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তৎপর; স্মৃতির সেই অংশটুকু
অস্বীকার করিলে সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতিই অনবকাশ বা নির্কিয়ম হইতে পারে? এই দোষই
“স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ,” অর্থাৎ তাহা হইলে সাংখ্য-স্মৃতির নির্কিয়ম দোষ
ঘটে, এই বাক্যে আশঙ্কিত হইরাছে।

ইহার উত্তর —“ন,—অস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ।” অর্থাৎ না,—এই দোষ
হয় না; কারণ, তাহা হইলে অস্মৃত্যনবকাশ-দোষ উপস্থিত হয়। যেহেতু, মনু
প্রকৃতির স্মৃতি-শাস্ত্র সকল একমাত্র ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছে। মনু
বলিয়াছেন, “[সৃষ্টির পূর্বে] এই জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন ছিল।” এই হইতে আরম্ভ
করিয়া,—“অনন্তর, অব্যক্ত (প্রাকৃত বস্তুর অগোচর) ভগবান্ স্বয়ম্ভু (হিরণ্যগর্ভ)
(ক্ষিতি, জন, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই) মহাভূতাদি চতুর্বিংশতি ভেদে স্বশক্তি-সংযোগে
করিয়া এই জগৎকে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত করতঃ ‘তমোভূত’ অর্থাৎ প্রলয়-কালীন
অন্ধকারবাশি বিলম্ব করিয়া প্রাকৃভূত হইয়াছিলেন। সেই স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজা সৃষ্টি
ইচ্ছার স্বীয় শরীর হইতে প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীৰ্য্য বা স্বশক্তি
সমর্পণ করিলেন।”

ভগবদ্গীতায় আছে,—“আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং প্রলয়ের আশ্রয়।
‘আমি সমস্ত জগতের কারণ এবং আমি হইতেই সমস্ত জগৎ প্রাকৃভূত হয়।’

যাচ মহাভারতে, [শান্তি-পর্বণি, ১৮২।১]—

“কুতঃ সৃষ্টমিদং সর্বং জগৎ স্বাবর-জঙ্গমম্ ।

প্রলয়ে চ কমভ্যেতি তন্মে ক্রহি পিতামহ ॥” ইতি ।

পৃষ্ঠ আহ,—“নারায়ণো জগন্মূর্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ ।” ইতি ।

তথা,—“তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম ।” ইতি ।

“অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্ক্রিয়ে সম্প্রলীয়তে ।” ইতি চ ।

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ,—

“বিবেগঃ সকাশাত্তুতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্ ।

স্থিতি-সংযমকর্তাদৌ জগতোহস্য জগচ্চ সঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ১।২।৩৫]

ইতি ।

আহ চাপস্তম্বঃ,—“পুঃ প্রাণিনঃ সর্ব-গুহাশয়স্ব,

ন হৃদ্যমানস্ব বিকল্মষস্ব ।”

ইত্যারভ্য,—“তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্কে,

স মূলং শাস্তিকং স নিত্যঃ ॥” ইতি ।

যদি কপিল-স্বত্যা বেদান্ত-বাক্যার্থ-ব্যবস্থা স্যাৎ, তদৈতাসাং সর্বাসাং
তীনাংমনবকাশরূপো মহান্ দোষঃ স্যাৎ ।

অয়মর্থঃ,—যদ্যপি বেদান্ত-বাক্যানাম্ অতিক্রান্ত-প্রত্যক্ষাদি-সকলে-

সেইরূপ মহাভারতেও আছে,—‘হে পিতামহ! (ভীষ্মদেব,) স্বাবর-জঙ্গমসম এই সমস্ত
গৎ কোথা হইতে সৃষ্ট হয়? এবং প্রলয়-কালেইবা কাহাকে আশ্রয় করে? তাহা
মানকে বলুন।’ জিজ্ঞাসিত হইয়া (ভীষ্ম) বলিয়াছেন,—‘অনন্তরূপী সনাতন (নিত্য)
রায়গই জগন্মূর্তি, অর্থাৎ এই জগৎ নারায়ণেরই শরীর।’

আরও (আছে),—‘হে দ্বিজবর! এই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত (প্রকৃতি) তাঁহা হইতে উৎপন্ন
ইয়াছে।’ ‘হে ব্রহ্মন্, সেই অব্যক্ত আবার নিষ্ক্রিয় বা নিববয়ব-পুরুষ—নারায়ণে বিলীন
হ।’ ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন,—‘এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই
বহিত, তিনি এই জগতের স্থিতি ও সংযম-কর্তা, এবং এই জগৎ তাঁহারই স্বরূপ।’

আপস্তম্বও বলিয়াছেন,—‘এই প্রাণিগণ, সর্ব বস্তুর অন্তরস্থ, অবিনশ্বর ও নিষ্পাপ
বিষ্ণুর) শরীর।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া,—‘সমস্ত কায় অর্থাৎ শরীর তাঁহা হইতে
মুদ্রুত হয়, তিনিই মূল ও নির্বিকার, এবং তিনিই নিত্য।’ ইতি ।

যদি কপিল প্রণীত সাংখ্য-স্বৃতি অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তবে,
ম্লিখিত সমস্ত স্বৃতি-শাস্ত্রের নির্বিষয়রূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও বেদান্ত-বাক্য সকল, প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণের অবিষয়ীভূত,

তর-প্রমাণসম্ভাবনা-ভূমিভূতার্থ-প্রতিপাদনপরহাং তদর্থ-বৈশদ্যায় অল্প-
শ্রুতানাং প্রতিপত্ত্বাং তদুপবৃংহণমপেক্ষিতম্ । তথাপি, তদর্থানু-
সারিণীনাং পুতম-প্রণীতানাং বহ্বীনাং স্মৃতীনাং তদুপবৃংহণায় প্রবৃত্তানাং
নবকাশতা মা প্রসাজ্জীদিতি শ্রুতি-বিরুদ্ধার্থা কপিলস্মৃতিরুপেক্ষণীয়া ॥

উপবৃংহণং চ, শ্রুতিপ্রতিপন্নার্থ-বিশদীকরণম্ । তচ্চ, বিরুদ্ধার্থা
স্মৃত্যা ন শক্যতে কর্ত্ত্বম্ । নচৈতাসাং স্মৃতীনাং প্রাচীন-ভাগোদিত-
ধৰ্ম্মাংশবিশদীকরণেন সাবকাশত্বম্, পরব্রহ্মভূত-পরম-পুরুষারাধনয়ে
ধৰ্ম্মান্ বিদধতীনাং এতাসামারাধ্যভূত-পরমপুরুষ-প্রতিপাদনাভাবে
সতি তদারাধনভূত-ধৰ্ম্ম-প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ ।

তথাহি,—পরম-পুরুষারাধনরূপতা সৰ্ব্বেষাং কৰ্ম্মণাং স্মর্য্যতে,—
“যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্ধতি মানবঃ ॥” [গীতা; ১৮।৪৬]

সিদ্ধ বস্তু- (ব্রহ্ম) প্রতিপাদনে তৎপর থাকায় অল্পজ্ঞ-বোদ্ধাদিগের জ্ঞান ঐ বিষয়টী বিশ-
বা নিঃসংশয় করাও আবশ্যক, এবং তন্নিমিত্ত অল্প প্রমাণ দ্বারা তাহাব সমর্থন করা
উচিত হউক ; তথাপি, [কপিল অপেক্ষা] সমধিক আপ্ত-প্রণীত, (*) অথচ, সেই বেদাধ্য-
সমর্থনার্থ প্রস্তুত, বেদান্তার্থানুসারিণী বহুতর স্মৃতি-শাস্ত্রের অনবকাশতা (দোষ ঘটে), তা-
বারণের নিমিত্ত ও বেদান্ত-বিরুদ্ধার্থ-পূর্ণ, কপিল-কৃত সাংখ্য স্মৃতির উপেক্ষা করা উচিত ।

‘উপবৃংহণ’ অর্থ—শ্রুতি প্রতিপাদিত অর্থকে বিশদ বা বিস্পষ্ট করা । তাহা
বিরুদ্ধার্থ স্মৃতি দ্বারা করা যাইতে পারে না । আর, কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত ধৰ্ম্মাংশ বিশদভাবে
ব্যাখ্যা করার যে, ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্রের সার্থকতা আছে ; তাহাও বলিতে পার না
কারণ, সেই সকল স্মৃতিশাস্ত্র পরম-পুরুষের (ভগবানের) আরাধনার উদ্দেশে ধৰ্ম্মের বিধা
করিয়াছেন । [এইন যদি,] এই সকল স্মৃতিতে সেই আরাধ্য পরম-পুরুষ ভগবানে
প্রতিপাদনই [মুখ্যভাবে] না থাকে ; তবে, সেই ভগবানের আরাধনাপায়—ধ-
প্রতিপাদন করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে ।

তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে,—সমস্ত কৰ্ম্মই পরম-পুরুষের আরাধনার্থ অভিহী-
হইয়াছে,—‘যাঁহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যিনি—সমস্ত জগতে ব্যা-
প্ত রহিয়াছেন, মানব স্বীয় অধিকারানুযায়ী কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্রূপে অর্চনা করিয়া সিদ্ধি

(*) আপ্তের লক্ষণ এইরূপ,—‘স্বকৰ্ম্মণ্যভিযুক্তো যঃ সঙ্গ-দ্বেষ-বিবর্জিতঃ । পুঞ্জিতস্তদ্বৈধৈর্নিত্যং আপ্তো জ্ঞে-
স তাদৃশঃ ॥’ অর্থাৎ যিনি স্বীয় কর্তব্য কৰ্ম্মে নিরত, রাগ ও দ্বেষ রহিত, এবং ঐরূপ গুণ-সম্পন্ন লোকের আদর্শ
তাবূণ ব্যক্তিকে ‘আপ্ত’ বলিয়া বুঝিতে হইবে । —আপ্ত পুরুষের উপদেশ নিদেহ, হৃৎকর বিদ্যাস্ত ও আদর্শীয়

ধ্যায়েৎ নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কৰ্ম্মসু ।

ব্রহ্ম-লোকমবাপ্নোতি নচেহাবৰ্ত্ততে পুনঃ । [দক্ষ-স্মৃতিঃ, ২।৬]

যৈঃ স্বকৰ্ম্ম-পঠৈ নীথ ! নরৈরারাদিতো ভবান্ ।

তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামান্ন-বিমুক্তয়ে ।” [ব্রহ্ম পুং, ৩।৫]
তি ।

নচৈহিকামুগ্মিক-সাংসারিকফল-সাধন-কৰ্ম্ম-প্রতিপাদনেনৈতাসাং-
বকাশদ্বং, যতন্তেষামপি কৰ্ম্মণাং পরম-পুরুষারাদনত্বমেব স্বরূপম্ ।
তোক্তম,—

“যেহপ্যান্দ্দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্মিতাঃ ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥

অহং হি সৰ্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তদ্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ।” [গীতা ৯।২৪] ইতি ।

তথা,—যজ্ঞৈস্তুমিজ্যসে নিত্যং সৰ্বদেবময়াচ্যুত !

হব্য-কব্যভূগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধ্বক্ ॥” [বিষ্ণু পুং, ২।৩।১৫] ইতি ।

যদুক্তম, “ঋষিং প্রসূতং কপিলম্” ইতি কপিলশ্রীপুতয়া সংকীৰ্ত্ত-
ং তৎস্ম্যতানুসারেণ বেদান্তার্থ-ব্যবস্থাপনং ন্যায্যমিতি । তদসং,

মুক্তি) লাভ করে ॥ স্নানাদি কৰ্ম্মে নরায়ণ দেবের ধ্যান (আরাধনা) করিবে;
তাহার ফলে, জীব] ব্রহ্মলোক লাভ করে, ইহ লোকে আর প্রত্যাগমন করে না ॥ হে
থ ! (ভগবন্ !) যাহারা স্বকৰ্ম্ম-নিরত থাকিয়া তোমার আরাধনা করে, তাহারা
জেকে মুক্ত কবিবার জন্য এই সমস্ত মাগাকে অতিক্রম করে ॥’

এ কথাও বলিতে পারনা যে, ঐহিক বা পারলৌকিক সাংসারিক ফলের সাধনীভূত
অ-প্রতিপাদন দ্বারাই ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্র চরিতার্থ হইয়াছে ? কারণ, পরম-পুরুষের
আরাধনাই ঐ সকল কৰ্ম্মের স্বরূপ । যথা,—ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে, ‘হে কৌন্তেয়
যজ্ঞুন,) যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া অন্য দেবতারও আরাধনা করে ।
জানিবে,] তাহারাও অবিধিপূৰ্ব্বক আমারই অর্চনা করে । অর্থাৎ তাহারা আমার
র্চনার বিধিগুলি কেবল গ্রহণ করে না । আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু
অপিতি) । কিন্তু, কৰ্ম্মিগণ আমাকে যথাযথরূপে জানে না; এই কারণেই অধঃপতিত
। ॥’ আরও আছে,—‘হে সৰ্বদেবময় অচ্যুত, (তুমি) সৰ্বদা সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা অর্চিত
হৈছ । এবং একমাত্র তুমিই দেবরূপ ধারণ করিয়া হব্য (যজ্ঞীয় দ্রব্য) ও পিতৃরূপে
ষ্য (শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য) ভোজন কর ॥’

আর যে, “ঋষিং প্রসূতং কপিলম্,” এই শ্রুতিতে কপিলকে ‘আপ্ত’ পুরুষ বলায়,

বৃহস্পতেঃ ঋতি-স্মৃতিষু সৰ্বেষামতিশয়িত-জ্ঞানানাং নিদর্শনত্বেন সাং-
কীৰ্ত্তনাং তৎ-প্রণীতেন লোকায়েন তৎপ্রত্যর্থ-ব্যবস্থাপন-প্রসক্তেরিতি ॥১॥

অথ স্যাৎ কপিলস্য যোগ-মহিম্না বস্তুযাথাত্ম্যোপলব্ধেস্তৎস্মৃত্যনু-
সারেণ বেদান্তার্থো ব্যবস্থাপয়িতব্য ইতি ? অত উত্তরং পঠতি,—

যোগ-প্রত্যক্ষাধিকরণম্ । ইতরেযাং চানুপলব্ধেঃ ॥২॥

[পদচ্ছেদঃ,—ইতরেযাং (মহু প্রভৃতির, স্মৃতিতে), ১ (৩), অহুপলব্ধেঃ (যেহেতু দেহ-
যায় না)।]

‘চ’-শব্দঃ ‘তু’-শব্দার্থশ্চোদিতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ । ইতরেযাং মবাদীনাং
বহুনাং যোগ-মহিম সাক্ষাৎকৃত-পরাপরতত্ত্ব-যাথাত্ম্যানাং নিখিল-জগৎ
দ্বৈষজভূত-স্বাক্যার্থতয়া “যদ বৈ কিঞ্চন মনুরবদৎ, তৎ ভেষজম্,”
ইত্যাদি-ঋতি-প্রসিদ্ধানাং কপিল-দৃষ্টপ্রকারেণ তদানুপলব্ধেঃ ঋতি-
বিরুদ্ধা কপিলোপলব্ধিক্রান্তিমূল্য, ইতি ন তয়া যথোক্ত-বেদান্তার্থশ-
ঙ্কায়িত্বং শক্যতাইতি সিদ্ধম্ ॥২॥

[সরলার্থঃ, ইতরেযাং যোগবলেন সৰ্বতত্ত্ব-দর্শনাং মবাদীনাং সাংখ্যোক্ত-তত্ত্বানাং অহুপলব্ধেঃ
অদর্শনাং হেতোঃ তু সাংখ্য-স্মৃত্য যথোক্তো বেদান্তার্থো ন অন্যথা কর্তব্যঃ ।

অর্থাৎ যোগবলে সৰ্বতত্ত্ব-দর্শনো মহু প্রভৃতিরা যখন সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব সকল দেখিতে পান
নাই; তখন তাহা দ্বারা বেদান্তের পূর্বোক্ত অর্থ অন্যথা করা উচিত হয় না । ২ ।]

তাহার প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতি অনুসারেই বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা ন্যায্য বলা হইয়াছে,
তাহাও ভাল হয় নাই; কারণ: তাহা হইলে, সমধিক-জ্ঞান-সম্পন্নদিগের মধ্যে উদাহরণ রূপে
(দেবগুরু) বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। অতএব, তৎপ্রণীত ‘লোকায়েত’-(নাতিত্যা)
মতানুসারেও ঋতির অর্থ ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে ॥২॥

যদি বল যে, কপিল ঋষি, স্বীয় যোগ-প্রভাবে বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া
ছিলেন। সুতরাং তৎপ্রণীত স্মৃতির (সাংখ্যের) অহুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা
উচিত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

[সূত্রোক্ত] ‘চ’-শব্দটী ‘তু’-শব্দের সমানার্থক, এবং পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে
[প্রযুক্ত] । যাহারা স্বীয় যোগ-মহিমায় পর-তত্ত্ব (ঈশ্বর) ও অপর-তত্ত্বের (জগতের)
যথাযথরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, এবং যাহাদের বাক্য সমস্ত জগতের ঐক্য বলিয়া ‘মহু
যাহা বলিয়াছেন, তাহাই [ভব-রোগ-নিবৃত্তির] ঐক্য;’ ইত্যাদি ঋতিতে প্রসিদ্ধ; সেই মহু
প্রভৃতি অপরাপর বহু [ঋষির গ্রন্থে] কপিলের উপদেশানুরূপ তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না,
অর্থাৎ ঐ সকল তত্ত্ব দেখা যায় না। অতএব, কপিলের উপলব্ধি (তত্ত্বদর্শন) ঋতি বিরুদ্ধ
ও ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং, তাহা দ্বারা বেদান্তের অর্থ অন্যথা করিতে পারা যায় না ॥২॥

যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণম্ । এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৩৥

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহার দ্বারা) যোগঃ (পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র) প্রত্যুক্তঃ (প্রত্যাখ্যাত হইল) ।]

এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগ-স্মৃতিরপি প্রত্যুক্তা । কা
নিরাক্রমিকা শঙ্কা, যন্মিরাকরণায় ন্যায়াতিদেশঃ ? যোগস্মৃতাবপি
শ্রাব্যপগমাৎ মোক্ষসাধনতয়া বেদান্ত-বিহিত-যোগস্য চাভিধানাৎ,
কুহিরণ্যগর্ভস্য সর্ব-বেদান্ত-প্রবর্তনাধিকৃতত্বাচ্চ, তৎস্মৃত্যা বেদান্তোপ-
ংহণং ন্যায্যমিতি ।

পরিহারস্ত,—অত্রস্মাত্মক-প্রধান-কারণবাদাৎ, নিমিত্তকারণমাত্রেশ্বরা-
পগমাৎ, ধ্যানাত্মকস্ত যোগস্য ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়স্য ধ্যেয়ভূতয়ো-
তিশেষরয়োত্রস্মাত্মকত্ব-জগদুপাদানত্বাদি--সর্বকল্যাণগুণাত্মকত্ব-বিরহাৎ,
বৈদিকবাদ, বক্তৃহিরণ্যগর্ভস্তাপি ক্ষেত্রভূতস্য কদাচিদ্ রজস্তুমোহভি-

[সরলার্থঃ,—এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগঃ পতঞ্জলিপ্রোক্তা যোগস্মৃতিঃ অপি
ভুক্তঃ নিরাকৃতঃ বেদিতব্য ইতি শেষঃ ।

অর্থাৎ এই কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের প্রত্যাখ্যানের পতঞ্জলির যোগ-দর্শনও প্রত্যাখ্যাত
ল ; বুঝিতে হইবে ॥৩৥]

এই কপিল-কৃত স্মৃতির (সাংখ্যের) প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগ-স্মৃতিও (পাতঞ্জল দর্শনও)
প্রত্যাখ্যাত বা প্রতিষিদ্ধ হইল । [ভাল,] এখানে আবার এমন অধিক আশঙ্কা কি ছিল ;
যার প্রতিষেধের উদ্দেশ্যে আবার পূর্বহজ্রোক্ত যুক্তির অতিদেশ করা আবশ্যক
ল ? (*) বরং, যোগ-স্মৃতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত থাকায়, যুক্তির উপায়রূপে বেদান্ত-
ইত যোগ-প্রণালীর উল্লেখ থাকায়, এবং যোগবক্তা---হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক (ব্রহ্মা কর্তৃক) সমস্ত
স্মৃতি-তত্ত্ব লোক প্রবৃতির উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট হওয়ায় সেই যোগ-স্মৃতি দ্বারাই বেদান্ত-শাস্ত্রের
সুংহণ বা অর্থের স্পষ্টীকরণ প্রায্য হয় ।

[উক্ত আপত্তির] পরিহার এইরূপ,—[যোগ স্মৃতিতে] অত্রস্মাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে
এ বলায়, ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করায়, ধ্যেয়—আত্মা ও ঈশ্বরের
রূপতা ও জগতের উপাদানকারণতা প্রভৃতি কল্যাণাত্মক সমস্ত গুণের অভাব থাকায়,
বেদ-বিরুদ্ধার্থে প্রতিপাদন করায় ; অধিকন্তু, যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ [যখন] দেহধারী,
খন তাহার] কদাচিৎ রক্ষঃ ও তমোগুণে অতিভূত হওয়াও সম্ভব, স্মৃতির তৎপ্রণীত

(*) একস্থলে কোন একটি বিষয়ের কতগুলি নিয়ম উক্তরূপে বলিয়া অন্যত্র যদি সেই সকল নিয়মের
দেওয়া হয়, তবে তাহাকে 'অতিদেশ' বলে ।

ভবসম্ভবাক্ষ যোগ-স্বতিরপি তৎপ্রণীতরজস্তমোমূল-পুরাণবদ্ ভ্রান্তিমূল,
ইতি ন তয়া বেদান্তোপবৃংহণং ন্যায্যমিতি ॥৩॥

বিলক্ষণাধিকরণম্ । ন বিলক্ষণত্বাদস্য, তথাহুং চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ,—ন (না), বিলক্ষণত্বাৎ (বৈলক্ষণ্যাহেতু), অস্য (ইহার জগতের)
তথাহুং (তদ্রূপতা—বৈলক্ষণ্য), চ (ও), শব্দাৎ (শাস্ত্র হইতে জানা যায়) ।]

পুনরপি স্মৃতি-বিরোধবাদী তর্কমবলম্বমানঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ; য
সাংখ্যস্মৃতি-নিরাকরণেন জগতো ব্রহ্মকার্যত্বমুক্তম্, তৎ নোপপদ্যতে
অস্য প্রত্যক্ষাদিভিরচেতনত্বেনাশুদ্ধত্বেন অনীশ্বরত্বেন হুংখ্যকহে
চোপলভ্যমানস্য চিদচিদাত্মকস্য চ জগতো ভবদভ্যুপেতাৎ সর্বজ্ঞা
সর্বেশ্বরাত্ হেয়-প্রত্যনীকাদ্ আনন্দৈকতানাদ্ ব্রহ্মণো বিলক্ষণত্বাৎ ।

ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব জগতো বৈলক্ষণ্যমুপলভ্যতে, শব্দাৎ
তথাহুং বিলক্ষণত্বমুপলভ্যতে । “বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ [তৈত্তিঃ, ২।৬।১]
“এবমৈবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাস্থ অপিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে

[সরলার্থঃ,—অস্য প্রত্যক্ষাদি-সম্মিথাপিতস্ত জগতঃ বিলক্ষণত্বাৎ অন্তর্জ্ঞত্বাৎ চেতনত্বাদিভি
ধর্মৈঃ ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্যং হেতোঃ ব্রহ্মোপাদানত্বং ন সম্ভবতি । তথাহুং জগতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণত্বং
ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব, অপিতু শব্দাৎ—“বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ” ইত্যাদি শাস্ত্রাদি
অবগম্যতে, অতো ন জগৎ ব্রহ্মোপাদানকং সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে এবং শাস্ত্রোপদেশানুসারে যখন জানা যায় যে, অচেতন, জড়প্রকৃতি
এই জগৎ, নির্বিকার চেতন ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—বিভিন্নরূপ, তখন এই বৈলক্ষণ
নিবন্ধনই ব্রহ্ম জড় জগতের উপাদান হইতে পারেন না ॥৪॥]

‘পুৰাণ-শাস্ত্র’ বৈরূপ রজঃ ও তমোমূলক, তদ্রূপ যোগস্বতিও ভ্রান্তি-মূলক হইতে পারে
অতএব, তাহা দ্বারা বেদান্তের বিশদীকরণ জায্য হয় না ॥৩॥

(৪) । সাংখ্য-স্মৃতির বিরোধবাদী পুনশ্চ তর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন।
[বিরোধবাদী বলিতেছেন যে,] সাংখ্য-স্মৃতিকে নিরস্তু করিয়া জগৎকে যে ব্রহ্ম-কার্য বলা
হইয়াছে, তাহা সম্ভব হয় নাই । কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জানা যায় এই জগৎ
অচেতন, অন্তর্জ্ঞ, অনীশ্বর, (ঈশ্বর নহে, পরাধীন), হুংখ্যকও চেতনাচেতনময়, স্মৃতি
তোমার অভিমত সর্বজ্ঞ, সর্ব-প্রভু, সর্বোত্তম একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ-
বিভিন্নরূপ ।

কেবল যে, প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই জগতের বৈলক্ষণ্য জানা যায়, তাহা নহে, শব্দ—শাস্ত্র
হইতেও তাহা জানা যায় । “বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপ, (চেতন ও অচেতনরূপ) ॥

পিতাঃ,” [কৌষীতং, ৩৮] । “সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া
শাচতি মুহমানঃ ।” [শ্বেতাস্বং, ৪।৭৥ মুণ্ডং, ৩।১।২] । “অনীশচাত্মা
ধাতে ভোক্তৃভাবাৎ,” [শ্বেতাস্বং, ১৮] ইত্যাদিভিঃ কার্যস্য হি
গতো হচেতনত্ব-দুঃখিত্বাদয়ো নির্দিশ্যন্তে ।

যদ্ হি যৎ-কার্যম্, তৎ তস্মাদ অবিলক্ষণম্; যথা, মৃত-স্ববর্ণাদি-কার্যং
ট-রুচকাদি । অতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাস্য জগতঃ তৎকার্যত্বং ন
স্তুবতি, ইতি সাংখ্য-স্মৃত্যনুরোধেন কার্য-সলক্ষণং প্রধানমেব কারণং
বিতুমহতি । অবশ্যং চ শাস্ত্রস্যানন্যাপেক্ষস্যাভীন্দ্রিয়ার্থ-গোচরস্যাপি
কৌহনুসরণীয়ঃ; যতঃ সর্বেষাং প্রমাণানাং কচিৎ কচিদ্ বিষয়ে
কানুগৃহীতানামেধার্থনিশ্চয়-হেতুত্বম্ ।

তর্কো হি নাম অর্থস্বভাববিষয়েণ বা সামগ্রী-বিষয়েণ বা নিরূপণেনার্থ-
শেষে প্রামাণ্যং ব্যবস্থাপয়ৎ তদিতিকর্তব্যভারূপম্ উহাপরপর্যায়ং

ক এই প্রকারই এই ভূতমাত্রা (শব্দাদি বিষয়) বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, বুদ্ধিবৃত্তিও আবার
পাণের অধীন । ‘পুরুষ (জীব) একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত থাকিয়া অনীশ্বরত্ব নিবন্ধন
হইয়া শোকাধিত হয় (দুঃখ ভোগ করে)’ ‘আত্মা (জীব) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন অপ্রভু
য়া বিষয়াভূতব করে’ । ইত্যাদি শাস্ত্রও এই কার্যভূত জগতের অচেতনত্ব ও দুঃখিত্ব
ভূতি ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্য নির্দেশ করিতেছে ।

যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহা হইতে বিভিন্নপ্রকার হয় না । যেমন, মৃত্তিকা ও
বর্ণ সমূহ ঘট ও রুচক (হার বিশেষ) প্রভৃতি । অতএব, উক্ত নিয়মালুসারে ব্রহ্ম-বিলক্ষণ
ও [কখনই] ব্রহ্ম-কার্য হইতে পারে না । এই কারণেই সাংখ্যের ব্যবস্থাসূত্রে কার্য
গতের অনুরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই কারণ হইবার উপযুক্ত । যদিও ইন্দ্রিয়ের অগোচর
প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না; তথাপি, তাহার জন্য তর্কের
শ্রম গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য । যেহেতু, কোন-কোন-বিষয়ে প্রমাণসমূহ (উপযুক্ত) তর্কের
হায্য পাইলেই প্রকৃতার্থ-নিশ্চয়ে সমর্থ হয় ।

তর্ক কি ? না,—বস্তুবিশেষের স্বভাববিশেষ । নিরূপণ দ্বারা হউক কিংবা সামগ্রী বা
বিশেষ নিরূপণ দ্বারা হউক, বিষয়-বিশেষে প্রামাণ্য-ব্যবস্থাপক ইতিকর্তব্যতা-
কর্তব্য-নির্দারক জ্ঞান; যাহার অপরা নাম উহ । (*) সমস্ত প্রমাণের পক্ষেই উক্তপ্রকার

(*) তাৎপর্য, কোন এক বিষয়ে দুই বা ততোধিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে
যাহা সেই প্রমাণগুলির বিরোধ পরিহার করা যায়—অবিরোধ স্থাপন করা হয়, তাহার নাম তর্ক বা উহ ।
পরিহারের উপায় দুই প্রকার । (১) বিবাদস্থানীয় বিষয়ের স্বভাব-বিশেষ নির্ধারণ । (২) কারণের
লোচনা । যথা, সাধারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যায়, আকাশ-নীলবর্ণ, কিন্তু শাস্ত্র ও যুক্তিতে জানা যায়

ভবসম্ভবাক্ষ যোগ-স্মৃতিরপি তৎপ্রণীতরজস্তমোমূল-পুৰাণবদ্ ভ্রান্তিমূল,
ইতি ন তয়া বেদান্তোপবংহণং ন্যায্যমিতি ॥৩॥

বিলক্ষণত্বাধিকরণম্। ন বিলক্ষণত্বাদস্য, তথাহং চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ,—ন (না), বিলক্ষণত্বাৎ (বৈলক্ষণ্যাহেতু), অস্যা (ইহার জগতের),
তথাহং (তদ্রূপতা—বৈলক্ষণ্য) , চ (ও), শব্দাৎ (শাস্ত্র হইতে জানা যায়) ।]

পুনরপি স্মৃতি-বিরোধবাদী তর্কমবলম্বমানঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ; যৎ
সাংখ্যস্মৃতি-নিরাকরণেন জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বমুক্তম্, তৎ নোপপদ্যতে ।
অস্য প্রত্যক্ষাদিভিরচেতনত্বেনাশুদ্ধত্বেন অনীশ্বরত্বেন হুংখ্যাকত্বেন
চোপলভ্যমানস্য চিদচিদাত্মকস্য চ জগতো ভবদভ্যুপেতাৎ সর্বজ্ঞাৎ
সর্বৈশ্বর্য্যং হেয়-প্রত্যন্যোক্তাদ্ আনন্দৈকতানাদ্ ব্রহ্মণো বিলক্ষণত্বাৎ ।

ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব জগতো বৈলক্ষণ্যমুপলভ্যতে, শব্দাক্ষ
তথাহং বিলক্ষণত্বমুপলভ্যতে । “বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ [তৈত্তিঃ, ২।৬।১] ।
“এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাসু অপিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে

[সরলার্থঃ,—অস্য প্রত্যক্ষাদি-সম্বিধাপিতস্ত জগতঃ বিলক্ষণত্বাৎ অশুদ্ধত্বাচেতনত্বাদিভিঃ-
ধর্ম্মৈঃ ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্যং হেতোঃ ব্রহ্মোপাদানত্বং ন সম্ভবতি । তথাহং জগতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণত্বং
ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব, অপিত শব্দাৎ—‘বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ’ ইত্যাদি শাস্ত্রাদপি
অবগম্যতে, অতো ন জগৎ ব্রহ্মোপাদানকং সম্ভবতীতিভাবঃ ॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে এবং শাস্ত্রোপদেশশাস্ত্রসারে যখন জানা যায় যে, অচেতন, জড়প্রকৃতি
এই জগৎ, নির্বিকার চেতন ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—বিভিন্নরূপ, তখন এই বৈলক্ষণ্য
নিবন্ধনই ব্রহ্ম জড় জগতের উপাদান হইতে পারেন না ॥৪॥]

‘পুৰাণ-শাস্ত্র’ বৈকল্পিক রচনা ও তমোমূলক, তদ্রূপ যোগস্মৃতিও ভ্রান্তি-মূলক হইতে পারে।
অতএব, তাহা দ্বারা বেদান্তের বিশদীকরণ জায্য হয় না ॥৩॥

(৪) । সাংখ্য-স্মৃতির বিরোধবাদী পুনশ্চ তর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন।
[বিরোধবাদী বলিতেছেন যে,] সাংখ্য-স্মৃতিকে নিরস্তু করিয়া জগৎকে যে ব্রহ্ম-কার্য্য বলা
হইয়াছে, তাহা সম্ভব হয় নাই । কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জানা যায় এই জগৎ
অচেতন, অশুদ্ধ, অনীশ্বর, (ঈশ্বর নহে, পরাধীন), হুংখ্যাক্ত ও চেতনাচেতনময়, স্তবরাং
তোমার অভিমত সর্বজ্ঞ, সর্ব-প্রভু, সর্বোত্তম একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—
বিভিন্নরূপ ।

কেবল যে, প্রত্যক্ষাদি দ্বারা এই জগতের বৈলক্ষণ্য জানা যায়, তাহা নহে, শব্দ—শাস্ত্র
হইতেও তাহা জানা যায় । “বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপ, (চেতন ও অচেতনরূপ) ।

অর্পিতাঃ,” [কৌষীতং, ৩৮] । “সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া
শোচতি মুহমানঃ ।” [শ্বেতাস্থং, ৪৭৥ মুণ্ডং, ৩১২] । ‘অনীশশ্চাত্মা
বুধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ,” [শ্বেতাস্থং, ১৮] ইত্যাদিভিঃ কার্যস্য হি
জগতো হচেতনত্ব-হুঃখিত্বাদয়ো নির্দিশ্যন্তে ।

যদ্ব হি যৎ-কার্যম্, তৎ তস্মাদ্ অবিলক্ষণম্; যথা, মূৎ-স্বর্ণাদি-কার্যং
ঘট-রুচকাদি । অতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাস্য জগতঃ তৎকার্যত্বং ন
সম্ভবতি, ইতি সাংখ্য-স্মৃত্যনুরোধেন কার্য্য-সলক্ষণং প্রধানমেব কারণং
ভবিতুমর্হতি । অবশ্যং চ শাস্ত্রস্যানন্যাপেক্ষস্যাভিপ্রিয়ার্থ-গোচরস্যাপি
তর্কোহনুসরণীয়ঃ; যতঃ সর্বেষাং প্রমাণানাং কচিৎ কচিদ্ বিষয়ে
তর্কানুগৃহীতানামেবার্থনিশ্চয়-হেতুত্বম্ ।

তর্কো হি নাম অর্থস্বভাববিষয়েণ বা সামগ্রী-বিষয়েণ বা নিরূপণেনার্থ-
বিশেষে প্রামাণ্যং ব্যবস্থাপয়ৎ তদিতিকর্তব্যতারূপম্ উদ্বাপনপর্য্যায়ং

‘ষ্টিক এই প্রকারই এই ভূতমাত্রা (শব্দাদি বিষয়) বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, বুদ্ধিবৃত্তিও আবার
প্রাণের অধীন ।’ ‘পুরুষ (জীব) একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত থাকিয়া অনীশ্বরত্ব নিবন্ধন
মৃগ হইয়া শোকাগ্নিত হয় (হুঃখ ভোগ করে)’ ‘আত্মা (জীব) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন অপ্রভু
হইয়া বিষয়ানুভব করে” । ইত্যাদি শাস্ত্রও এই কার্য্যভূত জগতের অচেতনত্ব ও হুঃখিত্ব
প্রভৃতি ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্য নির্দেশ করিতেছে ।

যে বস্তু বাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহা হইতে বিভিন্নপ্রকার হয় না । যেমন, মৃত্তিকা ও
স্বর্ণ সমুত ঘট ও রুচক (হার বিশেষ) প্রভৃতি । অতএব, উক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্ম-বিলক্ষণ
জগৎ [কখনই] ব্রহ্ম-কার্য্য হইতে পারে না । এই কারণেই সাংখ্যের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য
জগতের অন্তরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই কারণ হইবার উপযুক্ত । যদিও ইন্দ্রিয়ের অগোচর
অর্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র-প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না; তথাপি, তাহার জন্য তর্কের
আশ্রয় গ্রহণকরা অবশ্যকর্তব্য । যেহেতু, কোন কোন বিষয়ে প্রমাণসমূহ (উপযুক্ত) তর্কের
সাহায্য পাইলেই প্রকৃতার্থ-নিশ্চয়ে সমর্থ হয় ।

তর্ক কি? না,—বস্তুবিশেষের স্বভাববিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক কিংবা সামগ্রী বা
কারণ-বিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক; বিষয়-বিশেষে প্রামাণ্য-ব্যবস্থাপক ইতিকর্তব্যতা-
(কর্তব্য-নির্দারক) জ্ঞান; বাহার অপর নাম উহ । (*) সমস্ত প্রমাণের পক্ষেই উক্ত প্রকার

(*) তাৎপর্য্য, কোন এক বিষয়ে দুই বা ততোহধিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে
বাহা বাহা সেই প্রমাণগুলির বিরোধ পরিহার করা যায়—অবিরোধ স্থাপন করা হয়, তাহার নাম তর্ক বা উহ ।
বিশ্লেষণ পরিহারের উপায় দুই প্রকার । (১) বিবাদস্থানীয় বিষয়ের স্বভাব-বিশেষ নির্ধারণ । (২) কারণের
পার্থ্যালোচনা । যথা, সাধারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখা যায়, আকাশ নীলবর্ণ, কিন্তু শাস্ত্র ও যুক্তিতে জানা যায়

জ্ঞানম্; তদপেক্ষা চ সর্বেষাং প্রমাণানাং সমানা । শাস্ত্রস্য তু বিশেষণ
আকাঙ্ক্ষা-সম্মিধি-যোগ্যতাজ্ঞানাদীন-প্রমাণভাবস্য সর্বত্রৈব তর্কানুগ্রহা-
পেক্ষা । উক্তং চ মনুনা,—

“যন্তর্কেণানুসংধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ,” [১২।১৯] ইতি ।

তদেবং হি তর্কানুগ্রহীত-শাস্ত্রার্থ-প্রতিষ্ঠাপনং শ্রুত্যা চ মন্তব্য-
ইত্যাচ্যতে ।

অথ উচ্যেত, শ্রুত্যা চ জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বে নিশ্চিত্যে সতি
তৎকার্য্যস্যাপি জগতশ্চৈতন্যানুরতিরভ্যুপগম্যতে । যথা চেতনস্য

তর্কের অপেক্ষা তুল্যরূপ । শাস্ত্রসম্বন্ধে আরও বিশেষ এই যে, আকাঙ্ক্ষা, সম্মিধি ও
যোগ্যতা জ্ঞান (*) না থাকিলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য হয় না; কিন্তু, তর্কের সাহায্য সর্বত্রই
সমান । মনুও বলিয়াছেন, ‘যে লোক, [বেদশাস্ত্রের অবিরোধী] তর্ক দ্বারা [ঋষিপোক্ত
ধর্মোপদেশের] অনুসন্ধান করে, অর্থাৎ জানিতে চেষ্টা করে, সে লোকই ধর্ম-তত্ত্ব বুঝিতে
পারে, অপরে নহে ।’ এইরূপ তর্ক-সাহায্যে শাস্ত্রার্থ-নিরূপণ করাকে শ্রুতি ‘মন্তব্য’
(মনন করিবে) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

যদি বল, শ্রুতি দ্বারা যদি জগৎকে একমাত্র ব্রহ্ম-সমুৎপন্ন বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, তবে ত
চেতন-ব্রহ্ম-কার্য্য জগতেও চৈতন্য-সদৃশ স্বীকার করিতে হয় । যেকূপ চেতন ব্যক্তিবৎ

যে, আকাশের কোনও কণ নাই, উহা নীকপ, তথাপি যে, নীলবর্ণ দেখা যায়, ইহা তাহার স্বভাব । চাক্ষুণ
প্রত্যক্ষ অন্যত্র প্রমাণ হইলেও এ স্থলে অপ্রমাণ । দ্বিতীয় উদাহরণ যথা, “মা হিংস্তাৎ সর্পা ভূতানি,”
এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, কোন প্রাণিবই হিংসা করিবে না, করিলে পাপ হবে । আনান, অপর শ্রুতি
বলিতেছেন যে, “বায়ব্যাং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত” অর্থাৎ বায়ু দেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগল বলি দিবে । এখন
এ বিবাদের পরিহার এইরূপ, অবৈধভাবে হিংসাতেই পাপ-হয়, বৈধহিংসায় পাপ নাই । এই উভয়ের মধ্যে
প্রথমটীতে বস্তুস্বভাব নিরূপণে এবং দ্বিতীয়টীতে সামগ্রী বা কারণতা নিরূপণে উভয় প্রমাণের অবিরোধ
স্থাপিত হইল ।

(*) যে কোন বাক্যের অর্থ প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা জ্ঞান থাকা আবশ্যক ।
তন্মধ্যে, (১) আকাঙ্ক্ষা অর্থ,—প্রতীতির বিরাম না হওয়া অর্থাৎ কোন একটা শব্দ শুনিলে শ্রোতাবশে,
তদপেক্ষিত আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা । যেমন, ‘গিয়াছিল’ এই কথাটি শ্রবণমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা জানিবার ইচ্ছা
হয় যে, ‘কে’ ও ‘কোথায়’ গিয়াছিল ।

(২) আসত্তি অর্থ,—বাক্যস্থ পদগুলি পরস্পর সম্মিহিত থাকে । যেমন, ‘রাম বনে গিয়াছিলেন ।’
ঐ তিনটি পদই যদি অধিক বিলম্বে (তিন দিনে) বলা যায়, তাহা হইলে কোন অর্থই বোধ হইবে না;
কারণ, ‘আসত্তি’ (নৈকট্য) নাই ।

(৩) যোগ্যতা অর্থ,—বাক্যান্তর্গত পদার্থের যে নির্দিষ্ট ক্ষমতা । যেমন, ‘জলের দ্বারা স্নান করিতেছে ।’
জলের স্নান-সাধন ক্ষমতা আছে; কিন্তু, ঐরূপ না বলিয়া ‘অগ্নির দ্বারা স্নান করিতেছে,’ বলিলে ভুল
হইবে, কারণ, স্রব বস্তু ভিন্ন অগ্নির দ্বারা কখনও স্নান হইতে পারে না ।

বলা আবশ্যক যে, বাক্যার্থজ্ঞানে তাৎপর্য্য বা বক্তার ইচ্ছা (অভিপ্রায় ও একটা বিশেষ কারণ) বক্তার
অভিপ্রায় থাকিলে অযোগ্য পদার্থেরও অস্বয়-বোধ হইয়া থাকে ।

স্বপ্ন-মূৰ্ছাদিষু চৈতন্যানুপলব্ধঃ, তথা ঘটাদিষপি সৰ্বেষ চৈতন্য-
মুদ্রুতম্ ; অতএব, চেতন্যচেতন-বিভাগ ইতি । নৈতদুপপত্ততে; যতো
নিত্যানুপলব্ধিরসম্ভাবমেব সাধয়তি । অতএব, চৈতন্য-শক্তিযোগোহপি
তেষু নিরস্তঃ । যস্য হি কচিৎ কদাচিদপি যৎ-কার্য্যানুপলব্ধিঃ, তস্য হি
তৎ-কার্য্যশক্তিং ক্রবাণো বক্ষ্যাস্ত-সমিতিষু তজ্জননীনাং প্রজনন-শক্তিং
ক্রতাম্ ।

কিঞ্চ, বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতাপ্রতিপাদন-নিশ্চয়ে সতি
ঘটাদীনাং চৈতন্যশক্তৌ চৈতন্যস্য চানুদ্রুতস্য সম্ভাবনিশ্চয়ঃ, তন্নিশ্চয়ে
সতি বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতাপ্রতিপাদন-নিশ্চয়ঃ, ইতি
ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ । বিলক্ষণয়োৰ্হি কার্য্য-কারণভাবঃ প্রতিপাদয়িতুমেব
ন শক্যতে ।

কিং পুনঃ প্রকৃতি-বিকারয়োঃ সালক্ষণ্যমভিপ্রেতম্ ? যদভাবাদ্
জগতো ব্রহ্মোপাদানত্ব-প্রতিপাদনাসম্ভবং ক্রমে । ন তাবৎ সৰ্ব্বধৰ্ম্ম-

স্বপ্ন ও মূৰ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ ঘটাদিতেও চৈতন্য
আছে [কিন্তু কোন কারণে] তাহা অভিব্যক্ত হয় না । এই কারণেই চেতন ও অচেতন
বিভাগ [শ্রুতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে] । এ কথা সঙ্গত হয় না ; যে হেতু নিত্যানুপলব্ধি
(কখনও প্রতীতি না থাকা) বিষয়ের অসম্ভাবই জ্ঞাপন করে । এই কারণে, জগতে
অনভিব্যক্ত চৈতন্য শক্তি আছে, এই মতও নিরস্ত হইল । কোন অবস্থায় বা কোন
কালেও যাহার যে কার্য্য প্রতীতি-গোচর হয় না, তাহার সেই শক্তি-সম্বন্ধ আছে, ইহা
যে ব্যক্তি বলে, সে ব্যক্তি বন্ধ্যার (যাহার সম্ভাবন হয় না) পুঙ্গবের সভায় তাহাদের
জননীর সম্ভাবনোপাদান-ক্ষমতাও বলিতে পারে ।

আরো এক কথা ; সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্রহ্মই জগতের একমাত্র উপাদান কারণরূপে
প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চিত হইলেই ঘটাদি-পদার্থের চৈতন্ত-শক্তি এবং সেই
চৈতন্তের অনভিব্যক্ত সম্ভা নিশ্চিত হইতে পারে । পক্ষান্তরে, ঘটাদির অনভিব্যক্ত
চৈতন্ত-সম্ভা নিশ্চিত হইলেই বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মোপাদানকারণতা প্রতিপাদনও নিশ্চিত
হইতে পারে ; সুতরাং [এইরূপে পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায়] ‘ইতরেতরাশ্রয়’ বোধ
উপস্থিত হয় । ফলকথা, বিসদৃশ পদার্থদ্বয়ের কার্য্য-কারণভাব নিরূপণ করিতে পারা
যায় না ।

[ভাষ্যকারের প্রশ্ন,] প্রকৃতি (উপাদানকারণ) ও বিকার (তৎকার্য্য) সম্বন্ধে
তোমার অভিপ্রেত সালক্ষণ্য অর্থাৎ সমানরূপতাটুকিরূপ ? যাহার অভাবে ব্রহ্মকে জগতের
উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা অসম্ভব বলিতেছ । কার্য্য-কারণের সর্বাংশে

সাক্ষ্যম্, কার্য্য-কারণভাবানুপপত্তেঃ। ন হি যুৎপিণ্ড-কার্য্যেযু ঘট-
শরাবাদিষু পিণ্ডস্বাত্মবৃত্তিদৃশ্যতে।

অথ যেন কেনচিৎ ধর্ম্মেণ সাক্ষ্যম্, তৎ জগৎ-ব্রহ্মণোরপি সত্তাদি-
লক্ষণং সম্ভবতি। তদ্ব্যচ্যতে, যেন স্বভাবেন কারণভূতং বস্তু বস্তুস্ত-
বাদ্ ব্যাবৃত্তম্, তস্য স্বভাবস্য তৎকার্য্যোহপ্যনুর্ত্তিঃ—কার্য্যস্য কারণ-
সালক্ষণ্যম্। যেন হি আকারেণ যদাদিভ্যো হিরণ্যং ব্যাবর্ত্ততে, তদা-
করানুর্ত্তিস্তৎকার্য্যেযু কুণ্ডলাদিষু দৃশ্যতে। ব্রহ্ম চ হেয়-প্রত্যনীক-
জ্ঞানানন্দৈশ্বর্য্য-স্বভাবম্, জগচ্চ তৎপ্রত্যনীক-স্বভাবম্, ইতি ন তদ্ব-
পাদানম্।

ননু চ, বৈলক্ষণ্যেহপি কার্য্য-কারণভাবো দৃশ্যতে, যথা চেতনাং
পুরুষাদচেতনানি কেশ-নখ-দন্ত-লোমানি জায়ন্তে; যথা চ অচেতনাদ্
গোময়াং চেতনো বৃশ্চিকো জায়তে; চেতনাচ্চোর্ণনাভেরচেতনস্তন্তুঃ।
নৈতদেবম্; যতস্তত্রাপি অচেতনাংশে এব কার্য্য-কারণভাবঃ ॥৪॥

সাম্যকে সমানরূপতা বলিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে কার্য্য-কারণভাবই হইতে পারে
না; কেন না, পিণ্ডাকার মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন ঘট ও শরা প্রভৃতিতে মৃত্তিকার
পিণ্ডস্বাদি ধর্ম্ম তো সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না।

যদি বল, [কার্য্যে কারণের] যে কোন ধর্ম্মের সাক্ষ্য থাকে তাই? সত্তাদিরূপ
তাদৃশ সাক্ষ্য ত জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্ভবপরই আছে। এই কারণে বলিতে
হয় যে, কারণ বস্তুটী স্বকীয় যে স্বভাব বা ধর্ম্ম দ্বারা অপর বস্তু হইতে পৃথক্-কৃত হয়,
কারণ-গত সেই স্বভাবটীর যে, তৎকার্য্যেও অনুর্ত্তি বা সংক্রামিত হওয়া, তাহাই কার্য্যের
কারণ-সাক্ষ্য (অন্তপ্রকার সাক্ষ্য নহে)। [অভিপ্রায় এই যে,] সুবর্ণ যে গুণের ফলে
মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে পৃথক্, সুবর্ণ-কার্য্য কুণ্ডল প্রভৃতিতে সেই গুণটী মাত্র অনুর্ত্ত হইতে
দেখা যায়। [এদিকে] ব্রহ্ম অতীতম জ্ঞান আনন্দ, ও ঐশ্বর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন; জগৎ
ঠিক তাহার বিপরীত স্বভাবাধিত, অতরাং ব্রহ্ম তাহার উপাদান হইতে পারে না।

গ্রন্থ হইতেছে যে, বৈলক্ষণ্য সবেও ত কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয়; যেমন, চেতন পুরুষ
হইতে অচেতন কেশ, নখ, দন্ত ও লোম জন্মে, এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন
বৃশ্চিক (বিছা) জন্মধারণ করে, আর চেতন উর্ণনাভি (মাকড়শা) হইতে অচেতন হর
সমুৎপন্ন হয়। না,—ইহা ঠিক অমুরূপ (দৃষ্টান্ত) হয় না, যে হেতু উক্ত স্থলেও অচেতন
ভাগেই কার্য্যকারণভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে (চেতন ভাগে নহে) ॥৪॥

যদি বল, যে সকল পদার্থকে অচেতন বলিয়া মনে করা হয়, প্রতিতে সেই সকল

অথ স্যাৎ, অচেতনত্বেনাভিমানানামপি চৈতন্যযোগঃ শ্রুতিষু শ্রুয়তে,
(*) “তং পৃথিব্যত্রবীৎ”, “আপো বা অকাময়ন্ত,” [শং পং ব্রা.
৬।১।৩।২।৪]। “তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্মাণং
জগ্মুঃ,” [বৃহদা., ৬।১।৭] ইতি। নদী-সমুদ্র-পর্বতাদীনামপি চৈতন্যং
পৌরাণিকা আতিষ্ঠন্তে, অতো ন বৈলক্ষণ্যমিতি। অত উত্তরং
পঠতি,—

অভিমানি-ব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ,—অভিমানি-ব্যপদেশঃ (অভিমানী দেবতার উল্লেখ), তু (শঙ্কানিবৃত্তি-
‘নৃচক’), বিশেষানুগতিভ্যাম্ (অচেতন অপেক্ষা বিশেষ করায় এবং জড় বস্তুতে ব্রহ্মের
প্রবেশ থাকায়।)]

‘তু’-শব্দশ্চেদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। পৃথিব্যাভিমানিন্যো দেবতাঃ
“তং পৃথিব্যত্রবীৎ” ইত্যাদিষু পৃথিব্যাদিশব্দৈর্ব্যপদিশৃন্তে। কুতঃ?
বিশেষানুগতিভ্যাম্। বিশেষো বিশেষণং,—দেবতা শব্দেন বিশেষ্য

[সরলাখঃ,—“মুং অত্রবীৎ” ইত্যাদৌ তু মৃদাভিমানিনীনাং দেবতানাং ব্যপদেশ
উল্লেখো মন্তব্যঃ, নতু সাক্ষাৎ মৃদাদীনামেব; কুতঃ, বিশেষানুগতিভ্যাম্, বিশেষস্তাবৎ,
“হস্ত অহমিমাঃ তিস্রো দেবতাঃ,” ইত্যাদৌ দেবতা-শব্দেন বিশেষণম্। অনুগতিশ্চ,
“অগ্নিঃ বাগ্ ভূষা মুখং প্রাবিশৎ।” ইত্যাদৌ অগ্নাদীনাম্ মৃদাদিষু অনুগতিঃ অনুপ্রবেশশ্চ
শতঃ। অতো ন চেতনং জগৎ, ইতিভাবঃ।

অর্থাৎ ‘মৃত্তিকা বলিয়াছিল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে মৃত্তিকা প্রভৃতির অভিমানী দেবতার
উল্লেখ বুঝিতে হইবে, জড় মৃত্তিকা প্রভৃতির নহে। কারণ, শ্রুতিতে ঐ সকলকে দেবতা
শব্দে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অনু-
প্রবেশের কথাও উল্লেখিত আছে। অতএব, জগৎ চেতন হইতে পারে না ॥৫॥]

পদার্থেরও চৈতন্য-সম্বন্ধ শোনা যায়, ‘পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিল’। ‘জল সমূহ কামনা
করিয়াছিল।’ ‘সেই এই প্রাণগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য রিবাদ
করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিল।’ পৌরাণিকেরা নদী, সমুদ্র ও পর্বত প্রভৃতি
জড়পদার্থেরও চৈতন্য-সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন; অতএব, [কার্য্য-কারণের] বৈলক্ষণ্য
নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

(৫)। ‘অত্র’ ‘তু’ শব্দটি পূর্বোক্ত শঙ্কা নিবৃত্তি-নৃচক। ‘পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিলেন,’
ইত্যাদি স্থলে পৃথিবী প্রভৃতি শব্দে পৃথিব্যাदिতে অভিমানবত্তী, অর্থাৎ পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা অভিহিত হইয়াছেন। কারণ, ‘আমি এই দেবতাত্রয়কে [নাম-রূপে অভিযাক্ত
করিব], ইত্যাদি শ্রুতিতে তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে ‘দেবতা’-শব্দে বিশেষিত করা

(*) ‘আব্যতে’ ইতি (গ) পাঠঃ।

পৃথিব্যাদয়ো হ্ভিবীয়ন্তে । “হস্তাহমিস্তিস্রো দেবতাঃ” [ছান্দোঃ, ৬।৩।২।] ইতি তেজোহবমানি দেবতা-শব্দেন বিশেষ্যন্তে । “সৰ্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রয়সে বিবদমানাঃ” । “তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রয়সং বিদিত্বা” । [কৌষীতঃ, ২।১৪] ইতি চ ।

অনুগতিরনুপ্রবেশঃ । “অগ্নিৰ্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, আদিত্য-
শ্চক্ষুভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণে ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ,”
[ঐতঃ, ২।৪] ইত্যাদিনা বাগাদ্যভিমানিহেনাধ্যাদীনামনুপ্রবেশঃ
শ্রয়তে । অতো জগতোহ চেতনহেন বিলক্ষণত্বাদ্রক্ষ্যকার্যস্থানুপপত্তেঃ
তর্কানুগৃহীত-স্মৃত্যনুরোধেন জগতঃ প্রধানোপাদানত্বং বেদান্তৈঃ প্রতি-
পাদ্যত ইতি ॥৫॥ এবং প্রাপ্তে অভিবীয়তে,—

‘দৃশ্যতে তু ॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ,—দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তু (কিন্তু) ।]

‘তু’-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ততে । যদুক্তং জগতো ব্রহ্মোপাদানত্বং
ন সম্ভবতীতি । তদযুক্তম্, বিলক্ষণয়োরাপি কার্য্য-কারণ-ভাবদর্শনাৎ ।

[সরলার্থঃ,—[বিলক্ষণয়োরাপি কার্য্য-কারণভাবে:] তু পুনঃ দৃশ্যতে, যদুক্তভূতিভাঃ
‘কীটাদিত্যংপত্তেঃ ।

অর্থাৎ বিসদৃশ বস্তুবয়েরও কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয় ; যেমন, যদুক্তভূতি হইতে সজীব
কীটাদির উৎপত্তি হয় ॥৬॥]

হইয়াছে । আরও আছে, সমস্ত দেবতাগণ নিজনিজ প্রাধান্যের জন্য বিরোধ করিতে
করিতে [গিয়াছিলেন] । সেই দেবতাগণ প্রাণে নিঃশ্রয়স বা সর্বপ্রাধান্য অবগত
হইয়া, ইত্যাদি । অহুগতি অর্থ, মধ্যে প্রবেশ লাভ করা । “অগ্নিদেব বাক্যরূপে
মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিমধ্যে গিয়াছিলেন । বায়ুদেব
প্রাণরূপে নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন ।” ইত্যাদি স্থলে বাগাদি ইঞ্জির অভিমানী
(অধিষ্ঠাত্রী) দেবতারাই অগ্নি প্রভৃতি দেবতারূপে [মুখাদি স্থানে] প্রবেশের কথা শোনা
যায় ; এই কারণে এই জগৎ অচেতনই নিবন্ধনই তবিলক্ষণ চেতন ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন
হইতে পারে না । অতএব [বলিতে হয়] তর্কানুগৃহীত, অর্থাৎ যুক্তি-যুক্ত সাংখ্যস্মৃতির
যতাবস্থায়ই যে, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রেও প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া
প্রতিপাদন করা হইয়াছে, (ইহা স্বীকার করিতে হইবে) ॥৫॥ এইরূপ পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কা
অপনয়নার্থ উত্তর সূত্র পঠিত হইতেছে—

‘সূত্রস্ব ‘তু’-শব্দের ফলে উক্ত পূর্বপক্ষের পরিবর্তন ঘটিতেছে ; এই দৃষ্টমান জগৎ ব্রহ্ম-

দৃশ্যতে হি মাক্ষিকাদেবিলক্ষণস্য ক্রম্যাদেশ্বাছুৎপত্তিঃ । ননু-
মচেতনাংশএব কার্য-কারণভাবান্তত্র সালক্ষণ্যম্ । সত্যমুক্তম্ ; ন
তাবতা কার্য-কারণয়োভবদভিমত-সালক্ষণ্য-সিদ্ধিঃ ।

যথাকথঞ্চ সালক্ষণ্যে সর্বমস্য সর্ব-সালক্ষণ্যেন সর্বস্মাৎ সর্বোৎপত্তি-
প্রসঙ্গভয়াদ্ বস্তুনো বস্তুন্তরাদ্ ব্যাবৃতিহেতুভূতস্যাকারস্যানুরত্তিঃ
সালক্ষণ্যং ভবতাভ্যুপেতম্ ; স তু নিয়মো মাক্ষিকাদিভ্যঃ ক্রম্যাদেশ্বপত্তৌ
ন দৃশ্যতে, ইতি ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাপি জগতো ব্রহ্ম-কার্যত্বং নানুপপন্নম্ ।
ন হি মৃদ-হিরণ্য-ঘট-মুকুটাদিবিষব বস্তুন্তর-ব্যাবৃতিহেতুভূতাসাধারণাকারানু-
রত্তির্মাক্ষিক-গোময়-কুমি-বৃশ্চিকাদিষু দৃশ্যতে ॥৬॥

অসদিতি চেৎ ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ,—অসৎ (মিথ্যা অবিজ্ঞান), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ; ন (না-বলিতে
পার না), প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ; (যে হেতু উহা নিষেধ মাত্র) ।]

[সরলার্থঃ,—[এবং তহি কার্যং কারণে] অসৎ সত্য-শূন্যং, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেত,
চৎ ন বাচ্যম্ ; কুতঃ, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ, পূর্বসূত্রে কার্য-কারণয়োঃ সালক্ষণ্যমাত্রস্ত
প্রতিষেধাৎ, নতু দ্রব্যেক্যস্তাপীতিভাবঃ ।

অর্থাৎ যদি বল, এরূপ হইলে কার্যমাত্রই অসৎ অর্থাৎ সত্যাহিত হইয়া পড়ে ।
তাহা বলিতে পার না, পূর্ব সূত্রে কেবল কার্য ও কারণের সাক্ষ্যমাত্রেরই নিষেধ করা
হইয়াছে, কিন্তু, কার্য ও কারণ যে, এক দ্রব্য নহে, এ কথাও বলা হয় নাই ॥৭॥]

বিলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের অল্পরূপ নহে, অতএব, ব্রহ্ম এই জগতের উপাদান হইতে পারেন
না ; এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ, বিসদৃশ পদার্থের মধ্যেও কার্য-কারণভাব
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । মধু প্রভৃতি হইতেও তদ্বিলক্ষণ কুমি (কাঁট) প্রভৃতি প্রাণী উৎপন্ন
হইতে দেখা যায় । [এ দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না, কারণ,] সে স্থলেও অচেতন-ভাগেই কার্য-
কারণভাব, (চেতন ভাগে নহে), এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ইয়া, বলা হইয়াছে সত্য,
কিন্তু কেবল তাহাতেই তোমার অভিপ্রেত কার্য-কারণ-গত সাক্ষ্য সিদ্ধ হইতেছে না ।

আর, যে কোনরূপে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক হইলে সকল পদার্থেই যখন কোন
না কোনরূপে সাদৃশ্য বিজ্ঞমান আছে, তখন সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে
পারে ? এই অনিয়মের ভয়েই তোমাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, বাহা এক বস্তু
হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য সাধন করে, স্ব স্ব কার্যে তাদৃশ ধর্মের অনুবৃত্তিই ‘সালক্ষণ্য,’
(যে কোন ধর্মের অনুবৃত্তি নহে) * কিন্তু, মধু হইতে যে, কুমি প্রভৃতি সমুৎপন্ন হয়, সে
স্থলে ত পূর্বেকৃত নিয়ম দৃষ্ট হয় না ; অতএব, বিসদৃশ ব্রহ্ম হইতেও এ জগতের
উৎপত্তিতে কোন বাধা হইতে পারে না । আর, মৃত্তিকা-নির্মিত ঘটে এবং স্রবণ-রচিত
কুটাদি কার্যে মৃত্তিকা ও স্রবণের যেরূপ অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয় (কিন্তু) মধু-সমুৎপন্ন
মিতে ও গোময়-সমুৎপন্ন বৃশ্চিকে অপর বস্তু হইতে পার্থক্য-সাধক তাদৃশ কোন ধর্মেরই ত
অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ॥৬॥

যদি কার্যভূতাং জগতঃ কারণভূতাং ব্রহ্ম বিলক্ষণম্, তর্হি কার্য-
কারণয়োর্দ্রব্যান্তরত্বেন কারণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি কার্যং জগৎ ন বিত্ততে,
ইত্যসত এব জগত উৎপত্তিঃ প্রসজ্যতে, ইতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; কার্য-
কারণয়োঃ সালক্ষণ্যনিয়ম-প্রতিষেধমাত্রমেব হি-পূর্বসূত্রেহতিহিতম্, (*)
ন তু কারণং কার্যস্তু দ্রব্যান্তরত্বম্, কারণভূতাং ব্রহ্মৈব স্বস্মাদ্বিলক্ষণ-
জগদাকারেণ পরিণমত ইত্যেতৎ তু ন পরিত্যক্তম্ । কৃমি-মাক্ষিকয়োরপি
হি সতি চ বৈলক্ষণ্যে কুণ্ডল-হিরণ্যয়োরিব দ্রব্যৈক্যমন্ত্যেব ॥৭॥

তত্র চোদয়তি—

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ,—অপীতৌ (জগতের বিলয়ে), তদ্বৎ (সেইরূপ), প্রসঙ্গাৎ (সম্ভাবন
বশতঃ), অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য-রহিত) হয় ।]

অপীতাভিত্যপীতিপূর্বকসৃষ্টাদিপ্রদর্শনার্থম্, “সদেব সোম্যেদমগ্র-

[সরলার্থঃ,—জগতো ব্রহ্মকারণকয়েন একদ্রব্যাত্মকত্বাৎ অপীতৌ (প্রলয়ে) তদ্বৎ প্রসঙ্গা
ব্রহ্মণোহপি জগত ইব বিকারিহাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ হেতোঃ বেদান্তবাক্যাৎ অসমঞ্জসং বিরহ
মিত্যর্থঃ ।

অর্থঃ ব্রহ্মই জগতের কারণ হইলে ব্রহ্ম ও জগৎ একই বস্তু হইবে, সুতরাং জগৎ
যখন ব্রহ্মে বিলীন হয়, তখন ব্রহ্ম ও জগতের বিকারাদি-দোষে দূষিত হইতে পারেন ॥৮॥]

ভাল, যদি কার্য স্বরূপ জগৎ অপেক্ষা তৎকারণ ব্রহ্ম বিলক্ষণই হন, তাহা হইবে
[ফলে ফলে] কার্য ও কারণ, দুইটা পৃথক্ দ্রব্য হইয়া পড়ে ; সুতরাং পর-ব্রহ্মে এ
কার্য-জগতের সত্তা নাই [স্বীকার করিতে হইবে] । অতএব, অসৎ জগতেরই উৎপত্তি
সম্ভাবিত হইয়া পড়িল ? (†) এরূপ যদি বল ; [তদ্বত্তরে আমরা বলিতেছি,] না,—এইপ্রকার
অসদুৎপত্তি দোষ হয় না ; কারণ, পূর্বসূত্রে বাহ্য কথিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল কার্য
কারণের সালক্ষণ্য-নিয়মেরই মাত্র নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য ও কারণের দ্রব্যাত্মক
প্রতিপাদিত হয় নাই, এবং কারণ ব্রহ্মই যে, নিজের অসমানস্বভাব জগৎরূপে পরিণ
হইয়াছেন, এ অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই । আর যদিও (পূর্বোদাহৃত) কৃমি ও মধু
স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, সত্য ; [তথাপি] কুণ্ডল ও স্ববর্ণের ন্যায় সেখানেও দ্রব্য
এক্য অর্থাৎ উভয়েতেই দ্রব্যস্বরূপ সাদৃশ্য ত বিত্তমানই আছে ॥৭॥

[পূর্বপক্ষবাদী এ কথার উপর দোষাশঙ্কা করিতেছেন যে, সূত্রে প্রথমেই প্রলয়ার্থ

(*) পূর্বসূত্রেহতিহিতম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য,—কার্য ও কারণ একই দ্রব্য, সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে কার্যের পৃথক্ ভাবে নাম ও
না থাকিলেও কারণভাবে তাহার সত্তা থাকে, এইজন্ত ইহাদের মতে সতেরই উৎপত্তি সম্ভবপর হয়,
অসতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না । এখন যদি কার্য ও কারণকে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করা হয়,
হইলে আর উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্য-সত্তা সম্ভব হয় না । সেই অবস্থায় ঘটাদি কার্য যখন বা
অভিব্যক্ত নাই, অথচ কারণও যদি না থাকে, এবং অজ্ঞাতও যখন থাকার সম্ভাবনা নাই, তখন কাজেই
গুলিকে ‘অসৎ’ বলিতেই হইবে । অথচ ‘অসৎ’ পদার্থের উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব, এই কারণেই এ
উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছে ।

আসীৎ” । “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” [ঐতঃ ১।১] ইত্যাদিষু অপ্যাবস্থোপদেশ-পূর্বকব্রহ্মদর্শনাং সৃষ্ট্যাংদেঃ । যদি কার্য্য-কারণয়ো-
দ্রব্যৈক্যমভ্যুপেতম্, তদা কার্য্যস্ত জগতো ব্রহ্মণি অপ্যসৃষ্ট্যাদিষু সংস্র
ব্রহ্মণ এব তদবস্থাস্বয়ঃ, ইতি কার্য্যগতাঃ সর্ব্ব এবাপুরুষার্থ্য ব্রহ্মণি
প্রসজ্যেরন্ সুবর্ণইব কুণ্ডলগতা বিশেষাঃ । ততশ্চ বেদান্তবাক্যং
সর্ব্বমসমঞ্জসং স্যাৎ,—“যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ” [মুণ্ডঃ ১।১।৬] । “অপহত-
পাপ্য বিজরো বিমৃত্যুঃ” [ছান্দোঃ ৮।১।৫] । “ন তস্ম্য কার্য্যং করণঞ্চ
বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাত্ত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে” [শ্বেতাঃ, ৬।৮] । “তয়োরন্যঃ
পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি” [শ্বেতাঃ, ৪।৬] । “অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে (*) ভোক্তৃ-
ভাবাৎ” [শ্বেতাঃ, ১।৮] । “অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ” [শ্বেতাঃ, ৪।৭],
ইত্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি এযাং পরস্পরং বিরুদ্ধানাং প্রসক্তেঃ ।

অথোচ্যেত, চিদচিদবস্তুরীকস্য পরম্যৈব ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণভাবাৎ
শরীরভূত-চিদচিদবস্তুরীক্য দোষাণাং ন শরীরিণি ব্রহ্মণি কার্য্যাবস্থে

অপীতি'-পদটী প্রথম-পূর্বক জগৎ-সৃষ্টি জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । কারণ, 'অগ্রে এই
জগৎ সংস্করণেই ছিল' । 'এই (জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে—প্রলয় কালে) একমাত্র আত্ম-
রূপেই ছিল', ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টি প্রভৃতির পূর্বেই প্রলয়বহার উপদেশ করা হইয়াছে ।
দি কার্য্য ও কারণের এক-দ্রব্যই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসত্ত্ব
এই জগতের যখন ব্রহ্মেতেই সৃষ্টি-স্থিতি বিলয় হয়, তখন নিশ্চয়ই জাগতিক অবস্থার
পরেও ব্রহ্মের সমস্ত সংঘটিত হয়, সুতরাং কুণ্ডল-(কর্ণালঙ্কার) গত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি
যেমন সুবর্ণে মিলিত হয়, তেমনি কার্য্য-রূপে যে সকল অপুরুষার্থ (পুরুষের অরূপযোগী)
ধর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মেও প্রসক্ত (সংক্রামিত) হইতে পারে । তাহা হইলে
বেদান্তের সমস্ত কথাই অসমঞ্জস (অসংলগ্ন) হইয়া পড়ে । কারণ, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও
সর্ব্বাবৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত জানেন' । 'যিনি পাপ-বিনমূর্ত্ত, এবং
জ্ঞা ও মূর্ত্ত্যুরহিত' । 'তাহার কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়) নাই, এবং তাহার সমান
বা অধিক [কিছু] দৃষ্ট হয় না' । 'তাহাদের উল্লয়ের মধ্যে একটি (জীব) ব্রাহ্ম পিপ্পল
(কর্ম্মফল) ভোগ করে' । 'ঐধর্ম্মহীন আত্মা ভোক্তৃ নিবন্ধন বদ্ধ হয়' । 'ঐধর্ম্মের অভাবে
মুক্ত হইয়া শোক বা দুঃখ ভোগ করে' । একই বস্তুতে এই সকল বাক্য পরস্পর
বিরুদ্ধার্থ-বোধক হইয়া পড়ে ।

যদি বল, চিৎ-জড়ময় বস্তুসমূহ পর ব্রহ্মেরই শরীর, এবং সেই শরীর লইয়াই তাহার
কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ । যে হেতু সমুদয় দোষই সেই চিৎ-জড়াত্মক বস্তু-নিষ্ঠ ;

(*) উপনিষৎ হু “বধ্যতে” ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে ।

কারণবশে চ এসঙ্গ ইতি । তদযুক্তম্, জগদব্রহ্মণোঃ শরীর-শরীর-
ভাবসৌবাসন্তবাৎ, সম্ভবে চ ব্রহ্মণি শরীর-সম্বন্ধ-নিবন্ধন-দোষণাম্
অনিবার্যত্বাৎ ।

ন হি চিদচিদ্বস্তনোঃ ব্রহ্মণঃ শরীরত্বং সম্ভবতি । শরীরং হি নাম কৰ্ম-
ফলরূপ-সুখ-দুঃখোপভোগ-সাধনভূতেন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণঃ
পৃথিব্যাদি-ভূতসম্ভাতবিশেষঃ, তথাবিধৈস্যেব লোক-বেদয়োঃ শরীরত্ব-
প্রসিদ্ধেঃ । পরমাত্মনশ্চ “অপহতপাপু, বিজরঃ” । “অনশ্লম্মন্যোঃ
ভিটাকশীতি ।” “অপাণিপাদো জবনো ঐহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স
শৃণোত্যকর্ণঃ” “অপ্রাণো হ্রমনাঃ,” ইত্যাদিভিঃ কৰ্ম-তৎফলভোগয়ো-
রভাবাদিন্দ্রিয়াধীন ভোগত্বা-ভাবাৎ প্রাণবদ্ধাভাবাচ্চ ন তৎ প্রতি চেতনা-
চেতনয়োঃ শরীরত্বম্ ।

ন চাচেতন-ব্যাপ্তিরূপ-তৃণকাষ্ঠাদীনাং সমষ্টিরূপস্য ভূত-সূক্ষ্মস্য
চেন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বাদি সম্ভবতি, ভূতসূক্ষ্মস্য পৃথিব্যাদিসম্ভাতত্বং চ ন বিদ্যতে ।

অতএব, সেই শরীরী ব্রহ্ম কার্যাবস্থায়ই থাকুন, আর কারণাবস্থায়ই থাকুন; শরীরত্ব
দোষ রাশি কখনই তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারে না । না—এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে;
কারণ, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে শরীরত্ব ও শরীরিষ সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম শরীরী
এবং জগৎ তাঁহার শরীর, এই ভাব সম্ভবপর হয় না । আর যদি বা সম্ভব হয়, তবে শরীর
সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মেও দোষ-সম্বন্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে ।

চিৎ ও অচিৎ (জড়) বস্তু নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-শরীর হইতে পারে না । কারণ, শরীরী
কি ? না,—কৰ্ম-ফল—সুখ-দুঃখাদির উপভোগ-সাধনীভূত ইঞ্জিয়ার আশ্রয়, এবং পঞ্চবৃত্তি
(প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই) প্রাণের অধীন বাহার অবস্থান, পৃথিব্যাदि
ভূতের দ্বৈদশ একরূপ সম্ভাত বা সম্মিলন । কারণ, লোকব্যবহারে এবং বেদে ঐক্য
ভূত-সমষ্টিরই শরীরত্ব প্রসিদ্ধ আছে । বিশেষতঃ, ‘পাপরহিত ও জরা-বর্জিত অস্ত
(পরমাত্মা) ভোগ করেন না—দেখেন মাত্র’ । ‘তিনি হস্ত-গদরহিত, অথচ দ্রুতগামী ও
ঐহীতা (হস্ত দ্বারা বাহা করা যায়, তাহা করেন) । চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন, কণ্ঠ নাই
কিন্তু শ্রবণ করেন ।’ ‘প্রাণ এবং মনহীন’ ইত্যাদি শ্রুতি অমুসারে জানা যায় যে, পর
মাত্মার পক্ষে কৰ্ম ও কৰ্মফলের ভোগ নাই, ইঞ্জিয়-সাধ্য ভোগেরও সম্ভব নাই এবং
প্রাণও নাই । এই সকল কারণে চেতন ও অচেতন বস্তু তাঁহার শরীর হইতে পারে না ।

তা’ ছাড়া ব্যাপ্তিরূপ অচেতন তৃণ কাষ্ঠাদির (*) সমষ্টিভূত হৃদয়ভূত-সমুদয়ের ইঞ্জিয়া

(*) ত্রুৎপর্থা,—একটি দলবদ্ধ সমস্ত বস্তুকে ‘সমষ্টি’ বলে, আর তাহারই অন্তর্গত এক একটা বা কয়েক
টিকে ‘ব্যক্তি’ বলা হয় । উদাহরণ,—একটি বন হইয়া বৃক্ষের সমষ্টি, আর সেই বনেরই এক-একটি বৃক্ষ হইয়া
ব্যক্তি । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ব্রহ্মের শরীর আছে কিনা ? যদি থাকে, তবে তাহা কি প্রকার ?—

চেতনস্য তু জ্ঞানৈকাকারস্য সর্বমেতৎ ন সম্ভবতীতি নিতরাং (*) শরীরত্ব-
সম্ভবঃ । ন চ ভোগায়তনত্বং শরীরত্বমিতি শরীরত্বসম্ভবঃ, ভোগায়তনেষু
বেশাদিষু শরীরত্বাপ্রসিক্তেঃ ।

যত্র বর্তমানস্যৈব সূখ-দুঃখোপভোগঃ, তদেব ভোগায়তনমিতি চেৎ;
ন, পরকায়প্রবেশ-জন্ম-সূখদুঃখোপভোগায়তনস্য পরকায়স্য প্রসিক্ত-

শ্রুতাদি ধর্ম ও সম্ভবপর হয় না, এবং পৃথিব্যাদি ভূতনিচয় হৃদয়ভূত-সমষ্টির সংঘাত বা
শরীরাকারে পরিণতি নহে; একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ চেতনের তু এ সকল একেবারেই অসম্ভব;
সুতরাং শরীরত্বও সম্ভবপর নহে। আর, ভোগায়তন বা ভোগের আশ্রয়কে শরীর বলিলেও
এ সকলের শরীরত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ, গৃহাদি বস্তুগুলি ভোগায়তন হইলেও তাহা শরীর
বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে।

যদি বল, বাহ্যতে বর্তমান থাকায় আত্মার ভোগলাভ হয়, তাহাই শরীর। না—তাহাও
বলিতে পার না, কারণ, পরকায়ে প্রবেশ-জনিত সূখ-দুঃখাদি ভোগের আয়তন—পরকায়ের
প্রতিষ্ট ব্যক্তির শরীরত্ব প্রসিদ্ধ নাই; অর্থাৎ প্রতিষ্ট ব্যক্তি পরকায়ে থাকিয়া সূখ-
দুঃখাদি ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার মমত্ব বোধ হয় না। (+) বিশেষতঃ, ঈশ্বর যখন

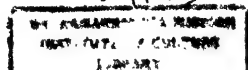
অচেতন কুণ্ডলাদির ব্যক্তিই তাহার শরীর? না সমষ্টি হৃদয়ভূতগণ? বস্তুতঃ এই ব্যক্তি বা সমষ্টি, কেহই
ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে না। কাবণ, বাহ্যতে চেষ্টা (ক্রিয়া) আছে, অথবা বাহ্যতে ইন্দ্রিয়নিচয়
আশ্রয় আছে; তাহার নাম শরীর। হৃদয়ভূত বা তৎসম্ভূত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতনিচয় যে, ঈদৃশ শরীর,
তাহা কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের অতিরিক্ত যখন চেতনের স্বরূপই নাই, এবং জ্ঞানেরও
যখন সজ্ঞাত বা সমষ্টিরূপ শরীরভাব সম্ভব হয় না, তখন চেতন বা অচেতন কেহই ভগবানের শরীর নহে।
থাব বাহ্য দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয়, তাহাকেই যদি শরীর বলা যায়, তাহা হইলে ঘর বাড়ী প্রভৃতি ভোগ-সাধন
গুলিও শরীর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? সুতরাং কোন মতেই তাহার শরীরমত্তা নিশ্চয় হয় না।

(*) ন তরাং, ইতি (খ) পাঠঃ ।

(t) ১৭পর্ধ্য,—পরকায় প্রবেশের কথা যোগ শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—“আত্মনো বৈ শরীরানি বহুনি
পর্যবৃত্তানি। যোগী তুর্ধ্যাং বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সটর্গমহীং চরেৎ । ভুঞ্জতে বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ, কৈশ্চিদুগ্রং
তপশ্চরেৎ । সংহরেৎ চ পুনস্তানি সূক্ষ্মা বশ্মিগণানিবা ।” অর্থাৎ যোগবল প্রাপ্ত যোগী যখন বৃত্তিতে পারেন
য, আমার প্রারম্ভ কর্তব্য-বাশি এখনও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, ভোগ করিতে অনেক দিন লাগিবে;
সংযত, প্রারম্ভ-ভোগ শেষ না হইলেও মুক্তি হইবে না। তখন তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বহু শরীর নির্মাণ করিয়া
সে সকলের দ্বারা স্বল্পকালের মধ্যেই স্বীয় কর্তব্য ভোগ ও পূরণ সমাপন করেন এবং আবশ্যক হইলে
পর-শরীরে প্রতিষ্ট হইয়াও কর্তব্য সাধন করিয়া লন। এ সম্বন্ধে একটি বিচিত্র আখ্যায়িকা আছে,—

জানন্তর শঙ্করাচার্য যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মহামতি মদন মিশ্রের সহিত বিচার করেন, তখন
মদন মিশ্র পরাজিত হইলে দাক্ষাৎ সরস্বতীরূপা তাহার পত্নী শঙ্করাচার্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং
দামণ্ড্য সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিয়া শঙ্করাচার্যকে নিরস্তুর করেন। অবশেষে শঙ্করাচার্য নিরপার
হইয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্ত কিছু দিনের জন্য সময় লইয়া প্রস্থান করেন, এবং উপযুক্ত অবসরের
পক্ষেপত্র থাকেন। সেই সময় তদ্রেশীয় অমর নামক এক রাজার মৃত্যু হয়, তখন তিনি সেই অমর মৃত দেহে
প্রতিষ্ট হইলেন; অমর ব্যাধি উঠিয়াছে, মনে করিয়া সকলে তাহাকে স্বপুহে লইয়া গেল। শঙ্করাচার্য সেই
মরুদেহে থাকিয়া নিজে জাতব্য বিষয় সমূহ উত্তররূপে অবগত হইলেন, এবং সেই দেহত্যাগ করিয়া পুনশ্চ
দেহে প্রতিষ্ট হইয়া মদন-পত্নীর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়া তাহাকেও পরাজিত করিলেন।

164163



‘ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। “স্মৃত্বা-
পলন্তে সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষ” ইতি ধ্রুবায়ঃ স্মৃতেঃপর্বগোপায়ত্ব-
শ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারী; “ভিষ্মতে হৃদয়-গ্রহিচ্ছিন্দ্যন্তে
সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে”, [মুণ্ড০,

ব্রহ্ম), উভয়ই আমি বলিলাম।’ এস্থলে [উপসংহার—] ‘হে ভগবন্! আপনি যে দেবতার
উপাসনা করেন, আমাকে তাহার উপদেশ দিন।’ (*)

[ধ্যান কি?] তৈল-ধারার স্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্তমান স্মৃতি-প্রবাহময় ‘ধ্রুবা স্মৃতি’র
নাম ‘ধ্যান’। (†) কারণ, ‘স্মৃতি-লাভ হইলে সমস্ত গ্রহি অর্থাৎ হৃদয়-গত কাম-রাগাদি-
দোষ নিচয় বিশেষভাবে বিনষ্ট হয়।’ এস্থলে ‘ধ্রুবা স্মৃতি’ই অপবর্ণের উপায়রূপে দ্রুত
হইয়াছে। যেহেতু; ‘সেই পরাবর অর্থাৎ সর্বোত্তম পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে [সাধকের]
হৃদয়-গ্রহি বিনষ্ট হয়, সংশয়-রাশি ছিন্ন হয়, এবং সমস্ত কৰ্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।’ (‡) এই

(*) মন্তব্য,—উপাসনার বিষয়ই প্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে মূলে তিনটি শ্রুতির অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।
‘ভ্রমধ্যে, প্রথমাংশের উপক্রমে আছে, ‘উপাসীত’ শব্দ; উপসংহারে আছে, “বেদ” শব্দ। দ্বিতীয়ের উপক্রমে আছে
‘বেদ’ শব্দ, এবং উপসংহারে আছে, ‘উপাসীত’ শব্দ। তৃতীয়ের উপক্রমে আছে, দুইবার ‘বেদ’ শব্দ, এবং
উপসংহারে আছে, উপাসনার্থক ‘উপাস্তে’ শব্দ। এবিধে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, উপক্রমে যে বিষয়ের
নির্দেশ থাকে, উপসংহারে তাহারই প্রতিনির্দেশ করিতে হয়। ইহার অজ্ঞতা করা অত্যন্ত দোষাবহ। উক্ত
নিয়মামুসারে ‘অষ্টই জানা যায় যে, উপাসনার্থক ‘উপাসীত’ ও ‘উপাস্তে’ শব্দ, এবং জ্ঞানার্থক ‘বেদ’-শব্দের অর্থ
এখানে এক—উপাসনা। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, উপনিষদের অজ্ঞাত হইলেও যে, জ্ঞানার্থক
‘বিদ,জ্ঞা’ প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সে সকলেরও প্রকৃত অর্থ উপাসনা—জ্ঞান নহে ॥

(†) ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল-যোগসূত্রে এইরূপে লিখিত আছে, “তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্।” (৩২১)
অর্থাৎ, কোন একটা মাত্র বিষয় অবলম্বনে যে, প্রত্যয়েব একতানতা বা একাগ্রতা, অর্থাৎ অজ্ঞ কোন প্রকার
জ্ঞান থাকিবে না; এরূপভাবে যে, কোন একটা বিষয়ে অনবরত চিন্তা, তাহার নাম ‘ধ্যান’। অজ্ঞ-জ্ঞানের
দ্বারা ব্যবধান না হয়, এই অভিপ্রায় হৃদনার নিমিত্ত ভাষ্যে, ‘তৈলধারা’ দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ধ্যান ও তাহার
উপায়-নির্দেশ প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে উক্ত আছে যে, “তদ্রূপ-প্রত্যয়েকাত্মসমুত্ততিশ্চানুনিপ্পৃহা। তদ ধ্যানং প্রথমৈ-
রনৈঃ যড়ভিন্দিপদ্যতে নৃপ” ইতি। এখানেও অন্যাম্পূহাৱহিত অর্থাৎ অন্য জ্ঞান সম্পর্কশূন্য একাকার
জ্ঞানপ্রবাহকেই ধ্যান বলিয়াছেন, এবং যোগোক্ত ধম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, এই ছয়টি
সাধনকে ধ্যান-লাভের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(‡) উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে উক্ত (১) পরাবর, (২) হৃদয়-গ্রহি, (৩) সর্বসংশয়, (৪) সমস্ত কৰ্ম্ম (কৰ্ম্মাণি)
এই শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্য এইরূপ,—(১) ‘পরাবর’—পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে—নিকৃষ্টা যন্মাৎ; অর্থাৎ আমাদের
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা প্রভৃতিও যাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা হীন, সেই পুরুষোত্তম ‘পরাবর’ শব্দের অর্থ।
(২) ‘হৃদয় গ্রহি’—হৃদয়গত কাম রাগাদি ভাবগুলি জীবের সংসার-বন্ধের কারণ; এইজন্য ঐগুলিকে ‘হৃদয়-
গ্রহি’ বলা হয়। (৩) সংশয়;—আত্মা কি দেহেন্দ্রিয়ায়ক? অথবা, উদতিরিক্ত? পরন্তু সেই আত্মা নিত্য, কি
অ-নিত্য? ইত্যর আছে, ন? কি নাই? এবং থাকিলে তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি সম্পন্ন কিনা? ইত্যাদি প্রকার
সন্দেহ নিচয়। ঐতিহ্যে প্রযুক্ত “কৰ্ম্মাণি” (সমুদয় কৰ্ম্ম), এই বহু বচনের তাৎপর্য এইরূপ, জীবের কৰ্ম্ম

২।২।৮] ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ। এবং চ সতি “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যনেন নিদিধ্যাসনশ্চ দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনা-প্রকর্ষাদ্ দর্শনরূপতা ॥ ২০ ॥

বাক্যকারেণৈতৎ সর্বং প্রপঞ্চিতম্,—“বেদনমুপাসনং স্মৃতাং তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি সর্বাসুপনিষৎসু মোক্ষ-সাধনতয়া বিহিতং বেদনমুপাসনম্ ইত্যুক্তম্। “সকৃৎপ্রত্যয়ং কুর্যাৎ, শব্দার্থশ্চ কৃতত্বাৎ প্রযাজাদি-বদ্বিতি” পূর্বপক্ষং কৃত্বা “সিদ্ধং তুপাসনশব্দাদিতি (*) বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনম্ ইতি নির্ণীতম্। “উপাসনং স্মাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ দর্শনাৎ (১)

বাক্যের সহিত পূর্বোক্ত [হৃদয়গ্রহিণাশ-বোধক] বাক্যের অর্থ বা প্রয়োজনও একইরূপ দৃষ্ট হয়। অতএব, পূর্বোক্ত ‘ধ্রুবা স্মৃতি’ দর্শন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই সমান বা অনুরূপ [বুঝিতে হইবে]। এতদ্ব্যসারে, ‘আত্মাকে দর্শন করিবে’, এই শ্রুতিতে ‘নিদিধ্যাসন’-শব্দেও দর্শন বা সাক্ষাৎকার অর্থই বিহিত হইয়াছে, [বলিতে হইবে]। ভাবনা বা চিন্তার প্রকর্ষ হইলে স্মরণাত্মক জ্ঞানও প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপে পরিণত হয়।

(২১)। বাক্যকার [একজন গ্রন্থকার] এ বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—‘বেদন’-শব্দে উপাসনা [বুঝিতে] হইবে, কারণ, উপাসনা বিষয়ে ‘বেদন’ শব্দ শ্রুত হইয়াছে। মোক্ষের সাধন বা উপায়রূপে বিহিত ‘বেদন’ শব্দের অর্থ যে উপাসনা, ইহা সমস্ত উপনিষদেও উক্ত আছে,—‘প্রযাজাদি যাগের ত্রায় জ্ঞানাত্মশীলনও একবার করিবে, [তাঁহা স্মারাইত] শব্দ অর্থাৎ উক্ত বিধিবাক্যের অর্থ বা আদেশ প্রতিপালিত হয়? (+) এইরূপ পূর্বপক্ষ

ত্রিবিধ, (১) প্রারম্ভ, (২) সঞ্চিত, (৩) আগামী বা-ক্রিয়মাণ। তদ্ব্যতী, যাহার ফলে বর্তমান দেহ আরম্ভ হইয়াছে, এই দেহে যাহার ফল উপভুক্ত হইতেছে, এবং যাহার ফল সম্পূর্ণরূপে ভুক্ত না হইলে এই দেহের পতন হবে না, তাহার নাম (১) ‘প্রারম্ভ কর্ত্ত্ব’। পূর্বপূর্ব জন্মে যে সকল কর্ত্ত্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষার আছে। সেই সকল কর্ত্ত্ব (২) ‘সঞ্চিত’। আর এই দেহে নূতন নূতন যে সকল কর্ত্ত্ব করা হয়, সে সকল কর্ত্ত্ব ‘ক্রিয়মাণ’ বা ‘আগামী’! তদ্ব্যতী, ব্রহ্মদর্শন লাভের পর ‘সঞ্চিত’ কর্ত্ত্বরূপি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ত্ত্ব সকল জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না; এবং প্রারম্ভ কর্ত্ত্ব গুলি ভোগ শেষে ক্ষয় হয়।

(*) সিদ্ধং স্থিতি। সিদ্ধং তু—সিদ্ধান্তস্ত ইত্যর্থঃ। বদ্বা, বেদনমুপাসনং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। ‘উপাসনশব্দাৎ’ ইত্যন্তার্থসাহ—‘বেদনমসকৃদাবৃত্তং’মিতি। ‘দর্শনাৎ’—লোকে দর্শনাৎ। নির্বচনাৎ—শ্রুত্যাধিবাক্যাদিত্যর্থঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা। (১) ধ্রুবানুস্মৃতিদর্শনাদিতি (ক) পাঠঃ।

(+) অভিপ্রায় এই যে,—প্রযাজাদি নামক কতগুলি যাগ আছে, সে গুলি হ্রুদ্র যাগের অন্তরূপে বিহিত হইয়াছে। সেই প্রধান যাগটা করিবার সময় প্রযাজাদি যাগের একবার ত্রায় অনুষ্ঠান করিতে হয়। “সকৃৎকৃত্তে কৃত্ত: শাস্ত্রার্থঃ”, অর্থাৎ বিধিবিহিত কর্ত্ত্ব একবার অনুষ্ঠিত হইলেই বিধিশাস্ত্রের অভিপ্রায় সঞ্চিত হয়, বারংবার করা আবশ্যক হয় না। এই নিয়মানুগারে বিহিত কর্ত্ত্ব একবার ত্রিঃ দুইবার করিতে নাই।

নির্ব্বচনাচ্ছে'তি তস্মৈব বেদনশ্রোপাসনরূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানু-
স্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্ ॥ ২১ ॥

সেয়ং স্মৃতির্দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ ।
এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি,—“নায়মাত্মা

(দৃশ্যীয় পক্ষ উত্থাপন) করিয়া [সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'বেদন' যে মোক্ষসাধন, ইহা] উপাসনা শব্দ হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ অমুষ্টিত বেদনকেই মোক্ষসাধন বলিয়া নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; [অতএব বেদন ও উপাসনা পৃথক্ নহে—এক] । 'লোকপ্রসিদ্ধি এবং শ্রুতিবাক্য হইতেও [জানা যায় যে,] উপাসনা ও ধ্রুবানুস্মৃতি এক । এইরূপে বারংবার অমুষ্টিত সেই উপাসনাত্মক 'বেদনকে'ই 'ধ্রুবানুস্মৃতি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । (‡) ।

(২২) । সেই এই (ধ্রুবা) স্মৃতিটিকে দর্শনরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; দর্শন-
রূপতা অর্থ প্রত্যক্ষত্ব-প্রাপ্তি, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার । এই প্রকারে, অপবর্গের সাধনভূতা এবং

“আত্মা বা অরে ত্রৈলোক্যঃ,” এ স্থলেও সেই কথা,—শাস্ত্র বলিলেন যে 'আত্মাকে জানিবে' কিন্তু কত বার, তাহা বলেন নাই, সুতরাং আত্ম-বিষয়ে একবার মাত্র বিচার করিলেই যখন শাস্ত্রের আদেশ পরিপালিত হয়, তখন পুনঃপুনঃ আর তাহার অনুশীলন করিবার প্রয়োজন নাই ।

(‡) ভাষ্যকার প্রথমতঃ, “আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ,” এই সূত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন উপনিষদে যে, 'বেদন বা জ্ঞান' প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহার অর্থ উপাসনা । উপাসনা অর্থ ধ্রুবানুস্মৃতি, অর্থাৎ একই বিষয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে (মধ্যে অন্ত কোন জ্ঞান না হয়, একরূপভাবে) ও স্থিররূপে উৎপন্ন চিন্তের বৃত্তিধারা—স্মরণাত্মক জ্ঞানপ্রবাহ । এই ধ্রুবানুস্মৃতিই অপবর্গের মূখ্য উপায়—জ্ঞান নহে । ভাষ্যকার এই নিম্ন-সিদ্ধান্তের অনুকূলে বাক্যকারের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন । প্রথমতঃ, বাক্যকার বলিয়াছেন যে, 'বেদন' অর্থ—উপাসনা, উপনিষদেও মোক্ষের উপায় বলিয়া যে 'বেদন' কথার উল্লেখ আছে, তাহারও অর্থ উপাসনা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না । আর যদি শব্দের মতানুসারে জ্ঞানই মোক্ষের কারণ হয়, তবে, আত্ম-বিষয়ে একবার জ্ঞান লাভ করিলেই ত 'ত্রৈলোক্যঃ' এই বিধির আত্মা পালন করা হয়, পুনঃপুনঃ জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন কি ? এইরূপে পূর্ব্ব-পক্ষ বা আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, না,—জ্ঞান কারণ নহে—উপাসনাই মোক্ষের প্রসিদ্ধ কারণ, এস্থলে বেদনও উপাসনারই নামান্তর মাত্র ; ইহা যেমন লোকপ্রসিদ্ধি হইতে জানা যায়, তেমনি শ্রোত নির্ব্বচন (যোগার্থ) হইতেও বুঝা যায় । প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করিলে দেখা যায় যে, উপপূর্ব্বক 'আস্' ধাতু ও 'যোগ' শব্দ একই অর্থের অভিব্যঞ্জক । যোগ যে মোক্ষের সাধন, ইহাতে সংশয় নাই, সুতরাং উপাসনাকেও মোক্ষসাধন বলিতে বাধা নাই । অতএব, উপনিষদের মধ্যেও যে যে স্থানে মোক্ষসাধন বলিয়া 'বেদন' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে সেই সকল শব্দের 'উপাসনা' অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে । বলা বাহুল্য যে, শাক্ত মতে, মোক্ষের উপায়-নিরূপণস্থলে সমস্ত উপনিষদেই বৈষ্ণব জ্ঞানের কারণতা স্থাপিত হইয়াছে ; রামানুজমতে তজ্জপ উপাসনারই কারণতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু এমতেও সমস্ত উপাসনাই মোক্ষের সাধন নহে, কেবল ধ্রুবানুস্মৃতিরূপ উপাসনাই মোক্ষ-সাধন বলিয়া হিরীকৃত হইয়াছে ।

প্রবচনে লভ্যঃ, ন মেধয়া, ন বহুনা জ্ঞাতেন ; যমেবৈষ বৃণুতে স তেন
লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্” ইতি, [কঠো ২।২৩। মুণ্ডো ৩।২। ৩]
অনেন কেবল-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তামুক্ত্য। “যমেবৈষ
আত্মা বৃণুতে, তেনৈব লভ্য” ইত্যুক্তম্ ॥ ২২ ॥

প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স এবাস্য
প্রিয়তমো ভবতি । যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব
ভগবান্ প্রিয়তম ইতি ভগবতৈবোক্তম্,—

“তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ইতি,

[গীতা, ১০।১০] ।

“প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।” ইতি চ ।

[গীতা, ৭।১৭] ।

অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্যমাণাত্যর্থ-প্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থ-
প্রিয়া যন্ত, স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে
পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৩ ॥

প্রত্যক্ষভাষাপন্থা স্মৃতিকে [শ্রুতি] বিশেষরূপে নির্দেশ করিতেছেন,—‘এই আত্মাকে [কেবল]
প্রবচন (মনন) দ্বারা লাভ করা যায় না, [কেবল] মেধা (নিদিধ্যাসন) দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া
যায় না, [এবং] বহুবিধ শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাও লাভ করা যায় না ; [পরন্তু] ইনি (আত্মা)
যাহাকে বরণ করেন, সে-ই তাহার (আত্মার) লভ্য হয়, এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয়
তনু (স্বরূপ) বরণ করেন, অর্থাৎ প্রকাশ করেন ।

এস্থলে, কেবল (উপাসনারহিত) শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনকে আত্ম-লাভের
অনুপায় (ঊপায় নহে) নির্দেশ করিয়া ‘এই আত্মাই যাহাকে বরণ করেন, তিনি স্বয়ংই
তাহার ভক্তের নিকট নিজরূপ প্রকাশ করেন’ ইহা উক্ত হইয়াছে ॥

(২৩) । [দেখা যায়] প্রিয়তম ব্যক্তিই বরণীয় হয় ; [স্মৃতরাং] ইনি (পরমাত্মা)
যাহার সর্বাধিক প্রিয়, তিনিই ইহার প্রিয়তম হ’ন । এই প্রিয়তম (ব্যক্তি)
যেভাবে আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, ভগবান্ স্বয়ংই তদনুরূপ যত্ন করেন ; ইহা ভগবান্ই
বলিয়াছেন,—“[যাহারা আমাতে] নিরন্তর ভাবে যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত-চিত্ত [থাকিয়া]
প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন ; আমি সেই সকল (সেবকগণকে) সেইরূপ বুদ্ধি প্রদান
করি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে ।’ এবং ‘আমি নিশ্চয়ই জানীর
অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেও আমার প্রিয় ।’ অতএব, অত্যন্ত প্রিয় (ভগবান্) এই

এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনপৰ্য্যায়ত্বা-
দ্ভক্তিশব্দস্য । অতএব শ্রুতি-স্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে, “তমেব বিদিত্বা-
তিমৃত্যুমেতি ।” [শ্বেতা• ৩।৮] । “তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি,”
[নৃসিংহ-পু• ১।৬] । “নান্যঃ পস্থা অয়নায় বিদ্যতে ।” [শ্বেতা• ৬।১৫] ।

“নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ।

ভক্ত্যা হুঁন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন !

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ !

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।” ইতি ।

[গীতা ১।৫৫-৫৮]

এবংরূপায়া ধ্রুবানুস্মৃতেঃ সাধনানি যজ্ঞাদীনি কৰ্ম্মাণি, “যজ্ঞাদি-
শ্রুতেরশ্ববদ্” [ব্রহ্ম-সূ•, ৩।৪।২৬] ইত্যভিধাস্যতে ॥ ২৪ ॥

যত্বেপি বিবিদিষন্তীতি যজ্ঞাদয়ো বিবিদিষোংপত্তৌ বিনিযুজ্যন্তে,
তথাপি তস্যৈব বেদনশ্চ ধ্যানরূপস্যাহরহরনুষ্ঠীয়মানস্যাভ্যাসাধেয়াতি-

স্মৃতিপথে উদিত হন বলিয়া সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষের অমুরূপ স্মৃতি নিজেও
যাহার প্রিয় [হয়] ; সে-ই পরমাত্মার বরণীয় হয়,—সে-ই পরমাত্মাকে লাভ করে, ইহাই
উক্ত হইল ॥

(২৪) । ভক্তিশব্দেও এবংবিধ ধ্রুবানুস্মৃতিই অভিহিত হইয়া থাকে ; কারণ, ভক্তি শব্দটা
উপাসনারই পর্য্যায় বা একার্ববোধক । এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে এই প্রকারই
অভিহিত হইয়া থাকে যে,—“তাহাকে (পরমাত্মাকে) জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করে ।’
‘তাহাকে এই প্রকারে [যে] জানে, [সে] ইহ লোকে অমৃত (মৃত্যুভয়রহিত) হয় ।’
‘গমনের (তাহাকে পাইবার) অন্য পথ বিদ্যমান নাই ।’ [এই পর্য্যন্ত শ্রুতি গেল, এখন
স্মৃতির কথা আরম্ভ হইল,] ‘[হে অর্জুন !] তুমি আমাকে বেক্রপে দর্শন করিলে, সমস্ত
বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান কিংবা যজ্ঞ দ্বারা আমাকে এবংবিধ রূপে দর্শন করিতে পারে না ।’

‘হে পরন্তপ ! অর্জুন ! এবংবিধ আমাকে একমাত্র অনন্তবিষয়া ভক্তি দ্বারা যথার্থরূপে
জানিতে, দেখিতে এবং (আমায়) প্রবেশ করিতে শক্ত হয় । ‘হে পার্থ ! কেবলমাত্র ভক্তি
দ্বারা সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায় ।’

উক্ত প্রকার ধ্রুবানুস্মৃতির যজ্ঞাদি-সাধন সমূহ ‘যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ’ এই হুঁত্রে কথিত হইবে ॥

(২৫) । যদিও “বিবিদিষন্তি”-শ্রুতিতে যজ্ঞাদি (কৰ্ম্মসমূহ) বিবিদিষা বা জিজ্ঞাসা-

শয়স্যাপ্রয়াণাদনুবর্তমানস্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ তদুৎপত্তয়ে সৰ্বাণ্যাত্মম-
কৰ্ম্মাণি যাবজ্জীবনমুষ্ঠেয়ানি । বক্ষ্যতি চ, ‘আপ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ।
[ব্রহ্মসূ. ৪।১।১২] “অমিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদর্শনাৎ” ।
[ব্রহ্মসূ. ৪।১।১৬] “সহকারিত্বেন চ” [৩।৪।৩৩] ইত্যাদিষু ॥ ২৫ ॥

বাক্যকারশ্চ ধ্রুবানুস্মৃতেবীবেকাদিত্য এব নিষ্পত্তিমাহ, “তল্লক্খি-
বীবেক-বিমোকাভ্যাস-ক্রিয়া-কল্যাণানবসাদানুদ্বর্ষেভ্যঃ, সম্ভবাৎ নির্ব-
চনাচ্চ ।” বিবেকাদীনাং স্বরূপঞ্চাহ, “জাত্যাশ্রয়-নিমিত্ত-ছুটাদমাৎ
কায়শুদ্ধিবীবেকঃ” ইতি । অত্র নির্বচনং,—“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ,
সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ” ইতি । বিমোকঃ—কামানভিষঙ্গ ইতি । “শান্ত
উপাসাত” ইতি নির্বচনম্ । আরম্ভগ-সংশীলনং—পুনঃ পুনরভ্যাস ইতি ।
নির্বচনঞ্চ স্মার্তমুদাহৃতং ভাষ্যকারেণ, “সদা তদ্ভাবভাবিতঃ” ইতি ॥ ২৬ ॥

উৎপাদন বিষয়ে বিনিযুক্ত (প্রযুক্ত) হউক, তথাপি, প্রতিদিন (নিরন্তর) অমুষ্টিয়মান,
অভ্যাস দ্বারা লক্ণোৎকর্ষ (সমুন্নত) এবং মরণকাল পর্য্যন্ত অমুগত সেই ধ্যানরূপ
বেদনই ব্রহ্মলাভের সাধন, এই কারণে তাহার (বেদনের) উৎপত্তির জন্য আশ্রম-বিহিত
সমস্ত কর্ম্মই যাবজ্জীবন অমুষ্ঠান করা আবশ্যক । পরে, ‘মরণকাল পর্য্যন্ত [উপাসনা
করিবে,] যেহেতু সে বিষয়েও [ঐতি] দৃষ্ট হয় ।’ ‘অমিহোত্রাদি কর্ম্ম সেই (বিজ্ঞোৎ-
পত্তি-) কার্গ্যের নিমিত্তই [অমুষ্ঠেয়], যেহেতু [ঐতিতে] ঐরূপ দৃষ্ট হয় ।’ ‘বিজ্ঞার
সহকারিরূপে [কর্ম্ম অমুষ্ঠেয়] ।’ ইত্যাদিস্থলে [স্বত্রকারও] এই বিষয় বলিবেন ॥

(২৬) । বাক্যকারও, বিবেকাদি নিমিত্ত হইতেই ধ্রুবানুস্মৃতির সমুৎপত্তির কথা
বলিয়াছেন,—‘বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অমুদ্বর্ষ (ন+উৎ+
দ্বর্ষ), এই সমস্ত কারণ হইতেই সেই ধ্রুবানুস্মৃতির লাভ হওয়া সম্ভবপর ও শাস্ত্রসিদ্ধ ।’

তিনি উক্ত বিবেকাদির স্বরূপও নির্দেশ করিয়াছেন,—জাতি, আশ্রয়, ও নিমিত্ত
দ্বারা দূষিত (*) আহারীয় দ্রব্য হইতে শরীরকে রক্ষা করা, অর্থাৎ ঐ প্রকার অন্ন ভোজন
না করার নাম ‘বিবেক ।’ ‘আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিতে ধ্রুবানুস্মৃতি,’ এই
শাস্ত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ । কোনরূপ কামনা বা কাম্য বিষয়ে আসক্তি না থাকার নাম
‘বিমোক ।’ ‘শান্তচিত্ত হইয়া উপাসনা করিবে,’ এই ঐতি এ বিষয়ে প্রমাণ । কোন

(*) ‘জাতিদুষ্ট’—কলঙ্গাদি । বিবাক্ত বাণধারা নিহত পশুপক্ষীর মাস ও শুদ্ধ মাসকে ‘কলঙ্গ’ বলে ।
প্রমাণ,—‘বিবাক্তেনৈব বাণেন হতো বৌ মৃগ-পক্ষিণৌ । তন্নোমাসং কলঙ্গঃ স্ত্রাৎ, শুদ্ধমাসমখাপি বা ।’
‘আশ্রয়দুষ্ট’—আশ্রয়ের দোষে দূষিত অন্নকে ‘আশ্রয়দুষ্ট’ বলে; যেমন পাপীর অন্ন । ‘নিমিত্তদুষ্ট’—কোন
বাগত্বক কারণে দূষিত অন্নকে ‘নিমিত্তদুষ্ট’ কহে; যেমন, কেশনখাদিমিশ্রিত অন্ন ।

পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়েতি । নির্বচনং—ক্রিয়াবানেষ
ব্রাহ্মবিদ্যাং বরিতঃ । [বৃহদা० ৪।৪।২৩] । “তমেতং বেদানুবচনে
ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি, যজ্ঞেন দানেন, তপসানাশকেন” (*) ইতি চ ।
[বৃহদা०, ৪।৪।২২] । সত্যার্জব-দয়া-দানাহিংসানভিধ্যাঃ কল্যাণানীতি ।
নির্বচনং—“সত্যেন লভ্যন্তেষামেবৈষ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ” ইত্যাদি ।
দেশ-কালবৈগুণ্যং শোক-বস্ত্রাণ্যনুশ্রুতেশ্চ তজ্জন্মং দৈন্যমভ্যাসরত্বং
মনসোহবসাদঃ, তদ্বিপৰ্য্যয়োহনবসাদ ইতি । নির্বচনং—“নায়মাত্মা
বলহীনেন লভ্যঃ” ইতি । তদ্বিপৰ্য্যয়জ্ঞা তুষ্টিরুদ্ধৰ্ষঃ, তদ্বিপৰ্য্যয়োহনুদ্ধৰ্ষ
ইতি । অতিসন্তোষশ্চ বিরোধীত্যর্থঃ । নির্বচনমপি—“শান্তো দান্ত”
ইতি ॥২৭॥ ১৬৫১৬২

এবং নিয়মযুক্তশ্রমবিহিত-কৰ্ম্মানুষ্ঠানেনৈব বিদ্যা-নিষ্পত্তিরিত্যুক্তং

শুভ বিষয় অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ চিত্তসমাবেশ শিক্ষার নাম ‘অভ্যাস’ । এ বিষয়ে
ভাষ্যকার নিজেই ‘সদা তাঁহার ভাবে নিমগ্ন,’ এই স্মৃতিশাস্ত্রোক্তঃ নির্বচন প্রদর্শন
করিয়াছেন ॥

(২৭) । ক্রিয়া কি ?—যথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান । নির্বচন—‘এই ক্রিয়াবান
[ব্যক্তি] ব্রাহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।’ ‘ব্রাহ্মগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞদান ও তপস্যা—অনাশক
(ভোগতৃষ্ণারাহিত্য) দ্বারা সেই এই [আত্মাকে] জানিতে ইচ্ছা করেন ।’ “কল্যাণ”—
সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা (সফল চিন্তা) । নির্বচন—‘এই বিরজঃ
(নির্দোষ বা ছুঃখরহিত) ব্রহ্মলোক (তাহারাই) সত্যনিষ্ঠা দ্বারা লাভ করেন’, ইত্যাদি । ‘অন-
বসাদ’—দেশকালাদির বৈপরীত্য নিবন্ধন, শোক-বস্ত্র অর্থাৎ শোকের কারণীভূত পুত্র-
মরণাদি বিষয়ের অরণ বশতঃ যে মনের দৈন্য—দৌৰ্বল্য এবং তজ্জন্ম যে অপ্রসন্নতা, তাহা
অবসাদ, তাহার বিপরীতভাবে—‘অনবসাদ’ । নির্বচন—‘[মানস-] বলহীন ব্যক্তি এই
আত্মাকে লাভ করিতে পারে না ।’ উক্ত বিপর্য্যয়-জনিত যে সন্তোষ তাহা—উদ্ধৰ্ষ,
তদ্বিপৰীতভাবে ‘অনুদ্ধৰ্ষ’ । অতিসন্তোষও উপাসনার অনুকূল নহে—বিরোধী (+) ।
নির্বচনও আছে—‘শান্ত দান্ত’ ইত্যাদি ॥

(২৮) । উক্ত প্রকার নিয়মসম্পন্ন ব্যক্তির আশ্রম-বিহিতকৰ্ম্মের দ্বারাই বিত্তা-নিষ্পত্তি

(*) কামানশনমনাশকং, মতু ভোজননিবৃত্তিঃ, ভোজননিবৃত্তৌ ত্রিঃতে এব ইতি শাকরভাষ্যম্ ।

(+) দেশ, কাল প্রভৃতি সহায় সকল অনুকূল, এবং প্রিয়জনদের অভাব-জনিত কোন ছুঃখও নাই,
এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া উপাসক যদি অত্যন্ত আত্মান্বিত হন, বিষয়ে গাঢ় শ্রমের দ্বারা তাহার সে অতি
আত্মাদিও চিত্তকে বিকৃত করিয়া উপাসনা হইতে বিচ্যুত করে ।

ভবতি । তথাচ শ্রুত্যান্তরং—“বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যন্তুদ্বৈদোভয়ং, স হ
অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীৰ্ণী বিদ্যায়াহমৃতমশ্নুতে” [ঈশোপ০ ১১১] । ইতি ।
অত্র, অবিদ্যা-শব্দাভিহিতং বর্ণাশ্রম-বিহিতং কৰ্ম্ম । অবিদ্যায়া কৰ্ম্মণা মৃত্যুং
জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধি প্রাচীনং কৰ্ম্ম তীৰ্ণী—অপোহ, বিদ্যায়া জ্ঞানেনা-
মৃতং ব্রহ্ম অশ্নুতে—প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । মৃত্যুতরণোপায়তয়া প্রতীতাহ-
বিজ্ঞা—বিদ্যেতরদ্বি বিহিতং কৰ্ম্মৈব । যথোক্তং—

“ইয়াজ সোহপি স্ববহুন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ ।

ব্রহ্ম-বিদ্যামধিষ্ঠায় তৰ্ত্তুং মৃত্যুমবিদ্যায়া ॥”

[বিষ্ণু-পু০, ৬।৬।১২] ইতি ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানবিরোধি চ কৰ্ম্ম—পুণ্য-পাপরূপম্ । ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধি-
ত্বেনানিষ্টফলতয়া উভয়োরপি পাপ শব্দাভিধেয়ত্বম্ । অস্ম চ জ্ঞানোৎপত্তি-
বিরোধিত্বং জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুভূতশুদ্ধসত্ত্ব-বিরোধি-রজস্তমোবিরুদ্ধিদ্বারেণ ।
পাপস্য চ জ্ঞানোদয়বিরোধিত্বং—“এষ উ এবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং,
যমধো নিনীষতি” [কৌষীতকী০, ৩।৮] ইতি শ্রুত্যাভগম্যতে । রজ-
স্তমসৌর্ধ্বার্থজ্ঞানাবরণত্বং, সত্ত্বস্য চ যথার্থ-জ্ঞানহেতুত্বং ভগবতৈব প্রতি-
পাদিতং “সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্,” [গীতা ১৪।১৭] ইত্যাদিনা ।
অতশ্চ জ্ঞানোৎপত্তয়ে পাপং কৰ্ম্ম নিরসনীয়ম্ । তন্নিসনং চ অনভি-
সংহিত-ফলেনানুষ্ঠিতেন ধর্মেণ ।

হয়, উক্ত বাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হইল । এরূপ অল্প শ্রুতিও আছে—‘মিনি প্রসিক্ত বিজ্ঞা ও
অবিজ্ঞা, উভয়কে জ্ঞানেন, তিনি অবিজ্ঞা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞা দ্বারা অমৃত
ভোগ করেন ।’ এখানে, বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কৰ্ম্মই ‘অবিজ্ঞা’-শব্দে অভিহিত হইয়াছে ।
‘অবিজ্ঞা’—কৰ্ম্ম দ্বারা ‘মৃত্যু’—জ্ঞানলাভের বিরোধী পূৰ্ব্বতন কৰ্ম্ম, অপসারণ বা অতিক্রম
করিয়া, ‘বিজ্ঞা’—জ্ঞান দ্বারা ‘অমৃত’—ব্রহ্ম ভোগ করে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়’ । ইহা ঐ
শ্রুতির অর্থ । মৃত্যু-ক্রাণের উপায়রূপে পরিজ্ঞাত ‘অবিজ্ঞা’ অর্থ—বিজ্ঞা-ভিন্ন,—বিহিত কৰ্ম্ম-
মাত্র । অতএব ইহা উক্ত আছে, যথা—‘জ্ঞানসম্পন্ন তিনিও ব্রহ্মবিজ্ঞা অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি
অবগমনপূৰ্ব্বক অবিজ্ঞা দ্বারা মৃত্যু—জ্ঞান-বিরোধী প্রাপ্তন কৰ্ম্ম—পরিহারের নিমিত্ত বহুতর
যত্ন করিয়াছিলেন ।’

(২২) । পাপ, পুণ্য [উভয়ই] জ্ঞান-বিরোধী কৰ্ম্ম । ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির বিরোধী—
মৃতরাং অনিষ্ট- (যাহা প্রার্থনীয় নহে, এরূপ) ফলের উৎপাদক, এই কারণে উভয়ই

তথা চ শ্রুতিঃ,—“ধর্মেণ পাপমপনুদতি” ইতি । তদেবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-
সাধনভূতং জ্ঞানং সর্বপ্রাশমদ্বন্দ্ব্যপেক্ষম্ (১) । অতোহপেক্ষিত-কর্ম্মস্বরূপ-
জ্ঞানং, কেবলকর্ম্মণামল্লাস্থির- (২) ফলত্বজ্ঞানং চ কর্ম্মমীমাংসাবসেয়ং,
ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্রহ্ম-মীমাংসায়াঃ পূর্ববৃত্তা বক্তব্য৷ ॥ ২৯ ॥

অপিচ, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকাদয়শ্চ মীমাংসা-শ্রবণমন্তরেণ ন
সম্পৎস্যন্তে । স্থিরতর (৩) ফল সাধনৈতিকর্তব্যতাধিকারি-বিশেষনিশ্চয়াদ্
স্বাভাৱে কর্ম্মস্বরূপ-তৎফল-স্থিরত্বস্থিরত্ব-নিত্যত্বাদীনাং দূরববোধতাৎ ।

(পাপ ও পুণ্য) ‘পাপ’-শব্দের প্রতিপাদ্য (*) । জ্ঞানোৎপত্তির কারণ—চিত্তশুদ্ধি; পাপ
তাহার প্রতিকূল—রজ ও তমোগুণের বৃদ্ধিকরে, এই কারণে জ্ঞানবিরোধী । ‘ইনিই
(ভগবান্‌ই) তাহাকে অসাধু (পাপ-) কর্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা
করেন।’ এই শ্রুতি দ্বারা পাপের জ্ঞানোদয়-বিরোধিতা অবগত হইতেছে । রজঃ ও
তমোগুণের তত্ত্বজ্ঞান-বাধকত্ব এবং সত্ত্বগুণের যথার্থ জ্ঞানোৎপাদকত্ব ভগবান্‌ই, ‘সত্ত্বগুণ
হইতে জ্ঞান জন্মে’ ইত্যাদিবাচ্য দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন । এই কারণেই
জ্ঞানলাভের জন্য পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ্য । তাহার নিরাসও (পরিত্যাগ) ফলকামনা-রহিত
ভাবে অসুষ্ঠিত ধর্ম্ম-দ্বারা [হয়] । এতদনুরূপ শ্রুতি যথা, ‘ধর্ম্মদ্বারা পাপ অপনোদিত হয় ।’

অতএব, এইরূপে [প্রমাণিত হইতেছে যে,] ব্রহ্মলাভের সাধন (উপায়) জ্ঞানটী সমস্ত
আশ্রম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ ।

অতএব, অপেক্ষিত কর্ম্মের স্বরূপজ্ঞান, এবং কেবল অর্থাৎ উপাসনা-রহিত কর্ম্মফলের
অনুভব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) জ্ঞান কর্ম্মমীমাংসা হইতে জাতব্য, এজন্য, অপেক্ষিত সেই
(কর্ম্মমীমাংসাকেই) ব্রহ্মমীমাংসার ‘পূর্ববৃত্ত’ বলিতে হইবে ॥

(৩০) । আরও [কারণ,] মীমাংসাপ্রাপ্ত শ্রবণ ব্যতীত নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক প্রভৃতি
[কারণগুণি] সমুৎপন্ন হয় না ; কারণ, স্থিরতর বা নিত্যফলের সাধনবিষয়ে কর্তব্যতা (+)
অবধারণ করিতে হইলে [তদ্বিষয়ে] বিশেষ নিশ্চয় আবশ্যক ; তাহা না হইলে কর্ম্মের
স্বরূপ (অবস্থা) ও তাহার ফলের স্থিরত্ব ও অস্থিরত্বরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব (স্থিরত্ব
-নিত্যত্ব ও অস্থিরত্ব অনিত্যত্ব) প্রভৃতি দুর্বিক্ষেপ হইয়া পড়ে ।

(*) অভিপ্রায় এই যে,—পাপ কর্ম্মে যে চিত্তশুদ্ধির বাধা জন্মায়, ইহাতে কাহারো আপত্তি নাই ; পুণ্য
কর্ম্মও ঠিক সেইরূপ শুভ ফল-ভোগে চিত্ত-বিক্ষেপ দায় । তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাধা জন্মায় ।

(+) কোন ফল স্থিরতর, সেই স্থিরতা আপেক্ষিক কি না, এবং তাহার নিশ্চিত সাধন কি ? ভিন্নপন্য লোক
তাহার অধিকারী ইত্যাদি । (১) কর্ম্মপাক্ষমতি কচিং । (২) ফলকর ত্রিণে (খ) পাঠঃ ।

এমাং সাধনত্বং চ বিনিয়োগাবসেয়ম্, বিনিয়োগশ্চ শ্রুতি-লিঙ্গাদিভ্যঃ, স চ তাত্ত্বীয়ঃ । (*) উদগীথাভ্যুপাসনানি কৰ্ম্ম-সমৃদ্ধ্যর্থান্যপি ব্রহ্মদৃষ্টিরূপাণীতি ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষাণীতি ইহৈব চিন্তনীয়ানি । তাত্ত্বপি কৰ্ম্মাণি অনভিসংহিত-ফলানি ব্রহ্মবিভোৎপাদকানীতি, তৎসাদৃশ্যপাদনায়েতানি, স্মৃতরামি-হৈব সঙ্গতানি । তেষাং চ কৰ্ম্মস্বরূপাধিগমাপেক্ষা সৰ্ব্ব-সম্মতা ॥ ৩০ ॥

যদপ্যাহঃ,—অশেষ-বিশেষ-প্রত্যনীক-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, তদ্ব্যতিরেকি-নানাবিধ-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-তৎকৃতজ্ঞানভেদাদি সৰ্ব্বং তস্মিন্নেব পরিকল্পিতং—মিথ্যাভূতম্ ।

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্”, [ছান্দো., ৬।২।১] ।
“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে,” [মুণ্ডো. ১।১।৫] । “যৎ তদদ্রেশ্চ-

শমাদি গুণ যে, ব্রহ্ম-জ্ঞানের সাধন, তাহা বিনিয়োগ অর্থাৎ ‘এ সকল কিসের অঙ্গ’? এই জ্ঞান হইতে নির্ণয় করিতে হয়। বিনিয়োগ আবার ‘শ্রুতি-লিঙ্গ’ প্রভৃতি হইতে স্থির করিতে হয়; তাহাও, আবার [কৰ্ম্ম মীমাংসার] তৃতীয়াধ্যায়ে নিরূপিত [হইয়াছে] । উদগীথাদি উপাসনা সকল কৰ্ম্মের পরিগুষ্টি-সাধক, [অতএব কৰ্ম্মাঙ্গ] হইলেও কলতঃ ব্রহ্মদৃষ্টিরই স্বরূপ—ব্রহ্মজ্ঞানে অপেক্ষিত, অতএব, এখানেই সে সকলের চিন্তা বা বিচার করা আবশ্যক। সেই কৰ্ম্মসমুদয়ও ফলাহুসন্ধান-রহিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই ব্রহ্মবিচার উৎপাদক হয়, এবং এই উদগীথাদি উপাসনাও সেই সকল কৰ্ম্মের উৎকর্ষ সম্পাদন করে; এই কারণে এখানেই (ব্রহ্মমীমাংসায়) সঙ্গত বা সূসংবদ্ধ। সেই উদগীথাদি উপাসনার যে, কৰ্ম্ম-সাপেক্ষতা আছে, তাহা সৰ্ব্বসম্মত ॥

(৩১)। [শঙ্কর-মতে] আরও যে বলা হইয়াছে, সৰ্ব্বপ্রকার বিশেষ ধৰ্ম্ম-বিরহিত, চিন্ময়

শঙ্কর মতের ব্রহ্মই যথার্থ সত্য, তদতিরিক্ত—জ্ঞাতৃ (যে জানে), জ্ঞেয় (যা জানা হয়) ও জ্ঞান প্রভৃতি যত প্রকার ভেদ আছে, সে সমুদয়ই সেই ব্রহ্মেতে কল্পিত—মিথ্যা । (†) যেহেতু,

(*) এতত্ত্ব দুইভাষ-প্রদর্শনার্থঃ, কৰ্ম্মমীমাংসোক্ত সকলজ্ঞান-সাপেক্ষত্বাং ব্রহ্মবিচারস্ত। কৰ্ম্মমীমাংসায়ঃ প্রথমে অধ্যায়ে প্রমাণলক্ষণং, দ্বিতীয়ে কৰ্ম্মভেদঃ কৰ্ম্মভেদকারণা শব্দান্তরাভ্যাস-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামনি চ, তৃতীয়ে অঙ্গবিচারঃ, চতুর্থে ক্রম-পূর্ব-পূর্ব-ভেদ-প্রদর্শনের পূর্ববার্ধে ক্রম-প্রদর্শনাং প্রয়োগনিরূপণং, পঞ্চমে ক্রমঃ, ক্রমপ্রমাণানি—ক্রম-পাঠ-প্রবৃত্তি-মুখ্যাকাণ্ডানি, ষষ্ঠে অধিকারি-নির্ণয়ঃ, সপ্তমে সাক্ষাত্তিদেশ-বিচারঃ, অষ্টমে বিশেষাতিদেশ-বিচারঃ, নবমে উহ-নিরূপণং, দশমে বাধ-নির্দেশঃ, একাদশে দ্বাদশে চ তত্ত্বা-প্রসঙ্গো নিরূপিতো। উক্তক,—‘ধৰ্ম্মধর্ম্ম’সভেদাঙ্গ-প্রভৃতি-ক্রম-কর্তৃতিঃ। সাক্ষিত্য-বিশেষবোধ-বাধ-তত্ত্বপ্রসঙ্গিভিঃ’ ইতি ।

(†) পক্ষাৎ উক্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা এ কথাই সর্বদা করা হইতেছে।

মগ্রাহ্মগোত্রমবর্ণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রং, তদপানিপাদম্ । নিত্যং বিভুং সর্বগতং
স্বসৃক্ষ্মং, তদব্যয়ং যদভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ।” [মুণ্ড০ ১।১।৬] ।
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” [তৈত্তি০ ২।১।১] । “নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং
নিরবণ্ডং নিরঞ্জনম্ ।” [শ্বেতাস্ব০, ৬।৬] । “যস্যামতং তস্য মতং, মতং
যস্য ন বেদ সঃ । অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্” । [কেন০,
২।৩] । “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন মতের্মন্তারং মন্বীথাঃ ।” [বৃহদা০,
৩।৪।২] । “আনন্দো ব্রহ্ম”, [তৈত্তি০ ৩।৬।১] । “ইদং সর্বং যদয়মাত্মা”,
[বৃহদা০ ৪।৫।৭] । “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।” “যতোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি
য ইহ নানৈব পশ্যতি ।” [বৃহদা০ ৪।৪।১-২] । “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি,

‘হে সোম্য ! এ অগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) নিশ্চয়ই এক, অদ্বিতীয় সংরূপে ছিল ।’ (*)
‘অনন্তর, পরা [বিভা] বর্ণিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) পরিজ্ঞাত হন ।’
‘যিনি সেই ‘অদ্বৈত’—বুদ্ধীজ্ঞির অগম্য, ‘অগ্রাহ’—কর্মেজ্ঞির অবিষয়, ‘অগোত্র’—বংশ
অর্থাৎ মূল কারণ রহিত, ‘অবর্ণ’—স্থলহাদি ধর্ম বা গুণাদিগুণ বর্জিত, চক্ষু ও কর্ণ হীন,
হস্ত-পদ-বিরহিত, নিত্য, বিভু (বিবিধাকারধারী), সর্বব্যাপী, অতিস্থল, অব্যয় (বিকার-
শূন্য), ও ভূতবর্গের মূলকারণ; ধীরগণ, তাহাঁকে (অক্ষর—ব্রহ্মকে) সর্বতোভাবে দর্শন
করেন ।’ ‘ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ ।’ ‘[ব্রহ্ম] নিকল (কলা—অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয়,
শাস্ত, নিরবণ্ড (নির্দোষ) ও নিরঞ্জন (নির্লেপ) ।’ ‘যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি না,
[বস্তুতঃ] তিনিই (কিছু) জানেন । আর, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি, [বস্তুতঃ] তিনি
ব্রহ্মকে জানেন না । [কারণ], তিনি বিশেষজ্ঞদিগের নিকট অবিজ্ঞাত ও অজ্ঞদিগের
নিকটই বিজ্ঞাত [বলিয়া প্রতীত হন] ।’ (+) ‘দৃষ্টির দৃষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশকে)
দর্শন করিতে যত্ন করিও না, মতির মনন-কারীকে মনন করিও না ।’ ‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ।’
‘এই যে সমস্ত, (বস্তু) সকলই আত্মস্বরূপ ।’ ‘ইহাতে (ব্রহ্মে) কিছুমাত্র নানা (ভেদ) নাই,’

(*) উদালক মুনি, পুত্র—যেতকেতুকে সন্ধান করিয়া বুঝাইতেছেন যে, হে শাস্তলীল, এই যে বিশাল
অগৎ দেখিতেছ, ইহা এ সময়ের স্মার সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিল । প্রভেদ এই যে, তখন এক, অদ্বিতীয় সং-
ব্রহ্মরূপে ছিল, কোন বিভাগ বা নাম-রূপ ছিল না, এখন ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া অভিব্যক্ত
হইয়াছে মাত্র ।

(+) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম, অনন্ত—অসীম ও সর্বগুণ-বিবর্জিত, মনীষগণ মনন বা চিন্তা দ্বারা তাহাকে
সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন না, এজন্য, তাহারা মনে করেন,—ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে যখন জানা যায় না,
তখন তিনি আমাদের অমত, অর্থাৎ চিন্তার সম্পূর্ণরূপে বিষবীকৃত নহেন । আর, যে লোক ব্রহ্মবিষয়ে মনন
করে নাই; সে তাহার অনন্তাদি ভাবগুলিও বুঝিতে পারে নাই; কাজেই, সে লোক ব্রহ্মের যে-কোন একটা
বিভূতিকে ব্রহ্ম মনে করিয়া ‘ব্রহ্ম জানিরাছি’ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে ।

তদিতর ইতরং পশ্চতি ।” “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাত্ত্বং তৎ কেন কং
পশ্চেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ ।” [বৃহদা० ৪।৫।১—৫] । “বাচারন্তুগং
বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্ ।” [ছান্দো०, ৬।১।৪] । “যদা
হেবৈষ এতস্মিন্দুরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্যা ভয়ং ভবতি ।”
[তৈত্তি০, ২।৭।১] । “ন স্থানতোহপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ।”
[ব্রহ্মসূ०, ৩।২।১১] । “মায়ামাত্রং তু কাৎস্মোনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ ।”
[ব্রহ্মসূ०, ৩।২।৩] ॥৩১॥

প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ, সত্ত্বামাত্রমগোচরম্ ।

বচসামাত্ম-সংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ [বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৫৩] ।

জ্ঞানস্বরূপমত্যন্ত-নির্ম্মলং পরমার্থতঃ ।

তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।২।৬] ।

পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নাট্যোহস্তি জগতঃপতে !

যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্ জ্ঞানাত্মনস্তব ।

ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্-রূপমযোগিনঃ ॥

‘যে লোক ইহাতে নানা বা ভেদের ভ্রায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।’
‘যখন বৈতের ভ্রায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে; কিন্তু, যে অবস্থায় সমস্তই
আত্মময় হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে? এবং কাহার দ্বারা
কাহাকে জানিবে?’ । ‘বিকার অর্থাৎ ঘটাদি কার্গ, কেবল বাক্যারূপ নামমাত্র, যুক্তিকাই
সত্য।’ ‘জীব, যখন ইহাতে (ব্রহ্মে) অল্প মাত্রাও ভেদ দর্শন করে, অনন্তর, তাহার ভয় হয়।’
‘স্থান অর্থাৎ কোন উপাধিযোগেও পর-ব্রহ্মের উভয় ধর্ম্ম (স বিশেষ ও নির্কির্শেষতাব)
হয় না, যেহেতু সর্বত্র—[নির্কির্শেষেরই প্রধানতঃ বর্ণনা দৃষ্ট হয়]।’ [স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু]
কিন্তু, কেবলই মায়াময়; কারণ, সে সকলের যথার্থরূপ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না ॥’

(৩২) । [নিম্নোক্ত পুরাণ-বাক্য সকলও এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা—] ‘যাহা ভেদরহিত,
কেবল সত্ত্বাস্বরূপ, বাক্যের অগোচর এবং আত্ম-প্রতীতিগোচর, সেই জ্ঞানই ‘ব্রহ্ম’ নামে
অভিহিত ॥’ ‘বস্তুতঃ’ নিতান্ত নির্ম্মল, ‘জ্ঞানস্বরূপ সেই ব্রহ্মই [জীবের] ভ্রম বশতঃ অর্থ—
বিষয়াকারে অবস্থিত হন ॥’ ‘হে জগৎপতে, তুমিই একমাত্র পরমার্থ—সত্য, অস্ত্র কিছুই
নাই। তুমি জ্ঞানময়, এই দৃশ্যমান জগৎ তোমারই মূর্ত্তি, অবোগিগণ ভ্রান্তিবশতঃ এই জগৎ
[পৃথক্] দর্শন করিতেছে ॥’ ‘অবোধ লোকেরা, জ্ঞানময় সমস্ত জগৎকে অর্থাত্মক (ইহা
ব্রহ্ম নহে—ভোগ্য বস্তু এরূপ) মনে করায় মোহাঙ্ককারে ভ্রমণ করে ॥’

জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ ।
 অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহ-সংগ্ৰবে ॥
 যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেহখিলং জগৎ ।
 জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি হৃদ্রূপং পরমেশ্বর ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।৫।৩৮-৪১]
 তস্যাাত্ম-পর-দেহেষু সতোহপ্যেকময়ং হি যৎ ।
 বিজ্ঞানং পরমার্থো হি দ্বৈতিনোহতথ্যদর্শিনঃ ॥
 বেণুরন্ধ্র-বিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদি-সংজ্ঞিতঃ ।
 অভেদ-ব্যাপিনো বায়োস্তুথাসৌ পরমাাত্মনঃ ॥ [বিষ্ণু পুং, ২।১৫।৩১-৩২]
 যদ্ব্যবহাস্তি, পরঃ কোহপি মন্তঃ পার্থিব-সত্তম !
 তদৈষোহময়ঞ্চান্যো বক্তুমেবমপীয়াতে ॥ [বিষ্ণু, ২।১৩।৮৫]
 সোহহং স চ ত্বং স চ সর্বমেতদ-
 আত্ম-স্বরূপং ত্যজ ভেদ-মোহম্ ॥ (*)
 ইতীরিতস্তেন, স রাজবর্য্যঃ,
 তত্যজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ । (†) [বিষ্ণু পুং, ২।১৬।২৩-২৪]
 বিভেদ-জনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে ।
 আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসত্তং কং করিষ্যতি ॥ [বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৯৪]
 অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ । [গীতা, ১০।২০]
 ক্ষেত্রজ্ঞশ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত । গীতা, ১৩।২]
 ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাম্ময়া ভূতং চরাচরম্ । [গীতা, ১০।২৯]
 ইত্যাদিভির্বস্তুস্বরূপোপদেশপটৈঃ শাস্ত্রৈর্নির্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব
 সত্যং, অন্যৎ সর্বং মিথ্যেত্যভিধানাৎ ॥ ৩২ ॥

‘হে পরমেশ্বর, কিন্তু, বাহারা শুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানাজিত্ত, তাঁহারা সমস্ত জগৎকে জ্ঞানাত্মক, তোমার রূপ বলিয়া দর্শন করেন ॥’ ‘যাহা তাহার নিজের ও পরের দেহে বিস্তারিত থাকিয়াও নিশ্চয় একরূপ ; সেই বিজ্ঞানই পরমার্থ (সত্য বস্তু) । অতএব, বৈবাদিগণ তব্জ নহে ॥’ ‘বেদন, এক ও ব্যাপক বায়ু, বিভিন্ন বংশ-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া ‘ষড়্জ’ প্রভৃতি স্বর-ভেদ প্রাপ্ত হয় ; পরমাাত্মার এই (ভেদও) সেইরূপ ॥’

(*) “একঃ সত্যং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ, তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোহন্যৎ” ইতি পূর্ব্বার্ক্যম্ ।

(†) “স চাপি আতিশয়বাক্য-বোধঃ, তত্রৈব অনন্তপৰ্ব্বমাপ” ইত্যুত্তরার্ক্যম্ ।

মিথ্যাং নাম (*) প্রতীয়মানত্বপূর্বক-যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বম্ ।
যথা রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানক-সর্পাদেঃ । দোষবশাদ্ হি তত্র তৎকল্পনম্ । এবং
চিন্মাত্রবপুষি পরে ব্রহ্মণি দোষ-পরিকল্পিতমিদং দেব-তির্য্যগ্-মনুষ্য-
স্বাবরাদিভেদং সর্বং জগদ্ যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপাববোধ-বাধ্যং মিথ্যারূপম্ ।
দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধ-বিচিত্র-বিক্ষেপকরী (†) সদসদনির্ব-
চনীয়ানাদ্যবিদ্যা ।

‘হে পার্শ্ববোক্তম, যদি আমি ভিন্ন অপরও কেহ থাকে; তাহা হইলে, ‘এই আমি’ এবং
‘অমুক অত্র’ এইরূপ বলিতেও পার।’ ‘সেই আমি’ ‘সেই তুমি’ এবং ‘সে’, এ সমস্তই আত্ম-
স্বরূপ । [অতএব] ভেদ-ভ্রম ত্যাগ কর ॥’ ‘তৎকর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ,
তব-জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ (ভেদ-জ্ঞান) ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥’ ‘ভেদের কারণীভূত জ্ঞান
(ভ্রমজ্ঞান) অত্যন্ত বিনষ্ট হইলে, কে আর, জীব ও ব্রহ্মের অসং বা অবিচ্ছিন্ন ভেদ
সমুৎপাদন করিবে ? ॥’

‘হে গুড়াকেশ, (জিতনিদ্র—অর্জুন,) আমি সর্বভূতের হৃদয়স্থ আত্মা (ইহা ভগবানের
উক্তি) ॥’ ‘হে ভারত, (অর্জুন,) আমাকে সর্বদেহে ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে ॥’ ‘আমি
বিনা থাকিতে পারে, স্বাবর-জন্মমাত্মক এরূপ কোন ভূত নাই ॥’

বস্তুতত্ত্ব-নিরূপণে তৎপর উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহ দ্বারা নির্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য, অত্র
সমুদয় মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ (‡)

(৩৩) মিথ্যা কি ? না, যাহা প্রথমে প্রতীতি-গম্য হয়, এবং পরে যথার্থ-বস্তুর জ্ঞানোদয়
হইলে নিবারিত হইয়া যায় । (§) যেমন,—রজ্জু-প্রভৃতি—অধিকরণে দৃশ্যমান সর্পাদি,
কারণ, দোষবশতঃই রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির কল্পনা হয় । এইরূপ, দেব-তির্য্যক্-মনুষ্য ও
স্বাবরাদিভেদে ভেদ-সম্পন্ন এই সমস্ত জগৎ চিন্মাত্ররূপী পরব্রহ্ম দোষ-বশে কল্পিত, এবং

(*) মিথ্যাং নামেতি । অত্র দণ্ডাধি-নিবর্ত্য-শব্দাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় ‘জ্ঞান’-পদং । তথাপি, ঈশ্বরানীনাং
সকলময়-জ্ঞান-নিবর্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ, তদ্বারণায় ‘মাত্রার্থো’ বিবক্ষণীয়ঃ । তথাচ, যথাবস্থিঃ-বস্তু-জ্ঞানমাত্র-
নিবর্ত্যত্বমিত্যর্থঃ । প্রবলতর-ব্রাহ্মজ্ঞান-নিবর্ত্যে সত্যবজ্রতাদৌ অতিব্যাপ্তি-বারণায় ‘যথাবস্থিত’-পদং ।
যথাবস্থিত জ্ঞান-পদরোঃ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-শব্দগণিহারায় চ ‘বস্তু’ পদং, অন্তর্গত ব্রাহ্মজ্ঞান-নিবর্ত্যে
অতিব্যাপ্তিঃ (ব্যভিচারঃ) স্যাৎ, যতন্তত্র, বিষয়শৈল্যবাস্থ্যবস্থিতত্বং, জ্ঞানস্য তু যথাবস্থিতত্বমেব । জ্ঞানপ্রাপ্তত্বাৎ
ব্যভিচার-বারণায় “প্রতীয়মানত্ব-পূর্বক’-পদং । অত্র ‘জ্ঞাননিবৃত্তত্ব’ মিত্যনুজ্ঞা-জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং ইত্যুক্তে ধোণ্যত্বং
বিবক্ষিতং । ততশ্চ, কদাচিৎ যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞানেন রজ্জু-সর্পাদেঃ অনিবৃত্ত্যাবপি নিবারণ-যোগ্যতা-সত্ত্বাবং
নাব্যাপ্তিশঙ্ক । (+) বিবিধেতি (খ) পুত্রকো নাস্তি ।

‡ এই জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত, অতএব মিথ্যা, ইহারই হেতুরূপে উক্ত বাক্য-নিচয় প্রযুক্ত হইয়াছে ।

(§) রজ্জু সত্য বস্তু, তাহাতে কল্পিত সর্পটী মিথ্যা ; কারণ, ঐ সর্প প্রথমে দৃষ্ট হইলেও পরকণ্ঠেই ‘এটা সর্প
নহে, রজ্জু’ এই যথার্থ রজ্জু জ্ঞান হইয়ামাত্র বারিত হইয়া যায়, এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা ।

“অনৃতেন হি প্রভৃঢ়াঃ, তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানম্ ।”

[ছান্দো, ৮।৩।১-২] ।

“নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ, তদানীং তম আসীৎ, তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্ ।” । “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্” । [শ্বেতাশ্বং ৪।১০] । “ইন্দ্রো মায়্যভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ।” [গৌড়পাদঃ, ৩২৫] । “মম মায়া দুরত্যয়া” । [গীতা ৭।১৪] । “অনাদি-মায়ায়া সৃষ্টো যদা

(দোষ-কল্পিত বর্ণিয়াই) যথার্থ-বস্তু-ব্রহ্ম-জ্ঞানে বাধা পাইবার যোগ্য; অতএব, মিথ্যা । (ব্রহ্মের) স্বরূপাবরক, নানাবিধ বিচিত্র বিক্ষেপোৎপাদক, সংও অসং-রূপে নির্বীচনের অযোগ্য, অনাদি অবিদ্যা (এখানে) ‘দোষ’-পদ বাচ্য । (*)

‘অনৃত—মিথ্যা দ্বারা (ব্রহ্ম-বস্তু) আবৃত (আছে), অর্থাৎ সেই বস্তু সত্য হইলেও মিথ্যা তাহার আবরণ ।’ (+) ‘সে সময় (সৃষ্টির পূর্বে) অসং ছিল না, সংও ছিল না, তমঃ

(*) তাৎপর্য এই যে,—দোষ না থাকিলে কোনরূপ ভ্রম হয় না, বা হইতে পারে না; চিন্মাত্র ব্রহ্মে যে, এই ‘জগৎ’-ভ্রম হইতেছে, ইহারও মূলে কোন দোষ, থাকা আবশ্যক । সেই দোষ কি? না—অবিদ্যা । অবিদ্যার স্বরূপ কিরূপ? এইরূপ,—অবিদ্যার এই স্বভাব যে, সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অগ্রেই তাহার স্বরূপটি আবৃত করে, পক্ষাৎ তাহাতেই বিবিধ ভাবান্তর উৎপাদন করে । তন্মধ্যে, বস্তুর স্বরূপ আবৃত করা, বা দেখিতে না দেওয়ার শক্তিকে ‘আবরণ শক্তি’ এবং সেই আবৃত বস্তুতে অল্প বস্তু প্রদর্শনের শক্তিকে ‘বিক্ষেপশক্তি’ বলে । “বিক্ষেপশক্তিলিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজ্যেৎ ।” এই বাক্যেও, অবিদ্যা যে, ‘বিক্ষেপশক্তি’-প্রভাবে সমস্ত জগৎ নির্মাণ করে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে । ‘সুদৃশনিকটনৌর’কথার ভাব এই যে,—অবিদ্যা যদি সং—স্বার্থ বস্তু হইত, তাহা হইলে তৎপ্রসূত সমস্ত জগৎও সং—অবিনশ্বর হইত,—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েরও উহার নিবৃত্তি বা অন্তর্ভাব হইতে পারিত না; কারণ, কেবল জ্ঞান দ্বারা কোথাও কোন সত্য বস্তুর বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না । অতএব, অবিদ্যাকে ‘সং’ বলা যায় না; পরন্তু ‘অসং’ও বলা যায় না । কারণ, অসং অর্থ—যাহা কিছুই নহে । অশ-ভিষ ও আকাশ-কুহুম প্রভৃতি কোন অসং পদার্থেরই কার্য্য-কারিতা শক্তি দৃষ্ট হয় না,—অশ-ভিষ কখনও অশশাবক উৎপাদন করে না; এবং আকাশকুহুম কখনও গন্ধ বিস্তরণ করে না । অতএব, অবিদ্যা অসং হইলে, সেও কখন কার্য্য-কারিণী হইত না,—এই বিশাল জগৎ সমুৎপাদনে সমর্থ হইত না; অথচ, কারণান্তর না থাকায় বাধ্য হইয়া যখন অবিদ্যাকেই সমস্ত জগতের কারণ রূপে গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন উহাকে আর অসং বলা যাইতে পারে না । সুতরাং, অবিদ্যা সংও নহে, অসংও নহে,—দ্বিনির্বাচ্য । সেই অবিদ্যা দ্বারা ‘অনাদি’, অনাদি অর্থ—যাহার আদি (কারণ বা উৎপত্তি) নাই বা নিরূপণ করা যায় না । অবিদ্যা সাদি হইলে, সে কখনই সমস্ত জগতের উপাদান হইতে পারে না । কারণ, এ মতে উৎপত্তিশালিনী অবিদ্যাও হজ্যমান জগতেরই তুল্য, সুতরাং, তাহার পক্ষে “অবিদ্যা সর্বকারণম্” একথা চলিতেই পারে না । পক্ষান্তরে, জগতের কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যার কারণ অপর কিছু তাহারও কারণ অপর কেহ, তাহারও কারণ অপর, ইত্যাদি রূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হয় ।

(+) ইহার অনুরূপ ভাব ‘হিরণ্যনিবদে’ উক্ত আছে,—“হিরণ্যেন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং । তৎ তে পূবন্ অপাবু সত্য-ধর্ম্মার দৃষ্টেহে ।” অর্থাৎ হিরণ্যর বস্তু বেরূপ স্বীয় উজ্জ্বলতাদি গুণে লোকের চিত্ত আকর্ষণ

জীবঃ প্রবুধ্যতে।” [গৌড়০, ১।১৬], ইত্যাদিভিনির্বিশেষ-চিন্মাত্র-
ত্রৈকৈব অনাদ্যবিদ্যা সদসদনির্বাক্য্যা তিরোহিতস্বরূপং স্বগত-নানাত্বং
পশ্চতীত্যবগম্যতে। যথোক্তম্,—

“জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ অশেষমূর্তিন্ তু বস্তুভূতঃ।

ততো হি শৈলান্ধ-ধরাভেদান্ জানীহি বিজ্ঞান-বিজ্ঞস্তিতানি ॥ (*)

যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব-কর্ম্মক্ষেপে জ্ঞানমপাস্তদোষম্।

তদা হি সংকল্প-তরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥ (†)

[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৩৮-৩৯]।

(প্রকৃতি) ছিল। অগ্রে প্রকেত (জগদ্বীজ) তমঃ দ্বারা গৃহ ছিল। (‡) ‘মায়াকে প্রকৃতি
(উপাদান করণ) এবং মায়াবান্কে মহেশ্বর বলিয়া জানিবো’ ‘ইন্দ্র অর্থাৎ ঈশ্বর
মায় দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান।’ ‘মামার মায় হ্রতক্রমণীয়া’। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা
জানা যায় যে, নির্বিশেষ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মই, সদসংরূপে অনির্বচনীয়, অনাদি অবিদ্যা
বা মায়ায় আবৃত হইয়া আপনাতে আপনি বিবিধ ভেদ দর্শন করেন।

[পুরাণেও] এইরূপ উক্ত আছে,—‘যেহেতু, এই অনন্তরূপী ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—কিন্তু
(জড়-) বস্তু নহেন। সেই কারণেই, শৈল-সাগর-পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানের স্মরণমাত্র
জানিও ॥’ ‘কিন্তু, যখন সর্ববিধ কর্ম্মও তৎ সংস্কার-ক্ষয়ের পর শুদ্ধ (অবিদ্যাহিত),
নিদোষ (রাগাদি শূন্য), নিজরূপী অর্থাৎ ভেদ-দর্শন-বিবর্জিত জ্ঞান উদ্ভিত হয়, তখন,
নিশ্চয়ই সংকল্প-তরু (সংকল্পের কারণীভূত অবিদ্যার) বস্তু-ভেদময় ফল সকল আর
কোথাও প্রকাশ পায় না ॥’

করে, সেইরূপ জাগতিক বস্তুনিচয় অসং হইলেও লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, এই কারণে অসং বাহ্য বস্তুকে
এখানে ‘হিরণ্ময় পাত্র’ বলা হইয়াছে। এবং ‘সত্য’ শব্দে নিত্য চিন্ময় ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইয়াছে।
অথচ, কোন পাত্র দ্বারা কোন বস্তু আবৃত থাকিলে এরূপ লোক-ব্যাচন-গোচর হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম
জগতের চাক্ষুষ্যে তিরোহিত প্রায় ব্রহ্মও লোকের জ্ঞান পথে পণ্ডিত হন না।

(*) বিবিধং জ্ঞারতে অনেনেতি করণবৃৎপত্ত্যা ‘বিজ্ঞান’-শব্দেন ‘অবিদ্যা’ অভিধীয়তে। ইতি শ্রুত প্রকাশিকা।

(†) সং-সমস্তাং কল্পাতে হনেনেতি সংকল্পঃ—অবিদ্যা।

(‡) অভিধায় এই যে, বাহ্য। অভিযাক্ত—লোকপ্রত্যক্ষগোচর, তাহা সং, আর তৎস্পর্শীত সমস্তই অসং। এই
প্রাকৃত নিরমামুসারে অভিযাক্ত হুল কার্য সকল সাধারণের প্রত্যক্ষ বোধ্য, সূতরাং সং; আর অনভিযাক্ত সূক্ষ্ম
কারণগুলি এখানে সাধারণের প্রত্যক্ষগম্য হয় না, বলিয়া ‘অসং’। কল কথা, ‘সং’ অর্থ কার্য, আর ‘অসং’ অর্থ
কারণ। যটির পূর্বে কোন কার্য ছিল না, সূতরাং কারণও ছিল না; কারণ, কার্য-কারণ সম্বন্ধী পরস্পর
সাংশিক, কোন কার্য না থাকিলে ‘কারণ’ বলা যায় না, আবার কোন কারণ না থাকিলেও কাহাকে ‘কার্য’ বলা
চলে না। একই যটির পূর্বে সং, অসং, উভয়ই প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। এখানে ‘তমঃ’ অর্থ অজান। কারণ,
অজ্ঞানের দ্বারা অজানও বস্তু-প্রতীতির ব্যাঘাত করে।

তস্মান্ন বিজ্ঞানমুতেহন্তি কিঞ্চিৎ কচিৎ কদাচিদ্ দ্বিজ ! বস্তুজাতম্ ।
 বিজ্ঞানমেকং নিজকৰ্ম্ম-ভেদ-বিভিন্নচিত্তে বহুধাহ্ভ্যুপেতম্ ॥
 জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষ-লোভাদি-নিরস্তসঙ্গম্ ।
 একং সৰ্ব্বৈকং পরমং পরেশং স বাসুদেবো ন যতোহন্যদন্তি ॥
 সদ্ভাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমগ্ৰং ।
 এতৎতু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥”

[বিষু পুং, ২।১২।৪২—৪৪।] ইতি ॥৩৩॥

অস্যাশ্চাবিভাষা নিৰ্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ
 বদন্তি,—

“ন পুনর্মৃত্যবে, তদেকং পশ্চতি, ন পশ্চো মৃত্যুং পশ্চতি । [ছান্দোঃ,
 ৭।২৬।২] । “যদা বৈ হ্যেবৈষ এতস্মিন্দৃশ্ণে হনাত্মোহনিরুক্তেহনিলয়নে-
 হভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতৌ ভবতি ।” [তৈত্তিঃ,
 ২।৭।১] । “ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রহিচ্চিদ্যন্তে সৰ্ব্বসংশয়াঃ । ক্ষীয়ন্তে চাস্ম

‘হে দ্বিজ, অত্ৰ এব, বিজ্ঞানাত্মিক কোন বস্তু কখনও কোথাও কিছুই নাই, নিজ নিজ কৰ্ম্ম-
 ভেদে বিভিন্নচিত্ত লোকেৰা এক বিজ্ঞানকেই বহুৰূপে স্বীকাৰ কৰিয়া থাকে ॥’ (অতএব)
 বিশুদ্ধ, বিমল, শোক ও সৰ্ব্ববিধ লোভাদিসংস্কৰ-রহিত, ‘সদা এক’ (জন্ম-জরা ও (*) বুদ্ধ্যাদি
 বৰ্জিত), এক জ্ঞানস্বরূপ, সেই বাসুদেবই সৰ্ব্বোত্তম ঈশ্বৰ ; যেহেতু, তাঁহা হইতে পৃথক
 আর কিছু নাই ॥’ ‘জ্ঞানই সত্য, অস্ত সমস্তই অসত্য, এই প্ৰকাৰে সং-তত্ত্ব আমি তোমাকে
 উপদেশ দিলাম । আর এইষে, জগদ্ব্যাপী সৰ্ব্ববিধ ব্যবহার, তদ্বিষেও তোমার (সেই
 নিয়মই) উক্ত হইল ॥’

(৩৪) । (নিম্নোক্ত) শ্ৰুতি সকল বলেন যে, নিৰ্ব্বিশেষ, শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব
 বা অভেদ জ্ঞান দ্বারা এই অবিভাৰ নিবৃত্তি হয় । (শ্ৰুতি বাক্য যথা—),

‘পুনৰ্দ্ধার ‘মৃত্যু’ বা অবিভা-লাভের জন্ত সেই একত্ব দৰ্শন করে না ; (জীবও ব্রহ্মের)
 একত্বদৰ্শী মৃত্যু দৰ্শন করে না ।’ ‘এই জীব, যখনই অদৃশ, অনাত্ম্য (অশরীর), অনিৰুক্ত
 (নাম-রহিত) ও নিরাধার এই ব্রহ্মে অস্তর প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে, তখনই সে অস্তর
 (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হয় ।’ ‘সেই সৰ্ব্বোত্তম (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে পর, হৃদয়-গ্রহি সকল ভাবিয়া বার,

(*) বিশুদ্ধ—অৰ্ধ অবিভাৰহিত, বিমল অৰ্ধ—অবিভাকৃতভেদ-বাসনার অভাব, শোক-লোভাদি পরে
 তেদলক-শোক-লোভাদি বুঝিতে হইবে ।

কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।” [মুণ্ড০, ২।২।৮]। “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি । [মুণ্ড০, ৩।২।১]। “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থাঃ,” [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ । অত্র ‘মৃত্যু’-শব্দেনাবিদ্যাভিধীয়তে । যথা সনৎসজাত-বচনম্ ;—

“প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, সদাপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি” ইতি । (*) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, [তৈত্তি০, ২।১।১]। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, [বৃহদা০, ৩।৯।২৮] ইত্যাদি-শোধক-বাক্যাবসেয়-নির্ব্বিশেষস্বরূপ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং চ, “অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেহন্যোহসাবন্যোহহমস্মীতি, ন স বেদ, [বৃহদা০, ১।৪।১০]। “আত্মৈত্যেবোপাসীত”, [বৃহদা০, ১।৪।৭]। “তং ত্বমসি”, [ছান্দো০, ৬।২]। “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে !” “তদ্যোহহং সোহসৌ, যোহসৌ সোহহম্” ইত্যাদি-বাক্য-সিদ্ধম্ ।

সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সঞ্চিত কৰ্ম্ম সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । (+) ‘ব্রহ্মজ পুরুষ ব্রহ্মই হন ।’ ‘তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, অত্ৰ পথ নাই—’ ইত্যাদি ।

এস্থলে যে ‘মৃত্যুমেতি’ কথা আছে, তাহার ‘মৃত্যু’-শব্দে ‘অবিজ্ঞা’ অর্থ কথিত হইয়াছে । দেখ, ‘সনৎসজাত’এস্থে এইরূপ উক্ত আছে,—

‘সৰ্ব্বদা প্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যে অমনোযোগিতাকে আমি ‘মৃত্যু’ বলি ; [আর] সৰ্ব্বদা প্রমাদাভাবকে [আমি] ‘অমৃতত্ব’ বলি ।’ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ।’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান (অমৃতত্ব) ও আনন্দস্বরূপ ।’ [ব্রহ্মে] বিশেষভাব-প্রতিবেদক উক্ত-প্রকার বাক্য সমূহ হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব-বিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়, [এই একত্ব-বিজ্ঞানই অবিজ্ঞা-নিবর্তক] । [এখন, ব্রহ্ম ও আত্মা যে এক, তাহা বিবরে স্পষ্ট প্রদর্শিত হইতেছে,] ‘অমুক (উপাস্ত) অত্ৰ,’ এবং ‘আমি অত্ৰ,’ এ ভাবে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা বা অর্চনা করে, সে জানে না ।’ [‘উপাস্তকে’] ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা করিবে ।’ ‘তুমি ও তিনি (ব্রহ্ম) অভিন্ন (‘অসি’) ।’ ‘হে ভগবতি দেবতে ।

(*) ‘প্রমাদং বৈ’ ইত্যতঃ শ্রীকৃ “মোহো মৃত্যুঃ সন্মতো যঃ কবিনাং”, ইত্যত্র বিপরীত-জ্ঞানলক্ষণত মোহত্ব মৃত্যুত্বং পর-মত্বেনোপাস্য ইহ তু স্বমতে প্রমাদস্যৈব মৃত্যুত্বমভিহিতম্ । প্রমাদঃ—বখাবৎপ্রতিপত্তি-রীত্যপ্রতিপত্তিঃ । তত্চত্ৰ আত্ম-বিবরেহনবধানরূপঃ প্রমাদ এব মোহস্তাপি হেতুরিত্যতত্ত্বমূলভূতাবিস্যেব প্রমাদ’-শব্দেন বিবক্ষিতা, সৈব মৃত্যুরিত্যাশয়ঃ ।

(+) ২৪ পৃষ্ঠায় টিপ্সনীতে এই স্তব্ধের বিশদ ব্যাখ্যা আছে ।

বন্ধ্যতি চৈতদেব, “আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ, [ব্রহ্ম সূ., ৪।১।৩]। ইতি। তথাচ বাক্যকারঃ, ‘আত্মোক্তোব তু গৃহীয়াৎ, সর্বস্য তদ্বিশিষ্টে’রিতি, অনেন চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন মিথ্যাকল্পস্য সকারণস্য বন্ধস্য নিবৃত্তিযুক্তা ॥৩৪॥

নমু চ, সকলভেদ-নিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা কথমিব শাস্ত্রজ্ঞ-জ্ঞানেন ক্রিয়তে? কথং বা ‘রজ্জু-রেখা, ন সর্পঃ’ ইতি জ্ঞানেন প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা সর্প-নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে? তত্র দ্বয়োঃ প্রত্যক্ষয়োবিরোধঃ, ইহ তু প্রত্যক্ষ-মূলস্য শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষস্য চেতি চেৎ? তুল্যয়োবিরোধে বা কথং বাধ্য-বাধকভাবঃ? পূর্বোক্তরয়োচ্চৈকারণ-জ্ঞত্ব-তদভাবাভ্যামিতি চেৎ? শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োরপি সমানমেতৎ ॥৩৫॥

তুমি ও আমি অভিন্ন, [এবং] আমি ও তুমি অভিন্ন—এক।’ ‘অতএব, যে আমি, সে-ই অমুক, [এবং] যে অমুক, সে-ই আমি।’ ইত্যাদি বাক্য হইতে পূর্বোক্ত ‘ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান’ সিদ্ধ বা প্রমাণিত আছে।

এবং ‘[উপাসকগণ] ‘আত্মা’ বলিয়াই [ব্রহ্মকে] উপগত হন, শাস্ত্রও এই তাব বিজ্ঞাপিত করিতেছে।’ এই ব্রহ্ম-স্বত্বেও এ কথা বলা হইবে। বাক্য-কারও সেইরূপ [বলিয়াছেন,]—‘আত্মা’ এই প্রকারেই [ব্রহ্মকে] গ্রহণ করিবে, যে হেতু এ সমস্তই তাহাতে নিশ্চয় বা কল্পিত।’ এ কথা দ্বারাও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে যে, মিথ্যা বন্ধন ও তৎকারণ (অবিজ্ঞা) নিবৃত্ত হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত ॥

(৩৫)। ভাল, ভেদ সমুদয় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, প্রতিফুল উপদেশমাঝে তাহার নিবৃত্তিও প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, অতএব, শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞানে ভেদ-নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? [উত্তর].—‘এটা রজ্জু—সর্প নহে’, এই জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ সর্প-নিবৃত্তি করা হয় কিরূপে? [যদি বল,] সে স্থলে (রজ্জু-সর্প স্থলে) প্রত্যক্ষ-স্বয়ের বিরোধ, আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ-মূলক শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ, [অতএব উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বৈষম্য আছে]। [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] তুল্য প্রমাণদ্বয়ের বিরোধেই বা বাধ্য-বাধকতাব হয় কিরূপে? [যদি বল,] পূর্ব অর্থাৎ বাধ্য-জ্ঞানটী ছুঁই-কারণোৎপন্ন, আর পরবর্তী বাধক-জ্ঞানটী অছুঁই-কারণ-জন্য, এই হেতুতে [রজ্জু-সর্প স্থলে বাধ্য-বাধক-তাব হয়]। তাহা হইলে, অর্ঘ্যেত-বোধক শাস্ত্র ও জগৎ-ভেদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও ঐরূপ দোষ কল্পনায় কিছুই বিশেষ নাই।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কোন বস্তুই কেবল প্রতিফুল উপদেশমাঝে বাধ্য হইতে পারে না। কারণ, যে বস্তু ‘সৎ’ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, বদ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষই

এতদুক্তং ভবতি, বাধ্য-বাধকভাবে তুল্যত্ব-সাপেক্ষত্ব-নিরপেক্ষত্বাদি
ন কারণং, জ্বালা-ভেদানুমানেন প্রত্যক্ষোপমর্দাযোগাৎ, তত্র হি
জ্বালৈক্যং প্রত্যক্ষোণাবগম্যতে । এবঞ্চ সতি, দ্বয়োঃ প্রমাণয়োर्वিরোধে

তাহার বাধা ঘটিতে দিবে না, দৃশ্যমান ভেদ-নিচয় বা জগৎ-প্রপঞ্চকেও সকলে ‘সৎ’—
‘মিথ্যা’ নহে’ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে; সুতরাং কেবল “একমেবাদ্বিতীয়ং” প্রভৃতি
শাস্ত্রীয় উপদেশমাত্রে তাহার বাধা হওয়া অসম্ভব,—উহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। যেহেতু, ‘শব্দ’-
অপেক্ষা ‘প্রত্যক্ষ’প্রমাণ বলবান। অতএব, ‘ব্রহ্মাত্মকত্ব’-জ্ঞানে দ্বৈত-জ্ঞান কখনও
বিস্তৃত হইতে পারে না। এ কথার উপরেও আশঙ্কা হইতেছে যে, বেশ কথা,
যদি অদ্বৈতজ্ঞানে দ্বৈত-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাধা অস্বীকৃত হয়, তবে, ‘এটা সর্প নহে—
রজ্জু’; এই জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সর্পেরও নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, পূর্বের ন্যায়
এখানেও সর্প-বিষয়ে বলবান প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই বাধক রহিয়াছে? না—দৃষ্টান্ত সমান
হইল না, সে স্থলে, রজ্জু-প্রত্যক্ষ ও সর্প-প্রত্যক্ষ, এই উভয় প্রত্যক্ষের বিরোধ;
আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ ও তদ্ব্যবহৃত শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ
বলিতেছে—‘এই জগৎ সৎ’, আর শাস্ত্র বলিতেছে—‘না—জগৎ মিথ্যা’। সুতরাং,
অদ্বৈতোগম্যে ভেদ-নিবৃত্তি ও রজ্জুজ্ঞানে সর্প-ভ্রম-নিবৃত্তি তুল্য বা একরূপ হইতেছে না।

ভাল, ‘রজ্জু-সর্প’ স্থলে তুল্যবল প্রত্যক্ষদ্বয়ের বিরোধ ঘটায় পরভবিক রজ্জুজ্ঞানে
পূর্বতন সর্প-ভ্রমের বাধা করিল, এ স্থলে জিজ্ঞাস্ত এই যে, তুল্যবল প্রমাণ-দ্বয়ের
বিরোধেই যে, বাধ্য-বাধক ভাব হবে, অন্যত্র হবে না, এ বিষয়ে যুক্তি কি?—বলিতে পার,
চক্ষুঃ-পীড়া, বস্তুর দূরত্ব ও অবস্থানের ব্যতিক্রম, এবং সায়াং-সময় প্রভৃতি কতক গুলি
দোষ আছে, বাহ্যতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ না হইয়া অন্যরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এ স্থলে
প্রাথমিক সর্প-দর্শন দোষ-কলুষিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল, তাই উহা ভ্রান্ত ও
বাধ্য; আর, পরবর্তী রজ্জু-প্রত্যক্ষ নির্দোষভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই কারণে
উহা সত্য ও বাধক। জাগতিক ভেদ-দর্শন ও শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞানে উক্ত ভাবের
অভাব আছে, তাই বাধ্য-বাধক ভাব হইতে পারে না। না—এ কথাও বলা চলে না,—
কারণ, জগৎ-ভেদ দর্শনে যে, ভ্রমের কারণীভূত কোন দোষ নাই, অদ্বৈতবাদীরা তাহা
স্বীকার করেন না, বরং অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানকেই এই অনর্থের মূল-কারণ বলিয়া নির্দেশ
করেন; সুতরাং ‘রজ্জু-সর্প’-দৃষ্টান্ত অস্বীকৃত হইতে পারে না॥

(৩৬)। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—[প্রমাণের] তুল্যতা, সাপেক্ষতা বা নিরপেক্ষ-
তা [বস্তু-জ্ঞানের] বাধ্য-বাধকতার হেতু নহে; কারণ, [তাহা হইলে] অগ্নি-শিখার
প্রোত-জাপক অহুমান দ্বারা একত্ব-প্রত্যক্ষের বাধা হইত না; সে স্থলে ত অগ্নিশিখার
একত্বই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ আপাতদর্শনে অগ্নিশিখা একটীমাত্র প্রতীত হইলেও
অহুমান দ্বারা জানা যায় যে, শিখা একটী নহে—বহু। এইরূপে দুই প্রমাণের বিরোধ

যৎ সংভাব্যমানান্যথাসিদ্ধি, (*) তদ বাধ্যং, অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশ- (†) মিতরদ বাধকমিতি সর্বত্র বাধ্য-বাধকভাব-নির্ণয় ইতি ।

তস্মাদনাদি-নিধনাবিচ্ছিন্ন-সংপ্রদায়াসংভাব্যমান-দোষগন্ধানবকাশ-শাস্ত্র-
জন্য-নির্কির্শেষ-নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-বুদ্ধ-স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্র - ব্রহ্মাত্মভাব-
বোধেন সংভাব্যমানদোষ-সাবকাশ - প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ - বিবিধ - বিকল্পরূপ-
বন্ধ-নিবৃত্তিযুক্তৈব । (‡) সংভাব্যতে চ বিবিধ-বিকল্পভেদ-প্রপঞ্চগ্রাহি-
প্রত্যক্ষস্থানাদিভেদ-বাসনাদিরূপাবিচ্ছাখ্যো দোষঃ ॥৩৬॥

উপস্থিত হইলে, [উভয়ের মধ্যে] যাহার সিদ্ধি অত্থা-সম্ভাবিত অর্থাৎ প্রকারান্তরেও
যাহা সংসাধিত হইতে পারে, তাহা বাধ্য ; আর, যাহা অনত্থা-সিদ্ধ ও নিরবকাশ
অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত যাহা নিষ্পন্ন হয় না, এবং অত্থা যাহার বিষয় বা
সার্থকতা নাই, তাহা বাধক । ইহাই বাধ্য-বাধকভাবের সাধারণ সিদ্ধান্ত ।

অতএব, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত, অবিচ্ছিন্নভাবে গুরু-পরম্পরাগত, এবং যাহাতে
দোষের গন্ধ মাত্রও সম্ভাবিত নাই, এবংবিধ নিরবকাশ অর্থাৎ প্রয়োজনান্তর-রহিত
শাস্ত্র হইতে সমুৎপন্ন যে নির্কির্শেষ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ ও স্বপ্রকাশ চিন্মাত্র ব্রহ্মে
আত্মত্ব বোধ উৎপন্ন হয়, নিশ্চয়, তাহা দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ নানাপ্রকার
বিকল্পময় অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞানরূপ বন্ধের নিবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত । কারণ, ঐ প্রত্যক্ষাদি
প্রমাণে কোন না কোনরূপ দোষ থাকে সম্ভবপর এবং এতদতিরিক্ত স্থলেও উহাদের
প্রয়োজন (সার্থকতা) রহিয়াছে, [সুতরাং উহাদের নিফলত্ব শঙ্কাও নাই ।] আর,
অনাদিকাল-প্রবৃত্ত ভেদ-সংস্কার প্রভৃতি যে অবিচ্ছিন্ন-দোষ বিবিধ বিকল্পময় ভেদ-
প্রপঞ্চের গ্রাহক, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও সে দোষ সংভাবিতই আছে ॥

(*) সাবকাশবাদন্যথাসিদ্ধত্বং জ্ঞেয়ং, ‘অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশঃ, ইত্যনন্তরোক্তেঃ । অত্র চ, বিষয়ান্তরসম্ভাবঃ
অপ্রামাণিককোটি-প্রবেশো বা সাবকাশত্বম্ । তেন চ, যোগস্থাপিতার্থবিষয়-প্রামাণ্যসম্বরণেণ সিদ্ধান্তিতোদয়-
মন্তথাসিদ্ধত্বম্, বিরুদ্ধার্থ-প্রমাণব্যাধনাপি সম্ভবদ্রুদয়মিত্যাশয়ঃ ।

(†) অনন্যথাসিদ্ধত্বং নাম, তদর্থ-প্রমাণতাং বিনাহুদয়ত্বং—বিরুদ্ধার্থপ্রমাণ-বাদেরানুদয়ত্বমিতি যাবৎ, তদপি
অনবকাশত্বাৎ । অনবকাশত্বং নাম বিষয়ান্তরলাভেই প্রমাণ-কোটি-নিবেশাভাবে বা । অতশ্চ, অপ্রমাণকোটি-
মন্তর্ভাব-বিষয়ান্তরলাভাভাবাত্যাং বিরুদ্ধার্থোপশাংক-প্রমাণাধেনানুদয়ত্বমিত্যাশয়ঃ । ইতি শ্রুত-প্রকাশিকা ।

(‡) “তস্মাৎ” অন্যথাসিদ্ধবাদন্যথাসিদ্ধত্ব-রূপেব বাধ্য-বাধকভাব-প্রয়োজকত্বমিত্যর্থঃ । অনানীতাদি,
অবিচ্ছিন্নসংপ্রদায়বাদনাদি-নিধনম্ । তদুক্তং—“অনাদি-নিধনা হ্রেষ্য বাঙংস্থষ্টা নয়তুব । আদৌ বেদময়ী বিখ্যা
যতঃ সর্গাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ।” ইতি । “অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দরূপং বদায়কম্ ।” ইতি চ । নিত্যোতাদি,—অত্র নিত্যং
কালানবচ্ছিন্নত্বম্ । শুদ্ধত্বং—অবিচ্ছিন্নত্বম্ । মুক্তত্বং—অবিচ্ছিন্ন-নিবন্ধন-জ্ঞানাদিরাহিত্যম্ । বুদ্ধত্বং
বীজবুদ্ধম্ । পুনশ্চ, ‘স্বপ্রকাশত্বং’—অপ্রদায়নপ্রকাশত্বম্ । চিন্মাত্রোক্ত ‘মাত্র’পদং চিত্তঃ, জ্ঞেয়ত্বশঙ্কা-নিবাসার্থম্ ।
উক্তলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স্বাভাবনশ্চ ইত্যং বোধেনোক্ত্যর্থঃ । বিকল্পঃ—বিবিধঃ জাতু জেয়াদিত্যেব কল্পঃ—বোধঃ ।

ননু, অনাদি-নিধনবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়তয়া নির্দোষত্বাপি শাস্ত্রাস্ত
“জ্যোতিষ্কৌমেন স্বর্গ-কামো যজ্ঞেত,” ইত্যেবমাদের্ভেদাবলম্বিনো
বাধ্যত্বং প্রসজ্যেত ? সত্যং, “পূর্বাপরাপচ্ছেদে পূর্বশাস্ত্রবৎ” মোক্ষশাস্ত্রস্য
নিরবকাশত্বাৎ তেন বাধ্যত্ব এব । বেদান্তবাক্যেষুপি সগুণ-ব্রহ্মোপাসন-
পরাগাং শাস্ত্রাণাময়মেব ন্যায়াঃ, নিগুণত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ ।

ননু চ, “যঃ সর্বজ্ঞঃ স সর্ববিৎ ।” [যুগুৎ, ১।১।৩৬]। “পরাস্য
শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ ।” [শ্বেতাশ্বং, ৬।৮]।
“স (?) সত্য-কামঃ, সত্য-সংকল্পঃ,” [ছান্দোগ্য, ৮।১।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মস্বরূপ-
প্রতিপাদনপরাগাং কথং বাধ্যত্বং ? নিগুণ-বাক্য-সামর্থ্যাদিতি ক্রমঃ ।

এতদুক্তং ভবতি,—“অস্থূলমনগ্ধস্বম্”, [বৃহদাঃ, ৩।৮।৮]। “সত্যং
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, [তৈত্তিরি, ২।১।১]। “নিগুণং নিরঞ্জনং”,
[শ্বেতাশ্বং, ৬।১৬], ইত্যাদি-বাক্যানি নিরন্তরসমস্তবিশেষ-কূটস্থনিত্য-চৈতন্য
প্রতিপাদয়ন্তি, ইतरাণি চ সগুণম্ । উভয়বিধবাক্যানাং বিরোধে-

(৩৭) । ভাল, [এরূপ হইলে], অনাদি-নিধন, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যতা এবং
সম্প্রদায়-বিচ্ছেদ-রাহিত্য নিবন্ধন নির্দোষ—‘স্বর্গকামী পুরুষ জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে’,
ইত্যাদি শাস্ত্রেরও বাধা (অপ্রামাণ্য) হইতে পারে ? কারণ, উহাও ভেদাবলম্বী বা বৈত-
সাপেক্ষ । [উত্তর,] পূর্ব ও পরবর্তীর মধ্যে ‘অপচ্ছেদ’ বা ব্যাঘাত ঘটিলে যেমন পূর্ব
শাস্ত্র দুর্বল হয়, তেমন নিরবকাশপ্রযুক্ত মোক্ষশাস্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই [ভেদাবলম্বী শাস্ত্র]
বাধিত হইবে । আর, বেদান্ত শাস্ত্রেও যে-সকল বাক্য সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা-বিধায়ক,
তাহাদের সম্বন্ধেও এই রীতিই প্রযোজ্য ; কারণ, পরব্রহ্ম নিগুণ, [তাহার সম্বন্ধে
গুণ-বিধান সত্য হইলে নিগুণ বাক্যগুলি নির্বিশয় হইয়া পড়ে] ।

ভাল, ‘যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্ববিৎ ।’ ‘ইহার (ব্রহ্মের) বিবিধাকার পরা শক্তি এবং
সত্যসিদ্ধ জ্ঞান-বল ও ক্রিয়া শ্রুত হয় ।’ ‘তিনি সত্যাত্মিলাষ ও সত্যসংকল্প (সংকল্প-সিদ্ধ) ।’
ইত্যাদি যে সকল বাক্যে (সগুণ-) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতি পাদিত হইয়াছে, তৎসমূহের বাধা
হইবে কিরূপে ? [উত্তর—] আমরা বলি,—ব্রহ্মের নিগুণত্ব-প্রতিপাদক বাক্যের বলে
[বাধা হইবে] ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে,—‘ব্রহ্ম স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, এবং হ্রস্ব নহে’ । ‘ব্রহ্ম
সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ’, এবং ‘নিগুণ ও নিরঞ্জন’ ইত্যাদি বাক্যানিচয় সর্বপ্রকার বিশেষ-
ভাব-বিরহিত-নির্ভা-চৈতন্যকে এবং অপর বাক্যসমূহ সগুণ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে ।
উত্তর প্রকার (সগুণ-নিগুণবোধক) বাক্যসমূহের বিরোধ উপস্থিত হইলে উক্ত ‘অপচ্ছেদ’

হনেনৈবাপচ্ছেদন্যায়েন নিগুণ-বাক্যানাং গুণাপেক্ষেণ পরমা
বলীয়ত্ত্বমিতি ন কিঞ্চিদপহীনম্ (*) ॥৩৭॥

নমু চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যত্র সত্য-জ্ঞানাদয়ো-গুণ
প্রত্যয়ন্তে ? নেতৃত্বাচ্চ্যতে, সামান্যাদিকরণ্যেনৈকার্থত্ব-প্রতীতেঃ । (†)

জ্ঞানানুসারে নিগুণ-বাক্যসমূহেরই সমধিক বলবত্তা, কারণ, গুণ-নিবেধক ঐ সকল বা
গুণ-সাপেক্ষ বলিষ্ঠী পরবর্তী । অতএব, কোন বাক্যই বিফল হইতেছে না ॥ (*)

(৩৮) । ভাল, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এ স্থলে ত সত্য ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণ প্রতী
হইতেছে ? বলিতেছি—না ; যেহেতু [সত্যজ্ঞানাদি বাক্যে] সামান্যিকরণ্য বা পরম্প
বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ একার্থত্ব বা অভেদ অর্থ প্রতীত হইতেছে । (§)

(*) অত্র ‘কূটস্থত্বং’ নির্জিকারত্বং, কূটস্থং নির্জিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে” ইতি পক্ষদ্বয়ভেদেঃ ।

‘উত্তরবিধ...অপহীনং’ । অয়মালম্ব্যঃ,—সত্যোব নিবেধ্য-বিষয়ে নিবেধ্যঃ প্রবর্ততে, অসতি তু নৈব নিবে
সংগচ্ছতে । ততশ্চ, প্রাক্ সগুণ-বাক্যোহু গুণাদেশাভাবো, গুণ-প্রতিবেধপার-নিগুণবাক্যানাং নির্জিকার
প্রসঙ্গোহু ; প্রাক্ প্রসঙ্গসৌব নিবেধ্যত্বাৎ । অতো নিবেধ্য-গুণসাপেক্ষেণ নিগুণবাক্যানাং পরত্বং, পরমা
বলীয়ত্ত্বম্ । সগুণ-বাক্যানামপি উপাসনাপরত্বাৎ অবৈয়র্থ্যং, অতঃ হৃষ্টত্বং “ন কিঞ্চিদপহীনমিতি ।”

(†) ‘নমু...প্রতীতেঃ ।’ অত্র ‘চ’-কারণঃ দোষ্যান্তরদমুচ্চয়ার্থকঃ । ‘সত্য-জ্ঞানাদয়ঃ’ ইতি ভাবপ্রধা
নির্দেশনঃ ; সত্য-জ্ঞানাদয় ইত্যর্থঃ । “দ্যেকচোদ্বিবচনৈকবচনে” ইত্যত্র দ্বিবচন-পর-‘দ্যেক’শব্দবৎ, অত্র
‘দ্যেক’ ইতি স্যাৎ ।

সামান্যাদিকরণ্যং হি “ভিন্ন-প্রভৃতিমিত্তানাং শব্দানামেকমিত্তমর্থো বৃত্তিঃ সামান্যাদিকরণ্য”মিত্যুক্তলক্ষণ
সম্মানং একং স্বধিকরণ্যং বিশেষণানামাধারভূতং অর্থাৎ বিশেষ্যঃ বস্তু, তত্ত্বখ্যেত্যাশয়ঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য, ‘মুপক্ষেপ’ কথাটি পূর্বমীমাংসায় পরিভাষিত । তাহার ভাব এই,—অর্থহীন, প্রত্যো
প্রতিহর্তা, উল্লাস, ব্রহ্মা ও যজ্ঞমন, এই কয়জন যজ্ঞীয় পুরুষ পরপর ভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া গা
করিবে । তদ্বশ্যে, যদি পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে । কিন্তু, ক্রমে ব
একাধিকের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে প্রত্যেকের অন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, পরবর্তী প্রায়শ্চিত্ত বিধি যা
পূর্ববর্তী প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বাধিত হইয়া যায়, সগুণ-নিগুণ-বোধক বাক্যও ঠিক সেই নিয়ম,—সত্যং জ্ঞা
ইত্যাদি বাক্যগুলি ব্রহ্মের নির্জিকার ভাব প্রতিপাদন করিতেছে, আর “সত্য-কামঃ সত্য-সংকল্পঃ” এবং “
সর্বজঃ” ইত্যাদি বাক্যানিচয় তাহার সগুণভাব প্রকাশ করিতেছে । যদি এই উত্তরবিধ-বাক্যের মধ্যে পরস্প
বিরোধ সংঘটিত হয়, তবে, নিগুণ-বাক্যেরই প্রাধান্য বৃদ্ধিতে হইবে, কারণ এই যে, সগুণ-বাক্য সক
পূর্ববর্তী, আর নিগুণ-বাক্যসকল পরবর্তী । নিবেধের কোন বিষয় না থাকিলে কখনও নিবেধ হইতে পারে না
প্রথমে সগুণ-বাক্য ব্রহ্মের যে সকল গুণগণ উক্ত হইয়াছে, নিগুণবাক্যে সে সমুদয়েরই প্রত্যাখ্যান ক
হইয়াছে ; প্রথমে সগুণ বাক্য না থাকিলে নিগুণবাক্যের অবতারণাই অসম্ভব হইত । পক্ষান্তরে, সগুণ-বাক্যের
প্রাধান্য থাকিলে নিগুণ-বাক্যগুলি অর্থহীন—নির্জিকার, হতরাজ উল্লেখ-যোগ্যই হইত না । “পূর্ব-পর
পরবিধির্বলবাদ”, এই নিয়মানুসারেও সগুণ অপেক্ষা নিগুণ-বাক্যেরই বলবত্তা স্বীকার করিতে হইবে । ০

(§) । বিশেষণ বিশেষ্যভাব হইলেও সর্বত্র সামান্যাদিকরণ্য হয় না । কারণ, ভিন্ন শ্রেণীর পক্ষ দুই হয় :-

(১) কতক গুলি পক্ষ আছে, তাহার বিশেষণই হটক, আর বিশেষ্যই হটক, কখনই বিভিন্ন অর্থ হয়

অনেকগুণ - বিশিষ্টাভিধানেহ্যেপ্যেকার্থত্বমবিরুদ্ধমিতিচেৎ ? অনভি-
ধানস্তো দেবানাংপ্রিয়ঃ । একার্থত্বং নাম—সর্বপদানামর্থেক্যং, বিশিষ্ট-
পদার্থাভিধানে বিশেষণভেদেন পদানামর্থ-ভেদোহবজ্জনীয়ঃ, (*) তত-
শ্চৈক্যার্থত্বং ন সিধ্যতি । এবং তহি, সর্বপদানাং পর্য্যায়তা স্যাৎ,
অবিশিষ্টার্থাভিধায়িত্বাৎ । একার্থাভিধায়িত্বেহপি অপৰ্য্যায়ত্বমবহিতমনাঃ

যদি বল [ব্রহ্মকে] অনেকগুণবিশিষ্ট বলিলেও একার্থ-বিরুদ্ধ হয় না ? [উত্তর,]
এই 'দেবানাংপ্রিয়' (+) অর্থাৎ মেঘ বা পশু, বাক্য-প্রয়োগের নিয়ম জানে না।
[কারণ এই যে,] একার্থ কি ? না,—সমস্ত পদ গুলির অর্থেক্য, অর্থাৎ একটীমাত্র অর্থ-
বোধে পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি । [গুণ-] বিশেষ-বিশিষ্ট কোন বস্তু (বিশেষ্যরূপে) অভিহিত
হইলে তাহার বিশেষণের ভেদ থাকে, বিশেষণের ভেদ অনুসারে পদ-সমূহেরও অর্থ-
ভেদ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, (+) কাজেই 'একার্থ' সিদ্ধ হইতে পারে না । [শব্দা—]
এরূপ হইলে, সমস্ত পদগুলি যখন অবিশিষ্ট অর্থাৎ কেবল একই অর্থ প্রতীপাদন

না। যেমন গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি । এ সকলের কখনও সামান্যিকরণ্য হইতে পারে না । (২) কতকগুলি
শব্দ আবার বিশেষণই হউক বা বিশেষ্যই হউক, কখনই তির্যার্থবোধক হয় না। যেমন,—ঘট, কলস, হুস্ত
প্রভৃতি । ইহাদেরও সামান্যিকরণ্য হয় না । (৩) আর কতকগুলি শব্দ বিশেষণরূপে তির্যার্থবোধক
হইলেও বিশেষ্যের পক্ষে একার্থই বুঝায় । যেমন, 'গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ,' এখানে 'গৌরবর্ণ' ও 'যুবা' এই বিশেষণ
দুইটা পরস্পর তির্যার্থ হইলেও একমাত্র বিশেষ্য-'পুরুষ'কেই বুঝাইতেছে । এজন্য, এখানে 'একার্থ-বস্তু'-রূপ
সামান্যিকরণ্য হইল । 'সত্য জ্ঞানাদি' স্থলেও 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি ধর্মের পরস্পর অর্থভেদ থাকিলেও
এখন-বিশেষ্য একমাত্র ব্রহ্মই পর্য্যবসান হইতেছে ; হস্তরাং, পূর্কোক্ত সামান্যিকরণ্যের বিবরণ হওয়ার
একটি প্রতীপাদকত্বও সিদ্ধ হইতেছে ।

(*) সর্বপদানাং এব একাভিধেয়ে পর্য্যবসানং, নতু বাক্যস্তেত্যর্থঃ । পৃথকপৃথগর্থে পর্য্যবসায়িনাং পদা-
নামেকপ্রধানার্থাধার্য্ অর্থেক্যং ব্যখিকরণ্যবাক্য এব, সামান্যিকরণ্যবাক্যে তু পদানামেবৈক্যার্থপর্য্যবসায়িত্বমুক্তং
ভবতি । অত্র চ ব্যতিরেকেন বিশেষ্যভেদেন বিশেষণভেদশ্চ ভবতীত্যুক্তং ভবতি । (ঐত প্রকাশিকা)

(+) "দেবানাং প্রিয়" কথাটা সুবৃত্ত-জ্ঞাপক ও বিজ্ঞপাত্তক । ইহার অর্থ—মেঘ বা পশু । কারণ,
সাধারণতঃ বজ্র মেঘ ও অন্তান্ত পশু দেবতাগণের বলিরূপে প্রদত্ত হয়, এবং সেই পশু-বলি দ্বারা-দেবগণের
বহির্বিদ্যুতি হয় ।

(২) অভিপ্রায় এই যে, যেখানে সমান বিভক্তি দ্বারা বাক্য রচিত হয়, সেখানে, একটা মাত্র পদ বিশেষ্য,
অপর গুলি তাহার বিশেষণ হয় । যদিও সেই বিশেষণ গুলির অর্থ আপাততঃ ভিন্ন-ভিন্ন প্রতীত হয় ঘট, কিস্তি,
কলস: তাহারা একমাত্র সেই বিশেষ্যার্থেরই অনুসরণ করে । ইহাকেই 'একার্থ' বলে । যেমন,—
'ভরবর্ণ, সুগন্ধি ও হ্রস্ব কল,' এ কথা বলিলে ঘণ্টা ও বর্ণ, গন্ধ, ও হ্রস্ব পদগুলি পরস্পর তির্যার্থবোধক
হউক, তথাপি, এ স্থলে সকলেই বিশেষ্যরূপী একমাত্র কলকেই বুঝাইতেছে । এইরূপ, 'সত্য জ্ঞান অনন্তং
ব্রহ্ম,' ইত্যাদি বাক্যেও 'সত্য,' 'জ্ঞান' ও 'অনন্ত' পদগুলি একমাত্র ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে,
কিন্তু আর বস্তুর অর্থ বুঝাইতেছে না । কাজেই পদগুলির ব্রহ্মমাত্রপরত্ব হওয়ার 'একার্থ' সঙ্গত হইল ।

শৃণু,—একত্ব-তাৎপর্য-নিশ্চয়াদেকশৈবার্থস্য তত্তৎপদার্থ-বিরোধি-
প্রত্যনৌকপরত্বেন সর্বপদানামর্থবদ্ধমেকার্থত্বমপর্যায়তা চ ।

এতদুক্তং ভবতি,—লক্ষণতঃ প্রতিপত্তব্যং ব্রহ্ম সকলেতরপদার্থ-
বিরোধিরূপম্ । তদ্বিরোধিরূপং সর্বমনেন পদত্রয়েণ ফলতো ব্যুদস্থতে । (*)
তত্র ‘সত্য’-পদং বিকারাস্পদত্বেনাসত্যাদ্বস্তনো ব্যাবৃত্তপরং, ‘জ্ঞান’-
পদং চান্যাধীন-প্রকাশাজ্জড়রূপাদ্ বস্তনো ব্যাবৃত্তপরম্, ‘অনন্ত’-পদং চ

করিতেছে, তখন [বাক্যস্থ] পদগুলির পর্যায়তা বা সমানার্থতা হউক ? [উত্তর,—]
একার্থ-প্রতিপাদক হইলেও যে, পর্যায়তা হয় না, [তাহা তুমি] মনোযোগ সহকারে শ্রবণ
কর,—[প্রথমতঃ পদগুলির] একই অর্থে তাৎপর্য-নিশ্চয় হয় ; সেই নিশ্চয়-বলে সেই
একটি অর্থই যথাসম্ভব (নিজ নিজ) বিরোধি-পদার্থের প্রতীতির প্রতিকূল বা বাধক হয়,
তন্নিমিত্ত পদসমূহের সার্থকতা, একার্থ-প্রতিপাদকতা, এবং পর্যায়হীনতা সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

এই ভাব উক্ত হইতেছে যে,—লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে হইবে,—তাহার
স্বরূপটী অন্য সকল পদার্থ-বিরোধী, অর্থাৎ তিনি অপরবিধ পদার্থ-রাশি হইতে সম্পূর্ণ
ভিন্ন । এই (সত্য প্রভৃতি) পদত্রয় ফলে-ফলে তদ্বিরোধী সমস্ত বস্তুকে [তাহা হইতে]
পৃথক্ করিয়া দিতেছে । (†) তন্মধ্যে, ‘সত্য’ পদটী, বিকারশীল (স্মৃতরাং) অসত্য বস্তু

বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে,—“আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মা অপৃথক্ত্বুঃপি চৈতন্ত্যং
পৃথগিবাবগমন্তে ।” অর্থাৎ আনন্দ, অনুভব (জ্ঞান), ও নিত্যত্ব, এই তিনটী ধর্ম ব্রহ্মে আছে, বস্তুতঃ
এ সকল, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না হইলেও—এক হইলেও যেন পৃথক্ বলিয়াই প্রতীত হয় ।

পক্ষান্তরে বলা আবশ্যক যে, ঐ ‘সত্য’ ‘জ্ঞান’ প্রভৃতি পদগুলি পৃথকভাবে নিজ নিজ অর্থ বুঝাইয়া পরে যি
ব্রহ্মের সহিত অম্বিত হইত, তাহা হইলে ঐ তিনটী বিশেষণের সহযোগে এইরূপ প্রতীতি হইত যে,—‘সত্য-ব্রহ্ম,
জ্ঞান-ব্রহ্ম, ও আনন্দ-ব্রহ্ম ।’ কারণ, যেমন একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের সহযোগে বিভিন্ন রূপ
ধারণ করে, তেমন একটী বিশেষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ সহকারে বিভিন্নাকারে প্রতীত হয় । এই নিমিত্তই
(কোন কোন মতে) বিশেষণভেদে বিশেষ্যেরও ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে ।

(*) “লক্ষণতঃ” অত্র ‘লক্ষণ’-পদেন স্বরূপ-লক্ষণমেব বোদ্ধব্যম্, নতু তটস্থলক্ষণম্ । এতেন ব্রহ্মণে
জগৎকারণত্বেন শরিতা যে ভেদ-পরা দোষাঃ, তদোষ-পরিজিহীর্ষয়া ব্রহ্মণঃ সকলেতর-বিরোধিত্বং প্রতিপাদয়তোঃ
শৌধক-পদত্রয়স্ত ব্যাবৃতিপরত্বং সমুচিতমিত্যায়াতম্ । সত্যানি-বাক্যং তু স্বরূপমাত্রপরমেব, অত একাৰ্থ্য,
ব্রাহ্মসত্ত্ব এসঙ্গাৎ সিদ্ধ ইত্যুক্তং “কলত” ইতি ।

অত্র বদ্যপি, সত্যাদীন্যেকেনাপি পদেন সমস্ত-ব্যাবৃতির্ভবিতুমর্হতি, তথাপি ব্রহ্মণি শব্দিতত্ত্বতঃ
পদার্থ-গত-বিরোধিত্বত্বৈকেন পদেন বারব্রতুমশক্যত্বাৎ পদত্রয়োপাদানং সার্থকম্ ।

(†) ব্রহ্মের লক্ষণ বিবিধ, (১) স্বরূপ, (২) তটস্থ । নিজের রূপ বা বিশেষ বিশেষ ভাব ভুলি ‘স্বরূপ’
লক্ষণ, যেমন,—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ । আর, যে লক্ষণ আগন্তুক—চিরস্থায়ী বা তাহার সমকালবর্তী নহে,
তাহা “তটস্থলক্ষণ”, যেমন,—জগৎকর্তৃৎ প্রভৃতি । এখানে ‘লক্ষণ’ অর্থে ‘স্বরূপ লক্ষণ’ বুঝিতে হইবে,—‘তটস্থ’
লক্ষণ নহে । কারণ, তটস্থ-লক্ষণে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় না, হুতরাং শুদ্ধ বস্তু-স্বরূপ

দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাদ্ব্যাবৃত্তপরম্ । ন চ ব্যাবৃত্তি-
ভাবরূপোহ্ভাবরূপো বা ধর্মঃ, (*) অপি তু সকলেতর-বিরোধি ব্রহ্মৈব ।
যথা শৌর্য্যাদেঃ কাষ্ঠ্যাদি-ব্যাবৃত্তিস্তত্ত্বৎপদার্থ-স্বরূপমেব, ন ধর্মাস্তরম্ ।
এবমেকশ্চৈব বস্তুনঃ সকলেতর-বিরোধ্যাকারতামবগময়দর্থবত্তরমেকার্থ-
মপর্য্যায়ঞ্চ পদত্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

তস্মাৎ (†) একমেব ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতির্নিধূত-নিখিল-বিশেষমিত্যুক্তং
ভবতি । এবং (§) বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে সত্যেব “সদেব সোম্যেদমগ্র-

হইতে ব্যাবৃত্তি করিতেছে। ‘জ্ঞান’-পদটীও পরাধীন যাহার প্রকাশ, এমন জড়বর্গ
হইতে ব্যাবৃত্তি করিতেছে, এবং ‘অনন্ত’ পদটী দেশ (স্থান), কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন
বস্তু-নিচয় হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে ।

‘ব্যাবৃত্তি’ পদার্থটী [ব্রহ্মের] ভাব কিংবা অভাবাত্মক কোন ধর্ম নহে,—প্রত্যুত,
অপর সর্ব পদার্থ-বিরোধী ব্রহ্মই [ব্যাবৃত্তিস্বরূপ] । গুরুত্বাদি গুণ দ্বারা ক্রমশঃ
প্রভৃতি গুণের ব্যাবৃত্তি হয়, সেই ব্যাবৃত্তিটী যেমন সেই-সেই ব্যবচ্ছেদ্য-পদার্থেরই
স্বরূপ, [তাহা হইতে] পৃথক্ একটী ধর্ম নহে । (§) তেমন, [এই] পদত্রয় একই বস্তুকে
[ব্রহ্মকে] অপর সমস্ত বস্তুর বিরোধী বলিয়া জ্ঞাপন করায় সম্যক্ সার্থকতা লাভ
করিয়াছে, একার্থত্বও বজায় রাখিয়াছে, এবং পর্য্যায়-দোষ হইতেও পরিত্ৰাণ পাইয়াছে ॥

(৩৮) এই কারণেই [পূর্ববাক্যে] একত্বরূপে নিশ্চিত ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ ও সর্ববিধ
বিশেষ অর্থাৎ প্রকার-ভেদে রহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । [নির্বিশেষত্ব-বোধক]

প্রতিপাদন হয় না । এই স্বরূপ-প্রতিপাদন ফলেই—অসত্য, অজ্ঞান (জড়) ও সাত্ত পদার্থ সকলের
‘ব্রহ্মত্ব’ ব্যাবৃত্ত বা প্রতিবন্ধ হইয়াছে ।

(*) যেমতে প্রত্যেক-মতে চ ভাবরূপো ধর্মঃ, বৈশেষিকাদিমতে তু অভাবরূপো ধর্ম ইত্যুক্তং ভাবরূপঃ
অভাবরূপো বেতি । পৃথক্ পৃথক্ ব্যাবর্ত্ত্যান্নিকরণেন অনন্তাদি-পদানাং সপ্রয়োজনত্বমতি, তস্মাচ্চ পদানাং
পর্য্যায়ত্ব-শব্দা নিরস্তা । অর্থবস্তুরং ইতি ‘তর’-প্রত্যয়েন শৌর্য্যাদি-দৃষ্টান্তাদিপ্যত্র প্রয়োজনাবিক্যাং সূচিতং ;
পর্য্যায়-ব্রহ্মণি সকলেতর-ভেদ-ব্যাবৃত্তিরেব প্রয়োজনাবিক্যমিত্যাশয়ঃ ।

(†) তস্মাৎ—উক্তন্যায়ানু-ভব্যাং অন্ত বাক্যন্তেত্যাশয়ঃ ।

(‡) অত্র কারণ-বাক্যকার্থ্যেণ শোধক-বাক্যান্তরৈকার্থ্যেন চ হেতুত্বেন বস্তুমাত্রপরিবর্ত্তনপাত্তে ।
“এব,—” বাক্যন্ত নির্বিশেষ-পরিভাষে নির্বাহে সত্যেব ইত্যর্থঃ ।

(§) ‘ব্যাবৃত্তি’ অর্থ—নিবৃত্তি বা বাধা প্রদান করা । যেমন, ‘গুরুত্ব’ বলিলে ‘নীলগমের’ নিবৃত্তি বা
বারণ করা হয় । বৈশেষিকাদি দর্শনের মতে, এই ব্যাবৃত্তিটী অভাব-পদার্থ, আর প্রত্যেক (বীমাংসক) ও নিজের
মত ব্যাবৃত্তিটী অভাব নহে—ভাবপদার্থ । যেমন, ‘এটা রক্ত নহে—শুষ্টি,’ এ হুলে রক্তের যে ব্যাবৃত্তি করা
হইয়াছে ; সেই ব্যাবৃত্তি শুষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে, সেইরূপ, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই পদত্রয় দ্বারা ব্রহ্ম যে
অসত্য, অজ্ঞান ও শাস্ত্রের ব্যাবৃত্তি করিয়া হইয়াছে ; সেই ব্যাবৃত্তিও ব্রহ্ম-স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্,” [ছান্দো., ৬।২।১] ইত্যাদিভিরেকার্থ্যং,
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” [তৈত্তি. ৩।১।১]। “সদেব সোম্যেদ-
মগ্র আসীৎ।” “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ,” [ঐত., ১।১।]
ইত্যাদিভির্জগৎ-কারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিদমুচ্যতে,—“সত্যং
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, [তৈত্তি., ২।১।১] ইতি ।

তত্র (*) সর্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়েন কারণ-বাক্যেষু সর্বেষু সজ্জাতীয়-
ব্যাবৃত্তমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাবগতং, জগৎ-কারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণো-
দ্বিতীয়স্য প্রতিপাদয়িষিতস্বরূপং তদবিরোধেন বক্তব্যম্। (†)
অদ্বিতীয়ত্ব-শ্রুতিঃ গুণতোহপি সদ্বিতীয়তাং ন সহতে, অন্যথা “নিরঞ্জনং

বাক্যের অর্থ এইরূপ নিশ্চয় হইলেই, ‘হে প্রিয়দর্শন, ইহা (জগৎ) অগ্রে নিশ্চয়ই এক,
অদ্বিতীয় (দ্বিতীয় রহিত) সৎই ছিল’, ইত্যাদি-বাক্য-সমূহের সহিতও [উক্ত বাক্যের]
সমানার্থত্ব রক্ষা পায়। [তাহার পর,] ‘ধা হইতে এই ভূত সকল জন্ম লাভ করে,
[তিনি ব্রহ্ম]’ ‘হে সোম্য, এ জগৎ অগ্রে সৎই ছিল।’ ‘এ জগৎ অগ্রে (উৎপত্তির পূর্বে)
এক আত্ম-স্বরূপেই ছিল।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ রূপে [তটস্থ লক্ষণ
দ্বারা] নির্দেশ করিয়া এখন, তাহার এইরূপ স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ,
জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ।’

তাহা হইলে, (কারণবোধক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের একার্থতা করাই নিয়ম
হইলে) ‘সর্বশাখা-প্রত্যয় ন্যায়’ (‡) অল্পসারে কারণতা-বোধক সমস্ত বাক্যেই জানা গিয়াছে
যে, ব্রহ্ম সজ্জাতীয়-রহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান-জাতীয় আর কিছুই নাই, সুতরাং
জগৎকারণ বলিয়া বিশেষিত (পরিচিত) অদ্বিতীয় ব্রহ্মের যে স্বরূপ প্রতিপাদন
করিতে হইবে, তাহা ঐ [কারণ-বোধক] বাক্যের অবিরুদ্ধভাবেই বলিতে হইবে।
কারণ, [ব্রহ্মের] অদ্বিতীয়ত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি, কোন একটা গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা
সহ করে না, অর্থাৎ ব্রহ্ম অস্ত্র এবং তাঁহার গুণ অস্ত্র, এইরূপেও ভেদ (দ্বৈত) স্বীকার
করে না ; নচেৎ ‘[ব্রহ্ম] নিরঞ্জন ও নিগুণ’, ইত্যাদি বাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত

(*) ‘তত্র’—কারণবাক্যার্থোৎপেক্ষিতে ইতি কৃতপ্রকাশিকা।

(†) “সদেব” “একমেব” ইতি সজ্জাতীয়-বিজ্জাতীয়-ব্যাবৃত্তকাবধারণ-সমভিব্যাহৃত্যাং ‘ইদং ‘অদ্বিতীয়’-গণ্য
গুণদ্বারাঃপি ব্রহ্মণঃ সদ্বিতীয়তাং ন সহতে ইত্যভিসন্ধিঃ।

(‡) কোন এক শাখার উপনিষদে যে সকল নিয়ম নির্ধারিত হইয়া থাকে ; তন্নিয় শাখান্তরীয় উপনিষদে উক্ত
না হইলেও যে, সেই সমস্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া সামগ্র্য করা হয়, তাহাকে ‘সর্বশাখা-প্রত্যয় জ্ঞান’ বলে।

নিগুণম্” ইত্যাদিভিঃ বিরোধঃ । অতঃশ্চৈতল্লক্ষণবাক্যমথৈকরসমেব প্রতিপাদয়তি ॥ ৩৮ ॥

নতু চ, সত্য-জ্ঞানাদি-পদানাং স্বার্থ-প্রহাণেন স্বার্থ-বিরোধি-ব্যাবৃত্ত-বস্তু-স্বরূপোপস্থাপনপরত্বেন লক্ষণা স্যাৎ ? নৈষ দোষঃ, অভিধান-বৃত্তেরপি তাৎপর্য-বৃত্তেৰ্বলীয়ত্বাৎ । সামান্যাদিকরণস্য হি ঐক্য এব তাৎপর্যমিতি সৰ্ব্বসম্মতম্ ।

নতু চ, সৰ্ব্ব-পদানাং লক্ষণা ন দৃষ্টচরী ? ততঃ কিং বাক্য-তাৎপর্য-বিরোধে সত্যেকস্যাপি ন দৃষ্টা ? সমভিব্যাহত-পদসমুদায়সৈতৎ তাৎপর্যমিতি নিশ্চিতং সতি দ্বয়োক্তয়াণাং (*) সৰ্ব্বেষাং বা তদবিরোধায়ৈ-কস্যেব লক্ষণা ন দোষায় ।

হয় । অতএব, [বুঝিতে হইবে যে,] এই স্বরূপলক্ষণবোধক (সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি) বাক্য অথগু, এক-রস অর্থাৎ নির্বিশেষরূপেই [ব্রহ্মকে] প্রতি-পাদন করিতেছে ॥

(৩৯)। ভাল, ‘সত্য-জ্ঞান’ প্রভৃতি পদগুলি যদি স্ব-স্ব অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থ-বিরুদ্ধ, কোন বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদন করে ; তাহা হইলে [সেই পদগুলির ভ] ‘লক্ষণা’ করা হয় ? (+) না,—এ দোষ হয় না, কারণ, অভিধান-বৃত্তি (শব্দের মুখ্যার্থ) অপেক্ষাও তাৎপর্যার্থ সমধিক বলবান হয় ; আর, ‘সামান্যাদিকরণের (অভেদ-বিশেষ্য-বিশেষণ স্থলে) যে, ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদনেই [বাক্যের] তাৎপর্য, ইহা সৰ্ব্ববাদি-সম্মত ।

ভাল, সমস্ত পদের লক্ষণা ত কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় নাই ? [উত্তর,—] তবে কি বাক্যের তাৎপর্যবিরোধ উপস্থিত হইলে এক পদেরও [লক্ষণা] দৃষ্ট হয় নাই ? [বস্তুতঃ] সহ-পঠিতপদ-সমুদয়াক্ত বাক্যের যখন, ‘ইহাই তাৎপর্য’ এইরূপ [তাৎপর্য বিশেষ] নিশ্চিত হয়, তখন, কোন বিরোধ সম্ভাবিত থাকিলে, তৎ-পরিহারের জন্য, এক পদের ন্যায় দুই, তিন বা সমুদয় পদেরও লক্ষণা দোষাবহ নহে ।

(*) ঘোরোক্ত্যাদি । অবিরোধ-বিরোধাবেব মুখ্য-লক্ষণাবৃত্তিবীকারে প্রয়োজকৌ, নতু পদানামেক-বিষয়িকমিত্যাশয়ঃ ।

(+) তাৎপর্য,—শব্দ উচ্চারণমাত্র যে শক্তি-বলে প্রসিদ্ধ অর্থ জাত হয়, তাহার নাম ‘অভিধাবৃত্তি’ বা মুখ্য শক্তি, এবং সেই শক্তি-লভ্য অর্থের নাম ‘মুখ্যার্থ’ । যেখানে, এই মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বস্তুর তাৎপর্য বা অভিপ্রায় রক্ষা পায় না, সেখানে সেই তাৎপর্যের অবিরুদ্ধ অস্ত্র একটী অর্থ বাহা দ্বারা বুঝা হয়, তাহাকে ‘লক্ষণা’ বলে । যেমন ‘গঙ্গারায়ণ যোযঃ প্রতিবসতি’, অর্থাৎ গঙ্গাতে গোপপত্নী বাস করিতেছে, বলিলে, গোপপত্নীর গঙ্গা-জলে বাসকরা অসম্ভব, এই কারণে লক্ষণা দ্বারা ‘গঙ্গা’-শব্দে তাহার সরিহিত ভীম অর্থ বুঝিতে হয় । ভাল! আবশ্যক যে, মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে ‘লক্ষণা’ বীকার করা অতীব দোষাবহ ।

তথাচ শাস্ত্রজ্ঞেরভূপগম্যতে,—কার্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ (*) লৌকিক-বাক্যেষু সর্বেষাং পদানাং লক্ষণা সমাশ্রীয়তে, অপূর্ব-কার্য-এব 'লিঙাদেমূর্ধ্যবৃত্ত্বাৎ, লিঙাদিভিঃ ক্রিয়া-কার্যং লক্ষণয়া প্রতি-পাদ্যতে; কার্যাস্থিত-স্বার্থাভিধায়িনাং (†) চেতরেষাং পদানামপূর্ব-কার্যাস্থিত এব মুখ্যোহর্থ ইতি ক্রিয়া- কার্যাস্থিত- প্রতিপাদনং লাক্ষণিকমেব । অতো (‡) বাক্য-তাৎপর্যা বিরোধায় সর্বপদানাং

শাস্ত্রাভিজ্ঞগণঃ এইরূপই [বহুপদের লক্ষণার নির্দোষত্ব] স্বীকার করিয়া থাকেন,— কার্য-বাক্যার্থবাদিগণ (যাহারা বলেন, ক্রিয়াবোধক না হইলে কোন বাক্যই প্রমাণ নহে, এই মতাবলম্বিগণ) লৌকিক অর্থাৎ ব্যবহার-নিষ্পাদক বাক্যেও সমস্ত পদের লক্ষণা স্বীকার করেন । কারণ, [তাহাদের মতে] 'লিঙ্' প্রভৃতি [বিধি প্রত্যয়ের] মুখ্য অর্থ— কার্য বা উৎপাদনীয়—অপূর্ব । সুতরাং [বলিতে হইবে যে,] লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় গুলি যে, ক্রিয়া—যজ্ঞাদিরূপ কার্য বুঝায়, তাহাও লক্ষণা দ্বারাই বুঝায় । আর, অপরাপর যে সকল পদ যজ্ঞাদি-ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত অস্থিত বা সম্বন্ধ হইয়া নিজ-নিজ অর্থ বুঝায়, এরূপ পদগুলিরও [যখন] অপূর্ব-কার্য-সম্বন্ধ অর্থই মুখ্য অর্থ; [তখন] ঐ সকল পদও যে, কেবল অন্তর্গত-কার্য-সম্বন্ধরূপ অর্থ বুঝায়, নিশ্চয়, তাহাও লাক্ষণিক বা লক্ষণামূলক । (§) অতএব, বাক্যের :তাৎপর্য-বিরোধ-পরিহারের জন্ত সমস্ত পদের লক্ষণাও দোষাবহ হয় না । অতএব, এই পূর্বোক্ত বিষয় প্রতিপাদন করে, বলিয়াই বেদান্ত-বাক্যসকল প্রমাণ ॥

(*) বাক্যস্ত প্রধান-প্রতিপাদভূত কার্যার্থসমর্পক-পদস্ত লাক্ষণিকত্বাৎ অধিভাষ্যায়িনাং লক্ষণা ত্রাদেব, ইত্যত আহ কার্য-বাক্যার্থবাদিভিরিতি ।

(†) পদানামধিতাভিধায়িনেন কারক-পদানামপূর্ব-কার্যাদিভিধায়িনাং তদস্থিত এব মুখ্যোহর্থঃ, ইতি তদ্ব্যয়-ত্যাগে লক্ষণেব, ইত্যাহ কার্যাস্থিতেত্যনি ।

(‡) 'অতঃ'—সর্বগদ-লক্ষণায়া যুক্তিসিদ্ধত্বাৎ, লৌকিক-পরীক্ষকৈক্যাদীকৃতত্বাদিত্যর্থঃ ।

(§) তাৎপর্য এই যে,—মীমাংসকগণ বলেন, “আমরাও ক্রিয়ার্থবাদানবধ্যকামতদর্থানাম্ ।” অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে সকল বেদ-বাক্য কোন ক্রিয়া-বোধক নয়, সে সকল বাক্য নিরর্থক বা অপ্রমাণ । সুতরাং, তাহাদের মতে বুঝিতে হইবে যে, “কৃৎ, ক্রিয়েত, কর্তব্যং,” ইত্যাদিরূপ ক্রিয়া-বোধক পদ না থাকিলে কোন বেদ-বাক্যই প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না । কিন্তু, এইরূপ ক্রিয়া-বিধি-বিরহিত বাক্যও বেদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, সে গুলির অপ্রামাণ্য হইলে কলে-কলে, স্বতঃ-প্রমাণ বেদেরই অপ্রামাণ্য দোষ ঘটিতে পারে, এই ভয়ে তাহারা পুনশ্চ বলিলেন,—‘বিধিনা দ্বৈক-বাক্যত্বাৎ তত্বার্থেণ বিধানং স্যঃ ।’ অভিপ্রায় এই যে,—যে সকল বেদ-বাক্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ক্রিয়াবিধির উল্লেখ নাই, সেই সকল বাক্যও বিধিবাক্যের সহিত ‘একবাক্যতা’ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বিধি-বাক্যে, কর্তা, কর্তব্য, করণ প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় যে সকল বিষয় অবশ্য বলা উচিত ছিল, অথচ বলা হয় নাই; বিধি-বাক্যে অপেক্ষিত সেই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বিধিরই ‘স্বাবক’রূপে সকল বা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় ।

লক্ষণাহপি ন দোষঃ । অত ইদমেবাবধাজাতং প্রতিপাদয়ন্তো বেদান্তাঃ
প্রমাণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রত্যক্ষাদি-বিরোধে চ শাস্ত্রস্য বলীয়স্বমুক্তম্ । সতি চ বিরোধে বলীয়স্বং
বক্তব্যং, বিরোধ এব ন দৃশ্যতে নির্বিণেষ-সন্মাত্র-ত্রক্ষগ্রাহিত্বাৎ প্রত্যক্ষস্য ।

ননু চ, ঘটোহস্তি পটোহস্তীতি নানাকার-বস্তুবিষয়ং প্রত্যক্ষং কথমিব
সন্মাত্র-গ্রাহিত্বাচ্যতে ? বিলক্ষণ-গ্রহণাভাবে সতি সর্বেষাং স্ত্রানানামেক-

(৪০) পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, যখন শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ
উপস্থিত হয়, তখন শাস্ত্রই বলবত্তর, এবং বিরোধ উপস্থিত হইলেই [একের] বলবত্তা হয় ।
বস্তুতঃ, এখানে কোন বিরোধই পরিলক্ষিত হইতেছে না ; কারণ, নির্দিশেষ, সংস্করণ
ত্রক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায় ; [প্রত্যক্ষে ত কাহারো বিবাদ নাই ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে
বলাবল চিন্তারও আবশ্যক নাই] ।

ভাল, ‘ঘট আছে,’ ‘পট আছে’ ইত্যাদি-প্রকার বিবিধ-বস্তু-বিষয়ে যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান
হয়, তখন তাহা যে, সং-মাত্রগ্রাহী, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট আর কিছুই যে, প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায়
না, একথা বলিতেছ কিরূপে ?—[জ্ঞানের] যদি, গ্রাহ্য-বস্তুর গ্রহণ-নিবন্ধনই হউক বা

তাহাদের মতে কার্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্বই সমস্ত বাক্যের মুখ্য অর্থ । এই কারণেই ভাষ্যে, “কার্য-
বাক্যার্থবিস্তৃতিঃ” বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে । উক্তবিধ ক্রিয়া বোধক প্রত্যয়গুলি শাস্ত্রে ‘লিঙ’
নামে প্রতীতি হয় । কার্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্বই (অদৃষ্ট) লিঙ-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ—সাধারণ কার্যমাত্র
নহে । “স্বর্গকামঃ অগমেধেন যজ্ঞেত ।” ‘স্বর্গাভিগামী পুত্রব অগমেধ যাগ করিবে,’ এই বাক্যে ‘যজ্ঞেত’-
পদে ‘যজ্ঞ’ ধাতুর পর যে, বিধিলিঙ—‘ইত’ প্রত্যয় আছে, উহার অর্থ—যাগ-জনিত অপূর্ব, (যাহার বলে
যজ্ঞাদি কৰ্ত্তা মরণের পর স্বর্গল লাভ করে), ইহাই উহার মুখ্য অর্থ । ‘স্বর্গ-কাম’ প্রভৃতি পদগুলি ঐ প্রধান
অর্থের সহিত সম্মিলিত বা সম্বন্ধ হইরা নিজ নিজ অর্থ প্রতিপাদন করে—স্বতন্ত্রভাবে নহে । ভাষ্যে—“কার্যাবিত-
স্বর্গাভিগামিনাং চেতরেবাং” কথায় এই অভিপ্রায়ই সূচিত হইয়াছে ।

এ মতে, লৌকিক বাক্য সকলও উল্লিখিত নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন, এইমাত্র বিশেষ যে, “অন্ন-কামঃ
পচেত ।” অর্থাৎ ‘অন্নার্থী পাক করিবে,’ এই লৌকিক-বাক্যে ক্রিয়া-বোধক ‘লিঙ’ প্রত্যয় থাকিলেও উহার
অর্থ অপূর্ব বা অদৃষ্ট নহে—ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান মাত্র । অথচ, ‘লিঙ’ প্রত্যয়ের অপূর্ব-তির কোন অর্থ বুঝাইবার
শক্তি নাই । অতএব, বুঝিতে হইবে যে, এই সকল ‘লিঙ’ প্রত্যয় লক্ষণার সাহায্যে সাধারণ ক্রিয়া বা
অনুষ্ঠান মাত্র—অর্থ প্রতিপাদন করে, শব্দের বাহা মুখ্যার্থ নহে, তাহা বুঝাইতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয়
গ্রহণ করিতে হয় । এই কারণে, মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন, “লোকে ‘লিঙ’ লাক্ষণী” । অর্থাৎ
লৌকিক প্রমাণে ‘লিঙ’-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ নাই—সর্বত্রই লাক্ষণিকার্থ । লৌকিক প্রমাণে প্রমাণাংশ
‘লিঙ’ প্রত্যয়ই যখন লাক্ষণিক, তখন, অপরাপর পদগুলিও যে, ক্রিয়া-সমবেত হইয়াই অর্থ প্রকাশ
করিল; ইহাতে আর সংশয় কি ? এই কারণেই লৌকিক-বাক্য একাধিক পদেরও লক্ষণা স্বীকৃত হইয়া থাকে ।
ফল কথা,—বাক্যে তাৎপর্য বা অভিপ্রায় রক্ষার নিমিত্ত, আবশ্যক হইলে দুই, তিন, বা সমস্ত পদেরও লক্ষণা
স্বীকার করিতে হইবে ; তাহাতে কোন দোষ নাই ।

বিষয়ত্বেন ধারাবাহিক-জ্ঞানবদেক-ব্যবহারহেতুতৈব স্যাৎ ? সত্যম্ ; তথৈ-
বাত্র (*) বিবিচ্যতে,—কথং ঘটোহন্তীত্যত্রাস্তিত্ব-তদ্বৈদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে ?
ন চ দ্বয়োরপি ব্যবহারয়োঃ প্রত্যক্ষমূলত্বং সম্ভবতি । তয়োৰ্ভিন্নকাল-
জ্ঞানফলত্বাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানস্য চৈকক্ষণবর্তিত্বাৎ তত্র স্বরূপং ভেদো বা
প্রত্যক্ষস্য বিষয় ইতি বিবেচনীয়ম্ । ভেদগ্রহণস্য স্বরূপগ্রহণ-তৎ-
প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাদেব স্বরূপবিষয়ত্বমবশ্যপ্রয়ণীয়মিতি ন স
ভেদঃ প্রত্যক্ষেন গৃহ্যতে । অতো ভ্রান্তি-মূল এব ভেদ-ব্যবহারঃ ॥৪০॥

কিংচ, ভেদো নাম কশ্চিৎ পদার্থো ন্যায়বিদ্বির্নিরূপয়িতুং ন

স্বভাবতই হটক, কোন বৈলক্ষণ্য না থাকে, এবং একমাত্র সং-বস্তুই যদি সমস্ত জ্ঞানের গ্রাহ্য
বিষয় হয় ; তবে, ‘ধারাবাহিক’ জ্ঞানের জ্ঞায় (+) সমস্ত জ্ঞানেরই একাকার প্রতীতি বা
ব্যবহার হইতে পারে ? [জ্ঞানের পরস্পর পার্থক্য বোধ হইতে পারে না ?] । [এ কথার
উত্তর—] হ্যাঁ, এখানে তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে,—[জিজ্ঞাসা করি,] ‘ঘট আছে’
(ঘটোহন্তি), এই ব্যবহার স্থলে ঘটের অস্তিত্ব, এবং অপরূপ বস্তু হইতে যে, তাহার প্রভেদ,
এই উভয়ের প্রতীতি হয় কিরূপে ? এক প্রত্যক্ষ দর্শনই [যুগপৎ বা ক্রমে] ঐ উভয়বিধ
ব্যবহারের মূল বা কারণ হইতে পারে না । যে হেতু, ঐ উভয়ই বিভিন্নকালীন জ্ঞান-
ফলাত্মক, অর্থাৎ অগ্রে সত্তার প্রতীতি, তাহারই ফলে পশ্চাৎ তদগত পার্থক্য প্রতীতি
হইয়া থাকে ; অথচ, উক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানটা এক-ক্ষণমাত্রস্থায়ী, (স্মৃতরাং ক্রমে ঐ উভয়
বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না) । অতএব, ঘটের অস্তিত্বই ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় ? না,—
তদগত পার্থক্য ? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক ।

বস্তুর স্বরূপানুভূতি ও ভেদ-প্রতিযোগীর (যাহা অপেক্ষার ভেদব্যবহার হয়, তাহার)
স্মরণ ব্যতীত কখনই ভেদ প্রতীতি হয় না, স্মৃতরাং বস্তুর স্বরূপকেই প্রত্যক্ষের বিষয়
বলিয়া মানিতে হয়, কাজেই বস্তুর সেই প্রভেদটা আর প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হইতে পারে না ?
অতএব, (বস্তু-গত) ভেদের যে, প্রত্যক্ষ-ব্যবহার, তাহা ভ্রান্তিমূলক—বাস্তবিক নহে ॥

(৪১) আরও এক কথা,—জ্ঞায়বিৎ পণ্ডিতগণ, ভেদ-নামক কোন একটা পদার্থ নিরূপণ
করিতে সমর্থ হন না । [কারণ,] ভেদ ত কোন বস্তুর স্বরূপ-নহে, [বস্তু স্বরূপ হইলে,]

(*) কথা সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ-ব্যবহারহেতুৎ চ ভবেৎ, ‘তথা’—ইত্যর্থঃ ।

(+) অস্তিত্ব এই যে,—‘ঘট’ প্রভৃতি যে কোন একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া যে, অবিচ্ছেদ্যে বারংবার
‘ঘট ঘট-’ ইত্যাদি প্রকার একাকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকে “ধারাবাহিক” জ্ঞান বলে । ধারাবাহিক জ্ঞান
স্থলে জন্ম বিষয়ের ভেদ থাকে না ; এই কারণে জ্ঞানেরও ভেদ হয় না, জ্ঞান একই থাকে । এখানেও,
যদি, এক সং বস্তুই সর্বত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে, ‘এটা ঘট, এটা ঘট’ ইত্যাদি সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি বিলুপ্ত
হইয়া বাইত ।

শক্যতে, ভেদস্তাবৎ ন বস্তুনঃ স্বরূপং, বস্তু-স্বরূপে গৃহীতে স্বরূপ-ব্যবহারবৎ সৰ্ব্বস্মাদ্ ভেদব্যবহার-প্রসক্তেঃ ।

নচ বাচ্যম্, স্বরূপে গৃহীতেহপি ‘ভিন্ন’ ইতি ব্যবহারস্য প্রতিযোগি-
স্মরণ-সব্যাপেক্ষত্বাৎ তৎস্মরণাভাবেন তদানীমেব ন ভেদ-ব্যবহার ইতি ।
স্বরূপমাত্র-ভেদবাদিনো হি প্রতিযোগ্যপেক্ষা চ নোৎপ্রেক্ষিতুং ক্ষমা,
স্বরূপ-ভেদয়োঃ স্বরূপত্বাবিশেষাৎ । যথা স্বরূপ-ব্যবহারো ন প্রতিযোগ্য-
পেক্ষঃ, ভেদ-ব্যবহারোহপি তথৈব স্যাৎ ; হন্তঃ কর ইতিবৎ ঘটো
ভিন্ন ইতি পর্যায়ত্বং চ স্যাৎ ? নাপি ধর্মঃ, ধর্মত্বে সতি তস্য স্বরূপাদ্
ভেদোহব্যশ্যশ্রয়ণীয়ঃ, অন্যথা স্বরূপমেব স্যাৎ, ভেদে চ তস্যাপি
ভেদস্তু ধর্মঃ, তস্যাপীত্যনবস্থা ॥৪১॥

কিংচ, জাত্যাди-ধর্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণে সতি ভেদ-গ্রহণম্, ভেদ-
গ্রহণে সতি জাত্যাди-ধর্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণমিতি অন্যান্যোশ্রয়ণম্ ।
অতো ভেদস্যাপি দুর্নিরূপত্বাৎ সন্মাত্রস্যৈব প্রকাশকং প্রত্যক্ষম্ ।

বস্তু স্বরূপ জানিলে, যে রূপ তাহার ব্যবহার করা যায়, সেইরূপ অপর সকল পদার্থ হইতে
তাহার যে প্রভেদ আছে, তাহারও ব্যবহার হইতে পারিত ? [কারণ, ভেদ ত বস্তুরই স্বরূপ] ।

একথাও বলিতে পার না যে,—ইহা অমুক হইতে ভিন্ন’ এইরূপ ব্যবহারে প্রতিযোগীর
(বাহ্য হইতে ভেদ করা হয়, তাহার) স্মরণের অপেক্ষা আছে ; সুতরাং, সেই
প্রতিযোগি-স্মরণ না থাকার তখন, স্বরূপ-প্রতীতি-সম্বন্ধেও ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না ?
যেহেতু, বাহ্যের বস্তু-ভেদকে বস্তু-স্বরূপই বলেন ; [ভেদ প্রতীতির জন্ত যে,] প্রতিযোগি-
স্মরণের অপেক্ষা (আছে বা থাকিতে পারে), ইহা তাহার কল্পনাও করিতে পারেন না ।
কারণ, (তাহাদের মতে) বস্তুর স্বরূপ ও তত্ত্বেদ, উভয়ই বস্তু-‘স্বরূপ’, কিছু মাত্র বিশেষ
নাই । স্বরূপতঃ বস্তু-ব্যবহারে যে রূপ প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা নাই ; সেইরূপ তাহার
ভেদব্যবহারেও অপেক্ষা থাকিতে পারে না । এবং [এই মতে], ‘হন্ত’ ও ‘কর’ শব্দের দ্বারা
‘ঘট’ ও ‘ভিন্ন’ এতদ্ব্যভিন্নেরও পর্যায়ত্ব বা একার্থতা হইতে পারে ?

আরও এক কথা,—এ ভেদ বস্তুর ধর্মও নহে । কারণ, ধর্ম হইলে বস্তু-স্বরূপ হইতে
নিষ্কণ্টকই তাহার ভেদ স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ উহা স্বরূপই হইয়া পড়ে, স্বরূপ হইতে
এ ভেদেরও আবার ভেদ স্বীকার করিলে, আবার তাহার ভেদ ও তাহার ধর্ম,
এবং তাহারও ভেদ ও তাহার ধর্ম, এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে ॥

(৪২)। অপি চ ; ঘটাদি-জাতি ও শুক্রাদি গুণ, ইত্যাদি ধর্ম-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইলেই
তদগত ভেদ-প্রতীতি হইবে । আবার, ভেদ প্রতীতি হইলে পর (ঘটাদি) জাতি-

কিঞ্চ, ঘটোহস্তি, পটোহস্তি, ঘটোহনুভূয়তে, পটোহনুভূয়তে, ইতি সর্বের পদার্থাঃ সত্তানুভূতিঘটিতা এব দৃশ্যন্তে । অত্র সূত্রাত্বে সূত্রায় প্রতিপত্তিষ্বনুবর্তমানং দৃশ্যতে, ইতি তদেব পরমার্থঃ, বিশেষাস্তু ব্যাবর্ত-মানতয়া অপরমার্থা রজ্জু-সর্পাদিবৎ । যথা রজ্জুরধিষ্ঠানতয়া অনুবর্তমানা সতী পরমার্থা, ব্যাবর্তমানাঃ সর্প-ভূদলনানুধারাদয়োহপরমার্থাঃ ॥ ৪২ ॥

ননু চ, রজ্জু-সর্পাদৌ ‘রজ্জু রিয়ং, নাযং সর্প’ ইত্যাদি-রজ্জ্বাধিষ্ঠান-যাথাত্ম্য-জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ সর্পাদেবপারমার্থ্যং, ন ব্যাবর্তমানত্বাৎ । রজ্জ্বাদেবপি পারমার্থ্যং নানুবর্তমানতয়া, কিন্তুবাধিতত্বাৎ । অত্র তু, অবাধিতানাং ঘটাদীনাং কথমপারমার্থ্যম্ ? উচ্যতে,—ঘটাদৌ দৃষ্টা ব্যাবর্ত্তিঃ, সা কিংরূপেতি বিবেচনীয়ম্,—কিং ঘটোহস্তীত্যত্র পটাত্ত্বাভাবঃ ? সিদ্ধং তর্হি ঘটোহস্তীত্যনেন পটাদীনাং বাধিতত্বম্ ।

বিশিষ্ট-বস্তুর জ্ঞান হইবে । এইরূপে অত্মোচ্চাশ্রয় দোষ ঘটে । অতএব, ভেদ-নিরূপণ যখন অসম্ভব, তখন স্বীকার করিতে হয় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ‘সৎ’ বস্তুরই প্রকাশক—অতের নহে ।

আর এক কথা,—‘ঘট আছে, পট আছে’ এবং ‘ঘট অমুভূত হইতেছে’ ইত্যাদি রূপে সমস্ত পদার্থই ‘সত্তা’ ও অমুভূতি সহকারে অমুভূত হইতে দেখা যায় । উক্ত প্রকার সমস্ত অমুভূতিতেই একমাত্র ‘সৎ’ বা সত্তারই অমুভূতি দৃষ্ট হয়, সুতরাং সেই ‘সৎ’ই পরমার্থ বা স্বার্থ বিষয় । পক্ষান্তরে, ঘট পটাদি বিশেষ ধর্ম সকল পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি-ভাবে থাকে, এই কারণে, রজ্জু-সর্পাদির ত্রায় সেই সমুদয় (বিশেষ) অপরমার্থ বা অসৎ । অর্থাৎ, যেমন, সর্পের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে বর্তমান থাকে বলিয়া রজ্জুটা পরমার্থ, আর, [সেই স্থলেই] ব্যাবর্ত্তমান অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল সর্প, ভূ-দলন (মাটির ফাট) ও জল-ধারা প্রভৃতি অসত্য । [‘ঘট আছে’, ইত্যাদি স্থলেও ঠিক সেইরূপ,—একমাত্র সত্তাই পরমার্থ সত্য বিষয়, আর ঘটাদি পদার্থ সকল অপরমার্থ] ॥

(৪৩) । পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘রজ্জু-সর্পাদি স্থলে ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’ ইত্যাদি জ্ঞানের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ীভূত রজ্জুপ্রভৃতি বস্তুর সত্য-জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই ঐ সর্পাদির অপারমার্থিকত্ব বা মিথ্যাত্ব [বুঝিতে হয়], কিন্তু, ব্যাবৃত্তি নিবন্ধন নহে । পক্ষান্তরে, ঐ রজ্জু প্রভৃতিরও যে, পারমার্থিকতা, তাহাও অমুভূতি নিবন্ধন নহে,—কিন্তু, অবাধিতত্ব নিবন্ধন । এখানে, ঘটাদি পদার্থের বাধা নাই, তবে, তাহাদের অপরমার্থত্ব হইবে কেন ? ইয়া, বলা যাইতেছে,—ঘটাদিতে যে পটাদির ব্যাবৃত্তি (ভেদ) দৃষ্ট হয়, তাহা কি প্রকার, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক,—‘ঘট আছে,’ এ স্থলে কি পটাদির অভাব [বুঝিতে হইবে] ? তাহা হইলে ত ‘ঘট আছে’ বলায় পটাদির বাধিতত্ব বা বাধ সিদ্ধই হইল ?

অতো বাধ-ফলভূতা বিষয়-নিবৃত্তির্ব্যাবৃত্তিঃ, সা ব্যাবর্তমানানাম-
পারমার্থ্যং সাধয়তি, রজ্জুবৎ সন্মাত্রমবাধিতম্নুবর্ততে । তস্মাৎ
সন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বমপরমার্থম্ । প্রয়োগশ্চ ভবতি,—সৎ পরমার্থম্
অনুবর্তমানত্বাৎ, রজ্জু-সর্পাদৌ রজ্জ্বাদিবৎ । ঘটাদয়োহপরমার্থা ব্যাবর্ত-
মানত্বাৎ, রজ্জ্বাণুধিষ্ঠান-সর্পাদিবদिति । এবং সত্যানুবর্তমানানুভূতিরেব
পরমার্থা ; সৈব সত্যী ॥ ৪৩ ॥

ননু চ, সন্মাত্রম্নুভূতেবিষয়তয়া ততো ভিন্নম্, নৈবম্ ; ভেদো হি
প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাদ্ দুনিরূপত্বাচ্চ পুরস্তাদেব নিরন্তঃ । অতএব, সত্যোহনু-
ভূতি-বিষয়ত্বাবোপি ন প্রমাণ-পদবীক্ষনুসরতি । তস্মাৎ সৎ অনুভূতিরেব ;
সা চ স্বতঃসিদ্ধা অনুভূতিত্বাৎ, অগতঃ সিদ্ধৌ ঘটাদিবদননুভূতিত্ব-
প্রসঙ্গঃ ।

অতএব, পটাদিবিষয়ের নিষেধাত্মক যে ব্যাবৃত্তি, তাহা পটাদি-বাধেরই ফলস্বরূপ ।
সেই ব্যাবৃত্তিই ব্যাবর্তমান অর্থাৎ নিষিদ্ধ পটাদির অপারমার্থিকত্ব সাধন করে, এবং
[রজ্জু-সর্পের] অবাধিত রজ্জুর ত্রায় কেবল সৎ বা সত্তা ধর্ম্মটি অবাধিত ভাবে সর্বত্র অনুভূতি
বা অনুগমন করে । অতএব, সৎ ভিন্ন আর সমস্তই অপৰমার্থ । (*) এ বিষয়ে অনুমানও
করা যাইতে পারে, 'সৎপদার্থই পরমার্থ বা সত্য, যেহেতু, উহা (সর্বত্র) অনুভূত হয় ; যেমন,
রজ্জু-সর্পাদি স্থল রজ্জু প্রভৃতি । ঘটাদি পদার্থ অপৰমার্থ বা মিথ্যা, যেহেতু উহার ব্যাবৃত্ত
হয় ; যেমন, রজ্জু-প্রভৃতি আশ্রয়ে স্থিত সর্প প্রভৃতি । এই নিয়মানুসারে [জানা যায়
যে,] সর্বত্র অনুবর্তমান অনুভূতিই পরমার্থ, এবং তাহাই সৎপদার্থ ॥'

(৪৪) । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সৎ যখন অনুভবের বিষয়, অর্থাৎ অনুভবের গ্রাহ্য,
তখন নিশ্চয়ই তাহা অনুভব হইতে ভিন্ন ; না,—এরূপ বলিতে পার না । কারণ, উক্ত ভেদ
প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না, এবং [অগতঃ প্রমাণ দ্বারাও] নিরূপণ করা যায় না ; এই কারণে
উহা প্রথমেই পরিত্যক্ত হইয়াছে । এই কারণেই, শুধু সৎ বা সত্তা যে, অনুভূতির বিষয় হয়, ইহা

(*) তাৎপর্য এই যে, যে সময় রজ্জুতে সর্প-ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন রজ্জুর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে,
একটা সর্প মাত্র দৃষ্ট হয় । সেই মুহূর্ত্তে ঐ রজ্জুকে 'রজ্জু' বলিয়া জানা যায়, তদনুহর্ত্তেই সেই পূর্বদৃষ্ট সর্প বাধিত ও
অন্তর্হিত হইয়া যায় । এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা, এবং রজ্জু অবাধিত বা স্থিরভাবে থাকে, এই কারণে তাহা
সত্য । বাধিত অর্থ 'মিথ্যা' রূপে নিশ্চিত হওয়া । 'বাধো মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়ঃ ।' [পঞ্চদশী] । 'ব্যাবৃত্তি' ও 'অনুভূতি'
কথার অর্থ এই যে, একত্র দৃষ্ট ছই বা ততোধিক ধর্ম্মের যে, পরস্পর বিরোধ বা ছাড়াছাড়িভাবে অবস্থিতি,
তাহার নাম—'ব্যাবৃত্তি', আর তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ সর্বত্র অনুভূতরূপে থাকার নাম 'অনুভূতি' ।
যেমন,—'নীল ঘট ও শুক্ল ঘট' । এ স্থলে নীল ও শুক্ল গুণের ঘট ছাড়িয়া অন্যত্রও থাকে, একারণ, উহার—
'ব্যাবৃত্ত', আর, 'ঘটত্ব' ধর্ম্মটি কখনই ঘট ছাড়িয়া থাকে না, এই হেতু, উহা 'অনুভূত' ।

কিঞ্চ, অনুভবান্তরাপেক্ষা চ অনুভূতিনি শক্যা কল্পয়িতুম্, স্বসত্ত্বৈব প্রকাশমানত্বাৎ । নহি অনুভূতিবর্তমানা ঘটাদিবদপ্রকাশাদৃশ্যতে ; যেন পরায়ত্ত-প্রকাশভূত্যাগম্যেত ॥৪৪॥

অথৈবং মনুষ্যে;উৎপন্নায়ামপ্যনুভূতৌ বিষয়মাত্রমবভাসতে—ঘটোহনু-ভূয়তইতি । নহি কশ্চিৎ ঘটোহয়মিতি জানন্ তদানীমেবাবিষয়ভূতা-মনিদন্তাবামনুভূতিমপ্যনুভবতি । তস্মাদ্ ঘটাদি-প্রকাশ-নিষ্পত্তৌ চক্ষুরাদি-

কোন প্রমাণ-পথে উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা বুঝান যায় না । এই কারণেই সং-পদার্থটী অনুভূতি হইতে ভিন্ন নহে, এবং অনুভূতি বলিয়াই উহা স্বতঃসিদ্ধ,— [কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না] উহার সিদ্ধি অস্ত্র-প্রমাণের অধীন হইলে [প্রমাণান্তর-সিদ্ধ-] ঘটাদি পদার্থের গ্রায উহাও অননুভূতি হইয়া যাইত, অর্থাৎ উহা অনুভব বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারিত না । (*)

অপি চ, অনুভূতির সত্তাই যখন প্রকাশমান বা স্বপ্রকাশ, তখন সেই (স্বপ্রকাশ) অনুভূতির প্রকাশের নিমিত্ত আর অস্ত্র অনুভূতি কল্পনা করিতে পারা যায় না, ঘটাদি পদার্থ যেরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থান করে, অনুভূতিকে সেইরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থিত দেখা যায় না, যাহাতে উহার প্রকাশকেও পরাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥

৪৫ । যদি এরূপ মনে কর যে, অনুভূতি সমুৎপন্ন হইলেও তাহাতে কেবল 'ঘট অনুভূত হইতেছে' ইত্যাকারে বিষয়—ঘটই প্রকাশ পায়, [স্বয়ং অনুভূতি প্রকাশ পায় না] । কারণ, 'এটা ঘট' এইরূপ জ্ঞান কালে কেহই ত 'ইদংভাব'-শূন্য (স্বেত-পীতাদি বিশেষ বিশেষ ভাব রহিত) ও অবিষয় (প্রমাণের অগ্রাহ) অনুভূতিকেও অনুভব করে না । অতএব, ঘটাদির প্রকাশ-সম্পাদনে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সন্নির্কর্ষ বা সান্নিধ্য যেমন হেতু, তেমনি অনুভূতির প্রকাশে কেবল স্বীয় সত্তাবই একমাত্র হেতু । তাহার পর, 'অর্থ'—ঘটাদি বিষয়ের যে, কাদাচিৎক (স্বভাবসিদ্ধ নহে, আগন্তুক) অধিকতর প্রকাশ দৃষ্ট হয়, সেই প্রকাশ দর্শনরূপ লিঙ্গ (হেতু) দ্বারা অনুভূতিরও সত্তাব অনুমিত হয় । (+)

(*) তাৎপর্য এই যে, ঘটাদি পদার্থগুলি অনুভবের বিষয়—অনুভূত হয়, এই কারণে উহার অনুভূতি হইতে ভিন্ন,—অননুভূত । কারণ, একই বস্তু কখনই বিষয় (জ্ঞেয়) ও বিষয়ী (জ্ঞান) হইতে পারে না । সুতরাং অনুভূতিকেও যদি অপর প্রমাণ দ্বারা অনুভব করিতে হয়, তবে, ঐ অনুভূতিও অনুভাব্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঘটাদি বিষয়ের সহিত অনুভূতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না । অতএব ঘট যেমন অনুভূতির বিষয় বলিয়াই অনুভূতি নহে, তেমন অনুভূতি যদি প্রমাণান্তরের বিষয় হইত, তবে নিশ্চয়ই উহাও অনুভূতি হইতে পৃথক্—অননুভূতি হইত । এই কারণেই অনুভূতিকে 'স্বতঃসিদ্ধ' বলা হয় ।

(+) অভিপ্রায় এই যে, অনুভবের পূর্বে অনুভাব্য ঘটটি অপ্রকাশ বা অবিজ্ঞাত ছিল । এখন যখন সেই ঘটই প্রতীতি-গোচর হইতেছে, তখন, এতবিষয়ে নিশ্চয়ই অনুভূতি জন্মিয়াছে, নচেৎ প্রতীতি হইতে পারে না । এইরূপে অনুভবের অনুমান করিতে হয় ।

করণ-সম্বন্ধবদনুভূতেঃ সম্ভাব এব হেতুঃ । তদনন্তরমর্থগত-কাদাচিৎক-
প্রকাশাতিশয়-লিপ্সেন অনুভূতিরনুমীয়তে ।

এবং তর্হি, অনুভূতেরজড়ায়। অর্থবজ্জড়ত্বমাপদ্যেত, ইতি চেৎ ?
কিমিদম্ জড়ত্বং নাম ? ন তাবৎ স্বসত্ত্বায়াঃ প্রকাশাব্যভিচারঃ, স্থখাদিষপি
এতৎসম্ভবাৎ । নহি কদাচিদপি স্থখাদয়ঃ সন্তো নোপলভ্যন্তে । অতোহনু-
ভূতিঃ স্বয়মেব নানুভূয়তে, অর্থান্তরং স্পৃশতোহপ্যঙ্গুল্যাগ্রস্য স্বাত্ম-স্পর্শ-
বদশক্যত্বাদিতি ।

তদিদমনাকালিতানুভব-বিভবশ্চ স্বমতি-বিজৃম্বিতম্, অনুভূতি-
ব্যতিরেকিণো বিষয়-ধর্মশ্চ প্রকাশশ্চ রূপাদিবদনুপলব্ধেঃ । উভয়াভ্যুপে-
তানুভূতৌবাসেব-ব্যবহারোপপত্তৌ প্রকাশাত্মার্থ-ধর্মকল্পনানুপপত্তেশ্চ ।
অতো নানুভূতিরনুমীয়তে, নাপি জ্ঞানান্তর-সিদ্ধা, অপিতু সর্বং
সাধ্যন্ত্যানুভূতিঃ স্বয়মেব সিধ্যতি । প্রয়োগশ্চ,—অনুভূতিরনন্যাধীন-

(যদি বন,) এরূপ হইলে ঘটাদি বিষয়ের মত অজড়। (চিন্ময়ী) অনুভূতিরও অজড়
(জ্ঞানতিরও) হইতে পারে ? [উত্তর,—] এই অজড়ত্ব পদার্থটা কি ?—যাহার সত্তাবে
কখনও প্রকাশের ব্যভিচার (অভাব) হয় না, [ইহা বলিতে পার] না, যেহেতু স্থখাদি স্থলেও
তাহা (প্রকাশের অব্যভিচার) সম্ভব । কারণ, বিদ্যমান স্থখাদি কখনও অনুপলব্ধ বা
অবিজ্ঞাত থাকে না । অতএব, অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেরূপ অপর বস্তু স্পর্শ করিতে পারিলেও
নিজেকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, উহা তাহার শক্তি-সাধ্য নহে ; সেইরূপ, অনুভূতি
স্বয়ংই অনুভূত, তাহার আর অনুভবান্তর হইতে পাবে না । (*)

অতএব, উক্ত আপত্তিসকল অনুভব-মহিমানভিজ্ঞ ব্যক্তির মনঃকল্পনামাত্র, (ইহাতে কোন
প্রমাণ বা যুক্তি নাই) । কারণ, বিষয়-ধর্মরূপ (খেত-পীতাদি) যেরূপ [সর্ব-সাধারণের]
উপলব্ধি-গোচর হয়, [কিন্তু] বিষয়ের (জেগ্ন বস্তুর) ধর্ম হইলেও অনুভূতির অতিরিক্ত সেরূপ
কোন প্রকাশ উপলব্ধ হয় না, এবং উভয়- (বাদী ও প্রতিবাদী-) সম্মত অনুভূতি দ্বারাই যখন
সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তখন, বিষয়ের প্রকাশনামক একটা অতিরিক্ত ধর্ম
কল্পনা করা সঙ্গত হয় না । অতএব, অনুভূতি অনুমান-সিদ্ধও নহে, কিংবা জ্ঞানান্তর-সিদ্ধও
নহে, পরন্তু, সর্ব ব্যবহার সম্পাদন করে বলিয়াই অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধ । এ বিষয়ে প্রয়োগ বা
অনুমান প্রণালী এইরূপ,—অনুভূতির স্বীয় ধর্ম (অনুভূতিত্ব বা প্রকাশ) ও তাহার ব্যবহার

(*) এ কথাটির অভিপ্রায় এই রোকে উক্তরূপে বিবৃত হইয়াছে, “অঙ্গুল্যাগ্রং যথাত্মানং নান্দনা স্পষ্টমর্থতি ।
থাগেশেন জ্ঞানমপ্যেবং নান্দনং জাতুমর্থতি ।” অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেমন নিজে নিজে স্পর্শ করিতে
পারে না ; তেমনি, জ্ঞানও কোন জ্ঞান দ্বারা আপনাকে জানিতে পারে না । অর্থাৎ জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশমান ।

স্বধর্ম-ব্যবহার, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহার-হেতুত্বাৎ । (*) যঃ স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহার-হেতুঃ, স তয়োঃ স্বস্মিন্ অনন্তাধীনো দৃষ্টঃ, যথা রূপাদিশ্চাক্ষুষ্মাদৌ । রূপাদির্হি পৃথিব্যাদৌ স্বসম্বন্ধাচ্চাক্ষুষ্মাদি জনয়ন্ স্বস্মিন্ ন রূপাদি-সম্বন্ধাধীনশ্চাক্ষুষ্মাদৌ । অতোহনুভূতি-রাগ্ননঃ প্রকাশমানত্বে, 'প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারে চ স্বয়মেব হেতুঃ ॥৪৫॥

সেয়ং স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতিনিত্য চ প্রাগভাবাদ্যতাবাৎ, তদভাবশ্চ স্বতঃসিদ্ধত্বাদেব । নহি অনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবঃ স্বতোহনুতো বা অবগন্তং শক্যতে । অনুভূতিঃ স্বাভাবমবগময়ন্তী সতী তাবৎ

অপর প্রমাণের অধীন নহে, যেহেতু স্বীয় সম্বন্ধ (অনুভব) বশতঃ অপর বস্তুতে প্রকাশ ধর্ম ও তাহার ব্যবহার উৎপাদন করে । [এবিষয়ে ব্যাপ্তি বা নিয়ম এইরূপ,—] যে পদার্থ স্ব-সম্বন্ধবশতঃ অপর বস্তুতে আত্মানুরূপ ধর্ম ও ব্যবহার সমুৎপাদন করে; সেই পদার্থটী সেই ধর্ম ও ব্যবহারোৎপাদন-কার্যে নিজে পরাধীন হয় না । যেমন, (শ্বেত-পীতাদি) রূপ স্ব-সম্বন্ধ (রূপযুক্ত) পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থকে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় করে, কিন্তু, নিজেকে চক্ষুগ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত আর পৃথক্ রূপাদি-সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না । (+) অতএব, (তেমন) নিজের উক্তপ্রকার প্রকাশ-ধর্ম ও প্রকাশ-ব্যবহারে অনুভূতি নিজেই কারণ, [অন্তঃকারণ অপেক্ষা করে না] ।

৪৬। উল্লিখিত এই অনুভূতিটী নিত্যসিদ্ধ ; কারণ, ইহার প্রাগভাব-প্রভৃতি (উৎপত্তি-কারণ) নাই, (†) এবং স্বতঃসিদ্ধত্ব নিবন্ধনই ইহার প্রাগভাবও নাই । কারণ, স্বতঃসিদ্ধ (অপরাধীন) অনুভূতির প্রাগভাব স্বতঃ পরতঃ বা কোন রূপেই জানিতে পারা যায় না,— অনুভূতি সতী অর্থাৎ নিজে বিद्यমান থাকিয়া কখনও স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিতে পারে না । কারণ, অনুভূতি-সঙ্গে অনুভূতির অভাব থাকে না, যে হেতু ইহা বিরুদ্ধ ধর্ম ;

(*) 'অনুভূতিরিত্যাগিনা অনুমানঘরং গ্রহণার্থার্থঃ অবিভাগেনোক্তম্ । তথাচ, অনুভূতিঃ অনন্তাধীন-স্বধর্মী, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহার-হেতুত্বাদ্' ইত্যেকম্ । অনুভূতিঃ অনন্তাধীন-ব্যবহার, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদব্যবহার-হেতুত্বাদ্ ইত্যপরম্, ইতি স্ত্রুত প্রকাশিকা ।

(+) তাৎপর্য এই যে, শ্বেত-পীতাদি কোন একটী রূপ না থাকিলে পৃথিবী বা পার্থিব কোন বস্তুই চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না (চাক্ষুষ হয় না), কিন্তু, রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঐ নিয়ম চলে না ; কারণ, রূপের ত আর রূপ নাই । এখানে বেরূপ রূপান্তর না থাকিলেও রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ অনুভূতি ব্যতীত অন্ত বস্তুর উপলব্ধি বা প্রকাশ-ব্যবহার না হইলেও অনুভূতির অনুভব বা প্রকাশের অন্ত আর পৃথক্ অনুভূতির অপেক্ষা হয় না, ইহা স্বয়ং অনুভূত রূপেই প্রকাশ পায় ।

(†) উৎপত্তির পূর্বে সকল বস্তুরই অভাব থাকে ; সেই অজ্ঞাবকে 'প্রাগভাব' বলে । বাহার প্রাগভাব ; নাই, কিস্তি কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না বা হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, বাহার কখনও উৎপত্তির সম্ভব নাই, তাহারও প্রাগভাব নাই, যথা বক্ষ্য-পুত্র, আকাশ-সুহ্ম প্রভৃতি ।

নাবগময়তি ; তস্যাঃ সত্ত্বে বিরোধাদেব তদভাবো নাস্তীতি কথং স্বাভাব-
মবগময়তি ; এবমসত্যপি নাবগময়তি, অনুভূতিঃ স্বয়মসত্যী কথং স্বাভাবে
প্রমাণং ভবেৎ । নাপ্যন্যতোহবগমন্তঃ শক্যতে, অনুভূতেরনন্ত-গোচরত্বাৎ ।
অস্যাঃ প্রাগভাবং সাধয়েৎ প্রমাণং ‘অনুভূতিরিয়ম্’ ইতি বিষয়ীকৃত্য
তদভাবং সাধয়েৎ ; স্বতঃসিদ্ধত্বেন ‘ইয়ম্’ ইতি বিষয়ীকারণানর্হত্বাৎ তৎ-
প্রাগভাবো নান্ততঃ শক্যাবগমঃ । অতোহস্যাঃ প্রাগভাবাদ্যভাবাতুৎপত্তির্ন-
শক্যতে বক্তুমিতি, উৎপত্তি-প্রতিবন্ধাচ্চ অন্যেহপি ভাব-বিকারান্তস্থা
ন সন্তি ।

অনুৎপন্নৈয়মনুভূতিরাত্মনি নানাত্বমপি ন সহতে ব্যাপকবিরুদ্ধো-
পলক্ষেঃ । নহি অনুৎপন্নং নানাভূতং দৃষ্টম্ । ভেদাদীনামনুভাব্যত্বেন চ

সূতরাং মে (বিद्यমান থাকিয়া) নিজের অভাব প্রতীতি করাইবে কিরূপে ? এইরূপ,
(অনুভূতি) অসত্যী বা বিদ্যমান না থাকিয়াও আপনাকে অবগত করাইতে পারে না ।
কারণ, অনুভূতি নিজেই অসত্যী বা অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া কিরূপে নিজের অভাবে প্রমাণ
হইবে ? অতঃ প্রমাণ হইতেও উহা অবগত হইবার শক্তি নাই ; কারণ, [স্বয়ং-প্রকাশ]
অনুভূতি অপর প্রমাণের বিষয় হয় না । [কেন না—] কোনও প্রমাণ, এই অনুভূতির
প্রাগভাব সাধন করিতে গেলে প্রথমে ‘ইহা অনুভূতি,’ এই বলিয়া অনুভূতিকেই অবলম্বন
করিবে (জানিবে), পশ্চাৎ তাহার প্রাগভাব সাধন করিবে ; [এখন অনুভূতির অভাব
প্রমাণ করিতে হইলে] অনুভূতিকে ‘এই’ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে
না । এই কারণে, [বলিতে হইবে যে,] অনুভূতির প্রাগভাবটী প্রমাণান্তর দ্বারা অবগত
হইতে পারা যায় না । অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতীতির পূর্বেই অনুভূতির প্রতীতি থাকে,
সূতরাং, বিদ্যমান অনুভূতির প্রাগভাব কোন প্রমাণ দ্বারা সাধন করা সম্ভবপর হইতে
পারে না । অতএব, প্রাগভাব প্রতীতি (যে কোন) অভাব হইতে এই অনুভূতির
উৎপত্তি হয় বলিতে পারা যায় না । [ফলতঃ] উৎপত্তির প্রতিবন্ধক বা বাধা থাকায় অত্যান্ত
(বুদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি) ভাব-বিকার গুলিও অনুভূতির সম্বন্ধে হইতে পারে না । (*)

অনুভূতি স্বয়ং উৎপন্ন না হইয়া আপনাতে নানাত্ব বা ভেদও জন্মাইতে পারে না ।
কারণ, অনুৎপন্ন কোন বস্তুকেই [যখন] নানাধি (বৈচিত্র্যময়) দেখা যায় না, [তখন

(*) বিকার অর্থ পরিবর্তন, সাধারণতঃ ভাব—বস্তু মাত্রেরই ছয় প্রকার বিকার আছে ; (১) জন্ম (জায়তে),
(২) সত্তা বা অবস্থিতি (অস্তি), (৩) বৃদ্ধি (বর্ধতে), (৪) বিপরিণাম বা কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব (বিপরিণামতে),
(৫) ক্ষয় (অপকীয়তে), (৬) বিনাশ (নশ্বতি) । যাহার জগনামক প্রথম বিকার নাই, তাহার পক্ষে পরবর্তী
আর পাঁচটি বিকারও একান্ত অসম্ভব । অনুভূতিরও জন্ম অসিদ্ধ হওয়ার ফলে-ফলে আর পাঁচটি বিকারও
প্রতিবিদ্ধ হইল ।

রূপাদেবানুভূতি-ধর্মত্বং ন সম্ভবতি, অতোহনুভূতেরনুভবস্বরূপত্বাদেব
অন্যোহপি কশ্চিদনুভাব্যো নাস্তা ধর্মঃ । যতো নিধূত-নিখিলভেদা সংবিৎ,
অতএব নাস্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয়ো জ্ঞাতা নাম কশ্চিদস্তীতি
স্বপ্রকাশরূপা সৈবাত্মা, অজড়ত্বাচ্চ, অনাত্মত্ব-ব্যাপ্তং জড়ত্বং সংবিদি
ব্যাবর্ত্তমানমনাত্মত্বমপি হি সংবিদো ব্যাবর্ত্তয়তি ॥৪৬॥

ননু চ, অহং জানামীতি জ্ঞাতৃতা প্রতীতি-সিদ্ধা, যৈবম্; সা ভ্রান্তি-
সিদ্ধা রজততের শুক্লি-শকলশ্চ, অনুভূতেঃ স্বাত্মনি কর্তৃত্বাযোগাৎ ।
অতো মনুষ্যোহহমিত্যনুভূত-মনুষ্যত্বাদি-বিশিষ্ট-পিণ্ডাত্মাভিমানবৎ
জ্ঞাতৃত্বমপ্যধ্যস্তম্ । জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞান-ক্রিয়া-কর্তৃত্বম্; তচ্চ বিক্রিয়াত্মকং
জড়ং বিকারি-দ্রব্যাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থম্ অবিক্রিয়ে সাক্ষিণি চিন্মাত্রাত্মনি (*)

ঐরূপ হওয়া] ব্যাপক-বিরুদ্ধ । অর্থাৎ উৎপত্তিটি ব্যাপক ধর্ম, আর নানাত্বটি তাহার ব্যাপ্য
(অধীন) ধর্ম; ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্য ধর্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং ব্যাপক উৎপত্তির
অভাবেও নানাত্ব হয় বলিলে, উহা ব্যাপক-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । আর, রূপ-রসাদির ভাষ
ভেদ প্রভৃতি ধর্মগুলিও অনুভবেরই বিষয়ীভূত; এই কারণেও উহারা অনুভবের ধর্ম হইতে
পারে না । অতএব, অনুভূতি যখন নিজেই অনুভবাত্মক, তখন, যে কোন অনুভাবাই
(অনুভবের বিষয়) ইহার ধর্ম হইতে পারে না । যেহেতু, সংবিৎ (অনুভূতি) বস্তুটি সর্বপ্রকার
ভেদ-রহিত; সেই হেতু কোন জ্ঞাতাই ইহার স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয় নহে । অতএব,
স্বয়ং প্রকাশমান সেই অনুভূতিই আত্মা । সংবিৎ বা অনুভূতিই যে, আত্মা, সংবিদের
অজড়ত্ব—চিন্ময়ত্বও তাহার অপর হেতু । কারণ, জড়ত্ব ধর্মটি অনাত্মত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ
যাহা জড় বস্তু, তাহাই অনাত্মা; অনুভূতিতে সেই জড়ত্ব ধর্মটি না থাকায় অনুভূতির
অনাত্মত্বও বাধিত হইয়া যাইতেছে ॥

(৪৭) ভাল, ‘আমি জানি’ ইত্যাদিরূপে [সকলেই আত্মার] জ্ঞাতৃতা অনুভব করিয়া
থাকে ? না,—ঐরূপ বলিতে পার না; শুক্লি-থণ্ডে যেরূপ রজতত্বের প্রতীতি হয়, ইহাও
সেইরূপ ভ্রান্তি-প্রযুক্ত (সত্য নহে) । কারণ, অনুভূতি ত আর নিজে নিজের কর্তা (উৎপাদক)
হইতে পারে না । অতএব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম-বিশিষ্ট, অত্যন্ত বাহ্য পদার্থ (অনাত্মা)
দেহপিণ্ডে ‘আমি মনুষ্য’ এই আত্ম-বুদ্ধি যেরূপ অধাস্ত বা ভ্রম-কল্পিত, উল্লিখিত জ্ঞাতৃত্বও
সেইরূপ অধ্যাস্ত । কারণ, জ্ঞাতৃত্ব কি ? না,—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব; তাহাও আবার স্বয়ং
বিকারশীল, এবং বিকারময় জড় বস্তু অহঙ্কারে অবস্থিত; সুতরাং, তাহা নির্বিকার, সর্বসাক্ষী,
চিন্ময় আত্মাতে কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারে ? জ্ঞানের অধীন রূপ-রসাদির প্রতীতি

কথমিব সম্ভবতি ? দৃশ্যধীন-সিদ্ধিত্বাদেব রূপাদেরিব কর্তৃত্বাদেনোহ-
ধর্মত্বম্, স্মৃষ্টি-মূচ্ছাদাবহংপ্রত্যয়াভাবেহপ্যাত্মানুভব-দর্শনেন নাত্মনোহ-
হংপ্রত্যয়-গোচরত্বম্ । কর্তৃত্বে অহংপ্রত্যয়-গোরত্বে চাত্মনোহভ্যুপগম্যমানে
দেহেত্যেব জড়ত্ব-পরাক্তানাঅত্বাদি-প্রসঙ্গে দুষ্পরিহরঃ ।

অহংপ্রত্যয়-গোচরাৎ কর্তৃত্বাৎ প্রসিদ্ধাৎ দেহাৎ তৎক্রিয়াফলস্ব
স্বর্গাদেভোক্তুরাত্মনোহন্যত্বং প্রামাণিকানাং প্রসিদ্ধমেব । তথা অহমর্থাৎ
জ্ঞাতুরপি বিলক্ষণঃ সাক্ষী প্রত্যগাত্মেতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥৪৭॥

এবমবিক্রিয়ানুভবস্বরূপসৈবাব্যক্ত্যকো জড়োহ্যপ্যহঙ্কারঃ স্বাশ্রয়তয়া
তমভিব্যনক্তি । আত্মস্থতয়াভিব্যঙ্গ্যভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ ।
দর্পণ-জল-খণ্ডাদির্হি মুখ-চন্দ্রবিশ্ব-গোত্বাদিকমাত্মস্থতয়াভিব্যনক্তি ; তৎ-
কৃতোহয়ং জানাম্যহমিতি ভ্রমঃ ।

স্বপ্রকাশায়া অনুভূতেঃ কথমিব তদভিব্যঙ্গ্য-জড়-রূপাহঙ্কারেণাভি-
ব্যঙ্গত্বমিতি মা বোচঃ ; রবিকর-নিকরাভিব্যঙ্গ্য-করতলস্ব তদভিব্যঞ্জকত্বো-

যেকপ আত্মার ধর্ম নহে, সেইরূপ, জ্ঞানধীন—প্রতীতির বিষয় বলিয়া কর্তৃত্ব প্রভৃতিও
আত্মার ধর্ম হইতে পারে না । [বিশেষতঃ] স্মৃষ্টি ও মূচ্ছা প্রভৃতি কালে ‘অহং’ প্রত্যয়ের
অভাবেও আত্মানুভূতি পরিদৃষ্ট হইতে পারে না । অতএব, আত্মা ‘অহং’ প্রতীতির বিষয়
নহে । আত্মার কর্তৃত্ব ও অহং-প্রতীতি-বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে দেহের স্থায় আত্মারও জড়তা,
পরাক্ত (বাহ পদার্থতা) এবং অনাত্মতা প্রভৃতি দোষগুলির পরিহার হুঙ্কর হইয়া পড়ে ।

অহং-বুদ্ধির বিষয় এবং কর্তারূপে প্রসিদ্ধ দেহ হইতে, দেহ-সম্পাতক্রিয়ার স্বর্গাদি-ফল-
ভোক্তা আত্মার যে প্রভেদ আছে ; তাহা প্রমাণাভিজ্ঞদিগের নিকট প্রসিদ্ধই আছে ।
[এই প্রকারে], ‘অহং’-পদার্থ জ্ঞাতা (জীব) হইতে সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মা (পরমাত্মা)
যে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন প্রকার, ইহাও বুঝিতে হইবে ॥

(৪৮) । এই প্রকারে, অহঙ্কার স্বয়ং জড় হইলেও নির্জিকার অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটায় ;
এই কারণে, সেই অনুভূতিকে স্বাশ্রিত অর্থাৎ অহঙ্কারগত বলিয়া প্রকটিত করে । অভিব্যক্তি
যাহার অভিব্যক্তি করে) বস্তুকে আত্মস্থ বা স্বগতরূপে অভিব্যক্ত করাই অভিব্যক্ত
পদার্থের স্বভাব বা সাধারণ নিয়ম । [দেখা যায়,] দর্পণ ও জলাদি পদার্থসকল, মুখ, চন্দ্র-
মণ্ডল ও গো প্রভৃতি বস্তুগুলিকে আত্মস্থ- (জল-গত ও দর্পণ-গত) রূপে অভিব্যক্ত করিয়া
ঠাকে ; ‘আমি জানি’ এই ব্যবহারও সেই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকতাব্যকৃত ভ্রম মাত্র ।

এই কথাও বলিতে পার না যে, অনুভূতি নিজে স্বপ্রকাশ এবং অহঙ্কারের অভিব্যঞ্জক
প্রকাশক ; অতএব সেই অনুভূতিই আবার জড়রূপী, স্বাভিব্যক্তি অহঙ্কার দ্বারা

পদর্শনাৎ । জালকরন্ধ্র-নিষ্কাশ্য দ্যুমণি-কিরণানাং তদভিব্যঙ্গ্যেনাপি করতলেন স্ফুটতরপ্রকাশো হি দৃষ্টচরঃ ।

যতঃ, ‘অহং জানামি’ ইতি জ্ঞাতা অয়মহমর্থঃ চিন্মাত্রাত্মনো ন পারমার্থিকো ধর্মঃ, অতএব স্রষ্টিমুক্ত্যের্নাশেতি । তত্র হহমুল্লেখ-বিগমেন স্বাভাবিকানুভবমাত্ররূপেণাব্যবহাসতে । অতএব, স্রষ্টোপস্থিতঃ কদাচিৎ মামপ্যহং ন জ্ঞাতবানিতি পরামৃশতি । তস্মাৎ পরমার্থতো নিরন্তরমন্ত - ভেদবিকল্প - নির্বিশেষচিন্মাত্রৈকরস - কূটস্থনিত্য - সংবিদেব ভ্রান্ত্যা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ-বিবিধ-বিচিত্র-ভেদা বিবর্ততে, ইতি তন্মূলভূতাবিদ্যা-নিবর্হণায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-ত্রৈকাগ্নৈকত্ব-বিদ্যা-প্রতিপত্তয়ে সর্বো বেদান্তা আরভ্যন্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥

অভিব্যক্ত হইবে কিরূপে? কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর-তলঃস্বয়ং সৌর-কিরণের অভিব্যঙ্গ্য হইয়াও সৌর-কিরণের অভিব্যক্তি করে, এবং যে সকল সূর্য্য কিরণ গবাক্ষ-জালের রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়, হস্ততল স্বয়ং তাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, পুনশ্চ, সেই হস্ততল দ্বারা সেই কিরণ-সমূহও অধিকতর প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

যে হেতু, ‘আমি জানি,’ এই প্রতীতির জ্ঞাতা ‘অহং’ পদার্থ জীব, গুরু চিন্ময় আত্মার পারমার্থিক ধর্ম বা গুণ নহে; সেই কারণেই স্রষ্টি ও মুক্তি-দশায় সেই অহংভাব অনুগমন করে না, সে অবস্থায় ‘অহম্’-প্রতীতি থাকে না, আত্মা কেবল স্বভাবসিদ্ধ অনুভবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই কারণেই নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তি কখন কখন ‘আমি আমাকেও জানি নাই’ এরূপ মনে করিয়া থাকে ।

অতএব, বাস্তবিক পক্ষে, সর্বপ্রকার ভেদ-কল্পনা-বিরহিত, নির্বিশেষ এবং একমাত্র চিং-স্বরূপ, কূটস্থ-নিত্য সংবিৎ বা জ্ঞানই ভ্রান্তিবশতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান স্বরূপ—নানাবিধ বৈচিত্র্যে বিবর্তিত হয় । (*) এই কারণে, সেই বিবর্ত বা আরোপের মূল-কারণ অবিজ্ঞা-

(*) যে বস্তুর স্বরূপ স্বভাব, তাহার কিছুমাত্র অন্তথা না হইয়াও যে, তাহাতে রূপান্তর প্রকাশ পায়, তাহাকে ‘বিবর্ত’ বলে । বিকারে বস্তুর স্বভাবেরই পরিবর্তন ঘটে, বিবর্তে তাহা হয় না—বস্তু ঠিকই থাকে কেবল দেখিতে অন্তরূপ দখা যায় মাত্র । অদ্বৈতবাদীরা বলেন,—

সত্ত্বতোহন্তথা প্রথা বিকার ইত্যাদিহন্তঃ । অতত্ত্বতোহন্তথা প্রথা বিবর্ত ইত্যাদিরিতঃ ।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ত্রকে যে, এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহার সেই কূটস্থরূপে কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না । বিকার হইলেই এরূপ হইতে পারিত, কিন্তু, তিনি নির্বিকার ।

তদিদমোপনিষদ-পরমপুরুষ-বরণীয়তাহেতু-গুণবিশেষবিরহিণামনাদি-
পাপবাসনা-দুষিতাশেষ-শেমুখীকাণামনধিগত-পদবাক্যস্বরূপ-তদর্থ-যাথাভ্য
প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণবৃত্ত-তদিতিকর্তব্যতারূপ-সমীচীন-ন্যায়মার্গাণাং
বিকল্পাসহ-বিবিধকৃতক-কঙ্ক-কল্পিতমিতি ত্রায়ানুগৃহীত-বাক্য-প্রত্যক্ষাদি-
সকলপ্রমাণ-বৃত্ত-যাথাভ্যাবিস্তিরনাদরণীয়ম্ । তথাহি,—নির্বিবশেষবস্ত-
বাদিভিনির্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্ ; সবিশেষ-
বস্ত-বিষয়ত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্ ।

নিরস্তির উদ্দেশে স্বভাবতঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ-
প্রতিপাদনার্থই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে ॥

(৪৯) । যাহারা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য, পরম পুরুষ (ভগবানের) অল্পগ্রহ-লাভোপযোগি-
রামানুজ-মতে বিশিষ্ট গুণ-শূন্য অনাদিকাল-সঞ্চিত এবং পাপময় সংস্কার দ্বারা কলুষিত-
শাক্তর মত ধ্বংস । মতি, এবং প্রকৃত পদ কাহাকে বলে, যথার্থ বাক্য কাহাকে বলে, কোন
অর্থের কিরূপ তাৎপর্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও তজ্জনিত জ্ঞান কি প্রকার,
এবং তাহার ইতিকর্তব্যতা অর্থাৎ এই সকল বিষয়কে প্রমাণ-স্বব্যবস্থিত করিবার উপযোগী
উপযুক্ত ত্রায় প্রণালীইবা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় অবগত নহে ; তাহারাই বিচারের অযোগ্য
নানাপ্রকার অনার কৃতক দ্বারা পূর্কোক্ত [শাক্তর] মতটী কল্পনা করিয়াছেন । এই
কারণে, যাহারা ত্রায়ানুসারে সমস্ত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞানের যথার্থ মর্ম্ম
অবগত আছেন, ঐ মত তাহাদের আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়) । (*)

(*) ৩৩ পৃষ্ঠোক্ত “যদপ্যাহঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “সর্বক বেদান্তা আভ্যন্তে”, পর্যন্ত গ্রন্থে শাক্তরমত
বিবৃত হইয়াছে । তাহাতে তিনটি বিষয় প্রধান প্রতিপাদ্য,—(১) উপায়, (২) উপেষ, (৩) নিবর্ত্য । তন্মধ্যে,
ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ববোধ-উপায় ; নির্বিবশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম—উপেষ বা প্রাপ্য, এবং মিথ্যাকৃত
অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্য বা বাধনীয় ।

রামানুজ স্বামী বলিতেছেন যে, না—ঐ তিনটি উপায়, উপেষ ও ফল নহে ; প্রকৃত-পক্ষে, পরম পুরুষ
ভগবান—উপেষ, ভগবদুগ্রহ-লাভের উপযোগী ভক্তি প্রভৃতি গুণ-গণ তাহার উপায় এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত
পাপ-সংস্কার রাশি তাহার নিবর্ত্য ।

ভগবদুগ্রহ-লাভের উপযোগী যে সকল গুণ আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই প্রধান । ‘যন্ত যেষে পরা ভক্তিঃ ।’
অর্থাৎ প্রকাশমান পরমেশ্বরে যাহার পরা ভক্তি আছে, ইত্যাদি ভ্রুতিতে ভক্তিরই প্রাপ্য উক্ত হইয়াছে । আর
ভক্তি-বিহীন, কেবল শাস্ত্রাভ্যাস জনিত বিদ্যা যে, ভগবদুগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায় নহে, তাহাও—

“বিদ্যা রামানু ন তে বিদ্যা, মম বিদ্যা ন হীয়তে । বিদ্যা-হীনস্তমোক্ষস্তঃ নাভিজানাতি কেশবম্ ।”
মর্ধ্যং হে রাজন, তোমার বিদ্যা প্রকৃতবিদ্যা নহে, (দেখ) আমার বিদ্যা (শাস্ত্রজনিত না হইলেও) অণকট
হে । (কারণ, উহা ভক্তিলব্ধ) । এইরূপ বিদ্যাবিহীন ও তমোগোপীকৃত লোক কেশবকে জানে না । ইত্যাদি
প্রমাণে কথিত হইয়াছে । অতএব শকরের কথিত মত সুধীগণের আদরণীয় হইতে পারে না ।

যন্ত অনুভবসিদ্ধমিতি স্বগোষ্ঠী-নিষ্ঠঃ সময়ঃ, সোহপ্যাত্ম-সাক্ষিক-
সবিশেষানুভবাদেব (*) নিরন্তঃ; ইদমহমদর্শমিতি কেনচিদ্ বিশেষেণ
বিশিষ্টবিষয়ত্বাৎ সর্বেষামনুভবানাম্ । সবিশেষোহপ্যনুভূয়মানোহনুভবঃ
কেনচিদ্ যুক্ত্যভাসেন নির্বিশেষইতি নিক্ষয়মাণঃ সত্তাতিরেকিভিঃ
স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিক্ষয়ব্যইতি নিক্ষয়হেতুভূতৈঃ (†)
সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এবাবতিষ্ঠতে ।
অতঃ কৈশ্চিদ্ বিশেষমৈবিশিষ্টশ্চৈব বস্তুনোহন্তে বিশেষা নিরন্তন্তে, ইতি
ন কচিৎ নির্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ । ধিয়ো হি ধীত্বঃ স্বপ্রকাশতা চ,
জ্ঞাতুর্বিষয়-প্রকাশন-স্বভাবতয়োলপক্ষেঃ । স্বাপ-মদ-মূচ্ছাঁস্ত চ সবিশেষ-
এবানুভব ইতি স্বাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িম্যামঃ ॥ ৪৯ ॥

দেখ,—যাহারা নির্বিশেষ-বস্তুবাদী (নিগুণ ব্রহ্মবাদী—শঙ্কর প্রভৃতি), তাহারা
নির্বিশেষ বস্তু বিষয়ে ‘এই প্রমাণ আছে’, এ কথা বলিতে পারে না; কারণ, প্রমাণ
মাত্রই সবিশেষ বা সগুণ-বস্তু-গ্রাহী ।

আর [ইহা] ‘স্বীয় অনুভব সিদ্ধ’ (সুতরাং প্রমাণের অপেক্ষা নাই,) এই যে,
[তাহাদের] সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তাহাও আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ সবিশেষ বস্তুর অনুভব দ্বারাই
নিরন্ত বা বাধিত । কারণ, ‘আমি ইহা দেখিয়াছি’, এই সকল অনুভবস্থলে কোন একটা
বিশেষেণ বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে, (শুধু বস্তুর প্রতীতি হয় না) ।

অনুভব পদার্থটী সবিশেষরূপে অর্থাৎ কোন না কোন একটা বিশেষেণ সহযোগে
প্রতীয়মান হইলেও [যদি] কোন একটা অসত্য-যুক্তি দ্বারা নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশ
করিতে হয়, [তাহা হইলে,] সত্তার অতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ (যাহা অন্তর্জ নাই,
একপ) স্বভাব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারাই তাহাকে নিষ্কণ্ট বা বিশেষিত করিয়া বলিতে হইবে,
[সুতরাং সে স্থলে,] সত্তাতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম—বিশেষ বিশেষ স্বভাব দ্বারাই উহা
সবিশেষ হইয়া পড়ে । এই কারণেই বস্তু কোন বিশেষেণ বিশেষিত হইলেই তাহার
অজ্ঞান্য বিশেষ ধর্ম সকল নিবারিত হইয়া যায়, অতএব, কুত্রাপি নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি
বা প্রতীতি হয় না । দেখা যায় যে, স্বভাবতই জ্ঞাতার (যিনি বিষয় অনুভব করেন,
তাহার) জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বভাব, ইহাতেই জ্ঞানের বিষয় প্রকাশকত্ব এবং
স্বপ্রকাশত্ব [সিদ্ধ হয়] । সুশৃণু, মন্ততা ও মুচ্ছাকালীন অনুভবও যে নির্বিশেষ নহে,
(সবিশেষ), তাহা নিজের অবসর মতে (পরে) উত্তম রূপে উপপাদন করিব ॥

স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়ো হনেক-বিশেষাঃ সন্ত্যেব । তে চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ, বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধা-ভেদ-বিবাদদর্শনাৎ, স্বাভিমত-তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ । অতঃ প্রামাণিক-বিশেষৈর্বিশিষ্টমেব বস্তুতি বক্তব্যম্ ।

শব্দস্য তু বিশেষেণ সবিশেষে এব বস্তুন্যভিধানসামর্থ্যাৎ, পদ-বাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ । প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেন (*) হি পদত্বং, প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োরর্থ-ভেদেন পদস্যেব বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদনমবজ্ঞনীয়ম্ । পদভেদশ্চার্থ-ভেদনিবন্ধনঃ, পদসম্ব্যাক্তরূপস্য বাক্যস্থানেকপদার্থ-সংসর্গ-বিশেষাভি-ধায়িত্বেন (†) নির্বিশেষ-বস্তু-প্রতিপাদনাসামর্থ্যাৎ ন নির্বিশেষ-বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ ॥ ৫০ ॥

(৫০) অপিচ, [তাহার] নিজের অঙ্গীকৃত নিত্যত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ ধর্ম্মত [ব্রহ্মে] নিশ্চয়ই রহিয়াছে; সে গুলিকে ত বস্তুমাত্র (নির্বিশেষ) বলিয়া উপপাদন করিতে পারা যায় না; কারণ, এক বস্তুমাত্র স্বীকার করিলেও তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রকার ভেদ দেখা যায়, এবং [তুমি] নিজের স্বীয় অভিমত প্রকার-ভেদ-দ্বারাই স্বমত-সমর্থন করিয়াছ। (†) অতএব, বস্তু যে, প্রমাণ-সিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম যুক্ত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ, পদ ও বাক্য-রূপে পরিণত অর্থবোধক শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্রও কিন্তু সবিশেষ (সগুণ) বস্তুই প্রতিপাদনে সমর্থ হয়, (নির্বিশেষ প্রতিপাদনে তাহার সামর্থ্য নাই) । [কারণ,] প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে 'পদ' সিদ্ধ হয়; প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের

(*) 'যোগেনৈব' ইতি (খ) পাঠঃ । (+) 'সংসর্গ-বিশেষবিধায়িত্বেন' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—(বস্তুমাত্র...উপপাদনাৎ) জাগতিক সকল বস্তুই কোন না, কোনরূপ একটা স্বরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই, সত্য, কিন্তু, সেই বস্তুর প্রকার বা গুণাদি-বিশেষণ সম্বন্ধে অনেকেই একমত হইতে পারেন নাই। বুদ্ধ বলেন,—দীপশিখার জ্বায় প্রতিফলিত ধূসর ও উৎপত্তিশীল (কণিক) বিজ্ঞানই সত্য বস্তু, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। শঙ্কর বলেন, যাহা দেখ, তাহা জ্ঞান মাত্র,—এক অবিভীর্ণ স্বপ্রকাশ, সীমিত-বিজ্ঞান চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য বস্তু, তত্ত্বের সমস্তই মিথ্যা। বৈশেবিকেরা বলেন,—চেতনের জ্বায় জড় বস্তুও সত্য এবং বহু, ইত্যাদিরূপে সকল মতেই একটা বস্তু-সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে; কেবল তাহার প্রকার বা ধর্ম্ম লইয়াই যত বিবাদ, কেহ বলিতেছেন ক্ষণিক; কেহ বলিতেছেন, নিত্য, স্বপ্রকাশ চিন্ময় প্রভৃতি; কেহ বা বলিতেছেন, জড় ও বহু; আবার কেহ বা আর একপ্রকার রূপ কর্ত্তা করিতেছেন মাত্র। এই প্রকার-গত ভেদ গুলি ত্যাগ করিলে পরস্পরের মধ্যে কোনই বিবাদ থাকে না। এখন কথা এই যে, শঙ্কর পরপক্ষ খণ্ডনোদ্দেশে যে, ব্রহ্মকে নিত্য, আনন্দ ও জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহার অভিমত সেই নিত্যত্ব, আনন্দত্ব ও জ্ঞানত্ব তো ব্রহ্মের এক প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাহার মতেই বা ব্রহ্ম নির্বিশেষ রহিলেন কৈ? অতএব, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, এ কথা হইতেই পারা না।

প্রত্যক্ষস্ত নিৰ্বিকল্পক-সবিকল্পকভেদভিন্নস্য ন নিৰ্বিশেষ-বস্তুনি
প্রমাণভাবঃ । সবিকল্পকং জাত্যাচনেক-পদার্থবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদেব
সবিশেষবিষয়ম্ । নিৰ্বিকল্পকমপি সার্বশেষ-বিষয়মেব, সবিকল্পকে-
স্বস্মিন্মুভূতপদার্থবিশিষ্ট-প্রতিসম্মান-হেতুত্বাৎ ।

অর্থ এক নহে, কাজেই কোন পদ বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন পরিত্যাগ করিতে পারে না ।
আর, অর্থভেদঃবশতঃই পদের ভেদ বা পার্থক্য হইয়া থাকে, সেই পদের সংঘাত বা
সমষ্টিরূপ যে বাকা, সে (বাক্যাস্তর্গত যত পদ থাকে, সেই) সমস্তই অর্থের পরস্পর বিশেষ
বিশেষ সম্বন্ধ বোধ করায়, সুতরাং নিৰ্বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদনে (পদের) সামর্থ্য নাই, সেই
অসামর্থ্য নিবন্ধন নিৰ্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে শব্দ [কখনই] প্রমাণ বা বার্থ্য জ্ঞানোৎপাদক নহে ॥

(৫:) সবিকল্পক ও নিৰ্বিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষও নিৰ্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে প্রমাণ
নহে । [তন্মধ্যে] সবিকল্পক প্রত্যক্ষটি (মনুষ্যত্বাদি) জাতি প্রভৃতি অনেক পদার্থ-বিশিষ্ট-
বিষয়ক, (*) এই কারণেই উহা সবিশেষ-বস্তুবিষয়ক । নিৰ্বিকল্পক প্রত্যক্ষও সবিশেষ বস্তু-

(*) তাৎপর্য, —সাধারণতঃ জ্ঞান বিবিধ—সবিকল্পক ও নিৰ্বিকল্পক । স্থায়াদি দর্শনের মতে উহার লক্ষণ
এইরূপ, যে জ্ঞানে বস্তুর বিশেষ্য-বিশেষণাদিরূপ বিশেষ ভাবসকল প্রকাশ পায়, তাহার নাম 'সবিকল্পক' । যেমন,
গো-বিষয়োজ্ঞান ; এ স্থলে গো-জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জাতি, আকৃতি ও পরিমাণাদি বিশেষণ সমূহও প্রতীত
হয় ; এজন্য, ঐ গো-জ্ঞানকে 'সবিকল্পক' বলা হয় । আর, যে জ্ঞানে কিছুমাত্র বিশেষ্য-বিশেষণভাব প্রকাশ
পায় না—কেবল বস্তুর স্বরূপটি মাত্র প্রতীত হয়, সে জ্ঞানকে 'নিৰ্বিকল্পক' বলা হয় । যেমন, শুধু গো-বিষয়ে
জ্ঞান ও গো-বিষয়ে জ্ঞান প্রভৃতি ।

অধিকন্তু তাহারা এই নিৰ্বিকল্পক জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ কোনও নৌকিক ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া
বর্ণনা করেন । নিৰ্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয় সাধকের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও এই নিৰ্বিকল্প জ্ঞান—সবিকল্প নহে ।
কিন্তু, ভাষ্যকার এ কথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদি কোন একটা বিশেষ
ধর্ম অবলম্বন না করিয়া কখনও কোন বিষয়ে কোনও জ্ঞান হয় না, বা হইতে পারে না ; তখনই যে বিষয়ে
জ্ঞান হয়, তখনই তাহার গুণপ্রভৃতি কোন না কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়াই হয় । সুতরাং নিৰ্বিকল্প
জ্ঞানের পূর্বোক্ত লক্ষণটি ঠিক হয় নাই,—উহার লক্ষণ এইরূপ বৃষ্টিতে হইবে,—জ্ঞাতব্য বিষয়ে যত প্রকার
বিশেষ বিশেষ ধর্ম আছে, বা থাকিতে পারে, জ্ঞানকালে যদি তাহার সেই সকল গুলির প্রতীতি না হইয়া কোন
কোন বিশেষ ধর্মের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানই 'নিৰ্বিকল্পক' ।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ স্থলে বলেন যে, আমরা প্রথমে যখন একটা গো দর্শন করি, তখন, তাহাতে তাহার
গো-জাতিরও উপলব্ধি করি । পরে, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ততোধিকবার যখন অপর গো দর্শন করি, তখন বৃষ্টিতে
পারি যে, প্রথম দৃষ্ট গোতে যে গো-দর্শন করিয়াছি, তাহা কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে—সমস্ত গোতেই
অনুস্থত বা অনুগত রহিয়াছে । এই উক্তবিধ জ্ঞানের মধ্যে প্রাথমিক জ্ঞানটি নিৰ্বিকল্পক ; কারণ,
তখন গো-ত্ব মাত্র জানা হইলেও সেই গো-ত্বই যে, সকল গোতে সম্বন্ধ আছে, এই বিশেষটুকু জানা হয় নাই ।
আর, দ্বিতীয়াদি বায়ে যে, গো-জ্ঞান হয়, তাহা সবিকল্পক ; কারণ, তখনই ঐ গো-ত্বের সর্ব গোতে
অনুস্থিতরূপ ভাবটির বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে ।

নির্বিবকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণম্, ন সর্ববিশেষ-
রহিতস্য । তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ, অনুপপত্তেচ্চ ; কেনচিদ্
বিশেষেণ ইদমিথ্যমিতি হি সর্বা প্রতীতিরূপজায়তে । ত্রিকোণ সাম্রাদি-
সংস্থানবিশেষেণ বিনা কস্যচিদপি পদার্থস্য গ্রহণাযোগাৎ ।

অতো নির্বিবকল্পকমেকজাতীয়-দ্রব্যেষু প্রথমপিওগ্রহণম্ ; দ্বিতীয়াদি-
পিওগ্রহণং সবিবকল্পকমিত্যুচ্যতে । তত্র প্রথম-পিওগ্রহণে গোত্বাদে-
রনুরূপভাৱতা ন প্রতীয়তে, দ্বিতীয়াদি-পিওগ্রহণেষেবানুরূপিতপ্রতীতিঃ ।
প্রথমপ্রতীত্যনুসংহিতবস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেৱনুরূপিত-ধর্ম্মবিশিষ্টত্বং দ্বিতী-
য়াদি পিওগ্রহণাবসেয়মিতি দ্বিতীয়াদি-গ্রহণস্য সবিবকল্পকত্বম্ । সাম্রাদি-
নদ্বস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেৱনুরূপিতঃ ন প্রথম-পিওগ্রহণে গৃহ্যতে, ইতি
প্রথম-পিওগ্রহণস্য নির্বিবকল্পকত্বং, ন পুনঃ সংস্থানরূপ-জাত্যাৱদেৱ-
গ্রহণাৎ । সংস্থানরূপ-জাত্যাৱদেৱপি ঐন্দ্রিয়িকত্বাবিশেষাৎ, সংস্থানেন

বিষয়েই হইয়া থাকে । কারণ, নির্বিবকল্প-দশায় যে সকল জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট
পদার্থ অরূপিত হয়, সবিবকল্প-জ্ঞানকালে সেই সমুদয়েরই প্রতিসন্ধান বা স্মৃতি হইয়া থাকে ।
সুতরাং, সেই নির্বিবকল্পই এই জাত্যাৱদি-বিশিষ্ট বস্তু-বোধের হেতু । [এই কারণেই উহা
নির্বিবকল্পেব বস্তু-বিবরক হইতে পারে না] ।

নির্বিবকল্প অর্থ কোন কোন বিশেষ ধর্ম্ম-রহিত বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান, কিন্তু, সর্ব ধর্ম্ম-রহিত
বস্তুর গ্রহণ নহে । কারণ, কস্মিন্ কালেও তাদৃশ (সর্বপ্রকার গুণ-বর্জিত) বস্তুর
গ্রহণ দৃষ্ট হয় না, এবং সম্ভবপরও নহে । 'ইহা এই প্রকার' এইরূপে কোন না কোন
একটি বিশেষ ধর্ম্ম সহকারেই সমস্ত প্রতীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । কারণ, ত্রিকোণ বা
সাম্রাদি (গোর গল-কষল প্রভৃতি) সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ ব্যতীত কোন পদার্থ গ্রহণ
করিতেই পারা যায় না ।

এই কারণেই একজাতীয় দ্রব্যের বে, প্রথম পিও- (স্বরূপ-) গ্রহণ, তাহাকে
'নির্বিবকল্প', আর দ্বিতীয়াদি পিও-গ্রহণকে 'সবিবকল্প' [জ্ঞান] বলা হয় । তন্মধ্যে, প্রথম
[গো-] পিও-গ্রহণ কালে গোত্বাদি ধর্ম্মের অনুরূপিত অর্থাৎ এক গোত্বই যে, সমস্ত
গোতে অনুরূপ আছে, এই ভাবটী প্রতীত হয় না ; দ্বিতীয়াদি পিও-গ্রহণ কালে তাহার
অনুরূপিত প্রতীতি হয় । প্রথম প্রতীতিতে বস্তুর সংস্থানরূপ (অবয়ব-সংযোজন) যে গোত্বাদির
উপলব্ধি হয়, দ্বিতীয়াদি পিও-দর্শনে সেই গোত্বাদিরই অনুরূপিত অর্থাৎ প্রত্যেক গো-পিও
সম্বন্ধ নিশ্চিত হয় । এই কারণেই দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পিও-জ্ঞানকে 'সবিবকল্প' [বলা
হয়] । প্রথমতঃ গো-প্রভৃতি বস্তু দর্শনে সাম্রাদি-বিশিষ্ট গবাদি বস্তুর সংস্থান—অবয়ব-

বিনা সংস্থানিনঃ প্রতীত্যনুপপত্তেঃ প্রথম-পিওগ্রহণেহপি সংস্থানমেব বস্তুখমিতি গৃহ্যতে ।

অতো দ্বিতীয়াদি-পিও-গ্রহণেযু গোত্বাদেবানুবৃত্তি-ধর্ম্যবিশিষ্টতা সংস্থানিবৎ সংস্থানবচ্চ সর্বদৈব গৃহ্যতে, ইতি তেষু সবিকল্পকত্বমেব । অতঃ প্রত্যক্ষস্য কদাচিদপি ন নির্বিশেষবিষয়ত্বম্ ॥ ৫১ ॥

অতএব, সর্বত্র ভিন্নাভিন্নত্বমপি নিরস্তম্ । ইদমিখমিতি প্রতীতাবিদ-মিখংভাবয়োরৈক্যং কথমিব প্রত্যেতুং শক্যতে ।

অত্রেখং ভাবঃ,—সাম্পাদিসংস্থান-বিশেষঃ, তদ্বিশেষ্যং দ্রব্যমিদমংশ ইত্যনয়োরৈক্যং প্রতীতি-পরাহতমেব । তথাহি, প্রথমমেব বস্তু প্রতীয়-

বিজ্ঞাসরূপ গোত্বাদি-ধর্ম্মের সর্ব গোতে অনুবৃত্তি জানা যায় না, এই হেতুই প্রথম গো-পিও-দর্শনকে নির্বিকল্প বলা হয়, কিন্তু, [গোত্বাদি মতানুসারে] সংস্থানরূপ জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের অপ্রতীতি বশতঃ নহে । কারণ, সংস্থান বা অবয়ব-সম্মিলিত জাত্যাতি ধর্ম্ম গুলিও ঐ পিওর মতই ইন্দ্রিয়-বোধ্য—কিছুমাত্র বিশেষ নাই । এবং আকৃতির প্রতীতি ব্যতীত যখন আকৃতি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি অসম্ভব, তখন, প্রথম-গবাদি-পিও দর্শনেও ‘বস্তুটা এই প্রকার’, এইরূপে সংস্থান সহকারেই বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে ।

অতএব, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি গো-পিও দর্শন হইলে যেমন সংস্থান—অবয়ব-বিজ্ঞান ও সংস্থানী—গো প্রভৃতির জ্ঞান হয় ; তেমনি, গোত্বাদি ধর্ম্মের (গবাদিতে) অনুগতভাবও সর্বদাই পরিজ্ঞাত হয় । এই কারণে, সেই দ্বিতীয়াদি দর্শনে যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই সবিকল্পক । অতএব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনও নির্বিকল্প-বিষয়ে হইতে পারে না ॥

(৫২) । এই কারণে, সর্বত্র ‘ভিন্নাভিন্নত্ব’ মতও (ভেদাভেদবাদ) নিরস্ত হইল । (*) ‘ইহা এই প্রকার,’ এইরূপ প্রতীতি স্থলে যে, [বস্তু-স্বরূপমাত্র-বোধক] ইহা (“ইদং”) এবং [তদুগত বিশেষ্যভাব-বোধক] এই প্রকার (“ইখং”), কিরূপেই বা এতদ্ব্যবহার একই বা অভেদ বুঝিতে পারা যায় ?

(*) তাৎপর্য,—শাক্তমতে, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এবং কার্য ও কারণ, এ সকল পরস্পর অত্যন্ত ভিন্নও নহে এবং অত্যন্ত অভিন্নও নহে,— কিন্তু ভিন্নাভিন্ন । অর্থাৎ গুণের প্রতীতিতে যখন গুণীর প্রতীতি হয় না, এবং গুণীর প্রতীতিতেও যখন গুণের প্রতীতি হয় না, তখন এই উভয়কে একতর অভিন্ন বা একাক্ষক বলা যায় না । অথচ, গুণ-বিরহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য-বিরহিত গুণেরও যখন উপলব্ধি বা হিত হয় না, তখন দ্রব্য ও গুণ অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ পদার্থও নহে, কিন্তু, কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে । জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই রীতি । এখন ভাষ্যকার ঐ মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশে উপক্রম করিতেছেন ।

মানং সকলেতর-ব্যাবৃত্তমেব প্রতীয়তে । ব্যাবৃত্তিশ্চ, গোত্বাদি-সংস্থান-
বিশেষ-বিশিষ্টতয়া ইদমিখমিতি প্রতীতেঃ । সর্বত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-
প্রতিপত্তৌ তয়োৰপ্যত্যন্তভেদঃ প্রতীত্যেব স্বব্যক্তঃ ।

তত্র দণ্ড-কুণ্ডলাদয়ঃ পৃথক্-সংস্থান-সংস্থিতাঃ অনিষ্ঠাশ্চ কদাচিৎ কচিৎ
দ্রব্যান্তরবিশেষণতয়াহবতিষ্ঠন্তে । গোত্বাদয়স্তু দ্রব্যসংস্থানতয়েব পদার্থ-
ভূতাঃ সন্তো দ্রব্য-বিশেষণতয়াহবস্থিতাঃ । উভয়ত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ
সমানঃ ; ততএব তয়োৰ্ভেদপ্রতিপত্তিশ্চ । ইয়াংস্তু বিশেষঃ পৃথক্-

ইহার অভিপ্রায় এইরূপ,—সামাদিরূপ সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ, এবং তাহার (আশ্রয়ী-
ভূত) 'ইদং'-পদ-বাচ্য বিশেষ্য দ্রব্য, এতদুভয়ের (বিশেষণ ও বিশেষ্যের) যে একত্ব,
তাহা অনূভব-বিরুদ্ধ । দেখ, যখনই প্রথমে বস্তুর জ্ঞান হয়, তখনই তাহা যে, অপর সমস্ত
বস্তু হইতে পৃথক্, এই রূপেই প্রতীতি হয় । 'ইহা এই-প্রকার' বলিয়া গোত্বাদি রূপ আকৃতি-
বিশেষ-বিশিষ্ট রূপে প্রতীতি হয় বলিয়াই [অপর পদার্থ হইতে উহার] ব্যাবৃত্তি বা
পার্থক্য সিদ্ধ হয় । যেখানে যেখানে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রতীতি হয়, সেখানেই সেই
বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে, অত্যন্ত প্রভেদ আছে, তাহাও প্রতীতি দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপে
ব্যক্ত হইয়া পড়ে ।

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দণ্ড, কুণ্ডল (কর্ণভরণ) প্রভৃতি বস্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্
আকৃতি-সম্পন্ন এবং অনিষ্ঠ, অর্থাৎ সর্বদা পরাশ্রিত না হইয়াও কখন কোন স্থলে অন্য
দ্রব্যের বিশেষণ বা আশ্রিতরূপে অবস্থান করিয়া থাকে । কিন্তু, গোত্বাদি ধর্মগুলি
দ্রব্যের আকৃতিরূপেই পদার্থই লাভ করে (আশ্র-লাভ করে), এবং দ্রব্যের বিশেষণ
হইয়াও অবস্থিতি করে । উভয় স্থলেই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সমান, অতরাং বিশেষণ
ও বিশেষ্যের ভেদ-প্রতীতিও সমান । (*) এইমাত্র বিশেষ যে, দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্য

(*) দণ্ড, কুণ্ডল প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহারা বিশেষ্যও হইতে পারে, বিশেষণও হইতে
পারে । বিশেষণ মাত্রই বিশেষ্যের অধীন হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষণ অবস্থার দণ্ডাদি পদার্থগুলি
বিশেষ্যের অধীন হইলেও বস্তুতঃ উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও প্রতীতি আছে । যেমন, 'দণ্ডধারী পুরুষ' বলিলে
যদিও আপাততঃ দণ্ডটী পুরুষের অধীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে, পুরুষের অভাবেও
দণ্ডের সত্তা ও প্রতীতির কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না । কিন্তু, গোত্ব প্রভৃতি জাতি, ও গুণাদি গুণ, ইত্যাদি
কতকগুলি পদার্থ আছে, অত্র সম্বন্ধ ব্যতীত যাহাদের অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না, প্রতীতি ত দুয়ের কথা ।

এখন বস্তুবা এই যে,—দণ্ড ও গোত্ব, উভয়েই দ্রব্যের বিশেষণরূপে প্রয়োজ্য, তন্মধ্যে, বিশেষণ হইলেও স্বতন্ত্র
সত্তারূপে দণ্ড যে রূপে তাহার বিশেষ্য হইতে ভিন্ন—পৃথক্, সেইরূপ গোত্বাদি ধর্মগুলি স্বাধীন সত্তা সম্পন্ন না
হইলেও বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ হইবে না কেন ? এই বৈষম্যের ত কোন কারণ নাই । অতএব, পৃথক্
সত্তা নাই বলিাই যে, গোত্বাদি ধর্মকে দ্রব্য স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, তাহা সঙ্গত হয় না ।

সিদ্ধি-(*) প্রতিপত্তি-যোগ্য। দণ্ডাদয়ঃ, গোত্বাদয়স্তু নিয়মেন তদনর্হা ইতি।

অতো 'বস্তুবিরোধঃ প্রতীতি-পরাহত' ইতি প্রতীতি-প্রকারনিহ্ন-বাদেবোচ্যতে, প্রতীতিপ্রকারো হি ইদমিথমিত্যেব (†) সর্বসম্মতঃ। তদেতৎ সূত্রকারেণ "নৈকস্মিন্-অসম্ভবাৎ", [ব্রহ্ম সূ. ২।২।৩২] ইতি স্বব্যক্তিমূপাদিতম্। অতঃ প্রত্যক্ষস্য সবিশেষ-বিষয়ত্বেন, প্রত্যক্ষাদি-দৃষ্টসম্বন্ধবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদনুমান (‡) মপি সবিশেষ-বিষয়মেব। প্রমাণ-সংখ্যাবিবাদেহপি সর্বাবৃত্ত্যপগত-প্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ। বস্তুগত-স্বভাব-বিশেষ্যৈস্তদেব বস্তু নির্বিশেষমিতি বদন্ জননী-বক্ষ্যাত্ব-প্রতিজ্ঞাবৎ স্ববাগ্‌বিরোধিত্বমপি ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

ছাড়িয়া পৃথকভাবেও থাকিতে এবং প্রতীতির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু, গোত্রাদি পদার্থ কখনই তাহা পারে না।

অতএব, বাদিগণ যথার্থ-প্রতীতির প্রণালী গোপন করিয়াই [ভাবাভাবের একত্র অবস্থিতিরূপ] বস্তু-বিরোধকে 'প্রতীতি-বাধিত' বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যদিও বস্তু ও তাহার ভেদ এক—অভিন্ন হইতে পারে না; সত্য, তথাপি, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া ঐ বিরোধ উপেক্ষণীয়। কারণ, 'ইহা এই প্রকার,' এইরূপ প্রতীতিই সর্ববাদি-সম্মত। সূত্রকারও ইহা, 'একেতে ভেদও অভেদ হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব।' এই সূত্রে বিশদভাবে সমর্থিত করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যক্ষ যখন সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক এবং অনুমানও যখন সেই প্রত্যক্ষ প্রতীতি প্রমাণ-পরিজ্ঞাত [ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদিরূপ] সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তু-বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, তখন অনুমানও সবিশেষ বস্তু-বিষয়েই হয়,—নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে নহে।

প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে [ব্যক্তি বিশেষের] বিবাদ থাকিলেও সর্ব-সম্মত প্রমাণ সমূহের বিষয় উক্ত প্রকারই। অতএব, কোন প্রমাণ দ্বারাই নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে না। বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে, স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সেই বস্তুকেই আবার নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশ করা যে, '[আমার] মাতা বক্ষ্য' (অজাত-সন্তান বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার ভ্রাম্য স্বোক্তি-বিরোধী, ইহাও সে জানে না ॥

(*) পৃথক্ স্থিতি প্রতিপত্তীতি (গ) পাঠঃ

(+) ইতোবাৎ ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) বিশিষ্টত্বাদনুমানং ইতি (গ, গ) পাঠঃ।

যত্নে প্রত্যক্ষ সম্মাত্রগ্রাহিত্বেন ন ভেদবিষয়ম্, ভেদশ্চ বিকল্পাসহস্রাদ-
নিরূপ ইত্যুক্তম্ । তদপি জাত্যাদিবিশিষ্টৈশ্চ বস্তুনঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ
জাত্যাদেবেব প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বস্তুনঃ স্বস্ত্য চ ভেদব্যবহার-হেতুত্বাচ্চ
রোৎসারিতম্ । সংবেদনবৎ রূপাদিবচ্চ পরত্র ব্যবহার-বিশেষহেতোঃ
স্মিন্নপি তদ্যবহারহেতুত্বং যুজ্জ্বাভিরভ্যুপেতং ভেদস্ত্যপি সম্ভবত্যেব ।
তএব, নানবস্থা, অন্তোন্ত্যশ্রয়ণং চ । একক্ষণবর্তিত্বেনপি প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ত-
স্মিন্নেব ক্ষণে বস্তুভেদরূপ-তৎসংস্থানরূপ-জাত্যাদের্গৃহীতত্বাৎ ক্ষণান্তর-
াহ্যং ন কিঞ্চিদিহ তিষ্ঠতি ।

অপি চ, সম্মাত্রগ্রাহিত্বে ‘ঘটোহস্তি, পটোহস্তি’ ইতি বিশিষ্ট-বিষয়া
প্রতিপত্তির্বিরুদ্ধাতে । যদি চ, সম্মাত্রাতিরেকি-বস্তু-সংস্থানরূপ-জাত্যাদি-
ক্ষণো ভেদঃ প্রত্যক্ষেন ন গৃহীতঃ ; কিমিতি অস্বার্থী মহিষ-দর্শনে
নবর্ততে । সর্বাস্থ প্রতিপত্তিষু সম্মাত্রমেব বিষয়শ্চেৎ ; তত্ত্বং প্রতিপত্তি-
বিষয়-সহচারিণঃ সর্বৈব শব্দা এতৈকপ্রতিপত্তিষু কিমিতি ন স্মর্য্যন্তে ।

৭৩। আর যে, বলা হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষপ্রমাণ কেবলই সং-বস্তু গ্রহণ করে,—ভেদ
গ্রহণ করে না, এবং যুক্তিসহ নয় বলিয়া উক্ত ভেদও নিরূপণ করিতে পারা যায় না।’
তাঁহাও দূরীকৃত হইল! কারণ, জাত্যাদি ধর্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং
জাত্যাদি ধর্মই অপর বস্তু হইতে [স্বীয় আশ্রয়ীভূত] বস্তুর ও নিজের ভেদ-সাধন করে।
সুতরাং দেখা যায়, রূপ-রসাদি গুণ যেরূপ আশ্রয়ের পরিচয়-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া
মজ্জবও বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপন করে; সেইরূপ অত্র পদার্থও যে, অপর বস্তুর ব্যবহার-
বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও তদনুরূপ ব্যবহার জ্ঞাপন করিতে পারে, ইহা তোমাদেরও
স্বীকার করা উচিত; সুতরাং ভেদের সম্পর্কেও উক্ত নিয়ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইবে। এই
প্রকরণেই, [ভেদকে বস্তু হইতে পৃথক বলিলেও] পূর্বোক্ত ‘অনবস্থা’ বা ‘অন্তোন্ত্যশ্রয়’ দোষ
স্বীকৃতিতে পারে না। আর, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইলেও সেই ক্ষণেই সে
স্ব-ভেদ—আকৃতি ও গোত্র প্রভৃতি ধর্ম সকল গ্রহণ করে; সুতরাং পরক্ষণে গ্রহণ করিবার
জানিবার) আর কিছুই বাকী থাকে না।

আরও (এক কথা),—প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি সংভিন্ন আর কোন বস্তুই গ্রহণ না করে,
যে, “ঘটোহস্তি” = ঘট আছে, “পটোহস্তি” = পট আছে, ইত্যাদি প্রকার যে বিশিষ্টার্থ-বোধক
জ্ঞাপিত হয়, তাঁহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং যদি সত্যের অতিরিক্ত, বস্তু-সংস্থানাত্মক গোত্রাদি
জ্ঞাপিত-স্বরূপ বস্তু-ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝা-ই না যায়, তবে অর্থ-প্রার্থী লোক মহিষ-দর্শনে
কিিয়া আইসে কেন? আর, সমস্ত জ্ঞানেই যদি একমাত্র সং-বস্তুই গ্রাহ্য হয়, তাঁহা হইলে,

কিঞ্চ, অশ্বে হস্তিনি চ সংবেদনয়োরেকবিষয়ত্বেনোপরি তনুশ্চ গৃহীত
গ্রাহিত্বাদ্ বিশেষাভাবাচ্চ স্মৃতিবৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ। * প্রতিসংবেদন
বিশেষাভ্যুপগমে প্রত্যক্ষশ্চ বিশিষ্টার্থ-বিষয়ত্বমেবাভ্যুপগতং ভবতি
সর্বেষাং সংবেদনানামেকবিষয়তায়াম্ একেনৈব সংবেদনেনাশেষগ্রহণাদ্ধ
বধিরাদ্যভাবশ্চ প্রসজ্যেত ॥ ৫৩ ॥

ন চ চক্ষুশা সন্মাত্রং গৃহ্যতে, তস্য রূপ-রূপিরূপৈকার্থসমবেত-পদার্থ
গ্রাহিত্বাৎ। নাপি ত্বচা, স্পর্শবদ্বস্তবিষয়ত্বাৎ। শ্রোত্রাদীন্যপি ন সন্মাত্র-
বিষয়ানি; কিন্তু, শব্দ-রস-গন্ধ-লক্ষণবিশেষবিষয়্যাণ্যেব। অতঃ সন্মাত্রশ্চ চ
গ্রাহকং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে।

সেই সং-প্রতীতির সহিত যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, প্রত্যেক
প্রতীতিকালে সেই সমস্ত শব্দই স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় না কেন?

আরও এক কথা,—অশ্ব ও হস্তি-বিষয়ে পর-পর দুইটি জ্ঞান হইল, এবং [তোমা
মতে] উভয় জ্ঞানেরই বিষয় বা গ্রাহ্য হইল সেই একই সংপদার্থ। অতএব গৃহীত-গ্রাহিতা-
নিবন্ধন, অর্থাৎ প্রথমাগত সংপদার্থকেই গ্রহণ করায় পরভবিক হস্তি-জ্ঞানটি স্মৃতি-জ্ঞানেরই
অনুরূপ হইল—কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না; স্মৃতির এই দ্বিতীয় জ্ঞানটি স্মৃতির মধ্যে পরি-
গণিত হইতে পারে? আর যদি প্রত্যেক জ্ঞানেই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হয়; তাহা
হইলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও পৃথক পৃথক বিষয়ই স্বীকার করিতে হইবে। [কারণ, বিষয়-ভেদ
ব্যতীত কখনও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না।] [বিশেষতঃ] সকল জ্ঞানেরই
যদি একই (সং) বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে [যে কোন] একটি মাত্র
জ্ঞানের দ্বারা ই যখন সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন আর অন্ধ-বধিরাদিত্য
ধাকিতে পারে না। অর্থাৎ রূপ, রসাদি বিষয়গুলি যখন নামে মাত্র ভিন্ন—ক্লতঃ এক
সংস্বরূপ, তখন অন্ধ ও বধির রগনায় রগান্বাদন করিলেই রূপ ও শব্দ বিষয়েও জ্ঞান
লাভ করিতে পারে; কারণ, সমস্ত বিষয়ই এক—সংস্বরূপ ॥

(৫৪)। শুদ্ধ সং-বস্তুটি চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে না; কারণ, চক্ষু কেবল রূপ ও
রূপযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, [সং-বস্তু রূপ বা রূপযুক্ত নহে]। [সং-বস্তু] ত্বকো
দ্বারাও অস্পৃহ্য হইতে পারে না; কারণ, ত্বকু কেবল স্পর্শযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করে, [কিন্তু সত্তা
স্পর্শ-গুণ নাই]। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও শুধু সং-বস্তুকে গ্রহণ করে না, পরন্তু, শব্দ,
রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়কেই গ্রহণ করে। অতএব, ঐ মতে শুধু সং-বস্তু
গ্রাহক কোনই প্রমাণ দেখা যায় না।

* বৈলক্ষণ্যাতাবাৎ ইতি (গ) পাঠঃ।

† “সন্মাত্রশ্চ গ্রাহকম্” ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

নির্বিশেষ-সম্মাত্রস্ত প্রত্যক্ষেণৈব গ্রহণে তদ্বিষয়াগমস্ত প্রাপ্তবিষয়-
ত্বেনানুবাদকত্বমেব স্যাৎ ; সম্মাত্র-ব্রহ্মণঃ প্রমেয়ভাবশ্চ ; * ততো জড়ত্ব-
নাশিত্বাদয়স্ত্রয়ৈবোক্তাঃ। অতো বস্তুসংস্থানরূপ-জাত্যাভিলক্ষণ-ভেদবিশিষ্ট-
বিষয়মেব প্রত্যক্ষম্। সংস্থানাতিরেকিণোহনেকেষেকাকারবুদ্ধি-বোধ্য-
ছাদর্শনাৎ, তাবতৈব গোত্বাদি-জাতি-ব্যবহারোপপত্তেঃ, অতিরেকবাদেহপি
সংস্থানস্ত সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ সংস্থানমেব জাতিঃ। সংস্থানং নাম
সাসাধারণং রূপমিতি যথাবস্তু সংস্থানমনুসন্ধ্যায়ম্। জাতিগ্রহণেনৈব ভিন্ন-
ইতি ব্যবহারসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরাদর্শনাৎ, অর্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগত-
ত্বাচ্চ † গোত্বাদিরেব ভেদঃ।

আর, যদি প্রত্যক্ষ দ্বারাই নির্বিশেষ, শুদ্ধ সংবস্তুর গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় ; তবে,
প্রমাণস্তব-প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদক হওয়ায় সং-বস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্রটি ‘অনুবাদক’
ইতে পারে, ‡ এবং সংমাত্ররূপী ব্রহ্মও প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ; সূত্ররাং
তান্ন দ্বারাই সং-ব্রহ্মের জড়ত্ব ও বিনাশিত্ব ধর্ম উক্ত হইতেছে। অতএব, সংস্থান—
জাত্যাদিরূপ বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়,—নির্বিশেষ নহে।

[তাহার পর,] যেহেতু, অনেক বস্তুর উপর যে একটি একাকার বোধ জন্মে, অর্থাৎ
‘কল গো-ই এক প্রকার’, এইরূপ যে বুদ্ধি হয় ; বস্তুর সংস্থান ব্যতীত আর কাহাকেই ত
ধারি বিষয় (বোদ্ধব্য) হইতে দেখা যায় না, এবং একমাত্র সেই সংস্থান দ্বারাই গোত্ব
ভূতি জাতি-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে ; বিশেষতঃ, সংস্থানাতিরিক্ত জাতি-বাদীর মতেও
ক্ৰ সংস্থান সম্বন্ধে বিবাদ নাই ; অতএব, সংস্থান ও জাতি এক—অভিন্ন, [সংস্থানাতিরিক্ত
তি নাই]। স্ব-স্ব অসাধারণ বা বিশিষ্ট রূপেরই নাম সংস্থান। অতএব, যে বস্তু যেক্রপ,
হার তদনুরূপ সংস্থান বুদ্ধিতে হইবে। যেহেতু, জাতি-জ্ঞানেই বস্তুর ভেদ-ব্যবহার চলিতে
রে, তদতিরিক্ত (ভেদ নামক) কোন পদার্থও দৃষ্ট হয় না, এবং ভেদকে যাহারা পৃথক্
পার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, [ভেদ যখন] তাহাদেরও অনুমোদিত ; অতএব, গোত্বাদি
তি ও ভেদ একই পদার্থ, [পৃথক্ নহে]।

* প্রমেয়ভাবশ্চ ইতি (গ) পাঠঃ।

† পদার্থান্তরবাদিনামভ্যুপগন্তব্যত্বাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ।

‡ যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণস্তব-বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়, সে শাস্ত্রকে (শব্দকে) ‘অনুবাদক’
ন। ‘অনুবাদক’ শাস্ত্র প্রমাণ নহে।

ননু চ, জাত্যাদিরেব ভেদশ্চৎ; তস্মিন্ গৃহীতে তদ্ব্যবহারবৎ* ভেদ-ব্যবহারোহপি স্যাৎ । সত্যং, ভেদশ্চ ব্যবহৃত্যেতে এব গোত্বাদিব্যবহারাৎ । গোত্বাদিরেব হি সকলেতরম্য ব্যাবৃত্তিঃ, গোত্বাদৌ গৃহীতে সকলেতর-সজাতীয়-বুদ্ধি-ব্যবহারয়োনিবৃত্তেঃ । † ভেদ-গ্রহণেনৈব হ্যভেদ-নিবৃত্তিঃ । অয়মস্মাদ্ ভিন্ন ইতি তু ব্যবহারে প্রতিযোগি-নির্দেশস্য তদপেক্ষত্বাৎ প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভিন্ন ইতি ব্যবহার ইত্যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

যৎ পুনঃ,—ঘটাদীনাং বিশেষাণাং ব্যবর্ত্তমানত্বেনাপারমার্থমুক্তম্ ; তদ-নালোচিত-বাধ্য-বাধকভাব-ব্যাবৃত্ত্যনুবৃত্তিবিশেষস্য ভ্রান্তিপ্ৰকল্পিতম্ । ‡ দ্বয়োক্ত্যনিয়োহি বিরোধে বাধ্য-বাধকভাবঃ,—বাধিতস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ । অত্র ঘট-পটাদিষু দেশ-কাল-ভেদেন বিরোধ এব নাস্তি । যস্মিন্ দেশে যস্মিন্

বেশ কথা; জাত্যাদি ও ভেদ যদি একই হয়, তবে, জাতি-জ্ঞান হইলে যেক্রপ তাহার (গোত্বাদি জাতির) ব্যবহার হয়, সেইক্রপ [সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে] ভেদ-ব্যবহারও হইতে পারে? ইহা, সত্য কথা, গোত্বাদির যখন ব্যবহার হয়, তখন ভেদ-ব্যবহারও ত হইয়াই থাকে; যেহেতু, গোত্বাদি জাতির জ্ঞান হইলেই (তাহাকে, পশুত্বরূপে) তৎসজাতীয় অপর সকল (মহিষ প্রভৃতি প্রাণী) বলিয়াত বোধ হয় না, এবং অপর প্রাণী বলিয়া তাহার ব্যবহারও হয় না। অতএব, গোত্বাদি জাতিই অপর সকল পদার্থের ব্যাবৃত্তি বা ব্যবচ্ছেদক (ভেদ), তন্নিগ্ন ভেদনামক আর কোন পদার্থ নাই। [পরস্পরের মধ্যে] ভেদ প্রতীতি হইলেই [পৰস্পর] অভেদ বা একত্ব বোধ নিবৃত্তি হয়। 'ইহা অমুক হইতে ভিন্ন,' এইরূপ ব্যবহার-স্থলে ভেদ-প্রতীতির অগ্রহই প্রতিযোগী 'অমুক'-পদের নির্দেশ করিতে হয়, অর্থাৎ ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াই প্রতিযোগী 'অমুক' পদের উল্লেখ করিতে হইয়াছে; এই কারণে, এই প্রতিযোগী হইতে (ইহা) 'ভিন্ন', এইরূপ ব্যবহার করা হয়; এ কথা ["ভেদশ্চ ব্যবহৃত্যেতে এৎ" ইত্যাদি স্থলে] বলা হইয়াছে।

(৫৫)। আর যে, ঘটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলি ব্যবর্ত্তমান (পটাদিতে অসংস্কৃত) বলিয়া অপরমার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও, বাধ্য-বাধকভাব ও ব্যাবৃত্তি-অনুবৃত্তি কথার তাৎপর্যা-পর্যালোচনা না থাকায় ভ্রান্তিকল্পনামাত্র। কারণ, উভয় জ্ঞানের মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই বাধ্য-বাধকভাব হয়,—বাধিত পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি বা বাধা হয়। [কিন্তু,] এই ঘট-পটাদি স্থলে যখন, দেশ (অংশের স্থান) ও কাল ভিন্ন ভিন্ন, তখন [উভয় জ্ঞানের মধ্যে ত] কোনই বিরোধ নাই। যে স্থানে ও যে কালে যে বস্তুর সত্তাব বা অস্তিত্ব প্রতীতি-সিদ্ধ, সেই স্থানে ও সেই কালে যদি তাহারই অভাব দৃষ্ট হয়, তখনই

* ব্যবহারাত ইতি (গ) পাঠঃ। † নির্বৃত্তেঃ ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

‡ পরিকল্পিতং ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ।

কালে যন্ত সদ্ভাবঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তস্ম্যভাবঃ
প্রতিপন্নশ্চৎ ; তত্র বিরোধাদ্ বলবতো বাধকত্বং, বাধিতস্ত চ * নিবৃত্তিঃ ।
দেশান্তর-কালান্তর-সম্বন্ধিতয়ানুভূতস্ম্যন্যদেশ-কালয়োরভাবপ্রতীতৌ ন
বিরোধ ইতি কথমত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ, † অন্যত্র নিবৃত্তস্ম্যন্যত্র নিবৃত্তির্বা
কথমুচ্যতে ? রজ্জু-সর্পাদিষু তু তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়ৈবাতাবপ্রতীতে-
বিরোধো বাধকত্বং ব্যাবৃত্তিশ্চতি । দেশ-কালান্তরদৃষ্টস্য দেশ-কালান্তর
ব্যাবর্ত্তমানত্বং মিথ্যাত্বব্যাপ্তং ন দৃষ্টমিতি ন ব্যাবর্ত্তমানত্বমাত্রমপারমার্থ্যে
হেতুঃ ‡ ॥ ৫৫ ॥

যত্নে, অনুবর্ত্তমানত্বং সৎ পরামার্থ ইতি, তৎ সিদ্ধমেবেতি ন সাধনম-
ইতি । অতো ন সম্মাত্রমেন বস্তু । অনুভূতি-তদ্বিষয়য়োশ্চ § বিষয়-
বিষয়িভাবেন ভেদস্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদ্ অবাধিতত্বাচ্চ অনুভূতিরৈব
সর্তীত্যেতদপি নিরস্তম্ ।

[বিরোধ হয়, এবং] বিরোধ বশতঃ বলবান্টি (যাহা প্রবল প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ,)
[ছর্পণের] বাধক হয়, এবং বাধিত পদার্থটির নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসত্যতা নিশ্চিত হয় ।
[কিন্তু,] যে বস্তু ভিন্নস্থানবর্তী ও ভিন্নসময়বর্তী বলিয়া অনুভূত, তাহার অত্র দেশে ও
অত্র কালে অভাব প্রতীতি হইলেও কোন বিরোধ হয় না ; অতএব, ঐরূপ স্থলে বাধ্য-
বাধকভাব হইবে কিরূপে ? এবং এক স্থানে যাহার অভাব, অন্যত্র তাহার নিবৃত্তিইবা
বলা হয় কিরূপে ? রজ্জু-সর্পাদি স্থলে কিন্তু, একই দেশে একই কালে [সর্পের] অভাব
প্রতীতি হয় ; সুতরাং বিরোধ ঘটে, এবং তন্নিবন্ধন, বাধকত্ব ও ব্যাবৃত্তিও (সম্ভবপর হয়) ।
কিন্তু, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন বালে দৃষ্ট পদার্থ যদি অত্র দেশে ও অত্র কালে বিদ্যমান থাকে,
তাহা হইলেই যে সেই পদার্থ মিথ্যা হইবে, এরূপ নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । অতএব,
কেবল ব্যাবর্ত্তমানত্বই [বস্তুর] অপারমার্থ্যের—মিথ্যাভেদের কারণ নহে ॥

(৫৬) । আর যে, অনুবর্ত্তমান, অর্থাৎ সর্বত্র অনুগত বলিয়া ‘সৎ’-ব্রহ্মকে পরমার্থ [বলা
হইয়াছে] ; ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা ; সুতরাং তাহার আর সাধন বা প্রমাণ করিবার
প্রয়োজন নাই । অতএব, সৎ-ই একমাত্র পদার্থ নহে ; কারণ, অনুভূতি (সৎ) ও তাহার
বিষয় (ঘটাদি), এই উভয়ের মধ্যে বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ
অনুভূতি বিষয়ী, এবং ঘটাদি পদার্থ তাহার বিষয়, সুতরাং উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ,
এবং [কোন প্রমাণেও] বাধিত নহে ; এই কারণে, ‘একমাত্র অনুভূতিই ‘সৎ’, এই সিদ্ধান্তও
নিরস্ত হইল ।

* তন্ত্ৰ চ ইতি (ক) পাঠঃ ।

† দেশান্তরে ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ ।

‡ অপারমার্থ্য-হেতুঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

§ সম্বিশেষয়োশ্চ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

যত্ন, অনুভূতেঃ স্বয়ংপ্রকাশমুক্তম্ ; তদ্বিষয়-প্রকাশনবেলায়াং
জ্ঞাতুরাত্মনস্তথৈব *, ন তু সর্বেষাং সর্বদা তথৈবেতি নিয়মোহস্তুি ।
পরানুভবস্ত হানোপাদানাদি-লিঙ্গকানুমান জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, স্বানুভবস্তাপ্যতী-
তস্ত “অজ্ঞাসিৎ” ইতি জ্ঞান-বিষয়ত্বদর্শনাচ্চ । (ক) অতোহনুভূতিশ্চৎ,
স্বতঃসিদ্ধেতি বক্তুং ন শক্যতে ।

অনুভূতের অনুভাব্যেহননুভূতিত্বমিত্যপি † দুৰুক্তম্ ; স্বগতাতীতানু-
ভবানাং পরগতানুভবানাং চ অনুভাব্যেহনননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাৎ । পরানু-
ভবানুমানানুপগমে চ শব্দার্থ-সম্বন্ধগ্রহণাভাবেন সমস্ত-শব্দ-ব্যবহারোচ্ছেদ-
প্রসঙ্গঃ । আচার্য্যাস্ত জ্ঞানবদ্রমনুমায় তদুপসত্তিশ্চ ক্রিয়তে ; সা চ
নোপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আর যে, অনুভূতিকে ‘স্বপ্রকাশ’ বলা হইয়াছে, তাহাও, জ্ঞাতা যখন কোন বিষয়
প্রকাশ করে (অবগত হয়), কেবল তখন তাহার পক্ষেই সেইরূপ (স্বপ্রকাশ) ; কিন্তু,
সর্বদা সকলের পক্ষেই যে, সেইরূপ হইবে, এরূপ নিয়ম নাই । কারণ, পরকীয় অনুভবত
[তাহার] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দর্শনে কেবল অনুমান প্রমাণেরই বিষয় হয়, এবং স্বীয় অনুভবও
পরক্ষণে ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এইরূপ জ্ঞানের (স্বরণের) বিষয়ীভূত হয় । অতএব,
অনুভূতি হইলেই যে উহা স্বতঃসিদ্ধ (স্বপ্রকাশ) হইবে, ইহা বলিতে পার না ।

আর, অনুভূতি অনুভাব্য হইলেই যে, অননুভূতি হইবে, অর্থাৎ অনুভূতি হইবে না,
ইহাও ভাল কথা নহে । কারণ, [তাহা হইলে] নিজের ও পরের যে সকল অনুভব
অতীত হইয়া গিয়াছে; সে সকলের আর অনুভূতিত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ সেই
সমুদয় অনুভূতি আর অনুভব মধো গণ্য হইতে পারে না ; কারণ, সেই সমস্ত অনুভবই
অতীত অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । আর, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান স্বীকার
না করিলে শব্দ ও অর্থের যে [বাচ্য-বাচকরূপ] সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না ;
সুতরাং সমস্ত শব্দ-ব্যবহাবই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে । ‡ আচাৰ্য্যকে জ্ঞানবান্ জানিয়া
(অনুমান করিয়া) [শিষ্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারে না ॥

* তদৈব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(ক) জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

† অনুভাব্যেহনননুভূতিত্বমিত্যপি ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

‡ তাৎপর্য্য,—কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা সাধারণতঃ এইরূপে জ্ঞান হইয়া থাকে,—এক ব্যক্তি
অপর ব্যক্তিকে আদেশ করিল যে, ‘তুমি একটা অশ লইয়া আইস’ । এই আদেশ মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি একটা
প্রাণী (অশ) লইয়া আসিল । প্রথম ব্যক্তি পুনশ্চ বলিল ‘অশটা বীথিয়া রাখ এবং একটা গো লইয়া আইস’ ।
দ্বিতীয় ব্যক্তি যথা-কথিত আদেশ প্রতিপালন করিল । অশ ও গো শব্দের অর্থানভিজ্ঞ তৃতীয় এক ব্যক্তি উক্ত
ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ‘অশ ও গো’-শব্দের অর্থ জানে, এবং জানে বলিয়াই

নানা বিষয়ে অনুভূতিত্বম্ ? অনুভূতিত্বং নাম বর্তমানদশায়াং স্ব-সত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্ব-সত্ত্বৈব স্ববিষয়-সাধনত্বং বা ।
তে চ অনুভবান্তরানুভাব্যত্বেহপি স্বানুভব-সিক্তে নাপগচ্ছতঃ ইতি নানু-
ভূতিত্বমপগচ্ছতি । ঘটাদেবাননুভূতিত্বমেতৎ স্বভাববিরহাৎ, নানুভাব্যত্বাৎ ।
তথানুভূতেরননুভাব্যত্বেহপি অননুভূতিত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ ; গগন-কুসুমাদে-
রননুভাব্যস্তাননুভূতিত্বাৎ ।

গগন-কুসুমাদেরননুভূতিত্বমসৎ-প্রযুক্তম্, নাননুভাব্যত্ব-প্রযুক্তম্, ইতি
চেৎ ? এবং তর্হি ঘটাদেবপ্যজ্ঞানাবিরোধিত্বমেবাননুভূতিত্ব-নিবন্ধনম্, *
নানুভাব্যত্ব-মিত্যাস্থীয়তাম্ । অননুভূতেরননুভাব্যত্বে অজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি
তস্মা ঘটাদেবৈব প্রসজ্যতে ইতি চেৎ ? অননুভাব্যত্বেহপি গগন-কুসুমাদে-

(৫১) আর, যত্র জ্ঞানের বিষয় হইলেই যে, [অনুভূতির] অনুভূতিত্ব থাকিবে না,
তাহাও নহে । অনুভূতি কি ? না,—যে নিজের বর্তমানক্ষেণে স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয়
আশ্রয়—আত্মার নিকট প্রকাশ পায়, অথবা, যাহা স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় বিষয়ের—
রূপরসাদির সাধন বা অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, [তাহাই অনুভূতি] । উক্ত উভয় প্রকার
অনুভূতিই নিজ নিজ প্রতীতি-সিক্ত ; সূতরাং অপর অনুভবের বিষয় হইলেও [স্বরূপ
হইতে] প্রচ্যুত হয় না ; অতএব, তাহার অনুভূতিত্বও নষ্ট হয় না । পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ-
পভাবেই অভাব নিবন্ধনই ঘটাদি পদার্থ সকল অননুভূতি বা অননুভূতি হইতে পরিত্যক্ত
হইয়াছে, কিন্তু, অনুভাব্যত্ব-নিবন্ধন নহে । সেইরূপ গগন-কুসুমাদি (অসৎ পদার্থ সকল)
যে রূপ অননুভাব্য অর্থাৎ অনুভবের অবিষয় হইয়াও অনুভূতি হয় না ; তদ্রূপ, অনুভূতি স্বয়ং
অনুভবান্তরের বিষয় না হইলেও যে, অননুভূতি হইতে পারে, তাহারই বা বারণ হইবে
কিসে ? যদি বল, গগন-কুসুমাদির যে অননুভূতিত্ব, তাহা অসত্ত্বজনিত,—অননুভাব্যত্বজনিত
নহে, [বৈশ কথ্য,] এরূপ হইলে, ঘটাদির যে অননুভূতিত্ব, অজ্ঞানের সহিত সহাবস্থানই
তাহার কারণ—অননুভাব্যত্ব নহে, ইহাও স্বীকার করা উচিত ।

এ দুই শব্দ উক্তারণ মাত্র এই দুইটি প্রাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে । উক্ত ব্যবহার দর্শনে তৃতীয়
ব্যক্তি ইহাও বুঝিয়া লইল যে, এইরূপ দুইটি প্রাণী যথাক্রমে ‘অথ’ ও ‘গো’ শব্দের ব্যাচ্য—অর্থ, এবং এই শব্দদ্বয়
ঐ প্রাণিদ্বয়ের বাচক—বোধক । এ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য দেখিগা অমুমানেরই
সাহায্যে বুঝিয়াছে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থজানা আছে, নচেৎ সে কখনই ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্র
তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিত না, নিজেই তাহার উত্তর দৃষ্টাণ্ড । সে কখনই ঐ শব্দদ্বয় শ্রবণমাত্র তদনুসারে
কার্য্য করিতে পারিত না । অতএব, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অমুমান অব্যাকার করিলে কোম শব্দের কি
অর্থ, তাহা জানিবার কোনই উপায় থাকে না ।

* ঘটাদেবপ্যননুভূতিত্বনিবন্ধনমজ্ঞানাবিরোধিত্বমেব, ইতি (খ) পাঠঃ ।

রিবাজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি প্রসজ্যত এব । অতোহনুভাব্যত্বেহননুভূতিত্ব-
মিত্যুপহাস্তম্ ॥ ৫৭ ॥

যতু, সংবিদঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবাত্তাবাদুৎপত্তির্নিরস্ম্যতে,
তদন্ধস্ত জাত্যন্ধেন যষ্টিঃ প্রদীয়তে । প্রাগভাবস্ত গ্রাহকভাবাদভাবো ন
শক্যতে বক্তৃম্ ; অনুভূত্যেব গ্রহণাৎ * । কথমনুভূতিঃ সতী তদানী-
মেব স্বাভাবৎ বিরুদ্ধমবগময়তীতি চেৎ ? নহি অনুভূতিঃ স্বসমানকাল-
বর্তিনমেব বিষয়ীকরোতীত্যস্তি নিয়মঃ, অতীতানাগতয়োবিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ ।

যদি বল, অনুভূতিরও অনুভাবাত্ত্ব স্বীকার করিলে [অনুভাবঃ] ঘটাদির জ্ঞান তাহারও
অজ্ঞানাবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানেব সহিত একত্ৰাবস্থিতি সম্ভাবিত হইতে পারে? [ইহা, ইহা
ঠিক কথা, কিন্তু তোমার মতেও] অননুভাবা হইলেও ত গগন-কুসুমাদির জ্ঞান তাহারও
(অনুভূতিরও) অজ্ঞান-সহাবস্থিতি হইতেই পারে? অতএব, অনুভবের বিষয় হইলেই যে,
অনুভূতি হইবে না, ইহা উপহাসের ধোঁয়া + ॥

(৫৮) । আর যে, সংবিৎ (অনুভূতি) স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাহার প্রাগভাব প্রভৃতি কারণ
না থাকায় উৎপত্তি হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; তাহাও ঠিক এক জন্মান্তকর্জক
অপর অন্ধকে যষ্টি [লাঠী] প্রদানেরই অনুরূপ । কারণ, প্রাগভাবকে বধন বুঝিবারই উপায়
নাই, তখন প্রাগভাব নাই বা আপ্রামাণিক । একথা বলিতে পার না; যে হেতু, স্বয়ং
অনুভবই তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে । যদি বল, অনুভূতি নিজে বিद्यমান থাকিয়া
তৎকালেই আবার নিজেরই অভাব জ্ঞাপন [প্রকাশ] করিবে কিরূপে? কারণ, একই কালে
এক বস্তুর যে, ভাবও অভাব; তাহা ত হইতেই পারে না বিরুদ্ধ । না,—এ আপত্তি
হইতে পারে না; কারণ, অনুভূতি যে, কেবল বর্তমানকালীন বিষয়কেই গ্রহণ করিবে,
এরূপ কোন নিয়ম নাই; তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ [যাহা বর্তমান নাই, এমন]
বস্তু-বিষয়ে আর অনুভব [জ্ঞান] হইতেই পারে না ।

* গ্রাহণাৎ ইতি (ক) পাঠঃ ।

+ তাৎপর্য—শব্দরমতে আয়া ও অনুভূতি এক অভিন্ন পদার্থ । দৃষ্টমাত্রই অনুভূতির দ্বারা প্রকাশিত
হয়, অর্থাৎ অনুভূত হয়, সেই আশ্চর্যরূপ অনুভূতিকে প্রকাশ করিবারনিমিত্ত আর অপর অনুভূতির আবশ্যক
হয় না, উহা স্বপ্রকাশ । পরন্তু, যে সকল বস্তু অনুভবের বিষয় বা অনুভাণ্য হয়, সে সকল বস্তু অনুভূতি
হইতে ভিন্ন—কখনও অনুভূতি লক্ষণ হইতে পারে না; যেমন,—অনুভবের বিষয় ঘট-পটাদি পদার্থ সকল কখনও
অনুভূতি স্বরূপ হয় না । কিন্তু রানামুজ্ঞাবানী এ কথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, অনুভাবা হইলেই যে,
অনুভূতির অনুভূতিত্ব নষ্ট হইয়া যাবে, অর্থাৎ অননুভূতিত্ব হইবে, আর অননুভাবা হইলেই যে, অনুভূতি হইবে;
এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই । কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশ-কুসুম অসৎ পদার্থ; সুতরাং কখনও অনুভাবা
হয় না, কিন্তু তা'বলিয়া কি কখনও সে অনুভূতি (জ্ঞান স্বরূপ) হইতে পারে? যদি বল যে, গগন-কুসুমদি

অথ মন্যসে,—অনুভূতি-প্রাগভাবাদেঃ সিদ্ধ্যন্ততৎসমকালভাবনিয়মোহ-
স্তীতি । কিং ত্বয়া কচিদেবং দৃষ্টম্ ; যেন নিয়মং ত্রবীষি ? হন্ত তর্হি তত-
এব দর্শনাৎ প্রাগভাবাদিঃ সিদ্ধাঃ, ইতি ন তদপহ্নুবাঃ (৯) । তৎপ্রাগ-
ভাবং চ তৎসমকালবর্ত্তিনমনুমত্তঃ কো ত্রবীতি ?

ইন্দ্রিয়-জন্মনঃ প্রত্যক্ষশ্চ হি এষ স্ভাবনিয়মঃ,—যৎ স্বসমকালবর্ত্তিনঃ
পদার্থশ্চ গ্রাহকত্বম্, ন সর্ব্বেষাং জ্ঞানানাং প্রমাণানাং চ, স্মরণানুমানাগম-
যোগি-প্রত্যক্ষাদিষু কালান্তরবর্ত্তিনোহপি গ্রহণ-দর্শনাৎ । অতএব চ

যদি মনে কর যে, উপলব্ধি বাতীত যখন কোন বস্তুরই প্রতীতি হয় না; তখন নিশ্চয়ই
অনুভূতি ও তাহার প্রাগভাবাদি সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম আছে । জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি
কথাও একপ (অনুভূতি ও তৎপ্রাগভাবের সমকাল-বর্ত্তিত্ব) দেখিয়াছ, যাহাতে ঐকপ নিয়ম
মাছে বলিতেছ? আর যদি বা দেখিয়াই থাক, তবে ত সেই দর্শন হইতেই অর্থাৎ তোমার
দেই উদাহরণ হইতেই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব অনুভূতির
প্রাগভাব অপলাপ করা যায় না । [পক্ষান্তরে] একই বস্তুর ভাব ও স্ভাব যে, একই
কালে থাকিতে পারে, ইহা উন্নত ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না । (১) ।

যে হেতু, অরণ, অহমান ও যোগি-প্রত্যক্ষে তৎকালে অনুপস্থিত—কালান্তরবর্ত্তী
বস্তুরও গ্রহণ বা উপলব্ধি দৃষ্ট হয়; [অতএব বুঝিতে হইবে,] নিজের সমকালবর্ত্তি-
বস্তুগ্রহণের যে নিয়ম, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জ্ঞাত প্রত্যক্ষ দ্ব্যক্কেই প্রযোজ্য—সমস্ত জ্ঞান ও
সমস্ত প্রমাণ সম্বন্ধে নহে ।

নং পদার্থগুলি অজ্ঞান-বিরোধী হয় না—অর্থাৎ মিথ্যাভাববিশ্বক অজ্ঞানের সহিত একত্র অংস্থান করে,
কারণেই উহারা অনুভূতি শেণী হইতে পরিত্যক্ত । এ কথা উত্তরে বক্তব্য এই যে, শঙ্করমতে সমস্ত
বস্তু যখন অজ্ঞান-সহকৃত, তখন গগনকুহ্মাদি জ্যোতিষাদি পদার্থও ত অজ্ঞানেই অবস্থিত, স্মরণাৎ
কারণেই উহারা অনুভূতি হইবে না, অতএব অনুভবাত্মকে আর অনুভূতিত্বের কাবণ বলিয়া
দেখি কবা সমীচীন হইতে পারে না ।

(৭) 'তদভাব নিবৃত্তিঃ' ইতি (ক) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অনুভূতি বা জ্ঞান বস্তুটি নিঃসঙ্গ, উহার উৎপত্তি হইতে পারে
কারণ, যাহার 'প্রাগভাব' নাই, অর্থাৎ কখনও অস্তিত্ব নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না; ইহা সর্ব্বসম্মত
দ্রষ্টব্য । অনুভূতির 'প্রাগভাব' জানিতে হইলেও অনুভব পাকা আবগুক, বিনা অনুভবে কোন বস্তুরই
স্তি প্রমাণ হয় না, অতএব অনুভব ও তাহার প্রাগভাব একই কালে থাকিতে পারে না; কারণ, উহার
সঙ্গ পদার্থ ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা সত্য নহে; যাহা অনুভবকালে অবর্ত্তমান, একপ অতীত ও অনাগত
পরেরও যখন জ্ঞান (স্মরণ) হয়, তখন 'প্রাগভাব' বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার অনুভবে বাধা কি? যদি বল যে,
'প্রাগভাব'-সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম—অশ্রেয় সম্বন্ধে নহে; এ বিষয়ে কিন্তু কোন

প্রমাণস্ত প্রমেয়াবিনাভাবঃ, নহি প্রমাণস্ত স্বসমকালবর্তিনা অবিনাভাবোহর্থ-
সম্বন্ধঃ ; অপিতু, যদেদশ-কালাদি-সম্বন্ধিতয়া যোহর্থোহবভাসতে, তস্ত
তথাবিধাকারমিথ্যাহ-প্রত্যনীকতা । অত ইদমপি নিরস্তং,—স্মৃতির্ন বাহ-
বিষয়া নক্কেহপ্যর্থো স্মৃতিদর্শনাদতি ॥ ৫৮ ॥

অথ উচ্যেত,— ন তাবৎ সংবিৎপ্রাগভাবঃ প্রত্যক্ষাবসেয়ঃ, অবর্ত-
মানহাৎ । ন চ প্রমাণান্তরাবসেয়ঃ, লিঙ্গাভাবাৎ । নহি সংবিৎ-প্রাগভাব-
ব্যাপ্তিমিহ লিঙ্গমুপলভ্যতে, নানুপপত্তিরপি (*) কস্মচিদৃশ্যতে । নচ-
গমস্তদ্বিষয়ো দৃষ্টচরঃ । অতস্তৎপ্রাগভাবঃ প্রমাণাভাবাদেব ন সৎস্মৃতিতীতি ।
যত্বেবং, স্বতঃসিদ্ধত্ব-বিভবং পরিত্যজ্য প্রমাণাভাবেহবরূঢ়শ্চেৎ ; যোগ্যানুপ-
লব্ধ্যেবাভাবঃ সমর্থিত ইতু্যপশাম্যতু ভবান্ ।

এই কারণেই প্রমেয় [জ্ঞেয়] পদার্থের সহিত প্রমাণের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধও
সিদ্ধ হইতেছে । কারণ, স্বীয় সমকালবর্তী বস্তুর সহিত যে অবিনাভাব, তাহাই প্রমাণের
বিষয়সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ নহে; পরন্তু, যে পদার্থ যে কালে ও যে দেশে সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত
হয়, সেই পদার্থের যে, সেই প্রকার অবস্থায় মিথ্যাহ-নিবৃত্তি করা, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব-
জ্ঞাপন করা, [তাহাই প্রমাণের অর্থ-সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ] । যে হেতু, বিনষ্ট বস্তু-বিষয়েও
স্মরণ হইতে দেখা যায়, অতএব 'স্মৃতি-জ্ঞানটী বাহ-পদার্থ-বিষয়ক নহে, অর্থাৎ স্মৃতির
কোন বিষয় নাই, উহা নির্বিষয় ।' এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তও উক্ত হেতু বলেই নিরস্ত হইল ॥

(৫৯) । যদি বল যে, সংবিদের [অমুভূতির] প্রাগভাব প্রত্যক্ষ দ্বারা নিরূপণ করা
যায় না ; কারণ, তৎকালে সে বর্তমান থাকে না । [অমুমানাদি] প্রমাণান্তর দ্বারাও
তাহা জ্ঞান যায় না ; কারণ, এ বিষয়ে 'লিঙ্গ' বা হেতু প্রভৃতি কোন সাধন নাই
কেন না,—অমুভূতির প্রাগভাব দ্বারা বাস্তব অর্থাৎ সেই প্রাগভাবের অধীন কোন হেতু
(লিঙ্গ) দৃষ্ট হয় না, অথচ, তাহার অভাবে কোন বিষয়ের অমুপপত্তি বা অসামঞ্জস্যও দেখা
যাইতেছে না, [যাহার জন্ত অমুভূতির প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে], এবং প্রাগভাবের
অস্তিত্ববোধক কোন শব্দ-প্রমাণও দৃষ্ট হইতেছে না । অতএব, প্রমাণাভাব বশতঃই অমু-
ভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইবে না । [বেশ কথা,] এইরূপে যদি আপনাকে [অমুভূতির]
স্বতঃসিদ্ধত্ব-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাগভাব অস্বীকারের পক্ষে অমুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' রূপ যে হেতু
পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল ; এখন যদি সেই হেতু ত্যাগ করিয়া আবার প্রমাণাভাবকেই প্রাগ-
ভাব অস্বীকারের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, [ভ্রায়মতে যথন] 'অমুপপত্তি'

দৃষ্টান্ত নাই । আর যদি দৃষ্টান্তই থাকে, তবে ত সেই দৃষ্টান্ত-বলেই অমুভূতির সমকালীন প্রাগভাবের অস্তিত্ব
স্বীকার করিতে হইবে,—'অমুভূতির প্রাগভাব নাই' বল কিরূপে ? অথচ একই বস্তুর একই কালে যে তার
ও অভাব থাকিতে পারে, ইহা উন্নত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব শব্দের বৃত্তি উপেক্ষণীয় ।

(*) ., নানুপপত্তিঃ ইত্যাদিঃ (খ) পাঠঃ ; (গ, ঘ) পুস্তকে তু অয়মংশ এব নাস্তি ।

কিংচ, প্রত্যক্ষজ্ঞানং স্ববিষয়ং ঘটাদিকং স্বসত্তাকালে সমুৎপাদয়ৎ তস্মাৎ ন সর্বদা সত্তাবগময়ৎ দৃশ্যতে, ইতি ঘটাদেঃ পূর্বোত্তর-কালসত্তা ন প্রতীয়তে । তদপ্রতীতিশ্চ সংবেদনস্মাৎ কাল-পরিচ্ছিন্নতয়া প্রতীতেঃ । ঘটাদি-বিষয়মেব সংবেদনং স্বয়ং কালানবচ্ছিন্নং প্রতীতং চেৎ ; সংবেদন-বিষয়ো ঘটাদিরপি কালানবচ্ছিন্নং প্রতীয়েত, ইতি নিত্যং স্মৃৎ । নিত্যং চেৎ সংবেদনং স্বতঃসিদ্ধং, নিত্যমিত্যেব প্রতীয়েত ; ন চ তথা প্রতীয়েত ।

এমাণ দ্বারাই অতঃ পরমার্থত বা প্রমাণিত হইয়াছে, [তখন আর প্রমাণ নাই, বলা চলে কিরূপে ?] (*) অতঃ পরে আপনি [বিচার হইতে] বিবত হউন ।

আরও এক কথা,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ঘটাদি পদার্থ স্বতন্ত্র বিশেষ্য থাকে, ততক্ষণই সং ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান তৎসাপেক্ষ হইলেও কিন্তু তাহার সর্বকালীন সত্তা জ্ঞাপন করে না ; এই কারণেই পূর্বোত্তরকালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ও ধ্বংসের পর আর ঘট্যের সত্তা প্রতীত হয় না ; সংবেদন বা অনুভব নিজের কালাবচ্ছিন্ন বলিয়াই অর্থাৎ সর্বকালীন নয় বলিয়াই (সময় সময়) সেই ঘটাদি সত্তার অপ্রতীতি হইয়া থাকে । আর সেই ঘটাদি বিষয়ে যে অনুভব হয়, সে নিজেরই যদি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইয়া প্রতীত হইত, তাহা হইলে সেই অনুভবের বিষয় ঘটাদি পদার্থও কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়াই প্রতীত হইত ; সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত । স্বতঃসিদ্ধ সংবেদন যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে ‘নিত্য’ বলিয়াই প্রতীত হইত ? কিন্তু সেক্ষেপে ত প্রতীত হয় না ।

(*) তাৎপর্য্য,—শব্দর মতে, অনুভূতির প্রাগভাব না থাকার পক্ষে প্রথমতঃ অনুভূতির ‘স্বতঃসিদ্ধত্ব’ই একমাত্র প্রধান হেতু রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল । এখন আবার সেই ‘স্বতঃসিদ্ধত্ব’ হেতু ত্যাগ করিয়া অনুভূতির প্রাগভাব সম্বন্ধে প্রমাণভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপপত্তি প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ আছে ; সে সমুদয়ের দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় না, এই হেতুই উল্লেখ করা হইয়াছে । তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, প্রাগভাব সম্বন্ধে প্রমাণ নাই, বলিতে পার না ; কারণ স্থায় প্রভৃতি দর্শনের মতে ‘যোগ্যানুপলব্ধি’ ও একটা প্রমাণ, সুতরাং তাহা দ্বারাই অতীত প্রমাণিত হইতে পারে । ‘যোগ্যানুপলব্ধি’ অর্থ,—যে বস্তু যে সকল কারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ-যোগ্য ; সেই সকল কারণ অবিকল ভাবে বিদ্যমান থাকিতেও যদি তাহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ না হয়, তবে তাহাকে ‘যোগ্যানুপলব্ধি’ বলে । এই ‘যোগ্যানুপলব্ধি’কে কেহ কেহ প্রমাণমধ্যে পরিগণিত করেন, দ্বারাই কেহ বা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ইহার উপপত্তি করিয়া থাকেন । ফলকথা, অতীত বিষয়ে যখন ইকণ প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই, এ কথা বলা যায় না ।

৬৮। তাৎপর্য্য,—যেমন, ঘট্যের অনুভবভাব ও পটের বিনাশ কখনই অপরাপর বস্তুর স্মৃতি-বোধক হয় না ; তেমনি, অনুভবভাবের বিষয়ের অনুভব ও অহংভাবের নিবৃত্তি কখনই গুণগুণি (গাঢ়নিদ্রা) কালীন অনুভবের স্মৃতি-বোধক—অতীতের হেতু হইতে পারে না ।

এবমনুমানাদি-সংবিদোহপি কালানবচ্ছিন্নাঃ প্রতীতাশ্চৈ৭ ; স্ববিষয়-
নপি কালানবচ্ছিন্নান্ প্রকাশয়ন্তি, ইতি তে চ সৰ্ব্বৈ কালানবচ্ছিন্না নিত্যঃ
স্মৃঃ ; সংবিদনুরূপ-স্বরূপত্বাদ্ * বিয়য়াণাম্ । ন চ নির্বিষয়া কাচিৎ
সংবিদস্তি ; অনুপলব্ধেঃ । বিষয়-প্রকাশনতয়েবোপলব্ধেরেব হি সংবিদঃ
স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিতা ; সংবিদো বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব-বিরহে সতি
স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ অনুভূতেরনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাচ্চ সংবিদস্তুচ্ছতৈব
স্ম্যৎ ।

ন চ স্বাপ-মদ-মূচ্ছাদিষু সৰ্ব্ব-বিষয়-শূন্যা কেবলৈব সংবিৎ পরিস্ফু-
রতীতি বাচ্যম্ ; যোগ্যানুলন্ধি-পরাহতত্বাৎ । † তাস্বপি দশাসু অনুভূতি-
রনুভূতা চৈ৭ ; তস্মাৎ প্রবোধ-সময়েহনুসংধানং স্ম্যৎ ; ন চ তদস্তি ॥ ৫৯ ॥

ননুভূতস্য পদার্থস্য স্মরণ-নিয়মো ন দৃষ্টচরঃ ; অতঃ স্মরণাভাবঃ
কথমনুভবাব্যং সাধয়েৎ ? উচ্যতে,—নিখিল-সংস্কার-তিরস্কৃতিকর-দেহ-

এইরূপ, অনুমানাদি-জ্ঞাত জ্ঞানও যদি কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইত, তবে, নিজ-নিজ
বিষয় সমূহকেও কালানবচ্ছিন্ন বলিয়াই জ্ঞাপন করিত, স্তত্রাং সে সকলও নিত্য হইতে
পারিত ; কারণ, অনুভূতমান বিষয় তাহাব অনুভব তুল্যরূপ হইয়া থাকে । আর, বিষয়-
বিহীন যে, কোন অনুভূতি আছে, বা থাকিতে পারে, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ ঐরূপ
অনুভূতি দেখা যায় না । কেন না, অনুভূতির যে বিষয়-প্রকাশ করা স্বভাব, তাহা
দ্বারাই জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা সাধন করা হইয়াছে । এখন বিষয়-প্রকাশন কালে অনুভূতির
বর্তমান থাকা রূপ স্বভাবটী না থাকিলে তাহার স্বয়ংপ্রকাশত্বই সিদ্ধ হইতে পারে
না ; এবং অনুভূতি-বিষয়ে পৃথক্ অনুভব স্বীকার করায় ফলে-ফলে অনুভূতির তুচ্ছতাই
(মিথ্যাভব) হইয়া পড়ে ।

আর, স্বপ্ন, মত্ততা ও মূচ্ছাদি প্রভৃতি দশায় যে, সৰ্ব্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্কশূন্য কেবলই জ্ঞান
ক্ষুণ্ণি পায় ; তাহাও বলিতে পার না । কারণ, পূর্বোক্ত যোগ্যানুলন্ধি যুক্তি দ্বারাই তাহা
প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । যদি সেই সকল অবস্থায়ও অনুভূতির অনুভব থাকিত, তবে, নিদ্রাভঙ্গের
পরেও তাহার স্মরণ হইত, [অথচ কাহারো] তাহা হয় না ।

৬১। ভাল, অনুভূত পদার্থ মাজেরহ যে স্মরণ হইবে, এরূপ নিয়ম ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয়
নাই ? অতএব, উক্ত স্মরণাভাব দ্বারা অনুভবের অভাব সাধন হয় কিরূপে ? বলিতেছি,—
দেহভাগ প্রভৃতি কারণেই সমস্ত সংস্কারের তিরোধান হইয়া থাকে, [নিদ্রোথিত ব্যক্তির]

(*) সংবিদনুরূপত্বাৎ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(+) পরাকৃতত্বাৎ ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

বিগমাদি-প্রবলহেতু-বিরহেহ্যস্মরণ-নিয়মোহনুভবাভাবমেব সাধয়তি ;
ন কেবলমস্মরণ-নিয়মাদনুভবাভাবঃ, স্থাপ্তোপস্থিততস্য “ইয়ন্তু কালং ন
কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্” ইতি প্রত্যবমর্শেনৈব সিদ্ধেঃ । ন চ সত্যপ্যানুভবে
তদস্মরণ-নিয়মো বিষয়াবচ্ছেদ-বিরহাদহঙ্কারবিগমাদ্বেতি শক্যতে বক্তুন্ম ;
অর্থান্তরাননুভবস্থার্থান্তরাভাবস্য চ অনুভূতার্থান্তরাস্মরণ-হেতুত্বাভাবাৎ ।
তাস্মপি দশাস্বহমর্শোহনুবর্তত-ইতি চ বক্ষ্যতে ।

ননু স্বাপাদি-দশাস্বপি সবিশেষোহনুভবোহস্তীতি পূর্বমুক্তম্ ? সত্য-
মুক্তম্ ; সন্নাহ্নানুভবঃ ; স চ সবিশেষঃ * এবেতি স্থাপয়িষ্যতে । ইহ তু
সবলবিষয়-বিরহিণী নিরাশ্রয়া চ সংবিদ্ নিষিধ্যতে । কেবলৈব সংবিদাত্মা-
নুভব ইতি চেৎ ; ন, সা চ শাস্রয়েতি হ্যুপপাদয়িষ্যতে । অতোহনুভূতিঃ
সত্যস্য স্বপ্রাগভাবঃ ন সাধয়তীতি প্রাগভাবাসিদ্ধির্ন শক্যতে বক্তুন্ম ।

সংস্কারনাশক সেই সকল কারণের অভাবেও যে, স্বপ্নাভাব, তাহাই [তাৎকালিক]
অনুভবের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে। আর, কেবল স্মরণাভাবের নিয়ম হইতেই যে,
অনুভবের অভাব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে,—‘আমি এত ক্ষণ কিছুই জানিতে পারি নাই’ ;
স্থাপ্তোপস্থিত ব্যক্তির এইরূপ বোধ হইতেও তাহা সিদ্ধ হইতেছে । এ কথাও বলিতে পার না
ম, [তৎকালে] অনুভবসম্বন্ধেও বিষয়নিষ্কারণের অভাব কিংবা অহঙ্কারের (আমিত্ববোধের)
অপগম বশতঃ অনুভূতির স্মরণ হয় না । তাহার কারণ এই যে, অগ্নি বস্তুর অনুভূতির অভাব
এবং অগ্নি বস্তুর বিনাশ, তখনই অপর অনুভূত পদার্থের অস্মরণের হেতু হইতে পারে না ।
বস্তুতঃ সেই স্বপ্নাদি অবস্থায়ও যে অহ-ভাব বা আমিত্ব অনুভূত থাকে, ইহা পরে
দেখাইবে ।

আচ্ছা, স্বপ্নাদি দশায়ও সবিশেষ অনুভব থাকে, এ কথা (তুমি—রামানুজ) পূর্বে
বলিয়াছ। [এখন তাহার নিষেধ করিতেছ কি —কারণে ?] হাঁ, বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু
স-টা আত্মানুভবের কথা ; সেই অনুভবটী যে নিশ্চয়ই সবিশেষ (নির্কিংশেয় নহে), তাহা
তৎপূর্ব ব্যবস্থাপিত করা হইবে । এখানে কেবল সর্বপ্রকার বিষয়-বিরহিত ও নিরাশ্রয়
অনুভূতির প্রতিষেধ করা হইতেছে মাত্র । যদি বল, কেবল নির্কিংশেয় জ্ঞানই আত্মানুভব,
‘তদতিরিক্ত আত্মানুভব নাই ? ’ না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, সেই অনুভূতিও
য পরাশ্রিত (নির্কিংশেয় নহে), ইহা পরে উপপাদন করিব । অতএব, ‘অনুভূতি স্বয়ং বিজ্ঞ-
ান থাকিয়া নিজের প্রাগভাব সাধন করিতে পারে না, অতএব অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হয়
না,’ এ কথা বলিতে পার না । [আর, যখন যুক্তির সাহায্যে] অনুভূতিরও অনুভব সম্ভবপর

(*) সবিষয় এব ইতি (খ) পাঠঃ ।

অনুভূতেরনুভাব্যত্ব-সম্ভবোপপাদনেনাত্তোহপ্যসিদ্ধির্নিরস্তা । তস্মাৎ ন
প্রাগভাবাৎসিদ্ধ্যা সংবিদোহনুৎপত্তিরূপপত্তিমতী ॥ ৬০ ॥

যদপ্যস্থা অনুৎপত্ত্যা বিকারান্তর-নিরসনম্ ; তদপ্যনুপপন্নম্ ।
প্রাগভাবে ব্যভিচারাত্ ; তস্মাৎ হি জন্মাতাবেহপি বিনাশো দৃশ্যতে ;
ভাবেষ্বিতি বিশেষণে তর্ককুশলতা আবিস্কৃতা ভবতি । তথা চ ভবদভিমত-
বিদ্যানুৎপত্তৌ বিবিধ-বিকারাস্পদং তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদন্তবতী চ ইতি তস্মাৎ
মনৈকান্ত্যম্ । তদ্বিকারাঃ সর্বৈ মিথ্যাভূতা ইতি চেৎ ; কিং ভবতঃ পরমার্থ-
ভূতোহপ্যস্তি বিকারঃ ? যেনৈতদ্বিশেষণমর্থবদ্ ভবতি । নহসাবভ্যুপ-
গম্যতে ।

যদপি—অনুভূতিরজহাৎ স্বস্মিন্ বিভাগং ন সহতে ইতি । তদপি নোপ-
পত্ততে, অজস্রৈবাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিভক্তত্বাদ্, অনাদিত্বেন চাভ্যু-
পগত্যা অবিদ্যায়া আত্মনো ব্যতিরেকস্তাবশ্যপ্রায়ণীয়ত্বাৎ । স বিভাগে

বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, [তখন, ‘অনুভূতি’ প্রমাণান্তর দ্বারাও সিদ্ধ হইতে
পারে না, এই যুক্তিও নিরস্ত হইল । অতএব, প্রাগভাবাদি কারণের অভাবে ‘সংবিদের
(জ্ঞানের) উৎপত্তি হইতে পারে না, ’ এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে ।

(১১) । আর যে, এই অনুৎপত্তির সাহায্যেই [অনুভূতিব] অগ্ন্যন্ত বিকারেরও প্রচা-
খান করা হইয়াছে ; তাহাও সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, প্রাগভাবেই তাহার ব্যভিচার (নিয়মের
ভঙ্গ) দৃষ্ট হয় ; যেহেতু প্রাগভাবের জন্ম না থাকিলেও বিনাশ দৃষ্ট হয় । যদি বল, অভাব ভিন্ন
পদার্থের সম্বন্ধেই [ঐরূপ নিয়ম] ; হাঁ, ঐরূপ বিশেষণ-যোগেও কেবল তর্ককোশলই প্রদর্শিত
হয় মাত্র (কোন বস্তুঃ-সিদ্ধি হয় না) । দেখ,—তোমার অভিমত অবিদ্যা-পদার্থটী উৎপন্ন
না হইয়াও বিবিধ বিকার জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায় । সুতরাং
সেই অবিদ্যাতেই [পূর্বোক্ত নিয়ম] অনৈকান্তিক, অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে । যদি বল,
অবিদ্যার সমস্ত বিকারই মিথ্যা, [সুতরাং সেখানে নিয়ম ভঙ্গ হবে না ।] জিজ্ঞাসা করি,—
তোমার মতে পরমার্থ বা সত্যস্বরূপও কোন বিকার আছে কি ? যাহাতে এইরূপ বিশেষণ
সার্থক হইতে পারে ? নিশ্চয়ই [তোমরা] ইহা (কোন বিকারেরই সত্যতা) স্বীকার
কর না ।

আরো যে বলি হইয়াছে, অনুভূতি স্বয়ং অজ (জন্মরহিত) ; সুতরাং নিজে বিভাগার্থ হইতে
পারে না । তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, আত্মা জন্মরহিত হইয়াও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি
হইতে বিভক্ত বা পৃথক হইয়া আছে, এবং ‘অনাদি’ বলিয়া স্বীকৃত অবিদ্যা হইতেও আত্মাকে
পৃথক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যদি বল, সেই বিভাগ মিথ্যা (সত্য নহে) ।

মিত্য্যরূপ ইতি চেৎ ; জন্ম-প্রতিবন্ধঃ পরমার্থ-বিভাগঃ কিং কচিদ্ দৃষ্টস্তয়া ?
অবিদ্যায়া আত্মনঃ পরমার্থতো বিভাগাভাবে বস্তুতো হবিষ্টেব সাদাত্মা ।
অবাসিতপ্রতিপত্তিসিদ্ধ-দৃশ্যভেদ-সমর্থনেন দর্শনভেদোহপি সমর্থিত এব, (*)
চ্ছেদ-ভেদাৎ ছেদনভেদবৎ ॥ ৬১ ॥

যদপি--নাস্তা দৃশেদৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্ম্মোহস্তি ; দৃশ্যত্বা-
দেন তেবাং ন দৃশিধর্ম্মত্বম্ ইতি চ । তদপি স্বাভ্যুপগমৈঃ প্রমাণসিদ্ধে-
নিত্যত্ব-স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি-ধর্ম্মৈরভয়মনৈকান্তিকম্ ।

জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোথাও কি জন্মধীন পারমার্থিক (যথার্থ সত্য) বিভাগ দেখিয়াছ ?
(১) বস্তুতঃ অবিদ্যা হইতে আত্মার যদি যথার্থ বিভাগ নাই থাকে, তবে, ফলে-ফলে
মাবদ্যাই আত্মা হইতে পারে, অর্থাৎ আত্মাও অবিদ্যার মধ্যে যদি ভেদই না রহিল, তাহা
হিলে আত্মা ও অবিদ্যা একই হইয়া পড়ে । আর, দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থের যে, পরস্পর
প্রোদ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাও যখন বাসিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন
ইহা সত্য । অতএব, যেমন ছেদনীয় বৃক্ষাদির ভেদ অনুসারে ছেদন ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন
ইয়া থাকে ; তেমনি অবাসিত দৃশ্য ভেদ অনুসারে তাহার দর্শন, অর্থাৎ ভেদানুভূতিরও
যানাহ স্বীকার করিতেই হইবে ।

৬২ । আরো যে বলা হইয়াছে,—এই অনুভূতি স্বয়ংই দৃশি স্বরূপ (জ্ঞান স্বরূপ),
ইতবাং তাহার দৃশ্য (দর্শন-যোগ্য) কোনও ধর্ম্ম থাকিতে পারে না ; এবং পক্ষান্তরে,
নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিকে তাহার দৃশ্য বলিলে, সেই] দৃশ্য-নিবন্ধনই
গাঢ়া দৃশিরূপা অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না । এই উভয় যুক্তিও তাহাদের স্বীকৃত ও

(*) তাৎপৰ্য্য—“প্রতিপ্রমাতৃবিষয়ঃ পরস্পরবিলক্ষণাঃ । অপরোক্ষং প্রদর্শ্যন্তে স্বথ-দুঃখাদিবৎ বিষয়ঃ ।
খং, ভিন্ন ভিন্ন স্বথ-দুঃখাদি বিষয়ে যেকণ পৃথক পৃথক জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ শ্রোতব্য জ্ঞেয় পদার্থের
সদ অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় ।

(১) তাৎপৰ্য্য—পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন যে, অনুভূতির যখন জন্ম নাই, তখন তাহাতে কোন
স্বত্বিক বিভাগ ঘটতে পারে না । ফলকথা,—যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইয়া থাকে । এ কথার
পর ভাব্যাকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, বস্তু-বিভাগ যে জন্মপ্রতিবন্ধ-জন্মধীন, অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে,
ইহারই বিভাগ হইবে—জন্মহীনের হইবে না ; কোথাও কি ইহার উদাহরণ দেখিয়াছ ? যাহাতে এরূপ নিয়ম
লভেছে । যদি বল, জন্মশীল, অথচ পারমার্থিক বিভাগ সম্পন্ন ঘট-পটাদি ইহার দৃষ্টান্ত । এ কথা বলিতে
না ; কারণ, তাহা হইলে ঘটাদির পারমার্থিক বিভাগ থাকায় অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে । এই
প্রণেয় অত্র কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ।

ন চ তে সংবেদনমাত্রম্, স্বরূপভেদাৎ স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি কস্মচিদ-
বিষয়স্ত প্রকাশনং হি সংবেদনম্ । স্বয়ংপ্রকাশত্বা তু স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়া
প্রকাশমানতা । প্রকাশশ্চ চিদচিদশেষ-পদার্থসাধারণং ব্যবহারানুগুণ্যম্ ।
সর্বকাল-বর্তমানত্বং হি-নিত্যত্বম্ । একত্বং-একসংখ্যাবচ্ছেদইতি । তেষাং
জড়ত্বাগ্ভাবরূপতায়ামপি তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্মভূতৈস্তুরনৈকান্ত্যম-
পরিহার্যম্ । সংবিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়ত্বাদি-প্রত্যনিকত্বমিত্যভাব-
রূপো ভাবরূপো বা ধর্মো নাভ্যুপেতশ্চৎ ; তন্নিষেধোক্ত্যা কিমপি
নোক্তং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

প্রমাণ-সিদ্ধ নিত্যত্ব ও স্বয়ং-প্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা অনৈকান্তিক অর্থাৎ বাস্তবিক
হইতেছে । (*)

আর সেই নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম-গুলি যে অমুভূতিরই স্বরূপ, তাহা নহে ।
কারণ, উহাদের স্বরূপ-গত ভেদ আছে । [অমুভূতি] বিদ্যমান থাকায় তদাশ্রয়-
আত্মার নিকট যে, কোন বিষয় প্রকাশ করা ; তাহার নাম সংবেদন । আর স্বীয় আশ্রয়-
আত্মার নিকট যে, প্রকাশমানভাবে বিদ্যমান থাকা, তাহার নাম স্বয়ংপ্রকাশমানতা ।
চিং-জড় সর্বপদার্থ-গত ব্যবহার সম্পাদন-সামর্থ্যের নাম প্রকাশ । সর্বকালে বর্তমান থাকার
নাম নিত্যত্ব । একত্ব অর্থ ‘এক’ সংখ্যা দ্বারা পরিমিত করা । এ সকল পদার্থ জড়ত্বাদির
অভাব স্বরূপ হইলেও চৈতন্যের ধর্ম ; সুতরাং এবংবিধ চৈতন্য-ধর্ম নিত্যত্বাদি দ্বারা যে,
পূর্বোক্ত যুক্তির বাস্তবিক ঘটতে, তাহার পরিহার সহজসাধ্য নহে । অধিকতর, উক্ত অমুভূতি
হইতে পৃথক্, জড়ত্বাদিবিরোধী, উক্ত ধর্ম সকল ভাবরূপীই হউক, আর অভাবরূপীই হউক,
উহাদের অমুভূতি-সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, ফলতঃ কিছুই প্রতিপাদন করা হইল না ।
অর্থাৎ জড়ত্ববিরোধী স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি ভাবই হউক, আর অভাবই হউক,
অমুভূতির সহিতে তাহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে ; নচেৎ বন্ধাব পুত্র-প্রতিষেধের
হ্রাস ঐ সকলের অমুভূতি-ধর্মত্বপ্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব হয় না ॥ ৬২ ॥

(*) তাৎপর্য্য,— শব্দরমতে অমুভূতিটী প্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানমাত্রই দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ হইতে
পৃথক্ । পক্ষান্তরে, যাহা দৃশ্য, তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্ । দৃশ্য ঘট ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান কখনই এক হইতে
পারে না । সুতরাং নিত্যত্ব ও স্বয়ং প্রকাশত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি অমুভূতির দৃশ্য-ধর্ম নহে, পক্ষান্তরে ঐ সকলকে
অমুভূতির দৃশ্য বলিলে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে সেই দৃশ্য বশতঃই তাহার অমুভূতির ধর্ম হইতে পারে না, ইত্যাদি
ভাষ্যকার বলিতেছেন, উক্ত উভয় নিয়মই ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ অগুণনীয় নহে । কারণ অমুভূতির যে ন্যায়
ও স্বপ্রকাশত্ব আছে, তাহা বাণীর অনুমোদিত এবং প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত । ঐ নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব
যখন অমুভূতিতে রহিয়াছে, তখনই অমুভূতিতে কোন প্রকার দৃশ্য ধর্ম থাকিতে পারে না, ইত্যাদি পূর্বকথিত
নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে ।

অপি চ, সংবিৎ সিধ্যতি বা * নবা ? সিধ্যতি চেৎ ; সম্বন্ধতা স্মাৎ ; ন চেৎ ; তুচ্ছতা, গগন-কুসুমাদিবৎ । সিদ্ধিরেব সংবিদ্যতি চেৎ ; কস্মি কং প্রতি, ইতি বক্তব্যম্ । যদি ন কস্মিচিৎ কংচিৎ প্রতি ; সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ । সিদ্ধির্হি পুত্রস্বমিব কস্মিচিৎ কংচিৎ প্রতি ভবতি । আত্মন ইতি চেৎ ; কোহয়মাত্মা ? ননু সংবিদেবেত্যুক্তম্ । সত্যমুক্তম্, দুৰুক্তং তু তৎ । তথা হি, কস্মিচিৎ পুরুষস্তা কিঞ্চিদর্থজাতং প্রতি সিদ্ধিরূপতয়া তৎসম্বন্ধিনী সা সংবিৎ স্বয়ং কথমিবাভাবমনুভবেৎ ।

এতদুক্তং ভবতি,—অনুভূতিরिति স্বাশ্রয়ং প্রতি স্বসম্ভাবেনৈব কস্ম-
চিদন্তনো ব্যবহারানুগুণ্যাপাদনস্বভাবো জ্ঞানাবগতি-সংবিদাণ্যপরাণামা সৰ-
গ্নাকোহনুভবিতুরাত্মনো ধর্মবিশেষঃ “ঘটমহং জানামি,” “ইমমর্থমবগচ্ছামি,”
“পটমহং সংবেদমি” ইতি সর্বেষামাত্ম-সাক্ষিকঃ প্রসিদ্ধঃ । এতৎ-স্বভাবতয়া
হি তস্যাঃ স্বয়ং প্রকাশতা ভবতাপ্যুপপাদিতা ।

৩৩। অপিচ, এই সংবিৎ (অনুভূতি) প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় কি না ? যদি সিদ্ধ হয়, তবে তাহার ধর্ম ও সিদ্ধ হইবে । আর যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা গগন-কুসুমের ত্যায় তুচ্ছ (মিথ্যা) হইয়া পড়ে । সংবিৎ যদি সিদ্ধিরই নামান্তর হয়, তবে, বলিতে হইবে, কাহার প্রতি সিদ্ধি । উহা যদি কাহারও প্রতি কাহারও সিদ্ধিই না হয়, তবে তাহা সিদ্ধিও হইতে পারে না ; একের পুত্রস্ব ধর্মটি যে রূপ অপরের সম্বন্ধেই হয়, সিদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ । অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মটি যেমন, যে পুত্র এবং যাহার পুত্র, এই উভয়-সাপেক্ষ, সিদ্ধিও ঠিক সেইরূপ—যাহার সম্বন্ধে যাহার সিদ্ধি, তদ্বৎ-সাপেক্ষ । যদি বল, [সিদ্ধি] আত্মারই ধর্ম । এই আত্মা কে ? [উত্তর] ‘সংবিৎই আত্মা,’ একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ইয়া, উক্ত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহা ত দুৰুক্ত অর্থাৎ অসংকথা । দেখ, যখন কোন পুরুষের কোন বিষয়ে সিদ্ধিরূপা সংবিৎ উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিষয়গত সংবিৎ (জ্ঞান) নিজেই নিজের আত্মত্ব অনুভব করিতে পারে কিরূপে ?

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অভিব্যক্তিমাাত্রেরই এইরূপ স্বভাব যে, স্বীয় আশ্রয়ের অনুভবিতার) নিকট কোন না কোন বস্তুকে ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দেয় । জ্ঞান, অবগতি ও সংবিৎ প্রভৃতি যাহার অপর নাম, এবং যাহা সাক্ষ্যক অর্থাৎ কোন একটা বিষয় বলধন না করিয়া থাকিতে পারে না বা থাকে না ; অনুভব-কর্তা—আত্মার ঐরূপ ধর্মেরই নাম অনুভূতি ! ‘আমি ঘট জানি’ ‘এই বিষয়টি অবগত হইতেছি,’ (এবং) ‘পট সংবেদন অনুভব’ করিতেছি,’ এইরূপে উক্ত অনুভূতি সকল লোকেরই আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ রহিয়াছে । আর, তুমিও নিশ্চয় উক্ত স্বভাবটি লইয়াই অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব ধর্মের সমর্থন করিহাছ ।

অস্মৈ সাক্ষ্যকস্য কর্তৃ-ধর্মবিশেষস্য কর্মত্ববৎ (*) কর্তৃত্বমপি দুর্ঘটমিতি।
তথা হি ;—অস্মৈ কর্তৃঃ স্থিরত্বং কর্তৃধর্মস্য সংবেদনাখ্যস্য স্মৃৎ-দুঃখাদিরি
উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধশ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। কর্তৃত্বৈখ্যং তাবৎ “স
এবায়মর্থঃ পূর্বং ময়ানুভূতঃ” ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষসিদ্ধম্। (†) “অহং
জানামি, অহমজ্ঞাসিৎ, জ্ঞাতুরেব মমেদানীং জ্ঞানং নষ্টম্,” ইতি চ
সংবিদুৎপত্তাদয়ঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধাঃ, ইতি কুতস্তদৈক্যম্। এবং ক্ষণভঙ্গিত্বাৎ
সংবিদ আত্মত্বাভ্যুপগমে পূর্ববৈদ্যদৃষ্টং পরেদ্যঃ (‡) “ইদমহমদর্শম্,” ইতি
প্রত্যভিজ্ঞা চ ন ঘটতে ; অন্তেনানুভূতস্য নহন্তেন প্রত্যভিজ্ঞানসংভবঃ।

কিংচ, অনুভূতেরাত্মত্বাভ্যুপগমে তস্যা নিত্যত্বেপি প্রতिसন্ধান-
সম্ভবঃ (§) তদবস্থঃ। প্রতिसন্ধানং হি পূর্বাপরকালস্থায়িনমনুভবিতারমূপ-

কর্তৃগত ধর্মবিশেষ এই সাক্ষ্যক (কর্ম-সাপেক্ষ) অনুভূতি যেমন নিজেই নিজের কর্ম স্বরূপ
হইতে পারে না, তেমনি কর্তৃস্বরূপও হইতে পারে না। দেখ, এই অনুভবের যিনি কর্তা-
অনুভবিতা, তিনি স্থিরতর অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী ; কিন্তু, তাহারই (অনুভবকর্তারই) ধর্ম
অনুভবকে ঠিক স্মৃৎ-দুঃখাদির (বুদ্ধি-ধর্মের) ত্রাস উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে
দেখা যায়। ‘সেই এই বস্তুই আমি পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি’, এই প্রত্যভিজ্ঞা
(৭) দ্বারা কর্তার (অনুভবিতার) স্থিরতা (এই দীর্ঘকালস্থায়িতা) সিদ্ধ হইতেছে।
[কিন্তু] ‘আমি জানিতেছি’, ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এবং ‘পূর্বে যে আমার (জ্ঞাতার)
জ্ঞান বর্তমান ছিল, এখন সেই আমারই সেই জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে,’ ইত্যাদিরূপে জানে
উৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম নিচয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব জ্ঞাতা (আত্মা) ও জ্ঞানের একত্ব হইতে
পারে কিরূপে ? আরও হেতু এই যে, সংবৎ বা জ্ঞান পদার্থটা ক্ষণভঙ্গুর—প্রতিক্ষা
জন্ম-মরণ শীল ; সেই সংবৎকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্বিদ্যবসে দৃষ্ট বস্তুর
পরদিবসে ‘আমি ইহা দেখিয়াছিলাম,’ এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা আর হইতে পারে না
কারণ, অত্ম-দৃষ্ট পদার্থে কখনই অস্ত্রের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না।

আরও এক কথা,—অনুভূতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করায় যদিও তাহার নিত্যত্বই স্বীকা
করা হয় সত্য, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞার অসম্ভাবনা দোষ পূর্ববৎই স্থিরতর রহিল ; কারণ, প্রতি

(*) কর্মত্বাববৎ ইতি (ক, গ) পাঠঃ।

(†) প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধম্ ইতি (৭) পাঠঃ।

(‡) ‘অপরদ্বাঃ’ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

§) ‘প্রতিসন্ধানাভাবঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(৭)। যে বস্তু পূর্বে একবার অনুভূত হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই বস্তুরই দর্শন হইলে যে, ‘আমি ইহা পূর্
দেখিয়াছিলাম,’ ইত্যাদিরূপে অনুভূতত্ব প্রাপ্তি, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার প্রমাণ
মধ্যে পরিগণিত।

পায়তি ; নানুভূতিমাত্রম্, ‘অহমেবেদং পূর্বমপ্যনুভূবম্’ ইতি, ভবাতো-
প্যনুভূতেনহনুভবিতৃহমিষ্টম্, অনুভূতিরনুভূতিমাত্রমেব । সংবিৎ নাম
গচিৎ নিরাশ্রয়া নির্বিষয়া বা অত্যন্তানুপলব্ধে সন্তবতীত্যুক্তম্ । উভয়া-
নুপগতা সংবিদেবাত্মোত্থাপলক্ষিপরাহতম্ । অনুভূতিমাত্রমেব পরমার্থ-
তি নিষ্কর্ষকহেত্বাতাশাচ নিরাকৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥

ননু চ, “অহং জানামি” ইত্যস্মৎ-প্রত্যয়ে যোহনিদমংশঃ প্রকটীক-
শচিৎ-পদার্থঃ, স আত্মা । তস্মিন্ তদ্বল-নির্ভাসিততয়া যুগ্মদর্থ-লক্ষণঃ—
অহং জানামি”তি শিধ্যন্ অহমর্থশ্চিন্মাত্রাতিরেকী যুগ্মদর্থ এব । নৈতদেবম্,
অহং জানামি” ইতি ধর্মধর্মিতয়া প্রত্যক্ষপ্রতীতি-বিরোধাদেব । কিন্তু,—

জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানটী একই অনুভবিতার পূর্বাপরকালস্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ এখন
নি প্রত্যভিজ্ঞা করিতেছেন, ইতঃ পূর্বেও তিনিই বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপই প্রতীতি সমুৎ-
পন্ন করে, অতএব প্রত্যভিজ্ঞা আর সাধারণ অনুভূতি এক প্রকার নহে । আর, ‘আমিই ইহা
দর্শন করিয়াছিলাম,’ এইপ্রকার অনুভূতিকেই অনুভবিতা (আত্মা) বলিয়া নির্দেশ করা
যাই হয় আপনারও অভিপ্রেত নহে; অনুভূতি কেবলই অনুভূতিস্বরূপ, (সে অনুভবিতা হইতে
বে না) । পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিরাশ্রয় ও নির্বিষয় অনুভূতি কখনই সন্তপ্ত হয় না,
রূপ, ঐরূপ অনুভব কখনও দেখা যায় না । আর যে, বাদী প্রতিবাদী উভয়-সম্মত
অনুভূতিকেই আত্মা [বলা হইয়াছে]; তাহাও প্রতীতিসিদ্ধ ভেদানুভব দ্বারাই প্রাত্য্যাত
লৈ এবং একমাত্র অনুভূতিরই পরমার্থ সত্যতা বিষয়ে যে সকল অসং যুক্তি বা হেতু
দর্শিত হইয়াছিল; সে সকলও উক্ত যুক্তি দ্বারাই নিরস্ত হইল ॥

৬৪। আচ্ছা, ‘আমি জানি,’ (অহং জানামি) এই ‘অহং’-প্রতীতিস্থলে যে, অনিদমংশ
(অর্থাৎ), একমাত্র প্রকাশস্বভাব চৈতন্য পদার্থ, তাহাই যথার্থ আত্মা, এবং ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতি-সিদ্ধ যে অর্থ, তাহাও সেই আত্ম-চৈতন্য দ্বারাই নিয়ত সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে ;
তরাং সেই ‘অহং’-অর্থও ফলে-ফলে চৈতন্যাত্মিক (অচেতন) ‘যুগ্মৎ’-অর্থ বা বাহু পদার্থই
হইয়া পড়িতেছে । (*) । না—ইহা এরূপ হইতে পারে না । কারণ, ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতিতে ‘অহং’-পদার্থটী ধর্মী (বিশেষ্য), এবং জ্ঞান পদার্থটী তাহারই ধর্ম বা বিশেষণ-
বে অনুভূত হইয়া থাকে ; [অহংকে যুগ্মৎ পদার্থ বলিলে] পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-প্রতীতির
ঘাত হইয়া পড়ে ।

(*) । তাৎপর্য,—যাহা জ্ঞানের প্রকাশ বা বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞান হইতে ভিন্ন । এই নিয়মানু-
সারে অস্মি-চৈতন্য-প্রকাশ ‘অহং’-পদার্থ আত্মা কখনই প্রকাশক হইতে পারে না; অনাত্মা হইলেই তাহাকে
‘অহং’-পদার্থ (তুমি) বলা হয় । অতএব, ‘অহং’-পদার্থকে তুমি আত্মা মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা আত্ম-
প্রকাশ হওয়ার অনাত্মা—বাহু—যুগ্মৎপদার্থেই পর্যাবসিত হইতেছে ।

অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যক্ত্বং নাত্মানো ভবেৎ ।
 অহং-বুদ্ধ্যা পরাগর্থোৎ প্রত্যগর্থো হি ভিভ্যতে ॥
 নিরস্তাখিলদুঃখোহহমনস্তানন্দতাক্ স্বরাট্ ।
 ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ততে ॥
 অহমর্থ-বিনাশশ্চৈম্মোক্ষ ইত্যধ্যবস্তুতি ।
 অপসর্পদেসৌ মোক্ষকথা-প্রস্তাবগন্ধতঃ ॥
 ময়ি নষ্টেইপি মত্তোহন্যা কাচিৎ জ্ঞপ্তিরবস্থিতা ।
 ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্তাপি ন ভবিষ্যতি ॥
 স্বসম্বন্ধিতয়া হস্তাঃ সত্তা-বিজ্ঞপ্তিতাদি * চ ।
 স্বসম্বন্ধ-(+) বিয়োগে তু জ্ঞপ্তিরেব ন সিধ্যতি ॥
 ছেত্ত্বুশ্চছদস্তা চাভাবে ছেদনাদেরসিদ্ধিবৎ ।
 অতোহহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি নিশ্চিতম্ ॥
 “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” ইতি (‡) শ্রুতিঃ ।

[রহদা০, ৪।৪।১৪]

“এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ” ইতি চ স্মৃতিঃ ॥

[গীতা০, ১৩।১]

অপিচ, ‘অহং’-পদার্থ যদি আত্মা না হইত, তবে তাহার প্রত্যক্ত্ব বা অবাধ্যতা হইতে পারিত না। অন্তরাত্মা ‘অহং’-জ্ঞান দ্বারাই বাহ্য পদার্থ হইতে পৃথক্ কৃত হয়। আমি সর্ববিধ দুঃখ রহিত, অনন্ত আনন্দময় এবং স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ বা অপরাধীন) হইব, এই অভিলাষবশেই মোক্ষার্থী পুরুষ শাস্ত্র-শ্রবণাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অহমর্থের অর্থঃ আমিত্বের যদি বিনাশ হয়, তবেই নিশ্চিত মোক্ষ লাভ হয়। (তখন,) সেই পুরুষ মোক্ষ কথার প্রস্তাব হইতেও দূরে সরিয়া যান। আমি অর্থাৎ আত্মা বিনষ্ট হইলেও যদি তদতিরিক্ত কোন জ্ঞান বিত্তমান থাকিত ; তাহা হইলে সেই অনাত্ম-পদার্থ লাভের জন্ত কাহারও যত্ন সত্ত্বেও পর হইত না। ইহার (জ্ঞানের) সত্তা ও জ্ঞানত্ব (স্বপ্রকাশত্ব) প্রভৃতি ধর্ম সকল আত্ম-স্বত্ব অর্থাৎ আত্মাধীনরূপে প্রতীত হয়। যেমন, ছেদনের কর্তা ও কর্মের (বাহ্যকে ছেদন করা হয়, তাহার) অভাবে ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনি সেই আত্ম-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব, ‘অহং’-পদার্থ সেই জ্ঞাতাই (অহং জ্ঞানী এই জ্ঞানের কর্তাই) যে, প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা), ইহা নিশ্চিত। ‘অরে মৈত্রো!

* সত্তাদি জ্ঞপ্তিতাদি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(১) ‘সম্বন্ধি’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘জানাত্যেতি চ’ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ । শ্রুতৌ তু কুত্রাপি নৈব পাঠ উপলভ্যতে ।

“নান্না শ্রুতে”রিত্যরভ্য সূত্রকারোহপি বক্ষ্যতি ।

“জ্যোহত এব”(*)ত্যতো নান্না জ্ঞাপ্তিমাভ্রমিতি স্থিতম্ ॥৬৪॥

অহং-প্রত্যয়সিন্ধো হৃস্মদর্থঃ, যুস্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ো যুস্মদর্থঃ । তত্রাহং
জানামিতি সিন্ধো জ্ঞাতা যুস্মদর্থ ইতি বচনং ‘জননী মে বক্ষ্যা’ ইতিবদ
ব্যাহতার্থক্ । ন চাসৌ জ্ঞাতাহমর্থোহন্যাদীনপ্রকাশঃ, স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ ।
চৈতন্যস্বভাবতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা । যঃ প্রকাশস্বভাবঃ, সোহন্যাদীনপ্রকাশো
দীপবৎ । ন হি দীপাদেঃ স্বপ্রভা-বলনির্ভাসিতত্বেন (+) অপ্রকাশত্বমন্যাদীন-
প্রকাশত্বক্ । কিং তর্হি ? দীপঃ প্রকাশস্বভাবঃ (‡) স্বয়মেব প্রকাশতে,
অন্যানাপি প্রকাশয়তি প্রভয়া ।

এতদ্বুলং ভবতি,—যথা(§)একমেব তেজোদ্রব্যং প্রভা-প্রভাবদ্রূপেণাব-
তিষ্ঠতে । যতপি প্রভা প্রভাবদ্রব্য-গুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব, ন শৌ-

বিজ্ঞাতকে—আত্মাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?’ এই শ্রুতি, এবং ‘ইহা যে লোক
জানে, [পণ্ডিতেরা] তাহাকে ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ বলিয়া থাকেন ।’ স্বয়ং সূত্রকারও “নান্না
শ্রুতেঃ” [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৮], এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া “জঃ অতএব” [ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯]
ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবেন॥

৬৫। বিশেষতঃ, ‘অহং’-পদার্থটি ‘অহং’-প্রতীতি সিদ্ধ ; আর ‘যুস্মৎ’-পদার্থটি ‘যুস্মৎ’-
জ্ঞানের বিষয় ; সুতরাং ‘আমি জানি’ এই ‘অহং’-প্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যে, ‘যুস্মৎ’-‘(তুমি)’
পদার্থ বলা, তাহা ঠিক্ ‘আমার মাতা বক্ষ্যা’ এই কথার স্থান ব্যাহতার্থ, অর্থাৎ স্মৃতি-বিরুদ্ধ ।
উক্ত ‘অহং’-পদার্থ—জ্ঞাতার প্রকাশ বা প্রতীতি কখনই অপরের অধীন নহে, যেহেতু
উহা স্বপ্রকাশ । কারণ, স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যেরই নাম স্বয়ংপ্রকাশতা, সুতরাং বাহ্য স্বভাবতঃ
স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশ কখনই অপরের অধীন হইতে পারে না, প্রদীপই
ইহাব দৃষ্টান্ত । প্রদীপ প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থ স্বীয় প্রকাশ-শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভাসিত থাকে,
এ জন্ত কখনই অপ্রকাশিত বা পরাধীন-প্রকাশসম্পন্ন হয় না ; তবে কি না, স্বভাবতঃ
প্রকাশময় দীপ নিজেই প্রকাশ পায়, এবং প্রভা দ্বারা অপরাপর পদার্থেরও প্রকাশ জন্মায় ।

এই কথা বলা হইল যে,—যেমন একই তেজোময় দ্রব্য প্রভা ও প্রভাযুক্তরূপে অবস্থান
করে ; এইরূপ আত্মা চিত্তস্বরূপ হইয়াও চৈতন্যগুণ-সম্পন্নরূপে অবস্থিতি করেন । যদিও
প্রভা ধর্মটি প্রভাযুক্ত দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম স্বরূপ হউক, তথাপি উহা তেজঃ-পদার্থই বটে,

(*) ‘এব ততো’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘অপ্রকাশবল-নির্ভাসিতত্বেন’ ইতি (ক) পাঠঃ । (‡) ‘স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাবঃ’ ইতি(ঘ) পাঠঃ ।

(§) অত্রত্য ‘যথা’ শব্দস্ত উত্তরত্র ‘এবমস্ময়াত্মা চিত্রপ এব চৈতন্যগুণকঃ’ ইত্যনেন সন্বকঃ ।

ক্ল্যাদিবদ্ গুণঃ । স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্তমানত্বাদ্ রূপবত্বাচ্চ শৌক্ল্যাদিধর্ম-
বৈধর্ম্যাং প্রকাশবত্বাচ্চ তেজোদ্রব্যমেব, নার্থান্তরম্ । প্রকাশবত্বং চ
স্বস্বরূপস্থান্যোষ্য প্রকাশকত্বাৎ । অন্ত্যাস্ত গুণত্বব্যবহারো নীত্যতদাশ্রয়ত্ব-
তচ্ছেদ্যনিবন্ধনঃ ।

ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ (*) প্রচরন্তুঃ প্রভেদ্যুচ্যন্তে, মণি-দ্যুমণি-
প্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ । দীপেহপ্যবয়বি-প্রতিপত্তিঃ কদাচিদপি ন স্যাৎ ।
ন হি বিশরণস্বভাবাবয়বা দীপাশ্চতুরঙ্গুলমাত্রং নিয়মেন পিণ্ডীভূতা উর্দ্ধমুদগম্যা
ততঃ পশ্চাদ্ যুগপদেব তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈকরূপা বিশীর্ণাঃ † প্রচরন্তীতি বক্তুঃ
শক্যতে । অতঃ সপ্রভাকা এব দীপাঃ প্রতিক্ষণমুৎপন্না বিনশ্যন্তীতি
পুঙ্কল-কারণক্রমোপনিপাতাৎ তদ্বিনাশে বিনাশাচ্চাবগম্যতে । প্রভায়াঃ
স্বাশ্রয়সমীপে প্রকাশাধিক্যমৌষ্যাধিক্যমিত্যাভ্যুপলক্ষিব্যবস্থাপ্যম্, অগ্ন্যা-
দীনামৌষ্যাদিবৎ । এবমাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণক (‡) ইতি ॥৬৫॥

শুক্লাদির ত্রায় গুণ নহে । কারণ, ঐ প্রভা সূর্য আশ্রয় (দীপাদি) পরিত্যাগ করিয়াও দূরে
অবস্থিতি করে এবং নিজেও রূপ-সম্পন্ন । অতএব, শুক্লাদিগুণের সহিত উহার ধর্ম-গত
পার্থক্য রহিয়াছে ; এই কারণে এবং প্রকাশবত্ব (উজ্জলত্ব) হেতুতেও উহা নিশ্চয়ই তেজো-
ময় দ্রব্য, ভিন্ন পদার্থ নহে । প্রভা যখন নিজের সুরূপ ও অপর পদার্থকেও প্রকাশিত করে,
তখন নিশ্চয়ই উহার প্রকাশবত্তা আছে । প্রভার যে, গুণত্ব-ব্যবহার হয়, তাহার কারণ
এই যে, প্রভা সর্বদাই তেজোদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই অধীন হইয়া
অবস্থিতি করে ।

এ কথাও বলিতে পার না যে, তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশিই ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া
বিচরণ করতঃ ‘প্রভা’ নামে অভিহিত হয় । কারণ, তাহা হইলে মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি
তেজঃ-পদার্থের প্রতিষূর্ত্তেই বিনাশ সূচকার করিতে হয় । এবং [উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই
সর্বসম্মত হইলে] প্রদীপের অবয়বিত্ব প্রতিপত্তি বা বোধ কখনই হইতে পারে না ।
কারণ, [উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে] প্রত্যেক দীপাবয়বই বিশরণস্বভাব ; তাদৃশ অবয়ব-সম্পন্ন
দীপ সকল [প্রথমে] নিয়মিতরূপে চারি অঙ্গুলী (কিঞ্চিৎ) পরিমাণে উন্নতভাবে পিণ্ডীভূত
(ঘনীভূত) হইয়া তাহার পরেই যে, উর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে (চতুর্দিকে) প্রসারিত হইয়া

(*) বিশীর্ণমাণা’ (গ) পাঠঃ ইতি ।

† বিশীর্ণমাণাঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) চৈতন্যগুণঃ’ ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ ।

চিহ্নপতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা । তথা হি শ্রুতয়ঃ,—“স যথা সৈন্ধব-
নন্থরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা আরে অয়মাত্মা-
নন্থরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব ;” [রহদা০ ৬৫।১৩]। “বিজ্ঞান-
ঘনএব।” [রহদা০ ৪।৪।১২]। “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-
র্ভবতি।” [রহদা০ ৬৩।৯]। “ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপারিলোপো
বিগতে।” [রহদা০ ৪।৩।৩০]। “অথ যো বেদেদং জিজ্ঞাণীতি, স আত্মা।”
[রহদা০ ৬৩।৩০]। “কতম আত্মা? যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদন্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষঃ।” [রহদা০ ৮।১২।৪]। “এব হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা স্রোতা মন্তা

সমভাবে বিচরণ করে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। (*) অতএব, [তৈল ও বর্জী
প্রভৃতি] উপযুক্ত কারণের সত্ত্বে সত্ত্বাব, আর তাহার অভাবে অভাব দর্শনে জানা যায় যে,
দীপ সকল প্রতিফলে সুসু প্রভার সহিতই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অগ্নি প্রভৃতির সাদৃশ্য-
নিবন্ধন যেকোন [অন্ত বস্তু] উত্তাপাধিক্য অনুভূত হয়, প্রভারও সূর্য আশ্রয় সন্নিধানই
সেইরূপ প্রকাশ ও উত্তার আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে, অমুভব অনুসারেই ইহার ব্যবস্থা
কবিত হয়। অতএব আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও উক্ত দীপাদির স্তায় চৈতন্ত্ব গুণ সম্পন্ন ॥

৬৬। চিৎস্বরূপত্ব অর্থসুপ্রকাশত্ব; শ্রুতি সকলও সেইরূপই [প্রতিপাদন করিতেছে।]
'মরে মৈত্রেয়ি! 'প্রসিদ্ধ সৈন্ধব-খণ্ড যেরূপ ভিতরে, বাহিরে, সর্বতোভাবে কেবলই লবণ
বসময়, এইরূপ এই আত্মাও অন্তর বাহির রহিত, সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ, অর্থাৎ
কেবলই জিজ্ঞানস্বরূপ।' 'এই সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হয়।' 'জ্ঞাতার জ্ঞান'
বিশৃঙ্খল হয় না।' 'আমি ইহা জ্ঞান করিতেছি, বলিয়া যিনি : : : ব করেন, তিনি আত্মা।' 'আত্মা কে?' 'যিনি এই হৃদয়স্থিত, প্রাণাধিদেবতা, বিজ্ঞানময় ও জ্যোতির্ময় পুরুষ।' 'এই
'বিজ্ঞানময় আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, (চিন্তাকারী), বোদ্ধা (কর্তব্য নির্ধারক) ও কর্তা।'

(+) তাৎপর্য্য,—প্রথম আপত্তি হইল যে, আত্মা ২৫ চিৎ—জ্ঞান স্বরূপই হয়, তবে, চৈতন্ত্ব (জ্ঞান)
তাহার ও? হয় কিরূপে? চিৎ ও চৈতন্ত্ব ত একই পদার্থ। ভাষ্যকার একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপত্তির
সম্পাদন কবিত্তেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, প্রদীপ যেরূপ নিজে তেজোময়, অথচ প্রভা তাহার আশ্রিত
ধর্ম, আত্মাও তদ্রূপ স্বয়ং চিন্ময়, চৈতন্ত্ব তাহার আশ্রিত ধর্ম। প্রতিপক্ষী বলিতেছেন যে, দৃষ্টান্ত ঠিক
হইল না, কারণ, পিণ্ডীভূত তেজোময় দীপের তৈজস অংশগুলিই চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইলে 'প্রভা' সংজ্ঞা
লাভ করে, অতরাং প্রভা ও দীপ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না,—দৃষ্টান্ত
ঠিক হইয়াছে; কারণ, ইত্যন্তঃ প্রহত হওয়াই যদি তৈজস অবস্থার স্বভাব হইত, তাহা হইলে তেজঃপদার্থ
(দীপাদি) সর্বদা বিপ্রকীর্ণ ভাবেই থাকিত, কখনই পিণ্ডীভূত হইয়া থাকিত পারিত না। কারণ, কেহই
কখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তৈজস অবস্থার এইরূপ স্বভাব হইলে সূর্য্য,
দেবব ও অনবরত অবস্থার বিশেষণ দশতঃ এক কালে বিনাশ উপস্থিত হইতে পারে, অথচ তাহা সম্ভব কথা
হয় না। অতএব, অবয়ব প্রসারণের কথা ঠিক নহে।

বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ।” [বৃহদা০ ৬।৩।৭]। “বিজ্ঞাতারমরে
 কেন বিজানীয়াৎ ।” [বৃহদা০, ২।৪।১৪] “জানাত্যেবাং পুরুষঃ ।”
 [বৃহদা০, ৪।৪।১৪]। “ন পশ্যো যত্ন্যং পশ্যতি, ন রোগং নোত দুঃখতাম্ ।”
 “স উত্তমঃ পুরুষঃ ।” [ছান্দো০, ৭।২।৬২]। “নোপজনং স্মরমিদং শরীরম্ ।”
 [ছান্দো০, ৮।২।৩]। এবমেবাস্ত্র পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ
 পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ।” [প্রশ্না০, উ০, ৬।৫]। “তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্ মনো-
 ময়াদন্যোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ,” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৪।১] ইত্যাদিঃ ।
 বক্ষ্যতি চ, ‘জ্যোহত এব’ [ব্রহ্মসূ০, ২।৩।১৯] ইতি । অতঃ স্ময়ংপ্রকাশোহ-
 য়মাত্মা জ্যোতৈব, ন প্রকাশমাত্রম্ । প্রকাশহাদেব কশ্চিৎপ্রকাশে ভাবেৎ প্রকাশঃ,
 প্রদীপাদিপ্রকাশবৎ । তস্মান্নাত্মা ভবিতুমর্হতি সংবিৎ । সংবিদনুভূতি-জ্ঞানাদি

‘অরে মৈত্রয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে? এই পুরুষই [সমস্ত বিষয়]
 অগ্রভব করে।’ ‘দ্রষ্টা কখনই মৃত্যু (মোহ) দর্শন করে না, রোগ নিরীক্ষণ করে না,
 কিংবা দুঃখ ভোগ করে না।’ ‘তিনিই উত্তম পুরুষ, অর্থাৎ আত্মা।’ [সেই আত্মজ
 পুরুষ] উপজন, অর্থাৎ ভগবৎ-সমীপবর্তী এই শরীরকে স্মরণ করে না।’ ‘এই আত্মদর্শীর
 পুরুষাশ্রিত এই ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশ (*) পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া
 অন্তর্মিত হয়।’ ‘সেই এই ‘মনোময়’ কোষ হইতেও অন্তর্কর্ত্তা (হৃদয়) আত্মা আছে, যাহার
 নাম ‘বিজ্ঞানময়।’ ইত্যাদি। [হৃদয়কার] পরেও বলিবেন, ‘অতএব তিনি জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা।’
 অতএব এই সুপ্রকাশ আত্মা কেবল প্রকাশ মাত্র নহে, নিশ্চয় জ্ঞাতাও বটে।’ প্রদীপ-
 প্রকাশ যেমন পরাশ্রিতহ-নিবন্ধন সর্বদা অভিব্যক্ত হয় না, তেমনি এই আত্মপ্রকাশও
 প্রকাশিত বশতঃই স্থল বিশেষে আবিস্কৃত হয়, অতএব শুধু সংবিৎ কখনই আত্মা হইতে
 পারে না। শব্দার্থাভিজ্ঞেরা বলেন যে, সংবিৎ, অগ্রভূতি ও জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধী শব্দ,

(*) তাৎপৰ্য্য, পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা এই প্রকার,—(১) প্রাণ (হিরণ্যগৰ্ভ)। (২) শ্রদ্ধা (আত্মিকা-
 বুদ্ধি)। (৩) আকাশ। (৪) বায়ু। (৫) তেজঃ। (৬) জল। (৭) পৃথিবী। (৮) ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও
 কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ)। (৯) মনঃ। (১০) অঙ্গ (ধাত্বাদি)। (১১) বীৰ্য্য (বল)। (১২) তপস্তা। (১৩) মন
 (চতুর্বেদ)। (১৪) কর্ম (যজ্ঞাদি)। (১৫) লোক (কর্মফল)। (১৬) নাম (নাম, গ্রাম প্রভৃতি)।

জীব যত কাল অবিদ্যায় অভিভূত থাকে, আপনাকে জানিতে পারে না; ততকাল উক্ত ষোড়শ প্রকার
 কলা বা অংশকে আত্মাতে অবস্থিত মনে করে, এবং তাহার ফলে বিবিধ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যখন জীবের
 জ্ঞানোদয় হয়—আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়, তখন আর এই ষোড়শ কলা থাকিতে পারে না, নিজ নিজ নাম ও
 রূপ পরিত্যাগ করিয়া কারণে বিলীন হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আরও জানিতে হইলে প্রমোদনিবন্ধে বহু-প্রশ্নের
 চতুর্থ মন্ত্র চেষ্টা যা ।

শব্দাঃ সম্বন্ধিশব্দা ইতি চ শব্দার্থবিদঃ । ন হি লোক-বেদয়োৰ্জানাত্যায়ে (*)
রকস্মকস্মাকর্ভকস্ম চ প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ ॥৬৬॥

যচ্চোক্তম্,—অজড়ত্বাৎ সংবিদেবাত্মেতি । তত্রৈদং প্রষ্টব্যম্, (†) অজ-
ড়ত্বমিতি কিমভিপ্রেতম্ । স্বসত্তাপ্রযুক্তপ্রকাশত্বমিতি চেৎ ; তথা সতি
দীপাদিষনৈকান্ত্যম্, সংবিদতিরিক্তপ্রকাশধৰ্ম্মানভ্যুপগমেনাসিদ্ধিরিতি বিরো-
ধশ্চ । (‡) অব্যভিচারিতপ্রকাশ-সত্তাকল্পমপি সুখাদিমু ব্যভিচারান্নিরস্তম্ ।

বহুচ্যেত, (§) সুখাদিরব্যভিচারিত-প্রকাশোহপ্যান্যস্মৈ (¶) প্রকাশমান-

অর্থাৎ অপর বস্তুর সম্বন্ধ সাপেক্ষ । কারণ, কি লৌকিক প্রয়োগ, কি বৈদিক প্রয়োগ,
কুত্রাপি 'জানাতি' প্রভৃতি পদগুলি কর্ম-রহিত বা কর্তৃ-রহিত ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা
যায় না ।

৬৭। আরও যে বলা হইয়াছে, জড়পদার্থ নয় (অজড়) বলিয়াই সংবিৎ-অর্থে আত্মা
বর্ণিতে হইবে । তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমার অভিপ্রেত এই 'অজড়ত্ব' পদার্থটা
কি ? যদি বল, স্বীয় সত্তাবশতঃ প্রকাশই অজড়ত্ব ; তাহা হইলে দীপাদিস্থলে
তাহার ব্যভিচার হয়, [কারণ, প্রকাশশূন্য দীপ কখনও সত্তালাভ করে না বা করিতে পারে
না, অতএব তাহাও অজড় হইতে পারে ।] তা' ছাড়া, [তুমি যখন] সংবিদের অতিরিক্ত
প্রকাশনামে কোন ধর্ম্মই স্বীকার কর না, তখন তোমার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে
পারে না, সূত্ররং বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে । (§) [যদি বল,] বাহার সত্তা কখনও
অপ্রকাশ থাকে না, [তাহাই অজড়] ; তাহা হইলেও সুখ দুঃখাদিতে ব্যভিচার ঘটে, সূত্ররং
উক্ত নিয়মও নিরস্ত হইল ; [কারণ, সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়া কখনও অপ্রকাশ থাকে না] ।

যদি বল, সুখাদির সত্তা প্রকাশ-সহকৃত হইলেও উহার প্রকাশ পরার্থে, সূত্ররং পরার্থত্ব

(*) জানাতীত্যাদে ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) প্রষ্টব্যম্ ইতি কটিং পাঠঃ ।

(‡) সিদ্ধিরিবেদশ্চ, ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

(§) বহুচ্যেত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(¶) অন্তঃস্মিন্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

() তাৎপর্য,—শব্দরমতে দুইরকম পদার্থ—জড় ও অজড় (চিৎ) । তন্মধ্যে অবিদ্যা ও তৎকার্যবর্গ
জড় পদার্থ—অনাত্মা । আর জড়ভিন্ন চিৎপদার্থ—আত্মা । সংবিৎ যখন জড়পদার্থ নহে—অজড় ; তখন নিশ্চয়ই
তাহা আত্মত্বকপ হইবে । এখন ভাষ্যকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই অজড় কথার অর্থ কি ?—যাহা
প্রকাশ ব্যতীত কখনও থাকে না, তাহাকে 'অজড়' বলা যায় না । তাহা হইলে, প্রদীপকেও 'অজড়'
নিষা স্বীকার করিতে হয় ; কারণ, প্রকাশশূন্য প্রদীপ ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । অধিকন্ত, ইহা বারি শব্দের
অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না । কারণ, তাহার মতে সংবিৎ স্বয়ং প্রযোজক বা সাধক, আর প্রকাশ
তাহার প্রযোজ্য বা ফল । অর্থাৎ যাহা সংবিৎ নয়, তাহা কদাচ প্রকাশ পায় না । পরস্পর ভেদ না থাকিলে
সংবিৎ ও প্রকাশের মধ্যে প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবও থাকিতে পারে না, অথচ, শব্দের মতে সংবিৎ ও প্রকাশ
কই বস্তু—উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই ; সূত্ররং ভেদ না থাকায় তাহার অভিন্নত প্রযোজ্য-
প্রযোজকভাবও সংঘটিত হইতে পারে না, কাজেই তাহার সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয় ।

তয়া ঘটাদিরিব জড়ত্বেন নাত্তেতি । জ্ঞানং বা কিং স্বস্মৈ প্রকাশতে ? তদপি
হৃদ্যন্তৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুরবভাসতে, অহং স্থখীতিবৎ জানাম্যহমিতি ।
অতঃ স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বরূপমজড়ত্বং সংবিদ্যসিদ্ধম্ । তস্মাৎ স্বাত্মানং প্রতি
স্ব-সত্ত্বয়েব সিধ্যন্ অজড়োহহমর্থ এবাত্মা । জ্ঞানস্ত্যপি প্রকাশতা তৎসম্বন্ধা-
য়ত্তা, তৎকৃতমেব হি জ্ঞানস্য স্থখাদেব স্বাশ্রয়চেতনং প্রতি প্রকটত্বমিতরং
প্রতি অপ্রকটত্বক্ । অতো ন জ্ঞপ্তিমাত্রমাত্মা, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ ॥৬৭॥

অথ যদুক্তম্—অনুভূতিঃ পরমার্থতো নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া চ সতী ভ্রান্ত্যা
জ্ঞাতৃত্যাবভাসতে, রজততয়েব শুক্লিঃ, নিরধিষ্ঠান-ভ্রমানুপপত্তেরিতি ।
তদযুক্তম্ ; তথা সতি অনুভব-সামান্যধিকরণো নানুভবিতা অহমর্থঃ
প্রতীয়েত—‘অনুভূতিরহম্’ ইতি, পুরোহবস্থিতভাসরদ্রব্যাদ্যাকারতয়া
রজতাদিরিব । অত্র তু পৃথগবভাসমানৈবেয়মনুভূতিরর্থান্তরমহমর্থং বিশিনষ্টি,
দণ্ড ইব দেবদন্তম্ । তথা হি ‘অনুভবাম্যহম্’ ইতি প্রতীতিঃ । তদেবমস্মদধ-

নিবন্ধন ঘটাদি পদার্থের ত্রায় জড়তা বশতই উহা আত্মা হইতে পারে না ? [এতদন্তরে স্নিজ্য
এই যে,] জ্ঞান কি নিজের জ্ঞা অথবা পরের জ্ঞা প্রকাশ পায় ? [বস্তুতঃ] ‘আমি স্থখী’ বলিলে
স্থখ যেমন জ্ঞাতারই সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তেমনি ‘আমি জানি’ বলিলে, এই জ্ঞানও অহংপদার্থ—
জ্ঞাতার সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । অতএব, ‘সংবিদে’ স্বার্থে প্রকাশমানত্বরূপ পূর্বোক্ত
প্রকার অজড়ত্ব সিদ্ধ হয় না । অতএব, স্বীয় আত্মায় নিমিত্ত স্বীয়-সত্তাবশতঃ সুদূর
যে ‘অহং’ পদবাচ্য, তাহাই আত্মা । জ্ঞানের প্রকাশও সেই আত্মারই অধীন, এবং তজ্জড়ই
জ্ঞান-পদার্থটী স্থখাদির ত্রায় নিজের আশ্রয়ীভূত চেতন—আত্মার নিকটেই প্রকটিত হয়,—
অপরের নিকট অপ্রকটিত বা অনভিব্যক্ত থাকে । অতএব, শুদ্ধ জ্ঞানই আত্মা নহে, পরন্তু
জ্ঞাতা—জ্ঞানকর্ত্তাই অহংপদার্থ—আত্মা ॥ ৬৭ ॥

৬৮ । আরো যে উক্ত হইয়াছে, শুক্লি যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজতরূপে প্রতীত হয়
তেমনি, অনুভূতি বস্তুতঃ নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ জ্ঞাতারূপে প্রকাশ পায়,
কারণ, কোন একটা সত্য অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্যতীত কখনও ভ্রম হইতে পারে না । এ কথাও
যুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা হইলে যেমন সমুদ্রস্থ উল্লস শুক্লির সহিত রজতের অভেদ
প্রতীতি হয়, তেমনি ‘অহং’-পদার্থ অনুভবিতা ও অনুভূতি উভয়েই ‘আমি অনুভূতি’ এইরূপে
অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইত, কখনই উভয়ের ভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না । এ স্থলে
কিন্তু, [‘দণ্ডী দেবদন্ত’ বলিলে] যেমন দণ্ড ও দেবদন্তের অভেদ প্রতীতি হয় না, [আশ্রয়শ্রয়ী-
ভাব প্রতীতি হয়,] তেমনি অনুভূতি নিজে পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়াই অনুভবিতা—অহং-
পদার্থকে নিজের আশ্রয়রূপে বিশেষিত করিয়া দেয় । দেখ, ‘আমি অনুভব করিতেছি’ এইরূপ

মনুভূতিবিশিষ্টং প্রকাশয়ন্ অনুভবামাহমিতি প্রত্যয়ো দণ্ডমাত্রে ‘দণ্ডী দেবদত্তঃ’ ইতিপ্রত্যয়বদ্ বিশেষণভূতোহনুভূতিমাত্রাবলম্বনঃ কথমিব প্রতিজ্ঞায়েত ?

যদপ্যুক্তম্,—স্থূলোহমিত্যাदि-দেহাত্মাভিমানবত এব জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসনাৎ জ্ঞাতৃত্বমপি মিথ্যেতি । তদযুক্তম্ ; আত্মতয়াভিমত্যা (**) অনুভূতেরপি মিথ্যাত্বং স্যাৎ, তদ্বত এব প্রতীতেঃ । সকলেতরোপমর্দি-তত্ত্বজ্ঞানাবাধি-তদ্বেনানুভূতের্ন মিথ্যাত্বমিতি চেৎ ; হন্তেবং সতি তদবাধাদেব জ্ঞাতৃত্বমপি ন মিথ্যা ॥ ৬৮ ॥

যদপ্যুক্তম্,—অবিক্রিয়স্বাত্মানো জ্ঞানক্রিয়া-কর্ত্ত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বং ন সম্ভবতি, অতো জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারাস্পদাব্যক্ত-পরিণামাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থ-
(+) মতি ন জ্ঞাতৃত্বমাত্মনঃ, অপি ত্বন্তঃকরণরূপস্বাহঙ্কারস্য । কর্ত্ত্বাদির্হি রূপাদিবদ্ দৃশ্যধর্ম্মঃ, কর্ত্ত্বত্বেহংপ্রত্যয়গোচরত্বে চাত্মনোহভ্যুপগম্যমানে দেহেত্যেব অনাত্মত্ব-পরাক্ত-জড়ত্বাদিপ্রসঙ্গশ্চেতি । নৈতদুপপাদ্যতে, দেহ-

প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, (আমিই অনুভব, এরূপ হয় না) । অতএব, ‘আমি অনুভব করিতেছি’ বলিলেও যখন অনুভূতিকে ‘অহং’-পদার্থের বিশেষ্যরূপে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তখন সেই অহং-পদার্থের বিশেষণীভূত সেই জ্ঞানকে অনুভূতিমাত্র-বিষয়ক বলিয়া কিরূপে প্রতিজ্ঞা করিতে পার ।

আর, ‘আমি স্থূল’ ইত্যাদি প্রকারে যাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিরই যখন জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা—সত্য নহে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিবৃত্ত নহে ; কারণ, তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া মনে কর, সেই অনুভূতিও যখন দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষেই প্রকটিত হয়, তখন তাহাও মিথ্যা হইতে পারে । যদি বল, মিথ্যাময় বস্ত্র-মাত্রেরই বিমর্দক বা নিবারক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা হারা যখন বাধিত হয় না, তখন অনুভূতির মিথ্যাত্ব হইতেই পারে না । বেশ কথা, এরূপ হইলে জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা হইতে পারে না ; কারণ, উহাও ত তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় না ॥

৬৯। আরও যে বলা হইয়াছে, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্ত্ত্ব ; তাহাও কখনই বিকার-রহিত আত্মার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না । অতএব, বিকারাত্মক জড়স্বভাব জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মটী বিকারময় প্রকৃতি-পরিণাম ‘অহংকার’-গ্রন্থিতেই অবস্থিত,—আত্মার নহে । [পক্ষান্তরে] রূপরসাদির জ্ঞায় কর্ত্ত্বও দৃশ্য-ধর্ম্ম ; সুতরাং আত্মাতে সেই কর্ত্ত্ব-ধর্ম্ম ও ‘অহং’-(আমি) বক্তির বিষয়তা স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই দেহের জ্ঞায় তাহারও অনাত্মত্ব, পরাক্ত, (বাহ

শ্বেবাচেতনত্ব-প্রকৃতিপরিণামিত্ব-দৃশ্যত্ব-পরাক্ত-(*) পরার্থত্বাদিযোগাদন্তঃ-
করণরূপস্বাহঙ্কারস্য, চেতনাসাধারণস্বভাবত্বাচ্ছ জ্ঞাতৃত্বস্য ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি,—যথা দেহাদিদৃশ্যত্ব-পরাক্তাদিভির্হেতুভিস্তৎপ্রত্যানীক-
দ্রষ্টৃত্ব-প্রত্যক্ত্বাদেবিবিচ্যতে, এবমন্তঃকরণরূপাহংকারোহপি তদদ্রব্য-(†)
ত্বাদেব তৈরেব হেতুভিস্তস্মাদ্বিবিচ্যত ইতি । অতো বিরোধাদেব ন
জ্ঞাতৃত্বমহঙ্কারস্য, দৃশিত্ববৎ । যথা দৃশিত্বং তৎকর্মণো (‡) হহঙ্কারস্য নাভ্যুপ-
গম্যতে, তথা জ্ঞাতৃত্বমপি ন তৎকর্মণোহভ্যুপগম্যন্তব্যম্ ।

ন চ জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকম্ ; জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বম্ ; জ্ঞানং চাস্ম
নিত্যস্য স্বাভাবিক-ধর্ম্মত্বেন নিত্যম্ । নিত্যত্বং চাত্মনো “নাত্মা ক্রতেঃ” ইত্যাদি
বক্ষ্যতি । “জ্ঞোহত এব” ইত্যত্র ‘জ্ঞ’ ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞান-গুণাশ্রয়ত্বং চ
স্বাভাবিকমিতি বক্ষ্যতি । অস্ম জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব মণিপ্ৰভৃতীনাং প্রভাশ্রয়-
মিব (§) জ্ঞানানুশ্রয়ত্বমপ্যবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্ । স্বয়মপরিচ্ছিন্নমেব জ্ঞানং
সঙ্কোচ-বিকাশার্থমিত্যুপপাদয়িষ্যামঃ । অতঃ, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াম্ কন্মণা সঙ্ক-

পদার্থত্ব) ও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । এক কথাও যুক্তি সঙ্গত হয় না;
কারণ, অচেতনত্ব, প্রকৃতি-পরিণামিত্ব, দৃশ্যত্ব, পরাক্ত ও পরার্থত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত দেহের
জ্ঞান অন্তঃকরণ—অহঙ্কারেরই সম্বন্ধ; জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি চেতন বস্তুরই অসাধারণ
(বিশেষ) ধর্ম্ম; (সূত্রের উভয়ের ঐক্য অসম্ভব) ।

অভিপ্রায় এই যে, দেহাদি পদার্থগুলি যেমন দৃশ্যত্ব ও পরাক্ত প্রভৃতি কারণে
তদ্বিপরীত দ্রষ্টৃত্ব ও প্রত্যক্ত প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ কৃত হয়; তেমনি অন্তঃকরণ
অহঙ্কারও স্বীয় দৃশ্যত্ব নিবন্ধনই অচেতনত্ব ও পরিণামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা দ্রষ্টৃত্ব ও
পরাক্তাদি ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্ কৃত হইয়া থাকে । অতএব, বিরোধ বশতঃই দৃশ্যত্বের
(জ্ঞানরূপতার) জ্ঞান জ্ঞাতৃত্বও অহঙ্কারের ধর্ম্ম নহে; অর্থাৎ দৃশিত্ব বা জ্ঞান যেমন তাহার
কর্ম্ম বা প্রকাশ অহঙ্কারের ধর্ম্ম হয় না, তদ্রূপ জ্ঞাতৃত্বও তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না ।

আর, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ কোনরূপ বিকার নহে; জ্ঞাতৃত্ব অর্থ জ্ঞান-গুণের আশ্রয়ত্ব; আত্মা
নিত্য, সূত্রের তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও নিত্য । “নাত্মা ক্রতেঃ” ইত্যাদি সূত্রে আত্মার
নিত্যত্ব অভিহিত হইবে । আর, “জ্ঞঃ অত এব” এই সূত্রে ‘জ্ঞ’-(জ্ঞাতা) শব্দ
দ্বারাও আত্মা যে স্বভাবতই জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, তাহা প্রতিপাদিত হইবে । আর পূর্বেই
বলা হইয়াছে, মণি প্রভৃতি তেজঃপদার্থ যেমন স্বভাবতই প্রভার আশ্রয় হয়, তেমনি

(*) পরাক্তাদিকযোগাদিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তদদ্রব্যত্বাদেবেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তৎকরণাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ ।

(§) গুণাশ্রয়ত্বম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

চিত্তস্বরূপং তত্তৎকৰ্ম্মানুগুণ-তরতমভাবেন বর্ততে, তচ্চেन्द्रিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতম্। তমিমিन्द्रিয়দ্বার-জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যাদয়াস্তময়ব্যপদেশঃ প্রবর্ততে। জ্ঞানপ্রসরে তু কর্তৃত্বমন্ত্যেব, তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কৰ্ম্মকৃতমিত্যবিক্রিয়া-স্বরূপ এবাত্মা। এবং-(*) রূপাবিক্রিয়াত্মকং জাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপ-স্মার্ত্বন এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্মাহঙ্কারস্ত জাতৃত্বসম্ভবঃ।

জড়স্বভাবস্মাহঙ্কারস্ত (+) চিৎ-সন্নিধানেন তচ্ছায়াপত্তা তৎসম্ভব ইতি চেৎ; কেয়ং চিচ্ছায়াপত্তিঃ? কিমহঙ্কার-চ্ছায়াপত্তিঃ সংবিদঃ, উত সংবিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্ত। ন তাবৎ সংবিদঃ, সংবিদি জাতৃত্বানভ্যাপগমাৎ। নাপাহঙ্কারস্ত, তস্ত জড়স্ত উক্তরীত্য জাতৃত্বাযোগাৎ, দ্বয়োরপ্যাচাস্থম্বত্চ, ন হচাস্থযোগাৎ ছায়া দৃশ্য।

আত্মার জ্ঞানপ্রসরত্বও বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান নিজে অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) হইলেও যে, সংকোচ-বিকাশের যোগ্য, তাহা উপপাদন করিব।

অতএব, ক্ষেত্রজ্ঞদশায় (জীবাবস্থায়) জ্ঞান-ধর্ম্মটি যথাযোগ্য কৰ্ম্মানুসারে আবশ্যকমতে তারতম্যরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ইन्द्रিয় দ্বারাই সেই জ্ঞান-সংকোচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই যে, সংকুচিতভাবে জ্ঞানের প্রসারণ, তাহাও ইन्द्रিয়-সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই কারণে ইन्द्रিয়-বৃত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবানুসারে সেই জ্ঞানেরও উৎপত্তি ও বিলয়েব ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইन्द्रিয়ের বৃত্তি-লাভে জ্ঞানের উদয় বা বিকাশ, আর ইन्द्रিয়ের বৃত্তি-সংকোচে জ্ঞানেরও বিনাশ বা সংকোচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু, জ্ঞানের প্রসারণ-কার্য্যে নিশ্চয়ই [আত্মার] কর্তৃত্ব আছে। তাহাও (সেই কর্তৃত্বও) স্বভাব-সিদ্ধ নহে, পরন্তু কৰ্ম্ম-নিমিত্ত, সুতরাং তাহাতে আত্মার স্বরূপতঃ বিকার ঘটে না,— আত্মা অবিক্রিয়ই থাকে। এবংবিধ বিকারাত্মক কর্তৃত্ব ধর্ম্মটি জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই সম্ভব হয়; অতএব, জড়রূপী অহঙ্কারের কখনও সেই জাতৃত্ব ধর্ম্ম হইতে পারে না।

যদি বল, অহঙ্কার জড়স্বভাব হইলেও সান্নিধ্যাবশতঃ চিৎ-চ্ছায়া সম্পাত বা চৈতন্ত্যপ্রতি-বিদ্যন হয়; এই কারণে অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে। [জিজ্ঞাসা করি,] এই 'চিৎ-চ্ছায়াপত্তি' পদার্থটা কি?—উহা কি সংবিদের উপর অহঙ্কারের ছায়া পড়া? অথবা অহঙ্কারের উপর চিত্তের ছায়া পড়া? সংবিদের উপর [বলিতে পার] না; কারণ, তুমি ত সংবিদের জাতৃত্বই স্বীকার কর না। অহঙ্কারের উপরও হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জড় অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব-সম্বন্ধ অসম্ভব; পরন্তু, সংবিৎ ও অহঙ্কার, উভয়ই

(*) স্বরূপেতি (গ) পাঠঃ।

(+) জড়ম্যাপ্যহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ।

অথাগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডোম্যবৎ চিৎসম্পর্কং জ্ঞাতৃত্বোপলক্ষিরিতি (*) ।
নৈতৎ, সংবিদি বাস্তবজ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহঙ্কারে জ্ঞাতৃত্বং
তদুপলক্ষির্বা । অহঙ্কারস্ত্রয়চেতনস্ত্রয় জ্ঞাতৃত্বাসম্ভবাদেব সূত্রাং ন তৎ-
সম্পর্কং সংবিদি জ্ঞাতৃত্বং তদুপলক্ষির্বা ॥ ৬৯ ॥

যদপ্যুক্তম্,—উভয়ত্র বস্তুতো ন জ্ঞাতৃত্বমস্তি, অহঙ্কারস্ত্রয়ভূতেরভিব্যঞ্জকঃ
স্বাত্মস্থামেবানুভূতিমভিব্যনক্তি, আদর্শাদিবিদিতি । তদযুক্তম্, আত্মনঃ
স্বয়ংজ্যোতিষো জড়রূপাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ । তদুক্তম্,—

অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুর গ্রাহ্য নহে । অচাক্ষুষ পদার্থের কুত্রাপি ছায়া (প্রতিবিম্ব) দৃষ্ট
হয় না । (†)

যদি বল, অগ্নিসম্পর্কবশতঃ যেরূপ অগ্নিঃপিণ্ডের (লৌহখণ্ডের) উষ্ণতা হয়, তদ্রূপ চিৎ-
সামিধাবশতঃ অহঙ্কারেবও জ্ঞাতৃত্ব প্রতীতি হয়? না,—এরূপ হইতে পারে না, কারণ,
চিৎপদার্থেরই যখন জ্ঞাতৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে, তখন তৎসম্পর্কবশতঃ অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব বা
জ্ঞাতৃত্বের উপলক্ষি হইতে পারে না । আর, অচেতন অহঙ্কারের যখন জ্ঞাতৃত্ব একেবারেই
অসম্ভব, তখন তাহার সম্পর্কবশতই বা সংবিদের (চিত্তের) জ্ঞাতৃত্ব বা তদুপলক্ষি হইবে
কিরূপে? ॥

৭০ ॥ আরো যে বলা হইয়াছে,—সংবিৎ ও অহঙ্কার, এই উভয়ের মধ্যেই বাস্তবিক জ্ঞাতৃত্ব
নাই, পরন্তু, অহঙ্কার কেবল অনুভূতিরই অভিব্যঞ্জক; সূত্রাং সে দর্পণাদির ত্রায় স্বগত—
অনুভূতিরই অভিব্যক্তি করিয়া থাকে । তাহাও সম্ভব নহে; কাবণ, স্বয়ং জ্যোতির্গম
(স্বপ্রকাশ) আত্মা কখনও জড়-স্বরূপ (অপ্রকাশ-) অহঙ্কারের অভিব্যঙ্গ্য বা প্রকাশ
হইতে পারে না । ইহা (অত্রায়ণ) উক্ত আছে,—‘শাস্ত্র—অগ্নিরহিত অগ্নারসদৃশ, জড়-

(*) চেৎ, নৈতদিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য,—অহঙ্কার স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, সূত্রাং তাহার জ্ঞান-ধর্ম কখনই সম্ভবপর হয় না, সত্য
কিন্তু, প্রদীপ-সামিধা বশতঃ স্বয়ং অপ্রকাশ দর্পণে যেরূপ প্রকাশ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞানময় আত্মার নিকটে
থাকায় অচেতন—জড়রূপী অহঙ্কারেও সেইরূপই জ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয়, সূত্রাং এই ভাবে আবশ্যকমতঃ
অহঙ্কারকেও জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে ।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ কথা হইতেই পারে না; কারণ, চিৎছায়া-পাত ছুইরকমে হইতে পারে।
এক, চৈতন্তের উপর অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়া, দ্বিতীয়, অহঙ্কারের উপর চৈতন্তের প্রতিবিম্ব পড়া। তদ্ব্যতীত,
চৈতন্তের নিজের যখন জ্ঞাতৃত্ব নাই, তখন তাহাতে অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়িলেও জ্ঞাতৃত্ব-শক্তি লাভ হইতে
পারে না, কেন না, বাহাতে যে গুণ নাই, তাহার সম্বন্ধ বশতঃ অপরে কখনই সেই গুণ আসিতে পারে না।
দ্বিতীয় পক্ষে বক্তব্য এই যে, যাহার রূপ আছে, যাহা চক্ষুরিঙ্গিয়-গ্রাহ্য, তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।
চৈতন্ত যখন রূপহীন—চক্ষুরিঙ্গিয়ার অগ্রাহ্য, তখন অহঙ্কারে তাহার প্রতিবিম্ব পড়া নিতান্ত অসম্ভবও
দৃষ্ট-বিশুদ্ধ।

শাস্তান্ধার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ ।

স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমদिति ॥

স্বয়ম্প্রকাশানুভবাধীনসিদ্ধয়ো হি সর্বের পদার্থাঃ, তত্র তদায়ত্তপ্রকাশো-
হ্চিদহঙ্কারোহনুদিতানন্তমিতস্বরূপপ্রকাশমশেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমনুভবমভি-
ব্যানক্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহসন্তি ।

কিঞ্চ, অহঙ্কারানুভবয়োঃ স্বভাববিরোধাদনুভূতেরননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ন
ব্যঙ্ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যভাবঃ । তথোক্তম্,—

ব্যঙ্ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যত্বমন্যোন্ম্যং ন চ স্ম্যং প্রাতিকূল্যতঃ ।

ব্যঙ্গ্যদেহননুভূতিত্বমাত্মনি স্মাদ যথা ঘটে ॥ ইতি ।

নচ রবিকর-নিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্য-করতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ সংবিদভিব্যঙ্গ্যা-
হঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদঃ সার্থীয়াঃ, তত্রাপি রবিকর-নিকরাণাং করতলাভি-
ব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ । করতলপ্রতিহতগতয়ো হি রশ্ময়ো বহুলাঃ স্বয়মেব স্ফুটত-
রমূপলভ্যন্তে, ইতি তদাহল্যমাত্রাহেতুত্বাৎ করতলস্ম নাভিব্যঞ্জকত্বম্ ।

স্বভাব অহঙ্কার, আদিত্যের ত্রায় স্বয়ংই প্রকাশমান আত্মাকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত
কর ; এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে । [অতিপ্রায় এই যে,] সমস্ত বস্তুই স্বয়ং প্রকাশমান অনুভব
বা প্রতীতি দ্বারা সিদ্ধ হয় । তাহাতেও বাহার প্রকাশ নিজেই অনুভবের অধীন, সেই অচিৎ
বা জড়রূপী অহঙ্কারই যে, উদয়ান্ত-বিরহিত—নিত্য প্রকাশ সম্পন্ন, এবং সর্ব পদার্থ-প্রতীতির
কারণীভূত অনুভবকে অভিব্যক্ত করে ; এ কথায় আত্মবিশিষ্ট পণ্ডিতেরা পরিহাস করিয়া
থাকেন ।

আরো এক কথা,—অহঙ্কার ও অনুভব পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব ; এই কারণে এবং
অনুভবের অনুভবাত্মনাশের সম্ভাবনায়ও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না । এইরূপ উক্তও
আছে যে,—‘স্বভাব-গত বিরোধবশতঃ অনুভবও অহঙ্কারের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায়
পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না । পরন্তু, যদি ব্যঙ্গ্য হয়, তবে ঘটাদির জ্ঞান
আত্মারও অনুভূতিত্ব হইতে পারে না ।’ স্বর্ঘোর-কিরণমণ্ডল যেমন করতলকে অভিব্যক্ত করিয়া
নিজেই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সংবিৎও অহঙ্কারকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেও
তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে । এ কথাও ভাল হয় না ; কারণ, সে স্থলেও সূর্য্যরশ্মি
করতলে প্রতিবিম্বিত হয় না ; কেবল, করতলে প্রতিহত কিরণসমূহই ইত্যন্ততঃ প্রসৃত হইয়া
সদৃশিক স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র । অতএব, কেবল কিরণের বিস্তৃতি ঘটায় বলিয়াই
করতলকে তাহার অভিব্যক্তির কারণ বলা যায় না ।

কিঞ্চ, অস্ত্র সংবিজ্ঞপস্ত্রান্নোহহঙ্কার-নির্বর্ত্যাভিব্যক্তিঃ কিংরূপা ? ন তাবদুৎপত্তিঃ, স্বতঃসিদ্ধতয়ানন্তোৎপাদ্যতাত্ত্ব্যপগমাৎ । নাপি (*) তৎ-প্রকাশনম্, তস্তা অনুভবাস্তুরানুভাব্যত্বাৎ । তত এব চ ন তদনুভবসাধ-নানুগ্রহঃ । স হি দ্বিধা, (+) জ্ঞেয়স্তেন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন বা, যথা জাতি-নিজমুখাদি-গ্রহণে, (‡) ব্যক্তি-দর্পণাদীনাং নয়নাদীন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন, বোদ্ধ-গত কল্মষাপনয়নেন বা, যথা পরতত্ত্বাববোধন-(§) সাধনস্ত শাস্ত্রস্ত শম-দমাদিনা । (¶) যথোক্তম্,—করণানামভূমিত্বান্ন তৎসম্বন্ধহেতুতেতি ॥ ৭০ ॥

অপিচ, এই যে জ্ঞানময় আত্মার অহঙ্কার দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, [বলা হইয়াছে,] সেই অভিব্যক্তিটা কি প্রকার?—উৎপত্তি বলিতে পার না; কারণ, জ্ঞান পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ (নিত্য), সূত্রাং অস্ত্র বস্তু হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না, এই কারণে পূর্বেই ইহা অস্বীকৃত হইয়াছে । [অভিব্যক্তির অর্থ—] প্রকাশনও বলা যাইতে পারে না, কারণ, অনুভূতি ত আর অনুভবাস্তুর দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হইতে পারে না । এই কারণেই জ্ঞানানুভবের সাধন বা উপায়ের প্রতি সাহায্য করাকেও অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে না । তাহাও [অনুভূতির সাধনবর্গের প্রতি সাহায্য] দুই প্রকার । এক,—জ্ঞেয়-পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সমুৎপাদন দ্বারা; যেমন,—মনুষ্যাদি জাতির প্রত্যক্ষ স্থলে জাতির সহিত চক্ষুঃসম্বন্ধ সম্পাদক মনুষ্যাদি ব্যক্তি । দ্বিতীয়,—জ্ঞাতার [হৃদয়-গত] পাপ বা দোষের অপনয়ন দ্বারা যেমন,—পরতত্ত্ব—পরমেশ্বরের বোধোপায় শাস্ত্রসদ্বন্ধে শম-দমাদি সাধন । (‡) অত্রোক্ত উক্ত আছে যে, ‘[তিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সূত্রাং ইন্দ্রিয়গণ তাহার সহিত সম্বন্ধের (প্রত্যক্ষের) কারণ নহে ॥’

(*) নাপি চেতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(+) সংবিদ্য জ্ঞেয়স্তেতি (গ) পাঠঃ । (‡) সুখাদের্গ্ৰহণে, ইতি (গ) পাঠঃ । § বোধস্ত শাস্ত্রস্তেতি (গ) পাঠঃ ।

(¶) শমদমাদীনামিতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য, আমরা যেমন মনুষ্যাদি ব্যক্তিকে দর্শন করি, সঙ্গে-সঙ্গে মনুষ্যাদি জাতিরও তেমনি প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু, রূপাদি-গুণ না থাকায় জাতির সহিত চক্ষুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটতে পারে না, এই কারণে জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ দ্বারাই জাতিরও চাক্ষুষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, এই হেতু ব্যক্তির জাতির সম্বন্ধ-সম্পাদক বলা হইয়াছে ।

আর, জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের তত্ত্ব বা স্বরূপ উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু, শাস্ত্র-বৃত্তান্ত ব্যক্তির হৃদয় পাপ বা অজ্ঞানে কলুষিত থাকিলে তাহাতে ঐ তত্ত্ব কখনই প্রতিভাত হয় না,—সংশয়িত বা বিপরীত বলিগাই ষনে হয় । অনন্তর, শম-দমাদি সাধন সমূহের উত্তমরূপে অনুশীলন দ্বারা হৃদয় পরিমার্জিত-বিপ্লব হইলে পর তাহাতে সেই পরতত্ত্ব সম্যক্ স্ফুর্তি পায় । এই কারণে, শম-দমাদি সাধনকে হৃদয়-গত দোষাপনয়ন দ্বারা শাস্ত্ররূপ সাধনের সাহায্যকারী বা অমুকুল বলা হইয়াছে ।

কিঞ্চ, অনুভূতের অনুভাব্যভূতপগমেহপ্যাহমর্থেন ন তদনুভব-সাধনানুগ্রহঃ
 ঘূচঃ ; স হি অনুভাব্যানুভবোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক-নিরসনে ভবেৎ, যথা
 রূপাদিগ্রহণোৎপত্তিবিরোধি-সম্ভবসনিরসনে চক্ষুষো দীপাদিনা । ন চেহ
 তথাবিধং নিরসনীয়ং সম্ভব্যতে । ন তাবৎ সংবিদাশ্রয়তং তজ্জ্ঞানোৎপত্তি-
 বিরোধি কিঞ্চিদপ্যহঙ্কারাপনেয়মস্তু । অস্তি হ্যজ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, অজ্ঞা-
 নস্যাহঙ্কারাপনোদ্যতানুভূতপগমাৎ ; জ্ঞানমেব হ্যজ্ঞানস্য নিবর্তকম্ । ন চ
 সংবিদাশ্রয়তমজ্ঞানস্য সম্ভবতি ; জ্ঞানসমানাশ্রয়ত্বাৎ তৎসমানবিষয়ত্বাচ্চ
 স্নাতৃভাব-বিষয়ভাববিরহিতে জ্ঞানমাত্রে সাক্ষিণি নাজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি ।
 যথা জ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসক্তিশূন্যত্বেন ঘটাদের্নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্, তথা জ্ঞানমাত্রেষ্পি
 স্নানাশ্রয়ত্বভাবেন নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং স্যাৎ ।

সংবিদোহ্যজ্ঞানাশ্রয়ত্বভূতপগমেহপ্যাত্মতয়াভূতপেতয়াস্তস্যা (*) জ্ঞান-
 বিষয়ত্বভাবেন জ্ঞানেন ন তদগতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ । জ্ঞানং হি স্ববিষয়-

আবো এক কথা,—অনুভবের অনুভাব্য (অনুভবান্তরের বিষয়তা) স্বীকার করিলেও
 মহৎ-পদার্থ দ্বারা যে, তদ্বিষয়ক অনুভব-সাধনের সাহায্য হয়, ইহা সহজে বলা যাইতে পারে না ;
 কারণ, অনুভবোৎপত্তিতে যে সকল প্রতিবন্ধক থাকে, কেবল তৎসমুদয়ের নিরাস বা অপসারণ
 দ্বারা সেই সাহায্য সম্পাদিত হইতে পারে, যেমন,—প্রদীপাদি আলোক রূপাদি-
 তাক্ষেব বিরোধী গাঢ় অন্ধকার নিবারণ দ্বারা চক্ষুর সাহায্য করে ; এখানে ত সে রূপ
 বাবণীয় কোনও বস্তু সম্ভাবিত বা দৃষ্ট হইতেছে না । স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে
 পানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক এমন কিছুই নাই, যাহা অহঙ্কার দ্বারা অপনীত হইতে পারে ।
 যে বল, অজ্ঞানই [জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক] আছে ? না,—এ কথা বলিতে পার না ;
 কারণ, একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক ; অহঙ্কারও যে, অজ্ঞানের নিবারণ, ইহা ত স্বীকার
 করা হয় না, এবং জ্ঞান কখনই অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
 আশ্রয় এবং বিষয় তুল্য বা সমান—অর্থাৎ জ্ঞানপদার্থ যদাশ্রিত ও যদ্বিষয়ক, অজ্ঞানও তদাশ্রিত
 তদ্বিষয়ক হইয়া থাকে । বস্তুতই স্নাতৃ ও বিষয়ভাব-বিরহিত, সাক্ষিস্বরূপ, শুদ্ধ জ্ঞানে
 কোনও অজ্ঞান থাকিতেই পারে না । জ্ঞানাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা-শূন্য ঘটাদি বস্তু যে রূপ
 জ্ঞানের আশ্রয় হয় না, তজ্জপ জ্ঞানাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা-রাহিত্য বশতঃ শুধু জ্ঞানও অজ্ঞানের
 আশ্রয় হইতে পারে না ।

সংক্ষেপে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সংক্ষেপেই যখন আত্মা বলিয়া
 কথন করা হইয়াছে, তখন সেই সংক্ষেপে কখনই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হইতে পারে না,

(*) সংজ্ঞানতি (গ) পাঠঃ ।

এবাজ্ঞানং নিবর্তয়তি, যথা রজ্জ্বাদৌ । অতো ন কেনাপি কদাচিৎ সংবিদা-
শ্রয়মজ্ঞানমুচ্ছিদ্যেত । অশ্রু চ সদসদনির্ব্বচনীয়শ্চাজ্ঞানশ্চ স্বরূপমেব
তুর্নিরূপমিত্যুপরিষ্টিদ্বক্ষ্যতে । জ্ঞানপ্রাগভাবরূপশ্চ চাজ্ঞানশ্চ জ্ঞানোৎপত্তি-
বিরোধিত্বাভাবেন ন তন্নিরসনেন তজ্জ্ঞান-সাধনানুগ্রহঃ । অতো ন কেনাপি
প্রকারেণাহঙ্কারেণানুভূতেরভিব্যক্তিঃ ॥৭১॥

ন চ স্বাশ্রয়তয়াভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ, প্রদীপাদিহ-
দর্শনাৎ, যথাবস্থিতপদার্থপ্রতীত্যনুগুণস্বাভাব্যাচ্চ জ্ঞান-তৎসাধনয়োরনু-
গ্রাহকশ্চ চ । তচ্চ স্বতঃপ্রামাণ্য-ন্যায়সিদ্ধম্ । ন চ দর্পণাদিমুখাদেবভি-
বঞ্জকঃ, অপি তু চাক্ষুষতেজঃ-প্রতিফলনরূপদোষহেতুঃ । তদোষকৃতশ্চ
তত্রানুথাবভাসঃ, অভিব্যঞ্জকস্ত আলোকাদিরেব । ন চেহ তথাহঙ্কারেণ সংবিদি

মুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই সংবিদাশ্রিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হইতে পারে না । [কেন না ;—]
জ্ঞান স্বীয় বিষয়গত অজ্ঞানই নিবারণ করিয়া থাকে ; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে হইয়া
থাকে । (*) । অতএব, [অজ্ঞানকে জ্ঞানাশ্রিত বলিলে] কখনও কোন উপায়ে জ্ঞানাশ্রিত
সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না । আর, সং বা অসংরূপে অনির্ব্বচনীয় (নিরূপণের
অযোগ্য) এই অজ্ঞানের স্বরূপই যে, নিরূপণ করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ ঈদৃশ অজ্ঞানের যে
আদৌ অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে । আর, অজ্ঞানকে জ্ঞানের
প্রাগভাব বলিলেও সে যখন জ্ঞানোৎপত্তির প্রাতবন্ধকই হয় না, তখন তাহার প্রত্যাখ্যানেও
জ্ঞানোৎপত্তির সাধনসমূহের দ্বারা কোনরূপ আনুকূল্যই হইতে পারে না । অতএব, কোন-
রূপেই অহঙ্কারকে অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে না ॥

৭২ । আর এ কথাও বলিতে পার না যে, অভিব্যঞ্জকনিচয়ের এইরূপই স্বভাব যে, তাহার
স্বীয় আশ্রয়ভূত পদার্থেরই অভিব্যক্তি করে । কারণ, প্রদীপাদি স্থলে সেরূপ স্বভাব দৃষ্ট
হয় না । বিশেষতঃ জ্ঞানও জ্ঞান-সাধনের অনুকূল বস্তু সমূহেরও স্বভাব এই যে, তাহার
যথাযথ বস্তুরই প্রতীতির সাহায্য করে, (কোনও কৃত্রিম উপায়ে প্রতীতির সাহায্য করে না) ।
প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য যুক্তিতেই এই নিয়ম ব্যবস্থিত হয় । আর, দর্পণাদিও যে, বস্তুরই

(*) তাৎপৰ্য্য, রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জু সত্য বস্তু, অজ্ঞান স্বীয়শক্তি-প্রভাবে তাহাতেই মিথ্যা বা অসত্য সর্পের দৃষ্ট
করিয়া দেয় । পরে যখনই সেই রজ্জুতে যথার্থ জ্ঞান (রজ্জুজ্ঞান) সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান তখনই স্বীয় বিষয়রূপ
কেবল রজ্জুগত অজ্ঞানকেই নিবারিত করে, কিন্তু, অশ্রু বস্তুতে যে অজ্ঞান আছে, তাহা নিবারিত করে না
করিতে পারে না । কারণ, জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে স্ব-বিষয়ে কখনই অজ্ঞানকে থাকিতে দেয় না, —বিদূষিত
করিয়া দেয় । জ্ঞানের আরো একটা স্বভাব এই যে, সে কখনই অজ্ঞান ভিন্ন অশ্রু পদার্থ অপনীত করিয়া
পারে না । অজ্ঞানেরও এইরূপ স্বভাব যে, সে জ্ঞান ভিন্ন অশ্রু কোন উপায়েই নিবৃত্ত হয় না । এই কারণে
তাবো উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানকে জ্ঞানগত বলিয়া স্বীকার করিলেও অহঙ্কার দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব ।

স্বপ্রকাশায়াং তাদৃশদোষাপাদনং সম্ভবতি । ব্যক্তেস্তু জাতিরাকারঃ, ইতি তদাশ্রয়তয়া প্রতীতিঃ; ন তু ব্যক্তি-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ । অতোহন্তঃকরণভূতাহঙ্কারস্থ-তয়া সংবিদুপলক্কের্বস্ততো দোষতো বা ন কিকিদিহ কারণমিতি নাহঙ্কারস্ত জাতৃত্বং, তথোপলক্কিৰ্বা । তস্মাৎ স্বত এব জাতৃত্বয়া সিধ্যম্হমর্থ এব প্রত্যগাত্মা—ন জপ্তিমাাত্রম্ । অহংভাববিগমে তু জ্ঞাপ্তোরপি ন প্রত্যক্ত-সিক্কিরিত্যুক্তম্ ।

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাত্মবাচ (*) অহমর্থস্য বিবিক্ত-ক্ষুটপ্রতিভাসাত্তাবেহ্যপ্রবোধাদ্ (+) অহমিত্যেকাকারোণাত্মনঃ ক্ষুরূপাৎ-স্বমুপ্তাবপি নাহংভাববিগমঃ । ভবদভিমতায়ানুভূতেরপি তথৈব প্রাথ্যেতি বক্তব্যম্ । ন হি স্পোথিতঃ কশ্চিদহংভাব-বিযুক্তার্থান্তর-প্রত্যনীকাকারাজপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিতয়াবতিষ্ঠে, (‡) ইত্যে বংবিধাং স্বাপসমকালানুভূতিং পরামুশতি । এবং হি (§) স্পোথিতস্ত পরামর্শঃ—“স্বথমহমস্বাপসম”

মুখাদির অভিব্যঞ্জক, তাহা নহে; পরন্তু, দর্পণে চাক্ষুষ-তেজের প্রতিফলনরূপ দোষই সেই অভিব্যক্তির কারণ; সেই দোষের ফলেই দর্পণাদিতে (মুখাদির) বিপরীত ভাবে দর্শন ঘটে । বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের সহায় আলোকাদিই সেখানে অভিব্যঞ্জক বা অভিব্যক্তির কারণ,—দর্পণাদি নহে । এখানে স্বপ্রকাশজ্ঞানে ত আর অহঙ্কার দ্বারা তাদৃশদোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে না । [সাধারণতঃ] জ্ঞাতি বা আকার ব্যক্তি-সমাপ্রিত এই কারণেই তদাপ্রিতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু, ব্যক্তির অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া নহে । অতএব, জ্ঞানের অহঙ্কারাপ্রিতত্ব-প্রতীতির পক্ষে বস্তু-সিদ্ধ বা দোষকৃত কোনই কারণ নাই; সুতরাং অহঙ্কারের জাতৃত্বও নাই এবং তাদৃশ উপলক্ষি বা প্রতীতিও দেখা যায় না । অতএব, স্বভাবতই জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ যে অহং-পদার্থ, তাহাই আত্মা, - শুধু জ্ঞানমাত্র নহে । আর, অহংভাবের অভাবে যে, জ্ঞানেরও আত্মত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

স্বমুপ্তিকালে তমোগুণে অভিভূত হওয়ার এবং কোন বাহ্য-পদার্থেরও প্রতীতি না থাকার যদিও তৎকালে অহংভাবের বিপ্লব প্রতীতি থাকে না, সত্য, তথাপি তাহার একেবারে বিশেষণ ঘটে না; কারণ, প্রবোধ বা জাগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তখনও ‘অহং’ (আমি) ইত্যাকার আত্মক্ষুণ্ণি বিদ্যমানই থাকে । আর, তোমাকেও তোমার (আত্মারূপে স্বীকৃত) অমুভূতির ঐরূপই ক্ষুরণ স্বীকার করিতে হইবে । কোন লোকই স্পোথিত হইয়া অর্থাৎ স্বমুপ্তি-ভঙ্গের পর ঐরূপ মনে করে না যে, ‘অহঙ্কার ও পদার্থান্তর-সম্বন্ধ রহিত, অর্থাৎ জাতৃ-জ্ঞেয়াদি

(*) আগর্থানুভবাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) প্রতিবোধাত্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অবতিষ্ঠতে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) এবং তর্হি ইতি (ক) পাঠঃ ।

ইতি । অনেন (*) প্রত্যবমর্শেন তদানীমপ্যহমর্থশ্চৈবাত্মনঃ স্থখিত্বং জ্ঞাত্বং চ জ্ঞায়তে ॥৭২॥

ন চ বাচ্যম্, যথেন্দানীং স্থখং ভবতি ; তথা তদানীমস্বাপ্নমিত্যেবা প্রতি-
পত্তিরিতি ; অতঃপত্নাৎ প্রতিপত্তেঃ । ন চাহমর্থস্তাত্মনোহস্থিরত্বেন তদানী-
মহমর্থস্তা স্থখিত্বানুসন্ধানানুপপত্তিঃ ; যতঃ স্বযুপ্তিদশায়াঃ প্রাগনুভূতং বস্তু
স্মৃশ্তোপস্থিতো ‘ময়েদং কৃতং’ ‘ময়েদমনুভূতম্’ ‘অহমেবেদমবোচম্’ (+) ইতি
পরামৃশতি । (‡) ‘এতাবন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষ্যম্’ (§) ইতি চ
পরামৃশতীতি চেৎ ; ততঃ কিম্ ? “ন কিঞ্চিদ্” ইতি কৃত্বপ্রতিষেধ ইতি চেৎ ;

সর্গবিধ বিশেষভাবে বিরহিত জ্ঞান স্বরূপ আমি স্মৃপ্তিকালে অজ্ঞানেব সাংস্করণে অবস্থান
করিতেছিলাম।’ পরন্তু, ‘আমি স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম’, এইরূপে নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির
পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে । নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির এই পরামর্শ অনুসারেই জ্ঞান বাস্যৎ,
তৎকালেও অহং-পদার্থ আত্মার জ্ঞান ও স্থখ বিদ্যমানই ছিল ॥ (*)

৭৩ ॥ এ কথাও বলিতে পার না যে, (‘স্বপ্নমহমস্বাপ্নম্’ স্থলে যে জ্ঞান হয়, তাহা), এখন
অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যাহাতে স্থখ-বোধ হইতে পারে, এরূপ ভাবে তখন নিদ্রা
গিয়াছিলাম, ইত্যাকার অনুভূতি মাত্র [স্মৃতি নহে] । তাহার কারণ এই যে, অনুভূতির স্বরূপ
ওরূপ নহে, (পরন্তু উহা স্মরণেরই সুরূপ) । অহং-পদার্থ আত্মা যখন অস্থির বা ক্ষণভঙ্গুর, তখন
নিদ্রাভঙ্গের পর অহং-পদার্থ—আত্মার আর স্থখাদি স্মৃতি হয় কিরূপে ? এ কথাও বলিতে পার
না । কারণ, স্মৃশ্তোপস্থিত ব্যক্তি স্বযুপ্তির পূর্বে যে সমস্ত বস্তু অনুভব করিয়াছিল, তাহাও ত
‘আমি ইহা করিয়াছি, আমি ইহা অনুভব করিয়াছি, আমি ইহা বলিয়াছি,’ এইরূপে স্মরণ
করিয়া থাকে, [অতএব, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর নহে] । যদি বল, ‘আমি এত কাল (স্বযুপ্তিদশায়)
কিছুই জানিতে পারি নাই’, [স্মৃশ্তোপস্থিত ব্যক্তির] এরূপও ত পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া
থাকে ? [ইহা ওরূপ হয়,] তাহাতে কি হইল ? যদি বল ‘কিছুই জানি নাই’ বলায় সমস্ত

(*) অনেনৈব’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অহমেবেদবোচম্’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) এবমেতাবন্তম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) অজ্ঞাসিষ্যমেব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(*) তাৎপর্য, —শাক্তরমতে আত্মা চেতন জ্ঞানময়, এবং ‘অহং’পদার্থ অহঙ্কার অনাত্মা—জড় বস্তু
স্মৃপ্তিকালে শুধু জ্ঞানরূপী আত্মা তাৎকালিক অজ্ঞান বা মোহের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকে, অহংকার বিদ্যে
হইয়া যায় । এই কারণেই তৎকালে ‘আমি’র স্মরণ হয় না । রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা ঠিক নহে
‘অহং’ ও আত্মা একই পদার্থ, স্বযুপ্তি কালে তমোগুণ প্রবল হইয়া অহংভাবেকে আবৃত করিয়া রাখে ।
দ্বিতীয়তঃ, তখন এমন কোন বাহ্য পদার্থেরও অনুভূতি থাকে না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্পষ্টরূপে ‘আমি’র
(অহংভাবের) স্মরণ হইবে । পরন্তু, স্বযুপ্তি ব্যক্তি জাগরিত হইয়া যখন, ‘আমি স্থখে শয়ন করিয়াছিলাম’
বলিয়া আমি-সংবলিত সৌষুপ্ত স্থবের স্মরণ করিয়া থাকে ; তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, স্বযুপ্তি-কালে
স্থবের স্মরণ আমি-সংবলিত সৌষুপ্ত স্থবের স্মরণ করিয়া থাকে ; তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, স্বযুপ্তি-কালে
স্থবের স্মরণ আমি-সংবলিত সৌষুপ্ত স্থবের স্মরণ করিয়া থাকে, নচেৎ অনুভূত অহংভাবের কখনও স্মৃতি হইতে পারিত না ।

ন, 'নাহমবেদিষম্' (*) ইতি বেদিতুরহমর্থশ্চৈবানুরূপে ; বেদ্য-
বিষয়ো হি স প্রতিষেধঃ । (†) 'ন কিঞ্চিদ্' ইতি নিষেধস্ত কৃত্ত্ববিষয়স্তে
ভবদভিমতানুভূতিরপি প্রতিসিদ্ধা স্যাৎ । স্মৃপ্তিসময়েহপ্যনুসন্ধীয়মান-
মহমর্থমাত্মনং জ্ঞাতারম্ 'অহম্' ইতি পরামৃশ্য 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইতি
বেদনে তস্য প্রতিষিধ্যামানে তস্মিন্ কালে প্রতিষিধ্যমানীয়া বিত্তে সিদ্ধ-
মনুবর্তমানস্য জ্ঞাতুরহমর্থস্য চাসিদ্ধিমনেনৈব 'ন কিঞ্চিদহমবেদিষম্' ইতি
পরামর্শেন সাধয়ন্তুমিমমর্থং দেবানামেব সাধয়তু (‡) ।

'মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যহমর্থশ্চাপি তদানীমননুসন্ধানং প্রতীয়তে
ইতি চেৎ ; স্বানুভব-স্ববচনয়োর্বিবরোধমপি ন জানন্তি ভবন্তঃ । 'অহং মাং

জ্ঞানবই প্রতিষেধ করা হইল ? না,—সমস্ত জ্ঞানেব প্রতিষেধ করা হইল না ; কারণ, 'আমি
জানি নাই' বলায় জ্ঞাতা—অহং-পদাখেরইত অনুবৃত্তি রহিয়াছে । অতএব, উক্ত
প্রতিষেধ কেবল বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু-বিষয়েই হইয়া থাকে—সর্ববিষয়ে নহে । সর্ববিষয়ের
প্রতিষেধ হইলে তোমার (শঙ্করের) অভিমত অনুভূতিরও প্রতিষেধ হইয়া পড়ে । প্রথমতঃ
স্মৃপ্তিকালীন জ্ঞাতা আত্মাকে 'অহং'-পদে 'আমি' বলিয়া উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ 'ন
কিঞ্চিৎ' পদে যদি সেই বিজ্ঞাতা আত্মাবই জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে
তোমার মতই প্রত্যাখ্যাত জ্ঞানের অনুরূপ অর্থাৎ অনুভূতস্বরূপ আত্মারও 'ন কিঞ্চিৎ'
বণায় প্রতিষেধ করা হইয়া পড়ে । সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত সাধন দেবতাগণের নিকটই শোভা
পাইতে পারে । [কারণ, তাহারা ত আর এ কথার প্রতিবাদ করিবেন না] ॥ (§)

যদি বল, 'স্মৃপ্তি সময়ে আমাকেও আমি জানি নাই' বলায় তৎকালে অহংপদার্থ—আত্মারও
অনুসন্ধান বা প্রতীতির অভাব বুঝা যায় ? [না, এ কথা বলিলে যে,] নিজেরই উক্তিও অনুভবের

(*) অহমবেদিষম্' ইতি (ক, খ, পাঠঃ ।

(.) বেদনবিষয়োহপি সংপ্রতি নিষিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) দেবানামেব প্রিয়ঃ সাধয়তু' ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য, —সাধারণতঃ নিম্নোক্তি ব্যক্তি এরূপ মনে করিয়া থাকে যে, 'স্মৃপ্তিকালে আমি ছিলাম,
কিন্তু কিছু জানিতে পারি নাই, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব ঠিকই ছিল, কেবল কোন বিষয়ে জ্ঞান ছিল না মাত্র ।'
এমন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, স্মৃপ্তি-সময়ে কেবল জ্ঞানেরই অভাব ঘটে, আত্মার সত্তা
অক্ষুণ্ণ থাকে । জ্ঞান ও আত্মা যদি এক—অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্তি ব্যক্তির এরূপ প্রতীতি
বিসঙ্গত হইয়া পড়ে । কেন না, জ্ঞান ও আত্মা যখন একই পদার্থ, তখন জ্ঞানের অভাবে কখনই আত্মার
অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না । কাজেই বলিতে হয় যে, যাহারা প্রথমে জ্ঞান ও আত্মার একত্ব স্বীকার
করিয়া পুনরায় সেই জ্ঞানের অভাবও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; তাহাদের তাদৃশ স্বীকারোক্তি দেব-
বিশ্বের নিকটই শোভা পাইতে পারে । কারণ, তাহারা ত কোন কথারই প্রতিবাদ করিবেন না । পরন্তু,
পতিতরা এরূপ কথা অন্যদরে উপেক্ষা করিয়া থাকেন ।

ন জ্ঞাতবান্' ইতি হনুভব-বচনে । 'মাম্' ইতি কিং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ ; সাধু পৃষ্ঠং ভবতা (*) । তদুচ্যতে, অহমর্থস্য জ্ঞাতুরনুর্তেন স্বরূপং নিষিধ্যতে; অপি তু প্রবোধসময়ে হনুসন্ধীয়মানস্তাহমর্থস্য বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টতা । 'অহং মাং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যুক্তেৰ্বিষয়ো বিবেচনীয়ঃ । জাগরিতাবস্থানুসংহিত-জাত্যাদিবিশিষ্টোহস্মদর্থো 'মাম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ । স্বাপাবস্থা-(+) প্রসিক্কো-হবিশদস্থানুভবৈকতানশ্চাহমর্থঃ 'অহম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ । অত্র স্ত্রেণোহহম্, ঈদৃশোহহমিতি চ, মামপি ন জ্ঞাতবানহমিত্যেব খল্বনুভবপ্রকারঃ ॥৭৩॥

কিঞ্চ, সুষুপ্তাবস্থা অজ্ঞানসাক্ষিত্বেনাস্তে, ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া । সাক্ষিত্বঞ্চ সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব, ন হজ্ঞানতঃ সাক্ষিত্বম্ । জ্ঞাতৈব লোক-বেদয়োঃ সাক্ষীতি ব্যপদিশ্যতে, ন জ্ঞানমাত্রম্ । স্মরতি চ ভগবান্ পাণিনিঃ "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" [অফ্টা০, ৫।২।৯১] ইতি সাক্ষাৎ জ্ঞাতর্যেব সাক্ষি-

সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও আপনারা বুঝিতে পারেন না! 'আমি আমাকে জানি নাই,' এইরূপই অনুভব ও তদভিযাজক উক্তি হইয়া থাকে, [স্মৃতরাং অহংপদার্থ আত্মা না থাকিলে 'জানি নাই' বলিয়া অনুভব করিবে কে ?] । যদি বল, [অহংপদার্থ আত্মা যদি বিস্তৃমানই রহিল, তবে] 'ন মাম্' (আমাকে জানি নাই) বলিয়া কাহার নিষেধ করা হয়? আপনি বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর বলা যাইতেছে;—অহংপদার্থ জ্ঞাতার তৎকালেও অনুবৃত্তি বা সম্বন্ধ থাকে; স্মৃতরাং সুষুপ্তিদশায় তাহার স্বরূপতঃ প্রতিষেধ হয় না, পরন্তু জাগ্রৎসময়ে বর্ণাশ্রমাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রতীতি থাকে, সুষুপ্তি সময়ে কেবল সেই সকল ধর্মেরই অভাব হয়, তাহাই নিদ্রোখিত বাজির 'আমি আমাকে জানি নাই' এই উক্তির বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে,—জাগরিতা-বস্থায় অনুভূত যে জ্ঞাতি প্রভৃতি ধর্ম সংযুক্ত অহং-পদার্থ আত্মা, তাহাই "মাম্" (আমাকে) এই অংশের বিষয় । আর, স্বপ্নাবস্থায় প্রসিক্ক যে অফ্ট—অনুভব মাত্র-গম্য অহং-পদার্থ, তাহাই "অহং" (আমি) এই প্রতীতি-ভাগের বিষয় । এ বিষয়ে, 'আমি সুষুপ্ত, আমি এই প্রকার,' এবং 'আমি আমাকেও জানি নাই,' এইরূপই অনুভবের প্রণালী দৃষ্ট হয় ॥

৭৪ ॥ অপিচ; আত্মা সুষুপ্তি সময়ে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করে; ইহাই তোমার অভিমত সিদ্ধান্ত । সাক্ষিত্ব অর্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতৃত্ব বা জানা; যে জানে না, তাহার সাক্ষিত্ব হয় না বা হইতে পারে না; কি লোক ব্যবহার, কি বেদ, সর্বত্র জ্ঞাতাই সাক্ষি-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে,—কেবল জ্ঞানকে সাক্ষী বলা হয় না । ভগবান্ পাণিনিও "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্", এই সূত্রে সাক্ষাৎ দ্রষ্টারই সাক্ষিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন ।

(*) 'দগা' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) স্বাপাবস্থাপ্রসিক্কাবিশদ' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ । স্বাপাবস্থাপ্রসিক্কাবিশদ' ইতি চ কচিং পাঠঃ ।

শব্দম্(*)। স চায়ং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়মানোহস্মদর্থ এবেতি কুতস্তদানী-
মহমর্থো ন প্রতীয়তে। আত্মনে (+) স্বয়মবভাসমানোহহমিত্যেবাবভাসতে,
ইতি স্বাপাদ্যবস্থাষ্প্যাত্মা প্রকাশমানোহহমিত্যেবাবভাসতে ইতি সিদ্ধম্।

যত্নু, মোক্ষদশায়ামহমর্থো নানুবর্ততে ইতি ; তদপেশ্যম্। তথা
সত্যাত্মনাশ এবাপবর্গঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিজ্ঞাতঃ স্যাৎ। ন চাহমর্থো
ধর্ম্মমাত্রম্ ; যেন তদ্বিগমেহপ্যবিদ্যানিবৃত্তাবিব স্বরূপমবতিষ্ঠেত ; প্রত্যুত
স্বরূপমেবাহমর্থ (‡) আত্মনঃ। জ্ঞানস্ত তস্মৈ ধর্ম্মঃ, ‘অহং জানামি, জ্ঞানং
মে জাতম্’ ইতি চাহমর্থ-ধর্ম্মতয়া জ্ঞানপ্রতীতেরেব।

অপি চ, যঃ পরমার্থতো ভ্রান্ত্যা বা আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখৈর্দুঃখিতয়াত্মান-

‘আমি জানি’ এইরূপ প্রতীতি-গম্য সেই সাক্ষী নিশ্চয়ই অস্বং-পদার্থ (আত্মা) ভিন্ন কেহ নহে।
অতএব, স্মৃষ্টিকালে অস্বংপদার্থ আত্মা প্রতীত না হইবে কেন?—নিশ্চয়ই প্রতীত হয়।
আত্মা যখন স্বার্থে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে ‘অহং’-রূপেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ;
অতএব, স্মৃষ্টি প্রভৃতি দশায় প্রকাশমান আত্মা যে, ‘অহং’-রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে,
ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

[তাহাদের মতে] মোক্ষ দশায় যে, অহং প্রতীতির অস্মৃষ্টি থাকে না, বলা হইয়া থাকে,
তাহাও ভাল কথা নহে। কারণ, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আত্মবিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া
স্বীকার করা হইয়া পড়ে। (§) আর অহংপদার্থটি আত্মার কোনরূপ ধর্ম্মমাত্রও নহে যে,
অবিচার ছাড়া অহংভাবেই অপগমেও আত্মার শুদ্ধ স্বরূপটি বর্তমান থাকিবে? পরন্তু,
অহংপদার্থই আত্মার স্বরূপ। ‘আমি জানি, আমার জ্ঞান হইয়াছে’, ইত্যাদি হলে আত্মার
ধর্ম বা গুণরূপে জ্ঞানেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং জ্ঞানকেই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে
হইবে, (অহংপদার্থকে নহে)।

অপিচ ; বাস্তবিকই হউক আর ভ্রান্তিবশতই হউক, যে লোক আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ে

(*) শব্দ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) আত্মনা ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) স্বরূপমেবাহংপদার্থ ইতি কচিং পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—শাক্তমতে অহংপদার্থ বস্তুতঃ আত্মা হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে ‘আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহী,
আমি বিদ্বান্’ ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান বর্ণাশ্রমাদি বিশিষ্ট অহং-পদার্থটি প্রকৃত আত্মা নহে, ইহা বুদ্ধি বা
অহংকার-সম্মিলিত অধ্যাত্ম আত্মা। মোক্ষদশায় আত্মা থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধি-ধর্ম্ম অহংভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়।
ভাষ্যকার উল্লিখিত অস্তান্ত অংশ বাদ দিয়া কেবল ‘আত্মা ও অহংপদার্থ এক’, এই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া
বলিতেছেন যে, মোক্ষদশায় যদি ‘অহংভাব’ বা আমিবুদ্ধি না থাকে—বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে
কলে-কলে আত্ম-বিনাশই মোক্ষের চরম কল হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ কেহই কোন অবস্থায়ই আত্মসংসার কাননা
করে না, সুতরাং এ পক্ষে মোক্ষ একেবারেই অপ্রার্থনীয় হইয়া পড়ে।

মনুসম্মতে ‘অহং দুঃখী’ ইতি, সর্বমেতদুঃখজাতমপুনর্ভবমপোহ কথমহ-
মনাকুলঃ স্বস্তো ভবেয়মিত্যুৎপন্নমোক্ষরাগঃ স এব তৎসাধনে প্রবর্ততে । স
সাধনানুষ্ঠানেন যদ্যহমেব ন ভবিষ্যামীত্যবগচ্ছেৎ ; অপসর্পেদেবাসৌ মোক্ষ-
কথা প্রস্তাবাৎ । ততশ্চাধিকারি-বিরহাদেব সর্বং মোক্ষশাস্ত্রমপ্রমাণং স্তাৎ ।

অহমুপলক্ষিতং প্রকাশমাত্রমপবর্গে (*) হবতিষ্ঠতে, ইতি চেৎ ;
কিমেন ? ময়ি বিনষ্টেহপি কিমপি প্রকাশমাত্রমবতিষ্ঠতে ইতি মত্তা ন
হি কশ্চিদ্বুদ্ধিপূর্বমধিকারী প্রযততে । অতোহহমর্থস্বৈব জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যতঃ
প্রত্যগাত্মত্বম্ । স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে, স্বস্মৈ
প্রকাশমানত্বাৎ ; যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্বঃ ‘অহম্’ ইত্যেব
প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদি-সম্মতঃ (†) সংসার্যাত্মা ।

কাতর হইয়া আপনাকে ‘দুঃখী’ বলিয়া অনুভব করে, সেই লোকই, ‘পুনর্বার আর যাহাতে
দুঃখ না হইতে পারে, কি উপায়ে একপ ভাবে দুঃখ ধ্বংস করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি,’
এইরূপে ভাবিত হইয়া প্রথমে মোক্ষ বিষয়ে অনুরাগী হয়, অনন্তর তাহার উপায়-লাভে প্রবৃত্ত
হয় । সে যদি বুঝিতে পারে যে, এই মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া
যাইবে, তাহা হইলে সেই লোক ত মোক্ষের কথা-শ্রবণ হইতেও দূরে পলায়ন করিবে ।
[কারণ, কেহই আত্ম-নাশের ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না ।] তাহা হইলেই ফলে-ফলে আর
কেহই মোক্ষ লাভের অধিকারী থাকে না, অধিকারীর অভাবে মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র
শুলিও অপ্রমাণ বা অনর্থক হইয়া যাইতে পারে ।

যদি বল, মোক্ষদশায় [অহঙ্কার বিনষ্ট হইলেও] অহঙ্কারোপলক্ষিত (‡) কেবল
আত্ম-প্রকাশ বিজ্ঞান থাকে । ইহাতেই বা কি হইল ?—‘আমি (মুক্তপুরুষ) বিনষ্ট
হইলেও আমার কেবল প্রকাশমাত্র (চিৎস্বরূপ) বিজ্ঞান থাকে ; ইহা জানিয়া কোন
অধিকারীই বুদ্ধি-পূর্বক প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না । অতএব, জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ
অহং-পদার্থই আত্মা, সেই আত্মা মুক্তিদশায়ও ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । কারণ,
তখন আত্মা স্বয়ং স্বার্থেই প্রকাশ পায়—পরার্থে নহে । যে যে বস্তু স্বার্থে প্রকাশমান হয়,
সে সকল ‘অহং’ আকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; যথা—(উদাহরণ) অহংরূপে প্রকাশমান
উভয়বাদিসম্মত সংসারী আত্মা, অর্থাৎ আত্মা যে সংসারদশায় অহংআকারে প্রকাশ পায়, ইহা

(*) অপবর্গোহবতিষ্ঠতে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) সিদ্ধঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) বিশেষণ বা ধর্ম দুই প্রকার, এক বিশিষ্ট, অপর উপলক্ষণ । বিশিষ্ট বিশেষণটির ব্যবহার-কালে
বর্তমান থাকা আবশ্যক, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণের সেরূপ নিয়ম নাই, পূর্বে কোন এক সময়ে থাকিলেই হয় ।
যেমন, নীল পদ্ম ; এখানে নীল গুণ ও পদ্মের ব্যবহার কালে সম্বন্ধ থাকে । এই কারণে উহা বিশিষ্ট
বিশেষণ । আর পদ্ম পুরুষ’ দর্শন কর । এখানে পদ্ম না থাকিলেও এরূপ বলা হয়, এই কারণে পদ্মকে
উপলক্ষণ বিশেষণ বলে ।

যঃ পুনরহমিতি ন চকার্ত্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে ; যথা ঘটাদিঃ, স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা ; স তস্মাদ্ ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে (৯) ।

ন চ ‘অহম্’ ইতি প্রকাশমানত্বেন তস্মাজ্জত্ব-সংসারিত্বাদিপ্রসঙ্গঃ ; মোক্ষ-বিরোধাদজ্জত্বাদ্যেহেতুত্বাচ্চাহংপ্রত্যয়স্তু । অজ্ঞানং নাম স্বরূপাজ্ঞানমন্যথাজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানং বা । ‘অহম্’ ইত্যেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি স্বরূপজ্ঞানরূপোহহং-প্রত্যয়ো নাজ্জত্বমাপাদয়তি, কুতঃ সংসারিত্বম্? অপি তু তদ্বিরোধিত্বান্মাশয়-ত্যেব । ব্রহ্মাত্মভাবাপরোক্ষ্য-নির্দ্বীনরবশেষাবিদ্যানামপি বামদেবাদীনা-মহমিত্যেবাত্মানুভবদর্শনাচ্চ । শ্রীয়েতে হি—“তদ্বৈততং পশুন্ স্বাষির্বামদেবঃ

বাদি-প্রতিবাদী—উভয়সম্মত । পরন্তু, বাহ্য অহং-আকারে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনই স্বয়ং বা স্বার্থে প্রকাশমানও হয় না ; যেমন ঘটাদি (জড় বস্তু) । অথচ, এই মুক্তাত্মা স্বার্থে বা স্বয়ংই প্রকাশমান থাকে ; এই কারণে সে ‘অহং-রূপেই প্রকাশিত হয় । (১)

তাহার পর ‘অহং’রূপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই যে, তাহার অজ্ঞত্ব এবং সংসারিত্বাদি ধর্ম ও সম্ভাবিত হইবে, এ কথা বলা যায় না ; কারণ, মোক্ষাবস্থাটী অজ্ঞত্বাদি ধর্মের বিরোধী ; অধি-কৃত্ত, অহংপ্রত্যয় বা আমি-ত্ব-বুদ্ধিও অজ্ঞত্বাদি-ধর্মের কারণ নহে, (যে, অহংপ্রত্যয় থাকায় অজ্ঞত্বাদি-ধর্মকেও থাকিতেই হইবে । সুতরাং মোক্ষাবস্থায় অজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্মের সম্ভাবনা হইতেই পারে না) । অজ্ঞান অর্থ—স্বরূপাজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ না জানা, আত্মাকে অশুপ্রকারে জানা, অথবা বিপরীতজ্ঞান,—অর্থাৎ আত্মা যেরূপ নহে, সেইরূপে তাহাকে জানা । ‘অহং’ই যখন আত্মার স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপ-জ্ঞান—‘অহং’প্রত্যয় কখনই আত্মার অজ্ঞত্ব সম্পাদন করিতে পারে না ; সুতরাং সংসারিত্বও সম্পাদন করিতে পারে না ; পরন্তু, সেই অহং-প্রত্যয়ই স্বাবিরোধী অজ্ঞত্ব ও সংসারিত্ব ধর্ম বিধ্বস্ত করিয়া দেয় । বিশেষতঃ, ব্রহ্মাত্ম-ভাবের সাক্ষ্যকার দ্বারা বাহ্যদের অবিদ্যা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, সেই বামদেব প্রভৃতিরও ‘অহং’

(*) ‘যো যঃ’ ইত্যারভ্য ‘প্রকাশতে’ ইত্যন্তঃ সম্যভঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(১) তাৎপর্য্য,—ভা.যা “স চ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার ‘অহং’ রূপে প্রকাশের অমুকূলে একটী অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে । সাধারণতঃ অনুমানে এই কর্তী বিষয় থাকি আবশ্যক । (১) প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যাননির্দেশ, অর্থাৎ যে বিষয়টী প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা । (২) হেতু, বাহ্য দ্বারা সাধ্য বিষয়টী প্রমাণিত হয় । (৩) উদাহরণ বা অনুরূপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত । (৪) উপনয়, অভিমত হেতু ও সাধ্যের একত্র সমাবেশ প্রদর্শন । (৫) নিগমন,—হেতুপ্রদর্শন পূর্বক পুনর্বীর সাধ্যের নির্দেশ করা । পূর্বোক্ত হেতু আবার দুই প্রকার,—অস্বয়ী ও ব্যাভ্যবেকী । বিধিমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা অস্বয়ী, আর নিষেধ বা অভাবমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা ব্যাভ্যবেকী । উদাঃ, এখানে ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে ।” এটি প্রতিজ্ঞা । “স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ” হেতু । “যথা—ঘটাদিঃ” দৃষ্টান্ত । “স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা” এইটী উপনয় । “স তস্মাদ্” ইত্যাদি বাক্য নিগমন । আর, “যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্বোহহমিত্যেব প্রকাশতে,” এইটী অবয়ব্যাপ্তি । এবং “যঃ পুনরহমিতি ন চকার্ত্তি” ইত্যাদি বাক্য ব্যাভ্যবেকী ব্যাপ্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

প্রতিপেদে—“অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” [বৃহদা০, ৩।৪।১০] ইতি ।
 “অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্তামি চ ভবিষ্যামি”, (*) [অথর্ব-শিখা০, ১]
 ইত্যাদি । সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছন্দ-প্রত্যয়মাত্রভাজঃ (†) পরস্ম
 ব্রক্ষণো ব্যবহারোহপ্যেবমেব, —“হন্তাহমিমান্সিত্রো দেবতাঃ”, [ছান্দো০,
 ৬।৩।২।]। “বহু স্ম্যং প্রজায়েয়,” [তৈত্তি০, ৬।২]। “স ঐক্ষত
 লোকান্ নু সৃজৈ” [ঐত০, ১।১।১] ইতি ।

তথা,—“যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (‡) ॥”

“অহমাত্মা গুড়াকেশ” । “ন হেবাং জাতু নাসম্ ।”

“অহং কৃৎস্মস্ম জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।”

“অহং সর্বস্ম প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥”

“তেষামহং সমুদ্ধর্তী মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ ।”

রূপেই আত্মানুভব দৃষ্ট হয়। শোনা যায়,—‘বামদেব ঋষি সেই এই তত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া বুঝিয়া-
 ছিলেন যে,—‘আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম, এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আমিই থাকিব’,
 ইত্যাদি । অপর সর্ববিধ অজ্ঞান-বিরোধী এবং কেবল ‘সৎ’-শব্দ ও ‘সৎ’-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম
 সম্বন্ধে ব্যবহারও এই প্রকারই,—‘আমি তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতা-(ভূত-)
 ত্রয়কে [*** নাম ও রূপাকারে অভিযুক্ত করিব] । [আমি] বহু হইব, জন্মিব ।’ ‘তিনি
 আলোচনা করিয়াছিলেন যে, লোকসকল সৃষ্টি করিব’ ।

৯। ‘যেহেতু, আমি ক্ষরের (সর্বভূতের) অতীত এবং অক্ষর (কুটস্থ) হইতেও উত্তম,
 এই হেতুই আমি লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ ।’ ‘হে গুড়াকেশ (নিদ্রাজগি--
 অর্জুন!) আমিই আত্মা ।’ ‘আমি যে, কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই
 ছিলাম ।’ ‘আমিই সমস্ত জগতের প্রভব (উৎপত্তি-কারণ) ও প্রলয় (বিলয়স্থান) । আমিই
 সকলের উৎপত্তি-নিদান, এবং আত্মা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয় ।’ ‘আমি তাহাদিগকে মৃত্যুময়

(*) ‘অহমেব চ সংবর্তামি, ভবিষ্যামি’ ইত্যোং (ক, খ, গ) চিহ্নিতপুস্তকদ্বয়ঃ পাঠস্ত মূলশ্রুতি-
 বিরুদ্ধত্বাদ্বেপিকিতঃ, (ঘ) চিহ্নিত-পুস্তকদ্বয়ঃ পাঠ এব পরিগৃহ্যতঃ ।

(†) তাৎপর্য্য, সৎ-শব্দস্য, ‘সৎ’ ইতি প্রত্যয়স্ত চ বিষয়ভূতত্বোক্ত্যর্থঃ ; ‘মাত্র’ প্রত্যয়েন পরভবিকস্ত নাম-
 রূপসম্বন্ধনিবৃত্তিঃ ; ততশ্চ অহংকারদ্বয়েঃ প্রাগপি ‘অহং’ প্রত্যয়ঃ সৃচিতঃ । ‘অহং’ প্রত্যয়ক্ষুটীকরণায় ‘অহং
 ইবাঃ’ ইতি বাক্যং প্রথমমুদাহৃতম্ । “বহু স্ম্যং” ইত্যত্র “অস্মদ্রোত্তমঃ” ইত্যনুশাসনবলান্ ‘অহং’ প্রত্য-
 লক্ষ্যঃ । বহু উপনিষৎস্ব ঐশ্বর্য্যং প্রত্যয়জ্ঞাপনার্থং “স ঐক্ষত” ইত্যাদিবা-ক্যোপজ্ঞাসঃ । ইতিশ্রুত প্রকাশিত্বাৎ ।

(‡) এতদ্ব্যং (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নাস্তি । (ঙ) চিহ্নিতপুস্তকে তু অত্রৈব ‘যো নামেবমসংমুদো জ্ঞানাতি
 পুরুষোত্তমঃ । স সর্ববিভক্তিত্বাৎ’ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে ।

“অহং বীজপ্রদঃ পিতা ।” “বেদাহং সমভীতানি ।” [গীতা, যথাক্রমং ১৫, ১৮। ১০, ২০। ২, ১২। ৭, ৬। ১০, ৮। ১২, ৭। ১৪, ৪। ৭, ২৬।] ইত্যাদিষু ॥ ৭৪ ॥

যদ্যহমিত্যেবাত্মনঃ স্বরূপম্ ; কথং তদ্বহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে ?—“মহাভূতান্বহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ” ইতি । [গীতা, ৭। ১০]

উচ্যতে,—স্বরূপোপদেশেষু সর্বেষ্বহমিত্যেবোপদেশাং তথৈবাত্মস্বরূপ-
(*) প্রতিপাত্তেচাহমিত্যেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপম্ । অব্যক্ত-পরিণামভেদস্তা-
হঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে । স ত্বনাত্মনি দেহেহহম্ভাব-
করণাহেতুত্বেনাহঙ্কার ইত্যাচ্যতে । অস্ম্য ত্বহঙ্কারশব্দস্তাভূততন্ম্যাবেহর্থে
দ্বিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তির্দ্রষ্টব্য । অয়মেব ত্বহঙ্কার উৎকৃষ্টজ্ঞানাবমান-
হেতুর্গর্বাপরনামা শাস্ত্রেণ বহুশো হেয়তয়া প্রতিপাদ্যতে । তস্মাদ্বাদকা-
পেতাহংবুদ্ধিঃ সাক্ষাদাত্মগোচরৈব, শরীরগোচরা ত্বহংবুদ্ধিরবিদ্যেব । যথোক্তং

স-সারসাগরং হইতে উদ্ধাব করি । ‘আমিই বীজ প্রদ পিতা স্বরূপ ।’ ‘আমি বহু অতীত বিষয়
অবগত আছি ।’ ইত্যাদি স্থলেও পরবক্ষ্য সম্বন্ধে অহং প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥

ভাল, ‘অহং’ যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ‘মহাভূতসকল (ক্ষিত্তি, জল, তেজঃ
বায়ু ও আকাশ), অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), [এ সকলই সর্বিকার ‘ক্ষেত্র’-
সংজ্ঞায় অভিহিত] ।’ এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ অহংকারকে ক্ষেত্রের (জড়ের) অন্তর্ভূত
করিয়া নির্দেশ করিলেন কিরূপে ?

ইহার উত্তর বলি যাইতেছে,—যেখানে যেখানে আত্মার স্বরূপের উপদেশ আছে, সেই সকল
স্থানে ‘অহং’রূপেই আত্মোপদেশ থাকায় এবং ‘অহং’রূপেই আত্মার স্বরূপ-প্রতীতি হেতু
বুঝিতে হইবে যে, ‘অহং’ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ । আর ভগবান্ যে, অহঙ্কারকে ক্ষেত্রান্তর্ভূত
করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ স্বতন্ত্র অহঙ্কার । অনাত্ম-দেহে অহংভাব বা
আমিত্ব-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে বলিয়া উহাকে ‘অহঙ্কার’ বলা হইয়া থাকে । অভূত-ভক্তাব
দর্থে ‘জি’ প্রত্যয়-যোগে এই ‘অহঙ্কার’ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । (+) এই
অহঙ্কারই উৎকৃষ্ট জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞাজনক, ইহারই অপর নাম গর্ব এবং শাস্ত্রেও ভূয়ো
ভূয়ঃ ইহারই হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব, কস্মিন্ কালেও যাহার বাধা হয় না,
সেই অহংবুদ্ধি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্ম-বিষয়ক ; আর শরীরবিষয়ক, অর্থাৎ দেহের

(*) স্বরূপোপপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—অনহং অহং ক্রিয়তে অনেন, ইতি অহংকারঃ । জিপ্রত্যয়াৎ পরং করণে বহু ।
অর্থাৎ যাহা অহং—আত্মা নয়, তাহাকে যাহা দ্বারা অহং করা হয়, অর্থাৎ আত্মরূপে প্রতীতি করা হয়, তাহার
নাম অহংকার । যাহা বেরূপ নয়, তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করাকে ‘অভূততন্ম্যাব’ বলে ।

ভগবতা পরাশরেন,—“শ্রয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন ।

অনাত্মাত্মবুদ্ধির্থা”] [বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।১০-১১ ইতি ॥

যদি জ্ঞপ্তিমাাত্রমেবাত্মা, তদানাত্মাত্মাভিমানেন শরীরে জ্ঞপ্তিমাাত্র-
প্রতিভাসঃ স্মাৎ, ন জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসঃ । তস্মাজ্জ্ঞাতাহমর্থ এবাত্মা ।
তত্ক্ষণম্,—

“অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাত্তত্ত্বাত্মায়াগমাশ্রয়াৎ ।

অবিজ্ঞাযোগতশ্চাত্মা জ্ঞাতাহমিতি ভাসতে ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি] (*) ।

তথা চ,—

“দেহেন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণ-ধীভ্যোহন্যোহনন্যসাধনঃ ।

নিত্যো ব্যাপী প্রতিক্ষেত্রমায়া ভিন্নঃ স্বতঃ স্বখী ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি] ।

অনন্যসাধনঃ—স্বপ্রকাশঃ । ব্যাপী—অতিসূক্ষ্মতয়া সর্বব্যাচ্যেতনাস্তঃ-
প্রবেশনস্বভাবঃ ।

উপর যে, অহংবুদ্ধি, নিশ্চয়ই তাহা অবিজ্ঞাত্মক । [দেখ] ভগবান্ পরাশর বাহা বলিয়াছেন,—
‘হে কুলনন্দন ! (বংশের আনন্দওদ্ধক !) অনাত্মাতে (দেহাদিতে) যে আত্ম-বুদ্ধিরূপ
অবিজ্ঞা, [তাহার-স্বরূপ প্রবণ কর :] ।’

আত্মা, যদি কেবল জ্ঞানস্বরূপই হইত, তাহা, হইলে অনাত্মাতে : আত্মাভিমানকালে
শরীরেও কেবল জ্ঞানরূপতাই প্রতীত হইত, কখনও জ্ঞাতৃত্বের প্রতীতি হইতে পারিত না ।
অতএব, জ্ঞাতা অহং পদার্থই আত্মা,—অতিরিক্ত নহে । আত্ম-সিদ্ধিগ্রন্থেও এইরূপই উক্ত
হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষ, উক্ত জ্ঞান বা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রামাণ্যামুসারে এবং অবিজ্ঞানস্বরূপতঃ
জ্ঞাতা (আত্মা) ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পায় [বৃত্তিতে হইবে] ।’ আরও আছে,—‘দেহ,
ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অনন্যসাধন, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য নহ—স্বপ্রকাশ,
নিত্য ও ব্যাপী আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন এবং স্বভাবতঃ সূক্ষ্মসম্পন্ন ।’ ‘অনন্যসাধন’ অর্থ—
স্বপ্রকাশ । ‘ব্যাপী’ অর্থ—অতিসূক্ষ্মতাতে সমস্ত অচেতনের অভ্যন্তরে স্বতঃ প্রবিষ্ট ।

(*) তাৎপৰ্য্য,—‘অহং জ্ঞাতা’ ইত্যেবং ধৰ্ম্ম-ধৰ্ম্মিত্বাভেদে প্রতীতিঃ—প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ । স্থিরত্বাধিরবাদি-
বৈবক্ষ্য—জ্ঞায়ঃ । উদাস্ততোপনিষৎব্যাক্যানি—আগমঃ । অনন্তরোক্তো হুঁতাস্তিসম্বন্ধ—অবিদ্যা-যোগঃ
অহমর্থস্তানাগ্রদেহুলোহমিতি ভ্রান্তিরযোগ ইতি বা ।

অর্থাৎ, ‘আমি জ্ঞাতা’ বলিলে অহংপদার্থ আত্মা হয় ধৰ্ম্মী বা বিশেষ্য, আর জ্ঞাতৃত্ব হয় তাহার ধৰ্ম্ম বা
বিশেষণ । এইরূপ প্রতীতির নাম প্রত্যক্ষসিদ্ধি । অহংপদার্থের স্থিরত্ব অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানে নিয়ত, সধক্, আর
জ্ঞাতৃত্বের যে অস্থিরত্ব বা সর্বদা অসমতা, তাহাই এ স্থলে জ্ঞায় । পুৰ্ব্বোদাহৃত উপনিষৎব্যাক্য সকল এহানীর
আগম । অব্যবহিত পরই যে অহং-সত্তাবলার কথা বলা হইবে, তাহাই অত্র ‘অবিদ্যা-যোগ’ কথার অর্থ ।

যতুক্তম্,—দোষমূলত্বেনাগ্ৰথাসিদ্ধিসম্ভাবনয়া সকলভেদাবলম্বিপ্রত্যক্ষশ্চ
শাস্ত্রব্যাধ্যত্বমিতি । কোহয়ং দোষ ইতি বক্তব্যম্ ?—যন্মূলতয়া প্রত্যক্ষ-
স্মাগ্ৰথাসিদ্ধিঃ । অনাদি-ভেদবাসনৈব হি দোষ ইতি চেৎ ; ভেদবাসনায়াস্তি-
মিরাদিবদ্ যথাবস্থিতবস্ত-বিপরীতজ্ঞানহেতুত্বং কিমগ্ৰ জ্ঞাতপূর্ব্বম্ ?
অনেনৈব শাস্ত্রবিরোধেন জ্ঞাস্ততে ইতি চেৎ ; ন, অন্তোহন্ত্যশ্রয়াৎ ।
শাস্ত্রস্য নিরন্তনিখিলবিশেষবস্ত-বোধিত্বনিশ্চয়ে সতি ভেদবাসনায়া দোষত্ব-
নিশ্চয়ো, ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ে সতি (*) শাস্ত্রস্য নিরন্তনিখিলবিশেষ-
বস্ত-বোধিত্বনিশ্চয় ইতি ।

কিঞ্চ, যদি ভেদবাসনামূলত্বেন প্রত্যক্ষস্য বিপরীতার্থত্বং, শাস্ত্রমপি
তন্মূলত্বেন তথৈব স্মাৎ । অথোচ্যেত—দোষমূলত্বেহপি শাস্ত্রস্য প্রত্য-
ক্ষাবগতসকলভেদ নিরসনজ্ঞানহেতুত্বেন পরত্বাৎ (†) তৎ প্রত্যক্ষস্য বাধক-
মিতি । তন্ম ; দোষমূলত্ব জ্ঞাতে সতি পরত্বমকিঞ্চিংকরম্ ; রজ্জু-সর্প-

[শঙ্করমতে] আরও যে বলা হইয়াছে, ‘সমস্ত ভেদবস্ত-বিষয়ক প্রত্যক্ষই দোষোৎপন্ন,
সুতরাং ভ্রমশঙ্কাপূর্ণ, অতএব উহা [অজ্ঞান] শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইবার যোগ্য।’ [এস্থলে
জিজ্ঞাস্ত এই যে,] যাহার বলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অগ্রথাসিদ্ধি বা ভ্রান্তত্ব সম্ভাবিত হইতেছে,
সেই দোষ-পদার্থটা যে কি, তাহা বলা আবশ্যক,—যদিবল, অনাদি ভেদসংস্কারই
সেই দোষ । [এ বিষয়েও জিজ্ঞাস্ত এই যে,] নয়নগত তিমিরাদি-(রোগ) দোষের দ্বারা
ভেদ-বাসনাও যে, প্রকৃত বস্তুর বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা কি অগ্র জ্ঞাত কোথাও
পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে ? যদি বল, উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিরোধ হইতেই উহা জানিতে হইবে ।
এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে অন্তোন্ত্যশ্রয় দোষ ঘটে ; কেননা, শাস্ত্র যে,
সর্বপ্রকার বিশেষ-বিরহিত (নির্বিশেষ ব্রহ্ম) বস্তুর প্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত হইলেই
ভেদ-বাসনার দোষত্ব নিশ্চয় হইতে পারে, আবার, ভেদবাসনার দোষত্ব-নিশ্চয় হইলেই শাস্ত্রের
নির্বিশেষ বস্ত-বোধকত্ব নিশ্চিত হইতে পারে । [সুতরাং পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ার
অন্তোন্ত্যশ্রয় দোষ ঘটে ।]

অপিচ, ভেদসংস্কার-জনিত বলিয়া যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিপরীতার্থগ্রাহী হয়, তবে,
ভেদ-সংস্কার-গ্রন্থত শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ মিথ্যা বা বিপরীতার্থগ্রাহী হইতে পারে ? [উভয়ের
মধ্যে ত কিছুই বিশেষ নাই ?] যদি বল, শাস্ত্র দোষমূলক হইলেও প্রত্যক্ষ-পরিজ্ঞাত সর্ব-
বিধ ভেদের নিবারক জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই কারণে উহা ‘পর’ বা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা

(*) নির্দোষত্বনির্ব্যয় নীতি দ্বারা প্রতি (প) পাঠঃ ।

(†) তদ্বিতি (প) পুস্তকে ব দৃষ্টতে ।

জ্ঞাননিমিত্তভয়ে সতি ভ্রান্তোহ্যমিতি পরিজ্ঞাতেন কেনচিৎ ‘নায়ং সর্পো না ভৈষীঃ’ ইত্যুক্তেহপি ভয়ানিরুক্তির্দর্শনাৎ । শাস্ত্রস্য চ দোষমূলকত্বং শ্রবণবেশা-
য়ামেব জ্ঞাতম্, শ্রবণাবগতনিখিলভেদোপমর্দি-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাভ্যাস-
রূপস্থান্মনাদেঃ ।

অপি চ, ইদং (*) শাস্ত্রমসম্ভাব্যমানদোষম্, প্রত্যক্ষস্তু সম্ভাব্য-
মানদোষমিতি কেনাবগতং ত্বয়া । ন তাবৎ স্বতঃসিদ্ধা নির্দ্বুতনিখল-
বিশেষানুভূতিরিমমর্থমবগময়তি; তস্যাঃ সর্ববিষয়বিরক্তত্বাৎ, শাস্ত্রপক্ষপাত-
বিরহাচ্চ । নাইপ্যন্দ্রিয়কং প্রত্যক্ষম্, দোষমূলত্বেন বিপরীতার্থত্বাৎ । তন্মূল-
ত্বাদেব নান্যাত্মপি প্রমাণানি । অতঃ স্বপক্ষসাধন-প্রমাণানভ্যুপগমাৎ
ন স্বাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

বলবন্তর; এই ছেতুতেই উহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা বা মধ্যস্থ জ্ঞাপন করে। (+) এ কথা
ঠিক হইল না; কেন না, শাস্ত্র দোষমূলক, এই জ্ঞান হইবানাত্তই তাহার পরব-বল অকিঞ্চিকর
হইয়া যায়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম বশতঃ কাহাবো ভয় উপস্থিত হইলে, কেহ যদি তাহার সেই
ভ্রম বৃত্তিতে পারিয়া বলে যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু, তুমি ভয় করও না,’ এ কথা বলিলেও
তাহার সেই সর্পভয় নিবৃত্ত হয় না। এদিকে, শাস্ত্রশ্রবণের অনন্তর প্রত্যক্ষাবগত ভেদো-
পমূলক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের পুনঃপুনঃ অনুশীলনরূপ মননের ব্যবস্থা থাকায় জ্ঞানী যায় যে,
শাস্ত্রশ্রবণের সময়েই শাস্ত্রের দোষমূলকত্ব পরিজ্ঞাত থাকে; [নচেৎ আর মননের ব্যবস্থা
হইতে পারে না] ।

আরো এক কথা.—এই শাস্ত্র দোষাশঙ্কা-রহিত, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণটী দোষ-সম্ভা-
বনা-সঙ্কুল; ইহা তুমি কিসে জানিলে? স্বতঃসিদ্ধ নির্বিশেষ অনুভূতি দ্বারা ইহা জানা যায়
না; কারণ, উহা সর্ববিষয়-বিরহিত। নির্বিশেষ [সুতরাং তাহা দ্বারা কিছুই জানা যাইতে
পারে না। বাহ্যের সহিত সম্বন্ধ নাই বা যাঁহা স্বতঃই অবিসয়,] এরূপ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রেরও
সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সাধ্য প্রত্যক্ষ দ্বারাও সে জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষ-
মাত্রই দোষমূলক, সুতরাং বিপরীতার্থগ্রাহী। অত্যাচ্ছ প্রমাণও যখন প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, তখন
সে সকল প্রমাণও এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে না। অতএব [তুমি

(*) ইদং শাস্ত্রম্; এতচ্চাসম্ভাব্যমান’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—জ্ঞানের সম্বন্ধে নিষয় এই যে, পূর্ববর্তী জ্ঞান বাধিত হয় এবং পরবর্তী জ্ঞান বাধক
হয়। এই কারণেই “ইদং রজতং,” (ইহা রজত) এই স্থলে পূর্ববর্তী ভ্রান্ত জ্ঞানটী পরবর্তী “নেদং রজতং” (ইহা
রজত নহে) এই জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। এখানেও ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পূর্ববর্তী, আর প্রত্যক্ষ-
মূলক শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানটী পরবর্তী, সুতরাং শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক হইলেও পরবর্তীতে উহা দ্বারা পূর্বতন
ভেদ-প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া যাইবে ।

ননু ব্যাবহারিকপ্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারোহস্মাকমপ্যন্ত্যেব। কোহয়ং ব্যাবহারিকো নাম ? আপাতপ্রতীতিদিক্কো যুক্তিভির্নিরূপিতো ন তথাব-
স্থিত ইতি চেৎ ; কিং তেন প্রয়োজনম্ ? প্রমাণতয়া প্রতিপল্লেশপি
যৌক্তিক-বাধাদেব প্রমাণকার্য্য্যভাবাৎ ।

অথোচ্যেত, শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োর্দ্বয়োরপ্যবিজ্ঞামূলত্বেহপি প্রত্যক্ষ-
বিষয়স্ত (*) শাস্ত্রেণ বাধো দৃশ্যতে । শাস্ত্রবিষয়স্ত সদ্বিতীয়স্ত ব্রহ্মণঃ
পশ্চাত্তনবাধাদর্শনে ন নির্বিশেষানুভূতিমাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থ ইতি । তদ-
যুক্তম্, অবাধিতস্তাপি (+) দোষমূলস্তাপারমার্থ্যনিশ্চয়াৎ ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা সকলোত্তর-কাচাদিদোষরহিত-পুরুষান্তরা-
গোচর-গিরিগুহাস্ত বসতন্তৈমিরিক-জনস্তাজ্ঞাত-স্বতিমিরস্ত সর্বস্ত তিমির-

যখন] পক্ষ-সাধনে অতীত উপযুক্ত প্রমাণই স্বীকার কর না, [তখন ফলে-ফলে] তোমার
অভিমত প্রমেয়ও সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭৫ ॥

৭৬। ভাল, আমাদের মতেও (শাক্তমতে) ব্যাবহারিক প্রমাণ-প্রমেয়ভাব ত স্বীকৃতই
আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতির ব্যাবহারিক
সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করা হয়; সুতরাং প্রমাণের অভাব হইবে কেন ? [এতদ্বত্তরে জিজ্ঞাস্ত
এই যে,] এই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ কি ? যদি বল, যাহা আপাত বা অবিচারিত
গণ্য-সিদ্ধ, অথচ, যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গেলে সেইরূপ থাকে না,—অতীত প্রতীত
হয়, [তাহাই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ] তাহাতেই বা ফল কি ?—কেন না, যাহা
প্রমাণরূপে অবধারণিত হইলেও যুক্তি দ্বারা বাধিত হইয়া যায়, তাদৃশ প্রমাণ কোন কার্য্যকারী
হইতে পারে না ॥

যদি বল, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উভয়ই অবিজ্ঞামূলক হইলেও শাস্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ-
বিষয়ে বাধা দৃষ্ট হয়; পরন্তু, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সং-অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরমাত্মিক কোন প্রমা-
ণেই বাধা দেখা যায় না । অতএব, নির্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ বা সত্য বস্তু,
[অন্ত সমস্তই মিথ্যা] । একথাও যুক্তিবৃত্ত নহে; কারণ, যাহা দোষ-প্রসূত, তাহা বাধিত
না হইলেও অপারমার্থ বা অসত্য বলিয়াই নির্ণীত হইয়া থাকে ।

এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, কাচাদি চক্ষুরোগ-রহিত (উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন)
লোকের অদৃষ্ট গিরিগুহাবাসী তৈমিরিক (তিমিরনামক চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তি স্বীয় তিমির

(*) প্রত্যক্ষমূল্য বিষয়ভূতি (গ) পাঠঃ ।

(১) যস্ত চ দৃষ্টং করণং, যস্ত চ মিথ্যোতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনপ্রত্যয় ইতি হি নীতিবিধঃ । অতো
দোষমূলকং বাধকপ্রত্যয়স্ত প্রত্যেকং মিথ্যাবাদক্যাবিত্যাশয়ঃ । ইতিশ্রুতপ্রকাশিকা ।

দোষাবিশেষেণ দ্বি-চন্দ্রজ্ঞানমবিশিষ্টং জায়তে, তত্র ন বাধক-প্রত্যয়োহস্তীতি
ন তন্মিথ্যা ন ভবতীতি তদ্বিষয়ভূতং চন্দ্র-দ্বিত্বমপি (৯) মিথ্যেব, দোষো
হ্রয়থার্থজ্ঞানহেতুঃ (+) । তথা ব্রহ্মজ্ঞানমবিদ্যামূলত্বেন বাধক-
জ্ঞানরহিতমপি স্ববিষয়েণ ব্রহ্মণা সহ মিথ্যেবেতি । ভবন্তি চাত্র প্রয়োগাঃ,
বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাবতুৎপন্ন-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ (‡) প্রপঞ্চবৎ ।
ব্রহ্ম মিথ্যা, মিথ্যা-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবৎ । ব্রহ্ম মিথ্যা, অসত্যাহেতুজন্ম-
জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবদেব ॥ ৭৬ ॥

রোগ বৃদ্ধিতে না পারিলেও [জ্ঞানে ও অজ্ঞানে] তিমির-রোগের কার্যকারিতা শক্তির কিছুমাত্র
বিশেষ হয় না, তাহার কলে যেমন দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানও (এক চন্দ্রজ্ঞানের স্থার) তুল্যরূপই জন্মিয়া
থাকে । অর্থাৎ যে লোক নিজের নয়নগত তিমির দোষ জ্ঞানে, তাহারও যেমন দ্বিচন্দ্র দর্শন
হয়, আর যে লোক নিজের তিমির রোগ জ্ঞানে না, তাহারও ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে ; কারণ,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে রোগের কার্যশক্তির তারতম্য হয় না । যদিও সেই দ্বিচন্দ্র-দর্শনে কোন
বাধক জ্ঞান নাই, [কারণ, দ্রষ্টা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহায় বাস করায় নিজের চক্ষুরোগ
বৃদ্ধিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে একটা চন্দ্রকে দুইটা দেখিলেও সেই জ্ঞানের মিথ্যায়
বৃদ্ধিতে পারে না সত্য,] তথাপি তবিস্বক জ্ঞান যে মিথ্যা হয় না, তাহা নহে, এবং সেই
জ্ঞানের বিষয়ীভূত চন্দ্রগত দ্বিত্বও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে ; কারণ, দোষ [স্বভাবতই] অসত্য
জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে । তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান যখন অবিদ্যামূলক, তখন তদ্বিষয়ে বাধক
জ্ঞান (মিথ্যাবোধ) না থাকিলেও অজ্ঞানীও জ্ঞানবিষয়ীভূত জগৎ প্রপঞ্চের স্থার ঐ জ্ঞান ও
জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম, উভয়ই মিথ্যা [হইতে পারে] । [এ বিষয়ে দুইটা অমুমান
এইরূপ—] (১) ব্রহ্ম যেহেতু মিথ্যা-জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের স্থার তাহাও
মিথ্যা । (২) ব্রহ্ম যেহেতু অসত্য—শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের স্থার
তিনিও মিথ্যা । (§) ॥ ৭৬ ॥

(৯) দ্বিচন্দ্রদ্বয়মপি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(+) অপারমার্থ্যজ্ঞানহেতুরিতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অবিদ্যাবত উৎপন্ন ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য—অমুমান মানেই একটা ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম থাকে ; সেই ব্যাপ্তির উপর নির্ভর
করিয়াই অমুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখানে তিনটি অমুমানে তিন রকম ব্যাপ্তি সৃষ্টি হইয়াছে ।
প্রথম ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানবিষয় হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ; যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । অর্থাৎ
এই জগৎ অজ্ঞানপুরুষের দৃষ্ট, অশ্চ মিথ্যা । দ্বিতীয়, ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই
মিথ্যা, যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । তৃতীয়, ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অসত্য কারণপ্রসূত-জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ।
যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক বেদ অসত্য, অতএব, তৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মও মিথ্যা বা অসত্য হইতে
পারে, এই ভাব জ্ঞাপিত হইল ।

নচ বাচ্যম্, স্বাপ্নস্ব হস্তাদিজ্ঞানসত্যস্য পরমার্থ-শুভাশুভ-
প্রতিপত্তিহেতুভাববদ্ অবিদ্যামূলত্বেনাসত্যস্তাপি শাস্ত্রস্ব পরমার্থভূত-
ব্রহ্মবিষয়-প্রতিপত্তিহেতুভাবো ন বিরুদ্ধ ইতি, স্বাপ্নজ্ঞানসত্যসত্যত্বাভাৎ ।
তত্র হি বিষয়াণামেব মিথ্যাত্বম্, তেষামেব হি বাধো দৃশ্যতে, ন জ্ঞানস্ব । ন হি
'ময়া স্বপ্নবেলায়ামনুভূতং জ্ঞানমিহ ন বিদ্যতে' ইতি কস্মচিদপি প্রত্যয়ো
জায়তে । দর্শনস্ত বিদ্যতে, অর্থা ন সম্ভীতি হি বাধকসংপ্রত্যয়ঃ । মায়াবিনো
মন্ত্রৌষধাদিপ্রভবং মায়াময়ং জ্ঞানং সত্যমেব প্রীতেভ্যস্ব চ হেতুঃ ; তত্রাপি
জ্ঞানস্বাবাধিতত্বাৎ । বিষয়েন্দ্রিয়াদি-দোষজন্যং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবিজ্ঞানং
সত্যমেব ভয়াদিহেতুঃ ; সত্যৈবাদক্ষেত্ৰহপি স্বাত্মনি সর্পসন্নিধানাৎ দর্শবুদ্ধিঃ ;
সত্যৈব শঙ্কা-বিষবুদ্ধিঃ (*) মরণহেতুভূতা ; বস্তুভূত এব জলাদৌ মুখাদি-
প্রতিভাসো বস্তুভূতমুখগত-বিশেষনিশ্চয়হেতুঃ । এতেষাং সংবেদনানামুৎ-
পত্তিমত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ সত্যত্বমবদীয়তে ।

৭৭। অপিচ, স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তিপ্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্বয়ং অসত্য হইলেও যেমন
বাস্তব শুভাশুভ-ফলের প্রাপ্তিসূচক হয়, তেমনি, অবিদ্যা-প্রসূত শাস্ত্র সত্য না হইলেও তাহার
পক্ষে পরমার্থ সত্য-বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে সত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না ।
এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, স্বপ্নকালীন জ্ঞান অসত্য নহে, [স্মরণ্য তোমার দৃষ্টান্তই
অসিদ্ধ হইল।] তাহার হেতু এই যে, স্বপ্ন-সময়ে পরিদৃষ্ট বিষয় সমূহই মিথ্যা ; কেন না,
[জাগ্রৎকালে] সে সকলের বাধা বা অসত্যতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের ক্ষুণ্ণিত তখনও
নষ্ট হয় না । কারণ, 'আমি স্বপ্নদশায় যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখন নাই,'
এরূপ কাহারো প্রতীতি হয় না, পরন্তু, আমার জ্ঞান ঠিকই আছে, কেবল স্বপ্ন-দৃষ্ট
বিষয় সকলই বিদ্যমান নাই,' এইরূপে দৃষ্ট বিষয় সমূহেরই বাধক প্রতীতি হইয়া থাকে ।
মায়াবীর (ঐন্দ্রজালিকের) মন্ত্র ও ঔষধাদি-সম্পাদিত মায়াময় জ্ঞান সত্যসত্যই প্রীতি ও
ভয়ের কারণ হইয়া থাকে ; কেন না, সে স্থলেও জ্ঞানের বাধা নাই । বিষয়ের ও
ইন্দ্রিয়ের দোষবশে (সাদৃশ্যাদি ও কাচাদি-রোগ বশতঃ) রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদি
জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য-ভয়াদিরই সমুৎপাদন করে । স্বয়ং সর্পদষ্ট না হইয়াও
যখন কেবল সর্পসান্নিধ্য বশতঃ নিজেকে সর্পদষ্ট বলিয়া মনে করে (ভ্রম হয়), সে স্থলেও
জ্ঞান সত্যই হইয়া থাকে, মিথ্যা নহে । শঙ্কা-বিষে যে মৃত্যু হয়, সে স্থলেও মরণের
হেতুভূত বিষ-বুদ্ধি সত্যই থাকে, মিথ্যা নহে । [পক্ষান্তরে] জল প্রভৃতি সত্য বস্তুতেই মুখের
প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া প্রকৃত মুখের বৈচিত্র্য-বোধক হয় । উল্লিখিত সকল জ্ঞানই
উৎপত্তিশীল এবং কার্য্যসম্পাদক হয় ; এই কারণে উহাদের সত্যতা অবধারিত করা যায় ॥

(*) বিষয়বুদ্ধিরিতি (গ) পাঠঃ ।

হস্তাদীনাং ভাবেহপি কথং তদবুদ্ধয়ঃ সত্য ভবন্তীতি চেৎ ; নৈতৎ, বুদ্ধীনাং সাবলম্বনত্বমাত্রনিয়মাৎ । অর্থস্য প্রতিভাসমানত্বমেব স্থালম্বনত্বত্ব-পেক্ষিতম্ ; প্রতিভাসমানতা চাস্ত্যেব দোষবশাৎ, স তু বাধিতোহসত্য-ইত্যবসীয়তে । অবাধিতা হি বুদ্ধিঃ সত্যৈবেত্যুক্তম্ ।

রেখয়া বর্ণ-প্রতিপত্তাবপি নাসত্যাং সত্যবুদ্ধিঃ, রেখায়াঃ সত্যত্বাৎ ।

ননু বর্ণাত্মনা প্রতিপত্তা রেখা বর্ণবুদ্ধিহেতুঃ, বর্ণাত্মতা শব্দ-স্ফোটবিচারঃ ।

ত্বসত্যা । নৈবম্, বর্ণাত্মতয়া অসত্যয়া উপায়ত্ব-যোগাৎ । অসত্যো নিরূপাত্ম্যস্য হুপায়ত্বং ন দৃষ্টমনুপপন্নঞ্চ । অথ তস্যাং বর্ণবুদ্ধিরূপায়ত্বম্ ? এবং তদ্ব্যসত্যাং সত্যবুদ্ধির্নাস্ত্যাং, বুদ্ধিঃ সত্যত্বাদেব । উপায়োপেয়য়োরৈক্যপ্রসঙ্গশ্চ, উভয়োর্বর্ণ-বুদ্ধিত্বাবিশেষাৎ । রেখায়া অবিদ্যমানবর্ণাত্মনা উপায়ত্বে চৈকসাত্ম্যমেব

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্নকালে হস্তি প্রভৃতি কোন বিষয়ই যখন বিদ্যমান থাকে না, তখন তদ্বিষয়ক বুদ্ধিই বা সত্য হয় কি প্রকারে ? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, সাধারণতঃ বুদ্ধির একটা আলম্বন মাত্র (যাহাকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে, সেইরূপ একটা বিষয় মাত্র) থাকা আবশ্যিক, [কিন্তু, সেই আলম্বন যে, সত্যই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই ।] কোন বস্তুকে জ্ঞানের আলম্বন হইতে হইলে তাহার [তাৎকালিক] প্রতীতি মাত্র অপেক্ষা করে, [কিন্তু, তাহার সত্যতার অপেক্ষা করে না ।] এখানেও হস্তি প্রভৃতির প্রতীতি ত সত্যই আছে, কেবল দোষণতঃ তাহা বাধিত—অসত্য বলিয়া অবগারিত হয় মাত্র ; কিন্তু তদ্বিষয়ক বুদ্ধি কখনও বাধিত হয় না ; এই কারণে উহা যে, সত্য, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

আর, রেখা দ্বারা যে বর্ণজ্ঞান হয়, তাহাতেও অসত্য হইতে সত্যবুদ্ধি প্রমাণিত হয় না ; কারণ, রেখা সত্য পদার্থ—মিথ্যা নহে । ভাল, রেখাকে বর্ণ স্বরূপ মনে করা হয় বলিয়াই রেখা দ্বারা বর্ণবুদ্ধি হয়, বাস্তবিকপক্ষে ত রেখাই সত্যসত্য বর্ণ স্বরূপ নহে । না—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, রেখার বর্ণরূপতা সত্য না হইলে উহা কখনই বর্ণ-বোধের উপায় হইতে পারিত না । কেন না, অসৎ—স্বরূপহীন পদার্থের কার্য-সাধনতা কখনও দৃষ্ট হয় না এবং সম্ভবও হয় না । যদি বল, [একমাত্র রেখাই বর্ণ-বোধের উপায় নহে—] রেখাতে যে বর্ণবুদ্ধি, তাহাই প্রকৃত বর্ণের বোধ জন্মায় ? ভাল, এ রূপ হইলে, বর্ণবুদ্ধি যখন সত্য, তখন আর অসত্য হইতে সত্য বুদ্ধি হয়, বলা যাইতে পারে না । অধিকন্তু, [প্রকৃত বর্ণ ও রেখায় যে বর্ণবুদ্ধি, এই] উভয়ের মধ্যে যখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন উপায় (সাধন) ও উপায় (ফল), উভয়ের ঐক্য বা অভেদও হইতে পারে ? অর্থাৎ একই বস্তু সাধন ও ফল হইতে পারে ? বিশেষতঃ, রেখা যদি প্রকৃতপক্ষে

রেখায়ামবিভ্রমান-সর্ববর্ণাঙ্কত্বস্ত্র স্তলভদ্বাদেক-রেখাদর্শনাৎ সর্ববর্ণ-
প্রতিপত্তিঃ স্তাৎ ॥

অথ পিণ্ডবিশেষে দেবদত্তাদিশব্দসঙ্কেতবৎ চক্ষুর্গ্রাহ-রেখাবিশেষে
শ্রোত্র-গ্রাহবর্ণবিশেষসঙ্কেতবশাদ রেখাবিশেষো বর্ণবিশেষবুদ্ধিহেতুরিতি ।
হন্ত তর্হি সত্যাদেব সত্যপ্রতিপত্তিঃ, রেখায়াঃ সঙ্কেতস্ত চ সত্যত্বাৎ ।
রেখা-গবয়াদপি সত্যগবয়বুদ্ধিঃ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ; সাদৃশ্যঞ্চ সত্যমেব ॥

ন চৈকরূপস্ত শব্দস্ত নাদবিশেষার্থবিশেষভেদবুদ্ধিহেতুত্বেহপ্যসত্যাত্
সত্যপ্রতিপত্তিঃ, (*) নানা-নাদাভিব্যক্ত্যৈশ্বর্যশব্দস্ত তত্ত্বাদাভিব্যক্ত্য-
স্বরূপোর্থবিশেষেই সহ (+) সম্বন্ধগ্রহণবশাদর্থভেদবুদ্ধ্যুৎপত্তিহেতুত্বাৎ । শব্দ-

বর্ণাঙ্ক না হইয়াও সত্য বর্ণরূপে [বর্ণ বোধের] উপায় হইতে পারে, তাহা
হইলে প্রত্যেক রেখাতেই অবিভ্রমান সমস্ত বর্ণাঙ্কতা সহজেই কল্পনা করা যাইতে
পারে, সুতরাং যে কোন এক রেখা দর্শনেই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি হইতে পারে ?

আর যদি বল, ‘দেবদত্ত’ প্রভৃতি শব্দের যেরূপ ব্যক্তিবিশেষে সংকেত করা হয়,
শ্রোত্র-গ্রাহ বর্ণ-বিশেষেরও সেইরূপ চক্ষুর্গ্রাহ (দৃশ্য) রেখাবিশেষে সংকেত আছে, (‡)
তজ্জন্মই বিশেষ বিশেষ রেখা বিশেষ বিশেষ বর্ণের জ্ঞান সমুৎপাদন করে, [সমস্ত রেখাই
সমস্ত বর্ণের প্রতীতি জন্মায় না] । বেশ কথা, তাহা হইলে রেখা ও বর্ণ, উভয়ই
যখন সত্য, তখন ত সত্য হইতেই সত্যের উৎপত্তি [স্বীকৃত] হইল ? (অসত্য
হইতে সত্যের উৎপত্তি হইল কৈ ?) । আর রেখাময় (চিত্রিত) গবয় হইতেও যে, সত্য
গবয়েব (গোর মত প্রাণীর) প্রতীতি হয়, তাহারও কারণ সাদৃশ্য ; সেই সাদৃশ্য ত
সত্যই বটে ।

বিশেষতঃ, একইরূপ শব্দ উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন অর্থগত ভেদ-বুদ্ধি সমুৎপাদন
করে ; এই কারণে যে, অসত্য হইতে সত্য-বুদ্ধি হইল, তাহা নহে ; কারণ, একই
শব্দ নানাবিধ ধ্বনি বা উচ্চারণ অনুসারে অভিব্যক্ত বা উচ্চারিত হইয়া সেই অভিব্যক্ত্য-
রূপে—অর্থাৎ সেই উচ্চারণের প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সহিত সম্বন্ধ লাভ
করে, এবং তদনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা বিষয়ের প্রতীতি সমুৎপাদন করে । [সুতরাং

(*) সত্যবুদ্ধিপ্রতিপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অর্থবিশেষণ সম্বন্ধগ্রহণেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধনে ক্ষমতা বা শক্তি, তাহার নাম ‘সংকেত’ ।
এই সংকেত দুই প্রকার (১) আজ্ঞানিক, (২) আধুনিক । “আজ্ঞানিকশাস্ত্রিকঃ সংকেতো যিবিধো নতঃ ।”
৩মধো, অনাদি কালপ্রসিদ্ধ ঐশ্বর্যদত্ত সংকেত আজ্ঞানিক, যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি নাম । আর অধুনাতন
লোক প্রদত্ত সংকেত আধুনিক নামে অভিহিত, যেমন রাম, গ্রাম প্রভৃতি পুত্রাদির নাম ।

শ্রৈকরূপত্বমপি ন সাধীয়ঃ, গকারাদেকৌধকশ্রৈব শ্রোত্রগ্রাহত্বেন শব্দ-
ত্বাৎ । অতোহসত্যাক্ষাত্ত্বাৎ সত্যব্রহ্মবিষয়প্রতিপত্তির্ভূরূপপাদা ॥৭৭॥

ননু, ন.শাস্ত্রস্য গগন-কুসুমবদসত্যত্বম্ ; প্রাগদ্বৈতজ্ঞানাৎ সদবুদ্ধি
বোধ্যত্বাৎ । উৎপন্নে তত্ত্বজ্ঞানে হসত্যত্বং শাস্ত্রস্য, ন তদা শাস্ত্রং নিরন্ত-
নিখিলভেদ-চিন্মাত্রব্রহ্মজ্ঞানোপায়ঃ । যদোপায়স্তদাহন্ত্যেব শাস্ত্রম্, অস্বীতি
বুদ্ধেঃ । নৈবম্ ; অসতি শাস্ত্রে অস্তি শাস্ত্রমিতি বুদ্ধেমিথ্যাত্বাৎ । ততঃ
কিম্ ? ইদং ততঃ—মিথ্যাভূত-শাস্ত্রজন্যজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়শ্রাপি

অসত্য ইহিতে সত্যোৎপত্তি দিক্ হইল না ।] বিশেষতঃ, অর্থবোধক ‘গ’ প্রভৃতি বর্ণ
সকল যখন শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ হইয়াই শব্দ-সংজ্ঞা লাভ করে, তখন বিভিন্ন বর্ণময় শব্দের এক-
রূপতাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না (*) ॥ ৭৭ ॥

৭৮। প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈত-জ্ঞানোদয়ের পূর্বে শাস্ত্র যখন ‘সৎ’ বা সত্য বলিয়াই
প্রতীত হয়, তখন সেই শাস্ত্র ত গগনকুসুমের গ্রাম অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না ? তত্ত্বজ্ঞান
সমুৎপন্ন হইলেই শাস্ত্রের অসত্যতা হয়, সে সময় শাস্ত্র ত সর্ববিধ ভেদবিরহিত চিন্ময় ব্রহ্ম-
বিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সাধন বা সহায়ও হয় না । [পরন্তু] যে সময় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন
হয়, সে সময় শাস্ত্র সত্যই বটে, যে হেতু তখন পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব বা সত্তা বাহ্যত
হয় না । না—এ রূপ বলা যায় না ; কারণ, [প্রকৃত পক্ষে] শাস্ত্র যদি অসৎ বা মিথ্যাই
হয়, তাহা হইলে ‘শাস্ত্র সৎ’ এইরূপে যে, শাস্ত্রের উপর সত্যতা-বুদ্ধি জন্মে, তাহাও মিথ্যাই
হইবে ? ভাল, তাহাতে কি ফল হইল ? [উত্তর] তাহাতে এই হইল যে, শাস্ত্র যখন মিথ্যা,

(*) ভাবপার্থ্য,—এই আপত্তি ও পরিহার ফোটবাদ অবলম্বনে বিহিত হইয়াছে । পতঞ্জলি প্রভৃতি
দার্শনিকগণ ফোটবাদী । তাহাদের মতে, কণ্ঠ-তালুপ্রভৃতির সংযোগে উচ্চারিত বর্ণময় শব্দ অর্থ-বোধক হয় না
ও হইতে পারে না ; কারণ বর্ণমাত্রই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, পরস্পর সম্মিলিতভাবে শব্দরূপ
ধারণ করিতে পারে না ; সুতরাং বর্ণময় শব্দ হইতে অর্থ-প্রতিপত্তি হইতেই পারে না ; পরন্তু, ক, খ প্রভৃতি
বর্ণের উচ্চারণে যে স্বতন্ত্র একটা শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম ‘ফোট’ । ক্ষুট্রাতে=বর্ণৈঃ ব্যাক্যতে ইতি
ফোটঃ । ইহা অখণ্ড, একরূপ, নিত্য ও বর্ণাতিরিক্ত, এবং এই ফোটময় শব্দই একমাত্র অর্থ-বোধক,
বর্ণময় শব্দ নহে ।

বিশেষ কথা এই যে,—ফোট স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও তদভিব্যাক্ত বর্ণ সকল কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির
সংযোগভেদে বিভিন্নাকারে উচ্চারিত হওয়ায় তদভিব্যাক্ত ফোট শব্দেও সেই ভেদ আরোপিত হয়, এবং সেই
আরোপিত ভেদানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি জন্মে । সুতরাং এ মতে আরোপিত —অসত্য ফোটভেদ
হইতে সত্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে । এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এ কথা হইতেই পারে না ।
কারণ কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগে যেমন সত্যসত্যই বর্ণের উচ্চারণভেদ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ বর্ণ যাহা
যে বিভিন্নাকারে ফোটিভিব্যক্তি হয়, তাহাও নিশ্চয়ই সত্য—মিথ্যা হইবে কেন ? অবিকৃত, অর্থবোধের দ্বয়
যে একইরূপ ফোট শব্দ স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই, বরং শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ বর্ণময়
শব্দের শব্দত্ব প্রসিদ্ধ থাকায় ফোট-শব্দের জন্যই অপ্রসিদ্ধি-দোষে উপেক্ষণীয় ।

ব্রহ্মণো মিথ্যাস্বম্ ; যথা, ধূমবুদ্ধ্যা গৃহীতবাস্পজন্যাগ্নিজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিসয়স্তাগ্নেরপি মিথ্যাস্বম্ ॥

পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বাক্যেন তস্যাপি বাধদর্শনাৎ । তত্ত্ব ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ ; এতদপি ভ্রান্তিমূলমিতি ত্বয়ৈ-বোক্তম্ । পাশ্চাত্য-(*) বাধাদর্শনস্ত তস্যৈবেত্যলমপ্রতিষ্ঠিতকূতর্কপরি-হসনেন ॥৭৮॥

তখন শাস্ত্র-জ্ঞানত জ্ঞানও মিথ্যা, সুতরাং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও মিথ্যাস্ব সিদ্ধ হইল। ইহার উদাহরণ এই যে, কেহ যদি ভ্রমক্রমে জলীয় বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া তাহা দ্বারাই (ধূম-সহচর) অগ্নির অন্বেষণ করে, তাহা হইলে উপায়ীভূত ধূম ও ধূমজ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন যেমন তৎসাধিত অগ্নিরও অসত্যতা বা মিথ্যাস্ব সিদ্ধ হয়, [তেমনি শাস্ত্র ও তজ্জনিত জ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন তদ্বিসয়ীভূত ব্রহ্মেরও অসত্যতা সিদ্ধ হইবে] ।

আর যে, পরবর্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে ; কারণ, ‘শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য’ এই বাক্য দ্বারাই তাহারও বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যদি বল, এই কথা ভ্রান্তি-মূলক (সত্য নহে) । [বেশ কথা,] তুমিও ত শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছ, (সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি আছে ?) অধিকন্তু, শূন্যবাদীর বাক্যেরই পরবর্তী কোন প্রমাণে বাধা পরিলক্ষিত হয় না। [অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত] । (+) যাউক, আর অব্যবহিত কূতর্কের পরিহাসে প্রয়োজন নাই ॥ ৭৮ ॥

(*) পঞ্চাদ্বৈত (গ, ঙ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য, — ইতঃপূর্বে শাস্ত্ররমতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবোধক বেদের যখন পরবর্তী কোন প্রমাণে বাধা ঘটে না, তখন উহার প্রামাণ্যও বাহ্যত হইতে পারে না। রামানুজ বলিতেছেন যে, ও কথাটা ঠিক হইল না, কারণ, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণই ত তোমার ব্রহ্মকে স্থান দেয় না। তাহার বলে, “শূন্য তত্ত্ব, ভাবো বিনশ্চিতি, বস্তুধ্বংসাদ্বিনাশস্ত ।” (সাংখ্যদর্শন, ১।৪৪) । অর্থাৎ বিনাশ যখন বস্তুমাত্রেরই ধর্ম বা স্বভাব, তখন ভাব অর্থাৎ সত্যবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব, শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য পদার্থ। আর শব্দ যখন জগৎপ্রপঞ্চকেও মিথ্যা বলেন, তখন ‘সর্বং অন্তি’ অর্থাৎ ‘সমস্তই সং—শূন্য নহে’ বলিয়া শূন্য বাদের বাধা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং শূন্যবাদীর কথায় বাধিত হওয়ার ব্রহ্মবাদই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। পঞ্চান্তরে দোষমূলত্বনিবন্ধন বেদের অপ্রামাণ্য উভয়ের (অবৈতবাদী ও শূন্যবাদীর) পক্ষে সমান হইলেও অবাধিতত্ব বশতঃ শূন্যবাদীর পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে ! তাই বলিয়াছেন যে,—

“বোধোন্মত্তো বুদ্ধকৃত্যগমোন্মত্তঃ প্রামাণ্যমতস্ত চ তস্ত চান্তম্ ।

• বোধোন্মত্তো বুদ্ধি-কলে তথান্তে যঃ চ বোধান্তি সমানসংসদঃ ॥”

অর্থাৎ বেদ অসত্য, বুদ্ধকৃত শাস্ত্রও অসত্য, এবং এতদুভয়ের প্রামাণ্যও অসত্য ; বোধ মিথ্যা এবং তাহার বুদ্ধি ও বোধ-কল মিথ্যা। সুতরাং অবৈতবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ, উভয়ই তুল্যকক ।

যদুক্তম্, বেদান্তবাক্যানি নির্বিশেষজ্ঞানৈকরস-বস্তুমাত্রপ্রতিপাদনপরাণি, “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যেবমাদীনীতি । তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপাদনমুখেন সচ্ছব্দবাচ্যস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং, জগন্নিমিত্তত্বং, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিযোগঃ, সত্যসংকল্পত্বং, সর্বাস্ত-রত্বং, (*) সর্বাধারতা, সর্বনিয়মনমিত্যাণেনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নস্ত জগতস্তদাত্মকতাক্ প্রতিপাদ্য, এবস্তুতব্রহ্মাত্মকঃ ‘ত্বম্ অসি’ ইতি শ্বেতকেতুং প্রত্যুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণস্ত । প্রপকিতশ্চায়মর্থো বেদার্থসংগ্রাহে (†) । অত্রোপ্যারম্ভাধিকরণে [ব্রহ্মসূ. ২।১।১৪] নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥

“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” [মুণ্ড. ১।১।৫] ইত্যত্রাপি প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিসিধ্য, নিত্যত্ব-বিভূত্ব-স্বক্ষমত্ব-সর্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূত-যোনিত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণগণযোগঃ পরস্ত ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ ॥

৭২। আর যে, “সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি বাক্য সমূহকে একমাত্র নির্বিশেষ, জ্ঞানৈকরস (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) বস্তু-বোধক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই । কারণ, প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সর্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তৎ-প্রতিপাদনের উদ্দেশে সং-পদ-বাচ্য পর ব্রহ্মের জগদুপাদানতা, (জগতের উপাদান কারণত্ব) নিমিত্ত কারণত্ব, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা, সত্যসংকল্পতা, (যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা) সর্বাধার্যামিতা, সর্বাশ্রয়তা ও সর্বসংযমন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণময় গুণ এবং সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া [‘হে শ্বেতকেতু!] পূর্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম ও তুমি এক-অভিন্ন’; শ্বেতকেতুকে এই তথোপদেশ দিবার নিমিত্ত এই প্রকরণটী আরম্ভ হইয়াছে । বেদার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থে এ বিষয়টী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এখানেও আরম্ভরূপাধিকরণে (২য় অধ্যায় । ১ পাদ, ১৪ সূত্রে) উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিব ।

‘অনন্তর পরা বিজ্ঞা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।’ এই মুণ্ডক শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃতিসম্ভূত ধের গুণগণের নিবেশ পূর্বক নিত্যত্ব, বিভূত্ব, স্বক্ষমত্ব (দুর্জেরত্ব,) সর্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, (নির্বিকারত্ব,) সর্বভূত-কারণত্ব এবং সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি স্তব গুণসমূহেরই সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

(*) সর্বাধার্যামিত্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বেদান্তসংগ্রহে ইতি (গ) পাঠঃ ।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, ২।১।১] ইত্যত্রাপি সামানাদিকরণ্য-
 স্ত্রানেকবিশেষণ-বিশিষ্টৈকার্থাভিধান-ব্যুৎপত্ত্যা ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ।
 প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকার্থবৃত্তিত্বং সামানাদিকরণ্যম্ । তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদ-
 মুখ্যার্থেণ গণৈস্তত্তদগুণবিরোধ্যাকার-প্রত্যানীকাকারৈর্বা একস্মিন্মেবার্থে পদানাং
 প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোহবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ । ইয়াংস্ত বিশেষঃ, একস্মিন্ পক্ষে পদানাং
 মুখ্যার্থতা, অপরস্মিন্ চ তেষাং লক্ষণা । ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যানীকতা
 বস্তুস্বরূপমেব, একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তর-প্রয়োগ-
 বৈযর্থ্যাৎ । তথা সতি, সামানাদিকরণ্যাসিদ্ধিশ্চ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্ত্ত-
 মানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণাৎ । ন চৈকসৈবার্থস্য বিশেষণ-
 ভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনৈকার্থত্বং পদানাং সামানাদিকরণ্যবিরোধি, এক-
 সৈব বস্তুনোহনেকবিশেষণবিশিষ্টতা-প্রতিপাদনপরত্বাৎ সামানাদিকরণ্যস্য ।

‘ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ।’ এই তৈত্তিরায়ী ক্রতিতেও ব্রহ্মের সহিত
 সত্যাদি পদের সামানাদিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) থাকায় ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব
 সিদ্ধ হয় না । কারণ, অনেক গুণযুক্ত এক বস্তু প্রতিপাদন করাই সামানাদিকরণ্যের নিয়ম,
 (গুণ একটা বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করা নহে) । বিভিন্নার্থে প্রযোজ্য শব্দের যে একার্থ-
 পবন, তাহারই নাম ‘সামানাদিকরণ্য’ । সুতরাং সত্য-জ্ঞানাদি শব্দের বাহা মুখ্য অর্থ,
 তাহা সত্যবাদি গুণরূপেই হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী গুণের প্রতিকরোধক রূপেই
 হউক, কোন একটীমাত্র অর্থ বুঝাইতে হইলেই সেই সকল পদের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত
 থাকি নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, [নচেৎ বিভিন্নার্থক পদগুলি অপর এক অর্থের অনুগামী
 হইবে কেন?] তবে এইমাত্র বিশেষ যে, এক পক্ষে (সত্যবাদিগুণ পক্ষে) পদগুলির মুখ্য
 অর্থ রক্ষা পায়; আর, অপর পক্ষে (দ্বিতীয় পক্ষে) লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ।
 এ কথাও বলা যায় না যে, সত্য-জ্ঞানাদি পদে যে অজ্ঞানাদির বিরোধিতা অর্থ বুঝায়, তাহাও
 সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপ,—অতিরিক্ত নহে । তাহা হইলে এক পদের দ্বারাই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ-
 প্রতিতি সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অপর পদগুলির প্রয়োগে কোনই আবশ্যক থাকে না, সেই
 পদগুলির প্রয়োগ বার্থ হইয়া পড়ে । তাহা হইলে, একই বস্তু-প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন
 পদগুলির পৃথক পৃথক নিমিত্ত স্বীকার না করায় এই পদগুলির সামানাদিকরণ্য বা বিশেষণ-
 বিশেষ্যভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না । [কারণ, সামানাদিকরণ্যো নিমিত্ত-ভেদ থাকি
 আবশ্যক] । বিশেষণের ভেদ অনুসারে একই বস্তুর গুণগত কিঞ্চিৎ ভেদ হইয়া থাকে ।
 পদের ঐরূপ ভেদ বা অনেকার্থত্ব যে, সামানাদিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও বলিতে পার না ।
 কারণ, একই বস্তুর অনেক বিশেষণ-যোগে তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ প্রতিপাদন করিবার
 উদ্দেশ্যেই সামানাদিকরণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে । যে সকল শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগের

ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকশ্মিন্নর্থং বৃত্তিঃ সামানাদিকরণ্যমিতি হি
শাব্দিকাঃ ॥ ৭৯ ॥

- ১) যদুক্তম্, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যত্র (*) ‘অদ্বিতীয়পদং’ গুণতোহপি সদ্ধিতী-
য়তাং (+) ন সহতে ; অতঃ সর্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েন কারণবাক্যানামদ্বিতী-
২) বস্তুপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ । কারণতয়োপলক্ষিতস্ত তস্মাদ্বিতীয়স্ত
ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে,—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি । অতো হি
লিলক্ষয়িষিতং ব্রহ্ম নিগুণমেব ; অন্যথা ‘নিগুণং নিরঞ্জনম্’ ইত্যাদিভির্বিরোধ-

নিমিত্ত এক নহে, সেই সকল শব্দের যে, কোন একটি মাত্র অর্থে প্রয়োগ, শব্দবিৎ পণ্ডিতগণ
তাহাকেই ‘সামানাদিকরণ্য’ বলিয়া থাকেন (+) ॥

৮০ । [শাকরমতে] আরো যে উক্ত হইয়াছে, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” প্রতিস্থিত ‘অদ্বিতীয়-
পদটী কোন গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্ধিতীয়তা বা ভেদ সহ্য করে না,—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাহার
গুণ-নিচয় পরস্পর অভিন্ন ; এ রূপ বলিলেই ঐ প্রতির তাৎপর্য রক্ষা পায় । অতএব,
যে সকল প্রতিবাক্যে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে, পূর্বোক্ত ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়
নিয়মামুসারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই সেই সকল প্রতিবাক্যের তাৎপর্য স্বীকার করিতে
হইবে । কারণরূপে উল্লিখিত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইল যে, ‘তিনি সত্য,
জ্ঞান ও অনন্তরূপী’ । সুতরাং এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিগুণ ভিন্ন সগুণ হইতে
পারেন না ; নচেৎ [‘ব্রহ্ম] নিগুণ ও নিরঞ্জন,’ ইত্যাদি নিগুণত্ব-বোধক প্রতির

(*) অত্রাপ্যদ্বিতীয ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) সজ্জাতীয়তাম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য,—এই বিচারটী শব্দ শাস্ত্র লইয়া ; সুতরাং তদ্বিষয়ে দুই একটি কথা না বলিলে বিষয়টী
বুঝান অসম্ভব । দুই বা তদধিক পদ যখন একই বিভক্তিসাধনে বিশেষণ ও বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, শব্দ
শাস্ত্রামুসারে তাহাকে ‘সামানাদিকরণ্য’ বলা হয় । সামানাদিকরণ্যের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, পদগুলি
মিলিতভাবে বিশেষ্যরূপ একই অর্থের অমুগামী হইলেও উহাদের প্রত্যেকেরই অর্থগত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বা
পার্থক্য থাকা আবশ্যক হয় ; এই বৈশিষ্ট্যকেই ‘প্রবৃত্তি-নিমিত্ত’ বলা হয় । যেমন, নীল পদের নীলত্ব, প্রিয়-
পদের প্রিয়ত্ব, গো পদের গোত্ব প্রভৃতি । যেখানে ঐরূপ প্রবৃত্তি নিমিত্তের ভেদ নাই, সেখানে ‘সামানাদিকরণ্য’
হয় না ; যেমন দুইটী গো-পদ । সেখানে উভয় গো-পদেরই প্রবৃত্তি-নিমিত্ত—গোত্ব ধর্ম এক—অভিন্ন,
সুতরাং সামানাদিকরণ্য হয় না । এই হইল সামানাদিকরণ্য সম্বন্ধে সাধারণ কথা । এখন প্রকৃত স্থলে ইহার
আলোচনা করা যাউক, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ।” এই স্থলে ‘ব্রহ্ম’ পদটী বিশেষ্য, এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত
পদ তাহারই বিশেষণরূপে সামানাদিকরণ্যাবিধানে প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব
ধর্মগুলিকেই ঐসকল পদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি-নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ ‘সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব
ও অনন্তত্ব’ ধর্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই ব্রহ্মে আশ্রিত আছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনেক ধর্মবিশিষ্ট
হইলেন । তাহার কলে অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত নির্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধ হইল না । আর যদি সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও
অনন্তত্ব ধর্মকে একই বলা যায়, তাহা হইলেও প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদ না থাকায় সামানাদিকরণ্যও হইতে পারে
না, পক্ষান্তরে, সমস্ত পদগুলির অর্থ ভেদ না থাকায় পুনরুক্তি দোষও উপস্থিত হয় ।

শ্চেতি । তদনুপপন্নম্, (*) জগৎপাদানস্ত ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তাধিষ্ঠাতৃস্বর-
নিবারণেন বিচিত্রশক্তিস্যোগ-প্রতিপাদনপরত্বাদদ্বিতীয়পদস্ত । তথৈব
বিচিত্রশক্তিস্যোগমেবাবগময়তি,—“তদৈক্ষত বহু স্রাং, প্রজায়েয়” ইতি,
“তং তেজোহসৃজত” ইত্যাদি ॥

অবিশেষণ ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যুক্তে নিমিত্তাস্তরমাত্রনিষেধঃ কথং জায়তে ?
ইতি চেৎ ; সিস্থক্ষোত্রক্ষণ উপাদানকারণত্বং “সদেব সোমোদমগ্রা আসীদেক-
মেব” ইতি প্রতিপাদিতম্ । কার্যোৎপত্তিস্বাভাবেন বুদ্ধিস্থং নিমিত্তাস্তরম্,
ইতি তদেব ‘অদ্বিতীয়’-পদেন নিষিধ্যত ইত্যবগম্যতে । সর্বনিষেধে হি
স্বাভ্যুপগতাঃ সিদ্ধাধিযিষিতা নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ সূত্রঃ । সর্বশাখা-

সংহিত পূর্ব শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয় । না—এ কথাও সম্ভব হয় না : কেন না, অদ্বিতীয়ত্ব-
বোধক শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, জগতের উপাদান-কাবণ ব্রহ্মের এমনই বিচিত্র শক্তি
যাছে যে, তাহার কার্যে অত্র কোন পরিচালক বা সহায়ের অপেক্ষা নাই । ‘তিনি
মালোচনা করিয়াছিলেন—[আমি] বহু হইব—জন্মিব । তিনি তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন’,
এতাদি শ্রুতিও ব্রহ্মে ঐরূপ বিচিত্র শক্তির সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছে ।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সাধারণভাবে ‘অদ্বিতীয়’ বলিলেই যে, নিমিত্তাস্তরের
নিষেধ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বকার্য্য করিতে অত্র কোন সহায়ের অপেক্ষা করেন না, বুঝিতে
পারা যায় কিরূপে ? [এ কথার উত্তর এই যে,] ‘হে সোমা এই জগৎ উৎপত্তির
পূর্বে একমাত্র সং ব্রহ্মরূপেই ছিল ।’ এই শ্রুতি প্রথমতঃ জগৎ-সর্জনেচ্ছু ব্রহ্মের উপাদান-
কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার পরেই শঙ্কা হইয়াছিল যে, কার্য্য মাত্রেরই বধন
উপাদানতিরিক্ত—নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, তখন এই জগৎ-নির্মাণকার্য্যও ব্রহ্মভিন্ন কারণান্তর
থাকা সম্ভব ; ‘অদ্বিতীয়’ পদের দ্বারা লোক বুদ্ধিস্থ সেই শঙ্কাই যে, নিবারিত হইয়াছে ; ইহা
বেশ বুঝায় । ‘অদ্বিতীয়’পদে সর্বধর্ম্মের প্রতিষেধ স্বীকার করিলে [তোমার মতেও
ব্রহ্মেতে] নিত্য প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদন করা আবশ্যক, ফলে-ফলে সেই সকল
ধর্ম্মও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে ? আর ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়’ নিয়মটীও এ স্থলে তোমারই
পক্ষে বিপবীত (অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ) ফল প্রদান করিতেছে । (+) কারণ, অপরাপর

(*) তদনুপপন্নম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—স্থলবিশেষে যদি কোন শব্দের অর্থ কিংবা তাৎপর্য্য লইয়া সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা
কাহারো সম্বন্ধে যতগুলি গুণ বা ধর্ম্মের উল্লেখ থাকে। আবশ্যক, তাহার সকলগুলির উল্লেখ না থাকে, তাহা
হইলে অপরাপর বৈদ-শাখায় সেই শব্দের যেসকল অর্থ ও তাৎপর্য্য নিকপিত হইয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে
যতগুলি গুণের নির্দেশ আছে ; সমীক্ষা করিলেও সেই শব্দের সেইরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় এবং
সমস্ত গুণগণেরও উপসংহার করিয়া লইতে হয় । ইহাই ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়স্বায়ের’ স্থল অর্থ ।

শব্দরমতে বলা হইয়াছে যে,—অস্তান্ত বৈদশাখায় বধন ব্রহ্ম নিষ্ঠাও নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে নির্বিশেষভাবে

প্রত্যয়শাস্ত্রাভ্যুপগম্য ভবতো বিপরীতফলঃ, সর্বশাখাস্থ কারণায়নিং সর্বজ্ঞত্বা-
দীনাং গুণানামত্রোপসংহারহেতুত্বাৎ । অতঃ কারণ-বাক্যস্বভাবাদপি, “সত্যং
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যেনে সৰ্বিশেষমেব প্রতিপাদ্যত ইতি বিজ্ঞায়তে ॥ ৮০ ॥

ন চ নিগুণবাক্যবিরোধঃ, প্রাকৃত-হেয়গুণবিষয়ত্বাত্তেয়াং—“নিগুণং”
“নিরঞ্জনং” “নিফলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্” ইত্যাদীনাম্ । জ্ঞানমাত্রস্বরূপ-
বাদিত্যোহপি প্রত্যয়ো ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিধতি ; ন তাবতা (*)
নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, জ্ঞাতুরেব জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ । জ্ঞানস্বরূপত্বৈব
তস্মৈ জ্ঞানাত্মন্যত্বং মণি-দ্যুমণি-প্রদীপাদিবদ্ যুক্তমেবেত্যুক্তম্ ॥

বেদ-পার্থায় অগংকারণের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ নিয়ত স্বরূপ বলিয়া
অভিহিত হইয়াছে, এ স্থলে উক্ত না থাকিলেও সর্বশাখা-প্রত্যয় নিয়মের বলেই অগং-কারণে
সেই সকল গুণের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে । অতএব, কারণ-বোধক বাক্যের
স্বভাবসিদ্ধ নিয়মাত্মসারেও (যে যে বাক্যে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া নির্দেশ আছে, তাহার
সর্বজ্ঞই সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তি প্রভৃতি ব্রহ্ম-গুণেরও উল্লেখ আছে ; ঐ রূপ গুণ নির্দেশ
করাই ঐ সকল বাক্যের স্বভাব ; তদনুসারেও) জানা যায় যে, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”,
এই বাক্যে সৰ্বিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, (নিগুণনহে) ॥ ৮০ ॥

৮১। অপি চ, [ঐরূপ বলিলে] ব্রহ্মের নিগুণত্ব-বোধক বাক্যানিচয়ের সহিত যে,
কোন বিরোধ ঘটে, তাহাও নহে ; কারণ [তিনি] ‘নিগুণ’ ‘নিরঞ্জন’ (দোষসম্পর্ক-
রহিত,) ‘নিফল’ (অংশশূন্য), ‘নিষ্ক্রিয়’ (ক্রিয়াহীন) ও ‘শান্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার
তুচ্ছ, প্রাকৃত গুণসমূহই নির্মল হইয়াছে, [গুণমাত্র নহে] । আর যে সকল শ্রুতিতে
কেবলই জ্ঞানস্বরূপের কথা আছে, [বুঝিতে হইবে,] সেই সকল শ্রুতি, ব্রহ্মের কেবল
জ্ঞানময় স্বরূপটাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু, তা’ বলিয়া নির্বিশেষ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব,
তাহা নহে । কেন না, [সৰ্বিশেষ] জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হইবে, [সুতরাং তাহার
নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না] । আর, মণি, দ্যুমণি (সূর্য্য) ও দীপাদি পদার্থ সকল যেরূপ
প্রকাশময় হইয়াও প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও
জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন । যুক্তিসিদ্ধ এই কথা ইতঃপূর্বেই
উক্ত হইয়াছে ।

বর্ণিত হইয়াছেন, তখন, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” শ্রুতিতেও তাহার নির্বিশেষ ভাবই গ্রহণ করিতে
হইবে । ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ হইতে পারেন না ; কারণ ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়’ আশ্রয়টোমার
অনুকূল না হইয়া বিপরীত সিদ্ধান্তেরই সহায়তা করিতেছে । কেন না, যে যে স্থানে কারণ-বোধক বাক্য
আছে, সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে । ইহাই
কারণ-বাক্যের স্বভাব । সুতরাং “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই স্থলেও সেই ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়’ নিয়মাত্মসারেই
ব্রহ্মের সৰ্বিশেষত্ব বুঝিবার লইতে হইবে ; নচেৎ কারণ-বোধক অজ্ঞাত শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ
উপস্থিত হয় ।

(*) ন তাবৎ ইতি (প) পাঠঃ ।

জাত্বম্বেব হি সৰ্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি,—“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ”, [মুণ্ড০, ১।১।৯]। “তদৈক্ষত”, “সেয়ং দেবতৈক্ষত”, [ছান্দো০, ৬।৩।২]। “স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি,” [ঐত০, ১।১]। “নিত্যো নিত্যানাং চেতমশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্,” [কঠ০, ২।৫।১৩]। “জাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশৌ,” [শ্বেতাস্ব০, ১।৯]।

“তমীশ্বর্যাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥”

[শ্বেতাস্ব০, ৩।৭]

“ন তস্মা কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্মা শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ ॥”

[শ্বেতাস্ব০, ৬।৮]

“এষ আত্মা অপহতপাপু। বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসো-
হপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”, (ছান্দো০, ৮।১।৫) ইত্যাদিঃ শ্রুতয়ো
জাত্বপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানস্বরূপস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকান্ বদন্তি;
সমস্তাহেয়গুণ-বিরহিততাক ॥ ৮-১ ॥

নিম্নোক্ত সমস্ত শ্রুতি বাক্য ও তাঁহার জাত্বধর্মই প্রকাশ করিতেছে। ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ; অর্থাৎ সামান্ত্র ও বিশেষাকারে সমস্ত জানেন।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) ঈক্ষা-আলোচনা করিয়াছিলেন।’ ‘সেই এই দেবতা (প্রকাশমান ব্রহ্ম) আলোচনা করিয়াছিলেন।’ ‘লোক-সমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।’ ‘যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন (চৈতন্ত্যপ্রদ) এবং বহুর মধ্যে একরূপে থাকিয়া জীবের কামনা সম্পাদন করিয়া থাকেন।’ ‘উভয়েই অজ (জন্ম রহিত), [কিন্তু] একটা জ্ঞ—জ্ঞাতা, অপরটা অজ্ঞ—জাত্বধর্ম-রহিত, এবং একটা ঈশ্বর, অত্রটা অনীশ্বর (ঐশ্বর্য্যশূন্য)।’ ‘ঈশ্বরেরও সর্বাতিশায়ী মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরম দেবতাস্বরূপ, পতিরও পতি (পালকেরও পালক) এবং পরমেরও পরম, সেই ভুবনেশ্বর স্তবনীয় দেবকে* আরাধনা করি।’ ‘তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কিছু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার অনেক প্রকার মহাশক্তি এবং স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া পরিশ্রুত হয়।’ ‘এই আত্মা পাপবিরহিত, অরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-শূন্য এবং তাঁহার কামনা ও চিন্তা উত্তরই সত্য।’ ইত্যাদি শ্রুতি

নিগুণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাঞ্চ বিষয়ম্ “অপহতপাপোত্যাপিপাস” ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণ-
গুণান্ বিদধতীযং শ্রুতিরেব বিবিনক্তীতি সগুণনিগুণবাক্যয়োর্বিরোধাভাবা-
দন্ততরস্ত মিথ্যাবিসয়তাশ্রয়ণমপি নাশঙ্কনীয়ম্ । “ভীষাস্মাদ্ভাতঃ পবতে”,
[তৈত্তি০, আনন্দ ; ৮।১] ইত্যাদিনা ব্রহ্মগুণানারভ্য, “তে যে শতম্” ইত্য-
নুক্রমেণ ক্ষেত্রজ্ঞানন্দাতিশয়যুক্তা “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা
সহ । আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্”, [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯।১] ইতি ব্রহ্মণঃ
কল্যাণগুণানন্ত্যমত্যাদরেণ বদতীযং শ্রুতিঃ ।

সমূহ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই জাতৃত্ব প্রভৃতি স্বভাবমিচ্ছ কল্যাণময় গুণগণের স্বাভাবিক সংস্কার
ও নিকৃষ্ট গুণ-নিবহের অভাব নির্দেশ করিতেছেন । (*) ॥ ৮১ ॥

৮২ । স্বয়ং শ্রুতিই যখন ‘অপহতপাপা’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অপিপাস’ পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা
ব্রহ্মের হেয়গুণ রাশির প্রত্যাখ্যান করিয়া ‘সত্যকাম, সত্যসংকল্প’ বাক্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মেরই
কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিতেছেন । [তখন বুঝিতে হইবে যে,] স্বয়ং শ্রুতিই
সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্য সকলের বিষয় বা অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ‘নিগুণ-
বাক্যে হেয়-গুণ সমূহের নিষেধ, আর সগুণ বাক্যে লোকহিতকর উৎকৃষ্ট গুণ নিবহের সংস্কার
নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব, সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্যের প্রতিপাত্ত বিষয়ই যখন এক
নহে,—ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধই আসিতে পারে না ; বিরোধ না
থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যেরই প্রতিপাত্ত বিষয়ে মিথ্যাত্ব-শঙ্কাও করা যাইতে
পারে না । তৈত্তিরীয়োপনিষদে—‘ইহঁার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে,’ ইত্যাদি বাক্যে
প্রথমতঃ ব্রহ্মের গুণসমূহ সমুদ্রের কথা—‘সেই যে শতগুণ আনন্দ’, ইত্যাদি বাক্যে
ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবের সমধিক আনন্দের কথা বলিয়া—অবশেষে ‘বাক্য যাহাকে না পাইয়া
মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,’ অর্থাৎ বাক্যে যাহা ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ভাবনা
করা যায় না ; ‘ব্রহ্মের সেই আনন্দাভিজ্ঞ ব্যক্তি [কাহারো নিকট ভীত হন না]’ ; ইত্যাদি
বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই অতি স্বল্প সহকারে ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছেন ॥

(*) তাৎপর্য্য, জ্ঞানন্ত সর্ববিষয়ত্বং, তন্ত চ সমষ্টি-ব্যাপ্তিসমূহযোগিত্বং আয়স্বক্ষিত্বং চ দর্শয়তি
“তদৈক্যত” ইত্যাদিত্রয়েণ । “নিত্যো নিত্যানাং” ইত্যত্র চেতনবহুত্বমুক্তং কামপ্রদত্বক । “জ্ঞাজ্ঞো” ইত্যত্র
জাতৃত্ববীষয়ত্বকোক্তম্ । “তবীষরাণাং” ইত্যত্র ঈশ্বরত্ব-দেবত্ব-পতিত্বানি উক্তানি । ঈশ্বরত্বক নিয়ন্তৃত্বঃ
নিয়াম্য-বিষয়কজ্ঞানবতএব নিয়ন্তৃত্বাং, নিয়মনন্ত জ্ঞানবিশেষরূপত্বাং নিয়ন্তৃত্বেন জাতৃত্বসিদ্ধিঃ । ইতি
শ্রুতপ্রকাশিকা ।

অতিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরত্ব অর্থ নিয়ন্তৃত্ব, যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে সেই বিষয়ে নিয়মনও করিতে
পারে না, এবং নিয়মন অর্থও জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে । সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্তা না হইলে আর
ঈশ্বর নিয়ন্তা হইতে পারেন না, সুতরাং ‘ঈশ্বর’ বল্যই তাঁহার জাতৃত্বত্বও সিদ্ধ হইতেছে ॥

সোহম্মুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১২] ইতি ব্রহ্মবেদন-ফলমবগময়দ্বাক্যং পরস্ত বিপশ্চিতো ব্রহ্মাণো গুণানন্ত্যং ব্রবীতি । বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্বান্ কামান্ অশ্মুতে, কাম্যন্ত ইতি কামাঃ—কল্যাণগুণাঃ, ব্রহ্মণা সহ তদগুণান্ সর্বান্ অশ্মুত ইত্যর্থঃ । দহর-বিজ্ঞায়াম্, “তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেষ্টব্যম্, [ছান্দো০, ৮।১।১] ইতিবদ গুণ-প্রাধান্যং বক্তুং সহ-শব্দঃ । ফলোপাসনয়োঃ প্রকারৈক্যং, “যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরাণো ভবতি, তথেষ্ট প্রেত্য ভবতি,” [ছান্দো০, ৩।১৪।১] ইতি শ্রুতৌব সিদ্ধম্ ।

‘সেই ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামা ফল ভোগ করেন’ । ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল-বোধক এই শ্রুতিবাক্যও পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ-সম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছেন । ‘বিপশ্চিতং ব্রহ্মের সহিত সর্বকাম ভোগ করে’ ; ইহার অর্থ এই যে, ‘কাম অর্থ—যাহা কামনা করা যায়, অর্থাৎ অভ্যাস—কল্যাণময় গুণ সমূহ, উপাসক ব্রহ্মের সহিত তদীয় সেই গুণ সমুদয় ভোগ করেন ।’ ‘তাহার অভ্যাসের যাহা আছে, তাহার অব্যয় করিবে’ । এই ‘দহরবিজ্ঞা’-প্রকরণে যেরূপ একমাত্র গুণেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এ স্থলেও গুণের প্রাধান্য স্থচনার উদ্দেশ্যেই ‘সহ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । আর, উপাসনা ও উপাসনার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ‘পুরুষ ইহ কালে যেরূপ সংকল্প বা ভাবনা সম্পন্ন হয়, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পব (মৃত্যুর পর) সেইরূপই হইয়া থাকে ।’ এই শ্রুতি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে (*) ॥

(*) তাৎপর্য্য, ‘দহর’ অর্থ অল্প, হুংপদটি পরিমাণে খুব ছোট, এট কারণে শ্রুতিতে তাহাকে ‘দহর’ বলা হইয়া থাকে । আত্মা স্বভাবতঃ ই হুংপদ মধ্যে অবস্থান করেন, তাই উপদেশ দিতেছেন যে, ই হুংপদের অন্তর্নিহিত যে বস্তু, তাহার অব্যয় করিবে, ইত্যাদি । ইহা একটি উপাসনার ক্রম, প্রথমেই ‘দহর’ শব্দ সমিবেশিত থাকায় ইহাকে ‘দহরবিজ্ঞা’ বলা হয় ।

এখন বিবেচ্য এই যে, উপাসনা অর্থ—কোন সগুণ বস্তু বিষয়ে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা । যাহার গুণ নাই, তাহা উপাস্ত হইতে পারে না ; এই কারণে উপাসনা কার্য্যে উপাস্ত-বস্তুগত গুণেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে, বস্তুর নহে । এই কথায় বৃষ্টিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনার যখন ‘আনন্দ’ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণের সমুদয় দৃষ্ট হয়, এবং উল্লিখিত গুণ-নিচয়ের প্রাধান্য স্থচনার জন্যই যখন শ্রুতিতেও ‘ব্রহ্মণা সহ’ বলিয়া ব্রহ্মের অপ্রাধান্য জ্ঞাপন পূর্বক বিশেষ ভূত গুণেরই প্রাধান্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে নিগুণ বলা যায় না । অধিকন্তু, যে যেরূপ উপাসনা করিবে, সে লোক সেইরূপই ফল পাইয়া থাকে । শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “পুরুষ ইহ লোকে যেরূপ চিন্তা (উপাসনা) করিয়া থাকে, সে পরলোকেও সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়” । ইহা ষাণ্ডক্যান্না যায় যে, উপাসনা ও তাহার ফল একইরূপ হইয়া থাকে । ব্রহ্মোপাসক পুরুষও যখন দেহত্যাগের পর আনন্দাদি ব্রহ্মগুণ উপভোগ করেন ; ব্রহ্মকে ভোগ করেন না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনার উপাস্ত-গত গুণেরই প্রাধান্য—উপাস্তের নহে, নচেৎ উপাসকের পক্ষে উপাস্ত আনন্দাদিগুণ-সম্ভোগ যখনই সম্ভবপন হইত না । অতএব, অনিচ্ছারও ব্রহ্মের সগুণ স্বীকার করিতে হইবে ।

“যশ্যামতং তস্য মতম্ ; অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাম্”, [কেন০, ২।৩] ইতি ব্রহ্মণো জ্ঞানাবিষয়ত্বমুক্তমিতি চেৎ ; “ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরম্,” (তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১) “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”, (মুণ্ড০, ৩।২।৯) ইতি জ্ঞানান্মোক্শোপদেশো ন স্ম্যৎ ।

অসম্ভব স ভবতি, অসদ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদবেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥” [তৈত্তি০, আন০, ৬।১] ইতি ব্রহ্মবিষয়-জ্ঞানাসম্ভাব-সম্ভাবাত্মানাত্মনাশমাত্মসম্ভাৎ বদতি । অতো ব্রহ্মবিষয়-বেদনমেবাপবর্গায় সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বিদধতি । জ্ঞানকোপাসনাত্মকম্, উপাস্তৃক ব্রহ্ম সগুণমিত্যুক্তম্ । “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ,” ইতি ব্রহ্মগোহনস্তুশ্রুতপরিমিতগুণস্য (*) বাঙ্মনসয়োরেতাবদিতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বশ্রবণেন ব্রহ্ম ‘এতাবৎ’ ইতি ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং ব্রহ্মাবিজ্ঞাতমমতমিত্যুক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাদ ব্রহ্মণঃ । অন্যথা, “যশ্যামতং তস্য মতম্, বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্” ইতি ব্রহ্মণো মতত্ব-বিজ্ঞাতত্ববচনং তত্রৈব বিরূধ্যতে ॥ ৮২ ॥

যদি বলা, ‘যিনি মনে করেন, ব্রহ্ম অমত, অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তিনিই তাঁহাকে [কিঞ্চিৎ] জ্ঞানেন ; বিশেষরূপে যাহারা জ্ঞানেন, তাহারাই জ্ঞানেন যে, তিনি অবিজ্ঞাত ।’ এই শ্রুতিতে ত ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে ? না,—তাহা হইলে ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যায় ।’ এই শ্রুতিতে যে, জ্ঞান-জনিত মোক্ষের উপদেশ আছে, তাহা সম্ভব হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, কেহ যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মনে করে, তবে সে নিজেই ‘অসৎ’ (অস্তিত্বহীন) হইয়া যায়, এবং কেহ যদি ব্রহ্মকে ‘সৎ’ বলিয়া জানে, তাহা হইলে জ্ঞাতাকেও ‘সৎ’ বলিয়া জানিবে । এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আত্মবিনাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসম্ভাব কথিত হইয়াছে । এই কারণেই শ্রুতিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । উক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানও যে, উপাসনাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মই যে, উপাস্তৃক, তাহাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে” শ্রুতিতে জ্ঞান যায় যে, বাক্য ও মন অপরিমিত গুণগণ-সম্পন্ন, অনন্ত ব্রহ্মকে ‘এতাবৎ’—অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম এই পর্য্যন্ত’ বা ‘এইরূপ’ বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে না : সূত্রায় যাহারা ব্রহ্মকে গুণ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (এতাবৎ) বলিয়া জানে, তাহাদের পক্ষেই ব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত বলা হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্ম স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ রহিত—অনন্ত । এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে ‘তিনি যাহার অমত, বস্তুতঃ তাহারই

যত্ন, “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারম্,—ন মতেমন্তারম্”, (বৃহদা০, ৫।৪।২) ইতি
 প্রতিদৃষ্টের্মতেব্যতিরিক্তং দ্রষ্টারং মন্তারং চ প্রতিষেধতীতি ; তদাগন্তুক-
 চৈতন্যগুণযোগিতয়া জ্ঞাতুরজ্ঞানস্বরূপতাং কুতর্কসিদ্ধাং মত্বা, ন তথাত্মানং
 পশ্যেৎ, ন মন্বীথাঃ ; অপি তু দ্রষ্টারং মন্তারমপ্যাত্মানং দৃষ্টি-মতিরূপামেব
 পশ্যেরিত্যভিধদতীতি পরিহৃতম্ । অথবা, দৃষ্টেদ্রষ্টারং মতেমন্তারং
 জীবাত্মানং প্রতিষিদ্ধ্য সর্বভূতান্তরাত্মানং পরমাত্মানমেবোপাস্ম্যেতি
 বাক্যার্থঃ ; অন্যথা, “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ”, [বৃহদা০, ৪।৪।
 ১৪] ইতি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥

“আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তি০ ভৃগু০, ৬।১ । ইত্যনন্দমাত্রমেব ব্রহ্ম-
 দ্রুপং প্রতীয়তে ইতি যত্নম্, তজ্জ্ঞানাত্মশ্রয়শ্চ ব্রহ্মাণো জ্ঞানং স্বরূপমিতি-
 বদতীতি পরিহৃতম্ । জ্ঞানমেব হনুকূলমানন্দ ইত্যাচ্যতে । “বিজ্ঞান-

বিজ্ঞাত ।’ [‘যাহারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে না, বস্তুতঃ তাহারাই তাঁহাকে
 জানে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মকে ‘মত’ ও ‘বিজ্ঞাত’ বলা হইয়াছে, তাহার
 সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥ ৮২ ॥

৮৩। তবে যে, ‘দৃষ্টির (অন্তর্ভূতির) সাক্ষী ও মতির (চিন্তার) প্রকাশককে [জানিবে
 না]’ এই শ্রুতিতে অন্তর্ভূতি ও মননের অতিরিক্ত দৃষ্টা ও মন্তার (প্রকাশকের) অস্তিত্ব
 প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই,—কৃতार्কিকগণ বলেন, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ
 চৈতন্য নাই, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাতেই
 আত্মার চৈতন্য ব্যবহার হয়, বস্তুতঃ আত্মা জ্ঞাতা হইলেও অচেতন । কৃতार्কিকগণের
 কৃতর্কে বিশ্বাস করিয়া কেহ যেন আত্মাকে অজ্ঞানরূপী মনে করিয়া সেই ভাবেই আত্মাকে
 দর্শন ও মনন না করে ; পরন্তু আত্মা স্বয়ং ‘দৃষ্টা’, ‘মন্তা’ হইলেও তাহাকে ‘দৃষ্টি’ ও ‘মতি’
 রূপেই অন্তর্ভব করিবে । এই অভিপ্রায়ই উক্ত শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ।
 ইतरং এইরূপে পূর্বোক্ত বিরোধেরও পরিহার হইয়া যায় । অথবা, ‘তুমি দৃষ্টির দৃষ্টা ও মননের
 প্রকাশক জীবাত্মাকে ত্যাগ করিয়া সর্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার (ভগবানের) উপাসনা
 কর ।’ এইরূপই ‘ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং’ শ্রুতির বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে ; নচেৎ ‘বিজ্ঞাতাকে
 আবার কিসের দ্বারা জানিবে’ ? এই শ্রুতিতে যে, ‘আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে, তাহা
 বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥

আব, “আনন্দো ব্রহ্ম” এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি
 হইতেছে ; এইরূপে যে, একটা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও ‘ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানাত্ম
 হইলেও শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন ।’ ইত্যাদি বাক্যে পূর্বেই

যানন্দং ব্রহ্ম” [বৃহদা০, ৫।৯।২৮] ইত্যানন্দরূপমেব বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যর্থঃ । অতএব ভবতামেকরসতা । অস্ম্য জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব জ্ঞাতৃত্বমপি শ্রুতিশতসমধিগতমিত্যুক্তম্ । তদ্বদেব “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ,” [তৈত্তি০ আন০, ৮।৪] “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯।১] ইত্যাদিব্যাতিরেকনির্দেশাচ্চ নানন্দমাত্রং ব্রহ্ম ; অপিস্থানন্দি । জ্ঞাতৃত্বমেব স্থানন্দিত্বম্ ॥

যদিদমুক্তম্, “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি”, [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, যতোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি, য ইহ নানৈব পশ্যতি”, [বৃহদা০, ৬।৪।১৯ “যত্র তস্ম্য সর্বমাত্মৈবাত্মং, তৎ কেন কং পশ্যেৎ,” [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি ভেদনিষেধো বহুধা দৃশ্যত ইতি ; তৎ কুৎসস্ত

খণ্ডিত হইয়াছে । [কেন না,] এক জ্ঞানই যখন অনুকূল ভাবাপন্ন হয়, তখন ‘আনন্দ’ নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ নহে । “বিজ্ঞানমান্দং ব্রহ্ম,” শ্রুতিরও অর্থ এই যে, আনন্দস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম । এই কারণেই তোমাদেরও (শঙ্কর মতেরও) ‘একরসতা’ কথাটা সঙ্গত হয় । ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে, জ্ঞাতা হইতে পারেন, তাগা শত শত শ্রুতি হইতে জানা যায় ; এ কথাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এইরূপ ‘তাহাই ব্রহ্মের এক আনন্দ’ । ‘যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জ্ঞানেন,’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মানন্দের ব্যতিরেক (*) নির্দেশ হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে ; পরন্তু আনন্দবান্ । এই আনন্দ ও জ্ঞাতৃত্ব একই পদার্থ—ভিন্ন নহে ॥

আর, ‘যখন দ্বৈতেরই মত হয়’ । ‘জগতে নানা, (অনেক—বহু) কিছুই নাই’ যে লোক নানার মত দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্ত হইতে পারেনা) ।’ দৃশ্যমান সমস্তই যখন আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে ।’ এই সকল শ্রুতিতে যে, বারংবার ভেদের প্রতিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত

(*) তাৎপর্য্য, এ স্থলে ‘ব্যতিরেক’ অর্থ বৈপরীত্য বা বৈলক্ষণ্য । অভিপ্রায় এই যে, ভাব্যোন্মেষিত শ্রুতিই যে প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই কথিত আছে যে, “মমুষ্কারদয়ে যতই অধিক আনন্দ অগৃহ্য হউক না কেন, গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণে অধিক, দেবগণের আনন্দ তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক । এইরূপে ক্রমে ক্রমে আনন্দের পরিমাণাবিকা প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিরবধি ভূমা (মহৎ) আনন্দের নির্দেশ করা হইয়াছে । এই সর্বাধিকাই এখান ‘ব্যতিরেক’ শব্দে কথিত হইয়াছে । এখন দেখিতে হইবে, মমুষ্ক প্রভৃতির আনন্দ যে রূপে মমুষ্কারের একটা গুণ, ব্রহ্মের আনন্দও যে, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণ হইবে, ইহাতে আপত্তি কি ! অতএব আনন্দ-গুণদম্পন ব্রহ্ম সগুণ ভিন্ন নিষ্ঠুর হইতে পারেন না ।

জগতো ব্রহ্মকার্যতয়া তদন্তর্ভামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাৎ, তৎপ্রত্যনীক-
নানাং প্রতিষিধ্যতে । ন পুনঃ “বহু স্যাৎ প্রজায়েয়” ইতি বহুভবনসঙ্কল্প-
পূর্বকং ব্রহ্মণো নানাং প্রতিষিদ্ধং প্রতিষিধ্যত ইতি পরিহৃতম্ ।
নানাং-নিষেধাদিয়মপরমার্থবিষয়েতি চেৎ ; ন, প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানব-
গতং নানাং দুরারোহং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তদেব বাধ্যত ইত্যুপহাস্ত-
মিদম্ ॥ ৮৩ ॥

“যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্দ্রবরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্মা ভয়ং ভবতি”, [তৈত্তি০,
আন০, ৭।২] ইতি ব্রহ্মণি নানাং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তম্ ; তদ-
সৎ ; “সর্বং, খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি (৬) শাস্ত্র উপাসীত”, [ছান্দো০,
৩।১৪।১] ইতি তন্নানাত্মানুসন্ধানস্মা শাস্ত্রিহেতুত্বোপদেশাৎ । তথাহি,
সর্বস্য জগতস্তদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কর্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্র শাস্ত্রি-
বিদীয়তে । অতো যথাবস্তিতদেব-তির্য্যগানুস্মা-স্বাবরাদিভেদভিন্নং জগদ-

জগংই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, এবং অন্তর্ভামিকরূপে ব্রহ্মই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ; সুতরাং
ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে, ঐক্য রহিয়াছে, উল্লিখিত শ্রুতিসমূহ তাদৃশ একত্ববুদ্ধির বিরোধী
ভেদেরই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন মাত্র ; কিন্তু, [আমি-ব্রহ্ম] বহু হইব, জন্মিব' এই শ্রুতি-
প্রতিপাদিত যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত নানাং, তাহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই ; ইহা দ্বারা ই সেই
পূর্বোক্ত আপত্তিও পরিহৃত বা মীমাংসিত হইল । যদি বল, অপরাপর শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মের
নানাই প্রতিষিদ্ধ হইরাছে, তখন এই ‘বহু ভবন’ শ্রুতিব অর্থ অপরমার্থ বা অসত্য
হউক ? না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, এক ব্রহ্মই যে, বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন,
তাহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেই জানা যায় না, সুতরাং অতীব দুর্বোধ ; শ্রুতি প্রথমে সেই
দুঃশ্রুতির তত্ত্ব উপদেশ দিয়া শেষে নিজেই যে, আবার তাহার প্রতিষেধ করিবেন, ইহা বড়ই
উপদেশের কথা ॥

৮৪। তাহার পর, ‘সাধক যখনই এই ব্রহ্মে স্বল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার
ভয় উপস্থিত হয় ।’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে ভেদদর্শীর ভয়প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, এই কারণেই যে,
ভেদ-বাদকে অসত্য বলা হইয়াছে ; তাহাও সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মময়,’ ‘সমস্ত
জগংই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অতএব ‘শাস্ত্র হইয়া
উপাসনা করিবে ।’ এই স্থলে [ব্রহ্ম ও জগতে] ভেদ-বুদ্ধিকেই শাস্ত্রির (ষেষ-হিংসাদি
ত্যাগের) উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগংই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং
ব্রহ্মেই অবস্থিত ও বিলীন হয়, এই কারণে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া শাস্ত্রচি-
ত

(*) তজ্জলানি ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

ব্রহ্মাত্মকমিত্যনুসন্ধানশ্চ শাস্তিহেতুতয়া অভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্ব-
প্রসঙ্গঃ । এবং তর্হি, “অথ তস্য ভয়ং ভবতি” ইতি কিমুচ্যতে ? ইদ-
মুচ্যতে,—“যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাথ্যোহনিকরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতো ভবতি,” [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৭।২]
ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মণি যা প্রতিষ্ঠাভিহিতা, তস্যা বিচ্ছেদে ভয়ং
ভবতীতি । যথোক্তং মহর্ষিভিঃ—

“যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ।

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া ॥” (*)

[গরুড়পুং, পৃং, ২৩৪।২৩]

ইত্যাদি । ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদ এব ॥

যজুক্তম্, “ন স্থানতোহপি”, [ব্রহ্মসূং, ৩।২।১১] ইতি সর্ব-
বিশেষ্যরহিতং ব্রহ্মেতি চ বক্ষ্যতীতি ; তন্ন, সবিশেষং ব্রহ্মেত্যেব হি তত্র
বক্ষ্যতি । “মায়ামাত্রং তু”, [ব্রহ্মসূং, ৩।২।৩] ইতি চ স্বাপ্নানামপ্যর্থানাং

হইবে । এস্থলে কেবল শাস্তিই বিহিত হইয়াছে । অতএব, যথাযথরূপে প্রসিদ্ধ দেবতা, ত্রিযাক্
(পুণ্ড-পক্ষী) ও মনুষ্যাদি বিবিধ ভেদসংবলিত এই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিলে শাস্তি
উপস্থিত হয় এবং ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর ভবিষ্যতেও ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না ।
ভাল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে ‘ভেদ দর্শন করিলে ভয় হয়’ বলা হইল কিরূপে ?
[উত্তর—] অতিপ্রায় এই যে,—‘এই সাধক যখন অদৃগ্, অনির্বাচ্য, স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মে
সর্বভয়-নিবারক প্রতিষ্ঠা বা নিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন’, এই শ্রুতিতে
যে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই ভয়-শাস্তির উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধকের যদি সেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা
বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্বার ভয় উপস্থিত হয় । যে কথা মহাভারতে
উক্ত হইয়াছে,—‘মুহূর্তং (দণ্ডকায়ক কাল), বা ক্ষণমাত্র কালও যে, বাসুদেবের চিন্তা না
করা, তাহাই হানি (স্বার্থক্ষতি), তাহাই অনিষ্টপ্রাপ্তির রক্ষা, তাহাই ভ্রান্তি এবং তাহাই
চিন্তের বিকার’ ইত্যাদি । বস্তুতই ব্রহ্মেতে যে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠার ‘অন্তর’, অর্থাৎ অবকাশ, তাহা
ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদ বা ভেদ-বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

আর যে, “ন স্থানতোহপি” স্বত্বে নির্কির্শেষ ব্রহ্ম বর্ণিত হইবে, বলা হইয়াছে, তাহাও
সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, সে-স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বর্ণিত হইবে । আর, “মায়ামাত্রং তু”
স্বত্বেও যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থসমূহকে কেবল মায়াময় বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক জ্ঞাৎ

* গরুড়পুরাণে তু “সা হানিস্তন্মহচ্ছিদং সা চার্ধ-জড়মুক্তা । যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ।
ইত্যেবং পাঠো দৃশ্যতে ।

জাগরিতাবস্থানুভূতপদার্থ-বৈধর্ম্যেণ মায়ামাত্রমুচ্যতে, ইতি জাগরিতা-
বস্থানুভূতানামিব পারমার্থিকত্বমেব (*) বক্ষ্যতি ॥ ৮৪ ॥

স্মৃতিপূরণায়োঃপি নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থোহন্যদপার-
মার্থিকমিতি প্রতীয়ত ইতি যদভিহিতম্ ; তদসৎ,—

“যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।” [গীতা০, ১০।৩]

“মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥” [গীতা০, ৯।৪-৫]

“অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥” [গীতা০, ৭।৬-৭]

“বিষ্টভাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” [গীতা০, ১০।৪২]

“উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বাঃ পরমান্নেতৃত্বাদাহতঃ ।

নো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তব্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥” [গীতা০ ১৫।১৭-১৮]

অবস্থায় অনুভূত পদার্থ সকলের সহিত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকায়ই ‘মায়ামাত্র’ বলা হইয়াছে ;
বস্তুতঃ স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ সকলও যে, জাগ্রৎ-অবস্থায় অনুভূত পদার্থেরই মত সত্য, তাহাই
সেই স্থলে বর্ণিত হইবে ॥

৮৫। আর যে, স্মৃতি ও পূরণশাস্ত্র দেখিলে একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানেরই সত্যতা ও অপর
সকলেরই অসত্যতা প্রতীত হয়, বলা হইয়াছে ; তাহাও সত্য নহে ; [কেন না,—গীতায় আছে]
‘যে লোক আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সর্ব জগতের পরমেশ্বর বলিয়া জানে ।’ ‘সমস্ত ভূত
আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমি কিন্তু সে সকলের আশ্রিত নহি । আমার ঐশ্বরীয়
যোগপ্রভাব দেখ,—বস্তুতঃ সেই সকল ভূত আমাতে অবস্থিতই নহে । আমার আত্মা, অর্থাৎ
আমি সমস্ত ভূতকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি ; কিন্তু কোন ভূতে অবস্থান করি না ।’
‘আমি সমস্ত জগতের যেমন উৎপত্তির কারণ, তেমনি প্রলয়েরও কারণ বা আশ্রয় ।
হে ধনঞ্জয় ! আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই, মনিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে,
তেমনি এই সমস্ত জগৎও আমাতেই গ্রথিত আছে ।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া
রহিয়াছি ; [উক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক্] শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা নামে কথিত হন ; যিনি

(*) ‘ইতি পারমার্থিকত্বমেব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্, গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে (*) ব্যতীতঃ ।
 অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা, তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥
 সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোহসৌ, স্বশক্তিলেশাদ ধৃতভূতসর্গঃ । (†)
 ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহসৌ ॥
 তেজোবলৈশ্বর্য-মহাবোধ-সুবীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।
 পরং পরাণাং সকলা ন যত্র, ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
 স ঈশ্বরো ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপোহব্যক্তস্বরূপঃ (‡) প্রকটস্বরূপঃ ।
 সর্বৈশ্বর্যঃ সর্বদৃক্ সর্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাত্ম্যঃ ॥
 সংজ্ঞায়াত যেন তদন্তদোষং, শুদ্ধং পরং নিম্নলম্বেকরূপম্ ।

অব্যয় (নির্বিকার), ঈশ্বর এবং ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠ থাকিয়া পাপন করিতেছেন ।
 ‘বেহেতু আম ফর—ভূতবর্গের অতীত এবং অক্ষর—কুটম্ব অপেক্ষাও উত্তম, সেই হেতুই আমি
 লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ।’ [বিষ্ণুপুরাণে আছে—] ‘হে মুনে ! তিনি
 (ভগবান্), সর্বভূত-প্রকৃতি—অব্যক্ত ও অব্যক্ত-বিকার (জগৎ) এবং সর্বপ্রকার গুণ-দোষের
 অতীত ; তিনি কোনরূপ আবরণে আবৃত নহেন, এবং সর্ব জগতের আত্মাস্বরূপ ; তিনিই
 ভুবনমধ্যগত সমস্ত বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন । তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ, স্বীয়
 শক্তির অংশমাত্রে এই ভূতবর্গের সৃষ্টি বিধান করিতেছেন । তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্তম্ভং দেহ
 ধারণ কবেন, এবং জগতের অশেষপ্রকার কল্যাণ সাধন করেন । মানস তেজঃ, শারীর বল,
 অগ্নিমাди ঐশ্বর্য, সমুন্নত জ্ঞান, বীৰ্য্য এবং শাক্ত প্রভৃতি গুণানিচয়ের তিনিই একমাত্র আশ্রয়,
 এবং পর—ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও পর বা উৎকৃষ্ট । সেই সর্বৈশ্বরে ক্লেশাদি (§) কোন দোষ
 বিস্ত্রমান নাই । তিনিই ঈশ্বর, ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থিত, সর্বৈশ্বর্য,
 সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি এবং ‘পরমেশ্বর’ নামে অভিহিত হন । স্বাধার প্রভাবে লোকে
 জ্ঞান লাভ করে, তিনি স্বভাবতঃ নিদোষ, বিস্কন্ধ, মহৎ, নিম্নলম্বে ও একরূপ । তিনি দৃষ্ট হন,

(*) পুনর্ব্যতীতঃ, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ভূতবর্গঃ ইতি পাঠঃ ।

(‡) ব্যক্তস্বরূপোহপ্রকট ইতি (খ, গ,) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য, ক্লেশের কথা পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—“অবিচ্ছাদিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশা
 পঞ্চ ক্লেশাঃ ।” অর্থাৎ ক্লেশ পাঁচপ্রকার, অবিচ্ছাদিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ । তদ্বোধো, অনাগ্র
 বোধাদিতে যে, আগ্রবুদ্ধি, তাহার নাম অবিচ্ছাদিতা । বুদ্ধি ও আগ্রার যে, অবিবেক, তাহার কলে ‘আমি সুখী, দুঃখী’
 ইত্যাদি প্রতীতি জন্মে, তাহার নাম অগ্নিতা । সুখ ও সুখের উপায়ে যে ইচ্ছা, তাহার নাম রাগ । দুঃখ ও দুঃখ
 সাধন বিষয়ে যে, অশ্রিয়তাব, তাহার নাম দ্বেষ । দেহাদি-নাশের শঙ্কায় যে ভ্রাস, তাহার নাম অভিনিবেশ ।
 উল্লিখিত এই পাঁচটিই জীবের দুঃখের কারণ বলিয়া ‘ক্লেশ’ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে ।

সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা, তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহনুদুস্তম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ৬ অং, ৫ অং, ৮৩-৮৭]

“শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে ।

মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণ-কারণে ॥

সম্ভর্তেতি তথা ভর্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মূনে ॥

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ ত্রয়ঃ ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যায়োশৈচব যগ্নাং ভগ ইতীরণা ॥

বদান্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মানুপিনাত্মনি ।

স চ ভূতেষুশেষেষু বকারার্থস্ততোহব্যয়ঃ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭২-৭৫]

“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য-বীর্য-তেজাংস্বশেষতঃ ।

ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়েণ্ডাদিভিঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭৯]

“এবমেব মহাশব্দো মৈত্রেয় ! ভগবানিতি ।

পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥

অথবা প্রতীতিগম্য হন, অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট অনুভূত হন, আর অজ্ঞের নিকট কেবল প্রতীতির বিষয় হন মাত্র; এবংবিধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তন্নিম্ন আর সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

‘হে মৈত্রেয় ! সর্বকারণ-কারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতিশব্দোক্ত পরব্রহ্মে ‘ভগবৎ’-শব্দ প্রযুক্ত হয় । হে মূনে ! ‘ভ’-কারের দুই অর্থ—সংভর্তা (সাশনকর্তা) ও ভর্তা (ধারণকর্তা) । ‘গ’-কারের অর্থ—নেতা ও প্রাপক । সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য (*), বীর্য (শক্তি), যশঃ (গুণ), ত্রি (ভাগ্য-সম্পৎ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টির নাম ‘ভগ’ । তিনি সর্বভূতের আত্মা ও সর্বাঙ্গক, তাঁহাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে, এবং তিনিও সমস্ত ভূতে অবস্থান করেন । ‘ব’-কারের অর্থ—অব্যয় (নির্বিকার) । অতএব, হেয় (নিকৃষ্ট) গুণবর্জিত, সম্পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজঃ, এই কয়টি ‘ভগবৎ’-শব্দের অর্থ । হে মৈত্রেয় ! উক্তপ্রকার এই অতুল্যতম ‘ভগবান্’-শব্দে পর ব্রহ্ম বাসুদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না ।

(*) তাৎপর্য, এখানে ‘ঐশ্বর্য’ অর্থে অষ্ট সিদ্ধি বৃষ্টিতে হইবে । অষ্ট ঐশ্বর্য এইরূপ,—অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকামাং মহিমা তথা । ঐশিৎ ৮ বশিৎ ৮ যত্র কামাবসায়িতা ॥” তন্মধ্যে, অগ্নিমা—পরমাগ্নির মত হৃদয়ভা-গাভের শক্তি । লঘিমা—জুলার স্থায় হালকা হইবার ক্ষমতা । প্রাপ্তি—ভূমিতে থাকিয়াও হস্তে চন্দ্র স্পর্শ কারিবাক্ষমতা । প্রাকামা—কুত্রাপি ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া । মহিমা—মহৎ পরিমাণ লাভের শক্তি । ঐশিৎ—সাশন ক্ষমতা । বশিৎ—সকলকে বশীভূত রাখিবার শক্তি । কামাবসায়িতা—বিনা বাধ্য হইয়াই কার্য করার ক্ষমতা । অপরে তপোবলে উক্ত ঐশ্বর্য সকল যথাসম্ভব লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য এই ঐশ্বর্য নিতাই সিদ্ধ আছে ॥

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ ।

শব্দোহয়ং নোপচারেণ, হন্যত্র হ্যুপচারতঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭৬-৭৭]

“সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতানৃপ ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥

তদ্বিশ্বরূপ-বৈরূপাং রূপমন্যদৃ হরেশ্বহং ।

সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ॥

দেব-তির্য্যগ্নুশ্চাখ্যা-চেষ্ঠাবন্তি (*) স্বলীলয়া ।

জগতামুপকারায় ন সা কস্ম-নিমিত্তজা ॥

চেষ্ঠা তস্মাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা ।” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬৯-৭২]

“এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্ ।

সমস্ত-হেয়রহিতং বিষ্ণুখ্যং পরমং পদম্ ।” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫১]

“পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মান্নসংস্থতঃ ।

রূপ-বর্ণাদিনির্দেশ-বিশেষণবিবর্জিতঃ ॥

অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধি-জন্মভিঃ ।

বর্জিতঃ, শাক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥

সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ ।

ততঃ স বাস্তুদেবেতি বিব্রুহিঃ পরিপঠ্যতে ॥

পূজ্যার্থ-বোধনে পরিভাষিত (সংকেতিত) এই ‘ভগবৎ’-শব্দ তাঁহাতেই (বাস্তুদেবেই) নিরূপচার বা মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অত্র (তদ্বিন্ন পদার্থে) গৌণরূপে প্রযুক্ত হয়। হে নৃপ ! পূর্বোক্ত শক্তি সমূহ বাহ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই হরির জগদ্বিলক্ষণ—অপ্রাকৃত মহৎ রূপ। হে জননাথ ! তিনিই স্বীয় লীলাপ্রভাবে সমস্ত শক্তিকে দেব, তির্য্যাক ও মনুষ্যাদি রূপে নির্মাণ করিতে চেষ্টা করেন। জগতের উপকারার্থ সেই অপ্রমেয় ভগবানের যে চেষ্টা হয়, তাহা কোন কর্ম রূপ নিমিত্ত হইতে হয় না, উহা অব্যবসৃত, এবং ব্যাপক ও অব্যাহত। ‘বিষ্ণু নামক যে পরম পদ (গন্তব্য স্থান), তাহা এই প্রকার নির্মল, নিত্য, ব্যাপী, অক্ষয় ও সর্বপ্রকার হেয়-গুণ-বর্জিত।’ ‘উত্তম ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও অত্যুত্তম, স্বপ্রতিষ্ঠ, রূপ-বর্ণাদি বিশেষগুণ বর্জিত পরমাত্মা, ক্ষয়, নাশ, পরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মরহিত। তিনি এক মাত্র ‘অন্তি’ (সং) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। যেহেতু তিনি সর্বত্র আছেন, এবং সমস্ত বস্তুও তাঁহাতে বাস করে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ‘বাস্তুদেব’ বলিয়া থাকেন।’

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু ‘মনুষ্যাঙ্গি-চেষ্ঠাবন্তি’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

তদ্ (*) ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষর (†) মব্যয়ম্ ।

একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্ ॥

তদেব সর্বমেবৈতদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ ।

তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ১। ২। ১০-১৪]

“প্রকৃতিয়া ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।

পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥

পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ।

বিষ্ণুনা (‡) স বেদেব্ বেদান্তেষু চ গীয়েতে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৪। ৩৮-৩৯]

“দে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্তঞ্চামূর্তমেব চ ।

ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্বভূতেষু চ স্থিতে ॥

অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম, ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ ।

একদেশস্থিতস্ত্যাগ্নেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫৩-৫৫]

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।

অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্টাতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ।

সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যতিসন্ততান্ ॥

‘ত’নই পরব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য, জন্মহীন, অক্ষর (নির্বিকার), অব্যয়, সর্বদা একাকার এবং হেয় গুণ-বাহিতাবশতঃ নির্মল । তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ, এবং পুরুষরূপে ও কালরূপে ‘ত’নিই অবস্থান করেন ।’

‘আমি যে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি ; তাহার উভয়েই পরমাত্মায় বিলম্ব প্রাপ্ত হয় । পরমাত্মাই সঙ্গাধার ও পরমেশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে বিষ্ণু নামে বর্ণিত হন’ । ‘সেই ব্রহ্মের রূপ দ্বিবিধ—মূর্ত (স্থূল) ও অমূর্ত (সূক্ষ্ম) । সেই রূপ এইটী যথাক্রমে ক্ষর ও অক্ষর সংজ্ঞায় অভিহিত এবং সর্বভূতে অবস্থিত আছে । তন্মধ্যে, সেই পর ব্রহ্ম ‘অক্ষর,’ আর সমস্ত জগৎ ‘ক্ষর’ বলিয়া কথিত । এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যে রূপ বিস্তারিল, পর ব্রহ্মের শক্তিও সেইরূপ সমস্ত জগদাকারে বিস্তৃত হইয়া আছে ।’ ‘বিষ্ণু-শক্তিই পরাশক্তি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অপরা শক্তি, এবং কর্ম-প্রবর্তিকা অবিদ্যা তাঁহার তৃতীয় শক্তি বলিয়া কথিত । হে রাজন ! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি (জীব-শক্তি) স্বভাবতঃ সর্বগামিনী

(*) সদ ব্রহ্ম ইতি (গ) পাঠঃ । (†) অক্ষম্ ইতি (খ) পাঠঃ । ‡ মূলে তু বিষ্ণুর্নামা ইতি পাঠঃ ।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজিতা ।

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬১-৬৩

“প্রধানক পুমান্শৈচব সর্বভূতান্নভূতয়া ।

বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে ব্রুতো সংশ্রয়ধাম্মিণৌ ॥

তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাব-কারণং সংশ্রয়স্ত চ ।

যথা সন্তো জলে বাতো বিভর্তি কণিকাশতম্ ।

শক্তিঃ সাপি তথা বিষেগঃ প্রধানপুরুষাত্মনঃ ॥” বিষ্ণুপুং, ২। ৭। ২৯-৩১]

“তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাপিলম্ ।

আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ ॥” বিষ্ণুপুং, ১। ২। ৫৮]

ইত্যাদিনা পরং ব্রহ্ম স্বভাবত এব নিরন্তরনিপিলদোষণকং সমস্তকল্যাণ-
গুণাত্মকং জগদুৎপত্তি স্থিতি-সংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং প্রতিপাদ্য
কৃৎস্নস্ত চিদচিদ্বস্তনঃ সর্বাবস্থাবস্থিতস্য পারমার্থিকশ্চেব পরস্ত ব্রহ্মণঃ
শরীরতয়া রূপত্বম্, শরীররূপ-তৎশ-শক্তি-বিভূত্যাদিশদৈন্তুত্বচ্ছন্দসামান্য-

হইয়াও যে অবিজ্ঞানময় কর্মবশে বেষ্টিতা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া চির নিরন্তর
সর্বপ্রকার সংসার-সম্পাদ ভোগ করে; হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ শক্তি সেই অবিজ্ঞানবশেই
আবৃত হইয়া জ্ঞানের তারতম্যানুসারে সর্বভূতে অবস্থান করে। ‘হে মহামতে! প্রধান
(প্রকৃতি) ও পুরুষ, উভয়েই সর্বভূতের আত্মস্বরূপা বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা সমাবৃত হয়।
সেই বিষ্ণু-শক্তির প্রভাবেই উভয়ে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর পার্থক্য লাভ করে এবং
তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বায়ু যেরূপ জল সম্পর্ক বশত শতশত জন-কণা
বহন করে, অর্থাৎ কণারূপে জলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেয়, তদ্রূপ সেই
বিষ্ণু-শক্তিও প্রধান, পুরুষ এবং তদভয়েব অশ্রয়ীভূত প্রধান-পুরুষাত্মক বিষ্ণুর
পৃথগ্ভাব সমুৎপাদন করে।’ হে মুনিবর। এই সমস্ত জগৎ ক্ষয় রহিত—নিত্য;
কেবল আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) ও তিরোভাব রূপ (অপ্রকাশরূপ) জন্ম ও নাশ সম্পন্ন।
অর্থাৎ জগৎ বাস্তবিকই নিত্য, সময়ে যে, তাহার আবির্ভাব হয়, তাহাকে জন্ম, আর
সময়ে যে, তিরোভাব বা অন্তর্হিত হয়, তাহাকেই বিনাশ বলিয়া কল্পনা করা হয়
মাত্র।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রথমেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পর ব্রহ্ম
স্বভাবতই নিত্য-নির্দোষ, সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, এবং লীলাক্রমে জগতের
উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার ও অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বভূতের সংযমন করেন। ‘তাহার
পর, যে-কোন অবস্থায়ই থাকুক, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই সত্য এবং পর ব্রহ্মের
শরীর, এই কথাটা শরীর, রূপ, তত্ত্ব, অংশ ও বিভূতি শব্দে এবং “তদেব সর্বমোবৈতৎ” এই

ধিকরণেন চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতস্তা চিদ্রস্তনঃ স্বরূপেণাবস্থিতিমচিন্মিশ্রতয়া
ক্ষেত্রজরূপেণ স্থিতিং চোক্ত্বা, ক্ষেত্রজাবস্থায়ং পুণ্য-পাপাত্মককর্মরূপা-
বিদ্যাবেষ্টিতেন্ন স্বাভাবিক-জ্ঞানরূপস্থাননুসন্ধানম্ (*) অচিদ্রূপার্থীকার-
তয়ানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষম্; তদ্বিভূতিভূতং
জগদপি পারমার্থিকমেরেতি জ্ঞায়তে ॥ ৮৫ ॥

“প্রত্যস্তমিতভেদম্” ইত্যত্র দেব-মনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণামবিশেষ-
সংস্কৃষ্টাপ্যাত্মনঃ স্বরূপং তদগতভেদরহিতেন্ন তদুদবাচি-দেবাদিশব্দা-
গোচরং জ্ঞানমত্ৰেকলক্ষণং স্বসংবেদ্যং বোগবুদ্ধাননো ন (+) গোচরইত্যাচ্যত-
ইতি; অনেন ন প্রাপক্যপলাপঃ। কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ? (‡) তদ্ব্যচ্যতে,—অগ্নিন্ প্রকরণে সংসারৈকভোজতয়া বোগমভিধায় যোগাবয়বান্
প্রত্যাহারপর্যন্তাং চাভিধায় (§) ধারণানিচ্ছার্থং শুভাশ্রয়ং বক্তুং পরস্ত

‘তৎ’-পদের সামান্যধিকরণ্য অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে উত্তমরূপে বলা হইয়াছে।
মনস্তত্ত্ব, ব্রহ্ম বিভূতি চিদ্রস্বরূপে অবস্থিত হন, এবং জড়সম্পর্ক বশতঃ ক্ষেত্রজরূপে অবস্থান
করেন; অনন্তর, ক্ষেত্রজাবস্থায় পুণ্য-পাপময় কর্মরূপ যে অবিস্তা, তদধিষ্ঠিতরূপে
অবস্থান করেন; তখন স্বভাবসিক দ্বায় জ্ঞানরূপটি ভুলিয়া যান, এবং নিজেকে অচিৎ—
বড় বস্তু বলিয়া মনে করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, পর ব্রহ্ম সবিশেষ ভিন্ন
(নির্নিশেষ নহে) এবং তদীয় বিভূতি-বিশেষ জড় জগৎও পারমার্থিক বা সত্য, (কখনও
মথ্যা নহে)।

৮৬। পূর্বোক্ত “প্রত্যস্তমিতভেদম্” (যাহাতে কোনরূপ ভেদ নাই,) বাক্যেও বুঝিতে
হইবে যে, আত্মা যদিও প্রকৃতি-পরিণাম দেবতা ও মনুষ্যাতির সহিত সম্বন্ধ আছেন সত্য, তথাপি
গ্রাহ্য স্বরূপটি সেই সকল ভেদ সম্বন্ধ রহিত, সুতরাং ভেদ-বোধক দেবতাপ্রভৃতি শব্দের
অবাচ্য, অর্থাৎ দেবতা-বাচক কোন শব্দে তাঁহাকে বুঝায় না। তিনি কেবল জ্ঞান ও সত্তা-
স্বরূপ, আত্ম-বেদ্য (তিনিই তাঁহাকে জানেন) এবং যোগি-বুদ্ধিরও অগম্য। ‘প্রত্যস্তমিত’ কথা
এই অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এ কথায়ই জগৎ-প্রপঞ্চের অপলাপ বা অসত্যতা
প্রতিপন্ন হয় কিরূপে? যদি বল, এই ভাবটি কিসে জানা গেল? তাহা বলিতেছি,—এই
প্রকরণে প্রথমতঃ যোগাত্মজ্ঞানকে সংসার-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ বলিয়া এবং ‘প্রত্যাহার’

(*) অচিদ্রূপ-তদর্থ্য ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) অগোচরম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) ইতি। তদ্ব্যচ্যতে ইতি (ক) পাঠঃ।

(§) উক্ত্য ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ শক্তিশক্তিভিধেয়ং রূপরসং মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগেন প্রতিপাদ্য,
তৃতীয়শক্তিরূপ-কৰ্ম্মাখ্যাবিভাবেষ্টিতমচিদ্বিশিষ্টং ক্ষেত্রজ্ঞং মূর্ত্তাখ্যবিভাগঃ*)
ভাবনাত্রয়াস্বয়াদশুভমিত্যুক্ত্বা, দ্বিতীয়স্ব কৰ্ম্মাখ্যাবিভাবিরহিণেহচিদ্বিসুক্ষ্ম
জ্ঞানৈকাকারস্বামূর্ত্তাখ্যবিভাগস্য নিষ্পন্নযোগি-ধেয়তয়া যোগযুজ্ঞানসৌহনা-
লম্বনতয়া স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাচ্চ শুভাশ্রয়ত্বং প্রতিষিধ্য, পরশক্তিরূপমিদম-
মূর্ত্তমপরশক্তিরূপং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যং মূর্ত্তক, পরশক্তিরূপস্তাত্বনঃ ক্ষেত্রজ্ঞতা-
পত্তিহেতুভূত-তৃতীয়শক্ত্যাখ্যকৰ্ম্মরূপাবিভা চোত্যেতচ্ছক্তিত্রয়াশ্রয়ং ভগবদ-
সাধারণম্ “আদিত্যবর্ণম্” ইত্যাদিবেদান্তসিদ্ধং মূর্ত্তং স্বরূপং শুভাশ্রয়-
ইত্যুক্তম্ ॥

পর্যন্ত যে সকল যোগাবয়ব আছে, (+) তৎসমস্তেব উল্লেখ করিয়া ‘ধারণা-সিদ্ধির
উত্তম আশ্রয় নির্দেশাতিপ্রায়ে পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ-
বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর, পরব্রহ্মের তৃতীয় শক্তি—কৰ্ম্মাখ্যক অবিষ্টা-সংযুক্ত
যে ক্ষেত্রজ্ঞনামক মূর্ত্ত ভাগ, তাহাতে [ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই] ত্রিবিধ ভাবনার অন্ত
হয় বলিয়া,—কৰ্ম্মময় অবিষ্টারহিত, এবং জড়বিস্মৃত, শুদ্ধজ্ঞানৈকরূপ যে, দ্বিতীয় শক্তি
অমূর্ত্ত বিভাগ, তাহাও কেবল যোগ-সিদ্ধ পুরুষেরই ধোয়; সুতরাং যোগযুক্ত অর্থাৎ
প্রাথমিক যোগীর বা যোগাভ্যাসীর চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে তাহা
যোগীর পক্ষে উহাও শুভ হয় না, এই কথা বলিয়া পরিশেষে পরমাত্মার পরা শক্তিরূপ যে
অমূর্ত্ত ভাগ, অপরা শক্তিরূপ যে, মূর্ত্ত—ক্ষেত্রজ্ঞ ভাগ এবং পরমাত্মারই ক্ষেত্রজ্ঞত্ব প্রাপ্তির
হেতুভূত যে, তৃতীয় শক্তি—কৰ্ম্মাখ্যক অবিষ্টা, এই ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয় এবং ‘আদিত্যবর্ণ
ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে প্রতিপাদিত যে, ভগবানের মূর্ত্তাখ্যক (আকৃতিসম্পন্ন) রূপ, তাহাকেই
পূৰ্ব্বোক্ত ‘ধারণার’ উৎকৃষ্ট আশ্রয় বা বিষয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥

(*) কৰ্ম্মভাবনা জনকাদীনাং, ব্রহ্মভাবনা সনকাদীনাম্, উত্তমভাবনা চতুর্মুখত্ব ইত্যনিকঃ পাঠঃ
(খ) চিহ্নিত পুস্তকে দৃশ্যতে ।

(+) তাৎপৰ্য্য, পতঞ্জলি মুনি, যম, নিরম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ষাট
প্রকার যোগজ্ঞের নির্দেশ করিয়াছেন। “যম-নিরমাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়েষাং ষাট্‌ভাবনামি”।
(যোগ-সূত্র ২।২৯)। তদ্বধ্যে, যম—অহিংসা, সত্য-নিষ্ঠা, অস্তেয়—চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (ইন্দ্রিয়-সংযম)
ও পরস্রব্য গ্রহণ না করা। নিরম—বাহু ও আভাত্তর শৌচ, মন্তোব (প্রসন্নতা), তপস্তা, ইষ্টমন্ত্রজপ ও ধর্ম্মশ্রি-
পাঠ, ঈশ্বরে অধিধান, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাহাতে সমর্পণ করা। আসন—অমুবেগকর ও সুখবৎ
অবস্থান। প্রাণায়াম,—প্রাণবায়ুর নিগ্রহাণায়—পূরক, কুন্তক ও রেচক। প্রত্যাহার—বিষয় হইতে প্রতিবিম্ব
ইন্দ্রিয় সমূহের অন্তর্মুখীকরণ। ধারণা—বিষয়-বিশেষে চিত্তস্থাপন। ধ্যান—একাকার জ্ঞানপ্রবাহ। সমাধি—
চিত্তের একাগ্রতা বা তত্ত্বগতা। ইহাদের মধ্যে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটি অঙ্গ একই বিষয়ের সম্পাদিত
হইলে তাহাকে ‘সংযম’ বলে ।

অত্র পরিশুদ্ধাস্বরূপস্য শুভাশ্রয়তানর্হতাং বক্তুং “প্রত্যন্তমিতভেদং যদ” ইত্যাদ্যচ্যতে । তথাহি,—

“ন তদেবাগযুজা শক্যং নৃপ চিস্তয়িতুং যতঃ ॥

দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্ ॥

সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্তদ্ হরের্মহৎ ॥”

[বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৫৫, ৬৯-৭০] ইতি চ বদতি (৯) ॥

তথা চতুর্থ-সনকাदीনাং জগদন্তরবর্তিনামবিদ্যাবেষ্টিতত্বেন শুভাশ্রয়া-
নর্হতামুক্ত্বা, বন্ধানামেব পশ্চাদেবাগেনোদ্ভূতবোধানাং স্বস্বরূপমাপন্নানাক
দতঃ শুদ্ধিবিরহাৎ (†) ভগবতা শৌনকেন শুভাশ্রয়তা নিষিদ্ধা ॥

“অত্রাক্ষ-সুশ্রবর্যাস্তা জগদন্তর্যাবস্থিতাঃ ।

প্রাণিনঃ কর্মজনিত-সংসারবশবর্তিনঃ (‡) ॥

যতন্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ ।

অবিদ্যান্তগতিঃ সর্বৈ তে হি সংসারগোচরাঃ ॥

আম্মার নির্বিশেষ বিস্তৃত স্বরূপটি যে, ধারণার পক্ষে উত্তম আশ্রয় নহে, তাহাই
“প্রত্যন্তমিতভেদং যৎ”, অর্থাৎ বাহ্যতে কোনপ্রকার ভেদ নাই, ইত্যাদি বাক্যে কথিত
হইয়াছে । দেব, বিষ্ণুপূরণেও কথিত আছে যে,—‘হে নৃপ ! বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ
অমর্ত রূপটি যোগযুক্ত (প্রাথমিক) যোগী ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারেন না । কারণ, ঐ পদ
পদটি একমাত্র সিদ্ধি-প্রাপ্ত যোগিগণেরই ধ্যানেব বিষয় হয় । বিষ্ণুর বিশ্বরূপ ভিন্ন আরও
একটি বিচিত্র রূপ আছে, বাহ্যতে পূর্নোক্ত সমস্ত শক্তি অবস্থিত আছে ।’ আরও আছে যে,
লোকান্তরে অবস্থিত চতুর্থ (ব্রহ্ম) ও অনক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অবিদ্যা-সম্পন্ন,
মৃতরাং তাহারাও ধ্যানের উত্তম বিষয় হইতে পারেন না, এবং বাহারা প্রথমে সংসার-
বন্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ যোগ-বলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় পরমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ;
তাহাদের শুদ্ধি বা নির্দোষতাও স্বাভাবিক নহে—যোগলব্ধ ; এই কারণে তাহাদিগকেও
ধ্যানের অশুভ আশ্রয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্যন্ত যে
সকল প্রাণী সংসারে বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই কর্মফলে সংসারের
বশবর্তী—সাংসারিক ও অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন ; এই কারণে তাহারা আরাধিত হইলেও
ধাতাগণের অভিপ্রেত উপকার করিতে পারেন না । আর বাহারা প্রথমতঃ সংসার-বন্ধ

(৯) ইতি (৯, ৭) পাঠঃ ।

(†) সিদ্ধিবিরহাৎ ইতি (৭) পাঠঃ ।

(‡) কর্মজনিতাঃ ইতি (৬) পাঠঃ ।

পশ্চাদ্ভূতবোধশ্চ ধ্যানেনৈবোপকারকঃ ।

নৈসর্গিকো ন বৈ বোধস্তেষামপ্যন্যতো যতঃ ॥

তস্মাৎ তদমলং ব্রহ্ম নিসর্গাদেব বোধবৎ ।”

[ভবিষ্য পুং, বিষ্ণুধর্ম, ১০৪ অং, ২৩ ২৬] ।

ইত্যাদিনা পরস্ম ব্রহ্মণো বিষেণঃ স্বরূপং স্বাসাধারণমেব শুভাশ্রয়-
ইতুক্তম্ । অতোহত্র ন ভেদাপলাপঃ প্রতীয়তে ॥ ৮৬ ॥

“জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যত্রাপি জ্ঞানব্যাতিরিক্তার্থজাতস্য কৃৎস্নস্য ন মিথ্যাস্ব-
প্রতিপাত্তে, জ্ঞানস্বরূপস্তাত্মনো দেবমনুষ্যাগ্ধর্থাকারেণাবভাসো ভ্রান্তি-
রিত্যেতাৎপন্ন্যবচনাৎ । ন হি শুক্তিকায়ামিথ্যারজততয়াবভাসো
ভ্রান্তিরিত্যুক্তে, জগতি কৃৎস্নং রজতজাতং মিথ্যা ভবতি । জগদব্রহ্মণোঃ
সামানাদিকরণেনৈক্যপ্রতীতে ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপস্তার্থাকারতা ভ্রান্তির-
তুক্তে সতি, অর্থজাতস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাত্মকং স্যাদিতি চেৎ ; তদসৎ, (৬)
অস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্ম ব্রহ্মণো বিশেষণিরস্তাজ্ঞানাদিনিপিলদোষণক্সস্য সমস্ত-
কল্যাণগুণাত্মকস্য মহাবিভূতেঃ প্রাপ্তিপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তিদর্শনাসম্ভবাৎ ।

থাকিয়া শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারও ধ্যানকারীর উপকার
করিতে সমর্থ হইল না : কারণ, তাহাদের বোধশক্তি স্তম্ভিত নহে,—অন্তের আরাধনা-লক্ষ্য।
অতএব, স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-সম্পদ, বিমল ব্রহ্মই একমাত্র ধোম্ব । ইত্যাদি বাক্যে মর্দগ
শৌনকও অপব-ব্রহ্ম বিষ্ণু রূপটিকে উপাসক দিগের অন্ততঃশ্রয়—অনুপাত্ত বিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন ; স্ততরাং উক্ত বাক্যে ভেদের অপলাপ বা অস্বীকার করা যাইতে
পারে না ॥

৮৭ । আর তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হইয়াছে, বলিয়াই যে, জ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুরই
মিথ্যাস্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহাও নহে । কেন না, সে-স্থানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানময়
আত্মাকেই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি বলিয়া মনে করা, তাহা কেবলই ভ্রান্তি,
কিন্তু, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু মাত্রেরই মিথ্যাহ বলা হয় নাই । শুক্তিকালে যে, রজতের
প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্তি-করিত বা মিথ্যা ; এই কারণে জগতের সমস্ত বস্তুতই ত মিথ্যা
হইয়া যায় না । যদি বল, শ্রুতিতে জগৎ ও ব্রহ্মের সামানাদিকরণ্য বা বিশেষণ-
বিশেষ্যভাব থাকায় উভয়ের ঐক্য বা অভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের
যে, জড় জগৎ-আকারে প্রতীতি, তাহা ভ্রম মাত্র ; এই কথাই ফলেই সমস্ত জগতের
মিথ্যাস্ব সিদ্ধ হইবে ; না—এ কথাও সঙ্গত হয় না । কারণ, এই শাস্ত্রেও অজ্ঞানাদি সর্বদোষ-
শূন্ত, সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পদ, মহাশক্তি পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর সর্বাত্মগামিনি

সামান্যধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ বাধাসহমবিরুদ্ধং চ, ইত্যেতদনন্তর-
ম্বেবোপপাদয়িষ্যতে । অতোহয়মপি শ্লোকো নার্বক্ষরূপস্য বাধকঃ ।
তথাহি,—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ; যেন জাতানি জীবন্তি ;
বৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ; তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, উ০, ভৃগু০, ১]
ইতি জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্মৈত্যবসিতে সতি—

“ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ।

বিভেত্যশ্রুততাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিস্যতি ॥” [মহাভা০, আদিপ০, ১, ২৭৩]
ইতি শাস্ত্রোক্তার্থোক্ত্যেতিহাস-পুরাণাভ্যামুপবৃংহণং কার্য্যমিতি জায়তে ।
উপবৃংহণং নাম বিদিতসকলবেদ-তদর্থানাং (*) স্বযোগমহিম-সাক্ষাৎ-
কৃতবেদতদ্বার্থানাং বাক্যৈঃ স্বাবগতবেদবাক্যার্থব্যক্তীকরণম্ । সকলশাখানু-
গতস্য বাক্যার্থশ্রুতভাগশ্রবণাদ্ভূতবগময়েন তেন বিনা নিশ্চয়াযোগাভূপ-
বৃংহণং হি কার্য্যমেব ॥

বিভূতি বা মহিমা যখন নিঃসংশয় রূপে প্রতীত হইতেছে, তখন আর ভ্রম-জ্ঞানের সম্ভাবনা
কি? অর্থাৎ এই জগৎ মহামহিম ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্তি-বিকাশ মাত্র, এইরূপ বুঝিলে
জগৎকে মিথ্যা—ভ্রম বালবার হেতু কি থাকে?

আর পূর্বোক্ত দ্রুত শ্রুতিতে যে, সামান্যধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে অভেদোক্তি,
তাহাও যুক্তিসহ নহে এবং আমাদেরও মতেই বিকৃত ও নহে। অব্যবহিত পরেই যুক্তি দ্বারা
এই কথাই সমর্থন করিব। অতএব, পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের
জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্লোকটীও জগতের বাধক নহে। দেখ,—‘যাহা হইতে সমস্ত ভূত
সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং মৃত্যুর সময়ও যাহাতে প্রবিষ্ট
হয়; তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।’ এই শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হয় যে, ব্রহ্মই
জগতের জন্মাদির (জন্ম, স্থিতি ও লয়ের) একমাত্র কারণ; তাহার পর, ‘ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র
দ্বারা বেদার্থ পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সংশয়-শূন্য করিবে। অল্পজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে, অর্থাৎ
আমার মর্যাদা নষ্ট করিবে, ভাবিয়া বেদ তাহার নিকট ভয় পায়।’ এই শাস্ত্রানুসারেও জানা
যায় যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ উপবৃংহিত বা সংশয়শূন্য করা আবশ্যিক।
‘উপবৃংহণ’ শব্দের অর্থ এই যে, যাহারা সমস্ত বেদ ও বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, এবং যোগবলে
নিজেও বেদের তত্ত্বার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তাহাদের বাক্য-সাহায্যে নিজের অবগত বেদ-
ার্থকে অভিব্যক্ত অর্থাৎ নিঃসন্দেহ বা স্পষ্টার্থ করিয়া লওয়া। বেদের একাংশমাত্র অধ্যয়ন
করিলে অনেকানেক বেদ-শাখার সহিত সম্বন্ধ বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব, এই
কারণে পূর্বোক্ত প্রকারে বেদার্থের ‘উপবৃংহণ’ অবশ্য কর্তব্য।

(*) বেদতদ্বার্থানাম্ ইতি (প) পাঠঃ ।

তত্র পুলস্ত্য-বসিষ্ঠবরপ্রদানলক্ষণপরাদেবতা-পারমার্থিকজ্ঞানবতো ভগবতঃ
পরশরাৎ স্বাবগতবেদার্থোপবৃংহণমিচ্ছন্ মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ,—

“সোহমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ শ্রোতুং ততো যথা জগৎ ।

বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥

যন্ময়ঞ্চ জগদ্ ব্রহ্মান্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ।

লীনমানীদম্যথা যত্র লয়মেষ্টিতি যত্র চ ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।১।৪-৫]

ইত্যাদিনা । অত্র ব্রহ্মস্বরূপবিশেষ-তদ্বিভূতিভেদপ্রকার-তদারাধনস্বরূপ-
ফলবিশেষাশ্চ পৃষ্ঠাঃ । ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রশ্নেষু “যতশ্চৈতচ্চরাচরম্” ইতি
নিমিত্তোপাদানয়োঃ পৃষ্ঠত্বাৎ, যন্ময়মিত্যানেন সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্মভূতং জগৎ
কিমান্নকমিতি পৃষ্ঠম্ । তস্মা চোত্তরম্—“জগচ্চ সঃ” ইতি ॥

ইদঞ্চ তাদাত্ম্যমন্তর্য্যামিরূপেণাত্মতয়া ব্যাপ্তিকৃতং, ন তু ব্যাপ্য-ব্যাপ-
কয়োর্বৈক্যকৃতম্ । “যন্ময়ম্” ইতি প্রশ্নোত্তরত্বাৎ “জগচ্চ সঃ” ইতি
সামানাদিকরণাস্ম । “যন্ময়ম্” ইতি ময়ট্(ঃ) ন বিকারার্থঃ, পৃথক্ প্রশ্ন-বৈয়র্থ্যৎ ।

দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠের অনুগ্রহপ্রদত্ত বরপ্রভাবে পরমাত্মার প্রকৃত-
তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরশরের নিকট নিজের অধীত বেদার্থের উপবৃংহণ বা বিশদীকরণ-
মানসে মহাত্মা মৈত্রেয় নিম্নোক্ত বাক্যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—‘হে মহাভাগ, ধর্মজ্ঞ !
এই জগৎ বৈকুণ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পরেও বৈকুণ্ঠে থাকিবে ; হে ব্রহ্মন্ ! চরাচরাশ্রয়ক
এই সমস্ত জগৎ বৎস্বরূপ, বাহা হইতে সমুদ্ভূত ও বৈকুণ্ঠে বাহাতে বিলীন ছিল, এবং
পরেও যেখানে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনার নিকট প্রবণ করিতে ইচ্ছাকরি
ইত্যাদি । এই প্রকরণেই ব্রহ্মের নানাপ্রকার বিভূতি বা ঐশ্বর্যভেদ, আরাধনার প্রণালী
এবং তাহার ফলভেদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক প্রশ্নে ‘বাহা হইতে
এই চরাচর উৎপন্ন হয়’ এইরূপে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়াছে,
এবং ‘যন্ময়’ কথার সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কর্মভূত এই জগতের স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে
এখন, “জগৎ চ সঃ” অর্থাৎ ‘তিনিই জগৎস্বরূপ’ বলিয়া সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইল ।

এই যে, জগতের তদাত্মক-ভাব, (ব্রহ্মরূপতা,) তাহাও ব্যাপ্য-জগৎ ও ব্যাপকীভূত
ব্রহ্মের একমাত্র নিবন্ধন নহে ; পরন্তু, ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে এই সমস্ত জগতে ওত-প্রোতভাবে অব-
স্থিত আছেন, এই কারণেই ঐরূপ অভিহিত হইয়াছে । কেন না, “জগচ্চ সঃ” এই অত্বেদো-
ক্তিতে ‘যন্ময়’ প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । ‘যন্ময়’ শব্দের পরে যে, ‘ময়ট্’ প্রত্যয় আছে,

নাপি প্রাণময়াদিবৎ স্বার্থিকঃ, “জগচ্চ সঃ” ইত্যুক্তরানুপপত্তেঃ । তদা হি
(*) বিষ্ণুরেবেত্যান্তরমভিষিৎ । অতঃ প্রাচুর্যার্থএব “তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্”
[অক্ষাঃ, ৫।৪।২১] ইতি ময়ট্ । কৃৎস্নক জগৎ তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রচুরমেব,
তস্মাদ্ যন্ময়মিত্যন্ত্য প্রতিবচনং “জগচ্চ সঃ” ইতি সামান্যাদিকরণ্যং জগদ-
ব্রহ্মণোঃ শরীরাত্তাবনিবন্ধনমিতি নিশ্চীয়তে । অন্যথা নির্বিশেষবস্তু-প্রতি-
পাদনপরে শাস্ত্রেহ্ভূগপগম্যমানে সর্বাণ্যেতানি প্রশ্ন প্রতিবচনানি ন সংগচ্ছন্তে ।

তাহার অর্থ ‘বিকার’ (রূপান্তর গ্রাস্তি) নহে; তাহা হইলে পৃথক্ প্রশ্নের আবশ্যক হইত না ।
আর ‘প্রাণ-ময়’ প্রভৃতি শব্দের উত্তর যেকপ স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, সেরূপও নহে, তাহা হইলে
“জগৎ চ সঃ” অর্থ্যৎ তিনি ও জগৎ একগদার্থ, এইরূপ উত্তর প্রদানও সম্ভব হইত না, বরং স্বার্থে
ময়ট্ প্রত্যয় হইলে প্রত্যুত্তর দানকালে ‘জগৎ বিষ্ণুরই স্বরূপ’ বলা উচিত ছিল । অতএব, “তৎ-
প্রকৃত বচনে ময়ট্” সূত্রানুসারে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য অর্থই স্বীকার করিতে হইবে (১) ।
বস্তুতঃ, সমস্ত জগৎই যখন তাহার শরীর; তখন নিশ্চয়ই ইহাতে তাহার প্রচুরতর সম্বন্ধ
আছে, বলিতে হইবে । এই কারণেই ‘যন্ময়’ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যে, “জগৎ চ সঃ,” (জগৎও
তৎস্বরূপ) বলিয়া অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রযুক্ত হইয়াছে, জগৎ ও ব্রহ্মের শরীর-
শরীরিতাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ শরীর, আর ব্রহ্ম তাহার শরীরি আত্মা,
এইরূপ শরীর-শরীরিতাব সম্বন্ধ থাকারই ‘জগৎ চ সঃ’ বলিয়া জগতের সহিত ব্রহ্মের অভেদ
নির্দেশ করা হইয়াছে । পক্ষান্তরে, সমস্ত শাস্ত্রকেই যদি নির্বিশেষ বস্তু-বোধক বলিয়া স্বীকার
করা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রশ্ন-প্রতিবচন সকল একেবারেই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং

(*) তথা হি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) সাধারণতঃ, বিকার, অবয়ব ও প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে । কদাচিত্ত্ব স্বার্থেও ময়ট্
প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় । বিকারার্থে—মুম্বর (মুক্তিকার বিকার) । অবয়বার্থে ‘পাণাণময়’ (পাণাণের
অংশ) । প্রাচুর্য্যার্থে—‘ব্রাহ্মণময় গ্রাম’ (ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম) । স্বার্থে—‘বায়ুময়’ (বায়ু ভিন্ন আর
কিছু নহে) । এখন দেখিতে হইবে, ‘যন্ময়’ বলে কোন অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইলে অর্থের পৌরোহিত্য সম্ভব
হইতে পারে ।

তাব্যাকার বলিতেছেন যে, এখানে বিকারার্থ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে ‘এই জগৎ বাহার
বিকার বা পরিণাম, সেই উপাদান কারণেরই জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু ‘বতন্ত’ অর্থ্যৎ ‘যে উপাদান হইতে’
এই জগৎ উৎপন্ন, এই প্রশ্নেই যখন উপাদান সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তখন সেই বিষয়েই আবার
প্রশ্ন করা সম্ভব হইতে পারে না । এখানে অবয়ববার্ধও সম্ভব হয় না, কারণ ‘বতন্ত’ প্রশ্নেই তাহা জিজ্ঞাসিত
হইয়া গিয়াছে । স্বার্থেও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে অর্থ হয় যে, তিনি ও জগৎ এক; তাহাও
“জগৎ চ সঃ” এই প্রশ্নেই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । অতএব, এখানে প্রাচুর্য্যার্থেই ‘ময়ট্’ প্রত্যয় স্বীকার
করিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত জগৎই যখন তাহার শরীর, তখন তিনি ইহার উৎপাদক, ধারক,
পালক, এবং অন্তর্ধ্যাক্রমণে ওত-প্রোত ভাবে জগতে অবস্থিত; এই কারণে জগতে তাহার প্রচুর পরিমাণে
সম্বন্ধ থাকার জগৎকে ‘যন্ময়’ বলে অভিহিত করা হইয়াছে ।

তদ্বিবরণরূপং কৃৎস্নঞ্চ শাস্ত্রং ন সংগচ্ছতে । তথা হি সতি, প্রপঞ্চভ্রমস্ত কিম-
ধিষ্ঠানমিত্যেবং রূপৈশ্চকস্ত প্রপঞ্চ নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমিত্যেবং রূপমেবোত্তরং
শ্রীং । জগদ-ব্রহ্মণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ (*) সামান্যাদিকরণ্যে সত্য-
সংকল্পত্বাদি-কল্যাণগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রতানীকতা চ বাধ্যত,
সর্বশুভাস্পাদক ব্রহ্ম ভবেৎ । আত্ম-শরীরভাব এবদং সামান্যাদিকরণ্যঃ
মুখ্যরত্নমিতি স্থাপ্যতে ॥ ৮৭ ॥ অতঃ,—

“বিশেষাঃ সকাশাচ্ছূদ্ভূতাং জগৎ তত্রৈব (†) সংস্থিতাম্ ।

স্থিতি-সংযমকর্ত্তাসৌ জগতোহস্ত, জগচ্চ সঃ ॥” [বিষ্ণু পুঃ, ১।১।৩১

ইতি সংগ্রাহেণোক্তমর্থং “পরঃ পরাণাম্” ইত্যারভ্য বিস্তরেণ বক্তুং পরব্রহ্ম-
ভূতং ভগবন্তং বিষ্ণুং স্বেনৈব রূপেণাবস্থিতম্, “অবিকারায়” ইতি শ্লোকে
প্রথমং প্রণম্য, তমেব হিরণ্যগর্ভস্বাবতারশঙ্কররূপত্রিমূর্ত্তি-প্রধান-কাল-
ক্ষেত্রজ্ঞসমষ্টিরূপেণাবস্থিতঞ্চ নমস্করোতি । তত্র, “জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যং
শ্লোকঃ ক্ষেত্রজ্ঞব্যক্তাত্মনাবস্থিতস্ত পরমাত্মনঃ স্বভাবমাহ । তস্মাত্মাত্র
নির্বিশেষবস্তুপ্রতীতিঃ ॥

এরূপ প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মক বিষয়েরই বাখ্যানরূপ শাস্ত্রীয় অপরাংশেরও সঙ্গতি রক্ষা পায় না ।
দেখ, নির্বিশেষ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইলে একটা প্রশ্ন হইত,—এই জগৎ-ভ্রমে
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে ? এবং তাহার প্রত্যুত্তরে একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানকেই তাহার অধিষ্ঠান
বলা হইত । বিশেষতঃ সামান্যাদিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের দ্বারা জগৎও ব্রহ্মের এক
দ্রব্যত্ব, অর্থাৎ একবস্তুত্ব প্রতিপাদিত হইলে ব্রহ্মের যে, সত্য-সংকল্পত্ব প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্বন্ধ
ও সর্বপ্রকার হেয় গুণ-রাহিত্য উক্ত আছে, তৎসমুদয়ের বাধা হয় এবং সর্বপ্রকার অশুভ
গুণেরই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া পড়ে । আর শরীরাত্ম্যভাবেই যে, উক্ত সামান্যাদিকরণ্যের (‘জগৎ
চ সঃ’ কথা) মুখ্য তাৎপর্য্য, পরে তাহার উপপাদন করা হইবে ॥

৮৮। অতএব, ‘এই জগৎ বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাতেই অবস্থিত । তিনিই
(বিষ্ণুই) এই জগতে স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা, এবং এই জগৎও তৎস্বরূপ ।’ এই শ্লোকে
সংক্ষেপে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহাই “পরঃ পরাণাম্” প্রভৃতি শ্লোকে বিশদভাবে
বলিবার অভিপ্রায়ে স্বরূপাবস্থিত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে “অবিকারায় শ্লোকে
প্রথমতঃ প্রণাম করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভরূপ মূর্ত্তিভ্রম এবং প্রধান (প্রকৃতি),
কাল ও ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) স্বরূপ ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবে অবস্থিত সেই ভগবানেরই নমস্কার
করিতেছেন । তাহার পর, “জ্ঞানস্বরূপম্” শ্লোকে ব্যষ্টি-জীবরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বভাব
বা স্বরূপ কথিত হইয়াছে । অতএব, এস্থলে নির্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে না ।

(*) পরে এ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তত্রৈব চ ইতি খঃ ।

যদি নির্বিশেষজ্ঞানরূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রমপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রম্ ; তর্হি,—

“নিগুণস্তাপ্রমেয়স্ত শুদ্ধস্তাপ্যমলাত্মনঃ ।

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মাণোহভ্যুপগম্যতে ॥” [বিষ্ণু পুং, ১।৩।১]

ইতি চোদ্রম্,

“শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাচ্চা ভাব-শক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্ত যথোক্ষ্যতা ॥” বিষ্ণু পুং, ১।৩।২]

ইতি পরিহারশ্চ ন ঘটতে । তথা হি সতি —নিগুণস্ত ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বম্ ? ব্রহ্মাণো ন পারমার্থিকঃ সর্গঃ ; অপি তু ভ্রান্তিকল্পিত-ইতি চোদ্র-পরিহারো স্ম্যাতাম্ । উৎপত্তাদিকার্য্যং সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণ-কর্মবশেষু দৃষ্টমিতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্ত পরিপূর্ণস্তাকর্মবশ্যস্ত কর্মসম্বন্ধানহস্য কথং সর্গাদেঃ কর্তৃত্বমভ্যুপগম্যতে ইতি চোদ্রম্ । দৃষ্টসকলবিসজাতীয়স্ত ব্রহ্মাণো যথোদিতস্বভাবশ্চৈব জলাদিবিসজাতীয়স্তাণ্যাদেবোক্ষ্যাদিশক্তি-বোগবৎ সর্বশক্তিবোগো ন বিরুদ্ধ্যত ইতি পরিহারঃ ॥৮৮॥

আর যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, ‘নিগুণ, নিরবচ্ছিন্ন (অদীম), বিশুদ্ধ ও বিমলস্বভাব ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় কিরূপে ? এইরূপ আপত্তি, এবং ‘হে তাপস শ্রেষ্ঠ ! যেহেতু জাগতিক বস্তুনিচয়ের শক্তি সমূহ অচিন্ত্য—[প্রাকৃত] বুদ্ধির অগোচর ; অতএব, অগ্নি। উষ্ণতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি ব্রহ্মের এই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যও স্বভাবসিদ্ধ বস্তু-শক্তি বুদ্ধিতে হইবে।’ এইরূপ পরিহার বা নীমাংসা, উভয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে । বস্তুতঃ, শাস্ত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য হইলে প্রশ্ন হইত—নিগুণব্রহ্ম সৃষ্টি করেন কিরূপে ? এবং তাহার উত্তর হইত—ব্রহ্মের সৃষ্টি পারমার্থিক বা সত্য নহে ; পরন্তু ভ্রম-পরিকল্পিত । অতিপ্রায় এই যে, যাহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন, অপূর্ণস্বভাব এবং কর্মবশ্য, অর্থাৎ কামলক সুখ-তৃপ্তির অধীন ; তাহাদিগকেই উৎপাদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; কিন্তু ব্রহ্ম যখন নিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিত), পরিপূর্ণ-স্বভাব এবং কর্মাধীনতা-শূন্য, সুর্থাৎ কস্মিন্ কালেও তাহাতে কর্ম-সম্বন্ধ হয় না, তখন তাহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা বলিয়া অস্বীকার করা যায় কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্ন, এবং তাহার উত্তরে,—জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে যেসকল স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সর্বজগৎ-বিলক্ষণ,

“পরমার্থত্বমেবৈকঃ” ইত্যাদ্যপি ন কৃৎস্নস্থাপারমার্থ্যং বদতি ; অপি তু, কৃৎস্নস্থ (*) তদাত্মকতয়া তদ্ব্যতিরেকেণাবস্থিতস্থাপারমার্থ্যম্ । তদেবোপপাদয়তি,—

“তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥” বিষ্ণু পুঃ, ১।৪।৩৮] ইতি ॥

যেন ভ্রুয়েদং চরাচরং ব্যাপ্তম্ ; অতস্তদাত্মকমেবেদং সর্বমিতি তদ্ব্যতিঃ কোহপি নাস্তি । অতঃ সর্বাভ্যুতয়া ত্বমেবৈকঃ পরমার্থঃ । অত ইদমুচ্যতে—

তাদৃশ নিষ্ঠূর্ণাদিশব্দাবসম্পন্ন ব্রহ্মেণ সর্বশক্তি-সম্বন্ধ বিকল্প হইতে পারে না ; এইরূপ পরিহার করাই সুসঙ্গত হইত (+) ॥৮৮॥

৮৯। আর “পরমার্থঃ ত্বমেবৈকঃ”, (তুমিই একমাত্র সত্য বস্তু) ইত্যাদি শ্লোকও যে, সমস্ত জগতের অসত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু সমস্ত জগৎই তদাত্মক (ভগবৎস্বরূপ), সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে সমস্ত জগৎই অসত্য বা মিথ্যা হইয়া পড়ে, এই শ্লোক কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে ।

‘তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচরসমন্বিত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ; এই শ্লোকেও জগতের পূর্ণোক্ত ব্রহ্মাত্মকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে । [শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে,] যেহেতু তুমিই এই স্বাবর-জ্ঞানাত্মক জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ ; অতএব এই সমস্তই তদাত্মক, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ, তোমাকে ছাড়িয়া কেহই নাই । অতএব, সর্বাভ্যুতরূপে তুমিই একমাত্র সত্য পদার্থ । এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, ‘(হে ভগবন্) তুমি যে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া

(*) কৃৎস্নস্তি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(+) তাৎপর্য, সচরাচর দেখা যায়, বাহারা কোনও রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই স্ব-রাজ ও ত্রৈলোক্য সম্পন্ন, সমীম বা পরিত্রস্ত, এবং প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম-ফলে স্বথ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; পরন্তু, বাহারা উক্ত ভাবাপন্ন নহে, তাহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় না । ব্রহ্ম যখন নিষ্ঠূর্ণ, সুতরাং সন্ধাদিশব্দ তাঁহাতে থাকিতেই পারে না, তিনি যখন অপ্রাণ, তখন অপর্যাপ্ত তাহাতে স্থান পাইতে পারে না এবং তিনি যখন বিশুদ্ধ ও অমলম্ভাব, তখন তাঁহাতে কর্ম্মাধীনতা বা দুঃখ দুঃখাদি সম্বন্ধ ও আসিতে পারে না ; অর্থাৎ এই সকল গুণ না থাকিলেও যখন কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না, তখন ব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তাও বলা যায়ইতে পারে না । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল দৃষ্টান্ত বলেই কোন নিয়ম নিশ্চয় করা যায় না ; বিশেষতঃ লৌকিক দৃষ্টান্তদ্বারা অলৌকিক কোন বস্তুর স্বভাব বা স্বরূপ নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব । দেখা যায়, সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শ নাহলেই অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও বায়ুগ্নি জলের সংস্পর্শে নির্বাপিত হয় না, বরং প্রকাশিত হইয়া থাকে । ঠিক সেইরূপ, জগতে সত্ত্বের কর্ত্তৃহীন দৃষ্ট হইলেও জগৎ-বিসংসার (অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন) ভগবানের পক্ষেও সেই নিয়মই চলিতে পারে না । তিনি স্বীয় বিভিন্ন শক্তি প্রভাবে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সম্পাদন করিয়া থাকেন ।

তবৈষ মহিমা,—যা সর্বব্যাপ্তিরিতি ; অন্যথা তবৈষা ভ্রান্তিরিতি বক্তব্যম্ ।
“জগতঃ পতে ত্বম্” ইত্যাদীনাং পদানাং লক্ষণা চ (*) স্মৃৎ ; লীলয়া
মহীমুদ্ধরতো ভগবতো মহাবরাহস্য স্তুতিপ্রকরণবিরোধশ্চ ॥

যতঃ কৃৎস্নং জগৎ জ্ঞানাত্মনা ত্বয়া আত্মতয়া ব্যাপ্তত্বেন তব মূর্তম্,
তস্মাৎ ত্বদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগবিরহিণ এতৎ কেবলদেব-মনুষ্যাদিরূপ-
মিতি ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তীত্যাহ,—“যদেতদ্ দৃশ্যতে” ইতি ॥

ন কেবলং বস্তুতত্ত্বদাত্মকং জগৎ (†) দেব-মনুষ্যাগাত্মকমিতি দর্শনমেব
ভ্রমঃ ; জ্ঞানাকারীগামাত্মনাং দেব-মনুষ্যাগার্থাকারত্বদর্শনমপি ভ্রম ইত্যাহ,—
“জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” ইতি ॥

যে পুনর্বুদ্ধিমন্তো জ্ঞানস্বরূপাত্মবিদঃ সর্বস্য ভগবদাত্মকত্বানুভবসাধন-
যোগযোগ্যপরিশুদ্ধমনসশ্চ, তে দেবমনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণামবিশেষ-শরীর-
রূপমখিলং জগচ্ছরীরীতিরিত্তজ্ঞানস্বরূপাত্মকং ত্বচ্ছরীরঞ্চ (‡) পশ্যন্তী-

রহিয়াছ, ইহা তোমাবই মহিমা বা বিভূতি বিশেষ' । নচেৎ মহিমা না বলিয়া বলা উচিত ছিল
যে, 'ইহা তোমার ভ্রান্তি' । আর এ পক্ষে “জগতঃ পতে ত্বম্” (তুমি জগতের পতি),
ইত্যাদি পদগুলিরও লক্ষণা করিতে হয়, অর্থাৎ জগৎ অসত্য হইলে তাহার আবার
পতি কি ? সুতরাং ‘পতি’ শব্দের পালক অর্থ না করিয়া অগ্ররূপ অর্থ করিতে হয় ।
বিশেষতঃ, জগৎ অসত্য হইলে, ভগবান্ মহাবরাহরূপ ধারণপূর্বক জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন,
বলিয়া যে স্তুতি বর্ণিত আছে, তাহাও বিকল্প বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে ; কারণ, অসত্যের
আবার উদ্ধার কি ?

আর “যদেতৎ দৃশ্যতে” শ্লোকেরও অভিপ্রায় এইরূপ যে, যেহেতু তুমি জ্ঞানময়রূপে এই
সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, অতএব, এই সমস্ত জগৎই তোমার মূর্ত (ইঞ্জিয়-গ্রাহ্য)
রূপ । শাস্ত্রোক্ত যোগই তোমাকে এই ভাবে জানিবার একমাত্র সাধন বা উপায় ।
যাহারা সেই যোগ-সাধনশূন্য হইয়া এই দেবতা, মনুষ্যাদি জগৎকে তোমা হইতে পৃথক্
বলিয়া দর্শন করে, তাহাদের সেই জ্ঞান সত্য নহে—ভ্রমমাত্র ।

বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্মাত্মক জগৎকে দেবতা-মনুষ্যাদি আকারে দর্শন করাই যে, কেবল ভ্রম,
তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানময় দেব-মনুষ্যাদি জগৎকে যে, কেবলই ভড়পদার্থাকারে দর্শন করা,
তাহাও ভ্রম । এই অভিপ্রায়ই “জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে ।

আর যাহারা সদ্ধৃক্তিসম্পন্ন, জ্ঞানময় আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ, এবং জগৎকে ভগবত্বাবে দর্শন
করিবার সাধনোন্মত যোগযুক্ত ও বিশুদ্ধচিত্ত ; তাহারা প্রকৃতির পরিণাম দেবতা-মনুষ্যাদি

(*) লক্ষণৈব' ইতি (গ) পাঠঃ । পদানাং চ লক্ষণা' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) জগদেব দেব' ইতি (গ) (ঙ) পাঠঃ ।

(‡) ত্বচ্ছরীরম্ পশ্যন্তী' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

তাহ,—“যে তু জ্ঞানবিদঃ” ইতি । অন্যথা শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং, পদানাং লক্ষণা, অর্থবিরোধঃ, প্রকরণবিরোধঃ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিরোধশ্চ (৯) ॥

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্” ইত্যত্র সর্ব্বোক্তাস্থ জ্ঞানৈক্য-কারতয়া সমানেষু সৎস্ব দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-(†) পরিণামবিশেষরূপ-পিণ্ডসংসর্গকৃতমাত্মস্ব দেবাগ্ন্যাকারেণ দ্বৈতদর্শনমতথ্যমিত্যুচ্যতে, পিণ্ডগত-মাত্মগতমপি দ্বৈতং ন প্রতিষিধ্যতে । দেবমনুষ্যাদি-বিবিধবিচিত্রপিণ্ডেষু বর্ত্তমানং সর্ব্বমাত্মবস্ত্ত সমমিত্যর্থঃ । যথোক্তং ভগবতা—

“শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।”

“নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম”—ইত্যাদিষু ॥ [গীতা০, ৫।১৮-১৯]

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপি” ইতি দেহাতিরিক্তে বস্ত্তনি স্বপর-বিভাগস্তোক্তত্বাৎ ।

“যদ্ব্যন্তোহস্তি পরঃ কোহপি” ইত্যত্রাপি নান্নৈক্যং প্রতীয়তে । ‘যদি

শরীররূপ সমস্ত অগংকে জ্ঞানস্বরূপ তোমার (ভগবানের) শরীররূপেই দর্শন করে । “যে তু জ্ঞানবিদঃ” (যাহারা জ্ঞানভিজ্জ) শ্লোকেও এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । ইহা অস্বীকার করিলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির পুনরুক্তি দোষ হয়, শ্লোকস্থ পদগুলির লক্ষণা করিতে হয়, মুখ্যার্থের বিরোধ ঘটে, এবং প্রকরণ ও তাৎপর্য্যের বিরোধ উপস্থিত হয় ।

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্” (তিনি স্বদেহে ও পরদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও একরূপ), এই স্থলেও এই ভাবই উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মা সমান—একরূপ হইলেও প্রকৃতির পরিণাম দেব-মনুষ্যাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি-স্বরূপ-নিবন্ধন তৎসমুদয়কে যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে দর্শন করা, তাহা সত্য নহে—মিথ্যা, কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; কিন্তু দেহপিণ্ড ও অ’ত্ম স্বয়ং যে, পরস্পর ভেদ আছে, তাহার প্রতিষেধ করা হয় নাই । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা, দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র পিণ্ড-সমূহে বর্ত্তমান থাকিয়াও সমান—একরূপ । ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন,—‘পণ্ডিতগণ, কুহুর ও চাণ্ডালে সমদর্শী হন ।’ ‘ব্রহ্ম নির্দোষ ও সর্ব্বত্র সমান,’ ইত্যাদি । ‘তিনি স্বীয় ও পরকীয় দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও সমান,’ এই বাক্যে নিজ দেহভিন্ন বস্ত্তে তাহার বিভাগ কথিত হইয়াছে ।

আর, ‘যদি আমি হইতেও অপর কেহ থাকে,’ এই স্থলেও আত্মার একত্ব (অট্বেত ভাব)

(৯) লক্ষণার্থবিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) মনুষ্যাকৃতিপরিণাম ইতি (গ) পাঠঃ ।

মত্তঃ পরঃ কোহপ্যহন্ত্য’ ইত্যেকস্মিন্নর্থং পরশব্দান্যশব্দয়োঃ প্রয়োগা-
যোগাৎ। তত্র, পর-শব্দঃ স্বব্যতিরিক্তাত্মবচনঃ, অন্য-শব্দঃ তস্তাপি
জ্ঞানৈকাকারত্বাদ্ (*) অন্যাকারত্বপ্রতিষেধার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি,—যদি
মদ্যতিরিক্তঃ কোহপ্যাত্মা মদাকারভূত-জ্ঞানৈকাকারাদত্মাকারোহস্তি,
তদাহমেবমাকারঃ, অয়ঞ্চাত্মাদৃশাকার ইতি শক্যতে ব্যপাদেক্ষু। ন চৈব-
মস্তি, সর্বেষাং জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদেবেতি ॥৮৯॥

“বেণুরন্ধ্রবিভেদেন” ইত্যত্রোপি আকারবৈষম্যমাত্মনাং ন স্বরূপকৃতম্ ;
অপি তু, দেবাদিপিণ্ড-প্রবেশকৃতমিত্যুপদিশ্যতে, নাত্মৈক্যম্। দৃষ্টান্তে
চানেকরন্ধ্রবর্তিনাং বায়ুংশানাং ন স্বরূপৈক্যম্ ; অপি তু, আকারসাম্যমেব।
তেষাং বায়ুত্বেনৈকাকারাণাং রন্ধ্রভেদনিষ্ক্রমণ-(†) কৃতো হি যড়্জাদি-
সংজ্ঞাভেদঃ। এবমাত্মনাং দেবাদিসংজ্ঞাভেদঃ। যথা (‡) তৈজসাপ্য-

প্রতীত হয় না ; তাহা হইলে ‘যদি আমি হইতেও ভিন্ন (অন্ত) অপর কেহ।’ এই শ্লোকে
একই স্থলে ‘পর’ শব্দও ‘অন্ত’ শব্দের প্রয়োগ সম্ভব হইত না। তন্মধ্যে, ‘পর’ শব্দে স্ব-ভিন্ন
(নিজের অতিরিক্ত) আত্মাকে বুঝান হইয়াছে, আর ‘অন্ত’ শব্দে সেই স্বব্যতিরিক্ত আত্মার
একমাত্র জ্ঞানরূপতা প্রতিপাদনপূর্বক অন্তরূপতার (অড়রূপতার) নিষেধ করা হইয়াছে।
ইহাবও অভিপ্রায় এই যে, ‘যদি আমি হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা আমার জ্ঞানরূপ হইতে
পৃথকভাবে থাকিত, তাহা হইলেই ‘আমি (ভগবান্) একপ্রকার এবং সে অন্তপ্রকার’
ইত্যাদিরূপে রূপ-বিভাগ করা যাইত। কিন্তু জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মাই যখন সমান বা
একরূপ, তখন পূর্বোক্তপ্রকার বিভাগ যে আছে, তাহা বলা যায় না ॥৮৯॥

৯০। আর, আত্ম-সমূহের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র বৈষম্য নাই ; পরন্তু, বিভিন্নপ্রকার
দেবাদিশরীরে প্রবেশ বশতই সেই বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই “বেণু-রন্ধ্রবিভেদেন”
শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কিন্তু সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ,
প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে জানা যায় যে, বংশধণ্ডের বিভিন্ন রন্ধ্রে, যে সমস্ত বায়বীয় অবয়ব থাকে, সে
সকলের স্বরূপতঃ ঐক্য নাই সত্য, কিন্তু আকৃতিগত সাম্য আছে ; অর্থাৎ প্রত্যেক রন্ধ্রগত
বায়বীয় অংশগুলি ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক পৃথক হইলেও বস্তুতঃ উহারা বায়ু ভিন্ন আর কিছুই
নহে। সেই একই বায়বীয় অংশ সকল বিভিন্ন রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া যে প্রকার
‘যড়্জ’ (ধ্বনি বা স্বর) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার একাকার আত্ম-
সমূহেরও নানাবিধ দেহলব্ধকনিবন্ধন দেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় মাত্র। তেজ,

(*) জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদেবেতি (খ) পাঠঃ।

(†) নিষ্ক্রমণভেদকৃতঃ ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(‡) (ক, খ) পুস্তকে ‘যথা’ শব্দো দ্রষ্টব্য।

পার্থিবদ্রব্যাংশভূতানাং পদার্থানাং তত্তদ্রব্যেহৈক্যমেব ; ন স্বরূপৈক্যম্।
তথা বায়বীয়ানাংশানামপি স্বরূপভেদোহবৰ্জনীয়ঃ ॥

“সোহং স চ ত্বম্” ইতি সৰ্ব্বাত্মনাং পূৰ্ব্বোক্তং জ্ঞানাকারত্বং
তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য তৎসামান্যাদিকরণেন “অহং ত্বম্” ইতিাদীনামর্থানাং
জ্ঞানমেবাকার ইত্যুপসংহরন্, দেবাঢ়াকারভেদেনাত্মস্ব ভেদ-মোহং
পরিত্যজেত্যাহ। অগ্রথা, দেহাতিরিক্তাত্মোপদেশ্যস্বরূপে, (*) “অহং ত্বং
সৰ্ব্বমেতদাত্মস্বরূপম্” ইতি ভেদনির্দেশো ন ঘটতে। অহং ত্বমাদিশব্দানা-
মুপলক্ষণে সৰ্ব্বমেতদাত্মস্বরূপমিত্যনেন সামান্যাদিকরণাত্মলক্ষণত্বমপি ন
সম্ভবচ্ছতে। সোহপি যথোপদেশমকরোদিত্যাহ - “ততাজ ভেদঃ
পরমার্থদৃষ্টিঃ” ইতি। কুতশ্চৈষ নির্ণয় ইতি চেৎ ; দেহাত্ম-
বিবেক-বিষয়ত্বাত্মোপদেশশ্চ। তচ্চ—

“পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ শিরঃপাণ্যাদি-লক্ষণঃ (†)।”

[বিষ্ণুপুং, ২। ১৩। ৮৯] ইতি প্রক্রমাৎ ॥৯০॥

জল ও পৃথিবীর অংশসমূহ যেমন তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে একজাতীয় হইলেও স্বরূপতঃ
এক নহে, অর্থাৎ কোন এক অংশই অপর অংশের সহিত এক নহে, তেমনি বায়বীয় অংশ
সমূহেরও যে স্বরূপতঃ (ব্যক্তিগত) ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না ॥

আর “সোহং, স চ ত্বম্” (সেই আমি ও সেই তুমি) ইত্যাদি বাক্যেও তৎশব্দের (‘স’
পদের) দ্বারা সমস্ত আত্মার জ্ঞানাকারতা নির্দেশ করিয়া পুনশ্চ সেই জ্ঞানাকার আত্মার
সহিত ‘অহং’ ও ‘ত্বং’ পদের অভেদ নির্দেশে বাক্যের উপসংহার করায় বুঝা যায় যে, ঐ
বাক্যও কেবল দেবতা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতি-ভেদে যে, আত্মাতে ভেদভ্রান্তি, তাহারই
পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছে মাত্র। নচেৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার উপদেশ করিতে হইলে
আমি, তুমি ও সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ বলিয়া উপদেশ করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।
যদি বল, শ্লোকে “অহং, ত্বং” (আমি, তুমি) শব্দ থাকিলেও উহা উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ ঐশ্বর্য
হইতে সমস্ত জগৎই বুঝিতে হইবে। ভাল, সমস্ত জগৎই যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যাময়
জগৎ ও ব্রহ্মকে যখন এক—অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন আর ‘উপলক্ষণ’ (একই
শব্দে মুখ্যার্থ ও অন্তর্থাৎ প্রতিপাদন) করাও সম্ভব হয় না। যাহাকে উপদেশ করা হইয়াছিল,
তিনিও যে, উপদেশাত্মবোধী কর্ম করিয়াছিলেন, ‘তিনি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ-বুদ্ধি
ত্যাগ করিয়াছিলেন’ এই বাক্যে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। দেহাত্ম-বিবেক, অর্থাৎ দেহ
হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদন করাই যখন উক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য, তখন আর ‘ঐক্যপ
সিদ্ধান্ত কিসে জানা যায় ?’ অর্থাৎ ঐক্যপ সিদ্ধান্তের কোন হেতু মাই, বলা যায় না।

(*) দেহাতিরিক্তোপদেশ ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

(†) পাদাদিলক্ষণঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

“বিভেদজনকেহ জ্ঞানে” ইতি চ (*) নান্ন-স্বরূপৈক্যপরম্ ; নাপি জীব-পরয়োঃ । আত্ম-স্বরূপৈক্যম্ (+) উক্তরীত্য নিষিদ্ধম্ । জীব-পরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মানোরিব ন সম্ভবতি । তথা চ শ্রুতিঃ,—

“দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষষজাতে ।

তয়োরন্থঃ পিপ্লবঃ স্বাদন্ত্যনশ্লমন্ত্যোহভিচাকশীতি ॥” [মুণ্ড০, ৩।১।১]

“স্বাতং পিবন্তৌ স্কৃতস্তম্ লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাদ্যৌ ।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি পঞ্চায়্যো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥” [কঠ০, ৩।১]

“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্ত্রা জনানাং সর্বাত্মা” ইত্যাদি । [যজুর্বারণ্যকে, ৩।২০] ।

‘হৃৎ-মস্তকাদিময় দেহপিণ্ড হইতে আত্মা পৃথক্ বা অতিরিক্ত ।’ ইত্যাদিরূপ উপক্রম বাক্য হইতেই [ঐক্যম্ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে] ॥৯০॥

৯০। আর পূর্বোক্ত ‘ভেদোৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে,’ এই বাক্যও আত্মার স্বরূপতঃ একই প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে না; [পরন্তু] উক্ত বাক্যে পূর্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণানুসারে আত্মার স্বরূপতঃ একইই নিষিদ্ধ হইয়াছে । বস্তুতঃ দেহ ও আত্মার যেমন একত্ব সম্ভবপর হয় না, তেমনি জীবেরও পরমাত্মার সহিত ঐক্য অসম্ভব । নিম্নোক্ত শ্রুতিও এইকথাই বলিতেছেন,—‘হুইটী পক্ষী একটা বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে, তাহার সহচর ও সখা (সমান স্বভাব) । সেই উভয়ে মধ্যে একটা পক্ষী (জীব) পরিপক (ভোগের উপযুক্ত) পিপ্লব (কর্মফল) ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না,—কেবল দর্শন করেন, অর্থাৎ কর্ম-ফলের সাক্ষী হন ।’ ‘ব্রহ্মবিদ ও পঞ্চায়গণ এবং তিনবার বাহারা ‘নাচিকেত’ অগ্নি চরন করিয়াছেন, তাহার বলেন যে, এই লোকে (দেহে) পুণ্য-ফলভোক্তা, এবং ছায়া ও আগ্নেয়কর গ্রায় (বিরুদ্ধ স্বভাব) হুইটী বস্তু (জীব ও পরমাত্মা) বুদ্ধিরূপ অত্যন্তম গুহার প্রবিষ্ট (প্রকাশমান) হইয়া অবস্থান করিতেছে ।’ (+) ‘তিনি সর্বাত্মক এবং সর্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করেন ।’ ইত্যাদি ।

(*) নান্নৈক্যপরম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অত্রস্বরূপৈক্যম্ ইতি (খ) পাঠঃ, প্রামাণিক এবং ।

(+) ভাষ্যপার্থ্য,—যত্বপি শ্রুতিতে “স্বাতং পিবন্তৌ” বলায় জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই কর্ম-ফলের ভোক্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি বৃষ্টিতে হইবে যে, জীবই প্রকৃত পক্ষে কর্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা স্বয়ং ভোগ করেন না—জীবকে ভোগ করান মাত্র, এই কারণে পরমাত্মাকেও “পিবন্তৌ” পদে ভোক্তা বলা হইয়াছে । অথবা, বহুলোক একত্র থাকিয়া মস্তকে ছত্রধারণ করিলে যেকোন তদ্ব্যগত এক জন ছত্র ধারণ না করিলেও সেই জনসংঘাতকে “ছত্রিণঃ” (ছত্রধারণ) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণ ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করেন না, সত্য, কিন্তু ভোক্তা জীবের সহিত একত্র নির্দিষ্ট হওয়ার জীবের ভোগেই তাহারও ভোগ কল্পিত হইয়াছে, সেই হেতুই “পিবন্তৌ” বলা হইয়াছে ॥

‘পরমাণী’ বলিয়াছেন,—পাক্ষি শব্দের অর্থ—গৃহস্থ । তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে আনন্দগিরি বলিয়াছেন

অগ্নিন্নপি শাস্ত্রে,—

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ ।

অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা তেনাস্কৃতং যদ ভুবনান্তরালে ॥”

“সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসৌ” । “পরঃ পরাণং সকলা ন যত্ৰ ।

ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ।” [বিষ্ণুপুং, ৬ । ৫ । ৮৩-৮৫]

“অবিদ্যা কৰ্ম্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ববগা ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬।৭।৬১-২]

ইতি ভেদব্যাপদেশাৎ । “উভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ।”

[ব্রহ্মসূং, ১।২।২১], “ভেদব্যাপদেশাচ্চান্যঃ ।” ব্রহ্ম সূং, ১।১।২২],

“অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ ।” [ব্রহ্ম সূং, ২।১।২২] ইত্যাদিসূত্রেষু চ ।

“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্মাত্মা শরীরম্,

যেহেতু, এই বিষ্ণুপুৰাণেও ‘তিনি (ভগবান্) সর্বভূতের উপাদান—প্রকৃতি ও তদ্বিকার এবং সর্বপ্রকার গুণ-দোষেব অতীত, সর্বপ্রকার জ্ঞানাবরণরহিত ও সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ; ভুবন মধ্যবর্তী বস্তুনিচয় তাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ।’ ‘তিনি সর্বপ্রকার মঙ্গলময় গুণগণে পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর; সেই সর্বোত্তম—ভগবানে ক্লেশাদি দোষ বিজ্ঞান নাই ।’ ‘হে নৃপতে ! সেই ভগবানের অবিদ্যা-কৰ্ম্ম নামক একটা তৃতীয় শক্তি আছে, বাহা দ্বারা সর্বগত সেই ক্ষেত্রজ শক্তিও বেষ্টিত (বশীকৃত) হইয়া আছে ।’ ইত্যাদি শ্লোকে পরস্পর ভেদের উল্লেখ আছে । কাশ্ম-শাখী ও মাধ্যম্নিন-শাখী, উভয়েই অন্তর্ধ্যামীকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়াছেন ।’ [শ্রুতিতে] জীব ও অন্তর্ধ্যামীর ভেদেরূপ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন । ‘[শ্রুতিতে] ভেদনির্দেশ থাকায় ব্রহ্ম পদার্থটী জীব হইতে অধিক বা পৃথক্ ।’ ইত্যাদি সূত্রে, ‘যিনি আত্মাতে বর্তমান, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা বাহ্যকে জানে না ; অথচ, আত্মাই বাহ্যের শরীর বা অভিব্যক্তির স্থান, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত বা

যে, দক্ষিণাগ্নি, পার্শ্বপত্য, আহবনীয, সত্য ও আবসম্য, এই পাঁচপ্রকার অগ্নির সেবককে পঞ্চাগ্নি বলে । অথবা, আকাশ, পঙ্কজ (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ, যোষিৎ (স্ত্রী), এই পঞ্চ পদার্থকে বাহ্যের অগ্নি-জ্ঞানে উপাসনাকরে, তাহারাই পঞ্চাগ্নি শব্দবাচ্য । ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে একথা বিবৃত ভাবে বর্ণিত আছে ।

তিনাটিকতা শব্দের অর্থ—বাহ্যের নটিকতার পরিজ্ঞাত অগ্নিকে তিনবার চয়ন বা আরাধনা করিয়াছে । নটিকতানামক কবিকুমার যমরাজের নিকট বাইরা যে অগ্নির তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, সেই অগ্নি ‘নটিকেশ্ব’ নামে প্রসিদ্ধ । কঠোপনিষদে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে ।

য আত্মানমন্তরো যময়তি ।” [বৃহদা০, ৫। ৭। ২২] “প্রাজ্ঞেনাত্মনা
সংপরিষক্তঃ ।” (*) [বৃহদা০, ৬। ৩। ২১।]। “প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বারূঢ়ঃ ।”
[বৃহদা০, ৬। ৩।] ইত্যাদিভিরুক্তভয়োরাশ্রয়প্রতানীকাকারেণ স্বরূপ-
নির্ণয়াৎ ॥৯১॥

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিমুক্তোবিদ্যস্ত পারণে স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিদ্যা-
শ্রয়ত্বযোগ্যস্ত তদনর্হাসম্ভবাৎ । যথোক্তম্,—

“পরমাত্মাত্মানোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীশ্যতে ।

মিথ্যেতদন্যদ্রব্যং (+) হি নৈতি তদ্রূপ্যতাং যতঃ ॥”

[বিষ্ণুপু০, ২। ১৪। ২৭] ইতি ॥

মুক্তস্ত তু তদ্রূপতাপত্তিরেবেতি ভগবদগীতাসূক্তম্,—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥” [গীতা০, ১৪। ২] ইতি ॥

পরিচালিত করেন । ‘এই [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া [বাহ ও
অভ্যন্তরীণ কোন বিষয় জানিতে পাবে না] ।’ [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মাধিষ্ঠিত [হইয়া গমন
করে] ।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার পরস্পর বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) রূপ
নিরূপিত হইয়াছে ॥৯১॥

৯২। আর সাধন বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা-ক্ষয়ের পর জীবের কখনই পরমাত্মার
সহিত একত্ব লাভ সম্ভবপরও হয় না; কারণ, অবিদ্যার বধন জীবকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা
(ক্ষমতা) রহিয়াছে, তখন জীব তাহার (অবিদ্যার) আক্রমণ-ক্ষমতা লোপ করিতে পারে না,
[সুতরাং অবিদ্যা-সম্বন্ধ জীব কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না] । বিষ্ণু-
পুরাণেও এইরূপ উক্ত আছে,—‘জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ বা একত্বকে যে, পরমার্থ (সত্য)
বলিয়া মনে করা হয়, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ নত্য নহে; কারণ অত্ৰ দ্রব্য কখনও অন্ত-দ্রব্যত্ব
লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ এক পদার্থ (জীব) কখনই অপর পদার্থ (পরমাত্মা) হইয়া
বাইতে পারে না । মুক্ত পুরুষ যে, ভগবানের গুণই প্রাপ্ত হন, [স্বরূপ প্রাপ্ত হন না,] তাহা
ভগবদ্গীতারও স্পষ্টরূপে উক্ত আছে,—‘এই প্রকার জ্ঞান (+) অবলম্বন দ্বারা যাহারা আমার
সমান ধর্ম লাভ করে, তাহারা সৃষ্টিকালে পুনর্বার জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও

(*) আত্ম-ষটিত-পাঠস্ত মাধা’ন্দন-শাখাসম্মতঃ ।

(+) অগ্ৰদ্রব্য মতি (প, ঘ) পাঠঃ ।

(:) তাৎপর্য,—‘হে অর্জুন ! আমিই কারণরূপে স্বীয় শক্তি মায়াতে চিদাত্মসরূপে জীব-সম্মিলন করিয়া
থাকি, তাহার কলেই ব্রহ্মাদি তৃণপদার্থ সমস্ত তৃত প্রাচুর্ভূত হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্
ভগবদগীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে অর্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে ‘এইপ্রকার জ্ঞান’
বাক্য প্রতীপাঙ্গ ।

ইহাপি,—

“আত্মভাবং নয়তোয়ং (*) তদ্বৃক্ষা ধ্যায়িনং মুনে ।

বিকার্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥” বিষ্ণুপুং, ৬।৭।৩০] ইতি ।
 আত্মভাবমাত্মনঃ স্বভাবম্ । নহাকর্ষকস্বরূপাপত্তিরাকৃষ্যমাণশ্চ ।
 বক্ষ্যতি চ, “জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসম্মিহিতত্বাচ্চ ॥” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।১৭] ।
 “ভোগমাত্র-সাম্যলিপ্সাচ্চ ॥” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।২১] । “মুক্তোপস্থপ্য-
 ব্যপদেশাচ্চ ॥” [ব্রহ্মসূং, ১।৩।২ ইতি । বৃত্তিরপি, “জগদ্ব্যাপারবর্জং সমানো
 জ্যোতিষা” ইতি । দ্রমিড়ভাষ্যকারশ্চ, “দেবতাসাম্যুজ্যাদশরীরস্থাপি
 দেবতাবৎ (†) সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্মাদ্” ইত্যাহ ।

‘আর কষ্ট পায় না ।’ এই বিষ্ণুপুরাণেও আছে যে,—‘আকর্ষক (অগ্নি) যেরূপ স্বীয় শক্তি
 প্রভাবে বিকার্যের (যাহাকে অন্তরূপ করিতে হইবে, সেই) [লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া]
 আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ অগ্নির মত করিয়া দেয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি প্রভাবে
 উপাসকগণকে আত্ম-স্বভাব প্রাপ্ত করিয়া দেন ।’ (†) এই স্থানে ‘আত্মভাব’ শব্দের অর্থ
 ‘নিজের স্বভাব’ (কিন্তু তত্ত্বাব-প্রাপ্তি নহে) ; কেননা, আকৃষ্যমাণ লৌহ কখনই আকর্ষক
 অগ্নির স্বরূপ হইয়া যায় না । এই ব্রহ্মহুত্রেও বলিবেন যে, [‘মুক্ত পুরুষ’] কেবল জগৎ-নির্মাণ
 ভিন্ন সমস্ত কার্যেই সমান ক্ষমতা লাভ করে, কারণ, সেইরূপই প্রকরণ, এবং জগৎ-রচনার কথাও
 এখানে নাই । ‘কেবল ভোগ-বিশয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে ।’
 আর ‘মুক্ত পুরুষেরা তাহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ উল্লেখ থাকায়ও [বৃত্তিতে হয় যে, জীবও
 ব্রহ্মের একত্ব হয় না] ।’ “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” হুত্রে রূপিত্তেও (বাখ্যাগ্রেছেও) আছে যে,
 [‘মুক্ত পুরুষ’] জগৎ রচনা করিবার ক্ষমতা পান না, কেবল জ্যোতিতেই ভগবানের সমান

(*) পুরাণেতু ‘নয়তোয়ং’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

(†) পার্থসিদ্ধিরতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—লৌহের অভ্যন্তরস্থিত দোষরাশি আকর্ষণ করিয়া বাহির করে বলিয়া অগ্নিকে
 ‘আকর্ষক’ বলা হইয়াছে । অগ্নি যেরূপ লৌহের দোষরাশি বিদূরিত করিয়া লৌহকে নিজের মত উজ্জল
 আলোকময় ও উষ্ণ করে, তদ্রূপ, ভগবান্ও নিজের উপাসক ভক্ত বর্গের হৃদয়গত কামাদি দোষরাশি বিনষ্ট
 করিয়া তাহাদিগকে নিজের অনুরূপ গুণও ক্ষমতাসম্পন্ন করেন, কিন্তু কখনও ভক্তের সহিত এক হইয়া
 বান না । অন্ততঃ এই কথাই উক্ত হইয়াছে, “যথাগ্নিরূপতশিখাঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ । তথা হৃদি স্থিতো
 বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্বকল্লিষম্ ॥” অর্থাৎ বায়ু-সহকৃত অগ্নি যে প্রকোষ্ঠে থাকে, তাহা যেমন অচিরে দগ্ধ করিয়া
 ফেলে, তেমনি বিষ্ণুও যে যে যোগীর হৃদয়ে স্থান পান, সেই সকল যোগীর হৃদয়গত সর্ব পাপ—দোষ বিনষ্ট
 করেন । এখানে কেবল গাণরূপ দোষ-ক্ষয়সের কথাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু, ভগবানের সহিত এক হইবার
 কথা ত বলা হয় নাই । শ্রীধর স্বামীর মতে ‘আকর্ষক’ অর্থ অয়স্বস্ত্যমি ।

শ্রুতয়শ্চ,—“য ইহাশ্রানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।” [ছান্দো, ৮।১।৬], “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।” “সোহিশ্মুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।” [তৈত্তি, আনন্দ, ১।১-২]। “এতমানন্দময়মাশ্রানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী (*) কামরূপান্নুসংকরন্।” [তৈত্তি, ভৃগু, ১০।৫]। [“স তত্র পর্যোতি।” [ছান্দো, ৮।১২।৩]। “রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবাং লব্ধ্বানন্দীভবতি।” [তৈত্তি, আনন্দ, ৭।১]।

“যথা নতঃ স্তান্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥”

[মুণ্ড, ৩।২।৮]

তদা (†) বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”

[মুণ্ড, ৩।১।৩] ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৯২ ॥

হন’। ত্রিমিড় ভাষ্যকারও (†) বলিয়াছেন যে,—‘ভগবৎ-সাব্জ্য লাভ করায় মুক্ত পুরুষেরও ভগবানের মত সর্ববিষয়ে সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) লাভ হয়’ ॥

‘যাহারা উক্ত প্রকার আত্মাকে এবং পূর্বেকৃত সত্য কামনা সমূহ অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহাদের সর্ব জগতে স্বাধীনতা লাভ হয়।’ ‘ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।’ ‘সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমস্ত অভীষ্ট ফল ভোগ করেন।’ ‘এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছাহীনসাবে সর্বপ্রকার কামা ফল ভোগ করিয়া থাকেন।’ ‘তিনি (মুক্ত পুরুষ) সেখানে গমন করেন।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ। জীবসেই রসময়কে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয়।’ ‘নদী সকল বেক্রপ নিজ-নিজ নাম ও রূপ (আকৃতি প্রকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অন্তর্মিত বা মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাৎপর দিব্য (অলৌকিক) পুরুষকে প্রাপ্ত হন।’ ‘সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্বপ্রকার দোষ বিমুক্ত হইয়া অতিশয় সমতা (ভগবানের সমানরূপতা) লাভ করেন।’ ইত্যাদি ঐতিসমূহও পূর্বেকৃত সাম্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে ॥ ৯২ ॥

(*) কামান্ নিকামরূপেণ সংকরন্তি (গ) পাঠঃ। (†) ‘তথা’ ইতি (খ) পাঠস্ত প্রামাণিক এব।

(‡) তাৎপৰ্য্য,—এখানে ‘বৃত্তি’ অর্থ বোধায়নকৃত ব্রহ্মত্বের ব্যাখ্যা। বোধায়ন ও ত্রিমিড়ভাষ্য, উভয়েই শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী লোক। তাহারা উভয়েই বিশিষ্টাধৈতবাদী ছিলেন, এবং বিশিষ্টাধৈতমতে ব্রহ্মত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া যান। তন্মধ্যে, বোধায়নকৃত ব্যাখ্যার নাম ‘বৃত্তি’, আর ত্রিমিড়কৃত ব্যাখ্যার নাম ভাষ্য বা ত্রিমিড়ভাষ্য। শঙ্করবাবী ব্রহ্মত্বের ভাবো স্থানে-স্থানে তাহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া পণ্ডন করিয়াছেন।

পরবিদ্যাস্ত সর্বাস্ত সগুণমেব ব্রহ্মোপাস্তম্, ফলং চৈকরূপমেব । অতো
বিদ্যাবিকল্প ইতি সূত্রকারেণৈব “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত ॥” [ব্রহ্মসূঃ,
৩। ৩। ১১]। “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥” [ব্রহ্মসূঃ, ৩। ৩। ৫৯]
ইত্যাদিস্বাক্ষরম্ । বাক্যকারেণ চ সগুণৈশ্চোপাস্তত্বং বিদ্যাবিকল্পশ্চোক্তং,
“যুক্তং তদগুণকোপাসনাৎ” ইতি । ভাষ্যাকৃত [দ্রমিড়েন] ব্যাখ্যাতে চ,
‘যদ্যপি সচ্চিৎ’ ইত্যাদিনা ॥

৯৩। সমস্ত পরবিদ্যায় (ব্রহ্মবিদ্যায়) সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্ত এবং ব্রহ্মসাক্ষ্য লাভই
তাহার ফল, (কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ নহে) । এই কারণে স্বয়ং সূত্রকার—বেদবাস্য
“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ প্রধান—ব্রহ্মের সম্বন্ধে
গ্রহণীয়), এবং “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ”, (সর্বত্রই যখন ফল সমান, তখন ইচ্ছামত যে
কোন একটি বিদ্যা অবলম্বন করিবে), এই সূত্রদ্বয়ে বিদ্যা বা উপাসনাসম্বন্ধে বিকল্প-(^১)
বিধিবিহিত করিয়াছেন । বাক্যকারও “যুক্তং তদগুণকোপাসনাৎ” (উপাসক সগুণের
উপাসনা করায় গুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন), এই বাক্যে সগুণের উপাস্ত
এবং বিদ্যা সম্বন্ধেও ‘বিকল্প’ নির্দেশ করিয়াছেন । (+) ভাষ্যকার দ্রমিড়ার্চ্য্যও “যদ্যপি
সচ্চিৎ” (যদিও সর্বিদ্যা-নিরত) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ॥

(*) তাৎপর্য্য,—কোন স্থানে তুল্যরূপে একাধিক বিষয়ের উপদেশ থাকিলেও যে, ইচ্ছানুসারে তন্মধ্য
হইতে বিষয়গ্রহণের ব্যবস্থা, তাহাকে ‘বিকল্প’ বলে । অর্থাৎ বুঝিতে হইবে, বিকল্পবিধিস্থানে, কতরা
ইচ্ছাই বলবত্তর । কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে বিহিত বিষয় গুলির মধ্যে যে কোন একটি, দুইটি, তিনটি বা
সমস্ত গুলিও গ্রহণ করিত পারেন । আলোচ্য স্থানে—“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” সূত্রে উপদেশ করিলেন যে,
যে যে স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে, সেই সকল স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও নির্দ্বন্দ্ব, সত্য,
চিৎ ও আনন্দ প্রভৃতি গুণ সমুদয় প্রধানীভূত ব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া উপাসনা করিবে । তাহার পর,
“বিকল্পোহবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ” সূত্রে বলিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গুণ-যোগে ব্রহ্মবিদ্যা অনেকপ্রকার, কিন্তু প্রত্যেক
উপাসককেই যে, সেই সমস্ত পরবিদ্যারই অমুশীলন করিতে হইবে, তাহা নহে । সকল পরবিদ্যারই ফল
যখন এক—ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন বাহার যেটা ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপাসনাটাই গ্রহণ করিতে পারেন ।
এইরূপ ব্যবস্থাকে ‘বিকল্প’ বলা যায় ॥

(১) তাৎপর্য্য,—‘বাক্যকার’ এক জন এসিদ্ধ বিশিষ্টাষ্টেতরানী, তিনি দ্রমিড়ার্চ্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন
গ্রন্থকার; তাহার অপর নাম ‘উক’ । তাহার কথার অভিপ্রায় এই যে, সগুণ ভিন্ন নির্গুণের যখন উপাসনাই
হইতে পারে না, তখন উপাসকের আপ্য (লভ্য) ব্রহ্মও সগুণ/ভিন্ন নির্গুণ হইতে পারেন না । কারণ,
উপাসনা ও তাহার ফল যে, একই প্রকার—ইহা থাকে, ইহা এক প্রকার সর্ববাদিসিদ্ধ ।

“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।” [মুণ্ড০, ৩২।৯] ইত্যত্রোপি,—
 “নাম-রূপাদিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ।” [মুণ্ড০, ৩২।৮] । “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ।” [মুণ্ড০, ৩১।৩] । “পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য সেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ।” [ছান্দা০, ৮। ১২। ২] ইত্যাদিভিত্তিকার্থ্যাং প্রাকৃত-নামরূপাভ্যাং বিনির্মুক্তস্য নিরন্তরত্বভেদস্য দ্ব্যনৈকাকারতয়া (*) ব্রহ্মপ্রকারতোচ্যতে । প্রকারৈক্যে চ তদ্ব্যবহারো মূঢ়্য এব ; যথা, —সেয়ং গৌরিতি ॥ অত্রোপি,—

“বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব ।

প্রাপণীয়ন্তথৈবান্না প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥” [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৩] ইতি ।

আব, [ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] নাম ও রূপ (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি) পরিত্যাগ কারিয়া পরাংপব দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন' । ‘সর্বদোষ বিনির্মুক্ত পুরুষ [ব্রহ্মের] সহিত যোগস্থ সাম্য বা সমান ধর্ম প্রাপ্ত হন' । এবং [জীব] পব জ্যোতিঃ পরমায়াাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ লাভ কবে ।' ইত্যাদি প্রতিদমূহের সহিত একবাক্যাত্মসারে (†) বুঝিতে হইবে যে, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,’ এই প্রতিতে ও [মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বলা হয় নাই, পরন্তু মুক্তাবস্থায় জীবের] প্রাকৃত বা লৌকিক নাম ও রূপ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার নাম-রূপ-জনিত ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে একাকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে এইঅংশে মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মে যে, একরূপতা হয়, সেই একরূপতাই অর্জিত হইয়াছে (অভেদ নহে) । একই প্রকার বিভিন্ন বস্তুতেও একত্ব ব্যবহার মুখ্য বা অগোচরকপেই হইয়া থাকে, যেরূপ প্রথমে একটা গো-দর্শনের পব দ্বিতীয়বার অপর গো দর্শন করিলেও লোকে ‘এই সেই গো’ বলিয়া উভয় গোর একত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে, পূর্বোক্ত শব্দভেদেও ঠিক সেইরূপই একত্ব ব্যবহার করা হইয়াছে ॥

আর এই বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে যে,—‘হে রাজন্! পর ব্রহ্মই জীবের প্রাপ্য বা একমাত্র গন্তব্য, এবং বিজ্ঞান তাহার একমাত্র প্রাপক বা প্রাপ্তির উপায় । আর সর্ব-

(*) বস্তুপ্রকারতা ইতি (ক) পাঠস্তন সমীচীনঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—একই বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নার্থক বাক্যের যে, একরূপ অর্থে—তাৎপর্য্য নিকৃপণ, তাহার নাম ‘একাক্যাত্মা’ । একবাক্যাত্মা অনেক প্রকার । আলোচ্য স্থলে যদিও ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,’ এই প্রতিদমূহসারে মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বই আপাততঃ প্রতীত হয় সত্য, তথাপি উল্লিখিত অপরাপর প্রতিদমূহে যখন স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হন না, পরন্তু, তাহার সমীপে গমন করেন, এবং তাহার গুণ লাভ করেন, ইত্যাদি ; তখন সন্দিকার্থক “ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি” শব্দেরও ঐরূপ অর্থই বীকার করিতে হইবে । তাহার ফলে, ‘ব্রহ্মৈব ভবতি’ কথার অর্থ বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষের ‘রাম, গান্ধী’ প্রভৃতি নাম ও মনুষ্যাধি রূপ বা আকৃতি রহিত হইয়া যায় এবং সঙ্গেসঙ্গে সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম যে প্রকার জ্ঞানময়, সেও সেই প্রকার জ্ঞানময় হইয়া পড়ে । এবং বিধ একাকার জ্ঞান-সাদৃশ্য লইয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র বস্তুতঃ উভয়ের পার্থক্য বা প্রভেদ অস্বল্প থাকে ।

পরব্রহ্ম-ধ্যানাদাত্মা পর-ব্রহ্মবৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ, কর্ম-ভাবনা-
ব্রহ্মভাবনোভয়ভাবনেতি ভাবনাত্রয়রহিতঃ প্রাপণীয়ঃ ইত্যভিধায়,—

“ক্ষেত্রজ্ঞঃ করণী, জ্ঞানং করণং তস্য বৈ দ্বিজ ।

নিষ্পাদ্য মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্তয়েৎ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬৭।৯৪]

ইতি করণস্য পরব্রহ্ম-ধ্যানরূপস্য প্রক্ষীণাশেষভাবনাস্বরূপ-প্রাপ্ত্য (*)
কৃতকৃত্যত্বেন নিরন্ত্রিচিনাং যাবৎসিদ্ধ্যানুষ্ঠেয়মিত্যুক্তম্—

“তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা ।

ভবত্যভেদী, ভেদশ্চ তস্মাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬৭।৯৫]

ইতি মুক্তস্য স্বরূপমাহ । তদ্ভাবঃ—ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, নতু
স্বরূপৈক্যম্ ; তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দান্বয়ঃ,
পূর্বোক্তার্থবিরোধাক্ত । যদ ব্রহ্মণঃ প্রক্ষীণাশেষভাবনত্বং, তদাপত্তিঃ—
তদ্ভাবভাবাপত্তিঃ । যদৈবমাপন্নঃ, তদাযং পরমাত্মনা অভেদী ভবতি,—
ভেদরহিতো ভবতি । জ্ঞানৈকাকারতয়া পরমাত্মনৈকপ্রকারত্বাচ্চ (†)

ভাবনাবিহীন আত্মাও (স্বয়ং) পরব্রহ্মেরই মত প্রাপ্য ।’ পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে
যাহার কর্মভাবনা (কর্ম-জ্ঞাত শুভাশুভ সংস্কার), ব্রহ্মভাবনা, এবং কর্ম-ব্রহ্ম, এতজুড়-
ভাবনা, এই ত্রিবিধ ভাবনাই উত্তমরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই আত্মাই জীবের প্রাপ্য
হয় । এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, ‘হে দ্বিজ । ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থাপন্ন জীব হয় করণী
(উপাসক), এবং জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা হয় তাহার করণ বা মুক্তি-সাধন । সেই জ্ঞান মুক্তি
সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে অর্থাৎ কর্তব্য শেষ করিলে পর তাহাকে ত্যাগ করিবে।’
এ স্থলে বলা হইল যে, পরব্রহ্মেব উপাসনারূপ জ্ঞান যখন পূর্বোক্ত ভাবনাত্রয়-বিরহিত
আত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া কর্তব্য শেষ করিবে—কৃতার্থ হইবে, তখনই তাহা ক্ষান্ত করিবে,
[তৎপূর্বে নহে] । অতএব, যতক্ষণ ফলসিদ্ধি না হয়, তত ক্ষণ অবগ্রহই অনুষ্ঠান করিবে । এই
কথার পবে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ নিকপ-ার্থ বলিয়াছেন যে, ‘তদ্ভাব-ভাবপ্রাপ্ত এই উপাসক
তখন (উপাসনা-সিদ্ধিকালে) পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন, পবিত্র, অজ্ঞানবশতঃ তাহার
ভেদও থাকে ।’ এস্থলে “তদ্ভাব” অর্থ—ব্রহ্মেব ভাব—স্বভাব (মাদৃশ), কিন্তু স্বরূপতঃ
ঐক্য নহে । কারণ, তাহা হইলে “তদ্ভাব-ভাবম্”, এই দ্বিতীয় ‘ভাব’ শব্দের কোন সার্থকতা বা
সম্বন্ধ থাকে না । অধিকন্তু, পূর্বোক্ত ভেদ-বোধক বাক্যার্থের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় ।
অতএব, বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, সর্বপ্রকার ভাবনারাহিতা, তৎপ্রাপ্তিই এখানে তদ্ভাব-
ভাবাপত্তি কথার অর্থ । উপাসক যখন এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মার
সহিত অভিন্ন,—ভেদরহিত হন । মুক্তপুরুষ একমাত্র জ্ঞানময় আকার লাভ করায়

(*) স্বরূপং প্রাপ্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) পরমাত্মনৈকস্বভাবত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

তস্মাদ্ভেদো দেবাদিরূপঃ । তদন্বয়োহস্ম কৰ্ম্মরূপাজ্ঞানমূলঃ, ন স্বরূপকৃতঃ ।
স তু দেবাদিভেদঃ পরব্রহ্মধ্যানে ন মূলভূতাজ্ঞানরূপে কৰ্ম্মণি (*) বিনষ্টে
হেতুভাবান্নিবর্ত্তত ইত্যভেদী ভবতি । যথোক্তম্,—

“একস্বরূপভেদস্ত (†) বাহকৰ্ম্ম-রূতিপ্রজঃ (‡) ।

দেবাদিভেদেহপঞ্চমস্তে নাস্ত্যবাবরণো হি সঃ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২ । ১৪ । ৩৩ । ইতি ॥

এতদেব বিবরণোতি,—

“বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যস্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসমুৎ কঃ করিষ্যতি ॥” ইতি ॥

বিবিধো ভেদো বিভেদঃ, দেব-তির্য্যগ্নানুশ্র-স্বাবরাত্মকঃ । যথোক্তং

শৌনকেনাপি,—

“চতুর্বিবোধপি ভেদোহয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ ॥”

[বিষ্ণু ব্রহ্মণ, ১০০।২১] ইতি ॥

পরমাত্মার সদৃশ আকার প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু, দেবতা প্রভৃতির দেহ ধারণ করায় পরমাত্মা
হইতে তাহার প্রভেদ থাকিয়াই যায় । পরন্তু, তাহার সেই ভেদাবস্থাটী কৰ্ম্মরূপ অজ্ঞান-
প্রসূত,—স্বরূপতঃ নহে । যখন, পরব্রহ্মের ধ্যানবলে সেই ভেদের মূলীভূত অজ্ঞানরূপ কৰ্ম্ম
বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কারণভাবে তৎকারণ্য দেবাদিপ্রভেদও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সূত্রায়
তখন অভেদী হন ॥

অন্যত্রও এইরূপ উক্ত আছে,—‘আত্মা স্বরূপতঃ এক, কেবল বাহ্য-দেবাদিকৃত কৰ্ম্মময়
আবরণে আবৃত হওয়ায় তাহার ভেদ উপস্থিত হয় মাত্র, [তত্ত্বজ্ঞানে] সেই দেবাদি প্রভেদ
‘বিনষ্ট হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ সেই আবরণও বিনষ্ট হইয়া যায় । (§) এই অভিপ্রায়ই
নিয়মিত বাক্যেও বিবৃত হইতেছে,—‘পরস্পরের মধ্যে ভেদসমুৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে
বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের যে অসত্য ভেদ, তাহা আর কে সমুৎপাদন করিবে?’
এখানে ‘বিভেদ’ কথাই অর্থ—বিবিধপ্রকার ভেদ, যেমন দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ।
শৌনকও এই কথা বলিয়াছেন,—‘এই চতুর্বিধ ভেদ মিথ্যা-জ্ঞান বা ভ্রান্তি-জ্ঞান হইতে

(*) কঙ্গিনি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) একত্রং রূপভেদশ্চেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) প্রভৃতিপ্রজঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—এই শ্লোকটী বিষ্ণুপুরাণে আদি ভরতের চরিত্রবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে । দেখানে কথিত
আছে যে, আত্মা এক হইলেও তাহার বিবিধ ভেদ উপস্থিত হয়,—বাহ্য ও আন্তর । তদ্বাচ্যে, দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা
যে, ‘আমি’ অমুক, ইত্যাদি ভেদ, তাহা বাহ্য । আর বুদ্ধিগত শ্রুত, দৃশ্যাদি দ্বারা যে, ‘আমি স্থখী, দুঃখী,
ইত্যাদিরূপে পরস্পর ভেদ, তাহা আন্তর ভেদ । পূর্বোক্ত বাহ্য ভেদই এই আন্তর ভেদের উৎপাদক ; সূত্রায়
সেই বাহ্য দেবাদি ভেদ বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেবাদি দেহের দ্বারা যে সকল কৰ্ম্ম হইত, সেই সকল কৰ্ম্মাবরণও
সঙ্গে-সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ভেদও অন্তর্হিত হইয়া ॥

। আত্মনি বিজ্ঞানস্বরূপে দেবাদিরূপবিবিধভেদ-হেতুভূতকন্মসংজ্ঞানে
। পরব্রহ্মধ্যানেনাত্যস্তিকনাশং গতে সতি, হেতুভাবাদসন্তং পরস্মাদ ব্রহ্মণ-
। আত্মনো দেবাদিরূপং ভেদং কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ । “অবিষ্ঠা-কন্মসংজ্ঞাত্যা”
ইতি হ্যত্রৈবোক্তম্ ॥ ৯৩ ॥

“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যাদিনান্তর্য্যামিরূপেণ সর্বস্বাত্মত্বৈক্যা-
ভিধানম্ । অন্তথা,

“ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ।”

“উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ” (*) [গীতা০, ১৫।১৬-১৭]

ইত্যাদিভির্বিবোধঃ । অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বেষামাত্মত্বং তত্রৈব
ভগবতা অভিহিতম্,—

“ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদৈশেচ্ছুন তিষ্ঠতি ॥” [গীতা০, ১৮।৬১]

“সর্ব্বস্ব চাহং হৃদি সম্বিষ্টঃ ॥” [গীতা০, ১৫।১৫] ইতি চ ।

সমুৎপন্ন ।’ [‘বিভেদ-জনকে’ শ্লোকের ভাব বলা হইতেছে—] জ্ঞানরূপী আত্মাতে যে, দেবতা,
মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি ভেদ উপস্থিত হয়, কন্মরূপ অজ্ঞানই তাহার হেতু ; সেই কন্মরূপ
অবিষ্ঠা পরব্রহ্মে ধ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, পরব্রহ্ম হইতে আত্মার
যে, দেবাদিরূপ বিভাগ, কারণ না থাকায় তাহাও তখন অসং হইয়া যায়—থাকে না ।
সুতরাং তখন সেই অসং বিভাগ আর কে সমুৎপাদন করিবে ? অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মের
বিভাগ যখন অসত্য,—কেবলই কল্পিত, তখন কারণীভূত অজ্ঞান না থাকিলে কে আর
সেই ভেদ জন্মাইবে ? এই প্রকরণেই অবাবহিত পূর্বে ‘কন্মসংজ্ঞক অবিষ্ঠাকে ব্রহ্মেব অপরা
শক্তি’ বলা হইয়াছে ॥২৩॥

৯৪ । ‘আমাকেই সর্ব্বশরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্বয়ং
ভগবান্ও অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব্ব আত্মায় আপনীর একত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ একই
ব্রহ্ম সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন ; তাই তাঁহাকে সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে
এক বলা হইয়াছে । এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে, সমস্ত ভূতবর্গকে ‘ক্ষর’ আর ‘কূটস্থ—
ব্রহ্মকে ‘অক্ষর বলা হয় ।’ ‘কিছু উত্তম পুরুষ (ব্রহ্ম) উক্ত ক্ষরও অক্ষর হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ ।’
ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিবোধ উপস্থিত হয় । ব্রহ্ম যে, অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব্বভূতের আত্মা,
এ কথা ভগবান্ সেখানেই বলিয়াছেন, ‘হে অর্জুন ! পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়প্রদেশে
বাস করেন ।’ এবং ‘আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়েই অবস্থান করি ।’ আবও আছে,—

(*) পরমাশ্বেতাদাকৃতঃ ইত্যমংশোহপি (গ) চিহ্নিত পুস্তকে উপলভ্যতে ।

“অহমাত্মা গুড়কেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥” [গীতা°, ১০।২০]

ইতি চ তদেবোচ্যতে । ভূতশব্দো হ্যাত্মপর্যন্তদেহবচনঃ । যতঃ সর্বেষা-
ময়মাত্মা, তত এব (*) সর্বেষাং তচ্ছরীরতয়া পৃথগবস্থানং
প্রতিষিধ্যতে,—“ন তদন্তি বিনা যৎ স্রাৎ” (†) ইতি ; ভগবদ্বিভূত্যা-
সংহারশচায়মিতি তথৈবাভ্যুপগন্তব্যম্ । তত ইদমুচ্যতে,—

“যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ॥

তৎতদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥

বিন্ধত্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥”

[গীতা°, ১০।৪১।৪২] ইতি ॥

অতঃ শাস্ত্রেয়ং ন নির্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনমস্তি ; নাপ্যর্থজাতস্ত
ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্ ; নাপি চিদচিদীশ্বরানাং স্বরূপভেদনিষেধঃ ॥৯৪॥

যদপ্যুচ্যতে,—নির্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষ-পরিকল্পিতমীশে-
শিতব্যাগ্ননন্তবিকল্পং সর্বং জগৎ । দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধবিচিত্র-

‘হে গুড়কেশ (জিতনিদ্র—অর্জুন !) আমিই সর্বভূতের হৃদয়ে স্থিত—আত্মা ।’ এখানেও
সেই কথাই বলা হইয়াছে । শ্লোকস্থ ‘ভূত’ শব্দটি দেহাত্ম-সমষ্টিবাচক । যেহেতু তিনিই
সর্বভূতের আত্মা, সূত্রবাৎ সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার শরীর-স্থানীয় ; সেই হেতুই তাঁহাকে
ছাড়িয়া ভূতবর্গের পৃথগ্ভাবে অবস্থিতির নিষেধ করিয়া বলিতেছেন যে, ‘আমাকে ছাড়িয়া
থাকিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই ।’ বিশেষতঃ ইহা যখন পূর্বোক্ত ভগবদ্বিভূতিরই
উপসংহার বাক্য, তখন ইহার যথোক্ত অভিপ্রায়ই স্বীকার করা উচিত । এই কারণে ভগবান্
আরও বলিয়াছেন যে, ‘যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য-বিশেষ সম্পন্ন, শ্রীমান্ (লোকাতিশয় সৌভাগ্যবৃত্ত),
এবং অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন, [হে অর্জুন !] তুমি জানিও, সেই সমস্তই আমার
তেজের অংশ হইতে সম্ভূত ।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি ।’ অতএব,
প্রকৃতি হইবে, শাস্ত্রের কোথাও নির্বিশেষ ত্রক্ষের উপদেশ নাই, জাগতিক পদার্থসমূহের
ভ্রান্তত্বও (মিথ্যাভাব) কথিত হয় নাই, এবং চিং, অচিং (জড়) ও ঐশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদেরও
প্রতিষেধ করা হয় নাই ॥৯৪॥

৯৫ । [অষ্টমতবাদে] আরও যে, বলা হয়,—‘একমাত্র ঐশ্বর্য—শাসনকর্তা, অপর সমস্ত
তাহার ঐশিত্যব্যা—শাসনাধীন, ইত্যাদি প্রকাব বিবিধ ভেদ-সংবলিত এই সমস্ত জগৎই স্বয়ং

(*) ‘তত এবাস্তঃশরীরতয়া’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘ময়া ভূতং চরাচরম্’ ইত্যপরাংশোহপি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে দৃশ্যতে ।

বিক্ষেপকরী সদসদনির্ব্বচনীয়ানাংবিজ্ঞা । সা চাবস্থাভ্যুপগমনীয়ী; “অনুতেন
হি প্রত্যাচাঃ” [ছান্দো, ৮৩২] ইত্যাদিভিঃ (*) ঋতিভির্ব্বক্ষণঃ
তদ্ব্যম্ভাদিবাক্য-সামান্যাদিকরণ্যাবগতজীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ । সা তু ন সতী,
ভ্রান্তি-বোধয়োঃযোগাৎ । নাপ্যসতী, খ্যাতি-বোধয়োঃযোগাৎ । অতঃ
কোটিদ্বয়-বিনিমূর্ত্তেয়মবিভেতি তদ্বিবিদ ইতি (†) ॥

তদযুক্তম্ ; সা হি কিমাপ্রিত্য ভ্রমং জনয়তীতি বক্তব্যম্ (‡) । ন তাব-

প্রকাশমান, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে দোষবশতঃ কল্পিত—মিথ্যা ; প্রকৃতপক্ষে সেই দোষই ব্রহ্মের
অবিজ্ঞার স্বরূপাচ্ছাদক ও বিবিধ বিক্ষেপ-সৃষ্টির হেতু এবং সং বা অসংরূপে
ভাবরূপত্ব ও অবিররূপত্ব- অনির্ব্বচনীয় । উহা অবিজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই নহে । পূর্ব্বোক্ত “অনুতেন
হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদি ঋতি অনুসারে উক্তপ্রকার অবিজ্ঞার অস্তিত্ব অবশ্যই
স্বীকার করিতে হইবে । অস্বীকার করিলে, “তৎ ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্যে যে, জীব ও
ব্রহ্মের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না । সেই অবিজ্ঞা সং পদার্থ
হইতে পারে না ; তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তিত্ব ও জ্ঞানবাধাতা (জ্ঞানের দ্বারা বাধার যোগাতা)
হইতে পারিত না । অবিজ্ঞা অসংও হইতে পারে না ; তাহা হইলে তাহার সাময়িক প্রতীতি
ও বাধা কখনই হইতে পারিত না । এই কারণে তদ্ব্যবহিত পণ্ডিতগণ বালিয়া থাকেন যে, এই
অবিজ্ঞা সংও নহে, অসংও নহে—বিলক্ষণ বা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ’ (§) ॥

এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে ; সেই অবিজ্ঞা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, ইহা
বলা আবশ্যক । জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, বলিতে পার না ; কেননা,
জীবভাবটীও অবিজ্ঞা দ্বারা কল্পিত, [সুতরাং পরভাবী জীবকে অবলম্বন করিতে পারে না।]

(*) ইত্যাদিঋতিভিঃ (গ) পাঠঃ । ইত্যাদিভির্ব্বক্ষণঃ’ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(†) তদ্বিবিদ ইতি, অয়মংশো ন পঠ্যতে ইতি পুস্তকে ।

(‡) ইতি বক্তব্যম্’ ইত্যংশঃ (ঘ) পুস্তকে নাস্তি ।

(§) তাৎপৰ্য্য—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অবিজ্ঞা সং হইতে পারে না, কারণ, সংপদার্থের কখনও জ্ঞানের
দ্বারা বাধা হয় না ও হইতে পারে না । শতসহস্র নৌক একত্রিত হইয়াও যদি ত্রৈলোক্যকে পীতবর্ণ বলিয়া চিন্তা
করে, তথাপি ত্রৈলোক্য কখন অজ্ঞা—পীতবর্ণ হয় না, অসং দেখা যায়, জ্ঞানোদয় হইয়া মাত্র অবিজ্ঞা অস্তিত্ব
হইয়া যায় । সুতরাং তাহাকে সং বলা যায় না । উহাকে অসংও বলা যায় না ; কারণ, অসং—আকাশ-
কুহুমের কখনও প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় না ; বিশেষতঃ যাহার আনন্দ অস্তিত্ব নাই, তাহার বাধাও হইতে পারে না,
বাহার সত্তা আছে, তাহাই অবস্থাত্তেদে নিবেদন হইয়া থাকে । অতঃ অবিজ্ঞার যখন প্রতীতি হয়, তখন উহা
নাই বলিয়াও প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব ; কারণই উহাকে অনির্ব্বচ্য বলিতে হয় । উক্ত অবিজ্ঞার দুইটি শক্তি
আছে, একটির নাম আবরণ ও অপরাটর নাম বিক্ষেপ । আবরণ শক্তিটা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখা,
লোকের প্রতীতির বোধ ঘটায়, আর বিক্ষেপ শক্তিটা সেই আবৃত ব্রহ্মে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে,
মিথ্যাময় জগৎ প্রদর্শন করে ।

জীবমাত্রিত্য ; অবিজ্ঞা-পরিকল্পিতত্বাজীবভাবস্ত । নাপি ব্রহ্মাত্রিত্য ; তস্ম
স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিজ্ঞা-বিরোধিত্বাৎ । সা হি জ্ঞানবাধ্যাভিমতা ॥

“জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্যং মুষাত্মকম্ ।

অজ্ঞানক্ষেৎ তিরস্কুর্য্যৎ কঃ প্রভুস্তন্নিবর্তনে ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেজ্জ্ঞানমজ্ঞানস্ত নিবর্তকম্ ।

ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্তকম্ ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তু চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা ।

ব্রহ্মণোহননুভূতিত্বং ব্রহ্মৈভ্যেব প্রসজ্যতে ॥” [নাথমুনিঃ]

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতি জ্ঞানং তস্মা অবিজ্ঞায়া বাধকং, ন স্বরূপভূতং
জ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, উভয়োরপি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশত্বে (*) সতি, অন্যতরস্ত
বিরোধিত্বমন্যতরস্ত নেতি বিশেষানবগমাৎ । এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপং

ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও ভ্রম জন্মাইতে পারে না ; কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ ;
অথচ অবিজ্ঞা আবার জ্ঞান-বাধা, অর্থাৎ জ্ঞানের নিকট থাকিতেই পারে না ; সুতরাং তিনি
অবিজ্ঞার বিরোধী, অবিজ্ঞা তাহাকে আশ্রয় করিতেই পারে না ॥

নাথ মুনি বলিয়াছেন,—‘পর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, মিথ্যাময় অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্য অর্থাৎ
বিনাশ্য ; অজ্ঞান যদি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই আবৃত করে, তবে কে তাহার নিবারণ করিবে ?
যদি বল, ‘ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ’ এইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্তক (ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান
নহে) তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান সেই অজ্ঞানের নিবারণক হইতে পারে না ; কারণ, ঐ
জ্ঞানটীও ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই মত কেবল প্রকাশ মাত্র । অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ব্রহ্মই যদি অজ্ঞান
নিবর্তি করিতে না পারে, তবে, তাহারই আভাস মাত্র উক্ত জ্ঞানইবা অজ্ঞান নাশ করিবে
কিরূপে ? যদি বল, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, এরূপেও ত ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি) হইয়া
থাকে ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবারিত হইয়া যায় ;
তাহা হইলেও ব্রহ্ম প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ! সুতরাং তোমার কথামুসারেই
ব্রহ্মের অননুভূতিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই জ্ঞানস্বরূপ—অজ্ঞেয় নহে, তাহা সিদ্ধ
হইতেছে ।

[এখন ভাষ্যকার উল্লিখিত শ্লোকগুলির ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছেন,—] যদি বল, ‘ব্রহ্ম
জ্ঞানস্বরূপ’ এই প্রকার জ্ঞানই অবিজ্ঞার নিবর্তক, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নিবর্তক নহে ।
না,—এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান ও উক্ত প্রকাব জ্ঞান, এই
উভয়েরই স্বরূপ প্রকাশরূপতা সমান, তখন একটা অজ্ঞান-বিরোধী, অপরটা নহে, এরূপ

ব্রহ্মৈত্যেনে জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ স্বভাবোহবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশ-
ত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যবিজ্ঞা-বিরোধিত্বেন ন কশ্চিচ্চিশেষঃ স্বরূপ-
তদ্বিষয়জ্ঞানয়োরিতি ॥১৫॥

কিঞ্চ, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহনুভবান্তরাননুভাব্যত্বেন ভবতো ন
তদ্বিষয়ং জ্ঞানমস্তুি । অতো জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ ; স্বয়মেব বিরোধি
ভবতীতি (*) নাস্ত্য ব্রহ্মাশ্রয়ত্বসম্ভবঃ । শুভ্রাদয়স্ত্ব স্বাখ্যা-প্রকাশে
স্বয়মসমর্থঃ স্বাজ্ঞানাবিরোধিনস্তন্নিবর্তনে চ জ্ঞানান্তরমপেক্ষন্তে । ব্রহ্ম তু
স্বানুভবসিদ্ধযাথাত্ম্যম্, (+) ইতি স্বাজ্ঞানবিরোধেব । তত এব নিবর্তকান্তরং
নাপেক্ষতে ॥

অথোচ্যেত, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানমজ্ঞানবিরোধীতি । ন, ইদং
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানং কিং ব্রহ্মযাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি ? উত প্রপঞ্চ-

বৈলক্ষণ্য ত কিচ্ছুতেই জানা যাইতেছে না । অভিপ্রায় এই যে, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এবং বিধ
জ্ঞানেব দ্বারা ব্রহ্মের যে স্বভাবটী জানা যায়, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ থাকায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেই
জ্ঞান ভাবটীও নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ হইবে । অতএব, স্বরূপ ও স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান,
উভয়ের তুল্যরূপ প্রকাশ-ধর্ম-থাকায়ও অবিজ্ঞা-নিবারণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র
বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না ॥১৫॥

১৬। আরো এক কথা, তোমার মতে ব্রহ্ম স্বয়ংই অনুভব স্বরূপ, তদ্বিষয়ে আর গণ-
ভবাস্তর নাই ; সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানও (বুদ্ধিবৃত্তিও) নাই । জ্ঞান যদি স্বভাবতঃ
অজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বভাববিরুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মকে অজ্ঞান কখনই
আশ্রয় করিতে পারে না । শুক্তি-রজতাদিহুণীয়া শুক্তি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি যীর
যথাধর্মরূপ প্রকাশে অসমর্থ ; সুতরাং স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অর্থাৎ অজ্ঞান
সেই সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে ; কাজেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তির
কৃত্ত জ্ঞানের অপেক্ষা আছে ; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপটী ত স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং
অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী,—কেহ কাহার আশ্রয়
হইতে পারে না । এই কারণেই অজ্ঞান-নিবৃত্তির কৃত্ত অপর কোন সাধনেরও অপেক্ষা
করে না ।

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের যে, মিথ্যাত্ব জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞানের বিরোধী—জ্ঞানমাত্র
নহে । না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব
জ্ঞান, ইহা কি ব্রহ্মের যাথাত্ম্য-প্রতিরোধক অজ্ঞানের বিরোধী ? না,—জগৎ-সীতাতরুণ

(*) বিরোধি ভবতি' ইত্যত্র, 'ন সম্ভবতি' ইতি পঠ্যকে (গ) চিহ্নিত পুস্তকে ।

(+) স্বাখ্যাখ্যাম্' ইতি (গ) পাঠঃ ।

সত্যত্বরূপাজ্ঞানবিরোধীতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি, অতদ্বিষয়ত্বাৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেকবিষয়ত্বেন হি বিরোধঃ। প্রপঞ্চমিথ্যা-ত্বজ্ঞানঞ্চ তৎ-সত্যত্বরূপাজ্ঞানেন বিরূধ্যতে। তেন প্রপঞ্চসত্যত্বরূপাজ্ঞানমেব বাধিতমিতি ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং তিষ্ঠত্যেব। ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং নাম তস্মৈ সদ্ধিতীয়ত্বমেব (*)। তত্ত্ব তদ্ব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তম্। স্বরূপস্ত স্বানুভবসিদ্ধিমিতি চেৎ; ন, ব্রহ্মণোহদ্বিতীয়ত্বং স্বরূপং স্বানুভবসিদ্ধ-মিতি তদ্বিরোধি সদ্ধিতীয়ত্বরূপাজ্ঞানং তদ্বাদ্ধশ্চ ন স্মাতাম্। অদ্বিতীয়ত্বং ধর্ম ইতি চেৎ; ন, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহনুভাব্য-ধর্মবিরহস্য ভবতৈবোপ-পাদিতত্বাৎ। অতো জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানাস্রয়ত্বম্ ॥

অজ্ঞানের বিবোধী? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি কি ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ নাজ্ঞানারূপে অজ্ঞান নিবারণ করে, কিংবা এই জগতের উপর যে, সত্যত্ব ভ্রমরূপে অজ্ঞান আছে, কেবল তাহাই বিনষ্ট করে? তন্মধ্যে, অজ্ঞান যখন ব্রহ্মবিষয়ে সমুৎপন্নই হইতে পারে না, তখন উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মের যথাবথস্বরূপাবরূপ অজ্ঞানের বিরোধীও হইতে পারে না। ইহাব হেতু এই যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান একই বিষয়ে (আশ্রয়ে) বিরুদ্ধ হয়,—ভিন্ন বিষয়ে বিরুদ্ধ হয় না। জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি জগৎ-সত্য-প্রতীতিকরূপে অজ্ঞানেরই বিরোধী। অতএব, পূর্বোক্ত জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্য-প্রতীতিকরূপে অজ্ঞানই বাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা থাকিয়াই বাইতে পারে। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অর্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সদ্ধিতীয় বলিয়া জানা; প্রকৃতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানই কেবল নিবারিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপাবরূপে অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কোল সদ্ধিতীয়ত্ব ভ্রম নিবৃত্ত হয় মাত্র। যদি বল, ব্রহ্মেরূপ ত প্রমাণাদি-সাপেক্ষ নহে, উহা কেবলই অমুভবগম্য; [সুতরাং তদ্বিষয়ে অজ্ঞান থাকিতে পারে না]। না, একথা হইলে অদ্বিতীয়ত্বও যখন ব্রহ্মেব একটী স্বরূপ, তখন উহাও স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়ে সদ্ধিতীয়ত্ব-ভ্রমরূপে অজ্ঞানও উপস্থিত হইতে পারে না, এবং সেই অজ্ঞানের বাধাও হইতে পারে না। যদি বল, উক্ত অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটীব্রহ্মের স্বরূপ নহে—ধর্ম মাত্র; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ব্রহ্ম স্বয়ং অনুভবস্বরূপ, অথচ তাহার অদ্বিতীয় ধর্মটী অনুভাব্য—অনুভবের গোচ্য; কিন্তু অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মে যে, অনুভাব্য কোনও ধর্ম আসিতে পারে না, এ কথা তুমিই পূর্বে [“সত্যং জ্ঞানমনস্তং” স্থলে] সমর্থন করিয়া আসিয়াছ। অতএব, অজ্ঞানবিরোধী ব্রহ্ম, কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না।†

(*) সদ্ধিতীয়জ্ঞানত্বমেব ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী পদার্থ, যেখানে যে সময় অজ্ঞান থাকে, সেখানে সেই সময়ই জ্ঞান থাকে না, এবং যেখানে জ্ঞান থাকে, সেখানে অজ্ঞানও থাকে না। বাহারা এক আশ্রয়ে ও থাকে ন,

কিঞ্চ, অবিদ্যা প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরোহিতমিতি বদতা স্বরূপনাশ-
এবোক্তঃ স্মাৎ । (*) প্রকাশ-তিরোধানং নাম প্রকাশোৎপত্তি-প্রতিবন্ধঃ,
বিদ্যমানস্তাং বিনাশো বা । প্রকাশস্তানুৎপাত্ত্বাভ্যুপগমেন প্রকাশ-তিরোধানং
প্রকাশনাশ এব ॥৯৬॥

অপি চ, নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশেয়মনুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোষবশাদনন্তা-
শ্রয়মনন্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি, অত্র কিময়ং স্বাশ্রয়দোষঃ পরমার্থভূতঃ?

আরো এক কথা, একমাত্র প্রকাশস্বভাব (জ্ঞানময়) ব্রহ্মের স্বরূপ যদি অবিজ্ঞা দ্বারা
আবৃত বা তিরোহিতই হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপধ্বংসই তোমাকে স্বীকার
করিতে হয় । প্রকাশের তিরোধান বলিলে ; হয় প্রকাশোৎপত্তির বাধা, না হয় বিদ্যমান
প্রকাশের নাশ বৃত্তিতে হইবে । তন্মধ্যে, [তোমার মতেও] ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন উৎপন্ন
হয় না, তখন প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের বিনাশই বৃত্তিতে হইবে (†) ॥৯৬॥

অপিচ, অনুভূতি (জ্ঞান) নৈজ নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইয়াও যে, কেবল স্বাশ্রয়-দোষেই
আপনার অনন্ত বিষয় ও অনন্ত আশ্রয় প্রতীতি করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে । জিজ্ঞাসা

(*) প্রকাশতিরোধানাদেব নাজ্ঞানাগ্রহণম্ ইতি খ-চিহ্নিত পুস্তকে অধিকং পঠ্যতে ।

তাহাদের মধ্যে পরস্পর আশ্রয়গ্রন্থিভাব একেবারেই অসম্ভব । অতএব, শব্দর মতে ব্রহ্ম যখন কেবলই
জ্ঞানস্বরূপ, তখন অজ্ঞান কিছুতেই তাহাতে আশ্রিত থাকিতে পারে না । আর যদি ব্রহ্ম-বিষয়ে অজ্ঞান সত্তা ও
স্বীকার কর, তাহা হইলেও জগৎ-বিষয়জ্ঞানের দ্বারা জগতের উপর যে, মতাতানম ছিল, কেবল তাহারই
নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে যে, নানাবিধ বিপরীত ধারণা ও অজ্ঞান আছে, তৎসমুদয় আর নষ্ট হইতে
পারে না, কারণ তদ্বিষয়ে ত আর জ্ঞান হয় নাই এবং হইতেও পারে না । তদ্বিষয়েও জ্ঞান হইলে ব্রহ্মের
অনুভাবাত্মক বা জ্ঞেয়ত্ব হইয়া পড়ে ; হই তাহাদের অভিমত নহে । এই দোষ পরিহারের উদ্দেশে তাহার বলেন
যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যে সত্ত্বিতীয়জ্ঞ জ্ঞান, তাহাই এখানে অজ্ঞান শব্দের অর্থ । এই প্রকার হইলে অজ্ঞানটীও পূর্বোক্ত
জ্ঞানে বাধিত হইতে পারে । এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, এই অদ্বিতীয়ত্বটী কি ব্রহ্মের স্বরূপ ?—কিংবা ধর্ম ? স্বরূপ
হইলে স্বয়ং ব্রহ্ম যখন অনুভবের অগোচর, তখন তৎস্বরূপ অদ্বিতীয়ত্বও জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না ।
যদি অদ্বিতীয়ত্ব পদার্থটীকে ব্রহ্মের একটী ধর্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমার অভিমত ব্রহ্মের
নির্বিষয়ত্ব ব্রহ্ম পায় না । অতএব, ব্রহ্মরূপেই ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না ।

(†) তাৎপর্য,—যে প্রকাশ কারণ-সাহায্যে উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহা
কদাচিৎ তিরোহিত বা অপ্রকাশিতও থাকে ; যেমন অতস পাথর বা সূর্য্যকান্ত মণি, সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেই
উহাদের আলোক অভিভূত হয়, কিন্তু এরূপ অনেক দ্রব্য-শক্তি আছে, যাহাদের সংযোগে বা প্রতিবন্ধকতার ফলে
ঐ সকল মণিতে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইলেও আলোক-শিখা উদ্গত হয় না । অতএব সেই সকল বস্তু
প্রকাশ-তিরোধান সম্ভবপর হয়, কিন্তু, ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন স্বতঃসিদ্ধ—কারণ নিরপেক্ষ, তখন তাহার পক্ষে এরূপ
তিরোধান সম্পূর্ণ অসম্ভব ; কাজেই তাহার প্রকাশ-তিরোধান-শব্দে প্রকাশের ধ্বংস না বলিলে চলে না ।

উতাপরমার্থভূতঃ ? ইতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ পরমার্থোহনভ্যুপগমাৎ।
নাপ্যপরমার্থঃ, তথা হি সতি দ্রষ্টৃত্বেন বা দৃশ্যত্বেন বা দৃশিত্বেন বা (*)
অভ্যুপগমনীয়ঃ। ন তাবৎ দৃশিঃ, দৃশি-স্বরূপভেদানভ্যুপগমাৎ। ভ্রমাধিষ্ঠান-
ভূতায়ান্ত সাক্ষাৎ দৃশ্যমাধ্যমিক-পক্ষপ্রসঙ্গেন অপারমার্থ্যানভ্যুপগমাচ্চ।
দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ (†) তদবচ্ছিন্নায়া দৃশেচ্চ কাল্পনিকত্বেন মূলদোষান্তরাপেক্ষয়া
অনবস্থা স্মাৎ। অথৈতৎপরিজিহীর্ষয়া (‡) পরমার্থসত্যভূতিরেব ব্রহ্মস্বরূপা
দোষ ইতি চেৎ ; ব্রহ্মৈব চেৎ দোষঃ ; প্রপঞ্চদর্শনশ্চৈব তন্মূলং স্মাৎ ; কিং
প্রপঞ্চ-তুল্যাবিজ্ঞান-কল্পনেন ? ব্রহ্মণো দোষত্বে সতি তস্ম নিত্যত্বেনা-
নির্গোক্ষশ্চ স্মাৎ। অতো যাবদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপারমার্থিকদোষানভ্যুপগমঃ ;
ন তাবদ্ ভাস্তিরূপপাদিতা ভবতি ॥১৭॥

অনির্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্ ? সদসদ্বিলক্ষণভ্রমিতি চেৎ ;
তথাবিদুস্ত বস্তুনঃ প্রমাণশূন্যত্বেনানির্বচনীয়ত্বেব (§) স্মাৎ। এতচ্ছূভং

করি, সেই 'আশ্রয়-দোষটা' কি যথার্থ ? না অযথার্থ ? যথার্থ বলিতে পার না ; কারণ,
উহার যথার্থতা বা সত্যতা স্বীকার করা হয় না। অযথার্থও বলিতে পার না ; কারণ,
অযথার্থ হইলে উহা কি দ্রষ্টা, দৃশ্য, কিংবা দৃশি (জ্ঞান) স্বরূপ ? তন্মধ্যে, দৃশি বা জ্ঞান
স্বরূপ হইতে পারে না ; কারণ, দৃশির কোন প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না। বিশেষতঃ,
ত্নেব আশ্রয়ীভূত জ্ঞানেরও ভেদ স্বীকার করিলে ইহা মাধ্যমিক বোদ্ধেরই মত হইয়া
পড়ে। অতএব, উহার অযথার্থতা স্বীকার করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, দ্রষ্টা,
দৃশ্য ও তদ্বিষয়ক দৃশি (জ্ঞান) যখন কাল্পনিক, তখন তাহারও মূলীভূত অপর দোষ
থাকা আবশ্যক, এবং তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক হয় ; এইরূপে
অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্ত, ব্রহ্ম-
স্বরূপ সত্য অনুভূতিকেই দোষ বলিয়া স্বীকার কর ; তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে,
যঃ ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন ; তাহা হইলে তিনিইত জগৎপ্রপঞ্চ-প্রতীতির মূল কারণ হইতে
পারেন, আবার প্রপঞ্চের ত্রায় আর একটা অবিজ্ঞা-কল্পনাব প্রয়োজন কি ? পক্ষান্তরে, স্বয়ং
ব্রহ্ম দোষরূপী হইলে তিনি যখন নিত্য, তখন আর সেই দোষ বিনাশের দ্বারা কখনও
মুক্তিলাভ হইতে পারে না। অতএব, যতক্ষণ, ব্রহ্মতিরিক্ত কোন একটা দোষের অস্তিত্ব স্থিরী-
কৃত না হয়, ততক্ষণ জগৎকে ভ্রান্তি বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ॥১৭॥

তোমার অনির্বচনীয়ত্ব কথার অভিপ্রায় কি ? যদি বল, সদসদ্বিলক্ষণত্ব, অর্থাৎ বাহ্যকে

(*) দৃষ্টত্বেন বা অদৃষ্টত্বেন বা দৃশিত্বেন বা' ইতি (গ) পাঠো লিপিকরপ্রমাদকৃত এব।

(†) দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) পরমার্থাসক্তী ইতি (গ, ড) পাঠঃ।

(§) অনির্বচনীয়ত্বে ন স্মাৎ ইতি (খ) পাঠঃ।

ভবতি,—সর্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যম্, সৰ্বা চ প্রতীতিঃ
সদসদাকারা, সদসদাকারায়ঃ প্রতীতে: সদসদ্বিলক্ষণং বিষয় ইত্যভ্যুপ-
গম্যামানে সৰ্বং সৰ্বপ্রতীতেৰ্কিষয়ঃ স্ফাদিতি ॥

অথ স্মাৎ, বস্তুস্বরূপ-তিরোধানকরমান্তর-বাহুরূপবিবিধাধ্যাসোপাদানং
সদসদনির্বচনীয়মবিজ্ঞানাদিপদবাচ্যং বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞাননিবর্ত্যং জ্ঞান-
প্রাগভাবাতিরেকেণ ভাবরূপামেব কিঞ্চিদ বস্তু প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতীযতে।
তদুপহিত-ব্রহ্মোপাদানশ্চাবিকারে স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্রবপুষি তেনৈব তিরো-
হিতস্বরূপে প্রত্যগাত্মগৃহংকারজ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগরূপোহধ্যাসঃ। তৈশ্চৈবাবস্থা-

সং বা অসং বলিয়ঃ নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্বচনীয়ত্ব। ঠিক বলা, এই প্রকার
অনির্বচনীয়ত্ব বাদ থওন। বস্তু যখন কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তাদৃশ বস্তু

অস্তিত্ব প্রতিপাদন এক অনির্বচনীয়ই (বিচিৎরই) বটে! অভিপায়
এই যে, প্রতীতি অনুসারে সর্ববস্তুর ব্যবস্থা বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতি মাত্রই
সং বা অসদাকারে হইয়া থাকে। এখন সদসদাকারা প্রতীতি দ্বারা যদি সদসদ্বিলক্ষণ
বস্তুও প্রতীতি বা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলে যে কোন বস্তু যে কোন প্রতীতির বিষয়
হইতে পারে?

যদি বল, সর্ববস্তুর স্বরূপাবরূক, বাহু ও আভ্যন্তরিক সর্ব বিবিধ অধ্যাসের উপাদান,
সং বা অসংরূপে নিরূপণের অযোগ্য, এবং বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানে নিবর্তনীয়,
এইরূপ কোন একটা ভাব পদার্থত প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও প্রতীত হয়; এই ভাব
পদার্থটী প্রাগভাব হইতে পৃথক্, এবং অবিজ্ঞা ও অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া
থাকে। নির্বাকার, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যময় ব্রহ্ম যখন সেই অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত হন, তখনই
তদুপহিত (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাতে ‘আমি, আমার’ ইত্যাকার অহঙ্কার ও জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি
বিভাগরূপ অধ্যাস উৎপন্ন হয়। (+) সেই অধ্যাসেরই অবস্থা বিশেষ—এই অধ্যাসময়

(১) তৎপথ্য,—অধ্যাস সম্বন্ধে শব্দ বলিযাছেন,—“সাহ কোহমধ্যাসো নাম? “স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূৰ্ব-
দৃষ্টাবস্থাসঃ।” অর্থাৎ অধ্যাস কি? না,—পূৰ্ব্বেদুত কোন এক বস্তুকে যে, অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি করা;
(তাহারই নাম অধ্যাস)। এই অধ্যাস অনেকটা স্মৃতির মত, পূৰ্ব্বে যে বিষয়ের অনুভূতি নাই, সেই বিষয়ে
যেমন স্মৃতি হয় না, অধ্যাসও সেইরূপ পূৰ্ব্বে অনুভূতি ব্যতীত হয় নাও হইতে পারে না। আরো এক কথা যে,
অধ্যাসকালে অধ্যাসের অংশ বস্তুটী অজ্ঞাত (অজ্ঞানে আবৃত) থাকে। অধ্যাসের প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ
অজ্ঞানের আবরণ শক্তি প্রভাবে রজ্জুর প্রকৃতরূপটী আবৃত হইয়া থাকে, দ্রষ্টা উহা অনুভব করিতে পারে না।
অনন্তর অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি সেই রজ্জুতে দ্রষ্টার পূৰ্ব্বেদুত সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়, এই কারণে দ্রষ্টা রজ্জু
না দেখিয়া সর্প দেখে। আলোচ্য স্থলেও অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা প্রথমেই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, পরে
বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় ব্রহ্মই বাহু—জড়জন্য ও আন্তর—আমি-আমার ভাব
অধ্যাস বা আরোপ করে। এই কারণেই অজ্ঞানের অস্থিতির ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি না করিয়া
জগৎকে সত্য বস্তু মনে করে। প্রথমতঃ জগৎই অধ্যাসময়, তাহার উপর রজ্জু-সর্প ও শুক্ল-রজত আবার
বিশেষ অধ্যাস। অধ্যাস যেমন মিথ্যা, তেমনি তৎকারণ অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান ও মিথ্যা।

বিশেষণাধ্যায়রূপে জগতি জ্ঞান-বাধ্য-সর্পরজতাদিবস্ত-(*) তজ্জ্ঞানরূপো-
হধ্যাসৌহপি জায়তে । কৃৎস্নস্ত মিথ্যারূপস্ত তদুপাদানত্বং চ মিথ্যা, (†)
মিথ্যাত্বতস্তার্থস্ত মিথ্যাত্বতমেব কারণং ভবিতুমর্হতীতি হেতুবলাদবগম্যতে ।
কারণাজ্ঞানবিষয়ং প্রত্যক্ষং তাবৎ ‘অহমজ্ঞো মামন্যক ন জানামি’
ইত্যপরোক্ষাবভাসঃ । অয়ন্ত ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ, স হি ষষ্ঠপ্রমাণগোচরঃ,
অয়ং তু ‘অহং সূখী’ ইতিবদপরোক্ষঃ । অভাবস্ত প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমেহপ্য-
মনুভবো নান্নজ্ঞানাভাববিষয়ঃ, (‡) অনুভববেলায়ামপি জ্ঞানস্ত
বিদ্যমানত্বাৎ ; অবিদ্যমানত্বে জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ ।

এতদ্বক্তং ভবতি,—‘অহমজ্ঞঃ’ ইত্যশ্মিন্ননুভবে অহমিত্যাত্মানোহভাব-
ধ্মিতয়া জ্ঞানস্ত চ প্রতিযোগিতয়াবগতিরস্তু বা, ন বা ? অস্তি চেৎ ;

জগতেও আবার জ্ঞান-বাধ্য (জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যর বাধ্য হইতে পারে, এমন) সর্প-রজতাদি
বস্ত ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ বিশেষ বিশেষ অধ্যাস হইয়া থাকে । সমস্ত মিথ্যার উপাদানভূত
সেই অবিজ্ঞার উপাদানত্বও মিথ্যা ; কেন না, যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, মিথ্যা বস্তুর
কারণও (উপাদানও) মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারে না । ‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং
অপরকে জানি না,’ ইত্যাদি রূপে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, তাহার বিষয় হয়
কারণীভূত অজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের প্রাগভাব নহে ; কারণ, অভাবমাত্রই অনুপলক্কি-নামক
(ষষ্ঠ) প্রমাণের বিষয় হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না (§) পরন্তু ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি
জ্ঞান সকল ‘আমি সূখী’ ইত্যাদি জ্ঞানের স্তায় অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক । আর অভাবের
প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি অনুভব কখনই আশ্রয়িত জ্ঞানাভাব-
বিষয়ক নহে, কারণ, অজ্ঞত্ব-প্রতীতি কালেও আত্মার জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে ; নচেৎ আত্মা
দ্বারা স্বীয় অজ্ঞতা বা অজ্ঞান অনুভূতই হইতে পারে না ॥

অভিপ্রায় এই যে, ‘আমি অজ্ঞ’ বলিয়া যখন প্রতীতি হয়, তখন আত্মা যে, অজ্ঞানের
আশ্রয়, এবং জ্ঞানই যে, সেই অভাবের প্রতিযোগী, (যাহার অভাব, তাহাকে প্রতিযোগী

(*) ‘তজ্জ্ঞানরূপঃ’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাত্বতস্তার্থস্ত মিথ্যাত্বতমেব’ ইতি (ক) পাঠঃ । (ব) পুস্তকে তু ‘তদুপাদানত্বং চ
মিথ্যাত্বতস্ত’ ইত্যাদি, সমানমন্তঃ । (ক) চিহ্নিত পুস্তকে তু ‘মিথ্যাত্বতমেব’ ইত্যতঃ পরং ‘এতদুপাদানত্বা ইতি’
এতদন্তঃ পাঠো ন দৃশ্যতে । প্রমাদন্তত্র মূলমিত্যনুমীয়তে । (‡) নান্নজ্ঞানাভাব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) * তাৎপৰ্য্য,—বেদান্তমতে অনুপলক্কি একটা প্রমাণের নাম । প্রমাণপৰ্যায়ের ইহা ষষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া
পরিগণিত । এই প্রমাণ দ্বারা ই অভাবের প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ হয় । স্তায় মতে অনুপলক্কির প্রামাণ্য স্বীকার
করে না । তাঁহার সাধারণ নিয়মেই অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন ।

বিরোধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ (*) । নো চেৎ; ধর্ম্মি-
প্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষা (†) জ্ঞানাভাবানুভবঃ সূতরাং ন সম্ভবতি । জ্ঞানা-
ভাবস্থানুমেয়ত্বে অভাবাপ্য-প্রমাণবিষয়ত্বে চেয়মনুপপত্তিঃ সমানা । অস্থা-
জ্ঞানস্থ ভাবরূপত্বে ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানসদ্ব্যবেহপি বিরোধাভাবাদয়মনুভবো
ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি ॥৯৮॥

ননু চ ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বস্তু-যাথাত্ম্যাবভাসরূপেণ সাক্ষিচৈতন্ত্যেন
বিরূধ্যতে । মৈবম্, সাক্ষিচৈতন্ত্যং ন বস্তু-যাথাত্ম্য-বিষয়ম্ ; অপি তু অজ্ঞান-

বলে), এ বিষয়ে জ্ঞান থাকে কি না? যদি জ্ঞান থাকে, তবে ত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
সহাবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াই জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভবপর হয় না; আর তৎকালে যদি
জ্ঞানই না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ,
অভাব প্রতীতির সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহার অভাব জ্ঞানিতে হইবে, অগ্রে সেই
'প্রতিযোগীকে' জানা আবশ্যক হয়, প্রতিযোগী জানা না থাকিলে কখনও তদভাবের জ্ঞান
হয় না ও হইতেই পারে না। (†) জ্ঞানাভাব অনুমানেরই বিষয় হউক, আর অনুপলব্ধি
প্রমাণেরই বিষয় হউক, উভয়ক্ষেত্রেই প্রদর্শিত অসঙ্গতি দোষ সমান। আর এই অজ্ঞানকে
যদি ভাবরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রতিযোগী (জ্ঞান) ও ধর্ম্মীর
(আত্মার) জ্ঞান সত্ত্বেও 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভব অসঙ্গত হয় না; কারণ এ পক্ষে আর
উহাদের পরস্পর কোনই বিরোধ নাই। অতএব ঐ অনুভবের বিষয় অজ্ঞানকে ভাবরূপই
স্বীকার করা আবশ্যক ॥৯৮॥

৯৯। ভাল, বস্তুর যথাযথভাবে বা সত্যতা গ্রহণকরাই যখন সাক্ষী চৈতন্ত্যের (অনুভবিতা
আত্মার) স্বভাব, তখন অসত্য অজ্ঞান ভাবরূপী হইলেও সাক্ষী চৈতন্ত্যের সহিত নিশ্চয়ই
তাহার বিরোধ হইবে? না,—সাক্ষী চৈতন্ত্য যে, বস্তুর যথার্থতাই গ্রহণ করে, তাহা নহে;
পরন্তু অজ্ঞানকেও গ্রহণ করে, না হইলে, অসত্য বস্তুর কখনও প্রতীতি হইতে পারিত না।

(*) 'ন জ্ঞানানুভবসম্ভবঃ' ইতি (৭) পাঠঃ ।

(†) প্রতিযোগিজ্ঞান-সব্যাপেক্ষা' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য,—যাহার অভাব ধরা হয়, তাহাকে বলে প্রতিযোগী, আর সেই অভাব বাহ্যতে থাকে,
তাহাকে বলে অনুযোগী ও ধর্ম্মী। অভাব জ্ঞানিতে হইলে ঐ প্রতিযোগী ও অনুযোগী জানা থাকা আবশ্যক।
যে লোক ষট্ জ্ঞানে না, এবং কোথায় তাহার অভাব আছে, তাহাও জ্ঞানে না, সে লোক কখনই ষট্ভাব
বৃত্তিতে পারে না। প্রকৃত হলে 'আমি অজ্ঞ' বলিলে বুঝিতে হয় যে, আত্মাতে জ্ঞানের অভাব আছে, সূতরাং
জ্ঞান হয়—অভাবের প্রতিযোগী, আর আত্মা হয়—তাহার অনুযোগী। এখন কথা হইতেছে এই যে, উক্ত হলে
আত্মাতে যদি প্রতিযোগী জ্ঞানের প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব একত্র থাকিতে পারে না
সূতরাং জ্ঞানাভাবের প্রতীতিও হইতে পারে না; আর যদি প্রতিযোগিব্যরূপ জ্ঞানের প্রতীতিই না থাকে, তাহা
হইলেও আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রতীতি হইতে পারে না। কারণ, অভাব-জ্ঞানটী প্রতিযোগীর জ্ঞান-সাপেক্ষ।
এই কারণেই ভাষ্যকার উত্তর পক্ষেই অসম্ভব দোষের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষয়ম্ ; অন্যথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ । ন হ্যজ্ঞানবিষয়েণ জ্ঞানেনাজ্ঞানং
নিবর্ত্যত ইতি ন বিরোধঃ ॥

ননু চেদং ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বিষয়বিশেষ-ব্যাবৃত্তমেব সাক্ষিচৈতন্যস্য
বিষয়ো ভবতি, স বিষয়ঃ প্রমাণানধীনসিদ্ধিরিতি কথমিব সাক্ষিচৈতন্যেনাস্ম-
দর্থ-ব্যাবৃত্তমজ্ঞানং বিষয়ীক্রিয়তে । নৈষ দোষঃ ; সর্বমেব বস্তুজাতং
জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয়ভূতম্ । তত্র জড়ত্বেন
জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা । অজড়স্য তু প্রত্যগ্-বস্তুনঃ স্বয়ং
সিধ্যতো ন প্রমাণব্যবধানাপেক্ষেতি সদৈবাজ্ঞানব্যাবর্ত্তকত্বেন (*) অবভাসো
যুজ্যতে । তস্মান্মায়াপরংহিতেন প্রত্যাক্ষেণ ভাবরূপমেবাজ্ঞানং
প্রতীয়তে ॥

বস্তুতই অজ্ঞান বা অসত্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তু নিবারিত হয় না ।
অতএব, সাক্ষী চৈতন্যের সহিত অজ্ঞানের কোনরূপ বিরোধও থাকিতে পারে না । (†) ॥

পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে যে, ‘অহং অজ্ঞঃ’, এই স্থলে অহং-পদার্থ আত্মার সহিত সম্বি-
লিতভাবে অজ্ঞানের প্রতীতি হইয়া থাকে ; স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ আত্মা যখন কোন
প্রমাণেরই অধীন নহে, তখন সাক্ষী চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ।
অতএব, উক্ত সাক্ষী চৈতন্য, অহং-পদার্থ আত্মাকে ত্যাগ করিয়া কেবলই অজ্ঞানকে গ্রহণ
কবিরে কিরূপে ? না, এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সমস্ত বস্তুই সাক্ষী চৈতন্যের
বিষয়, তন্মধ্যে কোনটী জ্ঞাতরূপে, আব কোনটী অজ্ঞাতরূপে, এইমাত্র বিশেষ । তাহার
মধ্যেও আবার যে সকল পদার্থ জড়রূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায় ; সে সকলের জ্ঞাত
প্রমাণের অপেক্ষা থাকে । আর অজড়স্বরূপ আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, এই কারণে তাহার পক্ষে
আর প্রমাণ-ব্যবহারের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না, সুতরাং সর্বদাই অজ্ঞান হইতে পৃথক্-
ভাবে তাহার প্রকাশ লাভ সম্ভব হয় । অতএব, যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-প্রমাণেই অজ্ঞানের
ভাবরূপত্ব প্রতীত ও প্রমাণিত হয় ॥

(*) ‘অজ্ঞানস্ত ব্যাবর্ত্তকত্বেন’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—অজ্ঞ-চৈতন্যই আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানের সাক্ষী বা প্রকাশক ; নচেৎ আমাদের যে, জ্ঞান
হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় থাকে না । বুদ্ধি তাহার সম্মুখে যাহাই উপস্থিত করে, তিনি তাহাই
প্রকাশ করেন, সত্য-মিথ্যা প্রভেদ নাই । পরন্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই যখন সত্য নহে, এবং সত্য বস্তু
যখন যদংই প্রকাশমান, তখন তাহার আর প্রকাশেরও আবশ্যক হয় না । কাজেই সাক্ষী চৈতন্যকে কেবল
অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তুই প্রকাশ করিতে হয় । এই কারণেই ভাষ্যকার বলিবার্থে যে, অজ্ঞান প্রতীত সত্য বস্তু
কখনই চৈতন্যের বিষয় বা প্রকাশ হয় না ।

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমনুমানেনাপি সিধ্যতি,—বিবাদাধ্যাসিতং
প্রমাণ-জ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-
বস্তুস্তরপূর্বকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন-
প্রদীপপ্রভাবদिति ॥

আলোকাভাবমাত্রং বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা তমো ন দ্রব্যম্, (৯)

উক্ত অজ্ঞানপদার্থ যে, ভাবস্বরূপ—অভাবস্বরূপ নহে, তাহা অনুমানের দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। অনুমানটী এইরূপ—যেহেতু প্রমাণ-সমুৎপাদিত জ্ঞান দ্বারা অপ্রকাশিত বা অবিজাত বিষয় প্রকাশিত হয়, অতএব, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে তাহার প্রাগভাবের অতিরিক্ত অথচ তাহার প্রকাশ-বিষয়ের আবরক এবং তাহার দ্বারাই নিবারণের যোগ্য, অথচ তাহার আশ্রয়েই আশ্রিত, এরূপ কোন বস্তু থাকি নিশ্চয়ই আবশ্যক। অর্থাৎ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবার পূর্বে এমন একটা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহা ঐ জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, অথচ ঐ জ্ঞান তাহার নিবারণে সমর্থ, এবং ঐ জ্ঞান যে আত্মাতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেও সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিল; অধিকন্তু, সেই বস্তুটী জ্ঞানের প্রাগভাব নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত হুল (+)।

যদি বল, অন্ধকার যখন আলোকের (তেজের) অভাব কিংবা রূপ-প্রতীতির অভাব

(৯) আলোকাভাবমাত্রং রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা এবং ন দ্রব্যম্ 'ইতি (খ) পাঠঃ। তমো ন দ্রব্যান্তরম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য—অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে যখন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তখন সেই প্রদীপ তিনটী কাৰ্য্য করে, (১) নিজের অভাব (প্রাগভাব) নষ্ট করে, (২) তত্রত্য অন্ধকার বিলম্ব করে, (৩) তত্রত্য অপ্রকাশিত ঘট-পটাদি বস্তুগুলিকে প্রকাশিত বা দর্শনযোগ্য করে। তন্মধ্যে ঐ অন্ধকার পদার্থটী প্রদীপ জ্বলনের পূর্বে ভাবী প্রদীপাশ্রয়ে থাকিয়াই প্রদীপের প্রকাশ ঘটপটাদি বিষয়গুলি আবৃত করিয়া রাখে; কিন্তু প্রদীপ জ্বলিবামাত্র নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অন্ধকারটী শব্দের মতে প্রদীপের প্রাগভাব নহে—যতদূর একটা ভাব পদার্থ। এই দৃষ্টান্তানুসারে এইরূপ একটা ব্যাপ্তি বা নিবন্ধ গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অপ্রকাশিত বা অবিজাত বস্তুর প্রকাশ করে, সেই সকলের উৎপত্তির পূর্বে সেই স্থানে এরূপ একটা পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যাহা সেই স্থানে পরম্পরিক প্রকাশক পদার্থ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তত্রত্য প্রকাশিত বিষয়গুলিকে পূর্বে আবরণ করিয়া রাখে, অথচ সেই পূর্ববর্তী পদার্থটী প্রকাশের প্রাগভাব নহে,—যতদূর একটা ভাব পদার্থ। এখন দেখা যাউক, উক্ত নিয়মানুসারে আলোচ্য অবিন্যাস অনুমান হইতে পারে কি না।

দেখিতে পাওয়া যায়,—ঘটপটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তদ্বশে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (প্রমাণ জ্ঞান) জন্মিয়া থাকে, এবং সে জন্মিয়াই তত্রত্য অবিজাত ঘটপটাদি বিষয়গুলিকে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) করে। এখন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান যখন অপ্রকাশিত ঘটপটাদি বিষয়ের প্রকাশক, তখন নিশ্চয়ই তৎপূর্বে জ্ঞানাত্মক বুদ্ধি বা আত্মাতে এরূপ একটা ভাব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, যাহা জ্ঞানের প্রকাশিত বিষয় সমূহ সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং জ্ঞানোদয়বামাত্র বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ সেইটী জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত—একটা স্বতন্ত্র বস্তু হওয়া আবশ্যক। সেই পদার্থটীই 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি প্রতীতি-সিদ্ধ অজ্ঞান বা অবিন্যা।

তং কথং ভাবরূপাজ্ঞানসাধনে নিদর্শনতয়োগ্যন্তত ইতি চেৎ; উচ্যতে—
বহুলত্ব-বিরলত্বাদ্যবস্থায়োগেন রূপবত্তয়া চোপলক্রেদ্রব্যান্তরমেব তম-
ইতি নিরবগমিতি ॥৯৯॥

অত্রোচ্যতে, ‘অহমজ্ঞো মামন্যক ন জানামি’ ইত্যত্রোপপত্তিসহিতেন
কেবলেন চ প্রত্যক্ষেন ন ভাবরূপমজ্ঞানং প্রতীয়তে। যন্তু জ্ঞানপ্রাগভাববিষ-
য়ে বিরোধ উক্তঃ, স হি ভাবরূপাজ্ঞানেহপি তুল্যঃ। বিষয়ত্বেনাশ্রয়ত্বেন
চাজ্ঞানস্ত ব্যাবর্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নোহপ্রতিপন্নো বা? প্রতিপন্ন-
শ্চেৎ; তৎস্বরূপজ্ঞান-নিবর্ত্যং তদজ্ঞানং তস্মিন্ প্রতিপন্নৈ কথমিব তিষ্ঠতি?
অপ্রতিপন্নশ্চেৎ; ব্যাবর্তকশ্রয়বিষয়জ্ঞানশূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥

ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তাহার দ্রব্যত্বই অসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের ভাবত্ব অনুমানে উহা
দৃষ্টান্ত হয় কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি,—অন্ধকারের যখন গাঢ়তা ও অগ্নিতাদি অবস্থা, এবং
নীলকপের সম্বন্ধও পরিলক্ষিত হয়, তখন নিশ্চয়ই উহা একটা পৃথক্ দ্রব্য (অভাব নহে)।
অতএব, উক্ত সিদ্ধান্ত নির্দোষ (*) ॥৯৯॥

১০০। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,’
এইরূপে যে, অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, বৃত্তি বা বৃত্তিসহকৃত প্রত্যক্ষ দ্বারাও তাহার ভাবরূপস্ব
প্রমাণিত হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলে যে সকল বিরোধ বা অসঙ্গতি
ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিলেও সেই সকল বিরোধ সমানই
থাকে, কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। দেখ, আত্মা ত অজ্ঞানেব বিষয় ও আশ্রয়; সুতরাং আশ্রিত
অজ্ঞানটী আত্মার বিশেষ্য এবং আত্মাও তাহার বিশেষণ বা আশ্রয়। এখন জিজ্ঞাসা করি :
‘মনঃ অজ্ঞঃ’ (‘আমি অজ্ঞ’) বলিলে ঐরূপে আত্মার প্রতীতি থাকে, কি থাকে না?
যদি প্রতীতি থাকে, তবে আত্মজ্ঞানে বিনাশ্র অজ্ঞান সেই আত্মাতেই কিরূপে থাকিতে
পারে? আর যদি বল, প্রতীতি থাকে না, তাহা হইলেও কথা এই যে, কোন বিষয়ে কোথায়
অজ্ঞান হইল, তাহা না জানিলে শুধুই অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

(*) তাৎপর্য্য,—পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে যখন অধিকতর অবয়ব সংযুক্ত হয়, তখন গাঢ়তা এবং সেই অবয়বের
বিভাগ তরলতা বা অগ্নতা দৃষ্ট হয়। অন্ধকারেরও যখন গাঢ়ত্ব ও তরলত্ব (অগ্নতা), এই দুইটি অবস্থা দেখা
যায়, তখন নিশ্চয়ই তাহার অবয়বের সংযোগ-বিয়োগ স্বীকার করিতে হয়; বিশেষতঃ, পৃথিবীর জ্ঞান অন্ধকারেরও
নীল কপটী প্রত্যক্ষ হয়। অথচ অভাব হইলে কপিন্ কালেও অবয়ব বা রূপসম্বন্ধ থাকিতে পারে না।
অতএব, অন্ধকার একটা স্বতন্ত্র দশম দ্রব্য।

অন্ধকারের দ্রব্যত্ববাদীরা বলিয়া থাকেন,—“তমশ্চালপত্রাভং চলতীতি প্রতীয়তে। কপবদ্বাং ক্রিগাবদ্বাং
দ্রব্যং তু দশমং তমঃ ॥” ভাব এই যে, অপরাপর দ্রব্যের জ্ঞান অন্ধকারেরও যখন নীল বর্ণ (রূপ) ও চলনাদি ক্রিয়ার
প্রতীতি হয়, তখন উহা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ, এই স্তায়োক্ত নব দ্রব্যের
অধিক—একটা দশম দ্রব্য।

অথ বিশদস্বরূপাবভাসোহজ্ঞানবিরোধী ; অবিশদস্বরূপং তু প্রতীয়ত-
ইত্যশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভব-বিরোধ ইতি । হন্ত তর্হি,
জ্ঞান-প্রাগভাবোহপি বিশদস্বরূপবিষয়ঃ, আশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানং স্ববিশদ-
স্বরূপবিষয়মিতি ন কশ্চিচ্ছিশেষোহন্যত্রাভিনিবেশাৎ । ভাবরূপস্তাজ্ঞা-
নস্তাপি হজ্ঞানমিতি সিধ্যতঃ প্রাগভাবসিদ্ধাবিব সাপেক্ষত্বমাস্ত্যেব । তথাহি,
অজ্ঞানমিতি জ্ঞানাভাবঃ, তদন্যঃ, তদ্বিরোধী বা ? ত্রয়াণামপি তৎস্বরূপজ্ঞা-
নাপেক্ষা অবশ্যাশ্রয়ণীয়া । যত্বপি তমঃস্বরূপপ্রতিপত্তৌ প্রকাশাপেক্ষা ন
বিদ্যতে; (*) তথাপি প্রকাশবিরোধীত্বেননাকারেণ প্রতিপত্তৌ প্রকাশ-প্রতি
পত্ত্যপেক্ষা আস্ত্যেব । ভবদভিমতাজ্ঞানং ন কদাচিৎ স্বরূপেণ সিধ্যতি, অপি
হজ্ঞানমিত্যেব । তথা সতি জ্ঞানাভাববৎ তদপেক্ষত্বং সমানম্ ।
জ্ঞানপ্রাগভাবস্ত ভবতাপ্যভ্যুপগম্যাতে ; প্রতীয়তে চ ইত্যুভয়াভ্যুপোতো

যদি বল, আত্ম-বিষয়ক যে-কোন জ্ঞানই যে, অজ্ঞাননিবর্তক, তাহা নহে ; পরন্তু আত্মার
যে, যথার্থ বিগুহ স্বরূপ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্তক । ‘আমি অজ্ঞ’
বলিয়া যে, প্রতীতি হয়, সে স্থলে আশ্রয় ও বিষয়রূপে আত্ম-প্রতীতি থাকিলেও তাহা বিগুহ
নির্মূল নহে—অজ্ঞান-কলুষিত ; সুতরাং তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ নাই । বেশ কথা ;
তাহা হইলে, জ্ঞান-প্রাগভাবরূপী অজ্ঞানও বিগুহ আত্মস্বরূপ-বিষয়ক ; আর উক্তপ্রকার
আশ্রয় ও বিষয়রূপে যে আত্মার জ্ঞান হয়, তাহা বিগুহ আত্মবিষয়ক নহে, এই কারণেই
উক্তপ্রকার আত্মজ্ঞান সবেও অপ্রাগভাবরূপী অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না । অতএব অজ্ঞানের ভাব-
সাধনে তোমার অমুবাগ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে কিছুই বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে না ।
বিশেষতঃ, অজ্ঞানকে ভাবস্বরূপ বলিলেও উহা যখন অ-জ্ঞান (জ্ঞান নহে) বলিয়াই বৃত্তিতে হয়,
তখন প্রাগভাবের দ্বারা উহাতেও পূর্বোক্ত সাপেক্ষত্ব দোষ অব্যাহতই আছে । দেখ, অজ্ঞান
কি জ্ঞানের অভাব? অথবা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু? কিংবা জ্ঞানবিরোধী? এই পক্ষদ্বয়েই অগ্রে
জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞান থাকি আবশ্যক । যদিও অন্ধকারের প্রতীতিতে প্রকাশ-জ্ঞানের অপেক্ষা
নাই সত্য, তথাপি অন্ধকারকে যখন ‘প্রকাশ-বিরোধী’ রূপে জানিতে হয়, তৎকালে ত
প্রকাশ-প্রতীতিরও নিশ্চয়ই অপেক্ষা থাকে । বিশেষতঃ, তোমার অভিপ্রেত অজ্ঞান ত
কখনও [আত্ম-সম্বন্ধ বাতিরেকে] সিদ্ধ বা প্রতীত হয় না ; পরন্তু ‘অ-জ্ঞান’ (জ্ঞান নহে)
ইত্যাকারেই সিদ্ধ হয় । অতএব জ্ঞানাভাবপক্ষের দ্বারা এ পক্ষেও সাপেক্ষত্ব দোষ সমান ।
বিশেষতঃ, তুমিও যখন অজ্ঞান প্রাগভাব পদার্থ স্বীকার কর, এবং উহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে,

(*) তথাপি, প্রকাশবিরোধীত্বাদিঃ অপিতজ্ঞানমিত্যেব ইত্যন্তঃ অংশঃ ন-চিহ্নিতপুস্তকে পণ্ডিত ইতি
অনুমীয়াত ।

জ্ঞানপ্রাগভাব এব 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যনুভূত-
ইত্যভ্যুপগম্যব্যম্ ।

নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশ-চৈতন্যৈকস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি;
স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ । স্বানুভবস্বরূপমপি তিরোহিতস্বরূপম্ অজ্ঞানমনুভবতীতি
চেৎ ; কিমিদং তিরোহিতস্বরূপত্বম্ ? (*) অপ্রকাশিতস্বরূপত্বমিতি
চেৎ ; স্বানুভবস্বরূপস্ত কথমপ্রকাশিতস্বরূপত্বম্ । স্বানুভবস্বরূপস্তাপ্যন্য-
তোহপ্রকাশিতস্বরূপত্বমাপ্যত ইতি চেৎ ; এবং তর্হি (+) প্রকাশাখ্য-ধন্মা-
নভ্যুপগমেণ প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাদন্যতঃ স্বরূপনাশ এব স্যাদিতি পূর্বমে-
বোক্তম্ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধানহেতুভূতম্ এতদজ্ঞানং স্বয়মনুভূতং সৎ ব্রহ্ম
তিরস্করোতি ; ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য স্বয়ং তদনুভব-বিষয়ো ভবতীত্যন্যোন্মাত্রাশ্রয়ণম্ ।
অনুভূতমেব তিরস্করোতীতি চেৎ ; যদুতিরোহিতস্বরূপমেব ব্রহ্ম অজ্ঞান-

তখন 'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে ও অপরকে জানি না', ইত্যাদি স্থলে সেই উভয়-সম্মত
প্রাগভাব স্বীকার করাই চায়া ।

আর এক কথা,—নিত্যমুক্ত, একমাত্র প্রকাশ-স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে উক্ত-
প্রকার অজ্ঞানানুভব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্মপদার্থ স্বীয় অনুভব স্বরূপ ।
যদি বল, ব্রহ্ম স্বানুভবরূপী হইলেও যখন তাহার প্রকাশ-স্বরূপটি তিরোহিত হইয়া পড়ে,
তখনই অজ্ঞান অনুভব করেন । জিজ্ঞাসা করি, এই 'স্বরূপ-তিরোধান' কথার অর্থ কি ?—
যদি বল, স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকারই নাম 'স্বরূপ-তিরোধান' ; কিন্তু, যাহা নিজেরই অনু-
ভবাত্মক, তাহার স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত হইবে কিরূপে ? ইহার পরেও যদি বল,
আমি স্বয়ং অনুভব স্বরূপ হইলেও অপর বস্তু দ্বারা তাহার স্বরূপটি অপ্রকাশিত বা আবৃত
হইতে পারে ? ভাল, তাহা হইলে, তোমার মতে প্রকাশ যখন আত্মার ধর্মই নহে, পরন্তু
প্রকাশ আত্মারই স্বরূপ ; সেই প্রকাশেরই যদি অপর কাহারো দ্বারা তিরোধান হয়, তাহা
হইলে যে, প্রকারান্তরে আত্মারই বিনাশ স্বীকার করা হয় ; এ কথা পূর্বেই বলা
হইয়াছে ।

আরও এক কথা ; ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধায়ক এই অজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত না হইয়া
কখনই ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সমাচ্ছাদন না করিয়া
নিজেও অস্বভাবের বিষয় (জের) হইতে পারে না । অতএব, স্বরূপতিরোধান ও অজ্ঞানানু-

(*) তিরোহিতস্বরূপত্বমিতি (ক-ব) পাঠঃ .

(+) এবং তর্হি দর্শনস্তাপি ইতি (ব) পাঠঃ । প্রকাশস্ত প্রকাশাখ্যধর্মাসভাৎ গম্যেতি (গ) পাঠঃ ।

মনুভবতি, তদা তিরোধান-কল্পনা নিশ্চয়োজনা স্যাৎ ; অজ্ঞানস্বরূপ-কল্পনা চ ; ব্রহ্মণোহজ্ঞানদর্শনবৎ অজ্ঞানকার্যতয়া অভিমতপ্রপঞ্চদর্শনশ্চৈব (*) সম্ভবাৎ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবঃ কিং স্বতঃ ? অন্যতো বা ? স্বতঃশ্চৎ ; অজ্ঞানানুভবস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেনানিশ্চোক্ : স্যাৎ । অনুভূতিস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবস্বরূপত্বেন মিথ্যারজতবাধকজ্ঞানেন রজতানুভবস্ত্যপি নিরুত্তিবন্নিবর্তকজ্ঞানেনোজ্ঞানানুভূতিরূপ-ব্রহ্মস্বরূপনিরুত্তিব্য। অন্যতঃশ্চৎ ; কিং তদন্যৎ ? অজ্ঞানান্তরমিতি চেৎ ; অনবস্থা স্যাৎ । ব্রহ্ম তিরস্কৃত্যেব স্বয়মনুভববিষয়ো ভবতীতি চেৎ ; তথা সতি ইদমজ্ঞানং কাচাদিবৎ স্বসত্তয়া ব্রহ্ম তিরস্করোতীতি জ্ঞান-বাধ্যত্বমজ্ঞানস্য ন স্যাৎ ॥১০০॥

ভব, পরস্পর অপেক্ষিত হওয়ায় অগোচ্যশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। যদি বল, অজ্ঞান প্রথমেই অনুভূত হয়, পশ্চাৎ সেই অনুভূত অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে, তাহা হইলেও অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধান কল্পনার কিছুই প্রয়োজন হয় না। অধিক কি, অজ্ঞানকল্পনারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। কেন না, ব্রহ্ম বিনা আবরণে অজ্ঞানকে বেরূপ অনুভব করিতে পারেন, জগৎপ্রপঞ্চকেও সেইরূপ অজ্ঞান-কার্য্য (অজ্ঞান পরিণাম) বলিয়া অনুভব করিতে পারেন ; ইহাত অসম্ভব নহে।

আরো এক কথা, ব্রহ্ম যে, অজ্ঞান অনুভব করেন, এই অনুভব কি তাহার স্বাভাবিক ? অথবা অপরের সাহায্যকৃত ? যদি স্বাভাবিক হয়, তবে চিরকালই অজ্ঞানানুভব হইতে পারে, কখনও আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও বধন অজ্ঞানানুভবরূপেই প্রতীত হন, তখন ‘শুক্তি-রজত’ স্থলে মিথ্যা বা ভ্রমকল্পিত রজতের বাধক শুক্তি-জ্ঞান দ্বারা বেরূপ মিথ্যা রজতের অনুভবও বাধিত হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ অজ্ঞান-নিবর্তক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের সঙ্গে তদনুভবরূপী ব্রহ্মেরও নিরুত্তি বা বাধা হইতে পারে। আর যদি বল, ব্রহ্ম হইতে অজ্ঞানানুভব হয় না, অন্য বস্তু হইতে হয় ; জিজ্ঞাসা করি, সেই অন্য বস্তুটা কি ? যদি বল, তাহা অজ্ঞানান্তর অর্থাৎ অনুভাব্য অজ্ঞান হইতে পৃথক্ একটা অজ্ঞান। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, কেন না, এই অজ্ঞানানুভবে যেমন অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, সেই অজ্ঞানের অনুভবেও সেইরূপ আবার অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, ইত্যাদিরূপে অনবরত অজ্ঞানের কল্পনা করিতে হয়। আর যদি বল, অজ্ঞান ব্রহ্মকে তিরস্কৃত বা আবৃত করিয়া পশ্চাৎ অনুভবের বিষয় হয় ; পূর্বে অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মকে আবৃত করে না। তাহা হইলে বৃত্তিতে হইবে যে, কাচাদি রোগ বেরূপ চক্ষু আবৃত করিয়া দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত করিয়া দেয়, অজ্ঞানও সেইরূপ ব্রহ্মে থাকিয়া তাঁহার স্বপ্রকাশতা ঢাকিয়া রাখে। এরূপ হইলে চক্ষুর কাচাদি রোগ যেমন কেবল জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ অজ্ঞানও কেবলই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবারিত হইতে পারে না ॥১০০॥

অথৈদমজ্ঞানং স্বয়মনাদি, ব্রহ্মণঃ স্বসাক্ষিত্বং ব্রহ্মস্বরূপ-তিরস্কৃতিক
যুগপদেব করোতি । অতো নানবস্থা দোষা ইতি, নৈতৎ ; স্বানুভব-
স্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তিরস্কৃতিমন্তরেণ সাক্ষিত্বাপাদনাযোগাৎ । হেতুন্তরেণ
তিরস্কৃতমিতি চেৎ ; তর্হি অস্থানাদিত্বমপ্যাপ্যন্তম্ । অনবস্থা চ পূর্বোক্তা ।
অতিরস্কৃতস্বরূপস্যৈব সাক্ষিত্বাপাদনে ব্রহ্মণঃ স্বানুভবৈকতানতা চ ন স্যাৎ ।

অপি চ, অবিজ্ঞায়া ব্রহ্মণি তিরোহিতে তদ্ ব্রহ্ম ন কিঞ্চিদপি প্রকাশতে ?
উত কিঞ্চিৎ প্রকাশতে ? পূর্বস্মিন্ কল্পে প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহ-
প্রকাশে তুচ্ছতাপত্তিরসকৃৎজ্ঞা । উত্তরস্মিন্ কল্পে সচ্চিদানন্দৈকরসে
ব্রহ্মণি কোহয়মংশস্তিরস্ক্রিয়তে ? কো বা প্রকাশতে ? নিরংশে নির্বিশেষে
প্রকাশমাত্রৈ বস্তুত্বাভাবাদয়ামন্তবেন তিরস্কারঃ প্রকাশশ্চ যুগপৎ ন
সঙ্গচ্ছতে (৯) ॥

১০১। যদি বল, এই অজ্ঞান নিজে অনাদিশব্দ, সেই অজ্ঞান একই সময় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব
ও স্বরূপাবরণ, উভয় কার্যই সম্পাদন করিয়া থাকে । অতএব, এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অনবস্থা
দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না ; না,—ইহা ঠিক হইল না । ব্রহ্ম যখন স্বয়ং অল্পভূতি
স্বরূপ ; তখন অগ্রে তাহার স্বরূপ সমাচ্ছাদন বাতীত সাক্ষিত্ব হইতেই পারে না । যদি বল,
অপর কোন কারণে ব্রহ্মস্বরূপ আচ্ছাদিত হয়,—অজ্ঞানের দ্বারা হয় না ; তাহা হইলেও অজ্ঞানের
অনাদি স্বকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অপর বস্তু দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণের পর
যদি অজ্ঞানের আবির্ভাব মানিতে হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের সাদৃশ্য ভিন্ন অনাদি স্ব
কিছুতেই হইতে পারে না । এ পক্ষে যে, অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্বেই বলা
হইয়াছে । বিশেষতঃ ব্রহ্ম স্বয়ং অজ্ঞানাবৃত না হইয়াও যদি অজ্ঞানের সাক্ষী হইতেন, তাহা
হইলে তাহার কেবলই স্বানুভবরূপতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত না ।

আরও এক কথা ; জিজ্ঞাসা করি, অবিজ্ঞা-তিরোহিত ব্রহ্মে কিছুমাত্রই প্রকাশ থাকে
না ? কিংবা তখনও কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রকাশ বিদ্যমান থাকে ? প্রথম পক্ষে কথা এই যে,
প্রকাশই যখন ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ, তখন সেই প্রকাশই বিলুপ্ত হইয়া গেলে ব্রহ্মের আর থাকে
কি ?—ব্রহ্ম ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া পড়েন । এই কথা পূর্বেও বহুবার উক্ত হইয়াছে । আর
দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ তখনও ব্রহ্মে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ থাকে, এই কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্য
এই যে, সং, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্মের কোন্ অংশ অপ্রকাশিত থাকে ; আর কোন্ অংশই বা
প্রকাশ পায় ? বিশেষতঃ, অংশহীন, নির্বিশেষ, একমাত্র প্রকাশাত্মক ব্রহ্ম যখন দুইপ্রকার
ভাবে থাকিতে পারে না, তখন একই কালে প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্মদ্বয়ের অবস্থিতি কখনই
সঙ্গত হয় না ।

(৯) সংগচ্ছতে' ইতি (গ) পাঠঃ ।

অথ সচ্চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম অবিভায়া তিরোহিতস্বরূপমবিশদমিব লক্ষ্যত-
ইতি ; প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য বিশদতা অবিশদতা বা কিংরূপা ? এতদুক্তং
ভবতি, যঃ সাংশঃ সবিশেষঃ প্রকাশবিষয়ঃ, তস্য সকলাবভাসো বিশদাবভাসঃ,
কতিপয়-বিশেষরহিতাবভাসশ্চ অবিশদাবভাসঃ । তত্র য আকারোহপ্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে প্রকাশাবাবাদেব প্রকাশাবৈশাং ন বিভ্রতে । যশ্চাংশঃ প্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে তদ্বিষয়প্রকাশো বিশদ এব । অতঃ সর্বত্র প্রকাশাংশেইবৈশাং ন
সম্ভবতি । বিষয়েইপি স্বরূপে প্রতীয়मानে তদাত-কতিপয়বিশেষাপ্রতীতি-
রেবাবৈশাং ; তস্মাদবিষয়ে নির্বিশেষে প্রকাশমাত্রে ব্রহ্মণি স্বরূপে প্রকাশ-
माने (*) কতিপয়-বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপাবৈশাং নাম অজ্ঞান-কার্যং ন
সম্ভবতীতি ।

অপি চ, ইদমবিভা-কার্যমবৈশাং তদ্বজ্ঞানোদয়ান্নিবর্ততে ন বা ? অনি-
বৃত্তাবপবর্গাভাবঃ, নিরন্তো চ বস্তু কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্ । বিশদস্বরূপ-

যদি বল, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় হইলেও অবিভা দ্বারা তাঁহার সেই স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে,
এই কারণে তাঁহাকে অবিশদ বা অপ্রকাশ (মলিন) বলিয়াই যেন মনে হয় ; কিন্তু, জিজ্ঞাসা
করি, একমাত্র প্রকাশই যাহার স্বরূপ, তাহার আবার বিশদতা (নিখলতা) বা অবিশদতা
কি প্রকার ? একধার অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ অংশযুক্ত, সর্বিশেষ (সপ্ত) এবং
অপর প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়, সেই পদার্থের যে, সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাহাই বিশদতা ; আর
কতিপয় বিশেষ অংশের যে, প্রকাশ, তাহাই অবিশদপ্রকাশ । তদ্বোধে যে অংশ জ্ঞানের
বিষয়ীভূত না হয়, সেই অংশে প্রকাশ না থাকায় নিখল প্রকাশ থাকে না ; আর যে
অংশ জ্ঞানগোচর হয়, সেই অংশের প্রকাশ স্বতই বিশদ বা নিখল, অতএব, কোথাও
প্রকাশাংশের অবিশদতা (মলিনতা) সম্ভবপর হয় না । কোন বস্তুর স্বরূপটী প্রতীতির বিষয়
হইলেও তদাত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ প্রতীতিগম্য না হওয়ায় তাহার প্রকাশ বা
প্রতীতিকে অবিশদ বলা হয় । অতএব, ইন্দ্রিয়ের অবিসয়, নির্বিশেষ, অথচ একমাত্র
প্রকাশময় ব্রহ্ম যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তদাত কতিপয় বিশেষাংশের অপ্রতীতিতে
অজ্ঞানজনিত অবিশদতার কখনই সম্ভব হইতে পারে না ।

অপিচ, অবিভা-সমুদ্ভূত উক্ত অবিশদতা তদ্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় কি না ? নিবৃত্ত না
হইলে অপবর্গ বা মুক্তি হইতে পারে না । আর যদি তদ্বজ্ঞানে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেইবা
বস্তুর প্রকৃত স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা (বিশ্লেষণ করিয়া দেখা) আবশ্যক । যদি বল,
বিশদতাবই (নিখলতাই) তাহার প্রকৃত স্বরূপ ; তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই বিশদ

(*) তদ্বগত-কতিপয় ইতি (গ) পাঠঃ । বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপে অবৈ ইতি (খ) পাঠঃ ।

মিতি চেৎ ; তদ্বিশদস্বরূপং প্রাগস্তি বা ন বা ? অস্তি চেৎ, অবিশ্কাব্য-
মবৈশাং তন্নিরুক্তিচ ন স্মাতাম্। নো চেৎ, মোক্ষস্ত কার্যতয়াহনিত্যতা
স্মাৎ। অস্মাজ্ঞানস্মাশ্রয়ানিরূপণাদেবাসম্ভবঃ পূর্বমোবোক্তঃ।

অপি চ, অপরমার্থদোষ-মূলভ্রমবাদিনা নিরখিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবোহপি
দুরূপপাদঃ ; ভ্রম-হেতুভূতদোষ-দোষাশ্রয়ত্ববৎ (*) অখিষ্ঠানাপারমার্থ্যেহপি
ভ্রমোপপত্তেঃ। ততশ্চ সর্ববশূন্যত্বমেব স্মাৎ ॥১০১॥

সূত্রটী অজ্ঞান-সম্বন্ধের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল কি না? বিদ্যমান থাকিলে সেই বিশদস্বরূপে
অবিজ্ঞানিত অবৈশাং বা মালিগ্ন এবং তাহার নিরুক্তি, উভয়ই হইতে পারে না। [কারণ,
সূত্রবশুৎ বস্তুতে ঐক্য অজ্ঞান-সম্বন্ধের অপর কোন কারণান্তর নাই।] আর যদি বল, বিশদ
সূত্রব পূর্বে থাকে না, [পশ্চাৎ হয়,] তাহা হইলেও মুক্তি ফগতি জ্ঞাত হইয়া পড়ে, এবং
তাহার অনিত্যতা দোষ ঘটে। বিশেষতঃ, আলোচ্য জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় ঐক্যপণ করাই
যখন অসম্ভব, তখন অজ্ঞানকল্পনাও সম্ভবপব হইতে পারে না ; এ কথা ইতঃপূর্বেই কথিত
হইয়াছে।

বিশেষতঃ, যাহা বলেন, ভ্রমেব মূল (কারণ) বে দোষ, তাহা অপরমার্থ বা
সত্য নহে ; অতএব, কোন একটা সত্য পদার্থকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় না করিয়া—নিরখি-
ষ্ঠানভাবে কখনও ভ্রম সমুৎপন্ন হইতে পাবে না। তাহাদেব সেই কথাও অসঙ্গত। কেননা,
ভ্রমের মূল কাবল যে দোষ, তাহা যেকণ অসত্যভূত-দোষাত্মকে আশ্রিত থাকে, (অথচ দোষ
মাত্রই সত্যতা), সেইরূপ অপদার্থ বা অসত্য অখিষ্ঠানে (আশ্রয়ে) থাকিয়াও যে, ভ্রমোৎপত্তি
হইবে, তাহাতে আর বাধা কি? সূত্ররূপ নিরখিষ্ঠান ভ্রম সম্ভাবিত হইলেই সর্বশূন্যবাদ
(বৌদ্ধ-মত বিশেষ) আসিয়া পড়ে (+) ॥১০১॥

(*) ভ্রমহেতুভূতদোষাশ্রয়ত্ববৎ ইতি (গ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধবৈতবাদীরা বলেন যে, ভ্রমমাত্রই দোষমূলক ; দোষ নানাপ্রকার, চক্ষুঃপ্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ের পীড়া, দৃশ্য বিষয়ের সৌন্দর্য্য ও সমর্থের মল্লংকারাদি অবস্থা, এইপ্রকার বহু দোষ ভ্রম—এক বস্তুতে
অন্য বস্তুরজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। রজ্জু-সর্প, শুক্ল-রজত প্রভৃতি স্থলে রজ্জু ও শুক্ল, এই উভয় সত্য বস্তুকে
অখিষ্ঠান বা আশ্রয় করিয়া মিথ্যা সর্প ও মিথ্যা রজতের প্রতীতি (ভ্রম) হয়, পক্ষান্তরে, সেই সত্য রজ্জু ও সত্য-
শুক্ল না থাকিলে কখনই ঐ সর্প ও রজতের ভ্রম উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না। ইহা হইতেই বেশজান
যায় যে, কোন একটা সত্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া কেবলই নিরখিষ্ঠান ভ্রম কল্পিত কালেও হয় না বা হইতে
পারে না। দৃষ্টান্ত এই জগৎপ্রপঞ্চও অবিদ্যারূপ দোষ-প্রভূত ভ্রম মাত্র ; সূত্ররূপ ইহারও একটি অখিষ্ঠান বা
আশ্রয় থাকা আবশ্যক ; নচেৎ নিরখিষ্ঠান ভ্রম হইতেই পারে না। এই জগৎ-ভ্রমের সেই অখিষ্ঠান কে ?
না—নিত্য সত্য কুটস্থ ব্রহ্ম ; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ-ভ্রম চলিতেছে।

নিরখিষ্ঠানবৈতবাদীরা বলিতেছেন যে, না,—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে ; যুক্তি দ্বারা নিরখিষ্ঠান ভ্রমও উপপন্ন
হইতে পারে। দেখ, যে দোষের ফলে ভ্রমোৎপত্তি হয়, সেই দোষও নিশ্চয়ই অপর কোন দোষকে আশ্রয়
করিয়া উৎপন্ন হয়, সেধের কারণীভূত সেই দোষটী ত পারমার্থিক সত্য বস্তু নহে—মিথ্যা অপারমার্থিক, সেই
মিথ্যা দোষকে অবলম্বন করিয়া—নিরখিষ্ঠানভাবে যখন ভ্রমোৎপাদক দোষ আসিতে পারিল, তখন নিরখিষ্ঠান
ভ্রম হইতেই বা বাধা কি? ইহার ফলে বৌদ্ধের ‘সর্বশূন্যবাদ’ তোমারও সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কারণ,
তোমার মতে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান ত মিথ্যাই বটে ; এখন অজ্ঞানের আশ্রয়ও যদি মিথ্যা বলিয়া বীকৃত
হয়, তাহা হইলে সত্য পদার্থ কিছুই রহিল না ; সূত্ররূপ ‘সর্বশূন্যবাদ’ই আশিষ্য পড়িল।

যদুক্তম্, অনুমানেনাপি ভাবরূপমজ্ঞানং সিধ্যতীতি ; তদুক্তম্ ; অনু-
মানাসম্ভবাৎ । ননু উক্তমনুমানম্ । সত্যমুক্তম্, দুঃস্বপ্নং তু তৎ ; অজ্ঞানৈ-
প্যনভিমতাজ্ঞানান্তর-সাধনে বিরুদ্ধত্বাদ্ হেতোঃ । তত্র (*) অজ্ঞানান্তরা-
সাধনে হেতোরনৈকান্ত্যং, সাধনে চ (+) তদজ্ঞানমজ্ঞানসাক্ষিকং নিবারয়তি,
ততশ্চাজ্ঞানকল্পনা নিষ্ফলা স্যাৎ ।

১০২ । আর যে, অনুমানের দ্বারাও অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণিত হয়, বলা হইয়াছে,
তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ ; কেননা, ঐরূপ অনুমান কখনই সম্ভবপর হয় না । কেন ? অনুমান ত
প্রদর্শিতই হইয়াছে ? হাঁ, প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ ।
কারণ, অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকরূপ যে হেতু দ্বারা অজ্ঞানৈব সাধন (প্রমাণ) কবিসাধ,
তোমার অভিপ্রেত না হইলেও সেই হেতু দ্বারাই অজ্ঞানেরও অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইয়া পড়ে ;
সুতরাং সেই হেতুটি প্রকৃত বিষয়ের বিরুদ্ধ হইয়াছে । আর যদি সেই হেতু দ্বারা
অজ্ঞানেরই সাধন না হয়, তাহা হইলেও হেতুব অনৈকান্ত্যরূপ অপর একটি দোষ উপস্থিত
হয়, আর অপর অজ্ঞানের সাধন করিলেও সেই অজ্ঞানই আত্মার অজ্ঞান-সাক্ষিক্য নিবারিত
করিতেছে, সুতরাং অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না । (+)

) তত্রাপি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) সাধনে তু' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য, —কোন বিষয়ে অনুমান কবিত হইলেই তাহার অনুকূলে একটি নির্দোষ হেতু প্রদর্শন
করিতে হয়, হেতুবও কোনরূপ দোষ থাকিল তাহা দ্বারা অভিপ্রেত অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না । হেতুর
দোষ অনেকপ্রকার ; তন্মধ্যে, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিকত্ব (অনৈকান্ত্য) দোষের এখানে উল্লেখ আছে ।
কোন বস্তুর অনুমানার্থ হেতুটি যে আগ্রহে প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শিত হেতুটি যদি সেই আগ্রহে না থাকে, তাহা
হইলে তাহাকে 'বিরুদ্ধ' হেতু বলে । আর কোন এক বিষয়ের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হয়, সেই হেতুটি যদি
সপক্ষে (যেখানে সাধ্য বস্তুটি নিশ্চয়ই থাকে, সেই স্থানে) ও বিপক্ষে (যেখানে কল্পিত কালেও সাধ্য
বস্তুটি থাকে না, সেই স্থানে) সমান ভাবে থাকে ; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অনৈকান্তিক' বলে । এই
অনৈকান্তিক হেতু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সে সকলের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক । এখন দেখা যাউক, আলোচ্য
স্থানে উক্ত দোষ সম্ভাবিত হয় কি না ?

পূর্বোক্ত অনুমানের হেতু স্থলে বলা হইয়াছে, "অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বং" । এই অপ্রকাশিতার্থ-
প্রকাশকত্ব হেতুটি বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ ঘটপটাদি জ্ঞানেও সম্ভাবিত হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের অনুমাপকও
হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ত ইহা দ্বারা অনুমিত হয় না, কেননা, 'অপ্রাগভাবাত্তিরিক'
প্রভৃতি বিশেষণ গুলি জ্ঞানবরূপ ব্রহ্মের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না । অতএব, এখানে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হইয়া
পড়ে । আর এই হেতুতেই যদি ব্রহ্মাবরূপ অজ্ঞানেরও অনুমান হয়, তাহা হইলে এই হেতুটি জৈব অজ্ঞান ও
ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের পক্ষে সমান হওয়ায় অনৈকান্তিকতা-দোষে দূষিত হইল । অতএব, উক্ত হেতু দ্বারাও
ভাবরূপ-অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না ।

দৃষ্টান্তঃ সাধন-বিকলঃ, প্রদীপপ্রভায়া অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাভাবাৎ, সর্বত্র হি বজ্ঞানৈশ্চৈব প্রকাশকত্বম্ । সত্যপি দীপে জ্ঞানেন (*) বিনা বিষয়-প্রকাশাভাবাৎ । ইন্দ্রিয়াণামপি জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব, ন প্রকাশকত্বম্ । প্রদীপপ্রভায়াস্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য জ্ঞানমুৎপাদয়তো বিরোধি-তমোনিরসন-দ্বারোগোপকারকত্বমাত্রমেব । প্রকাশকজ্ঞানোৎপত্তৌ (†) ব্যাপ্রিয়মাণ-চক্ষুরিন্দ্রিয়োগোপকারকত্বহেতুত্বম্ (‡) অপেক্ষ্য দীপস্য প্রকাশকত্বব্যবহারঃ । নাম্মাভিজ্ঞানতুল্য-প্রকাশকত্বাভ্যাপগমেন দীপ-প্রভা নিদর্শিতা ; অপিতু, জ্ঞানৈস্যেব স্ববিষয়াবরণনিরসনপূর্বক-(§) প্রকাশকত্বমঙ্গীকৃত্যেতি চেৎ ; ন, নহি বিরোধি-নিরসনমাত্রং প্রকাশকত্বম্ ; অপি ত্বর্থপরিচ্ছেদঃ, ব্যবহারযোগ্যতাপাদনমিতি যাবৎ, তত্ত্ব জ্ঞানৈশ্চৈব । বহু্যপকারকাণামপ্য-

আর পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তও (প্রদীপও) অজ্ঞানের ভাবত্ব-সাধনের অনুকূল হইতেছে না ; কাবণ, প্রদীপ-প্রভা কখনই অপ্রকাশিত বস্তুর প্রকাশ করে না ; কেননা, জ্ঞানই সর্বত্র একমাত্র বস্তু-প্রকাশক হইয়া থাকে । এই কারণেই প্রদীপ সম্বন্ধে জ্ঞান বাতীত কোন বস্তুই প্রকাশ হয় না । আর উদাহৃত ইন্দ্রিয় সমূহও জ্ঞানোৎপত্তিরই সাধন, কিন্তু বস্তু-প্রকাশের কারণ নহে । উল্লিখিত প্রদীপ-প্রভাও কেবল চাক্ষুষ-জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অন্তকারবাশিকৈ অপনোত করে, এইজন্ত উহা চাক্ষুষ জ্ঞানের উপকারক হয় মাত্র, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপাদক নহে] । বস্তু-প্রকাশক জ্ঞান-সমুৎপাদনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই কার্য্য করে, প্রদীপ-প্রভা তত্রতা অন্তকাব অপসারিত করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্যে সাহায্য করে মাত্র ; এই কারণে প্রদীপ-প্রভাকেও লোকে ‘প্রকাশক’ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে । যদি বল, আমরা প্রদীপ-প্রভাকে ঠিক জ্ঞানেরই অনুরূপ প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করি না, এবং সেই অভিপ্রায়ে তাহার দৃষ্টান্তও দেই নাই, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানই যে, স্ববিষয়ের আবরণ-বিনাশপূর্বক বিষয় সমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকে, কেবল এই ভাব জ্ঞাপনার্থই ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি । না, তাহাও হইতে পারে না ; কেবল জ্ঞান-প্রতিবন্ধক নিবারণ করার নামই যে, প্রকাশকত্ব, তাহা নহে ; পরন্তু যে বস্তুর স্বরূপ যেরূপ, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই বস্তুকে লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত করার নাম প্রকাশকত্ব, ঐদৃশ প্রকাশকত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞান ভিন্ন অন্য কাহারও নাই । যদি জ্ঞানোপকারক বিষয়কেও অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির

(*) জ্ঞানেন ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) প্রকাশজ্ঞানোৎপত্ত্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) চক্ষুরিন্দ্রিয়োগোপকারক-হেতুত্বম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ । উপকারকত্বম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) নিবদনপূর্বকত্বমঙ্গীকৃত্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

প্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকৃতম্, তর্হীন্দ্রিয়াণামুপকারকতমত্বেনাপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকরণীয়ম্ । তথা সতি তেষাং স্বনিবর্ত্য-বস্তুস্বরূপকত্বাভাবাৎ হেতোরনৈকাস্ত্যমিত্যলম্বনেন ॥

প্রতিপ্রয়োগাশ্চ, —বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রয়ম্ ; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ ; জ্ঞাত্বাশ্রয়ং হি তৎ । বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানাবরণম্ ; (*) অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ ; বিষয়াবরণং হি তৎ । বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্যম্ ; জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ, যৎ জ্ঞান-নিবর্ত্যমজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়াবরণম্ ; যথা শুক্তিকাদ্যজ্ঞানম্ । ব্রহ্মনাজ্ঞানাস্পদং, জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ, ঘটাদিবৎ । ব্রহ্মনাজ্ঞানাবরণম্, জ্ঞানাবিষয়-ত্বাৎ ; যদজ্ঞানাবরণং, তজ্জ্ঞানবিষয়ভূতম্ ; যথা শুক্তিকাদি । ব্রহ্মন জ্ঞান-

প্রধানতমসাধন বা সহায় ইঞ্জিয়গণকেও ‘অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক’ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বপ্রদর্শিত (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ) হেতুটাও অনৈকাস্ত্য বা ব্যভিচারদোষে দূষিত হইল ; কারণ, ইঞ্জিয়সমূহ কার্য্য করিবার পূর্ব্ব তাহাদের নিবারণীয় অপর কোনরূপ বস্তু থাকে না । অতএব, এবিষয়ে আর তর্কের প্রয়োজন নাই ।

বিশেষতঃ, অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব-সাধনের অনুকূলে যেরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপতিকূলেও সেইরূপ এই সকল অনুমান হইতে পারে,—(১) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই শুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিতে পারে না ; কারণ—ইহা অজ্ঞান (জ্ঞানবিরোধী), দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদিবিষয়ক অজ্ঞান । এই অজ্ঞানও অজ্ঞানই বটে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে না, থাকে জ্ঞাতা—ব্রাহ্মপক্ষে । (২) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না ; কারণ—উহা অজ্ঞান, দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদি-বিষয়ক অজ্ঞান ; সেই অজ্ঞানটা বিষয়কেই (শুক্তি প্রভৃতিকেই) আবৃত করিয়া রাখে, (কিন্তু জ্ঞানকে আবৃত করে না) । (৩) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞান-নিবর্ত্তা নহে ; অর্থাৎ উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবারণের যোগ্য নহে ; কারণ—উহা জ্ঞানেব বিষয়কে (জ্ঞেয়পদার্থকে) আবৃত করে না । যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয়, তাহা নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখে, দৃষ্টান্ত যথা,—শুক্তিকা প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞান । (সেই অজ্ঞানই সত্য জ্ঞানের বিষয়—শুক্তি প্রভৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে) । [এখন প্রকৃত বিষয়ে এ সকলের সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে] (১) ঘটাদি অড়পদার্থে যেরূপ জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম নাই, ব্রহ্মেও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব নাই, অর্থাৎ তিনি কখনও জ্ঞাতা হন না ; অতএব তিনি অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারেন না । (২) অজ্ঞান কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না ; কারণ—তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না—(অজ্ঞেয়), যে পদার্থ অজ্ঞানে আবৃত হয়, সেই পদার্থ নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিষয়ীভূত

নিবর্ত্যাজ্ঞানং জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়ভূতম্;
যথা শুদ্ধিকাদি। বিবাদাধ্যায়িতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবাতিরিক্তাজ্ঞান-
পূর্বকং ন ভবতি, প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ, ভবদভিমতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণ-জ্ঞানবৎ।
জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্, (*) শক্তিবিশেষোপবৃংহণবিরহে সতি জ্ঞান-
ত্বাৎ,; যদ্বস্তুনো বিনাশকং, তচ্ছক্তিবিশেষোপবৃংহিতং জ্ঞানমজ্ঞানঞ্চ দৃষ্টম্;
যথেন্দ্র-যোগিপ্রভৃতিজ্ঞানম্; যথা চমুদগারাদি। ভাবরূপমজ্ঞানং ন জ্ঞান-
বিনাশম্, ভাবরূপত্বাৎ; ঘটাদিবদिति ॥ ১০২ ॥

হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুদ্ধিকা প্রভৃতি, [শুদ্ধিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই
মজ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে]। (৩) ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কখনই জ্ঞাননিবর্তনীয় নহে;
কারণ—তিনি জ্ঞানের অবিষয় (অজ্ঞেয়)। যাহা অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়, তাহা
নিশ্চয়ই জ্ঞানের ও বিষয় হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুদ্ধিকা প্রভৃতি। (৪) বিবাদাস্পদীভূত প্রমাণ-
জ্ঞান কখনই স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞানপূর্বক হইতে পারে না; কারণ—উহা প্রমাণ-
জনিত জ্ঞান। ইহার দৃষ্টান্ত—তোমারই অভিপ্রেত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণ-জ্ঞান। (৫) জ্ঞান
স্বভাবতঃ কোন বস্তুর বিনাশক হয় না; কারণ—উহা অপর শক্তির সাহায্যরহিত জ্ঞান মাত্র;
দেখা যায়, যাহা দ্বারা বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানই হউক, আর অজ্ঞানই হউক,
তাহা নিশ্চয়ই অপর শক্তিবিশেষের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন—ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগি-
প্রভৃতি মহাপুরুষের জ্ঞান, মুদগারাদিও ইহার অপর দৃষ্টান্ত। (৬) ভাবরূপী অজ্ঞান কখনই
জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না, হেতু—উহা ভাবপদার্থ; দৃষ্টান্ত যথা—ঘটাদি।
অর্থাৎ ভাবপদার্থ ঘটাদি যেমন জ্ঞানের বিনাশ হয় না; তেমনি অজ্ঞান ভাব-পদার্থ হইলে
কখনই জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হইত না (†) ॥ ১০২ ॥

(*) জ্ঞানং ন ভাবরূপাজ্ঞানং বিনাশকম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) শব্দর মতে অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সাধনের জন্ত প্রদর্শিত অনুমানে যে সকল যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে;
ভাষ্যকার একে একে সেই সকল যুক্তির বা হেতুর খণ্ডন করিতেছেন। প্রথম কথা অদ্বৈতবাদীরা বলিয়াছেন,
মজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইনি বলিতেছেন যে, না, অজ্ঞান কখনই জ্ঞানময় ব্রহ্মকে আশ্রয়
করিতে পারে না, বিশেষতঃ শুদ্ধিতে যখন অজ্ঞান বা রজত-ভ্রম হয়, তখন সেই অজ্ঞান শুদ্ধিকে অবলম্বন
করে না, পরন্তু জ্ঞাতা—জ্ঞাত পুরুষকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা,—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অজ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে; এ কথাও সত্য
নহে; শুদ্ধিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তৎকালে সেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন জড় পদার্থ শুদ্ধিকাই আবৃত
হইয়া থাকে, জড়ের জ্ঞান ত আবৃত হয় না; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও অজ্ঞান আবৃত হইতে পারে না। তৃতীয়
কথা,—অদ্বৈতবাদীরা অভিমত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; তাহার হেতু এই যে,
যে বিষয়ে জ্ঞান বা যাহা জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে যদি অজ্ঞান থাকে, তবে সেই অজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতে
পারে, ব্রহ্মত জ্ঞানাতীত—অবাঞ্ছননগোচর; সুতরাং তদগত অজ্ঞানটী জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইবে কেন?

অথ উচ্যেত,—বাধকজ্ঞানেন ভাবরূপাণাং পূর্বজ্ঞানোৎপন্নানাং ভয়া-
দানাং বিনাশো দৃশ্যত ইতি । নৈবম্ ; ন হি জ্ঞানেন তেষাং বিনাশঃ,
ক্ষণিকত্বেন তেষাং স্বয়মেব বিনাশাৎ ; কারণনিরুত্যা চ পশ্চাদনুৎপত্তেঃ ।
ক্ষণিকত্বঞ্চ তেষাং জ্ঞানবত্বুৎপত্তি-কারণসম্মিধান এবোপলব্ধেঃ, অন্তথানুপ-

১০৩। যদি বল, [রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইলে তৎসঙ্গে ভয়-কম্পাদিও উপস্থিত হইয়া থাকে ;
কিন্তু, পশ্চাৎ ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, ইত্যাকার [সর্প-ভ্রমের] বাধক জ্ঞান উপস্থিত হইলে
প্রাথমিক ভ্রম-সমুৎপাদিত ভয়-কম্পাদির বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় । (সে স্থলে
সর্প মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক ভয় ও কম্প ত মিথ্যা নহে,—সত্য বস্তুই বটে ।) না,—একপ
মনে করা উচিত হয় না ; কারণ, সে স্থলে জ্ঞানের দ্বারা যে, তৎকালোৎপন্ন সেই ভয়াদির
বিনাশ হয়, তাহা নহে ; কারণ, ভয়-কম্পাদি ভাবগুলি স্বয়ংই ক্ষণিক, সেই কারণ অপরের
দ্বারা তাহাদের বিনাশ আবশ্যক হয় না ; পরন্তু, জ্ঞানোদয়ে ভ্রমের কারণ অপনীত হইয়া যায়,
সুতরাং কারণের অভাবে তৎকার্য্য—ভয়-কম্পাদিও আর জন্মিতে পারে না—নিবৃত্ত হইয়া
যায় । জ্ঞানের ত্রায় ভয়াদিও যখন উৎপত্তি-কারণের সম্ভাব্যেই প্রভীত হয়, অসম্ভাব্যে
প্রভীত হয় না, অর্থাৎ যতক্ষণ কারণ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণই ভয়াদির অনুভব হয়, আবার

উক্ত সাধারণ নিয়ম গুলির প্রকৃত স্থলে সম্বন্ধ এইকপ,—প্রথম কথা, যিনি ইচ্ছামত জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হন—
জ্ঞাতা হন, অজ্ঞান তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, এক স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানবধক, তিনি ত জ্ঞাতা নহেন ; অতএব,
তাঁহাকে অজ্ঞানাগ্রয় বলিলে দৃষ্ট-বিকল্প কথা হয় । পক্ষান্তরে, অ-জ্ঞাতা ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে
পারেন, তাহা হইলে জ্ঞানহীন (অ-জ্ঞাতা) ঘটকেও অজ্ঞানাগ্রয় বলিতে বাধা কি ? দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্ম যখন
জ্ঞানের অবিসয়, তখন অজ্ঞান কখনই তাঁহাকে আবৃত্ত করিতে পারে না । পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে তাঁহাকে
অজ্ঞানাবৃত্ত বলিলেই তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব আসিয়া পড়ে । শুদ্ধিকাই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত ; উহা যেমন অজ্ঞানে
আবৃত্ত হয়, তেমনি জ্ঞানেরও বিষয় হয় । তৃতীয় কথা, যে কোন জ্ঞান প্রমাণ-সমুদ্ভূত হয়, সেই সমস্ত
জ্ঞানেরই পূর্বে যে, প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞান থাকিবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না, তাহা হইলে তোমার
প্রদর্শিত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণের পূর্বেও এরূপ অজ্ঞান থাকা সম্ভব হইত ; আর অজ্ঞানপূর্বক যে, প্রমাণ-জ্ঞান,
তাহার ত প্রামাণ্যই থাকিতে পারেনা ; সুতরাং এই নিয়মে তোমার অজ্ঞান-সাধক প্রমাণই অসিদ্ধ বা অপ্রমাণ
হইয়া বাইতে পারে । সকল বস্তুই উৎপত্তির পূর্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে ‘প্রাগভাব’ বলে ।
বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায় । প্রমাণ-জ্ঞানেরও উৎপত্তির পূর্বে প্রাগভাব থাকে ;
প্রমাণ-জ্ঞান জন্মিলেই তাহার বিনাশ হয় ; শুধু ‘প্রমাণ-জ্ঞান-বিনাশ’ বলিলে অজ্ঞানকে না বুঝিয়া পাছে ঐ
প্রাগভাবকেই বোঝে, এই ভয়ে বলিয়াছেন যে, উহা জ্ঞানের প্রাগভাব নহে—তদতিরিক্ত—ভাব পদার্থ ।

তাহার পর, অজ্ঞান যদি অভাব—অবস্তু না হইয়া ভাবরূপী বস্তু হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কখনই
তাহার উচ্ছেদ হইতে পারিত না ; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ অপর কোন শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সেই
জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুর বিনাশ অসম্ভব । ঈদরীয় জ্ঞান ও যোগিগণের জ্ঞান অলৌকিক যোগ শক্তি প্রভৃতির
সাহায্যেই বস্তুসমূহের উচ্ছেদে সমর্থ হইয়া থাকে । দেখাও যায়, জ্ঞানেতর দণ্ড (যুদগর) দ্বারা ঘটাদি বস্তুর
বিনাশ করা যায়, কিন্তু সামান্ত জ্ঞানে কখনই তাহা পারা যায় না । অতএব, অজ্ঞানের ভাবরূপত্বানুমান
ঠিক হয় নাই ।

লঙ্কেচাবগম্যতে । অক্ষণিকত্বে চ তেষাং ভয়াদীনাং ভয়াদিহেতুভূত-জ্ঞান-সম্ভাববিশেষণে সর্বেষাং জ্ঞানানাং ভয়াদ্যুৎপত্তিহেতুত্বেনানেকভয়োপলব্ধি-প্রসঙ্গাচ্চ । স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-(*) বস্তুস্তরপূর্বকমিতি ব্যর্থবিশেষণোপা-দানেন প্রয়োগকুশলতা চাবিস্কৃতা । অতো নানুমানেনাপি ভাবরূপাজ্ঞান-সিদ্ধিঃ । শ্রুতিতদর্থ্যপত্তিভ্যামজ্ঞানাসিদ্ধিরনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥

মিথ্যার্থস্তু মিথ্যোবোপাদানং ভবিতুমর্হতীতি, এতদপি “ন বিলক্ষণত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ., ২।১।৪] ইত্যেতদধিকরণাত্ম্যেন পরিত্রিয়তে । অতোহনির্বচনীয়া-জ্ঞানবিষয়া ন কাচিদপি (+) প্রতীতিরস্তি । প্রতীতি-ভ্রান্তিবাদৈরপি

কারণ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়াদিও চলিয়া যায় ; এই কারণে ভয়াদির ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায় । (+) পক্ষান্তরে, ভয়াদিকে ক্ষণিক না বলিলে, ভয়াদির কারণীভূত জ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেকটী হইতেই পৃথক পৃথক এক একটা ভয়াদির সৃষ্টি হয় বলিতে হইবে ; সুতরাং উহার সমষ্টিতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক ভয়ের উপলব্ধি হইতে পারে । আর, ‘স্বীয় প্রাগভাবতিরিক্ত বস্তুস্তর-পূর্বক’, এইরূপ বোধ বিশেষণের প্রয়োগেও অনুমানকর্ত্তা কেবল নিজের অনুমান-পাণ্ডিত্যই প্রকটিত করিয়াছেন, ফল কিছুই হয় নাই ! অতএব, অনুমানের দ্বারা অজ্ঞানের ভাবরূপই সিদ্ধ হয় না । শ্রুতি এবং ‘অর্থ্যপত্তি’ প্রমাণেও যে, ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত হইতে পারে না, অব্যবহিত পরেই তাহা প্রদর্শন করিব ।

আর যে, মিথ্যাপদার্থের উপাদানও মিথ্যাই হইবে, বলা হইয়াছে ; “ন বিলক্ষণত্বাৎ” এই যুক্তোক্ত ভুক্তি অনুসারে তাহারও সমাধান করিব । অতএব, অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব-বিষয়ে কিছুমাত্র প্রশ্ন বা প্রতীতি নাই । আর কেবল প্রতীতি, ভ্রান্তি কিংবা বাধের দ্বারাও (§) অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না । কেননা, যাহা প্রতীতির যোগ্য হয়, কিংবা ভ্রমও বাধের বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান বা বিশেষরূপে উল্লেখ-

(*) স্বপ্রাগভাবতিরিক্তবস্তুস্তরপূর্বকম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (+) প্রতিপত্তিঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—ক্ষণিক পদার্থের অবস্থা এই যে, উহা প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণেই থাকে, এবং তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায় । জ্ঞান, ইচ্ছা, ভয়, প্রভৃতি ভাবগুলি তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ‘ক্ষণিক’ বস্তুে পরিণত । কোন কোন জ্ঞান তৃতীয় ক্ষণ পর্যন্ত থাকিয়া চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় । কারণ উপস্থিত থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান-ও ভয়াদির সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকেই উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কারণ বিনষ্ট হইলে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করে না বা করিতে পারে না । অতএব রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যে ভ্রমের ফলে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রম-রূপ কারণ নিবৃত্ত হওয়ার আর নূতন ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না ; এবং পূর্বেও ভয় ত তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যাইবে । অতএব, জ্ঞানকে আর ঐ ভয়াদি নিবৃত্তির কারণ বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না ।

(২) তাৎপৰ্য্য,—প্রতীতিঃ—ভ্রান্ত্যভ্রান্তিবাধারূপা । ভ্রান্তিঃ—বিশ্রুতমান-ভেদাগ্রহণপূর্বক-সাধারণকার-গ্রহণমত । বাধঃ—আরোপিত-বিরুদ্ধাশিষ্টানাকারাবাহিনী বুদ্ধিঃ । (শ্রুতপ্রকাশিকা) ।

ন তথাভ্যুপগমনীয়ম্, প্রতীয়মানমেব হি প্রতীতি-ভ্রান্তি-বাধবিষয়ঃ । আভিঃ
প্রতীতিভিঃ প্রতীত্যন্তরেণ চানুপলব্ধম্ (?) আসাং বিষয় ইতি ন যুক্ত্যতে
কল্পয়িতুম্ ॥

শুল্কাদিষু রজতাদিপ্রতীতেঃ, প্রতীতিকালেহপি তন্মাস্তীতি বাধেন
চানুপলব্ধাভ্যুপগমাচ্চ (*) সদসদনির্বচনীয়মপূর্বমেবেদং রজতং দোষবশাৎ
প্রতীয়ত ইতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; ন, তৎকল্পনায়ামপ্যনুশ্চান্যভানশ্চা-
বর্জনীয়ত্বাৎ ; অনুশ্চান্যভান্যভ্যুপগমাদেব খ্যাতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমস্থানামুপপত্তে-
রত্যন্তাপরিদৃষ্টাকারণক-বস্তুকল্পনাযোগাৎ (†) । কল্প্যমানং হীদমনির্বচনীয়ম্,
ন চ তদানীমনির্বচনীয়মিতি প্রতীয়তে ; অপি তু (‡) পরমার্থরজতমিত্যেব ।

যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তপ্রকার প্রতীতি, ভ্রান্তি ও বাধ দ্বারা কিংবা অত্ৰবিধ প্রতীতি
দ্বারাও ঐরূপ কোন একটা বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না । কেননা,
বস্তু না থাকিলেও সমন্বিতভাবে ঐরূপ প্রতীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

[ভ্রমস্থলে] শুক্রপ্রভৃতিতে রজতাদির প্রতীতি হয়, এবং প্রতীতিসমকালেও 'ইহা নাহ
—অসৎ' ইত্যাকারে বাধ বা মিথ্যাভ-বোধ পরিদৃষ্ট হয়, অথচ এক বস্তুর অস্ত্রবস্তুরূপে প্রতীতি
হওয়াও অসম্ভব ; এই সমস্ত কারণে যদি বল, 'সংস্করণে নির্বচনের অযোগ্য—অনির্বচনীয়
ও অপূর্ণ সেই রজত কোন একটা দোষবশেঃ প্রতীত হইয়া থাকে, এইরূপই কল্পনা করিতে
হইবে । না,—ঐরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না । কারণ, অনির্বচনীয়ের কল্পনা
করিলেও এক বস্তুর যে, অস্ত্রপ্রকারে প্রতীতি, তাহা ত পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না ।
আর এই অস্ত্রপ্রতীতি (এক বস্তুর যে অস্ত্রাকারে প্রতীতি, তাহা) স্বীকার করিলেই যখন
অস্ত্রপ্রতীতি, বাধ বা ভ্রমরূপে উহার উপপত্তি (সামঞ্জস্য) হইতে পারে, তখন আর নিতান্ত
অপ্রসিদ্ধ ও নিষ্কারণ (অনির্বচনীয়) বস্তু কল্পনা করা আবশ্যক হয় না । আর যদি বা এই
অনির্বচনীয়ের কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও তৎকালে ইহার অনির্বচনীয়ের প্রতীতি
থাকা আবশ্যক ; অথচ সে সময় (যখন ভ্রম হয়, তখন) এই অনির্বচনীয়ের কিছুমাত্র
প্রতীতি থাকে না ; বরং ঐরজত পরমার্থ বা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয় । আর যদি বল,

অভিপ্রায় এই যে,—অনির্বচনীয় অজ্ঞান বিষয়ে প্রতীতি নাই, কেন না ; যে বস্তু প্রতীতির বিষয় হয়,
তাহার বিশেষরূপে 'হই অমুক এবং এইপ্রকার' ইত্যাদিরূপ উল্লেখও করা যাইতে পারে । উক্ত অজ্ঞান
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলে আর অনির্বচনীয় হইতে পারে না । যাহা অস্ত্রাকারে উল্লেখযোগ্য হয় না,
তাহা কখনও ভ্রান্তির বিষয় হয় না ; এবং প্রতীয়মান না হইলে তাহার বাধা বা মিথ্যাভ-বোধও হইতে পারে
না । প্রতীতি অর্থ—ভ্রম, অভ্রম (প্রমা) সাধারণ জ্ঞান । ভ্রান্তি অর্থ—বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ভেদ বুঝিতে না পারিয়া
এক বস্তুকে অপর বস্তু মনে করা । বাধ অর্থ—ব্যাপ্তিপিত বস্তুর মিথ্যাভ-জ্ঞানে সত্য বস্তুর বাধা বুঝিবার
(*) অস্ত্রপ্রতীতিযোগাচ্চ ইতি (খ) পাঠঃ । অস্ত্রপ্রতীতিযোগাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ । অসমুত্তরত্বাপি জ্ঞেয়ঃ ।
(†) অস্ত্রপ্রতীতিদৃষ্টাকারণবস্তুকল্পনাযোগাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।
(‡) পরমার্থরজতম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

অনির্বচনীয়মিত্যেব প্রতীতং চেৎ ; ভ্রান্তি-বাধায়াঃ প্রবৃত্তেরপ্যসম্ভবঃ ।
অতোহন্যথান্যথাভানবিরহে প্রতীতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামনুপপত্তেঃ, তন্ম-
অপরিহার্যত্বাচ্চ, শুভ্যাদিরেব রজতাত্মাকারেণাবভাসত ইতি ভবতাত্ম্যপ-
গন্তব্যম্ ॥

পাত্যন্তরবাদিনাঞ্চ সূদূরমপি গত্বা অন্তথাবভাসোহবশ্যপ্রায়ণীয়ঃ,—
অসংখ্যাতিপক্ষে সদাত্মনা ; আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্থীত্মনা ; অখ্যাতি-

প্রতীতি-সময়েও উহা অনির্বচনীয় (অসত্য) রজত বলিয়াই প্রতীতি থাকে ; তাহা হইলে ত
তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না ; তাহার বাধাও সম্ভবপর হয় না, এবং ঐ রজত-গ্রহণের
জ্ঞান কাহারো প্রবৃত্তিও হইতে পারে না । অতএব, ভ্রমস্থলে অন্তথাভান না থাকিলে, যখন
তদ্বিষয়ক প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ, কিছুই সম্ভব হয় না (*) । পক্ষান্তরে, অন্তথাভান
পরিত্যাগেরও যখন উপায় নাই ; তখন শুক্তি প্রভৃতি বস্তুই যে, রজতাদিকপে প্রতীত হয় ;
এ কথা তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে ॥

অপরাম্পর খ্যাতি-বাদিদিগকেও বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে উক্ত অন্তথাবভাসই
(অন্তথাখ্যাতিই) অবশ্য স্বীকার করিতে হয় । তন্মধ্যে অসংখ্যাতি পক্ষে সেই অন্তথাবভাস
সংস্করণে ; আত্মখ্যাতি পক্ষে জ্ঞেয়পদার্থস্বরূপে ; অখ্যাতিপক্ষে এক প্রকার বিশেষণ-

(*) তাৎপর্য্য,—শব্দর বলেন,—শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তখন সেইস্থলে সত্যসত্যই একটী
রজত তৎকালে দৃষ্ট হয়, অজ্ঞান তাহার উপাধান এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় । এই রজতকে
তাঁহার 'প্রাতিভাসিক ও অনির্বচনীয়' বলিয়া থাকেন । এইরূপে তৎকালে একটী অনির্বচনীয় রজত দৃষ্ট হয়
বলিয়াই ভ্রান্ত ব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এবং রজত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টাও করেন, আবার
শুক্ত শুক্তিজন হইলেই উহার মিথ্যাত্ব বা বাধ নিশ্চয় করেন । তৎকালে রজত বিদ্যমান না থাকিলে ঐ সকল
ব্যাপার হইতে পারিত না ; অতএব ভ্রান্তি-কল্পিত রজতের অনির্বচনীয়তা কল্পনা করা আবশ্যক ।

এখন রানামুজ বলিতেছেন যে, না,—ঐরূপ অনির্বচনীয়ত্ববাব যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । তাহার যুক্তির মর্ম্ম
এই যে, এক বস্তুর অজ্ঞাতারে প্রতীতির নাম ভ্রম ; অনির্বচনীয়ত্ববাবীকেও ঐরূপ ভ্রম মানিতে হইবে,
শুক্তিতে সমুৎপন্ন প্রতীতিকে ঐরূপ ভ্রম বলিলেই যখন পূর্বোক্ত প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার অসম্ভব হইতে
পারে, তখন আর অনুভব-বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণে অগ্রাহ্য ঐরূপ অনির্বচনীয়ত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি ?
বিশেষতঃ, ঐ রজত যে, অনির্বচনীয়—লোক প্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা ত কোন দৃষ্টাই তৎকালে
অনুভব করিতে পারে না, আর অনুভব করিলেও উহা ভ্রম হইতে পারে না ; কারণ, মিথ্যা বস্তুকে যদি মিথ্যা
বলিয়াই জানে, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন ? অধিকন্তু, মিথ্যা (অনির্বচনীয়) বলিয়া জানিলে সেই রজতগ্রহণের
জ্ঞান চেষ্টা ও পরবর্ত্তী বাধই বা (ইহা রজত নহে, শুক্তি ইত্যাকার মিথ্যাত্ব বোধ) হইবে কেন ? অতএব, বলিতে
হইবে যে, প্রকৃত শুক্তিই ঐ মিথ্যা রজতাকারে প্রকাশ পায় ।

পক্ষেহ্যপ্যন্তবিশেষণম্ (#) অন্তবিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ ; বিষয়া-
সদভাবপক্ষেহপি বিত্তমানত্বেন ।

বিশিষ্টকে অন্তপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে, এবং দুইটা পৃথক পৃথক জ্ঞানকে বিশেষণ-বিশেষ্য-
ভাবাপন্ন একজ্ঞানরূপে ; আর বাহ্যরা জ্ঞের বিষয়ের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না ; তাহা-
দের পক্ষেও জ্ঞেরপদার্থের বিত্তমানত্বরূপে ফলতঃ অন্তথাখ্যাতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে
হয় (+) ।

(*) স্ববিশেষণমন্তবিশেষণত্বেন হতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য, — খ্যাতি পাঁচ প্রকার—

“আন্তথাখ্যাতিরনংখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্তথা । তথানির্লসনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্ ॥

তন্মধ্যে, আন্তথাখ্যাতি যোগাচার বৌদ্ধের, অসংখ্যাতি মাধ্যমিক বৌদ্ধের, অখ্যাতি পূর্বমীমাংসকের ; অন্তথা-
খ্যাতি নৈব্যরিকের, এবং অনির্লসনখ্যাতি (অনির্লসনীয় খ্যাতি) শঙ্করস্বামীর অভিমত মত ।

আন্তথাখ্যাতিবাদীরা বলেন, বুদ্ধি বিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সেই বুদ্ধি
বিজ্ঞানই বাহিরে ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রতীয়মান হয়, সেই বিজ্ঞানতিরিক্ত কোন বাহ্যপদার্থই সত্য নহে।
অন্তরয় আত্মা—বুদ্ধি-বিজ্ঞানই বাহ্যাকারে প্রতীত হয় বলয় ইহাদের মতকে ‘আন্তথাখ্যাতি’ বলা হয়। অসং-
খ্যাতিবাদীরা বলেন, জগতে কি বাহ্য, কি আন্তর, কোন পদার্থই সত্য নহে, অসং বা শূন্যই একমাত্র সত্য। সেই
অসংই সত্যের জ্ঞায় প্রতিভাসমান হয় ; এইরূপে অসত্যের খ্যাতি বা প্রতীতি হয় বলয় ইহাদের মতকে, ‘অসং-
খ্যাতি’ বলা হয়। অখ্যাতিবাদী মীমাংসকগণ বলেন যে, ভ্রম আর কিছুই নহে, বাহ্যতে ঘাহার ভ্রম হয়, (যেমন
শক্তিতে রজতের ভ্রম হয় ;) তদুত্তরের পার্থক্য বুঝিতে না পারা। উত্তরের পার্থক্য বা ভেদ প্রতীতি-গোচর হয়
না বলেন ; এই কারণে তাহাদের মত ‘অখ্যাতি’ নামে অভিহিত হয়। অন্তথাখ্যাতিবাদী তार्কিকগণ বলেন যে,
ভ্রম স্থলে একপ্রকার বস্তুর অন্তথা অর্থাৎ অন্তপ্রকার প্রতীতি হয়, এইরূপে অন্তথা প্রতীতি হয় বলেন
বলিয়া তাহাদের মত ‘অন্তথাখ্যাতি’ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। অনির্লসনীয়খ্যাতিবাদী শঙ্কর বলেন,—যখন বাহ্যতে
যে বস্তুর ভ্রম হয়, সেই সময়ের জ্ঞান তাহাতে সেকারণ একটা অনির্লসনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। যেমন, শক্তিতে
যখন রজত বর্ণিত ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন শক্তিতে একটা অনির্লসনীয় রজত উৎপন্ন হয়। এই অনির্লসনীয়তা-
বাদকে ‘অনির্লসনীয়খ্যাতিবাদ’ বলা হয়।

এখন ভাব্যকার বলিতেছেন যে, বস্তুত্বমই খ্যাতিবাদ আছে, সে সমস্তই এক অন্তথাখ্যাতির অন্তর্গত ;
সুতরাং অতিরিক্ত খ্যাতিবাদ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি বলিয়াছেন, অসংখ্যাতিবাদের যে,
অসত্যের প্রতীতি হয়, তাহা কি অসং বলিয়াই প্রতীতি হয়? না সং বলিয়াই প্রতীতি হয়? প্রতীতি কালেই
অসং বলিয়া জানিলে কেহই আর তাহা পাইবার জন্ত চেষ্টা করিত না। আর যদি সং বলিয়া প্রতীতি হয়,
তবে ত এক বস্তুর অন্তরূপে প্রতীতি হওয়ায় অন্তথাখ্যাতিই হইল। আন্তথাখ্যাতিপক্ষেও কথ্য এই যে, বাহ্য
বস্তু দর্শন কালে ‘এ সমস্তই মিথ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞানই সত্য’ এইরূপ জ্ঞান থাকে কিনা? যদি থাকে, তবে ত সেই
বিষয়ের উপর কাহারো কোনরূপ ব্যবহার চলিতে পারে না ; আর যদি না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞের পরামর্শের
অন্তথাখ্যাতিই হইল। অখ্যাতিপক্ষেও সেই কথা, ভ্রমের সময়ে আরোপ্য ও আরোপ্যগ্রহের (বাহ্যতে
বাহ্য ভ্রম হয়, তদুত্তরের) ভেদ প্রতীতি থাকে কিনা? যদি থাকে বল, তাহা হইলে কখনই সেই বিষয় পাই
বার জন্ত কাহারো চেষ্টা হইতে পারে না। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে ত দুইটা পৃথক জ্ঞানকে এক
বলিয়া গ্রহণ করার অন্তথাখ্যাতিই হইয়া পড়িল। আর বাহ্যরা বলেন যে, জ্ঞান-ব্রাহ্ম কোনই সত্য বিষয় নাই,

কিঞ্চ, ‘অনির্বচনীয়মপূর্বরজতমত্র জাতম্’ ইতি বদতা তস্মা জন্ম-কারণং বক্তব্যম্ । ন তাবৎ তৎপ্রতীতিঃ, তস্মাস্তুদ্বিষয়ত্বেন তদুৎপত্তেঃ প্রাগাঙ্গ-লাভাযোগাৎ । নির্বিষয়া জাতা তদুৎপত্তা তদেব বিষয়াকরোত্তীতি মহতামিদমুপপাদনম্ । অথেন্দ্রিয়াদিগতো দোষঃ ; তন্ম, তস্মা পুরুষাশ্রয়-ত্বেনার্থগতকার্যশ্রোতৃপাদকত্বাযোগাৎ । নাপীন্দ্রিয়াণি, তেষাং জ্ঞান-কারণ-ত্বাৎ । নাপি ছন্দানীন্দ্রিয়াণি, তেনামপি স্বকার্যভূতে জ্ঞান এব হি বিশেষ-করত্বম্ । অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানোপাদানত্বং তু পূর্বমেব নিরস্তম্ ॥

কিঞ্চ, অপূর্বমনির্বচনীয়মিদং বস্তুজাতং রজতাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাং কথমিব বিদয়ীক্রিয়তে,—ন ঘটাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাম্ ? রজতাদিসাদৃশ্যাদিতি চেৎ ;

আর যাহারা ভ্রমস্থলে অনির্বচনীয়, অলৌকিক রজত উৎপন্ন হয়, বলিয়া থাকেন ; তাহাদিগকেও সেই রজতোৎপত্তির একটা কারণ নির্দেশ করিতেই হইবে ; অর্থাৎ সেই রজত কোন্ কারণ হইতে জন্মলাভ কবে, তাহা বলিতে হইবে । প্রথমতঃ রজতের প্রতীতিকে রজতোৎপাদক বলিতে পারা যায় না ; কারণ, রজত জন্মবার পূর্বে তাহার প্রতীতিই থাকিতে পারে না । আর যে, প্রতীতি প্রথমতঃ নির্বিষয় বা বিষয়রহিতভাবেই সমুৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ রজত সমুৎপাদন করিয়া সেই রজতকেই নিজের বিষয় বা গ্রহণীয় করে ; ইহাও বড় বিষয়কর যুক্তিপ্রণালী ! যদি বল, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত দোষই ঐ রজতের উৎপাদক হয়, তাহাও হইতে পারে না ; এবং দৃষ্টি-পুরুষ-গত সেই দোষও দৃশ্য বিষয়ে কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে না । ইন্দ্রিয় সকলেরও রজতোৎপাদক বলা যায় না ; কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ কেবলই জ্ঞানোৎপাদক—বিষয়োৎপাদক নহে । অবিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ কারণ না হইলেও ৬৪ অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ ৫ কারণ হইতে পারে ? না,—তাহাও পারে না, কারণ, ৬৪ ইন্দ্রিয় সমূহও কেবল স্বকার্য্য-জ্ঞানেই বৈচিত্র্য্য সমুৎপাদন করে মাত্র—কোন বস্তুর উৎপাদন কবিতো পারে না । আর অনাদি মিথ্যা জ্ঞান .য, ঐ রজতের উপাদান কারণ হইতে পারে না ; তাহা পূর্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যদি অপূর্ব অনির্বচনীয় হয়, তাহা হইলে, উহা কেবলই ‘রজত’-শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় কেন ?—ঘট-পটাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধিরও ত বিষয় হইতে পারে ? অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত বস্তুই যদি মিথ্যা হইল, তবে আর

কেবল ‘আচ্ছ’ বলিয়া মনে হয় মাত্র । তাহাদের সম্বন্ধেও কথ্য এই যে, প্রতীতি সময়ে সেই জের বিষয়টি বিদ্যমান আছে বলিয়া জ্ঞান হয় কিনা ? যদি না হয়, তবে তদ্বিষয়ে প্রতীতি হইতে পারে না, আর যদি বিষয়টি বিদ্যমান আছে বলিয়াই প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত অবিদ্যমান বস্তুকে অন্তর্থা—বিদ্যমানভাবে জানায় সেই অগ্ৰথা-প্রতীতি হইল । অতএব, অন্তর্থাখ্যাতি ভিন্ন অগ্ৰ কোনও প্রতীতি স্বীকারের প্রয়োজন নাই ।

তর্হি তৎসদৃশমিত্যেব প্রতীতি-শব্দো স্ম্যাতাম্ । রজতাদি-জাতিযোগাদিতি চেৎ; সা কিং পরমার্থভূতা ? উতাপরমার্থভূতা বা ? ন তাবৎ পরমার্থ-ভূতা, তস্মা অপরমার্থান্বয়াযোগাৎ । নাপ্যপরমার্থভূতা, পরমার্থান্বয়া-যোগাৎ । অপরমার্থে পরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাছকত্বাযোগাচ্চেত্যলম্ অপরিণত-কৃতক্‌নিরসনেন (*) ॥১০৩॥

অথবা,

যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদাং মতম্ ।

শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ সর্বস্মা সর্বাত্ত্ব-প্রতীতিতঃ ॥

“বহু স্ম্যাম্” ইতি সঙ্কল্পপূর্বস্মৃতিাত্ম্যাপক্ৰমে ।

“তাসাং ত্রিরতমেকৈকাম্” ইতি শ্রুত্বৈব চোদিতম্ ॥

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয় কেন ? সমস্ত বস্তুই সমস্ত নাম ও বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে ? যদি বল, প্রকৃত রজতাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকায় অনির্লচনীয় পদার্থেও সেই রজতাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে । তাহা হইলেও ‘এ টা রজতের সদৃশ’ এইরূপই শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে । (ঠিক ‘রজত’ বলিয়া শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে না) । যদি বল, এই সকল পদার্থেও রজতাদিগত জাতি (রজতত্ব প্রভৃতি ধর্ম) আছে, এই কারণে প্রকৃত রজত প্রভৃতির সজাতীয় বলিয়া ঐ অনির্লচনীয় পদার্থেও ‘রজত’-শব্দ ও রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে । ভাল কথা ; জিজ্ঞাসা করি, সেই রজতত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি কি যথার্থ ? না—অযথার্থ ? যথার্থ (সত্য) হইতে পারে না ; যথার্থ হইলে সে কখনই অসত্য (অনির্লচনীয়) রজতে অনুরূপ থাকিতে পারিত না । (পরন্তু, মিথ্যা রজতের বাধ হইলেও সত্য রজতত্বের প্রতীতি হইতে পারিত) । অযথার্থও হইতে পারে না ; তাহা হইলে সেই সত্য জাতিটা কখনই অযথার্থ বস্তুতে সঙ্গত থাকিতে পারিত না । বিশেষতঃ, অযথার্থ বস্তুতে যথার্থত্ববুদ্ধি-সম্পাদনে তাহার ক্ষমতাও নাই । অতএব, এই অসার কৃতক্‌-নিরাসে আর প্রয়োজন নাই ॥১০৩॥

১০৪ । অথবা, ‘বেদবিৎ পণ্ডিতগণের (+) অভিমত এই যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে যখন সমস্ত বস্তুই সর্বাঙ্গিক বলিয়া জানা যায়, তখন সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—সত্য। ঈশ্বরের সংকল্প বা ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টিপ্রদর্শনার্থ (ছান্দোগ্যোপনিষদে) যে প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে, সেই প্রকরণে স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন যে, [ঈশ্বর সংকল্প করিলেন—] ‘আমি বহু হইব’ ।

(*) পরমার্থপরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাছকত্বাযোগাচ্চ, ইত্যলম্‌প্রমাণকৃতক্‌নিরসনেন’ ইতি (গ) পাঠঃ । অপরং কৃতক্‌নিরসনেন’ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—এখানে বেদবিৎ পণ্ডিত পদে ভগবান্ বোধায়ন, নাথমুনি, যামুনচাঁদ্য ও জমিড প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে । আর ভাষ্যলিপিতে “যথার্থঃ সর্ববিজ্ঞানঃ” হইতে “ব্যবহার-ব্যবস্থিতিঃ” পর্য্যন্ত শ্লোক গুলি ভাষ্যকারের নিজের রচিত । এবং এই শ্লোকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পুরাকারের মত সমুদয় সংগৃহীত হইয়াছে ।

ত্রিরংকরণমেবং হি প্রত্যক্ষণোপলভ্যতে ॥

যদগ্নৈরোহিতং রূপং তেজসন্তদপামপি ।

শুক্লং কৃষ্ণং পৃথিব্যাশ্চৈত্যাগ্নাবেব ত্রিরূপতা ॥

শ্রুতৌব দর্শিতা, তস্মাৎ সর্বৈ সর্বত্র সঙ্গতাঃ ॥

পুরাণে চৈবমেবোক্তং বৈষ্ণবে সৃষ্ট্যুপক্রমে ॥

নানাবাধাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা ।

নাশকুবন্ প্রজাঃ সৃষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥

সমেত্যান্যোন্মসংযোগং পরস্পরসমাপ্রায়াঃ ।

“মহদাত্মা বিশেষান্তা হুগুম্” ইত্যাদিনা ততঃ ॥

সূত্রকারোহপি ভূতানাং ত্রিরূপত্বং তথাবদৎ ।

“ত্র্যায়কহাত্ত্ব (*) ভূয়স্তদ” [ব্রহ্মসূ., ৩।১২] ইতি তেনাভিধাতিদা ॥

সোমাভাবে চ পুতীক-গ্রহণং শ্রুতিচোদিতম্ (†) ।

সোমাবয়বসম্ভবাদিতি ন্যায়বিদো বিদুঃ ॥

[অনন্তর স্বস্বভূত সকল সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা করিলেন—] ‘ঐ সকল অবিমিশ্র ভূতের প্রত্যেক-টিকে ‘ত্রিরং’ (তিন ভূতে পরস্পর মিশ্রিত) করি।’ এই ত্রিরংকরণ বা পরস্পর মিশ্রণ-ভাব প্রত্যক্ষের দ্বারাও জানা যায়, অগ্নির যে শোহিত রূপ (বর্ণ), তাহাই তেজের রূপ ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ, এবং যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ । এইরূপে শ্রুতি এক অগ্নিতেই রূপত্রয়ের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব, সর্বভূতই সর্বভূতে সম্মিলিতভাবে রহিয়াছে । বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ শক্তি-সম্পন্ন ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াও প্রজাসৃষ্টিতে সমর্থ হয় নাই ; এই কারণে সেই সমুদয় ভূত পরস্পরের সহিত পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া এবং পরস্পরকে পরস্পরে আশ্রয় করিয়া ‘মহত্ত্ব’ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়াছে । স্বয়ং ব্রহ্মস্বজ-কারও সর্বভূতের ত্রিরূপতা বা সম্মিশ্রিতভাব জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন যে, ‘বহেতু সমস্ত ভূতই ত্র্যায়ক (ভূতত্রয়-মিশ্রিত), কেবল আধিক্যানুসারে এক এক নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক, তাহার নাম ক্ষিতি ; যাহাতে জলের ভাগ অধিক, তাহার নাম জল, এবং যাহাতে তেজের ভাগ বেশী, তাহার নাম তেজঃ’ ইত্যাদি । বেদে সোমলতার অভাবে পুতীকা (পুঁই শাক) গ্রহণ করিবার বিধান আছে ; ঋগ্বিৎপণ্ডিতগণ বলেন যে, পুতীকাতে সোমলতার অবয়ব অর্থাৎ

(*) আত্মকস্বাভিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘শ্রুতিদর্শিতম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

ত্রীহৃতাবে চ নীবার-গ্রহণং ত্রীহিভাবতঃ ।
 তদেব সদৃশং তস্মৈ যৎ তদ্রূপৈকদেশভাক্ ॥
 শুক্ল্যাদৌ রজতাদেশচ ভাবঃ শ্রুতৌব চোদিতঃ ।
 রূপ্য-শুক্ল্যাদিনির্দেশভেদো ভূয়স্ত্বহেতুকঃ ॥
 রূপ্যাদিসদৃশশ্চায়ং শুক্ল্যাদিরূপলভ্যতে ।
 অতস্তস্মাত্ৰ সদ্ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ ॥
 কদাচিচ্ছুরাদেস্ত দোষাচ্ছুক্ল্যংশবজিতঃ ।
 রজতাংশো গৃহীতোহতো রজতার্থী প্রবর্ততে ॥
 দোষহানৌ তু শুক্ল্যংশে গৃহীতে তন্নিবর্ততে ।
 অতো যথার্থং রূপ্যাদি-বিজ্ঞানং শুক্লিকাদিষু ॥
 বাধ্য-বাধকভাবোহপি ভূয়স্ত্বেনোপপদ্যতে ।
 শুক্লিভূয়স্ত্ব-বৈকল্য-সাকল্যগ্রহরূপতঃ ॥
 নাতো মিথ্যার্থ-সত্যার্থবিষয়ত্বনিবন্ধনঃ ।
 এবং সর্বস্ত সর্বত্রে ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ ॥ [ভাষ্যকারঃ] ।

কারণাংশ বিद्यমান আছে বলিয়াই ঐরূপ বিধান হইয়াছে । আর যেহেতু নীবারে (তৃণধাত্বে) ত্রীহির (হৈমন্তিক ধাত্বে) সাদৃশ্য আছে ; সেই কারণেই ত্রীহির অভাবে নীবার গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে : শুক্লি প্রভৃতি পদার্থে যে, রজত প্রভৃতির সদ্ভাব আছে, তাহাও শ্রুতিসম্মত । কেবল ভাগের আধিক্যই 'এটা শুক্লি, এটা রৌপ্য,' ইত্যাদি ভেদনির্দেশের কারণ । শুক্লি প্রভৃতিতে যে রৌপ্যাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা দ্বারাও শুক্লি প্রভৃতিতে রৌপ্যাদির সদ্ভাব নিশ্চয় করা যায় । সময়বিশেষে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষ বশতঃ শুক্লির শুক্লিভাগ তিরোহিত হইয়া থাকে, চক্ষুঃ প্রভৃতি কেবল রজতভাগ গ্রহণ করে, এবং সেই রজত পাইবার জন্য তদভিমুখে প্রবৃত্তি হয় । পুনশ্চ পূৰ্ব্বোক্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া গেলে শুক্লির শুক্লিত্ব নয়নগোচর হয়, তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে । অতএব, শুক্লি প্রভৃতিতে যে, রৌপ্যাদি জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞানই বটে, কেবল শুক্লি-ভাগের আধিক্যবশতঃ বাধ্য-বাধক ব্যবস্থা হইয়া থাকে মাত্র । অর্থাৎ যখন শুক্লির অসম্পূর্ণ অংশ—রজতভাগ মাত্র গৃহীত হয়, তখন ভ্রম, আর যখন শুক্লির সম্পূর্ণ ভাগ গৃহীত হয়, তখন উহা সত্য ; আর প্রথমোক্ত জ্ঞানটা বাধ্য এবং শেষোক্ত জ্ঞানটা বাধক হইয়া থাকে ; কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য বস্তুর প্রতীতি বশতঃ বাধ্য-বাধকভাব হয় না । সর্ববস্ত সৰ্বাস্থক হইলেও উক্তপ্রকার আধিক্যানুসারে ব্যবহারের ব্যবস্থা (পার্থক্য) সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

স্বপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্য-পাপানুগুণঃ (*) ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ
(†) তত্তৎকালাবসানাস্তথাভূতাশ্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে । তথা হি শ্রুতিঃ স্বপ্ন-
বিষয়া,—“ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্
পথঃ সৃজতে । ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ
সৃজতে । ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ অবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্
পুষ্করিণ্যঃ অবন্ত্যঃ সৃজতে ; স হি কৰ্ত্তা,” [ব্রহ্মদা০ ৬।৩।১০ । ইতি ।
যদপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্তৎপুরুষ-
মাত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থানীশ্বরঃ সৃজতি, স হি কৰ্ত্তা । তস্মৈ সত্যসংকল্প-
স্মার্চ্যর্শস্তেস্তথাবিধং কৰ্ত্ত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

“য এষ স্বপ্নেষু জাগৰ্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বে তচ্চ নাভ্যেতি কশ্চন ॥ ”

[কঠ০, ২।২।৮] ইতি চ ॥

স্বপ্নকালে ভগবান্ জগৎপতিই প্রাণিগণের পুণ্য-পাপানুসারে প্রত্যেক পুরুষের ভোগোপ-
যোগী বিষয় সমূহ ও তৎকালোচিত বাসনা বা সংস্কার সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।
স্বপ্নাবস্থা-প্রকাশিকা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে,—‘সেখানে (স্বপ্নে) রথ, রথযোগী অথ, কিংবা
তদনুরূপ পথ থাকে না ; কিন্তু, রথ, রথের অথ ও পথ সৃষ্টি কবে । সেখানে আনন্দ, মুৎ বা
প্রমুদ থাকে না ; কিন্তু, সেই আনন্দ, মুৎ ও প্রমুদ সৃষ্ট হয় । (‡) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয়,
পদবিগী বা নদী নাই ; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী ও অবন্তী (নদী) নির্মিত হয় ।
তিনিই (পরমেশ্বরই) সেখানে (ঐ সকলের) কৰ্ত্তা ’ অভিপ্রায় এই যে, যদিও সে সময় সৰ্ব্ব-
পুরুষের অনুভবযোগ্য ঐ সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে না সত্য, তথাপি পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন
পুরুষের ভোগ-যোগ্য ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । কেন না, প্রকৃত পক্ষে
তিনিই একমাত্র কৰ্ত্তা ; তিনি সত্য-সংকল্প ও অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন ; স্মৃতিরাং তাঁহার পক্ষে
ঐরূপ কৰ্ত্তৃত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর ।

‘মানুষ নিদ্রিত হইলেও এই যে-পুরুষ (পরমেশ্বর) পর্যাপ্ত পরিমাণে কামা (ভোগ্য)
বস্তু নির্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন । তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত

(*) ‘পুণ্যপাপানুগুণাঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ । ‘পাপানুগুণসম্ভবাঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘তথা তত্তৎ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ত্র্যংপর্য্য,—আনন্দ, মুদ ও প্রমুদ শব্দের অর্থ শ্রুতপ্রকাশিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—সাধারণ
ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা ‘মুদ’ ; বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা ‘প্রমুদ’, আর ভোগ্য
বস্তুর ব্যবহারে যে, প্রীতি, তাহা আনন্দ । অথবা, বিশিষ্ট প্রিয় বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা ‘মুদ’, সেই
বস্তুকে নিজের ব্যবহার-যোগ্য করায় যে প্রীতি, তাহা ‘প্রমুদ’, এবং ইচ্ছামত তাহার বিনিয়োগ করায়
যে প্রীতি, তাহা আনন্দ ।

সূত্রকারোহপি “সন্ধ্যো সৃষ্টিরাহ হি।” “নিশ্মাতারকৈকে পুত্রাদয়শ্চ।” [ব্রহ্মসূ., ৩।২।১-২] ইতিসূত্রদ্বয়েন, স্বাপ্নেষার্থেষু জীবন্ত অষ্ট্ৰমাশঙ্ক্য—
 “মায়ামাত্রস্তু কাংশ্চৈনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।” [ব্রহ্মসূ., ৩।২।৩] ইত্যাদিনা
 ন জীবন্ত সংকল্পমাত্রেন অষ্ট্ৰমুপপদ্যতে। জীবন্ত স্বাভাবিক-সত্যসংকল্প-
 ত্বাদেঃ কৃৎস্নস্ত সংসারদশায়ামনভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরশ্চৈব তত্তৎপূর্ব-
 মাত্রানুভাব্যতয়া আশ্চর্যভূতা সৃষ্টিরিয়ম্। “তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বৈ
 তছু নাত্যেতি কশ্চন।” ইতি পরমাত্মৈব তত্র অষ্ট্যেত্যবগম্যতে, ইতি
 পরিহরতি। অপবরকাদিষু শয়ানস্ত স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমন-
 রাজ্যাভিষেক-শিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্য-পাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহ-স্বরূপ-(*)
 সংস্থানদেহান্তরস্বক্ৰ্য উপপদ্যন্তে। ১০৪॥

পীতশঙ্খাদৌ তু নয়নবর্তি—পিত্তদ্রব্যসংভিন্না নায়ন-রশ্ময়ঃ শঙ্খাদিভিঃ
 সংযুক্ত্যন্তে। তত্রাপি পিত্তগত-পীতিমাভিভূতঃ শঙ্খগত-শুক্লিমা ন গৃহ্যতে।

নামে কথিত হন। সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে
 অতিক্রম করিতে পারে না।’ স্বপ্নকাল বেদব্যাসও—‘স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টির কথা কথিত আছে।’
 এবং ‘কেহ কেহ [জীবকে স্বপ্নকালীন] পুত্রাদির নিশ্মাতা বলিয়া থাকেন।’ এই স্বপ্নদ্বয়ে
 স্বাপ্ন-পদার্থের সৃষ্টিতে প্রথমতঃ জীবের কৰ্ত্তব্য-শঙ্কা উত্থাপিত কবিয়া পরিশেষে ‘যে হেতু [স্বাপ্ন-
 পদার্থ সকল] যথায়থাকপে প্রকাশিত হয় না; অতএব এই সকল পদার্থ কেবল [স্বপ্নের] মায়া-
 মাত্র (সত্য নহে)।’ ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন যে, সংসারদশায় জীবের সত্যসংকল্প প্রভৃতি
 স্বাভাবিক ধর্ম সমূহ যখন অনভিব্যক্ত থাকে, তখন সে অবস্থায় তাহার ইচ্ছামাত্রের স্বাপ্ন-
 পদার্থ সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না; অতএব পরমেশ্বরই স্বপ্নকালে ভিন্ন ভিন্ন
 পুরুষের দর্শনযোগ্য বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, ‘সমস্ত লোকই
 তাঁহাকে আশ্রয় কবিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম কবিত্তে পারে না।’ ইত্যাদি
 প্রমাণ হইতেও তৎকালে পরমাত্মারই সৃষ্টি-কৰ্ত্তব্য অবগত হওয়া যায়; এই কথা বলিয়া স্বপ্নাবস্থায়
 জৈবসৃষ্টি-শঙ্কার সমাধান করিয়াছেন। আর গৃহ ভাস্করে নিদ্রিত ব্যক্তিও যে, স্বপ্নাবস্থায়
 স্বশরীরেই দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও নিজ-শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে; তাহা দ্বারাও
 বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে পাপ-পুণ্যের ফলে প্রকৃত দেহের অনুরূপ অপর দেহ সৃষ্ট হয়,
 এবং সেই দেহ দ্বারাই তাৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

১০৫। কিন্তু, পীত শঙ্খাদি প্রতীতি স্থলে (শ্বেত-শঙ্খকে যখন পীত দেখা যায়, তখন)
 নয়নগত পিত্তের সহিত নয়নরশ্মি মিশ্রিত হইয়া দৃশ্যমান শঙ্খাদির সহিত মিলিত বা সংযুক্ত হয়;
 তাহার ফলে পিত্ত-গত পীত বর্ণে শঙ্খের স্বাভাবিক শুভ্রতা অভিভূত হইয়া যায়; এই কারণে

অতঃ স্ববর্ণানুলিপ্তশব্দং 'পীতঃ শঙ্খঃ' ইতি প্রতীয়তে। পিত্তদ্রব্যং তদগত-
পীতিমা চাতিসূক্ষ্মতয়া পার্শ্বস্থৈর্ন গৃহ্যতে। পিত্তোপহতেন তু স্বনয়ন-
নিষ্কাশ্ততয়া অতিসামীপ্যাং সূক্ষ্মমপি গৃহ্যতে। তদগ্ৰহণজনিতসংস্কার-
সচিব-নায়নরশ্মিভিদূরস্থমপি গৃহ্যতে।

জপাকুসুম-সমীপবর্তি-স্ফটিকমণিরপি তৎপ্রভাভিভূততয়া (*) রক্ত-
ইতি গৃহ্যতে। জপাকুসুমপ্রভা বিততাপি স্বচ্ছদ্রব্যসংযুক্ততয়া (+) স্ফুট-
তরঙ্গপলভ্যত ইতুপলকি-ব্যবস্থাপ্যমিদম্। মরীচিকা-জলজ্ঞানেহপি তেজঃ-
পৃথিব্যোরপ্যস্বুনো বিচ্যমানত্বাদিঙ্গিয়-দোষেণ তেজঃপৃথিব্যোরগ্রহণাচ্চা-
দৃষ্টবশাচ্চাস্বুনো গ্রহণাং যথার্থত্বম্। অগ্নাতচক্রোহপ্যগ্নাতস্ত্র দ্রুততর-
গমনেন সর্বদেশ-সংযোগাদন্তরালাগ্রহণাং তথাপ্রতীতিরূপপদ্যতে। চক্র-

শঙ্খো বৃদ্ধতা এবং নয়ন-গোচর হইতে পাবে না। কাজেই তখন স্ববর্ণ-বর্ণিত শঙ্খঃ শব্দ
ঐ শঙ্খটো পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। অতি সূক্ষ্মতা হেতু নয়ন-গত পিত্ত ও তাহার পীত বর্ণ
পার্শ্ব পুরুষেরা দেখিতে পায় না, কিন্তু স্বল্প হইলেও অতি নৈকট্য বশতঃ পিত্তোপহত
পুরুষেরা তাহা দেখিতে পায়। আর ঐরূপে (ঐহকে পীতরূপে) গ্রহণ করিতে করিতে
নয়ন-রশ্মিতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কারেই তাদৃশ নয়ন-রশ্মি অতি দূরস্থ বস্তুকেও
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এইরূপ জপাকুসুমের সন্নিহিত স্ফটিক (শুদ্ধ হইলেও) জপাকুসুমের গোহিত-প্রভা
অভিভূত হইয়া পড়ে; সেই কারণে স্ফটিককে গোহিত দেখা যায়। জপাকুসুমের প্রভা চতুর্দিকে
প্রসৃত হইলেও স্বচ্ছ বস্তু-সংযোগেই যে, স্বস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, উল্লসিকি বা প্রতীতি
বলেই ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আর মরীচিকায় যে জলের প্রতীতি হইয়া
থাকে, সে স্থলেও বৃত্তিতে হইবে যে, তেজ এবং পৃথিবীতে যে জল বিচ্যমান আছে; (+)
কেবল হস্তিগত দোষে তেজ ও পৃথিবী প্রতীতি না হইয়া অদৃষ্ট বশতঃ কেবল সেই
জলেরই প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং সেই জলও অন্তা নহে। অগ্নাত-চক্র স্থলেও
(অগ্নিকোণে থাওয়া ভ্রমণ করাইলে যে, একটি গোলাকার তেজোরেখা প্রতীতি হয়, সে স্থলেও)
অগ্নাত-চক্রের অতি দ্রুত পরিভ্রমণের ফলে তদগত অবকাশ দৃষ্ট হয় না, সর্বত্রই অবিচ্ছেদে
তাহার সত্তা প্রতীতি হয় মাত্র। আব যে ঐ অগ্নাতের চক্রাকার প্রতীতি, তাহারও কাবণ

(*) তৎপ্রভাভিভূততয়া ইতি (গ) পাঠঃ। (+) সংযুক্তা, ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—বৈদ্যের সৃষ্টিপ্রকরণে 'পঙ্কীকরণ' নামে একটি প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। তাহাতে
উক্ত হইয়াছে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেই অপর প্রত্যেক ভূতের দুই আনি অংশ মিশ্রিত আছে।
পৃথিবীতে যথার্থ পৃথিবীর ভাগ অর্ধেক, আর আকাশাদি চারিভূতের ' দুই আনি করিয়া অর্ধেক; উভয়ের
যোগে পূর্ণ পৃথিবী হইয়াছে। অপরূপ ভূতের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই কারণে ভাষ্যকার পৃথিবীতে
জলের অংশ থাকার কথা বলিয়াছেন।

প্রতীতাব্যাপ্তরালাগ্রহণপূর্বক-তত্ত্বদেশসংযুক্ত-তত্ত্বস্তুগ্রহণমেব। কচিদন্তু-
রালাভাবাদন্তরালাগ্রহণম্, কচিৎ শৈত্ৰ্যাদগ্রহণমিতি বিশেষঃ । অতন্তুদপি
যথার্থম্ । দর্পণাদিসু নিজমুখাদি-প্রতীতিরপি যথার্থা, দর্পণাদি-প্রতিহত-
গতয়ো হি নায়নরশ্ময়ো দর্পণাদিদেশ-গ্রহণপূর্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণন্তি ।
তত্রাপ্যতিশৈত্ৰ্যাদন্তরালাগ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিঃ ।

দিক্খোহেহপি দিগন্তরাস্ত্র অস্ত্রাং দিশি বিद्यমানত্বাদদৃষ্টবশেনৈতদ্দিগংশ-
বিযুক্তো দিগন্তরাংশো গৃহ্যতে । অতো দিগন্তরপ্রতীতির্যথার্থৈব । দ্বি-
চন্দ্র-জ্ঞানাদাব্যাপ্তুল্যবক্টিস্ত-তিমিরাদিভিনায়ন-ৎজোগতিভেদেন সামগ্রী-

মধাবর্তী অবকাশের অপতীতি এবং সম্বন্ধানে সংযুক্তরূপে প্রতীতি । এইমাত্র বিশেষ যে,
কোন স্থলে হয়ত অবকাশ (ফাঁক) নাই বলিয়াই তাহাও প্রতীতি হয় না, আর কোথাওবা
অতিক্রান্ত ভ্রমণবশতঃ অবকাশের প্রতীতি হয় না ; স্ততএব, উহাও যথার্থই বটে, মিথ্যা
নহে । দর্পণপ্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে যে, নিজ মুখাদির বিপরীতভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে,
তাহাও মিথ্যা বা অসত্য নহে ; কেন না, নয়নরশ্মি সম্মুখস্থ দর্পণাদিতে পতিত হইয়াই
প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রতিবাতক দর্পণেই মুখ দৃষ্ট হয়, অতি ক্ষিপ্ততা বশতঃ
প্রকৃত মুখ ও দর্পণাদির মধ্যে যে, ব্যবধান আছে, তাহার প্রতীতি থাকে না ; এই কারণে
মুখের তাদৃশ বিপরীত দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে । অতিপ্রায় এই যে, ত্রুটির যাহা দক্ষিণ,
সম্মুখস্থ দর্পণের পক্ষে তাহাই বাম, এবং সম্মুখস্থ দর্পণের যাহা দক্ষিণ, তাহাই আবাব ত্রুটির
বাম ; কাজেই সেই বিপরীত-ভাবাপন্ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ ও বিপরীতই দৃষ্ট হয় । অতএব,
প্রতিবোধের তাদৃশ বিপরীত ভাবটী অমূলক বা মিথ্যা নহে ।

আর দিগন্ত্রের স্থলেও [বৃত্তিতে হইবে যে,] ত্র্যস্তির আশ্রয়ীভূত দিকে অগ্নাত্ম দিকেরও
সম্বন্ধ বিद्यমান বহিরাছে, ভ্রম-সময়ে অদৃষ্ট বশতঃ অগ্নাত্ম দিগ্-ভাগের প্রতীতি না হইয়া কেবল
সেই একটা মাত্র দিকের প্রতীতি হয় ; অতএব, একদিকে বে, অগ্ন দিক্-প্রতীতি, তাহাও
মিথ্যা নহে । (*) । দ্বিচন্দ্র-দর্শন স্থলেও অঙ্গুলীৰ অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরায় চাক্ষু-
রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয় ; সেই দুই ভাগ নির্গত চাক্ষু তেজঃ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে দ্বিচন্দ্র-
দর্শনের কারণ হয় । তন্মধ্যে একটী তেজ যথা-স্থান-স্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপরটী কক্ষিৎ
বক্রভাবে নির্গত হইয়া চন্দ্রেব সমীপবর্তী স্থান ও তদ্রূপগত অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুত চন্দ্রকে দর্শন

(*) তাৎপৰ্য্য,—দিক্ স্বভাবতঃ এক পথও পরার্থ ; সূর্য্যের উদয় প্রভৃতি দ্বারা উহাতে পূর্ব, দক্ষিণাদি
বিভাগ কল্পিত হয় । এই কারণে একব্যক্তির সম্বন্ধে যে দিক্‌টী পূর্ব, অপরের পক্ষে আবার সেই
দিক্‌টীই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্ হইয়া থাকে । এই ভাবে সকল দিকেই সকল দিগ্‌ভাব
রহিয়াছে । দিগন্ত্রের সময় ত্রুটির অদৃষ্ট বশতঃ অগ্নাত্ম দিগংশগুলি আবৃত হইয়া থাকে, একটীমাত্র দিক্
(যাহা তাহার পক্ষে অবাণ্ডবিক, সেই দিক্‌টী কেবল) প্রতীতির বিষয় হয় । স্বতরাং পূর্বকে পশ্চিম দিক্
বলিয়া দেখিলেও ঐ দিক্ অসত্য নহে ।

ভেদাৎ, সামগ্রীদ্বয়মন্তোন্ত-নিরপেক্ষং (*) চন্দ্রগ্রহণদ্বয়-হেতুর্ভবতি । তত্রৈকা সামগ্রী স্বদেশবিশিষ্টং চন্দ্রং গৃহ্ণাতি, দ্বিতীয়া তু কিঞ্চিদ্ব্যক্ৰ-
গতিশ্চন্দ্রসমীপদেশগ্রহণপূর্বকং চন্দ্রং স্বদেশবিরুক্তং গৃহ্ণাতি । অতঃ
সামগ্রীদ্বয়েন যুগপদেদশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণেহপি গ্রহাভেদেন গ্রাহ্যাকার-
ভেদাদেকগ্রহণাভাবাচ্চ “দ্বৌ চন্দ্রৌ” ইতি ভবতি প্রতীতিবিশেষঃ ।
দেশান্তরস্ত তদ্বিশেষণত্বং দেশান্তরস্ত চাগৃহীতস্বদেশচন্দ্রস্ত চ নিরন্তর-
গ্রহণেন (†) ভবতি । তত্র সামগ্রীদ্বয়ং পারমার্থিকম্ । তেন দেশদ্বয়বিশিষ্ট-
চন্দ্রগ্রহণদ্বয়ং চ পারমার্থিকম্ । গ্রহণদ্বয়েন (‡) চন্দ্রস্তেব গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বক
পারমার্থিকম্ । তত্র বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়স্তেব এক চন্দ্রো গ্রাহঃ,
ইতি গ্রহণে প্রত্যভিজ্ঞানবৎ কেবল-চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাচ্চাক্ষুষং জ্ঞানং
তথৈবাবর্তিষ্ঠতে । দ্বয়োশ্চক্ষুযোরেকসামগ্র্যন্তর্ভাবেহপি তিমিরাদিদোষ-
ভিন্নং চাক্ষুষং তেজঃ সামগ্রীদ্বয়ং ভবতীতি কার্যকল্প্যম্ । অপগতে তু

করে । অতএব, দ্বিবিধ কারণ উপস্থিত থাকায় একই কালে বিভিন্ন স্থান-গত রূপে চন্দ্রদ্বয়ের
প্রতীতি হইলেও বুদ্ধিতে হইবে যে, দর্শনের কারণীভূত চক্ষুরশ্মির প্রভেদ হওয়ায় গ্রাহ্য
চন্দ্রেরও আকৃতি-ভেদ ঘটে, সেই কারণেই চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি না হইয়া দ্বিত্বের (দ্বৌ
চন্দ্রৌ এইরূপে) প্রতীতি হইয়া থাকে । অতি ক্ষিপ্ততা বশতঃ দেশান্তর (বাস্তবিক পক্ষে
চন্দ্র যেখানে নাই, সেই স্থান) ও চন্দ্রের আশ্রয়ীভূত দেশ, এই উভয়ের প্রভেদ প্রতীতি না থাকায়
চন্দ্রে এক-দেশস্থ বলিয়া প্রতীতি হয় । অতএব, সে স্থলে দর্শন-সাধন চাক্ষুষ চন্দ্রের দ্বিত্ব
বাস্তবিক, তাহার ফলে পৃথক স্থান-স্থিতরূপে চন্দ্র-গত দ্বিত্ব-প্রতীতিও সত্য; সূত্ররূপে সাধনের
দ্বিত্ব নিবন্ধন একই চন্দ্রের যে দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে গ্রহণ, তাহাও পারমার্থিক । প্রত্যভিজ্ঞা
স্থলে (এই সেই হস্তা, ইত্যাদি স্থলে) যেমন কেবল চক্ষুমাত্রই জ্ঞান-সাধন হয় না, পূর্ব-
সংস্কারকেও অপেক্ষা করে; তেমনি ছন্দোস্থানে স্থিত বলিয়া একই চন্দ্র-বসয়ে দুইটি জ্ঞান
উৎপন্ন হওয়ায় সেই সংস্কারানুসারে চক্ষু তখন আর চন্দ্রের একত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় না;
এই কারণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিদ্যমান সত্ত্বেও চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি-গোচর হয় না । যদিও
চক্ষুদ্বয় একই কার্য-সাধক বলিয়া একই সাধনের অন্তর্ভুক্ত হউক; তথাপি বিভিন্ন প্রকার
কার্য্য দর্শনে কল্পনা করিতে হয় যে, চাক্ষুষ তেজঃ যখন তিমিরাদি-দোষে কলুষিত হয়; তখনই
উহা পৃথক পৃথক দুইটি সাধন হইয়া দুই প্রকার কার্য্য সম্পাদন কবে । পুনশ্চ, দোষ
অপগত হইলে চক্ষু স্বাভাবিকভাবে যথাস্থান-স্থিত একই চন্দ্র গ্রহণ করে, সূত্ররূপে তৎকালে
চন্দ্রেব একত্বই প্রতীতি হয় । দোষ বশতঃ সাধনের দ্বিত্ব হয়, সাধনের দ্বিত্বে জ্ঞানে দ্বিত্ব এবং

(*) অন্তোন্তনিয়মনিরপেক্ষম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ । (†) নিরন্তরগ্রহণেন ইতি (ক) পাঠঃ ।

(‡) গ্রহণদ্বয়ে তচ্চন্দ্রস্তেব ইতি (খ) পাঠঃ ।

দোষে স্বদেশবিশিষ্টশ্চ চন্দ্রশ্চৈকগ্রহণাবেদ্যাদেকশ্চন্দ্র ইতি ভবতি প্রত্যয়ঃ ।
দোষকৃতস্ত সামগ্রীদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রহাদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রাহ্যকারিত্বক্ষেতি
নিরবগম্ । অতঃ সর্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিদ্ধম্ ॥ ১০৫ ॥

খ্যাতিান্তরাণাং দূষণানি তৈস্তৈর্বাদিভিরেব প্রপঞ্চিতানি, ইতি ন তত্র যত্নঃ
ক্রিয়তে । অথবা কিমেনেব বহুনোপপাদনপ্রকারেণ । প্রত্যক্ষানুমানাগম্যাং
প্রমাণজাতম্, আগমগম্যাক্ষ নিরন্তরনিখিলদোষ-গন্ধমনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-
কল্যাণাণ্ডগগণং সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতাং কিং ন সেন্শ্রুতি;
কিং নোপপত্তে । ভগবতা হি পরেণ ব্রহ্মণা ক্ষেত্রজ-পুণ্যপাপানুগুণং
তদ্রোগ্যত্বায়াখিলং জগৎ স্বজতা সুখ-দুঃখোপেক্ষা-কলানুভবানুভাবাঃ

জ্ঞানের দ্বিতানুসারে গ্রাহ্য চন্দ্রাদিরও বিদ্য প্রতীতি হয়, আর সেই দোষ-নাশে তদনীন সমস্ত
কার্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এইরূপ কল্পনার সমস্ত সিদ্ধান্তই নির্দোষ হইতে পারে, অতএব
সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—কোনটাই মিথ্যা নহে । (*) ॥ ১০৫ ॥

১০৬ । অপরাপর খ্যাতিবাদেও যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, বাদিগণই সেই সকল দোষের
বিশৃঙ্খলিত আলোচনা করিয়াছেন; অতএব তদ্বিষয়ে আর যত্ন করাও আবশ্যক নাই । অথবা
একরূপ বহুবিধ উপপাদন-সমর্থনের চেষ্টায় কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই । কেন না, বাহ্য
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন, এবং সর্বপ্রকার দোষ-
সম্বন্ধবিবর্জিত, নান্দিকভাব-রহিত, অসংখ্য কল্যাণময় গুণে বিভূষিত এবং সত্যসংকল্প ও
সর্বজ্ঞ-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন; তাহাদের পক্ষে কিছুই অসিদ্ধ কিংবা
অনুপপন্ন (অসঙ্গত) হইতে পারে না । [বুদ্ধিতে হইবে] ভগবান্ পর ব্রহ্ম জীবের পুণ্য ও
পাপানুসারে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষাত্মক (অনাদররূপ) ফল-প্রদ যে সকল জীবভোগ্য পদার্থের
সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্বসাধারণেব প্রতীতিগোচর (ভোগ্য), কতকগুলি

(*) তাৎপর্য্য,—অঙ্গুলীৰ অগ্রভাগের দ্বারা চক্কুর নিম্ন ভাগ টানিয়া ধরিলে একটি চক্কুরে দুইটি দেশ পাওয়া
শব্দের মতে ঐ দ্বিত্ব-দর্শন মিথ্যা ভ্রমমাত্র । রামানুজ বলিতেছেন, উহা মিথ্যা নহে । তাহার কারণ
এই যে,—চক্কুর বস্তুতঃ এক হইলেও অঙ্গুলীর দ্বারা ঐক্যে চক্কুর টানিয়া ধরিলে চক্কুর রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয়,
এক ভাগ সরলভাবে বাইরা প্রকৃত স্থানস্থিত চক্কুরে গ্রহণ করে, অপর ভাগ ঈষৎ বক্রভাবে বাইরা আশ্রয়
হইতে পৃথক্ স্থানে (যেখানে চক্কুর নাই, সেইখানে) চক্কুরে গ্রহণ করে । এখন বুঝিতে হইবে, যেই চক্কুর-রশ্মি
নির্গমনই প্রত্যক্ষ দর্শনের সাধন বা উপায়; সেই সাধনের দ্বিত্ব বশতই চক্কুরের দ্বিত্ব এবং চক্কুরের বিশেষগীত
আশ্রয়েরও দ্বিত্ব পরিদৃষ্ট হয় । উক্ত সাধন দ্বয় যখন নষ্ট, তখন তদবগত চক্কুর-দ্বিত্বও নষ্ট, এবং তদ্বিশেষগীত
আশ্রয়ের দ্বিত্বও নষ্ট; কোনটাই মিথ্যা বা অর্থার্থ্য নহে । অধিকন্তু, ‘এই সেই হস্তা’, ইত্যাদি প্রতীতিজ্ঞা
যে রূপ পূর্বানুভব-জাত সংস্কারানুযায়ী, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও সেইরূপ পূর্ব সংস্কারসাপেক্ষ । এই কারণেই
সাধনের দ্বিত্ব-সংস্কার-বলে চক্কুরিল্লয়ও তৎকালে বিভিন্ন স্থানবর্তী দুইটি চক্কুরে সন্দর্শন করিতে বাধ্য হয় ।

পদার্থাঃ সর্বসাধারণানুভববিষয়াঃ, (*) কেচন তত্ত্বপুরুষমাত্রানুভববিষয়া-
স্তত্ত্বকালাবসানান্তথাভাবাঃ (+) স্বজ্যন্তে । তত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ
সর্বানুভববিষয়তয়া তদ্রহিততয়া চোপপদ্যত ইতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥

যৎ পুনঃ, সদসদনির্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধিমিতি ; তদসৎ । “অনুতেন
হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদিশব্দশব্দস্তানির্বচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ । ঋততরবিষয়ো
হনৃতশব্দঃ । ঋতমিতি কণ্ঠ-বাচি, “ঋতং পিবন্তো” ইতি বচনাৎ । ঋতং
কণ্ঠফলাভিসম্মিরহিতম্ পরমপুরুষারাধনবেৎ (†) তৎ প্রাপ্তিফলম্ । অত্র
তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকফলং কর্মানৃতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, “এতং ব্রহ্মলোকং
ন বিন্দন্ত্যনুতেন হি প্রত্যাচাঃ ।” [ছান্দোঃ, ৮.৩.২] ইতি বচনাৎ ।

“নাসদাসীন্মো সদাসীৎ তদানীম্” [যজুঃ, ২.৮.৯] ইত্যত্রাপি সদ-
সচ্ছন্দো চিদচিদ্ব্যপ্তিবিষয়ো । উপস্তিবেলায়াং সৎ-তৎ-শব্দাভিহিতয়োঃ (§)

কেবল এক এক ব্যক্তির ভোগা, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়েই অশ্রু সৃষ্টি করিয়াছেন ।
অতএব, সেই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যে, পরস্পর বাধ্য-বাধকভাব, তাহা কখনও সর্ব-
সাধারণের অনুভবের বিষয় হয়, কখনও বা তাহা না হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের মাত্র
প্রতীতি-গম্য হয়, এইরূপে সমস্ত বিষয়েরই উপপাত্ত ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায় ।

সদসদনির্বচনীয় অজ্ঞানকে যে শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাও সম্ভত হয় নাই । কেন
না, [তাহার উদাহৃত] “অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ,” ইত্যাদি বাক্যে ‘অনুত’ শব্দটী কখনই
অনাসচনীয়তা-বোধক নহে । কারণ, ঋত ভিন্ন বস্তুই ‘অনুত’ শব্দের যথার্থ অর্থ । “ঋতং
পিবন্তো” শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ‘ঋত’ শব্দের অর্থ—কণ্ঠ । ‘তাহারা এই ব্রহ্ম-লোক
পাশ্চ হয় না ; কারণ, তাহারা অনুত দ্বারা সমাবৃত (অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ)’ এই শ্রুতি অনুসারে
বুঝা যায় যে, ফলাকাজ্জরহিত, ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধক ভগবদারাধনরূপ যে কণ্ঠ, তাহাই ‘ঋত’-
শব্দের বাচ্যার্থ, আর তদ্বিন্ন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রতিকূল, সাংসারিক ফল-সাধক কণ্ঠ মাত্রই ‘অনুত’-
(ন+ঋত=অনুত) পদ-বাচ্য । এইরূপ অর্থ হইলেই শ্রুতি-কাথত ‘যেহেতু তাহারা অনুত-
সমাচ্ছাদিত’ কথাও সার্থকতা থাকে ।

‘তখন (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না ।’ এই স্থলে সৎ ও অসৎশব্দদ্বয়
চেতন ও অচেতনের ব্যাপ্তি-বোধক, অর্থাৎ এক-একটী চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে ; কেননা,
উক্ত বাক্যটী প্রথম কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টি কালে
সৎ ও তৎশব্দে যে সমস্ত ব্যাপ্তিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে,

(*) কেচন কেচন তৎপুরুষ ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ । (+) তথাবিধাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‘সংকালাবসানান্তথাভাবাঃ’ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(†) পরমপুরুষারাধনবিষয়ম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) সদসচ্ছন্দাভিহিতয়োঃ ইতি (গ) পাঠঃ । সত্য-সচ্ছন্দাভিহিতয়োঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

চিদচিদ্যষ্টিভূতয়োর্বস্তুনোরপায়-কালেহ্চিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে
বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদনপরত্বাদস্ত্য বাক্যস্ত, নাত্র কশ্চচিৎ সদসদনির্বচনীয়-
তোচ্যতে ; সদসতোঃ কালবিশেষেহসদভাবমাত্রবচনাৎ । অত্র তমঃশব্দাভি-
হিতস্ত্যচিৎসমষ্টিত্বং শ্রুত্যান্তরাদবগম্যতে, “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং
তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (*) [স্বালা ০ ২] ইতি ।
সত্যম্ ; তমঃশব্দেনাচিৎসমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে । তস্ত্যাস্তু,
“মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ ।” [শ্বেতাস্থ ০, ৪।১০] ইতি মায়াশব্দেনাভি-
ধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; মায়াশব্দস্ত্যানির্বচনীয়বাচিত্বং ন
দৃষ্টমিতি । মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; তদপি
নাস্তি । নহি সর্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অস্থর-রাক্ষস-শাস্ত্রাদিযু
সত্যেষেব মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ । যথোক্তম্,—

“তেন মায়াসহস্রং তচ্ছন্দরস্থাশুগামিনা ।

বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশেন (†) সূদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপু ০, ১।১৯।২০] ইতি ॥

প্রলয় কালে অচিৎসমষ্টিরূপ ‘তমঃ’-শব্দবাচ্যে (প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া থাকে, শুধু এই
ভাবে প্রতিপাদনার্থেই “নাসদাসৌ” বাক্যের অবতারণা হইয়াছে ; বস্তুতঃ ঐ বাক্যে কোন
বস্তুই সদসদনির্বচনীয়তা অভিহিত হয় নাই ; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সময়বিশেষে
থাকে না, কেবল তাগই কথিত হইয়াছে । উক্ত শ্রুতিস্থিত ‘তমঃ’ শব্দটী যে অচেতন-
সমষ্টি-বোধক, তাহা নিম্নলিখিত ‘অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা অক্ষরে বিলীন হয়, সেই অক্ষর তম
বিলীন হয় । তমও আবার পরে দেবতা—পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে’
এই শ্রুতি হইতেও জ্ঞান যায় । ইয়া, ‘তমঃ’ শব্দে ষ’দও অচিৎসমষ্টিরূপা (জড় সমষ্টিরূপা)
প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ” অর্থাৎ ‘মায়া’কে
‘প্রকৃতি বলিয়া জানিবে’ এই শ্রুতি প্রকৃতিকেই ‘মায়া’ শব্দে অভিহিত করায় ‘তমঃ’-
শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্বচনীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে ? না,—‘মায়া’ শব্দের অনির্বচনীয়ত্ব
অর্থ যখন কৃত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না । যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-
পর্যায়ের উক্ত, অর্থাৎ ‘মিথ্যা’ শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্বচনীয়ত্ব-বোধক
বলিতে হইবে । না, ‘মায়া’ শব্দটী যখন সর্বত্র ‘মিথ্যা’ অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-
পর্যায়ও বলিতে পারা যায় না । কেন না অস্থর ও রাক্ষসগণ যে সকল অন্তের প্রয়োগ করে,

(*) তমঃ পরে দেবে একীভবতীত্যমঃশঃ (ঘ,ঙ) পুস্তকদোষে দৃষ্টতে ।

(†) মেকৈকশেন’ ইতি (খ) পাঠঃ । মেকৈকক নিবৃদিতম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

অতো মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী । প্রকৃতেশ্চ মায়াশব্দাভিধানং
বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব ।

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্মো মায়য়া সম্বন্ধঃ ।”

[শ্বেতাশ্বং, ৪।৯]

ইতি (৯) মায়াশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেবিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি । পরম-
পুরুষস্য চ তদ্বত্তামাত্রেন মায়িত্বমুচ্যতে, নাজ্ঞেয়ম । জীবন্তৈব হি মায়য়া
নিরোধঃ প্রযতে — “তস্মিংশ্চান্মো মায়য়া সম্বন্ধঃ” (†) ইতি । “অনাদি-
মায়য়া সৃষ্টো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে” [মাণ্ডূক্যং, ২।২১] ইতি চ । “ইন্দ্রো
মায়্যভিঃ পুরুষরূপ প্রযতে ।” ইত্যত্রাপি বিচিত্রাঃ শব্দয়োঃভিধীয়ন্তে ।
অতএব হি, “ভূরি হৃষ্টেব রাজতি” (‡) ইত্যুচ্যতে । নহি মিথ্যাত্বতঃ
কশ্চিদ্ধিরাজতে । “মম মায়া দুরত্যয়া” ইত্যত্রাপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব

সে সকল মিথ্যা নহে—সত্য ; তথাপি সে সকলকে মায়া-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায় ।
বিষ্ণু পুরাণে আছে, [বিষ্ণুর আজ্ঞায় সমাগত] স্বরিতগতি সেই স্বদর্শন চক্র বালক
প্রজ্ঞাদের দেহ-রক্ষার্থ শব্দরাস্বরের মায়াসহস্রকে (মায়াময় বাণ সহস্রকে) এক-একটি
করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন ।’ অতএব বুঝিতে হইবে, আশ্চর্য্যকর বস্তু-সৃষ্টিই ‘মায়া’-
শব্দের অর্থ, মিথ্যা বস্তু নহে । প্রকৃতিও বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী, এই জন্ত ‘মায়া’-শব্দে
অভিহিত হইয়া থাকে । ‘মায়ী পরমেশ্বর ইহা হইতেই এই জগৎ সর্জন করেন ; এবং
জীব ঐ মায়া দ্বারা তাঁহাতেই সমাক্রমে নিরুদ্ধ থাকে ।’ এই অ্রুতি ‘মায়া’-শব্দ-বাচ্য
প্রকৃতির বিচিত্র শক্তি-যোগে বিচিত্র কার্য্যকারিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন । মায়া-সম্বন্ধ বশতই
পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে ‘মায়ী’ বলা হয়, কিন্তু অজ্ঞানবন্ধন নহে । আর ‘মায়া’-সম্বন্ধ বশতঃ
যে, নিরোধ বা শক্তি-সংকোচ, তাহা কেবল জীবের সম্বন্ধেই সংঘটিত হয় : ‘অপর—জীবই
তাঁহা দ্বারা আবদ্ধ (মোহ প্রাপ্ত) হইয়া থাকে ।’ এবং ‘অনাদি মায়াবশে নিদ্রিত
(মোহপ্রাপ্ত) জীব যখন প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে ।’ এই উভয় অ্রুতিবাক্যই
উক্তার্থে প্রমাণ : আর পূর্ব্বোক্ত “ইন্দ্রো মায়াভিঃ” বাক্যেও ‘মায়া’-শব্দে পরমেশ্বরের শক্তি-
বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, মিথ্যাত্ব নহে । এই কারণেই পরমেশ্বরকে ‘প্রচুরত্ব শিল্প-
নির্মাণের স্রাব্য শোভমান’ বলা হইয়া থাকে । কিন্তু জগৎ মিথ্যা (অসত্য) হইলে কখনই
তাঁহার শোভা (নির্মাণ কোশল) সম্ভব হইত না । আর গীতৌক্ত “মম মায়া” ইত্যাদি

(*) (ঘ) চিহ্নিত পুস্তকে তু ‘ইতি’ শব্দাৎ পরং ‘অতঃ’ শব্দোহপি দৃষ্টতে ।

(†) তস্মিংশ্চান্মো মায়য়া সম্বন্ধঃ ইত্যংশো (গ) -চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(‡) হৃষ্টেব রাজতি ইতি (খ) পাঠঃ । হৃষ্টেব রাজতি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূঢ়্যতে, ইতি ন ঋতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতি-
পাদনম্ ॥

নাপৈক্যোপদেশানুপপত্তা ; নহি “তত্ত্বমসি” ইতি জীব-পরয়োন্মৈক্যোপ-
দেশে সতি, সর্ববজ্জে সত্যসঙ্কল্পে সকলজগৎসর্গ-স্থিতি-বিনাশাহেতুভূতে
তচ্ছব্দাবগতে প্রকৃতে ব্রহ্মণি বিরুদ্ধাজ্ঞান-পরিকল্পনাহেতুভূতা কাচিদপ্যনুপ-
পত্তির্দৃশ্যতে । ঐক্যোপদেশাস্তু “ত্বম্” শব্দেনাপি জীব-শরীরকস্য ব্রহ্মণ-
এবাভিধানানুপপন্নতরঃ । “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা নাম-রূপে ব্যাকর-
বাণি ।” [ছান্দো০, ৬।৩।২] ইতি সর্বস্য বস্তুনঃ পরমাত্মপর্যন্তশ্চৈব হি নাম-
রূপভাত্ত্বমুক্তম্ ; অতো ন ব্রহ্মাজ্ঞানপরিকল্পনম্ । ইতিহাস-পুরাণয়োরাপি
ন ব্রহ্মাজ্ঞানবাদঃ কচিদপি দৃশ্যতে ॥১০৬॥

ননু “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” (*) ইতি ব্রহ্মৈক্যমেব (†) তত্ত্বমিতি প্রতি-

ব্যাক্যে ‘গুণময়ী’ বিশেষণ থাকায় সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কথাই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে
হইবে । ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কোন ঋতিই সদসংকপে অনির্বচনীয় অজ্ঞানের
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই ।

ঐক্য বা অভেদ উপদেশের অসঙ্গতি বশতও [ঐরূপ কল্পনা] হইতে পারে না ;
কেন না, ‘তং ত্বম্ অসি’ অর্থাৎ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’, এই ব্যাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব
বা অভেদোপদেশ নিষ্কারিত হইলে পর এমন কোনও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না,
যাহার জন্ত সর্বজ্জ, সত্যসঙ্কল্প ও সমস্ত জগৎই সৃষ্ট, ত্রিটি, লয়ের কর্তা ‘তং’-পদার্থ
ব্রহ্মে ও জ্ঞান-বিরুদ্ধ একটী অজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা আবশ্যক হইতে পারে । বিশেষতঃ
“ত্বং”-পদে জীবশরীরক (জীব যাচাব শরীর স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, স্বীকার
করিলেও পূর্বোক্ত অভেদোপদেশ সম্বন্ধি অসঙ্গত হইতে পারে । অর্থাৎ জীব যখন ব্রহ্মেরই
শরীর, তখন “ত্বং”-পদ-বাচ্য জীব ও “তং”-পদ-বাচ্য ব্রহ্মের অভেদোক্তি বিরুদ্ধ হইতে
পারে না । ‘আমি এই জীবাত্মারূপে অভ্যাস্তবে পবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকার)
প্রকটিত করব’ : এই ঋতিতে পবমাত্ম্যপর্যায় সমস্ত বস্তুকেই নাম-রূপভাগী বলা
হইয়াছে । [সূত্রায় জীবও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়,] অতএব, ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র
প্রয়োজন হয় না এবং কোন ইতিহাসে বা পুরাণশাস্ত্রেও ব্রহ্মাণ্ডিত অজ্ঞানের কথা
পবিদৃষ্ট হয় না ॥১০৬॥

১০৭ ॥ ভাল, বিষ্ণুপুরাণে প্রথমতঃ ‘বিষ্ণু জ্যোতিঃস্বরূপ’, এই ব্যাক্যে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব

(*) “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদ্যঃ “ঋতম্” ইত্যোতদন্তাঃ শ্লোকোপাঃ বিষ্ণুপুঃ, ২ অঃ, ১২ অঃ
৩৭ সংখ্যাক্রমিকঃ ৪৫ সংখ্যাক্রমিকঃ শ্রীমদ্রোহিত্যস্মৃতিঃ, ১ অঃ, ১২ অঃ ।

(†) ব্রহ্মৈক্যতত্ত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ । ব্রহ্মৈক্যতত্ত্বম্ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

জ্ঞায় “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ” ইতি শৈলাক্লি-ধরাভিভেদ-ভিন্নস্ত
জগতো জ্ঞানৈকস্বরূপ-ব্রহ্মজ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেবাভিধায় “যদা তু শুদ্ধং নিজ-
রূপি” ইতি জ্ঞানভূতশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্ব-স্বরূপাবস্থিতিবেলায়াং (*) বস্তুভেদাভাব-
দর্শনেনা জ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেব (†) স্থিরীকৃত্য, “বস্তুস্তি কিং”, — “মহী, ঘটত্বম্”
ইতি শ্লোকদ্বয়েন জগদুপলব্ধিপ্রকারেণাপি বস্তুভেদানামসত্যত্বমুপপাদ্য,
“তস্মান্ বিজ্ঞানমূতে” ইতি প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তসত্যত্বমুপসংহত্য
“বিজ্ঞানমেকম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি ভেদদর্শননির্মিতাজ্ঞানমূলং নিজ-
কৌশ্লেবেতি স্ফুটীকৃত্য “জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপং
বিশোধ্য “সদ্যাব এব (‡) ভবতো ময়োভ্যঃ” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণ এব
সত্যত্বং নাশ্চ, অন্যস্ত চাসত্যত্বমেব, তস্ত ভুবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যাবহারিক-
মিতি তদ্বৎ তবোপদিষ্টত্বমেবোপাদেশো দৃশ্যতে (§) ।

(সংগপদার্থ) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্’ এই বাক্যে শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী
প্রভৃতি বিবিধ ভেদসম্পন্ন এই সমস্ত জগৎকে জ্ঞানময় ব্রহ্মেব অজ্ঞান-সমুৎপাদিত বলা হইয়াছে ।
তাহার পর, ‘ব্রহ্ম যখন বিতৃক স্বরূপ প্রাপ্ত হন’, এই বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থিতি-
দর্শায় জগৎভেদ থাকে না বলিয়া জগতের অজ্ঞান-জ্ঞাতা দৃঢ়তর করিয়া শেষে ‘বস্তু (সত্য
পদার্থ) কি?’ ‘অদৌ মৃত্তিকা, পশ্চাৎ ঘট হয়’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিভিন্ন-বস্তুপূর্ণ জগতের
অসংগত বা মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার পর ‘অতএব বিজ্ঞানতিরিক্ত
[কিছু নাই,] এইরূপে পূর্ব-প্রতিজ্ঞাত জগৎ মথ্যাত্বের উপসংহার করিয়াছেন । অনন্তর,
‘বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য’, এই বাক্যে জীবের স্থায় কন্দিই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে ভেদ-
দর্শনের কারণীভূত অজ্ঞানেরও মূল কারণ, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া ‘বিশুদ্ধ
জ্ঞানস্বরূপ’ বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । এরূপে ব্রহ্ম-
স্বরূপের সংশোধনের পর, ‘আমি এইরূপ সদ্যাব বা অস্তিত্ব নিরূপণ করিলাম’, এই
বাক্য দ্বারা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য বস্তু, অন্য সমস্তই অসত্য বা ‘মথ্যা’; অধিকন্তু,
‘ভুবনাদি সমস্ত পদার্থেরই সত্যতা ব্যাবহারিক ।’ আমি তোমাকে এই তত্ত্বোপদেশ পদান
করিলাম; এইরূপই উপদেশ পরিলক্ষিত হয় । [অতএব, ভেদ-প্রতীতি রক্ষার্থই ব্রহ্মেতে
অনির্বাচনীয় অজ্ঞান-কল্পনা আবশ্যক হয়] ।

(*) বস্তুস্বপৈক্যাবস্থিতিবেলায়াম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) যদা তু শুদ্ধম্ ইত্যাদিঃ স্থিরীকৃত্য ইত্যন্তঃ সম্ভভঃ (গ) চিহ্নিত পুস্তকে নোপলভ্যতে । প্রমাণাৎ
পঠিত ইত্যনুযায়তে ।

(‡) এষা ভবতঃ ইতি পাঠেতু অধিভাং হুপো লোপাভাব ইতি বিস্মৃতিভীয়োক্তিঃ ।

(§) তবোপদিষ্টম্ ইতি হুপদেশঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

নৈতদেবম্ ; অত্র ভুবনকোশস্ত বিস্তীর্ণং স্বরূপমুক্তা। পূর্বমমুক্তং
রূপান্তরং সংক্ষেপতঃ “শ্রয়তাম্” ইত্যারভ্যাভিধীয়তে ; চিদচিন্মিশ্রে জগতি
চিদংশো বাঙ্মনসাগোচরঃ স্বসংবেগস্বরূপভেদো জ্ঞানৈকাকারতয়া অম্পৃষ্ট-
প্রাকৃতভেদোহবিনাশিতেন ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যঃ । অচিদংশস্ত চিদংশকর্ম-
নিমিত্ত-পরিণামভেদো বিনাশীতি ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ঃ । উভয়স্ত পরব্রহ্ম-
ভূতবাসুদেব শরীরতয়া তদাত্মকমিত্যেতদ্রূপং সংক্ষেপেণাত্মাভিহিতম্ ।

তথা হি,—

“যদম্মু বৈষণ্যং কায়স্ততো বিপ্র বসুন্ধরা ।

পদ্মাকারামুদ্ভূতা পর্বতাক্ষাদিসংযুতা ॥” [বিষ্ণুপুঃ, ২।১২।৩৭]
ইত্যম্মুনো বিষ্ণুশরীরেহ্নান্মু-পরিণামভূতং ব্রহ্মাণ্ডমপি বিষ্ণোঃ কায়ঃ, তস্য
চ (*) বিষ্ণুরাত্মেতি সকলশ্রুতিগত তাদাত্ম্যাপদেশোপরাংহণরূপস্য সামা-
নাধিকরণ্যস্য “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যারভ্য বক্ষ্যমাণস্য শরীরাত্ম্যাব এব

না,—অনির্ঘচনীয় অজ্ঞানকল্পনার আবশ্যক হয় না ; কারণ, বিষ্ণুপুরাণের এই দ্বিতীয়
অংশেই প্রথমতঃ ভূমণ্ডলের স্থূল-স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে অমুক্ত স্থূল-
রূপেরও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে ; (†) “শ্রয়তাম্” ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহাবই
বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ চিৎ-জড়মিশ্রিত ; তন্মধ্যে, চিৎ-
অংশটি বাক্য ও মনেন অগোচর, কেবল আত্ম-বেগ বিবিধ বিভাগসম্পন্ন, একমাত্র জ্ঞানাকার,
অবিনাশী ও কেবল ‘অস্তি’ (সং) পদবাচ্য ; আর, চিৎভাগের (জীবে) কর্মকালে বিবিধ
ভেদাকারে পরিণত, অচিৎ বা জড় অংশটি বিনাশশীল, সূত্ররং ‘নাস্তি’ (অসৎ) পদ-বাচ্য ।
এই চিৎ ও অচিৎ, উভয়ই পরব্রহ্ম বাসুদেবের শরীর, সূত্ররং তৎস্বরূপ ; জগতের এই
স্বরূপটি এখানে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে ।

দেখ, সেখানেই কথিত আছে, —‘হে বিপ্র ! বিষ্ণুর শরীরস্বরূপ যে জল, তাহা
হইতে শৈল-সাগরাদিসংযুত, পদ্মের আকার এই বসুন্ধরা সমুৎপন্ন হইয়াছে ।’ এই বাক্যে
অনুকে (জলকে) বিষ্ণুর শরীর বলিয়া অম্মু-পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার শরীরস্থানীয়,
বুঝিতে হইবে । অপরাপর শ্রুতিতেও যে, বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুর

(*) ভূতৈব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—এই সমস্ত জগৎ যদি বস্তুতই মিথ্যা—অসত্য হইত, তবে কখনই সেই মিথ্যারূপ জগতের
এইরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দ্বারা লোকের হৃদয়ে অসত্য সত্য-ভ্রান্তি সমুৎপাদন করা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের পক্ষে
সমীচীন হইত না । অধিকন্তু জগৎ মিথ্যা হইলে তাহারই আবার প্রথমে স্থূল রূপ, পঞ্চাৎ স্থল রূপ
নিরূপণের কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না । বিষ্ণুপুরাণে ইরূপে স্থূল-স্থলরূপ বর্ণনারই বুঝাযায় যে, এই জগৎ
মিথ্যা নহে—সত্য ।

নিবন্ধনমিত্যাহ। অস্মিন্ শাস্ত্রে পূর্বমপ্যেতদসকৃদুক্তম্,—“তানি সৰ্ব্বাণি তদ্বপুঃ।” “তৎ সৰ্বং বৈ হরেন্তনুঃ।” “ন এব সৰ্বভূতাত্মা প্রধান-পুরুষাত্মনঃ” (*) “বিশ্বরূপো যতোহব্যয়ঃ”, ইতি। তদিদং শরীরাত্ম-ভাবায়ত্তং (+) তাদাত্ম্যং সামান্যাদিকরণেন ব্যপাদিশতি—“জ্যোতীঃষি বিষ্ণুঃ” ইতি।

অত্র অন্ত্যাত্মকং নাস্ত্যাত্মকং চ জগদন্তর্গতং বস্তু বিষ্ণোঃ কায়তয়া বিষ্ণুাত্মকমিত্যুক্তম্। ইদমন্ত্যাত্মকম্, ইদং নাস্ত্যাত্মকম্; অস্ত্র চ নাস্ত্যাত্মকত্বে হেতুরয়মিত্যাহ, “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ” ইত্য-শেষমেক্ত্রেজ্ঞাত্মনাবস্থিতস্তা ভগবতো জ্ঞানমেব স্বাভাবিকং রূপম্, ন দেব-মনুষ্যাদি বস্তু রূপম্। যত এবম্, তত এবাচিদ্রূপাদেব-মনুষ্য শৈলান্নি-ধরাদয়শ্চ তদ্বিজ্ঞান-বিজ্ঞানিতাঃ, (†) তস্তা জ্ঞানৈকাকারস্তা সতো দেবা-দ্যাকারেণ স্বাত্ম-বৈবিধ্যানুসন্ধানমূলঃ—দেবাণ্যাকারানুসন্ধানমূল-কর্মমূল-ইত্যর্থঃ। যতশ্চাচিদ্রূপে ক্ষেত্রজ্যকর্মানুগুণং পরিণামাস্পদম্, তত-

সামান্যাদিকরণা বা অভেদ নির্দেশ আছে, উক্তপ্রকার শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ; এই কথাই সেই সকল ঋতিতে কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রেও ‘সে সকলই তাঁহার শরীর’, ‘তৎ-নমন্তই তাঁহার বপুঃ’, ‘যে হেতু তিনি (পরমেশ্বর) বিশ্বরূপ ও অব্যয় (নির্দিকার), অতএব, তিনিই সর্বভূতের আত্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই ইতঃপূর্বেও বহুবার কথিত হইয়াছে। শরীরাত্মভাব-ঘটিত (জগৎ শরীর ও ভগবান্ তাহার আত্মা, এই ভাবের) তাদাত্ম্যই “জ্যোতীঃষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদি বাক্যে সামান্যাদিকরণরূপে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবে) অভিহিত হইয়াছে।

এই জগন্মধ্যগত অন্ত্যাত্মক ও নাস্ত্যাত্মক, অর্থাৎ সং ও অসং, এই উভয়প্রকার বস্তুই বিষ্ণুর শরীর, সুতরাং তদাত্মক (বিষ্ণুস্বরূপ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই যে, সং ও অসংরূপ বিবিধ পদার্থ, তন্মধ্যে, অসংরূপত্ব-পক্ষে হেতু এই যে, সংরূপ ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং অজ্ঞান—জড় বস্তু অসং। অভিপ্রায় এই যে, সর্বজীবরূপে অবস্থিত ভগবানের জ্ঞানই একমাত্র স্বভাববিস্তৃত রূপ, দেব-মনুষ্যাদি রূপ তাঁহার স্বভাববিস্তৃত নহে। অতএব, অচিৎ—জড়রূপী দেব-মনুষ্য, পর্বত-সমুদ্রাদি ভেদসমূহ তাঁহারই জ্ঞান-সম্ভূত (ইচ্ছাপ্রসূত), অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে, বিবিধ বৈচিত্র্য-জনক ও দেব-মনুষ্যাদি আকার-স্মারক কল্পরাশি, তাহাই উক্তপ্রকার বৈচিত্র্য-বোধের মূল কারণ। যেহেতু অচিৎ বস্তুনিচয় জীবের

*) ‘ন’ চিহ্নিতপুস্তকে “প্রধানপুরুষাত্মনঃ” ইত্যংশো নাস্তি।

(†) ভাবাপন্নম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তদ্বিজ্ঞানচিহ্নিতাঃ ইতি (গ) পাঠঃ। পাঠান্তরমতৎসন্দর্ভবিবক্ষ্যমিতি চিন্তনীয়ম্।

স্তুম্মাস্তি-শব্দাভিধেয়ম্, ইতরদস্তি-শব্দাভিধেয়মিত্যর্থাদুভ্য়ং ভবতি । তদেব
বিরূপোতি--“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” ইতি । যদৈতৎ জ্ঞানৈকাকার-
মাত্ম-বস্তু দেবাভ্যাকারেণ (*) স্বাত্মনি বৈবিধ্যানুসন্ধানমূল-সর্বকৰ্ম্মক্ষয়াৎ
নির্দোষং পরিশুদ্ধং নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাভ্যাকারেণৈকী-
কৃত্য আত্মকল্পনা-মূলকৰ্ম্মফলভূতাস্তদ্ব্যাপ্তার্থা বস্তুষু বস্তুভেদা (†) ন
ভবন্তি॥ ১০৭ ॥

যে দেবাদিবস্তুষু আত্মতয়াভিমতেষু ভোগ্যভূতা দেব-মনুষ্য-শৈলান্ধি-
ধরাদিবস্তুভেদাঃ, তে তন্মূলভূতকৰ্ম্মস্ব বিনষ্টেন ন ভবন্তীত্যচিদ্রস্তুনঃ কাদা-
চিৎকাবস্থা বিশেষ-যোগিতয়া (‡) ‘নাস্তি’শব্দাভিধেয়ত্বম্, ইতরশ্চ সর্বদা
নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারত্বেন ‘অস্তি’শব্দাভিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ । প্রতিক্ষণমন্তথা-
ভূততয়া কাদাচিৎকাবস্থায়োগিনোহচিদ্রস্তুনো ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ত্বমেব,
ইত্যাহ,—“বস্তুস্তি কিম্” ইতি । ‘অস্তি’-শব্দাভিধেয়ো হাদি-মধ্য-

কৰ্ম্মফল-ভোগের উপযুক্ত পরিণতি মাত্র, এই কারণেই ‘নাস্তি’ বা অসৎপদ-প্রতিপাত্ত । ইহার
ফলেই অচিৎভিন্ন (চিৎ) বস্তুর ‘অস্তি’ বা সৎ-শব্দ-বাচ্যতাও সিদ্ধ হইল । এই অভিপ্রায়ই
“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” বাক্যে বিবৃত করা হইয়াছে । একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে,
দেবতাদিক্রমে বিবিধ বৈচিত্র্য আরাপিত হয়, ক’মই তাহার একমাত্র হেতু । সেই সমস্ত
কৰ্ম্মের ক্ষয়ে আত্মা নির্দোষ—বিশুদ্ধ স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন, তখন দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-
ভাবকল্পনার মূল কারণ ক’মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং তৎকালে কৰ্ম্মফলাভ্যাসী
ভোগপ্রদ কোনরূপ বস্তুভেদও বিদ্যমান থাকে না ॥১০৭ ॥

১০৮ ॥ দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-ভাব স্থাপন করায় দেবতা, মনুষ্য, পক্ষী ও সমুদ্রাদি যে
সকল বস্তু ইতঃপূর্বে জীবের ভোগ্যস্বরূপ ছিল ; ভোগাতার মূল কারণ কৰ্ম্ম-সমূহ বিনষ্ট হইয়া
যাওয়ায় সেই সকল বস্তুর ভোগ্যতাও বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং সে সময়ে সেই সকল ভোগ্য-
বস্তু না থাকারই মধ্যে পরিগণনীয় হয় ; এই কারণে, অচিৎ (জড়) বস্তু সকল কাদাচিৎকাবস্থা-
যোগী, অর্থাৎ একই অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না ; এই কারণে উহারা ‘নাস্তি’-শব্দে অভি-
হিত হইবার যোগ্য । আর চিৎ বা চেতন বস্তুটী স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানরূপেই সর্বদা বিদ্যমান থাকে,
(কখনও অগুণা বা পরিবর্তিত হয় না,) এই কারণে উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিহিত হইবার
যোগ্য । অচিৎ (জড়) বস্তুসমূহ প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল এবং অনিয়ত অবস্থাভাগী ; এই
নিমিত্ত “বস্তুস্তি কিং ?” শ্লোকে ঐ সকল বস্তুর ‘নাস্তিত্ব’ বা অসৎ-শব্দ-বাচ্যতাই অভিহিত

(*) দেবাভ্যাকারত্বেন’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বস্তুভূতাঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) কাদাচিৎকাবস্থায়োগিতয়া ইতি (খ) পাঠঃ ।

পর্যন্তহীনঃ(*) সততৈকরূপঃ পদার্থঃ, তস্মৈ কদাচিদপি ‘নাস্তি’-বুদ্ধানর্হত্বাৎ ।
 অচিদ্বস্তু কিঞ্চিৎ কচিদপি তথাভূতং ন দৃষ্টচরম্ । ততঃ কিমিত্য-
 ত্রাহ,—“যচ্চান্যথাহম্” ইতি । যদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাহং য়াতি ;
 তত্ত্বরোত্তরাবস্থা প্রাপ্ত্যা (†) পূর্বপূর্বাবস্থাং জহাতিতি তস্মৈ পূর্বা-
 বস্থাস্থোত্তরাবস্থায়াং ন প্রতিসন্ধানমস্তু । অতঃ সর্বদা তস্মৈ ‘নাস্তি’-
 শব্দাভিধেয়ত্বমেব । তথা হ্যপলভ্যতে, ইত্যাহ,—“মহী, ঘটত্বম্”
 ইতি । স্বকর্ম্মণা দেব-মনুষ্যাদিভাবেন স্তিমিতান্ননিশ্চয়ৈঃ(‡) স্বভোগ্য-
 ভূতমচিদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাভূতমালক্ষ্যতে—অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ । এবং সতি
 কিমপ্যচিদ্বস্তু ‘অস্তি’-শব্দার্থমাদি-মধ্য-পর্যন্তহীনং সততৈকরূপমালক্ষিত-
 মস্তু কিম্ ? ন হ্যস্তীত্যভিপ্রায়ঃ । যস্মাদেবম্, তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপাত্মব্যতি-
 রিক্রমচিদ্বস্তু কদাচিৎ কচিৎ কেবলান্স্তি-শব্দবাচ্যং ন ভবতীত্যাহ, —“তস্মান্ন

হইয়াছে । যাহা ‘অস্তি’-শব্দের প্রতিপত্ত, তাহা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি ও লয়-
 শূন্য) এবং সর্বদা একভাবে অবস্থিত থাকে, কখনও তাহাতে ‘নাস্তি’-বুদ্ধি হইতে পারে না ।
 পক্ষান্তরে, কখনও কোনও অচিৎ বস্তুকে একরূপে অবস্থিত দেখা যায় নাই । যদি বল,
 তাহাতে কি ফল হইল ? তত্ত্বরে বলিয়াছেন,—“যচ্চান্যথাহম্” । অর্থাৎ যে বস্তু প্রতিক্ষণে
 অন্যথা বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা উত্তরোত্তর নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্বপূর্ব
 অবস্থাসমূহ পরিত্যাগ করে ; এইরূপে সে বস্তু এমনই দূরবর্তী অবস্থায় উপনীত হয় যে,
 তখন দেখিলেও আর তাহার পূর্বাবস্থা স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় না । অতএব, তথাবিধ
 অচিৎ বস্তু সমূহ (জড়পদার্থ সকল) সর্বদাই ‘নাস্তি’ বা অসৎ-শব্দেই উল্লেখের যোগ্য ।
 দেখ, “মহী, ঘটত্বম্”, ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশ উপলক্ষিত কথাই উল্লিখিত হইয়াছে । [অভি-
 প্রায় এই যে,] যাহারা স্মার্য কর্ম্মফলে দেবতা বা মনুষ্যাदि দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল(নির্লিকার)
 আত্মস্বরূপ অসন্দ্বিগ্নরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহাবাই স্ব স্ব ভোগ্যবস্তুর প্রতিমূর্ত্তে
 অন্যথা বা পরিবর্তনশীলতা অনুভব করিয়া থাকেন । ইহাই যখন অচিৎ (জড়) পদার্থের
 সত্য, তখন যাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, সর্বদা একরূপ (নির্লিকার) এবং ‘অস্তি’ বা
 সৎ বলিয়া উল্লেখ করা যাউতে পারে, একরূপ কোনও জড়পদার্থ কখনও দৃষ্ট হইয়াছে কি ?
 অভিপ্রায় এই যে, কখনও ঐরূপ পদার্থ নাই এবং থাকিতেও পারে না । যেহেতু এইরূপ
 সিদ্ধান্তই প্রকৃত সত্য, অতএব জ্ঞানরূপী আত্মা ব্যতীত কোন জড়পদার্থই কখনও কোথাও
 কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে উল্লেখের যোগ্য হয় না বা হইতে পারে না । ইহাই “তস্মান্ন

(*) ‘আদিমধ্যান্তহীনঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ । এবং পরত্র ।

(†) অবস্থাং প্রাপ্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অন্তমিত্যনিশ্চয়ৈঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিজ্ঞানমূতে” ইতি । আত্মা তু সর্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া দেবাদিভেদপ্রত্য-
নীকস্বরূপোহপি দেবাদিশরীর-প্রবেশাহেতুভূত-স্বকৃতবিবিধকর্ম্মমূল-দেবাদি-
ভেদভিন্নাত্মবুদ্ধিভিস্তেন তেন রূপেণ বহুধানুসংহিত ইতি তদ্ভেদানুসন্ধানং
নাত্মস্বরূপপ্রযুক্তম্, ইত্যাহ,—“বিজ্ঞানমেকম্” ইতি ।

আত্ম-স্বরূপস্ত কর্ম্মরহিতম্, তত এব মলরূপপ্রকৃতি-স্পর্শরহিতম্, ততশ্চ
তৎপ্রযুক্ত-শোকমোহলোভাশ্রমশেষ-(*) হেয়গুণাসঙ্গি, উপচয়াপচয়ানহিতয়া
একম্, তত এব সদৈকরূপম্ ; তচ্চ বাসুদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্, অতদাত্ম-
কশ্চ কশ্চিদিদামিত্যাহ,—“জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি ॥ ১০৮ ॥

চিদংশঃ সদৈকরূপতয়া সর্বদা অস্তি-শব্দবাচ্যঃ । অচিদংশস্ত প্রতিক্ষণ-
পরিণামিত্বেন সর্বদা নাশগর্ভঃ, ইতি সর্বদা ‘নাস্তি’ শব্দাভিধেয়ঃ । এবং-
রূপচিদচিদাত্মকং (+) জগৎ বাসুদেবশরীরম্ তদাত্মকমিতি জগদ্বাখ্যাং (‡)

বিজ্ঞানমূতে” শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর আত্মা স্বভাবতঃ এতমাত্র জ্ঞানস্বরূপ
এবং দেবতা-মহুবাди ভেদরহিত হইলেও দেবাদি-শরীরে প্রবেশের কারণীভূত যে স্বকৃত
বিবিধ কর্ম্মরাশি, তাহা দ্বারাই তাহাতে দেবাদিরূপে বিভিন্নপ্রকার ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন
হয়, এবং সেই আগন্তুক ভেদবুদ্ধিতেই আত্মাতেও ভেদপ্রতীতি হয় মাত্র, কিন্তু
ঐ ভেদ-প্রতীতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে ; ইহাই “বিজ্ঞানমেকম্” শ্লোকে ব্যক্ত করা
হইয়াছে ।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মাতে স্বরূপতঃ কোন কর্ম্মেরই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং মলরূপা (দোষাত্মিকা)
প্রকৃতির সম্বন্ধও তাহাতে নাই,—তিনি কর্ম্মরহিত ও নির্দোষ । কর্ম্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ না
থাকায় তন্মূলক শোক, মোহ ও লোভাদি যে-কিছু অপকৃষ্ট গুণ আছে, তাহার সহিতও
তাহার সম্বন্ধ (সঙ্গ) নাই, এবং উপচয় ও অপচয় (ভাস ও বুদ্ধি) না থাকায় তিনি এক ও
সর্বদা একরূপ । এবংবিধ আত্মাই বাসুদেবের শরীর, সুতরাং বাসুদেবাত্মক ; অর্থাৎ সেই
আত্মাও বাসুদেব হইতে পৃথক্ নহে ; কেননা, জগতে তদতিরিক্ত কোনই পদার্থ নাই ; এই
অভিপ্রায়েই ‘জ্ঞানং বিশুদ্ধম্’ বাক্যটি অভিহিত হইয়াছে । ১০৮।

. ১০৯ । জগতে চিৎ বা চৈতন্ত্ব অংশটি চিরকাল এক-ইরূপে থাকে ; এই কারণে সর্বদাই
উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিধানযোগ্য, আর অচিৎ বা জড় ভাগটি প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল এবং
বিনাশাভিমুখী ; এই কারণে সর্বদাই উহা ‘নাস্তি’ বা ‘অদং’-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য ।
উক্তপ্রকার চিৎ-জড়ময় এই জগৎ বাসুদেবের শরীরস্থানীয় এবং তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত

(*) শোকমোহলোভশেষ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অব্যবহিতাভিমুখম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জগদ্বাখ্যাং ইতি (গ) পাঠঃ ।

সম্যগুক্তমিত্যাহ,--“সদ্যাব এবম্” ইতি । অত্র ‘সত্যম্, অসত্যম্’ ইতি “যদস্তি যন্মাস্তি” ইতি প্রকৃষ্টান্তোপসংহারঃ ।

এতৎ (*) জ্ঞানৈকাকারতয়া সমম্ অশব্দগোচর-স্বরূপভেদমেবাচিন্মিশ্রং ভুবনান্তিতং দেব-মনুষ্যাदিক্রূপেণ সম্যগব্যবহারার্থভেদং যৎ বর্ততে ; তত্র হেতুঃ কন্মৈবেত্যুক্তম্ ; ইত্যাহ—“এতৎ তু যৎ” ইতি । তদেব বিব্র-
ণোতি—“যজ্ঞঃ পশুঃ” ইতি । জগদবাত্মাত্মজ্ঞান-প্রয়োজনং মোক্ষোপায়-
যতন-(†) মিত্যাহ—“যচ্চৈতৎ” ইতি ॥

অত্র নির্বিশেষে পরে ব্রহ্মণি তদাশ্রয়ে সদসদনির্বচনীয়ৈ চাজ্ঞানে
জগতস্তুৎকল্পিতহে চানুগুণং কিঞ্চিদপি পদং ন দৃশ্যতে । ‘অস্তি-নাস্তি’-
শব্দাভিধেয়ং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং জগৎ পরমশ্চ পরেশশ্চ পরশ্চ ব্রহ্মণো
বিষয়োঃ কায়ত্বেন তদাত্মকম্ । জ্ঞানৈকাকারত্বান্নো (‡) দেবাদিবিবিধা-
কারানুভবে অচিৎপরিণামে চ হেতুর্বস্তু-যাত্মাত্মজ্ঞানবিরোধি ক্ষেত্রজ্ঞানাং

(তদাত্মক) ; ইহাই জগতের যথার্থ তত্ত্ব । “সদ্যাব এবং” বাক্যে উল্লিখিত অভিপ্রায়ই
নিরূপিত হইয়াছে ; এবং পূর্বে “যদস্তি, যৎ নাস্তি” কথায় যে সত্য ও অসত্যের উল্লেখ
করা হইয়াছিল, ‘সত্যং’ ও ‘অসত্যং’ কথায় তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে ।

যাহা একমাত্র জ্ঞানরূপে সর্বত্র সমান, অর্থাৎ বৈষম্যাবহিত, এবং বাক্যের দ্বারা যাহার
স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় করা যায় না, সেই চৈতন্যই যে, জাগতিক জড় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া
দেবতা ও মনুষ্যাদিরূপে বিবিধ ভেদব্যবহাব প্রাপ্ত হয়, স্বকৃত কর্তৃই তাহার একমাত্র
কারণ । এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনাথক “এতৎ যৎ” বাক্য কথিত হইয়াছে ; এবং “যজ্ঞঃ পশুঃ”
ইত্যাদি বাক্যও ঐ অভিপ্রায়টী বিবৃত করা হইয়াছে । আর, জগতের যথার্থ তত্ত্ব অবগত
হইলে লোকে মুক্তিলাভে যত্নপর হইবে, ইহাই জগতের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণেব প্রয়োজন ;
এবং এই অভিপ্রায়েই “যচ্চৈতৎ” বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে ।

উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে এমন কোন একটা শব্দও দেখা যায় না, যাহার বলে পরব্রহ্মের
নির্বিশেষ রূপ এবং তাঁহাতে সদসংকপে অনির্বচনীয় অজ্ঞান-সত্তা, কিংবা জগতের
মায়িকত্ব বা মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে ; বরং ঐ প্রকরণে ইহাই কথিত হইয়াছে যে,
‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দের প্রতিপাত্ত চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই পরাংপর পরমেশ্বঃ, ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর
শরীর এবং বিষ্ণুরূপ । আর একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও যে, দেব-মনুষ্যাদি বিবিধ
আকারে পরিণাম ও তদাকারত্ব-বোধ ; তাহারও একমাত্র কারণ—বস্তু-তত্ত্ব-বোধের

(*) এবং জ্ঞানৈকাকারতয়া সদসংকপগোচর ইতি (ক, খ) পাঠতঃ টীকাবিলম্বিত্যুপেক্ষ্য (ঘ) সম্মতঃ পাঠ এব
পরিগৃহীতঃ ।

(†) মোক্ষোপায়জনম্ ইতি (খ) পাঠঃ । মোক্ষোপায়জনম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জ্ঞানৈকাকারাবহাখনঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

কশ্মৈবেতিপ্রতিপাদনাং, ‘অস্তি-নাস্তি-সত্যাসত্য’-শব্দানাক সদসদনির্বচ-
নীয়-বস্তুভিধানাসামর্থ্যাচ্চ ‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দো ‘অস্তি-সত্য’-শব্দবিরোধিনো ।
অতশ্চৈতাত্যামসত্ত্বং হি প্রতীয়তে ; নানির্বচনীয়ত্বম্ ॥১০৯॥

অত্র চ অচিদ্বস্ত্বনি ‘নাস্ত্যসত্য’শব্দো ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্বপরো প্রযুক্তো ;
অপি তু বিনাশিত্বপরো । “বস্তুস্তি কিং,—মহী, ঘটত্বম্” ইত্যত্র বিনাশিত্বমেব
হ্যুপপাদিতম্ ; ন নিশ্চয়মাণকত্বং জ্ঞানবাধ্যত্বং বা ; একেনাকারেণৈক-
স্মিন্ কালেহনুভূতস্য কালান্তরে পরিণাম-বিশেষেণাশ্রয়থোপলব্ধ্য নাস্তি-
ত্বোপপাদনাং । তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্বন্ধানর্হত্বম্ । বাধোহপি যদেদ-
শ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া যদন্তীত্বোপলব্ধম্ ; তস্য তদেদ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া
নাস্তীত্বোপলব্ধিঃ ; ন তু কালান্তরেহনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা
নাস্তীত্বোপলব্ধিঃ, কালভেদেন বিরোধোভাবাৎ । অতো ন মিথ্যাত্বম্ (*) ॥

বিরোধী আবৃত্ত শুভাশুভ কর্ম্ম । এতদতিরিক্ত কোন কথাই ত ঐ প্রকরণে উক্ত হয়
নাই । অধিকন্তু ‘অস্তি, নাস্তি’ ও ‘সত্য, অসত্য’ শব্দেরও সদসৎ-অনির্বচনীয় বস্তু-বোধনে
সামর্থ্য নাই ; ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দও কেবল ‘অস্তি’ ও ‘সত্য’ শব্দের বিরুদ্ধার্থ প্রতি-
পাদন করে মাত্র ; সুতরাং ঐ শব্দবয় হইতে কেবল ‘অসত্ত্বমাত্র’ (অবিদ্যমানতামাত্র) প্রতীত
হয়, কিন্তু কাহারো অনির্বচনীয়তা প্রতীত হয় না ॥ ১০৯ ॥

১১০ । আর পূর্বোক্ত সন্দর্ভে যে, অচিৎ বা অড়বস্তুকে ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’-শব্দে অভিহিত
করা হইয়াছে, উহার তুচ্ছত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করাই তাহার অভিপ্রায় নহে, পরন্তু, অড়-
বস্তুর বিনাশিত্ব বা ধ্বংস-লীলতা প্রতিপাদনই উহার প্রকৃত অভিপ্রায় । আর “বস্তুস্তি কিং ?”
ও “মহী, ঘটত্বম্” বাক্যেও অড়পদার্থের ধ্বংসলীলতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু উহার
অপ্রামাণ্য (যাহাকে কোনও প্রমাণে স্থাপন করিতে পাওয়া যায় না,) বা জ্ঞানবাধ্যত্ব (যাহা-
জ্ঞান-বাধ্য হয়, তাহাই মিথ্যা হয়, যথা—রজু-সর্পের সর্প) প্রতিপাদিত হয় নাই । কারণ,
এক সময়ে যে বস্তুর বেরূপ আকৃতি দেখা যায়, বিকারবশতঃ সময়ান্তরে সেই বস্তুরই যে অগ্ৰথা-
ভাব দর্শন, তাদৃশ অগ্ৰথাভাবেকেই সেখানে ‘নাস্তি’-শব্দে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । ‘তুচ্ছত্ব’
অর্থ—কোন প্রমাণেই যাহা গ্রহণের যোগ্য নহে ; ‘বাধ’ অর্থ—যে বস্তু যে স্থানে ও যে কালে
‘আছে’ (অস্তি) বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই স্থানে ও সেই কালেই যে, সেই বস্তুর ‘নাস্তিত্ব’
(অসত্ত্বা) প্রতীতি । কিন্তু, কালান্তরে অনুভূত পদার্থের ন্যে, পরিণামাদি (অগ্ৰথাভাব
প্রভৃতি) কারণ বশতঃ কালান্তরে নাস্তিত্ব (নাই বলিয়া) প্রতীতি ; তাহার নাম ‘বাধ’
নহে ; কারণ, বিভিন্নকালে একই বস্তুর ‘অস্তিত্বে’ ‘নাস্তিত্বে’ (থাকা ও না থাকার) কোনরূপ
বিরোধ হইতে পারে না ; [পরন্তু একই কালে একই দেশে যে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহা-
তেই বিরোধ হয় ।] অতএব উক্ত বাক্যেও অচিৎ বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না ॥

(*) অতো ন বিরোধমিথ্যাত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

এতদুক্তং ভবতি, — জ্ঞানস্বরূপমাত্ম-বস্তু আদি-মধ্য-পর্যন্তরহিতং সত-
তৈকরূপমিতি স্বত এব সদা ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যম্ । অচেতনস্ত ক্লেত্রজ-
ভোগ্যভূতং তৎকর্মানুগুণপরিণামি বিনাশীতি সর্বদা নাস্ত্যর্থগর্ভমিতি
‘নাস্ত্যাসত্য’-শব্দাভিধেয়মিতি । যথোক্তম্, —

“যত্র কালান্তরেণাপি নাশ্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ ।

পরিণামাদি-সমুচ্চ্যতাং তদ্বস্তু, নূপ তচ্চ কিম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৩।৯৫]

“অনাশী পরমার্থশ্চ প্রোক্তৈরভ্যুপগম্যতে ।

তত্ত্ব নাস্তি (*) ন সন্দেহো নাশি-দ্রব্যোপপাদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২।১৪।২৪] ইতি ।

দেশ-কাল-কর্মবিশেষাপেক্ষয়া অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-যোগিনি বস্তুনি কেবলাস্তি-
বুদ্ধিবোধ্যত্বমপরমার্থ ইত্যুক্তম্ । আশ্রয়নশ্চ কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্বমিতি স-
পরমার্থ ইত্যুক্তম্ । শ্রোতুশ্চ মৈত্রেয়স্ম—

“বিষয়ধারং যথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্ ।

পরমার্থশ্চ মে প্রোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৪]

এই কথাই উক্ত হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আদি, মধ্য ও অন্তর্হীন (জন্ম, স্থিতি, বিনাশহীন) এবং চিরকাল একই রূপে অবস্থান করেন; এই কারণে তিনি স্বভাবতই চির-
দিন ‘অস্তি’-শব্দ-বাচ্য; আর অচেতন বস্তুগুলি ক্লেত্রজসংজ্ঞক জীবের কর্মানুসারে তাহারই
ভোগেব জন্ম নানারূপে পরিণত এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নশ্বই বিনাশের দিকে অগ্রসর
হয়; এই কারণে সর্বদা বিনাশোন্মুখ ঐ সকল অচেতন বস্তু ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দেই অভি-
হিত হইবার যোগ্য। এই কথা বিষ্ণুপুণ্ডেও উক্ত হইয়াছে,—‘হে নৃপ, যাহা কালান্তরেও
অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদি-জনিত সংজ্ঞাস্তব (অপর নাম) প্রাপ্ত হয় না; তাহাই
প্রকৃত সত্য বস্তু; জগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি?—কিছুই নাই।’ ‘পণ্ডিতগণ অবিনশ্বর
বস্তুকেই পরমার্থ (সত্য) বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু জড়পদার্থের মধ্যে সকল বস্তুই যখন
বিনাশীল কারণ হইতে সমুৎপন্ন; তখন ঐরূপ পরমার্থ সত্য কোন বস্তুই যে থাকিতে
পারে না; ইহাতে আর সন্দেহ নাই।’ উক্ত বাক্যে এই অর্থই প্রতিপাদিত হইল যে, দেশ,
কাল বা ক্রিয়াবিশেষে বাহার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব বাবহার হয়, অর্থাৎ বাহা সময়বিশেষে থাকে,
আবার সময়বিশেষে থাকে না; সেইরূপ বস্তুকে যে, কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে নির্দেশ করা,
তাঁহা পরমার্থ বা সত্য নহে। আর আত্মাকেই যে, কেবল ‘অস্তি’ বলিয়া জানা, তাহাই

ইত্যাদিস্বভাষণাচ্চ । “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদিসামান্যাদিকরণ্যস্ত্রা-
শরীরভাব এব নিবন্ধনম্, চিদচিদ্বস্ত্বনোশ্চ ‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দযোগনিবন্ধনম্,
জ্ঞানস্বাকর্ষনিমিত্তস্বাভাবিকস্বরূপত্বেন স্বরূপপ্রাধান্যম্ । অচিদ্বস্ত্বনোশ্চ
তত্ত্বৎকর্ষনিমিত্ত-পরিণামিত্বেনাপ্রাধান্যমিতি প্রতীয়তে ॥

যদুক্তং,—নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদেবাবিধানিরুক্তিং বদন্তি শ্রুতয় ইতি ।
তদসং । “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসং পরস্তাং ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নাশ্যঃ পশ্চা বিদ্যতে অয়নায় ।” [তৈত্তি-
রীয়ারণ্যকে ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তম্] । “সর্বৈ নিমেষা জজিগ্রে বিদ্বাতঃ
পুরুষাদধি ।” “ন তস্যোশে কশ্চন, তস্মা নাম মহদ্যশঃ ।” “য এনং
বিদ্বর-মৃতাস্তে ভবন্তি” [তৈত্তিরীয়ারণ্যকে, ৬ প্রশ্নঃ] ইত্যাদিনে কবাক্য-
বিরোধঃ । ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বাদেব সর্বব্যাপি বাক্যানি সবিশেষ-

প্রকৃতপক্ষে সত্য; ইহাও ঐ বাক্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । আর শ্রোতা মৈত্রেয়ও ঐ
উপদেশ শ্রবণের অনন্তর বলিয়াছিলেন যে, এই ত্রিনোক-সমষ্টি ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্যকরূপে
অবস্থান করিতেছে; স্ববুদ্ধি অনুসারে এই পরমার্থতত্ত্ব আমার নিকট কথিত হইয়াছে ।
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বের যে, জ্যোতিঃ ও বিষ্ণুর অভেদ-নির্দেশ কথিত হইয়াছে,
বিষ্ণু ও জ্যোতির মধ্যে শরীর-শরীরভাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ বিষ্ণু স্বয়ং আত্মা এবং
জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর, এই কারণের উভয়ের একই নির্দেশ হইয়াছে । চিদ ও জড়
বস্তুতে যে ‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’ শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহারও কারণ — কণ্ঠজনিত বিকার-সংস্কৃত
চিন্তা না করিয়া কেবল জ্ঞানেরই স্বাভাবিক প্রাধান্য চিন্তা । কেননা, অচিদ্বস্ত্বসমূহ
সেই জ্ঞান-সাধ্য কণ্ঠেরই ফল বা পরিণাম; সুতরাং জ্ঞান অপেক্ষা উহাদের প্রাধান্য নাই
(অপ্রাধান্যই আছে); এইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য-বোধই ঐরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের
কারণ ।

আর যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিধান-নিরুক্তির কথা শ্রুতিসমূহ বলিয়াছেন,
বলিয়া [শাক্তরমতে] উক্ত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত কথা নহে । কারণ, তাহা হইলে নিম্ন-
লিখিত বহুতর শ্রুতিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়; [সেই শ্রুতিসমূহ এই—] ‘আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ
সূর্য্যের তায় স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞানাকারের অতীত এই মহান্ পুরুষকে (পরমেশ্বরকে)
আমি জানি । তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করা যায় (মুক্ত হয়) ।
[পরমেশ্বরের নিকট] যাইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই । বিদ্বাতের তায়
প্রকাশমান্ পুরুষ (পরমেশ্বর) হইতে সমস্ত নিমেষ (কালাংশ) উৎপন্ন হইয়াছে ।
‘কেহই তাঁহার শাসনকর্তা নাই, তাঁহার নামই পরিজ্ঞ যশঃস্বরূপ ।’ ‘যাহারা ইহাকে জানে,

জ্ঞানাদেব মোক্ষং বদন্তি । শোধকবাক্যানুপি সবিশেষমেব ব্রহ্ম প্রতি-
পাদয়ন্তীত্যুক্তম্ ॥

তত্ত্বমশ্বাদিবাচ্যে সামান্যাদিকরণং ন নির্বিশেষবৈশ্বক্যাপরম্, 'তৎ'-
'ত্বম্'পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ । 'তৎ'পদং হি সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্প-
জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামুশতি । "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিষু তদৈশ্ব-
প্রকৃতত্বাৎ । 'তৎ'-সামান্যাদিকরণং 'ত্বম্'-পদঞ্চ অচিৎপ্রতিষ্ঠা-জীবশরীরকং ব্রহ্ম
প্রতিপাদয়তি । প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামান্যাদিকরণ্যস্তু ।
প্রকারদ্বয়-পরিত্যাগে প্রকৃতিনিমিত্ত-ভেদাসমুৎপাদেন সামান্যাদিকরণ্যমেব পরি-
ত্যাগ্যে স্যৎ, দ্বয়োঃ পদমৌলিক্কাণা চ । 'সেইহং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি ন

তাহারা মুক্ত হয় ।' ইত্যাদি (*) । পরব্রহ্ম সরিশেষ বলিয়াই প্রতি-বাক্যসমূহ সর্বিশেষ
ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তির উল্লেখ কবিয়াছেন । জীবের অজ্ঞানবারক (শোধক) 'সত্যং জ্ঞান-
মনস্তম্' প্রভৃতি বাক্যানিচয়ও যে সর্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপই প্রতিপাদন করিতেছে ; এ কথা
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

১১১। আব 'তৎ ত্বম্ অসি' প্রভৃতি বাক্যে যে, সামান্যাদিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও
নির্বিশেষ বস্তু-বোধক নহে ; কারণ, 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে ব্রহ্মের সর্বিশেষ ভাবই বুঝাইয়া
থাকে—নির্বিশেষ ভাব নহে । 'তিনি (পরমেশ্বর) আলোচনা কবিয়াছিলেন—আমি
বহু হইব' ইত্যাদি প্রতি বাক্যে যখন সর্বিশেষ ব্রহ্মেরই প্রত্যাব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন
বসিতে হইবে যে, সেই প্রকরণস্থ 'তৎ'-পদে সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ও জগৎকাৰণ ব্রহ্মকেই
বুঝাইতেছে, এবং তাহার সহপাঠিত, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন 'ত্বম্'-পদেও জড়সহকৃত জীব-
প্রবোধগামী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, বলিতে হইবে । কারণ, বিভিন্নপ্রকার পদার্থের যে,
একার্থবোধকতা, তাহারই নাম সামান্যাদিকরণ্য । 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে যদি প্রকারগত ভেদ
স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রতি-নিমিত্তেব (শব্দ ব্যবহারের দ্বারা প্রধান কারণ,
তাহার) প্রভেদ না থাকায় পদদ্বয়ের সামান্যাদিকরণ্যই (একার্থ-বোধকতাই) পরিত্যাগ
করিতে হয় । পক্ষান্তরে ঐপদদ্বয়ের মুখার্থ বাধিত হওয়ার লক্ষণ বা গোণার্থও কল্পনা করিতে
হয় । [মুখার্থের সম্ভব থাকিতে লক্ষণ স্বীকার করা দোষাবহ] । 'সেই এই দেবদত্ত'
(দেবদত্ত একজনের নাম ; এই স্থলেও লক্ষণ করিবার আবশ্যক হয় না ; কারণ,

(*) তাৎপর্য্য,—ব্রহ্ম যদি সত্য-সত্যই নির্বিশেষ হন, এবং সেই নির্বিশেষ জ্ঞানই যদি মুক্তি-সাধন হয়,
তাহা হইলে ব্রহ্মের 'স্বাধিত্যবর্ণ' শব্দে সর্বিশেষ রূপ-কথন, এবং সেই সর্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভোক্তি
('সমং বিদ্বান্ অমৃতঃ'), উভয়ই বিবাক্ত হইয়া পড়ে । তাহার পর, 'মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই' বলিয়া
ঐ সর্বিশেষ জ্ঞানেরই একমাত্র মোক্ষ-সাধনই সমর্থনও বিবাক্ত হয় । আর "বিদ্বাতঃ পুরুষাৎ" কথায যে ব্রহ্মের
বিদ্বাতের মত উজ্জ্বল প্রকাশ বর্ণন, তাহাও নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদে বিবাক্ত বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিরূপে
অপরাপর প্রতিরোধ বিরোধ উদ্ঘাটন করিতে হয় ।

লক্ষণা, ভূত-বর্তমানকালসম্বন্ধিত্যেক্য-প্রতীত্যবিরোধঃ । দেশভেদ-বিরোধ-
শ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ ; “তদৈক্ষত বহু শ্যাম্” ইত্যুপক্রম-বিরোধশ্চ ।
এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ ন ঘটতে । জ্ঞানস্বরূপস্য নিরন্ত-
নিখিলদোষস্য সর্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য অজ্ঞান-তৎকার্য্যানন্তাপুরু-
ষার্থাশ্রয়ত্বং চ ন সম্ভবতি বাধার্থত্বে চ সামানাদিকরণস্য তত্ত্বং-পদয়োরধি-
ষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি (*) লক্ষণাদয়স্ত এব দোষঃ ॥

একই দেবদত্তে অতীত ও বর্তমান কাল-প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই । (+) ভিন্ন স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্যপতীতির বাধা ঘটে না ; কাবণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবধি অবস্থিতি করিতে পারে । বিশেষতঃ ‘তৎ’পদের নির্বিশেষত্ব অর্থ গ্রহণ করিলে, যে উপক্রমে “তৎ ঐক্ষত —বহু শ্যাম্” শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই উপক্রমের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় । অধিকন্তু, এক-বিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় না । পক্ষান্তরে, সর্ববিধ দোষ-সম্বন্ধরহিত, এবং সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত, অনন্ত অনর্থ আসিয়া পড়ে । আর যদি বল, ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের যে সামানাদিকরণ্য বা অভেদোক্তি, তাহার অর্থ ঐক্য নহে—পরন্তু, বাধাই উচাব প্রকৃত অর্থ । তাহা হইলেও ‘তৎ’ ও ‘তৎ’-পদের—সর্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে ও জীবের জীবভাব নিবৃত্তিতে লক্ষণা করিতে হয়, এবং পূর্বে যে, সামানাদিকরণ্যের নিয়ম কথিত হইয়াছে সেই নিয়মও উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, আর প্রকরণ-বিরোধ প্রভৃতি দোষগুলি ত অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায় † ।

(*) নিবৃত্তিলক্ষণাদয়স্ত এব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধদ্বৈতবাদী শঙ্কর বলেন ‘সৌহৃদং দেবদত্তঃ’, (এই সেই দেবদত্ত) বলিলে লক্ষণা ব্যতীত ঐ ব্যক্তির অর্থ সঙ্গত হয় না । কারণ, ‘তৎ’-শব্দের সাধারণ অর্থ—অতীতকালীন, ইল্লিরের আগেচর কোন পদার্থ । আর ‘অয়ং’-শব্দের সারারণ অর্থ—বর্তমান ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইল্লিরের গ্রাহ্য পদার্থ । যাহা ইল্লিরের অগ্রাহ্য এবং অতীত, তাহাই আবার ইল্লিরের গ্রাহ্য ও বর্তমান বা উপস্থিত থাকিতে পারে না । ফলকথা, একই পদার্থ একই সময়ে কখনও অতীত ও বর্তমান থাকিতে পারে না, এবং চক্ষুর আগেচর হইয়াও আবার চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না । কাজেই ‘সঃ+অয়ং’ বাক্যোক্ত সামানাদিকরণ্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ; বিরুদ্ধ হয় বলিয়াই ‘সঃ’ ও ‘অয়ং’ পদের মুখ্য অর্থ—পরোক্ষত্ব, অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলি পৰিত্যাগ করিয়া কেবল ‘দেবদত্ত’ রূপ একমাত্র বিশেষ্য রূপ অর্থে লক্ষণা করিতে হয় ; সুতরাং তখন বিরুদ্ধ বিশেষণ ভাগগুলি ত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য—দেবদত্তকে বুঝাইতেছে বলিয়া ঐ পদদ্বয়ের আর পূর্বে-কথিত বিরোধ থাকে না । “তৎ তম্ অসি” বাক্যেও এইরূপ ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের বিরুদ্ধ অংশগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল নির্বিশেষ এক চৈতন্য—আত্মাতে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয় । এই জাতীয় লক্ষণাকে কেহ কেহ ‘ভাগলক্ষণা’ ও ‘অজহংসার্থী লক্ষণা’ বলে । রামানুজ বলিতেছেন, ‘সৌহৃদং দেবদত্তঃ’ কিংবা ‘তৎ তম্ অসি’ ইহার কোথাও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না । প্রকারান্তরেও উপাধিত বিরোধের পরিহার হইতে পারে । যে প্রকারে পরিহার করিতে হইবে, তাহা তিনি ভাষ্যে দেখাইয়াছেন ।

(†) তাৎপর্য্য,—‘তৎ তম্ অসি’ বাক্যে ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের মধ্যে সামানাদিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব

ইয়াংস্ত্ব বিশেষঃ—‘নেদং রজতম্’ ইতিবদপ্রতিপন্নশ্চৈব (*) বাধস্তা-
গত্যা পরিকল্পনম্ ; তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধম্মানুপস্থাপনেন বাধানুপ-
পত্তিচ্চ ॥

অধিষ্ঠানং তু প্রাক্ তিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং ‘তৎ’পদেনোপস্থাপ্যত-
ইতি চেৎ ; ন, প্রাক্ অধিষ্ঠানাপ্রকাশে (†) তদাশ্রয়ভ্রম-বাধায়োরসম্ভ-
বাৎ । ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ ; তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং

তবে, কথিত বাধ-পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, [পূর্বে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত ত আছেই, ওদূপরি আরও দুইটা দোষ আদিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দোষ—গুক্রিতে যে রজতের ভ্রম হয়, সে স্থলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না,] এই কারণে বাধ্য হইয়া সে স্থানে ‘নেদং রজতং’ (ইহা রজত নহে), বলিয়া রজতের ‘বাধ’ (মিথাত্ব) স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ‘তৎ ভ্রম্ অসি’ স্থলে সেরূপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও [কেবল স্বীয় সিদ্ধান্ত রক্ষার্থ] নিকৃপায় হইয়া ‘বাধ’ কল্পনা করিতে হয়। [দ্বিতীয় দোষ—] ‘তৎ’পদে যখন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্যমাত্র বুঝাইতেছে, তদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিরোধী কোনও পদার্থের উপস্থিতি বা সন্ভাব না থাকায় এ পক্ষে বাধা বা পরিত্যাগ করা হইবে কাহার? সুতরাং বাধেরও উপপত্তি হয় না (§) ।

যদি বল, অধিষ্ঠান চৈতন্যটা প্রথমে অজ্ঞানে তিরোহিত (আবৃত) থাকে, পশ্চাৎ ‘তৎ’-পদে তাহার প্রকৃত স্বরূপটা উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়; না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, বাধের পূর্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটা অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম ও বাধ কখনই হইতে পারে না। আর যদি বল, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত অধিষ্ঠানটা আবৃত থাকে না; [কিন্তু বাধের অধিষ্ঠান আবৃত থাকে] । ভাল কথা, অধিষ্ঠানের

(*) অশ্রুতীতশ্চৈব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বিশেষক্ ইতি (ঈ) পাঠঃ । (‡) অধিষ্ঠানাপ্রকাশ ইতি (থ) পাঠঃ ।

রহিয়াছে, তাহা যদি অসঙ্গত (বাধিত) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ‘তৎ’ ও ‘ভ্রম’ পদ দুইটির লক্ষণা করিতে হয়; একটা পদের লক্ষণা করিতে হয়—অধিষ্ঠান চৈতন্যে (জীব চৈতন্য বাহা হইতে আদিয়াছে বা বাহকে আশ্রয় করিয়া আছে), অপর পদটির লক্ষণা করিতে হয়—জীবের জীবন নিবৃত্তিতে। সুতরাং জীবের জীবন ত্যাগ করিলেই অধিষ্ঠান ত্র্যঙ্গের সহিত একই হইতে কোন বাধা থাকে না। এ পক্ষে এই লক্ষণা স্বীকার যেমন একটা দোষ, তেমনি পূর্বোক্ত ‘ভ্রম-বিরোধ’, একবিজ্ঞানে পরীক্সিত-প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ একটিকে আনিলেই ত্র্যঙ্গের সমস্ত বিষয় জানা হইয়া যায়, এই প্রতিজ্ঞার বিরোধ ও অপরূপের ক্ষতির সহিত বিরোধ, ইত্যাদি অনেকগুলি দোষ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব এই পক্ষটা পরিত্যাগ করা উচিত ।

(§) তাৎপর্য্য,—বাধার্থভ্রমণ ন পূর্বোক্ত-দুষণহানিঃ, অপিতু তৈঃ সহ বক্ষ্যমাণ-দুষণঘরাপাত এব বিশেষ-ইত্যাহ—ইয়াংস্ত্ব বিশেষ ইতি। ‘গুক্রিরেব রজতম্’ ইত্যত্র প্রমাণান্তরে। ‘নেদং রজতম্’ ইতি বাধস্ত প্রতি-

ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে সূত্ররাং ন তদাশ্রয়ভ্রম-বোধো । অতোহধি-
ষ্ঠানাতিরেকি-পারমার্থিকধর্ম-তদ্বিরোধানভ্যুপগমে ভ্রান্তি-বোধো দুরূপ-
পাদো । অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে তদতিরেকিণি
পারমার্থিকে রাজত্বে তিরোহিতে সত্যেব ব্যাধভ্রমঃ । রাজত্বোপদেশেন
চ তন্নিবৃতির্ভবতি, নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন ; তস্য প্রকাশমানত্বেনানুপদেশ-
ত্বাৎ, ভ্রমানুপমর্দিষ্টাচ্চ ॥

স্বরূপটী যখন ভ্রমের বিরোধী, তখন সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতিগোচর
থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম কিংবা বাধ কিছুইত হইতে পারে না ।
অতএব ঐ বাক্যে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত কোন ধর্ম স্বীকার না করিলে এবং সেই ধর্মের বিরোধান
বা আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি ও বাধ উপপাদন করা বড় সহজ হয় না । [দেখিতে
পাওয়া যায়,] ভ্রমের আশ্রয়ীভূত কোন এক রাজপুরুষে যখন কেমনই পুরুষগত আকার বা
আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, অথচ আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে তদগত যথার্থ রাজভাব,
তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না, অর্থাৎ তাহার রাজ-লক্ষণটী তিরোহিত বা অবজ্ঞাত
থাকিয়া যখন কেবল মনুষ্যত্ব মাত্রের প্রতীতি থাকে, তখনই তাহাতে 'ব্যাধ' বলিয়া ভ্রান্তি
উপস্থিত হয় ; পুনশ্চ 'ইনি রাজা' এইরূপ উপদেশ শ্রবণে তদ্বিষয়ক সেই ব্যাধ-ভ্রান্তি নিবারিত
হইয়া যায় ; কিন্তু 'ইনি একটা পুরুষ বা মনুষ্য', শুধু এইরূপ ভ্রমাধিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে
সেই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় না । কারণ, ঐ পুরুষের পুরুষাকারে যে ভ্রমাধিষ্ঠানভাব, তাহা তখনও
প্রকাশমানই ছিল ; সূত্ররাং তদ্বিষয়ে আর উপদেশের আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ এরূপ
উপদেশ কান্দিন্ কালেও ভ্রম-নিবারক হয় না ।

পদ্যহাং বাধকল্পনং, অত্রতু বাধস্ত অপ্রতিপন্নত্বেনপি অগত্যা কল্পনমিত্যর্থঃ । 'স্তুতিরেব রজতম্' ইত্যত্র
স্তুতিভ্রমগং বিরুদ্ধধর্মং শব্দ এব উপস্থাপয়তি, অতস্তত্র বাধকল্পনম্ ; অত্রতু অধিষ্ঠানমাত্রং লক্ষয়তা 'তৎ'পদেন
স্তুতিবৎ বিরুদ্ধ-ধর্মোপস্থাপনাং বাধকল্পনমনুপপন্নমিত্যর্থ ইতি । (শ্রুত প্রকাশিকা) ।

অর্থাৎ 'স্তুতিই রজত', এই বাক্যোক্ত স্তুতিও রজতের অভেদ অনুপপন্ন হয় বলিয়া যেমন 'ইহা রজত নহে'
বলিয়া উক্ত অভেদের বাধা কল্পনা করিতে হয়, 'তৎ ত্বমসি' বাক্যেও তেমনি জীবভাবের বাধকল্পনা করিতে
হইবে । কিন্তু এরূপ বাধাকল্পনা করিলেও পূর্বোক্ত প্রকরণবিরোধ প্রভৃতি দোষের ত পরিহার হয় নাই, অধিকত
সে সকলের সহিত আরও দুইটী দোষ উপস্থিত হয় । এই অভিপ্রায়ে 'ইদান্ তু বিশেষঃ' বলা হইয়াছে । 'স্তুতিই
রজত' এই স্থানে যেত্যাৎ প্রমাণেই 'ইহা রজত নহে' বলিয়া রজতের বাধ বৃদ্ধিতে পারা যায়, সূত্ররাং বাধকল্পনা
আবশ্যক হয় । কিন্তু 'তৎ ত্বমসি' বাক্যে সেসুপ বাধ না বুঝিয়াও মারে পড়িয়া বাধ স্বীকার করিতে হয় ।
আর 'স্তুতিই রজত' এই স্থলে স্তুতিভ্রমগং বিরুদ্ধ ধর্মটী স্তুতি শব্দেই বলিয়া দেয় । কিন্তু এস্থলে 'তৎ'পদে
কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্তের লক্ষণ করার স্তুতিব্দের দ্বারা কোন বিরুদ্ধ ধর্মের উপস্থিতি না থাকিলেও বাধকল্পনা
অসঙ্গত হয় ।

জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদত্বয়ম্ । প্রকারত্বয়-
বিশিষ্টৈক-(*) বস্তুপ্রতিপাদনে সামান্যাদিকরণ্যং সিদ্ধম্ । নিরন্তরনিখিল-
দোষস্ত সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্ত ব্রহ্মণো জীবান্তর্ব্যামিত্তমপ্যৈশ্বর্যমপরং প্রতি-
পাদিতং ভবতি ; উপক্রমানুকূলতা চ ; এক-বিজ্ঞানেন সর্ব-বিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ । সূক্ষ্মচিদচিদ্রস্ত শরীরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্রস্ত-শরীর-
ত্বেন কার্যত্বাৎ, “তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ । পরাশ্চ শক্তির্বিবিধৈব
শ্রুয়তে”, [খেতাশ্বং, ৬।৭-৮] । “অপহতপাপা...সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”,
[ছান্দোং, ৮।১।৬] ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাবিরোধশ্চ ।

“তৎ ত্বমসি” ইত্যত্রোদ্দেশ্যোপাদেয়বিভাগঃ কথমিতি চেৎ ; নাত্র
কিঞ্চিদুদ্दिश्य কিমপি বিধীয়তে ; “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” [ছান্দোং, ৬।৭।৪]
ইত্যনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ । অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ । “ইদং সর্বম্” ইতি

প্রকৃত পক্ষে, জীব বাহ্যর শরীর, এবং জগতের যিনি কারণ, “তৎ” ও “ত্বম্” পদ সেই
ব্রহ্ম-বোধক হইলে ঐ পদত্বয়ের মুখ্যার্থও সঙ্গত হয়, এবং ঐরূপ বিবিধ বিশেষভাবসম্পন্ন
একই ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে তাৎপর্য স্বীকার করিলে ঐ পদত্বয়ের সামান্যাদিকরণ্যও সুসঙ্গত
হইতে পারে। আর সর্বদোষ-বিবর্জিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণময় ব্রহ্মেব যে, আরও একটা ঐশ্বর্য
আছে, তাহার নাম জীবান্তর্ব্যামিত্ত্বঃ; অর্থাৎ অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবকে বহানিয়মে পরিচালিত
করা; তাহাও ঐ কথায় প্রতিপাদিত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে ঐ প্রকরণের উপ-
ক্রম বা আরম্ভটীও সুসঙ্গত হয়, একবিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, তাহাও উপপন্ন হয়।
এবং সূক্ষ্ম চিৎ-জড়বস্তুরিচ্ছা যেরূপ ব্রহ্ম-শরীর, স্থূল চিৎ-জড় বস্তু-সমষ্টিও তজ্জপ ব্রহ্ম-শরীর;
অথচ স্থূলভাগ ঐ সূক্ষ্মভাগ হইতেই সমুৎপন্ন (কার্য্য); সুতরাং কার্য্য-কারণভাব ও
পরাম্পর্য্যাদি-বোধক—‘ঈশ্বর সর্বোপেক্ষা পরম (উত্তম) ও মহেশ্বর, তাহাকে—’, ‘ইহার
নানাবিধ পরা (সর্বোৎকৃষ্ট) শক্তি শ্রুত হয়,’ ‘তিনি পাপবিনশ্মূল, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প
(যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন)’, ইত্যাদি অপরূপ কোন শ্রুতির সহিতও
বিরোধ উপস্থিত হয় না ॥

যদি বল, এরূপ হইলে “তৎ ত্বমসি” বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিভাগ জানা যাইবে কিরূপে ?
অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় কি ?
[উত্তর—] এখানে যে, কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া তাহাতে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে,
তাহা নহে; অর্থাৎ এখানে কেবল উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব আদৌ নাই; কেন না, ঐ প্রকরণে
প্রথমেই ‘ঐই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (ব্রহ্মরূপ),’ এই বাক্যেই ঐ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব
নিরূপিত হইয়াছে। অপ্রাপ্তবিষয়-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন; কিন্তু সেই

সজীবং জগন্নির্দিশ্য—“ঐতদাত্ম্যম্” ইতি তন্ত্ৰৈষ আত্মেতি তত্র প্রতি-
পাদিতম্ । (৯) তত্র চ হেতুরপ্যুক্তঃ,—“সম্মূলাঃ সৌম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ
সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৭] ইতি । “সৰ্ব্বং খল্বিদং
ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৪] ইতিবৎ ॥ ১১১ ॥

তথা, শ্রুত্যন্তরাণি চ ব্রহ্মাস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তনশ্চ শরীরাত্ম-
ভাবমেব তাদাত্ম্যং বদন্তি,—“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ সৰ্ব্বাত্মা ।”
[আরণ্যক০, ৩।১১।২৩] । “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যঃ
পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি । স তে
আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ।” “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ,
যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি ; স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ।”
[বৃহদা০, ৫।৭।৩-২২] । “যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্” ইতারভ্য—“যস্য
মৃত্যুঃ শরীরং, যঃ মৃত্যুর্ন বেদ । এষ সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপু। দিব্যো

স্থানেই “ইদং সৰ্ব্বং” (‘এই সমস্ত’) কথায় জীব ও জগতের নির্দেশ করিয়া “ঐতদাত্ম্যম্”
কথায় ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীব-জগতের ‘আত্মা’ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।
তাহার পর, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত ও তাঁহাতে
বিলয় প্রাপ্ত হয়; অতএব শাস্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।’ এখানে ষেকপ সাধকের
শান্তিভাব অবলম্বনের নিমিত্ত ব্রহ্মের সৰ্ব্বময়তাবকে হেতুৰূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।
তজপ সেখানেও বিধেয় ব্রহ্মাত্মভাবেব প্রতি ‘হে সোম্য (শান্তস্বভাব, সং-ব্রহ্মই এই
সমস্ত জায়মান পদার্থের মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়স্থান’, এই হেতু দ্বারা পূর্ববিহিত
ব্রহ্মাত্মভাবেই সমর্থন করা হইয়াছে । ১১১ ॥

১১২। অপরাপর শ্রুতি সমূহও ব্রহ্মাতিরিক্ত চিৎ-জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের
শরীর-শরীরীভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন সেই সকল শ্রুতি
এই,—‘সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনগণের শাসন করেন ।’ ‘যিনি পৃথিবীতে
থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই যাহার
শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযত (নিয়মিত) করেন, সেই অমৃত
(নিত্যমুক্ত) অন্তর্যামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্,
আত্মা যাহাকে জানে না; আত্মাই যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে
পরিচালিত করেন । সেই অমৃত, অন্তর্যামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ
করতঃ পৃথিবীকে [পরিচালিত করেন], এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘মৃত্যু যাহার শরীর,

দেব একো নারায়ণঃ ।” [সুবাল০, ৭] । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ,
তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” [তৈত্তি০, ৬১২] ইত্যাদীনি ॥

অত্রাপি—“অনেন জীবনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি
ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈব সর্বেষাং বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ (*) প্রতিপাদি-
তম্ ; “তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ । জীবন্ত্যপি ব্রহ্মা-
ত্মকত্বম্ ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে । অতশ্চিদচিদাত্মকস্য সর্বস্য
বস্তুজাতস্য ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যমাত্মশরীরভাবাদেবেতি অবগম্যতে (†) । তস্মাদ-
ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎসনস্য তচ্ছরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোহপি
শব্দঃ তৎপর্যন্তমেব স্বার্থমভিদধাতি । অতঃ সর্বশব্দানাং লোকব্যাৎ-
পত্ত্যাবগত-(‡) তত্ত্বপদার্থবিশিষ্ট-ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিন্ধুমিতি, “ঐতদাত্মমিদং

মৃত্যু বাঁহাকে জানে না; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ এবং দিব্য (অলৌকিক)
এক (অদ্বিগীয়) দেবতা—নারায়ণ।’ ‘তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তঃস্থে প্রবিষ্ট
হইলেন, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন’ ইত্যাদি । এই সকল
শ্রুতিতে পরমেশ্বরকে আত্মা এবং চিৎ-জড়াত্মক বস্তু সমূহকে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করা
হইয়াছে ।

আর এখানেও (এই ছান্দোগ্যোপনিষদেও) ‘[আমি] এই জীবাত্মারূপে ভূতবর্গের
অন্তঃস্থে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব’; এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাত্মক
জীবের অন্তঃপ্রবেশেই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব-সিদ্ধি এবং শব্দ-বাচ্যতা লাভ (শব্দের দ্বারা
উল্লেখ-যোগ্যতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্বোক্ত “সৎ চ,
ত্যাং চ অভবৎ” শ্রুতির অর্থের সহিতও এই শ্রুতির অর্থের সাম্য বা ঐক্য রক্ষা পাইতে পারে ।
ব্রহ্মের যে জীবরূপে অনুপ্রবেশ, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জীবও প্রকৃত পক্ষে
ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে । ঐ কথা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে,
চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা, এই শরীরাত্মভাব
নিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত ঐ সকল বস্তুর ‘তাদাত্ম্য’ বা অভেদের নির্দেশ হইয়া থাকে ।
অতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তু যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বস্তুত্ব (সত্তা)
লাভ করিয়া থাকে, তখন তৎপ্রতিপাদক শব্দ সমূহ ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া
থাকে বলিতে হইবে । এই কারণে লৌকিক ব্যবহারামুখারী ব্যাপ্তি অনুসারে লৌকিক
পদার্থ-বোধক শব্দ সমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে । অতএব স্বীকার

(*) বস্তুত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) নিষ্ঠীগতে’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) লোকব্যাৎপত্ত্যাবগত’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

সর্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থস্থ “তদ্ব্যসি” ইতি সামানাদিকরণেন বিশেষেণোপ-
সংহারঃ ॥

অতো নির্বিশেষবৈশ্বক্যবাদিনো ভেদাভেদবাদিনঃ কেবলভেদবাদিনশ্চ
বৈয়ধিকরণেন সামানাদিকরণেন চ সর্বৈ ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ পরি-
ত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

একস্মিন্ বস্তুনি কস্ম তাদাত্ম্যমুপদিশ্যতে ? তস্মৈবেতি চেৎ ; তৎ
স্বাকো নৈবাগতমিতি (*) ন তাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মস্তি (+) কিঞ্চিৎ ।
কল্পিতভেদ-নিঃসনমিতি চেৎ ; তন্তু ন সামানাদিকরণ্য-তাদাত্ম্যোপদেশাব-

করিতে হইবে যে, “ঐতদাত্ম্যমিদংসর্বম্” শ্রুততে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, “তৎ ত্বম্
অসি” বাক্যে সামানাদিকরণ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা
হইয়াছে না ॥

স্বয়ং প্রতিই যখন ব্রহ্মকে শরীরী (আত্মা) ও জগৎকে তাহার শরীর বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন, তখন সামানাদিকরণ্যমুখেই হউক, আর বৈয়ধিকরণ্যমুখেই হউক, যে সকল
বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে ; নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে, ভেদাভেদবাদ
পক্ষে এবং কেবল ভেদবাদ পক্ষেও সেই সমস্ত উপদেশ পরিচয়্য করিতে হয় ; [কিহুতেই
সেই সকল উপদেশবাক্যের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা যাইতে পারে না (+)] ॥

[নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে এক ভিন্ন যখন তৃতীয় বস্তুই নাই, তখন] একই
বস্তুতে তাদাত্ম্য বা অভেদ উপদেশ হইবে কাহার ? যদি বল, সেই একেরই তাদাত্ম্যোপদেশ
হইবে ? ভাল, ব্রহ্মের স্বরূপবোধক “সত্যং জ্ঞানমনস্তম্” ইত্যাদি বাক্যেই ত তাহা জানা
গিয়াছে ; সুতরাং পুনর্বার তাদাত্ম্যোপদেশে আর অধিক কিহুই জ্ঞাতব্য নাই ? যদি বল,

(*) স্বাকো নৈবাগতমিতি হতি (গ) পাঠঃ । (+) - শাবসেয়মিতি হতি (ক) পাঠস্ত ন সাধীদান্ ।

(:) তাৎপর্য্য, - নির্বিশেষবৈশ্বক্যবাদী - শঙ্করস্বামী, ভেদাভেদবাদী - নিম্বার্কসম্প্রদায় । কেবল ভেদবাদী
মাধ্যপ্রভৃতি । তন্মধ্যে শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ সর্বপ্রকার ৩৭-দোষ-সম্বন্ধরহিত - নির্বিশেষ ; জীব ও ব্রহ্ম
একই পদার্থ, কেবল অজ্ঞান বশতঃ নিজের ব্রহ্মভাব বুঝিতে না পারিয়া ছুঃখ ভোগ করিতেছে । “তদ্ব্যসি”
বাক্যে জীবের সেই আবজ্ঞাত ব্রহ্মাত্মভাবটী বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । ভেদাভেদবাদীরা বলেন, - জীব স্বীয়
কর্মেবশে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া গড়িয়াছে, কিন্তু অগ্রে ব্রহ্ম স্বরূপই ছিল । জীবের ব্রহ্মভাব ছাড়া নিজস্ব
কতকগুলি ভাব আছে ; সে গুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে । জীব স্বাভাবিক কতকগুলি গুণে ব্রহ্ম হইতে
ভিন্ন, আবার মূলতঃ ব্রহ্ম হইতেই জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এই কারণে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ
‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে উক্তপ্রকার অভেদই কথিত হইয়াছে ।

কেবলভেদবাদীরা বলেন, - ব্রহ্ম যেমন একটী স্বতন্ত্র নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, জীবও তেমনি একটী স্বতঃসিদ্ধ
নিত্য পদার্থ ; কিস্তি কালেও উভয়ের একা ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না । ব্রহ্ম আরাধ্য এবং জীব
ও তাহার আরাধ্যক ; এই সেব্য সেবকভাবই ‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে ।

সেয়মিত্যুক্তম্ । সামান্যাদিকরণং তু ব্রহ্মণি প্রকারদ্বয়-প্রতিপাদনে
বিরোধমেবাবহেৎ ॥

ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা-
দোষা (*) ব্রহ্মণ্যেব প্রাভুঃস্ব্যুরিতি নিরন্তুনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-
ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো হি (†) বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদেহপি ব্রহ্মণঃ স্বত এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ
গুণবদ্বোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দোষব্রহ্ম-তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ-
এব (‡) । কেবলভেদবাদিনাঞ্চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্ভ-
বাদেব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো (§) ন সম্ভবতীতি সর্ববেদান্তপরিত্যাগঃ
স্মাৎ ॥১১২॥

অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে যে সকল ভেদ কল্পিত হইয়া আছে, তন্নিরাসার্থই ঐক্য উপদেশের
আবশ্যক হইয়াছে; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সামান্যাদিকরণ বা তাদাত্ম্য
সম্বন্ধের উপদেশেও যে সেই কল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে না; এ কথা পূর্বেই
উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, পৃথক্ পৃথক্ দুইটি প্রকার বা বিশেষবস্তু না থাকিলে যখন
সামান্যাদিকরণই হইতে পারে না; তখন তাদৃশ দ্বিবিধ প্রকার-(ধর্ম) যুক্ত সামান্যাদিকরণ
সম্বন্ধটি ব্রহ্মের একত্ব ব্যবহারের অমূল্য না হইয়া বরং প্রতিফলই হইতে পারে ॥

আর ভেদাভেদবাদেও যখন ব্রহ্মেই উপাধিসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, এবং সেই উপাধি-
সম্বন্ধ বশতই যখন জীবের জীবত্ব উপাস্থিত হয়; তখন জীবগত কামাদি দোষরাশি ব্রহ্মেও
সংক্রামিত হইতে পারে। অতএব, উক্ত বিরোধ বশতই সর্বদোষ-বিসর্জিত ও সর্বপ্রকার
উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ সম্ভব হইতে পারে না; কাজেই
ঐ সকল উপদেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়।

আর ভেদাভেদবাদীরা যখন ব্রহ্মের জীবত্বকে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তখন
জীবগত গুণ ও দোষ, উভয়কেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, তাহাদের
মতে স্বভাবগুণ ব্রহ্মের সহিত যে, সদোষ জীবের তাদাত্ম্য বা অভেদোপদেশ; তাহা ত নিতান্তই
বিরুদ্ধ; সুতরাং পরিত্যাগের যোগ্য। আর যাহারা কেবল ভেদ-বাদী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের
কিছুমাত্র অভেদ স্বীকার করে না, তাহাদের মতে ত অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ জীব ও ব্রহ্মের
একত্ব কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না; এই কারণেই ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ অসম্ভব হয়। অতএব
“তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ মানিতে হইলে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র পরিত্যাগ
করিতে হয় ॥ ১১২ ॥

(*) তৎপ্রযুক্ত জীবগতদোষাঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) হেতুনা পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধা এষ ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(§) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো ন সম্ভবতীতি ইতি - - -

নিখিলোপনিষৎপ্রসিদ্ধং কৃৎস্নস্ত ব্রহ্মশরীরভাবমার্তিষ্ঠমানৈঃ কৃৎস্নস্ত
 (*) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ সৰ্বে সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি । জাতি-গুণয়ো-
 রিব দ্রব্যগণামপি শরীরভাবেন বিশেষণত্বেন 'গৌরশ্চো মনুষ্যো দেবো
 জাতঃ পুরুষঃ' (†) কর্মভিঃ' ইতি সামানাদিকরণ্যং লোক-বেদয়োর্মুখ্যমেব
 দৃষ্টচরম্ । জাতি-গুণয়োরপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব 'যগো গোঃ, শুক্লঃ পটঃ'
 ইতি (‡) সামানাদিকরণ্য-নিবন্ধনম্ । মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাত্মনঃ
 প্রকারতয়েব পদার্থত্বাৎ 'মনুষ্যঃ পুরুষঃ যগো যোষিদাত্মা জাতঃ' ইতি
 সামানাদিকরণ্যং সর্বত্রানুগতমিতি (§) প্রকারত্বমেব সামানাদিকরণ্য-
 নিবন্ধনম্ ; ন পরস্পরব্যাবৃত্তা (¶) জাত্যাদয়ঃ । স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যগণাং
 কদাচিৎ কচিদ্দ্রব্যবিশেষণত্বে মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ো 'দণ্ডী কুণ্ডলী' ইতি

১১৩। পক্ষান্তরে, যাহারা (আমরা) সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসারে সমস্ত বস্তুকে
 ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে ব্রহ্মাত্মভাববোধক উপদেশ গুলি অতি
 উত্তমরূপেই সমর্থিত হইতে পারে। মনুষ্যত্বাদি জাতি এবং শুক্লাদি গুণ-সমূহ যেরূপ বিশেষণ
 হইয়া থাকে, তজ্জপ দ্রব্যসমূহও শরীররূপে আত্মার বিশেষণ হইতে পারে ; হইতে পারে বলিয়াই
 'পুরুষ (আত্মা) স্বীয় কর্ম দ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছে,' ইত্যাদি সামানাদিকরণ্য
 ষটি প্রয়োগগুলি কি লোক-ব্যবহার, কি বেদ-প্রয়োগ, সর্বত্রই মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে
 দেখা যায়। 'যগু (বাঁড়) গো', 'শুক্ল বস্ত্র' ইত্যাদি স্থানে যে, যগুজ জাতি ও শুক্ল গুণ দ্রব্য-
 রূপী গো ও বস্ত্রের বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রব্য-বিশেষণত্ব-নিয়মই তাহার
 কারণ। আর মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ড, তাহাও আত্মার প্রকার বা
 বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'আত্মা—মনুষ্য, পুরুষ, যগু ও ত্ত্বীরূপে অন্বিয়াছে' ;
 ইত্যাদি স্থলে যে, আত্মার সাহিত দেহ-পিণ্ডের সামানাদিকরণ্য-ব্যবহার অব্যাহতভাবে
 চলিয়া থাকে, দ্রব্যের বিশেষণত্ব-নিয়মই সেই সামানাদিকরণ্য-ব্যবহারের কারণ ; কিন্তু
 পরস্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথগ্ভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্মসকল এই সামানাদিকরণ্যের
 কারণ নহে। কখনওবা স্থলবিশেষে দ্রব্য সমূহই বিশেষণরূপে অপর দ্রব্যে আশ্রিত থাকিয়া
 মত্বর্থীয় প্রত্যয়-সহযোগে প্রযুক্ত হয়। যথা,—দণ্ডী, কুণ্ডলী। 'দণ্ড' ও 'কুণ্ডল' দুইটা স্বতন্ত্র
 দ্রব্য, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্নাকার-প্রতীতির বিষয় হইয়াও এখানে

(*) ব্রহ্মতত্ত্বাত্মভাব' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) জাতঃ কর্মভিঃ' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তথা সামান্য—' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) যোষিদাত্মা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(¶) অন্বিত্যভিতি' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(||) ব্যাবৃত্ত্যা' ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

দৃষ্টঃ ; (*) ন পৃথক্‌প্রতিপত্তিস্থিত্যনর্হাণাং দ্রব্যাণাং তেষাং বিশেষণত্বং
সামানাদিকরণ্যাবসেয়মেব ।

যদি 'গৌরশো মনুষ্যো দেবঃ পুরুষো যোষিৎ ষণ্ড আত্মা কর্মভিজাতঃ',
ইত্যত্র 'ষণ্ডো (+) মুণ্ডো গোঃ', 'শুক্লঃ পটঃ' 'কৃষ্ণঃ পটঃ' ইতি জাতি-গুণ-
বদাত্ম-প্রকারত্বং মনুষ্যাদিশরীরানামিষ্যতে । তর্হি জাতি-ব্যক্ত্যোরিব
প্রকার-প্রকারিণোঃ শরীরাত্মনোরপি নিয়মেন সহপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ । ন
চৈবং দৃশ্যতে । ন হি নিয়মেন গোহাদিবদাত্মাশ্রয়তয়ৈবাত্মনা সহ মনুষ্যাদি-
শরীরং পশ্যন্তি । অতো মনুষ্য আত্মেতি (‡) সামানাদিকরণ্যং লাক্ষ-
ণিকমেব ॥

নৈতদেবম্ ; মনুষ্যাদিশরীরানামপ্যাত্মৈক্যাশ্রয়ত্বং তদেকপ্রয়োজনত্বং
তৎপ্রকারত্বক্ জাত্যাদিতুল্যম্ । আত্মৈক্যাশ্রয়ত্বম্-আত্মবিশ্লেষে শরীরবিনা-
শাদবগম্যতে । আত্মৈক্যপ্রয়োজনত্বক্—(§) ততৎকর্মফলভোগার্থতয়ৈব

অপরের (দণ্ড ও কুণ্ডলাদ্যর) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । এই বিশেষণভাবটীও কথিত
সামানাদিকরণ্য বলেই বাবস্থাপিত করিতে হয় ॥

আশঙ্কা হইতে পারে, 'ষণ্ড (ঘাড়) গো', এস্থলে যেমন ষণ্ডত্ব জাতিটী গোর বিশেষণ হইয়াছে,
এবং 'শুক্ল পট' ও 'কৃষ্ণ পট', এই স্থলে শুক্ল ও কৃষ্ণ-গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে,
'পুরুষ কর্মফলে গো, অথ, মহাশয়, দেবতা, যোষিৎ বা ষণ্ড (ঘাড় অথবা ক্লীব) হইয়াছে' ; এই
সকল ব্যবহারস্থলেও যদি তেমন মনুষ্যাদি শরীরকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা
যায় ; তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন মনুষ্যাদি জাতি ও মনুষ্যাদি ব্যক্তির ভ্রায়
প্রকার (বিশেষণ) শরীর ও প্রকারী (বিশেষ্য) আত্মারও নিতাই সহপ্রতিপত্তি অর্থাৎ
সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে ? অথচ একপ (প্রতীতি) কখনও দেখা যায়
না । গোহাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাদি
শরীরকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় বা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার
কবে না । সুতরাং বলিতে হইবে যে, 'মনুষ্যই আত্মা' অথবা 'আত্মাই মনুষ্য,' এইরূপে যে
আত্মা ও শরীরের অভেদব্যবহার, উগ লাক্ষণিক (গোণ) ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥

না,—একপ সিদ্ধান্ত হইতে পাবে না ; জাতি ও গুণের ভ্রায় মনুষ্যাদি-শরীরও একমাত্র
আত্মাপ্রতি, আত্ম-প্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্মস্বরূপ । মনুষ্যাদি শরীর যে,
আত্মাতে আশ্রিত, ইহা আত্ম-বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বিনাশদর্শনেই বুঝিতে পারা যায় ।
আত্ম-কৃত 'বিশেষ-বিশেষ কর্মফল-ভোগের জন্তই যে, শরীরের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব (বর্তমান

(*) প্রত্যয়ে দৃষ্টঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ । (খ) পুস্তকে তু 'দৃষ্ট'-পদেষব নাশি ।

(†) ষণ্ড ইতি (ঘ) পাঠঃ । (‡) মনুষ্যাত্মাইতি (গ) পাঠঃ । (§) তৎ-কর্মফলভোগার্থতয়ৈব ।

সদ্বাৰাং । তৎপ্রকারত্বমপি দেবো মনুষ্য ইত্যাত্মবিশেষণতয়ৈব প্রতীতেঃ । এতদেব হি গবাদিশব্দানাং ব্যক্তিপর্যন্তত্বে হেতুঃ । এতৎ-
স্বভাববিরহাদেব দণ্ডাদীনাং বিশেষণত্বে ‘দণ্ডী’ ‘কুণ্ডলী’ ইতি মত্বার্থীয়ঃ
প্রত্যয়ঃ । দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানামাত্মেকাশ্রয়ত্ব-তদেকপ্রয়োজনত্ব-তৎপ্রকা-
রত্বস্বভাবাৎ (*) ‘দেবো মনুষ্য আত্মা’ ইতি লোক-বেদয়োঃ সামান্য-
করণেন ব্যবহারঃ । জাতি-ব্যক্ত্যানিয়মেন সহপ্রতীতিরূপয়োঃ চাক্ষু-
ষত্বাৎ ; আত্মনস্ত্রুচাক্ষুষত্বাক্ষুষা শরীরগ্রহণাবেলায়ামাত্মা ন গৃহ্যতে । পৃথগ্-
গ্রহণযোগ্যস্ত প্রকারতয়ৈকস্বরূপত্বং দুর্ঘটিমিতি মা বোচঃ । জাত্যাদিবৎ ত-
দেকপ্রয়োজনত্ব-তদ্বিশেষণত্বেঃ শরীরস্তাপি তৎপ্রকারতৈকস্বভাবত্বাবগমাৎ ।
সহোপলম্ব-নিয়মস্তেকসামগ্রীবেগত্বনিবন্ধন ইত্যুক্তম্ । যথা চক্ষুষা পৃথিব্যা-

ধাকা,) তাংতেই শরীরের আত্ম-প্রয়োজনাধীনতা সমর্থিত হয় । আত্মাই দেবতা ও
মনুষ্য (হম,) ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীর গুলি আত্মারই
প্রকার বা বিশেষণ (স্বৰ্ণ) । গবাদি-শব্দে যে, কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তিকেও
বুঝায়, উল্লিখিত আত্মেকাশ্রয়ত্ব প্রভৃতিই তাহার কারণ । আর এইরূপ সম্বন্ধ না থাকারই
দণ্ড-কুণ্ডলাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও মত্বার্থীয় প্রত্যয় (ইন্ প্রভৃতি) যোগে-‘দণ্ডী’ ‘কুণ্ডলী’
ইত্যাদিরূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধনকরিতে হয় । আর দেব-মনুষ্যা-দি-শরীর গুলি
স্বভাবতই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মারই প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মারই বিশেষণ ;
এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগে ‘দেবাত্মা’ ও ‘মনুষ্যাত্মা,’ এইরূপ সামান্যিকরণে
(অভেদ রূপে) ব্যবহার হইয়া থাকে । জাতি ও মনুষ্যা-দি দেহ, উভয়ই চক্ষুগ্রাহ্য সূতরাং
সর্বদাই তদ্বস্তুর একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, আত্মা চাক্ষুয (চক্ষুর গ্রাহ্য) নহে,
এই কারণে চক্ষুদ্বারা দর্শনের সময় কেবল শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্মা দৃষ্ট হয় না, [এই কারণে
সর্বদা উভয়ের অভেদ প্রতীতি না হইয়া, পৃথক্ প্রতীতি হয়] আর যে, পৃথক্ প্রতীতিগম্য
পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যে দুইটি পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয়, তদ্বস্তুর
মধ্যে একটা কখনও অপরটির প্রকার বা বিশেষণ হইতে পারে না ; একথা বলিতে পার না
কেন না, একমাত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়-আত্মার প্রয়োজন-সাধনে নিমুক্ত থাকায়—এবং
আত্মারইবিশেষণভাবে ব্যবহার হওয়ার ঠিক জাত্যা-দি পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব
বৃদ্ধিতে পারা যায় যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ-কারণ এক, সেখানেই সহোপলম্বের নিয়ম, অর্থাৎ
সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রতীতি অবশ্যস্তাবিনী ; একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যেমন
গন্ধ ও রস পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইলেও চক্ষু দ্বারা পৃথিবী-দর্শন সময়ে তাহার স্বাভাবিক

(*) দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাং ইত্যাদিঃ, স্বভাবাৎ ইত্যন্তোৎপত্তিঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে । (ঙ) পুস্তকে
তু — তদেকপ্রয়োজনত্বাৎ, তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ ইতি ভিন্নপ্রকারঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

দেৰ্গন্ধরসাদিসম্বন্ধিহং স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে, এবং চক্ষুষা গৃহ্যমাণং শরীরমাত্মপ্রকারতৈকস্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে ; আত্ম-গ্রহণে চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাৱাৎ । নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ । তৎ-প্রকারতৈকস্বভাবত্বমেব সামান্যাদিকরণ্যনিবন্ধনম্ । আত্মপ্রকারতয়া প্রতি-পাদনসমর্থস্ত শব্দঃ সত্বেব প্রকারতয়া প্রতিপাদয়তি ॥১১৩॥

নমু চ, শাব্দেহপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে, ইতি নাত্মপর্যন্ততা শরীরশব্দস্য । নৈবম্ ; আত্মপ্রকারভূতৈশ্চৈব শরীরস্য পদার্থতা-বিবেকপ্রদর্শনায় নিরূপণাৎ (৫) নিষ্কৰ্ষক শব্দোহয়ম্ ; যথা গোত্ৰং শুক্লত্বমাকৃতিগুণ ইত্যাদিশব্দাঃ । অতো গবাদিশব্দবৎ দেবমনুষ্যাশিশব্দা-

গুণ, গন্ধ ও রস দৃষ্ট হয় না : [কারণ, গন্ধ ও রস চক্ষুর গ্রাহ্য নহে], তেমনি শরীর স্বভাবতঃ আত্মার বিশেষণীভূত হইলেও চক্ষুর দ্বারা শরীর-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসংসৃষ্ট আত্মার দর্শন হয় না ; কারণ, আত্ম-দর্শনে চক্ষুর সামর্থ্য নাই । সুতরাং একসঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতার (আত্ম-বিশেষণভাবের) অভাব হইতে পারে না । আর আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই শরীর ও আত্মার অভেদ-প্রয়োগ হয় । শব্দই শরীরের আত্ম-বিশেষণত্ব-প্রতিপাদনে সমর্থ ; এই কারণে শব্দই শরীরকে আত্মার বিশেষণ-রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

১১৪। ভাল, শব্দব্যবহারেও ত দেখা যায়, ‘শরীর’ শব্দে কেবল দেহমাত্র অর্থই বুঝায়, আত্মপর্যন্ত অর্থ বুঝাইতে ত কোথাও দেখা যায় না । না,—এ কথাও হইতে পারে না ; শরীর যে, আত্মার বিশেষণভাবেই পদার্থ-সংজ্ঞা লাভ করে, [আত্ম-বিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না] ‘শরীর’ শব্দটি তাহারই নিষ্কৰ্ষক বা পরিচায়ক মাত্র ; সুতরাং আত্মপর্যন্ত অর্থ স্বীকার না করিলে উহার কোনরূপ ব্যবহারই চলিতে পারিত না । [কেবল যে, শরীর শব্দেই এইরূপ, তাহা নহে,] গোত্র, শুক্লত্ব, আকৃতি (চেহারা) ও গুণ প্রভৃতি বচক শব্দও এইরূপ বিশেষণভাবে বিশেষ্য পাস্ত অর্থ প্রতীতি করিয়া থাকে (১৮) । অতএব, গবাদি শব্দের ভাষ্য দেব-মনুষ্যা প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মাত্মক পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে ।

(৫) নিরূপকাত্মা ইতি (ক, খ) পাঠঃ । নিষ্কৰ্ষ-ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৩৮) তাৎপৰ্য্য,—জ্যোতিষাচর গোত্র প্রভৃতি শব্দ ও গুণবাচক শুক্লত্ব প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও আপাততঃ জাতি ও গুণমাত্র অর্থবুঝায় সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দ জাতি ও গুণের আশ্রয়রূপে বিশেষ্য পণ্ড্য অর্থই বুঝায় । ‘গোত্র’ বলিলেই গোত্রবিশিষ্ট গোর প্রতীতি না হইলে যেমন বাক্যার্থবিশ্রাসই হয় না ; ‘শুক্ল’ বলিলেও গুণের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয়ীভূত ঘটপটাদি কোন একটি বিশেষ্য পদার্থের প্রতীতি না হইলে ঐ বাক্য অসমাপ্ত বলিয়া মনে হয় । এইরূপ শরীর-শব্দে যেমন শরীর অর্থ বুঝায়, তেমনি তদাশ্রয়রূপে আত্মাকেও বুঝায়, এবং শরীর বলিলেই প্রতীতি হয় যে, উহা আত্মার একটি প্রকারণ বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে । সুতরাং শরীর বলিলে যেমন দেহের প্রতীতি হয়, তেমন তদাশ্রয়রূপে আত্মাও প্রতীতি হইয়া থাকে ।

আত্মপর্যন্তাঃ । এবং দেবমনুষ্যাदि-পিণ্ডविशिष्टानां जीवानां परमात्म-शरीर-
तया तत्प्रकारत्वात् जीवात्त्वादिभिः शब्दाः परमात्मपर्यन्ताः । अतः परम-
ब्रह्मणः प्रकारतयैव चिदचिद्वस्तुनः पदार्थत्वमिति तत्सामानाधिकरण्येन
प्रयोगः । अयमर्थो वेदार्थसंग्रहे समर्थितः । इदमेव शरीरात्त्वाव-
लक्षणं तादात्म्यम् (च) “आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ।” [ब्रह्म सू०
४।१।३] इति वक्ष्यति । “आत्मेत्येव तू गृहीयात्” इति च वाक्य-
कारः (३९) ।

অত্রেদং তত্ত্বম্,— অচিদ্বস্তুনশ্চিদ্বস্তুনঃ পরমাত্ম চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন
ভোক্তৃত্বেন চেশিতৃত্বেন স্বরূপবিবেকমাত্মঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ,—

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিন্শ্চাত্মো মায়য়া সম্বিরুদ্ধঃ ।

মায়্যাং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥” [শ্বেতাশং, ৪।৯-১০]
“ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ । ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ ।” [শ্বেতাশং,

এইরূপ, দেব-মনুষ্যাदि দেহধারী জীব-নিবহণ পরমাত্মার শরীরস্থানীয় ; সুতরাং জীব-বোধক
শব্দসমূহও পরমাত্মাকে পর্যাণ্ত বুঝাইয়া থাকে । অতএব, স্বয়ং জড়ময় বস্তু-সমষ্টি পরব্রহ্মের
বিশেষণভাবেই বস্তুত্ব লাভ করে, এই হেতু পরব্রহ্মের সহিত জগতের সামানাদিকরণা
বা অভেদ-প্রয়োগ হইয়া থাকে, (‘কিন্তু এ প্রয়োগ উভয়ে একই নিবন্ধন নহে’) । এই
বিষয়টী বেদার্থ-সংগ্রহনামক গ্রন্থে সমর্থন করা হইয়াছে । ‘মুক্ত পুরুষেরা ব্রহ্মকে
আত্মা বলিয়া প্রাপ্ত হন, এবং শ্রুতিও এইভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন ।’ এই হুত্রে
স্বয়ং সৃষ্টকারণও এই শরীরাত্মভাবকণ তাদাত্ম্য বা অভেদই নির্দেশ করিবেন । বাক্যকাবও
বলিয়াছেন যে, ‘ব্রহ্মকে ‘আত্মা’ বলিয়াই গ্রহণ করিবে ।’

ইহার গূঢ় রহস্য এই,—জগতে জীবিত পদার্থ আছে,—(১) অচিৎ (জড়), (২) চিৎ (জীব),
এবং (৩) পরব্রহ্ম । তন্মধ্যে, অচিৎ জড়—ভোগ্য, চিৎ—ভোক্তা, আর পরব্রহ্ম তৎসমূহের
পরিচালক—ঈশ্বর । এইরূপে কতকগুলি শ্রুতি অচিৎ, চিৎ ও পরব্রহ্মের স্বরূপগত বিভাগ
প্রদর্শন করিয়াছেন । সেই সকল শ্রুতি এই—‘মায়াদীপ্তর ব্রহ্ম ইণ্ড হইতেই এই জগৎ-
সৃষ্টিকরেন ; সেই জগতেই আবার জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয় । মাযাকে প্রকৃতি (জগতের
উপাদান) বলিয়া এবং মায়াকে (ব্রহ্মকে) মহেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে ।’ ‘ক্ষর
অর্থাৎ বিকারশীল পদার্থ সকল প্রধান বা প্রকৃতিস্বরূপ, আবদ্ধ হই অমৃত অক্ষর স্বরূপ ।
এক (অবিতীয়) দেব (পরমেশ্বর) সেই ক্ষর ও অক্ষর—আত্মাকে শাসনে রাখেন । এই

(চ) ভাবতাদাত্ম্যম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৩৯) ব্রহ্মসূত্রস্ত বৃত্তিকারঃ ‘বাক্যকার’-নামা প্রদিক্ ।

১।১০]। “অমৃতাক্ষরং হরঃ” ইতি ভোক্তা নির্দিষ্ট্যতে। প্রধানমাত্মনো ভোগ্যত্বেন হরতীতি হরঃ। “স কারণং করণাধিপাধিপঃ, ন চাস্ম কশ্চিভ্জনিতা নচাধিপঃ।” [শ্বেতাস্বং, ৬।৯]। “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণ-গোশঃ।” [শ্বেতাস্বং, ৬।১৬]। “পতিং বিশ্বস্থাত্ত্বেশ্বরং শাস্ত্বতং শিবমচ্যু-তম্।” [মহানারায়ণং, ১।১৩]। “জ্ঞাত্ত্বো দ্বাবজাবীশানীশো।” [শ্বেতাস্বং, ১।৯]। “নিত্যো নিত্যানাম্, চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।” [কঠং, ৫।১৩]। “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারকং মহা।” [শ্বেতাস্বং, ১।১২]। “তয়োৱন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদ্বভ্যনগ্নম্যোহভিচাকশীতি।” মণ্ডং, [৩।১১]।

“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারকং মহা জুষ্ঠস্ততাত্ত্বনামৃতত্বমেতি।” [শ্বেতাস্বং, ১।৬] “অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্, বহ্বীং প্রাণং (ছ) জনয়ন্তী সুরুপাম্। অজো হ্যেকো জুষ্মাণোহনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥”

[মহানারায়ণং, ১০।৫]।

ঋতিতে ‘অমৃতাক্ষর হর’ কথায় ভোক্তা—জীবের নির্দেশ করা হইয়াছে। কেন না, স্বীয় ভোগের জন্ত প্রধান (কর—জগৎকে) হরণ অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করেন : এই কারণে ভোক্তাকে ‘হর’ বলা হইয়া থাকে। ‘তিনি (পরমেশ্বর) সকলের কারণ এবং দেহৈজ্জিয়াধিপতি আত্মারও অধিপতি, ইহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।’ ‘তিনি প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) পতি এবং ত্রিগুণের ঈশ্বর।’ ‘তিনি বিশ্ব-পতি, আত্মার ঈশ্বর, নিত্য-একরূপ, কলাগময় ও অচ্যুত, অর্থাৎ অবিকৃতস্বভাব।’ ‘অজ (জন্মরহিত), পদার্থ দুইটি ; তন্মধ্যে একটি জ্ঞ (চেতন), অপরটি অজ্ঞ (অচেতন), এবং একটি প্রভু, অপরটি অধীন। ‘যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন (চৈতন্যসম্পাদক), এবং যিনি এক হইয়াও বহুবিধ ভোগাবস্তা বিধান করেন।’ ‘ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও তৎপ্রেরক ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া—তাহাদের—উভয়ের মধ্যে একটি (জীব) সুদৃঢ় কর্তৃক ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ করেন না। কেবল সাক্ষিরূপে উহা দর্শন করেন মাত্র।’ ‘জীব আপনা হইতে পৃথক্ ও প্রেরক ঈশ্বরকে মনন করিয়া এবং তাঁহার অগ্রগৃহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।’ ‘নিজের অমুরূপ, বহুপ্রকার (বস্তুর) সৃষ্টি-কারিণী, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণ, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মকা, জন্মরহিত ও এক প্রকৃতিকে একটি অজ (আত্মা) প্রীতিপূর্বক অনুসরণ করে, অর্থাৎ সংসারী হয় ; অপর অজ (মুক্ত আত্মা) যথোপযুক্ত ভোগ শেষ করিয়া ইহাকে (প্রকৃতিকে) পরিত্যাগ করেন।’ ‘জীব পরমাত্মার

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুফং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্মা মহিমানমিতি (*) বীতশোকঃ ॥”

শ্বেতাশ্ব০, ৪।৭] ইত্যাদিঃ ।

স্মৃতাৱপি—“অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষণা ।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ॥

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।” [গীতা০, ৭।৪-৫]

“সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ॥

কল্পক্ষেয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্ফজাম্যহম্ ।

প্রকৃতিং স্বামবক্ভ্য বিস্ফজামি পুনঃ পুনঃ ॥

ভূতগ্রামমিমাং কংসমবশং প্রকৃতের্বশাং ।” [গীতা০, ৯।৭-৮]

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥” [গীতা০, ৯।১০]

“প্রকৃতিং পুরুষমকৈব বিদ্ব্যানাদৌ উভাবপি ॥” [গীতা০, ১৩।১৯]

“মম যোনির্মহদ্রক্ষা তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥” [গীতা০, ১৪।৩] ইতি ॥

মঙ্গে একই লেহ-বৃক্ষে প্রারম্ভ খাটকর। অনৈখ্য-নিবন্ধন মোহগ্রস্ত হইয়া শোক-দুঃখ ভোগ করে। ‘আরাধিত বা প্রীতস পন্ন [জীব] অপরা (নিজ হইতে পৃথক্) ঈশ্বরকে যখন দর্শন করিতে পারে, তখন বীত-শোক হইয়া তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হয়।’ ইত্যাদি ॥

স্মৃতিতেও আছে, ‘[পঞ্চভূত, মনঃ, বুদ্ধি ও] অহঙ্কার, এই অষ্টদা বিভক্ত আমার প্রকৃতি, পরন্তু ইহা আমার অপরা (বহিরঙ্গ) প্রকৃতি । হে মহাবাহো—অর্জুন ! জানিও এতদ্ভিন্ন আমার আরও একটা ‘পরা’ প্রকৃতি আছে, তাহা জীবস্বরূপ এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত (বক্ষিত আছে) ।’ ‘হে কুন্তিনন্দন ! কল্প-ক্ষেয়ে (সৃষ্টির নির্দিষ্ট কাল শেষ হইলে) সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং কল্পের প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সকল ভূতকে সৃষ্টি করি। আমি আমার প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অধীন এবং কণ্ঠ-পরতন্ত্র এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি ।’ ‘প্রকৃতি আমারই প্রেরণায় চরাচরাশ্রক জগৎ প্রসব করে। হে কুন্তিনন্দন ! এই কারণেই এই জগৎ চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই অনাদি বলিয়া জানিও ।’ ‘আমার অভিযুক্তিস্থান’ যে মহৎ ও ত্রক্ষ (ব্যাপক প্রকৃতি), তাহাতে আমি সর্বভূতের গর্ভ (বীজভাব) স্থাপন কার। হে ভারত, তাহা হইতেই

জগদ্যোনিভূতং মহদ্ ব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃতাণ্যং ভূতসূক্ষ্মমচিদ্বস্ত যৎ ;
তস্মিন্ চেতনাখ্যং গৰ্ভং সংযোজয়ামি । ততো মংকৃতাচ্চিদচিৎসংসর্গাৎ
দেবাদিস্বাবরান্তানামচিন্মিশ্রাণাং সৰ্বভূতানাং সম্ভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৪॥

এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সৰ্বাবস্থাবস্থিতয়োঃ চিদচিতোঃ
পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্নেন তদপৃথক্স্থিতিং পরমপুরুষস্য চাত্মহ-
মাত্ত্বঃ কাশ্চন শ্রুতম্,—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যামন্তরো, যঃ পৃথিবী
ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি” ইত্যারভ্য,—“য-
আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরম্, য-
আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্ভাম্যমৃতঃ” ইতি । তথা, “যঃ
পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবী ন বেদ” ইত্যারভ্য-(*)
“যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, যঃ মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব-

সৰ্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ।’ ভগবান্ বলিতেছেন—‘মদীয় প্রকৃতিসংজ্ঞক যে, ভূত-
সূক্ষ্মরূপ জড় বস্তু ; তাহাতেই আমি চেতনাত্মক গৰ্ভ সংযোজিত করি । আমার কৃত সেই
চেতনাচেতন সঙ্গ বশতই দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া হাবর পর্যন্ত, চেতনাচেতন-
সমবিত সৰ্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ; ইহাই শেষ শ্লোকের অর্থ ॥ ১১৪ ॥

১১৫ । চেতন জীবসমূহ ভোক্তা, আর অচেতন জড়বর্গ তাহাদের ভোগ্য ; এইপ্রকার
ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থিত এবং সৰ্বাবস্থায় একরূপে বর্তমান চিৎ ও অচিৎ বস্তুসমূহ,
যখন পরম পুরুষ ভগবানেরই শরীর, এবং শরীর বলিয়াই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয় ;
তখন তাঁহা হইতে এসকলের পৃথকরূপে অবস্থান করিবারও শক্তি নাই ; এই কারণে
নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রুতি সেই পরমপুরুষকে ‘আত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
যথা—‘যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, অথচ
পৃথিবীই যাহার শরীর, এবং যিনি [পৃথিবীর] অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযমিত করেন।’
এহ হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহার
শরীর, অথচ আত্মা যাহাকে জানে না ; যিনি [আত্মার] অভ্যন্তরে থাকিয়া (অন্তর্ধ্যামিক্রমে)
আত্মাকে (জীবকে) পরিচালিত করেন ; সেই অন্তর্ধ্যামী অমৃত পুরুষই তোমার আত্মা ।’ ইতি ।
আরও আছে,—‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, পৃথিবী যাহার শরীর, এবং পৃথিবী
যাহাকে জানে না, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, মৃত্যু
যাহার শরীর এবং মৃত্যু যাহাকে জানে না ; তিনিই সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ,

(*) যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্তাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ ইত্যর্থঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

ভূতা(*)স্তরাণ্ণাপহতপাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ ।” [স্ববালং, ৭]।
 অত্র মৃত্যুশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্বস্তু অভিধীয়তে; অস্থামোবোপ-
 নিষদি—“অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে” ইতি বচনাৎ।
 “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাঙ্গা,” [যজুরারণ্যকং, ৩ প্রঃ, ১১২১]।

এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব
 কার্যাবস্থ-কারণাবস্থ-জগৎরূপেণাবস্থিত ইতিমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতয়ঃ
 কার্যাবস্থং কারণাবস্থং জগৎ স এবোক্ত্যাছঃ;—“সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ
 একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ প্রজায়েয়” ইতি, “তৎ তেজোহ-
 সৃজত” ইত্যারভ্য—“সন্মূলাঃ” সোমোম্যাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ
 সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্। তৎ সত্যম্। স আত্মা।
 তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো” ইতি [ছান্দোং, ৬২, ১৮, ৬]। তথা “সোহকাময়ত

অলৌকিক, দ্যুতিসম্পন্ন এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।’ এখানে ‘মূহূ’ শব্দে ‘তমঃ’-শব্দবাচ্য
 ভূতস্বরূপে অবস্থিত অচিৎ পদার্থ (জড়বস্তু) অভিহিত হইয়াছে। কারণ, এই ‘স্ববাল’
 উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত ভূতসকল অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর আবার তমে
 অর্থাৎ হৃদভূতে বিলীন হয়। আরও আছে,—সর্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান [সকলের]
 অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক জনগণের শাসন করিয়া থাকেন।’

এই প্রকারে দেখা যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থসমূহ যে অবস্থায় থাকুক না কেন,
 পরমপুরুষ পরমাত্মার শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ঐ সকল পদার্থকে তাঁহার
 প্রকার বা ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। [ধর্ম যখন ধর্মী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে,
 তখন] চেতনাচেতনময় জগৎ কার্যাবস্থায়ই থাকুক আর কারণাবস্থায়ই থাকুক, পরমপুরুষ-
 পরমাত্মা নিশ্চয়ই জগৎ-রূপে অবস্থান করেন; এই তাৎপর্য্য জ্ঞাপনার্থই কতকগুলি শ্রুতি
 কার্য ও কারণাবস্থ জগৎকে পরমপুরুষ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ পরমাত্মা ও
 জগতের অভেদ খ্যাপন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই,—‘হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্বে এই
 জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করণে ছিল। সেই সং-ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—‘আমি বহু হইব এবং
 জগিব। তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ক’থিত হইয়াছে যে,—‘হে
 সোম্য! সং-ব্রহ্মই জায়মান সমস্ত পদার্থের মূল বা উৎপত্তির কারণ, আশ্রয় ও বিলয় স্থান।
 এই সমস্ত জগৎই এই সংস্করণ; তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা; হে শ্বেতকেতো!
 তুমিও সেই আত্মস্বরূপ।’ আরও আছে,—‘তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব,

—বহু স্রাং প্রজায়েয়” ইতি । “স তপোহতপ্যত ; স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত” ইত্যারভ্য—“সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [তৈত্তি০, ৬।২-৩] ইত্যাদ্যাঃ ।

অত্রাপি শ্রুতান্তরসিদ্ধিশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষস্ত চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ । “হন্তাহমিমান্সিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ । তদনু-প্রাবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [ছান্দো০, ৬।৩.২] ইতি চ । “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রাবিশ্য” ইতি জীবস্ত ব্রহ্মাত্মকত্বং—“তদনুপ্রাবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ”, “বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাদাত্ম-শরীরভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে । এবম্ভূতমেব নাম-রূপব্যাকরণং “তন্নেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইত্যত্রাপ্যুক্তম্ । অতঃ কার্যাবস্থাঃ কারণাবস্থচ্চ স্থূল-

জন্মিব, তিনি তপস্তা করিয়াছিলেন ; তিনি তপস্তা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘সত্যরূপ ব্রহ্মই সত্য ও অসত্য হইয়াছিলেন।’
ইত্যাদি ॥

মপরাপর শ্রুতিতে বে, চিৎ, অচিৎ ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিবেক, অর্থাৎ
স্বরূপগত পার্থক্য সমর্থিত হইয়াছে ; তাহাই এই ছানোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্মরণ
করাইয়া দেওয়া হইয়াছে । যথা—‘আমি (পরমেশ্বর) এই জীবাত্মারূপে এই ভূতব্রহ্মের
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকৃতি) প্রকটিত করিব।’ ইতি । এবং ‘তিনি তাহা
সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সূত্র (পরোক্ষ) ও তাত্ত্ব (অপ-
রোক্ষ) হইলেন । বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (জড়পদার্থ) এবং সত্য ও অন্তত স্বরূপ
(মিথ্যা) হইলেন।’ ইতি । এখানে ‘তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক সূত্র ও তাত্ত্বরূপ ধারণ এবং
বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকটনের উল্লেখ থাকায়—বুঝা যায় যে, ‘এই জীবরূপে
প্রবিষ্ট হইয়া—’ এই শ্রুতিতেও ঠিক সেই অর্থই উক্ত হইয়াছে ; অতএব বুঝিতে হইবে,
জীবের যে ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়াছে ; জীবও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবই তাহার একমাত্র
কাৰণ ; নচেৎ উভয় শ্রুতিব একার্থতা রক্ষা পায় না । আর, ‘তখন (সৃষ্টির পূর্বে)
এই জগৎ অব্যাকৃতভাবে বা অস্পষ্টাবস্থায় ছিল ; অনন্তর তাহাই নাম ও রূপে অভিবাঙ্ক
হইল।’ এই শ্রুতিতেও ঐরূপ নাম-রূপাভিব্যক্তির কথাই স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে ।
অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্যরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত, স্থূল-সূক্ষ্ম ও চেতনাচেতন বস্তু-

সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ পরমপুরুষ এবৈতি কারণাৎ (*) কার্যস্থানশ্চৈব কারণ-বিজ্ঞানেন কার্যস্থ বিজ্ঞাততয়া এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানঞ্চ সমীহিতমুপপন্নতরম্ । (+) “অহমিমান্সিত্ত্বো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানু-প্রবেশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি, “তিস্রো দেবতাঃ” ইতি সর্বমচিদ্বস্তু নির্দিষ্ট্য তত্র স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেন নাম-রূপব্যাকরণবচনাৎ সর্বৈ বাচকাঃ শব্দা অচিজ্জীববিশিষ্ট-পরমাত্মন এব বাচকা ইতি কারণাবস্থ-পরমাত্মবাচিনা শব্দেন কার্যবাচিনঃ শব্দস্য সামান্যাদিকবণ্যং মুখ্যরত্নম্ । অতঃ সূক্ষ্মসূক্ষ্ম-চিদচিৎপ্রকারকং ব্রহ্মৈব কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ । সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ ব্রহ্মৈব কারণমিতি ॥

সমূহ পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই শরীর । [অতএব, তিনি কারণ, জগৎ তাঁহার কার্য্য ।] কার্য্য কখনই কারণ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন নহে ; কাজেই কাবণস্বরূপ ভগবানকে জানিলেই তাৎকার্য্য সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে ; সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান, বাহ্য অভিলষিত, তাহাও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন বা সমর্থিত হয় । “অহম্ ইমাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি “তিস্রো দেবতাঃ” ইত্যাদি পদ দ্বারা (+) সমস্ত জড়পদার্থের নির্দেশ করিয়া তাহাতেই আবার স্বরূপ জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করিয়াছেন । ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাচক বা অর্থবোধক শব্দ মাত্রই যে-কোনরূপেই হউক, নিশ্চয়ই পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে, (নচেৎ সর্বভাবার্থবোধক শ্রুতিসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যায়) । অতএব, কারণাবস্থাপন্ন পরমাত্ম-বোধক শব্দের (‘তৎ’ প্রভৃতি পদের) সহিত কার্য্যাবস্থাবোধক শব্দের (জীব-বোধক ‘ত্বং’ প্রভৃতি পদের) সামান্যাদিকরণ্য বা অভেদোক্তি অবাধে উপপন্ন হয় । অতএব, বুঝিতে হইবে, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম ও চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মৈব প্রকার বা ধর্ম্ম (অবস্থাবিশেষ), ব্রহ্ম নিজেই কার্য্য ও কারণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগতের উপাদান কারণরূপে বিরাজ করিতেছেন । অতএব, সূক্ষ্মই হউক, আর চেতনই হউক, কিংবা অচেতনই হউক, সেই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্মই তৎসমুদয়ের কারণ ; অপর কোনও কারণ নাই ।

(*) কার্য্যং কারণশ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) (ক, খ) পুস্তকयो: ‘হস্তাহম্’ ইতি পাঠো দৃষ্ট্যে, টীকারান্ত নৈবমুপপত্ত্যতে ; অতঃ (ঘ) পুস্তক-সম্মতঃ পাঠএব পরিগৃহীতঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—ছান্দোগ্যোপনিষদে “তিস্রঃ দেবতাঃ” কথাই অর্থ—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, এই ত্রয় । যদিও এখানে তিনটী মাত্র ভূতের উৎপত্তির কথা থাকুক, তথাপি তৈত্তিরীয় উপনিষদ পঞ্চভূতেরই উৎপত্তির কথা আছে । তাহার সহিত সমানার্থ রক্ষার জন্য এখানেও ‘তিস্রঃ’ পদেরই ‘পঞ্চ’ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকায় জড় ভূতকেও ‘দেবতা’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

ব্রহ্মোপাদানত্বেহপি সজ্জাতোপাদানত্বেন চিদচিত্তোত্র ক্কাশ্চ স্বভাবা-
সঙ্করোহপ্যুপপন্নতরঃ । যথা—শুক্র-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু সজ্জাতোপাদানত্বেহপি
চিত্রপটস্থ তন্তুতন্তুপ্রদেশঃ এব শৌক্যাদিসম্বন্ধ ইতি কার্যাবস্থায়ামপি ন
সর্বত্র বর্ণসঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসজ্জাতোপাদানত্বেহপি জগতঃ কার্যাব-
স্থায়ামপি ভৌতৃত্ব-ভোগ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বাদ্ভাসঙ্করঃ । তন্তুনাং পৃথক্ (*) স্থিতি-
যোগ্যানাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া (†) কদাচিৎ সংহতানাং কারণত্বং কার্যত্বঞ্চ ।
ইহ তু সর্বাবস্থাবস্থয়োঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন চিদচিত্তোন্তত্বপ্রকারত্বৈব
পদার্থত্বাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্বদা সর্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ ।
স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যাঃ । এবং চ সতি, পরস্ত ব্রহ্মণঃ

‘[এখন শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, এবং জগৎ যদি তাঁহারই
পরিণাম হয়, তাহা হইলে উভয়ের ধর্ম বা গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হয় না কেন? তাহার উত্তরে
বলিতেছেন,—পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সজ্জাত বা চেতনা-
চেতন সমষ্টিই জগতের উপাদান; সেই কারণেই চেতনাচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে নিজ নিজ স্বভাব
(ধর্মগুণ) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র—শুক্র, রক্ত ও রক্তবর্ণ সূত্রে
নির্মিত হইলেও—অর্থাৎ সেই নানাবর্ণের সূত্র সমষ্টি সেই বস্ত্রের উপাদান হইলেও বস্ত্রের ভিন্ন
ভিন্ন অংশেই শুক্রাদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্ত্রের সর্বোংশে সর্ববর্ণের সংক্রমণ হয় না;
তেমনি চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর, এতৎসমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও জগতে ভৌতৃত্ব,
ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব-(পরিচালকতা) প্রভৃতি ধর্মের পরস্পরে সংক্রমণ হয় না। তবে এইমাত্র
বিশেষ যে, বস্ত্রের উপাদান তন্তুসমূহ পৃথক পৃথক থাকে ও থাকিতে পারে, কর্তার ইচ্ছানুসারে
সময় বিশেষে সংহত বা সাম্মিলিত হইরা থাকে; অতএব, ঐ তন্তুসমূহ কারণবস্থা ও কার্যাবস্থা,
উভয় ভাবেই অবস্থান করে;—অর্থাৎ যখন অসংহত বা পৃথক পৃথক থাকে, তখন ঐ তন্তু
সকল কারণবস্থা, আর যখন সংহত বা মিলিতভাবে থাকে, তখন বস্ত্ররূপে কার্যাবস্থা প্রাপ্ত
হয়। এখানে কিন্তু, চেতন ও অচেতন বস্তু সমূহ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন,
সর্বাবস্থায়ই পরমপুরুষের (ভগবানের) শরীরস্থানীয়; সূত্ররূপে পরমপুরুষের প্রকার বা ধর্ম-
রূপেই ঐ সকল পদার্থ সর্বদা অস্তিত্বলাভ করে, অর্থাৎ পরমপুরুষের শরীর না হইয়া উহার
থাকিতেই পারে না; এই কারণে সেই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন পরমপুরুষ পরমাত্মা
চিরকালই ‘সর্ব’-শব্দে অভিধানযোগ্য, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ সাফা বা পরোক্ষভাবে তাঁহাকে
বুঝাইতে পারে। তবে স্বভাব বা নিজ নিজ ধর্মের প্রভেদ থাকা ও সেই সকল ধর্মের
পরস্পরে লক্ষ্মণ না হওয়া সেখানে ও এখানে (তন্তু ও পটে এবং চেতনাচেতন ও

(*) পৃথক্ প্রতীতিযোগ্যাম্ভাব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) পুরুষেচ্ছয়া ইতি (গ) পাঠঃ ।

কার্যানুপ্রবেশেহপি স্বরূপানুথাভাবাভাবাদবিকৃতত্বমুপপন্নতরম্ । স্থূলাবস্থায়
নামরূপবিভাগ-বিভক্ত্যু চিদচিদ্বস্তন আত্মতয়াবস্থানাং কার্যত্বমুপপন্ন-
তরম্ ; অবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্যতা ॥১১৫॥

নিগুণবাদাশ্চ পরম্ব ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্ভবাদুপপত্তন্তে । “অপহত-
পাপা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকোহবিজিঘৎসোহপিপাসঃ” ইতি হেয়গুণান্
প্রতিষিধ্য, “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীযং শ্রুতি-
রেবাশ্রিত্য সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি ॥

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতিবাদাশ্চ সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তেরখিলহেয়প্রত্যনীক-
কল্যাণগুণাকরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিজ্ঞানৈকনিরূপণীয়ং স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞান-

ব্রহ্মে) সমান—কিছুমাত্র বিশেষ নাই । এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই, কার্যভূত জগতের
অভ্যন্তরে প্রবেশের পরও যে, ব্রহ্মের অবিকৃতভাবে বা স্বাভাবিকরূপে অবস্থিতি, তাহা
সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হইতে পারে ; কারণ, ঐরূপে প্রবেশে কিঞ্চিৎমাত্রও তাঁহার স্বরূপের
অনুত্থাভাব বা বিকার ঘটে না । আর তিনিই যখন স্থূলাবস্থায়ুক্ত ও নামরূপকৃত বিভাগ-
সম্পন্ন চেতন ও অচেতনময় জগতের অত্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তদভিন্নভাবে
তাঁহার কার্যাবস্থাও সম্যক্রূপে সঙ্গত হয় ; কেননা, অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম কার্যত্ব ।
[পরমপুরুষ যখন জগৎরূপ একটা পৃথক অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন নিশ্চয়ই উহা তাঁহার
কার্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং তাঁহাকে ‘কার্য’ বা ‘কার্যাবস্থাবিশিষ্ট’ বলিয়া
নির্দেশ করা অসঙ্গত হইতে পারে না] ॥ ১১৫॥

১১৬। শাস্ত্রে যে, ব্রহ্মকে ‘নিগুণ’ বলা হইয়াছে ; হেয়গুণের অসম্ভাবানবন্ধন তাহাও
উপপন্ন হয় । ‘তিনি ‘নিস্পাপ এবং জরা, মরণ, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-
ব্রহ্মের নিগুণত্ব নিরসন । রহিত’, এই শ্রুতি তৎসম্বন্ধে হেয়গুণ-সমূহের প্রতিষেধ করিয়া—
তাঁহাতে ‘সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প’ প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান
করিয়া নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও ব্রহ্মের ‘নিগুণত্ববাদ’ সাধারণভাবে কথিত
হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা যে, ব্রহ্ম-গত সমস্ত গুণেরই অভাব অভিহিত হইয়াছে,
অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে ;—পরন্তু জগতে যে সকল গুণ হেয় বা
নিকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ; ব্রহ্মে কেবল সেই সকল গুণেরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ।
[অতএব ‘নিগুণত্ব’-বোধক শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নিগুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না] ॥

আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহারও
কারণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও মঙ্গলময় সমস্ত
ব্রহ্মের জ্ঞান-রূপতা নিরসন । গুণের আশ্রয় ; জ্ঞান ভিন্ন কোন উপায়েই তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করা
বার না, এবং জ্ঞান যেমন স্বয়ং প্রকাশমান—স্বপ্রকাশ, তিনিও
ওঁহানি স্বপ্রকাশ (অপর কোন প্রকারের অপেক্ষা করেন না), এই উভয় কারণে

স্বরূপক্ষেত্ৰাভ্যাপগমাতুপপন্নতরঃ । “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ ।” [মুণ্ড০, ১।১।৯] । “পরাস্তু শক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮] । “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” । [বৃহদা০, ৬।৫।১৫] ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃত্বমাবেদয়ন্তি ; “সত্যং জ্ঞানম্” [তৈত্তি০, ১।১] ইত্যাদি-কাশচ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্ ॥

“সৌহকাময়ত—বহু শ্যাম্ ।” [তৈত্তি০, ৬।২] । “তদৈক্ষত—বহু শ্যাম্ ।” [ছান্দো০, ৬।২।৩] । “তন্মাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ।” [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইতি ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পাৎ বিচিত্রস্থির-চরস্বরূপতয়া নানাপ্রকারমবস্থিতমিতি তৎ-প্রতীকীকৃতকালক-বস্তুনানাত্মত্বমিতি তৎপ্রতিষিধ্যতে,—“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্যতি । নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।” [কঠ০, ৪।১০—১১] । “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি । যত্র ব্রহ্ম সৰ্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ”

(জ্ঞানৈকগম্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব হেতু) তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় ; কিন্তু ‘তিনি জ্ঞানরূপী’ বলিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় না । অতএব, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না, বরং সুসঙ্গতই হয় । কেননা, ‘যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববেত্তা,’ ইহার (পরমেশ্বরের) নানাবিধ পরা-শক্তি ও স্বভাবাস্ক জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হয় । ‘অরে মৈত্রেয়ি ! বিজ্ঞাতা—পরমেশ্বরকে কিসের দ্বারা জানিবে ?’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই জ্ঞাপন করিতেছে—জ্ঞানরূপত্ব নহে । আর ‘তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ’, ইত্যাদি শ্রুতিও তাঁহার জ্ঞানৈকগম্যত্ব (একমাত্র জ্ঞানগ্রাহিত্ব) ও স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধনই জ্ঞানস্বরূপতা নির্দেশ করিতেছেন, [কিন্তু তাঁহাও জ্ঞানরূপতা-নিবন্ধন নহে] ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব’, ‘তিনি আশোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব ।’ ‘তিনি নাম ও রূপে (আকৃতিতে) অভিযাক্ত হইলেন ।’ এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এক ব্রহ্মই নানাপ্রকার স্বাবর-জঙ্গমরূপে অভিযাক্ত হইয়া নানা-প্রকারে অবস্থান করিতেছেন । অতএব তদ্বিরুদ্ধ যে, অব্রহ্মভাবে বস্তু-গত নানাত্ব বা ভেদ-প্রতীতি, তাহা সত্য নহে । নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে এই অব্রহ্মাত্মক নানাত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে—‘যে লোক ইহাতে (জগতে বা ব্রহ্মে) নানাত্বের গায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’ ‘ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই ।’ ‘যখন বৈভের গায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে । কিন্তু, যখন এই সাধকের সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন আর সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে ? সে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে’ ইত্যাদি ।

[বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইত্যাদিনা । ন পুনঃ “এহ স্ম্যাং প্রজায়েয়” ইত্যাদি-
শ্রুতিসিদ্ধং স্বসঙ্কল্পকৃতং ব্রহ্মাণো নানানাম-(*) রূপভক্তে ন নানাপ্রকারত্ব-
মপি নিষিধ্যতে । “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাবুৎ” ইতি (†) নিষেধ-
বাক্যাদৌ চ তৎ স্থাপিতম্ । “সর্বং তং পরাদাৎ যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং
বেদা।” [বৃহদা০ ৪।৪।৬] । “তস্ত হ বা এতস্ত মহাতো ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতৎ,
যৎ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ” [স্ববাল০ ২ ॥ বৃহদা০, ৪।৪।১০] ইত্যাদি ॥

এবং চিদচিদীশ্বর্যাণং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদক বদন্তীনাং কার্য্যকারণ-
ভাবং কার্য্যকারণায়োরনন্তত্বং (‡) বদন্তীনাং সর্বাসাং শ্রুতীনামবিরোধঃ,

[কিত্ত] ‘আমি বহু হইব’ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসঙ্গ যে, ব্রহ্মের স্বেচ্ছা-সম্পাদিত, নানাবিধ নাম-
রূপঘটিত নানাবিধ রূপ; উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা যে, তাহাও প্রাতিষিদ্ধ হইতেছে, একরূপ বৃত্তিতে
হইবে না । ‘যে অবস্থায় এই সমস্তই সাধকের আত্মস্বরূপ হয়’ ইত্যাদি ভেদানবোধক বাক্যের
বিচার স্থলেই ‘যে লোক আত্মার অন্তর সর্ববস্তুর অস্তিত্ব মনে করে, সর্ব বস্তুই তাহাকে
প্রত্যক্ষিত করে; অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।’ ‘এই যে,
ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ, ইহা সেই যতঃ সঙ্গ মহান্—পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ তাহার
অবস্থাপ্রসূত।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এই সিদ্ধান্তটী ব্যবস্থাপিত বা সন্নিহিত হইয়াছে ॥ §

আর, চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে,
এবং উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব স্বরূপ ও কার্য্যকারণের, অভিন্নতাবোধক যে সমস্ত
শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির মধ্যে বাদও আপাততঃ বিরোধ প্রত্যক্ষ হয় সত্য; তথাপি

(*) নানানামভক্তে, নতি (খ) পাঠ: ।

(†) ইত্যাদি-নাম ইতি (ঘ) পাঠ: ।

(‡) ‘অনন্তত্বং চ বদন্তীনাং’ ইতি (গ, ঘ) পাঠ: ।

(§) তাৎপর্য্য,—উদাসিত “সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ” অর্থাৎ ‘তিনিই সৎ ও অসৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন,’
ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, জগতের যে কোন পদার্থ, সমস্তই তিনি, অথবা তিনিই জগতের
সমস্ত পদার্থ । কোন বস্তুও তাহা হইতে পৃথক্ বা আত্মীয় নহে । অতএব, জগতে বাচক বা অর্থবোধক
যে সকল শব্দ আছে, সে সকল শব্দ কোন অর্থ বুঝাইতে হইলেই সাক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে নিশ্চয়
পরমাত্মাকে বুঝাইবে । কারণ, তিনি সর্বাঙ্গক; ইতরাং ‘তৎ’ পদটী যেমন সাক্ষ্যে সম্বন্ধ পরমাত্মবাক্য,
তেমনি ‘হম্’ পদটীও সাক্ষ্যে সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষভাবেও পরমাত্মবাক্য হইতেছে । আলোচ্য ‘তৎ’ পদটী
ব্রহ্মের কারণাবস্থা বাচক, আর ‘হম্’ পদটী জীবরূপ কার্য্যাবস্থা-বাচক; ইতরাং ঐ ‘তৎ’ ও ‘হম্’ পদের
অভেদোক্তিতে কিছু মাত্র বাধা নাই ।

যদ্যৎ পরব্রহ্মই যখন সৎ ও অসৎরূপে জগতে বিরাজ করিতেছেন; তখন তিনিই সমস্ত জগতের উপাদান
কারণ; এবং জগৎ তাহারই কার্য্য । এই জগতেরও আবার দুইটী অবস্থা আছে; একটী কার্য্যাবস্থা,
অপরটী কারণাবস্থা । যেমন, মৃত্তিকা কার্য্যাবস্থা, আর ঘট তাহার কারণাবস্থা । এই জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে
সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, তখন জাগতিক কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা দুইটী ব্রহ্ম দৃষ্টকোণে প্রযোজ্য । এই নিমিত্ত ত্রয়ো
ব্রহ্মকে ‘কার্য্যাবস্থা’ ও ‘কারণাবস্থা’ বালগা উল্লেখ করিয়াছেন । যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাকে
‘উপাদান’ কারণ বলে । যেমন ঘটের উপাদান কারণ—মৃত্তিকা ।

চিদচিতোঃ পরমাত্মনশ্চ সর্বদা শরীরাত্মভাবম্, শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং
নাম-রূপবিভাগানর্হসূক্ষ্মদশাপত্তিম্, কার্যাদশায়াঞ্চ তদর্হস্থূলদশাপত্তিং বদ-
ন্ত্যভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়তে, ইতি ব্রহ্মজ্ঞানবাদস্তোপাধিকব্রহ্ম-ভেদবাদ-
স্থান্যস্থাপ্যপন্যায়মূলম্ (*) সকলশ্রুতিবিরুদ্ধম্ ন কথঞ্চিদপ্যবকাশো
দৃশ্যতে । চিদচিদোশ্রুত্যাং পৃথক্স্থভাবতয়া তত্তচ্ছ্রুতিসিদ্ধানাং শরীরাত্ম-
ভাবেন প্রকার-প্রকারিতয়া শ্রুতিভিরেব প্রতিপন্নানাং শ্রুত্যান্তরেণ কার্য-
কারণভাবপ্রতিপাদনং (†) কার্য-কারণয়োঃ প্রতাপাদনঞ্চ হবিরুদ্ধমিতি
সিদ্ধম্ ॥

যথা—আগ্নেয়াদীন্ যড়্ যাগানুৎপত্তিবাক্যৈঃ পৃথগুৎপন্নান্ সমুদায়ানুবাদি-
বাক্যদ্বয়েন সমুদায়দ্বয়ভ্রমাপন্নান্ (‡) “দর্শ পূর্ণমাসাম্ভ্যাম্” [কাত্যায়ন
শ্রৌত সূ., ৪-২।৪৭] ইত্যধিকারবাক্যং কামিনঃ কর্তব্যতয়া বিদধতি ;

চেতন, অচেতন ও পরমাত্মার সর্বদা শরীরাত্মভাব সম্বন্ধ, পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতনা'-
চেতন পদার্থসমূহের কাবণাবস্থায় নাম-রূপ-বিভাগবিহীন সূক্ষ্মদশালাভ এবং কার্যাবস্থায়
নাম-রূপ-বিভাগ-যোগা সূক্ষ্মদশা-পাপ্তি, ২২ পতিপাদক শ্রুতিসমূহের দ্বারা সেই বিরোধের
পরিহার বা মীমাংসা সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানবাদই হউক, বা ঔপাধিক ব্রহ্মভেদ-
বাদই হউক, অথবা আর কোন বাদই হউক, (§) এই সমস্ত বাদই অযুক্তমূলক ও সর্বশ্রুতি-
বিরুদ্ধ ; সুতরাং কোনকালে সে সকল 'বাদ'-কল্পনার সুযোগ দেখা যায় না। [অভিপ্রায়
এই যে,—‘চেতন, অচেতন ও দ্বিধের স্বভাব যে বিভিন্ন প্রকার, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ ; এবং
“দ্বিধরই আত্মা, চেতনচেতন-সমূহ তাঁহার শরীর” এই প্রকার ধর্ম-ধর্ম্মিভাব-বোধক শ্রুতিসমূহ
দ্বারাও উহা সমর্থিত ; সুতরাং অপর শ্রুতি অনুসারে যে, উহাদের কার্য-কারণভাব প্রতিপাদন
এবং কার্যকারণেব অভেদ নির্দেশ, তাহা কখনই বিরুদ্ধ হইতে পারে না ; ইহাই
প্রমাণিত হয় ॥

‘আগ্নেয়’ প্রভৃতি ছয়টি যাগ যেকোন প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি-বাক্যে (প্রথম বিধায়ক-
বাক্যে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইলেও পশ্চাৎ এই যাগসমষ্টিকে দুইটি বাক্যে দুই ভাগে বিভক্ত
করা হইয়াছে। শেষে পূর্বপ্রক্রান্তবোধক “দর্শ-পূর্ণমাসাম্ভ্যাম্” (দর্শ ও পূর্ণমাসনামক যাগ
করিবে), এই বাক্যে সেই সমুদয় যাগকেই কামী বা ফলাভিলাষী পুরুষদিগের সম্বন্ধে কর্তব্য-

(*) অন্তস্থাপ্যস্তায় ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) কার্যকারণভাবপ্রতিপাদনম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) দর্শপূর্ণমাসাম্ভ্যাম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য,—যে মতে ব্রহ্মভেদও অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহাকে ‘ব্রহ্মজ্ঞানবাদ’ বলা
হইয়াছে। যে মতে বলা হয়—ব্রহ্ম এক, অথবা, কেবল মায়া উপাধিযোগে তাঁহার ভেদ কল্পিত হয় মাত্র ;
সেই মতকে ‘ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদ’ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এনকলগ্ শব্দর মতের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক মত
ভেদমাত্র ।

তথা চিদচিদীশ্বরান্ বিবিক্তস্বরূপস্বভাবান্ “ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ”, [শ্বেতাশ্বং ১।১০]। “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি গুণেশঃ (†)।” “পতিং বিশ্বাত্মেশ্বরম্। আত্মা নারায়ণঃ পরঃ।” [নারায়ণং ১।১।৩৪] ইত্যাদিবাচ্যৈঃ পৃথক্ প্রতিপাদ্য—“যস্তা পৃথিবী শরীরং, যস্তাত্মা শরীরং, যস্তাব্যক্তং শরীরং, যস্তাক্ষরং শরীরম্, এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপাত্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ,” [স্ববালং ৭,] ইত্যাদিভির্বাক্যৈশ্চিদচিৎতৈঃ সর্বাবস্থাবস্থিতয়োঃ পরমাত্মা শরীরতাং পরমাত্মনস্তদাত্মতাঞ্চ প্রতিপাদ্য—শরীরভূতপরমাত্মাভিধায়িভিঃ সদ্ভ্রক্ষাত্মাদিশব্দৈঃ কারণাবস্থঃ কার্যাবস্থঃচ পরমাত্মৈক এবতি পৃথক্ প্রতিপন্নং (†) বস্তুত্রিতয়ং “সদেব সোম্যোদমগ্র-

রূপে বিহিত করা হইয়াছে ; ঠিক সেইরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই ক্ষর (পরিণামী বা বিনাশী), আর হরই অমৃত ও অক্ষর (নিত্য ও নির্বিকার)। কেবল এই দেবতাই (ঈশ্বরই) ক্ষরস্বভাব উভয়কে (জীব ও জগৎকে) শাসন করেন।’ [ভগবান্হি] প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (আত্মার) পতি।’ ‘বিশ্বের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে—’ ‘নারায়ণই পরমাত্মা।’ ইত্যাদি বাক্যে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের বিভিন্নপ্রভাব স্বরূপ ও স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া পশ্চাৎ ‘পৃথিবী বাহ্যার শরীর, আত্মা (জীব) বাহ্যাব শরীর, অব্যক্ত (হৃদ্রাবস্থা) বাহ্যার শরীর এবং অক্ষর (প্রকৃতি) বাহ্যার শরীর, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্বপাপপরিহিত অলৌকিক, দ্যোতমান এক (অবিভীষ) নারায়ণ।’ ইত্যাদি বাক্যে সর্বাবস্থায়ই চেতনাচেতন বস্তু-নিচয়কে পরমাত্মার শরীর এবং পরমাত্মাকে সেই চেতনাচেতনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্বে চেতনাচেতনের আত্মভূত পরমাত্মার বোধক ‘সং ; ব্রহ্ম ও আত্মা’ প্রভৃতি শব্দে এক পরমাত্মারই কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থার সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন দ্বারা যে বস্তুত্রয়ের (চেতনা-চেতন ও ঈশ্বরের) পৃথক্ সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।’ ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক।’ ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ কেবল সেই পৃথক্ বর্ণিত বস্তুত্রয়কেই একীকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। (†)

(*) ইয়ং শ্রুতিঃ (যে) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) পৃথক্ প্রতিপন্নবস্তুত্রিতয়ম্ ইতি (গ,গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—আগ্নেয়াদি ছয়টি যজ্ঞের বিবরণ এইরূপ, —(১) আগ্নেয়, (২) অগ্নীষোমীয়, (৩) উপাস্ত, (৪ ও ৫) ঐন্দ্রিষাগ্নয়, (৬) ঐন্দ্রিগ্নি। এই ছয়টি যাগই বেদে “আগ্নেয়োহষ্টীকপালোহ্মাবস্তান্তাঃ চ পৌর্ণমাস্তাঃ চ অচ্যুতো ভবতি” ইত্যাদি ছয়টি উৎপত্তি বিধিবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথম ক্রিয়াবোধক রিষিকে ‘উৎপত্তিবিধি’ বলে। ঐ ছয়টি যাগকে আবার “য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীঃ যজতে। য এবং বিদ্বান্ অব্যাস্তাঃ যজতে।” ইত্যাদি বাক্যে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগদ্বয়ের সহিত একত্র একই বর্ণকালের উদ্দেশে কর্তব্য রূপে বিহিত করা হইয়াছে। এই ছয়টি যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াও পশ্চাৎ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগদ্বয়ের সহিত অভিন্নরূপে বিহিত হইয়াছে। (মীমাংসাদর্শনে ১১শ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

আসীৎ” । “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং”, সৰ্ব্বং ত্বম্বিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদিবাक्यं প্রতি-
পাদয়তি । চিদচিদ্বস্তুরীরিণঃ পরমাত্মনঃ পরমাত্মশব্দেনাভিধানে হি
নাস্তি বিরোধঃ ; যথা মনুষ্যপিণ্ডশরীরকস্মাত্মবিশেষস্য ‘অয়মাত্মা স্মৃখী’
ইত্যাত্মশব্দেনাভিধানে ; ইত্যনুমতিবিস্তরেণ ॥ ১১৬ ॥

যৎপুনরিদমুক্তম্,— ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাবিগ্ণানিবৃত্তিযুক্তেতি ।
তদযুক্তম্ ; ব্রহ্মস্য পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবাৎ পুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম-
নিমিত্ত-দেবাদিশরীর-প্রবেশ-তৎপ্রযুক্তস্বখ-দুঃখানুভবরূপস্য ব্রহ্মস্য মিথ্যাত্বং
কথমিব শক্যতে বক্তুন্ম । এবংরূপব্রহ্ম-নিবৃত্তিভির্ভক্তিরূপাপন্নোপাসনপ্ৰীত-
পরমপুরুষ-প্রসাদলভ্যেতি পূর্বমোক্তম্ । ভবদভিমতঃশ্রেক্যজ্ঞানস্য-

চেতনচেতন বস্তুরিচয় পরমাত্মার শরীর হইলেও অর্থাৎ পবমাত্মা তাদৃশ শরীরবিশিষ্ট হইলেও
[শরীরী না বলিয়া কেবল] পরমাত্ম-শব্দে তাহাও উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র বিরোধ
বা বাধা নাই ; [কেননা,] কোন কোন আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তদ্বিশিষ্ট হইলেও ‘এই
আত্মা স্মৃখী’ ইত্যাদিরূপে শরীরবিশিষ্ট আত্মাকেও শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল
আত্ম-শব্দে উল্লেখ করিতে দেখা যায় । অতএব, এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের
প্রয়োজন নাই ॥ ১১৭ ॥

১১৭ ॥ আর যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জ্ঞানেই অবিচার (বন্ধের) নিবৃত্তি
হওয়া যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; বস্তুতঃ তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই ;
কারণ, ব্রহ্ম যখন পারমার্থিক,—মিথ্যা নহে, তখন এইরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি
হইতে পারে না । আর বস্তুতঃ, পাপপুণ্যময় কর্মবশে যে দেবাদি-শরীরে প্রবেশ
এবং তাহারই ফলে যে, স্বখ-দুঃখানুভূতিরূপ ব্রহ্ম উদ্ভিত হয়, কিরূপেই বা তাহাকে মিথ্যা
বলা যাইতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে, এবংবিধ ব্রহ্মনিবৃত্তি একমাত্র ভগবদাশ্রয়-গ্রহণ ও
ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় পরিতুষ্ট ভগবানে, অনুগ্রহ হইতেই লাভকরা যাইতে পারে ; এ কথা

ব্যক্ত হইবে, এখানেও ঠিক সেইরূপ, প্রথমে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত
হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই চেতন ও অচেতনদ্বয় ঈশ্বরের শরীররূপে এবং স্বয়ং ঈশ্বর উহাদের আত্মারূপে বর্ণিত
হইয়াছেন, অনন্তর কতকগুলি বাক্য আবার সেই চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরকে এক—অভিন্ন ভাবে ধরিয়া
উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ; সুতরাং এরূপ উল্লেখ কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না । আর পরমাত্মা
চেতনচেতনময় শরীর-সম্বন্ধ হইলেও যে, তাহাকে কেবল ‘পরমাত্মা’ বলা হয়,—শরীরী বলা হয় না ; তাহাও
দোষাবহ নহে । দেখিতে পাওয়া যায়,—আত্মা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া—মনুষ্য হইয়া যখন নিজেকে বা অপরকে
‘স্মৃখী’ মনে করে, তখনও ‘আত্মা স্মৃখী’ এইরূপই প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু ‘শরীরী স্মৃখী’ এই রূপ প্রয়োগ
করে না । অতএব বিষয় সম্পর্কধীন সেই স্বখ কখনই আত্মার স্বাভাবিক নহে, নিশ্চয়ই শরীর সম্বন্ধাধীন ;
তথাপি যেমন শরীরের উল্লেখ না করিয়া কেবলই আত্মার উল্লেখ করা হয়, তেমনি চেতনচেতনের উল্লেখ না
করিয়াও কেবল পরমাত্মার উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না ।

যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতবিষয়স্য মিথ্যারূপত্বেন বন্ধবিরুদ্ধিরেব(*)ফলং ভবতি ।
 “মিথ্যৈতদন্যদৃ দেব্যং হি, নৈতি তদ্রূপ্যতাং যতঃ।” [বিষ্ণু পুঃ২।১৩।২৭] ইতি
 শাস্ত্রাৎ । “উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ।” [গীতাঃ ১৫।১৭] । “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ
 মত্বা” ইতি [শ্বেতাস্বঃ ১।৬] । জীবাত্ম-বিসজাতীয়স্য তদন্তর্যামিণো ব্রহ্মণো
 জ্ঞানং পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনমিত্যুপদেশাচ্চ ॥

অপি চ, ভবদভিমতস্ত্যাপি নিবর্তকজ্ঞানস্য (+) মিথ্যারূপত্বাৎ তস্য
 নিবর্তকান্তরং যুগ্যম্ । নিবর্তকজ্ঞানমিদং স্ববিরোধি সর্বং ভেদজাতং (‡)
 বিনিবর্ত্য (§) ক্ষণিকত্বাৎ স্বয়মেব বিনশ্যতীতি চেৎ ; ন, তৎস্বরূপ-তত্ব-
 পত্তি-বিনাশানাং কাল্পনিকত্বেন বিনাশ-তৎকল্পনাকল্পকরূপাবিছায়া নিবর্ত-
 কান্তরমশেষণীয়ম্ । তদ্বিনাশো ব্রহ্মস্বরূপমেবোতি চেৎ ; তথা সতি নিবর্তক-

পূর্বেই কথিত হইয়াছে । আর তোমার অভিमत একত্বজ্ঞান যখন অনুভবসিদ্ধ দ্বৈতাবস্থার
 বিপরীত-গ্রাহক, মিথ্যা বা অসত্য ; কাজেই উহা দ্বারা বন্ধ-নিবৃত্তি না হইয়া বিশেষরূপে বন্ধ-
 বৃদ্ধিই উহার ফল হইতে পারে । কেন না, শাস্ত্রে আছে ‘যেহেতু এক বস্তু কখনও
 অন্য বস্তুতে লাভ করিতে পারে না’ ; অতএব, [জীবের যে, ব্রহ্ম-ভাবোক্তি,] ইহা মিথ্যা
 অর্থাৎ সত্য কথা নহে । বিশেষতঃ ‘উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) [জীব হইতে] পৃথক্’
 [‘জীব হইতে] পৃথক্ ও জগৎ-নিয়ন্তা আত্মাকে মনন (ধ্যান) করিয়া—’ইত্যাদি শাস্ত্রে
 জীবাত্মার ভিন্নজাতীয় এবং তাহারই অন্তর্যামী ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ
 মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ॥

অপিচ, তোমার অভিপ্রেত যে, অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান (একত্ব-জ্ঞান), [প্রকৃতপক্ষে]
 তাহাও যখন মিথ্যা, [কেন না, বুদ্ধিবিজ্ঞানমাত্রই অসত্য,] তখন সেই নিবর্তক জ্ঞানের
 নিবৃত্তির জন্তও অপর উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক ; (নচেৎ ঐ মিথ্যা জ্ঞানটা থাকিয়া
 বাইতে পারে, এবং মিথ্যা-জ্ঞান থাকিতে আর মুক্তিও হইতে পারে না ।) যদি বল, অজ্ঞান-
 নিবর্তক এই অভেদ-জ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন নিজের বিরোধী সমস্ত ভেদরাশি নিবারণ
 করিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, (তাহার নিবারণের জন্ত আর উপায়াস্তরের আবশ্যক
 হয় না ;) না, এ কথা সঙ্গত হয় না ; কারণ, সেই নিবর্তক জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিনাশ,
 এই সমস্তই যখন (তোমার মতে) কাল্পনিক, তখন নিশ্চয়ই সেই জ্ঞান-বিনাশের নিমিত্ত
 এবং তৎকল্পক অবিছা-সমুচ্ছেদের জন্ত অপর একটা নিবর্তক পদার্থ অনুসন্ধান করা
 আবশ্যক । আর যদি বল, উক্ত অবিছার বিনাশ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, (তাহা হইতে

(*) বন্ধবৃদ্ধিরেব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ভবদভিমতস্ত নিবর্তকজ্ঞানস্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) স্ববিরোধিসর্বভেদজাতম্ ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ ।

(§) নিবর্তক ইতি (খ, ঞ) পাঠঃ ।

জ্ঞানোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ । তদ্দিনাশে তিষ্ঠতি তদুৎপত্ত্য-
সম্ভবাৎ ॥

অপি চ, চিন্মাত্র (*) ব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃৎস্বনিষেধবিষয়জ্ঞানস্ত কোহয়ং
জ্ঞাতা ? অধ্যাসরূপ ইতি চেৎ ; ন, তস্য নিষেধ্যতয়া নিবর্তকজ্ঞান-
কর্মত্বাৎ তৎকর্তৃত্বানুপপত্তেঃ । ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি (+) চেৎ ; ব্রহ্মণো নিবর্তক-
জ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্ ? উত অধ্যাস্তম্ ? অধ্যাস্তং চেৎ ;
অয়মধ্যাসস্তম্ম্ লাবিষ্ঠান্তরঞ্চ নিবর্তকজ্ঞানাবিষয়তয়া তিষ্ঠত্যেব । নিবর্তক-
জ্ঞানান্তরাভ্যুপগমে তু তস্মাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রেপেক্ষ্যানবস্থা স্যাৎ ।
ব্রহ্মস্বরূপশ্চৈব জ্ঞাতৃত্বে অস্বাদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ । নিবর্তক-
জ্ঞানস্বরূপং সস্তু (‡) জ্ঞাতা চ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তত্বেন স্বনিবর্ত্যাস্তর্গতম্ (§)

অতিরিক্ত নহে), তাহা হইলে অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানের আদৌ উৎপত্তিই হইতে পারে না ;
কারণ, নিত্য ব্রহ্মরূপী বিনাশ বর্তমান থাকিতে কখনই তন্নিবর্তক জ্ঞানের উৎপত্তি
দৃষ্টবশ হইতে পারে না ॥

আরও এক কথা,—চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল পদার্থের নিষেধবিষয়ক (মিথ্যাত্ব-বোধক)
যে জ্ঞান ইহা, তাহার জ্ঞাতা কে ? অর্থাৎ তাহা অনুভব করে কে ? যদি বল, বুদ্ধি বা
অবিজ্ঞায় চৈতন্তের অধ্যাসই (ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা); না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ,
উহাই যখন নিষেধ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয় ; তখন উহা নিবর্তক জ্ঞানের কর্ম ভিন্ন কখনই
কর্তা হইতে পারে না । আর যদি ব্রহ্মস্বরূপকে জ্ঞান-কর্তা (জ্ঞাতা) বলিয়া স্বীকার কর ; তাহা
হইলেও জিজ্ঞাসা করি, অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মের যে, জ্ঞাতৃত্ব (জ্ঞানকর্তৃত্ব),
ইহা কি তাহার স্বরূপ (স্বভাব-সিদ্ধ রূপ) অথবা অধ্যাস্ত রূপ (অবিজ্ঞা-কল্পিত) ? যদি
অধ্যাস্ত হয়, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও অধ্যাসের মূলকারণরূপ যে, আরও একটা অবিজ্ঞা
বহিরাছে, তাহা যখন উক্ত অবিজ্ঞা-নিবারক জ্ঞানের বিষমীভূত হয় নাই ; তখন উক্ত নিবারক
জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই অধ্যাস ও তাহার মূলকারণ অবিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ থাকিবে । আর যদি
তন্নিবারণার্থে অপর একটা নিবর্তক জ্ঞানের সম্ভা অঙ্গীকার কর ; তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও
জ্ঞাতা, জ্ঞান বা জ্ঞেয়, এই তিন প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ; সুতরাং তাহারই
বা জ্ঞাতা কে ? এই প্রশ্নোত্তরে পূর্বোক্ত সেই অনবস্থা দোষই আসিয়া উপস্থিত হয় । আর
ব্রহ্মস্বরূপকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে ত আমাদের মতেই প্রবেশ করা হইয়া পড়ে ।
আর ব্রহ্মকে যে, একবার অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া
তাহাকেই আবার পৃথকভাবে স্বনিবার্য্য পদার্থের অন্তর্গত বলা হয় ; তাহা ঠিক ‘দেবত পৃথিবী

(*) সম্মাত্র ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ব্রহ্মস্বরূপম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) সস্তু চ জ্ঞাতা ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) স্বনিবর্তীত্যং, ইতি (ঘ, খ) পাঠঃ ।

ইতি বচনং ‘ভূতলব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং দেবদত্তেন চিহ্নম্, ইত্যেকস্ত্রামেব (*)
 ছেদনক্রিয়ায়ামশ্চ ছেতু রস্মাঃ ছেদনক্রিয়ায়াশ্চ ছেদ্যানুপ্রবেশবচনবত্প-
 হাশ্চাম্ । অধ্যস্তো জ্ঞাতা স্বনাশাহেতুভূত-নিবর্তকজ্ঞানে স্বয়ং কৰ্ত্তা চ ন
 ভবতি, স্বনাশস্তাপুরুষার্থস্তাৎ । তন্মাশ্চ ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমে ভেদ-তদ-
 র্শন-(+) তন্মুলাবিদ্যাদীনাং (‡) কল্পনামেব ন স্তাৎ ; ইত্যলমেনেন দিষ্ট-হত-
 মুদগরাভিঘাতেন ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদনাদিকৰ্ম্ম-প্রবাহরূপাজ্ঞানমূলত্বাদ্ বন্ধস্ত তন্নিবৰ্হণমুক্তলক্ষণজ্ঞানা-
 দেব । তত্বপত্তিষ্চ অহরহরনুষ্ঠীয়মান-পরমপুরুষারাধন-বেষাথ্যাত্মাবুদ্ধি-
 বিশেষসংস্কৃত-বর্ণাশ্রমোচিতকৰ্ম্মলভ্যা । তত্র কেবলকৰ্ম্মণামন্ত্রাস্থিরফলত্বম্,
 অনভিসংহিতফল পরমপুরুষারাধনবেষণাং কৰ্ম্মণামুপাসনাত্মক-জ্ঞানোপত্তি-
 দ্বারেণ ব্রহ্মযাথাত্ম্যানুভবরূপানন্তস্থিরফলত্বঞ্চ কৰ্ম্মস্বরূপজ্ঞানাদ্ ঋতে ন
 জ্ঞায়তে । কেবলাকারপরিত্যাগপূৰ্ব্বক-যথোক্তস্বরূপকৰ্ম্মোপাদানঞ্চ ন সম্ভব-

ভিন্ন আর সমস্তই ছেদনকরিয়াছে,’ এই বাক্যোক্ত একই ছেদনক্রিয়ায় এক দেবদত্তেরই কর্তৃত্ব
 ও ছেত্ত্ব—অর্থাৎ ছেদনকার্যো একই দেবদত্তের কর্তৃত্ব ও কৰ্ম্মই কখনের দ্বার উপাসজনক
 হয় । প্রকৃত পক্ষে, একই অধ্যাত্ম বস্তু জ্ঞাতাও হইবে, আবার নিজেই নিজের সমুচ্ছেদকও
 (নিবর্তকজ্ঞানের কৰ্ত্তাও) হইবে ; ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না । কারণ, অধ্যাত্মবিশাশ কাহারও
 পুরুষার্থ বা অভীষ্ট হইতে পারে না । আর সেই অধ্যাত্মরূপেব বিনাশক ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া
 স্বীকার করিলেও ভাগতিক ভেদ ও ভেদ-প্রতীতি এবং তাহারও মূলভূত অবিত্যা প্রভৃতি
 পদার্থ-নিচয়ের কল্পনাই হইতে পারে না । বাউচ, দৈব-হত ব্যক্তির উপর আর মুদগর-
 প্রহারের প্রয়োজন নাই ! ॥১১৭ ॥

অতএব, বুঝিতে হইবে, বন্ধ যখন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত কৰ্ম্মপ্রবাহ-পন্থত, তখন পূৰ্ব্ব-
 কথিত জ্ঞানই উপায় একমাত্র নিবর্তক বা উচ্ছেদক এবং প্রতিদিন পরমপুরুষ ভগবানের
 আরাধনা করিতে করিতে আত্ম-বিষয়ে যে, যথাযথবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিপর-
 শোধিত স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত কৰ্ম্ম হইতেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায় । জ্ঞান-রহিত
 কৰ্ম্ম সমূহের ফল যে, অন্ন ও অনিত্য (চিরস্থায়ী নহে) । আব ফলবাসনা-রহিত, পরম পুরুষ
 ভগবানের আরাধনাত্মক কৰ্ম্মসমূহ যে, উপাসনাময় জ্ঞান সমুৎপাদনপূৰ্ব্বক ব্রহ্ম-যাথার্থ্যভূতি-
 স্বরূপ অনন্ত ও স্থির বা অবিনশ্বর ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; ইহাও কৰ্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ
 পরিগ্রহ না থাকিলে জানিতে পারা যায় না । যেহেতু প্রথমেই জ্ঞানরহিত কেবল কৰ্ম্মসমূহের

(*) ইত্যস্ত্রামেব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) তদদর্শন ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমেনৈতদর্শন-তন্মুলাবিদ্যাদীনাং ইতি (গ) পাঠঃ । ‘ভেদরশন-তন্মূল’ ইত্যাদিঃ (ঘ) পাঠঃ ।

তীতি কর্মবিচারানন্তরং তত এব হেতোত্রাক্ষবিচারঃ কর্তব্য ইতি ‘অথাতঃ’ ইত্যুক্তম্ ॥ ১১৮ ॥

[অথ স্বত্রার্থ-যোজনানন্তঃ]

তত্র (*) পূর্বপক্ষবাদী মন্যতে, বুদ্ধব্যবহারাদন্যত্র শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্য-
বধারণাসম্ভবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্যবুদ্ধিপূর্বকত্বেন কার্যার্থ এব শব্দস্য
প্রামাণ্যমিতি কার্যরূপ এব বেদার্থঃ । অতো বেদান্তাঃ পারিনিষ্পন্নে পরে
(+) ব্রহ্মণি ন প্রমাণভাবমনুভবিতুমর্হন্তি ॥

ন চ, পুত্রজন্মাদিসিদ্ধবস্ত-^(ক) বিষয়বাক্যে হর্ষহেতুনাং কালত্রয়বর্তি-
নামর্থানামানন্ত্যাৎ স্থল-স্থখ-এসবদিহর্ষহেতুর্থান্তরোপনিপাত-সম্ভাবনয়া চ
প্রিয়ার্থ-প্রতিপত্তিনিমিত্ত-মুখবিকাশাদিলিঙ্গেনার্থ-বশেষবুদ্ধিহেতুত্ব-নিশ্চয়ঃ ;

অনুষ্ঠান পবিত্রাণ করিলে কখনই পূর্বোক্ত পবনপুত্রবাবধানীয় কণ্ঠসমূহের অনুষ্ঠান হইতে
পারে না ; এই কাবণেই কণ্ঠবিচারের অন্তত্ব, অর্থাৎ জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসাপাঠের পর ব্রহ্ম-
বিচার কবা আবশ্যক । এই অভিপ্রায়েই হুত্রে “অথ” ও “অতঃ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১৮॥

[ভাষ্যকারাভিমত স্বত্রার্থযোজনানন্তঃ ।]

এ বিষয়ে পূর্বপক্ষবাদী (জৈমিনির মতানুসারী ব্যক্তিগণ) মনে করেন যে, যেহেতু বুদ্ধ-
ব্যবহার ব্যতীত অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারাবিজ্ঞ, প্রাচীন লোকদিগেব শব্দপ্রয়োগ দর্শন ব্যতীত

কখনই কোন শব্দেরই অর্থবোধন শক্তি অবধারণ করা যায় না, অর্থাৎ
কোন শব্দের কিরূপ অর্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না ; এবং সেই বুদ্ধ-
ব্যবহারও যখন কার্য-বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে

না, অতএব, একমাত্র কার্যরূপ অর্থেই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই শব্দের প্রামাণ্য ; কেবল
বস্তুমাত্র-বোধনে উহার প্রামাণ্য নাই ; সুতরাং ক্রিয়া—যাগ-যজ্ঞাদি কাম্যানুষ্ঠান প্রতিপাদন করাই
বেদের মুখ্য অর্থ স্বীকার করিতে হইবে । অতএব, পারিনিষ্পন্ন (বতঃসিদ্ধ) পরব্রহ্ম প্রতিপাদক
বেদান্ত বাক্যসমূহ কখনই প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না ॥

আর এ কথাও বলিতে পার না যে, পূর্বনিষ্পন্ন পুত্রজন্মাদি-বোধক [অহে—তোমার পুত্র
জন্মিয়াছে, ইত্যাদি সিদ্ধার্থ-জ্ঞাপক] বাক্য যখন শ্রোতার হর্ষোৎপাদক হইয়া থাকে ; তখন ব্রহ্ম-
বোধক বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে বাধা কি ? বাধা এই যে, এখানেও পূর্বনিষ্পন্ন পুত্র জন্মই যে,
হর্ষোৎপত্তির কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালবর্তী, হর্ষোৎপাদক অনন্ত
বা অসংখ্য কারণেব মধ্যে শুভ লগ্ন, সুখপ্রসব এবং হর্ষোৎপাদক আরও কোন কোন বিষয়ের
সম্ভাবনাবশতঃ এবং প্রিয়সংঘটনসূচক বস্তুর মুখপ্রসন্নতা প্রভৃতি কার্য দর্শনে নিশ্চয় বা অব-

(*) ‘অথাতো ব্রহ্মজ্ঞানসা, তত্র’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) ‘পারিশ্রব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(:) ‘বস্তবদ্বিষয়’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

নাপি ব্যুৎপন্নৈতরপদ-বিভক্ত্যর্থস্য পদান্তরার্থনিশ্চয়েন বা প্রকৃত্যর্থনিশ্চয়েন
বা শব্দস্য সিদ্ধবস্তুভিধানশক্তি-নিশ্চয়ঃ ; জ্ঞাতকার্য্য্যভিধায়ি-পদসমুদায়স্য
তদংশবিশেষনিশ্চয়রূপত্বাৎ তস্য ॥

ন চ, সর্পাদ্ভীতস্য 'নায়ং সর্পো রজ্জুরেষা' ইতি শব্দশ্রবণসমনন্তরং (*)
ভয়নিবৃত্তি-দর্শনে সর্পাভাববুদ্ধিহেতুত্বনিশ্চয়ঃ । অত্রাপি নিশ্চেষ্টং নির্বি-

ধারণ করা যায় যে, তাৎকালিক প্রতীতি বিশেষই এরূপ হর্ষের কারণ । আর, যে সকল শব্দ
অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ যৌগিকার্থবাহিত, সেই সকল শব্দগত বিভক্তির অর্থ বুঝিতে হইলে সন্নিহিত
পদান্তরের অর্থনিশ্চয় কিংবা প্রকৃতির (যে শব্দের পরে বিভক্তি হইয়াছে; সেই শব্দের) অর্থ-
নিশ্চয় দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়াও যে, শব্দের সিদ্ধবস্তু-বোধনে শক্তি অবধারণ করা যাইতে পারে,
তাহা নহে; কারণ, সে স্থলে প্রসিদ্ধ কাব্য-বোধক সমস্ত পদটাই স্বীয় অংশ বিশেষের (বিভক্তির)
অর্থ নিশ্চয় করিয়া দেয়; [সুতরাং ইহাতেও অক্রিয়াবোধক পদেব প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে
পারে না] (+) ॥

আর [রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে] সর্পভীত ব্যক্তির যে, 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', এইবাক্য শ্রবণেব
পরই ভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়; সেখানেও সর্পাভাব বুদ্ধিই যে, ঐ ভয় নিবৃত্তির হেতু,

(*) 'শব্দশ্রবণানন্তরম্' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—ধাপত্তি হইয়াছিল যে, "পুত্রঃ তে জাতঃ," অর্থাৎ তোমার পুত্র জন্মিয়াছে; এই বাক্যটি
কোন কর্তব্য ক্রিয়ার বোধক নহে, কেবল অতীত ঘটনার নির্দেশক মাত্র, তথাপি এই বাক্য শ্রবণে যখন
শ্রোতার হৃদয়ে হৃৎ-সঞ্চারণ হইয়া থাকে, তখন ক্রিয়া বোধক না হইলেও যে, বাক্য অপ্রমাণ হইবে, এ কথা
বলা যায় না । তদন্তরে কাব্য-বাক্যার্থবাদীগণ বলেন যে, না—এখানেও অক্রিয়া-বোধক বাক্য হইতে হয়
কিন্তু নাই; পরন্তু, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এমন বাণী-রাশি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে হৃৎ জন্মিতে
পারে; তন্মধ্যে এস্থলে, শ্রোতা যখন বুঝিতে পারিল যে, শুভ সময়ে (বন) আয়াসে তাহার পুত্র প্রসূত হইয়াছে,
এবং বস্তুর মুখ-ভঙ্গী দর্শনে জানা গেল যে, অল্প প্রকার কোন অনর্থও সংঘটিত হয় নাই; এবং বোধ
উক্ত হর্ষের কারণ; বোধের (জ্ঞানের) প্রামাণ্য সম্বন্ধে ত কাহারো কোন বিবাদ নাই ।

এখানে বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি-প্রণয় সাধারণ যে সকল শব্দের অর্থ প্রতীতি হয়, সেই সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন,
আর যে শব্দের তাহা হয় না, সেই সকল শব্দই অব্যুৎপন্ন । এই সকল অব্যুৎপন্ন (ব্যুৎপন্নৈতর) পদেরও
তদগত বিভক্তির অর্থ-নিশ্চয় করিবার দুইটা উপায় আছে, এক সন্নিহিত ব্যুৎপন্ন পদের অর্থ-নিশ্চয়; দ্বিতীয়-
বিভক্তি বাহার পরে প্রযুক্ত হইয়াছে; সেই প্রকৃতির অর্থ নিশ্চয় । প্রথম উদাহরণ—একজন প্রশ্ন করিল—
'কঃ কুজতি ?' (কে শব্দ করিতেছে ?) অপরে উত্তর করিল—'পিকঃ' (কোকিল) । এখানে প্রশ্নকর্ত্তা 'পিক' অর্থ
না জানিলেও নিকটেই 'কুজতি' পদ থাকায় 'পিক' শব্দের কোকিল অর্থ—বুঝিয়া লইল । দ্বিতীয় উদাহরণ—
"কাঠৈঃ কটাং গুণং পচতি" । (কাঠ দ্বারা, কড়াতে ভাত পাক করিতেছে), এখানে 'কাঠ' শব্দের উত্তর
তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় করণত্ব অর্থ হইয়াছে; সুতরাং শ্রোতা বুঝিয়া লইল যে, 'কটাং' একপ্রকার পাকপাত্র
এইরূপ আরও বিস্তর উদাহরণ হইতে পারে ।

যম্ (*) অচেতনমিদং বস্তুত্যাগ্যর্থবোধেষু বহুশু ভয়নিবৃত্তিহেতুশু সংস্র
বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ। কার্যাবুদ্ধি-প্রবৃত্তি-ব্যাপ্তিবলেন শব্দস্য প্রবর্তকার্থাব-
বোধিত্বমবগতমিতি (+) সর্বপদানাং কার্যপরত্বেন সর্বৈঃ পদৈঃ কার্য্যশ্চৈব
বিশিষ্টস্য প্রতিপাদনাং কার্য্যায়িতস্বার্থমাত্রৈ পদশক্তিনিশ্চয়ঃ। ইষ্ট-
সাধনতাবুদ্ধিস্ত কার্য্যাবুদ্ধিদ্ধারেণ প্রবৃত্তিহেতুর্ন স্বরূপেণ, অতীতানাগত-বর্ত্ত-
মানেক্ষোপায়বুদ্ধিশু প্রবৃত্তানুপলক্ষেঃ। ‘ইক্ষোপায়ো হি মৎপ্রযত্নাদ্ ঋতে ন
সিধ্যতি ; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ’ ইতি বুদ্ধির্থাবৎ ন জায়তে, তাবন্ম প্রবর্ত্ততে।
অতঃ কার্য্যাবুদ্ধিরেব প্রবৃত্তিহেতুরিতি প্রবর্ত্তকশ্চৈব শব্দবাচ্যতয়া (‡)
কার্য্যশ্চৈব বেদবেত্ত্বাৎ পরিনিষ্পন্নরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণানন্তস্থিরফলা-

তাহা নহে নহে। কাবণ, সে স্থলেও ‘ইহা ক্রিয়ানীহীন, নিষ্কিয়, অচেতন—জড় বস্তু’ ইত্যাদি
বর্ত্তাবধ প্রতীতিরূপ কাবণ উপস্থিত সত্ত্বে কোনটা যে, ভয়নিবৃত্তির প্রকৃত কারণ, তাহা
নিকূপণ করা অসম্ভব। আব শব্দমাত্রেবই যখন প্রবৃত্তিবোধকরূপে (ক্রিয়া-প্রতিপাদক রূপে)
অর্থবোধকতা অবধারিত বহিয়াছে ; তখন কাব্যবিষয়ক জ্ঞান ও কাব্যবিষয়ক প্রবৃত্তিঘটিত যে,
অর্থবোধকতা নিয়ম, তদনুসাবেই বুঝিতে হয় যে, সমস্ত শব্দই কাব্যপব এবং সমস্ত পদই
বিশেষ বিশেষ কার্য্যপ্রতিপাদক। অতএব, ক্রিয়াসম্বন্ধ অর্থ-প্রতিপাদনেই সমস্ত শব্দের
শক্তি বা সামর্থ্য নিশ্চিত হইতেছে, [ক্রিয়া-সম্পর্ক বহিত অর্থ-বোধনে কোন পদেরই
শক্তি নাই]। আর ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যে, প্রবৃত্তির কাবণ হয়, তাহাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
নহে, পদন্তু ক্রিয়াবুদ্ধি দ্বারাই হয় ; অর্থাৎ ইহা আমার ইষ্ট—অভিপ্রোক্ত-সাধনে সমর্থ, এইরূপে
যেখানে কোনরূপ ক্রিয়া বা কাব্যানুষ্ঠানের প্রতীতি থাকে, সেইখানেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়,
নচেৎ কেবলই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। এই কারণেই অতীত,
অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান যে সকল ইষ্টসাধন আছে ; তদ্বিষয়ে জ্ঞানসম্বন্ধেও প্রবৃত্তির
অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, ‘এই অভীষ্টসিদ্ধির উপায়টা আমার যত্ন ভিন্ন
কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না ; ইহা আমারই যত্নসাধ্য ; অতএব, এ বিষয়ে আমার চেষ্টা
করা আবশ্যক,’ যতক্ষণ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ কেহই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বা
হইতে পারে না ; সুতরাং কর্তব্যাবুদ্ধিই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার একমাত্র কারণ। অতএব
লোকপ্রবৃত্তির হেতুভূত অর্থই যখন শব্দের প্রকৃত বাচ্যার্থ ; তখন বেদের পক্ষেও [প্রবৃত্তি-
হেতু] সেই কাব্যই একমাত্র প্রতিপাত্ত বিষয় হইবে, (সিদ্ধ বস্তু-প্রতিপাদন তাহার বিষয় হইতে
পারে না,) কাজেই বলিতে হইবে যে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত ও নিত্য ফল লাভ কখনই

(*) ‘নির্নিশেষম্’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) ‘মুপগতমিতি’ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) ‘শব্দবাচিতয়া’ ইতি (ঘ) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ।

প্রতিপত্তেঃ, (*) “অক্ষয়াং হ বৈ চাতুর্মাশ্যাজিনঃ স্কৃতং ভবতি।”
[আপস্তম্ব-শ্রোত সূ., ২.১১.১] ইত্যাদিভিঃ কৰ্ম্মণামেব স্থিরফলত্বপ্রতি-
পাদনাচ্চ কৰ্ম্মফলাল্লাস্থিরত্ব-ব্রহ্মজ্ঞানফলানন্তস্থিরত্ব-জ্ঞানহেতুকে। ব্রহ্ম-
বিচারারম্ভো ন যুক্ত ইতি ॥ ১১৯ ॥

অত্রাভিধীয়তে,—নিগিললোকবিদিত-শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণপ্রকারঃপনুত্ব
সর্ববিশদানামলৌকিকৈকার্থ্যাববোধিত্বাবধারণং (+) প্রামাণিকা ন বহু
মন্তন্তে ॥

এবং কিল বালাঃ শব্দার্থসম্বন্ধমবধারণয়ন্তি, মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ অশ্বা-
তাত-মাতুলাদান্ শশি-পশু-নর-মৃগ-পক্ষি-সর্পাদীংশ্চ (‡) ‘এনমাবেহি, ইমং
চ অবধারণয়’ ইত্যভিপ্রায়েণাস্থূল্যা নির্দিষ্টা (§) তৈস্তৈঃ শব্দৈস্তেষু তেষু
অর্থেষু বহুশঃ শিক্ষিতাঃ শনৈঃ শনৈস্তৈস্তৈঃরব শব্দৈঃ তেষু তেষু অর্থেষু

কেবল প্রতীতি বা জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পাবে না। বিশেষতঃ ‘যিনি চাতুর্মাশ্য’ নামক যজ্ঞ
করেন, তাঁহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।’ ইত্যাদি প্রতিবাক্যে কৰ্ম্মেবই চিরস্থায়ী ফল-সম্পাদনেব
ক্ষমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কৰ্ম্মফলেব অনন্ত ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) এবং ব্রহ্মজ্ঞান-
ফলের অনন্তত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রহ্মবিচারের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারাত্মক এই প্রত্যেক
আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১১৯ ॥

ইহার উত্তবে বলা যাইতেছে,—সর্বসাধাবণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (বাচ্য-বাচকভাব;
অবধারণেব জ্ঞাত যে প্রণালী পবিত্র জ্ঞাত আছে; সর্বজনবিদিত সেই
ব্রহ্মবিচারের আব-
শ্যকত্ব প্রতিপাদন। প্রণালী পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত শব্দেবই যে, এক অলৌকিক (যাহা লোক-
প্রসিদ্ধ নহে, সেই কাণ্যপবনরূপ) অর্থ অবধারণ করা; প্রমাণাত্তিত্ত
লোকেরা কখনই তাদৃশ অবধারণের সমাদর করেন না ॥ ৫০ ॥

বালকগণ প্রথমে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (যে শব্দের যে অর্থ-বোধনে শক্তি, সেই শক্তি)
এইরূপে অবধারণ করিয়া থাকে,—পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণ শিক্ষাদানের উদ্দেশে ‘ইহা জান,
ইহা অবধারণ কর (স্ববণ বাথ),’ ইত্যাদি বলিয়া অঙ্গুলী দ্বারা ‘অশ্বা’ (মাতা), ‘তাত’ (পিতা),
ও ‘মাতুল’ প্রভৃতিকে এবং শশী (চন্দ্র), পশু, মৃগ (হরিণ), নর (মনুষ্য), পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি
পদার্থকে নির্দেশ করিয়া বালককে শিক্ষা প্রদান করে। অনন্তর ঐরূপশিক্ষিত বালকগণ নিজেরাই
ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দ-প্রয়োগেই পূর্কনির্দিষ্ট সেই সকল বিষয়ের প্রতীতি হইতেছে, দর্শন করিয়া
অর্থাৎ পূর্কোপদিষ্ট ‘অশ্বা’ প্রভৃতি শব্দ বলিলেই মাতা প্রভৃতি অর্থের প্রতীতি হয়, দেখিয়া স্থিৰ

(*) ‘কলাপাতা প্রতিপত্তেঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) বধারণং চ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘পশুনরপক্ষিসর্পাদীংশ্চ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

স্বাত্মনা বুদ্ধ্যুৎপত্তিং দৃষ্ট্বা। শব্দার্থায়াঃ সম্বন্ধান্তরাদর্শনাং সংকেতয়িতৃপুরুষা-
জ্ঞানাস্ত তেষথেষু তেষাং শব্দানাং প্রয়োগো বোধকত্বনিবন্ধন ইতি
নিশ্চিন্তি। পুনশ্চ, ব্যুৎপন্নৈতরশব্দেষু ‘অস্ত শব্দস্থায়মর্থঃ’ ইতি পূর্ববুদ্ধি-
শিক্ষিতাঃ সর্বশব্দানামর্থমবগম্য পরপ্রত্যয়নায় তত্তদর্থাববোধিবাক্যজাতং
প্রযুক্ততে ॥

প্রকারান্তরেণাপি শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণং অশকম্,— কেনচিৎ পুরুষেণ
হস্তচেষ্ঠাদিনা ‘পিতা তে স্বখমাস্তে’ ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়’ ইতি প্রেমিতঃ
কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তঃ ‘পিতা তে স্বখমাস্তে’ ইতি শব্দং প্রযুক্তে।
পাৰ্শ্বস্থোহন্যো ব্যুৎপিন্সমূৰ্কবক্ষেষ্ঠাবিশেষজ্ঞঃ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তমিমং
জ্ঞাহানুগতঃ তজ্জ্ঞাপনায় প্রযুক্তমিমং শব্দং ত্রুত্বা ‘অয়ং শব্দস্তদর্থবুদ্ধিহেতুঃ’
ইতি নিশ্চিনোতি, ইতি কার্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিরিতি নির্বন্ধো নির্নিবন্ধনঃ।
অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং ব্রহ্ম, তদুপাসনঞ্চাপারমিতফলং বোধয়-
ন্তীতি তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারঃ কর্তব্যঃ ॥

কবে যে, ঐ সকল শব্দের যখন অপব অর্থের সহিত কোনই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে না, এবং
সংকেতকারী (জ্ঞাতাথে প্রয়োগকর্তা) কোন লোকও যখন দৃষ্ট হইতেছে না ; তখন ঐ সকল শব্দে
ঐ সকল নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি জন্মায় বলিয়াই ঐ সকল শব্দের ঐ সকল অর্থে প্রয়োগ করা
হয়। শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই বালকগণই প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দের অর্থপ্রতীতি হয়
না, সেই সকল অব্যাপন্ন শব্দের মধ্যেও ‘এই শব্দের ইহা অর্থ’ ইত্যাদিরূপে পূর্বতন বুদ্ধগণকর্তৃক
শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত শব্দের অর্থ অবগত হয় এবং অপরের বোধোৎপাদনার্থ নিজেরাও
আবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক বাক্যসমূহ প্রয়োগ কবিয়া থাকে ॥

অত প্রকারেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—‘তোমার পিতা
মুখে আছেন’ এই কথা তুমি দেবদত্তকে জ্ঞাপন কব ; এই কথা বলিয়া হস্তসঞ্চালনপূর্বক কোন
এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল ; প্রেরিত ব্যক্তি সেই কথা জ্ঞাপনার্থ [যথা-
খানে উপস্থিত হইয়া] ‘তোমার পিতা মুখে আছেন’ এই শব্দ প্রয়োগ করিল। যে লোক
মুখেণ ত্রায় (শব্দার্থানভিজ্ঞ, কেবল) চেষ্টা বা হস্তসংকেতমাত্র বুঝিতে পারে, অগচ শব্দার্থে
ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছ, এইরূপ সন্নিহিত কোন এক ব্যক্তি সেই প্রেরিত ব্যক্তিকে আদিষ্ট বার্তা
জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহার অনুগমন করিল, এবং সেই বার্তা জ্ঞাপনার্থ পূর্বকথিত শব্দের
প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়া স্থির করিল যে, এই শব্দই সেই আদিষ্ট অর্থ-বোধের কারণ। অতএব,
কার্য-বোধক বাক্যেই ব্যুৎপত্তি বা শব্দার্থসম্বন্ধ গ্রহণ হইবে। এইরূপে যে, আগ্রহাতিশয়, তাহা

কার্যার্থত্বেহপি বেদস্ত ব্রহ্মবিচারঃ কৰ্ত্তব্য এব। কথম্ ? “আত্মা বা অঁরৈ
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা°, ৪।৪।৫] ।
“সোহ্নেষ্ঠব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ।” [ছান্দো°, ৮।৭।১] । “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং
কুর্বাতি ।” [বৃহদা°, ৬।৪।২১] । “দহরোহস্মিন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত-
স্তদ্নেষ্ঠব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ।” [ছান্দো°, ৮।১।১] । “তত্রাপি
দহরং গগনং বিশোকঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্ ।” [তৈত্তি°, নারায়ণ,
১০।২৩] ইত্যাদিভিঃ (*) প্রতিপন্নোপাসনবিষয়-কার্য্যাধিকৃতফলত্বেন
“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” [তৈত্তি°, আন, ১।১] । ইত্যাদিভিঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ
শ্রুয়ত ইতি ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিশেষণানাং-ভূত্বাসম্ভিন্নদেশ-(+) বিশেষরূপ-
স্বর্গাদিবৎ, রাত্রিসত্রপ্রতিষ্ঠাদিবৎ, (‡) অপ গোরণ-শতযাতনা-সাধ্যসাধন-
ভাববচ্চ কার্যোপযোগিতয়ৈব সিদ্ধেঃ ॥

নিষ্কাষণক বা অমূলক । কেন না, হস্তসংকেতেও শকার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে । অতএব,
বেদান্তশাস্ত্রসমূহও স্বতঃসিদ্ধ পবব্রহ্ম ও তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনার অপবিমিত ফল
প্রতিপাদন করিতে অবশ্যই সমর্থ, অর্থাৎ তদ্বিশেষে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না ;
অতএব, বেদান্তার্থ-নির্ণয়ের জন্ত ব্রহ্মবিচার অবশ্যই কৰ্ত্তব্য ।

আর যদি বা বেদের কার্য্যপরত্বই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিচার একান্ত
আবশ্যক । যদি বল কেন ? [উত্তর—] ‘অবে মৈত্রেয়ি । আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে,
মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিবে
এবং তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানেচ্ছায় বিচার করিবে ।’ ‘তাহাকে
বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদ্বিশেষে চিন্তা করিবে ।’ ‘[এই যে, হ্রুৎপদরূপ একটা ক্ষুদ্র গৃহ]
ইহার অভ্যন্তরে দহব (স্বপ্ন) আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে যাহা বহিয়াছে, তাহার
অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে ।’ ‘সেখানেও (হ্রুৎপদ
মধ্যেও) সর্ষঙ্গঃখবিবর্জিত দহর আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার
উপাসনা করিবে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ
পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’, ইত্যাদি শ্রুতিতে আবার সেই উপাসনাকার্য্যেরই নিয়ত ফলরূপে ব্রহ্ম-
প্রাপ্তির উল্লেখ পরিশ্রুত হইতেছে । [যদিও উল্লিখিত উপাসনা-বিধায়ক বাক্যসমূহে কেবল
ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার দ্বরূপ ও তদগত বিশেষণ, গুণ বা বিভূতিবিশেষের
উল্লেখ নাই সত্য, তথাপি] হ্রুৎসম্পর্কশূন্য স্থান বিশেষ বলায় যেমন স্বর্গাদি ফলের সিদ্ধি হয় ;
‘রাত্রি-সত্র’ যাগে যেমন প্রতিষ্ঠা বা যশঃকামনার সিদ্ধি হয়, এবং অপগোরণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে

(*) ‘প্রতিপন্নোপাসননিষ্ঠয়’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ‘স্বখবিশেষ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অবসীরণ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‘গামানয়’ ইত্যাদিষপি বাক্যেষু ন কার্যার্থে ব্যুৎপত্তিঃ ; ভবদভিমত-
কার্যস্য দুর্নিরূপহাৎ । কৃতিভাবভাবি কৃত্যুদ্দেশ্যং হি ভবতঃ কার্যম্ ।
কৃত্যুদ্দেশ্যং চ কৃতিকর্ম্মত্বম্ । কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ (*) কৃত্যা প্রাপ্তুমিচ্ছিতমত্বম্ ।
ইচ্ছিতমঞ্চ সূখম্, বর্তমানদুঃখনিবৃত্তির্বা (+) । তত্রৈকস্বখাচ্ছার্থিনা পুরুষেণ

প্রহার করার নিষেধক বাক্যে যেমন আবশ্যকমত শত যাতনা (দণ্ড) ও অপগোরণের সাধ্য-
সাধনভাব স্বীকাব কবিয়া লইতে হয়, এখানেও তেমনি কার্যবিশেষে ফলবিশেষ থাকা আবশ্যক,
এই কাবণে উপাসনা-কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়াই উপাসনাব ফলস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তদ্রূপ
গুণ-মহিমাাদি বিশেষণ সমূহেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সকলের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে
হয় (+) ।

আব ‘গাং আনয়’ (গো লইয়া আইস), ইত্যাদি বাক্যেও কার্য্যার্থেই অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতি-
পাদনেই শব্দের শক্তি নিরূপিত হয় না ; কাবণ, সেখানে তোমাব অভিপ্রেত কার্য্য পদার্থটি
যে কিরূপ, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না । কেন না, পৃক্বচেষ্টাব সদ্ভাবে যাহাব সদ্ভাব এবং
পৃক্বচেষ্টাব যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই তোমার অভিপ্রেত কার্য্যপদার্থ । চেষ্টার (কৃতির) উদ্দেশ্য
অর্থ—চেষ্টার কর্ম্ম বা বিষয়, চেষ্টাব কর্ম্ম অর্থ—চেষ্টা দ্বাবা যাহা বিশেষরূপে পাইতে
অভিলষিত বা ইচ্ছিতম । সূখ বা উপস্থিত দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রধানতঃ ইচ্ছিতম পদার্থ ; তাহাতেও

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যং কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ ইতি (গ, ড) পাঠঃ । (+) দুঃখস্য তন্নিবৃত্তিকারী ইতি (ক, ঘ) পাঠঃ ।

(-) তাৎপর্য্য—বেদ-বোধিতে আচ্ছ—‘স্বর্গকামাহংসমধেন যজ্ঞেত’ অর্থাৎ স্বর্গলাভে যাহার অভিলাস
আছে, সে লোক ‘অমমধে’ নামক যজ্ঞ করিবে । এই বিধি বাক্যে কেবল স্বর্গলাভেরই উল্লেখ আছে, সে-
বর্ষ যে কিপ্রকার, তাহার কোন কথাই নাই ; কিন্তু “যস্মিন্ নোমং ন শীতং, নর্ষিঃ,” ইত্যাদি অর্থ-বাদ
বাক্যে (এই বিষয়ের প্রশংসাবোধক বাক্যে) স্বর্গের বিশেষ বিশেষ গুণ সমূহ বর্ণিত আছে । এই সকল অর্থবাদ
বাক্য হইতেই সেই স্বর্গগত বিশেষ অবস্থাসমূহ জানিয়া লইতে হয় ।

“রাত্রীকপেয়াং, প্রতিতিষ্ঠন্তীহ বৈ এত, যে এতা রাত্রীকপযন্তি,” অর্থাৎ, লোকে ‘রাত্রী’সমূহ অবলম্বন
করিবে, যাহারা এই সকল রাত্রীকে উপগত হয়, তাহারা প্রতিষ্ঠা (যশঃ) লাভ করে । ‘রাত্রি’ একটী যজ্ঞের
নাম এই বাক্যে প্রথমে ‘রাত্রীঃ উপেয়াং’ বলিয়া রাত্রিসংক্রান্ত বিধান করা হইয়াছে, কোন ফলের উল্লেখ নাই ।
তাহার পর “প্রতিতিষ্ঠন্তি” ইত্যাদি অর্থবাদাংশে ‘প্রতিষ্ঠা-ফলের উল্লেখ আছে । এস্থলে বিধিতে ফলের উল্লেখ
না থাকিলেও অর্থ-বাদ বাক্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় ।

আর ‘অপগোরণ’ সম্বন্ধে কথা এই যে, বেদে আছে—“তস্মাৎ ব্রাহ্মণ্য নাপগুরেং, তং যোগপগুরুতে, তং
শতেনাযাতর্য্যং,” অর্থাৎ ‘অতএব, ব্রাহ্মণ উদ্দেশে অপগোরণ—লগুড় উত্তোলন করিবে না ; যে লোক
অপগোরণ করে, তাহার এক শত মূল্য দণ্ড করিবে ।’ এখানে অপগোরণ হইতেছে সাধন এবং শতযাতনা
হইতেছে, তাহার সাধ্য বা ফল ।

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহে যেরূপ বিধিবাক্যে অমুক্ত ফল ও তদগত বিশেষ বিশেষ অবস্থাসকল অর্থবাদ বাক্য
হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ উপাসনাবিধায়ক বাক্য সমূহেও অমুক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল ও তদগত
গুণ-মহিমাাদি বিশেষণ সকল অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে ।

স্বপ্রযত্নাদ্ যাতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছুঃ প্রবর্ততে পুরুষঃ, ইতি ন কচিদপীচ্ছাবিষয়স্ত কৃত্যধীনসিদ্ধিত্বমন্তরেণ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং নাম কিঞ্চিদপ্যুপলভ্যতে । ইচ্ছাবিষয়স্ত প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধিত্বমেব, তত-এব প্রবর্তেঃ । ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্, যতঃ স্বখমেব পুরুষানুকূলম্ (*) । নচ, দুঃখনিবৃত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্ । পুরুষানুকূলং স্বখং, তৎপ্রতিকূলং দুঃখমিতি স্বখ-দুঃখয়োঃ স্বরূপবিবেকঃ । দুঃখস্ত প্রতিকূলতয়া তন্নিবৃত্তিরিচ্ছা ভবতি, নানুকূলতয়া । অনুকূল-প্রতিকূলাশ্রয়-(+) বিরহে স্বরূপেণাবস্থিতিহি দুঃখনিবৃত্তিঃ । অতঃ স্বখব্যতিরিক্তস্ত ক্রিয়াদে-রনুকূলত্বং ন সম্ভবতি । নচ, স্বখার্থতয়া তস্তাপ্যনুকূলত্বং দুঃখাত্মকত্বাৎ তস্ত । স্বখার্থতয়াপি তদুপাদানেচ্ছামাত্রমেব ভবতি ॥

আবার স্বখাভিলাষী পুরুষ যদি বৃত্তিতে পাবেন যে, আমাব প্রযত্ন ব্যতীত স্বখলাভ হইবে না, তাহা হইলেই প্রযত্নেব ইচ্ছায় তাহাব প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । অতএব, ইচ্ছাব বিষয়াভূত পদার্থটিকে প্রযত্নাধীন সিদ্ধি না হইয়া কুত্রাপি প্রযত্নের উদ্দেশ্য হইতে দেখা যায় না । ‘এই অভীষ্ট বিষয়টা আমাব প্রযত্নাধীন’ এইরূপ জ্ঞানের পবেই যখন প্রবৃত্তি জন্মে, তখন অভীষ্ট বিষয়কে যে, প্রবর্তক [বলা হয়], তাহার অর্থও প্রযত্নাধীন-সিদ্ধি ভিন্ন আব কিছুই নহে । আব স্বখই যখন পুরুষের একমাত্র অনুকূল বা প্রিয় বিষয় ; তখন কৃতিব উদ্দেশ্যকে (চেষ্টাব বিষয়কে) পুরুষেব অনুকূল বলা যাইতে পাবে না । আব দুঃখ-নিবৃত্তিও পুরুষেব অনুকূল নহে ; কেন না, পুরুষেব যাহা অনুকূল, তাহাই স্বখ, আব পুরুষেব যাহা প্রতিকূল (অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ), তাহাব নাম দুঃখ ; ইহাই স্বখ ও দুঃখের স্বরূপগত প্রভেদ (†) । দুঃখ প্রতিকূল বলিয়াই দুঃখ-নিবৃত্তি লোকেব অভিপ্রেত হয়, অনুকূল বলিয়া নহে । [পুরুষেব গে,] অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধশূন্যরূপে স্বরূপাবস্থান, তাহাবই নাম দুঃখনিবৃত্তি । এই কারণেই স্বখাতিবিক্ত ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মেব অনুকূলতা কখনও সম্ভবপব হয় না । আব এ কথাও বলিতে পার না যে, ক্রিয়া যখন স্বখেবই সাধন, তখন তাহাও অনুকূল হউক । কাবণ, ক্রিয়া স্বভাবতই দুঃখাত্মক বা দুঃখকব, কেবল স্বখেব ইচ্ছায়ই সেই ক্রিয়ান্ধষ্ঠানে ইচ্ছা হইয়া থাকে ॥

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং, যতঃ স্বখমেব পুরুষানুকূলম্ ইত্যংশঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে ।

(†) অনুকূলপ্রতিকূলতয়াশ্রয় ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য, — স্বখ ও দুঃখের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বলা বড় কঠিন ; এই কারণে শাস্ত্রকারগণ স্বখ, দুঃখের পরিচয় স্থলে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, “অনুকূলবেদনীয়ং স্বখম্”, আব, “প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্” । অর্থাৎ যে যাহা অনুকূল বা আনন্দ-তৃপ্তিকর বলিয়া অনুভব কবে, তাহার পক্ষে তাহাই স্বখ ; আর, যে যাহা প্রতিকূল বা অপরিয় বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই দুঃখ ; হতরাং একের পক্ষে যাহা স্বখ, অপরের পক্ষে তাহাই দুঃখ হইতে পারে । দুঃখ-সম্বন্ধেও এই কথা ।

নচ কৃতিং প্রতি শেষিত্বং কৃত্যুদেস্থত্বম্ ; ভবৎপক্ষে শেষিত্বস্থানিরূপণাৎ ।
 নচ, পরোদেশ-প্রবৃত্ত-কৃতিব্যাণ্ড্যত্বং শেষত্বমিতি তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষীত্যব-
 গম্যতে ; তথা সতি কৃতেরশেষত্বেন তাং প্রতি তৎসাধ্যত্বস্ত শেযিত্বা-
 ভাবাৎ (*) । নচ পরোদেশ-প্রবৃত্ত্যর্হতায়াঃ শেষত্বেন পরঃ শেষী ;
 উদ্দেশ্যত্বস্যৈব নিরূপ্যমাণত্বাৎ, প্রধানস্তাপি ভূত্যোদেশ-প্রবৃত্ত্যর্হতদর্শনাচ্চ ।
 প্রধানস্ত ভূত্যপোষেহপি স্বেদেদেশেন প্রবর্তত ইতি চেৎ ; ন, ভূত্যোহপি
 হি প্রধানপোষে স্বেদেদেশেনৈব প্রবর্ততে । কার্যস্বরূপস্যৈবানিরূপণাৎ
 ‘কার্য-প্রতিসম্বন্ধী(+) শেষঃ,’ ‘তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষী’ ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ॥

আব কৃতিশেষ বা ক্রিয়াক্রকেণ কৃতিব উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে না ; কাবণ, তোমার মতে
 শেষিত্ব পদার্থটি জনিতপণ্য। কেন না, অপর দলের উদ্দেশ্যে আবদ্ধ কৃতি বা প্রযত্নের
 ব্যাপ্তিযোগ্য বা অন্তর্গত বিষয়কে ‘শেষ’ বলিলে যে, তৎসম্পর্কিত বিষয়টি শেষী হইবে, ইহা
 ত বলা যায় না । কাবণ, কৃতি বা প্রবৃত্ত স্মৃতি যখন ‘শেষ’ হইতে পারিল না, তখন তৎসাধ্য
 বিষয়টি ত আব কিছতেই তাহার ‘শেষী’ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । আব
 পরোদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি বোগ্যকে ‘শেষ’ বলাতেই যে, ‘পর’টি ‘শেষী’ হইবে, তাহাও নহে ;
 কাবণ [ঐ লক্ষণানুসারে] ‘পর’ বস্তুটির কেবল উদ্দেশ্যত্বই নিকৃপিত হইতে পারে । [সুতরাং
 ‘পর’কে আব ‘শেষী’ বলা যায় না] । বিশেষতঃ ভূত্যের নিমিত্ত প্রধানেরও (কর্তারও)
 প্রবৃত্ত হইবার বোগ্যতা আছে ; [প্রধানকে ত আব ভূত্যের শেষ বা অধীন বলা যাইতে পারে
 না] । যদি বল, প্রধানও (প্রবৃত্ত) যে, ভূত্যের পরিপোষণে প্রবৃত্ত বা যত্নবান্ হন, তাহাও নিজেব
 উপকার সাধনের উদ্দেশ্যেই হন ; [সুতরাং প্রকৃত পক্ষে সেখানে পরোদ্দেশ্যত্বই নাই ; কাজেই
 ‘শেষত্ব’ও সম্ভাবনা নাই] । না, —তাহা হইলে ভূত্যও ত নিজেব উপকারোদ্দেশ্যেই প্রভুসেবার
 প্রবৃত্ত হয়, [সুতরাং সেও ‘শেষ’ বা অধীন হইতে পারে না] । অতএব, প্রধানভূত—কার্যেরই
 (ক্রিয়াবতী) যখন স্বরূপ নিকৃপণ করা এসম্ভব, তখন কার্যের প্রতিসম্বন্ধী—‘শেষ’ এবং তাহার
 প্রতিসম্বন্ধী ‘শেষী’, একপ নির্দেশ করাও সম্ভব হইতে পারে না (‡) ।

(*) তথ্যেতাদিঃ শেষিত্বাভাবাদিত্যন্তঃ সম্বন্ধঃ (গ) পুস্তকে নাস্তি । প্রমাণাৎ পতিত ইতি মন্তে ।

(‡) কার্যং প্রতি সম্বন্ধী শেষী, ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—যাহারা কার্য-শক্তিবাহী—ক্রিয়া-সম্বন্ধ বাস্তব শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করে না,
 তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাহাদেরই মতানুসারে ‘কার্য’ের পরিচায়ক একটি লক্ষণ করা আবশ্যক । তাই তাহারা
 বলিয়া থাকেন,—[মনুষ্যের] কৃতি বা প্রযত্ন সত্ত্বে যাহার দত্তা বা উপপত্তি এবং সেই প্রযত্নেরই যাহা উদ্দেশ্য বা
 বিষয়, অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্য সেই চেষ্টা হয় ; তাহার নাম ‘কার্য’ । কৃতির উদ্দেশ্য বলিলেই কৃতির কার্য,—
 অর্থাৎ যাহা সাধনের জন্ত চেষ্টাকর্য্য হয়, সেই চেষ্টার পদার্থকে বুঝিতে হয় । এখন কথা হইতে যে, জগতে
 অণু ভিন্ন আর কিছুই যখন ইষ্টতম হয় না বা হইতে পার না, তখন তোমার কথিত লক্ষণটি প্রকৃত কার্যের
 পরিচায়ক না হইল কেবল যত্নেরই পরিচায়ক বা লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল । বিশেষতঃ ক্রিয়ামাত্রই যখন অজ্ঞাত
 পরিমাণে দুঃখময় বা দুঃখাত্মক এবং দুঃখ বধন কাহারো ইষ্টতম নহে, তখন উক্তপ্রকার কার্য লক্ষণটি কিছুতেই
 ক্রিয়ার লক্ষণ হইতে পারিবে না । কাজেই কার্যের স্বরূপ নিরূপণ করা, অসম্ভব নহে ।

নাপি কৃতিপ্রয়োজনং কৃত্যুদ্দেশ্যম্ ; পুরুষশ্চ কৃত্যারম্ভপ্রয়োজনমেব
হি কৃতিপ্রয়োজনম্ ; স চেচ্ছাবিষয়ঃ । তস্মাদিচ্ছাত্বাতিরেকিকৃত্যুদ্দেশ্যত্বা-
নিরূপণাৎ কৃতিসাধ্যতা-কৃতিপ্রধানত্বরূপাংশুকার্য্যং দুর্নিরূপমেব ॥১২০॥

নিয়োগস্থাপি সাক্ষাদিচ্ছা-(+) বিষয়ভূতস্বত্বঃখনিবৃত্তিভ্যামন্যত্বাৎ
তৎসাধনতয়েবেচ্ছত্বং কৃতিসাধ্যত্বকং । অত এব হি তস্য ক্রিয়াতিরিক্ততা ;
অন্যথা ক্রিয়ৈব কার্য্যং স্তাৎ । স্বর্গকামপদ-সমভিব্যাহারানুগুণ্যেন লিঙাদি-

আর যে, কৃতি বা প্রযত্নেব যাহা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, তাহাই কৃত্যুদ্দেশ্য ; এ কথাও বলা চলে
না । কারণ, পুরুষেব কার্য্যাবত্তেব যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রকৃত পক্ষে কৃতির প্রয়োজন ; তাহা
ত পুরুষের ইচ্ছা-বিষয় ভিন্ন আব কিছুই নহে । অতএব, [পুরুষের] ইষ্টত্ব (ইচ্ছা-বিষয়ত্ব)
ভিন্ন যখন আর 'কৃত্যুদ্দেশ্য' নিরূপণ করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই কৃতি-সাধ্য বা যত্ন-নিষ্পাদ্য
কৃতির প্রধান বিষয়কেও আব 'কার্য্য' বলিয়া নির্দেশ করা চলে না ॥ ১২০ ॥

১২১ । স্মৃথ ও হুঃখনিবৃত্তি, এতদ্ব্যভিচারে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইচ্ছাব বিষয় হইয়া থাকে ; [বিধিবাক্য-
গত] নিয়োগ যখন সেই স্মৃথ ও হুঃখ-নিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; তখন বুঝিতে হইবে যে,
স্মৃথ ও হুঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াই নিয়োগবিষয়ে নোকেব ইচ্ছা হয় এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বলিয়া
বোধ হয়,—অর্থাৎ স্মৃথ ও হুঃখনিবৃত্তি ইষ্টঃ নিবন্ধনই তৎসাধনভূত নিয়োগেও ইষ্টত্ব ও কৃতি-
সাধ্যত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে] । এই কারণেই ক্রিয়া বা ব্যপার হইতে
নিয়োগ ধর্ম্মটির পার্থক্য বক্ষিত হয় । নচেৎ ক্রিয়া ও কার্য্য (ক্রিয়াফল), উভয়ের একত্ব বা অভেদ
হইতে পাবে । কেন না, [বিধিবাক্যত্ব] স্বর্গকাম পদের সহিত একযোগে অধম বা সম্বন্ধ বশতঃ
[বিধিবোধক] 'লিঙ' প্রভৃতি বিভক্তিতে যে, 'কার্য্য' বুঝায়, উহাই স্বর্গ-সাধন ; [তদতিবিক্ত স্বর্গ-সাধন

(*) স্বকণম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) সাক্ষাদিচ্ছাবিষয়ম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

এই ভয়ে তুমি যদি 'কৃত্যুদ্দেশ্য' শব্দের 'কৃতি-শেষিত্ব' অর্থ কর, অর্থাৎ কৃতি বা পুরুষ-প্রযত্নের যাহা
'শেষী' বা প্রধান বিষয়, তাহার নাম 'কৃত্যুদ্দেশ্য' এইরূপ অর্থ কর ; তাহাতেও বিবাদ উৎপন্ন হইল না । কারণ,
এই 'শেষী' পদের অর্থ নিরূপণ করাই অসম্ভব । কেন না ; প্রথমতঃ 'শেষ' শব্দের অর্থ নিরূপণ করা
আবশ্যক, 'শেষ' কিনা—পরোক্ষে অর্থাৎ অপর প্রয়োজন সাধনার্থ আরম্ভ কৃত্রি (চেষ্টার) বিষয় হইবার
'যোগ্য' । ফল কথা,—অন্যপ্রয়োজন সাধনার্থ যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ফলে যাহা সিদ্ধ হয় ; তাহাই 'শেষ',
এবং সেই 'শেষ' যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার অধীন, তাহার নাম—'শেষী' । কিন্তু, এরূপ
লক্ষণ করিলে এই দোষ হয় যে, কৃতি বা যত্ন নিজে যখন কাহারই 'শেষ' বা অধীন নহে, তখন সেই
কৃতিনিষ্পাদ্য ক্রিয়া কখনই 'শেষ', হইতে পারে না । আর যদি দুই বা বহুর মধ্যে যেটা অন্তের প্রয়োজনে প্রযুক্ত
হয়, তাহাকে 'শেষী' আর তাহার উদ্দেশ্য প্রযুক্ত হয়, তাহাকে 'শেষী' বলা যায়, তাহা হইলেও অতীষ্ট সিদ্ধ
হয় না । যেথানে পাওয়া যায় ভূত্যের পোষণের জগৎ রাজার প্রযুক্তি হয়, এবং রাজার পোষণের জগৎও
ভূত্যের প্রযুক্তি বা চেষ্টা হয় ; অথচ উভয়েরই প্রযুক্তির মূলে স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে ; হুঃখকে কাহার
'শেষ' (অধীন), আর কে কাহার 'শেষী' (প্রধান), তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না । অতএব, যেখানেই
হউক, 'কার্য্যের' স্বরূপ নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতেছে না ।

বাচ্যং কার্যং স্বর্গসাধনমেবেতি ক্ষণভঙ্গি-কর্মাতিরেকি স্থিরং স্বর্গসাধনম-
পূর্বমেব কার্যমিতি স্বর্গসাধনতোল্লোথেনৈব হুপূর্বব্যুৎপত্তিঃ । অতঃ
প্রথমমন্যার্থতয়া প্রতিপন্নস্য কার্যস্থানন্ত্যর্থনির্বহণায়াপূর্বমেব পশ্চাৎ
স্বর্গসাধনং ভবতীত্যুপহাস্তম্ ; স্বর্গকামপনাস্বিতকার্য্যভিধায়িপাদেন প্রথম-
মপ্যনন্ত্যর্থতানভিধানাৎ ; সুখদুঃখনিরুত্তি-তৎসাধনেভ্যোহন্যস্থানন্ত্যর্থস্য কৃতি-
সাধ্যতাপ্রতীত্যনুপপত্তেচ্চ (*) ॥

অপিচ, কিমিদং নিয়োগস্য প্রয়োজনত্বম্ ? সুখবৎ নিয়োগস্তাপানুকূলত্ব-
মেবেতি চেৎ ; কিং নিয়োগঃ সুখং ? (†) সুখমেব হনুকূলম্ । সুখবিশেষবৎ
নিয়োগাপরপর্য্যায়ং বিলক্ষণং স্থানান্তরমিতি চেৎ ; কিং তত্র প্রমাণমিতি

বলিয়া কিছুই নাই]। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ক্ষণভঙ্গু বস্তু, যাগাদি কর্ম, তাহা হইতে পৃথক্
এবং দীর্ঘ-কালস্থায়ী, স্বর্গ-সাধন অপূর্ণ (অদৃষ্ট—পুণ্য-পাপ) আব কার্য্য, একই পদার্থ ;
সুতরাং ‘স্বর্গ-সাধনরূপেই ‘অপূর্ণ’ শব্দের অর্থ’ প্রতীতি হয়। অতএব, [ইহাও বুঝিতে হইবে যে,]
‘অপূর্ণ’ ও ‘কার্য্য’ যখন একই পদার্থ, তখন উভয়েব সেই অভিন্নত্ব বক্ষার্থই প্রথমে ‘অপূর্ণ’রূপে
প্রতীয়মান পদার্থই পশ্চাৎ (স্বর্গকামপদের সহিত সম্বন্ধেব পব) স্বর্গ-সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া
পাকে ; এইরূপ সিদ্ধান্তটী নিতান্তই উপহাস্যাপদ (‡) । কেন না, ‘স্বর্গকাম’ পদের সহিত সম্বন্ধ
কার্য্য-বোধক পদটী পথমেও অনন্তর বা অভিন্নত্ব অর্থ’ প্রতিপাদন কবে না ; কাবণ, সুখ,
দুঃখনিরুত্তি ও তদুভয়েব সাধন ভিন্ন ‘অনন্তর’-অর্থ কখনই ‘কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান’ হইতে উপপন্ন
হইতে পারে না ॥

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি,—বিধিবাক্যস্থ নিয়োগকে যে, প্রয়োজন বলা হয়, সে কথার অর্থ
কি ?—যদি বল, সুখের হ্রায় নিয়োগেরও অনুকূলতাই প্রয়োজনত্ব। ভাল, সুখই একমাত্র অনুকূল
পদার্থ ; নিয়োগ কি সেই সুখ ? যদি বল, সুখবিশেষের হ্রায় নিয়োগও একপ্রকার
সুখই বটে, নিয়োগ তাহার নামান্তর মাত্র। আচ্ছা, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, তাহা

(*) প্রতিপত্ত্যানুপপত্তেচ্চ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) নিয়োগঃ সুখমেব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তৎপার্থা.—“স্বর্গকামঃ অর্থমেধেন যজ্ঞেতঃ,” এই বিধিবাক্যে প্রথমতঃ ‘লিঙ’ (ইত) বিভক্তিটী যাগের
কর্ত্তব্যতামাত্র বুঝায়, অনন্তর ‘স্বর্গকাম’ পদের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ঐ যাগেরই স্বর্গ-সাধনতা অর্থ প্রতিপাদন করে ।
‘যাগ’ একটী ক্রিয়া—ক্ষণমাত্রস্থায়ী, সে কখনই কালান্তরভাবী স্বর্গলাভের সাধন হইতে পারে না ; এই কারণে
যাগের অন্তর্ভুক্ত একটী ‘অপূর্ণ’নামক যাগ-ফল স্বীকার করিতে হয় ; যাগের উপযুক্ত ফল না হওয়া পর্য্যন্ত
সেই অপূর্ণ অব্যাহত থাকে ; ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়। স্বর্গ-সুখ লাভেই লোকের প্রধানতঃ ইচ্ছা হয়, শেষে
তৎসাধন বলিয়া যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, ‘অপূর্ণ ও কার্য্য প্রথমে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া
পশ্চাৎ স্বর্গ-সাধনরূপে প্রতীত হয়’ ; একথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে ন ।

বক্তব্যম্। স্বানুভবশ্চেৎ ; ন ; বিষয়বিশেষানুভবস্বত্বৎ ‘নিয়োগানুভব-
স্বখমিদম্’ ইতি ভবতাপি নানুভূয়তে। শাস্ত্রেণ নিয়োগস্ত পুরুষার্থতয়া
প্রতিপাদনাৎ পশ্চাৎ তু ভোক্ষ্যত ইতি চেৎ ; কিং তন্নিয়োগস্ত
পুরুষার্থত্ববাচি শাস্ত্রম্ ? ন তাবৎলৌকিকং বাক্যম্, তস্য ছঃখাত্মক-ক্রিয়া-
বিষয়ত্বাৎ, তেন(*) স্বখাদিসাধনতয়ৈব কৃতিসাধ্যতামাত্রপ্রতিপাদনাৎ।
নাপি বৈদিকং, তেনাপি স্বর্গসাধনতয়ৈব কার্যস্য প্রতিপাদনাৎ। নাপি
নিত্য-নৈমিত্তিকশাস্ত্রম্ ; তস্মাপি তদভিধায়িত্বং স্বর্গকামবাক্যাস্থাপূর্বব্যুৎ-
পত্তিপূর্বকমিত্যুক্তরীত্যা (+) তেনাপি স্বখাদিসাধনভূত-কার্য্য্যভিধানম-
বর্জনীয়ম্। নিয়তৈহিকফলস্য কস্ম্যণোহনুষ্ঠিতস্য ফলত্বেন তদানীমনুভূয়-
মানান্নাগুরোগতাদিব্যাতিরেকেণ নিয়োগরূপস্বখানুভবানুপলব্ধেচ নিয়োগঃ
‘স্বখম্’ ইত্যত্র ন কিঞ্চন প্রমাণমুপলভ্যমহে ॥

বলা আবশ্যক। যদি বল, নিজের অনুভবই প্রমাণ। না—বিষয়বিশেষেব অনুভবে যেমন স্থখ-
প্রতীতি হয়, তেমন নিয়োগানুভবে তুমিও ত কখন ‘ইহা নিয়োগ-স্বখ’ বলিয়া কিছু অনুভব
করিয়া থাক না। যদি বল, বিদিশান্ত যখন নিয়োগকে পুরুষার্থ বা পুরুষেব কর্তব্য বলিয়া
বিধান করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহাৰ ভোগ্যতা বা স্থখাত্মকতাও বঝিতে হইবে। [বেশ কথা,]
সেই নিয়োগ যে পুরুষার্থ, তদ্বাদক শাস্ত্র কি আছে ? প্রথমতঃ লৌকিক (বাবচাসিক)
বাক্য [তদ্বাদক শাস্ত্র] নহে, কাবণ, কেবল ছঃখবহুল ক্রিয়া-প্রতিপাদনই উহাৰ এক-
মাত্র বিষয় ; বিশেষতঃ লৌকিক বাক্যে কেবল স্বখ-সাধনরূপেই উহাৰ কর্তব্যতা প্রতিপাদিত
হইয়াছে, [স্থখাত্মকরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই]। দ্বিতীয়তঃ [উহাৰ স্থখাত্মকতা বিষয়ে] বৈদিক
প্রমাণও নাই ; কেন না, তাহা দ্বাবাও কেবল স্বর্গ-সাধনরূপেই কার্যের (বাগজনিত অপূর্ণেব)
প্রতিপাদন কবা হইয়াছে। আব নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবিধায়ক শাস্ত্রেও [উহাৰ স্থখাত্মকতা
প্রতিপাদিত হয় নাই]। কাবণ, “স্বর্গকামঃ যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্যে যে, অপূর্ণে (অদৃষ্ট-
পুণ্যাদি অর্থে শক্তি কল্পনা, তদন্তসারেই নিত্য-নৈমিত্তিক বাক্যেব ঐরূপ অর্থ বোধকর্য কল্পিত
হয় ; সুতরাং সেই বাক্যেও যে, কস্মেব অনুষ্ঠানে স্থখাদি-সাধনতারূপেই কার্য্য প্রতিপাদন,
স্বখরূপে নহে, তাহা স্বীকার করা যায় না। যে কস্মেব ফল ইহলোকেই স্থনিশ্চিত ; সেই কস্মেব
অনুষ্ঠান করিলে তৎ-ফলরূপে প্রতীয়মান ভোগার্থ অনাদিব প্রাচুর্য ও নীরোগতাদি ফল ভিন্ন
তৎকালে ‘নিয়োগ’-জনিত স্বতন্ত্র কোন স্বখেব উপলব্ধিও হয় না (†)। অতএব, [বিধি-
বাক্যস্থিত] নিয়োগই যে, স্বখস্বরূপ ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ উপলব্ধি করিতেছি না ॥

(*) স্বখসাধন—ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) নীতা ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) ভাৎপর্ষা,—কৃষিপ্রভৃতি কস্মের ফল ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সকল কস্মেও নিয়োগ
থাকিতে পারে ; সেই নিয়োগাধীন কস্মে কেবল শযাদি ফলই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু, তন্নিয়োগ-

অর্থবাদাদিষপি স্বর্গাদিস্বথ-প্রকারকীর্তনবৎ নিয়োগরূপস্বথপ্রকার-
কীর্তনং ভবতাপি ন দৃষ্টচরম্ । অতো বিধিবাক্যেষপি ধাত্বর্থস্ত
কর্তৃব্যাপারসাধ্যতামাত্রং শব্দানুশাসনসিদ্ধমেব লিঙাদেবীচ্যমিত্যধাব-
নীয়তে (*) । ধাত্বর্থস্ত যাগাদেবগ্নাদিদেবতান্তর্য়ামি-পরমপুরুষ-সমারাদন-
রূপতা, সমারাদিতাৎ পরমপুরুষাৎ ফলসিদ্ধিশ্চেতি, “ফলমত উপপত্তেঃ”
[ব্রহ্মসূ० ৩২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে । অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং
পরং (+) ব্রহ্ম বোধয়ন্তীতি ব্রহ্মোপাসনফলানন্ত্যং স্থিরত্বঞ্চ সিদ্ধম্ ।
চাতুর্মাশ্চাদিকর্ম্মস্বপি কেবলস্ত কর্ম্মণঃ ক্ষয়িফলত্বোপদেশাদক্ষয়ফলশ্রবণং
“বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্” [বৃহদা० ৪।৩।৩] ইত্যাদিবদাপেক্ষিকং
মন্তব্যম্ ॥

আব [বিধিব স্থতিপব] অথ বাদ প্রভৃতি বাক্যেও স্বর্গাদি স্থথেষ যেক্রপ বিশেষণরূপে
উল্লেখ দৃষ্ট হব, তক্রপ নিয়োগস্থথেষ বিশেষণভাবে সমুল্লেক্ষ তুমিও পূর্বে কোথাও দর্শন কব
নাই । অতএব, “যজ্ঞেত” প্রভৃতি বিধিবাক্যেও শব্দশাস্ত্রের নিয়ম-সিদ্ধ যে, ‘যজ’-প্রভৃতি ধাতুব
কর্তৃব্যাপাব-সাধ্যতা ; অর্থাৎ “যজ্ঞেত” বলিলেই বুঝা যায় যে, ‘যজ’ ধাতুব অর্থ—যাগ ক্রিয়াটী
কর্তাব ব্যাপাব বা চেষ্টা দ্বাব সম্পন্ন হইবাব যোগ্য ; এই অর্থ ই বিধিগত ‘লিঙ’ প্রভৃতি
বিভক্তিব বাচ্যার্থ, তদতিবিক্ত কোন অর্থ নাই ; ইহাই অবদাবিত হইতেছে । অগ্নি প্রভৃতি
দেবতাব ও অন্তর্য়ামী পবমপুরুষ ভগবানের সমাক্ আবাবদনা এবং সমাক্ আবাবধিত পবমপুরুষ
ভগবান্ হইতে ফল লাভ, ইহাই ‘যজ’ প্রভৃতি ধাতুব অর্থ—যাগাদি শব্দবাচ্য । ‘ইহা হইতে
(ভগবানের নিকট হইতে) ক্রিয়াফল সম্পন্ন হইবা থাকে ।’ এই স্বত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত
হইবে । অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহ যখন পবিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্ম-প্রতিপাদন কবিতোছে ; তখন
তাঁহাব অনন্ত, স্থিবতব ফলদান শক্তিও অন্তর্মিত হয় । আর চাতুর্মাশ্চাদি যাগেব স্থলেও কথা
এই যে, [শাস্ত্রই যখন জ্ঞানসম্বন্ধবহিত-] কেবল কশ্মেব ফলকে ‘ক্ষয়শীল’ (বিনাশী) বলিয়া
উপদেশ কবিয়াছেন ; তখন বুঝিতে হইবে যে, ‘বায়ু ও অন্তরীক্ষ, এই উভয় অমৃত (বিনাশ-
বহিত), এই স্থলে ‘অমৃতত্ব’ অর্থ যেমন আপেক্ষিক (দীর্ঘকাল স্থায়ী মাত্র), তেমনি চাতুর্মাশ্চ
যাগফলেব ‘অক্ষয়ত্ব’ও আপেক্ষিক, অর্থাৎ অগ্র ফল অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী মাত্র, কিন্তু
নিতা নহে ॥

(*) ত্যবদীয়তে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) নিষ্পন্নং ব্রহ্ম ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

নিত অস্ত্র কোনরূপ স্থথেরই প্রতীতি হয় না । এতদনুসারে বুঝা যায় যে, বেদান্ত নিয়োগ সম্বন্ধেও এত
বিস্তার নিষম । অর্থাৎ দেখানোও কর্ম্ম সম্পাদিত স্থথ ভিন্ন নিয়োগে আর কোনরূপ স্থথ থাকিতে পারে না ;
ইহাও নিয়োগের স্থথাস্বকতা কথা অপ্রামাণিক ।

অতঃ কেবলানাং কৰ্মণামল্লাস্থিরফলত্বাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানস্থানস্তস্থিরফল-
ত্বাচ্চ তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারারম্ভো যুক্ত ইতি স্থিতম্ ॥

[ইতি শ্রীভাষ্যে প্রথমং ভিজ্ঞাসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

অতএব, যেহেতু জ্ঞানসম্বন্ধরহিত কৰ্মের ফল অল্প ও অস্থির ; পক্ষান্তবে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল
অনন্ত ও স্থির বা নিত্য ; অতএব, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণার্থ ব্রহ্ম-বিচার করা যে,
আবশ্যক, ইহা ব্যবস্থাপিত হইল ॥*

[শ্রীভাষ্যানুবাদে প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল (*)]

(*) তাৎপৰ্য্য,—“অধিকরণ” মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত একপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রণালী । প্রত্যেক অধিকরণেরই
পাঁচটি অবলম্ব বা অংশ আছে । যথা—“বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়শ্চবা । প্রয়োজনেন সহিহমেতৎ
ত্ৰাদৃশপঞ্চকম্ ॥”

অর্থাৎ (১) বিষয় = বিচারার্থ বাক্য বা বাক্যার্থ । (২) সংশয় = বিষয়ের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তা ।
(৩) বিচার = সিদ্ধান্তের প্রতিকূল পক্ষ উত্থাপন । (৪) নির্ণয় = প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন । (৫) প্রয়োজন =
সিদ্ধান্তের ফল বা উদ্দেশ্য নির্দেশ ।

এই প্রথম অধিকরণের বিচার্য বিষয়—ব্রহ্ম-মীমাংসা । সংশয়—ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভ করা কর্তব্য কি না ?
বিচার—স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনে যখন শঙ্কের সামর্থ্য নাই, তখন ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও প্রামাণ্য নাই । নিশ্চয় =
না—, শঙ্কের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনেও নিশ্চয়ই সামর্থ্য আছে ; অতএব, ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও নিশ্চয়ই প্রামাণ্য
আছে । প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভ করা উচিত ; মোক্ষলাভ ইহার বিশিষ্ট ফল বা প্রয়োজন ।
এইরূপে এই শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণেই উল্লিখিত পঞ্চপ্রকার অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে ।

কিং পুনস্তদ্ ব্রহ্ম, যং জিজ্ঞাস্তুমুচ্যতে, ইত্যত্রোহ —

[জন্মাত্মাধিকরণম্ ।]

জন্মাত্মস্য যতঃ ॥ ১।১। ২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জন্মাদি (উৎপত্তিপ্রভৃতি), অস্ত (ইহার—জগতের), যতঃ

(যাহা হইতে,) [তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥]

[সবলার্থঃ—অস্ত্র বিচিত্র-চেতনচেতনমিশ্রস্ত্র ব্যবস্থিতস্বথ-দুঃখভোগবিভাগস্ত্র জগতঃ, যতঃ সদ্ভাং কাবণাং, জন্মাদি—জন্ম-স্থিতি-বিলম্বনং ভবতি ; তং ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ । অত্র চ “নতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তং ব্রহ্ম” ইত্যত্রোহ এতঃ প্রমাণম্ । সূত্রে “যতঃ” ইত্যত্র হেতৌ পঞ্চমী ; ততশ্চ ব্রহ্মণো নিমিত্তত্বমুপাদানত্বং চ গমাতে । ‘অস্ত্র’ ইতি চ কর্ম্মণি ষষ্ঠী, জগতঃ স্বজামানত্বাং প্রত্যয়গমাক্ষ ॥

বিচিত্র চেতনচেতন-সমন্বিত এবং স্বথদুঃখাদি ভোগেব নিয়মিত ব্যবস্থাপূর্ণ এই বিচিত্র জগতের যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম । ‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্ম লাভ কবে, জন্মের পবন যাহাব আশ্রয়ে জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও যাহাতে প্রবেশ কবে, তিনি ব্রহ্ম ।’ এই প্রতিটি এ বিষয়ে প্রমাণ । সূত্রে ‘যতঃ’ পদে হেতুর্থে পঞ্চমী, যাব ‘অস্ত্র’ পদেতে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে; তাহাব কলে, এক ব্রহ্মই যে, জগতের নিমিত্ত কাবণ ও উপাদান কাবণ, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥]

অনুবাদ ।

[প্রথম সূত্রে] যাহাকে জিজ্ঞাস্ত্র বলা হইতেছে ; সেই ব্রহ্ম কি প্রকাব ? এই আকাঙ্ক্ষায় এখানে বলিতেছেন —“জন্মাত্মস্য যতঃ ।” (+)

(*) তাৎপর্য্য,—এইসূত্রে এইরূপে অধিকরণ রচনা করিতে হইবে,—বিষয়—“নতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি এবং “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্য । সংশয়—উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মনিচয় ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে কি না ? বিচার—উক্ত ধর্ম্মসমূহ কোনরূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে বিশেষণ-বৃত্তি নিবন্ধন ব্রহ্মেরও বহু হইতে পারে । নির্ধর—একই ব্যক্তির ‘আমত্ব, বুলত্ব ও পাণ্ডিত্য’ প্রভৃতি বহু বিশেষণ সম্বন্ধে যেমন এককের ব্যাঘাত হয় না, তেমনি বহু বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হইলেও ব্রহ্মের এককের হানি হইবে না, অর্থাৎ বহুত্ব সম্ভাবিত হইবে না । প্রয়োজন—উক্ত জন্মাদি বোধক-বাক্য হইতে ব্রহ্ম স্বরূপের অবগতি ॥

‘জন্মাদি’ ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্ ; তদুপসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ ।
 ‘অস্ত’ (*) অচিন্ত্য-বিবিধাবচিত্ররচনাস্থ নিয়তদেশ-কাল-ফলভোগব্রহ্মাদিস্তম্-
 পর্যন্ত-ক্ষেত্রজমিশ্রাস্থ জগতঃ - ‘যতঃ’ যস্মাৎ সার্বেশ্বর্য্যে নিখিলহেয়-
 প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্লাৎ জ্ঞানানন্দাঘনন্তুকল্যাণগুণাৎ সর্বজ্ঞাৎ
 সর্বশক্তেঃ পরমকারুণিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে,
 তদ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ১ ॥

[পূর্বপক্ষঃ—]

“ভৃগুর্বে বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার—অধাহি ভগবো ব্রহ্ম”,
 ইত্যারভ্য “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

জন্মাদি অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় । [এখানে] ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ নামক বহুব্রীহি
 সমাস হইয়াছে (†) । চিন্তাব অগোচর, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ-বচনাত্মক এবং নিয়মিত-
 ভাবে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও নিয়মানুসারে ফলোপভোগসম্পন্ন, ব্রহ্মাদি স্তম্ভ (তুণ) পর্যন্ত
 জীবসম্বিত এই জগতের [যতঃ—] গাঁহা হইতে—অর্থাৎ যে সর্বেশ্বর, সর্ববিধ হেয়গুণবর্জিত,
 সত্যসংকল্ল, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণময় গুণসম্বিত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও পরমকারু-
 ণিক, পরমপুরুষ (ভগবান্) হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হইয়া থাকে ; তিনি ব্রহ্ম । ইহাচ
 স্বত্রের সূত্রার্থ ॥১॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শোনা যায়—‘পূর্বকালে বরুণনন্দন ভৃগু, পিতা বরুণের সমীপে
 উপস্থিত হইয়াছিলেন ; [এবং বলিয়াছিলেন যে,] ভগবন্ ! আমাকে বেদ
 ব্রহ্মের জন্মাদিসংক্ষ-
 অধ্যাপনা করান’ । এই হইতে আৰম্ভ কবিশ্য—‘গাঁহা হইতে এই
 সমস্ত ভূত (বস্তুসমূহ) সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও গাঁহাব দ্বারা জীবিত

(*) অচিন্ত্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার. তদুপসংবিজ্ঞান ও অতদুপসংবিজ্ঞান । তন্মধ্যে ; যেখানে
 সমস্তমান বিশেষ্যের ব্যবহার কালে সমাশেতু গুণের অর্থাৎ বিশেষণীভূত ধর্ম্মভবির ব্যবহার বা প্রতীতি থাকে,
 তাহাকে ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ বলে । যথা—‘লক্ষকর্ম্মমানয়’ অর্থাৎ লক্ষ্যমান কর্ণযুক্ত (ব্যক্তিকে) আনয়ন কর’,
 বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়নকালে তদুপসং—কর্ণেরও আনয়ন হইয়া থাকে । আর যেখানে সমস্তমান বিশেষ্যের
 ব্যবহার কালে বাক্যেতু গুণের প্রতীতি বা ব্যবহার থাকে না, তাহাকে ‘অতদুপসংবিজ্ঞান’ বলে । যথা—
 ‘দৃষ্টবাগরমানয়’ অর্থাৎ যে লোক সাগর দর্শন করিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়ন
 কালে আর তদুপসংগরের আনয়ন করা হয় না । আলোচ্য স্থলে সংশয় ছিল যে, ‘জন্ম আদিবস্ত, তৎ জন্মাদি ।’
 এই যে বহুব্রীহি সমাস হইল, ইহা ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ ? কিংবা, অতদুপসংবিজ্ঞান ? ‘অতদুপসংবিজ্ঞান’
 হইলে বাক্যেতু ‘জন্ম’ অর্থটী ত্যাগ করিয়া সমাসলভ্য কেবল ‘স্থিতি’ ও ‘প্রলয়’ মাত্র পাওয়া যায় । এই সংশয়
 অপনোদনার্থ ভাষ্যকার বলিলেন যে, এটি ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ বহুব্রীহি ; সুতরাং ‘জন্মাদি’ পদে জন্ম, স্থিতি ও
 প্রলয়, এই তিনই বুঝিতে হইবে ।

যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ; তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম, [তৈত্তি০, ভৃগু০ ১।] ইতি শ্রুয়তে । তত্র সংশয়ঃ,—কিমস্মাদ্ বাক্যাদ্ ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যতে, ন বেতি । কিং প্রাপ্তং ? ন শক্যমিতি । ন, তাবৎ জন্মাদয়ো বিশেষণত্বেন ব্রহ্ম লক্ষয়ন্তি ; অনেকবিশেষণব্যবৃত্তত্বেন ব্রহ্মণোহনেকত্ব-প্রসক্তেঃ । বিশেষণত্বং হি ব্যাবর্ত্তকত্বম্ ॥

ননু ‘দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সমপরিমাণঃ’ ইত্যত্র বিশেষণ-বহুত্বত্বপেক্ষা এব দেবদত্তঃ প্রতীয়তে ; এবমত্রাপি একমেব ব্রহ্ম ভবতি । নৈবম্ ; তত্র প্রমাণান্তরেণৈক্যপ্রতীতেরেকস্মিন্বেব বিশেষণানামুপসংহারঃ । অন্যথা, তত্রাপি ব্যাবর্ত্তকত্বেনানেকত্বমপরিহার্যম্ । অত্র ত্বনৈব বিশেষণেন

থাকে, এবং প্রমাণ সময়েও (বিনষ্ট হইবার কালেও) যাহাতে প্রবেশ কবে : তাহাকে জিজ্ঞাসা কব, তিনিই ব্রহ্ম ।’ এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের লক্ষণ জানিতে পাবা যায় কি না ? অর্থাৎ উক্ত ভৃগু-জন্মাদি ধর্মসমূহ ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে কি না ? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? না,—জানিতে পাবা যায় না । কেন না, জন্মাদি ধর্ম সকল ত বিশেষণরূপে ব্রহ্মের লক্ষণ বা পরিচয় প্রদান করিতেছে না ; কারণ, বহু বিশেষণ দ্বারা (বিশেষ্যরূপ ব্রহ্মকে) ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অল্প পদার্থ হইতে বিশেষিত কবিলে ব্রহ্মের অনেকত্ব (বহুত্ব) হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । বিশেষণ অর্থাৎ ব্যাবর্ত্তক বা অল্প হইতে পার্থক্য-সাধক ॥ ২ ॥

ভাল, ‘দেবদত্ত (একটী লোক) শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন ও পরিমাণব্রহ্ম’, এ স্থলে যেকোন বিশেষণের বহুত্ব সত্ত্বেও একই দেবদত্ত প্রতীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও একই ব্রহ্ম [প্রতীয়মান] হইতে পাবে ? না—সেরূপ হইতে পাবে না ; (১) কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা (দেবদত্তের) একত্ব প্রতীতি বিদ্যমান থাকায় এক দেবদত্তেরই বিশেষণ সমূহের সময় করিতে হয় ; নচেৎ বিশেষণভেদে বাদ্ভিত্তি-ভেদের নিয়মানুসারে সেখানেও (বিশেষ্যের) অনেকত্ব-

(*) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইল, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের নির্দেশ আছে, সেই সকল বাক্যে একবচনান্ত ব্রহ্মসম্বন্ধই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কুলাপি বহুবচনান্ত কিংবা বীজ্য (এক সংজ্ঞা বারবার) বোধক শব্দও বাই যে, ব্রহ্মের বহুত্ব প্রতীতি হইবে । ভাষ্যকার তত্ত্বত্বের বলিলেন যে, না, একপ যুক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পার না । কারণ, দেখা যায়, যে লোক গো কি, তাহা জানে না, অথচ জানিতে ইচ্ছা করে তাহাকে বুঝাইবার জন্য কেহ যদি বলে যে, ‘দাঁড়, শৃঙ্গবহিঃ ও পূর্ণ শৃঙ্গযুক্ত যে প্রাণী, তাহাই গো ।’ এখানে যদিও একটী মাত্র ‘গো’ পদ একবচনান্ত নির্দিষ্ট আছে সত্য, তথাপি তিনটী বিশেষণ থাকায় তিন ব্রহ্মের গৌর প্রতীতি হইতেছে, অর্থাৎ দাঁড়ও গো, শৃঙ্গহীন গোও গো, এবং সম্পূর্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট গোও গো । অর্থাৎ একই গোতে যে, উক্ত তিনটী ধর্ম থাকিতে হইবে, এরূপ নাহ । এইরূপ, ব্রহ্ম পদটী একবচনান্ত হইলেও অনেক বিশেষণ থাকায় তাহারও অনেকত্ব প্রতীতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ।

লিলক্ষয়িষিতত্বাৎ ব্রক্ষণঃ, (*) প্রমাণান্তরেনৈক্যমনবগতমিতি ব্যাবর্তক-
ভেদেন ব্রক্ষবহুত্বমবর্জনীয়ম্ । ব্রক্ষশব্দৈক্যাৎ অত্রাপ্যেক্যং প্রতীয়ত ইতি
চেৎ ; ন, অজ্ঞাতগোব্যক্তৈর্জিজ্ঞাসোঃ পুরুষস্য 'ষণ্ডো মুণ্ডঃ পূর্ণশৃঙ্গো
গোঃ' ইত্যুক্তে, গো-পদৈক্যেহপি ষণ্ডহাদিব্যাবর্তকভেদেন গোব্যক্তিবহুত্ব-
প্রতীতে ব্রক্ষ ব্যক্তয়োহপি বহব্যঃ স্যুঃ । অত এব, লিলক্ষয়িষিতে বস্তুত্রয়ো-
বিশেষণানাং সম্ভূতলক্ষণত্বমপি (+) অনুপপন্নম্ । নাপ্যুপলক্ষণত্বেন
লক্ষয়ন্তি ; আকারান্তরাপ্রতিপত্তেঃ । উপলক্ষণানামেকেনাকাারেণ (‡)
প্রতিপন্নস্য কেনচিদাকারান্তরেন প্রতিপত্তিহেতুত্বং হি দৃষ্টম্, (§) 'যত্রায়ং
সারসঃ, স দেবদত্ত-কেন্দারঃ' ইত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

প্রতীতি অপরিহার্য্য হইত । কিন্তু, এখানে যখন এই বিশেষণ দ্বারাই ব্রক্ষের লক্ষণ করিতে ইচ্ছা
করা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অত্র প্রমাণে যখন ব্রক্ষের একত্ব প্রমাণিত হয় নাই, তখন
ব্যাবর্তক-ভেদ থাকায় ব্রক্ষের বহুত্ব প্রতীতি অপরিহার্য্য হইতে পারে । যদি বল, সর্বত্র ব্রক্ষ শব্দেব
এক বচনান্ত প্রয়োগ থাকায় "সত্যং জ্ঞানং" বাক্যেও একত্বেই প্রতীতি হয়? না,—তাহা হয় না ;
কারণ, যে ব্যক্তি 'গো' পদার্থ জানে না—জানিতে ইচ্ছাকবে ; তাহার নিকট 'ষণ্ড, মুণ্ড ও পূর্ণ-
শৃঙ্গযুক্ত গো', এই কথা বলিলে যেমন গোপদের একত্ব বা একবচনান্ততা সত্ত্বেও ষণ্ডত্ব প্রভৃতি
ব্যাবর্তক বিশেষণেব বহুত্বনিবন্ধন গোরও বহুত্ব প্রতীতি হয়, তেমনি ব্রক্ষেবও বহুত্ব হইতে পারে ।
এই নিমিত্তই লিলক্ষয়িষিত অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা যাহার নিকৃপণ কবিত্তে ইচ্ছা করা হইয়াছে ;
সেই ব্রক্ষ-বস্তুব 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি বিশেষণসমূহ সম্মিলিতভাবে লক্ষণ হইতে পারে না ।
আর উক্ত বিশেষণসমূহ উপলক্ষণরূপেও ব্রক্ষ-লক্ষণ হইতে পারে না ; কেন না, ব্রক্ষের উক্ত-
স্বরূপ ভিন্ন যে, রূপান্তর আছে, তাহা জানা যায় না (¶) । 'যেখানে এই সারস পক্ষী আছে,
তাহাই দেবদত্তের ক্ষেত্র' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, উপলক্ষণ বিশেষণসমূহ একাকারে প্রতীয়-

(*) একবর্ণান্তরেন' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) লক্ষণত্বমনুপপন্নং' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) একাকারেন' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) যথা অহম্' ইতি (ক) পাঠঃ ।

(গ) তাৎপর্য্য—বিশেষণ দুই প্রকার, (১) বিশিষ্ট বিশেষণ, (২) উপলক্ষণ বিশেষণ । তন্মধ্যে বিশিষ্ট
বিশেষণটি বিশেষ্যের সঙ্গে সঙ্গ থাকে, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণটি সেকপ থাকে না । ঋষিকল্প উপলক্ষণরূপে যে
বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, বিশেষ্যে কেবল সেই বিশেষণ সম্বন্ধই যে, বুঝিতে হয়, তাহা নহে, তন্নিম্ন আরও কতক-
গুলি ধর্ম্মের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয় । সুতরাং উপলক্ষণ স্থলে বিশেষ্য পদার্থটির প্রথমে যেসকল আকার বা
স্বরূপ প্রতীতি হয়, সত্যং সেকপ আকারের প্রতীতি থাকে না ও থাকিতে পারে না । উদাহরণ—একজন বলিল
'দেবদত্তের জমি কোনটা ! উত্তর হইল—'যেখানে সারস পক্ষী বসিয়া আছে।' এখানে বুঝিতে হইবে, তৎকালে
জমিটা সারসযুক্ত থাকিলেও সময়ান্তরে সারসবিহীন আকারেও নিশ্চয়ই থাকিবে । অতএব, এই সারস
পদটি জমির উপলক্ষণ বিশেষণ ।

ননু চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১] ইতি প্রতিপন্নাকারস্য জগজ্জন্মাদীন্যুপলক্ষণানি ভবন্তি ; ন, ইতরেতরপ্রতি-
পন্নাকারাপেক্ষেণ (*) উভয়োলক্ষণবাক্যয়োরাগোত্রাশ্রয়ণাৎ । অতো
ন লক্ষণতো ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি । এবং প্রাপ্তোহভিধীয়তে,—

জগৎসৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়েরূপলক্ষণীভূতৈব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যতে । ন চ,
উপলক্ষণোপলক্ষ্যাকারব্যতিরিক্তাকারান্তরা প্রতিপত্তৈব্রহ্মণোহপ্রতিপত্তিঃ ।

উপলক্ষ্যং হনবোধকাতিশয়বৃহৎ, বৃহৎ (+) ; বৃহতেধাতো-
সিদ্ধাস্তপক্ষঃ ।

সুদর্শনাৎ । তদুপলক্ষণভূতাশ্চ জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ । ‘যতো’
‘যেন,’ ‘যৎ’ ইতি (‡) প্রসিদ্ধবজ্জন্মাদিকারণনির্দেশেন যথাপ্রসিদ্ধি জন্মাদি-
কারণমন্যদ্যতে । প্রসিদ্ধিশ্চ—“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম,
তদৈক্ষত—বহুশ্রাং, প্রজায়েয়েতি, তন্তোজোহসৃজত ।” [ছান্দো০ ৬।২।১-]

মান বস্তুব অত্র কোনও আকাৰে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে । [:এখানে সেরূপ
প্রতীতি না থাকায় উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না] ॥ ৩ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, এই বাক্যে ব্রহ্মের যেস্বরূপ আকার
প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাত হইয়াছে, জগৎ-জন্মাদি বাক্য তাহাবই উপলক্ষণ (বোধক) হউক ?
না,—তাহা হইতে পারে না ; কাৰণ, “সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি বাক্য যেকূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ, জগৎ-
জন্মাদি বাক্যও সেইরূপই ব্রহ্ম-লক্ষণ ; এখন এই উভয় লক্ষণ যদি পবম্পব অপেক্ষিত হয়,
তাহা হইলে বাক্যদ্বয়ে ‘অগোত্রাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় । অতএব, কোন লক্ষণ দ্বারাষ্ট ব্রহ্মকে
প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না । এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

উপলক্ষণস্বরূপ জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় বিশেষণ দ্বাৰা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে
পারে । এ কথাও বলা যায় না যে, [এ পক্ষে] উপলক্ষণ ও উপলক্ষ্য (উপ-
সিদ্ধাস্ত পক্ষ ।

লক্ষণের যাহা বিবেচ্য), এতদ্ব্যয়েব আকাৰ হইতে পৃথক্ আকাৰের যখন
প্রতীতি হইতেছে না, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না । [কারণ এই
যে,] উপলক্ষ্য বা উপলক্ষণের বিষয়ীভূত (ব্রহ্ম) বস্তুটা সীমাবহিত অতি বৃহৎ ও বৃহৎ অর্থাৎ
জগৎ-বৃদ্ধির হেতুভূত ; কাৰণ, ‘বৃহৎ’বাতুর ঐকপঠ অর্থ । জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় ধর্মগুলি
তাহাবই উপলক্ষণস্বরূপ বা পরিচায়ক । [“যতো বৈ” ইত্যাদি শ্রুতিতে] ‘যতঃ,’ ‘যেন’ ও ‘যৎ’ এই
পদত্রয়ে জন্মাদি কারণকে প্রসিদ্ধেয় ত্রায় নির্দেশ করায় [ব্রুতিতে হয় যে,] ঐ বাক্যে লোক-
প্রসিদ্ধ জন্মাদি কারণেরই অনুবাদ করা হইয়াছে । ‘হে সোমা । এই জগৎসৃষ্টির পূর্বে এক,
অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ছিল ।’ ‘তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব । তিনি

(*) প্রতিপন্নাকারোপলক্ষণে’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বৃহৎ চ ব্রহ্ম ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশেন’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ইত্যেকশ্চৈব সচ্ছন্দবাচ্যস্য নিমিত্তোপাদানরূপকারণত্বেন । তদপি ‘সদে-
বেদমগ্র একমেবাসীৎ’ ইত্যুপাদানতাং প্রতিপাদ্য, ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যধিষ্ঠাত্র-
ন্তরং প্রতিস্থিধ্য “তদৈক্ষত, বহুশ্চাং, প্রজায়েয়েতি, তত্ত্বজোহসৃজত” ইত্যেক-
শ্চৈব প্রতিপাদনাং । তস্মাদ্ যন্মূলা জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ, ‘তৎ ব্রহ্ম’, ইতি
জন্ম-স্থিতি লয়াঃ স্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু ব্রহ্মেতি লক্ষয়ন্তি । জগন্নি-
মিত্তোপাদানতাক্ষিপ্ত--সর্বজ্ঞত্ব--সত্যসঙ্কল্পত্ব-বিচিত্রশক্তিশ্রদ্ধাকার-বৃহত্ত্বেন
প্রতিপন্নং ব্রহ্মেতি চ । জন্মাদীনাং তথা প্রতিপন্নস্য লক্ষণত্বেন (*) নাকা-
রান্তরাপ্রতিপত্তিরূপানুপপত্তিঃ ॥৪

জগজ্জন্মাদীনাং বিশেষণতয়া লক্ষণত্বৈহপি ন কশ্চিৎ দোষঃ । লক্ষণ-
ভূতান্যপি বিশেষণানি স্ববিরোধিব্যাবৃত্তং বস্তু(+)লক্ষয়ন্তি । অজ্ঞাতস্বরূপে
বস্তুত্বেকস্মিন্ লিলক্ষয়িষিতেহপি পরস্পরাবিরোধ্যনেকবিশেষণলক্ষণত্বং ন

তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।’ এই শ্রুতি অনুসাবে ‘সং’পদবাচ্য একই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-
কারণত্ব প্রসিদ্ধই আছে । ‘এই জগৎ অগ্রে এক সংস্করূপ ছিল,’ এই কথায় ব্রহ্মেব
উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়া—‘অদ্বিতীয়’পদে অপব অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণেব
প্রত্যাখ্যান করিয়া ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, জন্মিব ; তিনি তেজ সৃষ্টি
কবিলেন’, এই বাক্যে একই ব্রহ্মের (সত্তা) প্রতিপাদন করায় এক ব্রহ্মেরই নিমিত্ত কারণতা ও
উপাদান কারণতা সিদ্ধ হয় । অতএব, বুঝিতে হইবে যে, জগতেব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বিনিমূল,
তিনি ব্রহ্ম । এইরূপে জন্ম, স্থিতি ও লয়ই স্বীয় নিমিত্ত ও উপাদানকাবণস্বরূপ বস্তুকে ‘ব্রহ্ম’
বলিয়া লক্ষিত বা লক্ষণ দ্বাৰা পরিচিত কবিয়া থাকে ; এবং ঐ নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা-
প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পতা ও বিচিত্রশক্তিশালিতাদিরূপে বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব
আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত কবে । জন্মাদি ধৰ্ম্মনিচয় তাদৃশ প্রতীতানুযায়ী লক্ষণ হইলে
পূৰ্বে যে ব্রহ্মেব আকাবাস্তব প্রাপ্তিরূপ অমুপপত্তি বা অসঙ্গতির আশঙ্কা কবা হইয়াছিল, সেই
অমুপপত্তিও আর সম্ভবপর হয় না ॥ ৪ ॥

আর জগৎ-জন্মাদি ধৰ্ম্মগুলিকে বিশেষণভাবে ব্রহ্মলক্ষণ বলিলেও কোনরূপ দোষ সম্ভবে না ।
[দেখা যায়,] লক্ষণাত্মক বিশেষণ-সমূহও স্ববিবোধী ধৰ্ম্মরহিত বস্তুকে লক্ষিত বা পরিচিত কবিয়া
পাঠ্যক । আর বহু বিশেষণেরও যখন একই আশ্রয়ে অবস্থিতিব প্রতীতি-নিবন্ধন একই বস্তুতে
যুগপৎ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়, তখন যাহার স্বরূপ বিজ্ঞাত নাই, তাদৃশ একটা মাত্র বস্তুর আকাব
তদীয় লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলেও পরস্পর বিরোধী নহে—এ রূপ বহু বিশেষণাত্মক

ভেদমাপাদয়তি । বিশেষণানামেকাশ্রয়তাপ্রতীতেরেকস্মিন্নেবোপসংহারাৎ ।
যগুত্বাদয়স্ত বিরোধাদেব গো-ব্যক্তিভেদমাপাদয়ন্তি ; অত্র তু কালভেদেন
জন্মাদীনাং ন বিরোধঃ (*) । ৫ ।

“যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নস্ত(+)জগজ্জন্মাদি-
কারণস্ত ব্রহ্মণঃ সকলোত্তরব্যারভং স্বরূপমভিধীয়তে—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”
ইতি । তত্র (‡) ‘সত্য’পদং নিরূপাধিকসভাযোগি ব্রহ্ম আহ । তেন বিকারা-
স্পাদমচেতনং তৎসংসৃষ্টিশ্চ তনশ্চ (§) ব্যারভঃ ; (¶) নামান্তরভজনার্হাবস্থা-
ন্তরযোগেন তয়োঃ (||) নিরূপাধিকসভাযোগরহিতত্বাৎ । ‘জ্ঞান’পদং
নিত্যাসঙ্কুচিতজ্ঞানৈকাকারমাহ । তেন কদাচিৎ সঙ্কুচিতজ্ঞানত্বেন মুক্তা
ব্যারভাঃ । ‘অনন্ত’পদং দেশ-কাল বস্তু-পরিচ্ছেদরহিতস্বরূপমাহ । সগুণত্বাৎ
স্বরূপস্ত, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যম্ । তেন পূর্বপদদ্বয়ব্যারভ-কোটিদ্বয়-

লক্ষণও সেই প্রতিপাদ্য বস্তুই ভেদ-বোধক হয় না । পূর্বোক্ত ‘যগুত্ব’ প্রভৃতি ধ্যক্ষমূহ কিন্তু
পরস্পর বিরোধ-নিবন্ধনই লক্ষণীয় গোব ব্যক্তিগত ভেদ-বোধক হইয়া থাকে । এখানে কিন্তু
বিভিন্ন কালবর্তী জন্মাদি ধ্যাননিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোনই বিবোধ নাই, [স্বতরাং বহু
বিশেষণাত্মক লক্ষণ-ভেদ-সত্ত্বও লক্ষণীয় ব্রহ্মেব ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে না] ॥ ৫ ॥

কারণতা-বোধক “যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগতের জন্মাদি
কারণরূপে প্রতিপাদন করিয়া “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, “এই বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই অপর সর্ব
পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণপ্রকার স্বরূপটি অভিহিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ‘সত্য’পদটি
নিকপাধিক বা স্বাভাবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছে । তাহাব ফলে বিকার-
শীল অচেতন ও অচেতন-সম্বন্ধ চেতনের ব্রহ্মই প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, ঐ উভয়
পদার্থেরই বিভিন্নপ্রকার নাম বা সংস্থ লাভের কারণীভূত বিভিন্নপ্রকার অবস্থা-সম্বন্ধ থাকায়
নিকপাধিক (অহৈতুক) সত্তাব যোগ নাই । আব (ঐ প্রতি) ‘জ্ঞান’ পদে ব্রহ্মের নিত্য
অবাহত জ্ঞানৈকস্বভাবতা জ্ঞাপন দ্বারা মুক্ত পুরুষগণের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; কারণ,
মুক্ত পুরুষগণের জ্ঞান সময়বিশেষে সঙ্কোচ (অপূর্ণতা) প্রাপ্ত হয় । আর ‘অনন্ত’ পদটি দেশ,
কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা সীমারাহিতা বুঝাইয়াছে ; ব্রহ্মের স্বরূপ যখন সগুণ ; তখন
গুণতঃ ও স্বরূপতঃ, উভয়প্রকারেই তাহার আনন্ত্য বুঝিতে হইবে । তাহা দ্বারা পূর্বোক্ত ‘সত্য’

(*) বিশেষণঃ ইতি (x) পাঠঃ । (†) ইত্যাদিবাক্যেন প্রতিপন্নজগজ্জন্মাদি ইতি (খ,গ) পাঠঃ ।

(‡) অত্র ইতি (গ) পাঠঃ । (§) অত্র চকারয়হিঃ পাঠঃ (ক, গ, ঙ) পুস্তকযোরূপলভ্যতে ।

(¶) নামান্তরভজনাৰ্হাবস্থা ইতি (গ) পাঠঃ । (||) ইত্যর্থঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিলক্ষণাঃ সাতিশয়স্বরূপ স্বগুণা নিত্য ব্যাবৃত্তাঃ ; বিশেষণানাং ব্যাবর্তকত্বাৎ ।

ততঃ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যেনেব বাক্যেন জগজ্জন্মানাদিনাবগতস্বরূপং ব্রহ্ম সকলেতরবস্ত-বিসজাতীয়মিতি লক্ষ্যতে, ইতি নান্যোক্ত্যাশ্রয়ণম্ ।

অতঃ সকলজগজ্জন্মানাদিকারণং নিরবচ্ছং সর্বজ্ঞং (*) সত্যসংকল্পং সর্বশক্তি ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

যে তু, “নির্বিশেষং বস্তু জিজ্ঞাস্তুম্” ইতি বদন্তি । তন্মতে “ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা” “জন্মান্তস্ত যতঃ” ইত্যসঙ্গতং স্ম্যৎ ; নিরতিশয়বৃহৎ, বৃহৎপদং ব্রহ্মেতি নির্বচনাৎ ; তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মানাদিকারণমিতি বচনাচ্চ । এবমুত্তরেণ পি সূত্রগণেষু সূত্রোদাহৃতশ্রুতিগণেষু চেষ্টণাচ্ছয়দর্শনাৎ সূত্রানি সূত্রোদাহৃত্যঃ

ও ‘জ্ঞান’ পদে যে দুই অংশ (অসত্য ও জড় ভাগ) ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, তদ্বিলক্ষণ (তাহা হইতে অগ্ন প্রকার) যে, সাতিশয় (তাবতমাত্মক) অগ্নি নিত্য স্বীয় গুণ ও স্বরূপ ; তাহাও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিসিদ্ধ হইল । কেন না, বিশেষণমাত্রই ব্যাবর্তক (ইতরভেদক) হইয়া থাকে ; [সূত্রবাং ‘সত্য’ প্রভৃতি পদেও অপবাপব বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মেব ব্যাবৃত্তি করিবে] । অতএব বুঝিতে হয় যে, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, এই বাক্য দ্বাৰা পূর্বে জগৎ-জন্মানাদি কার্যের কারণরূপে পরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরই অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ স্বরূপটী লক্ষিত হইয়াছে ; কাজেই আর পূর্বোল্লিখিত ‘অন্তোক্ত্যাশ্রয়’ দোষ ঘটিতে পারে না । অতএব সমস্ত জগতের জন্মানাদি-কাবণ, নির্দোষ, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্বশক্তি ব্রহ্মকে যে, লক্ষণ দ্বাৰা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৬ ॥

আর যাহারা বলেন, [এখানে] নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুরই জিজ্ঞাস্ত বা জিজ্ঞাসার বিষয়, (কিন্তু সবিশেষ বস্তু নহে) । তাহাদের মতে ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’ কথার পর ‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ এইরূপ স্বরূপ-নির্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে । কারণ, যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ববস্তুর বুদ্ধির কারণ— বৃহৎ ; তিনিই ব্রহ্ম , ইহাই ব্রহ্মলোকের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ , সেই ব্রহ্মকেই জগৎ-জন্মানাদির কাবণ বলিয়া (সবিশেষভাবে) নির্দেশ করা হইয়াছে (+) । এই প্রকার পবনভী হৃদসমূহেও সেই

(*) সর্বশক্তি, সত্যসংকল্প ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—অভিপ্রায় এষ্ট যে, ব্রহ্ম বলিলেই বুঝিতে হয় যে, তিনি সর্বাপেক্ষা মহৎ এবং সমস্ত জগতের বুদ্ধির নিদান ; অতএব, এখানে যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই জিজ্ঞাস্ত হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম শব্দের স্বাভাবিক অর্থের তাহার উত্তর হইতে পারিত, পৃথক্ করিয়া আবার ‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ অর্থাৎ ‘গীতা হইতে এই জগতের জন্ম, ইতি ও লয় হয়, তিনি ব্রহ্ম’ এইরূপ তাহার স্বরূপ নির্দেশের আবশ্যক হইত না । বিশেষতঃ এইরূপ স্বরূপ নির্দেশে তাহার সবিশেষভাবেই আশ্রয় পড়ে । পরন্তু, যদি সাবশেষ ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাতে বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ নিরূপণের জন্য এইরূপ সূত্র নির্দেশ সঙ্গ হইতে পারে ।

শ্রুতয়শ্চ ন তত্র প্রমাণম্ ; তর্কশ্চ—সাধ্যধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাস্থিতবস্তু-
বিষয়ত্বাৎ (*) ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্ । জগজ্জন্মাদিভ্রমঃ (+) যতঃ,
তদ্ ব্রহ্মৈতি স্বেতঃপ্রেক্ষাপক্ষেহপি (‡) ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ; ভ্রম-
মূলমজ্ঞানম্, অজ্ঞানসাক্ষি ব্রহ্মৈত্যভ্যুপগমাৎ । সাক্ষিত্বং হি প্রকাশৈকর-
সত্যোচ্যতে । প্রকাশিত্বং তু জড়াদ্যাবর্তকং স্বস্ত্য পরস্ত্য চ ব্যবহারযোগ্য-
তাপাদিনস্বভাবেন ভবতি । তথা সতি সবিশেষত্বং, তদভাবে প্রকাশ্যতৈব
ন স্বেতঃ ; তুচ্ছতৈব স্বেতঃ ॥২॥৮ [জন্মাৱধিকরণং সমাপ্তং] ॥

সকল হুয়ে উদাহৃত শ্রুতিসমূহে ঈক্ষণ বা ব্রহ্মকর্তৃক আলোচনা প্রভৃতি সবিশেষভাবে সক্ষম
থাকায় সেই সকল হুয় ও হুত্রোদাহৃত শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মের নির্বিশেষ-বাদে প্রমাণ হইতে
পারে না । যে সাধনটি সাধ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধর্মকে পবিত্রাণ করিয়া থাকে না, একপ
সাধন (যাহা দ্বাৰা সাধ্যপদার্থ গণিত হয়) ধর্মের সহিত সক্ষমমূলক বস্তুবিষয়েই তর্কের প্রয়োগ
হইয়া থাকে, সূত্রবাঃ নির্বিশেষ ধর্মবিষয়ে তাঁদশ তর্কও প্রমাণ বা সমর্থক হইতে পারে
না (‡) । আর যে, জগতের জন্মাদিবিষয়ক ভ্রম গাঁহা হইতে সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম ; অভিপ্রায়
এই যে, বাস্তবিক পক্ষে জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সূত্রবাঃ তাহার জন্ম, স্থিতি, লয়ও নাই ;
পবন, জগতের জন্মাদি-প্রতীতি কেবল ভ্রম মাত্র, ব্রহ্মই ঐক্লপ ভ্রমের উৎপাদক । এই
প্রকাব স্বীয় উৎপ্রেক্ষাপক্ষেও (অসম্ভবের সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা বলে।) নির্বিশেষ বস্তু
(ব্রহ্ম) সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না, কেন না, অজ্ঞান হইল ভ্রমের মূল কাবণ, [তোমার মতে]
ব্রহ্মকেই সেই অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে । প্রকাশ বা অজ্ঞানা-
ভাবই যাহাব একমাত্র সাধ, তাহাকেই সাক্ষী বলা হয় ; প্রকাশ পদার্থ আপনাকে
জড়পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক্ কবিয়া বাখে এবং স্বভাবতই নিজকে ও অপবকে
[অন্তের নিকট] ব্যবহারযোগ্য কবিয়া থাকে । তাহা হইলেই তাহার (প্রকাশস্বরূপ
ব্রহ্মের) সবিশেষভাব আসিয়া পড়িল ; নচেৎ তাহার প্রকাশস্বভাবই থাকিতে পারে না—
তুচ্ছতা (মিথ্যাত্ব) হইয়া যাউতে পারে ॥২॥৮ । [দ্বিতীয় জন্মাদি অধিকরণ সমাপ্ত] ॥

(*) সাধ্যধর্মাব্যভিচারিসাধনধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাস্থিত' ইতি (গ) পাঠস্ত নাগভাঃ রোচতে ।

(†) ভ্রমাঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) পক্ষে চ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য,—যে বিষয়ে সংশয় আছে, প্রশ্নের দ্বারা নিরূপণের আবশ্যক, তাহাকে সাধ্য বলে ।
আর যাহা দ্বারা প্রশ্নাণিত করা হয়, তাহাকে সাধন বলে । যেমন 'পর্ব্বতো বক্ষিমান্ ধূমাৎ' স্থলে অগ্নি সাধ্য, ধূম
তাহার সাধন । সাধারণতঃ সাধ্য বা সাধ্য-ধর্মটি ব্যাপক হয়, আর সাধন বা সাধন-ধর্মটি তাহার ব্যাপ্য
অর্থাৎ অনধিকস্থানবস্তী হয় । ধূম যতই অধিক হউক না কেন, অগ্নি না থাকিলে কখনই থাকিতে পারে না,
এই নিমিত্ত সাধন ধূম পদার্থটি চিরকালই সাধ্য বা সাধ্য-ধর্ম অগ্নির ব্যাপ্য—অবহিচারী বা কবলিত হইয়া
থাকে । এইরূপে সাধ্য-ধর্মের অব্যভিচারী সাধন-ধূম-ধর্মের সহিত নিয়ত সন্ধক থাকায় অগ্নি পদার্থটি 'পর্ব্বতো
বক্ষিমান্ ধূমাৎ' এই অনুমানের বিষয় হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হন, অর্থাৎ কোনরূপ ধর্মই যদি
উহাতে না থাকে, তাহা হইলে 'সাধ্য-ধর্মাব্যভিচারী' ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে
পারে না । এই কারণেই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে অনুমানকপ তর্কের বিষয় বলা হইয়াছে ।

জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম বেদান্তবেদমিত্যুক্তম্ । তদযুক্তম্, তন্নি
ন বাক্যপ্রতিপাদ্যম্, অনুমানেন সিদ্ধেঃ ; ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

[শাস্ত্রযোনিভাষিকরণম্] । শাস্ত্রযোনিভাঃ ॥১।১।৩॥

[পদচ্ছেদঃ :—শাস্ত্রং (বেদ প্রভৃতি), যোনিঃ (কারণ, প্রতিপাদক বা প্রমাণ)

(যেহেতু শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ) ।]

[সবলার্থঃ—অতীন্দ্রিয়শ্চ ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাগোচরতয়া শাস্ত্রযোনিভাঃ—শাস্ত্রং বেদাদিকং
এব যোনিঃ কারণং—যথাবৎস্বরূপাধিগমে প্রমাণং যশ্চ, তশ্চ ভাবঃ- তদ্বম্, তন্মাত্—শাস্ত্রৈক-
গম্যত্বাৎ হেতোঃ ব্রহ্মণঃ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বকপং লক্ষণং সিদ্ধাতীত্যর্থঃ । তচ্চ শাস্ত্রং—“যতো বা
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যম্ ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রই তাঁহাব
প্রকৃত স্বরূপ-নিরূপণবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ : স্তবত্বাৎ পূর্বোক্ত জগৎ-জন্মাদিরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ
সম্ভব হয় । ব্রহ্মই যে জগতের জন্মাদি কারণ, তাহা ‘যা’ হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মে’ ইত্যাদি
শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় ॥ ১।১। ৩ ॥]

অনুবাদ ।

[পূর্বপট্রে] যে, জগতের জন্মাদি-কারণ ব্রহ্মকে বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র-গম্য বলিয়া নির্দেশ করা
হইয়াছে ; তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কারণ, তিনি যখন অন্তর্মানসিদ্ধ, তখন তিনি কেবলই
বাক্য-গম্য হইতে পারেন না । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“শাস্ত্রযোনিভাঃ ।” (১)

(*) তাৎপৰ্য্য—অধিকরণ মাত্রই পাঁচটি অংশ থাকে । সেই পাঁচটি অংশ এইরূপ—১ । বিষয়—“যতো
বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য । ২ । সংশয়—এ বাক্য জগৎকারণ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না ? ৩ ।
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না । ৪ । বিচার—যেহেতু কার্যমাত্রই এক একটা
কারণ থাকে, বিনা কারণে কোন কার্যই হইতে পারে না ; জগৎও যখন কার্য বা জ্ঞান পদার্থ, তখন উহারও
একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে ; পরন্তু এই বিশাল জগতের কারণ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি পুরুষ-বাতীত অপর
কে হইতে পারে না ; স্তবত্বাৎ তৎকারণরূপে স্বয়ংের অনুমান করা যাইতে পারে । ৫ । সিদ্ধান্ত—না—
ব্রহ্ম যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তদ্বিষয়ে অনুমানাদি প্রমাণ প্রযোজ্য হইতে পারে না ; অতএব উক্ত শাস্ত্রই
তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি নহে ।

শাস্ত্রং যস্য যোনিঃ কারণং প্রমাণং, তচ্ছাস্ত্রযোনি, তস্য ভাবঃ ‘শাস্ত্রযোনিত্বম্’; তস্মাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্য, তদ্যোনিত্বম্ ব্রহ্মণঃ । অত্যন্তাভিপ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাৎ । উক্তস্বরূপং ব্রহ্ম “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যং বোধ-
যাত্যেব (*) ইত্যর্থঃ ॥১॥

[পূর্বপক্ষঃ]

ননু ‘শাস্ত্রযোনিত্বম্’ ব্রহ্মণো ন সম্ভবতি, প্রমাণান্তরবেদ্যত্বাৎ ব্রহ্মণঃ ।
অপ্রাপ্তে তু শাস্ত্রমর্থবৎ ।

কিং তর্হি তত্র প্রমাণম্ ? ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্ । তন্নি দ্বিবিধম্—
ইন্দ্রিয়সম্ভবং, যোগসম্ভবঞ্চৈতি । ইন্দ্রিয়সম্ভবঞ্চ—বাহ্যসম্ভবম্, আন্তর্যসম্ভব-
ঞ্চৈতি দ্বিধা । বাহ্যেন্দ্রিয়াণি বিগ্ৰহমানসম্মিকর্ষযোগ্য-স্ববিষয়বোধজনকানীতি
ন সর্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থ-পরমপুরুষবিশেষবিষয়বোধজনকানি ।
নাপ্যান্তরম্ ; (+) আন্তর-স্থপদ্ব্যুৎখাদিব্যতিরিক্তবহির্বিষয়েষু তস্য বাহ্যেন্দ্রি-

শাস্ত্র যাহাব (বাক্যের) যোনি—কাবণ অর্থাৎ প্রমাণ, তিনি ‘শাস্ত্রযোনি’, তাহাব ভাব বা
দ্ব্যক্কে ‘শাস্ত্রযোনিত্ব’ [বলা হয়] । অতএব, একমাত্র শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানসমুৎপাদক,
তখন বাক্যেব শাস্ত্রযোনিত্ব [সিদ্ধ হয়] । ব্রহ্ম একেবারেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই কাবণে
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হন না ; বিষয় হন না বলিয়াই তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ
তাহাব স্বরূপজ্ঞাপক । এই কাবণেই ‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ সমুৎপন্ন হয়’, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য
‘হইতে’ উক্তপকার (জগৎ-জন্মানাদিব হেতু স্বরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদনে সমর্থ । ১ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রমাণান্তরবেদ দ্বাবা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদন করাট যখন
শাস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ ব্রহ্ম যখন অগ্র প্রমাণেও বিজ্ঞাত হইতে পাবেন,
তখন ব্রহ্মের ‘শাস্ত্রযোনিত্ব’ অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রগম্য ত সম্ভবপর
হইতেছে না, অর্থাৎ শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ হইতে পাবে না ।

তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?—প্রত্যক্ষ ত প্রমাণ হইতে পাবে না ? [কেন না,]
প্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়সম্ভূত ও যোগসম্ভূত । ইন্দ্রিয়সম্ভূত প্রত্যক্ষও আবার দ্বিবিধ—
বহিরিন্দ্রিয়- (চক্ষুঃপ্রভৃতি) সম্ভূত ও অন্তঃকরণ- (অন্তঃকরণ) সম্ভূত । তন্মধ্যে চক্ষুঃপ্রভৃতি
বহিরিন্দ্রিয় সমূহ কেবল সন্নিহিত ও গ্রহণযোগ্য উপস্থিত বিষয়েই বোধ জন্মাইয়া থাকে ; তাহার
কখনই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্মাণে সমর্থ পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন

যানপেক্ষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ । নাপি যোগজন্মম্ ; ভাবনাপ্রকর্ষপর্যন্তজন্মনস্তস্ম
বিশদাবভাসত্বেহপি - পূর্বানুভূতবিষয়স্মৃতিমাত্রত্বাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কুতঃ
প্রত্যক্ষতা ; তদতিরিক্তবিষয়ত্বে কারণাভাবাৎ । তথা সতি তস্য
ভ্রমরূপতা ॥ ২ ॥

নাপ্যানুমানম্—‘বিশেষতোদৃষ্টং’, ‘সামান্যতোদৃষ্টং’ বা । অতী-
ন্দ্রিয়ে বস্তুনি সম্বন্ধাবধারণবিরহাৎ ন ‘বিশেষতোদৃষ্টম্’ । সমস্তবস্তু-
সাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থপূর্ববিশেষনিয়তং ‘সামান্যতোদৃষ্টম্’ অপি ন
লিপ্সমুপলভ্যতে ॥ ৩ ॥

করিতে সমর্থ হয় না । অন্তরিন্দ্রিয়ও (মনও) তদ্বিষয়ে বোধ সমুৎপাদন কবিতে পারে না ,
কারণ, বহির্বিদ্রিগের সাহায্য ব্যতীত অন্তঃকরণগত স্মৃতিভিন্ন ভিন্ন বাহ্য কোন বিষয়েই তাহাব
প্রবৃত্তি বা কার্য্য হয় না । আব যোগজন্ম প্রত্যক্ষও হইতে পারে না ; কারণ, ভাবনা বা চিন্তাব
চরম উৎকর্ষ হইতেই যখন উহাব উৎপত্তি, তখন উহাব বিশদ-প্রকাশ অর্থাৎ অলৌকিকার্থ-
প্রকাশন-সামর্থ্য থাকিলেও উহা যখন পূর্বানুভূত বিষয়ে স্মৃতি ভিন্ন আব কিছুই নহে ; তখন
উহাব প্রামাণ্য হইতে পারে না ; সূতবাৎ ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষতা কোথায় ? [যোগজ জ্ঞানে]
পূর্বানুভূত ভিন্ন বিষয় স্বীকার কবিবাবও কোন কাৰণ দৃষ্ট হইতেছে না ; পবন্ত, ঐরূপ প্রত্যক্ষ
স্বীকার কবিলে সেই প্রত্যক্ষটি প্রমাণ না হইয়া ‘ভ্রম’রূপে পরিগণিত হইতে পারে ॥ ২ ॥

‘বিশেষতোদৃষ্ট’ কিংবা ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না ।
কেন না, অতীন্দ্রিয় (চক্ষুর্বাদি ইন্দ্রিগের অবিষয়) বিষয়ে যখন সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-গ্রহণই হইতে
পারে না ; তখন ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমান হইতে পারে না । আব সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে
ও নির্মাণে সমর্থ সর্বোত্তম পূর্ববিশেষ- (দ্রষ্টব্য-) বিষয়ে নিয়ত বা অব্যভিচারী ‘সামান্যতোদৃষ্ট’
অনুমানেরও কোন লিপ্স (যাচা দ্রাবা অনুমান কবা যাউতে পারে, এমন কোনও চিত্ত) দৃষ্ট
হয় না (১) ॥ ৩ ॥

(১) তাৎপর্য্য,—অনুमानে সাধারণতঃ একটী পদার্থ ব্যাপক ও অপরটী তাহার ব্যাপ্য হইয়া থাকে ।
ব্যাপকটী সাধ্য, আর ব্যাপ্যটী তাহার সাধন ; ‘হেতু’ ও ‘লিপ্স’ ইহার নামান্তর মাত্র । কে কাহার ব্যাপ্য এবং
কে কাহার ব্যাপক, তাহা প্রায়ই ভ্রূয়োদর্শনের দ্বারা স্থির করিতে হয় । ব্যাপ্য পদার্থটী যেখানে থাকে, তাহার
ব্যাপক পদার্থটীকে সেখানে থাকিতেই হইবে, নচেৎ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবই রক্ষা পায় না । সেই ব্যাপ্য দর্শনের
বলে যেখানে ব্যাপকের সম্ভা অনুমিত হয়, সেই স্থান বা অংশকে পক্ষ বলা হয় । ঐ যে ব্যাপ্য-দর্শনে
ব্যাপকের জ্ঞান, তাহারই নাম ‘অনুমিতি’ বা অনুমান । অনুমান তিন প্রকার, (১) ‘পূর্ববৎ’ (২) ‘শেষবৎ’ ও
(৩) ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ । কারণ-দর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহা পূর্ববৎ, যেমন—গাঢ় নীলবর্ণ মেঘ দর্শনে
অচিরভাবী বৃষ্টির অনুমান । কার্য্যদর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহার নাম—শেষবৎ । যেমন পার্শ্বত্যা
নদীর স্রোতোবেগ দর্শনে পর্ত্তে অতীত বৃষ্টির অনুমান । প্রত্যক্ষ-যোগ্য কতকগুলি স্থলে কোন একটা সাধারণ

ননু চ, জগতঃ কার্যত্বং তত্পাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকত্বব্যাপ্তম্ । অচেতনারক্কত্বং জগতশ্চৈকচেতনাধীনত্বেন ব্যাপ্তম্, সর্বং হি ঘটাদি কার্যং তত্পাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকং দৃষ্টম্ (*) ; অচেতনারক্কমরোগং স্বশরীরমেকচেতনাধীনঞ্চ ; সাবয়বত্বেন জগতঃ কার্যত্বম্ ॥ ৪ ॥

উচ্যতে, — কিমিদমেকচেতনাধীনত্বম্ ? — ন তাবৎ তদায়ত্তোৎপত্তিস্থিতিত্বং, দৃষ্টান্তো হি সাধ্যবিকল্পঃ স্যাৎ । ন হ্যরোগং স্বশরীরমেকচেতনায়ত্তোৎ-

তাল, জগতেব কার্যত্ব বা জগদুৎপত্তি ত তদীয় উপাদান কাবণ, উপকরণ (সহকারী কাবণ) এবং যাহাব উদ্দেশ্যে ও যে প্রয়োজনে সেই কার্যেব সৃষ্টি, এতৎসমস্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তিব কর্তৃক দ্বাৰা পৰিব্যাপ্ত, অর্থাৎ কার্যেব উপাদান কাবণ, সহকারী কাবণ এবং সম্প্রদান (যাহাব উদ্দেশ্যে কার্য হয়) ও প্রয়োজন বিষয়ে যাহাব অভিজ্ঞতা নাই, তাহা দ্বাৰা জগতে কোন কার্য নিষ্পাদিত হয় না । [পক্ষান্তরে] অচেতনাবক্ক জাগতিক কার্যাদুৎপত্তি একটী মাত্র চেতনেব অধীনতা দ্বাৰা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অচেতনসম্প্রদিত কার্য মাত্রই একটী মাত্র চেতনেব অধীন হইয়া থাকে । ঘট প্রভৃতি সমস্ত কার্যই তাহাব উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজনাভিজ্ঞ পুরুষকর্তৃক সম্প্রদিত হইতে দেখা যায়, আব অচেতনাবক্ক (অচেতন পৃথিবী প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন) এই স্রষ্টা শব্দাবকে একটী মাত্র চেতন—আত্মাব অধীন থাকিতে দেখা যায় । এই জগৎ যে, কার্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তাহা উচাব সাবয়বত্ব-দর্শনেই অন্তর্মান কৰা যাইতে পাবে ॥ ৪ ॥

[ইহাব উত্তরে] বলা যাইতেছে — এই ‘একচেতনাধীনত্ব’ কথাব অর্থ কি ? — একটীমাত্র চেতনেব আনন্ত বা অধীনরূপে উৎপত্তি ও স্থিতিশালিত্ব [উচাব অর্থ] হইতে পাবে না ; কেন না, তাহা হইলে পূর্বপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তটী সাধ্যবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কাবণ, স্বীয় স্রষ্টাশব্দবাব

কার্য প্রণালী দর্শনে যে, তদনুরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়েও তাদৃশ কাব্য বা ধর্ম্মের অন্তিমাত্মন, তাহার নাম ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ । যেমন—কার্য থাকিলেই তাহার করণ বা সাধন থাকে ; আমাদের রূপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও যখন কার্য বা জ্ঞান পদার্থ ; তখন তাহারও একটা করণ বা সাধন থাকা আবশ্যক । এই অনুমানে জ্ঞান-সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা হয় ।

এখন আলোচ্য বিষয় কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তাহাব সজাতীয় অপর পদার্থও যখন জগতে দৃষ্ট হয় না । তখন তদ্বিষয়ে কোনরূপ ব্যাপ্তি বা নিত্য সম্বন্ধ বুঝিবার উপায় নাই ; ব্যাপ্তি গ্রহণ ব্যতীত কখনই অনুমান হইতে পারে না । এই কারণে বলা হইল যে, তাদৃশ পরম পুরুষ পরমেশ্বরের অনুমান-গাহক এমনকোন ‘লিঙ্গ’ বা সাধন দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বাৰা তদ্বিষয়ে ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমান প্রযুক্ত হইতে পারে । আর যখন ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমানেরই সম্ভাবনা নাই, তখন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে ‘বিশেষতোদৃষ্ট’ অনুমান ত হইতেই পারে না ।

(*) অচেতনারক্ক ইতি ত্যাদিন্দৃষ্টমিত্যন্তঃ পাঠঃ (গ) পুণ্ডকে বোপলভ্যতে । প্রমাণাৎ পতিতইবাভাতি ।

পত্তিস্থিতি, তচ্ছরীরশ্চ ভোক্তৃণাং ভাৰ্যাদিসৰ্ব্বচেতনানামদৃষ্টজ্ঞাত্বাৎ
তদুৎপত্তিস্থিতোঃ । কিঞ্চ, শরীরাবয়বিনঃ স্বাবয়ব-সমবেততারূপা স্থিতি-
রবয়বসংশ্লেষবিশেষব্যতিরেকেণ (*) ন চেতনমপেক্ষতে । প্রাণনলক্ষণা তু
স্থিতিঃ পক্ষত্বাভিমতে ক্ষিতি-জলধি-মহীধরাদৌ (†) ন সম্ভবতীতি পক্ষ-
সপক্ষানুগতামেকরূপাং স্থিতিং নোপলভামহে । তদায়ত্তপ্রতিভ্বং তদধীনত্ব-
মিতি চেৎ ; অনেকচেতনসাধ্যেষু গুরুতররথ-শিলা-মহীধরাদিষু ব্যভিচারঃ ।
চেতনমাত্ৰাধীনত্বে সিদ্ধসাধ্যাতা ৫ ॥

উৎপত্তি ও স্থিতি কখনই একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত নহে । সেই শরীরের উপভোক্তা ভাৰ্য্যা
প্রভৃতি অনেক চেতনের অদৃষ্ট ফলেই ঐ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে । আবও এক
কথা, —শরীররূপ অবয়বীর যে, দ্বীয় অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি, তাহা শরীরের এক প্রকার
সংশ্লেষ বা সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত অন্য কোন চেতনকেই সাহায্যেও ভগ্ন অপেক্ষা কবে না (†) ।
ক্ষিতি, সমুদ্র, পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থও পক্ষ বা পূৰ্ব্বোক্ত চেতনাধীনস্তিত্ত্বরূপ সাধ্যের আশ্রয়
বলিয়া তোমার অভিমত ; কিন্তু সে সকল পদার্থে [স্থিতি শব্দের প্রাণধারণ অর্থ করিলেও,
সেই] প্রাণধারণরূপ স্থিতির ত সম্ভাবনাই নাই । অতএব, পক্ষই বল, আব সপক্ষই বল (§)
সৰ্ব্বত্র একরূপে অনুগত অর্থাৎ একই প্রকার স্থিতি দেখিতেছি না । আব ‘একচেতনধীনত্ব’
শব্দের যদি একটী মাত্র চেতনের অধীন ভাবে প্রবৃত্তিশালিত্ব অর্থ বল ; তাহা হইলেও অনেক
চেতনসম্পন্ন যে, গুরুতব ভাবসম্পন্ন বস্তু, পান্য ও পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ, তাহাতে উহা
বভিচার বা অসঙ্গতি ঘটে । আব যদি যে কোন চেতনের অধীনতা অর্থ বল, তাহা হইলেও
ত ‘সিদ্ধসাধ্যাতা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় (*) ॥ ৫ ॥

(*) সংশ্লেষবাতীরেকেণ স্থিতি (গ, ঙ) পাঠঃ ।

(†) মহীধরাদিকে’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(:) তাৎপর্য্য, দুই বা ততোহধিক বস্তু একত্র সম্মিলিতভাবে থাকিতে হইলেই পরস্পরের মধ্যে
একটী সম্বন্ধ থাকে আবশ্যক । সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরের সম্মানই সম্ভব হইয়া পড়ে । সেই সম্বন্ধ
অনেক প্রকার—সংযোগ-সমবায় প্রভৃতি । একটী ঘণ্টার সহিত ব, অপর ঘণ্টার সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ সম্বন্ধ ;
আবার সেই অবয়বী ঘণ্টা অর্থাৎ সমস্তটা ঘণ্টা দ্বীয় অবয়বে বা অংশে যে সম্বন্ধ থাকে, তাহা ‘সমবায়’ সম্বন্ধ ।
সমস্ত অবয়বীই নিজ নিজ অবয়বে এই সমবায় সম্বন্ধে থাকে । এইরূপ অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধকে
সমবায় বলা হয় । অতঃ, এই মতে অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর পার্থক্য স্বীকার করিতে হয় ॥

(§) তাৎপর্য্য,—যাহা প্রমাণিত করিতে হইবে, সেই সাধ্যপদার্থটী যে স্থানে নিশ্চিত বা প্রমাণিত হইয়া
আছে, তাহাকে ‘সপক্ষ’ বলে । আর সাধ্য পদার্থটী যেখানে আছে কি না সংশয় থাকে, প্রমাণের দ্বারা তাহার
অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে ‘পক্ষ’ বলা হয় ।

(গ) তাৎপর্য্য,—‘সিদ্ধ-সাধ্যাতা’ এক প্রকার দোষ । যাহা অসম্ভব প্রমাণ দ্বারা পূৰ্ব্বকৈ সিদ্ধ আছে,—যে বিষয়ে
কোন বিবাদ বা সংশয় নাই ; প্রমাণাত্মক-সিদ্ধ সেই বিষয়কে পুনশ্চ প্রমাণ দ্বারা সাধন করিতে গেলেই
তাহাকে ‘সিদ্ধ-সাধ্যাতা’ দোষ বলে ।

কিঞ্চ, উভয়বাদিসিদ্ধান্নাং জীবানামেব লাঘবত্বায়েন (*) কর্তৃত্বাভ্যুপগমে যুক্তঃ । নচ, জীবানামুপাদানান্ভিজ্ঞতয়া কর্তৃত্বাসম্ভবঃ ; সর্বেষামেব চেতনানাং পৃথিব্যাভ্যুপাদান-(†) যাগাদ্যুপকরণসাক্ষাৎকারসামর্থ্যাৎ ; যথৈ-
দানীং পৃথিব্যাদয়ো যাগাদয়শ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে । উপকরণভূত যাগাদিশক্তি-
রূপাপূর্ব্বাদিশব্দবাচ্যাদৃষ্টসাক্ষাৎকারাভাবেহপি চেতনানাং ন কর্তৃত্বানুপ-
পত্তিঃ, তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষণাৎ কার্য্যারম্ভস্ত । শক্তিমৎসাক্ষাৎকার এব
হি কার্য্যারম্ভোপযোগী । শক্তেষু জ্ঞানমাত্রমোবোপধূজ্যতে, ন সাক্ষাৎ-
কারঃ । নহি কুলাদয়ঃ কার্য্যোপকরণভূতদণ্ডক্রাদিবৎ তচ্ছক্তিমপি
সাক্ষাৎকৃত্য ঘট-মণিকাদিকার্য্যমারভন্তে । ইহ তু, চেতনানাং (‡) আগমাব-
গত-যাগাদিশক্তিবিশেষাণাং কার্য্যারম্ভো নানুপপন্নঃ ॥ ৬ ॥

অপিচ, জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদী প্রতিবাদী, কাহাবো অসম্মতি নাই, অতএব লাঘবতঃ
উভয়বাদিসম্মত জীবগণেবই কর্তৃত্ব স্বীকার কবা যুক্তি সম্ভব, (নচেৎ জীব ও ঈশ্বর, উভয়েবই কর্তৃত্ব
স্বীকার কবিলে কল্পনা-গোবন দোষ ঘটে) । জগতেব উপাদানাদি কাৰণবিষয়ে জীবগণেব
অভিজ্ঞতা নাই ; সেই কাৰণেই যে, তাহাদেব কর্তৃত্ব সম্ভবপৰ হয় না ; এ কথাও বলা যায়
না, কাৰণ, পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান কাৰণ এবং যাগ প্রভৃতি উপকৰণ অর্থাৎ কার্য্য-সম্পাদক
বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ কবিতে সমস্ত চেতনেবই সামর্থ্য বিদ্যমান বহিয়াছে । যেমন বর্ত্তমান সময়ে
পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান এবং যাগ প্রভৃতি উপকৰণ পদার্থ প্রত্যক্ষ পৰিলক্ষিত হইয়া থাকে,
[তেমন] । যদিও উপকৰণস্বরূপ যাগাদি ক্রিয়াব শক্তিরূপ ‘অপূর্ব্ব’ প্রভৃতি শব্দ-বাচ্য অদৃষ্টেব
সাক্ষাৎকাৰ বা প্রত্যক্ষ হয় না সত্য, তথাপি তাহাতে চেতন সমূহেব কর্তৃত্ব অনুপপন্ন বা
‘সম্ভব’ হয় না বা হইতে পাবে না ; কাৰণ, কার্য্যাবস্তে যাগজনিত অদৃষ্টসাক্ষাৎকাৰেব
কিছুমাত্র আবশ্যক নাই । পৰন্তু, কার্য্যারম্ভে বস্তুশক্তিব সাক্ষাৎকাৰই একমাত্র উপযোগী
বা আবশ্যক । সমস্ত শাস্ত্রে বস্তুশক্তি-বিষয়ক জ্ঞানেবই কেবল উপযোগিতা পৰিদৃষ্ট হয়, কিন্তু
সাক্ষাৎকাৰেব কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না । কেন না, কুন্তকাৰ প্রভৃতি কর্ত্তাব
কার্য্যেব উপকৰণ (সহকারী কাৰণ) দণ্ড-চক্রাদি বস্তুব ত্রায় দণ্ডাদি ব শক্তিকেও যে, প্রত্যক্ষ
কৰিয়াই ঘট, মণিক (জালা) প্রভৃতি কার্য্য আবশ্যক কবে, তাহা নহে । অদিকন্তু, এখানে
চেতনাবান পুরুষেবা আগম বা শাস্ত্রবাচ্য হইতে যাগাদি কার্য্যেব বিশেষ বিশেষ শক্তিসমূহ
অবগত হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাদেব পক্ষে কার্য্যাবশ্য কবা অনুপপন্ন বা অসম্ভবই হইতে
পাবে না ॥ ৬ ॥

(*) লাঘবেব’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) যোগাভ্যুপকরণ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জনানাম্’ ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ ।

কিঞ্চ, যৎ শাক্যক্রিয়ং শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানঞ্চ, তদেব তদভিজ্ঞকর্তৃকং দৃষ্টম্ । (*) মহী-মহীধর-মহার্ণবাদি ত্বশাক্যক্রিয়মশাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানং চেতি ন চেতনকর্তৃকম্ । অতো ঘট-মণিকাদিসজাতীয়-শাক্যক্রিয়-শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞান-বস্তুগতমেব কার্যত্বম্ বুদ্ধিমৎকর্তৃপূর্বকত্বসাধনে (†) প্রভবতি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, ঘটাদিকার্যমনীশ্বরেণাল্লজ্ঞানশক্তিনা সশরীরেণ পরিগ্রহবতা অনাপ্তকামেন নিশ্চিন্তং দৃষ্টম্, ইতি তথাবিধমেব চেতনং কৰ্ত্তারং সাধয়ন্ অয়ং কার্যত্বহেতুঃ সিসাধয়িষিত-পুরুষসার্বজ্য-সৰ্বৈশ্বৰ্য্যাদিবিপরীতসাধনাং বিরুদ্ধঃ স্মৃতাং । নচেতাবতা সৰ্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । লিঙ্গিনি প্রমাণান্তরগোচরে লিঙ্গবলোপস্থাপিতা বিপরীতবিশেষাস্তং প্রমাণপ্রতিহতগতয়ো

অপিচ, যে কার্যেব ক্রিয়া বা অল্পজ্ঞান শক্তি-সাধ্য হয় এবং বাহ্যাব উপাদানাদি-কাবণদ্বিধেও শক্যতা (শক্তি-সাধ্যতা) জ্ঞান থাকে, তদ্বিধয়ে অভিজ্ঞতাশালী ব্যক্তিকে সেই কার্যই করিতে দেখা যায় । [অতএব, বর্ণিতে হইবে যে,] মহী, মহীধব ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি পদার্থ-গুলির নিষ্কাশ-ক্রিয়া কাহারো শক্তি-সাধ্য নহে, এবং কোন্ কোন্ পদার্থ যে, সে সকলেব উপাদান, তদ্বিধয়েও কাহারই জ্ঞান নাই, সুতবাং তৎসমুদয় পদার্থ চেতনকর্তৃক সম্পন্ন হইতে পাবে না । অতএব, ঘট ও মণিক (জালা) প্রভৃতি জ্ঞাত পদার্থেব সমানজাতীয় যে সমুদয় কার্যেব ক্রিয়াতে বা সম্পাদনে বাহ্যাব শক্যতা বোধ আছে, এবং উপাদানাদি কাবণও পবিজ্ঞাত আছে, কেবল সেই সকল বস্তুগত কাগ্যত্ব বা জ্ঞাত্ব ধম্মই সেই বুদ্ধিমান বা চেতন কৰ্ত্তা হইতে আপনার উৎপত্তি জ্ঞাপনে সমর্থ হইয়া থাকে [কিন্তু কার্যত্বন্যত্রই নহে] ॥ ৭ ॥

আরও এক কথা,—ঘটাদি কাগ্য যখন অনীশ্বর (ঈশ্বরভিন্ন ও অল্পজ্ঞানশালী) (অসৰ্বজ্ঞ), শরীরধারী, কার্যোপযোগী উপায়-সম্পন্ন ও অপূৰ্ণকাম পূৰ্ব্বকর্তৃক নিশ্চিত হইতে দেখা যায়, তখন [ঈশ্বর-কাবণানুসারক] ‘কার্যত্ব’ হেতুটিও তথাবিধ (ঘটাদি-নিষ্কাশাব অন্তরূপ) কারণেবই অস্তিত্ব সাধন করিবে ; সুতবাং সিসাধয়িষিত অর্থাৎ ভূমি যাহা সাধন করিতে উচ্ছা করিয়াছে ; সেই সৰ্বজ্ঞতা ও সৰ্বৈশ্বৰ্য্যাদিবি বিপরীত (অসৰ্বজ্ঞত্ব ও অনীশ্বরত্বাদি) ধম্মেব সাধন করায় উক্ত ‘কার্যত্ব’ হেতুটি সৰ্বজ্ঞত্বাদি ধম্মসম্পন্ন কারণানুমানের বিরোধীই হইতে পাবে । আর ইহাতেই যে, সমস্ত অনুমানপ্রমাণেব উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়, তাহা নহে, (অজ্ঞাত বহুতলে অনুমানের আপত্তিকতা আছে) । পরন্তু, যেখানে সাধ্য বা সাধ্যাবিশিষ্ট পক্ষ বস্তুটি অনুমান ভিন্ন প্রমাণেব সাহায্যে যেরূপ জ্ঞান যায়, সেখানে অনুমানে যদি তদ্বিপরীত কতগুলি বিশেষ ধম্ম

হি নিবর্তন্তে । ইহ তু, সকলেতরপ্রমাণাবিষয়ে লিঙ্গিনি নিখিলজগন্নির্মাণ-
চতুরে অন্বয়ব্যতিজ্ঞকাবগতাবিনাভাবনিয়েমা ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব এবাবিশেষেণ
প্রসজ্যন্তে ; নিবর্ত্তকপ্রমাণাভাবাৎ তথৈবাবতিষ্ঠন্তে । অত আগমাদ্ব্যতে
কথমীশ্বরঃ সেৎস্মৃতি ॥ ৮ ॥

অত্রাহঃ— সাবয়বত্বাদেব জগতঃ কার্য্যত্বং ন প্রত্যাখ্যাভূং শক্যতে ।
ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি—কার্য্যং, সাবয়বত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ । তথা, বিবাদাধ্যাসিতম্ অবনি-জলধি-মহীধরাদি—কার্য্যং,
মহত্বে সতি ক্রিয়াবত্বাৎ, ঘটাদিবৎ । তনু - ভুবনাদি—কার্য্যং, মহত্বে সতি
মূর্ত্তত্বাৎ ; ঘটাদিবদिति । সাবয়বেষু দ্রব্যেষু ইদমেব ক্রিয়তে, নেতরং,
ইতি কার্য্যত্বস্য নিয়ামকং সাবয়বত্বাতিরেকি রূপান্তরং নোপলভামহে ।

প্রমাণিত কবিত্তে যাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি প্রমাণান্তর দ্বাৰা বাধিত
হইয়া নিবৃত্ত বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে । এই ঈশ্বর-কারণানুমান স্থলে, সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুটা
(ঈশ্বর) কিন্তু অপব কোন প্রমাণেবই বিষয় নহে ; স্মৃতিবাং নিখিলবস্তু-নির্মাণ-নিপুণ সেই সাধ্য
বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেক (*) সাহায্যে যে সকল ধর্ম্মের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধ
নিশ্চিত হয় ; (অনুকূলই হউক আব প্রতিকূলই হউক,) সেই সমস্ত ধর্ম্মই প্রসক্ত বা সম্ভাবিত
হইতে পারে, এবং তন্নিবর্ত্তক বা তদ্বিরোধী কোন প্রমাণ না থাকায় সেই প্রসক্ত ধর্ম্মসমূহ
তদুপেই অবস্থান কবিত্তে পারে । (স্মৃতিবাং কোন বিশেষ ধর্ম্মই নিশ্চিত হইতে পারে না) ।
অতএব, আগম বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উক্তপ্রকার ঈশ্বর বিকল্পে সিদ্ধ হইতে পাবেন ? ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে স্মরণীয় বলিয়া থাকেন,—সাবয়বত্বনিবন্ধনই জগতেব ‘কার্য্যত্ব’ ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান
কবিত্তে পাৰা যায় না । এ বিষয়ে এই সকল অন্তর্মনেব প্রয়োগ হইয়া থাকে,—[কার্য্য কি না,
এইকপে] বিবাদগস্ত পৃথিবী-ভূধব প্রভৃতি বস্তুনিচয়—কার্য্য অর্থাৎ জ্ঞা বা উৎপত্তিশীল ; যেহেতু
উহাবা সাবয়ব ; যেমন—ঘটাদি । দেউকপ,—পূর্বেব জ্ঞায় বিবাদাস্পদীভূত পৃথিবী, সমুদ্র ও
পর্ব্বতাদি বস্তু—কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল ; যেহেতু ই সকল বস্তুতে মহত্ব ও ক্রিয়া বিদ্যমান
আছে ; যেমন—ঘটাদি । দেহ ও ভুবনাদি বস্তুনিচয়ও কার্য্য, যেহেতু মহত্বেব সতি মূর্ত্তত্ব (পবি-
চ্ছিন্ন আকাব) উহাতে বহিয়াছে, যেমন—ঘটাদি । আব সাবয়বদ্রব্যেব মধ্যে ‘এটা কৃত বা
উৎপাদিত, অট্টা নহে’, এইরূপে ‘কার্য্যত্ব’ নিশ্চয় করিবার পক্ষে সাবয়বত্ব ভিন্ন আর ত

(*) তাৎপর্য্য,—অশ্ব ও ব্যতিরেক দ্বারা উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব নিকপণ করা হয় । উদাহরণে,
“তৎসঙ্গে তৎসত্তা—অশ্বঃ ।” অর্থাৎ একের সত্তায় যে, অপরের সত্তা, তাহার নাম ‘অশ্বঃ’ । আর “তদসঙ্গে
তদসত্তা—ব্যতিরেকঃ ।” অর্থাৎ একের অভাবে যে অপরের অভাব, তাহার নাম ব্যতিরেক । যেমন—মৃত্তিকার
সত্তায় ঘটের সত্তা ; আর মৃত্তিকার অভাবে ঘটের অসত্তা, এইরূপ অশ্ব ও ব্যতিরেক দ্বারা স্থির করা যায় যে,
মৃত্তিকা কারণ, ঘট তাহার কার্য্য । কার্য্য-কারণভাবের সর্ব্বত্রই এত অশ্ব ব্যতিরেক সিয়ম অক্ষুণ থাকিবে ।

কার্যত্বপ্রতিনিয়তং শক্যক্রিয়ত্বং শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানত্বং চ উপলভ্যতে ইতি চেৎ; ন, কার্যত্বেনানুমেতেহপি (৯) বিষয়ে জ্ঞান-শক্তি কার্য্যানুমেয়ে, ইতি অন্তত্রোপি সাবয়ত্বাদিনা কার্যত্বং জ্ঞাতমিতি তে চ প্রতিপন্নৈ এবেতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ (১০)। তথা হি,—ঘটমণিকাদিষু কৃতেষু (১১) কার্যত্ব-দর্শনানুমিতকর্তৃগত-তন্নির্মাণশক্তিজ্ঞানঃ পুরুষোহদৃষ্টপূর্ব্বং বিচিত্রসম্মিবেশং নরেন্দ্রভবনমালোক্য অবয়বসম্মিবেশবিশেষেণ তস্মৈ কার্যত্বং নিশ্চিত্য, তদানীমেব কর্তৃত্বজ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যমনুমিনোতি। অতঃ তনুভুবনাদেঃ কার্যত্বেনৈ সিন্ধে, সর্ব্বসাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণাদিনিপুণঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ (§) সিধ্যত্যেব ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বচেতনানাং ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেহপি সুখদুঃখোপভোগে চেতনা-নধিষ্ঠিতয়োস্তয়োঃ (১২) অচেতনয়োঃ ফলহেতুত্বানুপপত্তেঃ, সর্ব্বকর্মানুগ্ণ- (১৩)

কোনই কারণ দেখিতেছি না। যদি বল, নিৰ্ম্মাণযোগ্যতা ও শক্তি-সাধ্য উপাদান-কারণাদি বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানই [নিশ্চয়ের] কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে? না—তাহাও হইতে পারে না; কেন না, যে বিষয়টা কার্য্য বলিয়া অনুমোদিত আছে, অর্থাৎ যে বিষয়টাকে কার্য্য বলিয়া নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বিষয়টাকেও যে, কর্ত্তাব উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্ভাব, তাহা কেবল কার্য্য দ্বারাই অনুমান কবিতো হয়। অন্তত্রও (প্রসিদ্ধ কার্য্য ঘটাদি স্থলেও) সাবয়বত্ব হেতুতেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটা পবিজ্ঞাত হইয়াছে; সুতরাং কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও শক্তি বিদিতই আছে; অতএব, (এখানে) তাহাব কিছুমাত্র বিশেষ নাই। দেখ,—কুন্তকাকরুত ঘটাদি পদার্থে কার্য্যত্বদর্শনেই তৎকর্ত্তাব সেই সকল কার্য্যনিৰ্ম্মাণে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্ভাব সন্দর্শনকারী পুরুষ, অ-দৃষ্টপূর্ব্ব (যাহা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন) আশ্চর্য্য প্রণালীতে নিৰ্ম্মিত বাজ-ভবন দর্শন করিয়া অবয়ব-সংযোজনেব বিচিত্র প্রণালী দর্শনে তাহার কার্য্যত্ব অবধাবণ করে, এবং সেই সময়েই কর্ত্তাব অর্থাৎ বাজভবননিৰ্ম্মাতার বিচিত্র জ্ঞানসম্ভাবও অনুমান কবে। অতএব, [অবয়ব-সম্মিবেশ দর্শনানুসাবে] শরীব ও জগন্মণ্ডলেব কার্য্যত্ব ধর্ম্মটা সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে পব সর্ব্ব বস্তুর সাক্ষাৎকাবে ও নিৰ্ম্মাণাদি কস্মৈ নিপুণ, একজন পুরুষবিশেষই যে, তৎকর্ত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—চেতনমাত্রেবই সুখদুঃখভোগেব কারণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম; কিন্তু তাহা হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেবণা ব্যতীত সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কখনই সুখ-দুঃখরূপ ফলোৎপাদনে

(৯) কার্য্যত্বেনানুমেতেহপি ইতি (খ) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ ।

(১০) বিরোধঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১১) কৃ তদ্ব্যঃ ইতি পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) পুরুষঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১২) তথোরিতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে ।

(১৩) ধর্ম্মানুগ্ণ ইতি (গ) পুস্তকে ।

সর্বফলপ্রদানচতুরঃ কশ্চিদাস্থেয়ঃ (*)। বর্ধকিনা অনধিষ্ঠিতস্য
বাস্তাদেবচেতনস্য দেশকালাত্মনেকপরিহর-সন্নিধানেনপি যূপাদিনিষ্কাশ-
সাধনত্বাদর্শনাৎ। বীজাকুরাদেঃ পক্ষান্তর্ভাবেণ তৈর্য্যভিচারাপাদনং
শ্রোত্রিয়-বেতালানামনভিজ্ঞতাবিজৃম্বিতম্। তত এব সূখাদিভির্ব্যভিচার-
দর্শনবচনমপি তথৈব ॥ ১০ ॥

ন চ, লাঘবেনোভয়বাদিসম্প্রতিপন্ন-ক্ষেত্রজ্ঞানামেব ঈদৃশমধিষ্ঠাতৃত্ব-
কল্পনং যুক্তম্। তেষাং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টদর্শনাশক্তিনিশ্চয়াৎ।

সমর্থ হইতে পারে না; তন্নিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়াব অনুরূপ ফলসমূহ প্রদানে চতুর (দক্ষ) কোন
একটা চেতনের সত্তা মানিতেই হইবে। [চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কার্য্য হইতে
পাবে না,] এই কাবণেই উপবৃত্ত দেশ, কাল প্রভৃতি কারণকলাপ বর্ত্তমান সত্ত্বের কেবল সূত্র-
ধর্মেব অনধিষ্ঠানে দাসী (বাইন্) প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যূপাদি নিষ্কাশে অসাধনত্ব
অসামর্থ্য দৃষ্ট হয়। আব বীজাকুর প্রভৃতি পদার্থও যখন পক্ষেরই (বিবাদাস্পদীভূত
পদার্থেবই) অন্তর্ভুক্ত, তখন তৎসমুদয়ের দ্বারা যে, উল্লিখিত কাণ্ডে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব নিয়মের
ব্যভিচার প্রদর্শন, তাহা শ্রোত্রিয়- (বেদবিৎ)-বেতালদিগের কেবল অনভিজ্ঞতাবই ফল মাত্র।
[পিশাচাদি ব্যাঘ্র বেতাল একপ্রকার দেবযোনি-বিশেষ]। অতএব সূখাদি দ্বারা (উক্ত
নিয়মের) ব্যভিচার-কখনও ঠিক সেইরূপই অযৌক্তিক (†) ॥ ১০ ॥

আব কেবল লাঘবতর্কের (‡) অন্তর্বোধে যে, দাসী প্রতিবাদী, উভয় সম্মত ক্ষেত্রজ্ঞ— জীব সমূ-
হেবই উক্তকাণ্ডে এবংবিধ অধিষ্ঠানত্ব কল্পনা, তাহাও দুক্তিযুক্ত হয় না। কাবণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ

(*) আক্ষেপাঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,— বিপক্ষগণ বলিষাছিল যে, সমস্ত অচেতনের কার্য্যই যে, চেতনের সাহায্য বা অধিষ্ঠান
আবশ্যক, তাহা নহে। দেখা যায়, বীজ অচেতন পদার্থ, কিন্তু সেই বীজ কোন চেতনের সাহায্য না লইয়াই অঙ্কুর
উৎপাদন করে। সুপ স্বয়ং অচেতন; কিন্তু সেই সুপও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই মুখ-বিকাশ ও পুলকাদি
কার্য্য সম্পাদন করে। অতএব এই জগৎ কার্য্যও যে, চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত শুদ্ধ অচেতন হইতে হইতেই
পারে না, ইহা বলিতে পারা যায় না, হুতরাং জগতের কারণরূপে ঈশ্বরেরও তত্ত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক
হয় না। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না,—উল্লিখিত দৃষ্টান্তবলে ‘চেতনাধিষ্ঠিতত্ব’ নিয়মের ব্যাঘাত হইতে পারে
না; কারণ বীজাকুরও সূখাদিফলগুলিও যখন আমার বিবাদবহিত নহে; পরন্তু পক্ষ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত;
তখন ঐ সকল স্থলেও যে, চেতনের অধিষ্ঠান নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ, আমার মতে
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বহুস্থলে যখন অচেতনের কাণ্ডে চেতনের অধিষ্ঠান বা সাহায্য উভয় সম্মত বলিয়া প্রমাণিত
হইতেছে; তখন বীজ-সূখাদি স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(‡) তাৎপর্য্য,— বিবাদ গ্রস্ত কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলেই তর্কের সাহায্য আবশ্যক হয়; কিন্তু
কোন স্থলে যদি অমুতুল, প্রতিফুল, উভয় প্রকার তর্কেরই সম্ভাবনা থাকে; সে স্থলে দেখিতে হইবে, উভয়
তর্কের মধ্যে যে তর্কটীতে অধিক বিষয় স্বীকার করিতে হয়, গৌরব দোষে সেই তর্কটী আগ করিতে হয়;
আর যে তর্কটীতে অল্প বিষয় স্বীকার করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, কল্পনার লাঘব বশতঃ সেই তর্কই গ্রহণ
করিতে হয়। বিষয়ের আধিক্যই তর্কের গৌরব দোষ, আর কল্পনীয় বিষয়ের অল্পতাই তর্কের লাঘব গুণ।
আলোচ্য স্থলে জীবের কর্তৃত্ব প্রসিদ্ধই আছে, তদুপরি আবার ঈশ্বরেরও জগৎ-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়;

দর্শনানুগুণৈব হি সর্বত্র শক্তি-কল্পনা (*)। নচ ক্ষেত্রজবৎ ঐশ্বরশ্রা-
শক্তিনিশ্চয়োহস্তুি । অতঃ প্রমাণান্তরতো ন তৎসিদ্ধ্যানুপপত্তিঃ ।
সমর্থকর্তৃপূর্বকত্ব-নিয়তকার্যত্বাহেতুনা সিধ্যন্ স্বাভাবিকসর্বার্থসাক্ষাৎকার-
তন্নিয়মনশক্তিসম্পন্ন এব সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

যত্ন, অনৈখ্যাপাদনেন ধর্মবিশেষ-বিপরীতসাধনত্বমুন্নীতং ; তদনুমান-
বৃত্তানতিজ্ঞত্বনিবন্ধনম্ ; সপক্ষে সহদৃষ্টানাং সর্বেষাং কার্যস্থাহেতুভূতা-
নাক ধর্মাণাং লিঙ্গিত্বপ্রাপ্তেঃ ॥ ১২ ॥

বিষয়ের আনুকূল্য বা উপপত্তির জগুই সর্বত্র শক্তির কল্পনা হইয়া থাকে, অথচ, যুদ্ধ
ব্যবহিত (অগ্নি বস্তু দ্বাৰা অন্তরিত) ও দূষবর্তী বস্তু দর্শনে জীবগণের সে শক্তি নাই, ইহা
নিশ্চিত । পক্ষান্তরে জীবের শ্রায় ঐশ্বরেরও যে, সেই শক্তির অভাব আছে, ইহা নিশ্চয় কবা
যায় না ; অতএব অনুমানাদি প্রমাণবলে ঐশ্ববসিদ্ধি কবিতে কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধা নাই ।
[তাহার পর] শক্তিশালী কর্ত্তা হইতেই কার্যোৎপত্তিৰ অব্যভিচারী নিয়ম থাকায় [জগৎকর্ত্তা-
রূপে] যে ঐশ্বর সিদ্ধ বা প্রমাণিত হন, তাহাকে সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ কবিবার স্বাভাবিক
শক্তিসম্পন্নরূপেই প্রমাণিত কবা হয় ॥ ১১ ॥

আর যে, [কুন্তকাবাদির দৃষ্টান্তানুসাবে জগৎকর্ত্তা] অনৈখ্যাগাদি সম্ভাবনা দ্বাৰা [কার্যত্ব
হেতুটিকে] অভীষ্ট ধর্মের বিপরীত ধর্ম-সাধক (অতএব ‘বিকল্প’) বলিয়া কল্পনা কবা
হইয়াছে ; তাহাও কেবল অনুমান-প্রণালীতে অনতিজ্ঞতারই ফল ; কাবণ, সপক্ষে অর্থাৎ
কর্ত্তৃ-সাধ্যত্বরূপে নিশ্চিত ঘটাদি-কার্য-স্থলে যতগুলি ধর্ম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে সকল ধর্ম
ঘটাদি কার্যের কারণ নহে, [বাস্তবিক পক্ষে] পক্ষে অর্থাৎ বিচার্য স্থলে ত সে সকলের
প্রাপ্তি বা সম্ভাবনাই নাই (†) ॥ ১২ ॥

(*) সর্বত্র কল্পনা ইতি (খ) পাঠঃ ।

সুতরাং জীবও ঐশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে গৌরব দোষ ঘটে, তবপেক্ষা লাঘবতঃ কেবল জীবকেই জগৎ
নির্মাণেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার কবিলে সমস্তই উপপন্ন হইতে পারে, অতঃ তদতিরিক্ত জগৎ-নির্মাতা
ঐশ্বরের আর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয় না ॥

(†) তাৎপর্য্য,—অনুমান স্থলে বাহ্য দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই ‘সপক্ষ’ বলে । নিয়ম হইল এই
যে, বিচার্য্য বিষয়ের অনুকূল যে সকল ধর্ম দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়, বিচার্য্য বস্তুটীতে কেবল সেই সকল ধর্মেরই সংগ্রহ
করিতে হয় ; কিন্তু দৃষ্টান্তে যত কিছু ধর্ম থাকে, তৎসমস্তই যে, সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা নহে ।
একপ হইলে দৃষ্টান্ত ও দর্ষ্টান্তিকের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিতে পারে না ; উভয়েই এক হইয়া পড়ে ।
এখন দেখিতে হইবে, আলোচ্য স্থলে সংশয় হইয়াছিল যে, এই জগৎ একটী কার্য, ইহার স্বতন্ত্র একটী কর্ত্তা—
ঐশ্বর আছে কি না ? এই সংশয় দূরীকরণার্থ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত ব্যতীত
অনুসিদ্ধার্থের প্রমাণা হয় না ; এই কারণে দৃষ্টান্তরূপে ঘটাদি কাৰ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে । কার্য করিতে
হইলে কর্ত্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক ; জগৎ-কর্ত্তার কেবল কাৰ্য্যোপযোগী সেই সকল গুণ আছে
কি না ? ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ; কাব্যসাধনে অনুপযোগী গুণ সন্মুখ আছে কি না, তাহা
দেখিবার প্রয়োজন নাই । অতএব, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বলে যে, জগৎ-কর্ত্তার অনৈখ্যাগাদির অস্তিত্ব সম্ভাবনা
করা, তাহা স্বীকৃতনোচিত হয় না ॥

এতদ্ব্যক্তং ভবতি,—কেনচিৎ কিকিৎ ক্রিয়মাণং স্রোতপত্তয়ে কর্ত্ত্বুঃ
স্বনির্মাণসামর্থ্যং স্রোপাদানোপকরণজ্ঞানকাপেক্ষতে ; নত্বন্ত্যাসামর্থ্যমন্ত্রা-
জ্ঞানঞ্চ, হেতুত্বাভাবাৎ । স্বনির্মাণসামর্থ্য-স্রোপাদানোপকরণজ্ঞানাভ্যামেব
স্রোতপত্তাবুপপন্নায়াং সম্বন্ধিতয়া দর্শনমাত্রেণাকিকিৎকরন্ত্যর্থান্তরাজ্ঞানা-
দেহেতুত্বকল্পনাহযোগাৎ (*) ইতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ক্রিয়মাণবস্তুব্যতিরিক্তার্থজ্ঞানাদিকং কিং সর্ববিষয়ং ক্রিয়োপ-
যোগি ? উত কতিপয়বিষয়ম্ ? ন তাবৎ সর্ববিষয়ম্ ; নহি কুলাদিঃ
ক্রিয়মাণব্যতিরিক্তং কিমপি ন (+) বিজানাতি । নাপি কতিপয়বিষয়ম্ ;
সর্বেষু কর্ত্ত্বু তত্তদজ্ঞানাশক্ত্যানিয়মেন সর্বেষামজ্ঞানাদীনাং ব্যভিচারাত্ ।

অভিপ্রায় এই যে,—কেহ যখন কোনও কার্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন সেই ক্রিয়মাণ
কার্যটা নিজের উৎপত্তিব জন্ত কর্ত্তাব কেবল প্র-নির্মাণে সামর্থ্য এবং আপনাব উপাদান-কাবণ
ও সহকারী কাবণবিষয়ে জ্ঞানসত্তাব অপেক্ষা কবে ; অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কার্যের নির্মাণে শক্তি
এবং তাহাব উপাদান ও সহকারী কাবণ বিষয়ে কর্ত্তাব জ্ঞান থাকিলেই কার্যটা উৎপন্ন হইতে
পাবে ; কিন্তু, কর্ত্তাব অত্র বিষয়ে সামর্থ্য আছে কি না, এবং অত্র বিষয় জানে কি না, এ
দমন্তেব অপেক্ষা কবে না ; কাবণ, কার্যোৎপত্তিব পক্ষে সে সকলগুলি হেতু নহে । কেন না,
কর্ত্তাব নিজের কার্য-নির্মাণসামর্থ্য এবং উপাদান ও উপকরণসমূহেব জ্ঞান থাকিলেই
যখন নিজের (কার্যেব) উৎপত্তি সম্পন্ন হইতে পাবে, তখন কর্ত্তাতে কেবল দৃষ্ট হইয়াছে
বলিয়াই যে, কার্যারূপযোগী—বিষয়ান্তরে জ্ঞানাভাব প্রভৃতিবও হেতুহ কল্পনা কবা, তাহা
হইতেই পারে না ॥ ১৩ ॥

আবও এক কথা,—জিজ্ঞাসা কবি, ক্রিয়মাণ বস্তুব অতিরিক্ত বিষয়ে কর্ত্তাব জ্ঞানাভাবকেও
যে, ক্রিয়াব উপযোগী (ক্রিয়া-সাধক) [বলা হইয়াছে], সেই জ্ঞানাভাব কি সর্ববিষয়ক ?
অথবা কতিপয়-বিষয়ক ? অর্থাৎ ক্রিয়মাণ বস্তুব অতিবিক্ত কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই
কার্য হইতে পাবে ? কিংবা কয়েকটীমাত্র বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য হইতে পারে ?
তন্মধ্যে, সর্ববিষয়ক জ্ঞানাভাব বলা যায় না ; কাবণ, কুস্তকার প্রভৃতি কর্ত্তাবা যে, ক্রিয়মাণ
ঘটাদিবি অতিরিক্ত কোন বস্তুই জানে না, তাহা নহে । আর কতিপয়বিষয়কও বলা যায়
না, কাবণ, সকল কর্ত্তাতেই যে, নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে অজ্ঞান ও অশক্তি থাকিবেই, এ রূপ
কোনও নিয়ম নাই ; [সুতরাং কোন অশক্তি বা অজ্ঞানটা যে, কার্যোপযোগী, ইহা নিশ্চিত না
পাকায়] অজ্ঞানাদির কার্যোপযোগিতা সম্বন্ধে ব্যভিচার বা অনিয়ম ঘটে । অতএব, কার্যেষেব

(*) অহেতুত্বকল্পনায়োগাৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) জানাতি ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

অতঃ কার্যত্বস্ত্রাসাধকানাং অনীশ্বরত্বাদীনাং লিঙ্গিতপ্রাপ্তিরিতি ন বিপ-
রীতসাধনত্বম্ ॥ ১৪ ॥

কুলানাদীনাং দণ্ডচক্রাঘখিষ্ঠানত্বং শরীরদ্বারেণ দৃষ্টম্, ইতি জগদুপা-
দানোপকরণাধিষ্ঠানমীশ্বরস্তাশরীরস্থানুপপন্নমিতি চেৎ ; ন, সংকল্পমাত্রেনৈব
পরশরীরগত-ভূতবেতালগরলাঘপগম-বিনাশদর্শনাৎ । কথমশরীরস্তেশ্বরস্ত
পরপ্রবর্তনরূপঃ সংকল্প ইতি চেৎ ; ন শরীরাপেক্ষঃ সংকল্পঃ, শরীরস্ত
সংকল্পহেতুত্বাভাবাৎ । মন এব হি সংকল্পহেতুঃ ; তদুপপত্তমীশ্বরেহপি,
কার্য্যত্বেনৈব জ্ঞানশক্তিবন্মনসোহপি প্রাপ্তত্বাৎ । মানসঃ সংকল্পঃ সশরীর-
শ্বেব, শরীরশ্বেব সমনস্কত্বাদিতি চেৎ ; ন, মনসো নিত্যত্বেন দেহাপ-
গমেহপি মনসঃ সম্ভাবেনানৈকান্তিকত্বাৎ । অতো বিচিত্রাবয়বসন্নিবেশ-
বিশেষ-তনুভুবনাদিকার্য্যনিম্নাণে পুণ্যপাপ-পরবশঃ পরিমিতশক্তিজ্ঞানঃ
ক্ষেত্রজ্ঞো ন প্রভবতি, ইতি নিখিলভুবন-নিম্নাণচতুরোহচিন্ত্যাপরিমিতজ্ঞান-
শক্ত্যৈশ্বর্য্যোঃশরীরঃ সংকল্পমাত্রসাধন-পরিমিতজ্ঞানান্তবিস্তারবিচিত্ররচন-

ব্যাপ্ত্যাপক নহে—এমন যে অনৈশ্বর্য্যাদি ধর্ম্ম সকল ; পক্ষে (বিচার্য্যস্থলে) সে সকলের প্রাপ্তি
না থাকায় পূর্ব্বোক্ত হেতুটি বিপর্বীত ধর্ম্মেব (অকার্য্যত্বেব) সাধক হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

যদি বল, দেখা যায়, কুলাল (কুণ্ডলাব) প্রভৃতি কর্ত্তাব্য শরীর দ্বাবাই দণ্ড-চক্র প্রভৃতি
কার্য্যোপকরণেব অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক হন ; অতএব, ঈশ্বর যখন অশরীর, তখন জগতেব
উপাদান ও উপকরণাদি পদার্থে তাঁহাব অধিষ্ঠান অসম্ভব ; না—তাঁহাও বলিতে পার না,
কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়,—[ব্যক্তিবিশেষেব] সংকল্প মাত্র বা ইচ্ছাবিশেষ বশেই পরশরীরে
আবিষ্ট ভূত, বেতাল (দেবযোনিবিশেষ) প্রভৃতি অপগত হয় (সবিয়া যায়), এবং গবল বা বিষ
বিনষ্ট হইয়া যায় । ভাল, শরীরশূন্য ঈশ্ববেব আবাব পরপ্রবর্তনাত্মক সংকল্প হয় কিরূপে ?
না—[ঈশ্ববেব] সংকল্প শরীরসাপেক্ষ নহে ; কাবণ, সংকল্প কার্য্যে শরীরেব হেতুত্বই নাই ;
মনই সংকল্পেব একমাত্র হেতু ; ঈশ্ববেবও মন স্বীকার কবা হয় ; কারণ, কার্য্যকারিতা দর্শনে
যেমন (ঈশ্বরেব) জ্ঞান-শক্তি পাওয়া যায়, তেমন মনঃসত্তাও প্রাপ্ত হওয়া যায় । যদি বল,
শরীরই যখন সমস্ত বা মনোগত হয়, তখন মানস (মনোজ্ঞ) সংকল্প ধর্ম্মটিও সশরীরের পক্ষেই
সম্ভব হয়, (অশরীরেব পক্ষে নহে) ; এ কথা বলা যায় না ; কাবণ, মন যখন নিত্য [অথচ
শরীর যখন অনিত্য], তখন দেহবিগমেও মন বিদ্যমান থাকে ; সূত্রতাং মনেব সশরীরত্ব
নিয়মটি ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে ! অতএব, বিচিত্র অবয়ব-সন্নিবেশসম্পন্ন শরীর ও
ভুবনাদি কার্য্যনিম্নাণে পুণ্য ও পাপের বশপর্য্যন্তী ও পরিমিত জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব
কখনই সমর্থ হইতে পারে না ; এই কারণে সমস্ত ভুবন-নিম্নাণে নিপুণ, অচিন্ত্য ও অপরিমিত

প্রপঞ্চঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরোহনুমানেনৈব সিধ্যতি । অতঃ প্রমাণান্তরাব-
সেয়ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ, নৈতদ্বাক্যং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, অত্যন্তভিন্নয়োরেব যুদ্ধব্য-কুলালয়োনিমিত্তোপাদানত্বদর্শনে
আকাশাদের্নিরবয়বদ্রব্যস্য কার্য্যত্বানুপপত্ত্যা চ নৈকমেব ব্রহ্ম কুৎসস্ত জগতে
নিমিত্তমুপাদানঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং শক্লোতীতি ॥ ১৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ :-]

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম জন্মাদিবাক্যং বোধয়-
তেব । কৃতঃ, শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ । যদুক্তং—সাব-
য়বত্বাদিনা কার্য্যং সর্ব্বং জগৎ ; কার্য্যঞ্চ তদুচিতকর্তৃবিশেষপূর্ব্বকং দৃষ্টমিতি
নিখিলজগন্নিম্মাণ-তদুপাদানোপকরণবেদনচতুরঃ কশ্চিদনুমেয় ইতি । তদ-
যুক্তম্ ; মহী-মহার্গবাদীনাং (*) কার্য্যত্বেইপি একদৈবৈকেন নির্মিতা ইত্যত্র

জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য (অগ্নিাদিসিদ্ধি) সম্পন্ন এবং অনন্তবিস্তার ও বিচিত্র রচনাপূর্ণ এই জগৎ-
প্রপঞ্চ বাঁহাব একমাত্র সংকল্প বা ইচ্ছাসাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এমন পুরুষ-বিশেষরূপ ঈশ্বর
অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হন । অতএব, ব্রহ্ম যখন শব্দ ভিন্ন প্রমাণেই (অনুমান দ্বারাই)
নির্গীত হন ; তখন এই বাক্য (“যতো বা ইমানি ভূতানি” বাক্য) ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইতে
পারে না ॥ ১৫ ॥

অপিচ, যেহেতু অত্যন্ত বিভিন্নপ্রকৃতিব দ্রব্য যু্ত্তিকা ও কুন্তকাবের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব
দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ঘটের উগাদান কারণ যু্ত্তিকা ও নিমিত্তকারণ কুন্তকাব, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত
সদ্যন্ত পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং যেহেতু নিরবয়ব দ্রব্য আকাশের ও কাগ্যত্ব বা উৎপত্তি সম্ভবপর
হয় না, —অতএব একই ব্রহ্মকে সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন
করিতে [কেহই] সমর্থ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

[ভ.৫.৫.কারের সিদ্ধান্তঃ —]

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি,—জগতের জন্মাদিবোধক (‘যতো বা ইমানি
ভূতানি জায়ন্তে’ ইত্যাদি) বাক্য নিশ্চয়ই ব্রহ্মপ্রতিপাদনে সমর্থ,—[যেহেতু] ব্রহ্মপদার্থ টা
একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণগম্য । আর যে বলা হইয়াছে, সাবয়বত্ব বশতঃ সমস্ত জগৎই কার্য্য বা
উৎপত্তিশীল, কার্য্য মাত্রই তদুৎপত্ত কারণ-সম্ভূত দেখা যায় ; অতএব, সমস্ত জগৎনিম্মাণে
নিপুণ এবং জগতের উপকরণ পরিজ্ঞানে সূচত্ব, এমন কোন একটা কারণ অনুমেয়, অর্থাৎ
অনুমানের সাহায্যে এইরূপ একটা কারণ নিশ্চয় করিতে হইবে । তাহা যুক্তি যুক্ত হয় না ; কেন
না, বিশাল পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি বস্তু কার্য্য বা জন্ত হইলেও একই সময়ে যে, একজন কর্তৃক সৃষ্ট

(*) মহীমহীধরাদীনাং ইতি (৬) গাঠঃ ।

প্রমাণাভাবাৎ। ন চৈকস্মৎ ঘটশ্চেব সর্বেষামেকং কার্যত্বং, যেনৈকদৈব একঃ কৰ্ত্তা স্মাৎ। পৃথগ্ভূতেষু কার্যেষু কালভেদ-কৰ্ত্তভেদদৰ্শনেন কৰ্ত্তকালৈক্যনিয়মাতাবাৎ (*)। ন চ ক্ষেত্রজ্ঞানাং বিচিত্রজগন্নির্মাণাশক্ত্যা কার্যত্ববলেন তদতিরিক্তকল্পনায়ামনেককল্পনানুপপত্তৈশ্চক এব কৰ্ত্তা ভবিতুমৰ্হতি। ক্ষেত্রজ্ঞানামেবোপচিতপুণ্যবিশেষাণাং (†) শক্তিবৈচিত্র্য-দৰ্শনেন, তেষামেবাতিশয়িতাদৃষ্টসম্ভাবনয়া চ তত্ত্বদ্বিলক্ষণকার্যাহেতুত্বসম্ভবাৎ, তদতিরিক্তাত্যন্তাদৃষ্ট (‡) পুরুষকল্পনানুপপত্তৈশ্চ। নচ যুগপৎ সৰ্বৌচ্ছিত্তিঃ সৰ্বৌৎপত্তিশ্চ প্রমাণপদবীমধিরোহতঃ ; অদৰ্শনাৎ, ক্রমেণৈবোৎপত্তি-বিনাশদৰ্শনাচ্চ। কার্যত্বেন সৰ্বৌৎপত্তি-বিনাশয়োঃ কল্প্যমানয়োদৰ্শনানু-গুণ্যেন কল্পনায়ামপি বিরোধাতাবাচ্চ। অতো বুদ্ধিমদেককৰ্ত্তকত্বে সাধ্যে,

হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ ঘটের জ্বায় সমস্ত পদার্থেরই যে, কার্যত্ব ধর্মটা এক, অর্থাৎ ঘট যেরূপ একই মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অপবাপব সমস্ত পদার্থই যে, একই উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে, যাহাতে এক কালে একই কৰ্ত্তা কল্পিত হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন কার্যের কৰ্ত্তাও ভিন্ন ভিন্ন ; সুতরাং কৰ্ত্তা ও কালের ঐক্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। আর এরূপ কল্পনা করাও উচিত হয় না যে, ঈদৃশ বিচিত্র জগৎ-নির্মাণে যখন কোন জীবেরই শক্তি নাই, অথচ জগতের কার্যত্ব দৰ্শনে জীবাতিরিক্ত কৰ্ত্তাব কল্পনা কবিত্তে হইলেও অনেক কৰ্ত্তা কল্পনা করিতে হয় ; এই নিমিত্ত (গৌরব হয় বলিয়া) একই কৰ্ত্তা হওয়া উচিত। কারণ, ক্ষেত্রজ সংজ্ঞক সমাধিক পুণ্যসম্পন্ন জীবগণের মধ্যেই শক্তিবৈচিত্র্য (অধিকতাব প্রভৃতি) পরিদৃষ্ট হয় ; তদ্বদর্শনে তাহাদেবই মধ্যে কাহারো নিরতিশয় (সর্বাধিক) অদৃষ্ট (পুণ্য) থাকা সম্ভব ; সুতরাং সেই নিরতিশয় ভাগ্যবান জীবেরই এই বিচিত্র কার্য সম্পাদনে কৰ্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে। অতএব, জীবাতিরিক্ত অথচ অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট (যাহা কস্মিন্ কালেও দৃষ্ট হয় নাই), এরূপ পুরুষবিশেষকে 'কৰ্ত্তা' বলিয়া কল্পনা কবা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ একই কালে যে সৰ্বৌৎপত্তি ও সৰ্বৌচ্ছিত্তি (সমস্তের বিনাশ), তাহাও গণন প্রমাণ পথে আসিতেছে না ; অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে না। কারণ, যুগপৎ সৰ্বৌৎপত্তি বা সর্ববিনাশ দৃষ্ট হয় না, পরন্তু, উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রমিকতাই দৃষ্ট হয়। আর কার্যত্ব বা জ্ঞাত্ব দৰ্শনের বলে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করিতে হইলেও দৃষ্টান্তসারে কল্পনা করিলে কোনই বিরোধ ঘটে না। অতএব বুদ্ধিসম্পন্ন একটীমাত্র পুরুষেব

(*) নিয়মাদর্শনাৎ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ।

(†) বিশেষাণামপি ইতি (খ) পাঠঃ।

‡ তদতিরিক্তাদৃষ্ট ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্যত্বস্ত্ব অনৈকান্ত্যং, পক্ষস্ত্যপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, সাধ্যাবিকলতা চ দৃষ্টান্তস্ত্ব ; সৰ্ব্বনির্মাণচতুরশ্চৈকস্ত্য প্রসিদ্ধেঃ । বৃদ্ধিমৎকর্তৃকত্বমাত্রে সিদ্ধসাধনতা (*) । সার্বজ্ঞ্য-সৰ্ব্বশক্তিযুক্তস্ত্ব কস্তচিদেকস্ত্ব সাধকমিদং কার্যত্বং কিং যুগপদ্বং-পদ্মমান-সৰ্ববস্তুগতম্, উত ক্রমেণোৎপদ্মমানসৰ্ববস্তুগতম্ ? যুগপদ্বং-পদ্মমানসৰ্ববস্তুগতত্বে কার্যত্বস্ত্যাসিদ্ধিতা । ক্রমেণোৎপদ্মমান-সৰ্ববস্তুগতত্বে অনেককর্তৃকত্বসাধনাবিরুদ্ধতা । অত্রোপ্যেককর্তৃকত্বসাধনে প্রত্যক্ষানুমান-বিরোধঃ । শাস্ত্রবিরোধশ্চ ; ‘কুন্তকারো জায়তে, রথকারশ্চ’ (+) ইত্যাদি-শ্রবণাৎ ॥ ১৭ ॥

জগৎকর্তৃক সাধন কবিত্তে হইলে কার্যত্ব হেতুটীৰ অনৈকান্ত্য বা ব্যতিচাৰ দোষ ঘটে, [সৰ্বজ্ঞত্ব সৰ্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি] পক্ষ বিশেষণেব অসিদ্ধি হয়, এবং দৃষ্টান্তটীও সাধ্যাবিকল (সাধ্যের প্রতিকূল) হইয়া পড়ে । হেতু এই যে, একই লোক যে, সৰ্ববস্তু নিৰ্মাণে নিপুণ ; ইহা প্রসিদ্ধ নাই । আব কেবলই যদি বৃদ্ধিমান কৰ্ত্তাব অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, তাহা হইলেও ‘সিদ্ধ-সাধনতা’ দোষ ঘটে, (কারণ, বৃদ্ধিমান্ না হইলে যে, কৰ্ত্তা হইতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই বহিরাছে, তাহার সাধন করার আবশ্যক হয় না) । তাহাৰ পর এক কথা ; সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বশক্তি-সমবিত্ত কৰ্ত্তার সাধক বা অনুমাপক যে, এই ‘কার্যত্ব’ হেতুটী, ইহা কি যুগপৎ (একসঙ্গে) সমুৎপন্ন সমস্ত কার্য-বস্তুগত ? কিংবা ক্রমশঃ সমুৎপন্ন সমস্ত বস্তুগত ? তদ্ব্যতীত, একসঙ্গে সমুৎপদ্মমান সৰ্ববস্তুগত বলিলে কার্যত্বেব অসিদ্ধতা হয় ; (কারণ, একসঙ্গে সৰ্ব্বকাৰ্যোৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই), আর ক্রমশ উৎপদ্মমান সমস্ত বস্তুগত স্বীকাৰ করিলেও কৰ্তৃ-বহুত্বেরই সিদ্ধি হয় ; সুতরাং ‘কার্যত্ব’ হেতুটীৰ ‘বিকলতা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় (+) । একই কৰ্ত্তাব সাধন কবিত্তে হইলে [পূৰ্ণেব ত্রায়] এখানেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত বিরোধ হয়, এবং শাস্ত্রবিরোধও হয়, উপস্থিত শাস্ত্রে ‘কুন্তকার জন্মিতেছে’, এবং ‘রথকাৰ জন্মিতেছে’, এইরূপ পৃথক্ উক্তি শ্রুত হয় ; (কুন্ত ও বথ, উভয়ের কৰ্ত্তা এক হইলে, একরূপ পৃথক্ নির্দেশ সম্ভব হইতে পারে না (§) ॥ ১৭ ॥

(*) সিদ্ধসাধনতা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) রথকারো জায়তে ইত্যাদি ইতি (খ,ঘ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্যঃ,—প্রদর্শিত হেতুটী যদি নিজেই অসিদ্ধ অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রাণানুযায়ীরূপে অসিদ্ধ না থাকে; পরন্তু তাহার প্রদর্শিত অবস্থাটীও যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই হেতুকে ‘অসিদ্ধ’ বলা হয় । এই অসিদ্ধ হেতুর সাহায্যে কোন সিদ্ধি বিষয়ের নির্ণয় করা যায় না । ‘বিকলতা’ও হেতুর অপূর্ণ একটী দোষ । যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুই যদি উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ কোন বিষয় প্রমাণ করিয়া দেয়; তাহা হইলে সেই হেতুকে ‘বিকল’ বলা হয় । ইহা দ্বারাও কোন সিদ্ধি বিষয় প্রমাণিত করা যায় না ।

(§) তাৎপৰ্য্যঃ,—এখানে প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমানবিরোধ ও শাস্ত্রবিরোধ, এই ত্রিবিধ বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে । তদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ-বিরোধের স্থল—প্রত্যেক কার্যের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ত্তা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, সুতরাং ‘সৰ্ব্বকাৰ্যো এক কৰ্ত্তা’ বলিলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটে । প্রত্যেক দৃষ্ট স্থলে যখন বিভিন্ন কার্যে বিভিন্ন কৰ্ত্তা দৃষ্ট হয়, তখন অপ্ৰত্যক্ষ স্থলেও কার্য-ভেদে কৰ্ত্তভেদ অনুমান করা যাইতে পারে, সুতরাং সৰ্ব্ব কাৰ্যো

অপি চ, সর্বেষাং কার্যাণাং শরীরাদীনাং সত্ত্বাদিগুণকার্যরূপ-সুখাত্ময়-
দর্শনেন সত্ত্বাদিমূলত্বমবশ্যমাশ্রয়ণীয়ম্ । কার্যবৈচিত্র্য-হেতুভূতাঃ কারণগতা
বিশেষাঃ সত্ত্বাদয়ঃ । তেষাং কার্যাণাং তন্মূলত্বাপাদনং তদযুক্তপুরুষান্তঃ-
করণবিকারদ্বारेण । পুরুষস্ত চ তদযোগঃ কৰ্মমূলঃ, ইতি কার্যবিশেষাৱন্তা-
য়েব জ্ঞানশক্তিৰেব কৰ্ত্তুঃ কৰ্মসম্বন্ধঃ কার্যহেতুত্বেনৈবাবশ্যমাশ্রয়ণীয়ঃ; জ্ঞান-
শক্তিবৈচিত্র্যস্ত কৰ্মমূলত্বাৎ । ইচ্ছায়াঃ কার্যারম্ভহেতুত্বেনপি বিষয়বিশেষ-
বিশেষিতায়াস্তন্ত্ৰাঃ সত্ত্বাদিমূলত্বেন কৰ্মসম্বন্ধোহবৰ্জনীয়ঃ । অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞা
এব কৰ্ত্তারঃ, ন তদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদনুমানাৎ সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—তনু-ভুবনাদি—ক্ষেত্রজ্জকৰ্ত্তৃকং, কার্যত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ । ঈশ্বরঃ কৰ্ত্তা ন ভবতি, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, মুক্তবৎ । ঈশ্বরঃ কৰ্ত্তা

আরও এক কথা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীর প্রভৃতি সমস্ত কার্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও
তমোগুণের পরিণাম সুখাদির অময় বা অনুগত সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সত্ত্বাদি গুণকে ঐ সকল
কার্যের মূল বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য-বৈচিত্র্যের কারণীভূত সত্ত্বাদি
গুণসমুদয়ই কারণগত বিশেষ ধর্ম। উক্ত বিচিত্র কার্যসমূহ যে, সেই সত্ত্বাদি গুণমূলক, সত্ত্বাদি-
গুণযুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণের বিকার বা পরিণাম-বিশেষের দ্বারা ই সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিয়া
লইতে হইবে। পুরুষের সহিত সেই সত্ত্বাদি যোগেরও মূল কারণ—সেই কৰ্ম বা অদৃষ্ট;
অতএব কার্য-সম্পাদনের নিমিত্ত যেমন পুরুষের জ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়, কৰ্ম-সম্বন্ধও
তেমন কার্যহেতুরূপেই অবশ্য আশ্রয় কবিত্তে হয়; কারণ, জ্ঞানশক্তির বৈচিত্র্যও কৰ্মই
মূল। ইচ্ছার কার্যহেতুত্ব থাকিলেও বিষয়বিশেষের দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করিতে হইবে,
ইচ্ছামাত্রকেই কার্যহেতু বলা যায় না। সেই ইচ্ছারও মূল কারণ সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ; সুতরাং
ইচ্ছাতেও কৰ্মসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে, ক্ষেত্রজ জীবগণই
কৰ্ত্তা, তদ্বিলক্ষণ কোন কৰ্ত্তাই অনুমান দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ॥ ১৮ ॥

এ বিষয়ে এইসকল অনুমানেরও প্রয়োগ হইতে পারে,—তনু ও ভুবন প্রভৃতি (শরীর ও জগৎ
প্রভৃতি) বস্তুব কৰ্ত্তা—ক্ষেত্রজ (জীব) ; হেতু—কার্যত্ব, অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল বস্তু কার্য বা
উৎপত্তিশালী; উদাহরণ—ঘট। [পক্ষান্তরে,] ঈশ্বর [এ সকলের] কৰ্ত্তা হইতে পারেন না;
হেতু—তাহার কোন প্রয়োজন নাই; উদাহরণ—মুক্তাত্মা। ঈশ্বর কৰ্ত্তা হইতে পারেন না;

এক কৰ্ত্তা বলিলে সেই দৃষ্টান্তসারী অনুমানের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আর, শাস্ত্রে আছে—‘কৃত্তকার
জন্মিতেছে, এবং ‘রথকার জন্মিতেছে’। এখন সকল কার্যে যদি একই কৰ্ত্তা হয়, তাহা হইলে, কৃত্ত ও রথ,
উভয়েরই কৰ্ত্তা এক হইত; উভয়ের কৰ্ত্তা এক হইলে ‘কৃত্তকার’ ও ‘রথকার’ বলিয়া উভয়ের পৃথক কৰ্ত্তার
উল্লেখ অসঙ্গত হইত; পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলে ঐরূপ কখন পুনরুক্তি দোষও
উপস্থিত হইত। এককৰ্ত্তব্য পক্ষে এইরূপ শাস্ত্র বিরোধ বা বাক্যবিরোধ ঘটে ॥

ন ভবতি, অশরীরত্বাৎ, তদ্বদেব । নচ, ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বশরীরার্থিষ্ঠানে ব্যভিচারঃ ; তত্রাপ্যনাদেঃ সূক্ষ্মশরীরস্ত সদ্ভাবাৎ । বিমতিবিষয়ঃ কালো ন লোকশূন্যঃ, কালত্বাৎ বর্তমানকালবৎ ॥ ১৯ ॥

অপি চ, কিমীশ্বরঃ সশরীরোহশরীরো বা কার্য্যং কৰোতি? ন তাবদশরীরঃ, অশরীরস্ত কৰ্ত্তৃত্বানুপলক্ষেঃ (*) । মানসান্যপি কার্য্যানি সশরীরশ্চৈব ভবন্তি, মনসো নিত্যত্বেহপ্যশরীরেষু মুক্তেষু তৎকার্য্যাদর্শনাৎ । নাপি সশরীরঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ । তচ্চ শরীরং কিং নিত্যং ? উতানিত্যং ? ন তাবন্মিত্যং, সাবয়বস্ত তস্ত নিত্যত্বে জগতোহপি নিত্যত্বাবিরোধাদীশ্বরাসিদ্ধেঃ । নাপ্যনিত্যং, তদ্ব্যতিরিক্তস্ত তচ্ছরীরহেতোস্তদানীমভাবাৎ ।

হেতু—অশরীরত্ব, অর্থাৎ যেহেতু তাঁহার কার্য্যোপযোগী শরীর নাই ; উদাহরণ—এইরূপই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যই উহাব দৃষ্টান্ত । আব ক্ষেত্রজ্ঞগণেব স্বীয় শরীরে যে, অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরকরূপে দেহের সহিত প্রথম সম্বন্ধ, তাহাতেও যে, ঐ নিয়ম ব্যভিচারী বা ভগ্ন হয়, তাহাও নহে ; কারণ, সেখানেও অনাদিকালপ্রবৃত্ত সূক্ষ্মশরীরেব সদ্ভাব রহিয়াছে [এ বিষয়ে অনুমান এইরূপ—] বিবাদাস্পদীভূত কাল (সময়) লোকশূন্য হয় না (শরীররহিত হয় না) ; হেতু—কালত্ব ; দৃষ্টান্ত—যেমন বর্তমান কাল, (†) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ঈশ্বর সশরীর অবস্থায় কার্য্য করেন ? কি অশরীর অবস্থায় ? অশরীর অবস্থায় কবিত্তে পারেন না ; কারণ, অশরীরেব কৰ্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না । যে সকল কার্য্য মনেব দ্বাৰা নিষ্পাদিত হয়, সেই মানস কার্য্যসমূহও শরীরধারীর সম্বন্ধেই সংঘটিত হয় ; (অশরীরেব হয় না) ; কেন না, মন নিত্য হইলেও [শরীর বহিত] মুক্তপুরুষগণেব মানস কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না । সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না ; কারণ, [এ পক্ষী] তর্কসহ হয় না । [তর্ক এইরূপ—] তাঁহাব শরীর নিত্য কি অনিত্য ? নিত্য হইতে পাবে না ; সাবয়ব সেই শরীর যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সাবয়ব জগতেরও নিত্যত্বে কোন বাধা হইতে পারে না ; সুতরাং নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সিদ্ধ প্রমাণিত হয় না । [তাঁহার শরীর]

(*) তস্ত কৰ্ত্তৃত্বানুপলক্ষেঃ ইতি (খ) পাঠঃ । অশরীরকার্য্যানুপলক্ষেরিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ভাষ্যপার্থা,—সশরীর বলিয়াই যদি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; পক্ষান্তরে শরীর না থাকায়ই যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় ; তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞের প্রথম শরীর গ্রহণ হুলে ঐ নিয়ম রক্ষা করা যায় না ; কারণ, শরীর উৎপত্তির পূর্বে ক্ষেত্রজ্ঞও ত ঈশ্বরেরই মত অশরীর (শরীর রহিত) ছিল ; তদবস্থায় ক্ষেত্রজ্ঞ যদি অশরীর হইয়াও স্বীয় শরীর নিষ্কাশন করিতে পারে ; তাহা হইলে কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার যে, শরীর থাকাই চাই, এ নিয়ম বহিল না । তদ্বৎসবে বলিতেছেন যে, না—সেই সময়ও ক্ষেত্রজ্ঞ অশরীর ছিল না—সশরীরই ছিল ; কারণ সৃষ্টিপ্রবাহ যখন অনাদি, তখন কাল বা সময় কখনও লোকশূন্য অবস্থায় থাকে না ; বর্ত্তমানে ত নাই-ই, তদ্ব্যবহাতেও থাকিবে না, এবং অতীতেও ছিল না । তবে এই মাত্র বিশেষ যে, সৃষ্টির পর ক্ষেত্রজ্ঞের হুল, সূক্ষ্ম, ইত্যম শরীরই থাকে, তৎপূর্বে তাহার সূক্ষ্ম শরীর মাত্র থাকে, হুল শরীর থাকে না । কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার শরীর থাকা মাত্র আবশ্যক, কিন্তু—হুল, কি সূক্ষ্ম, তাহার কিছু নিয়ম নাই ।

স্বয়মেব হেতুরিতি চেৎ ; ন, অশরীরস্ত তদযোগাৎ । অন্তেন শরীরেণ
সশরীর ইতি চেৎ ; ন, অনবস্থানাৎ । স কিং সব্যাপারঃ, নির্ব্যাপারো
বা ? অশরীরত্বাদেব ন সব্যাপারঃ । নাপি নির্ব্যাপারঃ কার্যং কৰোতি,
মুক্তায়াবৎ (*) । কার্যং জগদিচ্ছামাত্রব্যাপারকর্তৃকমিত্যুচ্যমানে পক্ষস্তা-
প্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, দৃষ্টান্তস্ত চ সাধ্যাহীনতা । অতো দর্শনানুগুণ্যেনৈবানুমানং
দর্শনানুগুণ্যপরাহতমিতি শাস্ত্রৈকপ্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সৰ্বেশ্বরঃ (†)
পুরুষোত্তমঃ । শাস্ত্রস্ত স কলেতরপ্রমাণ-পরিদৃষ্টসমস্তবস্ত-বিসঙ্গাতায়ং
সার্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-মিশ্রানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদার-গুণসাগরং (‡)
নিখিলহেয়প্রত্যনোকস্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিত-বস্ত-
সাধর্ম্যপ্রযুক্ত-দোষগন্ধপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অনিতাও হইতে পারে না : কারণ, তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না; যাহা তাহাব
(সেই শরীরের) উৎপাদক হইতে পাবে । নিজেই নিজের হেতু, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ,
অশরীরেব হেতুই হইতে পাবে না । যদি বল, অপর শরীর দ্বাৰা সশরীর, অর্থাৎ যে শরীরে
জগৎ নির্মাণ করিবেন, তদ্বিন্ন আব একটা শরীর দ্বাৰা সশরীর হইয়া কার্য কবেন ; তাহা হইলে
'অনবস্থাদোষ ঘটে, অর্থাৎ সেই শরীরের জন্ত আবার আর একটা শরীর এবং সেই শরীরের
জন্তও আর একটা শরীর, ইত্যাদি রূপে শরীরকল্পনার আব শেষ হইতে পারে না । পুনশ্চ
প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর কি সব্যাপার ? (চেষ্টাশালী ?) অথবা নির্ব্যাপার ? তাঁহাব
যখন শরীর নাই, তখন ব্যাপারও থাকিতে পারে না ; আব নির্ব্যাপার হইলে কখনই কার্য
করিতে পারেন না, মুক্ত আত্মাই ইহাব দৃষ্টান্ত । আর কার্যভূত এই জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র
ব্যাপার-নিপ্পন্ন বলিলেও জগৎ-রূপ পক্ষেতে যে, কার্যত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার
'অসিদ্ধতা' দোষ উপস্থিত হয় ; কেন না, পক্ষের ঐ প্রকাব বিশেষণ কুত্ৰাপি প্রসিদ্ধ বা
প্রমাণিত হয় নাই । অধিকন্তু; প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটীও সাধ্যাবিকল হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ কুন্তকাব
প্রভৃতি কৰ্ত্তাকে কখনও ইচ্ছামাত্রে কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না । অতএব, প্রত্যক্ষানুসারে
যে, ঈশ্ববানুমান তাহা প্রত্যক্ষ দ্বাৰাই ব্যাহত হইতেছে । অতএব, সৰ্বেশ্বর, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম
(বাসুদেব) একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণেরই বিষয়—অনুমানাদির বিষয় নহে । বিশেষতঃ, শাস্ত্র যখন
অপর সর্বপ্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, সৰ্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পত্বাদি সমন্বিত, সীমা
ও তারতম্যরহিত নিরতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগরস্বরূপ এবং সৰ্ববিধ হেয় বা
নিকৃষ্ট গুণের বিরোধী গুণপূর্ণ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন ; তখন প্রমাণান্তর-
নির্গত অপর বস্তুর সাধর্ম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোন দোষের গন্ধপর্যন্ত তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে
পারে না ॥ ২০ ॥

(*) মুক্তবৎ ইতি (গ) পাঠঃ । (†) সৰ্বেশ্বরেরঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (‡) অবিল গুণসাগরং ইতি (গ) পাঠঃ ।

যত্ন, নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যাকাশাদেন্নিরবয়বস্ত্র দ্রব্যস্ত্র কার্য-
ত্বানুপলব্ধমশ্যপ্রতিপাদনমিত্যুক্তম্ ; তদপ্যবিরুদ্ধমিতি (*) “প্রকৃতিশ্চ
প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপারোধান্” [ব্রহ্মসূ., ১।৪।২৩], “ন বিয়দশ্রুতেঃ ।”
[ব্রহ্মসূ. ২।৩।১] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে । অতঃ প্রমাণান্তরানুগোচর-
ত্বেন শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বাৎ, “যতো বা ইমানি” ইত্যাদিবা ক্যং (+) উক্ত-
লক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥ ৩ ॥

[তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিহাদিকরণং সমাপ্তম্ ।]

যদ্যপি প্রমাণান্তরানুগোচরং ব্রহ্ম, তথাপি প্রবর্তিনিবৃত্তিপরাভাবেন
সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তীত্যশঙ্ক্যাহ—

আবণ্ড যে, বলা হইয়াছে . একেবই নিমিত্ত-কাবণতা ও উপাদান-কাবণা, এবং আকাশাদি
নিববয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না ; অতএব নিমিত্ত ও উপাদান কাবণের একত্ব ও
আকাশাদি নিববয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কল্পনা কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না । বস্তুতঃ
তাহাও যে, বিকল্প হয় না ; ইহা ‘প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তানুসাবে জানা যায় যে, তিনি প্রকৃতিও
বটে ।’ [আকাশের উৎপত্তি-বোধক] শ্রুতি না থাকায় আকাশ (বিয়ৎ) [উৎপন্ন হয়]
না ? এই সূত্রদ্বয়ে প্রতিপাদন করা হইবে (§) । অতএব অপর প্রমাণের অবিষয় বলিয়াই
ব্রহ্ম একমাত্র শাস্ত্রগম্য ; এই কাবণেই “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য দ্বা-
বে পূর্বে উক্ত লক্ষণান্বিত (জগৎ-জগ্মাদি কাবণরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন : ইহাও সিদ্ধ
বা সমর্থিত হইল ॥ ২১ ॥ ৩ ॥ তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ভাল, ব্রহ্ম যদিও প্রমাণান্তরবাবিষয় ; তথাপি শাস্ত্র কখনই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন
কবিত্তে পারে না ; কাবণ, উহাতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, কিছুই বুঝায় না । অভিপ্রায় এই যে,
পূর্ববকে কার্য্যবিশেষে প্রবৃত্ত করা বা নিবৃত্ত করা ই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রামাণ্য-কাবণ । সিদ্ধ-
বস্ত্র প্রতিপাদনে যখন পুরুষের নিয়োগ কিংবা নিষেধ, কিছুই সম্ভবে না ; তখন তদ্বোধক শাস্ত্র
তাৎপর্য্যহীন -অপ্রমাণ । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“তত্ত্ব সমন্বয়ঃ ।” (§)

(*) “দবিস্তক” ত্ৰিভি (গ) পঠঃ ।

(+) ইমানি ভূতানীত্যাদিবা ক্যম্ ত্ৰিভি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(:) তাৎপর্য্য,--সাধারণতঃ দেখা যায়, কার্য্যের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পরস্পর পৃথক্ । ‘ঘট’
কার্য্য নিমিত্ত কারণ কুণ্ডলার ও উপাদান কাবণ মৃত্তিকা কখনও এক পদার্থ নহে । এই লৌকিক
দৃষ্টান্তানুসারে আপত্তি হইয়াছিল—একট ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হন কিরূপে ?
“প্রকৃতিশ্চ” ইত্যাদি শব্দে ঐ আপত্তির পরিহার করা হইবে ; অর্থাৎ তিনি যে, জগতের নিমিত্ত কারণ
হইয়াও আবার প্রকৃতি (উপাদান কারণ) হইতে পারেন, তাহার সমর্থন করা হইবে ।

(§) তাৎপর্য্য,--এই সূত্রের অধিকরণ এইকণ—(১) বিষয়—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য । (২) সংশয়—
ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিহাদি-সম্বন্ধপর কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—স্বতঃ সিদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুতে যখন পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি

[সমন্বয়াদি করণম্ ।] তত্ত্ব সমন্বয়াৎ । ১ ॥ ১১ ॥ ৪ ॥

[পদচ্ছেদ :—তৎ (তাহা) তু (আশঙ্কানিবারক) সমন্বয়াৎ (তাৎপর্যাবধারণ

হইতে) [জানা যায়]]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ ‘তু’-শব্দঃ । ‘তৎ’ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব । কুতঃ ? ‘সমন্বয়াৎ’—পরমপুরুষার্থতয়া অম্বয়ঃ সমন্বয়ঃ । পরমপুরুষার্থভূতশ্চৈব ব্রহ্মণেহভিধেয়তয়াম্বয়াৎ ॥ ১ ॥

এবমেব (*) সমন্বিতে হোঁপনিষদঃ পদসমুদায়ঃ—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।” “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্যত—বহু স্ম্যাং, প্রজায়েয়েতি; তত্ত্বৈজাহস্বজত ।” “ব্রহ্ম বা

[সরলার্থঃ—স্বত্রে ‘তু’ শব্দঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিভাসম্ভব-শঙ্কা-নিরাসার্থঃ ; ব্রহ্মণঃ শাস্ত্র-যোনিভঃ সম্ভবত্যেব ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? - সমন্বয়াৎ = সমাক্ পুরুষার্থতয়া অম্বয়ঃ—সম্বন্ধঃ = সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ । পরমপুরুষার্থতয়া ব্রহ্মণ এব শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্ম শাস্ত্র-যোনি কিনা ? এই আশঙ্কা-অপনয়নার্থ স্বত্রে ‘তু’-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রযোনি, অর্থাৎ শাস্ত্রৈকগম্য ; যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে । ‘সমন্বয়’ অর্থ—সমাক্ বা নিয়তভাবে অম্বয়—সম্বন্ধ ॥ ১।১।৪ ॥]

আবোপিত আশঙ্কা নিবারণার্থ স্বত্রে ‘তু’ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘তৎ’ অর্থ—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় । হেতু কি ? -না—‘সমন্বয়াৎ’ (সমন্বয়হেতু) ; ‘সমন্বয়’ অর্থ—পুরুষার্থরূপে অম্বয় (সম্বন্ধ), অর্থাৎ যেহেতু পবমপুরুষার্থরূপ ব্রহ্ম [তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের] অভিধেয় বা বাক্যার্থরূপে অম্বিত ; সেই হেতুই ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

উপনিষৎ-শাস্ত্রীয় পদসমূহও ঠিক এই ভাবেই [ব্রহ্মের সহিত] অম্বিত বা সম্বন্ধ রহিয়াছে, যথা—‘বাহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়’ । ‘হে সোম্য । সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় সং-স্বরূপে ছিল ।’ ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব ; তিনি

সম্বন্ধ নাই, তখন তাহাতে পুরুষের কোনরূপ প্রয়োজন ব ইষ্টারেরও সম্ভাবনা নাই স্বতঃপ্রসঙ্গিক শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য নাই । ফলে ব্রহ্মের শাস্ত্র-যোনিভও সিদ্ধ হও না । ৪) ‘সিদ্ধান্ত’—না পুত্রজন্মাদির সংবাদে শ্রবণেও যখন হর্ষ ও মুগ্ধবিকাশাদি কার্য্য দর্শনে সেই বাক্যের প্রামাণ্য (সফলতা) দৃষ্ট হয়, তখন স্বয়ং পরম পুরুষার্থস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ হইবে না কেন ? অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্র-যোনিভ কখনই অসিদ্ধ হইতে পারে না । (৫) প্রয়োজন—সর্বস্বঃখ নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি ।

(*) ‘হু’-এবমিবা’ ইতি (ব) পাঠঃ ।

ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ ।” [বৃহদাং, অ২।১১]। “আত্মা বা ইদমেক
এবাগ্র আসীৎ ।” [ঐতং ১।১।১]। “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
সমুৎতঃ ।” [তৈত্তিরীং আনং ১]। “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ।”
[মহোপাং ১।১]। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ।” [তৈত্তিরীং, আনং ১।]
“আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তিরীং ভৃগুং ৬] ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২ ॥

ন চ, ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-পারিনিষ্পন্নবস্তুরপ্রতিপাদনসমর্থানাং পদসমুদায়ানা-
মখিলজগদ্ব্যুৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতশেষদোষ-প্রত্যনীকাপরিমিতোদার-
গুণসাগরানবধিকৃতিশয়ানন্দস্বরূপে ব্রহ্মণি সমন্বিতানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ-
প্রয়োজনবিহীনত্বপরিত্যক্তং, স্ববিষয়াববোধপর্যবসায়িত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্ । ন চ
প্রয়োজনানুগুণা প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ । প্রয়োজনং হি প্রমাণানুগুণম্ । ন চ
প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যবয়ববিহিণঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং, পুরুষার্থান্বয়প্রতীতেঃ । তথা,
স্বরূপপরেষপি ‘পুত্রান্তে জাতঃ,’ ‘নায়ং সর্পঃ,’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়নিবৃত্তি-
রূপপ্রয়োজনবত্ত্বং দৃষ্টম্ ॥ ৩ ॥

তেজ সৃষ্টি করিলেন।’ ‘এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।’ সৃষ্টির পূর্বে এই
জগৎ এক আত্মস্বরূপে ছিল।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ সমুৎত হইল।’
[‘সৃষ্টির অগ্রে’] সেই প্রসিদ্ধ একমাত্র নারায়ণ ছিলেন।’ ‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।’
‘ব্রহ্ম—আনন্দস্বরূপ।’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥

সমস্ত প্রমাণই যখন নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া চরিতার্থতা বা প্রামাণ্য লাভ
করে; তখন, শব্দ-শাস্ত্রোক্ত ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ-শক্তিনিরূপণের প্রণালী) অনুসারে পরিনিষ্পন্ন বস্তু-
প্রতিপাদনে সমর্থ, এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশেব হেতুস্বরূপ, সর্বপ্রকার
দোষবহিত, অসীম উদারগুণের সাগর ও নিববধি সর্বাতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমন্বিত,
পূর্বোক্ত পদসমূহেব যে, একমাত্র প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনের অভাবেই অত্পরত্ব, অর্থাৎ
ব্রহ্মার্থ তাগ করিয়া অত্যর্থে তাৎপর্য কল্পনা করা; তাহাও হইতে পারে না। আর প্রমাণ-
ব্যবহার যে, প্রয়োজনের অনুসরণ করে, তাহা নহে; বরং প্রয়োজনই প্রমাণের অনুসরণ
করিয়া থাকে। বিশেষতঃ [ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ নাই বলিয়াই যে,
নিষ্প্রয়োজন হইবে; তাহা নহে; কারণ, [উহাতে] পুরুষার্থ—মুক্তিরূপ প্রয়োজনেরই সম্বন্ধ
প্রতীত হইতেছে। এইরূপ, ‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে।’ ‘ইহা সর্প নহে’, ইত্যাদি নিষ্পন্নার্থ-
বোধক বাক্যেও হর্ষ ও ভয়-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—শাস্ত্রের দ্বিধা পরত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন,—“প্রবৃত্তিকী নিবৃত্তিকী নিত্যেন কৃতকেন বা ।
পুংসাঃ বোধানদিহেতুঃ, তৎ ‘শাস্ত্র’মভিধীয়তে ।” যে বাক্য নিত্য বা অনিত্য কর্তৃ (কাৰ্য্য কর্তৃ প্রভৃতি) দ্বারা

অত্রাহ - ন বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়-
বিরহিণঃ শাস্ত্রস্থানর্থক্যাং । যতপি প্রত্যক্ষাদীনি বস্তুযাথাত্ম্যাববোধে
পর্যবস্তুস্তি ; তথাপি শাস্ত্রং প্রয়োজনপর্যবসায়্যেব । নহি লোক-বেদয়োঃ
প্রয়োজনরহিতস্ত কস্তচিদপি বাক্যস্ত প্রয়োগ উপলব্ধ্যঃ । ন চ কিঞ্চিৎ-
প্রয়োজনমবুদ্দিষ্ঠ বাক্যপ্রয়োগঃ শ্রবণং বা সম্ভবতি । তচ্চ প্রয়োজনং
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসাধোক্তানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারাত্মকমুপলব্ধম্, -‘অর্থার্থী রাজ-
কুলং গচ্ছেৎ ।’ ‘মন্দাগ্নিনামু পিবেৎ ।’ ‘স্বর্গকামো যাজেত ।’ [যজুঃ।২।৫।৫] ।
‘ন কলঞ্জঃ ভক্ষয়েৎ’, ইত্যেবমাদিষু ॥ ৪ ॥

ইহার বিপক্ষে বলিতেছেন যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ; কাৰণ,
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রতিপাদনরহিত শাস্ত্র অনর্থক বা নিম্প্রয়োজন; (সূত্রবাং) অপ্রমাণ । যদিও
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ হয় সত্য ; তথাপি শাস্ত্র-প্রমাণ
কেবল প্রয়োজনবোধেই পর্যাবসিত (চরিতার্থ হয়, (বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপনের অপেক্ষা কবে না) ।
কেন না, লোকব্যবহাব কিংবা বেদ--কুত্রাপি প্রয়োজনশূন্য বাক্যেব প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই ।
কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও কোন বাক্যের প্রয়োগ বা শ্রবণ সম্ভবপর হয় না ।
‘অর্থার্থীলাষী পুরুষ রাজবাড়ী যাইবে ।’ ‘যাহার অগ্নি মান্দ্য ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তি জল পান
করিবে না ।’ ‘স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে ।’ ‘কলঞ্জ (*) ভক্ষণ করিবে না ।’ ইত্যাদি
বাক্যে দেখা যায় যে, সেই প্রয়োজনও মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট
পরিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৪ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ দেয়, সেই বাক্যই ‘শাস্ত্র’ নামে অভিহিত হয় । অভিপ্রায় এই যে,—
পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত ও বিষয়বিশেষে নিবৃত্ত করার শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য । যে বাক্যে
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ নাই—শুধু বস্তুমাত্রের বর্ণনা, সেই বাক্য অপ্রমাণ । ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ নিত্য
বস্তু, যখন তদ্বিষয়ে উপদেশ থাকিলেও প্রোত্বে গর কিছুমাত্র কর্তব্য দেখা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত বা
নিবৃত্তিরও সম্ভাবনা নাই ; কারণ অনিষ্টের বা সাধ্য-বস্তুতে কর্তব্য-মুখোঃ পুরুষের প্রবৃত্তিও নিবৃত্তির আবশ্যক
হয় । স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মোপদেশে সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সম্ভাবনা থাকায়, তদ্বোধনিক শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না ।

ভাষ্যকারের মতে দুই কারণে এই আপত্তি উপেক্ষণীয় । প্রথম কারণ—‘তোমার পুত্র জন্মগ্রহণে’ ; ‘এটা সপ্ত
নহে—রজ্জু’ ; ইত্যাদি সিদ্ধার্থ বোধক বাক্যে কোনরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সঙ্গ না থাকিলেও হর্ষ ও ভয়
নিবৃত্তি হইয়া থাকে । সিদ্ধার্থবোধক বাক্য অপ্রমাণ হইলে তাহা হইতে পারত না । দ্বিতীয় কারণ এও—
প্রবৃত্তি সাধনই শাস্ত্রের প্রামাণ্য কারণ নহে ; পরন্তু, পুরুষার্থ বা পুরুষের অভীষ্টার্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রামাণ্য
কারণ । যে শাস্ত্র পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিপাদন করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় । বেদান্ত-
শাস্ত্র যখন একবাক্যে নিবৃত্তির আদম্ভময় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন ; এবং সেই আদম্ভময় - ব্রহ্ম প্রাপ্তিই
বিশ্ব জীবের সর্বোত্তম পুরুষার্থ বা অভীষ্ট বিষয় ; তখন তদ্বোধক বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধে বিরহিত
হইলেও অপ্রমাণ হইতে পারে না ।

(*) ব্যাপার্থ্য,—“বিষাক্তেনৈব বাণেন হতো যো যুগ-পক্ষণৌ । তয়োর্মাসং ‘কলঞ্জঃ’ স্ত্রাং শুকমাংস-
মধাপি বা ।” অর্থাৎ বিবলিপ্ত বাণ দ্বারা যে সকল পশু ও পক্ষী নিহত হয় তাহাদের মাংস এবং শুক মাংসকে
‘কলঞ্জ’ বলা হয় । কলঞ্জ ভক্ষণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ—পাপকর ।

যৎ পুনঃ সিন্ধবস্তপারেষপি ‘পুত্রস্তে জাতঃ’, ‘নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ-পুরুষার্থান্বয়ো দৃষ্ট ইত্যুক্তম্ । তত্র কিং পুত্রজন্মান্তর্থাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ? উত তজ্জ্ঞানাৎ? ইতি বিবেচনীয়ম্ । সতো-
হপার্থস্বাত্তাত্ত্ব (*) অথপুরুষার্থেহন তজ্জ্ঞানাদিতি চেৎ ; তহ সত্যপ্যর্থো
জ্ঞানাদেব পুরুষার্থঃ সিধ্যতিত্যর্থপরত্বাভাবেন প্রয়োজনপর্যাবসায়িনোহপি
শাস্ত্রস্য নার্সম্ভাবে প্রামাণ্যম্ । তস্মাৎ সর্বত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপরেহন
জ্ঞানপরেহন বা প্রয়োজনপর্যাবসানমিতি কস্মাপি বাক্যস্য পরিনিষ্পন্নে
বস্তুনি তাৎপর্যাসম্ভবাৎ ন বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ॥৫॥

অত্র কশ্চিদাহ—বেদান্তবাক্যান্যপি কার্য্যপরত্বৈব ব্রহ্মণি প্রমাণ-
ভাবমনুভবন্তি । কথং? নিষ্প্রপঞ্চদ্বিতীয়ং জ্ঞানৈকরসং ব্রহ্ম অনাগ-
বিদ্যয়া সপ্রপঞ্চতয়া প্রতীয়মানং নিষ্প্রপঞ্চং কুর্য্যাদিতি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চবিলয়-
দ্বারেণ বিধিবিষয়ত্বমিতি । কোহসৌ দৃষ্ট-দৃশ্যরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়দ্বারেণ সাধ্য-

আব যে, পবিনিষ্পন্নার্থবোধক—‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে’; ‘ইহা সর্প নহে—বজ্জু’
ইত্যাদি বাক্যেও হর্ষ ও ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ-সম্বন্ধ (পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন)
দেখা যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে । জিজ্ঞাসা কবি, সেখানে পুত্র-জন্মাদি ঘটনা হইতেই পুরুষার্থ
লাভ হয়? অথবা পুত্র-জন্মাদি-বিষয়ক জ্ঞান হইতেই হয়? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা
আবশ্যক । যদি বল, বিদ্যমান বস্তুও জ্ঞানেব বিষয়াভূত না হইলে যখন পুরুষের কোনট
প্রয়োজনসাধক হয় না ; তখন সেই পুত্রজন্মাদি বিষয়েব জ্ঞান হইতেই (পুরুষার্থ সিদ্ধি) হয় ।
ভাল, তাহা হইলে ত পদার্থ না থাকিলেও যখন কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি
হয়, তখন অর্থ বা বিষয়সম্ভাবের নিয়ম না থাকায় শাস্ত্র কেবল প্রয়োজনাপেক্ষী হইলেও প্রতি-
পত্তি বিষয়েব অস্তিত্ব নির্দ্ধারণে উচাব প্রামাণ্য নাই । অতএব, সর্বত্রই প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি কিংবা
তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিপাদনেব দ্বাবাই শাস্ত্র সপ্রয়োজন বা সার্থক হইয়া থাকে, স্ততবাং শুদ্ধ
পবিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্মবস্তুর-প্রতিপাদনে কোন বাক্যেবই তাৎপর্য্য না থাকায় বেদান্ত-
বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বেদান্ত-বাক্য সকলও ক্রিয়াপর, অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রতিপাদন
দ্বাবাই প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে । কিরূপে? [উত্তর—] নিষ্প্রপঞ্চ (ভেদবহিত) একমাত্র
জ্ঞানস্বভাব, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনাদি অবিগ্ৰাবশতঃ সপ্রপঞ্চ বা ভেদবিশিষ্টেবু ত্বায় প্রতীয়মান
হয়, বৈতপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা সেই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিষ্প্রপঞ্চ কবিবার উপদেশ থাকায় ব্রহ্মকে ত
‘নিষ্প্রপঞ্চীকরণ’ ক্রিয়ার ক য়রূপে ক্রিয়াবিধিবট বিষয় কবা হইয়াছে । ভাল, উষ্ট-দৃশ্যাক

(*) সত্যোপাঙ্গাত্ত্বার্থস্ত ইতি (য) পাঠঃ ।

জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মবিষয়ো বিধিঃ ?—“ন দৃষ্টেদ্র'ষ্টারং পশ্যেঃ, ন মাতের্মন্তারং
ময়ীথাঃ” [বৃহদা০ ৫।৪।২] ইত্যেবমাদিঃ । “দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভেদশূন্যং দৃশি-
মাত্রং ব্রহ্ম-কুর্যাদিত্যর্থঃ । স্বতঃসিদ্ধস্তাপি ব্রহ্মণো নিম্প্রপঞ্চতারূপেণ
(*) কার্যাত্মমবিরুদ্ধম্ ইতি ॥ ৬ ॥

তদযুক্তম্—(+) নিয়োগ-বাক্যার্থবাদিনা হি নিয়োগঃ, নিয়োজ্যবিশে-
ষণঃ, বিষয়ঃ, করণম্, ইতিকর্তব্যতা, প্রয়োক্তা চ বক্তব্যঃ (‡) । তত্র
হি (§) নিয়োজ্যবিশেষণমনুপাদেয়ম্ । তচ্চ নিমিত্তং, ফলমিতি স্থিধা ।
অত্র কিং নিয়োজ্যবিশেষণম্ ? তচ্চ কিং নিমিত্তং, ফলং বা, ইতি বিবেচনীয়ম্ ।
ব্রহ্মস্বরূপযাথাত্মানুভবশ্চেৎ (¶) নিয়োজ্যবিশেষণম্ ; তর্হি ন তৎ নিমিত্তং,
জীবনাদিবৎ তস্ত্যাসিদ্ধত্বাৎ । নিমিত্তত্বে চ তস্মা নিত্যত্বেনাপবর্গোত্তরকাল-

জগৎপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বাৰা ব্রহ্মেব যে, জ্ঞানৈকরূপতা সাধন কবিত্তে হইবে ; তদ্বোধক বিধি কি
আছে ? [উত্তর—] ‘দৃষ্টিব দ্রষ্টাকে দর্শন কবিত্তে ইচ্ছা কবিবে না ; মতিব মননকর্তাকে মনন
কবিও না,’ ইত্যাদি । ইহাব অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে দ্রষ্টা ও দৃশ্যভেদশূন্য কেবল দৃশিমাত্র-
কপে (জ্ঞানরূপে) বোধ কবিবে । অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সমাবোপিত দ্বৈতপ্রপঞ্চ অপনীত কবিয়া
তাঁহাব স্বাভাবিক জ্ঞানরূপতা উপলব্ধি করিবে । ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাঁহাব নিম্প্রপঞ্চভাব
সম্পাদন দ্বাৰা কার্যত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াবিধিব বিধেয়ত্ব হওয়া বিরুদ্ধ বা অসম্ভব হয় না ॥ ৬ ॥

না—সে কথা যুক্তিসঙ্গত হয় না, যিনি বলেন নিয়োগই বাক্যের একমাত্র অর্থ বা প্রয়ো-
জন ; তাঁহাকে নিয়োগ, নিয়োজ্য-বিশেষণ (কিরূপ লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে), নিয়ো-
গেব বিষয়, করণ বা সাধন, ইতিকর্তব্যতা (অনুষ্ঠানেব পূর্বাগম কর্তব্য প্রণালী) ও প্রয়োক্তা
(যিনি প্রয়োগ কবেন), এই সমস্ত বিষয় নির্দ্ধাবণ কবিয়া বলিতে হইবে । তন্মধ্যে, নিয়োজ্য-
বিশেষণটী এখানে উপাদেয় বা বিধেয় হইতে পাবে না । সেই নিয়োজ্যবিশেষণ দুই প্রকার হইতে
পাবে—নিমিত্ত ও ফল ; তন্মধ্যে, এই নিম্প্রপঞ্চীকরণস্থলে নিয়োজ্য-বিশেষণ কোনটী ?—সেই
নিমিত্তই এখানে নিয়োজ্য-বিশেষণ ? কিংবা ফলই নিয়োজ্য-বিশেষণ ? ইহা বিবেচনা করা
আবশ্যক । যদি বল, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপানুভূতিই (নিয়োজ্য-বিশেষণ) ; তাহা হইলেও উহা ত
নিমিত্ত হইতে পাবে না ; কারণ, জীবন বা প্রাণধারণাদির জায় উহা ত সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ক্সনিম্পন্ন
নহে, যে, নিমিত্ত হইবে ? আর ব্রহ্ম-যাথাত্মানুভবকে নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও জীবন-

(*) স ধাত্মমবিরুদ্ধম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) বিশিষণম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) ইতিকর্তব্যতা প্রয়োক্তব্য ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(§) প্রয়োজ্যবিশেষণমিতি (গ) পাঠঃ । (¶)—যাথাত্মানুভব ইতি চেৎ, ইতি (খ) পাঠঃ ।

মপি জীবননিমিত্তাগ্নিহোত্রাদিবস্মিত্য-ভদ্বিষয়ানুষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ । নাপি ফলং ;
নৈয়োগিক-ফলত্বেন স্বর্গাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৭ ॥

কশ্চাত্র নিয়োগবিষয়ঃ ? ব্রহ্মৈবেতি চেৎ ; ন ; তস্মা নিত্যত্বেনা-
ভব্যরূপত্বাৎ । অভাবার্থত্বাচ্চ নিশ্চাপকং ব্রহ্ম সাধ্যমিতি চেৎ ; সাধ্যত্ব-
ইপি ফলত্বমেব ; অভাবার্থত্বান্ন বিধিবিষয়ত্বম্ । সাধ্যত্বক্ কস্ম ? কিং
ব্রহ্মণঃ ? উত প্রপঞ্চনিবৃত্তেঃ ? ন তাবদ্ ব্রহ্মণঃ, সিদ্ধত্বাদনিত্যত্বপ্রসক্তেষ্চ ।
অথ প্রপঞ্চনিবৃত্তেঃ, ন তর্হি ব্রহ্মণঃ সাধ্যত্বম্ । প্রপঞ্চনিবৃত্তিরেব বিধি-
বিষয় ইতি চেৎ ; ন ; তস্মাঃ ফলত্বেন বিধিবিষয়ত্বাযোগাৎ । প্রপঞ্চ-

নিমিত্তক (যাবজ্জীবন) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের ঋণ্য অপবর্গেব (মুক্তির) পবেও চিরকাল
ঐ নিয়োগ-বিষয়ের অনুষ্ঠান কবা আবশ্যক হইতে পাবে (•) । আব ফলকেও নিয়োজ্য-বিশেষণ
বলা যায় না ; তাহা হইলে নিয়োগ-নিষ্পন্ন স্বর্গাদি ফলের ঋণ্য ব্রহ্মজ্ঞান-ফলেরও অনিত্যত্ব হইতে
পাবে ॥ ৭ ॥

আর এখানে নিয়োগের বিষয়ই বা হইবে কে ? যদি বল, ব্রহ্মই নিয়োগের বিষয় ; না—
তাহা বলা যায় না ; কারণ, তিনি নিত্য ; সুতরাং ভাব্য বা ক্রিয়া-সম্পাদ্য হইতে পাবেন না ।
বিশেষতঃ ব্রহ্মই নিশ্চাপকীকরণরূপ নিয়োগ-বিষয় হইলে তাহার অভাবাত্মকতাই হইতে পাবে ।
যদি বল, ব্রহ্মের নিশ্চাপকতাবই এখানে সাধ্য (সম্পাদনীয়) ; সাধ্য হইলেও উহা ফল ভিন্ন আর
কিছুই নহে ; কিন্তু উহা যখন অভাব-স্বরূপ, তখন উহা কখনই বিধিবিষয় বা বিধেয় হইতে
পাবে না ; [কারণ, ভাব পদার্থেই বিধি বা অনুষ্ঠান হইতে পাবে, অভাবে নহে] । [আবও
এক কথা—] এখানে সাধ্যত্ব কাহাব ?—ব্রহ্মের ?—কিংবা প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির ? ব্রহ্ম যখন
নিত্যসিদ্ধ, তখন তাহাকে সাধ্য বলা যায় না, পক্ষান্তরে, সাধ্য হইলে তাহাব অনিত্যত্বও
আসিয়া পড়ে । আব যদি প্রপঞ্চনিবৃত্তিই সাধ্য হয় ; তাহা হইলে ত ব্রহ্মের আব সাধ্যত্ব-
সম্ভাবনাই থাকে না । প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিকেই যদি বিধি-বিষয় বল ; তাহাও হয় না ; কারণ,

(•) তাৎপর্য্য,—যাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাকে নিযোজ্য বলে । নিযোজ্যের এমন কতকগুলি
গুণ থাকি আবশ্যক, যাহাতে যে-সে লোক সকল কণ্ঠের অধিকারী হইতে না পারে । যেমন ‘অগ্নিহোত্র’
যজ্ঞের বিধিতে আছে “যাবজ্জীবনমগ্নিহোত্রং জুহোতি ।” অর্থাৎ যতকাল জীবন থাকে ; ততকাল ‘অগ্নিহোত্র’
হোম করিবে । এখানে ‘জীবনই’ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের পরও জীবিত
ব্যক্তির অগ্নিহোত্র করিতে হয় । (অবশ্য, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা নহে) । এখানে যদি ব্রহ্মানুভবকেই
নিযোজ্য অধিকারীর বিশেষণরূপ নিমিত্ত বলা হয় ; তাহা হইলে এই নিমিত্ত যত কাল বর্ত্তমান থাকিবে,
ততকালই তাহাকে ‘ব্রহ্ম উপাসীত’ ইত্যাদি নিয়োগের অধীন হইয়া চলিতে হইবে । মুক্তিলভের পরও
যখন ব্রহ্মানুভূতি বিদ্যমান থাকে, তখন সে কালেও পূর্ব্বকার অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় । তাহা হইলে কখনও
আর অনুষ্ঠানের বিরাম হইতে পারে না । এই কারণে, ব্রহ্মানুভবকে বিশেষণ বলা যায় না ।

নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ ; স চ ফলম্ । অস্ম চ নিয়োগবিষয়ত্বে নিয়ো-
গাৎ প্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ, প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা নিয়োগঃ, ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ॥৮॥

অপি চ, কিং নিবর্তনীয়ঃ প্রপঞ্চো মিথ্যারূপঃ ? সত্যো বা ? মিথ্যা-
রূপত্বে জ্ঞাননিবৃত্ত্যাদেব নিয়োগেন (*) ন কিঞ্চিং প্রয়োজনম্ । নিয়ো-
গস্ত নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদ্য তদ্বারেন প্রপঞ্চস্য নিবর্তক ইতি চেৎ ; তৎ
স্ববাক্যাদেব জাতমিতি ন নিয়োগেন প্রয়োজনম্ । বাক্যার্থজ্ঞানাদেব
ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাভূতস্য প্রপঞ্চস্য বাধিতত্বাৎ সপরিকরস্য
নিয়োগস্তাসিদ্ধিঃ (†) । প্রপঞ্চস্য নিবর্ত্যত্বে (‡) প্রপঞ্চ-নিবর্তকো

উহাই যখন বিধি ফল বা উদ্দেশ্য, তখন উহাতে আবার বিধিবিষয়তা থাকিতে পারে না ।
বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিই যখন মোক্ষ, এবং উহাই যখন ফল, তখন সেই মোক্ষনামক ফলকে
বিধি-বিষয় বলিলে 'ইতবেতরাশ্রয়ত্ব' দোষ উপস্থিত হয় ; কারণ, নিয়োগ যেমন প্রপঞ্চনিবৃত্তির
কারণ, তেমনি প্রপঞ্চনিবৃত্তিও আবার নিয়োগের কারণ হইয়া পড়ে (§) ॥ ৮ ॥

আবও এক কথা,—নিয়োগ-নিবর্তনীয় এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বরূপতঃ মিথ্যা ? কি সত্য ? যদি
মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মিথ্যা বস্তুদ্বয় যখন জ্ঞান-নিবৃত্ত্য, তখন নিয়োগেব ত আর কিছুই
প্রয়োজন হয় না ; (জ্ঞানেব দ্বাবাই মিথ্যা প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারে) । যদি বল, নিয়োগই
নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপাদন কৰতঃ সেই জ্ঞানেব দ্বারা প্রপঞ্চের নিবারণ কৰিয়া থাকে । তাহা
হইলেও স্ববাক্য হইতেই যখন সেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পাবে, তখন নিয়োগেব আর
প্রয়োজন হয় না । বিশেষতঃ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্যার্থবোধ হইতেই যখন ব্রহ্মব্যতিরিক্ত,
মিথ্যাময় নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া যায়, তখন তদ্বিষয়ে
নিয়োগ ও নিয়োগাস্ত, সমস্তই অসিদ্ধ বা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে । অধিকন্তু, প্রপঞ্চ যদি

(*) নিয়োগে'ন' ইতি (গ) পাঠঃ । (†) অসিদ্ধে'চ' ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) প্রপঞ্চ নিবর্তকঃ' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—এখানে এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষ বুঝিতে হইবে,—সাধারণতঃ বিধিব্যাক্যের দুইটি
অংশ থাকে, একটা ধাতু, অপরটা বিভক্তি (লিঙ) । তন্মধ্যে ধাতুর অর্থ হয় বিষয়, আর 'লিঙ' বিভক্তির অর্থ
হয় নিয়োগ ! নিয়োগই আবার যথাসম্ভব স্বর্গাদি ফলের উৎপাদক 'অপূর্ব' নাম ধারণ করে । এইরূপে নিয়োগের
বিষয় ও নিয়োগ-ফল পরস্পর পৃথক পদার্থ হইয়া থাকে । এখন কথা হইতেছে যে, এক প্রপঞ্চনিবৃত্তিকেই
যদি নিয়োগের বিষয় ও ফল বলিয়া স্বীকার করা হয় ; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রপঞ্চনিবৃত্তি যখন
নিয়োগের ফল, তখন নিবৃত্তিই নিয়োগ তাহার কারণ ; আবার সেই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিই যখন নিয়োগের বিষয়,
তখন বলিতে হইবে যে, সেই বিষয়ান্বক প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি হইতেই নিয়োগ সংজ্ঞক 'অপূর্ব' উৎপন্ন হয় ; সাধারণতঃ
বিষয় পদার্থটাই নিয়োগের কারণ বা নিকাঙ্ক হইয়া থাকে, অতএব, পরস্পর কাৰ্য্য-কাৰণতাব থাকার 'ইতরে-
তরাশ্রয়' দোষ ঘটে ।

নিয়োগঃ কিং ব্রহ্মস্বরূপমেব ? উত তদ্ব্যতিরিক্তঃ ? যদি ব্রহ্মস্বরূপমেব নিবর্তকম্, নিত্যতয়া (*) নিবর্ত্য-প্রপঞ্চসদ্যাব এব ন সম্ভবতি । নিত্য-ত্বেন চ (†) নিয়োগস্ত বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বঞ্চ ন ঘটতে । অথ ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্তঃ ? তস্ত কৃৎস্ন প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বেন প্রযোক্তা চ নষ্টঃ, (‡) ইত্যশ্রয়াভাবাদসিদ্ধিঃ । প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানে-নৈব ব্রহ্মস্বরূপব্যতিরিক্তস্ত কৃৎস্নস্ত নিবৃত্তত্বাৎ, ন নিয়োগনিষ্পাত্তং মোক্ষাখ্যং ফলম্ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, প্রপঞ্চনিবৃত্তিনিয়োগ-করণশ্ৰেয়স্ব্যতিকর্তব্যতাভাবাৎ অনুপকৃতস্ত চ করণত্বাযোগাৎ ন করণত্বম্ । কথমিতিকর্তব্যতাভাব ইতি চেৎ ; ইখম্,—অশ্ৰেয়স্ব্যতিকর্তব্যতা ভাবরূপা ? অভাবরূপা বা ? ভাবরূপা চ করণ-শরীরনিষ্পাদিত-তদনুগ্রহকার্যভেদভিন্না ; উভয়বিধা চ ন সম্ভবতি । ন হি

নিয়োগ-নিবর্তনীয়ই হয় ; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সেই প্রপঞ্চ-নিবর্তক নিয়োগটি কি ব্রহ্মেরই স্বরূপ ? অথবা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ? সেই নিবর্তকটি যদি ব্রহ্মস্বরূপই হয়, তাহা হইলে নিবর্তক ব্রহ্মেব নিত্যতানিবন্ধন তন্নিবর্ত্য প্রপঞ্চের আদৌ সম্ভাবই হইতে পারে না এবং নিত্যসিদ্ধত্ব বশতঃ বিসয়েব (যাগাদি ক্রিয়াব) অনুষ্ঠানেও নিয়োগেব সাব্যস্তা (উৎপত্তি) হইতে পারে না ; [কারণ, নিত্য পদার্থের আবাব উৎপত্তি কি ?] । আব নিয়োগ যদি ব্রহ্মাতিবিক্ত হয়, তাহা হইলেও সেই নিয়োগ যখন নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠান-সাধা, তখন সেই জগৎ-প্রপঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে প্রযোক্তা বা অনুষ্ঠাতাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং আশ্রয়ের অভাবেই নিয়োগের অসিদ্ধি বা অভাব হইবে । বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠানেই ব্রহ্মাতিরিক্ত সৰ্ব্ব বস্তুর নিবৃত্তি হইয়া যাইবে ; সুতরাং নিয়োগ-নিষ্পাত্ত মোক্ষনামক ফলও সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—নিয়োগের করণস্বরূপ যে, প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি ; তৎসম্বন্ধে যখন কোনই ইতিকর্তব্যতা নাই, এবং ইতিকর্ত্ততা না থাকিলেও যখন করণত্ব থাকে না ; তখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি কখনই নিয়োগের 'করণ' হইতে পারে না । যদি বল, ইতিকর্তব্যতার অভাব কিরূপে ? [উত্তর—] এইরূপে,—উল্লিখিত নিয়োগ-করণের যে ইতিকর্তব্যতা, তাহা ভাবস্বরূপ (সংপদার্থ) ? না অভাবস্বরূপ ? ভাবরূপ ইতিকর্তব্যতাও দ্বিবিধ—এক করণের শরীর বা স্বরূপ-নিষ্পাদক, অপর করণের অনুগ্রাহক বা উপকারী । এখানে সেই উভয়প্রকারই সম্ভব হয় না ; কেন না,

(*) ব্রহ্মস্বরূপমেব, নিবর্তকনিত্যতয়া' ইতি (ঘ) পাঠঃ । (†) নিত্যত্বেন নিয়োগস্ত' ইতি 'চ' কারশূন্তঃ (খ) পাঠঃ ।

(‡) প্রযোক্তা চ দৃষ্টঃ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

মুদগরাভিঘাতাদিবৎ কৃৎসপ্রপঞ্চনিবর্তকঃ কোহপি দৃশ্যতে, ইতি দৃষ্টার্থা ন সম্ভবতি । নাপি নিষ্পন্নস্ত করণস্ত কার্যোৎপত্তাবনুগ্রহঃ সম্ভবতি । অনুগ্রাহকাংশমভাবেন কৃৎসপ্রপঞ্চনিবর্তিতরূপ-করণস্বরূপাসিদ্ধেঃ । ব্রহ্মণো-
হদ্বিতীয়ত্বজ্ঞানং প্রপঞ্চনিবর্তিতরূপ-করণশরীরং নিষ্পাদয়তীতি চেৎ ; তেনৈব
প্রপঞ্চনিবর্তিতরূপো মোক্ষঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন করণাদিনিষ্পাদ্যমবশিষ্ট্যতে, ইতি
পূর্বম্বেবোক্তম্ । অভাবরূপত্বে চাভাবত্বাদেব (#) ন করণশরীরং
নিষ্পাদয়তি ; নাপ্যনুগ্রহম্ । অতো নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মবিষয়ো বিধির্ন
সম্ভবতি ॥ ১০ ॥

মুদগরাঘাত যেরূপ [তড়ুল-নিষ্পাদক] সেইরূপ কাহাকেও প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির নিষ্পাদক (সম্পাদক) দেখা যায় না ; অর্থাৎ মুদগর-প্রহারে যেরূপ ধাতু হইতে তড়ুল নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় ; সেরূপ এখানে এমন কিছুই দেখা যায় না, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারে । সুতরাং দৃষ্টার্থ কোনও ইতিকর্তব্যতা সম্ভব হয় না । আব নিষ্পন্ন বা পূর্নসিদ্ধ কবণের (প্রাক্ষণাদিব
জ্ঞায়) কৰ্ম্ম-যোগাতা-সম্পাদক অনুগ্রহও সম্ভবপব হয় না (+) । বিশেষতঃ কেবল অনুগ্রাহক
অংশটুকু থাকায়ই যে, নির্দিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ নিবৃত্তির করণত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাও নহে । অভিপ্রায়
এই যে, যেখানে 'করণ' বস্তুটি পূর্নসিদ্ধ থাকে, অনুগ্রাহক অংশটি সেখানেই কৰ্ম্মোপ-
যোগী সংস্কার-বিশেষ সম্পাদন করিতে পারে ; কিন্তু, এখানে প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিকরণ করণটি
জ্ঞানোদয়ের পূর্বে অনিষ্পন্ন থাকায়, অনুগ্রহরূপ ইতিকর্তব্যতা কাহাব উপর প্রযুক্ত হইবে ?
যদি বল, ব্রহ্ম-বিষয়ে যে অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণের নিষ্পাদক
হইবে, না,—সেই জ্ঞানেই যখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষসিদ্ধ হইয়া যায়, তখন করণের
নিষ্পাদ আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, [প্রপঞ্চনিবৃত্তি করণত্ব লাভকরিত্বা যাহা সম্পাদন-
করিবে ।] এ কথা পূর্নসিদ্ধ বলা হইয়াছে । আর 'ইতিকর্তব্যতা' যদি অভাবরূপী হয়, তাহা
হইলে ত অভাবত্ব নিবন্ধনই উহা করণের স্বরূপ-নিষ্পাদক হইতে পারে না ; [কারণ, অভাবেব
কারণতা স্বীকার করা হয় না ।] এবং অভাবের পক্ষে কোনরূপ অনুগ্রহকরাও সম্ভবপব হয় না ।
অতএব, ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ বিষয়ে বিধি হইতেই পারে না ॥ ১০ ॥

(*) অভাবাদেব' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ

(+) তাৎপৰ্য্য.—“যজ্ঞত” (যজ + ইত) হলে যেরূপ 'ইত' প্রত্যয়ের অর্থ হয় 'নিরোগ', এবং সেই নিরো-
গেরই নামান্তর—অদৃষ্টও অপূৰ্ণ । 'যজ্ঞ' ধাতুর অর্থ—'বাগ' হয় সেই নিরোগের করণ বা স্বরূপনিষ্পাদক
সাধন ; অর্থাৎ বাগ দ্বারা 'নিরোগ'-পদবাচ্য অপূৰ্ণ নিষ্পাদিত হয় । এইরূপ “ব্রহ্ম উপাসীত” ইত্যাদি হলেও
'ইত' প্রত্যয়ের নিরোগ অর্থ করিলে পূর্ববৎ জ্ঞান বা ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ উহার করণ হইতে পারে ;
কিন্তু বাগের হলে যেরূপ পূৰ্ণাপর কর্তব্য 'ইতিকর্তব্যতা' রহিয়াছে ; এখানে সেসকল কোষ ইতি কর্তব্যতাই
বিদ্যমান নাই ; অথচ ইতি-কর্তব্যতাই করণের প্রধান পরিচায়ক ; সুতরাং জ্ঞানোদয়ের যখন বস্তুই প্রপঞ্চ-

অন্তোহপ্যাহ—যতপি বেদান্তবাক্যানাং ন পরিনিষ্পন্নব্রহ্মস্বরূপপর-
তয়া প্রামাণ্যং, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপং সিধ্যাত্যেব। কৃতঃ? ধ্যান-বিধিসাম-
র্থ্যং। এবমেব হি সমামনন্তি—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।” [বৃহদা০, ৪।৪।৫]। “য আত্মাহপহত-
পাপু, সোহশ্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।” [ছান্দো০, ৮।৭।১]।
“আত্মাত্যেবোপাসীত।” “আত্মানমেব লোকমুপাসীত”, [বৃহদা০,
৩।৪।৭, ১৫] ইতি। অত্র ধ্যানবিষয়ো হি নিয়োগঃ(*) স্ববিষয়ভূতং
ধ্যানং ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়মিতি ধ্যেয়মাক্ষিপতি। স চ ধ্যেয়ঃ স্ববাক্য-

আবও কেহ বলিয়া থাকেন যে, যদিও বেদান্ত বাক্য সমূহ পবিনিষ্পন্ন (সিদ্ধ বস্তু) ব্রহ্ম-বোধে
প্রমাণ না হউক, তথাপি ব্রহ্মেব পূৰ্ণোক্তস্বরূপ নিশ্চই প্রমাণিত হয়; অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধিতে কিছু-
মান ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ কি?—ধ্যানবিধিই কাবণ। শ্রুতিও ঠিক এইরূপই বলিয়া থাকেন,—
‘অবে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করিবে (সাক্ষাৎকার করিবে), শ্রবণ করিবে; মনন (চিন্তা)
করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।’ ‘অপহতপাপু (পাপ-বিনিমুক্ত) যে আত্মা,
তাহাকে অব্বেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে।’ [তাঁহাকে] ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা
করিবে।’ ‘আত্মাকেই লোক (দ্রষ্টব্য) বলিয়া উপাসনা করিবে।’ এখানে ধ্যানবিষয়ে নিয়োগ
(বিধি) রহিয়াছে, নিয়োগের বিষয়ীভূত ধ্যান কার্য্যটী ধ্যেয়-সাপেক্ষ; অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে
জ্ঞান না থাকিলে ধ্যান হইতে পাবেনা; এই কাবণ সেই নিয়োগেই ধ্যেয় পদার্থেব অন্তিত

নিবৃতি হইয়া যায়, অপর কোন ইতিকর্তব্যতার অপেক্ষা থাকে না; তখন ‘ইতিকর্তব্যতা’ শব্দ প্রপঞ্চনিবৃতির
কাবণ স্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ‘ইতিকর্তব্যতা’ নাই কেন, তাহা পরে বলা হইতেছে।

পাণিগতঃ ইতিকর্তব্যতার দুইটী অংশ থাকে। একটী সাধনের করণ-নির্বাহক, অপরটী সাধনের কৰ্ম্ম-
যোগ্যতা-সম্পাদক। তদ্ব্যতীত অধিকাংশ স্থলেই স্বরূপ নির্বাহক অংশটী দৃষ্টার্থ, অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন
প্রত্যক্ষি ঘাৱাই উপলব্ধি করা যায়, আর অনুগ্রাহক বা সংস্কার-সম্পাদক অংশটী অদৃষ্টার্থ; অর্থাৎ উহার
প্রয়োজন প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না। যেমন যজ্ঞবিধিতে আছে “ত্ৰীহীন অবহতি” অর্থাৎ ত্ৰীহি (একপ্রকার ধাতু)
স্ববধাত করিবে, অর্থাৎ মূলধাতুতে ধাতু হইতে তুল্য নিদর্শিত করিবে। এইবে, আঘাত, ইহা ঘাৱা
তৃণাণনয়নপূর্বক যাগ-সাধন তুল্য নিষ্পাদন করিতে হয়; এই তুল্য নিষ্পাদনরূপ ইতিকর্তব্যতাটী প্রত্যাক-
দৃষ্ট। স্বতরাং দৃষ্টার্থ। আবার “ত্ৰীহীন প্রোক্ষতি” স্থলে ত্ৰীহির উপর যে, জলের প্রক্ষেপ দিতে হয়, তাহা
ঘাৱা ঐ ত্ৰীহির আর কিছুই হয় না, কেবল কার্য্যোপ-যোগী একপ্রকার সংস্কার সমুৎপন্ন হয় মাত্র; এই সংস্কার
না হইলে অসংস্কৃতত্ৰীহি যজ্ঞ ব্যবহার্য্য হইতে পারে না; এই কারণে ঐ প্রোক্ষণকে অনুগ্রাহক বলা
যাইতে পারে।

(*) স্ববিষয়যোগঃ’ ইত্যধিকং পঠ্যতে (গ) পুস্তকে।

নির্দিষ্ট আত্মা । স কিংরূপঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং তৎস্বরূপবিশেষ সমর্পণদ্বারেণ
 “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ (৬) একমেবা-
 দ্বিতীয়ম্,” ইত্যেবমাদীনাং বাক্যানাং ধ্যানবিধি-শেষতয়া (৭) প্রামাণ্যম্, ইতি
 বিধিবিষয়ভূত-ধ্যানশরীরানুপ্রবিষ্টব্রহ্মস্বরূপেহপি তাৎপর্যমাস্ত্যেব । অতঃ
 “একমেবাদ্বিতীয়ং,” “তৎ সত্যং, স আত্মা,” (৮) “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,”
 ইত্যেবমাদিভিন্নব্রহ্মস্বরূপমেকমেব সত্যম্, তদ্যতিরিক্তং সর্বং মিথ্যেত্যব-
 গম্যতে । প্রত্যক্ষাদিভির্ভেদাবলম্বিনা চ কৰ্ম্মশাস্ত্রেণ ভেদঃ প্রতীয়তে ।
 ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধে সতি অনাগুবিদ্যামূলত্বেনাপি ভেদপ্রতী-
 ত্যুপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইতি নিশ্চীয়তে । তত্র ব্রহ্মধ্যান-নিয়োগেন
 তৎসাক্ষাৎকারফলেন নিরন্তরমস্তাবিচারকৃত-বিবিধভেদাদ্বিতীয়জ্ঞানৈকরস-
 ব্রহ্মভাবরূপো মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ॥ ১১ ॥

ন চ বাক্যাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন (§) ব্রহ্মভাবসিদ্ধিঃ, অনুপ-

জ্ঞাপন কবিত্বা দিতেছে । উপাসনা বিধায়ক বাক্যগত আত্মাই সেই ধোয় পদার্থ । সেই আত্মাব
 স্বরূপ কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ।’ ‘হে সোম্য এই জগৎ অগ্রে এক
 অদ্বিতীয় সং স্বরূপেই ছিল ।’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ সেই আকাঙ্ক্ষিত আত্মাব স্বরূপ প্রকাশন
 কবিত্বাই ধ্যানবিধি-শেষকপে (ধ্যানবিধিব অন্তকপে) প্রামাণ্য লাভ করিয়াছে ; স্তববাং বিধিব
 বিষয়ীভূত ধ্যানে সর্গশ্রষ্ট থাকায় ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞাপনেও ঐসকল বাক্যেই নিশ্চয়ই তাৎপর্য আছে
 [স্বীকার কবিত্তে হইবে] । অতএব, ‘নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয় ।’ ‘তিনিই সত্য এবং তিনিই
 আত্মা,’ ‘জগতে নানা বা পৃথকবস্তু কিছুই নাই,’ এই জাতীয় আবও বহু বাক্য দ্বারা জানা যায় যে,
 একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্বিন্ন আব সমস্তই মিথ্যা । অথচ, ভেদসাপেক্ষ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও
 কৰ্ম্ম-শাস্ত্র (যাগাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদক শাস্ত্র) দ্বারা ভেদেব প্রতীতি হইতেছে । যদিও একত্র
 ভেদাভেদ থাকায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় সত্য, তথাপি ভেদপ্রতীতিকে অনাদি অবিদ্যা-
 প্রসূত বলিলেই যখন উপপত্তি বা বিরোধপরিহার হইতে পারে, তখন অভেদ-প্রতীতিই যে,
 পরমার্থ বা সত্য, ইহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে । তাহার পবও, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার যাহাব ফল,
 সেই ব্রহ্ম-ধ্যান-নিয়োগ দ্বারা অবিচারিত সমস্ত ভেদ-প্রতীতি নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অদ্বিতীয়,
 জ্ঞানৈকস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষও প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১১ ॥

[কিম্ব নিয়োগ ব্যতীত] কেবল বাক্য জনিত বাক্যার্থ জ্ঞান হইতেই যে, ব্রহ্মভাব সিদ্ধ হয়,
 তাহা নহে ; কারণ, ঐরূপ কোথাও দেখা যায় না । অধিকন্তু, নানাবিধ ভেদ-জ্ঞানেরও অন্তর্যন্তি

(৬) একমেবাদ্বিতীয়মিতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে । (৭) ধ্যানবিধি-শেষতয়া ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৮) তৎ স্বরসি যেতকেতো !” ইত্যর্থিকঃ (খ) পাঠঃ । (§) ন চ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন ইতি (খ) পাঠঃ ।

লক্কের্ববিধভেদদর্শনানুবৃত্তেচ । তথা চ সতি শ্রবণাদিবিধানমনর্থকং
শ্রাৎ ॥ ১২ ॥

অথ উচ্যেত—‘রজ্জুরেষা—ন সর্পঃ’ ইত্যাশ্রয়াদেশেন সর্প-ভয়নিবৃত্তি-
দর্শনাৎ, রজ্জু-সর্পবৎ বন্ধস্ত চ মিথ্যারূপাত্মেন জ্ঞানবান্ধবতয়া তস্য বাক্যজ্ঞ-
জ্ঞানেনৈব নিবৃত্তিযুক্তা, ন নিয়োগেন । নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষশ্রাতিত্বং
শ্রাৎ, স্বর্গাদিবৎ । মোক্ষশ্রাতিত্বং হি সর্ববাদি-সম্প্রতিপন্নম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলহেতুত্বং স্বফলানুভবানুগুণশরীরোৎপাদনদ্বারেন,
ইতি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত-চতুর্বিধশরীরসম্বন্ধরূপ সংসারফলত্বমবজ্ঞানীয়ম্ ।
তস্মাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যো মোক্ষঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“ন হ বৈ শরীরস্য সতঃ
প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি ; অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ।”
[ছান্দোগ্য, ৮।১২।১] ইত্যশরীরত্বরূপে মোক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মসাধ্য-প্রিয়াপ্রিয়-
বিরহশ্রবণাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যশরীরত্বমিতি বিজ্ঞায়তে । ন চ নিয়োগবিশেষ-

(সম্বন্ধ) থাকিতে পারে । তাহা হইলে অর্থাৎ বাক্যলব্ধ জ্ঞানেই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইলে,
শ্রবণাদির বিধানও অনর্থক হইতে পারে । [কারণ, শ্রবণেই ফল সিদ্ধি হইলে, মনন ও
নিদিধ্যাসন বিফল হইবে না কেন ?] ॥ ১২ ॥

বদি বল, ‘ইহা রজ্জু, সর্প নহে,’ এই উপদেশে যখন সর্পভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় এবং
রজ্জু-সর্পের ত্রায় বন্ধনও যখন মিথ্যা, মিথ্যা বলিয়াই যখন জ্ঞান-বান্ধা—জ্ঞান দ্বারা নিবারিত
হইবার যোগ্য ; তখন ত বাক্যজ্ঞ জ্ঞানেই তাহার নিবৃত্তি হওয়া উচিত ; কিন্তু নিয়োগের দ্বারা
নিবৃত্তি হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না । বিশেষতঃ নিয়োগ-জ্ঞ হইলে স্বর্গাদির ত্রায় মোক্ষও
অনিত্য হইতে পারে ! অতঃ মোক্ষের নিত্যতা সর্ববাদি-সম্মত ॥ ১৩ ॥

আবও এক কথা,—স্বীয় ফল-ভোগের উপযুক্ত শরীর সমুৎপাদন করিয়াই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম
নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া থাকে । [সূত্রাত্ম মোক্ষ নিয়োগ-সাধ্য হইলে] ব্রহ্মাদি স্থাবর
পর্যন্ত চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিদ, এই চারিপ্রকার) শরীরধাবরূপ যে সংসার,
তৎপ্রাপ্তিও অবশ্যসম্ভাবী হইতে পারে । অতএব, মোক্ষ কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্মফল নহে ।
এতদ্রূপ প্রতীতি আছে,—‘শরীরাত্মানী হইলে তাহার প্রিয়াপ্রিয়ের (সূত্র-দুঃখ ভোগের)
নিবৃত্তি হয় না ।’ [পঞ্চাস্তরে,] ‘যিনি অশরীর অর্থাৎ শরীরাত্মানবহিত হন ; প্রিয় বা
অপ্রিয় অর্থাৎ সূত্র ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।’ এখানে ‘অশরীরত্ব’ রূপ মোক্ষে
ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধ্য প্রিয় ও অপ্রিয়ের অভাব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, ‘অশরীরত্ব’ (মোক্ষ)
কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্ম-ফল নহে । এ কথাও বলিতে পারা না যে, নিয়োগ-বিশেষে যেক্রূপ

সাধ্য-ফলবিশেষবৎ ধ্যাননিয়োগ-সাধ্যমশরীরত্বম্ ; অশরীরত্বস্য স্বরূপত্বেনা-
সাধ্যত্বাৎ । যথাহঃ শ্রুতয়ঃ—

“অশরীরং শরীরেবনবদ্বৈষবস্থিতম্ ।

মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥” [কঠ০, ১।২।২২]

“অপ্রাণো হুমনাঃ শুভ্রঃ ।” মুণ্ড০, ২।১।২]। “অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ ।”
[বৃহদা০, ৬।৩।১৫] ইত্যাদিঃ । অতোহশরীরত্বরূপো মোক্ষো নিত্যঃ, ইতি
ন ধর্মসাধ্যঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“অন্যত্র ধর্মান্যত্রান্যত্রাধর্মাদন্যত্রান্যত্রাৎ কৃতা-
কৃতাৎ ; অন্যত্র ভূতাৎ ভব্যাক্ষ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্ বদ” [কঠ০ ১।২।১৪]
ইতি ॥ ১৪ ॥

অপি চ, উৎপত্তি-প্রাপ্তি-বিকৃতি-সংস্কৃতিরূপেণ চতুর্বিধং হি সাধ্যত্বং
মোক্ষস্য ন সম্ভবতি । ন তাবদুৎপাত্তঃ, মোক্ষস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বেন নিত্যত্বাৎ ।
নাপি প্রাপ্যঃ, আত্মস্বরূপত্বেন ব্রহ্মণো নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ । নাপি বিকার্যঃ,
দধ্যাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ । নাপি সংস্কার্যঃ, সংস্কারো হি দোষাপনয়নে
বা গুণাধানেন বা সাধয়তি । ন তাবদ্ দোষাপনয়নে, নিত্যশুদ্ধত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ ।

ফল-বিশেষ সিদ্ধ হয় ; সেইরূপ ‘অশরীরত্ব’ ফলও ধ্যানবিষয়ক নিয়োগ হইতেই নিষ্পন্ন হয়। কারণ,
অশরীরত্বই আত্মার স্বরূপ ; সূত্রের উহা আদৌ সাধ্যই নহে। দেখ, শ্রুতিসমূহ যেক্রপ
বলিতেছেন,—‘স্বভাবতঃ অশরীর (শরীরসম্বন্ধরহিত, কিন্তু) অনবস্থিত বা নশ্বর শরীরে
অবস্থিত (প্রকাশমান), মহান্ ও বিভূ আত্মাকে মনন করিয়া (ধ্যানে সাক্ষাৎ করিয়া) ধীর
ব্যক্তি আর শোক করেন না, অর্থাৎ দুঃখ-ভোগ করেন না।’ ‘আত্মা, প্রাণ ও মনরহিত
এবং শুভ্র (দোষ বা মালিষ্ঠরহিত) ।’ ‘এই পুরুষ (ব্রহ্ম) অসঙ্গ (বিকার-সম্বন্ধশূন্য) ।’ ইতি ।
অতএব, অশরীরত্বরূপ মোক্ষ নিত্য অর্থাৎ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই ধর্ম-সাধ্য নহে ।
তদনুরূপ শ্রুতি এই,—‘ধর্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম হইতে পৃথক্, কৃত-কার্য হইতে পৃথক্, অকৃত
(কারণ) হইতে পৃথক্, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন বস্তু হইতেও পৃথক্, অর্থাৎ এ সমস্তের
অতীত যাহা তুমি (যম) জান, তাহা বল ।’ ইতি ॥ ১৪ ॥

আরও এক কথা,—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কারভেদে চতুর্বিধ সাধ্যের বা কর্মের
মধ্যেও মোক্ষ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না । প্রথমতঃ মোক্ষ উৎপাত্ত হইতে পারে না ;
কারণ, মোক্ষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ—নিত্য (জন্মরহিত) । প্রাপ্যও হইতে পারে না ; কারণ,
আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বদাই প্রাপ্ত রহিয়াছেন । বিকার্যও নহে ; বিকার্য হইলে দীর্ঘপ্রভৃতির স্থায়
অনিত্য (উৎপত্তি ও ধ্বংসশালী) হইয়া পড়ে । সংস্কার্যও হইতে পারে না ; কারণ, সংস্কার
দুই প্রকারে হইয়া থাকে ; এক দোষ অপসারণ দ্বারা, অপর গুণাধান দ্বারা । ব্রহ্ম যখন নিত্য-

নাপ্যতিশয়াধানেন, অনাধেয়াতিশয়স্বরূপত্বাৎ । নিত্যনির্নিকারত্বেন
 স্বাশ্রয়ায়াঃ পরাশ্রয়ায়াশ্চ ক্রিয়ায়া অবিষয়তয়া ন (*)নির্যর্থণেনাদর্শাদিবদপি
 সংস্কার্যত্বম্ । ন চ দেহস্থয়া স্নানাদিক্রিয়ায়া আত্মা সংক্রিয়তে; কিন্তুবিচ্ছা-
 গৃহীতস্তৎসঙ্গতোহহং-কর্তা; তৎফলানুভবোহপি তাস্মৈব । ন চ অহং-
 কর্ত্তেবাত্মা, তৎসাক্ষিত্বাৎ । তথা চ মন্তবণঃ—

“তয়োৱন্তঃ পিপ্ললং স্বাদিত্যনশ্লম্নোহভিচাক্ষীতি ।” [মুণ্ড০, ৩।১।১] ।

“আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তৃত্যাহ্মনীষিণঃ ।” [কঠ০, ১।৩।৪] ।

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তুরাত্মা ।

শুদ্ধ (নির্দোষ), তখন আব দোষাপনয়ন সম্ভবপর হয় না । তাহার পব, ব্রহ্মে যখন স্বভাবতই
 অতিরিক্ত আব কোন গুণ আধেয় বা আৰোপযোগ্য হয় না ; তখন তাঁহাতে গুণধানেরও
 সম্ভব নাই । আব ঘর্ষণ দ্বাৰা যেমন দর্পণের সংস্কার (উজ্জলতা) হয় ; নিত্য নির্নিকার
 ব্রহ্মে তেমন স্বকীয় বা পরকীয় কোন ক্রিয়ারও সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং তাঁহাতে সংস্কার্যত্বও
 সম্ভবপর হয় না । [আপত্তি হইতে পারে যে, দেহগত স্নানাদি ক্রিয়া দ্বারা যখন আত্মার
 পবিত্রতা হয় ; তখন পবাস্রিত বৈধ ক্রিয়া দ্বারা আত্মার সংস্কার হইবে না কেন ? তত্ত্বত্তরে বলা
 হইতেছে যে, না—] দেহগত স্নান ও আচমনাদি ক্রিয়া দ্বারাও যে, আত্মার সংস্কার হয়, তাহা
 নহে ; পবন, অবিচ্ছা-পরিগৃহীত, দেহসংসৃষ্ট, অহঙ্কারকর্তা, অর্থাৎ ‘আমি আমার’ ইত্যাদি-
 প্রকাব অহঙ্কারবিশিষ্ট কর্তাই সংস্কৃত হয় এবং সেই সংস্কারবের ফলও সেই কর্তাই ভোগ করে ।
 বস্তুতঃ এই অহং-অভিমানীই প্রকৃত আত্মা নহে ; কাবণ, আত্মা ইহার সাক্ষিস্বরূপ(+) । এতদম্বরূপ
 মনও আছে,—[‘একই দেহ-ব্রহ্মে একজাতীয় দুইটি পক্ষী অবস্থান করে ;] তন্মধ্যে একটি
 পক্ষী (জীব) স্বাচ্ পিপ্লল (ভোগ-যোগ্য কৰ্ম্ম-ফল) ভোগ করে, আব অপরটি (পরমায়া)
 ভোগ কবেন না—দর্শন কবেন মাত্র ; অর্থাৎ সাক্ষিরূপে জীবের কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল দর্শন করেন মাত্র ।’
 ‘মনীষিগণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃসমন্বিত আত্মাকে ‘ভোক্তা’ বলিয়া থাকেন ।’ ‘একই দেব
 (পরমায়া) সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে গৃঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন ; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের

(*) নির্যর্থণেনেতি (গ). বিঘর্ষণেনেতি (ঙ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মা তিন্ন চৈতন্যচৈতন্যমিশ্রিত আরও একটি আত্মা, আছে, তাহার
 স্বরূপ এইরূপ,—“চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ । চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্য তৎসংখ্যো জীব উচ্যতে ।”
 অর্থাৎ সমস্ত জগৎ যে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য, লিঙ্গশরীর এবং লিঙ্গদেহই চৈতন্য-
 প্রতিবিম্ব, এতৎসমষ্টি ‘জীব’ বলিয়া অভিহিত হয় । এই চৈতন্যচৈতন্য সংখ্যাতরূপ আত্মাই ক্রিয়া ও ক্রিয়াকল-
 ভাগী এবং ‘আমি, আমার’ ইত্যাদিরূপে অহঙ্কারকর্তা, পরমায়া ইহার সাক্ষীমাত্র । সুতরাং দেহেতে যে,
 স্নান, আচমনাদি ক্রিয়া নিশ্পন্ন হয়, দেহ আত্মাভিমান বশতঃ সেই অহংকর্তাই তাহা দ্বারা আপনাকে স স্কৃত বা
 পবিত্র বলিয়া মনে করে, কিন্তু পরমায়া কেবল উদাসীন সাক্ষিভাবে দর্শন করেন মাত্র ।

কক্ষাধ্যক্ষঃ সৰ্ব্বভূতাদিवासः साक्षी चेत्ता केवलो निगुणश्च ॥”

[শ্বেতাস্বং, ৬। ১১]।

“সপর্যাগাচ্ছু ক্র(॥)মকায়মত্রগমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।” [ঈশাং, ৮]

ইতি চ অবিভাগ্যহীতাৎকতুঁরাভাস্বরূপমনাধেয়াতিশয়ং নিত্যশুদ্ধং
নির্বিকারং নিষ্কৃষ্যতে । তস্মাদাত্মস্বরূপত্বেন ন সাধ্যো মোক্ষঃ ॥ ১৫ ॥

যদ্যেবম্, কিং বাক্যার্থজ্ঞানেন ক্রিয়তে ? ইতি চেৎ ; মোক্ষপ্রতিবন্ধ-
নিবৃত্তিমাশ্রমিতী ক্রমঃ । তথা চ শ্রুতয়ঃ—“ত্বং হি নঃ পিতা, যোহস্মাকম-
বিভায়াঃ পরং পারং তারয়সি ।” [প্রশ্নং, ৬৮] । “শ্রুতং হেবামেব
ভগবদুশেষঃ,—তরতি শোকমাত্মবিদিতি । সোহহং ভগবঃ শোচামি, তং মাং
ভগবান্ শোকস্ত পারং তারয়তু ।” [ছান্দোং, ৭। ১। ৩] । “তস্মৈ
মুদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ ।” [ছান্দোং,
৭। ২। ৬। ২] ইত্যাদিঃ । তস্মাৎ নিত্যস্বৈব মোক্ষস্ত প্রতিবন্ধনিবৃত্তিকার্য-
অন্তরাভা (অন্তর্গামিষরূপ), [জীবকৃত শুভাশুভ] কথের অধ্যক্ষ (পরিচালক), সৰ্বভূতে
অবস্থিত বা সৰ্বভূতেব আশ্রয়, সাক্ষী (নির্লেপভাবে দ্রষ্টা), চেতন বা অনুভবিতা এবং কেবল
(ফলাসক্ষী) ও নিগুণ অর্থাৎ ত্রিগুণেব বশীভূত নহে । ‘শুদ্ধ (উজ্জ্বল—অবিভাগ্য-বাসনারহিত),
অকায় (স্বল্প শরীর রহিত), অত্রগ (অজ্ঞানরূপ—কায়গ শরীররহিত), অস্মাবির, (দ্বায়শূচ্য,
সুতবাং ব্রহ্মদেহরহিত), কাম-কর্মাদিদোষশূচ্য ও নিষ্পাপ সেই পরমাত্মা সৰ্বত্র পরিব্যাপ্ত
বহিরাছেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায়, কোনরূপ অতিশয় আধানেব অযোগ্য, নিত্যশুদ্ধ ও
নির্বিকার আত্মস্বরূপকে অবিভাগ্যবশবর্তী, অহঙ্কার-কর্তা (অহম্-অভিমানী জীব) হইতে পৃথক্ করিয়া
নির্দেশ করা হইবাছে । অতএব, এবংবিদ আত্মস্বরূপ বলিয়াই মোক্ষ কখনই সাধ্য বা ক্রিয়া-
নিষ্পাদ্য হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

তাল, মোক্ষ যদি আত্মার স্বতঃসিদ্ধধর্মই হয়, তাহা হইলে [“তত্ত্বমসি” প্রভৃতি] বাক্যার্থ-
বিজ্ঞানে আব কি ফল সম্পাদন করিবে ? এ কথা যদি বল ; [তত্ত্বন্তরে আমরা] বলি যে, বাক্যার্থ-
বিজ্ঞানে কেবল [মোক্ষপ্রতীতির] প্রতিবন্ধক (অজ্ঞান) নিবৃত্তি করে মাত্র । তদন্তরূপ
প্রতিবন্ধ এই—‘নিশ্চয় তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদের অবিভাগ্য পরপারে
উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছ । আপনাদের গ্রায় লোকের নিকটই আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, আত্মবিং
অর্থাৎ আত্মাকে জানিলে শোক (দুঃখ) অতিক্রম করে । হে ভগবন্ ! সেই আমি শোকা-
ভুতব করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিন ।’ [অনন্তর,]
ভগবান্ সনৎকুমার ঋষি মুদিত-কষায় অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত সেই নারদকে অজ্ঞানের পার
(দ্বায়াতীত আত্মস্বরূপ) দর্শন করিয়াছিলেন ।’ ইত্যাদি । অতএব, [বুঝিতে হইবে],

জ্ঞানেন ক্রিয়তে । নিবৃত্তিস্ত (*) সাধ্যাপি প্রধ্বংসাভাবরূপা ন বিনশ্চতি ।
 “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।” [মুণ্ড০, ৩।২।৯]। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।”
 [শ্বেতাস্ব০, ৩।৮] ইত্যাদিবচনং মোক্ষস্ত বেদনানন্তরভাবিতাং
 প্রতিপাদয়ন্ নিয়োগব্যবধানং প্রতিরূদ্ধি । ন চ, বিদিক্রিয়া-কৰ্ম্মত্বেন
 ধ্যানক্রিয়া-কৰ্ম্মত্বেন বা কার্য্যানুপ্রবেশঃ উভয়কৰ্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ, —“অন্যদেব
 তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদপি।” [কেন০, ১।৩]। “যেনেদং সৰ্ব্বং
 বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ,” [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি। “তদেব
 ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং, যদিদমুপাসতে” [কেন০, ১।৫] ইতি চ। ন
 চৈতাবতা শাস্ত্রস্ত নিৰ্ব্বিষয়ত্বম্ (+); অবিজ্ঞাপরিকল্পিতভেদনিবৃত্তি-
 পরত্বাৎ শাস্ত্রস্ত। ন হীদন্তয়া ব্রহ্ম বিষয়ী-করোতি শাস্ত্রম্; অপি তু
 অবিষয়ং প্রত্যগাত্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ৎ অবিজ্ঞাকল্পিত-জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-

বাক্যার্থজ্ঞানে কেবল নিত্যসিদ্ধ মোক্ষের [মোক্ষোপলব্ধির] প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করে মাত্র।
 (কিন্তু মোক্ষ উৎপাদন কবে না।) ‘নিবৃত্তি’ পদার্থটী সাধ্য বা জ্ঞাত হইলেও অভাবস্বরূপ,
 সূত্রবাং তাহার আর বিনাশ নাই, [কারণ, উৎপত্তিশীল ভাব-পদার্থই বিনষ্ট হয়—অভাব
 বিনষ্ট হয় না।] বিশেষতঃ, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হন।’ ‘তাহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই
 মৃত্যুকে অতিক্রম করে।’ ইত্যাদি বেদবাক্যসমূহ মোক্ষকে জ্ঞানের অনন্তরভাবী বলিয়া বর্ণনা
 করিয়া নিয়োগের দ্বারা ব্যবধান অর্থাৎ কালবিলম্ব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। [অতিপ্রায় এই যে,
 এই সকল শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানোদয়ের অনন্তরই মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় বুঝিতে হয় যে, জ্ঞান
 ও মোক্ষলাভের মধ্যবর্তী নিয়োগ বা নিয়োগাধীন ক্রিয়াব্যবধান থাকে না।] তাহাব পর,
 বেদনক্রিয়াব কৰ্ম্মরূপে কিংবা ধ্যানক্রিয়ার কৰ্ম্মরূপেও যে, মোক্ষের কার্য্যানুপ্রবেশ বা ক্রিয়া-
 সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, [শ্রুতিতে] উভয়প্রকার কৰ্ম্মই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে,—
 ‘তিনি (ব্রহ্ম) বিদিত হইতেও পৃথক্, অবিদিত হইতেও পৃথক্।’ [জীব] যাহা দ্বারা এই
 সমস্ত বিষয় অবগত হয়, তাহাকে আবার কিসেব দ্বারা জানিবে? ‘তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া
 জানিও, কিন্তু লোক সকল ‘এই’ (পরিচ্ছিন্ন ও জড়ত্বাদি বিশিষ্ট) বলিয়া যাহার উপাসনা করে;
 ইহা ব্রহ্ম নহে।’ ইত্যাদি। আর ব্রহ্ম বাক্য-গম্য নয় বলিয়াই যে, তদ্বোধক শাস্ত্র একেবারে নিৰ্ব্বিষয়
 বা বিফল হইল, তাহা নহে; কারণ, অবিজ্ঞা-কল্পিত ভেদ নিবৃত্তিতেই শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য (সাধ্যাৎ
 সম্বন্ধে ব্রহ্মবোধনে নহে); কেন না শাস্ত্র কখনই [সম্মুখস্থ বস্তুর স্থায়] ‘এই ব্রহ্ম’
 বলিয়া ব্রহ্মকে নির্দেশ করে না; পরন্তু, অবিষয় ব্রহ্মাত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করতঃ অবিজ্ঞা দ্বারা
 কল্পিত যে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানবিভাগ, অর্থাৎ আমি জ্ঞাতা, অমুক জ্ঞেয় এবং ইহা তদ্বিষয়ক

(*) তদ্বিবৃত্তিস্ত ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

(+) নিৰ্ব্বিষয়বচনম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিভাগঃ নিবর্তয়তি । তথা চ শাস্ত্রম্—“ন দৃষ্টেঈফারং পশ্চেন্নমতে (৯) মন্তারম্” [বৃহদা০, ৫।৪।২] ইত্যেবমাদি ॥১৬ ॥

ন চ, জ্ঞানাদেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি শ্রবণাদিবিধানর্থক্যম্ । স্বভাবপ্রবৃত্ত-
সকলেতরবিকল্পবিমুখীকরণদ্বারেণ বাক্যার্থাবগতিহেতুত্বাৎ তেষাম্ । ন চ
জ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিবৃত্তির্ন দৃষ্টেতি বাচ্যম্ ; বন্ধস্ত মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোত্তরকালং
স্থিত্যনুপপত্তেঃ । অতএব ন শরীরপাতাদুর্দ্ধমেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি বক্তুং
যুক্তম্ । ন হি মিথ্যারূপ-সর্পভয়নিবৃত্তিঃ রজ্জ্বাখ্যা-জ্ঞানাতিরেকেণ সর্প-
বিনাশমপেক্ষতে । যদি শরীরসম্বন্ধঃ পারমার্থিকঃ, তর্হি (†) তদ্বিনাশাপেক্ষা ;
স তু ব্রহ্মব্যতিরিক্ততয়া ন পারমার্থিকঃ । যন্ত তু বন্ধো ন নিবৃত্তঃ, তন্ত
জ্ঞানমেব ন জাতমিত্যবগম্যতে, জ্ঞানকার্যাদর্শনাৎ । তস্মাচ্ছরীরস্থিতির্ভবতু
বা, মা বা, বাক্যার্থ-(‡)জ্ঞানসমনন্তরং মুক্ত এবাসৌ । অতো ন ধ্যান-নিয়োগ-

জ্ঞান, অবিজ্ঞা-কল্পিত এই যে, ভেদ, তাহার নিবৃত্তি করিয়া দেয় । দেখ—‘দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন
করিবে না ; মতির (মননেব) মন্তাকে (অন্তবিভাক্তে) [দর্শন করিবে না] ।’ এই
প্রকার আরও বহুতর শাস্ত্রে [ব্রহ্মের অজ্ঞেয় প্রমাণিত হইয়াছে] ॥ ১৬ ॥

আর এ কথাও বলা যায় না যে, একমাত্র জ্ঞান হইতেই বন্ধ-নিবৃত্তি সম্পন্ন হইলে শ্রবণাদি
(শ্রবণ, মনন ও নির্দিধাসন) বিষয়ে বিধান করা অনর্থক হইতে পারে । কেন না ব্রহ্মের সর্ব-
বিষয়ে জীবগণের যে, স্বভাবসিদ্ধ বিকল্পবুদ্ধি (বিবিধপ্রকার জ্ঞান রহিয়াছে ; তদ্বিবৃত্তিই সেই
সকল বিধানের উদ্দেশ্য ; অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ সেই সমুদয় বিকল্পবুদ্ধি-নিবৃত্তির জন্মই শ্রবণাদি
অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে । আর শুধু জ্ঞান হইতে যে, বন্ধ-নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ; তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, বন্ধ যখন মিথ্যা—অসত্য পদার্থ, তখন জ্ঞানোদয়ের পূর্বে কিছুতেই
আর বন্ধের অবস্থিতি যুক্তিসম্মত হইতে পারে না । অতএব, কেবল শরীর-পাতের পরই যে,
বন্ধনিবৃত্তি হয়, এ কথাও বলা যাইতে পারে না । কেন না, মিথ্যা-সর্পদর্শনে যে, ভয় সমুৎপন্ন হয় ;
সেই ভয়-নিবৃত্তিতে রজ্জ্ব প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে সর্পবিনাশের জন্ম আর কোন
কারণের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না । আর শরীরের সহিত যদি আত্মার সম্বন্ধটা বাস্তবিকই
সত্য হইত, তাহা হইলে অবশ্যই সেই সম্বন্ধ-ধ্বংসের অপেক্ষা থাকিত ; কিন্তু, সেই সম্বন্ধটা যখন
ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত, তখন নিশ্চয়ই অপবমার্গিক বা অসত্য । পক্ষান্তরে,
যে লোকের বন্ধ নিবৃত্ত হয় নাই ; তাহার জ্ঞান-ফল—বন্ধ-নিবৃত্তির অদর্শনেই বুঝিতে হয়
যে, নিশ্চয়ই তাহাব তত্ত্বজ্ঞানও সমুৎপন্ন হয় নাই । অতএব, শরীর থাকুক বা নাই থাকুক,
[‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি] বাক্যার্থ-জ্ঞানোদয়ের অনন্তর নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মুক্ত হয় ; অতএব, মোক্ষ

(৯) ন মতেবিত্যংশঃ (য) চিরিতপ্তপ্তকে (বা)পলভ্যতে । (খ) পুস্তকে ভূ ‘মতে’ ইত্যন্তঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

(†) তদাহি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তত্ত্বম্ বা বা, মহাবাক্যার্থেতি (দ) পাঠঃ ।

সাধ্যো মোক্ষঃ, ইতি ন ধ্যানবিধি-শেষতয়া ব্রহ্মণঃ সিদ্ধিঃ । অপিতু, “সত্য-
জ্ঞানমনস্তত্ত্ব ব্রহ্ম ।” “তত্ত্বমসি,” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”, [মাণ্ডুক্য ০ ১২।] ইতি
তৎপরেণৈব পদসমুদায়েন সিধ্যতীতি ॥ ১৭ ॥

তদযুক্তম্ ; বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিরন্তরুপপত্তেঃ । যদ্যপি মিথ্যারূপো
বন্ধো জ্ঞানবাধ্যঃ ; তথাপি বন্ধস্তাপরোক্ষত্বান্ন পরোক্ষরূপেণ বাক্যার্থজ্ঞানে
ন বাধ্যতে (*) । রজ্জ্বাদাবপরোক্ষ-সর্পপ্রতীতিৌ বিভ্রমানায়াং ‘নায়ং সর্পঃ—
রজ্জুরেমা’ ইত্যাপ্তোপদেশজনিত-পরোক্ষসর্প-বিপরীতজ্ঞানমাত্রেন ভয়ানিবৃত্তি-
দর্শনাৎ । আপ্তোপদেশস্ত তু ভয়ানিবৃত্তিহেতুত্বং বস্তুযাথাত্ম্যাপরোক্ষনিমিত্ত-

কখনই নিয়োগ-সাধ্য বা বিধির বিষয় নহে ; সুতরাং ধ্যানবিধির শেষ বা কর্ত্ত্বরূপে কখনই
ব্রহ্ম প্রমাণিত হন না ;—পবন ‘ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ’ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’
‘এই আত্মা (দেহী) ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ হইতেই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপেব
প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

না—এ কথা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কারণ, কেবলই বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে বন্ধ-নিবৃত্তি হইতে
পারে না । যদিও নিখ্যাময় (অবিজ্ঞান) বন্ধন জ্ঞান দ্বারা নিবারণের যোগ্য বটে ; তথাপি বন্ধন
যখন অপবোক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভবগম্য, তখন পরোক্ষাত্মক বাক্যার্থ-জ্ঞান দ্বাৰা তাহার বাধা বা
নিবৃত্তি হইতে পারে না । কারণ, [অসর্পভূত] রজ্জু প্রভৃতি পদার্থে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ-
াত্মক সর্প-প্রতীতি বা সর্পভ্রম উপস্থিত হইলে আপ্ত-বাক্তির নিকট ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, এইরূপ
পরোক্ষভাবে সর্প-বিপরীত—রজ্জুজ্ঞানমাত্রে [সর্পভ্রমজাত] ভয়ের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়
না (+) । আপ্তোপদেশে যে, ভয়ানিবৃত্তি হয়, তাহাও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান-

(*) বাধ্যত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ ; যে বিষয়ে বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক
অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় । এই কারণেই রজ্জু প্রত্যক্ষ হইবামাত্র, তদ্বৎ ‘সর্প ভ্রম অন্তর্হিত হইয়া
যায় । তন্মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, অজ্ঞান যেখানে পরোক্ষভাবে সমুৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যাক-
্ষজনিত না হয় ; সেই পরোক্ষ অজ্ঞান বা ভ্রম, তদ্বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানে নিবারিত হয়, কিন্তু, অজ্ঞান যেখানে
প্রত্যক্ষাত্মক, সেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে কখনই সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না বা হইতে পারে না ।
তাই কপিল বলিয়াছেন—“যুক্তিতেহপি ন বাধ্যতে, দিগ্‌মুচ্যেদ পরোক্ষাৎ দ্বতে ॥” [সাংখ্য দর্শন, ১।৩৫ শ্লোক] ।
অর্থাৎ দিগ্‌ভ্রম যেমন দিক্‌ প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত শত উপদেশেও বাধিত হয় না ; তেমনি কেবল যুক্তির
সাহায্যে—পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিদূরিত হয় না ।

এখন আলোচ্য হুলে কথা হইতেছে যে, অনাত্মা দেহাদিতে যে, আত্ম বুদ্ধিরূপ ভ্রম, প্রকৃত পক্ষে তাহাই
জীবের বন্ধন, অধিকন্তু সেই বন্ধন ত্রয়াত্মক মিথ্যা হইলেও পরোপদেশাদিগত নহে—সাক্ষাৎ অসুভবজ্ঞান—
অপরোক্ষ ; সুতরাং তদ্বিষয়ে যতক্ষণ অপর একটা বিরোধী প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন না হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই
সেই ত্রয়াত্মক বন্ধন নিবৃত্ত হইবে না । আর ঐন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই একমাত্র অপরোক্ষ—

প্রবৃত্তিহেতুত্বেন । তথা হি,—রজ্জু-সর্পদর্শনভয়াৎ পরাবৃত্তঃ পুরুষঃ ‘নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা’ ইত্যাপ্তোপদেশাদ্বস্ত্বাখ্যা-(*) দর্শনে প্রবৃত্তঃ, তদেব প্রত্যক্ষেন দৃষ্টা ভয়াগ্নিবর্ততে ॥ ১৮ ॥

ন চ শব্দ এব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়তীত বক্তুং যুক্তম্, তস্মান্নিদ্ৰিয়ত্বাৎ । জ্ঞানসামগ্রীষ্মিন্দ্রিয়াণ্যেবাপরোক্ষজ্ঞানসাধনানি । ন চাস্তানভিসংহিতফল-কস্মানুষ্ঠান-মুদিতকষায়স্য শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাবযুখীকৃতবাহ্যবিষয়স্য পুরুষস্য বাক্যমেবাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তি । নিবৃত্তপ্রতিবন্ধে তৎপরেইপি পুরুষে জ্ঞানসামগ্রীবেশেষাণামিন্দ্রিয়াদীনাং স্ববিষয়নিয়মাতিক্রমাদর্শনেন তদ-যোগাৎ । ন চ ধ্যানস্য বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ—বাক্যার্থ-জ্ঞানে জ্ঞাতে তদ্বিষয়ধ্যানং, ধ্যানে নিবৃত্তে বাক্যার্থজ্ঞানমিতি । ন চ ধ্যান-বাক্যার্থজ্ঞানয়োর্ভিন্নবিষয়ত্বম্ ; তথা সতি ধ্যানস্য বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা ন

সমুৎপাদন দ্বারাই হয়, (পর্বোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন দ্বারা নহে) । অভিপ্রায় এই যে,—রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া ভয়ে পরাবৃত্ত বা পশ্চাৎপদ ব্যক্তি যখন আপ্তব্যক্তির উপদেশে জানিতে পারে যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, তখন [সেই সমুখীন] বস্তুর (রজ্জু-সর্পের) প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয় ; পশ্চাৎ সেই রজ্জুবই স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া ভয় হইতে নিবৃত্ত হয় ॥ ১৮ ॥

আর শব্দ যখন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক পদার্থ—অনিদ্ৰিয় ; তখন শব্দকেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সমুৎপাদক বলা যাইতে পারে না । কারণ, যত প্রকার জ্ঞানসাধন বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়গণই কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন বা সমুৎপাদক । আর এ কথাও বলা যায় না ; নিদ্রাম কস্মানুষ্ঠানে যাহার কষায় (হৃদয়গত মল) বিনষ্ট হইয়াছে ; এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিশীলনে যাহার হৃদয় বাহ্য-বিষয় হইতে পরাশ্রুত হইয়াছে ; বাক্যই তাদৃশ পুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে । বিপক্ষে হেতু এই যে, কষায়রূপ প্রতিবন্ধকরহিত ও শ্রবণাদি-তৎপর পুরুষেও যখন জ্ঞানসামগ্রী বা জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে নিয়মিত স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না ; অর্থাৎ যথানিয়মে কার্য করিতে দেখা যায়, তখন তাদৃশ পুরুষে ঐরূপ প্রসিদ্ধ নিয়মেরও উল্লঙ্ঘন হইতে পারে না । আর ধ্যানকে বাক্যার্থ-জ্ঞানের উপায়ও বলা যাইতে পারে না ; কেন না, “তত্ত্বমস্মাদি” বাক্যের অর্থবোধের পর হইবে ধ্যান, আবার ধ্যান নিষ্পন্ন হইলে হইবে বাক্যের প্রকৃতাধ-বোধ ; এইরূপে ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় । আর ধ্যান ও বাক্যার্থ-জ্ঞানের বিষয়ও পৃথক নহে ; পৃথক হইলে ধ্যান কখনই

প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তত্ত্বের শব্দ ও অমুখানাদির সহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় । তাহা এমনি বা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না ; ঐ জ্ঞান সর্বদাই পরোক্ষ । সুতরাং “তৎ তত্ত্বমস্মি,” ইত্যাদি বাক্যজনিত জ্ঞান সত্য হইলেও কখনই জীবর অজ্ঞান বন্ধন বিধ্বস্ত করিতে পারে না ।

(*) আপ্তোপদেশেন তত্ত্ববোধাখ্যা-ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ ।

স্তাৎ । ন হ্যনুধ্যানমন্তোন্মুখ্যমুৎপাদয়তি । জ্ঞাতার্থ-স্মৃতিসমুত্তিরূপস্ত
 ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানপূর্বকত্বমবজ্ঞানীয়ম্ ; ধ্যেয়-ব্রহ্মবিষয়জ্ঞানস্ত হেতুস্তরা-
 সমুৎপাদঃ ।

ন চ, ধ্যানমূলং জ্ঞানং বাক্যান্তরজন্ম, নিবর্তকজ্ঞানং তত্ত্বমস্তাদিবাক্য-
 জন্মমিতি যুক্তম্ । ধ্যানমূলমিদং বাক্যান্তরজন্মং জ্ঞানং তত্ত্বমস্তাদিবাক্য-
 জন্মজ্ঞানেন (*) একবিষয়ং ? ভিন্নবিষয়ং বা ? একবিষয়ত্বে তদেবেতরে-
 তরাশ্রয়ত্বং, ভিন্নবিষয়ত্বে ধ্যানেন তদৌন্মুখ্যাপাদনাসমুৎপাদঃ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ, ধ্যানস্ত ধ্যেয়-ধ্যাত্রাণ্যনেকপ্রপঞ্চাপেক্ষত্বাৎ নিশ্চাপঞ্চ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-
 বিষয়বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ দৃষ্টদ্বারেন নোপযোগঃ, ইতি বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ-
 বিজ্ঞানিরুক্তিং বদতঃ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবিধীনামানর্থক্যমেব । যতো

বাক্যাণ-বোধের উপায় হইতে পারিত না । কাবণ, এক বিষয়ের ধ্যান কখনই অন্য বিষয়ে
 একাগ্রতা উৎপাদন করিতে পারে না । বিশেষতঃ, ধ্যেয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানেব যখন অন্য কোন
 হেতু নাই, তখন বাক্যার্থ জ্ঞান যে, স্মৃতিধারারূপ ধ্যানের পূর্ববর্তী, ইহা কিছুতেই উপেক্ষা
 করিতে পারা যায় না । আর এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত হয় না যে, “তং ত্বম্ অসি”
 প্রভৃতি বাক্য হইতে অবিজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আর ধ্যানেব মূলীভূত জ্ঞানটী অপর
 বাক্য হইতে উৎপন্ন হয় । [এই পক্ষে জিজ্ঞাস্য এই যে, ধ্যান এবং ধ্যানেব মূল কারণীভূত যে,
 বাক্যান্তরজন্ম জ্ঞান, উভয়েরই বিষয় (জ্ঞেয়) এক কি পৃথক ? একই বিষয় হইলে সেই ‘ইতবেতরা-
 শ্রয়ত্ব’ দোষ হইল, আর ভিন্ন বিষয় হইলে ধ্যানের দ্বাৰা কখনই সেই বাক্যাবগত বিষয়ে
 একাগ্রতা জন্মিতে পারে না (+) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ধ্যানে ধ্যেয় ও ধ্যান্যর্থা প্রভৃতি বহুবিধ ভেদেব অপেক্ষা রহিয়াছে ; স্মৃতরাং
 নিশ্চাপঞ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানোৎপত্তিতে প্রত্যক্ষতঃ কোন উপযোগ বা আবশ্যকই
 নাই, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি না থাকিলে যখন ধ্যানই হইতে পারে না ; তখন সর্ববিধ ভেদবিমর্দক
 ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে শ্রবণাদির কিছুমাত্র সাফল্য প্রত্যক্ষ হয় না ; এই কাবণে, একমাত্র সেই
 বাক্যার্থজ্ঞানেই অবিজ্ঞান-নিবৃত্তি হয় বলিলে, বাদীর পক্ষে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-বিধির

(*) বাক্যত এব জ্ঞানজ্ঞানেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ভাৎস্ক্য—ধ্যান দ্বারা চিত্ত সমাহিত হইলে হইবে বাক্যার্থ প্রতীতি, আবার বাক্যার্থ পরিজ্ঞাত
 হইলে হইবে ধ্যান ; এইরূপে পরস্পর অপেক্ষিত থাকায় ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় । আর ধ্যান ও
 বাক্যার্থের বিষয় বিভিন্ন হইলে কখনই পরস্পরের মধ্যে উপকার্যোপকারকতা থাকিতে পারে না ।

বাক্যাদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানাসম্ভবাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানেনাবিচ্ছা ন নিবর্ততে ; তত এব জীবন্মুক্তিরপি (*) দুরোৎসারিতা ॥ ১৯ ॥

কা চেয়ং জীবন্মুক্তিঃ ? সশরীরস্থৈব মোক্ষ ইতি চেৎ ; ‘মাতা মে বন্ধ্যা’ ইতিবদসঙ্গতার্থং বচনম্ । যতঃ সশরীরত্বং বন্ধঃ, অশরীরত্বমেব (†) মোক্ষঃ, ইতি ত্বয়ৈব শ্রুতিভিরূপপাদিতম্ । অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসে (§) বর্ত-
মানে যস্যায়ং প্রতিভাসো মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, তস্য (§) সশরীরত্ব-নিবৃত্তিরিতি ।
ন ; মিথ্যেতি প্রত্যয়েন সশরীরত্বং নিবৃত্তং চেৎ ; কথং সশরীরস্য মুক্তিঃ ?
অজীবতোহপি মুক্তিঃ সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিরেব, ইতি কোহয়ং
জীবন্মুক্ত (॥) ইতি বিশেষঃ ? অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসো বাধিতোহপি যস্য
দ্বিচ্ছন্দ-জ্ঞানবদনুবর্ততে, স ‘জীবন্মুক্তঃ’ ইতি চেৎ ; ন, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-সকল-

আনর্থক্যই হইয়া পড়ে । যেহেতু বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হয় না, এবং পরোক্ষ বাক্যার্থ জ্ঞান দ্বাৰাও অবিচ্ছা-নিবৃত্তি হইতে পাবে না । সেই কাৰণেই [এই পক্ষে] জীবন্মুক্তিও সুদূর-পর্যন্ত হইয়া পড়ে (¶) ।

আর জিজ্ঞাসা করি, এই জীবন্মুক্তিই বা কি প্রকাৰ ? যদি বল, সশরীর অবস্থায়ই মোক্ষের নাম জীবন্মুক্তি । তাহা হইলে ‘আমার মাতা বন্ধ্যা’ এই বাক্যের দ্বারা অসঙ্গতার্থক কথা হয়,—যেহেতু ইতঃপূর্বে তুমিই সশরীরভাবে ‘বন্ধ’, আর অশরীরভাবে ‘মোক্ষ’ বলিয়া শ্রুতি-সমূহ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছ । যদি বল, সশরীরত্ব প্রতীতি বিত্তমান সত্ত্বই যাহার সেই সশরীরত্ব প্রতীতিতে মিথ্যাত্ব বোধ উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাব সেই মিথ্যাময় সশরীরত্ব প্রতীতি নিবাবিত হইয়া যায় । না,—তাহাও বলিতে পাব না ; কারণ, [আমার সশরীরত্ব] মিথ্যা, শুধু এই জ্ঞানেই যদি সশরীরত্ব নিবাবিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সশরীরের আর মুক্তি হইল কোথায় ? মৃতব্যক্তির মুক্তিও যখন মিথ্যাময় সশরীরত্বভিমান নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন [বিদেহমুক্তে আর] জীবন্মুক্তে বিশেষ কি বহিল ? যদি বল, যাহার সশরীরত্ব প্রতীতি বাধিত হইয়াও দ্বিচ্ছন্দদর্শন-জ্ঞানের দ্বারা অনুবৃত্ত বা অবিলুপ্ত ভাবে থাকে, তিনিই জীবন্মুক্ত । না,—সে কথাও হইতে পাবে না ; কারণ, উক্ত বাধক জ্ঞান যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত বস্তুবিষয়ক, অর্থাৎ

(*) জীবন্মুক্তিরিতি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) অশরীর এব ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) শরীরত্বপ্রতিভাসে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (॥) কেয়ং জীবন্মুক্তিঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(¶) তাৎপৰ্য্য—অভিপ্রায় এই যে, বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হইলে তৎক্ষণাৎ বৈতত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, বৈতত্ত্বজ্ঞান না থাকিলেও যখন ধ্যানের অগ্রুষ্ঠান হইতে পারে না ; এবং ধ্যানের অভাবেও যখন জীবন্মুক্তি হইতে পারে না ; তখন কাজেই এই মতে জীবন্মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না । জীবন্মুক্তির অসম্ভাবনা বিষয়ে পরবর্তী বাক্যে ‘ব্যাঘাত’ দোষ প্রদর্শিত, হইতেছে ।

বস্তুবিষয়কত্বাৎ বাধকজ্ঞানম্ । কারণভূতাবিগ্ধা-কন্দাদিদোষঃ সশরীরত্বপ্রতি-
ভাসেন সহ তেনৈব বাধিত ইতি বাধিতানুবৃত্তির্ন শক্যতে বক্তৃম্ ।
দ্বিচন্দ্রাদৌ তু তৎপ্রতিভাসহেতুভূত-দোষস্য বাধকজ্ঞানভূত-(*) চন্দ্রৈকত্ব-
জ্ঞানাবিষয়ত্বেনাবাধিতত্বাৎ -দ্বিচন্দ্রপ্রতিভাসানুবৃত্তিযুক্তো ॥ ২০ ॥

কিঞ্চ, “তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে ; অথ সম্পৎস্তে”,
[ছান্দো ০ ৬।১৪।২] ইতি সন্ধিগানিষ্ঠস্য শরীরপাতমাত্রমপেক্ষতে মোক্ষঃ,
ইতি বদন্তীযং শ্রুতিজীবন্মুক্তিং বারয়তি । সৈষা জীবন্মুক্তিরাপস্তম্নেনাপি
নিরস্তা—“বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাত্মানমঘিচ্ছেৎ (+) । বুদ্ধে
(‡) ক্ষেমপ্রাপণং, তচ্ছাস্ত্রেবিপ্রতিষিদ্ধম্ । বুদ্ধে চেৎ ক্ষেমপ্রাপণম্,
ইহৈবন ছঃখমুপলভেত । এতেন পরং ব্যাখ্যাতম্” । [আপস্তম্বধর্ম্য ০ ২।৯।২১]

ব্রহ্মতিবিক্ত সকল পদার্থেরই মিথ্যাহবোধক, তখন সশরীরত্ব প্রতীতির সহিত তৎকাবণীভূত
অবিগ্ধা ও কন্দাদি দোষ নিচয়ও অবশ্যই বাধিত হইবে ; সূত্রবাং [দ্বিচন্দ্রজ্ঞানেনেব ত্যায়] ‘বাধিতানু-
বৃত্তি’ বলিতে পাণা যায় না । বিশেষতঃ দ্বিচন্দ্রাদি-দর্শনাদি স্থলে সেই দ্বিচন্দ্রপ্রতীতির হেতুভূত
যে দোষ, তাহা কখনই তদাধক চন্দ্রৈকত্ব-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না ; বিষয় হয় না বলিয়াই
সেই বাধক জ্ঞান দ্বারা বাধিতও হয় না ; এই কাবণে সে স্থলে দ্বিচন্দ্রদর্শনের অনুবৃত্তি হওয়া
সম্ভব হয় ; [কিঞ্চ, এখানে একই বিষয়ে বাধা ও বাধক জ্ঞান হওয়ায় বাধিতানুবৃত্তি হইতেই
পাবে না] ॥ ২০ ॥

আবও এক কথা,—‘তাহাব (মুমুক্তুব) সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ বিমুক্তি না হয়,
দেহত্যাগেব পর বিমুক্ত হন, (বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন)’ । সন্ধিগা-নিষ্ঠ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) ব্যক্তির
মোক্ষলাভে কেবল দেহত্যাগের মাত্র অপেক্ষা-বোধক উক্ত শ্রুতিই জীবন্মুক্তির প্রতিষেধ
কবিতেছেন । আপস্তম্বও বক্ষ্যমাণ বচনে এই জীবন্মুক্তি অবস্থাব প্রত্যাখ্যান কবিয়াছেন ।
[আপস্তম্ব বলিয়াছেন—] ‘সমস্ত বেদ (বেদবিহিত ক্রিয়া) এবং ইহলোক ও পবলোক-বাসনা
পরিত্যাগ করিয়া আত্মার অন্বেষণ করিবে । বোধ বা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পব যে, ক্ষেমপ্রাপ্তি
(মোক্ষলাভ), তাহা শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানলাভেব পরই যদি মোক্ষপ্রাপ্তি
(মোক্ষলাভ) হইত, তাহা হইলে [জ্ঞানী পুরুষ] ইহলোকেই আবঃখপভোগ করিতেন না ।
ইহা দ্বারা [বিপক্ষমতের] অপবাপর কথাও ব্যাখ্যাত অর্থাৎ নিরাকৃত করা হইল (§) ।’ ইহা

(*) বাধকজ্ঞানবিষয়ীভূত ইতি (খ) পাঠঃ । (+) অঘীক্লেত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) বুদ্ধে চেৎ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য—জ্ঞানীর জীবদবস্থায় যে, মুক্তি (জীবন্মুক্তি), তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ । “তস্য
তাবদেব চিরং” শ্রুতির উল্লেখ করিয়া শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন । পরে আপস্তম্বের কথা উল্লেখ করিয়া
স্মৃতিবিরোধও প্রদর্শন করিয়াছেন । ‘অধিকন্তু, আপস্তম্বের বচনে শাস্ত্র বিরোধ ও প্রত্যক্ষবিরোধ, উভয়প্রকার

ইতি । অনেন জ্ঞানমাত্রামোক্ষশ্চ নিরন্তঃ । অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা মুক্তির্জীবতো ন সম্ভবতি । তস্মাৎ ধ্যাননিয়োগেন ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান-ফলেনৈব বন্ধনিবৃত্তিঃ ॥ ২১ ॥

ন চ নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষস্থানিত্যত্বপ্রসক্তিঃ, প্রতিবন্ধনিবৃত্তি-মাত্রৈশ্চৈব সাধ্যত্বাৎ । কিঞ্চ, ন নিয়োগেন সাক্ষাদ্বন্ধনিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে ; কিন্তু নিষ্প্রপঞ্চ-জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানেন । নিয়োগস্ত তদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানং জনয়তি । কথং নিয়োগস্ত জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বম্ ? ইতি চেৎ ; কথং বা ভবতোহনভিসংহিতফলানাং কর্ম্মণাং বেদনোৎপত্তিহেতুত্বম্ ? মনোনৈর্মল্য-দ্বারেণেতি চেৎ—মমাপি তথৈব । মম তু নির্মালে মনসি শাস্ত্রেণ জ্ঞান-মুৎপাদ্যতে (*) ; তব তু নিয়োগেন মনসি নির্মালে জ্ঞানসামগ্রী বক্তব্যেতি

দ্বারা, কেবল জ্ঞান হইতেই যে মোক্ষলাভ হয় বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরন্ত হইল । অতএব, সমস্ত ভেদনিবৃত্তিরূপ মুক্তি জীবন্তব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না । অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক ধ্যান-নিয়োগ বা ধ্যান-বিধি দ্বারাই বন্ধ-নিবৃত্তি হয় ॥ ২১ ॥

আব এ কথাও বলিতে পার না যে, মোক্ষকে নিয়োগ-সাধ্য বলিলে উহাও অনিত্যতা হইতে পারে । যে হেতু প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তিই নিয়োগের সাধ্য বা ফল ; (মোক্ষ নহে) । বিশেষতঃ নিয়োগ দ্বাবাই যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্ধনিবৃত্তি হয়, তাহাও নহে ; পবন্য একমাত্র নিষ্প্রপঞ্চ ও জ্ঞানায়ক ব্রহ্মবিষয়ে অপবোক্ষ জ্ঞান দ্বাবাই বন্ধনিবৃত্তি হয়, নিয়োগ কেবল তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন কবে মাত্র । যদি বল, নিয়োগে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় কিরূপে ? [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কবি—] তোমার মতেই বা ফলাভিসন্ধান রহিত কর্ম্মবাশি জ্ঞানোৎপত্তি হেতু হয় কিরূপে ? যদি বল, মনের নির্মলতা সম্পাদন দ্বারা ; তবে আমার মতেও সেই কথা । যদি বল, [আমার মতে] মন নির্মল হইলে পব তাহাতে শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু তোমার মতে নিয়োগ দ্বারা নির্মলীকৃত মনে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির সামগ্রী বা সাধন

বিরোধই প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রুতিতে আছে, ‘জ্ঞানী পুরুষ যীয পরিস্রিত আয়ুর্কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত কথিা মুক্তিলাভ করে।’ ইহাতে বুঝা যায় যে জ্ঞানলাভের পবও তাহা’ক মুক্তির চক্ষু জীবন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় । অন্তর আছে—“তয়োদ্ধিমান্ অন্তত্বমেতি” । অর্থাৎ তাহার। সেই মুর্দ্ধস্ত নদী দ্বারা দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া মুক্তি লাভ করেন । ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, স্থানবিশেষ দ্বারা নিষ্করণই বিমুক্তিলাভের উপায় । সুতরাং তাদৃশ নিষ্করণ ব্যতীত জীবদবহ্যাই মুক্তি লাভ হইবে কেন ? তাহার পর জ্ঞানী লোকও যখন অপর লোকের স্তায় প্রারক বশে স্ব স্ব দুঃখ-ভোগ করিয়া থাকেন, তখন তাহার আর আনন্দময় মুক্তি লাভ হইল কৈ ? পুরোক্ত প্রত্যক্ষাদি-বিরোধও জীবমুক্তির বাধক ॥

(*) উৎপাদ্যতে ইতি (গ) পাঠঃ ।

চেৎ—ধ্যাননিয়োগনির্মলং মন এব সাধনমিতি ক্রমঃ । কেনাবগম্যতে ? ইতি
 চেৎ—ভবতো বা কর্মভির্মনো নির্মলং ভবতি, নির্মলে মনসি শ্রবণ-মনন-
 নিদিধ্যাসনৈঃ সকলেতরবিষয়বিমুখশ্চৈব শাস্ত্রং (*) নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদয়-
 তীতি কেনাবগম্যতে ? “বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন ।”
 [বৃহদা০ ৬।৪।২২^১, “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা০ ৬।৫।৬]
 “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” [মুণ্ডক০ ৩।২।৯ ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈরिति চেৎ;
 মমাপি “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”, “ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্,”
 [তৈত্তি, আন০ ১,] । “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা,” [মুণ্ডক০, ৩।৮।১] ।
 “মনসা তু বিশুদ্ধেন,” । “হৃদা মনীষা, মনসাভিকৃপ্তঃ ।” [কঠ০, ২।৩।৯] ।
 ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈর্ধ্যাননিয়োগেন মনো নির্মলং ভবতি । নির্মলঞ্চ
 মনো ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তীত্যবগম্যত ইতি নিরবশ্যম্ ॥

“নেদং যদিদমুপাসতে”, ইত্যুপাস্ত্রং প্রতিষিদ্ধমিতি চেৎ ; নৈবম্ ;
 নাত্র ব্রহ্মণ উপাস্ত্রং প্রতিষিধ্যতে ; অপি তু, ব্রহ্মণো জগদ্বৈরূপাং

যে কি, তাহা তোমার বলা আবশ্যক । আমবা বলি—ধ্যাননিয়োগ দ্বারা বিমলীকৃত মনই সাধন
 বা জ্ঞানোৎপত্তির উপায়, (অপব কিছু নহে) । যদি বল ইহা জানা যায় কিসের দ্বারা ? [জিজ্ঞাসা
 করি]—তোমাব মতেই বা—কর্ম দ্বারা যে, মন নির্মল হয় এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন
 দ্বারা অপব সমস্ত বিষয় হইতে বিমুক্তীভূত (বিতৃষ্ণ) ব্যক্তিব সেই নির্মল মনে যে, মোক্ষ-শাস্ত্র
 বাক্য-নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করে, ইহাই বা জানা যায় কিসে ? যদি বল, ইহা—[ব্রাহ্মণগণ]
 যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক অর্থাৎ ভোগত্যাগের দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে ইচ্ছা করেন ।
 ‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘ব্রহ্মকে
 জানিবে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান ।’ ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় । [তাহা হইলে]
 আমার পক্ষেও [আত্মাকে] শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে ।’ ‘ব্রহ্মবিৎ
 ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ।’ ‘ব্রহ্ম চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্য দ্বারা ও উক্ত হন না ; পরন্তু,
 বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গৃহীত হন ।’ ‘বশীকৃত মনের দ্বারা [আত্মা] পবিজ্ঞাত হন ।’ ইত্যাদি
 শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, ধ্যানানুষ্ঠান দ্বারা মন নির্মল হয়, এবং সেই নির্মল মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎ-
 কাব সমুৎপাদন করিয়া দেয় । অতএব, [আমার পক্ষটাই] নির্দোষ ।

যদি বল, ‘যাহাকে “ইদং” (বিশিষ্ট রূপ সম্পন্ন) বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে ।’
 এই শাস্ত্রে ত ব্রহ্মের উপাস্ত্রং প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ? না—ইহাব ভাব একরূপ নহে ; এখানে ব্রহ্মের

(*) শাস্ত্রম্ ইত্যত্র ‘বস্তু’ ইতি (গ) পুস্তকে পঠ্যতে ।

প্রতিপাদ্যতে । যদিৎ জগদুপাসতে প্রাণিনঃ, নেদং ব্রহ্ম; ‘তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি—যৎ বাচানভ্যাদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে’ ইতি বাক্যার্থঃ । অত্যা “তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি” ইতি বিরুদ্ধ্যতে । ধ্যানবিধিবৈষয়্যার্থোক্ত্যনঃ স্মৃৎ । অতো ব্রহ্মসাক্ষাৎ কার-ফলেন ধ্যাননিয়োগেনৈবাপরমার্থভূতস্য কৃৎসনস্য দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাদিপ্রপঞ্চরূপবন্ধস্য নিবৃত্তিঃ ॥ ২২ ॥

[ভেদাভেদবাদ-বিচারঃ]

যদপি কৈশ্চিদুক্তম্,—ভেদাভেদয়োर्वিরোধো ন বিদ্যত ইতি । তদ-যুক্তম্; ন হি শীতোষ্ণ-তমঃপ্রকাশাদিবাংমদাত্তেদাবেকস্মিন বস্তুনি সংগচ্ছেতে । অথোচ্যেত, —সর্বমেব হি বস্তুজাতং প্রতীতি-ব্যবস্থাপ্যম্; সর্বঞ্চ ভিন্নাভিন্নং প্রতীয়তে—কারণাত্মনা জাত্যাাত্মনা চাভিন্নম্; কার্য-াত্মনা ব্যক্ত্যাাত্মনা চ ভিন্নম্ । ছায়াতপাদিষু বিরোধঃ সহানবস্থান-নিয়মলক্ষণো ভিন্নাধারস্বরূপশ্চ । কার্য-কারণয়োর্জাতি-ব্যক্ত্যোশ্চ তদুভয়মপি নোপ-লভ্যতে; প্রত্যুত একমেব বস্তু দ্বিরূপং প্রতীয়তে । যথা—মৃদয়ং ঘটঃ, যণ্ডো গোঃ, মৃণ্ডো গৌরিতি (*) । ন চৈকরূপং কিঞ্চিদপি (†) বস্তু

উপাস্তত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় নাই; পরন্তু ব্রহ্মের জগদ্বৈলক্ষণ্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে,—অর্থাৎ প্রাণিগণ যে, এই জগতের উপাসনা করিয়া থাকে, ইহা ব্রহ্ম নহে । ‘যিনি বাক্য দ্বারা বর্ণিত হন না; পবন দ্বারা প্রবেশ্য বাক্য উচ্চারিত হয়; তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ।’ ইহাই তত্রত্য বাক্যের অর্থ; তাহা না হইলে ‘তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে’, এই বাক্যটি বিরুদ্ধ হইতে পারে এবং আশ্চর্য্যের ধ্যানবিধিও অনর্থক হইয়া পড়ে । অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনক ধ্যানবিধি দ্বারাই অসত্যভূত, দৃষ্ট-দৃশ্যাদি প্রপঞ্চাঘক সমস্ত বন্ধের নিবৃত্তি হয় [বৃত্তিতে হইবে] ॥ ২২ ॥

আরও যে, কেহ কেহ বলিয়াছেন—[একত্র] ভেদাভেদের বিবোধ নাই । তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ, শীত ও উষ্ণ এবং তমঃ ও প্রকাশের আয় কার্য কারণের ও জাতি-বাক্তির ভেদাভেদ-বাদ বিচার । [বিরুদ্ধ-স্বভাব] ভেদ ও অভেদ কখনই একটা বস্তুতে সম্ভব হইতে

পারে না । পক্ষান্তরে, যদি বল, সমস্ত বস্তুই প্রতীতি অনুসারে ব্যবস্থাপনীয়; সমস্ত বস্তুই ত ভিন্ন ও অভিন্নরূপে প্রতীত হয়,—সমস্ত বস্তুই কারণরূপে ও জাতি-রূপে অভিন্ন, আর কার্যরূপে ও বাক্তি বা ব্যক্তিভাবে ভিন্ন । ছায়া ও আলোকের যে বিরোধ, তাহা দ্বিবিধ—একত্র একসঙ্গে অনবস্থাননিয়মরূপ ও ভিন্নাশ্রয়ে অবস্থানের নিয়মরূপ; কিন্তু কার্য ও কারণ এবং জাতি ও ব্যক্তিতে উক্ত উভয়প্রকার বিরোধই দৃষ্ট হয় না । পরন্তু, একই বস্তুর দুইটা রূপ বা অবস্থামাত্র প্রতীত হইয়া থাকে । যথা,—‘এই ঘটটা মৃত্তিকা এবং এই গো-টা ঘাঁড় ও শৃঙ্গহীন’ । লোক-ব্যবহারভিজ্জগণ কখনও কোথাও কোন বস্তুই সম্পূর্ণ ভাবে

লৌকিকৈর্দৃষ্টিচরম্ । ন চ তৃণাদেজ্জলনাদিবদভেদো ভেদোপমর্দী দৃশ্যত-
ইতি ন বস্তুবিরোধঃ । যুৎসুবর্ণ-গবাস্থাত্মনাবস্থিতস্তেব ঘটমুকুট-ষণ্ডমুণ্ড-
গবাঢ়াত্মনা (*) চাবস্থানাৎ ।

ন চাভিন্নস্ত ভিন্নস্ত চ (+) বস্তুনোহভেদো ভেদশৈচক এবাকার-
ইতীশ্বরাজ্ঞা ! প্রতীতহাদৈকরূপাৎ চেৎ ; প্রতীতহাদেব ভিন্নাভিন্নহমিতি

একরূপ দর্শন করেন নাই (†) । আব অগ্নি যেরূপ দহমান তৃণাদি বস্তুকে বিনষ্ট (দগ্ধ) করে ;
অভেদও যে, সেইরূপ ভেদের বিনাশ করে ; এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না ; সুতরাং এখানে
'বস্তুবিরোধ' বলিয়া কোন বিরোধ নাই (§) । বিশেষতঃ মৃত্তিকা, সূবর্ণ, গো, অশ্ব প্রভৃতিভাবা-
পন্ন বস্তুগুলিকেই আবাব [যথাক্রমে] ঘট, মুকুট এবং ষণ্ড ও মুণ্ড গো প্রভৃতিরূপেও অবস্থান
করিতে দেখা যায় ; অর্থাৎ মৃত্তিকা ঘটাকাবে, সূবর্ণ মুকুটাকাবে এবং গো ষণ্ডাদি আকারে
পরিচিত হয় । [এখানে মৃত্তিকা এই জাতি বা সামান্য-ধর্ম্মানুসারে মূন্ময় মাত্রই এক—অভিন্ন,
অথচ ঘট, শরাবাদিরূপে ভিন্ন] ।

আব অভিন্ন বস্তু—জাতিব যে, কেবলই অভেদ আকার হইবে এবং ভিন্ন বস্তু—ব্যক্তিব যে,
কেবল ভেদই একমাত্র আকার হইবে, এরূপ কোন ঈশ্বরাজ্ঞা নাই ! [যাহাতে অসঙ্গত হইলেও
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে] । যদি বল, প্রতীতি অনুসাবেই বস্তুব একরূপত্ব স্বীকার করিতে

(*) 'মুণ্ড-বড়বাদ্যাত্মনা' ইতি (গ) পাঠঃ । (†) 'ভিন্নস্ত চ' ইতি (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(‡) —তাৎপর্য্য — 'মৃত্তিকা ও ঘট,' এই উদাহরণে মৃত্তিকা কারণ এবং ঘট তাহার কার্য্য । এস্থলে মৃত্তিকা-
কণী কারণেরই একটা অবস্থাব নাম—ঘট ; কার্য্য ও কারণের সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে মৃত্তিকা কখনই ঘ-
টরূপে অবস্থান করিতে পারিত না । বিগীয়ে উদাহরণে 'ষণ্ড গো' স্থলে 'গোত্র' একটা জাতি, 'ষণ্ড' একটা ব্যক্তি ;
জাতি ও ব্যক্তির সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে 'যো' কখনই 'ষণ্ড' হইতে পারিত না । অতএব, এরূপ ব্যবহার
দৃষ্ট জানা যাব যে, কার্য্য ও কারণ এবং জাতি ও ব্যক্তি একই পদার্থের অবস্থাবের মাত্র, উহার পরস্পর
বিবন্ধ হয় না ।

(§) তাৎপর্য্য—একই বস্তুতে ভেদাত্মক স্বীকার পক্ষে প্রথমতঃ দুইটা বিরোধ আশঙ্কিত ও পরিহৃত
হইয়াছে । তাহার প্রথমটা সহানুস্থাননিঃসরণ, অর্থাৎ কল্পিত কালেও একত্র না থাকা । বিগীয়েটা ভিন্নাধারত্বরূপ,
অর্থাৎ স্বভাবতই ভিন্ন স্থানে অবস্থিতির নিয়ম । এখন 'নাশ-নাশক'রূপ আর একটা বস্তু-বিরোধ আশঙ্কা
করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন । আশঙ্কা হইয়াছিল যে, অগ্নি যেমন দহমান তৃণকাঠাদি বিনষ্ট করিয়া
দেয়, তেমনি যে কোন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে অভেদ উপস্থিত হয়, সেই অভেদ উপস্থিত হইবামাত্র তদুভয়-গত ভেদ
বিনষ্ট করিয়া দেয় । অভেদমাত্রই ভেদের বিনাশক ; সুতরাং একত্র ভেদাত্মক স্বীকার করিলে উক্তপ্রকার
বস্তু-বিরোধ উপস্থিত হয় । তদুত্তরে ভেদাত্মকবাদী বলিতেছেন—অভেদ হইলেই যে, ভেদ বিনষ্ট হইয়া যাইবে,
এরূপ কোনও নিয়ম দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু একজাতীয় পদার্থে জাতি-গত অভেদ সত্ত্বেও মূন্ময় ঘট প্রভৃতি
পদার্থে ব্যক্তিগত ভেদ দেখীপামান দৃষ্ট হয় । অতএব, উক্তপ্রকার 'বস্তু-বিরোধ' নামক কোন দোষ স্বীকার করা
যাইতে পারে না ।

দ্বৈরূপ্যমপ্যভ্যাপগম্যতাম্ । ন হি বিস্ফারিতাক্ষঃ পুরুষো ঘটশরাব-বগুমুণ্ডা-
দিষু বস্তুমূলভ্যামানেষু 'ইয়ং মৃৎ, অয়ঞ্চ ঘটঃ, ইদং গোত্বম্, ইয়ঞ্চ ব্যক্তিঃ'
ইতি বিবেক্তুং শক্নোতি; অপি তু, 'মৃদয়ং ঘটঃ' যন্তো গোঃ' ইত্যেব প্রত্যেতি ।
অনুবৃত্তি-বুদ্ধিবোধ্যং কারণমাকৃতিশ্চ, ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিবোধ্যং কার্য্যং ব্যক্তিশ্চেতি
বিবিনক্তীতি চেৎ ; নৈবম্ ; বিবিক্তাকারানুপলক্ষেঃ । ন হি সূক্ষ্মমপি
নিরীক্ষমাণৈঃ 'ইদমনুবর্তমানং, ইদঞ্চ ব্যাবর্তমানম্', ইতি পুরোহবস্থিতে
বস্তুত্বাকারভেদ উপলভ্যতে । যথা সংপ্রতিপন্নৈক্যে কার্য্যে বিশেষে চৈকত্ব-
বুদ্ধিরূপজায়তে, তথৈব সকারণে সমামান্যে চৈকত্ববুদ্ধিঃ (*) অবিশিষ্টোপজা-
য়তে । এবমেব দেশতঃ কালতশ্চাকারতশ্চ অত্যন্তবিলক্ষণেষুপি বস্তুষু

হয় ; তাহা হইলে বস্তুব ভেদাভেদও যখন প্রতীতির বিষয়, তখন বস্তুব দ্বিরূপতাও (ভেদ ও
অভেদ) স্বীকার করা আবশ্যক হয় । কাবণ, কোন ব্যক্তিই বিস্ফারিত-নেত্রে ঘট, শরা, বগু,
মুণ্ড বস্তু অবলোকন করিয়া কখনই 'এইটুকু মৃত্তিকা আব এইটুকু ঘট, এবং এইটুকু গোত্ব
জাতি, আর এইটুকু গো ব্যক্তি' এইরূপে জাতি ও ব্যক্তির পার্থক্য করিতে সমর্থ হয় না ; পরন্তু,
'এই ঘটটি মৃত্তিকাস্বরূপ, এবং 'এই বগুটি গো', লোকে এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে,
[কিন্তু, কেহই উভয়ের পার্থক্য অনুভব করে না] । যদি বল, জাতি ও ব্যক্তির এইরূপেই ত
বিবেক বা পার্থক্য করা হইয়া থাকে যে, ঘটাদি বস্তুব কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি ও তাহার আকৃতি
হয়—অনুবৃত্তি-বুদ্ধিগম্য, আর কার্য্য ও ব্যক্তি (ঘটাদি) হয়—ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিব বিষয় । অভিপ্রায় এই
যে, ঘট-কার্য্যের কারণ মৃত্তিকা ও কল্পগ্রীবাদিরূপ আকৃতি সমস্ত-ঘটেই অনুগত বা বর্তমান দেখা
যায় ; আর তৎকার্য্য ঘট ব্যক্তির অগত্ৰ কুত্রাপি সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয় না । ইহা হইতেই উভয়ের
পার্থক্য জানা যায় । না—এইরূপেও পরিদৃষ্ট দুইটা আকাবের পরস্পর পার্থক্যের প্রতীতি হয় না ।
কেন না, অতি সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করিলেও এই অংশ অনুগত, আর এই অংশ ব্যাবৃত্ত, এইরূপে
কোন দৃশ্যমান বস্তুতেই আকাবগত পার্থক্য উপলব্ধ বা জ্ঞানগোচর হয় না । বিশেষতঃ যাহার ঐক্য
বা অভেদ নিশ্চিত হইয়া আছে ; সেইরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যেরূপ একত্ব বা অভিন্নত্ব বোধ হয়,
কারণ ও সামান্য-ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যাবিশেষেও ঠিক সেইরূপই একত্ব-বুদ্ধি উপস্থিত হয় ; উভয়ের মধ্যে
কিছুমাত্র বিশেষ নাই । এইরূপ, যে সকল বস্তু দেশ, কাল ও আকার দ্বারা অত্যন্ত বিভিন্ন-
প্রকার ; অর্থাৎ বিভিন্নদেশগত, পৃথক পৃথক কালগত ও বিভিন্নপ্রকার আকৃতিসম্পন্ন ; সেই
বস্তুসমূহেও 'ইহা সেই বস্তুই বটে', এই প্রকারে [জাতিগত ঐক্যের] প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে ।
[পূর্বেদৃষ্ট বস্তুব যে, পশ্চাৎ দর্শনে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া মনে হওয়া, তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে ।]

‘তদেবেদম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে । অতো দ্ব্যাত্মকমেব বস্তু প্রতীয়তে, ইতি কার্য্য-কারণয়োজ্য-ব্যক্ত্যোচ্চাত্যন্তভেদোপপাদনং প্রতীতিপরাহতম্ ॥২৩॥

অথোচ্যেত —‘মুদয়ং ঘটঃ, ষণ্ডো গোঃ’ ইতিবৎ ‘দেবোহং, মনুষ্যো-হং’ ইতি সামানাদিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতেরাশ্ন-শরীরয়োরাপি ভিন্নাভিন্নস্বং স্মাৎ; অত ইদং ভেদাভেদোপপাদনং নিজসদননিহিত-ছতবহুজালায়ত-ইতি । তদিদমনাকলিত-ভেদাভেদসাধন-সামানাদিকরণ্য-তদর্থযাথাত্ম্যাব-বোধবিস্মিতম্ ।

তথা হি—অবাধিত এব প্রত্যয়ঃ সর্ব্বত্রার্থং ব্যবস্থাপয়তি । দেবা-ত্যাভিমানস্বাশ্ন-যাথাহ্ম্যগোচরৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রমাণৈর্বাধ্যমানো রজ্জু-সর্পাদিবুদ্ধিবৎ নাশ্ন-শরীরয়োরাভেদং সাধয়তি । ‘ষণ্ডো গোর্মুণ্ডো গোঃ,’ ইতি সামানাদিকরণ্যস্ত ন কেনচিৎ কচিৎ বাধো দৃশ্যতে; তস্মান্নাতিপ্রসঙ্গঃ । অতএব জীবোহপি ব্রহ্মণো নাত্যন্তভিন্নঃ; অপি তু ব্রহ্মাংশেহেন ভিন্নাভিন্নঃ ।

অতএব বস্তুমাত্রই দ্ব্যাত্মক অর্থাৎ ভেদাভেদ উভয়াকাবে প্রতীত হইয়া থাকে ; অতএব, কার্য্য ও কারণে এবং জাতি ও ব্যক্তিতে যে, অত্যন্ত ভেদ সমর্থন কবা, তাহা অনুভববিরুদ্ধ [সূত্রাং উপেক্ষণীয়] ॥ ২৩ ॥

যদি বল, ‘এই ঘটটা মৃত্তিকা, এইটা ষণ্ড গো’ ইত্যাদি বস্তু হায় ‘আমি দেবতা, আমি মনুষ্য’, এই সকল স্থলেও আত্মা ও শরীরের সামানাদিকাবণ্য নিবন্ধন (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ) যখন ঐক্য বা অভেদ-প্রতীতি হইতেছে ; তখন আত্মা ও শরীরের ত ভেদাভেদ উপপন্ন হইতেই পারে । অতএব, এই ভেদাভেদের সমর্থনকে যে, নিজ-গৃহে অগ্নিশিখা প্রদানের হায় বলা হইয়া থাকে, তাহা কেবল ভেদাভেদসংপক সামানাদিকরণ্য ও সামানাদিকবণ্যের প্রকৃত অর্থের অনভিজ্ঞারই ফলমাত্র ।

দেখ,—যে প্রতীতিটী অপর প্রমাণ দ্বাৰা বাধিত অর্থাৎ ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চিত না হয় ; সেই প্রতীতিই সর্ব্বত্র পদার্থ-নির্ধারণের হেতু হইয়া থাকে ; কিন্তু, আলোচ্য স্থলে আত্মার যে, দেবতাদি অভিমান, তাহা আত্মমায়া-বোধক সমস্ত প্রমাণে বাধিত ; সূত্রাং রজ্জু-সর্পাদি-বুদ্ধির হায় উক্ত [ভ্রান্ত] প্রতীতিও আত্মা ও শরীরেব অভেদ সাধন করিতে পারে না । অথচ, [পূর্ব্বোদাহৃত] ‘ষণ্ড গো, মুণ্ড গো’, ইত্যাদি স্থানীয় সামানাদিকরণ্যের কোথাও অপর কোন প্রমাণেই বাধা দৃষ্ট হইতেছে না ; সূত্রাং [‘আমি দেবতা’ ইত্যাদি স্থলে পূর্ব্বোক্ত ভেদাভেদ নিয়মের] অতি প্রসক্তি বা ব্যভিচার (নিয়মভঙ্গ) হইল না । অতএব, [সৰ্ব্ব বস্তুই ভেদাভেদরূপ বশতঃ] জীবও ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ নহে ; পরন্তু, ব্রহ্মের অংশরূপে

তত্রাভেদ এব স্বাভাবিকঃ, ভেদস্বৌপাধিকঃ(*) । কথমিদমবগম্যতে ? ইতি
চেৎ ; “তত্ত্বমসি ।” “নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টো ।” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”,
ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ, “ব্রহ্মেণৈব ত্বাপৃথিবী” ইতি প্রকৃত্য—

“ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেণৈব কিতবা উত ।

স্ত্রীপুংসৌ ব্রহ্মণো জাতৌ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মোত বা পুমান্(†) ॥” [অথর্ব০....]

ইত্যাথর্বণিকানাং সংহিতোপনিষদি ব্রহ্মসূক্তে অভেদশ্রবণাচ্চ ।

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥” [শ্বেতাস্ব০, ৬।১৩]

“স্ত্রাক্তো দ্বাবজাবীশানীশো” [শ্বেতাস্ব০ ১।৯] ।

“ক্রিয়াগুণৈরাশ্রয়গুণৈশ্চ তেষাম্,

সংযোগহেতুরপারোহপি দৃষ্টঃ ॥” [শ্বেতাস্ব০, ৫।১২]

“প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণৈশ্চ সংসার-মোক্ষস্থিতি-বন্ধহেতুঃ ॥”

[শ্বেতাস্ব০ ৬।১৬] ।

ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে । তন্মধ্যে অভিন্নভাবেই [জীবের] স্বাভাবিক, ভিন্নভাবেই ঔপাধিক,
বা আরোপিত । যদি বল, উক্ত স্বাভাবিকই ও ঔপাধিকই জানা যায় কিসে ? [উত্তর]
নিম্নোক্ত প্রমাণেই ইহা জানা যায়,—[প্রথমতঃ] ‘তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ ।’ ‘এই আত্মা ভিন্ন
আর দ্রষ্টা নাই ।’ ‘এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা,—[দ্বিতীয়তঃ] ‘ব্রহ্মই এই ভূমি
ও অন্তরীক্ষ স্বরূপ’, এই প্রকরণে ‘ব্রহ্মদাশ (ব্রহ্ম-সম্প্রদাতা) ও ব্রহ্মদাস ; এতদ্ব্যয়ই ব্রহ্মস্বরূপ
এবং এই কিতব সমূহও ব্রহ্মস্বরূপ । স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং
ব্রহ্মই স্ত্রী ও পুরুষস্বরূপ ।’ এই অথর্ববেদীয় সংহিতার ব্রহ্মসূক্তে অভেদ শ্রবণহেতু,—আর
‘যিনি অনিত্য পদার্থ সমূহেব নিতাশ্রয় স্বরূপ, চেতনসমূহেরও চৈতন্যসম্পাদক এবং এক
হইয়াও অনেকের বহুপ্রকার কাম বা অভিলষিত বিষয়সমূহ সম্পাদন করেন ।’ [‘জীব ও
পরমাত্মা], উভয়ই অজ (জন্মরহিত) ; তন্মধ্যে একটি (চেতন), অপরটি অজ্ঞ (অজ্ঞানে অভিভূত)
এবং ‘একটি ঈশ (প্রভু), অপরটি অনীশ (অপ্রভু) ।’ [‘সংসারহেতুভূত] ক্রিয়াগুণে, আর
[মোক্ষকারণীভূত] আশ্রয়গুণ দ্বারা তাহাদের সংযোগহেতু আরও একটি (জীবের অস্তিত্ব)
জানা যায় ।’ ‘প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) অধিপতি (পরিচালক), সঙ্করজঃ-

(*) ভেদ এতৌপাধিকঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ । ভেদস্বৌপাধিকঃ’ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(†) ভবান্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

“স কারণং করণাধিপাধিপঃ ।” [শ্বেতাস্বঃ ৬।৯] ।

“তয়োরন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদভ্যানশ্লম্মন্যোহভিচাক্ষীতি ॥” [শ্বেতাস্বঃ ৪।৬] ।

“য আত্মনি তিষ্ঠন্”, [বৃহদাঃ ৬।৭।২২] । “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্ ।...প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারুঢ় উৎসর্জন্ যাতি ।” [বৃহদাঃ, ৪।৩।২১, ৩৫] । “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” [শ্বেতাস্বঃ ৩।৮] ইত্যাদিভির্ভেদশ্রবণাচ্চ (*) জীব-পরয়োর্ভেদাভেদাবশ্যাশ্রয়ণীয়ো । তত্র “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মেব ভবতি” ইত্যাদিভিশ্চোক্ষদশায়াং জীবস্ত ব্রহ্ম-স্বরূপাপত্তিব্যপদেশাৎ, “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাহুং, তৎ কেন কং পশ্যেৎ ।” [বৃহদাঃ ৪।৪।১৪] ইতি (†) তদানীং ভেদেনেশ্বরদর্শননিষেধাচ্চ অভেদঃ স্বাভাবিক ইত্যবগম্যতে ॥ ২৪ ॥

নতু চ, “সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তি-
আনঃ ১] ইতি ‘সহ’ শ্রুত্যা তদানীমপি ভেদঃ প্রतीयতে । বক্ষ্যতি চ—

তমোগুণের ঈশ (নিয়ন্তা) ঈশ্ববই সংসার, মুক্তি ও বন্ধের কাৰণ। ‘তিনিই কাৰণ ও কৰণাধিপতিবও অধিপতি।’ [জীব ও পরমাত্মা,] এতদ্ব্যয়েব মধ্যে একটী (জীব) ভোগযোগ্য কৰ্ম্মফল ভোগ কবে, ‘অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ না কবিয়া কেবল [জীবের কৰ্ম্ম] দর্শন কবেন।’ ‘মিনি আত্মাতে (দেহে) অধিষ্ঠিত হন।’ [জীব] প্রাক্ত —পৰমাত্মাব সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর (আভ্যন্তরিক) কোন বিষয় অবগত হয় না ।’ [মৃত্যুকালে জীব] প্রাক্ত আত্মা-কর্তৃক পরিচালিত হইয়া [দেহ] ত্যাগ করতঃ চলিয়া যায়।’ তাঁহাকেই (পরমাত্মাকেই) জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম কবিয়া থাকে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে ভেদশ্রবণহেতুও জীব ও পরমাত্মার ভেদাভেদ অবগ্ৰহী স্বীকার করিতে হয়। তন্মধ্যেও, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপই হন’, ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির উল্লেখ থাকায় এবং ‘যখন ইহাব (মুক্ষুর) নিকট সমস্তই আয়ত্বরূপ হইয়া যায়; তখন কে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে?’ এই শ্রুতিতে ঈশ্বরেও ভেদদর্শনের নিষেধ থাকায় জানা যায় যে, [জীব-ব্রহ্মের] অভেদতাবই স্বাভাবিক বা প্রকৃতিসিদ্ধ রূপ ॥ ২৪ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন।’ এই ‘সহ’ শ্রুতি (সহ ব্রহ্মণা) কথায় জানা যায় যে, মোক্ষদশায়ও [জীব-পরমেশ্বরভেদ] অক্ষুণ্ণই

(*) ভোদভেদ শ্রবণাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ইতি চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

“জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসম্বিহিতত্বাচ্চ।” [ব্রহ্মসূ., ৪।৪।১৭] । “ভোগ-
মাত্রসাম্যালিঙ্গাৎ চ” [ব্রহ্মসূ., ৪।৪।২১] ইতি । নৈতদেবম্ ; “নাহোহতোহস্তি
দ্রষ্টা” ইত্যেবমাদিশ্রুতিশতৈরাভ্যভেদপ্রতিষেধাৎ । “সোহশ্নুতে সর্বান
কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” ইতি সর্বৈঃ কামৈঃ সহ ব্রহ্ম অশ্নুতে—
সর্বগুণাশ্বিতং ব্রহ্ম অশ্নুত ইত্যুক্তং ভবতি । অন্যথা, ‘ব্রহ্মণা সহ’ ইত্য-
প্রাধান্যং (*) ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যেত । “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” ইত্যত্র মুক্তস্ত
ভেদেনাবস্থানে সতি ঐশ্বর্যস্য ন্যূনতাপ্রসঙ্গো বক্ষ্যতে । অন্যথা “সম্পাদ্যা-
বির্ভাবঃ স্মেন, শব্দাৎ ।” [ব্রহ্ম সূ., ৪।৪।১] ইত্যাদিভির্বিরোধাৎ ।
তস্মাদভেদ এব স্বাভাবিকঃ ; ভেদস্ত জীবানাং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরস্পরঞ্চ
বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহোপাধিকৃতঃ ।

যद्यপি, ব্রহ্ম নিরবয়বং সর্বগতঞ্চ, তথাপ্যাকাশ ইব ঘটাদিনা, বুদ্ধ্যা-
দুপাধিনা ব্রহ্মণ্যপি (+) ভেদঃ সম্ভবত্যেব । ন চ ভিন্নে ব্রহ্মণি বুদ্ধ্যাছুপা-

থাকে । স্বয়ং সূত্রকারও বলিবেন যে, ‘প্রকরণানুসাবে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের জগৎ-বচনা
ভিন্ন কার্যে ঈশ্বরত্বলা অধিকার হয়, বিশেষতঃ ঐ প্রকরণে জগৎ-বচনার প্রসঙ্গও নাই ।’ ‘কেবল
ভোগাংশেই ঈশ্বর-সাম্যের সূচনা বশতও [ঈশ্বর জানা যায়] ।’ না—ইহা একপ নহে ; অর্থাৎ
উক্ত বাক্যসমূহের এইরূপ তাৎপর্য নহে ; কেননা, ‘ইহা ভিন্ন আদ্য দ্রষ্টা নাই,’ ইত্যাদি শত শত
শ্রুতি দ্বারা [ব্রহ্মের সহিত] আত্মার ভেদ প্রতিবন্ধি হইয়াছে । আদ্য “সোহশ্নুতে” ইত্যাদি
অর্থও এইরূপ যে, মুক্ত পুরুষ সমস্ত কাম বা ভোগ্যবিষয়ের সহিত ব্রহ্মকে ভোগ করেন । এই-
রূপ অর্থ না করিয়া ‘ব্রহ্মের সহিত [ভোগ করেন]’ বলিলে ব্রহ্মের অপ্রাধান্য হইয়া পড়ে, [এবং
কাম্যবিষয় সমূহেরই প্রাধান্য হইতে পারে !] । আর “জগদ্ব্যাপারবর্জং” সূত্রেও মুক্তপুরুষ ব্রহ্ম
হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যেবই কেবল ন্যূনতা কথিত হইবে ; নচেৎ ‘মুক্ত-
পুরুষের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে অধিকার জন্মে ; ইহা তদোধক শব্দ হইতেই জানা যায় ।’ ইত্যাদি
সূত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । অতএব, [বুদ্ধিতে হইবে,] অভেদই স্বভাবসিদ্ধ ; আর
পরব্রহ্ম হইতে যে, জীবগণের ভেদ, তাহা কেবল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপ উপাধি দ্বারা সম্পাদিত
হয় মাত্র । ব্রহ্ম যদিও নিরবয়ব ও সর্বব্যাপী, তথাপি ঘটাদি দ্বারা আকাশের যেমন ভেদ সম্ভাবিত
হয়, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মেও সেইরূপ ভেদ নিশ্চয়ই সম্ভাবিত হয় । এখানে একপ
আপত্তিও হইতে পারে না যে, ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইলে পব হইবে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির
সম্বন্ধ, আবার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ হইলে হইবে ব্রহ্মভেদ ; সুতরাং ‘ইতরেতরাশ্রয়’

ধিসংযোগঃ, বুদ্ধ্যাত্ম্যাপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মণি ভেদঃ, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ।
উপাধেস্তুংসংযোগস্ত (*) চ কর্মকৃতত্বাৎ, তৎপ্রবাহস্ত চানাদিত্বাৎ ।

এতদুক্তং ভবতি—পূর্ব্বকর্ম্মসম্বন্ধাৎ জীবাৎ স্বসম্বন্ধ এবোপাধিরূপ-
পদ্যতে ; তদ্ব্যুক্তাৎ কর্ম্ম ; এবং বীজাক্কুরন্যায়েন কর্ম্মোপাধিসম্বন্ধস্ত
(+) অনাদিত্বাদদোষ ইতি । অতো জীবানাং পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদ এব
স্বাভাবিকঃ, ভেদস্তোপাধিকঃ । উপাধীনাং পুনঃ পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদবৎ
ভেদোহপি স্বাভাবিকঃ (‡) । উপাধীনামুপাধ্যন্তরাভাবাৎ, তদভ্যুপ-
গমেহনবস্থানাচ্চ । অতো জীবকর্ম্মানুরূপং (§) ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নস্বভাবা
এবোপাধয় উৎপদ্যন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

অত্রোচ্যতে—অদ্বিতীয়-সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মধ্যানবিষয়বিধিপরং বেদান্তবাক্য-

দোষ উপস্থিত হয় । ‘ইতবেতরাশ্রয়’ দোষ না হইবাব কাবণ এই যে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও
সেই উপাধির সহিত যে, ব্রহ্মেব সংযোগ ; এতদ্ব্যয়ই কর্ম্মকৃত বা কর্ম্মফল ; সেই কর্ম্ম ও
উপাধিসংযোগেব প্রবাহ অনাদি-সিদ্ধ (‡) ।

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, পূর্ব্বজন্মীয় শুভাশুভ কর্ম্মসম্বন্ধ জীব হইতেই (বুদ্ধি প্রভৃতি)
উপাধি উৎপত্তি হয়, এবং সেই উপাধিসম্বন্ধ জীব হইতেই আবাব শুভাশুভ কর্ম্ম সমুৎপন্ন হয় ;
এই ভাবে বীজাক্কুরেব ত্রায় কর্ম্ম ও উপাধি-সংযোগেব অনাদিধ্বনিবন্ধন [পূর্ব্বোক্ত ‘ইতরে-
তরাশ্রয়’] দোষ হয় না । অতএব, জীবসমূহেব যে, পরস্পর ভেদ এবং ব্রহ্ম হইতেও যে,
জীবসমূহেব ভেদ, ইহা উপাধিকৃত—স্বাভাবিক নহে । কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি সমূহেরও
পরস্পরেব সঙ্গে এবং ব্রহ্মেব সঙ্গে ভেদ, অভেদ, উভয়ই আছে ; তন্মধ্যে ভেদই উহাদের স্বাভাবিক,
আব অভেদভাবটী ঔপাদিক বা কাল্পনিক । কাবণ, উপাধি সমূহেরও ভেদক আর ত কোনও
উপাধি নাই । পক্ষান্তরে, উপাধিও অপব উপাধি করুনা কবিলে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত
হইয়া পড়ে । অতএব, [বুদ্ধিতে ইবে যে,] স্বকৃত কর্ম্মানুসাবেই জীবের অনুরূপ উপাধিসমূহ
সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই উপাধিসমূহ আবাব বন্ধ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে ॥ ২৫ ॥

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের ধ্যান-

(*) তত্ত্বংসংযোগস্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) কর্ম্মসম্বন্ধস্ত ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) “ভেদস্তোপাধিকঃ” ইত্যাদিঃ “স্বাভাবিকঃ” ইত্যন্তঃ সম্ভবঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) জীবকর্ম্মানুরূপাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য.—অভিপ্রায় এই যে, জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্মফলে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও তৎসংযোগের
উৎপত্তি হয়, আবাব বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি-যোগের পর শুভাশুভ কর্ম্মের অধিকার হয়, অথচ অগ্রে কর্ম্ম না থাকিলে
উপাধি জন্মিতে পারে না, আবাব অগ্রে বুদ্ধিরূপ উপাধি না জন্মিলেও বুদ্ধিসম্পাদ্য কর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে
না ; অতরাং কর্ম্ম ও উপাধি-সংযোগের মধ্যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ সম্ভাবিত হয় সত্য ;
কিন্তু ঐ কর্ম্ম ও উপাধি-সংযোগ যখন অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—কে অগ্রে কে পশ্চাৎ, ইহা নির্ণয়
করিবার কোনও উপায় নাই, তখন এ দপ স্থলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইতে পারে না ।

জাতমিতি বেদান্তবাক্যরভেদঃ প্রতীয়তে । ভেদাবলম্বিভিঃ কৰ্ম্মশাস্ত্রেঃ
প্রত্যক্ষাদিভিঃ ভেদঃ প্রতীয়তে । ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধাদনাদ্য-
বিদ্যামূলতয়াপি ভেদপ্রতীত্ব্যপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইত্যুক্তম্ । তত্র(*)
যদুক্তং—ভেদাভেদয়োঃ ভয়োরপি প্রতীতিসিদ্ধত্বাৎ ন বিরোধ ইতি ;
তদযুক্তম্ ; কস্মাচ্চিৎ কস্মচিৎ বিলক্ষণত্বং হি তস্মাৎ তস্য ভেদঃ, তদ্বিপরী-
তত্বং চাভেদঃ । তয়োঃ তথাভাবাতথাভাবরূপয়োরেকত্র সম্ভবনমুদ্যতঃ কো
ব্রবীতি । কারণাত্মনা জাত্যাাত্মনা চাভেদঃ, কার্যাত্মনা ব্যক্ত্যাাত্মনা চ ভেদঃ,
ইতি আকার-ভেদাদবিরোধ ইতি চেৎ ; ন, বিকল্পাসহত্বাৎ । আকারভেদাদ-
বিরোধ ইতি বদতঃ (†) কিমেকস্মিন্নাকারে ভেদঃ, আকারান্তরে চাভেদঃ (‡)
ইত্যভিপ্রায়ঃ ? উত আকারদ্বয়যোগি-বস্তুগতাবুভাবপি ? ইতি । পূর্বস্মিন্
কল্পে, ব্যক্তিগতো ভেদো জাতিগতচাভেদ ইতি নৈকশ্চ দ্ব্যাত্মকতা । জাতি-
ব্যক্তিরিতি চৈকমেব বস্তুিতি চেৎ ; তর্হি আকারভেদাদবিরোধঃ পরিত্যক্তঃ

বিধায়ক ; সূতবাং সেই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যে [জীব-ব্রহ্মেব] অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে ; পক্ষান্তবে,
ভেদসাপেক্ষ কৰ্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রসমূহ হইতেও আবাব ভেদ-প্রতীতি হইতেছে ; একত্র ভেদ ও
অভেদে বিবোধ হয় বলিয়া—এবং অনাদি অবিক্রামূলক বলিয়াও যখন ভেদ প্রতীতির উপপত্তি
হইতে পারে ; তখন অভেদ প্রতীতিই যে, পৰমার্থ বা সত্য ; এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।
এই পক্ষে যে, ভেদ ও অভেদেব প্রতীতি-সিদ্ধ-নিবন্ধন বিবোধ নাই, বলা হইয়াছে ; তাহা
যুক্তিযুক্ত হয় না । কেন না ; কোন এক পদার্থেব যে, অপব পদার্থ হইতে বৈলক্ষণ্য, তাহাই
তদ্বস্তুর ভেদ, আব তাহার বিপরীতভাবেই অভেদ ; সূতরাং পৰস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন সেই
ভেদাভেদের যে, একই স্থানে সম্ভাবনা, তাহা অসম্ভব বা প্রকৃতিস্থ কোন্ লোক বলিতে
পারে ? যদি বল, কারণরূপে ও জাতিরূপে অভেদ, আর কার্য ও ব্যক্তিরূপে ভেদ ; এই
উভয়ভাবে একত্র ভেদাভেদে ত কোনই বিরোধ হইতে পাবে না । না,—ইহাও বলা যাইতে
পারে না ; কাবণ, ইহা বিচারসহ হয় না । জিজ্ঞাসা করি—আকারভেদে যিনি অবিরোধ
বলিয়া থাকেন, তাহার এই কথার অভিপ্রায় কি ?—এক আকারে (জাতিরূপে ও কারণাকারে)
অভেদ, আর আকারান্তরে (কার্য ও ব্যক্তিরূপে) ভেদ ? অথবা, ভেদাভেদ উভয়ই কি [জাতি-
ব্যক্তি ও কার্যাকারণ, এই] উভয়বিধ আকারবিশিষ্ট বস্তুগত ? প্রথম পক্ষে যখন ব্যক্তিগত
ভেদ ও জাতিগত অভেদ ; তখন একের ত আর দ্বিরূপতা হইল না, [কারণ, জাতি ও ব্যক্তি
এক পদার্থ নহে] । যদি বল, জাতি ও ব্যক্তি, একই পদার্থ (পৃথক নহে) ; তাহা হইলেও

(*) অত্র ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) অবিরোধঃ বদতঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) বাভেদঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

স্তাৎ। একস্মিংশচ বিলক্ষণত্ব-তদ্বিপৰ্য্যয়ৌ বিরুদ্ধাবিত্যুক্তম্। দ্বিতীয়ে তু কল্পে, অত্ৰোত্ৰবিলক্ষণমাকারদ্বয়ম্, অপ্রতিপন্নঞ্চ তদাশ্রয়ভূতং বস্তুতি। তৃতীয়াভ্যুপগমেহপি (*) ত্রয়াণামত্ৰোত্ৰবিলক্ষণ্যমেবোপপাদিতং স্তাৎ; ন পুনরভেদঃ। আকারদ্বয়নিরূপ্যমাণাবিরোধঃ(†) তদাশ্রয়ভূতে বস্তুনি ভিন্না- ভিন্নহ্মমিতি চেৎ; স্বস্মাদ্ বিলক্ষণং স্বাশ্রয়মাকারদ্বয়ং স্বস্মিন্ বিরুদ্ধধর্মদ্বয়- সমাবেশ-নির্বাহকং কথং ভবেৎ? অবিলক্ষণং তু কথন্তরাম্? আকারদ্বয়- তদ্বতোশ্চ দ্ব্যাত্মকত্বাভ্যুপগমে নির্বাহকাস্তরাপেক্ষয়া অনবস্থানাৎ(‡)। ন চ সম্প্রতিপন্নৈক্য-ব্যক্তি-প্রতীতিবৎ সমামাত্ৰোহপি(§) বস্তুন্তেকরূপা প্রতীতি- রূপজায়তে। যতঃ(॥) ‘ইদমিথম্,’ ইতি সর্বত্র প্রকার-প্রকারিতয়েব সর্ব্বা প্রতীতিঃ। তত্র, প্রকারাংশো জাতিঃ, প্রকার্যাংশো ব্যক্তিঃ, ইতি নৈকা-

‘আকাবভেদে অবিরোধ’, কথাটা পরিত্যাগ করিতে হইল। কারণ, একই পদার্থে বৈলক্ষণ্য ও তদ্বিপৰ্য্যয় অর্থাৎ অবৈলক্ষণ্য যে, বিরুদ্ধ হয়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় কল্পেও (আকারদ্বয়বিশিষ্ট এক বস্তুগত, এই পক্ষেও, পৰস্পর বিজাতীয় (পৃথক্ প্রতীতি-গম্য) [জাতি ও ব্যক্তিরূপ] দুইটা আকাব ত উপলব্ধির বিষয় হয় না; অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তি যে, সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটা পদার্থ, ইহা ত অসম্ভব হয় না; [জাতি ও ব্যক্তির অতিবিক্ত তদাশ্রয়ীভূত যে, তৃত্যও কোন বস্তু প্রতীতি-সিদ্ধ নাই; ইহাও ‘অপ্রতিপন্ন’ কথা হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে]। আর জাতি ও ব্যক্তির আশ্রয়ীভূত তৃতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও [জাতি, ব্যক্তি ও তদাশ্রয় বস্তু, এই] তিনই যখন অত্ৰোত্ৰবিলক্ষণ, তখন উহাদের বৈলক্ষণ্যই প্রতিপাদিত হয়, কিন্তু অভেদ প্রতিপাদিত হয় না। আব আকাবদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুতে আকারভেদে ভেদাভেদ সম্ভব হয়, বলিলেও বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ আকার-দ্বয় স্বায় আশ্রয়ীভূত বস্তুতে কিরূপেইবা ভেদাভেদরূপ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের সমাবেশ সম্পাদনে সমর্থ হইবে? আব অবিলক্ষণ হইলে অর্থাৎ উক্ত তিনই একরূপ হইলে ত কোনরূপেই উহা হইতে পারে না। অথচ আকাবদ্বয় ও তদাশ্রয়, এতদুভয়েব বিরূপতা (বৈলক্ষণ্য) স্বীকার করিলে সেই বৈলক্ষণ্য-নির্বাহের জন্ত অপর একটা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; তাহারও বৈলক্ষণ্য-নির্বাহের জন্ত অপর একটা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হইতে পারে। আর যাহার একত্ব পক্ষে কোন বিসংবাদ নাই, সেই ব্যক্তিরূপেও (একটা বস্তুতেও) একত্ব প্রতীতি হয় না; কেন না, সর্বত্রই ‘ইহা এইপ্রকার’, এইরূপে প্রকার-প্রকারিতাবেই অর্থাৎ সামান্য-বিশেষভাবে বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেই সমস্ত প্রতীতি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ‘প্রকাব’ অংশটি জাতি, আর

(*) ত্রিতয়াভ্যুপগমেহপি ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(†) নিরূহমাণা ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) অনবস্থা স্তাৎ ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(§) তত্তৎসামাত্ৰোহপি ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(॥) যতঃ ইতি (গ) পুস্তকে নাস্তি।

কারতা-(*) প্রতীতিঃ । অতএব জীবস্তাপি ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নত্বং ন সম্ভবতি । তন্মাদভেদস্থানন্তথাসিক্-শাস্ত্রমূলহাদনাত্ত্ববিদ্যামূল এব ভেদ-প্রত্যয়ঃ ॥ ২৬ ॥

নসেবং ব্রহ্মণ এবাজ্ঞত্বাৎ তন্মূলাশ্চ জন্ম-জরা মরণাদয়ো দোষাঃ প্রাচুঃস্ব্যঃ । ততশ্চ “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ ।” [মুণ্ডো.১।১১৯] । “এষ আত্মা অপহতপাপু”, [ছান্দো.০,৮।১।৫] ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি বাধ্যেরন্ । নৈবম্ ; অজ্ঞত্বাদিদোষাণামপরমার্থত্বাৎ । ভবতস্তূপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুস্তর-মনভ্যুপগচ্ছতে ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গঃ, তৎকৃতশ্চ জীবত্বাজ্ঞত্বাদয়ো দোষাঃ পরমার্থত এব (+) ভবেয়ুঃ । ন হি ব্রহ্মণি নিরবয়বেহচ্ছেদ্যে সম্বধ্যমাণা উপাধয়স্তচ্ছিত্বা ভিত্ত্বা বা সম্বধ্যন্তে, অপি তু—ব্রহ্মস্বরূপে সংযুজ্য তস্মিন্নেব স্বকার্য্যাণি কুর্বন্তি ॥ ২৭ ॥

যদি মন্বীত - উপাধ্যুপাহিতং ব্রহ্ম জীবঃ, স চাপুপরিমাণঃ । অণুব্রহ্ম

‘প্রকারী’ অংশটী ব্যক্তি ; সূত্রবাং কুত্রাপি একাকারতার প্রতীতি হয় না । এই কারণেই (এক বস্তুতে ভেদাভেদের বিরোধ বশতই) জীবেরও ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদভাব সম্ভবপব হয় না । অতএব, এই অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের অত্থা অর্থাৎ প্রকারান্তরে সঙ্গতি কবিত্তে পারা যায় না বলিয়াই এই ভেদ-প্রত্যয়কেই অনাদি অবিদ্যামূলক বলিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

ভাল, জীব ও ব্রহ্মের অতি-ভাবই পৰমার্থ সত্য হইলে ব্রহ্মকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিতে হয়, অজ্ঞানপ্রশ্রয় বা অজ্ঞত্ব নিবন্ধন জীবের ছায় ব্রহ্মেও অজ্ঞানমূলক জন্ম-মরণাদি দোষ বাণি প্রাচুর্ভূত হইতে পারে ? ব্রহ্মেও জন্ম-মরণাদি দোষ সম্বন্ধ হইলে ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জানেন।’ ‘এই আত্মা নিষ্পাপ।’ ইত্যাদি শ্রুতিশাস্ত্র বাধিত হইয়া পড়ে । না—অজ্ঞত্বাদি দোষ যখন পারমার্থিক বা সত্য নহে, তখন ব্রহ্মে উক্ত দোষের সম্ভাবনাই হইতে পারে না ; বরং তুমি যখন উপাধি ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর না ; তখন তোমার মতেই ব্রহ্মে উপাধি সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং সেই উপাধি-রূত জীবত্ব, অজ্ঞত্ব প্রভৃতি দোষ রাশিও পরমার্থ-সত্যরূপেই ব্রহ্মে প্রাচুর্ভূত হইতে পারে । কেন না, নিরবয়ব ও অচ্ছেদ্য ব্রহ্মে সংসৃষ্ট উপাধি সমূহ যে, ব্রহ্মকে ছেদন ভেদন করিয়া তাহাতে সম্বন্ধ হয়, তাহা নহে ; পরন্তু ব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়া সেই ব্রহ্মের উপরেই নিজ নিজ কার্য্য সমুৎপাদন করে মাত্র ॥ ২৭ ॥

আর যদি মনে কর, উপাধি-উপহিত অর্থাৎ বুদ্ধাদি উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মই জীবসংজ্ঞা লাভ করেন ; জীবের অবচ্ছেদক বা উপাধিস্বরূপ মনের পরিমাণ—অণু ; এই কারণে

অবচ্ছেদকশ্চ মনসোহগুহ্মাৎ । স চাবচ্ছেদঃ (*) অনাদিঃ । এবমুপাধুপ-
হিতে দেশে (†) সম্বধ্যমানা দোষা অনুপহিতে পরে ব্রহ্মণি ন সম্বধ্যন্ত-
ইতি । অয়ং (‡) প্রফ্যব্যঃ—‘কিমুপাধিনা ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডোহগুরুপো-
জীবঃ ? উত অচ্ছিন্ন এবাগুরুপোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ ? উত
উপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্ ? অথ উপাধিসংযুক্তং চেতনাস্তরম্ ? অথ
“উপাধিরেব ?” ইতি । (১) অচ্ছেদ্যত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রথমঃ কল্পো ন কল্পতে ;
আদিমভ্রূজ জীবস্ত স্মৃতাঃ । একস্ত সত্যো দ্বৈবীকরণং হি ছেদনম্ । দ্বিতীয়ে
তু কল্পে, ব্রহ্মণ এব প্রদেশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধাদৌপাধিকাঃ সর্বের দোষা-
স্ত্যস্তেব (§) স্মৃতাঃ । উপাধৌ গচ্ছতুপাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগা-
দনুসংযুক্ত-ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষমভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ-মোক্ষো

তদগতিত জীবও অণুপরিমাণ । সেই অবচ্ছেদ বা উপাধিসম্বন্ধও অনাদি । এই প্রণালী
অনুসারে [বুঝা যায় যে,] উপাধিবিষিষ্ট দেশে (জীবে) যে সকল দোষ সমুৎপন্ন হয়, অনুপহিত
(উপাধিসম্বন্ধবহিত) পরব্রহ্মে সে সকল দোষ কখনই সম্বন্ধ হয় না বা হইতে পাবে না । (১)
এখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যিক যে, অণুপরিমাণ জীব কি উপাধিপরিস্ক্রিয় ব্রহ্মাংশ ? অথবা
[উপাধি দ্বারা] অনবচ্ছিন্ন অথচ অণুপরিমাণ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মেবই প্রদেশবিশেষ ? কিংবা
উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ ? অথবা উপাধিসংযুক্ত অপর একটা চেতন ? কিংবা উপাধি ? তন্মধ্যে
প্রথম পক্ষটি সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য [সুতরাং উপাধি দ্বারা ছিন্ন
হইতে পাবেন না ।] বিশেষতঃ এ পক্ষে জীবের আদিমভ্রূজ বা জন্মভ্রূজ হইতে পাবে ! কারণ,
একটা পদার্থের যে দ্বিধা করণ বা পার্থক্যসাধন, তাহাবই নামচ্ছেদন । দ্বিতীয় পক্ষে ব্রহ্মেবই
অংশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধ হওয়ায় ফলতঃ উপাধিকৃত দোষসমূহ তাহাবই (ব্রহ্মেবই) সম্ভাবিত
হয় । বিশেষতঃ উপাধি যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তখন সেই উপাধিটি
কখনই স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশকেও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে পাবে না, তাহাব প্রতিনিয়তই
ব্রহ্মপ্রদেশের সহিত বিচ্ছেদ হইতেছে ; এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে উপাধি-বিগম হওয়ায় সেই সকল ক্ষণে
জীবের বন্ধ ও মোক্ষ হইতে পাবে । অভিপ্রায় এই যে, অংশবিশেষের সহিত উপাধি-সংযোগই

(*) অবচ্ছেদকঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) উপহিত্তেংশ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ইহারং ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) একত্বেন ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(.) তাৎপৰ্য্য,—অভিপ্রায় এই যে, অণুও অনন্ত ব্রহ্মই অণুপরিমাণ (অসিস্কম) মনরূপ উপাধি দ্বারা
পরিস্ক্রিয় হইয়া ‘জীব’ সংজ্ঞা লাভ করেন । অবচ্ছেদক মন যখন অণুপরিমাণ, তখন তদবচ্ছিন্ন জীবও অণুপরি-
মাণ । ব্রহ্মের এই অবচ্ছিন্ন জীব ভিন্ন অনবচ্ছিন্ন অংশও আছে ; তাহাই ‘পরব্রহ্ম’ সংজ্ঞায় অভিহিত হয় । উপাধি
সম্বন্ধ বশতঃ যে কোন দোষ সম্ভাবিত হয়, তৎসমস্ত সেই উপহিত অংশ—জীবই প্রাপ্তভূত হয় ; কিন্তু
অনুপহিত অণুও পরব্রহ্মে আর সেই সমস্ত দোষ সংশ্লিষ্ট হয় না । সুতরাং জীবগত অজ্ঞানাদি দোষে ব্রহ্মের সম্বন্ধ

শ্রাতাম্ । আকর্ষণে চাচ্ছিন্নত্বাৎ কৃৎস্মশ্চ ব্রহ্মণ আকর্ষণং শ্রাৎ ।
নিরংশশ্চ ব্যাপিন আকর্ষণং ন সম্ভবতীতি চেৎ ; তর্হি উপাধিরেব গচ্ছতীতি
পূর্বোক্ত এব দোষঃ শ্রাৎ । অচ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশেষু সর্বোপাধিসংসর্গে
সর্বোপাধি জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশত্বেন অভেদ-প্রতিসন্ধানাং (*) শ্রাৎ ।
প্রদেশভেদাদপ্রতিসন্ধানে চৈকশ্যাপি স্রোপাধৌ গচ্ছতি সতি প্রতিসন্ধানাং
ন শ্রাৎ । তৃতীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মস্বরূপশ্রোপাধিসম্বন্ধেন জীবত্বাপাতাৎ
তদতিরিক্তানুপহিতব্রহ্মাসিদ্ধিঃ শ্রাৎ ; সর্বেষু চ দেহেষেক এব জীবঃ শ্রাৎ ।
তুরীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মণোহ্য এব জীবঃ, ইতি জীবভেদশ্রোপাধিকত্বং পরি-
ত্যক্তং শ্রাৎ । চরমে চার্বাকপক্ষ এব পরিগৃহীতঃ শ্রাৎ । তস্মাদভেদ-

বন্ধ, আর সেই উপাধি বিগমই মোক্ষ ; এইরূপই যখন বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা, তখন পবিচ্ছিন্ন
মনরূপ উপাধিটা ব্রহ্মের যখন যে প্রদেশে সংযুক্ত হইবে, তখন সেই অংশে বন্ধ উপস্থিত হইবে,
পূর্বসংযুক্ত অপরাপর অংশগুলি বিন্যুক্ত হইয়া যাইবে । পক্ষান্তরে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড পদার্থ, উপাধি-
দ্বারা তাহার আকর্ষণ স্বীকার করিলে অখণ্ড সমস্ত ব্রহ্মেবই আকর্ষণ হইতে পারে । যদি বল,
নিরংশ ব্যাপক পদার্থেব আকর্ষণই অসম্ভব ; তাহা হইলে ত সেই পূর্বোক্ত দোষই (প্রতিক্ষেপে
বন্ধ-মোক্ষ-সম্ভাবনাই) উপস্থিত হইয়া পড়ে । উপাধি দ্বারা অচ্ছিন্ন অর্থাৎ পৃথক্কৃত নহে,
এমন ব্রহ্ম প্রদেশে যখন সমস্ত উপাধিই সম্বন্ধ হইতে পারে, অথচ সমস্ত জীবই যখন এক ব্রহ্মেই
প্রদেশ বিশেষ, তখন সমস্ত জীবেরই পরস্পর অভিন্ন প্রতীতি হইতে পারে ? অর্থাৎ একই জ্ঞান
সকলের হৃদয়েই সমানভাবে স্থান পাইতে পারে । আর জীব যদি ব্রহ্মের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশ-স্বরূপ
হয়, এবং তন্নিমিত্তই যদি একের জ্ঞানে সকলের জ্ঞান না হয়, তাহা হইলেও স্ব-স্ব উপাধি যখন
প্রদেশান্তর সম্বন্ধ হয়, তখন একই ব্যক্তির পূর্বাণব জ্ঞানের স্মৃতি না হইতে পারে ? (†) । আব
তৃতীয় পক্ষেও উপাধি-সম্বন্ধ বশতঃ স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই যখন জীবত্ব উপস্থিত হয় ; তখন জীবাত্তি-
রিত্ত অনুপহিত ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অভাব হইয়া পড়ে ! এবং সর্বদেহে একই জীব কল্পিত হইতে
পারে ? চতুর্থ কল্পেও জীব যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্কৃত হইল, তখন পূর্বকল্পিত জীব-ভেদেব
উপাধিকত্ব-সিদ্ধান্তটি পরিচ্যুত করিতে হয় । আব সর্বশেষ পক্ষটি স্বীকার করিলে ত চার্বাকের

(*) 'তীব্য' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) একত্ব-প্রতিসন্ধানম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—ভিন্ন ভিন্ন জীব একেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশান্তর, এই কারণে যদি একের জ্ঞানে অপরের
জ্ঞান না হয় ; তাহা হইলে একই জীবের উপাধি যখন ব্রহ্মের পূর্বপ্রদেশ পরিচ্যুত করিয়া অপর প্রদেশে
সংযুক্ত হইল, তখনও ত ব্রহ্ম-প্রদেশ এক রহিল না—ভিন্ন হইয়া গেল ; সুতরাং দেহ ব্যবহার পূর্বভাবে মনে
করা অসম্ভব হইয়া উঠে ; কারণ, তখনও অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক প্রদেশ-ভেদ কারণটি বিদ্যমানই রহিয়াছে ।
অতএব, প্রদেশ ভেদকে অভেদ প্রতিসন্ধানের বাধক বলা যায় না ।

শাস্ত্রবলেন কৃৎসনশ্চ ভেদশ্চাবিদ্যামূলত্বমেবাভ্যুপগন্তব্যম্ । অতঃ প্রবৃত্তি-
নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনপরতয়েব শাস্ত্রশ্চ প্রামাণ্যেহপি ধ্যানবিধি-শেষতয়া
বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যমুপপন্নমিতি ॥২৮॥

তদপ্যুক্তম্ ;—ধ্যানবিধিশেষত্বেহপি বেদান্তবাক্যানামর্থ-সত্যত্বে প্রামা-
ণ্যযোগাৎ । এতদুক্তং ভবতি,—ব্রহ্মস্বরূপাগোচরাণি বাক্যানি কিং
ধ্যানবিধিনৈকবাক্যতামাপন্নানি ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যং প্রতিপদ্যন্তে ? উত-
স্বতন্ত্রাণ্যেব ? একবাক্যত্বে ধ্যানবিধিপরত্নেন ব্রহ্মস্বরূপে তাৎপর্যং ন সম্ভ-
বতি । ভিন্নবাক্যত্বে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজন-বিরহাদনববোধকত্বমেব । ন চ
বাচ্যম্,—ধ্যানং নাম স্মৃতিসমুতিরূপম্ ; তচ্চ স্মৃতিবৈক্যনিরূপণীয়মিতি ।
ধ্যানবিধেঃ স্মৃতিব্যবিশেষাকাক্ষায়াম্—“ইদং সর্বং যদয়মাত্মা ।” “অয়মাত্মা
ব্রহ্ম, সর্বানুভূতিঃ(*)”, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, [তৈত্তিঃ আন০, ১ ।]

পক্ষই স্বীকার কবা হয় (†) । অতএব অভেদবোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্যবলে জীব-ভেদকে অবিজ্ঞা-
মূলক বলিয়াই স্বীকার কবা উচিত । অতএব, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-প্রকাশক শাস্ত্রের
প্রামাণ্য স্বীকার কবিলেও ধ্যান-বিধি অঙ্গরূপে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণেও বেদান্ত-বাক্যসমূহের
প্রামাণ্য স্বসঙ্গতই হইতে পারে ॥ ২৮ ॥

এ সিদ্ধান্তও যুক্তি-যুক্ত হয় না ; কেন না, ধ্যান-বিধি শেষ বা অঙ্গ হইলেও বেদান্ত-বাক্য-
সকল যে সত্য অর্থেব প্রকাশক, এ বিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই । অতিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম-স্বরূপ-
বোধক বেদান্ত-বাক্যসকল কি ধ্যান-বিধি সহিত একবাক্যতা (এক বিষয়ে তাৎপর্যশালিতা)
প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশনে প্রামাণ্য লাভ করে ? অথবা স্বতন্ত্রভাবে ? একবাক্যতা
পক্ষে ঐ বাক্যসমূহ যখন ধ্যান বিধি শেষ বা অঙ্গমান, তখন ব্রহ্ম-স্বরূপ-জ্ঞাপনে উহাদের তাৎপর্য
সম্ভবপন হয় না ; আর ভিন্নবাক্যতা পক্ষেও ঐ সকল বাক্য যখন প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-রহিত,
তখন নিশ্চই সত্যার্থ-বোধক নহে । একথাও বলিতে পার না যে, স্মৃতি-ধারণার নাম হইল
ধ্যান ; সেই ধ্যানের নিরূপণ কেবল স্মৃতিব্যব বিষয়মাত্র-সাপেক্ষ ; সেই ধ্যান-বিধিবই অপেক্ষিত
বিশেষ বিশেষ স্মৃতিব্যব বিষয়ের নিরূপণেব ইচ্ছায়—‘এই দৃশ্যমান যে কিছু পদার্থ, সমস্তই এই
আত্মস্বরূপ ।’ ‘এই আত্মাই সর্বানুভাবক ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত (অসীম) ।’

(*) সর্বানুভূঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য,—শেষ কল্পে জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, যে, ‘উপাধি মনই কি জীব ?’ এখন কথা হইতেছে যে,
যদি উপাধিভূত মনকেই ‘জীব’ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নাস্তিক-শিরোমণি চার্বাক-মতের সঙ্গে
এই মতের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না ; কারণ, চার্বাকও বলেন দেহাদির অতিরিক্ত ‘জীব’ নামক কোন
চেতন পদার্থ নাই, পরন্তু ঐ দেহাদিই জীবের একমাত্র স্বরূপ । “ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবায়া পাংলোকিকঃ ।
ভস্মীভূতং দেহস্ত পুনরাগমনং কৃতং ॥” অর্থাৎ স্বর্গ নাই, মোক্ষ নাই, এবং পারলৌকিক (পরলোকগামী)
[দেহাতিরিক্ত] আত্মাও নাই । দেহ ভস্মীভূত (বিনষ্ট) হইলে তাহার আর পুনরার আগমন হইবে কোথা হইতে
বা কি প্রকারে ? ইত্যাদি বাক্যে চার্বাকের নিজ মত পরিব্যক্ত হইয়াছে ।

ইত্যাদীনি স্বরূপ-তদ্বিশেষাদীনি সমপর্যন্তি । তেনৈকবাক্যতামাপন্নান্বর্থ-
সম্ভাবে (*) প্রমাণম্, ইতি ধ্যানবিধেঃ স্বৰ্ভব্যবিশেষাপেক্ষত্বেহপি “মনো
ব্রহ্মেত্যুপাসীত [ছান্দো ০ ৭।১।৫ ।] (†) ইত্যাদি-দৃষ্টিবিধিবৎ অসত্যোনা-
প্যর্থবিশেষেণ ধ্যাননিবৃত্ত্যুপপত্তেৰ্য্যেয়সত্যত্বানপেক্ষণাৎ । অতো বেদান্ত-
বাক্যানাং প্রবৃতি-নিবৃত্তিপ্রয়োজনবিধুরত্বাৎ ধ্যানবিধিশেষত্বেহপি (‡) ধ্যেয়-
বিশেষ-স্বরূপসমর্পণমাত্রপৰ্য্যবসানাৎ, স্বাতন্ত্র্যেহপি বালাতুরাত্ম্যপচ্ছন্দন-
বাক্যবৎ জ্ঞানমাত্রেনৈব পুরুষার্থপর্যন্ততাসিদ্ধেচ্চ পরিনিম্পন্নবস্তু-সত্যতা-
গোচরত্বাভাবাৎ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ন সম্ভবতীতি প্রাপ্তম্ ॥২৯॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

তত্র প্রতিপত্ততে—“তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” ইতি । সমন্বয়ঃ—সম্যক্ অন্বয়ঃ,
পুরুষার্থতয়া অন্বয় ইত্যর্থঃ । পরমপুরুষার্থভূতস্য অনবধিকাতিশয়া-
নন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহভিধেয়তয়ানুয়াৎ তৎ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং সিধ্যতে—

ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যসমূহ যখন ব্রহ্মেবস্বরূপ ও তদগত বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহ প্রকাশ
করিতেছে, তখন সেই ধ্যান-বিধি সহিত একবাক্যতালভ্য কবিরূপ প্রতিপাদ্য অর্থের সত্যতা
বিষয়ে প্রমাণরূপে পবিগণিত হইতে পাবে? তাহা হইতেও মনেতে ব্রহ্মদৃষ্টি বিধায়ক ‘মনকে
ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা কবিবে।’ ইত্যাদি বাক্যের আশ্রয় অসত্য বাক্যার্থ দ্বাবাও যখন ধ্যান-ক্রিয়া
নিম্পন্ন হইতে পাবে; তখন ধ্যান-কার্য্যে ধ্যেয় পদার্থের কিছুমাত্রও সত্যতাব অপেক্ষা কবে না।
অতএব, বেদান্ত-বাক্য সমূহ প্রবৃতি ও নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনবাহিত্য বশতঃ ধ্যান-বিধির অধীন
হইলেও যেহেতু কেবল ধ্যেয়-পদার্থের স্বরূপ প্রকাশনই পর্য্যবসিত, আর স্বাতন্ত্র্য বা ধ্যান-
বিধির অনধীনতা পক্ষেও বালক ও বোগার্ভ ব্যক্তির পবিসাঙ্ঘনা-বাক্যের আশ্রয় যেহেতু কেবল
বাক্যার্থ-বোধেই পুরুষের প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পাবে; অতএব, পরিনিম্পন্ন (স্বতঃ সিদ্ধ)
বস্তুর সত্যতা বোধনে শাস্ত্রের সামর্থ্য নাই; সুতরাং ব্রহ্মেব শাস্ত্রপ্রমাণকতা (বেদান্ত-প্রতিপত্ততা)
সম্ভবপর হইতে পাবে না; ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল ॥ ২৯ ॥

তত্ত্বত্তরে ‘তত্ত্ব সমন্বয়াৎ,’ এই সিদ্ধান্ত-স্বত্বেব অবতারণা করা হইল। ‘সমন্বয়’ অর্থ—
সম্যক্‌রূপে অন্বয়, অর্থাৎ যথোপযুক্তরূপে পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধ। ধাহার অবধি এবং (সীমা)
নাই এবং যদপেক্ষা অতিশয়ও (মহৎও) নাই; তাদৃশ ব্রহ্মই পরম-
স্বতঃ-সিদ্ধান্ত।
পুরুষার্থরূপে সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ। অতএব,
ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকতা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়। সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সর্বীতিশয়

(*) অর্থসত্যত্বে বিখ্যাতঃস্থদাসীনম্বমারপদার্থসম্ভাবঃ’ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে (গ) পুস্তকে ।

(†) নাম ব্রহ্মেতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) বিশেষত্বেহপীতি (গ) পাঠঃ ।

বেত্যর্থঃ । নিরন্তনিখিলদোষ-নিরতিশয়ানন্দস্বরূপতয়া পরমপ্রাপ্যং ব্রহ্ম
বোধয়ন্ বেদান্তবাক্যগণঃ প্রবৃতি-নিবৃতিপরতা বিরহাৎ ন প্রয়োজনপর্যবসা-
য়ীতি ব্রহ্মণো রাজকুলবাসিনঃ পুরুষস্ত কোলৈয়ক-(*) কুলাননুপ্রবেশেন
প্রয়োজনশূন্যতাং ক্রতে । এতদুক্তং ভবতি - অনাদিকর্মরূপাবিদ্ভাবেষ্টন-
তিরোহিত-পরাবরতত্ববাখ্যাত্য-স্বরূপাববোধানাং (†) দেবাসুর-গন্ধর্ব-সিন্ধু-
বিদ্যাধর-কিন্নর-কিম্পুরুষ-যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচ-মল্লজ-পশু-শকুনি-সরীসৃপ-বৃক্ষ-
গুহ্য-লতা-দূর্বাদীনাং স্ত্রী-পুং-নপুংসকভেদভিন্নানাং ক্ষেত্রজানাং (‡) ব্যব-
স্থিত-ধারণ-পোষক-ভোগ্যবিশেষাণাং মুক্তানাং স্বস্ত্য চাবিশেষেণাভাবসম্ভবে
স্বরূপগুণবিভব-চেষ্টিতৈঃ অনবধিকাতিশয়ানন্দজনকং পরং ব্রহ্মাস্তি, ইতি
বোধয়দেব বাক্যং প্রয়োজনপর্যবসায়ি । প্রবৃতি-নিবৃতিনিষ্ঠস্ত যাবৎ পুরুষা-
র্থানুযবোধে, ন প্রয়োজনপর্যবসায়ি ॥৩০॥

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মবোধক বেদান্ত-বাক্য সমূহকে প্রবৃতি ও নিবৃতিবোধক নয় বলিয়া যে,
প্রয়োজনহীন বা নিবর্ণক বলা, তাহা ঠিক রাজকুলবাসী পুরুষের স্নেহ-গৃহে অগমনে যেমন
নিপ্রয়োজনতা, তাহাবই অন্তরূপ । এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত কর্মরূপ
অবিদ্যাময় আবরণ দ্বারা যাহাদেব পবব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের স্বার্থ ভাব এবং নিজেবও প্রত্যক-
স্বপ্ন-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া বহিয়াছে, যাহাদেব দেহবাবণ ও পোষণোপযোগী ভোগ্য বিষয়
সমূহ স্থাব্যস্থিত আছে, এবং দ্বা, পুরুষ ও নপুংসক-ভেদে বিভিন্নপ্রকার দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব,
সিন্ধু, বিদ্যাধর, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ [গন্ধর্বাদি পিশাচ পর্যন্ত সকলেই
দেবোনি-বিশেষ], মল্লজ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ (সপাদি), বৃক্ষ, গুহ্য, লতা ও দূর্বাদপ্রভৃতি
ক্ষেত্র-জীবসমূহ, মুক্ত-পুরুষ এবং নিজেবও যখন তুল্যরূপ অল্পভব কবিবাব যোগ্যতা
আছে ; তখন যাহাব স্বীয় রূপ, গুণ, বিভব (ঐশ্বর্য) ও চেষ্টা বা ক্রিয়ার অবধি নাই, এবং
সদপেক্ষা অধিক নাই ; তাদৃশ আনন্দজনক ব্রহ্মের সদ্ভাবপ্রতিপাদক বেদান্ত-বাক্য নিশ্চয়ই
প্রয়োজন-পর্যবসায়ী অর্থাৎ সপ্রয়োজন বা সার্থক হইবে । কিন্তু প্রবৃতি ও নিবৃত্তিবোধক বাক্য
পুরুষের পরিমিত অভীষ্ট প্রতিপাদক হইলেও প্রকৃত প্রয়োজন-আত্মস্তিক হুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি-
সাধনে কখনই সমর্থ হয় না (§) ॥ ৩০ ॥

(*) 'কোলেয় কুলানুপ্রবেশেন' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) স্বরূপবোধকানামিতি (ক, গ) পাঠঃ ।

(‡) ব্যবস্থিতেতি (খ) পাঠঃ ।

(§) 'পরং ব্রহ্ম' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য—রাজকুলবাসী পুরুষ যেমন স্নেহগৃহে গমন করে না, কারণ, সেখানে তাহার এমন কোন
অভীষ্ট বস্তু নাই, যাহা ব্রহ্মগৃহেই না—স্নেহগৃহে পাওয়া যায়, বরং রাজ ভবনেই একপ বিস্তর বস্তু থাকে,
যাহা স্নেহভবনে চূর্ণভ । প্রবৃতি নিবৃত্তিময় কর্মকাণ্ডে যে সমস্ত পুরুষার্থ প্রাপ্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তৎ
সমস্ত বিষয় পুরুষার্থ হইলেও পরম পুরুষার্থ নহে ; পরন্তু নিত্যানির্দোষ ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ংই পরম

এবম্ভূতং ব্রহ্ম কথং প্রাপ্যতে, ইত্যপেক্ষায়াম্—“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ।”
[তৈত্তিঃ, আনঃ ১] “আত্মানমেব লোকমুপাসীত ।” [বৃহদাঃ ৩।৪।১৫]
ইতি বেদনাদির্শব্দৈরুপাসনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বিধীয়তে । যথা—‘স্ববে-
শ্মনি (*) নিধিরস্তি’, ইতি বাক্যেন নিধিসম্ভাবং জ্ঞাত্বা তৃপ্তঃ সন্ পশ্চাত্তদু-
পাদানে চ প্রযততে । যথা চ—কশিচৎ রাজকুমারো বালকীড়াসক্তো
নরেন্দ্রভবনাৎ নিষ্ক্রান্তো মার্গাদ্ভ্রষ্টো (†) নষ্ট ইতি রাজ্যবিজ্ঞাতঃ স্বয়ং-
জ্ঞাতপিতৃকঃ কেনচিৎ দ্বিজবর্যেণ বর্দ্ধিতোহধিগতবেদশাস্ত্রার্থঃ (‡) ষোড়শ-
বর্ষঃ সর্বকল্যাণগুণাকরস্তিষ্ঠন্, ‘পিতা তে সর্বলোকাধিপতির্গাভীর্ঘোদার্য্য-
বাৎসল্য-দোশীল্য-শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমাদি-(§) গুণগণসম্পন্নঃ ত্বামেব নমস্
পুত্রং দিদৃক্ষুঃ পুরবরে তিষ্ঠতি’; ইতি কেনচিদভিযুক্ততমেন প্রযুক্তং বাক্যং
শৃণোতি চেৎ ; তদানীমেব ‘অহং তাবৎ জীবতঃ পুত্রঃ, মংপিতা চ সর্ব-

পূর্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আকাঙ্ক্ষায় ‘ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে
প্রাপ্ত হন ।’ ‘আত্মাকেই ‘প্রাপ্য বা দৃষ্টব্য’ রূপে উপাসনা করিবে ।’ ইত্যাদি বাক্যে ‘বেদন’
প্রভৃতি শব্দে উপাসনাই আত্ম-লাভের উপায়রূপে বিহিত হইয়াছে । যেমন কোন লোক নিজ-
গৃহে গুপ্ত ধন আছে, জানিতে পারিয়া পবিত্র হইয়া পশ্চাৎ সেই গুপ্তধন উদ্ধারে সচেষ্ট হয় ;
অথবা, যেমন কোন এক জন রাজকুমার শৈশবস্থলভ ক্রীড়াপ্রসঙ্গে বাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া
পথিভ্রষ্ট হওয়ায় হারাইয়া গেল । রাজা (কুমারের পিতা) পুত্রকে জানিতেন বটে, পুত্র কিন্তু
পিতার নামাদি জানিত না ; এমত অবস্থায় কোন একজন ব্রাহ্মণের যত্নে সেই রাজকুমার
পরিবর্দ্ধিত ও বেদশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া ষোড়শবর্ষবয়সে সমস্ত উৎকৃষ্টগুণে বিভূষিত হইলেন, এমন
সময় সে যদি কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট শ্রবণ করিতে পারে যে, ‘সর্বলোকাধিপতি এবং
গাভীর্ঘ্য, উদার্য্য, বাৎসল্য, সংস্রভাব, শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমাদিগুণ সম্পন্ন তোমার পিতা হারান
পুত্র তোমাকেই দর্শন করিবাব অভিলাষে রাজভবনে অবস্থান করিতেছেন ।’ তাহা হইলে সেই

পুরুষার্ধ ; এবং সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই সমস্তের তাহাকে পরমপুরুষার্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন ; সেই
নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দলাভই জীবনচয়ের একমাত্র প্রয়োজন ; অতঃপর বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বোধক না
হইলেও নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক হইতে পারে না ; পরন্তু, সর্বপ্রয়োজনের সাংক্ৰান্ত ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই সার্থকতা
লাভ করিয়া থাকে ।

বিশেষতঃ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি প্রকাশনই শাস্ত্রের সফলতা বা সপ্রয়োজনতার কারণ নহে ; পরন্তু, স্বত্ব ও দ্বন্দ্ব
নিবৃত্তিরূপ পুরুষার্ধ-প্রতিপাদনই শাস্ত্রের সফলতার একমাত্র কারণ । বেদান্ত-শাস্ত্র যখন নিরতিশয় আনন্দময়
ব্রহ্মকে পুরুষার্ধরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন ; তখন তাহার নিরর্থকত্ব-শঙ্কা কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে
পারে না ।

(*) ‘তব বেদনি’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘দুর্গাৎ ভ্রষ্ট’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অধিপত্যবেদশাস্ত্রঃ’ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ ।

(§) ‘ঐধ্যপরাক্রমাদি’ (খ) পাঠঃ

সম্পৎসমৃদ্ধঃ,’ ইতি নিরতিশয়-হর্ষসমন্বিতো ভবতি । রাজা চ স্বপুত্রং জীবন্তমরোগমতিমনোহরদর্শনং বিদিতসকলবেদ্যাং শ্রদ্ধা অবাগ্নসমস্তপুরুষার্থো ভবতি ; পশ্চাৎ তদুপাদানে চ প্রযততে । পশ্চাৎ তাবুভৌ (*) সঙ্গচ্ছেতে চেতি ॥ ৩১ ॥

যৎ পুত্রং, পরিনিষ্পন্নবস্ত-গোচরস্ত বাক্যস্ত তজ্জ্ঞানমাত্রোগাপি পুরুষার্থ-পর্য্যবসানাৎ বালাতুরাত্যাপচ্ছন্দনবাক্যবৎ নার্ষসম্ভাবে প্রামাণ্যমিতি । তদ-সং ; —অর্থসম্ভাব্যভাবে নিশ্চিতো জ্ঞাতোহপ্যর্থঃ পুরুষার্থায় ন ভবতি । বালাতুরাদীনামপ্যর্থসম্ভাবভ্রান্ত্যেব (+) হর্ষাত্যুৎপত্তিঃ । তেষামেব তস্মিন্নপি (‡) জ্ঞানে বিদ্যমানে যদ্ব্যর্থ্যভাবনিশ্চয়ো জায়েত ; ততস্তদানীমেব হর্ষাদয়ো নিবর্তেরন্ । উপনিষদেষপি বাক্যেষু ব্রহ্মাস্তিত্ব-তাৎপর্য্যভাবনিশ্চয়ে

কুমার বেকপ তৎক্ষণাৎ ‘আমাব পিতা জীবিত আছেন, এবং তিনি সর্বসম্পদে ধনী ।’ এই মনে করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হন, বাজাও পুত্রকে জীবিত, নীরোগ, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ও সকল শাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রবণে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হন । পরে সেই পুত্রের আনয়নেও বদ্বপব হন ; এবং শেষে তাহার উভয়ে (পিতা-পুত্র) একত্র সন্মিলিত হইয়া থাকেন । [ব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্বন্ধে উপদেশও ঠিক তদ্রূপ] ॥ ৩১ ॥

আরও যে বলা হইয়াছে, স্বতঃসিদ্ধ বস্তবোধক বাক্যের বাক্যার্থপ্রতীতিই কেবল পুরুষার্থে পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ শ্রোতা ঐরূপ বাক্য হইতে একটা অর্থ প্রতীতি কবির্যাই পরিভূষ্ট হয় মাত্র, আব কিছু প্রাপ্তব্য বা কর্তব্য আছে বলিয়া মনে কবে না । অতএব, বালক ও বোগার্ভ ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্ত কথিত বাক্যের দ্বারা ঐ সকল বাক্যেরও তদ্বোধিত অর্থের সম্ভাবে (অস্তিত্বে) কিছুমাত্র প্রামাণ্য নাই ; অর্থাৎ ঐ জাতীয় বাক্যাবগত অর্থ যে, সত্য সত্যই থাকিবে, তাহা নহে । এ কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, সেই বাক্যাবগত অর্থ সত্য নহে, ইহা যদি নিশ্চিত জানা যায় ; তাহা হইলে সেই বিজ্ঞাত অর্থ কখনই পুরুষার্থেব (হর্ষাদি প্রয়োজনের) নিমিত্ত হইতে পারে না । আর বালক ও আতুর প্রভৃতির যে, [ঐরূপ বাক্য] হর্ষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাও কেবল তদুপযুক্ত অর্থ আছে, এই বিশ্বাস বশতঃই হইয়া থাকে । সেই বাক্যার্থ জ্ঞানের পর তাহাদেরও যদি তদুপযুক্ত অর্থের (বস্তুর) অসম্ভাববিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে ; তাহা হইলে ত তৎক্ষণাৎই তাহাদের সেই হর্ষাদির নিবৃত্তি হইয়া যাইতে পারে । [ঐরূপ] উপনিষদুক্ত বাক্যসমূহেও যদি ব্রহ্মাস্তিত্ব বিষয়ে তাৎপর্য্যেব অভাব নিশ্চয় থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান সমুদিত হওয়া সম্ভবে সেই জ্ঞান কখনই পুরুষার্থে অর্থাৎ পুরুষের কোনরূপ

(*) ‘পশ্চাত্তো’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘ভ্রান্ত্য’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ‘তস্মিন্নেব’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞানে সত্যপি পুরুষার্থপর্য্যবসানং ন স্মৃৎ । অতঃ “যতো বা ইমানি” ইত্যাদি বাক্যং নিখিল জগদেককারণং নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধং সার্বভৌম-সত্য-সংকল্পত্বাত্তনন্তকল্যাণগুণাকরমনবধিকাতিশয়ানন্দং ব্রহ্মাস্তীতি বোধয়তীতি সিদ্ধম্ ॥১।১।৭॥ [চতুর্থং সমনুয়াধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

প্রয়োজন-সাধনে পর্য্যবসিত হইতে পারিত না। অতএব, ‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত সমুৎপন্ন হয়,’ ইত্যাদি বাক্য যে, সর্বজগতের একমাত্র কারণ, সর্বপ্রকার দোষ সম্পর্কশূন্য, সর্বজ্ঞতা ও সত্যসংগততা প্রভৃতি কল্যাণময় অনন্তগুণের আকব এবং অবধি ও অতিশয়রহিত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে; ইহা সিদ্ধ বা নিশ্চিত (*) ॥ ১।১।৭ ॥

॥ চতুর্থ সমনুয়াধিকরণ সমাপ্ত । চতুঃস্থতী সমাপ্ত হইল ॥

(*) তাৎপৰ্য্য—চতুর্থ অধিকরণে প্রদানতঃ এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে—প্রথমতঃ সংশয় হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্র প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে কি না? অনন্তর পূর্বপক্ষ বা আপত্তি ইহা ছিল—

১। অমুষ্ঠান যোগ্য ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই যখন বেদশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য; তখন যে সকল বাক্যে ঐরূপ ক্রিয়ামুষ্ঠানের বিধান আছে, সেই সকল বাক্যই প্রমাণ; ক্রিয়া-প্রতিপাদনহীন কোন বাক্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না; সুতরাং বেদান্ত শাস্ত্রে যখন অমুষ্ঠান-যোগ্য কোন ক্রিয়াই উল্লেখ নাই, তখন ঐ শাস্ত্র প্রমাণ হইবে কিরূপে?

২। মনুষ্যকে কর্তব্য বিষয়ে প্রবর্তিত করা ও অকর্তব্য বিষয় হইতে নিবর্তিত করাই শাস্ত্রোপদেশের প্রয়োজন। যে শাস্ত্র মনুষ্যকে কর্তব্য বিষয় গ্রহণ করিতে এবং অকর্তব্য বিষয় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ। নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম যখন নিজেরই স্বরূপ—তাগ বা গ্রহণের যোগ্য নহে; তখন তদুপদেশক বেদান্ত শাস্ত্র নিশ্চাপ্রয়োজন; সুতরাং অপ্রমাণ।

৩। বেদান্তশাস্ত্রকে যদি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেই হয়, তাহা হইলেও কর্তৃ-কাজোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার জন্ত অবশ্য-বস্তুব্য :য, কৰ্ম্ম, কৰ্ত্তা ও দেবতাদি, তৎপ্রকাশক বলিয়া—অথবা বেদান্তশাস্ত্রেও যে সকল উপাসনাদি ক্রিয়ার বিধান আছে, তৎপ্রকাশক বলিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্ম প্রকাশক বলিয়া নহে। অতএব, বেদান্ত-শাস্ত্রের স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মপ্রতিপাদনে তাৎপৰ্য্য নাই, সুতরাং বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্ম প্রমাণিত হইতে পারেন না। এতদন্তরে বলা হইয়াছে—

৪। একমাত্র ক্রিয়া-প্রতিপাদনেই শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য নহে, ‘ইহা সর্প নহে- রজ্জু’ ইত্যাদি অক্ৰিয়াবোধক বাক্যও যখন ভয়-নিবৃত্তি হইতে দেবা বায়, তখন অক্ৰিয়স্বরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ বা সফল হইবে না কেন? আর যেখানে বাক্যোপদিষ্ট বিষয়ে অমুষ্ঠানের যোগ্যতা আছে; সেইখানেই ঐরূপ নিয়ম; সুতরাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অভাব অপ্রমাণের কারণ নহে।

৫। যে বাক্যে পুরুষার্থের সন্ধান আছে, অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমুদ্রাখ আছে; সেই বাক্যই সার্বক ও প্রমাণ; প্রবৃত্তি নিবৃত্তিই প্রামাণ্যের একমাত্র কারণ নহে। বেদান্ত শাস্ত্রে যখন পরম পুরুষার্থরূপী সাক্ষাৎ ব্রহ্মই ‘প্রাপ্তব্য’ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন; তখন তাহার প্রামাণ্য-সংশয়ের কোন কারণ নাই।

৬। এই এসদে জীব-ব্রহ্মের ভেদভেদ বিষয়ে জীবের স্বরূপ সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত। বাক্যার্থজ্ঞান ও ধ্যান, এতদন্তরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-হেতু বিচার প্রকৃতি বিষয় সমূহ বিস্তৃতরূপে বিচারিত হইয়াছে। উপসংহারে

দ্বিতীয় খণ্ড ।

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ
সংখ্যা—৩

প্রবর্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

অক্ষহস্ত

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাঙ্গদ্বৈতপর

শ্রীভাষ্য

সম্মেত

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত

নিষ্ঠোৎসাহী বদান্তবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহকর্তৃক প্রকাশিত

সন ১৩১২—১৮জ

COTTON PRESS

PRINTED BY JYOTISH CHANDRA GHOSH

57, *Harrison Road, Calcutta.*

শ্রীরামানুজকৃত ভাষ্যোপেত ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী।

প্রথম অধ্যায়ে।

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
প্রথম পাদে—		
৫ম ঈক্ষত্যধিকরণ—	৩৩৭—৩৫৬,	০
(৫ম -১২ সূত্র,)		
সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকাবগানইত্বকথন—	৩৩৭,	০
সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্বশক্তি ও সমর্থন—	৩৩৮,	১
প্রধানের অশক্তত্ব প্রতিপাদন ও জগৎকারণত্ব খণ্ডন—	৩৪০,	১
৬ষ্ঠ সূত্র—		
ঈক্ষণশ্রুতিব গোণার্থকল্পনাপূর্বক প্রধানের ঈক্ষিত্বসম্ভাবনা—	৩৪২,	১
প্রধানের ঈক্ষিত্ব নিরসন—	৩৪৩,	১
৭ম সূত্র—		
প্রধানের সং-শব্দ প্রতিপাদ্যত্ব খণ্ডন—	৩৪৫,	১
৮ম সূত্র—		
হেয়ত্ববচনেন অভাব প্রযুক্ত প্রধানের সং-শব্দ প্রতিপাদ্যত্ব খণ্ডন—	৩৪৬,	৭
৯ম সূত্র—		
প্রধানের সং-শব্দবাচ্যত্ব পক্ষে প্রতিজ্ঞাবিবোধপ্রদর্শন—	৩৪৭,	৫
১০ম সূত্র—		
স্বয়ম্ভি সময়ে জীবের সং-স্বরূপ প্রাপ্তিশবণহেতু প্রধানের সং-শব্দ প্রতিপাদ্যত্ব খণ্ডন—	৩৪৮,	৬
১১শ সূত্র—		
সমস্তবেদান্তবাক্যে ব্রহ্মকাবগত্বাবগতি হেতু প্রধানের জগৎ- কারণত্ব নিরাস ও ব্রহ্মের কাবগত্বস্থাপন—	৩৫১,	৫
১২শ সূত্র—		
সত্যসংকল্পবাদি শ্রুতিবলে সঞ্জন ব্রহ্মের জগৎকাবগত্ব সমর্থন—	৩৫২,	৭
নির্কিংশেষ চিহ্নাত্ত ব্রহ্মবাদ খণ্ডন—	৩৫৪,	১০
ষষ্ঠ আনন্দময়াধিকরণ—	৩৫৬—৪০৭,	০
(১৩—২০ সূত্র)।—		
অধিকরণের ভূমিকা—	৩৫৬,	৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
শ্রুত-কৃত 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় উত্থাপন এবং পূর্বাংগে জীবার্থক্য কল্পনা—	৩৫৮,	১
শাখাচন্দ্রাদি দৃষ্টান্তানুসারে আনন্দময়ের জীবিত্ব সমর্থন—	৩৫৮,	৮
শঙ্কর-সম্মত 'পুচ্ছব্রহ্ম' প্রতিব বিচার—	৩৬১,	১
সিদ্ধান্ত—আনন্দময়ের পবিত্রত্ব নিরূপণ—	৩৬৪,	১১
'আনন্দময়ের' জীবিত্ব পক্ষ খণ্ডন—	৩৬৮,	৫
পরব্রহ্মের জীবিত্ব ও জগৎকাব্যত্বভাবের মিথ্যাত্ব খণ্ডন ও তত্ত্বমাত্রাবিবাক্যে 'লক্ষণা' প্রদর্শন—	৩৭১,	১
"তত্ত্বমসি" প্রবৃতি মহাবাক্য উপলক্ষে সামান্যবিকল্পবিচার এবং তৎপক্ষে দৈজমিনীয় 'অকল্পবিকল্পন ত্রয়' প্রদর্শন—	৩৭৪,	৭
সূত্রার্থে উপসংহাৰ—	৩৮২,	১
১৪শ সূত্র—	৩৯১,	৩
ভূমিকা—ময়ট প্রত্যয়ের বিকারার্থ-শঙ্কা—		
ময়ট প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থ কথন—	৩৯৪,	৫
১৫শ সূত্র—		
আনন্দহেতুত্ব কখন দ্বাবা আনন্দময়ের পবনাত্মক সমর্থন—	৩৯৬,	১
১৬শ সূত্র—		
মাদ্রবর্গিকত্ব হেতুতে আনন্দময়ের পরমাত্মক সমর্থন—	৩৯৯,	৬
১৭শ সূত্র—		
বন্ধ-মুক্ত উভাবস্থাপন্ন জীবের আনন্দময়ত্ব পক্ষে অমুপপত্তি প্রদর্শন—	৪০০,	৭
১৮শ সূত্র—		
বন্ধ-মুক্ত উভাবস্থাপন্ন জীবের আনন্দময় হইতে ভেদ প্রদর্শন—	৪০৪,	৮
১৯শ সূত্র—		
সৃষ্টিবিষয়ে সঙ্কল্প শ্রংগহেতু স্রষ্টা আনন্দময়ের জীব হইতে পার্থক্য প্রতিপাদন—	৪০৫,	১
২০শ সূত্র—		
আনন্দময়-ব্রহ্মণ্ডে জীবের আনন্দপ্রাপ্তি কখন ও তত্ত্ববন্ধন জীব হইতে আনন্দময়ের ভেদ প্রতিপাদন—	৪০৬,	১
সপ্তম অন্তরধিকরণ—	৪০৮—৪১৭,	০
(২১ সূত্র—২২ সূত্র)		

বিଷୟ।	ପୃଷ୍ଠା—ପୃଷ୍ଠା,	ପୃଷ୍ଠା।
ପୂର୍ବପଙ୍କ—ଆଦିତ୍ୟମଣ୍ଡଳସ୍ତ୍ର ଓ ଅକ୍ଷିନିଧ୍ୟାୟ ପୁରସେବ ଜୀବତାପ		
ଓ ଦେବତାପ ପ୍ରତୀତି ସନ୍ତାପନା—	୫୦୮,	୧
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଅକ୍ଷିନି ନବ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପୁରସେବ		
ପରବ୍ରହ୍ମହାସନ—	୫୧୧,	୬
ପରବ୍ରହ୍ମେର ସଂଗତ ଓ ଭକ୍ତାନ୍ତ୍ରାହାର୍ଥ ବିଚିତ୍ର-ଜଗଦାକାରେ		
ଆବିର୍ଭାବ କଥନ—	୫୧୨,	୭
୨୨ଶ ସୂତ୍ର —		
ଭେଦୋକ୍ତି ନିବନ୍ଧନ ଅକ୍ଷ୍ୟାଦିତ୍ୟ-ପୁରସେବ ଜୀବ ହିତେ		
ପାର୍ଥକ୍ୟପ୍ରଦର୍ଶନ—	୫୧୮,	୯
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆକାଶାବିକରଣ—	୫୧୯—୫୨୫,	୧୦
(୨୩ଶ ସୂତ୍ର)		
ପୂର୍ବପଙ୍କ—ଆକାଶ ଶବ୍ଦେବ ଭୂତାକାଶପ୍ରଦର୍ଶନ —	୫୨୯,	୧୧
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—ଆକାଶ ଶବ୍ଦେର ପରବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିପାଦନ -	୫୩୧,	୧୨
ନବମ ପ୍ରାଣାଧିକରଣ—	୫୩୨—୫୩୮,	୧୩
(୨୪ଶ ସୂତ୍ର)		
ଆକାଶ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦେର ପରମାତ୍ମାର୍ଥ ନିରୂପଣ —	୫୩୯,	୧୪
ଦଶମ ଜ୍ୟୋତିରାଧିକରଣ—	୫୪୦—୫୪୬,	୧୫
(୨୫ଶ—୨୬ଶ ସୂତ୍ର)		
ପୂର୍ବପଙ୍କ—ଜ୍ୟୋତିଃ ଶବ୍ଦେର ଆଦିତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥାଂଶଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବନ—	୫୪୭,	୧୬
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—ଜ୍ୟୋତିଃ ଶବ୍ଦେର ପରବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିପାଦନ—	୫୪୮,	୧୭
୨୬ଶ ସୂତ୍ର—		
ଗାୟତ୍ରୀ ନାମକ ଛନ୍ଦେର ଉଲ୍ଲେଖ ହେତୁ ଜ୍ୟୋତିଃ ଶବ୍ଦେର		
ଅବ୍ରହ୍ମାର୍ଥତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ପରିହାର ସମ୍ପାଦନ—	୫୪୯,	୧୮
୨୭ଶ ସୂତ୍ର—		
ହୃଦ, ପୃଥିବୀ, ଶରୀର ଓ ହୃଦୟକୁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ‘ଗାୟତ୍ରୀ’ ପାନକ୍ରମେ		
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କବାର ଉକ୍ତ ଗାୟତ୍ରୀଶବ୍ଦେର ବ୍ରହ୍ମାର୍ଥାନିରୂପଣ—	୫୫୦,	୧୯
୨୮ଶ ସୂତ୍ର—		
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବାର ଉକ୍ତ		
‘ଜ୍ୟୋତିଃ’ ପୁରାତନ ଅବ୍ରହ୍ମାର୍ଥତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଓ ତାହାର		
ପରିହାର—	୫୫୧,	୨୦
ଏକାଦଶ ‘ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରାଣାଧିକରଣ’—	୫୫୨—୫୫୮,	୨୧
(୨୯—୩୦ଶ ସୂତ୍ର)		

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
পূর্বপক্ষ—ইন্দ্রপ্রোক্ত ‘প্রাণ’ শব্দের জীবাদি অর্থপরিত্রাশঙ্কা এবং সিদ্ধান্তে পরমাত্মার্থ-নিরূপণ—	৪৩৪,	১
৩০শ সূত্র—		
পুনশ্চ জীবার্থত্বশঙ্কা—	৪৩৬,	৩
অধ্যাত্ম উপদেশেব বাহ্য দর্শনে তাহাব ব্রহ্মার্থতা স্থাপন—	৪৩৭,	৩
“অধ্যাত্ম সম্বন্ধভূমি” কথার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—	৪৩৮,	১
৩১শ সূত্র—		
শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানানুসারে ইন্দ্রকৃত উপদেশেব পবমানুপবত্ত্ব সমর্থন—	৪৩৯,	১
৩২শ সূত্র—		
ইন্দ্রোক্ত ‘প্রাণ’ শব্দের মুখ্য প্রাণাদি-অর্থবোধকতা শঙ্কা ও তৎপরিহার—	৪৪১,	১
প্রথমপাদ সমাপ্ত।		

দ্বিতীয় পাদে—

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
ভূমিকা—		
প্রথম পাদের সহিত দ্বিতীয় পাদের সম্বন্ধ-নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রথম পাদোক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শন—	৪৪৪,	১
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে বক্তব্য বিষয়েব বিশ্লেষণ—	৪৪৬,	৬
১ম, সর্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণ— (১—৮ সূত্র পর্য্যন্ত)	৪৪৭—৪৬৩,	৪
পূর্বপক্ষ—শ্রুত্যানুগত মনোময়াদিগুণবিশিষ্ট পদার্থেব জীবত্ব সমর্থন—	৪৪৭,	১
পক্ষান্তরে, শ্রুত্যানুগত ব্রহ্মশব্দের জীবার্থত্ব সমর্থন—	৪৫০,	৪
সিদ্ধান্ত—মনোময়াদিশব্দ ও ব্রহ্ম শব্দেব পবব্রহ্মার্থত্ব নিরূপণ—	৪৫১,	১১
২য় সূত্র—		
‘মনোময়াদি’বাক্যোক্ত গুণরাশির এক সম্বন্ধে উপপাদন—	৪৫৪,	৬
৩য় সূত্র—		
ইন্দ্রোক্ত ব্রহ্মশব্দের অর্থপরিত্রাশঙ্কা—	৪৫৬,	১০

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি
৪র্থ সূত্র—		
জীবের পক্ষে কর্তৃ-কর্মবিবোধ প্রদর্শন --	৪৫৭,	৫
৫ম সূত্র—		
ব্রহ্মপক্ষের অনুকূল শব্দবিশেষ প্রদর্শন—	৪৫৮,	১
৬ষ্ঠ সূত্র—		
ব্রহ্মপক্ষে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—	৪৫৮,	১৫
৭ম সূত্র—		
দ্বন্দ্বরূপ স্বল্পস্থানবর্তিত্ব হেতু ব্রহ্মপক্ষে অনুপপত্তি-প্রদর্শন ও তাহাব পবিহার সম্পাদন—	৪৫৯,	৬
৮ম সূত্র—		
দ্বন্দ্বের অবস্থিতিহেতু জীবের জায় ব্রহ্মেবও ভোগাপ্রাপ্তিব অশঙ্কা ও তাহাব পরিহার	৪৬১,	৮
২য় অত্রৈধিকরণ—	৪৬৩—৪৭৩,	৬
(৯—১২ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—ত্রাক্ষণাদি-সর্বভক্ষক পদার্থের জীবত্ব সমর্থন—	৪৬৩,	৫
সর্বভোক্তৃত্বহেতু উহার ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন---	৪৬৪,	৬
১০ম সূত্র—		
প্রকরণবদেও ব্রহ্মার্থত্ব সমর্থন—	৪৬৫,	৮
১১শ সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—কর্মফলভোগেব উল্লেখ থাকায় ঐ ভোক্তাব অব্রহ্মত্ব শঙ্কা উত্থাপন—	৪৬৬,	৪
ওহাপ্রতিষ্ট আত্মদ্বয়ের যথাসম্ভব জীবত্ব ও পরমাশ্রয় সমর্থন—	৪৬৭,	৩
১২শ সূত্র—		
কঠোপনিষদের বিশেষ বিশেষ বাক্যার্থপর্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্মপক্ষ সমর্থন—	৪৬৯,	১
৩য় অন্তরাধিকরণ—	৪৭৩—৪৮৫,	২
(১৩—১৮ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষের জীবত্ব সমর্থন—	৪৭৩,	৮
সিদ্ধান্ত—অক্ষিপুরুষের পবমায়ত্ব নিরূপণ—	৪৭৪,	১১
১৪শ সূত্র—		
ঐগতের স্থিতি ও পরিচালনাদি স্বপ্নদর্শনে অক্ষিপুরুষের পবমায়ত্ব সমর্থন—	৪৭৫,	৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
১৭শ সূত্র—			
“কং খং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতান্ত্র স্মৃতিবিশিষ্টাভিধান হেতুতে পরমাত্মত্ব নির্ধারণ—		৪৭৬,	১
১৬শ সূত্র—			
উপকোশলের উপাখ্যানোক্ত মুক্তি সংবাদ দ্বারা পরমাত্মত্ব- পক্ষ সমর্থন—		৪৮১,	১
১৭শ সূত্র—			
ব্রহ্মবিখালাভের তুল্যফল বিধান হেতুতে পরমাত্মত্বসমর্থন—		৪৮৩,	৩
১৮শ সূত্র—			
নিয়তস্থিতি ও তদসম্ভব হেতুতে ছায়াত্মা ও জীবাশ্মার অক্ষিপুকষ্ম প্রতিবেদ—		৪৮৪,	৩
৪র্থ অন্তর্ধ্যাম্যাদিকরণ—		৪৮৫—৪৯১,	০
(১৯—২১ হ্রত)			
পূর্বপক্ষ—‘অন্তর্ধ্যামী’ শব্দে পৃথিব্যাদিব অবিষ্ঠাত্ত্রী দেবতা- অর্থের সমর্থন—		৪৮৫,	৩
সিদ্ধান্ত—‘অন্তর্ধ্যামী’ শব্দের ব্রহ্মার্থতা কথন—		৪৮৭,	৪
২০শ সূত্র—			
‘অন্তর্ধ্যামী’ শব্দের সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও জীব অর্থের আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন—		৪৯০,	১
২১শ সূত্র—			
কাণ্ড ও মাধ্যন্দিনশাবীর পাঠানুসারে জীব ও অন্তর্ধ্যামির ভেদ প্রদর্শন—		৪৯১,	১
৫ম অদৃশ্যত্বাদিকরণ—		৪৯২—৫০১,	১৩
(২২শ—২৪শ হ্রত)			
পূর্বপক্ষ—শ্রুতান্ত্র অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত পদার্থটি জীব কিংবা প্রধান, তদ্বিষয়ে বিচার—		৪৯২,	১
সিদ্ধান্ত—অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত পদার্থের ব্রহ্মার্থতা স্থাপন—		৪৯৪,	১
২৩শ সূত্র—			
একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানরূপ বিশিষ্ট ফলাভিধান এবং জীবাশ্মোক্ত শ্রেষ্ঠত্বাভিধান হেতুতে ‘অন্তর্ধ্যামী’ শব্দের জীব ও প্রধানার্থত্ব প্রদর্শন—		৪৯৫,	১

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
পরাপরভেদে দ্বিবিধ বিজ্ঞানিকরণ, তন্মধ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত অপরোক্ষ-জ্ঞানের ভক্তিক্রপতা স্থাপন এবং অঙ্গহীন ও অবতালুপ্তিত কর্মের নিখলত্ব কথন—	৪৯৬,	৩
২৪শ সূত্র—		
“অগ্নিমূর্দ্ধা” ইত্যাদি ব্রহ্মরূপেব উল্লেখ হইতেও অদৃশ্যত্বাদিগুণ- বিশিষ্টেব পবনব্রহ্মত্ব সমর্থন—	৫০১,	১৩
৬ষ্ঠ, বৈশ্বানরাধিকরণ— (২৫—৩৩ সূত্র)	৫০১—৫২৭,	০
পূর্বপক্ষ—বৈশ্বানর শব্দে জাঠবাগ্নি, ভূতাগ্নি ও দেবতা- অর্থের সম্ভাবনা প্রদর্শন—	৫০১,	১৪
দ্বিতীয় পক্ষ—পবনাত্ম্যাব বিশেষ ধর্মের নির্দেশ থাকায় ‘বৈশ্বানর’ শব্দেব পবনাত্ম্যত্ব নিকরণ—	৫০৩,	৭
২৬শ সূত্র—		
“অগ্নিমূর্দ্ধা” ইত্যাদি রূপ-নির্দেশ বশতঃ বৈশ্বানরের পরমাত্মত্ব সমর্থন—	৫০৫,	৯
২৭শ সূত্র—		
বৈশ্বানরের অত্রকত্ব শঙ্কা—	৫০৮,	১
পুনঃ বৈশ্বানরের পরমাত্মত্ব সমর্থন—	৫০৯,	১২
২৮শ সূত্র—		
পূর্বসূত্রের যুক্তিবলেই দেবতা ও ভূতাগ্নিব ‘বৈশ্বানর’ ধ্বংস—	৫১১,	১
২৯শ সূত্র—		
বৈশ্বানরের ব্রহ্মত্বপক্ষে জৈমিনির নত অবিরোধ ও উপপত্তিপ্রদর্শন—	৫১১,	৮
৩০শ সূত্র—		
আশ্ববত্যা আচার্যের মতে অবিরোধ প্রদর্শন—	৫১২,	৭
৩১শ সূত্র—		
বাদয়িনামক আচার্যের মতে অবিরোধ প্রদর্শন—	৫১৩,	৬
৩২শ সূত্র—		
জৈমিনির নত ঐক্যে সম্পদ উপাসনার্গন—	৫১৪,	৫
৩৩ সূত্র—		
উপাসকদেহে উপাত্ত ভগবানের অবস্থিতি বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন—	৫১৫,	৮

তৃতীয় পাদে—

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

১ম, দ্যুভাণ্ডাধিকরণ—

৫১৮—৫২৫, ০

(১—৬ সূত্র)—

পূর্বপক্ষ—শ্রুতাক্ত দ্যালোক-ভুলোক প্রভৃতির আশ্রয়রূপে

অভিহিত পদার্থের জীবত্ব সম্ভাবনা—

৫১৮, ১

সিদ্ধান্ত—ঐপদার্থের পরব্রহ্মত্ব স্থাপন—

৫১৯, ৭

২য় সূত্র—

মুক্ত পুরুষেব প্রাপ্যত্বনিবন্ধন দ্যুভাণ্ডায়তনেয় পরব্রহ্মত্ব সমর্থন—

৫২১, ৭

৩য় সূত্র—

প্রকৃতি ও জীববাচক কোন শব্দ না থাকায় উচ্চাদের

দ্যুভাণ্ডাশ্রয়ত্ব নিষেধ—

৫২২, ৯

৪র্থ সূত্র—

ভেদনির্দেশন হেতুতে জীবত্ব ধ্বংস—

৫২৩, ৫

৫ম সূত্র

প্রকরণানুসারে ব্রহ্মার্থতা সমর্থন—

৫২৫, ৩

২য় ভূমাধিকরণ—

৫২৬—৫৩৯, ১

(৭—৮ সূত্র)—

‘ভূমা’ শব্দের অর্থ কথন—

৫২৬, ১৬

পূর্বপক্ষ—শ্রুতাক্ত ভূমা অর্থে জীব গ্রহণ—

৫২৭, ৯

সিদ্ধান্ত—ভূমা অর্থে পরমাত্মার গ্রহণ—

৫৩০, ৩

ভূমা ব্রহ্মেব স্বরূপতা কথন—

৫৩৫, ৮

৮ম সূত্র—

পবত্রক্ষেই ‘ভূমা’ সম্বন্ধীয় ধর্মসমূহের উপপাদন—

৫৩৭, ৮

৩য়, অক্ষরাধিকরণ—

৫৩৯—৫৪৪, ০

(৯—১১ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—শ্রুতাক্ত ‘অক্ষর’ শব্দের প্রধান, জীব ও পরব্রহ্ম, এই

অর্থত্রয়ে শব্দ উত্থাপনপূর্বক প্রধান ও জীবার্থত্ব সম্ভাবন—

৫৩৯, ৬

সিদ্ধান্ত—সর্বজগদ্বিধারকত্ব হেতু ‘অক্ষর’ শব্দের পরব্রহ্মার্থতা

স্থাপন—

৫৪০, ১৪

১০ম সূত্র—

৫৪১, ৫

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,

পংক্তি ।

১১শ সূত্র

অক্ষরের সহিত পরব্রহ্মের ভেদনির্দেশ হেতুতে পরব্রহ্মার্থ

সমর্থন—

৫৪০,

৯

৪র্থ, ঈক্ষতি-কর্মাধিকরণ—

৫৪৫—৫৫০,

০

(১২ সূত্র)

ত্রিমাত্র প্রণবোপসনা প্রতিপাদন প্রতি ও তাহার অর্থ প্রদর্শন —

৫৪৬,

১

পূর্বপক্ষ—উপাস্ত ‘পব পুরাষ’ পদের জীবগত্ব কথন—

৫৪৭,

১

সিদ্ধান্ত—ঈক্ষণীয় পবপুরুষের পবমাত্ত্ব নিকপণ—

৫৪৮,

১

৫ম, দহরাধিকরণ—

৫৫০—৫৭০,

০

(১৩—২২ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—দহবাক্যস্থ ‘দহবাক্য’ শব্দেব জীব ও ভূতাকালত্ব

কথন

৫৫১,

১

সিদ্ধান্ত—সত্যাকামত্ব ও সত্যসংকল্পাদিগুণে দহবাক্যের

পবব্রহ্মত্বসমর্থন—

৫৫১,

৯

১৪শ সূত্র—

সৃষ্টি সময়ে সর্বজীবের দহবাক্যে গতিশ্রুতি, দহবাক্য সপক্ষে

ব্রহ্মলোক শব্দেব প্রয়োগ, এবং ব্রহ্মসম্বন্ধীয় গুণপ্রদর্শনে

দহবাক্যের পরব্রহ্মত্ব সমর্থন—

৫৫৮,

১০

পক্ষান্তবে, গতিশ্রুতির অর্থাস্থব কথন

৫৫৮,

৮

১৫শ সূত্র—

দহবাক্যের বিশ্বধারণ-মহিমার পবমাত্ত্বপক্ষে উপপত্তি প্রদর্শন—

৫৫৯,

১২

১৬শ সূত্র—

অপহতপাপ্যাদি গুণ প্রসিদ্ধি বলে দহবাক্যের পবমাত্ত্ব

সমর্থন—

৫৬০,

৯

১৭শ সূত্র—

পুনশ্চ দহবাক্যের জীবত্ব সম্ভাবনাপূর্বক অসম্ভবত্ব দোষে

জীবপক্ষ খণ্ডন—

৫৬১,

৩

১৮শ সূত্র—

পুনশ্চ দহবাক্যের জীবত্ব শব্দ উৎপাদন—

৫৬২,

৩

জীবের স্বরূপ প্রাপ্তি প্রদর্শন দ্বাৰা জীবত্বশব্দের নিষাকরণ—

৫৬৫,

১২

১৯শ সূত্র—

জীবের অবিচ্ছিন্নত্ব অবস্থা প্রদর্শনাৎ জীবোন্মেষ কথন—

৫৬৬,

৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
২০শ সূত্র—		
অল্পত্বশ্রুতিনিবন্ধন অব্রজ্ঞভাবাশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন -	৫৬৭,	১০
২১শ সূত্র—		
জীব দহরাকাশের অমুকপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই কাবণে		
দহরাকাশেব জীবত্ব নিরসন—	৫৬৮,	৯
২২শ সূত্র—		
স্বতিশাস্ত্রানুসারেও দহরাকাশেব ব্রহ্মত্ব উপপাদন—	৫৬৯,	৮
৬ষ্ঠ, প্রমিতাধিকরণ—	৫৭০—৬১০,	০
(২৩—৪১ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—অদ্বুষ্ঠপবিমিত পুরুষের জীবত্ব ও পবমান্নত্বশঙ্কা-		
পূর্বক জীবত্ব সমর্থন—	৫৭০,	৯
সিদ্ধান্ত—অদ্বুষ্ঠপবিমিত পুরুষের পবমান্নত্ব স্থাপন—	৫৭১,	১
২৪শ সূত্র—		
মনুষ্যহৃদয়ানুসাবে অদ্বুষ্ঠমাত্রত্ব কথন—	৫৭২,	৩
৭ম, দেবতাধিকরণ—	৫৭৩—৫৮৬,	০
(২৫—২৯ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—মনুষ্যভিন্ন জীবের উপাসনায় অনধিকাব প্রদর্শন -	৫৭৩,	৫
সিদ্ধান্ত—মনুষ্যভিন্ন দেবতাপ্রভৃতিবও উপাসনায় অধিকাব স্থাপন,		
এবং দেবতার শরীরত্ব সমর্থন—	৪৭৪,	১০
২৬শ সূত্র—		
দেবতার শরীর স্বীকাৰে বহুকণ্ঠে যুগপৎ একই দেবতার উপস্থিতিব		
অসম্ভাবনা প্রদর্শন এবং তাহার উপপাদন—	৫৭৮,	৮
২৭শ সূত্র—		
দেবতার শরীর স্বীকাৰে বৈদিকশব্দে বিবোধ প্রদর্শন—	৫৮০,	১
পরিহার—দেবাদিসৃষ্টির শব্দপূর্বকত্ব প্রতিপাদন—	৫৮০,	৫
২৮শ সূত্র—		
মন্ত্রময় বেদের নিত্যত্ব সমর্থন—	৫৮২,	১০
২৯শ সূত্র—		
প্রত্যেক প্রলয়ান্ত্রে সমানাকার সৃষ্টি সমর্থন—	৫৮৪,	১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, গংক্তি।

৮ম, মধ্বাধিকরণ—

৫৮৭—৫৯১, ০

(৩০—৩২ সূত্র)

পূৰ্বপক্ষ—‘মধ্ববিজ্ঞা’ প্রভৃতিতে বস্তুপ্রভৃতি দেবগণের উপাসনা-

ধিকার অসম্ভব হওয়ায় জৈমিনির মতে উপাসনায় দেবতা-

প্রভৃতির অনধিকার কথন—

৫৮৭, ৮

৩১শ সূত্র—

জ্যোতিষ্ময় ব্রহ্মোপাসনামাত্রে অধিকার কথন—

৫৮৯, ৪

৩২শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—বাদরায়ণের মতে দেবগণেরও বিজ্ঞাধিকার সমর্থন—

৫৯০, ১

৯ম, অপশূদ্রাধিকরণ—

৫৯২—৬০৭, ০

(৩৩—৩৯ সূত্র)

পূৰ্বপক্ষ—ব্রহ্মবিজ্ঞায় শূদ্রেরও অধিকার সমর্থন—

৫৯২, ০

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মবিজ্ঞায় শূদ্রের অনধিকার স্থাপন—

৫৯৪, ৬

৩৪শ সূত্র—

ব্রহ্মবিজ্ঞার্থী জানপ্রতিভার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন—

৫৯৮, ৫

৩৫শ সূত্র—

চিত্রবৎসংশীয় অভিপ্রতাবী নামক রাজাব সহিত একত্র নির্দেশ

বশতঃ জানপ্রতিভারও ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থন—

৫৯৯, ৮

৩৬শ সূত্র—

বিজ্ঞাগ্রহণে উপনয়নের আবশ্যিকতা থাকায় এবং শূদ্রের পক্ষে

তাহার অভাব থাকায় অনধিকার সমর্থন—

৬০০, ১০

৩৭শ সূত্র—

বেদশ্রবণ ও বেদার্থগ্রহণের নিষেধ থাকায় শূদ্রের

অধিকারাত্তাব সমর্থন—

৬০২, ১

৩৯শ সূত্র—

স্মৃতিপ্রমাণেও শূদ্রের অনধিকার স্থাপন—

৬০২, ১৩

নির্দিষ্টশেষ-ব্রহ্মবাদী শাক্তমতে ব্রহ্মবিজ্ঞায় শূদ্রের অধিকার-

ব্যবহার অনুপপত্তি প্রদর্শন—

৬০৩, ৫

৬ষ্ঠ, প্রমিতার্থাধিকরণ-শেষ—

৬০৭—৬১০, ০

(৪০—৪১ সূত্র)

অষ্টপ্রমাণ পুরুষের পরমাণু স্থাপন—

৬০৭, ৮

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

৪১শ সূত্র—

জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মের উল্লেখ থাকার অস্বুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষের

পরমাত্মত্ব সমর্থন—

৬০২, ৭

১০ম, অর্থাস্তরত্বাধিকরণ—

৬১০—৬১৬, ০

(৪২-৪৪ সূত্র)—

পূর্বপক্ষ—নামরূপনিবাহক আকাশশব্দোক্ত আত্মার মুক্ত ও পরমাত্মত্ব

সংশয়পূর্বক মুক্তাত্মত্ব সমর্থন—

৬১০, ২

সিদ্ধান্ত—সেই আকাশের পরমাত্মত্ব স্থাপন—

৬১২, ৪

৪৩শ সূত্র—

সৃষ্টি ও উৎক্রমণসময়ে আকাশ ও জীবের ভেদ নির্দেশ

হেতু দ্বারা পরমাত্মপক্ষ সমর্থন—

৬১৪, ৩

৪৪শ সূত্র—

আকাশ শব্দে ‘পতি’ প্রভৃতি শব্দোক্ত দ্বারা আকাশের

পরমাত্ম-পক্ষসমর্থন—

৬১৫, ১০

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥

চতুর্থ পাদে—

১ম, আত্মমানিক্যাদিকরণ—

৬১৭—৬৩৩, ০

(১-৬ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—কঠোপনিষদে “মহতঃ পবনব্যক্তম্” ইত্যাদি প্রয়োগ

দর্শনে সাংখ্যপন্থিকল্পিত প্রধানের জগৎকাবণত্ব সমর্থন—

৬১৭, ১

সিদ্ধান্ত—‘অব্যক্ত’ শব্দে বগরূপে কল্পিত শরীরের প্রতিনির্দেশ

বিষয়ে উপপত্তি প্রদর্শন—

৬১৯, ৭

২য় সূত্র—

অব্যক্ত শব্দে সৃষ্টিশব্দবীরের নির্দেশ সমর্থন—

৬২৪, ১১

৩য় সূত্র—

তাদৃশ রূপক-কল্পনার সার্থকতা প্রদর্শন—

৬২৫, ৪

৪র্থ সূত্র—

এই অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্বাভাব হেতু প্রধানত্ব নিবাসন

৬২৭, ১২

৫ম সূত্র—

প্রধানের জ্ঞেয়ত্বাশঙ্কা-খণ্ডনপূর্বক প্রোক্ত আত্মার জ্ঞেয়ত্ব সমর্থন—

৬২৮, ৫

বিবরণ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
৬ষ্ঠ সূত্র—		
প্ৰথম পুৰুষ, তাঁহার উপাসক ও উপাসনা প্রণালী, এই তিনটীমাত্র বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর প্রদর্শন—	৬২৯,	১০
৭ম সূত্র		
‘মহৎ’ শব্দের দৃষ্টান্তে অব্যক্তেব সাংখ্যোক্ত প্রধানদ্ব্যর্থতা থাওন—	৬৩৩,	১
২য়, চমসাধিকরণ—	৬৩৩—৬৪৬,	০
(৮—১০ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—ঐহ্যুক্ত ‘অজ্ঞা’ শব্দের সাংখ্যোক্ত প্রধানার্থ সমর্থন—	৬৩৩,	১২
সিদ্ধান্ত—চমস দৃষ্টান্তে সাংখ্যোক্ত প্রধানেব অপরিগ্রহ নিরূপণ—	৬৩৮,	১০
৯ম সূত্র		
ব্রহ্মোপনিষদ অজ্ঞাগ্রহণে হেতুপ্রদর্শন—	৬৩৯,	১
১০ম সূত্র—		
খাদিতোব মধুজ কল্পনার স্থায় ব্রহ্মকারণিকা প্রকৃতিব ও অজ্ঞাত কল্পনায় সম্ভতি প্রদর্শন—	৬৪১,	১০
‘অজ্ঞা’ শব্দের শাস্ত্রব্রহ্মতোক্ত তেজ, জল, ও অন্তর্গত প্রতিপাদক থাওন—	৬৪৪,	৩
৩য়, সাংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ—	৬৪৬—৬৫৩,	০
(১১—১৩ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ঐহ্যুক্ত সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্ভাবনা প্রদর্শন—	৬৪৬,	৭
সিদ্ধান্ত—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে পার্থক্য হেতু পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব-পক্ষ থাওন—	৬৪৯,	১
১২শ সূত্র—		
‘পঞ্চজন’ শব্দে প্রাণাদি পঞ্চ পদার্থগ্রহণ নিরূপণ—	৬৫১,	৩
১৩শ সূত্র—		
পাশাখীর মতে অন্নের পরিবর্তে জ্যোতিঃ দ্বাবা পঞ্চসংখ্যা পূরণ—	৬৫১,	১৬
৪র্থ, করণত্বাধিকরণ—	৬৫৪—৬৫৯,	০
(১৪—১৫ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—“তদৈক্যত” ইত্যাদি ঐহ্যুক্ত প্রধানকারণপরত্ব সমর্থন—	৬৫৪,	১
সিদ্ধান্ত—আকাশাদির কারণরূপে অবধারিত পরব্রহ্মেরই দগংকারণত্ব সমর্থন—	৬৫৬,	৬

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

১৫শ সূত্র---

পূর্ববর্তী বাক্য হইতে এখানে পরব্রহ্মের অমুখ্য হেতু তাঁহারই
কারণত্বাবধারণ—

৬৫৭, ৪

৫ম, জগদ্বাচিস্বাধিকরণ—

৬৬০—৬৭১, ০

(১৬—১৮ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—“যঃ এতেষাং” এই শ্রুত্ব্যুক্ত ‘পুরুষ’ শব্দে সাংখ্যসম্মত
পুরুষ-অর্থের সমর্থন—

৬৬০, ১

সিদ্ধান্ত—‘কর্তা’পদে পরমাত্মত্বকথন এবং জীবাত্মদর্শন পক্ষ
খণ্ডন—

৬৬৪, ৭

১৭শ সূত্র—

জীব ও মুখ্যপ্রাণপবত্ব-শঙ্কাপূর্বক তাহার প্রত্যাখ্যান—

৬৬৭, ১

১৮শ সূত্র—

জৈমিনির মতানুসারে পরমাত্মসত্তা জ্ঞাপনার্থ জীবের

উল্লেখ নিরূপণ—

৬৬৮, ৭

৬ষ্ঠ, বাক্যস্বাধিকরণ—

৬৭১—৬৮৯, ০

(১৯—২২ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—“আত্মা বা অবৈ দ্রষ্টব্যঃ” এই শ্রুত্ব্যুক্ত আত্মাব

জীবত্ব সমর্থন—

৬৭১, ১

সিদ্ধান্ত—সমস্ত বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য পর্যালোচনায় এই

‘আত্মা’ শব্দের ব্রহ্মগতি স্থাপন—

৬৭৫, ১

২০শ সূত্র—

উক্ত আত্মাব পরমাত্মত্বপক্ষে আশ্রয়স্থানামক আচার্যের মত—

৬৮১, ৩

২১শ সূত্র—

উড়ুলোমির মতে ‘আত্মা’ শব্দের পরমাত্মত্ব উপপাদন—

৬৮২, ৮

২২শ সূত্র—

কাশ্যকৃৎসনামক আচার্যের মতে আত্ম-শব্দের পরমাত্মার্থত্ব

উপপাদন—

৬৮৪, ৩

৭ম, প্রকৃত্যধিকরণ—

৬৮৯—৭০৬, ০

(২৩—২৮ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—উপাদান ও নিমিত্ত কারণের লোকসিদ্ধ পার্থক্যানুসারে

পরবাক্কর কেবলই নিমিত্ত-কারণত্ব সমর্থন—

৬৮৯, ২

(৭৫/০)

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
সিদ্ধান্ত—পরব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদানকারণত্ব স্থাপন—	৬৯২,	৬
২৪শ সূত্র—		
সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তাপ্রণালী দ্বারাও পরব্রহ্মের উপাদানত্ব সমর্থন—	৬৯৭,	৮
২৫শ সূত্র—		
সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও পরব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয়বিধ	—	
কাবণত্ব প্রদর্শক বাক্য প্রদর্শন—	৬৯৮,	৩
২৬শ সূত্র—		
পরব্রহ্মের আত্মপরিণতিবোধক শ্রুতি দ্বারাও উভয়প্রকার		
কাবণত্ব সমর্থন—	৬৯৯,	৪
২৭শ সূত্র—		
শূন্য স্তম্ভ অবস্থাভেদে নিবন্ধনত্বাদিবোধক বাক্যের উপাদান-		
প্রদর্শন—	৭০০,	৭
২৮শ সূত্র—		
ব্রহ্মের জগৎপাদানত্ববোধক বাক্য প্রদর্শন—	৭০৬,	০
৯ম, সর্বব্যাপ্যানাধিকরণ—	৭০৬—০,	০
(২৯শ সূত্র)		
প্রথম হইতে চতুর্থপাদপর্যন্ত যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা বেদান্তবাক্যের		
ব্রহ্মকারণতা সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত বৃত্তি দ্বাৰাই		
জগৎকাবণতা-বোধক অপবাপব বেদা যবাক্যেরও ব্রহ্মকাবণ-		
পবত্ব নিকপণের উপদেশ—	৭০৬,	০

চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

প্রথমাদ্বায়েব সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

—:~:—

ঈক্ষতের্নাশকম্ ॥১।১।৫।

[পদচ্ছেদঃ—ঈক্ষতে: (ঈক্ষধাতুর প্রয়োগহেতু) ন (নহে) অশব্দং (বেদে অমুক্ত, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) [জগৎকারণ] ।

[সরলার্থঃ—ন বিত্ততে [বেদোক্তঃ] শব্দঃ [প্রমাণং] যন্ত, তৎ অশব্দং—সাংখ্য-পরিকল্পিতং প্রধানমিত্যর্থঃ । বেদে হি সাংখ্যপরিকল্পিত-‘প্রধান’-বাচকঃ কশ্চিদপি শব্দো নাস্তি ; অতঃ তৎ প্রধানং আত্মমানিকং—অত্মমানগম্যমেবেত্যর্থঃ ।

“সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ,” ইত্যত্র ‘সং’-পদেন জগৎকারণতয়া অভিহিতস্ত বস্তুন ঈক্ষতে: জ্ঞানার্থকস্ত ঈক্ষধাতো: প্রয়োগাৎ, অচেতনে চ তদসম্ভবাৎ ‘সং’-পদবাচ্যং জগৎকারণং অশব্দং—প্রধানং ন ; অপিতু সর্বজ্ঞং চেতনং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ ॥

বেদে যাহাব বাচক বা প্রতিপাদক কোন শব্দ নাই, তাহাই ‘অশব্দ’ । বেদে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবোধক কোন শব্দ-প্রমাণ নাই—অত্মমানই একমাত্র উহাব অস্তিত্বে প্রমাণ ; এই কাবণে, উহাকে আত্মমানিক বা অত্মমানগম্য বলা হয় । প্রধান, প্রকৃতি, অব্যক্ত, মায়ী প্রভৃতি শব্দগুলি একার্থবোধক ।

‘হে সোম্য ! সৃষ্টিব পূর্বে এই জগৎ ‘সং’রূপে ছিল ।’ এই প্রতিপত্তিতে ‘সং’শব্দে যাহাকে জগৎকাবণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহাব সম্বন্ধেই আবাব ‘ঈক্ষ’ ধাতুরও প্রয়োগ বহিয়াছে । ঈক্ষধাতুর অর্থ—জ্ঞান ; অচেতন প্রধানে যখন ঈক্ষণের (জ্ঞানের) একেবারেই সম্ভব হয় না, অথচ চেতন ব্রহ্মে সম্ভব হয় ; তখন ‘অশব্দ’ প্রধান কখনই সং-শব্দ বাচ্য জগৎ-কারণ হইতে পারে না ; পরন্তু সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি চেতন ব্রহ্মই জগৎকাবণ বলিয়া স্বীকার্য ॥ ১।১।৫ ॥]

“যতো বা ইমানি” ইত্যাদিজগৎকারণবাদি-বাক্যপ্রতিপাত্তং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি সমস্তহেয়প্রত্যনীব-কল্যাণগুণৈকতানং(*)ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তুমিত্যুক্তম্ । ইদানীং জগৎকারণবাদিবা ক্যানামাত্মমানিক-প্রধানাদিপ্রতিপাদনানর্হতো-চ্যতে—‘ঈক্ষতের্নাশকমিত্যাদিনা । ১ ।

জগৎকারণতাবোধক “যতো বা ইমানি” ইত্যাদি বাক্য-প্রতিপাত্ত—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সমস্ত তুচ্ছগুণবহিত ও সর্বপ্রকার কল্যাণকর গুণের আকর ব্রহ্মই যে, [বেদান্ত-] জিজ্ঞাস্ত ; একথা ইতঃ পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এখন জগৎকারণবাদী সেই সকল বাক্যে যে, অত্মমান কল্পিত প্রধান প্রভৃতি (প্রকৃতি প্রভৃতি) প্রতিপাদিত হইতে পারে না, ইহাই “ঈক্ষতে: নাশকং” ইত্যাদি যত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে,—। ১ ।

ইদমাস্মায়তে ছান্দোগ্যে,—“সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্ষত—বহুশ্যাং, প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোহসৃজত” [ছান্দো. ৬।২।১] ইত্যাদি । তত্র সন্দিহতে—কিং সচ্ছন্দবাচ্যং জগৎকারণং পরোক্তমানুমানিকং প্রধানম্ ? উত উক্তলক্ষণং (*) ব্রহ্ম ? ইতি । ২।

কিং প্রাপ্তং ? প্রধানমিতি । কুতঃ, “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” ইতি ইদং-শব্দবাচ্যস্য চेतন-ভোগ্যভূতস্য সত্ত্বরজস্তমোময়স্য বিয়দাদি-নানারূপবিকারাবস্থস্য বস্তুতঃ কারণাবস্থং বদতি । কারণ-ভূতদ্রব্যাবস্থান্তরূপান্তরপত্তিরেব হি কার্য্যতা । অতো যৎ দ্রব্যং যৎস্বভাবক কার্য্যাবস্থম্ ; তৎস্বভাবং তদেব দ্রব্যং কারণাবস্থম্ । সত্ত্বরজস্তমোময়ক (+) কার্য্যম্, ইতি গুণসাম্যাবস্থং প্রধানমেব হি কারণম্ । তদেবোপসংহৃত-সকলবিশেষং সন্মাত্রমিতি “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেব,” ইত্যভি-

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘হে সোম্য ! অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) এই জগৎ এক, অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল । তিনি আলোচনা করিলেন যে, আমি বহু হইব—জন্মিব । তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন ।’ ইত্যাদি । এত্বে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত শ্রুতিতে ‘সং’ শব্দের অর্থ—কি সাংখ্যোক্ত প্রধান (প্রকৃতি) ? অথবা পূর্বোক্ত লক্ষণাদিত ব্রহ্ম ? । ২।

কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? অর্থাৎ কোন অর্থ স্থিৰ হইল ? [উত্তর—] প্রধান । কারণ ?—‘হে সোম্য ! অগ্রে এই জগৎ এক, অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল’, এই শ্রুতিটী ‘ইদং’ শব্দবাচ্য [‘ইদং’ শব্দে প্রধানতঃ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সন্নিহিত বস্তুকেই বুঝায় ;] চेतন-ভোগ্য, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়, এবং আকাশাদি বিবিধ বিকারাবস্থা-প্রাপ্ত বস্তুর (জগতের) কারণাবস্থা—অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ববর্তী সৃষ্টিাবস্থা প্রতিপাদন করিতেছে । কেন না, কারণ বস্তুর যে, অবস্থান্তর-প্রাপ্তি, তাহারই নাম কার্য্যত্ব বা কার্য্যাবস্থা । অতএব, [বৃত্তিতে হইবে,] যে দ্রব্য কার্য্যাবস্থায় যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন ; সেই দ্রব্য কারণাবস্থায়ও সেই স্বভাবেই থাকে ; সূত্ররায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় জগৎটা—কার্য্য, আর ঐ ত্রিগুণেরই সাম্যাবস্থায়ক প্রধান—তাহার কারণ (:) । সর্বপ্রকার বিশেষভাবরহিত সেই ‘প্রধান’ই “সদেব” ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘সংমাত্র’ (‘সদেব’—সংই) বলিয়া

(*) উক্তলক্ষণমেব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) সম্বাদিময়ঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(:) তাৎপৰ্য্য—“সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ ।” কপিলকৃত এই সাংখ্যসূত্রানুসারে জানা যায় যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যখন বৈষম্যাবস্থা অর্থাৎ পরস্পর উপমর্দ্য উপমর্দকভাবে পরিত্যাগ পূর্বক সাম্যাবস্থা অর্থাৎ নিক্কিন্নাবস্থা অবলম্বন করে ; তখনই সেই গুণত্রয়কে ‘প্রকৃতি’ ও ‘প্রধান’ প্রকৃতিশব্দে অভিহিত করা হয় । কলকথা—সাম্যাবস্থাপর গুণত্রয় ‘প্রকৃতি’, আর বৈষম্যাবস্থাপর গুণত্রয়ই কার্য্য-জগৎ । কারণের বিকারাবস্থাই কার্য্য, আর কার্য্যের সৃষ্টিাবস্থা বা শক্তিরূপ পূর্বাৱস্থা ই কারণ ।

ধীয়তে ; তত এব চ কার্য্য-কারণয়োৱনন্যত্বম্ । তথা সত্যেব একবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ ; অন্থথা, “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন” ইত্যাদি মৃৎপিণ্ড-তৎকার্য্য-দৃষ্টান্তদাক্ষ্যান্তিকয়োৰ্বেকরূপ্যক্, ইতি জগৎ-কারণবাদি-বাক্যেন মহর্ষিণা কপিলেনোক্তং প্রধানমেব প্রতিপাদ্যতে । প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তরূপেণানুমানবেষমেবেদং বাক্যম্, ইতি সচ্ছন্দবাচ্যমানুমানিকমেব, ইত্যেবং প্রাপ্তোহভিধীয়তে—“ঈক্ষতের্নাশকম্” ইতি । ৩ ।

অভিহিত হইয়াছে । এই হেতুই কার্য্য ও কাৰণের অনন্ত বা অভেদও প্রমাণিত হয় । বিশেষতঃ একপ হইলেই একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পারে (*) । আর একপ না হইলে ‘হে সোম্য ! যেমন একটা মৃৎপিণ্ড দ্বাবাই [সমস্ত মৃন্ময় জানা যায়] ;’ ইত্যাদি শ্রুত মৃৎপিণ্ড ও তৎকার্য্যরূপ দৃষ্টান্তের সহিত দাক্ষ্যান্তিককেও [যাহাব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহাকে দাক্ষ্যান্তিক বলে,] বিরূপতা বা বৈষম্য হইয়া পড়ে । অতএব, মহর্ষি কপিলোক্ত ‘প্রধান’ই জগৎকাৰণবাদী বাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছে । আর প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তদর্শনে বুঝা যায় যে “সদেব” ইত্যাদি বাক্যটা অনুমানেবই অনুরূপ । অতএব আনুমানিকই (প্রধানই) ‘সৎ’শব্দের বাচ্যার্থ, বন্ধ নহে । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“ঈক্ষতের্নাশকম্” (!) । ৩ ।

(*) তাৎপৰ্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞাস্থলে বলা হইয়াছে—“উত তমাদেশমপ্রাক্ষঃ, যেন অপ্রত্যং প্রত্যং ভবতি,” ইত্যাদি । অর্থাৎ হে সোম্য তুমি কি [হোমার গুরুকে] সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যাঁহাতে অপ্রত্যং বিষয়ও প্রত্যং হয়, ইত্যাদি । এই কথা শ্রবণের পরশিষ্য যখন বলিলেন—এইরূপ হইবে কি প্রকারে ? তদন্তরে দৃষ্টান্তরূপে অর্থাৎ এক-বিজ্ঞানে সৰ্ব-বিজ্ঞানের উদাহরণরূপে বলা হইয়াছে যে, “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সৰ্বঃ মৃন্ময়ঃ বিজ্ঞাতঃ স্তাৎ ।” এখানে মৃৎপিণ্ড কাৰণ, আর মৃন্ময় ঘটাদি তাহার কার্য্য, ঘট ও তৎকাৰণ মূলত্বা, উভয়েরই গুণ ও ধরূপ এক ; মৃৎপিণ্ডই ঘটের অব্যক্তাবস্থা, আর ঘটই মৃৎপিণ্ডের ব্যক্তাবস্থা বা কার্য্য ।

এখন কাৰ্য্যভূত জগৎ ও তৎকাৰণ “দি একং স্বভাবের হয়, তাহা হইলেই একবিজ্ঞানে সৰ্ব-বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তটা অনুরূপ হইতে পারে ; সাংখ্যান্ত ‘প্রধানক’ জগৎকাৰণ বলিলে ঐ দৃষ্টান্তটা ঠিক অনুরূপ হয় । কাৰণ, ঐই জগৎ স্বথ দুঃখ মোহান্বক ; সেই স্বথ, দুঃখ, মোহও আবাব যথাক্রমে সৰ্ব, রজঃ ও তমোগুণেরই ধর্ম্ম ; হুতরাং প্রধানকেই জগৎকাৰণ বলা উচিত ।

(১) তাৎপৰ্য্য—ঐই পঞ্চম সূত্র হইতে দ্বাদশ সূত্রপর্য্যন্ত একটা অধিকরণ ; তাহা এইরূপে রচনা করিতে হইবে,—(১) বিষয়—“সদেব নোমোদমগ্র্য অসীৎ ।” এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত ‘সৎ’ পদার্থ । (২) সংশয়—ঐ ‘সৎ’ পদার্থটী কি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি (প্রধান) ? অথবা, নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম ? (৩) পূর্বপক্ষ—সাংখ্যোক্ত প্রধানই এখানে ‘সৎ’ পদের প্রতিপাদ্য—অর্থ, কাৰণ, তাহা হইলেই শ্রুত একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা এবং কার্য্য-কাৰণভাবের উদাহরণরূপ-বৃত্তিকা ঘটাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ হইতে পারে । “তৎ তেজ ইক্ষত ।” ‘সেই তেজ দর্শন বা আলোচনা করিয়াছিল,’ ইত্যাদি প্রযোগের দ্বারা ব্রহ্মতা ‘ঈক্ষণ’ও গোপার্শ্বক প্রকৃতপক্ষে উহার অর্থ—জ্ঞান নহে । (৩) উত্তর—“তৎ ইক্ষত,” ইত্যাদি স্থলে স্পষ্টই বহুভাব প্রাপ্তির সংকল্পরূপ ঈক্ষণের উল্লেখ থাকায় এবং মুখ্য ঈক্ষণ সত্ত্বে গৌণ কল্পনার অনস্তুত্বনা হেতু, বিশেষতঃ তেজঃ প্রভৃতির ঈক্ষণ স্থলেও তেজের অন্তর্যামী পরমেশ্বরেরই ‘ঈক্ষণ’ পরিগ্রহ বশতঃ এখানে গৌণভাবে জড় প্রধানের ঈক্ষণ কল্পনা করা যাইতে পারে না । (৫) প্রয়োজন—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকল্পসিদ্ধি এবং তদ্বিজ্ঞানে জীবের মুক্তি লাভ ।

যস্মিন্ শব্দ এব প্রমাণং ন ভবতি, তৎ ‘অশব্দম্’, আনুমানিকং প্রধান
মিত্যর্থঃ । ‘ন’ তৎ জগৎকারণবাদি-বাক্যপ্রতিপাদ্যম্। কৃতঃ? ‘ঈক্ষতেঃ’—
সচ্ছব্দবাচ্যসম্বন্ধি-ব্যাপারবিশেষাভিধায়িন ঈক্ষতের্ধাতোঃ শ্রবণাৎ—“তদৈ-
ক্ষত—বহু শ্রাং, প্রজায়েত” ইতি । ঈক্ষণক্রিয়াযোগশ্চাচেতনে প্রধানেন ন
সম্ভবতি ; অত ঈদৃশেক্ষণক্ষমশ্চেতনবিশেষ এব সর্বভ্যঃ সর্বশক্তিঃ পুরু-
ষোত্তমঃ সচ্ছব্দাভিধেয়ঃ । তথা চ সর্বেষ্বপি সৃষ্টিপ্রকরণেষু ‘ঈক্ষা’-পূর্ব্বিকৈব
সৃষ্টিঃ প্রতীয়তে । “স ঐক্ষত—লোকান্ নু সৃজা ইতি, স ইমান্ লোকান্
অসৃজত” । [ঐতং ১।১।২] । “স ঈক্ষাক্ষত্রে...স প্রাণমসৃজত” [প্রশ্নং
৬।৩—৪] ইত্যাদিষু । ৪ ॥

ননু চ, কার্য্যানুগুণেনৈব কারণেন ভবিতব্যম্ । সত্যম্ ; সর্বকার্য্যানু-
গুণ এব সর্বভ্যঃ সর্বশক্তিঃ সত্যসংকল্পঃ পুরুষোত্তমঃ সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু-
শরীরকঃ । যথাহ—

নিশ্চয়ই যদ্বিষয়ে শব্দ বা আগম প্রমাণেব অভাব ; তাহাই অশব্দ—আনুমানিক, অর্থাৎ
‘প্রধান’ কেবলই অনুমান প্রমাণগম্য (*) । সেই ‘প্রধান’ জগৎকারণবোধক বাক্যের প্রতিপাদ্য
নহে । কেন ?—ঈক্ষতিহেতু ; অর্থাৎ ‘তিনি ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন—আমি বহু
হইব—জন্মিব ।’ এই প্রতিতে যে, ‘সং’ শব্দবাচ্য—‘সং’-পদার্থ সম্বন্ধে ব্যাপাব বা কার্য্যবিশেষ-
বোধক ‘ঈক্ষ’ ধাতুর শ্রবণ বা উল্লেখ আছে, তাহাই ইহার হেতু । অচেতন প্রধানেন কখনই
‘ঈক্ষণ’ (আলোচনা) ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইতে পাবে না ; অতএব, তাদৃশ আলোচনা-সমর্থ, সেই
সর্বভ্য, সর্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) ‘সং’ পদের বাচ্যার্থ, [অপর কেহ নহে] ।
দেখ, ‘তিনি আলোচনা করিলেন—আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব ।’ ‘তিনি এই সমস্ত লোক
সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘তিনি ঈক্ষা করিয়াছিলেন ।’ ‘তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন ।’ ইত্যাদি
সমস্ত সৃষ্টি-প্রকরণেই ঈক্ষাপূর্ব্বক সৃষ্টিব কথা জানা যায় । ৪ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কার্য্যের অনুগুণ বা অনুকূল পদার্থই কারণ হওয়া আবশ্যক ? [তাহা
হইলে ত ব্রহ্মের পরিবর্তে প্রধানকেই জড়জগতের কারণরূপে কল্পনা করা সম্ভব হয় ?] হাঁ, একথা
সত্য বটে ; কিন্তু সর্বভ্য, সর্বশক্তি, সত্যসংকল্প এবং সূক্ষ্ম চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরধারী পুরুষোত্তমও

(*) তাৎপৰ্য্য—বৈদ্যাস্তিকগণ বলেন—বেদের কৃত্তাপি ‘প্রধান’ বা ‘প্রকৃতি’ বোধক কোন শব্দ নাই,—
উহা কেবল কার্য্য-কারণের একরূপতা-নিয়মানুসারি অনুমানগম্য-মাত্র । এই কারণে—‘প্রধানকে’ ‘আনুমানিক’
বলা হইয়া থাকে ।

“পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে,

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥” [শ্বেতাশ্বং ৬৮] ।

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ।” [মুণ্ডং ১।১।৯] “যস্যাব্যক্তং শরীরম্, ... যস্য মূহুঃ শরীরম্, ... এষ সর্বভূতান্তরাহ্মা অপহতপাপু” [স্ববালোং ৭।৬—৭] ইত্যাদি। তদেতৎ “ন বিলক্ষণত্বাৎ” [ব্রহ্মসূং ২।১।৪] ইত্যাদিষু প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতঃ সৃষ্টিবাক্যানি ন প্রধান-প্রতিপাদন-যোগ্যানীত্বাচ্যতে। বস্তুবিরোধস্ত তত্রৈব পরিহরিষ্যতে।

যত্নভূতং—প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তযোগাদনুমানরূপমেবেদং বাক্যমিতি। তদ-সং; হেতুপাদানাৎ। “যেনাশ্রুতং শ্রুতম্” ইত্যেকবিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানে প্রতিপিপাদয়িষ্যতে সর্বানুনা তদসম্ভবং মন্বানস্ম (*) তৎসম্ভব-মাত্রপ্রদর্শনায় হি দৃষ্টান্তোপাদানম্। (†) ঈক্ষত্যাদিশ্রবণাদেব হি অনুমান-গন্ধাভাবোহবগতঃ ॥ ১। ১ ॥ ৫ ॥

সর্বকার্যেব অনুগুণ বা অনুকূলই বটে। শ্রুতি বলিতেছেন—‘ইহার (ভগবানেব) বিবিধ-প্রকার নিবতিশয় শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়াশক্তি পরিশ্রুত হয়।’ ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ এবং জ্ঞানই যাহার তপস্তাস্বরূপ।’ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাহার শরীর, এবং মূহূ যাহার শরীর, তিনি সর্বভূতের অন্তরায় ও নিষ্পাপ।’ ইত্যাদি। [দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে] “ন বিলক্ষণত্বাৎ” ইত্যাদি সূত্রে উল্লিখিত আপত্তির সমাধান করা হইবে। এই কাৰণেই সৃষ্টি-বোধক বাক্যসমূহকে ‘প্রধান’ প্রতিপাদনে অযোগ্য বলা হইতেছে। [পূর্বোল্লিখিত] বস্তুবিরোধও সেই স্থানেই (“ন বিলক্ষণত্বাৎ” ইত্যাদি সূত্রেই) পরিহৃত বা মীমাংসিত হইবে।

আব যে, প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ থাকায় উক্ত বাক্যকে অনুমানেরই অনুরূপ বলা হইয়াছে। তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, এখানে কোন হেতু (সমর্থক কারণের) উল্লেখ নাই। [অথচ অনুমান মাত্রই একটী নির্দোষ হেতু উল্লেখ থাকা, একান্ত আবশ্যক]। বিশেষতঃ ‘যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়;’ এই কথায় উদ্দালক প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিপাদনের ইচ্ছা করিলে পর, স্বেতকেতু যখন উহা সর্বতোভাবে অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেন; তখন কেবল উহার সম্ভাবনা-প্রদর্শনার্থ বা অসম্ভবাবশঙ্কা-নিবাসার্থই উক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, (কিন্তু অনুমানের দৃষ্টান্ত স্বরূপে নহে)। এখানে যে, অনুমানের গন্ধমাত্রও নাই; তাহা-‘ঈক্ষতি’ প্রভৃতি প্রয়োগ শ্রবণেই বেশ প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ শ্রুতান্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত যদি অনুমানেরই অঙ্গ-স্বরূপ হইত, তাহা হইলে তত্পর্যুক্ত হেতুবিশেষেরই উল্লেখ থাকিত, কিন্তু, ‘ঈক্ষণাদি’ শব্দের সাহায্যে প্রতিজ্ঞাতার্থের সমর্থন করিবার আবশ্যক হইত না ॥ ১। ১ ॥ ৫ ॥

(*) যথা তস্ম সম্ভব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ঈক্ষত ইত্যাদি’ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

অথ স্মাৎ—ন চেতনগতং মুখ্যমীক্ষণমিহোচ্যতে ; অপি তু প্রধানগতং
গৌণমীক্ষণম্ ; “তত্তেজ ঐক্ষত । তা আপ ঐক্ষন্ত”, [ছান্দো ৬।২।৩—৪]
ইতি গৌণেক্ষণসাহচর্য্যাত্ । ভবতি চ অচেতনেষপি চেতনধর্ম্মোপচারঃ ।
যথা—“বৃষ্টিপ্রতীক্ষাঃ শালয়ঃ ।” “বর্ষেণ বীজং প্রতিসঞ্জহর্ষ” [রামায়ণ-সুন্দর-
২৯।৩] ইতি । অতো গৌণমীক্ষণম্ ইতি, ইমামাশঙ্কামনুভাষ্য পরিহরতি—১

গৌণশ্চেতনাত্মশব্দাদ্ ॥১।১।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণঃ (মুখ্যার্থবোধক নহে) চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না—বলা যায় না),
আত্মশব্দাৎ (‘আত্ম’-শব্দের প্রয়োগ বশতঃ) ॥]

[সরলার্থঃ—আসন্নপতনে অচেতনেপি নদীকূলে ‘কূলং পিপতিষতি’ ইতি চেতনবহুপচার-
দর্শনাৎ, “তং তেজ ঐক্ষত ।” ইত্যাদৌ অচেতনগত-গৌণেক্ষণ-সাহচর্য্যাত্ চ “তদ্ ঐক্ষত”
ইত্যত্রাপি ঈক্ষতিপ্রয়োগো গৌণঃ (উপচারিক এব) ইতি চেৎ ? ন ; কস্মাৎ ? ‘আত্ম’-
শব্দাৎ । “সদেব সোম্যোদম্” ইত্যত্র ‘সং’-পদাভিহিতে ঈক্ষিতরি “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তং
সত্যং, স আত্মা” ইতি চেতনবাচিন ‘আত্ম’শব্দস্য প্রয়োগদর্শনাৎ । নহি চেতনং শ্বেতকেতুঃ
প্রতি অচেতনস্ত প্রধানস্ত আত্মত্বেনোপদেশো গ্ৰাহ্য ইতি ভাবঃ । “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্”, “তং
সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশং, সং চ, ত্যং চ অভবং,” ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ তেজঃপ্রভৃতীনাংপি
চেতনাধিষ্ঠিতত্বাবগমাৎ তত্র তদধিষ্ঠিতস্ত চেতনশ্চৈব মুখ্যমীক্ষণং সংগচ্ছতে ; প্রকৃতে তু ন
তথা, ইত্যশয়ঃ ॥ ৬ ॥

অচেতন নদীকূলকে পতনোন্মুখ দর্শন করিয়া ‘নদীকূলটা পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে’, এইরূপে
চেতনোচিত ‘ইচ্ছাব’ গৌণপ্রয়োগ করিতে দেখা যায় ; তদনুসারে, এবং এই প্রকরণেই ‘সেই
তেজঃ আলোচনা করিলেন’, ইত্যাদি স্থলে অচেতন তেজঃপ্রভৃতিতেও গৌণভাবে ঈক্ষণের প্রয়োগ
দৃষ্ট হয় ; তৎসাহচর্য্যপ্রযুক্ত “তং ঐক্ষত” (তিনি আলোচনা করিলেন), এই স্থলেও ঈক্ষণেব
(জ্ঞানার্থক ঈক্ষণধাতুর) প্রয়োগকে গৌণ বলা যাইতে পারে ? না—তাহা বলা যায় না ; কাবণ,
এখানে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে । “সদেব সোম্যোদং” স্থলে যাহাকে ‘সং’ বলিয়া নির্দেশ
করা হইয়াছে ; ‘এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক ; তিনিই সত্য ; তিনিই [তোমার] আত্মা ;’
এই শ্রুতিতে তাঁহাকেই আবার ‘আত্ম’-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । অথচ, চেতন
শ্বেতকেতুকে কখনই ‘অচেতন ‘প্রধান’ তোমার আত্মা’ বলিয়া উপদেশ দেওয়া সমুচিত হইতে
পারে না । বিশেষতঃ ‘এই সমস্ত জগৎই সেই ব্রহ্মাত্মক ; তিনি তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া
তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; তিনিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তু হইলেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে
জানা যায় যে, তেজঃপ্রভৃতি পদার্থও চেতনাধিষ্ঠিত ; সুতরাং তেজঃপ্রভৃতির ঈক্ষণস্থলেও
সেই সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত চেতনেরই মুখ্য ঈক্ষণ সম্ভব হয়, কিন্তু প্রকৃতস্থলে (প্রধান) সেরূপ
হইতে পারে না ॥ ৬ ॥]

যদুভ্যং—গৌণেষ্ণসাহচর্যাং সতোহপীক্ষণব্যপদেশঃ, (*) সর্গনিয়ত-
পূর্বাবস্থাভিপ্রায়ো ‘গৌণ’ ইতি । তন্ন ; “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং,
স আত্মা”, ইতি সচ্ছন্দপ্রতিপাদিতস্তাত্মশব্দেন ব্যপদেশাৎ । ২ ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এখানে চৈতন্যগত মুখ্য বা যথার্থ ‘ঈক্ষণ’ কথিত হইতেছে না ; পরন্তু, প্রধানগত গোণ ঈক্ষণই কথিত, হইয়াছে ; কারণই ঐ ঈক্ষণটি—‘সেই তেজঃ ঈক্ষণ করিল, সেই জল ঈক্ষণ করিল,’ ইত্যাদি গোণ বা অমুখ্য ঈক্ষণের সহপাঠিত । অভিপ্রায় এই যে, তেজঃ প্রতিব ঈক্ষণ যখন মুখ্য বা যথার্থ ঈক্ষণ (জ্ঞান) নহে, তখন তৎপ্রকরণস্থিত সংপদার্থের ‘ঈক্ষণ’ই বা গোণ বা অমুখ্য হইবে না কেন ? [দেখা যায়—] অচেতনেও চৈতন্য-ধর্মের উপচার বা আবোপ হইয়া থাকে ; যথা—‘ধাতু সমূহ বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছে ।’ ‘বারিবর্ষণের দ্বারা শস্যবীজ হর্ষলাভ করিয়াছিল ।’ অতএব, উক্ত ঈক্ষণও গোণই হইবে—মুখ্য নহে । এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপনপূর্বক তাহার পরিহারার্থ বলিতেছেন—“গৌণশ্চেং ; ন, আত্মশব্দাৎ ।” ১ ।

পূর্বে যে, তেজঃ প্রভৃতির গোণ ‘ঈক্ষণ’ দেখিয়া তৎসাহচর্য বা সহপাঠনিবন্ধন ‘সং’পদবাচ্য জগৎ-কারণেব ঈক্ষণকেও গোণ বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ তেজঃপ্রভৃতিব স্থায় সংপদার্থের ঈক্ষণও যথার্থ জ্ঞানাত্মক ঈক্ষণ নহে ; পরন্তু জগৎ-কারণেব যে, কার্য্যাকাষে পরিণত হইবার প্রাথমিক উত্তম বা উন্মুখীভাব, বাহার পবেই কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে ; সেই অবস্থাটীও জ্ঞানেরই মত কার্য্যোৎপাদনের সহায় ; এই গুণে ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই “তৎ ঐক্ষত” বলা হইয়াছে (+) । না—একথা সত্য নহে ; কারণ, প্রথমে যাহাকে ‘সং’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাকেই আবার—‘এ সমস্তই এতদাত্মক, তিনিই সত্য পদার্থ এবং তিনিই আত্মা ।’ এই স্থানে ‘আত্ম’শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে । ২ ।

(*) সর্গনিয়মেন’ ইতি (গ) পাঠঃ

(১) তাৎপর্য্য—কোন কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্বে সেই কার্য্য-বস্তুটী স্থল্লাবস্থায় তৎকারণে থাকে ; ইহাকে ‘প্রাগবস্থা’ও বলা হয় । এই প্রাগবস্থাটী ভাবী কার্য্যেরই অনুরূপ, কর্তার চেষ্টায় পশ্চৎ অভিযুক্ত বা প্রকাশ পায় মাত্র । যে কার্য্যের উত্তরূপ প্রাগবস্থা নাই, শত লোকের শত চেষ্টায়ও সে কার্য্যের অভিযুক্তি বা প্রকাশ হইতে পারে না ।

এই যে দৃশ্যমান অগ্নি, ইহাও উৎপত্তির পূর্বে স্থল্লাভাবে প্রধানে বিলীন ছিল ; এই কারণেই প্রধানের অপর নাম ‘অব্যক্ত’ । সেই অব্যক্তই চৈতন্য পুরুষের সান্নিধ্য লাভকরিতা এইস্থল জগদাকারে অভিযুক্ত হইয়াছে, সাংখ্যমতে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলিয়া কোন কথা নাই ; পুরুষের সান্নিধ্যই সৃষ্টির কারণ । এই যে, সৃষ্টির পূর্ববর্তী কৰ্ম্মানুরূপ স্থল্লাবস্থার নিয়ম, বাহার ফলে কার্য্যমাত্রই উৎপন্ন বা অভিযুক্ত হইতে বাধ্য । ঘটাদি কার্য্যের দ্বার অগতেরও সেই স্থল্লা প্রাগবস্থারূপ গুণটী প্রকৃতিতে আছে ; এই অভিপ্রায়েই প্রকৃতপক্ষে ঈক্ষণ বা আলোচনাত্মক জ্ঞান প্রকৃতিতে না থাকিলেও কার্য্যোপযোগী সেই প্রাগবস্থারূপ গুণটী থাকায়—গৌণ ঈক্ষণশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ; বস্তুতঃ উহা জ্ঞানাত্মক ঈক্ষণ নহে ।

এতদুক্তং ভবতি,—“ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং, স আত্মা” ইতি চেতনা-
চেতনাত্মকপ্রপঞ্চোদ্দেশেন সত ‘আত্মা’ ইত্যাত্মত্বোপদেশোহয়ং নাচেতনে
প্রধানে সঙ্গচ্ছতে ইতি। অতঃ তেজোহবমানামপি পরমাত্মৈবাত্মা,
ইতি তেজঃপ্রভৃতয়োহপি শব্দাঃ পরমাত্মন এব বাচকাঃ। তথা হি—
“হন্তাহমিমান্সিত্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিষ্টা নাম-রূপে
ব্যাকরবাণি।” [ছান্দো ৬। ৩। ২।] ইতি পরমাত্মানুপ্রবেশাদেব তেজঃ-
প্রভৃतीনাং বস্তুত্বং তত্ত্বানামভাক্ত্বক্ষেতি—“তৎ তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত”
ইত্যপি মুখ্য এব ঐক্ষণব্যাপদেশঃ। অতঃ সাহচর্য্যাদপি “তদৈক্ষত” ইত্যত্র
গৌণত্বাশঙ্কা (*)দূরোৎসারিতেতি সূত্রাভিপ্রায়ঃ ॥ ১। ১। ৬ ॥

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, ‘এ সমস্তই এতদাত্মক, তিনিই সত্য পদার্থ, এবং তিনিই
আত্মা।’ এই স্থলে চেতনাচেতনাত্মক জগৎপ্রপঞ্চকে উদ্দেশ করিয়া যখন ‘আত্মত্ব’ উপদেশ করা
হইয়াছে; তখন অচেতন প্রধানে কখনই সেই আত্মত্বোপদেশ সম্ভব হইতে পারে না; অর্থাৎ
অচেতন ‘প্রধান’ কখনই চেতনের আত্মা হইতে পারে না। অতএব, পরমাত্মাই যখন তেজঃ,
জল ও পৃথিবীরও আত্মা, তখন তেজঃপ্রভৃতি শব্দও পরমাত্মারই বাচক। দেখ - [‘পরমাত্মা
সংকল্প করিলেন যে,] ‘বেশ, আমিই এই জীবরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই তিন দেবতাকে
(তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে) নাম ও আকৃতিতে ব্যক্ত করিব।’ এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে,
পরমাত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ বশতই তেজঃপ্রভৃতি পদার্থনিচয় বস্তুত্বলাভে ও বিশেষ বিশেষ
সংজ্ঞা-গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে। অতএব, ‘সেই তেজ আলোচনা করিল, সেই জলসমূহ আলোচনা
করিল;’ এই সমস্ত ঐক্ষণোক্ত্যেও মুখ্যই—গৌণ নহে; সূত্রের তেজঃ প্রভৃতির ঐক্ষণের
সাহচর্য্যবশতও যে, “তৎ ঐক্ষত” শ্রুতির গৌণত্ব শঙ্কা, তাহাও সুদূর-পরাহত হইল; ইহাই
উক্ত সূত্রের অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য (+) ॥ ১। ১। ৬ ॥]

(*) দূরত উৎসাহিত’ ইতি (স্ব) পাঠঃ।

(+) অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতির জগৎকারণ-বোধক ‘সৎ’পদের অর্থ যদি সত্য সত্যই সাংখ্যোক্ত ‘প্রধান’
হইত, তাহা হইলে কখনই শ্রুতি প্রথমে “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং” (এই চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগৎ তদাত্মক--
সংস্করণ) এইরূপে সমস্ত জগৎকে সংস্করণ নির্দেশ করিয়া আবার সেই জগৎকেই লক্ষ্য করিয়া তাহার আত্মা
বলিয়া ‘সৎ’ পদার্থকে নির্দেশ করিতেন না, কারণ, ‘আত্মা’ বলিয়া উহার চেতনত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।
বিশেষতঃ সাংখ্যোক্ত প্রধানই যদি সংপদার্থ হইত; তাহা হইলে সেই জড় পদার্থ প্রধানকে কখনই চেতন
বৈশিষ্ট্যের আত্মা বলিয়া উপদেশ করিতেন না। পক্ষান্তরে, চেতন বৈশিষ্ট্যকে অচেতন বলিয়া উপদেশ করায়
শ্রুতিরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িত। অতএব প্রধানকে জগৎকারণ ‘সৎ’ পদার্থ বলা যায় না।

ইতচ্চ ন প্রধানং সচ্ছন্দ-প্রতিপাদ্যম্,—

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১।১।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—তন্নিষ্ঠস্য (উপদিষ্ট বিষয়ে নিরত ব্যক্তির) মোক্ষোপদেশাৎ (যেহেতু মোক্ষ-প্রাপ্তিব উপদেশ) [আছে] ॥]

[সরলার্থঃ—তন্নিষ্ঠস্য—তন্নিষ্ঠ ‘সং’-পদ-বাচ্যে জগৎকারণে নিষ্ঠা—তৎপরতা একাগ্রতা যস্য, তস্য—“তস্য তাবদেব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষো, অথ সম্পৎস্তে,” ইত্যানেন মোক্ষোপদেশাৎ মোক্ষপ্রাপ্তেরবশস্তাবিত্ত্বোপদেশাদিত্যর্থঃ। প্রধানং ন ‘সং’-পদবাচ্যং জগৎকারণং ভবিতু-মর্হতি; অপিতু তস্মাৎ অত্য়ং—পবং ব্রহ্মৈব জগৎকাবণমিত্যর্থঃ।

যদি হি অচেতনং প্রধানমেব ‘সং’শব্দেন অভিধায় পুনস্তদেব চেতনং স্বৈতকেতুং প্রতি আত্মত্বেন উপদিষ্টেত; তর্হি স্বৈতকেতুঃ শ্রদ্ধাধানতয়া তদেব আত্মত্বেন গৃহ্ণন্ মোক্ষমার্গাৎ প্রচ্যবেত, অনর্থং চ লভেত! অতঃ ‘সং’শব্দবাচ্যং কাবণং প্রধানং ন, ইত্যায়ঃ ॥

‘তাহার (সেই সং-আত্মত্বের) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব বা মোক্ষ-লাভের অপেক্ষা; যাবৎ তিনি দেহ-নিশ্চুক্ত না হন; অনন্তর অর্থাৎ দেহ-পাতের পরই তিনি মুক্ত হন।’ এই প্রতিতে সেই ‘সং’পদবাচ্য জগৎকারণে আত্মত্ব-নিশ্চয়সম্পন্ন ব্যক্তির মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় ‘সং’পদের অর্থ কখনই ‘প্রধান’ হইতে পারে না; পরন্তু পর ব্রহ্মই ‘সং’পদের প্রকৃত অর্থ।

আর প্রতি যদি প্রথমতঃ অচেতন প্রধানকেই ‘সং’পদে উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ সেই ‘সং’-পদার্থকেই চেতন স্বৈতকেতুর ‘আত্মা’ বলিয়া উপদেশ দিতেন; তাহা হইলে সরলহৃদয় স্বৈতকেতুও শ্রদ্ধা বশতঃ সেই অচেতন প্রধানকেই ‘আত্মা’ রূপে গ্রহণ করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইত; তাহার ফলে মোক্ষ-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অনর্থক সংসারেই নিক্ষিপ্ত হইত; অতএব ‘সং’পদে কখনই প্রধানকে ধরা যাইতে পারে না ॥ ১।১।৭ ॥]

মুমূক্ষোঃ স্বৈতকেতোঃ “তত্ত্বমসি” ইতি সদাত্মকত্বানুসন্ধানমুপদিষ্ট্য তন্নিষ্ঠস্য “তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ম বিমোক্ষো, অথ সম্পৎস্তে,” [ছান্দোঃ ৬।১৪।২] ইতি শরীরপাতমাত্রান্তরায়ো ব্রহ্মসম্পত্তিলক্ষণো মোক্ষ-

এই কারণেও সাংখ্যোক্ত ‘প্রধান’ ‘সং’-শব্দের প্রতিপাত্ত বা বাচ্যার্থ হইতে পারে না; কারণ, ‘তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ-প্রাপ্তির উপদেশ রহিয়াছে।’

প্রথমতঃ “তৎ ত্বম্ অসি” প্রতিতে মুমূক্ষু স্বৈতকেতুৰ নিকট ‘সং’ পদার্থকে ‘আত্মা’রূপে অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দিয়া—পশ্চাৎ ‘তাহাব (মুমূক্ষুর) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব; যাবৎ সে দেহনিশ্চুক্ত না হয়; অনন্তর (দেহত্যাগের পব) সংসম্পন্ন হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়।’ এই প্রতিটি তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির (যে লোক ‘সং’ পদার্থকে আত্মা বলিয়া অনুসন্ধান বা অনুভূতি করে; তাহার) ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভে কেবল দেহপাতকেই অন্তরায় বা ব্যবধান বলিয়া উপদেশ দিতেছেন।

ইতুপদিশতি । যদি চ প্রধানমচেতনং কারণমুপদিশ্যেত ; তদা তদাত্মক-
 ত্বানুসন্ধানস্ত (*) মোক্ষসাধনত্বোপদেশো নোপপত্ততে । “যথাক্রতু-
 রস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ প্রেত্য ভবতি” [ছান্দোঃ ৩।১৪।১]
 ইতি তন্নিষ্ঠস্থাচেতনসম্পত্তিরেব স্মৃৎ । ন চ মাতাপিতৃসহস্রৈভ্যোহপি
 বৎসলতরং শাস্ত্রমেবংবিধ-তাপত্রয়াভিহতি-হেতুভূতামচিংসম্পত্তিমুপদিশতি ।
 প্রধানকারণবাদিনোহপি হি প্রধাননিষ্ঠস্য মোক্ষং নাভ্যুপগচ্ছন্তি ॥ ১।১ ॥ ৭ ॥

ইতচ্চ ন প্রধানম্—

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ১।১।৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—হেয়ত্বাবচনাং (পরিত্যাগের উপদেশ না থাকায়) চ (৩) [প্রধান কখনই সং-
 পদার্থ হইতে পারে না ।]

[সরলার্থঃ—অত্র যদি প্রধানমেব জগৎ-কারণতয়া বিবক্ষিতং স্মৃৎ ; তদা খলু অনাস্ম-নিষ্ঠায়া
 মোক্ষ-বিরোধিত্বাৎ স্বেতকেতোঃ তন্নিষ্ঠা-বারণায় অবশ্যমেব তস্মাৎ হেয়ত্বমুপদিশ্যেত ; ন চ তথা
 উপদিষ্টম্ । ততচ্চ নাত্র প্রধানং জগৎকারণমিত্যাশয়ঃ ॥

সাংখ্যোক্ত প্রধানই যদি জগৎকারণ বলিয়া শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, প্রধানে
 আত্মবুদ্ধি-স্থাপন যখন মোক্ষের বিরোধী, তখন নিশ্চয়ই উহা পরিত্যাগের জন্ত স্বেতকেতুকে
 উপদেশ করা হইত । অথচ, উহার হেয়ত্বজ্ঞাপক কোন উপদেশই নাই ; অতএব উহা
 জগৎকারণ হইতে পারে না ॥ ১।১।৮ ॥]

এখন অচেতন প্রধানকে যদি কারণ বলিয়া উপদেশ করা হইত ; তাহা হইলে সেই
 প্রধানেরই যে, ‘আত্মা’রূপে অনুসন্ধান, তাহাকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া উপদেশ করা কখনই সম্ভব
 হইত না । [অতএব শ্রুতি বলিয়াছেন যে,] ‘পুরুষ ইহলোকে বৈরূপ সংকল্প বা অনুধ্যান করে,
 এই লোক হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) সেইরূপই গতি প্রাপ্ত হয় ।’ সেই অচেতন
 প্রধানে নিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্যক্তির অচেতনভাব প্রাপ্তিই সম্ভব হইতে পারে ! কিন্তু সহস্র মাতা
 পিতা অপেক্ষাও সমধিক বাৎসল্যসম্পন্ন (লোকহিতকর) বেদ-শাস্ত্র কখনই ত্রিতাপের আঘাত
 বা আক্রমণ-বর্জক অচেতনভাব প্রাপ্তির উপদেশ করিতে পারেন না । বিশেষতঃ প্রধান-কারণ-
 বাদী সাংখ্যমতাবলম্বীরাও প্রধানে আত্মবুদ্ধিসম্পন্নের মোক্ষলাভ স্বীকার করেন না ॥ ১।১।৭ ॥

যদি প্রধানমেব কারণং সচ্ছন্দাভিহিতং ভবেৎ (*) ; তদা মুমুক্শোঃ
 শ্বেতকেতোস্তদাত্মকত্বং (+) মোক্ষবিরোধিত্বাৎ হেয়ত্বেনৈবোপদেশঃ স্যাৎ ।
 ন চ তৎ ক্রিয়তে ; প্রত্যুত উপাদেয়ত্বেনৈব—“তত্ত্বমসি ।” “তস্মৈ
 তাবদেব চিরম্,” ইত্যুপদিশ্যতে ॥ ১।১।৮ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্,—

প্রতিজ্ঞা-বিরোধাৎ ॥১।১।৯॥(±)

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ [প্রতিজ্ঞায়াঃ] (প্রতিজ্ঞার) [বিরোধাৎ] (বিরোধ
 হেতু ।]

[সরলার্থঃ—“যেনাক্রতং ক্রতং ভবতি ।” ইত্যাদৌ একবিজ্ঞানেন যা সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা
 কৃত্য ; প্রধানকাবণবাদে চ সা বিকথাতে । কারণবিজ্ঞানে তৎকার্য্যগামপি বিজ্ঞানং ভবতীতি
 হ নিয়মঃ । নহি প্রধানং চেতনাচেতনয়োঃ কাবণম্ । অচেতনমাত্রশ্চৈব প্রধান-কার্য্যত্বাৎ, চেতনশ্চ
 তু তৎকার্য্যত্বাভাবাৎ প্রধানবিজ্ঞানেন অচেতনবিজ্ঞানে সত্যপি চেতনবিজ্ঞানাভাবাৎ কুতঃ
 প্রধানবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানসম্ভবঃ ? চেতনাচেতনশরীরকশ্চ তু জগৎকারণত্বে তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব-
 বিজ্ঞানশ্চ সূত্রাং সম্ভবঃ ; অতোহপি ‘সং’-শব্দবাচ্যং প্রধানং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

‘যাহা দ্বারা অশ্রুতও ক্রত হয়’, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা
 কৰা হইয়াছে ; প্রধানকে জগৎকাবণ বলিলে সেই প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে ।
 কেন না, অচেতন প্রধানকে বিশেষরূপে জানিলেও তদ্বারা কখনই সর্ববিজ্ঞান সম্ভবপর হয় না ;
 কাবণ, অচেতন প্রধান অচেতন সর্বপদার্থেব কাবণ হইলেও চেতন পদার্থের কারণ হইতে
 পারে না ; সূত্রাং তদ্বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হইবে কিরূপে ? পক্ষান্তবে, চেতনাচেতনময়-শরীর-
 ধাবী ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে অনায়াসেই তদ্বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে । এই
 কাবণেও সাংখ্যোক্ত প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ১।১।৯ ॥]

এই কাবণেও ‘সং’ শব্দের অর্থ প্রধান হইতে পারে না ; যেহেতু হেয়ত্ব-বচন নাই ; অর্থাৎ
 প্রধানই ‘সং’ পদার্থ হইলে নিশ্চয়ই তাহার আত্মত্ব ধাবণা পরিত্যাগের উপদেশও থাকিত ;
 তাহা না থাকায় বুঝা যায় যে, উক্ত ‘সং’ পদার্থ প্রধান নহে ।

এখানে প্রধানই যদি ‘সং’-পদ-বাচ্য জগৎকারণ হইত ; তাহা হইলে মুমুক্শু শ্বেতকেতুর পক্ষে
 তদাত্মকত্ব অর্থাৎ প্রধানকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করা যখন মোক্ষলাভের প্রতিকূল, তখন
 নিশ্চয়ই সেই প্রধানাত্মত্বকে পরিত্যাজ্য (হেয়) বলিয়াই উপদেশ করা হইত ; অথচ সেক্ষেপ
 করা হয় নাই ; বরং “তৎ ত্বম্ অসি,” “তস্মৈ তাবদেব চিরম্,” ইত্যাদি বাক্যে তাহার উপাদেয়-
 তাই (গ্রহণযোগ্যতাই) উপদেশ করা হইয়াছে ॥ ১।১।৮ ॥

(*)—হিতং তদ্বা ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) সদাত্মকত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‡ স্বভাবিং শব্দর নিষাক-শ্রীনিবাস-কেশবকান্নীরিতট-বলদেবানন্দতীর্থাদিভিরপরিগৃহীতম্ ।

প্রধান কারণে প্রতিজ্ঞাবিরোধশ্চ ভবতি। বাক্যোপক্রমে হে-
বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতম্। তচ্চ কার্যকারণোরনন্তত্বেন
কারণভূত-সদ্বিজ্ঞানাং (*) তৎকার্যভূত-চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্ত জ্ঞাতত-
য়েবোপপাদনীয়ম্। তত্ত্ব প্রধান কারণে চেতনবর্গস্ত প্রধান কার্যত্বাভাৱাৎ
প্রধানবিজ্ঞানেন চেতনবর্গবিজ্ঞানাসিদ্ধের্বিরূধ্যতে ॥১।১।৯॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্—

স্বাপ্যায় ॥১।১।১০॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাপ্যায়ং [স্মিন্] (স্ম-স্মৃপে) [অপ্যায়ং] (বিলয় হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—স্মৃপ্ত্যবস্থা-নিরূপকপ্রকরণে “সতা সোম্য ! তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো
ভবতি।” ইতি স্মৃপ্তস্ত জীবস্ত ‘স্বাপ্যয়’-শব্দাৎ অচেতনাং প্রধানাদন্তদেব ‘সং’-পদবাচ্য-
মিতি বিজ্ঞায়তে। স্ব-কারণে লগ্নো হি স্বাপ্যয়ঃ; জীবঃ প্রতি প্রধানস্ত অকারণত্বাৎ তস্মিন্
জীবপ্রলয়াসম্ভবাৎ প্রধানকারণবাদে স্বাপ্যয়-শ্রুতিবিরূধ্যতে। তস্মাদপি প্রধানং ন ‘সং’-
পদবাচ্যঃ; অপিতু চেতনাচেতনশবীরকং ত্রৈলোকেভ্যোভিপ্রায়ঃ ॥ ১।১।১০ ॥

স্মৃপ্তি অবস্থা বর্ণন-স্থানে ‘হে সোম্য তখন (স্মৃপ্তি কালে) জীব সতের সহিত সম্পন্ন হয়,
অর্থাৎ সংস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।’ এই বাক্যে স্মৃপ্ত জীব সম্বন্ধে ‘স্বাপ্যয়’ কথা থাকায় ‘সং’-পদার্থ যে
‘অচেতন প্রধান হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহা বেশ বুঝা যায়। কাবণ, ‘স্বাপ্যয়’ অর্থ—
স্বকাবণে লগ্ন; প্রধান যখন জীবের কাবণ নহে; তখন তাহাতে কখনই জীবের বিলয় সম্ভবে
না; সুতরাং প্রধানকে ‘সং’ পদার্থ বলিলে উক্ত ‘স্বাপ্যয়’ শ্রুতির বিবোধ ঘটে; অতএব
প্রধানকে ‘সং’ বলা যায় না; পরন্তু চিৎ-জড়ময় শরীরধাবী ব্রহ্মকেই ‘সং’ বলিতে হইবে ॥১০॥]

এই কারণেও [সংপদবাচ্য] প্রধান হইতে পারে না; ‘যেহেতু [তাহা হইলে] প্রতিজ্ঞার
বিরোধ হয়’।

সাংখ্যোক্ত প্রধানকে জগৎকারণ বলিলে প্রতিজ্ঞা-বিরোধও উপস্থিত হয়। কারণ, বাক্যের
প্রারম্ভে একবিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানেব প্রতিজ্ঞা কবা হইয়াছে; কার্য ও কারণের অনন্তত্ব বা অভেদ
বশতঃ কারণস্বরূপ ‘সং’ পদার্থকে বিশেষরূপে জানিলেই তৎকার্যস্বরূপ চেতনাচেতনময় এই
জগৎপ্রপঞ্চও বিজ্ঞাত হইয়া যায়; এইভাবেই সেই প্রতিজ্ঞার উপপাদন বা সমর্থন করিতে
হইবে। কিন্তু, প্রধানকে কারণ বলিলে, চেতনসমূহ যখন প্রধানের কার্যই নহে, তখন
প্রধান বিজ্ঞানে [অচেতন সমূহের বিজ্ঞান সিদ্ধ হইলেও] চেতনসমূহের বিজ্ঞানান্ত সিদ্ধ হয় না;
সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাটা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ১।১।৯ ॥

তদেব সচ্ছব্দবাচ্যং প্রকৃত্যাহ—“স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি, যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি; তস্মাদেনং ‘স্বপিতি’ ইত্যাচক্ষতে, স্বং হপীতো ভবতি ।” [ছান্দো• ৬।৮।১।] ইতি স্রুপ্তং জীবং সতা সম্পন্নং ‘স্বমপীতঃ—স্বস্মিন্ প্রলীনঃ’ ইতি ব্যপদিশতি । প্রলয়শ্চ স্বকারণে লয়ঃ । নচাচেতনং প্রধানং চেতনশ্চ জীবশ্চ কারণং ভবতি (*) । “স্বমপীতো ভবতি”—আত্মানমেব জীবোহপীতো ভবতীত্যর্থঃ । চিদ্রস্তুশরীরকং তদাত্মভূতং ব্রহ্মৈব জীব-শব্দেনাপি (+) অভিধীয়ত ইতি (‡) নামরূপব্যাকরণশ্রুত্যন্তোক্তম্ । তৎ জীবশব্দাভিধেয়ং ব্রহ্ম স্রুপ্তিকালেহপি প্রলয়কাল ইব নাম-রূপপরিষঙ্গা-ভাবাৎ কেবলসচ্ছব্দাভিধেয়মিতি “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি” ইত্যুচ্যতে । তথা সমানপ্রকরণে নাম-রূপবিভাগ-(§)

এই কারণেও প্রধান [‘সং’ পদবাচ্য] হইতে পাবে না ; ‘যেহেতু [জীবের] স্বরূপেই অপায় (বিলয় হয়) ।’

সেই জগৎকারণ ‘সং’ পদার্থকে উদ্দেশ্য কবিয়া [শ্রুতি] বলিয়াছেন যে, ‘হে সোম্য । (স্বৈতকেতো!) তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত অর্থাৎ স্রুপ্তিকালীন জীবের অবস্থা অবগত হও—এইপুরুষ (জীব) যখন স্রুপ্ত হয়, হে সোম্য! [সে] তখন সতের সহিত মিলিত হয়,—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; সেই কাবণে লোকে ইহাকে ‘স্বপিতি’ বলিয়া থাকে; কেন না, সে তখন স্ব-স্বরূপ অপীত (প্রাপ্ত) হইয়া থাকে ।’ এই শ্রুতি স্রুপ্ত জীবকে সতের সহিত সম্পন্ন—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত, অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে (পরমাত্মায়) প্রলীন হয়, বলিয়া নির্দেশ কবিতেন। ‘প্রলয়’ অর্থই স্বীয় কারণে লয় । অথচ, অচেতন প্রধান কখনই চেতন জীবের কারণ হইতে পাবে না । “স্বং অপীতো ভবতি” কথাব অর্থও—জীব স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয় । চিদ্রস্তু বস্তু অর্থাৎ চেতন যাহার শরীর, এবং জীবের যিনি আত্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই যে এখানে ‘জীব’ শব্দেও অভিহিত হইয়াছে; [‘আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বস্তুর নাম ও রূপ (আকৃতি) অভিযাক্ত করিব,’ এই] নাম-রূপ ব্যক্তীকরণ শ্রুতি-দ্বারাও উক্ত হইয়াছে । প্রলয়কালের ত্রায় স্রুপ্তি কালেও কোনরূপ নাম বা আকৃতির সম্বন্ধ থাকে না; এই কারণে সেই ‘জীব’ শব্দে উল্লেখ-যোগ্য সেই ব্রহ্মও স্রুপ্তি সময়ে কেবলই ‘সং’ পদের অভিধেয় হইয়া থাকেন । এই কারণে, ‘হে সোম্য! তৎকালে জীব সংসম্পন্ন হয়—স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়—’ বলা হইয়া থাকে । সেইরূপ, এতদনুরূপ অত্র প্রকরণেও বিভক্ত নাম-রূপের সহিত সম্বন্ধ না থাকায়

(*) ভবিতুমর্হতি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(+) ব্রহ্মশব্দেনাভিধীয়তে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ইতি শব্দঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) বিভাগ ইতি ন পঠাতে (গ ঘ) পুস্তকে ।

পরিষদ্বাভাবেন প্রাজ্ঞেনৈব পরিষদ্বাং “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষদ্বক্তো ন বাহুং
কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ ।” [বৃহদা০ ৬।৩।২১] ইত্যুচ্যতে । আমোক্ষাং (*)
জীবন্ত্য নাম-রূপপরিষদ্বাদেব হি স্বব্যতিরিক্তবিষয়জ্ঞানোদয়ঃ । স্মৃশ্চি-
কালেহপি হি (†) নাম-রূপে বিহায় সত্য সম্পরিষদ্বক্তঃ পুনরপি
জাগ্রদশায়াং নাম-রূপে পরিষদ্ব্য তত্ত্বানামরূপো (‡) ভবতীতি শ্রুত্যান্তরে
স্পষ্টমভিধীয়তে,—“যদা স্মৃশ্চিঃ (§) স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ
এব (||) একধা ভবতি ।...তস্মাদ্ধা (¶) আত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং (**)
বিপ্রতিষ্ঠন্তে,” [কৌষী০ ৪।১৮ ।] । “তথা তে ইহ ব্যাত্রো বা, সিংহো
বা, বৃকো বা, বরাহো বা, দংশো বা, মশকো বা, যদযন্তবন্তি,
তথা (††) ভবন্তি ।” [ছান্দো০ ৬।১।৩] ইতি চ । তথা স্মৃশ্চিঃ জীবৎ
“প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষদ্বক্তঃ” ইতি চ বদতি ।

তখন প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ ঘটে, এবং সেই প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংশ্লেষ বশতই
জীব সম্বন্ধে ‘জীব প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহু ও আন্তর কোন বিষয়ই জানিতে
পাবে না’ এই কথা বলা হইয়া থাকে । বস্তুতই মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল নাম ও রূপেব
সহিত সম্বন্ধ বশতই জীবের স্ব-ভিন্ন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; [মোক্ষ কালে
নাম-রূপসম্বন্ধও থাকে না ; স্মৃতবাং অপব কোন বিষয়ে জ্ঞানও জন্মে না] ।

জীবগণ স্মৃশ্চি কালেও যে, নাম ও রূপ পৰিত্যাগ করিয়া সং-সম্মিলিত হয়, এবং জাগ্রৎ-
অবস্থায় যে, আবাব নাম ও রূপেব সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া পুনশ্চ সেই-সেই নাম ও রূপভাগী
হইয়া থাকে । এ কথা অপব শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরে অভিহিত আছে,—“যখন স্মৃশ্চি হইয়া কোনও
স্বপ্ন-দর্শন করে না, তখন পাণেই (আত্মায়ই) সকলে একীভাব লাভ করে । [প্রবোধ সময়ে
আবার] সেই আত্মা হইতেই সমস্ত পাণ (ইন্দ্রিয়গণ) নিজ নিজ আয়তন বা আশ্রয় স্থানাভিমুখে
প্রস্থান করে ।’ সেইরূপ আরও আছে—‘তাহারা (স্মৃশ্চি ব্যক্তিরা) এখানে জাগ্রৎকালে
ব্যাঘ্র, কিংবা সিংহ, কিংবা বৃক (নেকড়ে-বাঘ,) অথবা বরাহ, কিম্বা দংশ (ডাঁশ,) কিংবা
মশক, যেরূপ থাকে, [তৎকালেও] তাহারা সেইরূপই হয় ।’ সেইরূপ অপর শ্রুতিও স্মৃশ্চি জীবকে
‘প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংপরিষদ্বক্ত (সম্মিলিত),’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

(*) আমোক্ষমিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) স্মৃশ্চিকালেহপি ইতি (খ) পাঠঃ । (গ) পুস্তকে ‘অপিঃ’ ন দৃশ্যতে । (ঘ) পুস্তকেতু স্মৃশ্চিকালে
হি’ ইতি পঠ্যতে :

(‡) রূপাঃ ভবন্তীতি ইতি (ক) পাঠস্ত পূর্বোক্তব বৈকপ্যাভিপেক্ষিতঃ, (ঘ) পাঠ এব গৃহীতঃ ।

(§) স্মৃশ্চিঃ’ ইতি (ক, খ) পাঠস্ত মূলবিরুদ্ধত্বপেক্ষিতঃ, (ঘ) পাঠ এব সন্নিবেশিতঃ ।

(||) এব একধা’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(¶) এতস্মাদ্’ ইতি (ক, খ) পাঠঃ তু মূলবিনংবাদাদ্ভিপেক্ষা মূলানুযায়ী (গ, ঘ) পাঠঃ পরিশুদ্ধীতঃ ।

(**) বহাব্যং’ ইতি (ঘ) পাঠস্ত শ্রুতিবিরুদ্ধঃ ।

২৫১ অক্ষরভুক্তিঃ তদা তদা অক্ষরভুক্তিঃ (গ) পাঠঃ । ভবতি (খ) পাঠঃ ।

তস্মাৎ সচ্ছন্দবাচ্যং পরং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ পুরুষোত্তম
এব । তদাহ বৃত্তিকারঃ—“সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” ইতি,
সম্পত্ত্যসম্পত্তিভ্যামেতদধ্যবসায়তে—“প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তঃ” ইতি
চাহ ইতি ॥১১।১০॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্,—

গতিসামান্যাৎ ॥১১।১১॥

[পদচ্ছেদঃ—গতি-সামান্য্যং [গতেঃ] (কাবণ্যতাবগতির) [সামান্য্যং] (একরূপতা
হেতু)] ।

[সরলার্থঃ—“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ । স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ ।” “তস্মাদ্ভা
এতস্মাদ্ আয়ান্ন আকাশঃ সম্ভূতঃ ।” “স কাবণ্যং করণাধিপাধিপো ন চাস্ত কশ্চিৎ জনিতা
নচাধিপঃ ।” ইত্যাদিষু শ্রুতিষু যা চেতনকাবণ্যতাবগতিঃ, তৎসামান্য্যং তৎসমানার্থত্বাদিতার্থঃ ।
ইহাপি চেতনং ব্রহ্মৈব জগৎকাবণ্যং, নান্যং প্রধানাদিকমিতি বিজ্ঞায়তে, ইতি বাক্যশেষঃ ॥

‘অগ্রে (সৃষ্টিরপূর্বে) এই জগৎ এক আত্মস্বরূপেই ছিল । তিনি সংকল্প করিলেন যে, আমি
সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব ।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল ।’ তিনিই সর্ব-
কাবণ্য, এবং করণবর্গেব (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সাধন সমূহের) অধিপতিরও অধিপতি । তাহার
জনকও কেহ নাই এবং অধিপতি বা প্রভুও কেহ নাই ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে একমাত্র চেতন
ব্রহ্মেরই কারণত্ব অবগত হওয়া যায় । তাহারই সমানার্থক অর্থাৎ “সদেব” ইত্যাদি বাক্যও জগৎ-
কারণেরই প্রতিপাদক ; সুতরাং বুঝিতে পাবা যায় যে, এখানেও চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকাবণ্য
বলা হইয়াছে—অচেতন প্রধান প্রভৃতিকে নহে ॥ ১১।১১ ॥]

“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যং কিঞ্চন মিষৎ । স ঈক্ষত(*)
লোকান্ নু সৃজা ইতি; ইমান্ লোকানসৃজত” [ঐতং ১।২।] । “তস্মাদ্ভা

অতএব, সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বর পর-ব্রহ্ম পুরুষোত্তমই (বাহুদেবই) ‘সৎ’-পদের বাচ্যার্থ, [প্রধান
নহে] । বৃত্তিকারও সে কথা বলিয়াছেন,—‘হে সোম্য—স্বৈতকেতো ! তৎকালে (সৃষ্টি-
সময়ে) [জীব] সতের সহিত সম্পন্ন (একীভাব) প্রাপ্ত হয় ।’ এই যে, সতের সহিত জীবের
সম্পত্তি ও অসম্পত্তি (একীভাব ও পৃথক্ভাব), তাহা দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হয় যে, জীব
[তৎকালে] প্রাজ্ঞ আত্মার সহিতই সম্মিলিত হইয়া থাকে ।’ ইতি ॥ ১১।১০ ॥

এই কারণেও ‘প্রধান’ জগৎকারণ হইতে পারে না ; যেহেতু গতি-সামান্য্য দৃষ্ট হয়,—‘অগ্রে
এই জগৎ এক আত্মস্বরূপেই ছিল, স্পন্দমান অপর কিছুই ছিল না । সেই আত্মা ইচ্ছা করি-
লেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব ; তিনি লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে

এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুদ্ভূতঃ । আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরূপঃ, অদ্যঃ পৃথিবী” [তৈত্তি০, আন০, ১] । “তস্ম হ বা এতস্ম মহতো ভূতস্ম নিঃস্বসিতমেতৎ—যদ্ ঋগ্বেদঃ”, [স্ববালো০, ২] ইত্যাদিসৃষ্টিবাক্যানাং যা গতিঃ—প্রবৃতিঃ, তৎ-‘সামান্যং’—তৎসমানার্থত্বাৎ অস্ম ; তেষু চ সর্বেষু সর্বেশ্বরঃ কারণমবগম্যতে । তস্মাদত্রাপি সর্বেশ্বর এব কারণমিতি নিশ্চীয়তে ॥ ১।১।১১ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্—

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১।১।১২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতত্বাৎ [উপনিষদে] (শ্রবণহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অস্মামেব ছান্দোগ্যোপনিষদি “আত্মনঃ প্রাণঃ, আত্মন আকাশঃ ।” ইত্যাদৌ সাক্ষাদেব সংপদবাচ্যস্ম আত্মনঃ কারণত্বস্ম শ্রুতত্বাৎ চ—শ্রবণাদপি ব্রহ্মৈব জগৎকারণং, ন প্রধানমিতি বিজ্ঞায়তে ॥

এই ছান্দোগ্যোপনিষদেও ‘আত্মা হইতে প্রাণ হইল, আত্মা হইতে আকাশ হইল।’ ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ‘সং’ পদবাচ্য আত্মার কারণত্ব শ্রবণ হেতুও ব্রহ্মই যে, জগৎকারণ, প্রধান নহে, ইহা জানা যায় ॥ ১।১।১২ ॥]

শ্রুতমেব হি অস্মাম্ (*) উপনিষদি অস্ম সচ্ছন্দবাচ্যস্মাত্মত্বেন নাম-
রূপয়োর্ব্যাকর্তৃত্বং (†) সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিৎ সর্বাধারত্বমপহতপাপুত্বা-

আকাশ সমুদ্ভূত হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী [সমুদ্ভূত হইল] । ‘এই যে, ঋগ্বেদ, ইহা সেই মহৎ ভূত বা স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মের নিঃস্বাস-
স্বরূপ অর্থাৎ অযত্ন-প্রসূত।’ ইত্যাদি সৃষ্টি-বোধক বাক্যসমূহে গতি অর্থাৎ যে প্রকার অর্থ-
প্রকাশন-শক্তি ; তৎসামান্য হেতু, অর্থাৎ যেহেতু এই বাক্যও তাহারই সমান বা অনুরূপ
অর্থপ্রকাশক । সৃষ্টি-প্রতিপাদক পূর্বেোক্ত সমস্ত বাক্যেই সর্বেশ্বর ব্রহ্মের কারণতা জানা যায় ;
সেই কারণে এখানেও সেই সর্বেশ্বরেরই কারণতা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১।১।১১ ॥

এই কারণেও সাংখ্যোক্ত ‘প্রধান’ জগৎকারণ হইতে পারে না ; ‘যেহেতু ব্রহ্মেরই কারণত্ব-
বোধক শ্রুতি আছে।’

এই ‘সং’ পদার্থই যে, আত্ম-রূপে নাম ও রূপের কণ্ঠ বা অভিযাজক, এবং সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি,

দিকং সত্যকামত্বং সত্যসংকল্পত্বঞ্চ;—“অনেন জীবেনাশ্চান্না অনুপ্রবিশ্য
নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো০, ৬।৩।২] । “সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সৰ্বাঃ
প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ । ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা,”
[ছান্দো০, ৬।৮।৬-৭] । “যচ্চাস্ত্রেহাস্তি, যচ্চ নাস্তি, সৰ্বং তদগ্নিন্ (*)
সমাহিতম্ । তগ্নিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ ।” [ছান্দো০, ৮।১।৩-৫] । “এষ আত্মা
অপহতপাপু। বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-
সংকল্পঃ ।” [ছান্দো০, ৮।১।৫] ইতি ।

তথা চ শ্রুত্যান্তরাণি—

“ন তস্মৈ কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে,

ন চেশিতা নৈব চ তস্মৈ লিপ্সম্ ।

স কারণং করণাধিপাধিপো

নচাস্মৈ কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ ॥” [শ্বেতাস্ব০, ৬।৯] ।

“সৰ্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরো

নামানি কৃৎস্নাভিবদন্ যদাস্তে ।”

[তৈত্তিরি০ আরণ্যক-ব্রহ্মসূক্ত-০-৩।১২।১৩]।

সর্বাশ্রয়; অপহতপাপু। (নির্দোষ), সত্যকাম ও সত্যসংকল্প ; ইহা এই ছান্দোগ্যোপনিষদেই
জানা যায় ;—‘এই জীবাত্ম-রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব ।’ ‘হে
সোম্য ! ‘সং’ পদার্থই এই সকল প্রজার মূল, আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা বা বিলয় স্থান ।’ ‘এই সমস্ত
বস্তুই এই সদাত্মক ; তিনিই (সংই) সত্য [এবং] তিনিই আত্মা ।’ ‘এই জগতে যাহা কিছু
বিদ্যমান আছে, এবং যাহা কিছু বিদ্যমান নাই (অতীত), তৎসমস্তই উহাতে সমাহিত বা
অন্তর্নিবিষ্ট আছে । সমস্ত কাম বা অভিলাষও তাঁহাতেই নিহিত আছে ।’ ‘এই আত্মা পাপ,
জবা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসাবহিত এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প [কাম অর্থ—অভিলাষ,
আর সংকল্প অর্থ—অল্পকূল-প্রতিকূল চিন্তা] ।

দেখ, আরও শ্রুতি আছে, —‘জগতে তাঁহার কেহ পতি (প্রভু) নাই, ঈশিতাও (শাসন-
কর্তাও) নাই, কোনরূপ লিপ্স বা জ্ঞাপক চিন্তাও নাই । তিনিই কারণ এবং করণাধিপতিরও
অধিপতি, এবং তাঁহার কেহ জনকও নাই, এবং অধিপতি বা পরিচালকও নাই ।’ যেহেতু
ধীর (অবিকৃতাত্মা) ঈশ্বর সমস্ত রূপ অর্থাৎ আকৃতিসম্পন্ন বস্তু বিস্তার করিয়া সেই সকল
বস্তুর নাম (সংজ্ঞা) করিয়া এবং নিজেই সেই সকল নামে ব্যবহার করিয়া অবস্থান করিতে-

(*) অগ্নিন্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সৰ্ব্বাত্মা ।” [তৈত্তিঃ আরণ্য-চিন্তিঃ, ৩।১।২১] । “বিশ্বাত্মানং পরায়ণং ; পতিং বিশ্বস্থাত্ত্বেশ্বরম্ । (*)

যচ্চ কিক্কিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রয়তেহপি বা ।

অন্তর্বিহিশ্চ তৎ সৰ্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥” [মহানারঃ ৩। ১।১-১২।]
 “এষ সৰ্ব্বভূতান্তরাহ্মা অপহতপাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ ।” (†)
 [স্ববালোঃ ৭] ইত্যাদীনি । তস্মাৎ জগৎকারণবাদি-বাক্যম্ ন প্রধানাদি-
 প্রতিপাদনযোগ্যম্ (§) । অতঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বশক্তিঃ সৰ্ব্বেশ্বরো নিরন্ত-
 সমস্তদোষগন্ধোহনবধিকাতিশয়াসংখ্যেকল্যাণগুণগণৌঘমহার্ণবঃ (§) পুরু-
 ষোত্তমো নারায়ণ এব নিখিলজগদেককারণং জিজ্ঞাস্তুং ব্রহ্মেতি চ
 স্থিতম্ ॥ ১ ॥

অত এব নির্বিশেষ-চিন্মাত্রব্রহ্মবাদোহপি সূত্রকারেণ আভিঃ
 শ্রুতিভির্নিরস্তো বেদিতব্যঃ । পারমার্থিক-মুখ্যেক্ষণাদিগুণযোগি জিজ্ঞাস্তুং
 ব্রহ্মেতি স্থাপনাৎ । নির্বিশেষবাদে হি সাক্ষিভ্রমপ্যপারমার্থিকম্,
 বেদান্ত-বেদ্যং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তব্যং প্রতিজ্ঞাতম্ (||) । তচ্চ চেতনমিতি

ছেন ।’ ‘তিনি লোকসমূহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন করেন এবং সৰ্ব্বাত্মক ।’ ‘নিশ্চয়
 আত্মা ও পবন আশ্রয়ে, এবং জগতের পতি আত্মার ঈশ্বরকে [জানিবে] ।’ ‘এই জগতে
 যে কিছু পদার্থ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, নারায়ণ সেই সকল বস্তুই অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান
 করিতেছেন ।’ ‘এই নারায়ণই সৰ্ব্বভূতের অন্তরাহ্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, প্রকাশময় ও এক ।’
 ইত্যাদি । অতএব, জগৎকারণবাদী বাক্যটি ‘সাংখ্যোক্ত প্রধান’-প্রতিপাদনে সমর্থ হয় না ।
 অতএব ইহাই স্থির হইল যে, সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্বশক্তি, সৰ্ব্বপ্রকাব দোষস্পর্শশূন্য, নিববধি নিবতিশয়
 এবং অসংখ্য কল্যাণকর গুণের মহাসমুদ্রস্বরূপ সেই পুরুষোত্তম নারায়ণই সমস্ত জগতের
 কারণস্বরূপ জিজ্ঞাস্তু (জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত) ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

অতএব, জিজ্ঞাস্তু ব্রহ্মে পারমার্থিক (প্রকৃত সত্য) মুখ্য ঈক্ষণ (আলোচনা) প্রভৃতি
 গুণসম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সূত্রকারকর্তৃক উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা নির্বিশেষ
 চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদও (শঙ্করমতও) প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । কেন না, নির্বিশেষবাদে ঈশ্বরের
 সাক্ষিত্ব ধর্মও অপারমার্থিক বা অসত্য ; (সূত্ররাং গোণ) । বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্মই এখানে

(*) শাস্তাঃ শিবমূর্ত্যুতম্ ইতি (খ) পুস্তকে অধিকঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

(†) (খ) পুস্তকেতু ‘এষ নিখিলজগদেককারণঃ’ ইত্যধিকঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

(‡)—বাদিনী বাক্যানি ন প্রধানপ্রতিপাদন-যোগ্যানি ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

(§) গুণগণমহার্ণবঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(||) প্রতিজ্ঞাতক্ ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ ।

“ঈক্ষতের্নাশকম্” ইত্যাদিভিঃ সূত্রে: প্রতিপাদ্যতে । চেতনত্বং নাম চৈতন্য-
গুণযোগঃ । অত ঈক্ষণগুণবিরহিণঃ প্রধানতুল্যত্বমেব । ২ ।

কিঞ্চ, নির্বিশেষ-প্রকাশমাত্র-ব্রহ্মবাদে তস্য প্রকাশত্বমপি দুরূপপাদম্
(*) । প্রকাশো হি নাম স্বস্তু পরস্তু চ ব্যবহারযোগ্যতামাপাদয়ন্
বস্তুবিশেষঃ । নির্বিশেষস্তু বস্তুনস্তদুভয়রূপত্বাভাবাৎ ঘটাদিবদচিৎত্বমেব ।
তদুভয়রূপত্বাভাবেহপি তৎক্ষমত্বমস্তুতি চেৎ ; তন্ম, তৎক্ষমত্বং হি
তৎসামর্থ্যমেব । সামর্থ্য-গুণযোগে হি নির্বিশেষবাদঃ পরিত্যক্তঃ
স্মাৎ ॥ ৩ ॥

অথ শ্রুতিপ্রামাণ্যাদয়মেকো বিশেষোহভ্যুপগম্যত ইতি চেৎ ; হস্ত
তর্হি তত এব সর্বজ্ঞতা, (+) সর্বশক্তিঃ সর্বৈশ্বর্যশ্চ সর্বকল্যাণ-
গুণাকরত্বং সকলহেয়-প্রত্যনীকতেত্যাদয়ঃ সর্বৈহভ্যুপগন্তব্যাঃ । শক্তিমত্বঞ্চ
কার্য্য-বিশেষানুগুণত্বম্ । তচ্চ কার্য্যবিশেষৈকনিরূপণীয়ম্ । কার্য্যবিশেষস্তু
নিম্প্রমাণকত্বে তদেকনিরূপণীয়ং শক্তিমত্বমপি নিম্প্রমাণকং স্মাৎ । কিঞ্চ,

জিজ্ঞাসুরূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন ; সেই ব্রহ্ম যে চেতন বস্তু, ইহাই “ঈক্ষতে: নাশকম্ ।”
ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে । চেতনত্ব অর্থই চৈতন্যগুণেব যোগ বা সম্বন্ধ ;
অতএব, ঈক্ষণ-গুণহীন পদার্থ ত (ব্রহ্ম ত) সাংখ্যোক্ত প্রধানেরই সমান ॥ ২ ॥

আরও এক কথা, ব্রহ্মকে নির্বিশেষ প্রকাশমাত্রস্বরূপ বলিলে, তাহার ‘প্রকাশত্ব’ই
উপপাদন বা সমর্থন করা যায় না ; কারণ, [অথোব নিকট] নিজের ও অপরের ব্যবহার-
যোগ্যতা (ব্যবহার্য্যতা) সম্পাদক বস্তুবিশেষই প্রকাশ পদবাচ্য ; নির্বিশেষ বস্তুতে সেই উভয়ই
অসম্ভব ; সুতরাং ঘটাদি পদার্থের ত্রায় তাহার অচিৎপতাই (জড়তা) সিদ্ধ হইতে পারে । যদি
বল, স্ব-পর ব্যবহার্য্যতারূপ উক্ত অবস্থাদ্বয় না থাকিলেও নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে তাহার ক্ষমতা আছে ।
না—তাহা হয় না ; কারণ, তদ্বিষয়ে ক্ষমতা অর্থ—তদ্বিষয়ে সামর্থ্য ; ব্রহ্মে এই সামর্থ্যরূপ গুণের
সম্বন্ধ স্বীকার করিলেইত নির্বিশেষবাদ পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩ ॥

যদি বল, শ্রুতিপ্রামাণ্যানুসারে ঐ একটি মাত্র বিশেষই স্বীকার করা হইয়া থাকে, (অপর
কোনও বিশেষ গুণ নহে) । ভাল, সেই শ্রুতি-প্রামাণ্যবলেই সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিঃ, সর্বৈশ্বর্য, সমস্ত
কল্যাণগুণাকরত্ব এবং সর্বপ্রকার হেয়গুণের বিরোধিতা প্রভৃতি বিশেষ ধর্মগুণিও অবশ্য
স্বীকার করা উচিত । শক্তিমত্ব (শক্তিশালিত্ব) অর্থ—কার্য্য-বিশেষের অন্তর্ভুক্ততা, তাহাও
কেবল সেই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যদর্শনেই নিরূপণ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ তাহার
কোন কার্য্যে শক্তি, তাহা তাহার কার্য্যদর্শনেই নির্দ্ধারিত হয় । কিন্তু সেই সকল কার্য্যই যদি

নির্বিষেণবস্তুবাদিনো বস্তুত্বমপি নিশ্চয়মাণম্ । ‘প্রত্যক্ষানুমানাগমস্বানু-
ভবাঃ সর্বিশেষগোচরাঃ’ (*) ইতি পূর্বমেবোক্তম্ । তস্মাদ্বিচিত্রচেতনা-
চেতনাত্মকজগদ্রূপেণ “বহু স্যাম্” ইতীক্ষণক্ৰমঃ পুরুষোত্তম এব জিজ্ঞাস্তা
ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ১।১।১২ ॥ [পঞ্চমং স্কন্ধত্যাধিকরণং সমাপ্তম্] ॥

এবং জিজ্ঞাসিতস্ত (+) তস্য ব্রহ্মণশ্চেতনভোগ্যভূত-জড়রূপ-সত্ত্বরজ-
স্তমোময়-প্রধানাদ্ ব্যাবৃত্তিরুক্তা ; ইদানীং কৰ্ম্মবশাৎ ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতি-

নিশ্চয়মাণক বা প্রমাণ-হীন হয় ; তাহা হইলে একমাত্র কার্য্যানুসারে নিরূপণীয় সেই শক্তিমত্তাও
(শক্তিও) অপ্রমাণ বা প্রমাণশূন্য হইতে পাবে । (*) । অপিচ, পূর্বেই প্রতিপাদন করা
হইয়াছে যে, সর্বিশেষ বা সত্ত্বগ বস্তুই প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম (শাস্ত্র) ও স্বীয় অনুভবের বিষয়
হইয়া থাকে ; সুতরাং নির্বিষেণ বস্তুবাদীদের পক্ষে [নির্বিষেণ ব্রহ্মের] বস্তুত্বও নিশ্চয়মাণক বা
প্রমাণশূন্য (+) । অতএব, বিচিত্র চেতনাচেতনময় জগদাকারে ‘বহু হইব’ এইরূপ সংকল্প-
সমর্থ পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) যে, জিজ্ঞাস্ত ব্রহ্ম পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১।১।১২ ॥

॥ পঞ্চম স্কন্ধত্যাধিকরণং সমাপ্ত ॥

এ পর্য্যন্ত চেতনভোগ্য, জড়স্বভাব, সত্ত্বরজস্তমোময় প্রধান হইতে পূর্বজিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের
ব্যাবৃত্তি বা পার্থক্য অভিহিত হইল ; ব্রহ্ম যে, শুভাশুভ কৰ্ম্মের বশীভূত এবং ত্রিগুণাত্মক

(*) গমজ্ঞানানুভবাঃ সর্বিশেষবষয়াঃ ইতি (খ) পাঠস্ত টীকাবিরুদ্ধঃ ।

(+) জিজ্ঞাস্তাস্ত ইতি (খ) পাঠঃ । জিজ্ঞানিঃব্যস্ত ইতি (গ) পাঠস্ত টীকাসম্মতঃ ।

(২) তাৎপৰ্য্য—ব্রহ্ম সর্বশক্তি, অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যোৎপাদনে তাঁহার ক্ষমতা আছে । কাহার কোন কৰ্ম্মোৎ-
পাদনে ক্ষমতা আছে, বা নাই ; তাহা তাহার কার্য্যদর্শনেই জানা যায় । ব্রহ্মও যে, সর্বশক্তিসম্পন্ন,
তাহাও তাঁহার কার্য্য-দর্শনেই স্থির করিতে হয় । তোমার মতে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সেই কার্য্য বিষয়েই যখন
কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ তাহা যখন কাহারো ব্যবহারগোচর হয় না ; তখন সেই কার্য্যমাত্র-নিরূপ্য
শক্তিটীও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । সুতরাং নির্বিষেণ ব্রহ্ম সর্বশক্তি, এই কথার কোন অর্থই হয় না ।

(১) তাৎপৰ্য্য—নির্বিষেণ বস্তুবাদীদের মতে যাহা তুচ্ছ বা অসত্য নহে, তাহাই ‘বস্তু’, তন্নির সমস্তই
অবস্তু—মিথ্যা । ব্রহ্ম কখনই তুচ্ছ বা অসত্য নহে ; সুতরাং তিনিই একমাত্র ‘বস্তু’ পদবাচ্য, তন্নির সমস্ত
জগৎই তুচ্ছ—‘অবস্তু’ পদবাচ্য । কেহ কেহ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমতিরিক্ত স্বানুভবকেও একটী প্রমাণ
বলিয়া গ্রহণ করেন ; তাহাদের মতানুসারেই এখানে প্রত্যক্ষাদির উল্লেখ সত্ত্বেও স্বানুভবের পৃথক উল্লেখ করা
হইয়াছে । কলকথা—যে বস্তুর কোনরূপ গুণ বা ধর্ম্ম নাই, তাহাযে প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম কিংবা স্বীয়
অনুভব, ইহাদের মধ্যে কাহারো প্রযুক্তি হয় না বা হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্ম যখন নির্বিষেণ, তাহাতে
কোনপ্রকার ধর্ম্ম বা গুণের সম্বন্ধ নাই ; তখন তাহাযে উক্ত কোন প্রমাণেরই গতি নাই, কাজেই ব্রহ্মের
বস্তুত্ব (সত্যত্ব) বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই, বলা বাইতে পারে ।

সংসর্গনিমিত্ত-নানাবিধানন্তদুঃখসাগর-নিমজ্জনেন অশুদ্ধাৎ শুদ্ধাচ্চ প্রত্য-
গাত্মনোহন্যৎ নিখিলহেয়প্রত্যাণীকং নিরতিশয়ানন্দং ব্রহ্মৈতি প্রতিপাদ্যতে—

আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ॥ ১।১।১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ ‘আনন্দময়ঃ’ (আনন্দময়) পদবাচ্য—[ব্রহ্ম], অভ্যাসাৎ (যেহেতু তাহারই পুনঃপুনঃ উল্লেখ) [আছে] ॥]

[সরলার্থ:—“তস্মাৎ। এতস্মাৎ আয়ান আকাশ: সমুত:।” ইতি প্রকৃতা তৈত্তিরীয়কে “তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদনু: অন্তর আত্মা ‘আনন্দময়:’ ইতি পঠ্যতে। তত্র সংশয়:—কিমত্র ‘আনন্দময়’ শব্দেন প্রত্যাগাত্মা জীব: পরামৃশ্যতে? অথবা পবনাত্মা? তত্র অচেতনশূ প্রবানশূ দৈক্ষণপূৰ্ব্বক-সৃষ্টাসম্ভবেহপি চেতনশূ জীবশূ তৎসম্ভবাৎ “তত্ত্ব এষ এষ শারীর আত্মা” ইত্যত্র আনন্দময়শূ শাবীরহশ্রবণাচ্চ জীব এষ আনন্দময়ো ভবিতুমর্হতীতি প্রাপ্তে উচ্যতে—‘আনন্দময়:’ পবনাত্মা ভবিতুমর্হতি, ন তু জীব:। “কূত: ?—“অভাসাং,—তে যে শতং প্রজাপতে-বানন্দা:, স একো ব্রহ্মণ আনন্দ:,” ইত্যেবং মালুম্বানন্দমাবভ্য উত্তরোত্তরোৎকর্ষণে পরমাত্মনি এষ নিবতিশয়ানন্দশূ পর্যবসানং ব্যবস্থাপিতং—“সৈষা আনন্দশূ মীমাংসা ভবতি,” ইত্যাদিনা। নহেৎ নিরতিশয় আনন্দো ব্রহ্মণোহুত্ৰ জীবো বা সম্ভবতি। অত: পবনাত্মেব ‘আনন্দময়:’, নতু জীব ইত্যর্থ: ॥

‘সেই এই আত্মা’ হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল।’ এই প্রকরণেই ‘সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও সূক্ষ্ম অপর আত্মা আছে, তাহাব নাম ‘আনন্দময়’, এই প্রতিতে ‘আনন্দময়’ শব্দের উল্লেখ আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, এই আনন্দময় শব্দের অর্থ কি জীব? না পরমাত্মা? যদিও অচেন্তন প্রধানের দ্রুগপূর্বক সৃষ্টির সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু জীবের তাহার সম্ভব হইতে পারে; অতএব, জীবই ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ। তত্বে বলা হইতেছে যে, পরমাত্মাই এখানে ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ—জীব নহে। কারণ?—অভ্যাস বা পুনঃপুনঃ আনন্দের উল্লেখই ইহাব কারণ। অর্থাৎ মমুষ্যের আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া শত গুণিত আনন্দ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—‘প্রজাপতির যে, শত আনন্দ, তাহা এই আনন্দময়ের একটা মাত্র আনন্দ।’ পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, ‘ইহাই আনন্দের মীমাংসা বা শেষ।’ অর্থাৎ ইহাতেই নিরতিশয় আনন্দ, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ অস্ত্র কোথাও নাই। উক্ত নিরতিশয় আনন্দ যখন ব্রহ্ম ভিন্ন অস্ত্র একেবারেই অসম্ভব এবং জীবের আনন্দ যখন সাতীশয় বা সীমাবদ্ধ ভিন্ন হইতেই পারে না; তখন এখানে ‘আনন্দময়’ শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন জীবকে কখনই নির্দেশ করা যাইতে পারে না॥ ১১।১৩॥]

প্রকৃতির সম্বন্ধ-নিবন্ধন নানাপ্রকার অপার হৃৎ-সাগরে নিমগ্ন, অশুদ্ধ (সংসারী) ও শুদ্ধ (মুক্ত) জীব হইতেও পৃথক্, সর্বপ্রকাৰ হেমগুণরহিত ও নিবতিশয় আনন্দময়; এথন তাহাটী প্রতি-
পাদিত হইতেছে—“আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ। (*)

(*) তাৎপর্য—‘আনন্দবর’ অধিকরণটি “আনন্দবরোহিত্যা”-এ ইহতে “অস্মিন্ অস্ত চ তদ্ব্যোগঃ শান্তি।”

তৈত্তিরীয়া অধীযতে—“স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” [তৈত্তি—আন० ১] ইতি প্রকৃত্য “তস্মান্না এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদিত্যোহন্তর আত্মা আনন্দ-ময়ঃ” ইতি । তত্র সন্দেহঃ,—কিময়মানন্দময়ো বন্ধ-মোক্ষভাগিনঃ প্রত্য-গাত্মনো জীবশব্দাভিলপনীয়াদন্তঃ পরমাত্মা ? উত স এব ? ইতি । কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্মেতি । কুতঃ ?—“তস্ম এষ এব শারীর আত্মা” [তৈত্তি-আন० ৫] ইত্যানন্দময়স্য শারীরত্বশ্রবণাৎ ; শারীরো হি শরীরসম্বন্ধী জীবাত্মা । ১।

ননু চ জগৎকারণতয়া প্রতিপাদিতস্য ব্রহ্মণঃ স্খপ্রতিপত্ত্যর্থমন্নময়াদীনু অনুক্তম্য তদেব জগৎকারণম্ ‘আনন্দময়ঃ’ ইত্যুপাদিশতি । জগৎকারণক “তদৈক্ষত” ইতি (‡) ‘ঈক্ষণ’- শ্রবণাৎ সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বর ইত্যুক্তম্ । ২।

তৈত্তিরীয় শাখীরা ‘সেই এই পুরুষ অন্ন-রসময় অর্থাৎ অন্ন বসের পবিণাম ।’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপ-নাংখ্যমতে পূর্বপক্ষ ; ক্ষাও ‘আনন্দময়’ আত্মা অন্তর অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত—স্বক্ষ ।’ ইহাতে সংশয় এই যে, এই আনন্দময় আত্মা কি বন্ধ-মোক্ষভাগী ‘জীব’পদবাচ্য প্রত্যক্ আত্মা হইতে পৃথক্—পদমাত্মা ? অথবা সেই জীবই ? কোনটা যুক্তি-সম্মত হয় ? না—প্রত্যক্—জীবাত্মা । কারণ ?—‘এই ‘শারীর’ই তাহাব আত্মা,’ এই শ্রুতিতে ‘আনন্দময়’কে ‘শারীর’ বলা হইয়াছে । শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীবাত্মাই ‘শারীর’-পদবাচ্য ॥ ১ ॥

ভাল, জিজ্ঞাসা করি—জগৎকারণরূপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মকেই অনায়াসে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি প্রথমে [অনাত্মা] ‘অন্নময়াদি’ কোষগুলির উপক্রম করিয়া শেষে সেই জগৎকারণ-কেই ‘আনন্দময়’ বলিয়া উপদেশ দিতেছেন এবং সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর ব্রহ্মই যে, সেই জগৎকারণ, তাহাও ত “তৎ ঈক্ষত” এই ঈক্ষণবোধক শ্রুতি অনুসারে [পূর্বেই] প্রতিপাদিত হইয়াছে । [তবে এখন আর সংশয় কেন ?] ॥ ২ ॥

পর্যন্ত আটটি সূত্রে পরিদৃশ্য হইয়াছে । এখানে এইরূপে অধিকরণ রচিত হইয়াছে । (১) বিষয়—তৈত্তিরীয়-উপনিষদে “তস্মান্না এতস্মাদান্নমঃ” এই অকরণ পুঙ্খোক্ত ‘বিজ্ঞানময়’ হইতেও হৃদয় আত্মা আত্মা আছে, যহার নাম ‘আনন্দময়’ । (২) সংশয়—এ বাক্যে জগৎ-কারণরূপে যে আনন্দময়ের উল্লেখ আছে ; সেই ‘আনন্দময়’ কি জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—“অন্ত এষ এব শারীর আত্মা,” অর্থাৎ এত শারীরই (জীবই) তাহার (সেই আনন্দময়ের) আত্মা, এই বাক্যে উক্ত আনন্দময়ের শারীরত্ব নির্দেশ বশতঃ ‘আনন্দময়’ শব্দে জীব-াত্মাই বুঝিতে হইবে, কেন না, শরীর-সম্বন্ধী—শারীর আত্মা জীব তিন আর কেহ হইতে পারে না । জীবাত্মা বদন চেষ্টন, তখন তাহার পক্ষে ঈক্ষাপূর্বক সৃষ্টিও অসম্ভব হয় না । (৪) সিদ্ধান্ত—‘সৈব আনন্দময় সীমাংসা ভবতি ।’ অর্থাৎ এখানেই আনন্দের শেষসীমা’ বলায় এই ‘আনন্দময়’ ব্রহ্মভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না । কেন না, জীবের আনন্দত সীমাবদ্ধ, এবং তারতম্যযুক্ত । “এতস্মাৎ বা এতস্মাদান্নমঃ” এই স্থানে জগৎকারণরূপে যে আত্মা নির্দিষ্ট হইয়াছে ; পর পর তাহাকেই ‘শারীর’ শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রয়োজন—পূর্ববৎ ।

(১) ইতি শ্রবণাৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

সত্যমুক্তম্ ; স তু জীবাং নাতিরিচ্যতে—“অনেন জীবেনাত্মনা
অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো ৬।৩২] । “তত্ত্বমসি (*)
শ্বেতকেতো,” [ছান্দো ৬।৮।৭] ইতি কারণতয়া তির্দিষ্টস্য জীবসামানা-
ধিকরণ্যনির্দেশাৎ । সামানাধিকরণ্যং হি একত্বপ্রতিপাদনপরম্ ; যথা—
‘সেইহং দেবদত্তঃ’ ইত্যাদৌ । ঈক্ষাপূর্ব্বিকা চ সৃষ্টিশ্চেতনস্য জীবশ্চোপ-
পত্তত এব । অতঃ “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ইতি জীবস্থাচিং-সংসর্গবিযুক্তং
স্বরূপং প্রাপ্যতয়োপক্রান্তম্ ‘আনন্দময়ঃ (†) ইত্যুপদিশ্যতে । অচিদ্বিযুক্তস্য
(‡) স্বরূপস্য লক্ষণমিদমুচ্যতে—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি । তদ্রূপ-
প্রাপ্তিরেব হি মোক্ষঃ । “ন হ বৈ শরীরস্য সত্যং প্রিয়াপ্রিয়োরপহ-
তিরস্তি । অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশ্যতঃ” [ছান্দো ৬।১২।১]
ইতি । অতো জীবস্থাবিদ্যাবিযুক্তং স্বরূপং প্রাপ্যতয়া প্রক্রান্তমানন্দময় ইত্যা-

হাঁ, কথিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু, ‘আমি এই জীবরূপে অভ্যন্তবে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ
প্রকটিত করিব।’ ‘হে শ্বেতকেতো ! তুমি তৎস্বরূপই।’ ইত্যাদি স্থলে কারণরূপে অভিহিত
ব্রহ্মেবই জীবের সহিত সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দেশ হইতে জানা যায় যে, সেই জগৎকারণ
ঈশ্বরও জীব হইতে অতিবিক্ত বা পৃথক্ পদার্থ নহে । ‘এই সেই দেবদত্ত’ ইত্যাদির দ্বারা
একই প্রতিপাদন করা হইয়া সামানাধিকরণ্যের উদ্দেশ্য । ঈক্ষাপূর্ব্বক যে সৃষ্টি করা, তাহা ত
জীবের পক্ষে উত্তমরূপেই উপপন্ন হইতে পারে । অতএব, ‘ব্রহ্মবিৎ পবনাত্মকে প্রাপ্ত হন’ এই
শ্রুতিতে জড়পদার্থের সহিত সম্পর্কবহিত জীবের যে, স্বরূপটি প্রথমে প্রাপ্তব্যরূপে কথিত হইয়াছে ;
পশ্চাৎ তাহাই ‘আনন্দময়’ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে । সেই অচিং বা জড় সম্বন্ধশূন্য স্বরূপেরই
লক্ষণ কথিত হইয়াছে—‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ।’ সেই ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্তিই মোক্ষ ।
কেননা, [শ্রুতি বলিয়াছেন—] ‘শরীর অর্থাৎ শরীরাত্মানী হইলে কখনই তাহার প্রিয় ও
অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ-সম্বন্ধ ব্যাহত হয় না।’ পক্ষান্তরে, ‘অশরীর হইলে, প্রিয় ও অপ্রিয়
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।’ অতএব, প্রাপ্তব্যরূপে অভিহিত জীবের অবিদ্যাবিরহিত
স্বরূপকেই ‘আনন্দময়’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

দেখ,—[শ্রুতি] প্রকৃত আত্মস্বরূপটি বুদ্ধ্যাক্রুঢ় বা বুদ্ধিগম্য করিবার উদ্দেশে ‘শাখা-চক্র’

(*) তত্ত্বমসি কারণতয়া ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) উপক্রান্তমানন্দময়ঃ ইত্যংশঃ ঋ-গ-পুস্তকয়োর্বোপলভ্যতে ।

(‡) অচিদ্বিযুক্তস্বরূপস্ত ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

পদিশ্যতে । তথা হি—শাখাচন্দ্রায়েনাত্মস্বরূপং দর্শয়িতুম্ ‘অন্নময়ঃ পুরুষঃ’
(*) ইতি প্রথমং শরীরং নির্দিশ্য তদন্তরভূতং (†) তস্তা ধারকং পঞ্চবৃত্তিপ্রাণং,
তস্তাপ্যন্তরভূতং মনঃ, তদন্তরভূতাক্ষ বুদ্ধিং, ‘প্রাণময়ো মনোময়ো বিজ্ঞান-
ময়ঃ’, [তৈত্তি-আনন্দং, ২-৪] ইতি তত্র তত্র বুদ্ধ্যবতরণক্রমেণ নির্দিশ্য,
সর্বাস্তরভূতং জীবাত্মানম্ “অন্যোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ” [তৈত্তি, আনন্দং
৫।২] ইতু্যপদিশ্য অন্তরাত্মপরম্পরাং সমাপয়তি । অতো জীবাত্মস্বরূপ-
মেব “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি” [তৈত্তি-আনন্দং, ১।] ইতি প্রক্ৰান্তং ব্রহ্ম,
তদেব ‘আনন্দময়ঃ’ ইতু্যপদিষ্টমিতি নিশ্চীয়তে ॥ ৩ ॥

ত্বায়ে (‡) ‘পুরুষ অন্নময়ঃ’ এই বলিয়া প্রথমতঃ স্থূল শবীরের নির্দেশ করিয়া—পরে ‘অন্ত
অন্তরাত্মা—‘প্রাণময়ঃ’ ‘মনোময়ঃ’, ও ‘বিজ্ঞানময়ঃ’, এই কথা বলিয়া তদপেক্ষাও অন্তরভূত বা হৃদয়,
শরীর-ধারণক পঞ্চবৃত্তি (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান, এই পাঁচটি বৃত্তি বা ব্যাপার
বিশিষ্ট) প্রাণ; তদপেক্ষা অন্তরভূত হৃদয় মনঃ, এবং তদপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ হৃদয় বুদ্ধিকে নির্দেশ
করিয়া, সর্বশেষে [এতদপেক্ষাও] অন্তরভূত অস্ত্র একটি আত্মা [আছে, যিনি] ‘আনন্দময়ঃ’
এই বলিয়া সর্বাস্তরভূত জীবাত্মার নির্দেশ করিয়া অন্তরাত্মাব পাৰম্পর্য অর্থাৎ উত্তরোত্তর
পৃথক পৃথক অন্তরাত্ম-কথনের প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত করিতেছেন । অতএব নিশ্চয় জানা যাইতেছে
যে; ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরম বস্তু লাভ হইল’, এই শ্রুতিতে জীবাত্ম-স্বরূপে যে ব্রহ্ম উল্লিখিত হইয়া-
ছেন ; তিনিই এখানে ‘আনন্দময়ঃ’ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন ; জীবাত্মিরিত্ত ব্রহ্ম নহে (§) ॥ ৩ ॥

(*) শ্রুতিঃ তু “অন্নরসময়ঃ... পুরুষঃ” ইত্যেবং পাঠ উপলভ্যতে, তস্মাৎ অর্থ-কথনমাত্রমেতন্ম ইতি মন্তব্যম্ ।

(†) ‘অন্তঃভূতম্’ ইত্যত্র অন্তর্ভূতম্ ইতি (ক) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ ।

(‡) তাৎপর্য—‘চন্দ্র’ কাহাকে বলে, তাহা জানে না, কিন্তু ‘বুদ্ধের শাখা’ জানে, এরূপ কোন বালককে
যদি ‘চন্দ্র’ বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে, (যে সময় কোন বুদ্ধের মধ্য দিয়া চন্দ্র দেখা যায়, সেই সময়) ‘এ চন্দ্র’
বলিয়া প্রথমে বুদ্ধের শাখার উপর তাহার দৃষ্টি অকুণ্ঠ করিতে হয় ; পরিক্রান্ত বুদ্ধ-শাখায় দৃষ্টি স্থির হইলে
পর ঐ শাখার উপর বা অন্তরালে জ্যোতির্ময় যে পদার্থটি দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম ‘চন্দ্র’ ; এইরূপে ক্রমে
প্রকৃত চন্দ্রটি বুঝাইতে হয় । এখনও কোন শব্দান্তর পদার্থের সাহায্যে যে, প্রকৃত বস্তুতে বোধ উৎপাদন প্রণালী,
তাহাকেই ‘শাখাচন্দ্র ত্বাৎ’ বলা হয় ।

আলোচ্য স্থলেও দুর্বিজ্ঞেয় আত্ম-বিষয়ে অপ্রমত্ত কাহারো বোধ-সমুৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না, এই
কারণে লোকহিতৈষিণী শ্রুতি প্রথমে স্থূল দেহকে ‘আত্মা’ বলিয়া উপদেশ দিলেন ; পরে তদপেক্ষা হৃদয়, হৃদয়তর
হৃদয়তম ক্রমে উপদেশ দ্বারা শ্রোতার বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করিয়া পারিশেষে প্রকৃত আত্মস্বরূপের উপদেশ দিচ্ছিলেন ;
কারণ, শিষ্যগণ এইরূপ উপদেশই ক্রমে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন দ্বারা দুর্বিজ্ঞেয় আত্মস্বরূপ হৃদয়তম করিতে
সমর্থ হইতে পারে ।

(§) তাৎপর্য—এপ্রাণ্ড যাঁহা বলা হইল, এ সমস্তই সাংখ্য দিক্কাণ্ড । সাংখ্যাবাদীর পক্ষে যুক্তি এই যে,
‘আমি এই জীবাত্মরূপে নাম ও রূপ প্রকটিত করিব, জগৎকারণের এইরূপে আপনাকে জীবাত্মরূপে
নির্দেশ করা, এবং “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে সেই জগৎকারণকেই জীবের সহিত সামান্যিকরণে নির্দেশ
করা । ‘সামান্যিকরণ’ অর্থই উভয়ের অভেদ, তাহা জগৎকারণের জীবভাবেরই গ্রাহক । তাহার পর “তস্তা এষ
এব শরীর আত্মা”, এই শ্রুতিতে শরীর জীবকেই আনন্দময়ের আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।
অবিদ্বদ্ আত্মা যখন আনন্দে বিদ্বদ্ স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, তখন “ব্রহ্মবিৎ আত্মোতি, পরম্” শ্রুতিও সঙ্গত
হইতে পারে, ইত্যাদি কারণে ‘আনন্দময়ঃ’ পদে জীবাত্মাই বুঝিতে হইবে, তদতিরিক্ত কিছু নহে ।

নমু “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” [তৈত্তি-আনন্দ০ ৫] ইত্যানন্দময়াদন্যদ ব্রহ্মেতি প্রতীয়তে । নৈবম্ ; ব্রহ্মৈব স্বস্বভাববিশেষণ (*) পুরুষবিধত্ব-
রূপিতং শিরঃ-পক্ষ-পুচ্ছরূপেণ ব্যপদিশ্যতে । যথা অন্নময়ো দেহোহবয়বী
স্বস্বাদনতিরিক্তৈঃ স্বাবয়বৈরেব (†) “তস্যেদমেব শিরঃ” ইত্যাদিনা শিরঃ-
পক্ষ-পুচ্ছবত্তয়া (‡) নিদর্শিতঃ ; তথা আনন্দময়ং ব্রহ্মাপি স্বস্বাদনতিরিক্তৈঃ
প্রিয়াদিভিনিদর্শিতম্ । তত্রাবয়বত্বেন রূপিতানাং প্রিয়-মোদ-প্রমোদানন্দা-
নামাশ্রয়তয়া অথগুরুমানন্দময়ং (§) ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যাচ্যতে । যদি
চানন্দময়াদন্যৎ ব্রহ্মভবিষ্যৎ, ‘তস্মাদ্ভা এতস্মাদানন্দময়াদন্যোহন্তর আত্মা
ব্রহ্ম’ ইত্যপি নিরদেক্ষ্যৎ ; নচৈবং নির্দিশ্যতে ।

ভাল, “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা”, (ব্রহ্ম, পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়), এই শ্রুতি হইতে
জানা যায় যে, ব্রহ্ম উক্ত ‘আনন্দময়’ হইতে পৃথক বস্তু, (উভয়ে এক নহে) ; না—এরূপ
হইতে পাবে না ; কারণ, স্বীয় স্বভাববিশেষণসাবে [আকৃতিসম্পন্ন] পুরুষরূপে রূপিত বা
প্রকাশমান ব্রহ্মই শিবঃ, পক্ষ ও পুচ্ছবিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছেন । অন্নময় বা অন্নপুষ্টি
এই দেহ অবয়বী বা অবয়বসমষ্টি হইয়াও যেমন আপনা হইতে অনতিবিক্ত বা অপৃথক স্বীয়
অবয়বসমূহ দ্বারা ইহা আবার ‘ইহাই তাহার (দেহেব) শিরঃ’ ইত্যাদি বাক্যে শিরঃ, পক্ষ ও
পুচ্ছাদি বিশিষ্টরূপে [ভেদ] ব্যবহাৰ প্রাপ্ত হয়, তেননি আনন্দময় ব্রহ্মও আপনার অনতিরিক্ত
প্রিয়াদি-বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন, [কিন্তু ঐ ‘প্রিয়’ ‘মোদ,’ ‘প্রমোদ’ ও ব্রহ্ম পৃথক পদার্থ
নহে] । অবয়বরূপে কল্পিত প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ সকলেই আনন্দাশ্রিত ; এই কাৰণে অথও
আনন্দময় ব্রহ্মই পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন (||) । ব্রহ্ম যদি
আনন্দময় হইতে পৃথক—স্বতন্ত্র পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে ‘সেই এই আনন্দময় হইতেও অত্র
একটি অন্তরাত্মা—আছেন ; যাহার নাম ব্রহ্ম’ ইহাও নির্দেশ করিতেন ; কিন্তু সেরূপ ত নির্দেশ
করেন নাই ।

(*) স্বভাববিশেষণ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) দেহ এব স্বস্বাদনতিরিক্ত-স্বাবয়বৈরিব’ ইতি (খ) পাঠস্ত অসাম্যায়ান্ ।

(‡) শিরঃপক্ষপুচ্ছা অবয়ববত্তয়া’ ইতি (খ) পাঠস্ত প্রামাণিক এব ।

(§) অথগুরুমানন্দময়ঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(||) তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ একটা শ্রুতি আছে যে, “ওত্ম প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ,
প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ ।” অর্থাৎ ‘আনন্দময়’ যেন একটা পক্ষী ; প্রিয়—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন জনিত প্রীতি তাহার
শির, মোদ—অভীষ্টবস্তুর প্রাপ্তিজনিত প্রীতি তাহার দক্ষিণ পক্ষ, আর প্রমোদ—অভীষ্ট বস্তুর ভোগজাত
প্রীতি তাহার উত্তর পক্ষ, ব্রহ্ম তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতিসাধন আশ্রয়রূপ পুচ্ছ । সেখানে এইরূপে আনন্দময়কে
অবয়বী বা সমষ্টিরূপে কল্পনা করিয়া প্রিয় মোদ ও প্রমোদকে তাহারই অবয়ব বা অংশরূপে বর্ণনা করা
হইয়াছে । অবয়ব সমূহ যেরূপ অবয়বী হইতে পৃথক্ ভিন্ন পদার্থ নহে, সেইরূপ প্রিয়মোদাদি ভাবগুলিও
আনন্দময় হইতে অতিরিক্ত নহে ; স্বতরাং এখানে আনন্দময়-বাক্যে জীবের অতিরিক্ত ব্রহ্ম কল্পনার কোন
কারণ দৃষ্ট হয় না ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি—“ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরম্,” (*) ইতি প্রক্ৰান্তং ব্রহ্ম “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” ইতি লক্ষণতঃ সকলেতরব্যাবৃত্তাকারং প্রতিপাদ্য, তদেব (†) “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মনঃ” ইত্যাত্মশব্দেন নির্দিষ্ট্য তস্য সর্বাস্তুরাত্মত্বেন (§) আত্মত্বং ব্যঞ্জয়দ্ বাক্যম্ অনময়াদিসু তত্তদন্তরতয়া আত্মত্বেন (§) নির্দিষ্টান্ প্রাণময়াদীনতিক্রম্য “অন্যোহন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” ইত্যাত্মশব্দেন নির্দেশমানন্দময়ে সমাপয়তি । অত আত্মশব্দেন প্রক্ৰান্তং (||) ব্রহ্ম আনন্দময়মিতি নিশ্চয়ত ইতি ॥ ৪ ॥

ননু চ “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” ইত্যুক্ত্য—

“অসম্ভব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদেদ সন্ত্যমেনং ততো বিদুঃ ॥” [তৈত্তি-আন০ ৬।১]

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পবমকে প্রাপ্ত হন,’ এই প্রতিবাক্যে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ’, এইরূপ লক্ষণ দ্বারা তাহাকেই আবার অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথকরূপে নির্দেশ করিয়া ‘সেই এই আত্মা হইতে’, ইত্যাদি বাক্যে পুনশ্চ তাহাকেই আবার ‘আত্মা’ শব্দে উল্লেখ করিয়া সর্বাপেক্ষা আভ্যন্তরীণত্ব-নিবন্ধন এই আত্মারই প্রকৃত আত্মত্ব জ্ঞাপনার্থ পূর্বোক্ত ‘অনময়’ প্রভৃতি যে সমস্ত আত্মা আপেক্ষিক অন্তর-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে; সেই (আপেক্ষিক অন্তরভূত) ‘প্রাণময়’ প্রভৃতি আত্মাকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ উহাদের কথা শেষ করিয়া ‘অন্ত অন্তরাত্মা—আনন্দময়,’ এই বাক্যে ‘আনন্দময়ে’ই আত্ম-শব্দ উল্লেখের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। অতএব, ইহা নিশ্চয় হইতেছে যে, ‘আত্মা’-শব্দ দ্বারা যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ‘আনন্দময়’ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ উপক্রম বাক্যস্থ ব্রহ্ম, আর অন্তিম বাক্যস্থ ‘আনন্দময়’, উভয়ই এক পদার্থ ॥ ৪ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে,—‘ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা’ এই কথা বলিয়া পরেই—‘ব্রহ্মকে যদি ‘অসৎ’ (মিথ্যা) বলিয়া জানে, [তাহা হইলে] সে নিজেই ‘অসৎ’ হইয়া পড়ে, আর ব্রহ্মকে যদি ‘সৎ’ বলিয়া জানে; [তাহা হইলে, সুধীগণ] ইহাকেও ‘সৎ’ বলিয়া জানেন। (¶)’ এই

(*) ব্রহ্মবিদ্ ইত্যারভ্য “স বা এষ পুরুষোহিন্নরসমঃ” ইত্যেতদন্তাঃ প্রত্যংশাঃ তৈত্তিরীয়োপনিষদি ব্রহ্মানন্দবলাৎ প্রথমতঃ বটুস্থ কণ্ডিকায় অনুসংযোগাঃ ।

(†) ভবদ্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) সর্বাস্তুরাত্মকত্বেন ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তত্তদন্তরাত্মকত্বেন ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(||) নির্দেশমিতিঃ প্রক্ৰান্তমিত্যন্তঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে ।

(¶) তাৎপর্য—ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন; হুতরাং আত্মাও ব্রহ্ম একই পদার্থ, এখন যে লোক সেই ব্রহ্মকেই অসৎ বা মিথ্যা বলিয়া মনে করে; প্রকৃত পক্ষে সে লোক আত্মাকেই (আগনাকেই) অসৎ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আর যে লোক ব্রহ্মকে সৎ (আছেন) বলিয়া মনে করেন, তাহার পক্ষে, সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে, হুতরাং ঐরূপ প্রতীতি দ্বারা তাহার আত্ম-সত্তাই প্রমাণিত হয় ।

ইতি ব্রহ্মজ্ঞানাজ্ঞানাভ্যামাত্মনঃ সদ্ভাবাসদ্ভাবৌ দর্শয়তি ; নানন্দময়-
জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাম্ । ন চানন্দময়স্য প্রিয়-মোদাদিরূপেণ সর্বলোকবিদিতস্য
সদ্ভাবাসদ্ভাবজ্ঞানাশঙ্কা (*) যুক্তা । অতো নানন্দময়মধিকৃত্যয়ং শ্লোক
উদাহতঃ । তস্মাদানন্দময়াদন্যদ্ ব্রহ্ম ।

নৈবম্ ; “ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, অথর্কাস্মিরসঃ
পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা,” [তৈত্তি০, আন০ ১—৪]
ইত্যেবমুক্ত্বা তত্র তত্রোদাহতঃ—“অন্নমৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে,” ইত্যাদয়ঃ
শ্লোকী যথা ন পুচ্ছমাত্রপ্রতিপাদনপরাঃ, অপি তু অন্নময়াদিপুরুষ-
মাত্রপ্রতিপাদনপরাঃ ; এবমত্রোপ্যানন্দময়স্যায়ম্ “অসন্নেব” ইতি শ্লোকো
নানন্দময়ব্যতিরিক্তস্য পুচ্ছস্য । আনন্দময়স্যেব ব্রহ্মত্বেহপি প্রিয়মোদাদি-
রূপেণ রূপিতস্যাপরিচ্ছিন্নানন্দস্য সদ্ভাবাসদ্ভাবজ্ঞানাশঙ্কা (†) যুক্তৈব ।
পুচ্ছব্রহ্মণোহপ্যপরিচ্ছিন্নানন্দতয়ৈব হ এসিদ্ধতা : ৫ ।

ঐতিহ্যে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানেই আত্মাবও সদ্ভাব বা অস্তিত্ব, আর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের অসদ্ভাবেই
আত্মাবও অসদ্ভাব বা নাস্তিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে ; কিন্তু, আনন্দময়েব জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নহে ।
বিশেষতঃ, প্রিয়-মোদাদিরূপে আনন্দময় যখন সর্বজনবিদিত, তখন তাহাব আর সদ্ভাব ও
অসদ্ভাব-জ্ঞানের আশঙ্কা করা যুক্তিসম্মত হইতে পারে না । অতএব, [‘অসন্নেব স ভবতি’]
এই শ্লোকটী আনন্দময়াধিকারে অর্থাৎ আনন্দময়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই ; সুতরাং
ব্রহ্ম ‘আনন্দময়’ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন পদার্থ ।

না—এরূপ হইতে পারে না ; ‘ইহাই (কটাব অধোভাগই) [তাহাব] পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা—
বসিবার আধাব ; পৃথিবী পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা ; অথর্কাস্মিরস (অথর্কী ও অস্মিবা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট
মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ) পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা ; মহঃ (প্রকাশ—বুদ্ধিগত চিদাভাস) প্রতিষ্ঠা,’ এই প্রকার
উক্তির পর সেই সকল স্থানে উল্লিখিত ‘অন্ন হইতেই প্রজাসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি
শ্লোকসমূহ যেক্ষেপ কেবল পুচ্ছমাত্রেরই প্রতিপাদক নহে, পরন্তু, কেবল অন্নময়াদি শব্দোল্লিখিত
পুরুষেরই প্রতিপাদনে তৎপর, সেইরূপ এখানেও “অসন্ এব স ভবতি” শ্লোকটীও কেবল
আনন্দময়ের প্রতিপাদক ; কিন্তু আনন্দময়তিরিক্ত পুচ্ছ-প্রতিপাদক নহে । পক্ষান্তরে, পুচ্ছ
ব্রহ্মও যে, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ, ইহা যখন প্রসিদ্ধ নাই, তখন কেবল আনন্দময়ে ব্রহ্মত্ব
হইলেও প্রিয়-মোদাদিরূপে কল্পিত অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে আশঙ্কা করা
যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥ ৫ ॥

(*) সদ্ভাবজ্ঞানাজ্ঞানাশঙ্কতি (খ) পাঠঃ ।

(†) সদ্ভাবজ্ঞানাজ্ঞানাশঙ্কা ইতি (ক) পাঠঃ ।

শিরঃপ্রভৃত্যবয়বিস্বাভাবাদ্ ব্রহ্মণো নানন্দময়ো (*) ব্রহ্মেতি চেৎ ;
ব্রহ্মণঃ পুচ্ছত্বপ্রতিষ্ঠাস্বাভাবাৎ পুচ্ছমপি ব্রহ্ম ন ভবেৎ । অথাবিষ্ঠা-
পরিকল্পিতস্য বস্তুনস্তৃপ্যাপ্যশ্রয়ভূতত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি রূপণমাত্র-
মিত্যুচ্যেত । হন্ত তর্হি অস্বখাদ্ ব্যারুতস্থানন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ প্রিয়-শিরস্ত্বাদি-
রূপণং ভবিষ্যতি । এবঞ্চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি বিকারাম্পদ-জড়-
পরিচ্ছিন্নবস্তুভূতাদ্ ব্যারুতস্থাস্বখাদ্ ব্যারুতিঃ ‘আনন্দময়ঃ’ ইত্যুপদিশ্যতে ।
ততশ্চাখণ্ডৈকরসানন্দরূপে (†) ব্রহ্মণি ‘আনন্দময়ঃ’ ইতি ময়ট্ ‘প্রাণময়ে’ ইব
স্বার্থিকো দ্রষ্টব্যঃ । তস্মাদবিষ্ঠাপরিকল্পিত-বিবিধবিচিত্র-দেবাদিভেদভিন্নস্য
জীবাত্মনঃ স্বাভাবিকং (‡) স্বরূপমখণ্ডৈকরসং স্মৃথৈকতানম্ ‘আনন্দময়ঃ’
ইত্যুচ্যেত, ইতি ‘আনন্দময়ঃ’ প্রত্যগাত্মা ইতি ॥ ৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“আন মঃ যাহভ্যাসাৎ ।” ‘আনন্দময়ঃ’
পরমাত্মা ; কুতঃ ? ‘অভ্যাসাৎ’—“সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি,” [তৈত্তিঃ

যদি বল, ব্রহ্মের শিরঃ প্রভৃতি অবয়ব না থাকায় ব্রহ্ম ‘আনন্দময়’ পদবাচ্য হইতে পারেন না ;
তাহা হইলে [ব্রহ্মের] পুচ্ছত্ব ও প্রতিষ্ঠাব্রহ্মরূপ অবয়ব ধর্ম না থাকায় ‘পুচ্ছ’ও ত ব্রহ্ম হইতে
পারে না । যদি বল, অবিষ্ঠা-পরিকল্পিত সেই যে, অবয়ব বস্তু, ব্রহ্মই তাহার আশ্রয়, তন্নিবন্ধন
ব্রহ্মসম্বন্ধে ‘পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা’ শব্দ দ্বারা রূপক-কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র, (বস্তুতঃ উহা ব্রহ্মের অবয়ব
নহে) । বেশ কথা, তাহা হইলে অস্বখব্যারুত বা হুঃখ হইতে পৃথগ্ভূত আনন্দময় ব্রহ্মেরও প্রিয়-
শিরঃ প্রভৃতি অবয়বের কল্পনা কবা যাইতে পাবে । এইরূপ হইলে, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং” শ্রুতিতেও
বিকারশীল, জড়, পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হইতে পৃথগ্ভূত [ব্রহ্মের] যে, অস্বখ বা স্মৃথের অভাব হইতে
ব্যারুতি, তাহাকেই (সেই পার্থক্যকেই) ‘আনন্দময়’ বলিয়া উপদেশ করা হইতেছে [বুঝিতে
হইবে] । সেই হেতু, অখণ্ড, একবস আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যে, ময়ট্ প্রত্যয়, তাহা ‘প্রাণময়’
শব্দের জায় স্বার্থে বিহিত (আনন্দশব্দের বাহা অর্থ, সেই অর্থে ই বিহিত) বলিয়া বুঝিতে হইবে ।
অতএব, অবিষ্ঠা দ্বারা পরিকল্পিত নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ দেবাদিভেদে বিভিন্নপ্রকার জীবাত্মার
যে, অখণ্ডৈকরস, একমাত্র স্মৃথোন্মুখ স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপ, তাহাই ‘আনন্দময়’ বলিয়া কথিত হয় ;
অতএব ‘আনন্দময়’ অর্থ—প্রত্যক্ আত্মা (জীব) ॥ ৬ ॥

এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি—‘আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ।’ ‘আনন্দময়’ অর্থ—পরমাত্মা ;

(*) ‘আনন্দময়ঃ ব্রহ্ম’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) অতশ্চাখণ্ডৈকরসরূপে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জীবাত্মন একরূপম্ ইতি (গ) পাঠঃ । স্বাভাবিকং রূপম্ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

আনন্দ ৮।১] ইত্যরভ্য “যতো বাচো নিবর্তন্তে”, [তৈত্তিঃ আনন্দ ৯।১] ইত্যেবমন্তেন বাক্যেন শতগুণিতোত্তরক্রমেণ নিরতিশয়দশাশিরস্কোহভ্য-
শ্রুমান আনন্দোহনন্তঃখমিশ্র-পরিমিতসুখলবভাগিনি জীবাত্মন্যসম্ভবন্
নিখিলহেয়-প্রত্যনিক-কল্যাণৈকতান-সকলেতরবিলক্ষণং পরমাত্মানমেব
স্বাপ্রয়মাবেদয়তি । (*) যথাহ—“তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদ্যোহন্তর-
আত্মানন্দময়ঃ” [তৈত্তিঃ আনন্দ ৫।২] ইতি । বিজ্ঞানময়ো হি জীবঃ, ন
বুদ্ধিমাত্রঃ ; ময়ট্ প্রত্যয়েন ব্যতিরেকপ্রতীতেঃ । প্রাণময়ে স্বগত্যা
স্বার্থিকতাশ্রীয়েতে । ইহ তু তদ্বতো জীবস্য সম্ভবান্নানর্থকত্বং ন্যায়ম্ ।
বন্ধো মুক্তশ্চ প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতৈব, (†) ইত্যভ্যর্থায়ামিহ । প্রাণময়াদৌ তু
ময়র্ডর্থসম্ভবোহনন্তরমেব বক্ষ্যতে । কথং তর্হি বিজ্ঞানময়-বিষয়শ্লোকে
“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” ইতি কেবলবিজ্ঞানশব্দোপাদানমুপপত্তে ?
জ্ঞাতুরেবাত্মনঃ স্বরূপমপি স্বপ্রকাশতয়া বিজ্ঞানমিত্যুচ্যত ইতি ন দোষঃ,
জ্ঞানৈকনিরূপণীয়ত্বাচ্চ জ্ঞাতুঃ স্বরূপস্য । স্বরূপনিরূপণ-ধর্ম্মশব্দা হি ধর্ম্মমুখেন

কিহেতু ?—অভ্যাসহেতু ;—‘সেই ইহাই আনন্দেব মামাংসা হয়’, এই বাক্য হইতে আবশ্য
কবিয়া—‘যাহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয় বা ফিবিয়া আইসে’ এই পর্য্যন্ত বাক্যে পব পর শত-
গুণে বুদ্ধিক্রমে নিরতিশয় দশা বা অবস্থাকে যাহাব মন্তকরূপে কল্পনা কবা হইয়াছে ; অভ্যস্তমান
(যাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ কবা হইয়াছে, সেই) আনন্দ কখনই অনন্তঃখসম্বলিত বিন্দুমাত্র সুখ-
ভাগী জীবাত্মাতে সম্ভবপব হইতে পাবে না ; আর পাবে না বলিয়াই সর্বপ্রকার হেয়গুণবিরোধী,
কেবলই কল্যাণময়, এবং অপব সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ পরমাত্মাকেই নিজের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞাপন
কবে । দেখ, সেখানেই এই প্রকার কথিত হইয়াছে --‘সেই এই বিজ্ঞানময়’ হইতে অপর
অন্তবাগ্যা, যিনি আনন্দনয় ।’ [এখানে] ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থ—নিশ্চয়ই জীবাত্মা,—কেবল বুদ্ধি-
মাত্র নহে, কারণ, ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা উভয়েব ব্যতিরেক বা পার্থক্য প্রতীত হইতেছে । উপা-
য়াস্তব না থাকায় ‘প্রাণময়’ স্থলে [ময়ট্ প্রত্যয়ের] স্বার্থিকতা অবলম্বন করা হয় ; কিন্তু এখানে
যখন জীবেরই বিজ্ঞানবত্তা সম্ভব আছে, তখন [ময়টের] আনর্থক্য কল্পনা করা সমুচিত হয় না ।
বন্ধ এবং মুক্ত জীবাত্মাই যে জ্ঞাতা, ইহা বলিয়াছি ; আব প্রাণময়াদি স্থলে যে, ময়ট্ প্রত্যয়ের
অর্থ সম্ভবপর হয় না, ইহা অব্যবহিত পরেই কথিত হইবে । ভাল, তাহা হইলে বিজ্ঞানময়-
প্রতিপাদক ‘বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন’ এই শ্লোকে কেবল ‘বিজ্ঞান’ পদের উপাদান উপপন্ন
হয় কিরূপে ? না—ইহাতে দোষ হয় না ; কারণ, বিজ্ঞাতা আত্মার স্বরূপটিও স্বপ্রকাশ, এই
জ্ঞাত উহা ‘বিজ্ঞান’ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ জ্ঞাতার স্বরূপটিও একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই
নিরূপণীয় বা নির্দ্ধারণের যোগ্য ; এই কারণে ধর্ম্মীর স্বরূপ-নিরূপক যে সকল শব্দ ধর্ম্মবাচক হয়,

(*) যথাহ ইতি (খ) পাঠঃ । তথা ইতি (গ) পাঠঃ । (†) জ্ঞাতএব ইতি (খ) পাঠঃ অসমীচীনঃ ।

ধন্নিম্বরূপমপি প্রতিপাদয়ন্তি, গবাদিশব্দবৎ । “কৃত্যল্যুটৌ বহুলম্” [অষ্টাধ্যায়ী ৩।৩।১১৩ ।] ইতি বা কৰ্ত্তরি ল্যুট্ আশ্রীয়তে । নন্দ্যাদিভ্বং বা আশ্রিত্য “নন্দিগ্রহি” [অষ্টাধ্যায়ী ৩।১।১৩৪] ইত্যাদিনা কৰ্ত্তরি ল্যুঃ । অত এবচ; “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কন্ম্যাণি তনুতেহপি [তৈত্তিঃ আন ৫ ।] ইতি যজ্ঞাদিকৰ্ত্তৃত্বং বিজ্ঞানশ্চ জ্ঞায়তে । বুদ্ধিমাত্রশ্চ হি ন কৰ্ত্তৃত্বং (*) সম্ভবতি । অচেতনেষু হি চেতনোপকরণভূতেষু বিজ্ঞানময়াৎ

গো প্রভৃতি শব্দের গ্র্যয় সেই সকল শব্দও ধন্ম-প্রতিপাদন দ্বাৰা ধন্মীকেও প্রতিপাদন করিয়া থাকে (†) । অথবা, ‘কৃত্য প্রত্যয় (তব্য, অনীয়, ক্যপ, ঘাণ, য) এবং ল্যুট্ (অনট) প্রত্যয় বহুলাৰ্থে – অর্থাৎ সূত্রোক্তিত অর্থ ভিন্ন অর্থেও হইয়া থাকে’ । এই সূত্রানুসারে কৰ্ত্তৃবাচ্যেও ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় অবলম্বন কৰা যাইতে পারে । অথবা, নন্দ্যাদি ধাতুব মৰ্যো (‘জ্ঞা’ধাতুর) পাঠ স্বীকাৰ করিয়া ‘নন্দি-গ্রহি’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও কৰ্ত্তৃবাচ্যে ‘ল্যু’ (যু বা অন) প্রত্যয় [কৰা যাইতে পারে] (‡) । এই কাৰণেই ‘বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার কৰেন, এবং কন্মসমূহ বিস্তার (প্রকাশ) কৰেন,’ এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানেব যজ্ঞাদি-কৰ্ত্তৃত্ব পরিশ্রুত হয় । শুধু বুদ্ধির ত আৰ কৰ্ত্তৃত্ব সম্ভব

(*) ন চ বুদ্ধিমাত্রশ্চ কৰ্ত্তৃত্বং ইতি (খ. পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের অর্থ যদি জীবাত্মা হয়, তাহা হইলে কেবল ‘বিজ্ঞান’ শব্দে আবার তাহার উল্লেখ হয় কিরূপে ? একই জীব ত আর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবিশিষ্ট (বিজ্ঞানময়) হইতে পারে না ? তদুত্তরে প্রথম বলা হইল যে, জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান্ জীবাত্মা নিজেও স্বপ্রকাশ—জ্ঞানেই অনুরূপ ; এই কারণে জীবকে শুধু ‘বিজ্ঞান’ শব্দেও অভিহিত করা হইয়া থাকে । তাহার পর বলা হইল যে, একমাত্র জ্ঞানই জ্ঞাতার স্বভাবিক ধন্ম, সেই জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞাতার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে ; নচেৎ জ্ঞাতার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়ার আর উপায় নাই । যেসকল শব্দ কোন বস্তুর স্বাভাবিক ধন্ম-বোধক এবং সেই ধন্মীও পরিচায়ক ; ধন্মবোধক সেইসকল শব্দ যেমন ধন্মকে বুঝায়, তেমনই ধন্মীকেও বুঝাইয়া থাকে ; গো প্রভৃতি শব্দগুলি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল । গোজ্ঞাতার স্বভাবসিদ্ধ যে, আকৃতি বিশেষ, তাহাষ্ট ‘গো’শব্দের মুখ্য অর্থ ; সেই ‘গো’শব্দে যেমন আকৃতি বুঝায়, তেমন সেই আকৃতিমান ‘গো’প্রাণীকেও বুঝাইয়া থাকে, এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, ‘জ্ঞাত্যাকৃতিব্যক্তং পদার্থঃ ।’ অর্থাৎ জ্ঞাত, আকৃতি ও ব্যক্তি, এই তিনই পদের প্রতিপাদ্য অর্থ । সেইরূপ এই আলোচ্য স্থানেও জীবের স্বাভাবিক ধন্ম—জ্ঞানের প্রতিপাদক ‘বিজ্ঞান’ শব্দে যেমন জ্ঞানকে বুঝায়, তেমনই সেই জ্ঞানবান্—জীবকেও বুঝাইয়া থাকে । সুতরাং জীবকে ‘বিজ্ঞান’ বলার কোন দোষ হইতে পারে না ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—বিপূৰ্বক ‘জ্ঞা’ধাতুর পর ভাববাচ্যে ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় করিয়া ‘বিজ্ঞান’ পদটী নিষ্পন্ন হয় । বি+জ্ঞানের অর্থ—জ্ঞান, আর ল্যুট্-প্রত্যয়েও সেই অর্থই প্রকাশ করিতেছে ; সুতরাং ‘বিজ্ঞান’ অর্থ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে । এই নিমিত্ত প্রথমে বলিয়াছেন যে, যদিও ‘বিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ—জ্ঞান হউক ; তথাপি সেই জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানবান্—জ্ঞাতা আত্মাকেও বুঝিতে হইবে । এখন বলিতেছেন যে, যদিও সাধারণতঃ ভাববাচ্যেই ‘ল্যুট্’ প্রত্যয়ের বিধান থাকুক, তথাপি “কৃত্যল্যুটৌ বহুলম্” সূত্রানুসারে কৰ্ত্তৃবাচ্যেও ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় করা যাইতে পারে । কৰ্ত্তৃবাচ্যে ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় করিলে ‘বিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ হয় বিজ্ঞান-কৰ্ত্তা—জ্ঞাতা ; সুতরাং এক্ষে ‘বিজ্ঞান’ শব্দটী সহজেই আত্মাকে বুঝাইতে পারে । আর যদি কৰ্ত্তৃবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিতে দিতাহই অমত

প্রাচীনেষমময়াদিষু ন চেতনধর্মভূতং কর্তৃত্বং শ্রয়তে । অত এব, চেতনমচেতনঞ্চ স্বাসাধারণৈর্নিলয়নত্বানিলয়নত্বাদিভিধর্মবিশেষৈর্বিভজ্য নির্দিশদ্বাক্যং “বিজ্ঞানকাঞ্জানঞ্চ” ইতি বিজ্ঞানশব্দেন তদুৎপত্তং চেতনং বদতি । তথা ‘অন্তর্যামিত্রাঙ্কণে’ [বৃহদাঃ, ৬।৭।২২] “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যস্মি কাণ্ডপাঠগতস্য পর্যায়স্য স্থানে “য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইতি পর্যায়মধীয়ানা মাধ্যন্দিনাঃ কাণ্ডপাঠগতং বিজ্ঞানশব্দনির্দিষ্টং জীবাত্মেতি স্মৃষ্টীকুর্বন্তি । বিজ্ঞানমিতি চ নপুংসকলিঙ্গং বস্তুত্বাভিপ্রায়ম্ । তদেবং বিজ্ঞানময়াং জীবাদন্যস্তদন্তরঃ (*) পরমাত্মা ‘আনন্দময়ঃ’ । যদ্যপি “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” ইতি শ্লোকে (†) জ্ঞানমাত্রমেবোপাদীয়তে, ন জ্ঞাতা ; তথাপি “অন্যোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ” ইতি তদ্বান্ জ্ঞাতৈবোপদিশ্যতে ;

হয় না ; কাবণ, বিজ্ঞানময়ের পূর্ববর্তী অচেতন অন্নময়াদিতে ত চেতন-ধর্ম কর্তৃত্বের কোন কথাই নাই । এই কাবণেই (বিজ্ঞান শব্দের চেতন-বাচিত্ব হেতুই) নিলয়নত্ব (বিখ্যাবহ) ও অনিলয়নত্ব (বিধেব অনাবহ) প্রভৃতি স্বীয় অসাধারণ ধর্মবিশেষ দ্বারা বিভাগপূর্বক চেতন ও অচেতনের নির্দেশকারী ‘বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন’, এই বাক্যটি ‘বিজ্ঞান’ শব্দে বিজ্ঞান-গুণসম্পন্ন চেতনকেই নির্দেশ করিতেছে । সেইরূপ, কাণ্ডশাখার অন্তর্গামী বাক্যে ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন’, বলিয়া যাহা বিজ্ঞানশব্দে অভিহিত হইয়াছে ; তাহাবই সমানার্থ প্রকাশক স্থানে মাধ্যন্দিন শাখা ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন,’ বলিয়া বিজ্ঞানস্থানে ‘আত্মা’-শব্দেব পাঠ করিয়া কাণ্ড-শাখাগত ‘বিজ্ঞান’ অর্থ যে জীবাত্মা, তাহা পরিব্রূট করিতেছেন । বিজ্ঞান শব্দে ক্রীবলিঙ্গ-নির্দেশেব অভিপ্রায় এই যে, উহা বস্তু বোধক, [বস্তু শব্দ ক্রীবলিঙ্গ, এই কাবণে তদ্বোধক বিজ্ঞান শব্দও ক্রীবলিঙ্গ হইয়াছে !] অতএব, এই প্রকারে [জ্ঞানি যায় যে,] ‘বিজ্ঞানময়’ জীব অপেক্ষাও অন্তরতম পবমাত্মাই ‘আনন্দময়’ (অপব কেহ নহে) ।

যদিও ‘বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তাব করেন’, এই শ্লোকে কেবলই বিজ্ঞানের উপাদান আছে, জ্ঞাতাব উপাদান নাই সত্য, তথাপি ‘অপর অন্তবাস্তা, যিনি বিজ্ঞানময়।’ এখানে সেই

২য়. তাহা হইলেও ‘নলি’ প্রভৃতি কণ্ডলি অনির্দিষ্ট ধাতুর উত্তর যে, কর্তৃবাচ্যে ‘ন্যু’ প্রত্যয়ের বিধান আছে ; সেই ‘ন্যু’ প্রত্যয় করিলেও ‘বিজ্ঞান’ শব্দে বিজ্ঞাতা—আত্মা—কেই বুঝাইতে পারে । পক্ষান্তরে, ‘বিজ্ঞান’ শব্দে জ্ঞানসাধন ‘বুদ্ধি’ অর্থ গ্রহণ করিলে “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” ইত্যাদি স্থলে বিজ্ঞানের কর্তৃত্বোক্ত সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, অচেতন অঙ্কুরগন্ধগা বুদ্ধি জ্ঞানের সাধন বৈ কখনই কর্তৃ—জ্ঞাতা হইতে পারে না । অতএব ‘বিজ্ঞান’ শব্দে বিজ্ঞাতা আত্মাই বুঝিতে হইবে ; জ্ঞান বা বুদ্ধি নহে ।

(২) তদন্তরঃ ইতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে ।

(জ) জ্ঞোকেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

যথা—“অম্মাদৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে” ইত্যত্র শ্লোকে কেবলান্মোপাদানেহপি
“ন বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” ইত্যত্র নামমাত্রং নির্দিষ্টম্ ; অপি তু
তন্ময়স্তদ্বিকারঃ। এতৎ সৰ্বং হৃদি নিধায় সূত্রকারঃ স্বয়মেব “ভেদব্যপ-
দেশাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।১৮] ইত্যনন্তরমেব বদতি ॥ ৭ ॥

যতুভ্যং—জগৎকারণতয়া নির্দিষ্টস্য “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য”
[ছান্দো. ৬।৩।২], “তৎ ত্বম্ অসি” [ছান্দো. ৬।৮।৭] ইতি জীবসামান্য-
করণ্যনির্দেশাৎ জগৎকারণমপি জীবস্বরূপাম্মাতিরিচ্যতে, ইতি কৃষ্ণা
জীবশ্চৈব স্বরূপম্ “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ইতি প্রক্লান্তম্ অস্থখাদ্
ব্যারভত্বেনানন্দময় ইত্যুপদিশ্যত ইতি। তদযুক্তম্ ; জীবস্তা চেতনত্বে
সত্যপি “তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ, প্রজায়েয় ইতি, তত্ত্বোজোহসৃজত” ইতি
স্বসংকল্পপূর্বকানন্ত- (*) বিচিত্র-সৃষ্টিযোগানুপপত্তেঃ। শুদ্ধাবস্থাপি
হি তস্য সর্গাদিজগদ্ব্যাপারাসম্ভবঃ, “জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্” [ব্রহ্মসূ. ০, ৪।৪।২।১]।
“ভোগমাত্রসাম্যালিস্কাৎ” [ব্রহ্মসূ. ৪।৪।১৭] ইত্যত্রোপপাদয়িষ্যতে ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানবান্ জ্ঞাতাই (জীবই) উপদিষ্ট হইয়াছে, [বৃত্তিতে হইবে]। ‘অন্ন হইতে প্রজাসমূহ
জন্মলাভ কবে,’ এই শ্লোকে কেবল অন্নের উল্লেখ থাকিলেও ‘সেই এই পুরুষ অন্নসময়,’ এই
স্থানে যেমন কেবল অন্নের উল্লেখ হয় নাই, পরন্তু তন্ময় (অন্নময়)—তাহার বিকার দেহেব
উল্লেখ হইয়াছে, [বিজ্ঞানময় স্থলেও তেমনি বৃত্তিতে হইবে]। এই সমস্ত বিষয় হৃদয়ে চিন্তা
করিয়া স্বয়ং সূত্রকাবই অব্যবহিত পবে “ভেদব্যপদেশাৎ” সূত্র বলিতেছেন ॥ ৭ ॥

যিনি [পূর্বে] জগৎ কাবণরূপে উক্ত হইয়াছেন, ‘আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট
হইয়া,’ এবং ‘তুমিই সেই কাবণরূপ’, ইত্যাদি স্থলে তাঁহারই আবার জীবের সহিত সামান্য-
ধিকরণ্য বা অভেদসম্বন্ধ নির্দেশ কবায় প্রমাণ হয় যে, জগৎকারণও জীব হইতে অতিরিক্ত নহে
[জীবস্বরূপই বটে]। এইরূপ [বৃত্তিব উপর নির্ভর করিয়া] যে, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমকে প্রাপ্ত
হন’, এই স্থলে [পরম শব্দে] জীববই স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এবং তাহাকেই [আবার] অস্থখ বা
দুঃখ হইতে পৃথক্ বলিয়া ‘আনন্দময়’ শব্দে উপদেশ করা হয়, বলা হইয়াছে; তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।
কারণ, জীবের চেতনস্থ থাকিলেও ‘তিনি আলোচনা করিলেন বহু হইব—জন্মিব, তিনি তেজঃ
সৃষ্টি করিলেন।’ এই শ্রুতিতে যে, স্বীয় সংকল্প-বলে অনন্তপ্রকার বিবিধ সৃষ্টির কথা উক্ত হইয়াছে,
তাহা উপপন্ন হয় না। [জীব] বিশুদ্ধাবস্থাপন্ন হইলেও যে, তাহার পক্ষে জগৎ-নির্মাণাদি
ব্যাপার সম্ভব হয় না; তাহা “জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্,” ও “ভোগমাত্র-সাম্যালিস্কাৎ।” এই সূত্রদ্বয়ে
উপপাদিত হইবে ॥ ৮ ॥

কারণভূতস্য ব্রহ্মণো জীবস্বরূপত্বানভ্যুপগমে “অনেন জীবেনাভ্যনা,” “তত্ত্বমসি” ইতি সামান্যাদিকরণ্যানির্দেশঃ কথমুপপত্তত ইতি চেৎ ; কথং বা নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধস্য সত্যসংকল্পস্য সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তেরনবধিকারতিশয়া-সংখ্যেকল্যাণগুণস্য সকলকারণভূতস্য (*) ব্রহ্মণো নানাবিধানন্তুঃখাকর-কর্মাধীন-চিস্তিত-নিমিষিতাদিসকলপ্রবৃত্তি-জীবস্বরূপত্বম্ ? অন্যতরস্য মিথ্যাহেনোপপত্তত ইতি চেৎ ? কস্য ভোঃ ?—কিং হেয়সম্বন্ধস্য ? কিংবা হেয়প্রত্যনিক-কল্যাণৈকতানস্বতাবস্য ? হেয়-প্রত্যনিক-কল্যাণৈকতানস্য ব্রহ্মণোহনাগুবিদ্যাশ্রয়ত্বেন হেয়সম্বন্ধ-প্রতিভাসো মিথ্যারূপ ইতি চেৎ ; বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে, — ব্রহ্মণো হেয়প্রত্যনিক-কল্যাণৈকতানত্বমনাগু-বিদ্যাশ্রয়ত্বেনানন্তদুঃখবিষয়-মিথ্যাপ্রতিভাসাশ্রয়ত্বকেতি । অবিদ্যাশ্রয়ত্বং তৎকার্য-দুঃখপ্রতিভাসাশ্রয়ত্বকৈব হি হেয়সম্বন্ধঃ ; তৎসম্বন্ধিত্বং তৎপ্রত্যনী-কত্বঞ্চ (†) বিরুদ্ধমেব । তথাপি তস্য মিথ্যাহ্যং ন বিরোধ ইতি মা বোচঃ । মিথ্যাত্বতমপ্যাপুরুষার্থ এব, যন্মিরসনায় সর্বৈ বেদান্তা আরভ্যন্তে ইতি

যদি বল, কাবণরূপী ব্রহ্মেব জীবস্বরূপত্ব স্বীকার না করিলে ‘এই জীবাত্মারূপে—’ এবং ‘তুমি তৎস্বরূপ’, এই সামান্যাদিকরণা বা জীব ও জগৎকাবণেব অভেদ নির্দেশ উপপন্ন হয় কিরূপে ? [ভাল,] সর্বপ্রকাব দোষগন্ধবর্জিত, সত্যসংকল্প, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, যাহার অবধি ও যদপেক্ষা অধিক নাই, এরূপ অসংখ্য কল্যাণময় গুণসম্পন্ন এবং সর্বকারণরূপী ব্রহ্মেব, যাহাব চিন্তা [এমন কি] নিমেষাদি সমস্ত ব্যাপারই নানাবিধ অনন্ত দুঃখোৎপাদক [প্রাক্তন] কর্ম্মেব অধীন, তদূশ জীবস্বরূপত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? যদি বল, অতীবের অর্থাৎ এতদুভয়ের মধ্যে একের মিথ্যাত্ব দ্বাবাই উহা উপপন্ন হইতে পারে ? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, মিথ্যাত্ব কাহার ?—কি হেয়গুণ সম্বন্ধের ? কিংবা হেয়গুণেব প্রতিপক্ষ কেবল কল্যাণময় গুণের প্রতি পক্ষপাত-স্বভাবের ? যদি বল, ব্রহ্ম যখন হেয়বিবোধী কেবলই কল্যাণময়গুণপূর্ণ, তখন তৎসম্বন্ধে অনাদি অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া হেয়সম্বন্ধের প্রতিভাস-প্রতীতিই মিথ্যা । একই ব্রহ্মের যে, হেয়প্রতিপক্ষ কল্যাণময় গুণতৎপবতা, আর অনাদি অবিদ্যাশ্রিতত্বনিবন্ধন অনন্তদুঃখবিষয়ক মিথ্যাপ্রতীতির আশ্রয়তা, ইহা বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে । কেন না অবিদ্যাশ্রয়ত্ব এবং তজ্জনিত দুঃখপ্রতীতির আশ্রয়ত্বই প্রকৃত হেয়সম্বন্ধ ; সুতরাং [একই স্থলে] হেয়সম্বন্ধ ও তৎপ্রতিকূলত্ব নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ । তথাপি মিথ্যা বলিয়াই যে উহা বিরুদ্ধ হইতে পারে না, একথাও বলিতে পার না ; কেন না, মিথ্যা হইলেও উহা অপুরুষার্থ বা পুরুষের অপার্থনীয়ই বটে, যাহার অপনয়নার্থ সমস্ত

(*) সঃসভূতকারণত্ব ইতি (গ) পাঠঃ

(†) তৎপ্রত্যনিককেতি (গ) । হেয়প্রত্যনিকত্বঞ্চ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

ক্রমে । নিরসনীয়াপুরুষার্থযোগশ্চ হেয়-প্রত্যনিক-কল্যাণৈকতানতয়া বিরূধ্যতে । কিং কুশ্মঃ ? “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” [ছান্দো ৬।১।৩] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়, “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ” [ছান্দো ৬।২।১] ইত্যাদিনা নিখিলজগদেককারণতাং, “তদৈক্ষত—বহু শ্রাম্” [ছান্দো ৬।২।৩] ইতি সত্যসঙ্কল্পতাক্ষ (*) ব্রহ্মণঃ প্রতিপাণ্ড তশ্চৈব ব্রহ্মণঃ “তত্ত্বমসি” ইতি সামানাদিকরণ্যোনানন্তদুঃখাশ্রয়-জীবৈক্যং প্রতিপাদিতম্ ; তদন্তথানুপপত্ত্যা ব্রহ্মণ এবাবিচ্ছাশ্রয়ত্বাদি পরিকল্পনীয়ম্ (+) ইতি চেৎ ; শ্রুতোপপত্তয়েহপ্যানুপপন্নং বিরুদ্ধক্ক ন কল্পনীয়ম্ । অথ হেয়সম্বন্ধ এব পারমার্থিকঃ, কল্যাণৈকতানস্বভাবতা তু মিথ্যাভূতা ; হস্তৈবং তাপত্রয়াভিতচেতনোজ্জিজীবিষয়া প্রবৃত্তং শাস্ত্রং ‘তাপত্রয়াভি-হতিরেবাস্মি পারমার্থিকী, কল্যাণৈকতানস্বভাবস্ত ভ্রান্তিপারিকল্পিতঃ’ ইতি বোধয়ৎ সম্যগুজ্জীবয়তি । ॥ ৯ ॥

বেদান্ত শাস্ত্র আরম্ভ হইয়া থাকে, ইহা তুমিই বলিতেছ ; নিবসনযোগ্য বা পরিহার্য্য অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ ত হেয়প্রতিপক্ষ কল্যাণময়-গুণপ্রবণতা ধর্ম্মের সহিত নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ হইয়া থাকে । যদি বল, কি করি, ‘যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়,’ এখানে একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানেব প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে—‘হে সোম্য ! এই জগৎ অগ্রে সংই ছিল,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের সৰ্বজগৎকারণতা এবং ‘তিনি স্বেপ্ত করিলেন’ এই শ্রুতিতে সত্যসংকল্পত্বও প্রতিপাদন করিয়া পুনশ্চ “তত্ত্বমসি” বাক্যে আবার সেই ব্রহ্মেরই সামানাদিকরণ্য নির্দেশ দ্বারা যে, অনন্তদুঃখাশ্রয় জীবের সহিত ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রকারান্তরে সে কথার উপপত্তি বা সম্ভূতি হয় না বলিয়াই ব্রহ্মের অবিচ্ছাশ্রয়ত্বাদি ধর্ম্ম কল্পনা করিতে হয় । তাহা হইলেও তাদৃশ উপপত্তিব জন্ম যুক্তিবিগর্হিত ও প্রমাণবিরুদ্ধ কল্পনা কবা যাইতে পারে না । পক্ষান্তরে, যদি বল, হেয়-সম্বন্ধই পারমার্থিক বা সত্য, আৰ [ব্রহ্মের] একমাত্র কল্যাণপরতা স্বভাবটাই মিথ্যাভূত বা অসত্য ; তাহা হইলে অর্থাৎ শাস্ত্রে যদি জীবের তাপত্রয়-সম্বন্ধকে পারমার্থিক, আর কল্যাণপ্রবণতা স্বভাবকেই ভ্রান্তিকল্পিত মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইবা থাকে, তাহা হইলেও ত্রিতাপ-তাপিত চেতনের—জীবগণের শাস্তিবিধানার্থ আরম্ভ শাস্ত্রকে ত খুবই শাস্তি-বিধায়ক বলিতে হয় ! (†) ॥৯॥

(*) সৰ্বব্রহ্ম সৰ্বশক্তেরনবধিকৃতিশাস্ত্রোপযোগ্য-কল্যাণস্ত সৰ্বজনকারণভূতত্ব ইতি (খ,গ) পাঠঃ ।

(†) পরিকল্পিতম্ ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম কেবলই কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, আর জীব তদ্বিপরীত প্রাজ্ঞন কর্ম্মাধীন বিবিধ দুঃখযুক্ত, কর্ম্মেরও নিবান অবিচ্ছা ; সুতরাং জীবের অবিচ্ছাও ব্যাশ্রিত রহিয়াছে । এখন জীব ও ব্রহ্ম যদি এক অভিন্ন হয়, তাহা হইলে একত্র উক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মবৈশেষের সমাবেশ হইতে পারে না ; এত ভয়ে অভেদ-বাহী বলিতেছেন যে, না ঐরূপ বিরোধ হইতে পারে না ; কারণ জীবগত হেয় গুণ দুঃখ ও ব্রহ্মগত কল্যাণগুণ-

অথৈতদোষ-পরিজিহীৰ্ষয়া ব্রহ্মণে নিৰ্বিশেষচিন্মাত্রস্বরূপাতিরিক্ত-*)
জীবন্ত-দুঃখিত্বাদিকং, সত্যসংকল্পত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-জগৎকারণত্বাচুপি
মিথ্যাভূতমিতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; অহো ভবতাং বাক্যার্থপর্যালোচন-
(+) কুশলতা ! এক-বিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞানং (‡) সৰ্বস্ব মিথ্যাত্বে
সৰ্বস্ব জ্ঞাতব্যস্তাভাবাৎ ন সম্পৎস্রতে । যথৈক-বিজ্ঞানং পরমার্থবিষয়ং,
তথৈব সৰ্ববিজ্ঞানমপি যদি পরমার্থবিষয়ং তদন্তর্গতঞ্চ, তদা তজ্জ্ঞানেন
সৰ্ববিজ্ঞানমিতি শক্যতে বক্তুন্মৃ । ন হি পরমার্থশুদ্ধিকো-জ্ঞানেন
তদাশ্রয়মপরমার্থরজতং জ্ঞাতং (§) ভবতি ॥ ১০ ॥

আর যদি উক্ত দোষ-পরিহারের মানসে ব্রহ্মের নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপাতিরিক্ত যে, জীবন্ত
ও দৃশ্যত্বাদি ধর্ম, এবং সত্যসংকল্পত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব ও জগৎকারণত্বাদি ধর্ম, তৎসমস্তই মিথ্যা
বা অসত্য বলিয়া কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলেও তোমাদের বাক্যার্থ-বিচার-কৌশল অতি
চমৎকার ! কারণ, সমস্তই মিথ্যা হইলে কোনই জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকায় পূর্বে যে, এক-বিজ্ঞানে
সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সে প্রতিজ্ঞা ত উপপন্ন হইতে পারে না । প্রতিজ্ঞাত এক-
বিজ্ঞান যেরূপ সত্যবস্তুর বিষয়ক, সৰ্ববিজ্ঞানও যদি ঠিক সেইরূপই পরমার্থবিষয়ক এবং নিজেও যদি
পারমার্থিক হয়, তাহা হইলেই সেই একবিজ্ঞান দ্বারা সৰ্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় ; ইহা বলা যাইতে
পারে । কেন না, যথার্থ শুদ্ধিবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা কখনই সেই শুদ্ধিকায় অসত্য রজত বিজ্ঞাত
হয় না (ii) ॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ, এই উভয়ের মধ্যে একটিকে মিথ্যা বলিলেই বিরোধের পরিহার হইতে পারে । কেন না, মিথ্যার
সহিত সত্য পদার্থের কখনই বিরোধ হইতে পারে না । একবার উপর জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, মিথ্যা
হইবে কোনটা ?- জীবগত হেয় গুণ সম্বন্ধ ? কিংবা ব্রহ্মগত কল্যাণ গুণসম্বন্ধ ? তদ্ব্যতীত জীবগত হেয়
গুণসম্বন্ধটী-অবিদ্যা কল্পিত হইলেও উহা যখন অপূরুষার্ধ, পরিত্যাগই, এবং অবিদ্যামূলক ঐ হেয় দুঃখ-সম্বন্ধ-
নিরাসার্থই যখন সমস্ত বোধান্ত শাণ্ডের প্রযুক্তি বা আরম্ভ, তখন অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত হেয় গুণকে মিথ্যা
বলিলেও অবিরোধের কারণ কি আছে ? পরন্তু বিরোধনিবন্ধনই উহার মিথ্যাত্ব কখনই যুক্তিসঙ্গত
হইতে পারে না ।

(*) স্বরূপতাত্ত্বিক্তি (গ) পাঠঃ ।

(+) বাক্যার্থালোচন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) সৰ্বজ্ঞানং প্রতিজ্ঞানম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) রজতজ্ঞানম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(ii) তাৎপর্য-অভিপ্রায় এই যে, সত্য, মিথ্যা কখনও একজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না ; বস্তুার্থ শুদ্ধি
বিষয় যে জ্ঞান হয়, শুদ্ধিকায় ভ্রমকল্পিত রজত কখনই সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না । এই দৃষ্টান্তানুসারে
বুঝিতে হইবে যে, একবিজ্ঞানে যে সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই 'এক' পদার্থটী যদি সত্য হয়, আর
তদতিরিক্ত সৰ্ব পক্ষপাত সমস্ত পদার্থই যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে বস্তুার্থ-সত্য সেই 'এক' পদার্থটীর
জ্ঞানে কখনই উদাশ্রিত মিথ্যার অপর 'সর্ব' পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না । কারণ প্রথমেই বলা হইয়াছে
যে, সত্য ও মিথ্যা কখনই একটা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না । সুতরাং এপক্ষে এক-বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের
প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না ।

অথোচ্যেত—এক-বিজ্ঞানে সৰ্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়া অয়মর্থঃ,—
নিৰ্বিশেষ-সম্মাত্রমেব (*) সত্যমন্যদসত্যমিতি । ন তর্হি “যেনাশ্রুতং
শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” ইতি শ্রায়েত ; যেন শ্রুতেনা-
শ্রুতমপি শ্রুতং ভবতীতি হ্যশ্রু (+) বাক্যস্বার্থঃ । কারণতয়োপলক্ষিত-
নিৰ্বিশেষ-বস্তুমাত্রশ্চৈব সম্ভাবশ্চেৎ প্রতিজ্ঞাতঃ, “যথা সৌম্যোকেন
মৃৎপিণ্ডেন সৰ্বং মূন্ময়ং বিজ্ঞাতম্” ইতি দৃষ্টান্তোহপি ন ঘটতে ।
মৃৎপিণ্ড-বিজ্ঞানেন হি তদ্বিকারস্য জ্ঞাততা নিদর্শিতা । তত্রাপি বিকারস্য
সত্যতাভিহিতেতি (§) চেৎ ; মৃদ্বিকারস্য রজ্জু সর্পাদিবদসত্যত্বং
শুশ্রুষোরসিক্র (§) মিতি প্রতিজ্ঞাতার্থ-সম্ভাবনাপ্রদর্শনায় (||) “যথা সৌম্য”
ইতি প্রসিদ্ধবতুপন্যাসো ন যুজ্যতে । নচ ‘তত্ত্বমশ্বাদিবাক্যজন্তু-জ্ঞানোৎ-
পত্তেঃ প্রাগ্ বিকারজাতস্যাসত্যতামাপাদয়ৎ (||) তর্কানুগৃহীতমননুগৃহীতং বা
প্রমাণমুপলভামহ ইতি । অয়মর্থঃ “তদনন্তত্বমারম্ভশব্দাদিভ্যঃ” [ব্রহ্ম সূ.,
২।১।১৫] ইত্যত্রে বক্ষ্যতে । তথা “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-

পক্ষান্তরে যদি বল, ‘একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান’ কথার অর্থ এই যে, নিৰ্বিশেষ সংপদার্থই
একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই অসত্য । তাহা হইলে যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত
(চিন্তিত) হয়, এবং অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়’, ইহা কখনই পরিশ্রুত হইত না ; ‘যাহা শ্রুত
হইলে অশ্রুত পদার্থও পরিশ্রুত হয়’, ইহাই এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ । আর যদি কারণতা-
বিশিষ্ট-বস্তুরই কেবল সত্যতা প্রতিজ্ঞাত হইত, তাহা হইলে, ‘হে সৌম্য ! যেমন একটা মাত্র
মৃৎপিণ্ড দ্বারাই সমস্ত মূন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়’, এই দৃষ্টান্তের উল্লেখও সম্ভব হয় না । কেন না,
মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে তদ্বিকার—মূন্ময় বিজ্ঞাত হয়, ইহাই দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে । যদি বল,
সেখানেও মৃত্তিকা-বিকারের অসত্যতাই অভিহিত হইয়াছে ; তাহা হইলেও, মৃদ্বিকার ঘটাদি
পদার্থ যে, রজ্জু-সর্পের ত্রায় অসত্য, ইহা যখন শ্রোতার প্রতীতিগম্য নহে ; তখন প্রতিজ্ঞাত
বিষয়ের সত্যতা-প্রতিপাদনার্থ ‘হে সৌম্য যেমন—’ এই দৃষ্টান্তটির প্রসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যুক্তি-
সম্মত হয় না । আর “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি বাক্য-সমুৎপাদিত জ্ঞানোদয়ের পূর্বে বিকার-
সমূহের অসত্যতা-প্রতিপাদক যে, তর্কানুমোদিত বা তর্কবিরহিত কোনও প্রমাণ দেখা
যায় না তাহা “তদনন্তত্বম্ আরম্ভশব্দাদিভ্যঃ,” এই সূত্রে বলা হইবে । আর ‘হে

(*) বস্তুমাত্রম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তত্ত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অভিপ্রোভা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) অপ্রসিদ্ধম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(||) প্রতীতিভাবসম্ভাবনায় ইতি (গ) পাঠঃ

(¶) তর্কোপনুগৃহীতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

দ্বিতীয়ং, তদৈক্ষত বহু স্মাং প্রজায়েয়েতি, তন্ত্বেজোহসৃজত”, [ছান্দো., ৬।২।১।২, ৩]। “হস্তাহিমিস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবনাত্মনানুপ্রাবশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো., ৬।৩২]। “সম্মূলাঃ সোমোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রশিষ্ঠাঃ, ...ঐতদাত্মমিদং সৰ্ব্বম্” [ছান্দো., ৬।৮।৬] ইত্যাদিনাস্থ জগতঃ সদাত্মকতা, সৃষ্টিঃ পূর্বকালে নাম-রূপবিভাগগ্রহণং, জগৎপত্তৌ সচ্ছন্দ-বাচ্যস্থ ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তনিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বম্। সৃষ্টিকালে অহমেবানন্ত-স্থিরত্বসরূপেণ (*) বহু স্মাম্, ইত্যনন্তসাধারণঃ সংকল্পবিশেষঃ, যথাসংকল্পমনন্তবচিত্রতত্ত্বানাং বিলক্ষণক্রমাবশেষবিশিষ্টা সৃষ্টিঃ, সমন্তেষুচেতনেষু বস্তেষু স্বাত্মকজীবানুপ্রবেশেন অনন্তনাম-রূপ-ব্যাকরণং, স্বব্যতিরিক্তস্য সমস্তস্য স্বমূলত্বং স্বায়তনত্বং স্বপ্রবর্ত্যত্বং স্বেনৈব জীবনং স্বপ্রতিষ্ঠিতমিত্যাচনন্তবিশেষাঃ প্রতিপাদিতাঃ। তৎসম্বন্ধিতয়া প্রকরণান্তরেষ্যাপহতপাপ্যুত্থাদ-নিরন্তরনিখিলদোষতা-সৰ্ব্বজ্ঞতা-সৰ্ব্বেশ্বরত্ব-সত্যকামত্ব-সত্যসংকল্পত্ব-সৰ্ব্বানন্দকরণ-নিরতিশয়ানন্দযোগাদয়ঃ সকলেতর-প্রমাণাবিষয়াঃ সহস্রশঃ প্রতিপাদিতাঃ। এবমনন্তগোচরানন্তবিশেষণ-

সোম্য! এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল।’ ‘তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।’ ‘আমি এই জীবাত্ম-রূপে অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠ হইয়া এই তিন দেবতাকে (তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে) নাম ও রূপে অবিবাক্ত করিব।’ ‘হে সোম্য! এই সমস্ত প্রজাই (পদার্থই) সং হইতে উৎপন্ন (সম্মূলক) সতে অবস্থিত এবং সং-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সতেই বিলীন হয়।’ ‘এই সমস্তই এতদাত্মক।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা একমাত্র শাস্ত্রগম্য এই সকল বিষয়রাশি প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই জগৎ সদাত্মক বা সংস্বরূপ, সৃষ্টির পূর্বে নাম-রূপ-বিভাগের অপ্রতীতি এবং ‘সং’-পদার্থ ব্রহ্মের জগৎপাদনকাণ্ডে অতিরিক্ত কোন নিমিত্তের অপেক্ষা নাই এবং সৃষ্টিকালেও অনন্ত স্বাবর-জন্মরূপে আমিই ‘বহু হইব এই-রূপ অনন্তসাধারণ (অন্ত্র বাহ্য নাই, একপ) কামনাবিশেষ, সংকল্পাত্মসাবে অনন্ত নানাবিধ বস্তৃসমূহের বিভিন্নক্রমে বিশিষ্টপ্রকার সৃষ্টি, সমস্ত অচেতন বস্তুর অভ্যন্তরে স্বাত্মক (ব্রহ্মস্বরূপ) জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা অনন্ত নাম-রূপের প্রকটীকরণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্মমূলকত্ব, ব্রহ্মাশ্রিতত্ব, ব্রহ্মপ্রবর্ত্যত্ব এবং ব্রহ্মের দ্বারাই জীবন ধারণ, কিন্তু তিনি নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ, ইত্যাদি। অপরাপর প্রকরণেও অপর সৰ্ব্ববিধ প্রমাণের অবিষয় (একমাত্র শাস্ত্রগম্য) অপহতপাপ্যুত্থাদি ধর্ম এবং সৰ্ব্বদোষসংকল্পাভাব, সৰ্ব্বজ্ঞতা, সৰ্ব্বেশ্বরতা, সত্যকামতা, সত্যসংকল্পতা, সৰ্ব্বানন্দহেতুভূত নিরতিশয় আনন্দ-সম্বন্ধ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ধর্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, এইরূপে অসাধারণ

বিশিষ্ট-প্রকৃতব্রহ্মপরামর্শ-তচ্ছবস্ত্য নির্বিশেষ বস্তুমাত্রোপদেশপরত্বম-
সঙ্গতত্বেনোন্মত্তপ্রলপিতায়িতম্(*)। (+)ত্বং-পদঞ্চ সংসারিত্ববিশিষ্টজীববাচি,
তস্ত্যপি নির্বিশেষস্বরূপোপস্থাপনপরত্বে স্বার্থঃ পরিত্যক্তঃ স্ত্যং।
নির্বিশেষপ্রকাশস্বরূপস্ত চ বস্তুনো হ্যবিদ্যা তিরোধানং স্বরূপনাশপ্রসঙ্গা-
দিভিঃ ন সম্ভবতীতি পূর্বমেবোক্তম্। এবঞ্চ সতি, সমানাধিকরণপ্রবৃত্ত-
য়োস্তদ্ব্যমিতি পদয়োর্বয়োরাপি মুখ্যার্থ-পরিত্যাগেন লক্ষণা চ সমা-
শ্রয়ণীয়া ॥ ১১ ॥

অথোচ্যেত,—সমানাধিকরণপ্রবৃত্তানাম্ একার্থ প্রতিপাদনপরতয়া
বিশেষাংশে তাৎপর্যাসম্ভবাদেব বিশেষণনিবৃত্তের্বস্তুমাত্রৈকত্বপ্রতিপাদনাৎ
ন লক্ষণাপ্রসঙ্গঃ। যথা ‘নীলমুৎপলম্’ ইতি পদদ্বয়স্ত বিশেষ্যৈকত্ব-
প্রতিপাদনপরত্বেন নীলত্বোৎপলত্বরূপ-বিশেষণদ্বয়ং ন বিবক্ষ্যতে।
তদ্বিবক্ষ্যায়াং হি নীলত্ববিশিষ্টাকারেণ উৎপলত্ববিশিষ্টাকারশ্চৈকত্ব-প্রতি-
পাদনং প্রসজ্যেত; তত্ত্ব ন সম্ভবতি, নহি নৈল্যবিশিষ্টাকারেণ তদ্বস্তু

অনন্ত বিশেষণবিশিষ্ট যে প্রস্তাবিত ব্রহ্ম, তাহার বোধক তৎপদেব যে, নির্বিশেষ বস্তু-বোধকতা
কল্পনা, অসঙ্গতত্ব হেতু তাহা উন্মত্তপ্রলাপের ছায় হয়। ‘ত্বং’ (তুমি) পদটী সাধারণতঃ
সংসারিত্ববিশিষ্ট জীববোধক; তাহারও যদি নির্বিশেষ স্বরূপ-বোধকত্ব কল্পনা করা হয়, তাহা
হইলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করা হয়। আর, স্বরূপ-বিনাশ-সম্ভাবনা-দোষে যে,
নির্বিশেষ প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর অবিত্য দ্বারা তিরোধান বা আবরণ হইতে পারে না; ইহা
পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার উপর আবার, সমানাধিকরণভাবে প্রযুক্ত ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’
পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করায় লক্ষণা বৃত্তির স্বীকার করিতে হয় ॥ ১১ ॥

যদি বল, সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত শব্দসমূহের একার্থ বা অভেদ প্রতিপাদনেই তাৎপর্য;
সুতরাং সেস্থলে বিশেষণাংশে তাৎপর্য থাকিতে পারে না; এই কারণে আপনা হইতেই
বিশেষণাংশ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং কেবল বস্তুগত একত্ব নাত্রই প্রতীতি হয়; অতএব, সে স্থলে
আর লক্ষণার সম্ভাবনাই নাই। দৃষ্টান্ত এই যে,—‘নীলবর্ণ উৎপল’ বলিলে এস্থলে বিশেষণ ও
বিশেষ্য, উভয় পদেরই একমাত্র বিশেষ্য-বোধনে তাৎপর্য থাকায় ‘নীলত্ব’ ও ‘উৎপলত্ব’ এই দুইটী
বিশেষণ আর পৃথগ্ভাবে বক্তার অভিপ্রেত হয় না। আর যদি নীলত্ব ও উৎপলত্বের পৃথক্
প্রতীতিই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎপলত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থটীর (উৎপলের) নীলত্ব ধর্ম্ম-
বিশিষ্টরূপে অভেদ প্রতীতি অপরিহার্য হইত; অথচ তাহা ত সম্ভব হয় না; কারণ, উৎপল
পদার্থটী কখনই উৎপল পদ দ্বারা নীলত্ববিশিষ্টরূপে বিশেষিত হয় না; কেন না, তাহা হইলে জাতি

উৎপলপদেন বিশিষ্ট্যতে, জাতি-গুণয়োরন্যোন্তসমবায়প্রসঙ্গাৎ । অতো
নীলহোংপলহোপলক্ষিত-বস্তুক্যমাত্রং সামান্যাদিকরণেন প্রতিপাদ্যতে ।
তথা (*) 'সৌহৃৎ দেবদত্তঃ' ইতি (+) অতীতকাল-বিপ্রকৃষ্টদেশবিশিষ্টস্য
তেনৈব রূপেণ সন্নিহিতদেশ-বর্তমানকালবিশিষ্টতয়া প্রতিপাদনানুপ-
পত্তেরুভয়-দেশকালোপলক্ষিতস্বরূপমাত্রৈক্যং সামান্যাদিকরণেন প্রতি-
পাদ্যতে । যদপি নীলমিত্যাগ্নোপদশ্রবণে প্রতীয়মানং বিশেষণং সামান্য-

ও গুণের মধ্যে পবস্পর সমবায় সম্বন্ধের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । অতএব, বুঝিতে হইবে যে,
নীলত্ব ও উৎপলত্ব ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুর কেবল একত্বই উক্ত সামান্যাদিকরণ দ্বারা প্রতিপাদিত
হয় (+) । 'এই সেই দেবদত্ত' এই স্থলেও অতীতকালীন ও ব্যবহিতদেশবর্তী পুরুষের সেইরূপেই
অর্থাৎ অতীতকালীনত্ব ও ব্যবহিতদেশবর্তিত্বরূপেই সন্নিহিত দেশবর্তিত্ব ও বর্তমানকালীনত্ব-
ধর্ম্মের প্রতিপাদন করা কখনই সম্ভব হয় না ; এই কারণে সেস্থলে সামান্যাদিকরণ দ্বারা ঐ উভয়
ধর্ম্মোপলক্ষিত পুরুষের একত্ব বা অভেদ মাত্র প্রতিপাদিত হইয়া থাকে (§) । কেবল 'নীল'
এই একটীমাত্র পদশ্রবণে যে বিশেষণের প্রতীতি হয়, বিরোধ থাকায় সামান্যাদিকরণসময়ে

(*) যথোক্তি (খ) পাঠঃ ।

(+) ইতি তৎকালোতি (প) পাঠঃ ।

(+) অভিপ্রায় এই যে, সামান্যাদিকরণ স্থলে একটা বিশেষণকে অবলম্বন করিয়া অপর বিশেষণাংশ প্রযুক্ত
হইয়া থাকে । বিশেষণাংশগুলি বিশেষ্যার্থের আয়-সমর্পণ করিয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের কোন অর্থ
প্রতিপাদনে ক্ষমতা নাই । "তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি পদের সামান্যাদিকরণ্য স্থলও বি শব্দভূত তৎকালীনত্ব ও
পরোক্ষ প্রভৃতি ধর্ম্মের এবং বর্তমানত্ব ও বস্তুবিদ প্রভৃতি ধর্ম্মের স্বার্থ তাৎপর্য্য নাই, একমাত্র বিশেষ্যভূত
চৈতন্যের একত্ব প্রতিপাদনের তাৎপর্য্য, অতরাং সে স্থলে বিশেষণাংশ থাকিলেও যেন নাই, বলিবার মনে বসিতে
হইবে । অতএব আপনা হইতেই বিশেষণভাগ পবিশাক্ত হওয়ায় এবং একমাত্র বিশেষ্যার্থের প্রাবৃত্ত থাকায়
এমতে ব্রহ্মের নিরীকরণেই অনায়াসেই প্রমাণিত হইতে পারে । 'নীলোৎপল' প্রভৃতি স্থলেও এই নিয়ম ।
এখন কথা হইতেছে এটা যে, বিশেষণভাগের যদি কেবল বি শব্দপবতা স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবেও অর্থ-
বোধকতা স্বীকার করা হয় । তাহা হইলে আর উভয়ের মধ্যে একত্ব প্রতীতি হইতে পাবে না । এই একত্ব-
প্রতীতির বাঘাত প্রদর্শনার্থই 'নীলোৎপলানি' দৃষ্টান্ত প্রণীত হইয়াছে । অভিপ্রায় এম যে, বিশেষণের যদি স্বতন্ত্র-
ভাবে অর্থ-বোধকতা থাকে ; তাহা হইলে 'নীলোৎপল' বলিলে এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পার যে, উৎপল
বস্তুটির দুইটা বিশেষণ, একটা নীলত্ববিশিষ্ট নীল, অপরটা স্বীয় উৎপলত্ব । এরূপ হইলে উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-
ভাবও নিশ্চয় করা যায় না, অধিকন্তু, নীলত্ববিশিষ্ট বস্তুটির 'উৎপল' পদ দ্বারা বিশেষিত হইতে পারে ; তাহার
ফলে নীলগুণ ও উৎপলত্ব, এই উভয়ই উভয়ে সমবেত সমবায়সম্বন্ধ অবস্থিত হইতে পারে ; একথাও নিয়ম-
বিকল্প হইয়া পড়ে । অতএব, এখানে এইমাত্র বুঝিতে হইবে, যাহা ত নীলত্ব ও উৎপলত্ব আছে বা ছিল ;
তাদৃশ বস্তুর একত্বই 'নীলোৎপল' এই সামান্যাদিকরণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপাদিত করা হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র-
ভাবে । এতদনুসারে আলোচ্য স্থলেও ব্রহ্মের নিরীকরণেই প্রমাণিত হইতে কোনও বাধা নাই ॥

(§) তাৎপর্য্য—'সৌহৃৎ দেবদত্তঃ', (এই সেই দেবদত্তনামক ব্যক্তি), এই স্থলে 'তৎপদের অর্থ অতীত-
কালবর্তী ও ব্যবহিতস্থানবর্তী, আর 'ত্ব' পদের অর্থ বর্তমানকালবর্তী ও সন্নিহিতদেশবর্তী । অতীতকালীন

করণ্যবেলায়াং বিরোধাৎ ন প্রতিপাद्यते । तथापि वाच्येहर्থে प्रधानांशश्च
प्रतिपादनम् लक्षणा ; अपि तु विशेषणांशश्चाविवक्षामात्रम्, सर्वत्र
सामानाधिकरण्यांश्चैव (*) स्वभावः, इति न कश्चिद्दोष इति ॥ १२ ॥

তদিদমসারম্, সৰ্ব্বেষেব বাক্যেষু পদানাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধার্থসংসর্গবিশেষ-
মাত্রং প্রত্যাখ্যাম্ । (+) তত্র সমানাধিকরণ-প্রবৃত্তানামপি (‡) নীলাদপদানাং
নৈল্যাদিবিশিষ্ট এবার্থো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধঃ পদান্তরার্থসংসৃষ্টোহভিধীয়তে ।
যথা ‘নীলমুৎপলমানয়’ ইত্যুক্তে নীলিমাদিবিশিষ্টমেবানীযতে । যথা চ
‘বিক্র্যাটব্যো মদমুদিতো মাতঙ্গগণস্তিষ্ঠতি’ ইতি পদদ্বয়াবগতবিশেষণ-
বিশিষ্ট এবার্থঃ প্রতীয়তে । এবং বেদান্তবাক্যেষপি সমানাধিকরণ-
নির্দেশেষু তদ্বিশেষণবিশিষ্টমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্ । নচ বিশেষণ-

(নীলবর্ণবিশিষ্ট উৎপল’, এইরূপ প্রতীতিকালে) যদিও সেই বিশেষণের প্রতীতি হয় না সত্য ;
তথাপি বাচ্যার্থে (শব্দের শক্তিগম্য যে অর্থ, তাহাকে বাচ্যার্থ কহে ।) প্রধান অংশটির প্রতি-
পাদিতব থাকায়, এখানে আব ‘লক্ষণা’ কবাব আবশ্যক হয় না, পবন্ত বিশেষণ অংশটির অবিবক্ষা
করা হয় মাত্র ; ইহাই যখন সামানাধিকরণ্যেব সার্বত্রিক স্বভাব, তখন এমতে কোনও দোষ
হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

না এ কথা যুক্তিসম্মত হয় না ; কাবণ, সমস্ত বাক্যেই অর্থাৎ কি সমানাধিকরণ, কি
বাধিকরণ, সর্বত্রই পদসমূহেব কেবল ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধমাত্রই প্রতীতিগম্য
হইয়া থাকে । তদনুসারে সমানাধিকরণভাবে প্রবৃত্ত ‘নীল’ পড়তি পদসমূহেরও নীলত্বাদি ধর্ম-
বিশিষ্ট অর্থই ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ ; সেই অর্থই অপর পদার্থের সহিত সম্বন্ধভাবে অভিহিত
হইয়া থাকে মাত্র, বৃথিতে হইবে । এ কথাব উদাহরণ এই যে, ‘নীল উৎপল আনয়ন কর ।’
এই কথা বলিলে নীলবর্ণধর্মবিশিষ্ট উৎপলই আন্যত হয়, এবং বিক্রাপর্কতে মদ-মুদিত (মদোন্মত্ত)
মাতঙ্গসমূহ অবস্থান কবে’, এই স্থলে [বিক্রাপর্কত’ও ‘মদমুদিত’ এই] পদদ্বয়-লব্ধ বিশেষণ-
বিশিষ্টরূপেই বিশেষ্যপদার্থের (মাতঙ্গসমূহেব) প্রতীতি হইয়া থাকে ; (কেবলই বিশেষ্যের
নহে) । এইরূপ সমানাধিকরণপয়োগ স্থলে বেদান্ত বাক্যেও বিশেষ বিশেষ বিশেষণ

পদার্থ ও বর্তমান কালীন পদার্থ এক হইতে পারে না, এই কারণে বাধ্য হইয়া ‘এ বিকল্প বিশেষণ ঘরে
উপলব্ধিত’ বলিতে হইবে । অর্থাৎ কোন সময় ঐ ধর্মসমূহের সহিত সম্বন্ধ ছিল মাত্র, কিন্তু বর্তমানে তাহা
নাই ; সুতরাং এই ভাবে তদ্বস্তবের ঐক্য ও কোন বাধাবিহীনতার

(*) এবতি (গ) পাঠঃ ।

(+) প্রত্যাখ্যাম্ ইতি (ক খ) পাঠঃ ।

(‡) সামানাধিকরণ্যপ্রবৃত্তানাম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

বিবক্ষায়ামিতরবিশিষ্টাকারং বস্তুন্তেন বিশেষিতব্যম্ (*) ; অপি তু সর্বৈর্বিশেষণৈঃ স্বরূপমেব বিশেষ্যম্ ।

তথাহি “ভিন্ন-প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থং বৃত্তিঃ সামানাদি-
করণ্যম্ ।” [কৈয়ট ব্রহ্ম্যাহ্নিকে] । (+) অন্বেয়েন নিরত্যা বা পদান্তর-
প্রতিপাত্যাকারাদাকারান্তরযুক্ততয়া তন্ত্ৰৈব, বস্তুনঃ পদান্তরপ্রতিপাত্ত্বং
সামানাদিকরণ্যকার্য্যম্ । যথা ‘দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষোহদীনোহ-
রূপণোহনবতঃ’ ইতি । যত্র ত্বেকস্মিন্ বস্তুনি সমন্বয়াযোগ্যং বিশেষণদ্বয়ং

বিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মেব প্রতীতি কবা আবশ্যক (+) । আব বিশেষণেব বিবক্ষা হইলেই যে, অত-
দ্বয়বিশিষ্ট বস্তুকে অত্র দ্বাবা অবশ্যই বিশেষিত কবিত্তে হইবে; এ কথাও বলা যায় না ;
পবন, সমস্ত বিশেষণ দ্বাবা একই বস্তুস্বরূপ বিশেষিত কবিত্তে হয় ।

দেখ, বিভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহেব যে, একটা মাত্র অর্থ-বোধকতা, তাহাবই নাম ‘সামানাদি-
করণ্য ।’ এখন, অন্বে (সখন্ধ) দ্বাবাই হউক বা অগ্গার্থবাধ নিবন্ধনই হউক, যাঁহাতে পদান্তর-
প্রতিপাত্ত্ব হওয়ার অর্থগত পার্থক্য না ঘটে, এক্রপভাবে যে, সেই একই বস্তুকে
বিভিন্ন পদে প্রতিপাদন কবা, তাহাই সামানাদিকরণ্যেব কার্য্য বা ফল । উদাহরণ যথা—‘দেব-
দত্ত গ্রামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন, অদীন (দবিদ্র নহে), অরূপণ ও অনবত বা অনিন্দনীয়’ । (§)
আব যেখানে একই বস্তুতে অন্যেব অযোগ্য দুইটা বিশেষণ সামানাদিকরণ্যভাবে প্রযুক্ত হয়,

(*) বিশেষ্যম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(+) অব ইতি শব্দঃ (যা) পুস্তকে দৃশ্যতে ।

(১) তাৎপৰ্য্য—যে সকল পদ স্বত্ববহুই বিভিন্নার্থ-বোধক, সেই সকল পদও সামানাদিকরণ্যেব প্রযুক্ত
হইলে আব পূণক্ পূণক্ অর্থের প্রতীতি না করিয়া একটীমাত্র বিশেষ্যকেই আশ্রয় করে, স্বতন্ত্রভাবে অর্থ
প্রতিপাদন করে না । ‘নীল উৎপল’ বলিলে বুঝিতে হয় যে, নীল গুণটী বিশেষণ, আর উৎপল তাহার
অংশের বিশেষ্য । ‘নীল’ শব্দটী বর্ণবাচক হইলেও এখানে পূর্ণপ্ভাবে স্বার্থ প্রতীতি না করিয়া নীলগুণবিশিষ্ট-
কপে উৎপলার্থেই স্বার্থসমর্পণ করিয়া থাকে । “তৎ ত্বম্ অদি” প্রভৃতি স্থানেও সেইরূপই বিশেষণবিশিষ্ট একটী-
মাত্র অর্থের প্রতীতি হইবে, কিন্তু তা’ বলিয়া বিশেষণভাগগুলি নিরর্থক হইয়া যাঁতে পারে না ; কারণ সর্বত্রই
কল্পনার প্রণালী একরূপ । বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে কল্পনা করিত হইলে দোষ ঘটে । এই কারণে
আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, “কল্প-কল্প-বিরোধে তু যুক্তঃ কল্পপরিগ্রহঃ ।” অর্থাৎ কোন একটী প্রসিদ্ধ নিয়মের
সহিত অপর একটী বিরুদ্ধ নিয়মেব কল্পনা করা অগোচ্য প্রসিদ্ধ নিয়ম স্বীকার কবাই যুক্তিযুক্ত । কারণ, তাৎপ-
র্য্যে সেই কল্প নিয়মটীই বলবন্ত হইয়া থাকে । অতএব, ব্রহ্মসম্বন্ধে নির্বিশেষতাবস্থাপনের অন্তর্ভূলে
বিপক্ষগণ যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা আযৌক্তিক—ভিত্তিহীন ।

(§) তাৎপৰ্য্য—এখানে গ্রাম ও যুবা প্রভৃতি প্রত্যেক পদেরই পূণক্ পূণক্ অর্থ আছে ; কিন্তু তাহা
হইলেও এখানে সমস্ত পদগুলি পূণক্ভাবে প্রতীতি সমুৎপাদন না করিয়া বিশেষ্যভূত এক দেবদত্তের সহিতই
সমুচিতভাবে সম্বন্ধ হইয়াছে ।

সমানাধিকরণপদ-নির্দিষ্টং, তত্রাপ্যন্তরং পদমমুখ্যবৃত্তমাস্রীয়তে ; ন
দ্বয়ম্ । যথা ‘গৌৰ্বাহীকঃ’ ইতি । নীলোৎপলাদিষু তু বিশেষণ-
দ্বয়ান্বয়বিরোধাদেকমেবোভয়বিশিষ্টং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১৩ ॥

অথ মনুষ্যে—একবিশেষণ-প্রতিসম্বন্ধিত্বেন নিরূপ্যমাণং বস্তু বিশেষ-
ণান্তর-প্রতিসম্বন্ধিহাদ্বিলক্ষণম্, ইতি ঘট-পটয়োর্বৈকবিভক্তিনির্দেশে-
হপৈক্যপ্রতিপাদনাসম্ভবাৎ সমানাধিকরণশব্দস্য ন বিশিষ্ট-প্রতিপাদন-
পরত্বম্ ; অপি তু বিশেষণমুখেন স্বরূপমুপস্থাপ্য তদৈক্যপ্রতিপাদনপরত্ব-
মেবেতি ।

সেখানেও একটীমাত্র পদেবই গোণার্থ গ্রহণ কবিতে হয় ; দুইটাব নহে । উদাহরণ যথা—
[এই] ‘ভারবাহী ব্যক্তি গো’ (৮) । কিন্তু, ‘নীল উৎপল’ ইত্যাদি স্থলে বিশেষণদ্বয়েব অবয়বোপে
কোন বিবোধ না থাকায়, উভয় বিশেষণবিশিষ্টরূপে একই বস্তু প্রতিপাদিত হয় ॥ ১৩ ॥

যদি মনে কব,—কোন বস্তু একটা বিশেষণে বিশেষিত হইলেই অপব বিশেষণবিশিষ্ট বস্তু
হইতে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ বিশেষণ-ভেদেই বিশেষ্যেবও ভেদ হইয়া থাকে ;
এই কারণেই ঘট-পটের জ্ঞায় অর্থাৎ ঘটবিশিষ্ট ঘট ও পটবিশিষ্ট পট, এতদ্বয়েরে যেমন
সমান বিভক্তি নির্দেশ সত্ত্বেও ঐক্য বা অভেদের সম্ভব হয় না, তেমনি অজ্ঞাতও সমান বিভক্তি
দ্বারা নির্দেশ হইলেও বেহেতু বিভিন্ন বিশেষণা কান্ত পদার্থেব ঐক্য সম্ভব হয় না ; সেই হেতুই
সমানাধিকরণ বা সমানবিভক্তিবিশিষ্ট শব্দেব বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই ; পবস্তু,
বিশেষণরূপে বস্তুর উপস্থাপন বা বোধ সম্পাদন কবিয়া ভাসমত্ত্বেব ঐক্য প্রতিপাদনেই উহাব
তাৎপর্য্য । (†)

(*) তাৎপর্য্য—কোন একটা ভারবহনবটু পুংস্বক লক্ষ্য করিয়া ‘গৌৰ্বাহীক’ বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়াছে ।
এখানে একই ব্যক্তির দুইটি বিশেষণ—একটা ‘গোত্ব’, অপরটা ‘বাহীকত্ব’ । অর্থাৎ ‘গোত্ব’ বিশেষণটি অসঙ্গত
হইতেছে, কেন না পুংস্ব কখনই ‘গো’ হইতে পাবে না । এইকারণে, ঐ ‘গো’ পদটির মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ
করিয়া ‘গৌসদৃশ’ এইরূপ গোণার্থ গ্রহণ কবিতে হয় ।

(†) তাৎপর্য্য—বিশেষণের ভেদ হইলেই ত্রিবিধ পদার্থেরও ভেদ হইয়া যায় ; যেমন ঘট ও পট,
এখানে ঘটের বিশেষণ—ঘটত্ব, আর পটের বিশেষণ পটত্ব ; এই ঘটত্ব ও পটত্বরূপ বিশেষণদ্বয়ের ভেদ থাকায়
‘ঘট’ ও ‘পট’ শব্দে সমান বিভক্তি নির্দেশ করিলেও কখনই ঘট-পটের ঐক্য বা অভেদ প্রতীত হয় না ; সুতরাং
কেবল বিভক্তির ঐক্যই যে, পদার্থের ঐক্য প্রতিপাদনের কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু একমাত্র সামানাধিকরণ্যই
পদার্থের ঐক্যপ্রতিপাদক । অভিত্রাণ এই যে, বিশেষণভেদে যখন বিশিষ্টের ভেদ অনিবার্য্য, তখন কেবল
বিশিষ্টতা-প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের কার্য্য নহে ; কারণ, তাহা হইলেও বিশিষ্ট, বস্তুর ভেদ থাকিয়াই
যায় । স্তত্রএব, বিশেষণরূপে পৃথক্ পৃথক্ভাবে প্রত্যেক পদের উপস্থিতি করিয়া শেষে সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট
বস্তুর একত্ব প্রতিপাদন করাই উহার মুখ্য কার্য্য ; সুতরাং “তৎ ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্যে সম্ভগভাবে থাকিতেই
পারে বা ।

শ্রাদেতদেবম্ ; যদি বিশেষণদ্বয়-প্রতিসম্বন্ধিত্বমাত্রমেবৈক্যং নিরুক্ষ্যাৎ ; ন চৈতদস্তুি ; একস্মিন্ ধর্ম্মিণ্যুপসংহর্ত্তুমযোগ্য-ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টত্বমেব হেতুত্বং নিরুগন্ধি । অযোগ্যতা চ প্রমাণান্তর-সিদ্ধা ঘটত্ব-পটত্বয়োঃ । ‘নীলমুৎপলম্’ ইত্যাদিষু তু দণ্ডিত্ব-কুণ্ডলিত্ববৎ রূপবত্ত্ব-রসবত্ত্ব-গন্ধবত্ত্বাদিবচ্চ বিরোধো নোপলভাতে । ন কেবলমবিরোধ এব, প্ররুতি-নিমিত্তভেদেনৈকার্থবোধকত্ব-রূপং (*) সামানাদিকরণ্যমুপপাদয়ত্যেব ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টতাম্ । অত্থা স্বরূপ-মাত্রৈক্যে অনেকপদপ্রবর্ত্তে নিমিত্তাভাবাৎ (†) সামানাদিকরণ্যমেবন স্ত্রাৎ । বিশেষণানাং স্বসম্বন্ধানাদরেণ বস্তুস্বরূপোপলক্ষণপরত্বে (‡) সতি একে-নৈব বস্তু উপলক্ষিতম্, ইত্যুপলক্ষণান্তরমনর্থকমেব . উপলক্ষণান্তরোপ-লক্ষ্যাকারভেদাভ্যুপগমে তেনাকারেণ সবিশেষত্বপ্রসঙ্গঃ ।

তা. ইহা এইরূপ হইতে পারিত দটে ; যদি কেবল বিশেষণদ্বয়ের সম্বন্ধই একমাত্র অভেদ-বোধক হইত ; কিন্তু, একপদ ত হয় না ; কাবণ, একটা ধর্ম্মীতে বা বিশেষ্যে স্বভাবতঃ অগ্নয়-লাভের অযোগ্য যে ধর্ম্মদ্বয়, তাদৃশ ধর্ম্মদ্বয়-সম্বন্ধই একত্বেব দাখ্য কবিয়া থাকে । ঘটত্ব ও পটত্বের যে অযোগ্যতা, তাহা [পত্যাঙ্গাদি] প্রমাণেই সিদ্ধ হয় ; কিন্তু, ‘নীল উৎপল’ ইত্যাদি স্থলে দণ্ডিত্ব-কুণ্ডলিত্বের ত্রায় এবং রূপবত্তা, রসবত্তা ও গন্ধবত্তাব ত্রায় বিভিন্ন ধর্ম্মের একত্র স্থিতিতে কোন বিবোধ দেখা যায় না ; অর্থাৎ একই ব্যক্তিতে যেমন দণ্ডিত্ব ও কুণ্ডলিত্ব থাকিতে পারে, এবং একই বস্তুতে যেমন রূপ, রস ও গন্ধ থাকিতে পারে, তেমনি একই বস্তুতে নীলত্ব ও উৎপলত্ব ধর্ম্ম দুইটা অবিবোধেই থাকিতে পারে । কেবল বিবোধাভাবই নহে ; পবস্ত, প্ররুতি-নিমিত্তেব ভেদানুসারে যে সামানাদিকরণ্য, তাহাও নিশ্চয়ই ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টতাব উপপাদন কবিয়া থাকে । নচেৎ, কেবলই বস্তুবরূপের একত্ব-বোধনার্থ বহুপদের প্রয়োগ হইলেও উপপত্তি কাবণ না থাকায় সামানাদি-করণ্যই হইতে পারে না । আবার বিশেষ্যের সহিত বিশেষণসমূহের সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া যদি কেবল বস্তুর স্বরূপমাত্র-বোধক এই স্বীকার কবা হয়, তাহা হইলে ত একটা বিশেষণ দ্বারাই যখন সেই উপলক্ষিতত্ব বা বিশেষিতকরণ সম্পাদিত হইয়া যায় ; তখন অপব বিশেষণগুলি অনর্থকই হইতে পারে । [পক্ষান্তরে] উপলক্ষণান্তর বা অপব বিশেষণ দ্বারা যদি উপলক্ষ্য বস্তুর আকারভেদই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত ঐরূপ আকারভেদেই [বস্তুর] সবিশেষত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে ॥ (§)

(*) একার্থানিষ্টত্বরূপম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) প্রবৃত্তাভাবাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ন-রূপত্বে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য—নির্বিশেষবাদী বলিলেন যে, যেখানে যেখানে ব্রহ্মবিষয়ে সামানাদিকরণ্য আছে, সেই সকল স্থানেই বিশেষণ পদ গুলি বিশেষ্যের বিশিষ্টতাবোধক হয় না, উপলক্ষণ হয় মাত্র, অর্থাৎ সেই সকল বিশেষণ

‘সৌহৃৎ দেবদত্তঃ’ ইত্যত্রাপি লক্ষণাগন্ধো ন বিঘতে, বিরোধাভাবাৎ ।
দেশান্তর-সম্বন্ধিতয়া অতীতশ্চ সন্নিহিত-দেশ-সম্বন্ধিতয়া বর্তমানত্বা-
বিরোধাৎ । অতএব হি ‘সৌহৃৎ’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞা কালদ্বয়-সম্বন্ধিনো
বস্তুন ঐক্যমুপপাদ্যতে বস্তুনঃ স্থিরত্বাদিভিঃ । অন্যথা প্রতীতি-বিরোধে
সতি সর্বেষাং ক্ষণিকত্বমেব স্খাৎ । দেশদ্বয়-সম্বন্ধবিরোধস্তু কালভেদেন
পরিহ্রীয়তে ॥ ১৪ ॥

যতঃ সমানাধিকরণ-পদানাম্ অনেক-বিশেষণবিশিষ্টৈকার্থবাচিত্বম্ ;

আব ‘সৌহৃৎ দেবদত্তঃ’ (এই সেই দেবদত্ত), এই স্থলেও কোনরূপ লক্ষণাব সম্ভাবনা
নাই ; কাৰণ, [এখানে লক্ষণাব কাৰণীভূত] কোন প্রকাৰ বিবোধ নাই । কেননা, অতীত কালের
ও দেশান্তরের সহিত সম্বন্ধ ব্যক্তির সন্নিহিত দেশে সম্বন্ধ হইয়া থাকিতে ত কোনও বিবোধ
বা বাধাই নাই, [বিবোধ না থাকায় লক্ষণাও হইতে পাবে না] । এই হেতুতেই বস্তুব স্থিরত্ববাদিগণ
‘সৌহৃৎ’ (‘এই সে’) ইত্যাদি স্থলে ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ দ্বারা কালদ্বয়বর্তী (অতীত ও বর্তমানকাল-
সম্বন্ধী) বস্তুর একত্ব বা অভেদ উপপাদন করিয়া থাকেন (*) । নচেৎ প্রতীতি অনুসাবে পার্থক্য
স্বীকার করিতে হইলে সমস্ত বস্তুর ক্ষণিকত্বই সিদ্ধ হইতে পারে । এক বস্তুর বিভিন্ন দেশে স্থিতিতে
যে বিরোধ আশঙ্কিত হয়, তাহাও কালভেদ দ্বারা পবিত্রত হইয়া থাকে, অর্থাৎ একই বস্তু একই
কালে দুইটি স্থানে অবস্থান করিতে না পারিলেও বিভিন্ন কালে থাকিতে পাবে ॥ ১৪ ॥

যেহেতু, সমানাধিকরণ পদসমূহ অনেক বিশেষণবিশিষ্ট একার্থেব বোধক হয়, সেই হেতুতেই

বিশেষ্যতে সম্বন্ধ থাকে না, কেবল বিশেষ্যকে অপর পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া পরিচিত করিয়া দেয় মাত্র ;
সুতরাং “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম,” ইত্যাদি স্থলে বহু বিশেষণ থাকিলেও তদ্বারা ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব হইতে
পারে না । এখন ভাষ্যকার সে কথাই প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, বিশেষণ পদগুলি যদি উপলক্ষণই হয়
অর্থাৎ বিশেষ্যের কেবল পরিচায়কই হয়, তাহা হইলে একটা মাত্র বিশেষণের প্রয়োগেই যখন বিশেষ্যের
পরিচয় প্রদান হইতে পারে, তখন অপর বিশেষণপদগুলির প্রয়োগের কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারে না ।
আর যদি উপলক্ষণভেদে উপলক্ষ্য বিশেষ্যেরও স্বরূপত ভেদ হয় স্বীকার কর, তাহা হইলে ত আমাদের
অভিमत সেই সর্বশেষত্বই স্বীকার করা হইল । অতএব, উপলক্ষণ বিশেষণস্বীকার করা অপেক্ষা, আমাদের
স্তায় বিশিষ্টবিশেষণ স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ ।

(*) তাৎপর্য—পূর্বে বাহ্য অনুভূত হইয়াছে, পরে যদি তাহারই প্রত্যক্ষ করিয়া সেই পূর্বানুভূতরূপে
জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই অনুভূত বিষয়ক জ্ঞানকে ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ বলা হয় । পার্থক্য যদি ক্ষণিক হইত, অর্থাৎ
প্রতিক্রমেই প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে ‘ইহা সেই বস্তু’ বলিয়া কখনই ‘প্রত্যভিজ্ঞা’
হইতে পারিত না । কারণ, (ক্ষণিকবাদে) সেই বস্তু ত সেই সময়ই বিনষ্ট হইয়াগিয়াছে ; বিনষ্ট বস্তুর আর
প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে ? এই যুক্তিবলে প্রমাণকরা হয় যে, বস্তুমাত্রই প্রতিক্রমে উৎপন্ন-প্রাধান্যসম্পন্ন নহে,
পরন্তু স্থির—কালান্তর-স্থায়ী ।

অতএব “অরুণ্যৈকহায়ন্যা পিঙ্গাক্ষ্য সোমঃ ক্রীণাতি ।” [যজুঃ ০ ৬।১।৬] ইত্যরুণ্যাদিবিশিষ্টৈকহায়ন্যা ক্রয়ঃ সাধ্যতয়া বিধীয়তে । তদুক্তম্—
 “অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োঃ কৈককর্ম্মাৎ নিয়মঃ স্মৃৎ ।” [পূর্ববীমাংসা ০ ৩।১।১২] ইতি । তত্রৈবং পূর্বপক্ষী মন্যতে,—যতপ্যরুণ্যেতি পদম্
 আকৃতিরিব গুণস্থাপি দ্রব্যপ্রকারতৈকস্বভাবত্বাৎ দ্রব্যপর্যন্তমেবারুণি-
 মানমভিদধাতি ; তথাপ্যেকহায়ন্যন্য-নিয়মোহরুণিম্নো ন সম্ভবতি ; ‘এক-
 হায়ন্যা ক্রীণাতি,’ ‘তচ্চ অরুণ্যা,’ ইত্যর্থদ্বয়বিধানা সম্ভবাৎ ।

ততশ্চ, অরুণ্যেতি বাক্যং ভিত্ত্বা প্রকরণ-বিহিতসর্বদ্রব্যপর্যন্ত-
 মেবারুণিমানমবিশেষণোভিদধাতি । অরুণ্যেতি স্ত্রীলিঙ্গনির্দেশঃ প্রকরণ-
 বিহিত-সর্বলিঙ্গক-দ্রব্যানাং প্রদর্শনার্থঃ । তস্মাদেকহায়ন্যন্য-নিয়মো-
 হরুণিম্নো ন স্মাদিতি ॥ ১৫ ॥

‘অরুণবর্ণ পিঙ্গাক্ষী এক বৎসবয়স্ক (গো) দ্বাৰা সোম ক্রয় করিবে।’ ইত্যাদি স্থলে অরুণত্বা-
 দিবিশিষ্ট একহায়নী দ্বাৰা সোমক্রয়েব কর্তব্যতা বিহিত হইতেছে । [নীমাংসাদর্শনে] এই-
 রূপ উক্ত আছে যে, ‘অর্থ’ (প্রয়োজন) যদি এক হয়, তাহা হইলে একই কার্যে প্রযোজ্যত্ব-বিধায়ক
 দ্রব্য এবং গুণ, এতদ্বয়েবই নিয়ম অর্থাৎ ক্রিয়াতে অবশ্য প্রযোজ্যতা হইয়া থাকে ।’ সেখানে
 পূর্বপক্ষবাদী এইরূপ মনে করেন যে, আকৃতির হ্রাস গুণও যখন দ্রব্যের প্রকার বা বিশেষণীভূত ;
 স্তব্ধতা আকৃতি ও গুণ, উভয়েই একস্বভাবাক্রান্ত ; এই কাৰণে ‘অরুণ্যা’ এই পদটি যদিও অরুণ-
 বর্ণ দ্রব্যপর্যন্ত অর্থ প্রতিপাদন কবে সত্য ; তথাপি অরুণবর্ণের সহিত ‘একহায়নীত্ব’ ধর্ম্মের
 অবয়ের আবশ্যকতা সম্ভবপর হয় না ; কেননা ‘একহায়নী’ (একবর্ষীয়া গো) দ্বাৰা ক্রয় করিবে,
 তাহাও আবার অরুণবর্ণবিশিষ্ট দ্বাৰা, এইরূপ দুইটি অর্থের বিধান করা কখনই সম্ভব হয় না ।

তাহাব ফলে ‘অরুণ্যা’ ইত্যাদি বাক্যটি তৎপ্রকরণবিহিত সমস্ত দ্রব্যেই অরুণবর্ণের সম্বন্ধ
 প্রকাশ করিতেছে । তবে যে, ‘অরুণ্যা’ এই স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশ বহিয়াছে ; বৃদ্ধিতে হইবে, তাহা
 (প্রকরণস্থ অপরাপর) সমস্ত বস্তুবই প্রকাশকমাত্র । অতএব, অরুণিমার সহিত যে,
 একহায়নীত্বের অবশ্যই সম্বন্ধ হইবে, এরূপ নিয়ম হইতে পাবে না (*) ॥ ১৫ ॥

(*) তাৎপৰ্য্য.—‘অর্থৈকত্বে’ ইত্যাদি দুইটি জৈমিনিকৃত নীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম
 পাদে স্থিত ‘অরুণন্তার’ বা ‘অরুণাধিকরণ’ নামে প্রসিদ্ধ । অধিকরণমাত্রের একটা পূর্বপক্ষ, আর একটা
 সিদ্ধান্ত পক্ষ থাকে । তদনুসারে সেখানেও ভাষ্যকার প্রথমে “অত্র এবং পূর্বপক্ষবাদীমন্ততে,” বলিয়া পূর্বপক্ষের
 অভিপ্রায় প্রদান করিয়াছেন । তাহার ফলস্বরূপ এইরূপ—‘জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের প্রকরণে সোম-ক্রয় সম্বন্ধে এইরূপ
 বিধি আছে যে, “অরুণ্যা পিঙ্গাক্ষ্য একহায়ন্যা সোমঃ ক্রীণাতি,” অর্থাৎ ‘অরুণ-বর্ণ পিঙ্গাক্ষী এবং
 একহায়নী বা এক-বর্ষবয়স্ক গো দ্বাৰা সোম ক্রয় করিবে।’

অত্রাভিধীয়তে—“অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োঃৈককৰ্ম্মাণ্যং নিয়মঃ স্তাৎ ।”
 “অরুণায়ৈকহায়ন্যা” ইত্যারুণ্য-বিশিষ্টদ্রব্যৈকহায়নী-দ্রব্যবাচি-পদয়োঃ
 সামানাদিকরণেন অর্থৈকত্বে সিদ্ধে সতি একহায়নী-দ্রব্যারুণ্য-গুণয়ো-
 ররুণয়েতি পদেনৈব বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেন সম্বন্ধিতয়াভিহিতয়োঃ ক্রয়া-
 থ্যৈককৰ্ম্মান্বয়াবিরোধাদ্ অরুণিম্নঃ ক্রয়সাধনীভূতৈকহায়ন্যম্বয়-নিয়মঃ
 স্তাৎ ।

যথৈকহায়ন্যাঃ ক্রয়সম্বন্ধবদ্ অরুণিম-সম্বন্ধোহপি বাক্যাবসেয়ঃ স্তাৎ ;

এতদ্বৃত্তবে বলা যাইতেছে—‘প্রয়োজনের ঐক্য সম্ভব হইলে অর্থাৎ একই প্রয়োজনে বিহিত হইলে একই কর্ণের সাধকত্বনিবন্ধন দ্রব্য ও গুণের নিয়ম অর্থাৎ অবিশেষে সম্বন্ধ হইয়া থাকে ।’
 “অরুণয়া একহায়ন্যা” এই স্থলে অরুণ্যবিশিষ্ট দ্রব্যবাচী ‘অরুণ’পদেব এবং ‘একহায়নী’ দ্রব্য-
 বাচী ‘একহায়নী’ পদেব সামানাদিকরণ-নিবন্ধন যখন একার্থত্ব অর্থাৎ একার্থ-প্রতিপাদকত্ব
 সিদ্ধ হইতেছে, তখন ‘অরুণয়া’ এই পদ দ্বারাই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে অভিহিত
 (কথিত) ‘একহায়নী’ দ্রব্যেব ও অরুণ-গুণেব ‘ক্রয়’নামক একই কর্ণে বা কার্য্যে অন্বয়লাভে
 কোন বিরোধ না থাকার ক্রয়েব সাধনীভূত ‘একহায়নী’ দ্রব্যেব সহিত ‘অরুণত্ব’ গুণেব অন্বয় বা
 সম্বন্ধ আবশ্যক হইয়া থাকে ।

ক্রয়েব সহিত ‘একহায়নী’ দ্রব্যেব যেরূপ সম্বন্ধ হইয়াছে, ‘অরুণিমা’ গুণেব সহিত সম্বন্ধটীও

এখানে, ‘একহায়নী’ পদটী যখন ক্র-ব্বের সম্বন্ধানে আছে, তখন উহার ক্র-ব্ব-সাধনতা সম্বন্ধে কোনও আপত্তি
 নাই, এখন সংশয় হইতেছে যে, ‘অরুণা’ বিশেষণটী কি ঐ প্রকরণোক্ত সমস্ত দ্রব্যোক্ত বিশেষণ? অথবা ক্রয়
 সাধনীভূত কেবল ‘একহায়নী’ দ্রব্যের বিশেষণ? সংশয়ের প্রধান কারণ এটী যে, ‘অরুণ’ পদটী যখন গুণবাচক
 গুণমাত্রই যখন অমর্ত-নিরাকার ; অথচ দ্রব্যাত্মক কোন অমূর্তপদার্থেই ক্রিয়াসাধনতা সম্ভবপর হইতে পারে না ;
 তখন ‘অরুণ’ পদটী ‘একহায়নীর’ সহিত অস্থিত না হইয়া ঐ প্রকরণোক্ত সমস্ত পদার্থের সহিতই অস্থিত হইতে
 পারে । অর্থাৎ ঐ প্রকরণে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে ; তৎসমস্তই ‘অরুণ’গুণ সম্পন্ন হইতে পারে । আর ‘অরুণ’
 পদের যদি কেবল ‘একহায়নী’ দ্রব্যের সহিতই সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রোত বিধিতে বাক্যভেদ ঘোব
 উপস্থিত হইতে পারে ; কেননা,—প্রথম একটী বাক্য হইবে—‘একহায়নী দ্বারা ক্রয় করিবে,’ দ্বিতীয়বাক্য
 হইবে—‘অরুণ দ্বারা সোম ক্রয় করিবে’ । শাস্ত্রকারগণ এরূপ অযথা বাক্যভেদকে দোষাবহ বলিয়া মনে করেন ।
 অতএব, ‘অরুণয়া’ পদটির প্রকরণত্ব সমস্ত পদার্থেই অস্থিত হওয়া সঙ্গত । এই পূর্বপক্ষের উত্তরে জৈমিনি
 ব্রহ্মি সূত্র করিলেন—“অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োঃৈককৰ্ম্মাণ্যং নিয়মঃ স্তাৎ ।” অর্থাৎ যেখানে দ্রব্য ও তদাশ্রিত গুণ একই
 উদ্দেশ্য সাধনার্থ-নির্দিষ্ট হয়, সেখানে অবশ্যই দ্রব্য ও তদাশ্রিত গুণের একত্র ব্যবহার করিতে হইবে । আলোচ্য
 স্থলেও অরুণত্ব গুণ ও একহায়নী, এতদুত্তর একই সোমক্রয়ের সাধনরূপে অভিহিত, অর্থাৎ সোম-ক্রয়ই ঐ উত্তরের
 একমাত্র উদ্দেশ্য ; অতরাং ‘অরুণয়া’ পদটির কেবল ‘একহায়নী’ দ্রব্যের সহিতই সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু প্রকরণত্ব
 সমস্ত দ্রব্যের সহিত নহে । অর্থাৎ সোমক্রয়ে একহায়নীর যেরূপ প্রয়োজন, অরুণ গুণেরও সেইরূপই প্রয়োজন ।

তদা বাক্যস্বার্থবয়বিধানং স্মৃৎ । নচৈতদন্তি ; অরুণয়েতি পদেনৈব অরুণিম-
বিশিষ্ট-দ্রব্যমভিহিতম্ । ‘একহায়নী’পদসামান্যাদিকরণেন তস্মৈকহায়নীত্ব-
মাত্রমবগম্যতে ; ন গুণসম্বন্ধঃ । বিশিষ্টদ্রব্যৈক্যমেব হি সামান্যাদি-
করণ্যস্বার্থঃ ; “ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্মত্থে বৃত্তিঃ সামান্যাদি-
করণ্যম্ ।” [কৈয়ট-রুদ্রাঙ্হিকে] ইতি হি (৬) সামান্যাদিকরণ্যলক্ষণম্ ।

অতএব হি (+) ‘রক্তঃ পটো ভবতি’ ইত্যাদিষু ঐক্যার্থাদেকবাক্যত্বম্ ।
পটস্য ভবন-ক্রিয়াসম্বন্ধে হি বাক্যব্যাপারঃ ; (ক) রাগ-সম্বন্ধস্ত ‘রক্ত’পদে-
নৈবাভিহিতঃ ; ‘রাগসম্বন্ধি দ্রব্যং পটঃ’ ইত্যেতাবন্মাত্রং সামান্যাদিকরণ্যাব-
সেয়ম্ । এবমেকেন গুণেন দ্বাভ্যাং বহুভির্বচা তেন তেন পদেন সমস্তেন
ব্যস্তেন বা (§) বিশিষ্টগুণস্থাপ্য সামান্যাদিকরণ্যেন সর্ববিশেষণবিশিষ্টোহর্থ
একইতি জ্ঞাপয়িত্বা তস্য ক্রিয়াসম্বন্ধাভিধানমবিরুদ্ধম্, —‘দেবদত্তঃ স্ত্রীমো
যুবা লোহিতাক্ষো দণ্ডো কুণ্ডলী তিষ্ঠতি ;’ ‘শুল্কেন বাসসা যবনিকাং

বদি সেইরূপই বাক্য-লভা হইত, তাহা হইলে ঐ একটা বাক্যেবই দুইটী অর্থ বিধেয় হইত ;
অথচ সেকপ হইতেছে না ; কেননা, “অরুণয়া” এই পদ দ্বাবাই অরুণিম-বিশিষ্ট বা অরুণবর্ণযুক্ত
দ্রব্য অভিহিত হইয়াছে, ‘একহায়নী’ পদেব সহিত সামান্যাদিকরণ্যে কেবল সেই দ্রব্যেবই এক-
হায়নী (একবর্ষীয় গোত্র) বর্ণ-প্রতীত হয় মাত্র ; কিন্তু, গুণসম্বন্ধ প্রতীত হয় না ; কাবণ, বিশিষ্ট বা
বিশেষণসম্বন্ধ দ্রব্যেব ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদন করাই সামান্যাদিকরণ্যেব অর্থ ; কেননা, যে
সকল শব্দেব প্রয়োগ-পনোজক নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্, সেই সকল শব্দেব একাধিক-বোধকতাব
নাম ‘সামান্যাদিকরণ্য’ ; ইহাই সামান্যাদিকরণ্যেব লক্ষণ ।

এই কাবণেই, ‘রক্তবর্ণ বস্ত্র হইতেছে’, ইত্যাদি স্থলে অর্থগত ঐক্য থাকায় একবাক্যতা হইয়া
থাকে । এখানে বস্ত্রের যে, ভবন বা উৎপত্তিক্রিয়া, তদ্বিশেষেই বাক্যেব ব্যাপার বা বোধোপযোগী
সম্বন্ধ ; কিন্তু, বস্ত্রে যে লোহিত-সম্বন্ধ, তাহা সেই ‘রক্ত’পদেই অভিহিত হইয়াছে । আর
লোহিত্যযুক্ত দ্রব্যটী যে পট (বস্ত্র), কেবল এই অর্থটুকুই সামান্যাদিকরণ্য সম্বন্ধ দ্বারা অবধারণ
করিতে পারা যায় । এইরূপ অগ্ৰাভ্য সামান্যাদিকরণ্য স্থলেও প্রযুক্ত পদগুলি সমষ্টিরূপেই হউক
কিংবা পৃথক্ পৃথক্ রূপেই হউক, এক, দুই বা বহু গুণ দ্বারা বিশেষিত বস্তুটী মাত্র বুঝাইয়া পশ্চাৎ
সামান্যাদিকরণ্য দ্বারা সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুটী যে এক, ইহাই জ্ঞাপন করিয়া থাকে ; স্তূতরাং
সেই সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুর যে, ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন, তাহা বিরুদ্ধ হইতে
পারে না । ‘স্ত্রীমর্গ, যুবা, লোহিতলোচন এবং দণ্ড ও কুণ্ডলধারী দেবদত্ত অবস্থান করিতেছে’,

(৬) তল্লক্ষণম্ ইতি (খ. গ) পাঠঃ ।

(৭) সম্বন্ধো হি বাক্যস্বার্থঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৮) অতএব রক্তঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৯) ব্যস্তেন বা ইতি (গ) পুস্তকে ন পঠ্যতে ।

সম্পাদয়েৎ ;’ ‘নীলমুৎপলমানয় ;’ ‘নীলোৎপলমানয় ;’ (*) ‘গামানয়
শুক্রাং শোভনাক্ষীম্ ;’ ‘অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ ।’
[যজুঃ ০ ২১২] ইতি । এবম্ “অরুণয়েকহায়ত্না পিঙ্গাক্ষ্যা সোমং
ক্রীণাতি” ইতি ।

এতচ্ছব্দং ভবতি—যথা ‘খাদিরৈঃ শুক্লেঃ (†) কাষ্ঠৈঃ স্থাল্যামোদনং
পচেৎ,’ ইত্যনেক-কারকবিশিষ্টেকা ক্রিয়া যুগপৎ প্রতীয়তে ; তথা
সমানাধিকরণ-পদসম্ভাতিভিত্তিকৈকং কারকং তত্তৎকারক-প্রতিপত্তি-
বেলায়ামেব অনেকবিশেষণবিশিষ্টং যুগপৎ প্রতিপন্নং ক্রিয়ায়ামন্বয়েতীতি ন
কশ্চিদ্ বিরোধঃ—‘খাদিরৈঃ শুক্লেঃ কাষ্ঠৈঃ সমপরিমাণে ভাণ্ডে পায়সং
শাল্যোদনং সমর্থঃ পাচকঃ পচেৎ’ ইত্যাদিষু, ইতি ॥১৬॥

‘শুক্রে বস্ত্র দ্বারা যবনিকা নিষ্কাশন করিবে’, ‘নীলবর্ণ উৎপল আনয়ন কর’ ; নীলোৎপল আনয়ন কর,
‘শোভনাক্ষী শুক্রা গো আনয়ন কর’ ; ‘পথিকৃৎ অগ্নিবে উদ্দেশে অষ্টাকপাল (আটটি পাত্রে শোধিত)
পুরোডাশ (পিঠকের ত্রায় এক প্রকাব খাদ্যদ্রব্য) দান করিবে ।’ এই সকল স্থলের ত্রায় “অকণয়া
একহায়ত্না” ইত্যাদি স্থলেও সামানাধিকরণ্যবিশিষ্টেব একই প্রতিপাদন করিতে হইবে (‡) ।

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, ‘কাষ্ঠ দ্বারা স্থাল্যেতে (পাকপাত্রে) অন্ন পাক করিবে’, এই
স্থলে যেমন একসঙ্গেই কাষ্ঠাদি অনেক কারকবিশিষ্ট একটা ক্রিয়া প্রতীত হয়, তেমনি
সমানাধিকরণস্থলেও সেই সেই কাবকেব পতীতি-সমকালেই পদসমষ্ট দ্বারা যে, এক একটা
কারক অভিহিত হয়, তাহাও অনেকবিশেষণে বিশেষিতভাবে একসঙ্গে একই ক্রিয়ার সহিত
অঘ্ন লাভ করে ; এই কাবণেই ‘উপকৃত পাচক যদিব কাষ্ঠ দ্বারা সমপরিমাণ পাত্রে শালী-তণ্ডুলের
পায়স পাক করিবে।’ ইত্যাদি স্থলে [একক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে] কোনই বিরোধ হইতে
পারে না ॥ ১৬ ॥

(*) নীলোৎপলমানয়’ ইত্যংশঃ (খ, গ) পুস্তক-স্বার্থান্তঃ ।

(†) ‘খাদিরৈঃ শুক্লেঃ’ ইতি পদদ্বয়ঃ (খ, গ, ঘ,) পুস্তক-বু-নোপপত্ত্যতঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য—যে সমস্ত পদ লইয়া সামানাধিকরণ্য হয়, সেই পদগুলি প্রথমতঃ নিজ নিজ বাচ্যার্থ
বুঝাইয়া—অবশেষে সেই সমস্ত বিশেষণ বিশিষ্ট বস্তুটির একত্বমাত্র প্রতিপাদন করিয়া থাকে । প্রকৃত
বিশেষণের মধ্যে এক, দুই বা বহু পদের সংমিশ্রণ থাকিতে পারে ; কিন্তু, সেই সমস্ত গুলিই একটীমাত্র বিশেষ্যের
অধীন হইয়া তাহা দ্বারা ক্রিয়ার সহিত অধিত হইয়া থাকে । অধিকন্তু, তদ্ব্যটক পদগুলি কখনও প্রথমতঃ
হইতে পারে, কখনও বা কারক-বিশিষ্টযুক্ত হইতে পারে, কখন বা একতঃ হইতে পারে, কখন বা বহুতঃ
হইতে পারে । তাহা জ্ঞাপনার্থই ভাষ্যে বহু উদাহরণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । তদ্ব্যবহা, ‘গ্রামো দেবদত্তঃ,’ এইটী
প্রথমতঃ বহু বিশেষণের উদাহরণ ; “শুক্রেন বাসদা” এইটী কারকবিশিষ্টত্ব (তৃতীয়াস্ত) অসমস্ত পদদ্বয়ের
উদাহরণ ; ‘নীলমুৎপলমানয়’ এইটী অ-সমস্ত কর্তৃ-কারকের উদাহরণ ; ‘নীলোৎপলমানয়’ এইটী

যন্তু (*) উপাত্তদ্রব্যক-বাক্যস্থ-(†) গুণশব্দঃ কেবলগুণাভিধায়ী, ইতি অরুণয়েতিপদেন কেবলগুণশ্চৈবাভিধানমিতি ; তন্মোপপত্তিতে,—লোক-বেদয়োর্দ্রব্যবাচিপদসমানাধিকরণস্ত গুণবাচিনঃ কচিদপি কেবল-গুণাভিধানাদর্শনাৎ। উপাত্তদ্রব্যক-বাক্যস্থং গুণপদং কেবলগুণাভি-ধায়ীত্ব্যাসঙ্গতম্, ‘পটঃ শুক্লঃ’ ইত্যাদিষু উপাত্তদ্রব্যকেহপি গুণবিশিষ্ট-শ্চৈবাভিধানাৎ (‡)। ‘পটস্ত শুক্লঃ’ ইত্যত্র শৌক্যবিশিষ্টপটাপ্রতি-পত্তিরসমান-বিভক্তিনির্দেশকৃতা, ন পুনরুপাত্তদ্রব্যকত্বকৃতা। তত্রৈব ‘পটস্ত শুক্লো ভাগঃ’ ইত্যাদিষু সমানবিভক্তিনির্দেশে শৌক্যবিশিষ্টদ্রব্যং প্রतीयতে।

যৎ পুনঃ ক্রয়ৈশ্চ কহায়ন্যবরুদ্ধতয়া (§) অরুণিম্নঃ (¶) ক্রয়ায়নো ন

আবও যে বলা হইয়াছে—যে বাক্যে দ্রব্যবাচক পদেব উল্লেখ থাকে, সেই বাক্যস্থ গুণ-বাচক শব্দে কেবল সেই গুণকেই বুঝায় ; সুতরাং “অরুণম্” ইত্যাদি বাক্যস্থ ‘অরুণম্’-পদেও কেবল গুণকেই বুঝাইবে। তাহাও সঙ্গত হয় না ; কেননা, লোক-ব্যবহারে, কিংবা বৈদিক-প্রয়োগে কোথাও দ্রব্যবাচক পদেব সহিত সমানাধিকবর্ণরূপে প্রযুক্ত গুণবাচক শব্দেব কেবল গুণমাত্র-বোধকতা দৃষ্ট হয় না ; কাজেই দ্রব্যবাচক পদঘটিত বাক্যস্থ গুণ-বাচক পদের কেবল গুণবোধকতাব কথাও সঙ্গত হইতে পারে না। দেখা যায়, দ্রব্যবাচক পদঘটিত ‘শুক্ল পট’ ইত্যাদি বাক্যেও গুণবিশিষ্টার্থেরই প্রতিপাদন হইয়াছে। আব ‘পটস্ত শুক্লঃ’ (পটের শুক্লবর্ণ), এই স্থলে যে, শুক্ল-গুণবিশিষ্ট পটের প্রতীতি হয় না, অসমান বিভক্তি-নির্দেশই তাহাব কাবণ ; কিন্তু, দ্রব্যসম্বন্ধ তাহাব কাবণ নহে। কেন না, সেই স্থলেই ‘পটের শুক্ল ভাগ’ ইত্যাদি প্রয়োগে সমান বিভক্তি নির্দেশ করিলে শুক্লগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যেবই প্রতীতি হইয়া থাকে।

পুনশ্চ যে বলা হইয়াছে,—সান্ধিব্যবশতঃ ‘একহায়নী’ পদেব সহিত ‘ক্রয়েব’ সম্বন্ধ হওয়ায় ‘অরুণিম্’ পদেব সহিত আব ক্রয়েব সম্বন্ধ হইতে পাবে না। তাহাও সঙ্গত হইতেছে না ;

(*) যন্তুজন্ম ইতি (খ, গ, পাঠঃ।

(†) দ্রব্যবাক্যস্থ ইতি (গ) পাঠঃ। দ্রব্যকবাক্যস্থ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(‡) উপাত্তদ্রব্যকবাক্যস্থং গুণপদং কেবলগুণাভিধায়ীত্বশ্চৈবাভিধানাৎ ইতি (গ) পাঠঃ।

(§)—হাংস্তবিকল্পতয়া ইতি (খ, গ)।

(¶) ক্রয়ায়নঃ ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

সমাসযুক্ত (সমস্ত) পদার্থের উদাহরণ। ‘সামান্য শুক্লম্’ এইটি কর্তৃকারক বিভক্তান্ত (দ্বিতীয়ান্ত) অনেক পদার্থের উদাহরণ ; ‘অগ্নয়ে পশিকৃত’ এইটি সম্প্রদান কারকবিধের বৈদিক উদাহরণ। উল্লিখিত উদাহরণ-সমূহে যেরূপ অনেক বিশেষণবিশিষ্ট একটীমাত্র বস্তুর প্রতীতি হইতেছে ; সেইরূপ ‘অরুণম্ একহাংস্তা’ ইত্যাদি স্থলেও বহুবিশেষণ-বিশিষ্ট একই দ্রব্যের প্রতীতিতে কোন প্রকার বিরোধ নাই।

সম্ভবতীতি ; তদপি বিরোধিগুণরহিত-দ্রব্যবাচিপদ-সমানাধিকরণ-গুণ-
পদস্ত তদাশ্রয়-গুণাভিধানেন ক্রিয়াপদান্বয়াবিরোধাসঙ্গতম্ । রাদ্ধান্তে
চোক্তন্ত্যায়েনারুণিম্নঃ শাব্দে দ্রব্যান্বয়ে সিদ্ধে দ্রব্য-গুণয়োঃ ক্রয়সাধন-
ত্বানুপপত্ত্যা অর্থাৎ পরস্পরান্বয়ঃ সিধ্যতীত্যপ্যসঙ্গতম্ । অতো যথোক্ত
এবার্থঃ ।

তস্মাৎ তত্ত্বমশ্বাদিসামান্যাদিকরণে পদদ্বয়াভিহিত-বিশেষণাপরি-
ত্যাগেনৈবৈক্যপ্রতিপাদনং বর্ণনীয়ম্ । তত্ত্ব অনাগ্রবিভোপহিতানবধিক-
ছুঃখভাগিনঃ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যভয়াবস্থাৎ চেতনাদর্থান্তরভূতমশেষহেয়-প্রতীক-
নবধিক-কল্যাণগুণগণৈকতানং পরমাত্মানমনভূপগচ্ছতো ন সম্ভবতি ।
অভূপগচ্ছতোহপি সমান্যাদিকরণপদানাং যথাবস্থিত-বিশেষণবিশিষ্টৈক্য-
প্রতিপাদনপরত্বাশ্রয়ে (*) ‘ত্বং’-পদপ্রতিপন্ন-সকলদোষভাগিত্বং পরস্পর-
কারণ, গুণবাচক কোন পদের সহিত যদি দ্রব্যবাচক কোন পদের সামান্যাদিকরণ্য ঘটে,
এবং সেই দ্রব্যে যদি অপব কোনও বিরুদ্ধ গুণের সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সামান্যাদিকরণ্য-
বিশিষ্ট সেই গুণবাচক পদটী যে, সেই আশ্রয়ীভূত দ্রব্যে গুণসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া সেই
দ্রব্যের সহযোগেই দ্রব্যান্বয়ী ক্রিয়াব সহিতও অশ্বয় লাভকবিবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিবোধেব
সম্ভাবনা নাট (+) । সিদ্ধান্তে দেখায় যে, উল্লিখিত নিয়মানুসারে যখন ‘অকারণ’
পদের সহিত দ্রব্যবাচক শব্দের অশ্বয় বা সম্বন্ধ হুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন ‘দ্রব্য ও গুণ,
এতদ্বয়ের ক্রয় সাধনতা উপপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই যে, অনুপপত্তিনিবন্ধন উভয়ের
পরস্পর অশ্বয় স্বীকার করিতে হয়’, বলাইয়াছে ; তাহাও অসঙ্গত হইতেছে । অতএব
[আমাদেব প্রদর্শিত] পূর্বোক্ত অর্থই যথার্থ বা সঙ্গত ।

এই কারণেই “তং ভ্রমসি” প্রভৃতি অভেদোক্তিগুলিতেও ‘তং ও ভ্রম’ এই পদদ্বয়ে যে, বিশেষণ-
ভাব অভিহিত আছে, তাহা পবিত্যাগ না করিয়া ঐ বিশেষণসহকারেই [বাক্যার্থের]
একই-প্রতিপাদনের সমর্থন করিতে হইবে ; কিন্তু অনাদি অবিজ্ঞা দ্বাৰা উপস্থাপিত অপাব ছঃখ-
ভাগী এবং শুদ্ধি, অশুদ্ধি, এতদ্ব্যবস্থাপন্ন চেতন—জীব হইতে পৃথক্ বস্তু পবমান্বয়ে
সর্বপ্রকার হেয়বিবোধী বা অত্যাংকষ্ট অনন্ত কল্যাণ গুণের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার
না করিলে কখনই তাহা সম্ভবপব হইতে পারে না । যদি বল, [জীব হইতে পৃথগ্ভূত তাদৃশ
গুণবিশিষ্ট পরমান্বার অঙ্গীকার করিলেও সমান্যাদিকরণ পদসমূহের যদি সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট
পদার্থের একৈক্য বা অভেদ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ‘ত্বং’-পদার্থ-জীবগত দোষসমূহ

(*) পরত্বাশ্রয়ণাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অতিশয় এই যে, যদিও কোন গুণবাচক শব্দের সাক্ষাৎসম্বন্ধে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না
সত্য, তথাপি, বিশেষণীভূত সেই গুণটী যে দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, প্রথমে সেই দ্রব্যের সহিত অধিত হয়,
পরে সেই গুণাবিত দ্রব্যের সঙ্গে থাকিয়া নিজেও সেই দ্রব্যাবিত ক্রিয়ার সহিত অশ্বয় বা সম্বন্ধ লাভকরে ।
অতঃ সমান্যাদিকরণভাবে গুণবাচক পদের যে ক্রিয়ার সহিত অশ্বয় হইতেই পারে না, তাহা নহে ।

প্রসজ্যেত ইতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; ত্বংপদেনাপি জীবান্তর্যামিণঃ
পরশ্চৈবাবিধানাৎ ।

এতদুক্তং ভবতি—সচ্ছব্দাভিহিতং নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধং সত্যসংকল্পস্থ-
মিশ্রানবধিকৃতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণং (*) সমস্তকারণভূতং পরং ব্রহ্ম
'বহু স্যাম্' ইতি সংকল্প্য তেজোহবলপ্রমুখং কৃত্বং জগৎ সৃষ্ট্ৱা তস্মিন্
দেবাদিবিচিত্রসংস্থান-সংস্থিতে জগতি চেতনং জীববর্গং স্বকস্মানুগুণেষু
শরীরেষুতয়া প্রবেশ্য (†) স্বয়ং স্বেচ্ছয়েব জীবান্তরাগতয়া অনুপ্রবিশ্য
এবমুত্তেষু স্বপর্য্যন্তেষু দেবাঢ্যাকারেষু সজ্জাতেষু নাম-রূপে ব্যাকরোৎ ;
এবং রূপ-সজ্জাতেশ্চ বস্তৃত্বং শব্দবাচ্যত্বাকরোদিত্যর্থঃ । 'অনেন জীবে-
নাত্মনা -জীবেন ময়া' (‡) ইতি নির্দেশো জীবন্ত ব্রহ্মাত্মকত্বং প্রদর্শয়তি ।
ব্রহ্মাত্মকত্বক জীবন্ত জীবান্তরাগতয়া ব্রহ্মণোহনুপ্রবেশাদিত্যবগম্যতে,
“ইদং সর্বমসৃজত - যদিদং কিঞ্চ । তৎ সৃষ্ট্ৱা তদেবানুপ্রাবিশৎ । তদনু-

পবমান্বায়ও প্রসক্ত হইতে পারে ? না—এরূপ দোষ-প্রসঙ্গ হইতে পাবে না ; কাবণ, এখানে
'সং'পদেও জীবের অন্তর্যামী পরমান্বাই অভিহিত হইয়াছেন, অর্থাৎ ঐ 'সং' পদের অর্থ শুধু
জীব নহে, পরন্তু, জীবান্তর্যামী পবমান্বাও বটে ; সুতরাং অভেদপক্ষেও পরমান্বার জীবগত
দোষ-সংক্রমণেব সম্ভাবনা নাই ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, সর্বপ্রকাব দোষসম্পর্কবহিত, যাহাব অবধি ও সংখ্যা
নাই, এবং যদপেক্ষা অধিকও নাই, সেই সত্যসংকল্পপ্রভৃতি কল্যাণময় গুণগণসমম্বিত
ও সর্ব কাবণস্বরূপ ব্রহ্মই 'সং' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন. এবং সেই ব্রহ্মই 'আমি বহু হইব,'
এইরূপ ইচ্ছাবলে তেজঃ-জলপ্রভৃতি সনস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিভেদে বিভিন্নপ্রকার
আকৃতিসম্পন্ন সেই জগতে নিজ নিজ কস্মানুরূপ ভিন্ন-ভিন্ন দেহে চেতন জীবসমূহকে 'আত্মা'-
রূপে নিবেশিত করিলেন এবং নিজেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই জীবের 'অন্তবান্বারূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট
হইলেন, পশ্চাৎ উক্তপ্রকাব দেবাদি বিবিধাকাব দেহে—অধিক কি, আপনাতেও নাম ও
রূপ প্রকটিত করিলেন । তিনি এইরূপে রূপ-সংবাতের অর্থাৎ চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরাত্মক
জগৎসমষ্টির বস্তৃত্ব (সত্তা) ও শব্দ-বাচ্য বা পদার্থ স্ব সম্পাদন করিলেন । আর 'এই
জীবাত্মরূপে' অর্থাৎ 'জীবরূপী আমি', এই ঐক্যনির্দেশও জীবের ব্রহ্মভাবই প্রদর্শন
করিতেছে । 'জীবান্তরাগ্নারূপে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বশতই জীবের ব্রহ্মভাবও জানিতে
পাওয়া যায় ; কারণ, 'এই যে-কিছু পদার্থ, (তিনি তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন ;
তাহা সৃষ্টিকরিয়৷ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'সং' ও 'তৎ' হইলেন ।'

(*) দোষগন্ধ-সত্যসংকল্পমিশ্রানবধিকৃতিশয়কল্যাণ—' ইতি (খ) পাঠঃ ।—সংখ্যেয় কল্যাণগুণং' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) অনুপ্রবেশা' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জীবেন ময়া' ইতি (গ) পুত্রকে নোপলভ্যতে ।

প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইতি, অত্র “ইদং সর্বম্” ইতি নির্দিষ্টং চেতনা-
চেতনং বস্তুদ্বয়ং ‘সৎ-ত্যৎ’-শব্দাভ্যাং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানশব্দাভ্যাঞ্চ বিভজ্য
নির্দিষ্ট্য চিদ্বস্তুত্বপি ব্রহ্মণোহনুপ্রবেশাভিধানাৎ । অত এবং (*) নাম-রূপ-
ব্যাকরণাৎ সর্বের বাচকাঃ শব্দা অচিচ্ছ্রীববিশিষ্ট পরমাত্মবাচিনঃ, (‡)
ইত্যবগতমিতি ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ, “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইতি চেতনমিশ্রং প্রপঞ্চম্ “ইদং
সর্বম্” ইতি নির্দিষ্ট্য “তস্মৈষ আত্মা” ইতি প্রতিপাদিতম্ । এবঞ্চ
সর্বং চেতনাচেতনং প্রতি ব্রহ্মণ আত্মাহেন সর্বং সচেতনং জগৎ তস্ম
শরীরঞ্চ ভবতি । তথা চ শ্রুত্যন্তরাণি—“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং
সর্বাত্মা” [যজুঃ, আরণ্যকং ৩। ১১] । “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা
অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্ম পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি ;
স ত আত্মানুষ্ঠায়াম্যমৃতঃ” [রহদাং ৫। ৭। ৩] ইতি প্রারভ্য “য আত্মনি
তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্মাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো
যময়তি ; স ত আত্মানুষ্ঠায়াম্যমৃতঃ” [রহদাং মাধ্যং ৫। ৭। ২২] ইত্যাদি, “যঃ

এই স্থলে ‘ইদং সর্বং’ কথায় চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থ নির্দেশ করিয়া এবং বিজ্ঞান
(চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন) বোধক ‘সৎ’ ও ‘ত্যৎ’ পদ দ্বয়ে আবার পূর্বোক্ত চেতনাচেতন-
রূপ বিবিধ বস্তুকে পৃথগ্ভাবে নির্দেশ করিয়া চেতনের অভ্যন্তরেও ব্রহ্মের অনুপ্রবেশের কথা
অভিহিত করা হইয়াছে । অতএব, উক্তপ্রকারে নাম ও রূপ প্রকটন করার জন্য যায় যে, বাচক
বা বস্তুবোধক সমস্ত শব্দই অচেতন ও জীব-বিশিষ্ট পরমাত্মাব প্রতিপাদক হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অপিচ, ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক,’ এখানে ‘ইদং সর্বং’ কথায় চেতনাচেতন সমস্ত
জগতের নির্দেশ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, ‘তিনিই তাহার (জগতের) আত্মা’ ।
এইরূপে চেতনাচেতন সমস্ত জগতের সম্বন্ধে ব্রহ্মেরই আত্মত্বনিবন্ধন চেতনসংকৃত সমস্ত-
জগৎই তাঁহার শরীরস্থানীয় হইল । [বক্ষ্যমাণ] অপবাপব শ্রুতিও সেইরূপই চেতনাচেতনময়
জগৎকে ব্রহ্মের শরীররূপে নির্দেশ করিয়া পরমাত্মাকেই তাহার আত্মা বলিয়া উপদেশ
দিতেছেন—‘তিনিই জনসমূহের অন্তঃস্থ শাসনকর্ত্তা ও সর্বাঙ্গী’, ‘যিনি পৃথিবীকে অভ্যন্তরে
নিয়মিত করেন,’ অমৃতস্বরূপ তিনিই তোমার অন্তর্গামী আত্মা ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া
ব্রহ্ম হইয়াছে ।

পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং । যোহপামন্তরে সঞ্চরন্, যস্তাপঃ
শরীরম্” ইত্যারভ্য, “যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্তাক্ষরং শরীরং, যম-
ক্ষরং ন বেদ । এষ সর্বভূতান্তরাগ্ৰাপহতপাপু দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ”
[স্ক্রবাল ০ ৭] ইত্যাদীনি সচেতনং জগৎ তস্য শরীরত্বেন নির্দিষ্ট্য তস্তাত্ম-
ত্বেন পরমাত্মানমুপদিশন্তি । অতশ্চেতনবাচিনোহপি (*) শব্দাশ্চেতন-
স্তাপ্যাত্মভূতং চেতনশরীরকং পরমাত্মানমেবাভিধদতি । যথা অচেতন-
দেবাদিসংস্থান-পিণ্ডবাচিনঃ শব্দাঃ তত্তচ্ছরীরক (+) জীবাগ্নয়ন এব বাচকাঃ
“চত্বারঃ পঞ্চদশরাত্রাঃ (‡) দেবত্বং গচ্ছন্তি” ইত্যাদিষু, দেবা ভবন্তীত্যর্থঃ ।
শরীরস্য শরীরিণং প্রতি প্রকারত্বাৎ প্রকারবাচিনাং শব্দানাং প্রকারিণ্যেব
পর্য্যবসানাৎ শরীরাবিধায়িনাঞ্চ শব্দানাং শরীরপর্য্যবসানাং ন্যায়ম্ ।
প্রকারো হি নাম ‘ইদমিথম্’ ইতি প্রতীয়মানে বস্তুনি ‘ইথম্’ ইতি
প্রতীয়মানোহংশঃ । তস্য তদ্বস্তুপেক্ষত্বেন তৎপ্রতীতেতদ্বস্তুপেক্ষত্বাৎ তস্মি-
ন্নেব পর্য্যবসানং যুক্তমিতি তস্য প্রতিপাদকোহপি শব্দঃ তস্মিন্নেব পর্য্য-

অমৃতধরূপ তিনি তোমার অন্তর্গামী আত্মা, ইত্যাদি । ‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন,
পৃথিবী যাহার শরীর ।’ ‘যিনি জলের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, জল যাহার শরীর,’ এই হইতে
আবিস্ত করিয়া [কথিত হইয়াছে যে,] ‘যিনি অক্ষবেব (আত্মাব) অভ্যন্তরে বিচরণ করেন,
অক্ষব যাহার শরীর, অক্ষব যাহাকে জানে না, সেই নাভাষণই সর্বভূতের অন্তরাত্মা,
নিম্পাপ, অলৌকিক, গ্লোতমান এবং এক বা অদ্বিতীয় ।’ ইত্যাদি । এই কাণ্ডে
অচেতনবাচক শব্দ সমূহও চেতন শরীরধারী এবং চেতনবও আত্মভূত পবনাত্মাবই অভিধায়ক
হইয়া থাকে । ‘পঞ্চদশরাত্রাষ্টা চাবিজন দেবত্ব লাভ করেন’, অর্থাৎ তাহারা দেবতা
হন; ইত্যাদি স্থলে অচেতন শরীরসংস্থানবাচক দেবাদি শব্দ যেক্ষপ তত্ত্ব-শরীরধারী
জীবাগ্নাবই বোধক হইয়া থাকে, তদ্রূপ । আব শরীর যখন শরীরীবিই (আত্মারই)
প্রকার বা বিশেষীভূত, এবং প্রকাববাচক শব্দের যখন প্রকারীতে (বিশেষ্যে) পর্য্যবসান
হওয়াই নিয়মসিদ্ধ, তখন শরীরবাচক শব্দসমূহেব শরীরীতে (স্বীয় ধর্ম্মীভূত আত্মা অর্থে) পর্য্যবসিত
হওয়াই ন্যায় । কাবণ, ‘ইহা এই প্রকার’ এককপে প্রতীতির বিষয়ীভূত বস্তুতে, যে অংশটী
‘ইদং’ (এই প্রকাব) প্রতীতির বিষয়, তাহাবই নাম ‘প্রকাব’ । সেই প্রকারাংশটী সেই
বিশেষ্যেরই অপেক্ষিত; সূত্ররং তর্কিবয়ক প্রতীতিরও সেই ধর্ম্মী বস্তুতেই পর্য্যবসিত বা বিশ্রান্ত
হওয়া যুক্তিসঙ্গত; এইজন্ত তৎপ্রতিপাদক শব্দও সেই বস্তুতেই বিশ্রান্ত হইয়া থাকে ।

(*) চেতনচেতনবাচিনোহপি ইতি (খ) পাঠঃ । (†) তচ্ছরীরক ইতি (গ) পাঠঃ ।

বস্তুতি । অতএব ‘গৌরশো মনুষ্যঃ’ ইত্যাদিপ্রকারভূতাকৃতিবাচিনঃ শব্দাঃ প্রকারিণি পিণ্ডে পর্য্যবস্তুন্তঃ পিণ্ডস্তাপি চেতন-শরীরত্বেন তৎপ্রকারত্বাৎ পিণ্ডশরীরক-চেতনস্তাপি পরমাত্মপ্রকারত্বাচ্চ পরমাত্মন্তেব পর্য্যবস্তুন্তীতি (*) সর্বশব্দানাং পরমাত্মৈব বাচ্যঃ, ইতি পরমাত্ম-বাচকশব্দেন সামানাদিকরণ্যং মুখ্যমেব (†) ॥ ১৮ ॥

ননু ‘ষণ্ডো গোঃ, ষণ্ডঃ গুরুঃ’ ইতি জাতি-গুণবাচিনামেব পদানাং দ্রব্যবাচিপদৈঃ সহ সামানাদিকরণ্যং দৃষ্টম্ ; দ্রব্যাত্মন্তু দ্রব্যান্তর-প্রকারত্বেন মন্বথীয়প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ, যথা ‘দণ্ডী, কুণ্ডলী’ ইতি । নৈবম্ ; জাতিবা গুণো বা দ্রব্যং বা নৈতেশ্বেকমেব সামানাদিকরণ্যে (‡) প্রযোজকম্, অতোহ্যস্মিন্ ব্যভিচারাত্, নস্ত পদার্থস্ত কশ্চিৎ প্রকারতয়েব সম্ভাবঃ, তস্ত তদপৃথক্সিদ্ধি-স্থিতি-প্রতীতিভিঃ (§) তদ্বাচকানাং শব্দানাং স্বাভিধেয়-বিশিষ্টদ্রব্যবাচিত্বাৎ ধম্মান্তরবিশিষ্ট-তদ্ ব্যাচিনা শব্দেন সামানাদিকরণ্যং

এই জন্তই আকৃতিবোধক ‘গো, অশ্ব, মনুষ্য’ প্রভৃতি শব্দসমূহ প্রকাববাচক হইয়াও তৎপ্রকাবীভূত দেহপিণ্ড অর্থে পর্য্যবসিত হয়, সেই দেহপিণ্ডও যখন চেতনবট শরীর ; সুতরাং তাহাবট প্রকারস্বরূপ, এবং সেই দেহবিশিষ্ট চেতনও আবাব পবনাত্ম্যবট ‘প্রকার’ বা ধর্ম্মস্বরূপ ; এইজন্ত ঐ সকল শব্দ পবনাত্ম্যত্বেই পবিসমাপ্ত হয় । এইরূপে পবনাত্ম্যই সমস্ত শব্দেব মুখ্যার্থ ; সুতরাং পবনাত্ম্য-বাচক শব্দেব সহিত যে, সামানাদিকবণ্য, তাহা মুখ্যই (গৌণ নহে) ॥ ১৮ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে,—‘ষণ্ডী (ষাঁড়ী) গো, ষণ্ডী গুরুবর্ণ’ ইত্যাদি স্থলে দ্রব্যবাচক ‘ষণ্ড’ পদের সহিত জাতি ও গুণ-বাচক (গো ও গুরুাদি) পদেরই সামানাদিকবণ্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু দ্রব্যবাচক পদসমূহ অপব দ্রব্যের প্রকাব বা বিশেষণীভূত হইলে তাহাব উত্তর মন্বথীয় প্রত্যয়ই হইতে দেখা যায় ; যথা—‘দণ্ডী’, ‘কুণ্ডলী’ প্রভৃতি, [এখানে দণ্ড ও কুণ্ডল দ্রব্য দুইটা পুরুষরূপ অপব দ্রব্যের ধর্ম্ম হইয়াছে] । না—ইহা একরূপ নহে ; কাবণ, পবম্পরেব মধ্যে ব্যভিচার রহিয়াছে । যে পদার্থ অপব পদার্থের প্রকাব বা বিশেষণ না হইয়া কখনও থাকিতে পারে না, সেই পদার্থের সম্ভা, অন্ববৃতি এবং প্রতীতিও সেই প্রকারীভূত পদার্থ হইতে পৃথক্ হয় না ; এই কারণে, সেই শব্দগুলিও স্বার্থবিশিষ্ট দ্রব্যেব বাচক হইয়া থাকে ; তন্নিবন্ধন অস্ত্রধর্ম্মবিশিষ্ট সেই দ্রব্যবাচক শব্দেব সহিত উক্ত পবাবৃত্ত পদার্থবাচক শব্দসমূহেব সামানাদিকরণ্য বৃক্তিসম্মতই হয় । আর যেখানে পৃথক্সিদ্ধি বা স্বাধীন-সত্তাসম্পন্ন ও স্বার্থে বিশ্রান্ত কোন দ্রব্যের কদাচিৎ

(*) অতএব ইত্যাদিকঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে ।

(†) মুখ্যবৃত্তঃস্ব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) সামানাদিকরণ্য-অ’ ইতি (খ গ) পাঠঃ ।

(§) প্রতিপত্তিভঃ’ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

যুক্তমেব । যত্র পুনঃ পৃথকসিদ্ধস্ত (*) অনিষ্ঠস্তৈব দ্রব্যস্ত (+) কদাচিৎ
কচিৎ দ্রব্যান্তর-প্রকারত্বমিষ্যতে (‡); তত্র মত্বর্থায প্রত্যয় ইতি নিরবচ্ছিন্ন ॥

তদেবং পরমাত্মনঃ শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাদচিদ্ধিবিশিষ্টস্ত (§) জীবস্তাপি
জীবনির্দেশবিশেষরূপা (||) ‘অহং ত্বম্’ ইত্যাদিশব্দাঃ পরমাত্মানমেবাচক্ষতে,
(||) ইতি ‘তত্ত্বমসি’ ইতি সামানাদিকরণ্যেনোপসংহতম্ ; এবঞ্চ সতি
পরমাত্মানং প্রতি জীবস্ত শরীরতয়া অন্বয়াৎ জীবগতা ধর্ম্মাঃ পরমাত্মানং
ন স্পৃশন্তি যথা স্বশরীরগতা বালত্বদ্ব্যবহাদয়ো ধর্ম্মা জীবং ন স্পৃশন্তি ।
অতস্তত্ত্বমসীতি সামানাদিকরণ্যে ‘তৎ’-পদং জগৎকারণভূতং সত্যসংকল্পং
সর্ব্বকল্যাণগুণাকরং নিরন্তরসমস্তহেয়গন্ধং পরমাত্মানমাচক্ষে । ‘ত্বম্’

অপব দ্রব্যে প্রকাবতা প্রতীত হয়, সেখানেই মত্বর্থায প্রত্যয় হইয়া থাকে ; ইহাই নির্দেশ
কল্পনা (**) ।

অতএব, এইরূপে [জানা যায় যে,] অচিদ্ধিশিষ্ট (জড়সহকৃত) জীবও যখন পরমাত্মার
শরীর বলিয়াই তাঁহাব প্রকাব বা ধর্ম্মরূপ ; তখন অচিদ্ধিশিষ্ট জীব-নির্দেশক ‘আমি, তুমি’
ইত্যাদি শব্দগুলিও পরমাত্মাবই বোধক হয় ; সুতরাং “তৎ ত্বমসি” এই সামানাদিকরণ্যেও
তাঁহাটি প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিতে হইবে, এইরূপে জীবাত্মা পবমাত্মাব শব্দাবস্থানীয় হওয়ায়
স্বায় শব্দাবগত বালত্ব, যুবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মনিচয় যেকপ জীবকে স্পর্শ কবে না, সেইরূপ জীবগত
ধর্ম্মসমূহও পবমাত্মাকে স্পর্শ কবিতে পাবে না । অতএব, “তৎ ত্বম্ অসি” এই সামানাদিকরণ্য
স্থলে ‘তৎ’ পদটী সত্যসংকল্প, সমস্তকল্যাণময়গুণেব আকব এবং সর্ব্বপ্রকাব হেয়সম্বন্ধশূন্য জগৎ-
কাবণ পবমাত্মাকেই প্রতিপাদন কবিতেছে ; আব ‘ত্বং’ পদেও অচেতন-শব্দাবসম্পন্ন জীব বাঁহাব
শরীর, সেই পবমাত্মাকে প্রতিপাদন কবিতেছে, সুতরাং তত্ত্বভয়েব সামানাদিকরণ্য অবাদেই

(*) সিদ্ধার্থস্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) কস্তচিৎ ইতি (খ, গ) পুস্তকভেদঃ পাঠঃ ।

(‡) মবগম্যতে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) অচিদ্ধিশিষ্টজীবস্ত ইতি (খ) পাঠঃ । অচিদ্ভাবিশিষ্টস্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(||) বিশেষনির্দেশরূপাঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (||) অনাত্মানমেবাচক্ষতে ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(**) তাৎপর্য্য- উক্ত নিয়মেব বাড়িচার প্রদর্শনার্থ ‘ত্বম্’ ইত্যাদি বাক্য শারদ্ধ হইয়াছে । বলা হইয়াছে
যে, যে সকল পদার্থ অপর কোন পদার্থের সহিত সম্বন্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না, পরন্তু পরামুগতভাবেই
থাকে ; সেই সকল পদার্থের সত্ত্ব, অবস্থিতি ও প্রতীতি, এ সমস্তই অপর পদার্থের অপেক্ষিত, সুতরাং
তাঁহারা নিয়তই কোন না কোনও পদার্থের বিশেষণ হইয়া থাকে ; কাজেই তদ্বোধক শব্দগুলিও সেই বিশেষণ-
বিশিষ্ট দ্রব্যের বোধক হইয়া থাকে । অতএব সেই স্থলেই পরামুগত জাতি-গুণাদিবাচক শব্দের সহিত
তদ্বিশিষ্ট জবাবাচক শব্দের সামানাদিকরণ্য বা অভেদ সম্বন্ধে অবয়ব হইয়া থাকে, সর্ব্বত্র নহে । আর যে সকল
দ্রব্য পৃথক্‌স্ব, পৃথক্‌ প্রতীতিগম্য ও স্বপ্রতিষ্ঠ ; অথচ কখন কখন অপর দ্রব্যের বিশেষণও হয় ; সেই
সকল পদার্থের উত্তরই মত্বর্থায প্রত্যয় হইয়া থাকে । অতএব, কেবল জাতি, গুণ বা দ্রব্যমাত্রই সামানাদিকরণ্যের
কারণ নহে

ইতি চ তমেব সশরীর-জীবশরীরকমাচক্ষে, ইতি সামান্যাদিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তম্ ।
 প্রকরণাবিরোধঃ সর্বত্রপ্রত্যাবিরোধো ব্রহ্মণি নিরবচ্চে কল্যাণৈকতানেহ-
 বিদ্যাদিদোষগন্ধাভাবশ্চ । অতো জীব-সামান্যাদিকরণ্যমপি বিশেষণ-
 ভূতাজ্জীবাদন্তত্বমেবাপাদয়তীতি বিজ্ঞানময়াৎ জীবাদন্ত এবানন্দময়ঃ
 পরমাত্মা ॥ ১৯ ॥

যতুভ্যং “তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা” ইত্যানন্দময়স্য শারীরত্ব-
 শ্রবণাজ্জীবাৎ (*) অন্যত্বং ন সম্ভবতীতি ; তদযুক্তম্ ; অস্মিন্ প্রকরণে
 সর্বত্র “তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্বস্তু” ইতি পরমাত্মন এব
 শারীরাত্মত্বাভিধানাৎ (†) । কথং ? “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
 সমুতঃ” ইত্যাকাশাদিসৃজ্যবর্গস্য পরম কারণত্বেন (‡) প্রজ্জাতজীব-
 ব্যতিরেকস্য পরস্য ব্রহ্মণ আত্মত্বেন ব্যপদেশাৎ তদ্ব্যতিরিক্তাকাশাদীনা-
 মন্নময়পর্যন্তানাং তচ্ছরীরত্বমবগম্যতে । “যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাপঃ
 শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্যাকাশঃ শরীরং,
 যস্যাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, এষ সর্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্ণা

উপপন্ন হইতে পারে ; নিদোষ ও সর্বকল্যাণপ্রবণ ব্রহ্মবিষয়ে কোন প্রকার প্রকরণ বিরোধ
 কিংবা শ্রুতি বিরোধও হইতেছে না, এবং অবিদ্যা-দোষ-সংস্পর্শেব গন্ধমাত্রও থাকিতেছে না ।
 অতএব, উক্ত সামান্যাদিকরণ্যও বিশেষণীভূত জীব হইতে পরমাত্মাব ভেদই প্রতিপাদন করিয়া
 থাকে । অতএব, বিজ্ঞানময় জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাই ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ ॥ ১৯ ॥

আর যে, ‘এই শারীরট (জীবট) তাহাব আত্মা,’ এই স্থলে আনন্দময়ের শারীরত্ব শ্রবণ হেতু
 তাহার আর জীবাতিরিক্তত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত হয়
 নাই ; কারণ, এই প্রকরণে ‘ইহাট তাহাব শারীর (শরীরাত্মানী) আত্মা, যাহা পূর্বতনের আত্মা,’
 এইরূপে সর্বত্র পৰমাত্মানট শারীরত্ব অভিহিত হইয়াছে । [সর্বত্র যে, পরমাত্মাবট শারীরত্ব
 অভিহিত হইয়াছে, তাহা জানা যায়] কি প্রকারে ?—‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন
 হইয়াছে,’ এই স্থলে সৃজ্যমান আকাশাদিব পরম কারণরূপে পূর্বাগত জীব হইতে অতিরিক্ত
 বা পৃথগ্ভূত পরব্রহ্মকে ‘আত্মা’রূপে নির্দেশ করার তদতিবিক্ত আকাশাদি অন্নময় পর্য্যন্ত সমস্ত
 পদার্থই যে, তাহার শরীর, ইহা জানা যায় । বিশেষতঃ, ‘পৃথিবী যাহার শরীর, জল যাহার
 শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, অক্ষর যাহার শরীর,
 মৃত্যু যাহার শরীর, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, চোতমান অদ্বিতীয়

(*) বিশেষণভূতজীবাৎ ইতি (প) পাঠঃ ।

(†) স্বাভিধানো ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) প্রতিজাতজীব ইতি (ক, খ) পাঠঃ

দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [স্ববাল০ ৭] ইতি স্ববালশ্রুত্যা সর্বতত্ত্বানাম্
পরমাত্মশরীরত্বং স্পষ্টমভিধীয়তে । অতঃ “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ”
ইত্যত্রৈবাময়স্য পরমাত্মৈব শারীর আত্মৈত্যবগতঃ । প্রাণময়ঃ
প্রস্তুত্যা—“তস্মৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্বস্য” ইতি । পূর্বস্তান্ন-
ময়স্য যঃ শারীর আত্মা শ্রুতাস্তুরসিদ্ধঃ পরমকারণভূতঃ পরমাত্মা, স এব
তস্য প্রাণময়স্তাপি শারীর আত্মৈত্যর্থঃ । এবং মনোময়-বিজ্ঞানময়য়োদ্রেক-
ব্যম্ । আনন্দময়ে তু ‘এষ এব’ ইতি নির্দেশঃ তস্তানন্তাত্মত্বং দর্শয়িতুম্
তৎ কথং ? বিজ্ঞানময়স্তাপি পূর্ববাক্ত্যা নীত্যা পরমাত্মৈব শারীর আত্ম-
ত্ববগতঃ (*) । এবং সতি বিজ্ঞানময়স্য যঃ শারীর আত্মা, স এবানন্দময়
স্তাপি শারীর আত্মা, ইত্যুক্তে আনন্দময়স্তাভ্যাসাবগত-পরমাত্মভাবস্য পরমা

নাবায়ণ ।’ এই স্ববাল শ্রুতিতে সমস্ত বস্তুই পবমাত্মার শরীর বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে অভিহি
হইয়াছে । অতএব, পবমাত্মাই যে, অন্তর্যমের শারীর আত্মা, ইহা ‘সেই এই আত্মা হইতে’ এ
শ্রুতিতেই [আত্মশব্দ থাকায়] জানা গিয়াছে । ‘প্রাণময়’ কোষের উপক্রম করিয়া বলিয়া
ছেন—‘পূর্বস্য যাহা [শারীর আত্মা], তাহারও (প্রাণময়েরও) ইহাই শারীর আত্মা
ইহার অর্থ এই যে, অগ্নিশ্রুতি-প্রসিদ্ধ পরমকারণ, যে পরমাত্মা পূর্ববর্তী অন্তর্যম কোষের শারী
আত্মা, তিনিই সেই ‘প্রাণময়’ কোষেরও শারীর আত্মা । ‘মনোময়’ ও ‘বিজ্ঞানময়’ সম্বন্ধে
এইরূপই বৃত্তিতে হইবে । কিন্তু, ‘আনন্দময়ে’ যে, “এষ এব” (ইনিই) কথার উল্লে
হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, ‘আনন্দময়ের’ শারীর আত্মাটি ‘আনন্দময়’ হইতে অগ্ন
পৃথক্ নহে । এই অভিপ্রায়-প্রদর্শনার্থ ই “এষ এব” কথার নির্দেশ হইয়াছে । [এখন ও
হইতেছে যে,] তাহাই বা হয় কি প্রকারে ? [উত্তর—] পূর্বকথিত প্রণালী অনুসারে জা
যায় যে, পরমাত্মাই বিজ্ঞানময়েরও শারীর আত্মা, এইরূপ হইবে, ‘বিজ্ঞানময়ের যাহা শারী
আত্মা, ‘আনন্দময়েরও তাহাই শারীর আত্মা’ ; এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, আনন্দময়ের (আন
শব্দের) অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ উক্তি দ্বারা যাহার পবমাত্মত্ব জানা গিয়াছে ; সেই পরমাত্মা নিজে
নিজের আত্মস্বরূপ [তাহার আব পৃথক্ আত্মা নাই] (†) । এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে জানা য

(*) ত্ববগতম্ ইতি (খ,গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—অভ্যাস অর্থ পুনঃ পুনঃ উক্তি, যদিও সম্প্রদায় ‘আনন্দময়’ শব্দের অভ্যাস পরিদৃষ্ট হয় না
কেবল, ‘আনন্দ’ শব্দেরই অধিকাংশ স্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয় সত্য, তথাপি, পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়
‘আনন্দ’ ও ‘আনন্দময়’ একই পদার্থ । দেখা যায়, “আনন্দো ব্রহ্মৈতি বাজানাম্” (আনন্দকে ব্রহ্ম বহি
জানিয়াছিলেন) ; ইত্যাদি স্থলে ‘আনন্দ’ শব্দে যাহার উল্লেখ হইয়াছে ; তাহাকেই আবার “এতদানন্দম
মাত্মানমুপসংজ্ঞম্,” (এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া) ইত্যাদি স্থলে ‘আনন্দময়’ শব্দে অভিহিত ব
হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, আনন্দময়ের পরমাত্মত্ব জ্ঞাপনার্থ বহুস্থানেই উপদেশ রহিয়াছে, হুতরাং আনন্দ
শব্দাভিহিত পরমাত্মার আর পৃথক্ আত্মা নাই, নিজেই নিজের আত্মা ; হুতরাং শব্দাভিহিত ‘পুচ্ছব্রহ্ম
এখানে পরিগৃহীত হইতে পারে না ।

অনঃ স্বয়মেবাত্মৈত্যবগম্যতে । এবঞ্চ স্বব্যতিরিক্তং চেতনাচেতনবস্তুজাতং
স্বশরীরমিতি স এব নিরুপাধিকঃ শারীর আত্মা । অতএবেদং পরং
ব্রহ্মাধিকৃত্য প্রবৃত্তং শাস্ত্রং ‘শারীরকম্’ ইত্যভিযুক্তৈরভিধীয়তে । অতো
বিজ্ঞানমম্যাজ্জীবাদন্ত্য এব পরমাত্মানন্দময়ঃ ॥ ১৩ ॥

আহ—নায়মানন্দময়ো জীবাদন্ত্যঃ, বিকারশব্দস্য ময়ট্ প্রত্যয়স্য শ্রব-
ণাৎ । “ময়ড্ বৈতয়োঃ” ইতি প্রকৃত্য, “নিত্যং বুদ্ধ-শরাদিভাঃ” [অষ্টা০
৪।৩।১৪৪] ইতি বিকারার্থে ময়ট্ স্মর্যতে । বুদ্ধশচায়মানন্দশব্দঃ ।

ননু প্রাচুর্য্যোহপি ময়ড্ভিস্তি “তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্” [অষ্টা০ ৫।৪।২১]
ইতি স্মৃতেঃ ; যথা ‘অন্নময়ো যজ্ঞঃ’ ইতি ; স এবায়ং ভবিষ্যতি ।
মৈবম্ ; ‘অন্নময়ঃ’ ইতু্যপক্রমে বিকারার্থত্বং দৃষ্টম্ ; অত ঔচিত্যাদস্যাপি
বিকারার্থত্বমেব যুক্তম্ ।

যে,] পরমাত্মতিরিক্ত চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই তাহার নিজের শরীরস্থানীয় ; অতএব,
তিনিই নিরুপাধি (স্বাভাবিক) শারীর আত্মা ; [অপব কেহ নহে] এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ,
পৰমব্রহ্ম প্রতিপাদনার্থ আরম্ভ এই শাস্ত্রকে [ব্রহ্মসূত্রে] ‘শারীরক’ নামে অভিহিত করিয়া
থাকেন । অতএব, নিশ্চয়ই ‘বিজ্ঞানময়’ জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাই ‘আনন্দময়’ শব্দের
অর্থ ॥ ১৩ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই ‘আনন্দময়’ জীব হইতে পৃথক্ হইতে পারে না ; বিকারবাচী ‘ময়ট্’
প্রত্যয়ের শ্রবণই তাহার হেতু । ‘এই উভয়ের উত্তর বিকল্পে ময়ট্ প্রত্যয় হয়,’ এই প্রকরণেই
‘বুদ্ধ ও শরাদি শব্দের উত্তর [ময়ট্ হয়],’ এই সূত্রে বিকারার্থে ‘ময়ট্’ প্রত্যয় বিহিত আছে ।
এই ‘আনন্দ’ শব্দটীও ‘বুদ্ধ’ সংজ্ঞাত্ত্বক্ ; (*) [স্তবং : ‘এখানে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়’
হওয়াই উচিত] ।

তাল, ‘তৎপ্রকৃতবচনে অর্থাৎ তাহাব প্রাচুর্য্যাভিধানে ময়ট্ প্রত্যয় হয়,’ এই সূত্রানুসারে
‘প্রাচুর্য্যার্থেও ত ‘ময়ট্’ প্রত্যয়ের বিধান বহিয়াছে । যেমন ‘অন্নময় যজ্ঞ’ । এখানেও সেই ময়ট্
প্রত্যয়ই হইতে পারে ? না—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, এখানে প্রারম্ভেই (প্রথমেই)

(*) সম্পূর্ণ সূত্রটী এইরূপ—‘ময়ট্ বা এতর্থাভিধায়াম্ অন্তর্য্যাস্তদন্থঃ’ । [অষ্টাধ্যায়ী—৪.৩।১৪৩]
ইহার অর্থ এইরূপ—অন্তর্গার্থ ও আচ্ছাদনার্থ ভিন্ন যে বিকার ও অবয়ববাক্য শব্দ, তাহার উত্তর বিকল্পে
‘ময়ট্ প্রত্যয় হয় । “নিত্যং বুদ্ধ-শরাদিভাঃ” অষ্টাধ্যায়ী—৪।৩।১৪৪], ইহার অর্থ এইরূপ—‘বুদ্ধ’ শব্দ
ও শরাদিগণের অন্তর্গত শব্দের উত্তর নিত্যই ‘ময়ট্’ প্রত্যয় হয় । যে শব্দের আদি স্বরটী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, তাহাকে
‘বুদ্ধ’ বলা হইয়াছে । ‘আনন্দ’ শব্দের ও আদি স্বরটী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা দীর্ঘ, সুতরাং ‘বুদ্ধ’ সংজ্ঞাত্ত্বক্ । অতএব
আনন্দ শব্দের উত্তর বিকারার্থেই ‘ময়ট্’ প্রত্যয় হওয়া উচিত ।

কিঞ্চ, প্রাচুর্যার্থত্বেহপি জীবাত্ত্বং(*)ন সিধ্যতি । তথাহি—‘আনন্দপ্রচুরঃ’ ইত্যুক্তে দুঃখমিশ্রমবজ্জনীয়ম্ । আনন্দস্য হি প্রাচুর্যং দুঃখস্তাল্পমবগময়তি । দুঃখমিশ্রম্বেব হি জীবত্বম্ ; অত উচিত্য প্রাপ্তবিকারত্বমেব যুক্তম্ ।

কিঞ্চ, লোকে ‘মৃগয়ং, হিরণ্যং, দারুণময়ম্’ ইত্যাদিষু, বেদে চ “পৰ্ণময়ী জুহুঃ, শমীমযাঃ স্রচ্চঃ, দৰ্ভময়ী রশনা” ইত্যাদিষু ময়টো বিকারার্থে প্রয়োগ-বাহুল্যাৎ স এব প্রথমতরং ধিয়মধিরোহতি । জীবস্য চানন্দবিকারত্ব-মন্ত্যেব । তস্য স্তত আনন্দরূপস্য সতঃ সংসারিত্বাবস্থা তদ্বিকার এবতি অতো বিকারবাচিনো ময়টপ্রত্যয়স্য শ্রবণাদানন্দময়ো জীবাদনতিরিক্ত ইতি তদেতদনুভাষ্য পরিহরতি—

‘অন্নময়’ শব্দের বিকারার্থে দৃষ্ট হইয়াছে । অতএব, উচিত্যানুসারে (প্রথম প্রাপ্ত অর্থ-গ্রহণে গ্রাহ্যতা হেতু) এখানেও বিকারার্থ হওয়াই যুক্তিসম্মত (†) ।

আবও এক কথা, প্রাচুর্যার্থ হইলেও [আনন্দময় যে,] জীব হইতে ভিন্ন ; ইহা সি হইতেছে না । দেখ, [ব্রহ্ম] ‘আনন্দপ্রচুর’ এই কথা বলিলে তাঁহাকে দুঃখসংস্পর্শহিত বৎ যায় না, অর্থাৎ তাঁহাতে অল্পপরিমাণে দুঃখসম্বন্ধও স্বীকার করিতেই হয় ; কেনন আনন্দের প্রাচুর্যই [তাঁহাতে] অল্পপরিমাণে দুঃখেরও অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে । আ সেই দুঃখসম্বন্ধই জীবের জীবত্ব ; অতএব, উচিত্যানুস বিকারার্থই যুক্তিযুক্ত ।

অপিচ, ‘মৃগয়, হিরণ্য, দারুণময়,’ ইত্যাদি লৌকিক প্রয়োগে এবং ‘পৰ্ণময়ী জুহু (পা বিশেষ), শমীময়ী স্রচ্চসমূহ, দৰ্ভময়ী রশনা (কাঞ্চী—চন্দ্রহার)’ ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগে বিকারার্থে ময়টপ্রত্যয়ের ব্যবহার-বাহুল্যানিবন্ধন সেই বিকারার্থটাই প্রথমতঃ বুদ্ধি-পথে আসি হইয়া থাকে ; জীবের পক্ষে ত আনন্দ-বিকারত্ব অনিশ্চিতই আছে ; কারণ, আনন্দরূপত তাহার স্বাভাবিক অবস্থা, আর সংসারিত্ব অবস্থাটা তাহার আনন্দবিকার মাত্র । অতএ বিকারবাচী ময়ট প্রত্যয়েব শ্রবণ হেতু ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ জীব হইতে অতিরিক্ত হই পারে না । এই আপত্তির উল্লেখপূর্বক সমাধান কবিতোহেন—“বিকার-শব্দাৎ” ইত্যাদি ।

(*) ‘ত্বম্’ ইতি (ব. গ) পাঠঃ ।

(†) যদিও প্রাচুর্যার্থে ‘ময়ট’ প্রত্যয়ের বিধান আছে সত্য, তথাপি আলোচ্য স্থলে এখানেই ‘অন্নময়’ শব্দে বিকারার্থে ‘ময়ট’ প্রত্যয় দেখা যাইতেছে, এবং উপক্রমোপান্ত অর্থ গ্রহণ করাই যখন যুক্তি সম তখন ‘আনন্দময়’ শব্দে বিকারার্থেই ‘ময়ট’ স্বীকার করিতে হয়, প্রাচুর্যার্থে নহে ।

বিকারশব্দান্নেতি চেম প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১।১।১৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকারশব্দাং (বিকারবাচক শব্দ হেতু), ন (না), ইতি (ইহা)

চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না), প্রাচুর্য্যাৎ (আধিক্যহেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—‘বিকারশব্দাং’ ময়টপ্রত্যয়স্ত বিকারবাচিহ্মাং ‘আনন্দময়ঃ’ পরমাত্মা ন ভবিতুমর্হতি, ইতি চেৎ ; ন ; কুতঃ ? প্রাচুর্য্যাৎ, ময়ট প্রত্যয়স্ত প্রাচুর্য্যাথেহপি বিহিতত্বাৎ, অত্রাপি চ তৈশ্চ গ্রহণাদিত্যর্থঃ ।

যত্বেপি বিকারার্থকান্নময়াদিপ্রকরণপঠিতেন্নেদেব আনন্দময়ত্বাপি বিকারার্থতা, ততশ্চ জীবপরতা প্রসজ্যতে ; তথাপি ‘ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ’ ইত্যাদিভিঃ প্রতিশতৈজীবত্বাপি অবিকারত্বাভিধানাং প্রাচুর্য্যার্থে চ ময়টো বিহিতত্বাৎ তদর্থং তৈশ্চ চাত্র পরিগ্রহাৎ ন জীব আনন্দময়ঃ, কিন্তু পবমান্নৈব, ইত্যশয়ঃ ॥

যদি বল, ‘আনন্দময়’ শব্দেব পরবর্তী ময়ট প্রত্যয়টো বিকাবাত্বে বিহিত ; সূত্রাং অবিকার পরমাত্মা ‘আনন্দময়’ পদবাচ্য হইতে পারেন না ; না—তাহা বলা যায় না ; কাবণ, এখানে ময়টের অর্থ—প্রাচুর্য্য (নিরতিশয়ত্ব), কিন্তু বিকার নহে ।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও বিকারার্থক ‘ময়ট’-প্রত্যয়ান্ত ‘অন্নময়াদি’ব প্রকরণে পঠিত বলিয়া ‘আনন্দময়’ শব্দেও সেই বিকারার্থই পবিগৃহীত হইতে পারে, এবং তাহাব ফলে ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ পরমাত্মা না হইয়া জীবই হইতে পারে, সত্য ; কিন্তু ‘বিপশ্চিৎ (আত্ম-তৎকাল) জন্মে না, মরে না,’ ইত্যাদি শত শত প্রতিবাক্যে যখন জীবেরও বিকারধর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিকারার্থ গ্রহণ কবিলেও ‘আনন্দময়’ শব্দে জীবকে বুঝাইতে পারে না ; পক্ষান্তরে প্রাচুর্য্যার্থেও ময়টের বিধান থাকায়, ত্রক্ষে আনন্দপ্রাচুর্য্যের সম্ভব হওয়ায় এবং দুঃখবহুল জীবে ‘অনন্দ-প্রাচুর্য্যে’ব অভাব থাকায়ও এখানে পরমাত্মাই ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ—জীব নহে ॥ ১।১।১৪ ॥]

নৈতদ্যুক্তম্ ; কুতঃ ? ‘প্রাচুর্য্যাৎ’—পরস্মিন ব্রহ্মণ্যানন্দপ্রাচুর্য্যাৎ ; প্রাচুর্য্যার্থে চ (*) ময়টঃ সম্ভবাৎ । এতদুক্তং ভবাত—শতগুণতোত্তরক্রমেণাভ্যস্তমানস্থানন্দস্য জাবাশ্রয়ত্বাসম্ভবাৎ ব্রহ্মাশ্রয়োহয়মানন্দ ইতি নিশ্চিতে সতি, তস্মিন ব্রহ্মণি বিকারাসম্ভবাৎ প্রাচুর্য্যেহপি ময়ড্বিধি-

[‘আনন্দময়’কে যে জীবস্বরূপ বলা হইয়াছে,] ইহা দুক্তিগুক্ত হয় নাই ; কারণ ?—পরত্রক্ষে আনন্দ-প্রাচুর্য্যই তাহার কারণ । এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইতেছে যে, উত্তরোত্তর শত-গুণক্রমে বদ্ধিত বলিয়া পুনঃ পুনঃ যে, আনন্দের উল্লেখ আছে, জীবে অসম্ভববশতই ঐ আনন্দকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে ; সূত্রাং সেই আনন্দের যখন ব্রহ্মাশ্রিতত্বই নিশ্চিত হইল, তখন সেই ত্রক্ষে বিকারের অসম্ভব হওয়ায় এবং প্রাচুর্য্যার্থেও ‘ময়ট’ প্রত্যয়ের বিধান থাকায়

সম্ভাব্য আনন্দময়ঃ পরং ব্রহ্মেতি । ওঁচিত্যাং প্রয়োগপ্রোচ্য (*) চ ময়টো বিকারার্থত্বমর্থবিরোধাম্ সম্ভবতি ।

কিঞ্চ, ওঁচিত্যাং প্রাণময় এব পরিত্যক্তং, তত্র বিকারার্থত্বাসম্ভবাৎ । অতস্তত্র পঞ্চবৃত্তেৰ্বাযোঃ প্রাণবৃত্তিমতামাত্রেণ প্রাণময়ত্বম্, প্রাণাপানাদিষু পঞ্চসু বৃত্তিষু প্রাণবৃত্তেঃ প্রচুরত্বাদ্ধা । নচ প্রাচুর্যে ময়টুপ্রত্যয়স্য প্রোচি-
নান্তি ; ‘অন্নময়ো যজ্ঞঃ’ (+) ‘শকটময়ী যাত্রা’ ইত্যাদিदर्শনাৎ ।

যতুক্তম্, আনন্দ-প্রাচুর্যমন্নত্বংসম্ভাবমবগময়তীতি ; তদসৎ ; তৎ-
প্রচুরত্বং হি তৎপ্রভূতত্বমেব ; তচ্চেতরস্য সত্তাং নাবগময়তি ; অপি তু
তস্যান্নত্বং নিবর্তয়তি । ইতরসম্ভাবাসম্ভাবৌ তু প্রমাণান্তরাবসেয়ো ; ইহ চ
প্রমাণান্তরেণ তদভাবোহবগম্যাতে “অপহতপাপনা” ইত্যাদিনা । তত্রৈ-

পবরদ্ধই ‘আনন্দময়’ (আনন্দময় শব্দের অর্থ) । বিকারার্থটী বিকল্প হওয়ায় ওঁচিত্য কিংবা
প্রয়োগ-দার্চ্যের ‘অনুবোধেও [এখানে] ‘ময়টু’ প্রত্যয়ের বিকারার্থতা সম্ভবপর হইতেছে
না (+) ।

অপিচ, প্রকরণের অনুয়োণ ত ‘প্রাণময়’ শব্দেই পরিত্যক্ত হইয়াছে ; কারণ, সেখানে
বিকারার্থের সম্ভব নাই ; অতএব, সেখানে [প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই] পঞ্চ-
প্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট বায়ুরই কেবল প্রাণ-বৃত্তিব (জীবনধারণরূপ ব্যাপারে) অনুসারে, অথবা
প্রাণাপানাদি পাঁচটি বৃত্তিতেই প্রাণবৃত্তিব প্রাচুর্যের অনুবোধেই ‘প্রাণময়ত্ব’ বৃত্তিতে হইবে ।
অন্নময় (অন্নবহুল) যজ্ঞ, ‘শকটময়ী (শকটবহুল) যাত্রা (উৎসব)’ ইত্যাদি স্থলে যখন
[প্রাচুর্যার্থেও ময়টু প্রত্যয়ের প্রয়োগ] দেখা যায়, তখন এ কথাও বলা যায় না যে, প্রাচুর্যার্থে
ময়টু প্রত্যয়ের প্রোচি বা প্রয়োগবাহুল্য নাই ।

আর আনন্দ-প্রাচুর্য শব্দে যে অল্পপরিমাণে দুঃখ-সম্ভাবও প্রতীতি করায় বলা হইয়াছে ;
তাহাও উত্তম কথা নহে ; কারণ, আনন্দ-প্রচুরত্ব অর্থ—আনন্দেরই প্রভূতত্ব (আধিক্যমাত্র),
তাহা কখনই অপবের (দুঃখের) সম্ভাব প্রতীপাদন করে না ; পরন্তু, তাহার (নিজেরই) অন্নত
নিবারণ করে মাত্র । সেখানে অপর পদার্থের সম্ভাব ও অসম্ভাব অপর প্রমাণ দ্বারা অবধারণ
করিতে হয় ; অথচ এখানে ‘তিনি নিষ্পাপ’ ইত্যাদি প্রমাণান্তর দ্বারা আনন্দাত্মিক পদার্থের

(*) প্রোচ্যচ্চ, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ‘শরময়ী সেনা’ ইত্যাদিকঃ (খ) পাঠঃ ।

(:) এই প্রকরণে ‘অন্নময়’, ‘প্রাণময়’ প্রভৃতি স্থলে বিকারার্থে ‘ময়টু’ প্রত্যয় হইয়াছে ; প্রকরণপ্রসিদ্ধ
অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ ; হুতরাং তৎপ্রকরণস্থিত ‘আনন্দময়’ শব্দগত ‘ময়টু’ প্রত্যয়েও বিকারার্থ গ্রহণ
করাই উচিত । ‘প্রয়োগপ্রোচি’ অর্থ—প্রয়োগ বাহুল্য — প্রসিদ্ধি ; বিকারার্থেই ‘ময়টু’ প্রত্যয়ের প্রয়োগবাহুল্য
দর্শনে ‘আনন্দময়’ শব্দেও বিকারার্থ গ্রহণ কবাই সম্ভব । অভিপ্রায় এই যে, যেখানে প্রমাণান্তরের সহি
বিরোধ না ঘটে, সেখানেই প্রকরণোচিত্য ও প্রসিদ্ধির আদায় করা হয়, এখানে যখন বিকারার্থ গ্রহণ করি
ত্বের সহিত বিরোধ ঘটে, তখন এখানে প্রকরণ ও প্রসিদ্ধি, উভয়ই পরিত্যজ্য ।

তাবদেব বক্তব্যম্, ব্রহ্মানন্দস্য প্রভূতত্বমজ্ঞানন্দস্যান্নত্বমপেক্ষত (*) ইতি ।
উচ্যতে চ তৎ “স একো মানুষ আনন্দঃ” ইত্যাদিনা জীবানন্দাপেক্ষয়া
ব্রহ্মানন্দো নিরতিশয়দশাপন্নঃ প্রভূত ইতি ।

যাঁচোক্তং, জীবজ্ঞানানন্দবিকারত্বং সম্ভবতীতি ; তদপি নোপপত্ততে,
জীবস্য জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপস্য কেনচিদাকারেণ মৃদ ইব ঘটাত্মাকারেণ পরি-
ণামঃ সকলশ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়বিরুদ্ধঃ । সংসারদশায়াস্তু কস্মিণা (+) জ্ঞানা-
নন্দো সঙ্কুচিতাবিত্যুপপাদয়িষ্যতে । অতশ্চানন্দময়ো জীবাদন্যঃ পরঃ
ব্রহ্ম ॥ ১।১।১৪ ॥

ইতশ্চ জীবাদন্য আনন্দময়ঃ পরঃ ব্রহ্ম —

তদ্বৈত-ব্যপদেশোচ্চ ॥ ১।১।১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্বৈত-ব্যপদেশাৎ (তাহার—জীবানন্দের হেতুরূপে উল্লেখ বশতঃ) চ (৩)
[জীব আনন্দময় নহে ।]

[সরলার্থঃ—তস্য হেতুঃ, তদ্বৈতঃ, তদ্বৈতত্বেন ব্যপদেশঃ, তদ্বৈতব্যপদেশঃ, তস্মাৎ ; “এষ তি
এব আনন্দয়াতি” ইত্যাদিশ্রুত্যা তস্য জীবানন্দস্য হেতুত্বেন আনন্দময়স্য ব্যপদেশাৎ নির্দেশাদপি,
যো হি অজ্ঞান সর্বান আনন্দয়তি, স খলু তেভ্যঃ সর্বোভ্যোহপি প্রচুবানন্দ ইত্যাবশ্যায়তে,
ইত্যতোহপি অয়ম্ ‘আনন্দময়ঃ’ পরঃ ব্রহ্ম বেদিতব্যঃ, নতু প্রত্যাগাছা, ইত্যাবশ্যঃ ॥

‘ইনিই অপব সকলকে আনন্দিত করেন’, এই প্রতিতে ব্রহ্মকেই জীবগত আনন্দের হেতু-
রূপে উল্লেখ করায় ব্রহ্মেরই আনন্দপ্রচুর প্রমাণিত হয় ; সুতরাং ‘আনন্দময়’ অর্থ—
পরব্রহ্ম—জীব নহে ॥ ১।১।১৫ ॥]

অসম্ভাবই পরিজ্ঞাত হইতেছে । উক্ত স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ব্রহ্মানন্দের যে প্রভূতত্ব
(সর্বাবিক্য), তাহা কেবল অপরাপব আনন্দের অন্ততাকেই অপেক্ষা কবে ; আব ব্রহ্মানন্দ যে,
জীবগত আনন্দ অপেক্ষা নিরতিশয়তাবাপন্ন—প্রভূত, তাহা ‘তাহা মানুষের একটি
আনন্দস্বরূপ’ ইত্যাদি প্রতিতেও উক্ত হইতেছে ।

আরও যে, জীবের আনন্দ-বিকারত্ব সম্ভব হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; তাহাও উপপন্ন
হইতেছে না । কারণ, মৃত্তিকার যেরূপ ঘটাদি আকাবে পরিণাম হয়, একমাত্র জ্ঞান ও আনন্দ-
স্বরূপ জীবের যে, সেইরূপ কোন প্রকারে পরিণাম, তাহা সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ ।
সংসারী অবস্থায় যে, তাহাব জ্ঞান ও আনন্দের সংকোচ ঘটে, পরে তাহার উপপাদন করা
যাইবে । এই কারণেও জীব হইতে অতিরিক্ত পরব্রহ্মই আনন্দময় ॥ ১ । ১ । ১৪ ॥

বক্ষ্যমাণ কারণেও ‘আনন্দময়’ অর্থ—জীবাতিরিক্ত—পরব্রহ্ম ; ‘যেহেতু [ব্রহ্মকেই]
জীবগত আনন্দের হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে ।’

“কো হেবান্মাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্মাৎ । এষ হেবানন্দয়াতি [তৈত্তিঃ আনঃ ৭] ইতি । এষ এব জীবানানন্দয়তীতি জীবানামানন্দহেতুঃ (*) অয়ং ব্যপদিশ্যতে । অতশ্চানন্দয়িতব্য-জ্জীবাদানন্দয়িতা অয়মন্য আনন্দময়ঃ পরমাত্মেতি বিজ্ঞায়তে । আনন্দময় এবাত্রানন্দশব্দেনোচ্যত ইতি চানন্তরমেব বক্ষ্যতে (†) ॥ ১।১।১৫ ॥

ইতশ্চ জীবাদন্য আনন্দময়ঃ—

মান্নবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১।১।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—মায়বর্ণিকং (ময়ে কথিত) এব (নিশ্চয়) চ (ও) গীয়তে (কথিত হইতেছে) ॥]

[সব্যর্থঃ—‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণনে অভিহিতং ব্রহ্মেব “তস্মান্না এতস্মাৎ” ইত্যাদৌ ‘আনন্দময়’ শব্দেন গীয়তে অভিধীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’ এই মন্ত্ৰে, যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, ‘সেই এই “অন্নময়” হইতে’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও সেই ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন (জীব নহে) ॥ ১।১।১৬ ॥]

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইতি মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মেবানন্দময় ইতি ‘গীয়তে’ । তত্ত্ব জীবস্বরূপাদন্যৎ পরং ব্রহ্ম । তথাহি— “ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরম্” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইতি জীবস্য প্রাপ্যতয়া ব্রহ্ম

‘যদি এই ‘আকাশ’ (ব্রহ্ম) আনন্দস্বরূপ না হইতেন, [তাহা হইলে] কে-ই বা চেষ্টা করিত, আব কে-ই বা প্রাণধাবণ করিত ? ইনিই [অপবকে] আনন্দিত করেন ।’ অর্থাৎ ইনিই (ব্রহ্মই) জীবগণকে আনন্দিত করেন ; এই কথায় ইহাঁকে জীবগণের আনন্দোৎপাদন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে । ইহা হইতে জানা যায় যে, আনন্দয়িতা বা আনন্দের হেতু-তু এই ‘আনন্দময়’ নিশ্চয়ই আনন্দয়িতব্য (যাহাকে আনন্দিত করিতে হইবে, সেই) জীব হইতে ভিন্ন । এখানে (উক্ত শ্রুতিতে) যে, ‘আনন্দ’ শব্দে ‘আনন্দময়’ই অভিহিত হইয়াছেন তাহা অব্যবহিত পরেই কথিত হইবে ॥ ১ । ১ । ১৫ ॥

এই হেতুও ‘আনন্দময়’ অর্থ জীব হইতে পৃথক্—“[যেহেতু] ময়বর্ণোক্ত ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছে ।’ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’ এই মন্ত্ৰোক্ত ব্রহ্মই এখানে ‘আনন্দময়’ বলিয়া গীত হইতেছেন । সেই ব্রহ্ম কিন্তু জীব হইতে পৃথক্ পরব্রহ্ম । দেখ, ‘ব্রহ্মবিৎ পরমকে প্রাপ্ত হন’, এ

(*) জীবানন্দহেতুঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) ‘উচ্যতে’ ইতি (গ, ড) পাঠঃ । আচক্ষাত ইতি (গ) পাঠঃ ।

নির্দিষ্টম্ । “তদেদাভ্যুক্তা” ইতি—তদ ব্রহ্ম অভিযুক্ত্যুত্যা প্রতিপাদ্যতয়
পরিগৃহ্য, ঋগেযা অধ্যোত্ভিরুক্তা—ব্রাহ্মণোক্ত্যর্থস্য বৈশ্বত্মনেন মন্ত্ৰে
ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ । জীবন্তোপাসকস্য প্রাপ্যং ব্রহ্ম তস্মাদ্বিলক্ষণমেব
অনন্তরঞ্চ “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুৎপত্তঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১]
ইত্যারভ্য উত্তরোত্তরৈব্রাহ্মণৈর্মন্ত্ৰৈশ্চ তদেব বিশদীক্ৰিয়তে । অতঃ
জীবাদন্ত্য আনন্দময়ঃ ॥ ১।১।১৬ ॥

অত্রাহ—যদ্যুপাসকাং প্রাপ্যন্ত ভেদেন ভবিতব্যম্ ; তথাপি ন বস্ত-
ন্তরং জীবান্মাত্রবর্ণিকং ব্রহ্ম ; কিন্তু তস্মৈবোপাসকস্য নিরন্তরমস্ত্যাবিচ্চা-
গক্ষং (৬৩) নির্বিশেষচিন্মাত্রৈকরসং শুদ্ধং স্বরূপং ; (*) তদেব “সত্যং
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইতি মন্ত্ৰেণ বিশোধ্যতে । তদেব চ “যতো বাচো

শ্রুতিতে জীবের প্রাপ্যরূপে ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হইয়াছেন । [শ্রুতিতে আছে—] “তদেদাভ্যুক্তা” (তৎ +
এষা + অভি + উক্তা) । ‘তৎ’ অর্থ—ব্রহ্ম ; ‘অভি’ অর্থ—অভিযুক্তি কবিত্ব অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বা
বর্ণনীয়রূপে পরিগ্রহ করিয়া ; ‘এষা’ অর্থ—এই ঋক্ ; ‘উক্তা’—পাঠকগণ কর্তৃক উক্তা, অর্থাৎ
এই মন্ত্ৰ দ্বারা ব্রাহ্মণোক্ত অর্থই পরিষ্কৃত করা হইতেছে । জীবের প্রাপ্য ব্রহ্ম নিশ্চয়ই জীব
হইতে বিভিন্ন প্রকার । পরেও ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল’, এই হইতে
আরম্ভ করিয়া পর পর মন্ত্ৰ ও ব্রাহ্মণ দ্বারা সেই বিষয়টাই বিশদীকৃত হইতেছে । অতএব,
‘আনন্দময়’ নিশ্চয়ই জীব হইতে ভিন্ন ॥ ১।১।১৬ ॥

এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে যে, যদিও উপাসক হইতে তৎপ্রাপ্য উপাস্য বস্তুর ভেদ থাকি
আবশ্যক ; তথাপি মন্ত্ৰোক্ত ব্রহ্ম কখনই জীব হইতে পৃথক বস্তু নহে ; পরন্তু, সেই উপাসকেরই
যে, সর্বপ্রকাব অবিচ্চা সম্বন্ধবাহিত, নির্বিশেষ, একমাত্র চিন্ময় ও বিশুদ্ধস্বরূপ, তাহারই ‘সত্যং
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’ এই মন্ত্ৰে বিশেষভাবে শোধান—সংস্কার করা হইতেছে,—অর্থাৎ তাহার
দোষ-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক নির্দোষ স্বরূপটি প্রতিপাদন করা হইতেছে মাত্র; তাহাই আবার

(*) শব্দস্বরূপনির্ভি (ক, খ) পাঠ ।

(৩৩) ভাৎপর্ধ্য—কারণাবিচ্চা, কার্যাবিচ্চা, বিক্ষেপিকা অবিচ্চা চ বিবক্ষিতা ‘সমস্ত’-শব্দেন । ‘গন্ধ’-শব্দেন
অপারমর্ধ্যাঃ কলিতঃ, অপুনঃ সম্ভবো বা অতিশ্রেষ্ঠঃ । ‘শুদ্ধ’—কর্মা-তৎফলাধররাহিত্যম্ । (শ্রুতপ্রকাশিকা) ।

অভিপ্রায় এই যে, অবিচ্চার তিনটি অবস্থা (১) কারণাবিচ্চা, (২) কার্যাবিচ্চা, (৩) বিক্ষেপিকা
অবিচ্চা । তদ্ব্যতীত, ঈশ্বরপ্রাপ্ত অবিচ্চা—কারণাবিচ্চা, জীবপ্রাপ্ত অবিচ্চা—কার্যাবিচ্চা, আর ভ্রমাদি
উপাদানভূতা অবিচ্চা বিক্ষেপিকা অবিচ্চা, এই অবস্থাত্রয় ব্রাহ্মহবার উদ্দেশে মূলে ‘সমস্ত’ পদটি প্রসক্ত হইয়াছে ।
আর ‘গন্ধ’ শব্দে অবিচ্চার অসত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অথবা, যেকোন নিবৃত্তি হইলে আর পুনঃপত্তি না হয়,
তাদৃশ নিবৃত্তি বোধনার্থ ‘গন্ধ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘শুদ্ধ’ অর্থ—স্বাভাৱে কর্ম ও কর্মফলের সহিত সম্বন্ধ নাই ।

নিবর্তন্তেহপ্রাপ্য মনসা সহ” [তৈত্তিঃ আন০ ৯] ইতি বাহ্মনসাগোচর-
তয়া নির্বিশেষমিতি গম্যতে । অতন্তদেব মান্ত্রবর্ণিকমিতি তস্মাদনভিরিক্ত
আনন্দময় ইতি । অত উত্তরং পঠতি—

নেতরোহনুপপত্তেঃ ॥১।১।১৭॥

• [পদচ্ছেদঃ—ন (না) ইতবঃ (অপর —মুক্ত আত্মা) অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতি হেতুঃ) ॥]

[সরলার্থঃ—ইতরো জীব এব মান্ত্রবর্ণিক ইতি নাশঙ্কনীয়ম্, কুতঃ?—অনুপপত্তেঃ, “সোহকাম-
য়ত—বহুশ্রাং, প্রজায়েয়” ইতি সংকল্পমাত্রেণ চরাচরনিখিলজগৎশ্রষ্টৃ স্বং বদ্ধস্য মুক্তস্য বা জীবস্য
নোপপত্ততে, অতঃ জীবোহপি নাযং মান্ত্রবর্ণিকতেন আনন্দময় ইত্যভিপ্রায়ঃ ।

ব্রহ্মেতর জীবই যে এখানে মান্ত্রবর্ণিক, এক্রপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না ; কারণ?—
ইচ্ছামাত্রে যে চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করা, তাহা বদ্ধ কিংবা মুক্ত, কোন জীবের পক্ষেই উপপন্ন
হইতে পারে না ; অতএব জীবকে মান্ত্রবর্ণিক বলিয়া আনন্দময় বলা যাইতে পারে না । ১।১।১৭ ॥]

পরমাত্মন ‘ইতরঃ’ জীবশব্দাভিলপ্যো (*) মুক্তাবস্থোহপি ‘ন’ ভবতি
মান্ত্রবর্ণিকঃ । কুতঃ ? ‘অনুপপত্তেঃ’ ; তথাবিধস্তাত্মনো নিরুপাধিকং
বিপশ্চিদ্ধং নোপপত্ততে । ইদমেব হি নিরুপাধিকং বিপশ্চিদ্ধং “সোহ-
কাময়ত—বহু শ্রাং—প্রজায়েয়” [তৈত্তিঃ আন০ ৬] ইতি সত্যসঙ্কল্পত্ব-
প্রদর্শনেন বিবরিষ্যতে (†) । বিবিধং পশ্চাচ্চিদ্ধং হি বিপশ্চিদ্ধম্ । পৃষো-
দরাদিত্বাৎ পশ্চাচ্ছব্দাবয়বশ্চ যচ্ছব্দশ্চ লোপং কৃত্বা ব্যুৎপাদিতো ‘বিপশ্চিৎ’-

‘বাহাকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া বাক্য সমূহ মনের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হয় ।’ এই শ্রুতিবাক্যেও
মনের অগোচর নির্বিশেষ স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে ; অতএব, তাহাই ‘মান্ত্রবর্ণিক’ ;
সুতরাং ‘আনন্দময়’ পদার্থও তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে—তৎস্বরূপই বটে । এই আপত্তি
অনুসারে উত্তর বলিতেছেন—‘কিন্তু অনুপপত্তি বশতঃ অপরও (জীবও) নহে ।’

পরমাত্মা ভিন্ন জীবপদবাচ্য মুক্তাত্মাও মান্ত্রবর্ণিক হইতে পারেন না ; কারণ ? যেহেতু
উপপত্তি বা সঙ্গতি হয় না । কেন না, তাদৃশ অবস্থাপন্ন মুক্তাত্মারও নিরুপাধিক (স্বাভাবিক)
বিপশ্চিৎ (জ্ঞানবত্তা) উপপন্ন হয় না । ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব, জন্মিব’, এস্থলেও
সত্যসংকল্পত্বপ্রদর্শনপূর্বক এই নিরুপাধিক বিপশ্চিদ্ভাবই বিবৃত করা হইবে । নানাপ্রকার
দর্শন করেন বলিয়াই, চেতনের ‘বিপশ্চিৎ,’ (বি = বিবিধ, পশ্চাৎ = জ্ঞাতা, চিৎ = চৈতন্ত) ।
‘পৃষোদরাদি’ নিয়মানুসারে ‘পশ্চাৎ’ শব্দের ‘ষৎ’ অংশ লোপ করিয়া ‘বিপশ্চিৎ’ শব্দ নিষ্পন্ন করা

(*) শব্দাভিলেখঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ‘ব্যপশ্চিদ্ধতে’ ইতি (খ), ‘বিবিচ্যতে’ ইতি (গ) পাঠঃ

শব্দঃ। যত্বপি মুক্তস্ত বিপশ্চিৎ সন্তবতি ; তথাপি তন্ত্বেষ্যাত্নঃ
সংসারদশায়াম্ (*) অবিশ্চিৎত্বমপ্যন্তীতি নিরুপাধিকং বিপশ্চিৎ নোপ-
পত্ততে। নির্বিশেষ-চিন্মাত্রতাপন্নস্ত মুক্তস্ত বিবিধদর্শনাভাবাৎ (+) স্তত্রাং
বিপশ্চিৎ ন সন্তবতীতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্বিশেষং বস্ত প্রতিপাদ্যত-
ইতি চ পূর্বমেবোক্তম্।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইতি চ বাক্যং যদি বাঞ্ছনসয়োত্রক্ষণে
নিরন্তিমভিধীত ; ন ততো নির্বিশেষতাং বস্তনোহবগময়িতুং শক্নুয়াৎ ;
অপি তু বাঞ্ছনসয়োস্তত্রাপ্রমাণতাং বদেৎ ; তথা চ সতি তস্ত তুচ্ছত্বমেবা-
পত্ততে। “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি” ইত্যরভ্য ব্রহ্মণো বিপশ্চিৎ, জগৎকারণত্ব-
মানন্দৈকতানত্বমিতরান্ প্রত্যানন্দয়িত্বং, কামাদেব চিদচিদাত্মকস্ত কৃৎ-
নস্ত্র অষ্টত্বং, স্বজ্যবর্ণানুপ্রবেশকৃত-তদাত্মকত্বং, ভয়াভয়হেতুত্বং, বায়ু-
দিত্যাदीনাং প্রশাসিত্বং, শতগুণিতোত্তরক্রমেণ নিরতিশয়ানন্দত্বমন্ত্যচা-
নেকং প্রতিপাদ্য বাঞ্ছনসয়োত্রক্ষণি প্রবৃত্ত্যভাবেন নিপ্রমাণকং ব্রহ্মেত্যুচ্যত-
ইতি ভ্রান্তজ্ঞিতম্।

হইরাছে। যদিও মুক্ত পুরুষের বিপশ্চিৎত্বাব সম্ভব হ'ব বটে, তথাপি নিকপাধিক (স্বতঃস্ফূট)
বিপশ্চিৎত্বাব উপপন্ন হয় না ; কাবণ, সংসারদশায় সেই আত্মার অবিশ্চিৎত্বাবও বিদ্যমান
থাকে। আর নির্বিশেষ চিন্মাত্রতাবাপন্ন মুক্ত পুরুষের পক্ষেই বিবিধ দর্শন একেবারেই অসম্ভব ;
স্তুতবাং তাঁহার পক্ষে ‘বিপশ্চিৎ’ও সম্ভবপর হয় না। অতএব, কোন প্রমাণেই যে, নির্বিশেষ
বস্ত (ব্রহ্ম) প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না ; ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

‘যাহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়’ এই বাক্যটি যদি ব্রহ্ম হইতে বাক্য ও মনের নিবৃত্তিই
প্রকাশ করিত ; তাহা হইলে ত ব্রহ্ম-বস্তুর নির্বিশেষতাব কখনই প্রতিপাদন করিতে পারিত
না ; পরন্তু ব্রহ্মবিষয়ে বাক্য ও মনের অপ্ৰামাণ্যই প্রকাশ করিত ; তাহাব ফলে তাঁহার
(ব্রহ্মের) তুচ্ছতাই (মিথ্যাহই) আসিয়া পড়িত। ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’ এই
হইতে আবস্ত করিয়া ব্রহ্মেব বিপশ্চিৎ, জগৎকাবণত্ব, আনন্দৈকরসত্ব, অপরেব প্রতি আনন্দপ্রদত্ব,
ইচ্ছামাত্রে চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগৎস্রষ্টৃত্ব, স্বজ্যপদার্থ সমূহে অনুপ্রবেশ বশতঃ তত্ত্বৎস্বরূপত্ব,
ভয়াভয়হেতুত্ব, অর্থাৎ আশ্রিতেব প্রতি অভয়দাতৃত্ব, আব অনাশ্রিতের প্রতি ভয়ঙ্করত্ব,
বায়ু-আদিভ্য প্রকৃতির উপর শাসনকর্তৃত্ব, উত্তবোত্তর শতগুণ বৃদ্ধিক্রমে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপত্ব
এবং আরও অনেক বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রতিপাদন করিয়া অবশেষে যে, ব্রহ্মবিষয়ে বাক্য ও মনের
প্রবৃত্তি (গতি—অধিকার) না থাকায় ব্রহ্মকে অপ্ৰমাণক অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে কোন প্রমাণ
নাই বলা ; ইহা ত ভ্রান্তের কথা।

(*) সংসারদশায়াম্ ইতি-(গ) পাঠঃ।

(+) দর্শনাসন্তবত্বাৎ ইতি (খ) পাঠঃ।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইতি যচ্ছব্দনির্দিষ্টমর্থম্ “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ [তৈত্তি০ আন০ ৯] ইত্যানন্দশব্দেন প্রতিনির্দিষ্টা তস্য ব্রহ্ম-সম্বন্ধিত্বং ‘ব্রহ্মণঃ’ ইতি ব্যতিরেকনির্দেশেন প্রতিপাদ্য তদেব বাঙ্মনসা-গোচরং ‘বিদ্বান্’ ইতি তদ্বদনমভিধদ্য বাক্যং জরদগবাদিবাক্যবদনর্থকং বাচ্যানস্তর্গতং (*) চ স্মৃতাং । অতঃ শতগুণিতোত্তরক্রমেণ ব্রহ্মানন্দস্বাতি-শয়েষভাং (†) বক্তুমুত্তম্য তস্য ইয়ভায়া (‡) অভাবাদেব বাঙ্মনসয়োস্ততো নিরুত্তিঃ “যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইত্যুচ্যতে । এবমিয়ন্তারহিতং ‘ব্রহ্মণ আনন্দং বিদ্বান্ কুতশ্চন ন বিভেতি’ ইত্যুচ্যতে ।

‘বাহা হইতে বাক্যসমূহ নিবর্ত্ত হয়’ এই স্থলে ‘যং’ পদে বাহার নির্দেশ করা হইয়াছে, “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” (ব্রহ্মেব আনন্দকে যে জানে) এই বাক্যে আবাব আনন্দ শব্দে তাহাবই প্রতিনির্দেশ করা হইয়াছে ; পুনশ্চ ‘ব্রহ্মণঃ’ এই ভেদনির্দেশক পদে সেই আনন্দকেই আবাব ‘ব্রহ্ম-সম্বন্ধী’ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া এখন যদি উক্ত বাক্যই আবাব ‘বাক্য ও মনের অগোচর সেই ব্রহ্মকেই যিনি জানেন’, এইরূপ অর্থই প্রতিপাদন করে, তাহা হইলে ত ‘জবদগবাদি’ বাক্যের স্থায় উক্ত বাক্যটিও অর্থহীন এবং বাচ্যের অনস্তর্গত হইয়া পড়ে (§) । অতএব, [ব্রহ্মিতে হইবে যে,] উত্তরোত্তর শতগুণ বৃদ্ধিক্রমে সর্বাধিক ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ অবধারণার্থ উত্তন করিয়া ব্রহ্মানন্দের ইয়ভা (পরিমাণ) না থাকায় তাহা হইতে বাক্য ও মন নিবর্ত্ত হয়, ইহাই “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে” শ্রুতিতে উক্ত হইতেছে । ‘এইরূপ ইয়ভারহিত (অপরিমিত) ব্রহ্মানন্দাভিহিত পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না ।’ “আনন্দং ব্রহ্মণঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতেও

(*) বাচ্যানস্তর্গতম্’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) অতিশয়িতাম্’ ইতি (খ) পাঠঃ । অতিশয়েন ইয়ভাম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ইয়ভাভাবাং’ ইতি (ঘ, গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য—জরদগবাদি বাক্যটি এইরূপ—

“জরদগবঃ কোমল-পাছুকাভাং দ্বারি স্থিতো গায়তি মঙ্গলানি ।

তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পুত্রকাম্য রাজন্, কামাণাং লবণশ্চ কোংবঃ ॥”

অর্থ—‘জরদগব’ অর্থ—বৃদ্ধ বৃষ বা ইল্লিয়শস্ত্রিশূত্র বৃদ্ধ । জরদগব কোমল পাছুকা পরিধান করিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া মঙ্গল গান করিতেছে । পুত্রাভিলাষিণী ব্রাহ্মণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, হে রাজন্, লবণের বিনির মূল্য কত ?’ এখানে, জরদগবের পাছুকা পরিধান ও মঙ্গলগীতি ; আর পুত্রাভিলাষিণী ব্রাহ্মণীর পক্ষেও তাহাকে ‘রাজন্’ শব্দে সম্বোধন এবং লবণের বিনির মূল্য জিজ্ঞাসা করা, অসম্বন্ধপ্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে । এইরূপ ব্রহ্মকেও ঐভাবে আনন্দ প্রভৃতি গুণে বিশেষিত করিয়া পন্দ্যং তাহাকেই যদি বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া প্রতিপাদন করা হয় ; তাহা হইলে বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন হেতু উক্ত জরদগবাদি বাক্যের স্থায় এই শ্রুতিবাক্যও অর্থহীন অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । অতএব, ব্রহ্মের নির্বিশেষবাদ বা অবিশেষ্যবাদ শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত নহে ।

কিঞ্চ, অশ্ব মাস্ত্রবর্ণিকশ্চ বিপশ্চিতঃ “সোহকাময়ত” ইত্যারভ্য বক্ষ্য-
মাণ-স্বসংকল্পাবকুণ্ড-জগজ্জন্ম-স্থিতি-জগদন্তরাভ্যাহাদেমুক্তাশ্বস্বরূপাদন্যত্বঃ
স্পষ্টমেব ॥ ১।১।১৭ ॥

এই অর্থই কথিত হইতেছে। অপিচ, এই মন্তোক্ত ‘বিপশ্চিতঃ’ যে, মুক্তাশ্বা হইতে ভিন্ন, তাহা
‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে বলা হইবে)
স্বীয় সংকল্পবলে সম্পাদিত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তরাভ্যাহাদি হেতু দ্বারা অতি স্পষ্টরূপেই
প্রমাণিত হইতে পাবে ॥ ১।১।১৭ ॥

ইতশ্চেতাভয়াবস্থাং প্রত্যগাত্মনোহন্য আনন্দময়ঃ—

ভেদব্যাপদেশাচ্চ ॥১।১।১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদব্যাপদেশাং (ভেদোন্মেষহেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“তস্মাদ্ এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদ্ অন্যোহন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ।” ইত্যত্র
‘বিজ্ঞানময়’ শব্দবাচ্যাং জীবাং আনন্দময়স্য ভেদেন ব্যাপদেশাং নির্দেশাদপি আনন্দময়ো ন
জীবস্বরূপঃ, অপিতু তদতিরিক্তঃ পরমায়া—ব্রহ্ম এবত্যর্থঃ ॥

“তস্মাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘বিজ্ঞানময়’ জীব হইতে আনন্দময়ের ভেদনির্দেশ হেতুও
‘আনন্দময়’ পদের অর্থ—জীব নহে, পরন্তু তদতিরিক্ত পরমায়া। অভিন্ন হইলে কখনই
বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময়ের ভেদনির্দেশ থাকিত না। ॥ ১।১।১৮ ॥]

“তস্মাদ্ এতস্মাদাত্মন আকাশঃ” [তৈত্তিঃ আন০ ১] ইত্যারভ্য
মাস্ত্রবর্ণিকং ব্রহ্ম ব্যঞ্জয়দ্বাকাময়-প্রাণ-মনোভ্য ইব জীবাদপি তস্ম ভেদং
ব্যপদিশতি—“তস্মাদ্ এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোহন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ”
[তৈত্তিঃ আন০ ৫] ইতি। অতো জীবাং ভেদস্য ব্যাপদেশাচ্চ অয়ং
মাস্ত্রবর্ণিক আনন্দময়োহন্য এবেতি বিজ্ঞায়তে ॥১।১।১৮॥

এই কারণেও ‘আনন্দময়’ [বদ্ধ-মুক্ত] উভয়াবস্থাপন্ন জীব হইতে ভিন্ন—‘যেহেতু ভেদো-
ন্মেষও রহিয়াছে।

‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ (সম্ভূত হইল)’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া মাস্ত্রবর্ণিক
ব্রহ্মবোধক ‘সেই এই ‘আনন্দময়’ আত্মা বিজ্ঞানময় অপেক্ষাও অন্তর—’ এই বাক্যটি ‘অন্নময়’
‘প্রাণময়’ ও ‘মনোময়’ হইতে যেমন ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি জীব হইতেও
ঐহার ভেদ নির্দেশ করিতেছেন। অতএব জীব হইতেও তেদোন্মেষ থাকায় এই মস্ত্রবর্ণিক
আনন্দময় নিশ্চয়ই [জীব হইতে] পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ১।১।১৮ ॥

ইতচ্চ (*) জীবাদিত্যঃ—

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥১।১।১২॥

[পদচ্ছেদঃ—কামাং (কামনা—ইচ্ছা হেতু) চ (ও) ন (নাই) অনুমানাপেক্ষা (অনুমান-কল্পিত প্রধানাদির অপেক্ষা) ।]

[সরলার্থঃ—“সঃ অকাময়ত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়” ইতি, “ইদং সর্বমসৃজত” ইতি চ কামাং ইচ্ছামাত্রাদেব কেবলাং জগৎসর্জনশ্রবণাং অপি [আনন্দময়স্য জগৎসর্জনবিধৌ] অনুমানস্য অনুমানগম্যস্ত সাংখ্যোক্তপ্রধানস্ত অপেক্ষা নাশ্চিৎ । জীবন্ত হি স্বকারণ্যসম্পাদনে প্রকৃত্যপেক্ষা নিয়তা, তত্শ্চ আনন্দময়ঃ ন জীবঃ, অপিতু পরমাত্মৈব, ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব,’ ‘তিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন’ । এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, আনন্দময়ের ইচ্ছামাত্রে জগৎ সৃষ্টি হয়; সূত্রবাং সৃষ্টিকার্যে তাহাব অনুমানকল্পিত সাংখ্যোক্ত প্রধানের অপেক্ষা নাই; অথচ জীবের পক্ষে কার্য্যমাত্রেরই প্রকৃতির সাহায্য অপেক্ষিত আছে; সূত্রবাং এখানে প্রকৃতি-নিবপেক্ষ আনন্দময়কে জীব বলা যাইতে পারে না ॥ ১।১।১২ ॥]

জীবস্বাভিপ্রায়পরবশস্ত জগৎকারণত্বে হুবর্জ্জনীয়া আনুমানিক-প্রধানাদি-শব্দাভিধেয়াচিদ্বস্ত্বসংসর্গাপেক্ষা; তথৈব হি চতুর্মুখাদীনাং কারণত্বম্ । ইহ চ “সোহকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইত্যচিৎসংসর্গরহিতস্ত স্বকামাদেব বিচিত্রচিদচিদ্বস্ত্বনঃ সৃষ্টিঃ “ইদং সর্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ” ইত্যান্নায়তে । অতোহস্থানন্দময়স্ত জগৎ সৃজতে নানুমানিকাচিদ্বস্ত্বসংসর্গাপেক্ষা প্রতী-
য়তে । অতশ্চ জীবাদিত্য আনন্দময়ঃ ॥ ১।১।১২ ॥

এই কারণেও জীব হইতে পৃথক্—‘কামনা হইতে [সৃষ্টি হয়] বলিয়াও অনুমানপরি-কল্পিত প্রধানাদির অপেক্ষা নাই ।’

অবিচার অধীন জী-জগৎকারণ হইলে প্রধানাদি-শব্দবাচ্য আনুমানিক জড়পদার্থের সাহায্যাপেক্ষা অনিবার্য্য হইয়া পড়িত, এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রভৃতির কারণত্বও অপরিত্যাগ্য হইত । এখানে কিন্তু ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব,’ এই শ্রুতিতে জড়সংস্পর্শরহিত কেবল ব্রহ্মের স্বেচ্ছানুসারেই চিৎ-জড়াত্মক বিচিত্র সৃষ্টির কথা ‘এই যা’ কিছু, তৎসমস্তই সৃষ্টি করিলেন,’ এই শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে । এই কাবণে এই আনন্দময়ের জগৎ-সৃষ্টি কার্য্যে অনুমানকল্পিত কোন জড়পদার্থের অপেক্ষা নাই বলিয়া জানা যাইতেছে । এই কারণেও ‘আনন্দময়’ বস্তুটা জীব হইতে স্বতন্ত্র ॥ ১।১।১২ ॥

এই কারণেও --‘যেহেতু এই আনন্দময়েই ইহার (জীবের) আনন্দসম্বন্ধ উপদেশ করিয়া থাকেন ।’

(*) অতশ্চ ইতি (প) পাঠঃ

ইতচ্চ—

অস্মিন্শ্চ চ তদ্যোগং শান্তি ॥১।১২০॥

[পদচ্ছেদঃ—অস্মিন্ (ইহাতে—আনন্দময়ে) অশ্চ (ইহার—জীবের) চ (ও) তদ্যোগং (আনন্দসম্বন্ধ) শান্তি (উপদেশ করিতেছেন) [শাস্ত্র] ।]

[সরলার্থঃ—“রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি ।” ইত্যত্র ‘বস’ শব্দনির্দিষ্টে অস্মিন্ আনন্দময়ে অস্যা—‘অয়ং’—শব্দনির্দিষ্টস্য জীবস্য তদ্যোগং তল্লাভাদানন্দযোগং শান্তি উপদিশতি শাস্ত্রমিতি শেষঃ । যল্লাভাদ্ জীবস্য আনন্দযোগঃ, স খলু জীবাত্মঃ পবমাত্মৈবেত্যশয়ঃ ॥

‘তিনি ‘বস’ স্বরূপ, এই জীব সেই বসকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়।’ এখানে ‘রস’-পদবাচ্য আনন্দময়ের লাভে জীবের আনন্দ-সম্বন্ধ বলা হইতেছে ; অথচ লব্ধ্বা ও লভ্য কখনই এক হইতে পারে না ; কাজেই আনন্দময়কে জীবস্বরূপ বলা যাইতে পাবে না ॥ ১ । ১ । ২০ ॥ ষষ্ঠ আনন্দময় অধিকরণ সমাপ্ত ॥]

‘অস্মিন্’—আনন্দময়ে ‘অশ্চ চ’—জীবশ্চ ‘তদ্যোগম্’ আনন্দযোগং ‘শান্তি’ শাস্ত্রম্—“রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি [তৈত্তিরি় আন. ৭-১] ইতি রসশব্দাভিধেয়ানন্দময়লাভাৎ (*) অয়ং জীবশব্দাভিলপ-নীয়ঃ আনন্দীভ বতীত্বাচ্যমানে যল্লাভাদ্ য আনন্দী ভবতি, স স এবৈত্যনুসৃতঃ কো ব্রবীতীত্যর্থঃ ।

এবমানন্দময়ঃ পরং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতং সতি “যদেষ আকাশ আনন্দঃ”, “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাদিষ্মানন্দশব্দেনানন্দময় এব পরামুশ্রুতে । যথা

‘তিনি রসস্বরূপ, এই জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়,’ এই শাস্ত্র এই আনন্দ-ময়ে এই জীবের ‘তদ্যোগ’ অর্থাৎ আনন্দযোগ বা আনন্দ-সম্বন্ধের উপদেশ করিতেছেন । এখানে ‘রস’ অর্থ—আনন্দময়, আর ‘অয়ং’ অর্থ—জীব ; এই ‘জীব’-পদবাচ্য আত্মা ‘রস’-পদবাচ্য আনন্দময় লাভে আনন্দবান্ হয় ; এই কথা বলিলে, যে যাহার লাভে আনন্দিত হয়, সে যে তৎস্বরূপই, অর্থাৎ সেই লাভকারী ও লভ্য, উভয়ই যে এক, ইহা উদ্বৃত্ত ভিন্ন আর কে বলিতে পারে ?

এইরূপে ‘আনন্দময়’ যখন পরব্রহ্ম বলিয়াই নিশ্চিত হইল, তখন ‘বিজ্ঞান’ শব্দে যেমন ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থ অভিহিত হয়, তেমনি ‘যদি এই আনন্দস্বরূপ আকাশ,’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-

‘বিজ্ঞান’শব্দেন বিজ্ঞানময়ঃ । অতএব “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” ইতি “ব্যতিরেক-নির্দেশঃ । অতএব এত্যানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি” ইতি ফলনির্দেশশ্চ । উত্তরে চানুবাকে পূর্বানুবাকোক্তানামময়াদীনাম্ “অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ”, “প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ” “মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ” “বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ [তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ২—৫] ইতি প্রতিপাদনাৎ “আনন্দো ব্রহ্ম” ইত্যপ্যানন্দময়শ্চৈব প্রতিপাদনমিতি বিজ্ঞায়তে ; তত এব চ (*) তত্রাপি “আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রাম্য” [তৈত্তিঃ আনঃ ১০—৫] ইতু্যপসংহৃতম্ । অতঃ প্রধানশব্দাভিলপ্যাদর্থান্তরভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণো জীবশব্দাভিলপনীয়াদপি বস্তুনোহর্থান্তরত্বং সিদ্ধম্ ॥১।১২০॥ [ষষ্ঠং আনন্দ-ময়াধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

স্বরূপা’ ইত্যাদি স্থলেও ‘আনন্দ’ শব্দে ‘আনন্দময়’ অর্থই অভিহিত হইতেছে [বৃষ্টিতে হইবে] । এই কারণেই ‘যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন,’ এই স্থলে [ব্রহ্মঃ আনন্দের] ভেদ নির্দেশ, এবং এই কারণেই ‘এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন’ এইরূপ ফলনির্দেশও উপপন্ন হইয়া থাকে । আর পববর্তী অনুবাকেও (পরিচ্ছেদেও) পূর্ব পরিচ্ছেদোক্ত অন্নময়াদিকেই ‘অন্নই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়াছিলেন,’ ‘প্রাণই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়াছিলেন,’ ‘মনই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়া-ছিলেন’ এইরূপে প্রতিপাদন করায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ‘আনন্দই ব্রহ্ম,’ এইটি সেই আনন্দময়েবই প্রতিপাদন (+) । আর এই কারণেই সেই স্থানেও ‘আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া’ এইরূপ উপসংহার কবা হইয়াছে । অতএব, প্রধান-শব্দে উল্লেখযোগ্য (প্রকৃতি) হইতে পৃথগ্ভূত যে পর ব্রহ্ম, ‘জীব’ শব্দাভিধেয় পদার্থ হইতেও (জীব হইতেও) তাহার পৃথক্ পদার্থত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১ । ১ । ২০ ॥ ষষ্ঠ আনন্দময়াধিকরণ সমাপ্ত ॥

(*) অতএব ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য—আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রকরণের প্রারম্ভে “অন্তঃ অন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” কেবল এইস্থলেই একবার ‘আনন্দময়’ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, পরে আনন্দময়ের পরিবর্তে ‘আনন্দ’ শব্দেরই ত্রি-প্রয়োগ দেখা যায় । অতএব, আনন্দকে ব্রহ্মের গুণ বা স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও ‘আনন্দময়’কে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না, পক্ষান্তরে আনন্দময়ঃক জীবস্বরূপ বলিবার অনেক কারণ আছে । তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এ আশঙ্কা সমীচীন হয় না, তাহার কারণ এই যে, ঐ প্রকরণেই প্রারম্ভে ‘ময়টু প্রত্যয় সংযোগে ‘অন্নময়’ ‘প্রাণময়’ ও ‘মনোময়’ শব্দে বাহ্যের নির্দেশ হইয়াছে ; উপসংহারসময়ে সেই সকলকেই ‘ময়টু’ প্রত্যয় রহিত করিয়া “অন্নং ব্রহ্ম” ইত্যাদিরূপে প্রতিনির্দেশ করা হইয়াছে । সেইরূপ বাক্যোপক্রমে বাচ্যকে ‘আনন্দময়’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; উপসংহারে যে, ‘আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ’ এখানে সেই আনন্দময়েরই ব্রহ্মানন্দরূপে প্রতিনির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই । অতএব, ‘আনন্দময়’ ও ‘আনন্দ’ একই পদার্থ এবং সেই পদার্থটী জীব নহে—ব্রহ্ম ।

যতপি মন্দপুণ্যানাং জীবানাং কামাজ্জগৎসৃষ্টিরতিশয়িতানন্দবোণে
ভয়াভয়হেতুত্বমিত্যাदि ন সম্ভবতি ; তথাপি বিলক্ষণপুণ্যানামাদিত্যে-
প্রজাপতিপ্রভৃতীনাং সম্ভবত্যেব, ইতীমামাশঙ্কাং নিরাকরোতি—

অন্তশুদ্ধর্মোপদেশাৎ ॥১১২১॥

[পদচ্ছেদ :—অন্তঃ (অভ্যন্তরস্থ) তদ্ব্যর্থোপদেশাৎ (তাহার—পরমাত্মার ধর্মের
উপদেশহেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“য এষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্যঃ পুরুষো দৃশ্যতে ; হিরণ্যশ্রুৎ হিরণ্যকেশঃ,
আ প্রণথাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ, ...উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপুভ্যঃ, য এবং বেদ” ইত্যাদি শ্রুতে ।
অত্র চ আদিত্যে অক্ষিণি চ অন্তঃস্থিতত্বেন শ্রয়মাণঃ পুরুষাকারঃ পরমাত্মা, নাথঃ ; কুতঃ ?
তদ্ব্যর্থোপদেশাৎ, তস্য পবনাত্মনো যে ধর্ম্মা অপহতপাপুভ্যঃ সর্ব্বলোকেশ্বত্ব-সর্ব্বকামপ্রদত্বাদয়ঃ
“স এষ সর্ব্বেষাং লোকানামীশঃ সর্ব্বেষাং কামানাম্ ।” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধাঃ, তেষামস্মিন্
নির্দেশাদিত্যর্থঃ ।

‘এই যে, আদিত্যেব অভ্যন্তরে হিরণ্য পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে ; ঐহাব সুবর্ণাভ শ্রুৎ, সুবর্ণ
সদৃশ কেশ এবং নখাগ্র হইতে সমস্তই সুবর্ণ বর্ণ’ ইত্যাদি । এখানে যে, আদিত্য ও অক্ষিণ
অন্তস্থ একটি পুরুষাকৃতি শ্রুত হইতেছেন ; তিনি পবনাত্মা ভিন্ন অপব কেহ নহে ; কারণ ?—
পরমাত্মার যে, শ্রুতি-প্রসিদ্ধ নিষ্পাপত্ব, সর্ব্বলোকেশ্বত্ব ও সর্ব্বকামপ্রদত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম, এই
পুরুষেও সেই সকল ধর্ম্মেরই উল্লেখ রহিয়াছে ; অতএব নিশ্চয়ই এই পুরুষ পবনাত্মা ॥ ১১২১ ॥]

ইদমাত্মায়তে চ্ছান্দোগ্যে—“য এষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্যঃ পুরুষো
দৃশ্যতে, হিরণ্যশ্রুৎহিরণ্যকেশ আ প্রণথাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ, তস্মৈ যথা

বদিও অল্পপুণ্যসম্পন্ন জীবগণের পক্ষে ইচ্ছামাত্রে জগৎ সৃষ্টি, সর্কাতিশয় আনন্দসম্বন্ধ ও
ভয়াভয়হেতু প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ সম্ভবপর হয় না, সত্য ; তথাপি বিশেষ স্মৃতিসম্পন্ন আদিত্য,
ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতির পক্ষে ত নিশ্চয়ই সম্ভব হয় ; এই আশঙ্কা অপনয়নার্থ বলিতেছেন—
“অন্তঃস্থ বস্তুটি পরমাত্মা, কারণ, তাহারই ধর্ম্মসমূহের উপদেশ রহিয়াছে ।” (৬৬)

চ্ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘এই যে আদিত্যমণ্ডল মধ্যে হিরণ্য পুরুষ

(৬৬) তাৎপর্য্য—“এই অধিকরণের নাম ‘অন্তরধিকরণ’ । অন্তশুদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ । ভেদব্যাপদেশোচ্চাত্তঃ ।”
এই দুইটি সূত্র লইয়া এই অধিকরণটি রচিত হইয়াছে : তাহা এইরূপ—(১) বিবরণ ব্যাক্য—“য এষঃ অন্তরাদিত্যে
হিরণ্যঃ পুরুষঃ” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই আদিত্য ও অক্ষিণের পুরুষ, কি জীব ? অথবা তদধিষ্ঠিত দেবতা ?
কিংবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যখন রূপবিশেষ ও গুণবিশেষ বর্ণিত আছে, তখন ঐ পুরুষ জীব কিংবা অধিষ্ঠাত্রী
দেবতাই হইবে, পরমাত্মা নহে । (৪) সিদ্ধান্ত—ঐ পুরুষ জীব কিংবা দেবতা হইতে পারে না ; কারণ, অপহত-
পাপুভ্যঃ প্রভৃতি পরমাত্ম-ধর্ম্মসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে ; অতএব, পরমাত্মাই ঐ পুরুষপদের অতিপাত্ত । (৫) প্রোক্তজন—
আদিত্য ও অক্ষিণ অবলম্বনে পরদেবত্বের উপাসনা । এবং তাহা দ্বারা মুক্তি লাভ ।

প্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্বেভ্যঃ পাপপাভ্য
দিতঃ, উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপপাভ্যো য এবং বেদ । তস্মৈ ঋক্ চ সাম চ
গোমেষী, ইত্যধিদেবতম্” (*) “অথাধ্যাত্মম্-অথ য এবোহন্তরক্ষিণি পুরুষো
শ্রুতে, সৈব ঋক্, তৎ সাম, তদ্রূপং, তদ্ যজুঃ, তদ্ ব্রহ্ম, তস্মৈ তস্মৈ তদেব
পং, যদমুশ্য রূপং, যাবমুশ্য গোমেষী তৌ গোমেষী, যন্নাম তন্নাম” [ছান্দো.
১৬-৮] ইতি ।

হইতেছে, হিবণাধক, হিবণাকেশ, [অধিক কি,] নপাগ্র হইতে সমস্তই বাহাব স্বর্ণময় ।
প্যাস অর্থাৎ আদিত্য দ্বারা প্রকাশিত পুণ্ডরীক (পদ) (১) বেক্রপ বমণীয়, ইহার চক্ষু দুইটিও
ইকপট (বমণীয়) ; তাঁহার নাম ‘উৎ’ ; কাবণ, তিনি সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ (নিষ্পাপ),
নি এইরূপ [পুরুষকে] জানেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে উদিত (বিমুক্ত) হন, ঋগ্বেদ ও সামবেদ
তাঁহা দুইটি গোম (গীতি বিশেষ) ; ইহা অধিদেবত বা দেবতাসম্বন্ধী রূপ । ‘অনন্তর অধ্যাত্ম
প [কথিত হইতেছে], আব এত যে, অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ঋক্, সাম, উক্ত
সামবেদীয় স্তোত্র বিশেষ), যজুঃ ও ব্রহ্ম, সমস্তই পূর্ববৎ ; পূর্ববর্তী পুরুষের যাহা রূপ, ইহাবও
তাঁহা রূপ ; তাঁহার যাহা গোম, [ইহাবও] তাঁহা গোম, এবং তাঁহার যাহা নাম, ইহারও
তাঁহা নাম’ ইতি ।

(*) (গ) পুণ্ডকে হু নামেত্যাধিঃ অধ্যাত্মমিত্যুঃ পাঠো ন দৃশ্যতে ।

(১) তাৎপর্য—‘শতপ্রকাশিকা’ টীকায় ‘কপ্যাস’ শব্দের নিম্ন লিখিত তিন প্রকার অর্থ লিখিত আছে—
) “কং পিবতীতি কপিঃ—আদিত্যঃ, হন জন্তুঃ ক্ষিপাত বা কাশতে ইতি কপ্যাসং, তপাহ বাক্যকারঃ—
আদিত্যক্ষিপ্তঃ বা শ্রীমত্বাৎ” ইতি । (২) কং পিবতীতি কপিঃ নালং, তস্মিন্ আন্তে ইতি কপ্যাসং, অপ্রতি-
পে পক্ষজাৎ নালস্থ্য শোভাতিশয়োহস্মি, ইতি সোত্রং পিবতিঃ । (৩) কং জলং, তত্র আন্তে ; ‘আন্
পবেশনে’ ইতি বাতুরপিপ্লবকঃ—“বতী ভাগুরিবাল্পমবাপ্যাকপসর্গম্” ইতি বচনাদপেকারলোপঃ ;
প্যাসং সলিলস্থমিত্যুক্তং ভবতি ।’

ইহার মর্মার্থ এইরূপ—(১) ‘ক’ অর্থ জল, সেই জল বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া স্বর্ধাকে ‘কপি’ বলা যায়, পদ্ম
ই কপিকর্কক বিকাশিত হয়, এইজন্ত পুণ্ডরীকের বিশেষণরূপে ‘কপ্যাস’ (কপি+আস) শব্দটি প্রযুক্ত
হইয়াছে । অতএব, ‘কপ্যাস’ পদে পঞ্চটি অর্থ বুঝিতে হইবে । (২) ‘ক’ অর্থ জল, তাঁহা পান করে বলিয়া
মনানকে ‘কপি’ বলা যাইতে পারে, সেই নালের উপর অবস্থান করে বলিয়া পদ্মকে ‘কপ্যাস’ বলা হইয়াছে ;
তরাং এ পক্ষেও ‘কপ্যাস’ পদটি পুণ্ডরীকেরই বিশেষণ । (৩) ‘ক’ অর্থ জল, তাঁহার মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া
লব্ধ পদ্মকে ‘কপ্যাস’ বলা যাইতে পারে । ক+অপি+আস্ বাতু হইতে ‘অপির’ ‘অ’ লোপ করিয়া ‘কপ্যাস’
দ্বারা নিম্পন্ন করা হইয়াছে । অতএব, এপক্ষে ‘কপ্যাস’ অর্থ জলস্থিত ; উহা পুণ্ডরীকেরই বিশেষণ ।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এই ‘কপ্যাস’ পদের অর্থ করিয়াছেন—কপি (বানর) যে অংশ দ্বারা বসিয়া থাকে ; সেই
ছায়াভাগ ; তাঁহা স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ, এত কারণে ‘পুণ্ডরীক’ শব্দটি কপ্যাস বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার
অপেক্ষা এইরূপ অর্থ সম্পন্ন হইয়াছে । কেহ কেহ আবার ‘কপ্যাস’ পদে ‘আদিত্য-মণ্ডল’ এবং ‘পুণ্ডরীক’
দে ‘অবয়-পুণ্ডরীক’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহাদের মতে ‘কপ্যাস’ ও ‘পুণ্ডরীক’ এই দুইটি পৃথক
শব্দ দৃষ্টীয় ।

তত্র সন্নিহতে—কিময়মক্যাদিভ্যামণ্ডলান্তর্বর্তী পুরুষঃ পুণ্যোপচয়-
নিমিত্তৈশ্বৰ্য্য আদিত্যাदिशब्दाभिलेपो जीव एव ? आहोस्मि तदतिरिक्तः
परमात्मेति । किं युक्तम् ? उपचितपुण्यो जीव एवेति । कूतः ? सशरीरश्च-
श्रवणात् । शरीरसम्बन्धो हि जीवानामेव सम्भवति ; कर्मानुशङ्गाप्रियाप्रिय-
योगाय हि शरीरसम्बन्धः । अतएव हि कर्मसम्बन्धरहितश्च मोक्षश्च प्राप्यत्व-
शरीरहेनोच्यते—“न ह वै सशरीरश्च सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति ।
अशरीरं वाव सन्तु न प्रियाप्रिये स्पर्शतः” [हान्दो० ८।१२।१] इति ।
सम्भवति च पुण्यातिशयां ज्ञानाधिक्यं, शक्त्याधिक्यं । अतएव लोक-
कामेश्वरादि (*) तत्त्वैवोपपद्यते । तत एव चोपाश्रयः, फलदायित्वं,
पापक्षपणकरत्वेन মোক্ষোপযোগিত্বঞ্চ । মনুষ্যেষুপ্যুপচিতপুণ্যঃ কেচিৎ
জ্ঞানশক্ত্যাদিভিরধিকতরা দৃশ্যন্তে ; ততশ্চ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদয়ঃ ; ততশ্চ
দেবাঃ ; ততশ্চেন্দ্রাদয়ঃ । অতো ব্রহ্মাদিস্বতম এব ঐকৈকস্মিন্ কল্পে
পুণ্যবিশেষেণৈবং প্রভূতমৈশ্বৰ্য্যং প্রাপ্তো জগৎসৃষ্ট্যাওপি করোতীতি জগৎ-

এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই যে অক্ষি ও আদিত্যাদি শব্দবাক্য জীবই ? অথবা তদতিরিক্ত পরমাত্মা ?
এখানে কোনটী যুক্তিযুক্ত ? প্রভূত-পুণ্যসম্পন্ন জীবই [যুক্তিযুক্ত] । কারণ কি ?—সশরীরত্ব শ্রবণই
কারণ ; কেন না, জীবগণের সম্বন্ধেই শরীর-সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় ; কারণ, কৰ্ম্মানুযায়ী প্রিয়া-
প্রিয়-ভোগের জন্তই শরীরের সহিত সম্বন্ধ হয় ; এইজন্তই কৰ্ম্মসংস্পর্শশূন্য মোক্ষকেও ‘অশরীর’
শব্দে উল্লেখিত করা হইয়াছে—‘শরীরাত্তিমানসম্পন্ন থাকিলে কখনই তাহার প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধ
বিধ্বস্ত হয় না । পক্ষান্তরে, শরীরাত্তিমান-শূন্য হইলে প্রিয় বা অপ্ৰিয় অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ
কখনই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।’ অথচ পুণ্যাদিকোর ফলে জ্ঞান ও শক্তির আতিশয্যও
অসম্ভব নহে । অতএব, লোকেশিত্ব ও কামেশ্বরত্বাদি ধর্ম্মও জীবের পক্ষেই উপপন্ন হয় ;
আর সেই কারণেই উপাশ্রয়, ফলদায়িত্ব এবং পাপক্ষয়ের হেতু বলিয়া মোক্ষোপযোগিত্বও
তাহারই পক্ষে সুসঙ্গত হয় । মনুষ্যের মধ্যেও সমধিক পুণ্যসম্পন্ন কোন কোন লোককে জ্ঞান-
ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তদপেক্ষাও সিদ্ধ-
গন্ধর্ব্বগণকে, তদপেক্ষাও দেবগণকে এবং তদপেক্ষাও ইন্দ্রাদি দেবগণকে [অধিক উৎকর্ষসম্পন্ন
দেখিতে পাওয়া যায়] । অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] ব্রহ্মাদির মধ্যেই এক এক জন এক এক
কল্পে সঞ্চিত পুণ্যবিশেষের ফলে এইরূপ প্রচুরতর ঐশ্বৰ্য্য লাভ করিয়া জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য
সম্পাদন করিয়া থাকেন ; সুতরাং জগৎকারণত্ব ও জগদন্তরায়ত্বাদি-বোধক বাক্যও ঐদৃশ

কারণত্ব-জগদন্তরাষ্ট্রাদিবাচ্যমগ্নিয়েব উপচিতপুণ্যবিশেষে সর্বক্ষেত্রে সর্ব-
শক্তৌ বর্ততে । অতো ন জীবাদতিরিক্তঃ পরমাত্মা নাম কশ্চিদস্তুি । এবঞ্চ
সতি “অস্থূলমনণ্ড্রস্থম্” [বৃহদা০ ৫।৮।৮] ইত্যদয়ো জীবাত্মন এব
স্বরূপাভিপ্রায়া ভবন্তি ; মোক্ষশাস্ত্রাণ্যপি তৎস্বরূপ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়োপ-
দেশপরাণীতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অন্তস্তদ্ব্যাপদেশাৎ ।” অন্তরাদিত্যে অন্তরক্ষিণি চ যঃ পুরুষঃ
প্রতীয়তে, স জীবাদন্তঃ পরমাত্মৈব । কৃতঃ ? ‘তদ্ব্যাপদেশাৎ’, জীবেষ-
সম্ভবন(*) তদতিরিক্তশ্চৈব পরমাত্মনো ধর্মোহয়মপহতপাপুত্বাদিঃ “স এষ
সর্বৈভ্যঃ পাপুভ্য উদিতঃ” ইত্যাদিনোপদিষ্টতে । অপহতপাপুত্বং
হপহতকর্মত্বং — কর্মবশ্যতাগন্ধরহিতত্বমিত্যর্থঃ । কর্মাদীনস্বত্বঃখভাগি-
ত্বেন কর্মবশ্যা হি জীবাঃ । অতোহপহতপাপুত্বং জীবাদন্তস্য পরাত্মন
এব ধর্মঃ । তৎপূর্বকং স্বরূপোপাধিকং লোককামেশত্বং (†) সত্যসঙ্কল্প-
ত্বাদিকং সর্বভূতান্তরাষ্ট্রত্বঞ্চ তশ্চৈব ধর্মঃ । যথাহ (‡)—“এষ আত্মাপ-

সমধিক পুণ্যশালী সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি সম্পন্ন পুরুষেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । অতএব জীবাতিরিক্ত
পরমাত্মা বলিয়া কেহ নাই । এইরূপ যদি হইল ; তাহা হইলে ‘তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন
এবং হ্রস্বও নহেন,’ ইত্যাদি বাক্য সমূহকেও জীবাত্মার স্বরূপ-নিরূপণেই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট বলিতে
হইবে । আর মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রসমূহকেও জীবের স্বরূপ-নির্দেশক এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়
বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে, “অন্তঃ তদ্ব্যাপদেশাৎ ।” অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলের
ও অক্ষির অভ্যন্তরে যে পুরুষ প্রতীত হইতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই জীব হইতে
সিদ্ধান্ত আরম্ভ অতিরিক্ত—পরমাত্মা । কারণ ?—যেহেতু [এখানে] পরমাত্মার ধর্ম উপদিষ্ট
রহিয়াছে । ‘সেই এই পরমাত্মা সমস্ত পাপ হইতে উদিত অর্থাৎ সর্বপাপ-বিনির্মুক্ত’ ইত্যাদি
শ্রুতিতে যে অপহত-পাপুত্বাদি ধর্ম উপদিষ্ট আছে, তাহা জীবসমূহে সম্ভবপর হয় না, পরন্তু
পরমাত্মার পক্ষেই সম্ভবপর হয় । ‘অপহতপাপুত্ব’ অর্থ—কর্মহীনত্ব অর্থাৎ সর্বপ্রকারে কর্ম-
সম্বন্ধরহিতত্ব । কর্মাত্মুয়ান্নী স্বত্ব-ত্বভাগী জীবগণ নিশ্চয়ই কর্মের বশীভূত ; অতএব ‘অপহত-
পাপুত্ব’ ধর্মটি জীবের হইতেই পারে না ; উহা পরমাত্মারই ধর্ম । এই ‘অপহতপাপুত্ব’ হইতে
আরম্ভ করিয়া লোকেশ্বরত্ব, কামেশ্বরত্ব, সত্যসংকল্পত্ব এবং সর্বভূতের অন্তরাষ্ট্রত্ব প্রভৃতি [যে

(*) সম্ভববাৎ ইতি (ধ) পাঠঃ ।

(†) লোকানামীশত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) স্বপ্যাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

হতপাপা বিজরো বিমৃত্যুর্বিবশোকোহবিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসংকল্পঃ” [ছান্দো ৮।১।৫] ইতি, তথা “এষ সর্বভূতান্তরাত্মাপ-
হতপাপা দিব্যা দেব একো নারায়ণঃ” [স্কবাল ৭] ইতি, “সোহ-
কাময়ত—বহু শ্রাং—প্রজায়েয়েতি,” [তৈত্তি ৩ আন ৬] ইত্যাদি সত্য-
সংকল্পত্বপূর্বক-সমস্তচিদচিদ্রস্তুসৃষ্টিযোগো নিরুপাধিক-ভয়াভয়হেতুত্বং, বাঙ্গ-
নসপরিমিতিকৃত-পরিচ্ছেদ-রহিতানবধিকৃতিশয়ানন্দযোগ ইত্যাদয়োহকম্ম-
সম্পাদ্যাঃ স্বাভাবিকা ধর্ম্মা জীবন্ত ন সম্ভবন্তি।

যত্নু শরীরসম্বন্ধাৎ ন জীবাতিরিক্ত ইত্যুক্তম্ ; তদসং, (*) ন হি
সশরীরত্বং (+) কস্ম্যবশ্যতাং সাধয়তি, সত্যসংকল্পশ্চোচ্ছয়াপি শরীরসম্বন্ধ-
সম্ভবাৎ । অথোচ্যেত—শরীরং নাম ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতিপরিণামরূপ-ভূত
সজ্জাতঃ ; তৎসম্বন্ধশ্চাপহতপাপুনঃ সত্যসংকল্পস্য পুরুষশ্চোচ্ছয়া ন
সম্ভবতি, অপুরুষার্থত্বাৎ । কস্ম্যবশ্যস্য তু স্ব-স্বরূপানভিজ্ঞস্য কস্মানুগুণ-
ফলোপভোগায় অনিচ্ছতোহপি তৎসম্বন্ধোহিবর্জ্জনীয় ইতি । শ্রাদে-

সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত আছে, তৎসমস্ত] এই পবনাদ্ব্যবষ্ট স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম (জীবের নহে) । দেখ
[শ্রুতি] যাহা বলিয়াছেন—“ইনি অপহতপাপা, জবা, মৃত্যু ও শোক বহিত, ভোগনেচ্ছা ও
পিপাসাশূন্য এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প” ইতি । সেইরূপ ‘ইনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, পাপ-
বিরহিত, দিব্য, প্রকাশমান নারায়ণ’ ইতি, ‘তিনি কামনা কবিলেন—আমি বহু হইব—
জন্মিব’ ইত্যাদি । উল্লিখিত শ্রুতি-কথিত ‘সত্যসংকল্প’ হইতে আবশ্য কবিয়া চিৎ-জড়াত্মক
সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি-সম্বন্ধ, স্বভাবসিদ্ধ ভর ও অভয়-হেতুত্ব, দাকা ও মনের দ্বারা অপবিসেষ বা
পরিচ্ছেদশূন্য অসান আনন্দ-সম্বন্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ কস্ম-সাধ্য নহে ; স্তত্রাং জীবের পক্ষে উক্ত
ধর্ম্মগুলি স্বাভাবিকভাবে সম্ভবপর হইতেই পারে না, আব শবাবসম্বন্ধের উল্লেখ থাকায় [উক্ত
পুরুষ যে,] জীব ভিন্ন কেহই হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও সম্ভব হয় নাই ।
কারণ, সশরীরত্ব বা শরীরসম্বন্ধ কখনই কস্মাদীনতা সাধন কবে না, অর্থাৎ কস্ম্যবশেই যে
কেবল শরীর সম্বন্ধ হয়, তাহা নহে ; কাবণ, যিনি সত্যসংকল্প, তাঁহার ইচ্ছামাত্রেও শরীর-
সম্বন্ধ সম্ভবপর হইতে পারে । যদি বল, শবাব অর্থ—ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণামভূত ভূত-
সমষ্টির অবস্থাবিশেষ ; অপহতপাপা ও সত্যসংকল্প পুরুষের যখন কোন প্রকার ভোগ নাই,
তখন তাঁহার পক্ষে ত উক্তপ্রকার দেহসম্বন্ধ হইতেই পারে না ; পবন্য আত্ম-স্বরূপানভিজ্ঞ,
কস্মাদীন জীব ইচ্ছা না করিলেও তাহার পক্ষে কস্মান্নরূপ ফলোপভোগার্থ দেহ-সম্বন্ধ পরিহার্য
হইতে পারে না । হাঁ, ইহার দেহও যদি ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণামভূত হইত, তাহা

তদেবং ; যদি গুণত্রয়ময়ঃ (*) প্রাকৃতোহস্মি দেহঃ স্মাৎ ; স তু স্বাভি-
মতঃ স্বানুরূপোহপ্রাকৃত এবতি সৰ্বমুপপন্নম্ ।

এতদুক্তং ভবতি—পরশ্চৈব ব্রহ্মণো নিখিলহেয়-প্রত্যনীকানন্তজ্ঞানা-
নন্দৈকস্বরূপতয়া সকলেতরবিলক্ষণশ্চ স্বাভাবিকানবধিকারিতিশয়াসংখ্যায়-
কল্যাণগুণগণাশ্চ সন্তি । তদেব স্বাভিমতানুরূপৈকরূপাচিন্ত্য-দিব্যাভূত-
নিত্য-নিরবচ্চ-নিরতিশায়ৌজ্জ্বল্য-সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ্য-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-যৌব-
নাখনন্ত-গুণগণনিধি-দিব্যরূপমপি স্বাভাবিকমন্তি । তদেবোপাসকানুগ্রাহেণ
তত্ত্বং প্রতিপত্ত্যানুরূপসংস্থানং কৰোতি, অপারকারণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যো-
দায়্যজলধিঃ নিরন্তরনিখিলহেয়গন্ধোহপহতপাপা পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম পুরু-
ষোত্তমো নারায়ণ ইতি ।

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” [তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ১], “সদেব
সোম্যেদমগ্র আসীৎ” [ছান্দোঃ ৬২:১], “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-
আসীৎ [ঐতঃ ১১:১১], “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা
নেশানঃ” [মহোপঃ ১১:১] ইত্যাদিষু নিখিলজগদেককারণতয়াবগতশ্চ

হইলে ঐক্যে আগতি হইতে পারিত সত্য, কিন্তু, তাহাব সেই দেহটা ত তাহাবই অভিপ্রায়
ও ইচ্ছাব অন্তরূপ এবং অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিসদৃশশ্চ, সত্যবাব পুন্দরোক্ত দোষেব সম্ভাবনা
হইতে পাবে না।) সত্যএব এই মতে সমস্তই উপপন্ন হইতেছে ।

অভিপ্রায় এই যে, সন্থপ্রকাব হেয়-প্রতিপক্ষ এবং অনন্ত জ্ঞান ও স্থানন্দ একমাত্র স্বরূপ
হওয়ার অপব সন্থ পদার্থ হইতে বিলক্ষণস্বরূপ পবনকেবই নিবর্বাদ ও নিবর্তিশয় অসংখ্যায়
স্বাভাবিক কল্যাণময় গুণবাশি বহিরাছে, ঐক সেইরূপ তাহাব প্রভাবসিদ্ধ দিব্য রূপও আছে ;
সেই রূপটি আবার স্নায় অভিপ্রায়ায়ূরূপ ও একবিধ অচিন্তনীয় অলৌকিক অদ্ভুত, নিত্য, নিন্দোষ
ও সর্বাতিশায়ী ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ্য, সৌশীল্য, সৌকুমার্য্য, লাবণ্য ও যৌবনাদি অনন্ত
গুণগণের আকব, অপাব করুণা, সৌশীল্য, বাৎসল্য ও উদাস্য গুণেব সনুদ স্বরূপ, এবং সমস্ত
হেয়গুণেব গন্ধমাত্রও বহিত, নিষ্পাপ, পবনায়ূরূপা পবনক পুরুষোত্তম নারায়ণ সেই রূপকেই
উপাসকগণের প্রতি রূপাপবণ হইয়া তাহাদেব বুদ্ধিবৃত্তিব অন্তরূপ সংস্থানসম্পন্ন করিয়া থাকেন ।

‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূতবর্গ স্ভূত হয়’, ‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সংস্বরূপ
ছিল,’ ‘অগ্রে এই জগৎ এক আত্মস্বরূপই ছিল।’ ‘এক নারায়ণই ছিলেন—ব্রহ্মা ছিলেন না,
এবং ঈশানও ছিলেন না।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সমস্ত জগতেব আদিদ্বীপ কাবণরূপে যে পবব্রহ্ম

পরন্তু ব্রহ্মণঃ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১], “বিজ্ঞান-
মানন্দং ব্রহ্ম” [বৃহদাঃ ৫ ৯২৮] ইত্যাদিষ্বেবমুতং স্বরূপমিত্যবগম্যতে ।
“নিগুণং” “নিরঞ্জনম্” “অপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহবিজি-
ঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”, [ছান্দোঃ ৮।৫।১]

“ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥”

“তমীশ্বর্যাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।”

“স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্ত কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ ॥”

[শ্বেতাশ্বঃ ৬।৭—৯]

“সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরঃ, নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে ।”

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥”

[যজুঃ, আরণ্যঃ পুরুষ সূঃ ৩।১২], “সর্ব্বৈ নিমেষা জজিগ্নে বিদ্যাতঃ
পুরুষাদধি” [মহানারঃ ১।৮] ইত্যাদিষু পরন্তু ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতহেয়-
গুণান্ প্রাকৃতহেয়দেহসম্বন্ধং তন্মূলকশ্মবশ্তাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য
কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি । তদিদং স্বাভাবিকমেব রূপমুপা-

পরিজ্ঞাত হইয়াছেন ; ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ,’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ,’ ইত্যাদি
স্থলেও তাঁহারই তাদৃশ স্বরূপ প্রতীত হইতেছে । [ব্রহ্ম] নিগুণ ও নিরঞ্জন (নির্লেপ), অপ-
হতপাপা, জরা, মৃত্যু ও শোক রহিত, বুভুক্ষা ও পিপাসা-শূন্য এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প ।
‘তাঁহার কার্য্য—দেহ এবং করণ—ইন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই, তাঁহার সমান কিংবা অধিকও দৃষ্ট হয়
না । ইহার নানাবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবাসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়াশক্তি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে ।’
‘ঈশ্বরগণেরও পরম মহান্ ঈশ্বর এবং দেবতাগণেরও পরম দৈবতস্বরূপ তাঁহাকে [উপা-
সনা করিয়া যুক্তা অতিক্রম করে] ।’ ‘তিনিই সকলের কারণ এবং করণবর্গের অধিপতিরও
অধিপতি । তাঁহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই ।’ ‘যিনি ধীরভাবে সমস্ত
রূপ (আকৃতি) বিস্তার করিয়া এবং নাম নির্দেশ করিয়া সেই নামে ব্যবহার করতঃ অবস্থান
করিতেছেন, অজ্ঞানের অতীত, আদিত্যবর্ণ সেই মহান্ পুরুষকে জানি ।’ ‘সমস্ত নিমেষ ও বিদ্যাত-
সমূহ পুরুষ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে ।’ ইত্যাদি স্থলেও পরব্রহ্মের প্রাকৃত তুচ্ছ গুণসমূহ এবং
প্রাকৃত হেয় দেহসম্বন্ধ ও তদধীন কশ্মবশ্তাসম্বন্ধও প্রত্যাখ্যান করিয়া কল্যাণময় গুণ ও
কল্যাণময় রূপের সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছেন । পরম করুণাময় গুণবান্ আপনার উপাসক-

সকানুগ্রহেণ তৎপ্রতিপত্তানুগুণাকারং দেব-মনুষ্যাदিসংস্থানং করোতি
স্বেচ্ছয়ৈব পরমকারুণিকো ভগবান্ । তদিদমাহ শ্রুতিঃ—“অজায়মানো
বহুধা বিজায়তে” [পুরুষ সূ०] ইতি । স্মৃতিশ্চ—

“অজোহপি সমব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥” [গীতা० ৪।৬]

“পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।” [গীতা० ৪।৮] ইতি ।
সাধবো হুপাসকাঃ ; তৎপরিভ্রাণমেবোদ্দেশ্যম্ ; আনুষঙ্গিকস্ত দুষ্কৃতাং
বিনাশঃ, সংকল্পমাত্রোপি তদুপপত্তেঃ । ‘প্রকৃতিং স্বাম্’ ইতি প্রকৃতিঃ—
স্বভাবঃ । স্বমেব স্বভাবমাস্থায়, ন সংসারিণাং স্বভাবমিত্যর্থঃ । “আত্ম-
মায়য়া” ইতি স্বসংকল্পরূপেণ জ্ঞানেনেত্যর্থঃ । “মায়্যা বয়ুনং জ্ঞানম্”
ইতি জ্ঞানপর্যায়মপি মায়্যাশব্দং নৈঘণ্টুকা অধীয়তে । আহ চ ভগবান্
পরশরঃ—

“সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

(*) তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্যক্করেমহং ॥

সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ।

বর্গের প্রতি দয়াবশতঃ নিজের ইচ্ছায়ই আপনাব সেই স্বভাবসিদ্ধ রূপটিকে উপাসকগণের
বুদ্ধিগম্য হইবার উপযুক্ত আকারে দেবতা ও মনুষ্যাদি আকৃতি সম্পন্ন করিয়া থাকেন । শ্রুতিও
ইহা বলিয়াছেন—‘যিনি জায়মান (উৎপন্ন) না হইয়াও বহুপ্রকারে জাত হন ।’ স্মৃতিও বলি-
য়াছেন—‘অপ্রচ্যুতস্বভাব আমি জন্মহীন হইয়াও এবং ভূতসমূহের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে
আশ্রয় করিয়া নিজ মায়্যাবলে সম্ভূত হইয়া থাকি ।’ ‘সাধুগণের পরিভ্রাণের জন্ত এবং দুর্জয়-
গণের বিনাশের জন্ত [* * * যুগে যুগে সম্ভূত হইয়া থাকি] ।’ অভিপ্রায় এই যে, উপাসক-
গণই সাধুপদবাচ্য, তাঁহাদের পরিভ্রাণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, দুষ্কর্মকারিগণের বিনাশ করা তাহার
আনুষঙ্গিক কার্য মাত্র ; কেননা, তাহা ত তাঁহাদের ইচ্ছামাত্রেও সম্পন্ন হইতে পারে । “প্রকৃতিং স্বাং”
কথার অর্থ—স্বীয় স্বভাব ; স্বীয় স্বভাবকেই অবলম্বন করিয়া, কিন্তু সংসারিগণের স্বভাবকে অব-
লম্বন করিয়া নহে । “আত্মমায়য়া” অর্থ—নিজের সংকল্পাত্মক জ্ঞান দ্বারা । নৈঘণ্টুকগণ (বৈদিক
অভিধানকর্তারা) ‘মায়্যা, বয়ুন, জ্ঞান’ এইবাক্যে ‘মায়্যা’ শব্দকে জ্ঞান শব্দের সমানার্থক বলিয়া
পাঠ করিয়া থাকেন । ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন—‘হে নৃপ, এই সমস্ত শক্তি বাহাতে প্রতিষ্ঠিত
আছে, তাহাই হরির জগদ্বিলক্ষণ অপর মহৎ রূপ । হে জনাধিপ, তিনি স্বীয় লীলাবলে দেবতা,

দেবতির্য্যাক্ষুশ্চাখ্যাচেষ্ঠাবন্তি স্বলীলয়া ॥

জগতামুপকারায় ন সা কৰ্ম্মনিমিত্তজা ॥” [বিষ্ণুপুং ৬।৭।৭০]

ইতি (*); মহাভারতে চ (+) অবতাররূপস্তাপ্যপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে—
“ন ভূতসজ্জসংস্থানো দেহোহিস্ত্য পরমান্ননঃ” [উদ্দেশ্যগপর্ব্ব০] ইতি। অতঃ
পরশ্চৈব ব্রহ্মণ (ক) এবংরূপ-রূপবজ্জাদয়মপি তৈশ্চৈব ধৰ্ম্মঃ। অত আদিত্য-
মণ্ডলাক্ষ্যধিকরণ আদিত্যাদিজীবব্যতিরিক্তঃ পরমান্নৈব ॥ ১।১।২১ ॥

ভেদব্যপদেশোচ্চান্যঃ । ১।১।২২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদব্যপদেশাৎ ভেদেব উল্লেখ বশতঃ চ (৭) ‘অতঃ’ (জীব হইতে পৃথক্) ।]

[সবলাপঃ—ইতচ্চ আদিত্যাত্ম্যঃ হিবধ্যয়রূপঃ পৃথক্যঃ পবনম্ভাবঃ। কুতঃ? “য আদিত্যে
তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তব্যঃ, য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঃ স্তব্যঃ, যমাদিত্যো ন বেদ” ইত্যাত্মন্ত্যামিনাক্ষণোক্ত্যা
তত্ত্বদন্ত্যামিত্যা তত্ত্বনিষত্ত্ব তয়া চ আদিত্যা-ক্ষেত্রজবগাং পবনাত্মনো ‘ভেদেন ব্যপদেশাৎ’।
অতএব অপহতপাপ্যাদিবিশিষ্টো নাবায়নঃ প্রধানাৎ প্রত্যগাত্মনশ্চ ‘অতঃ’ অথাত্মবভূতো
নিখিলজগদেককারণমিতি সিদ্ধম ॥

এই কাৰণেও আদিত্যাদিৰ অস্ত্য হিবধ্যয় পৃথক্যে পবনাত্মা বলিতে হয়; কাৰণ
—যিনি আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্য হইতে ভিন্ন এবং যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে
অন্য; আদিত্য যাহাকে জানেন না’ ইত্যাদি অন্ত্যামিনাক্ষণবাক্যে আদিত্যাদি জীব হইতে
পবনাত্মাব ভেদেবোপ বহিষ্যছে। অতএব, আদিত্যাদিৰ অভ্যাব্যস্ত হিবধ্যয় পৃথক্য প্রকৃতি ও
জীববগ হইতে পৃথক্ নাবায়ন ভিন্ন আব কৈচ নহে ॥ ১।১।২২ ॥

আদিত্যাদিজীবোভ্যো ভেদো ব্যপদিশ্যতে অস্ত্য পরমান্ননঃ—“য আদিত্যে
তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ, যমাদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্য-

তির্য্যক্ ও মন্ত্যাদি চেষ্ঠাসম্পন্ন সমস্ত শক্তিময় রূপসমূহ প্রকটিত করবেন; উহা কেবল জগতেব
উপকারার্থ হয়, কিন্তু কোন কৰ্ম্মক্ষেপে উৎপন্ন হয় না। মহাভারতে অবতাররূপকে পর্য্যন্ত
অপ্রাকৃত বলা হইয়াছে,—“পবনাত্মাব এহ মে শরীর, ইহা ভূতসমূহে সংঘটিত নহে।” অতএব,
পরব্রহ্মেরই এবংনিধ রূপ থাকায় হতা ও তাহাবই ধৰ্ম্ম; অতএব, আদিত্যমণ্ডল ও অক্ষিমধ্যে
অধিষ্ঠিত পুরুষ আদিত্যাদি জীব হইতে পৃথক্ পবনাত্মাই (অপব কৈচ নহে) ॥ ১।১।২১ ॥

আদিত্যাদি জীব হইতে এই পবনাত্মাব পার্থক্য উপদিষ্ট আছে,—“যিনি (পবনাত্মা) আদিত্যে
থাকিয়াও আদিত্য হইতে পৃথক্, আদিত্য যাহাকে জানেন না; আদিত্য যাহার শরীর এবং

(০) অবতাররূপপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ। (†) অর্চাবতাব ইতি (ঘ) পুস্তকে পাঠঃ।

(ক) এবং রূপবগাং ইতি (ব,গ) পাঠঃ।

মন্তুরো যময়তি” [বৃহদা০ ৫।৭।৯], “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তুরো যমাত্মান বেদ, যস্তাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তুরো যময়তি” [বৃহদা০ ৫।৭।২২], “যোহক্ষরমন্তুরে সঞ্চরন্, যস্তাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ, যো মৃত্যুমন্তুরে সঞ্চরন্, যস্ত মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহত-পাপুর্ন দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [স্ক্যবাল০ ৭] ইতি চ অস্তাপহত-পাপুর্নঃ (*) পরমাত্মনঃ সর্বান্ জীবান্ শরীরেহ্নে ব্যপদিশ্য তেষামন্তরাত্ম-হ্নেনৈনং ব্যপদিশতি । অতঃ সর্বৈবভ্যো হিরণ্যগর্ভাদিজীবৈবভ্যোহন্ম এব পরমাত্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ১ । ১ । ২২ ॥ [সপ্তমং অন্তরধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” [তৈত্তিঃ ভৃগু০ ১] ইতি জগৎ-কারণং ব্রহ্মেত্যবগম্যতে । কিং তজ্জগৎকারণমিত্যপেক্ষয়াং “সদেব সোমোদেমগ্র আসীৎ”, “তৎ তেজোহসৃজত” [ছান্দো০ ৬।২।১, ৩], “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ”, “স ইমান্ লোকানসৃজত” [ঐতঃ ১।১। ১, ২], “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুভূতঃ” [তৈত্তিঃ আন০ ১] ইতি সাধা-রণৈঃ শব্দৈর্জগৎকারণে নির্দিষ্টে ঈক্ষণবিশেষানন্দবিশেষরূপবিশেষার্থস্বভা-

ধিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিভাক্তে নিয়মিত করেন । ‘যিনি আত্মাতে আছেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না ; আত্মা যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন ।’ ‘যিনি অক্ষর (পুরুষের) অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাহার শব্দ এবং অক্ষর যাহাকে জানে না ।’ ‘যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাহার শব্দ, মৃত্যু যাহাকে জানে না, তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক ও অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ ।’ এই ঐতিহ্য সর্বজীবকে অপহতপাপ পরমাত্মার শরীররূপে উল্লেখ করিয়া ‘সেই সকলের অন্তরাত্মা’ রূপে ইহার নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব, এই পরমাত্মা যে, হিরণ্যগর্ভাদি সর্ব জীব হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২২ ॥ ৭ম অন্তরধিকরণ সমাপ্ত ॥

‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মলাভ করে’, এই ঐতিহ্যে ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া অবগত হওয়া যায় । সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম কে ? এই আকাঙ্ক্ষায় ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সংস্করণই ছিল, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘অগ্রে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপ ছিল, তিনি এই সকল লোক সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল,’ এইরূপে, যে সকল শব্দের কোন স্পষ্ট অর্থবিশেষ বিনির্দিষ্ট নাই, সেই সকল ‘সাধারণ’ শব্দ দ্বারা জগৎকারণ নির্দিষ্ট হইবার পর ‘ঈক্ষণবিশেষ’, আনন্দবিশেষ ও রূপ-

(*) অসামান্যপহতপাপুর্নঃ ইত্যধিকঃ (খ) পাঠো ন সমীচীনঃ ।

বাং প্রধান-ক্ষেত্রজাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্মেত্যুক্তম্ । ইদানীমাকাশাদিবিশেষ-
(*) শব্দৈর্নির্দিষ্ট (+) জগৎকারণত্ব-জগদৈশ্বর্যাদিবাদেহপ্যাকাশাদিশব্দাভিধে-
য়তয়া প্রসিদ্ধিচিচ্চিস্তনোহর্থান্তরমুক্তলক্ষণমেব ব্রহ্মেতি প্রতিপাদ্যতে—
“আকাশস্তল্লিঙ্গাং” ইত্যাদিনা পাদশেষেণ—

• আকাশাদিকরণম্ **আকাশস্তল্লিঙ্গাং ॥১১১২৩॥** (+)

[পদচ্ছেদঃ—আকাশঃ (আকাশ শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], তল্লিঙ্গাং (যেহেতু তাঁহার হৃৎক
চিহ্ন আছে) ।]

[সরলার্থঃ—“সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপত্তস্তে, আকাশঃ প্রত্যন্তঃ
যন্তি” ইত্যাদিষু ‘আকাশ-শব্দেন পরমায়ৈব নির্দিষ্টঃ । কুতঃ ? ‘তল্লিঙ্গাং’ ; তস্ত পরব্রহ্মণ
এব সর্বকারণত্ব-জ্যায়ত্ব-পরায়ণত্বাদের্লিঙ্গাং জ্ঞাপকাদিত্যর্থঃ, ভূতাকাশস্ত বায়াদিকারণত্ব-
সম্ভবেইপি ‘আকাশাদেব’ ইত্যেবকারণে ‘সর্বাণি’ ইতি সর্বপদেন চ অতিহিতানাং সর্বকারণ-
ত্বাদিলিঙ্গানাং ন তত্র সম্ভবঃ, তন্মাদাকাশাদিশব্দবাচ্যঃ পরমায়ৈবেতি সিদ্ধম্ ॥

‘এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়’, এই শ্রুতিতে
‘আকাশ’ শব্দের অর্থ—পরমাত্মা,—ভূতাকাশ নহে । কারণ ? এখানে সর্বকারণত্ব, জ্যায়ত্ব
(পরমমহত্ব) এবং পরায়ণত্ব প্রভৃতি পরমাত্ম-গ্রাহক ধর্মের উক্তি আছে । ভূতাকাশ বায়ু
প্রভৃতির কারণ হইলেও তাহাতে সর্বকারণত্বাদি ধর্মের কখনই উপপত্তি হইতে পাবে না ॥২৩॥]

বিশেষ-প্রকাশক শব্দের সাহায্যে উক্ত ব্রহ্ম যে, প্রধান ও ক্ষেত্রজ প্রভৃতি হইতে পৃথক্ বস্তু, ইহা
প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখন, জগৎকারণত্ব ও জগদৈশ্বর্যাদিবাদেও আকাশাদি শব্দের
প্রতিপাদ্যরূপে প্রসিদ্ধ ও চেতনচেতন পদার্থ হইতে বিভিন্নপ্রকার ব্রহ্ম যে, উক্ত প্রকারই
বটে, তাহাই এই পাদের অবশিষ্ট অংশে “আকাশঃ তল্লিঙ্গাং” ইত্যাদি হুত্রে আকাশাদি
বিশেষ বিশেষ শব্দ নির্দেশ দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—

(*) বিশেষরূপে (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে । (+) বিশেষঃ নির্দিষ্টোতি (গ) পাঠঃ ।

(১) ভাৎপর্ষ্য—“আকাশঃ তল্লিঙ্গাং” এই হুত্রে অধিকরণ রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—
ছন্দোগ্যোপনিষদে শালাবত্যা ও জৈবলির সংবাদে শালাবত্যা লিঙ্গানা করিলেন যে, “অন্ত নোকন্ত কা গতিঃ ?”
এই লোকের গতি (উৎপত্তি ও প্রায় হান) কি ? তদন্তরে জৈবলি বলিলেন “আকাশ ইতি”, অর্থাৎ আকাশই
এই লোকের গতি ; কেন না, “সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপত্তস্তে, আকাশঃ প্রত্যন্তঃ যন্তি ।”
অর্থাৎ সমস্তভূতই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয় । (২) সংশয় হইতেছে যে, এই
‘আকাশ’ অর্থ কি ভূতাকাশ ? অথবা পরব্রহ্ম ? (৩) পূর্বপক্ষ—ভূতাকাশই আকাশ শব্দের অর্থ, কারণ ‘আকাশ’
শব্দের ঐ অর্থই প্রসিদ্ধ । (৪) উত্তর—না—‘আকাশ’ শব্দের অর্থ ভূতাকাশ নহে—পরমাত্মা । কারণ ? এখানে
সর্বকারণত্ব প্রভৃতি পরমাত্মগ্রাহক লিঙ্গ রহিয়াছে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—পরমাত্মাই ‘আকাশ’ শব্দের বর্ধার
অর্থ, এবং তদ্বিকালে যুক্তিলাভই ইহার বল ।

ইদমান্নায়তে ছান্দোগ্যে—“অশ্ব লোকশ্চ কা গতিরিতি? আকাশ ইতি হোবাচ; সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি, আকাশো হেবৈভ্যো ভূতেভ্যো জ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্” [ছান্দোঃ ১।৯।১] ইতি ।

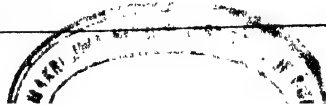
তত্র সন্দেহঃ—কিং প্রসিদ্ধাকাশ এবাত্র আকাশশব্দেনাভিধীয়তে? উত উক্তলক্ষণমেব ব্রহ্ম? ইতি । কিং প্রাপ্তম্? প্রসিদ্ধাকাশ ইতি । কূতঃ? শব্দৈকসমধিগম্যে বস্তুনি য এবার্থো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধঃ শব্দেন প্রতীয়তে, স এব গ্রহীতব্যঃ । অতঃ প্রসিদ্ধাকাশ এব চরাচরাশ্বকভূতজাতশ্চ কৃৎসনশ্চ কারণম্ । অতঃ, তস্মাদনতিরিক্তং ব্রহ্ম ।

ননু, ঈক্ষাপূর্বকসৃষ্টাদিভিরচেতনাং জীবাচ্চ ব্যতিরিক্তং ব্রহ্মেত্যক্তম্ । সত্যমুক্তম্; ছরুন্তু (*) তৎ । তথাহি;—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, ...তদ ব্রহ্ম” ইত্যুক্তে, কুত ইমানি ভূতানি জায়ন্তে? ইত্যাদিবিশেষ-মাকাজ্জায়াং “সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে” ইত্যাদিনা বিশেষপ্রতীতেজর্জজ্জন্মাদিকারণমাকাশ এবেতি নিশ্চিতে সতি

ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা পঠিত আছে যে, ‘এই লোকের গতি কি? [উত্তর—] তিনি বলিলেন—আকাশ; কারণ, এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়; এই সমস্ত ভূত অপেক্ষা আকাশই পরম মহৎ এবং আকাশই পরম আশ্রয় ।’

এইবাক্যে সংশয় হইতেছে যে, এখানে ‘আকাশ’ শব্দে কি প্রসিদ্ধ ভূতাকাশই অভিহিত হইয়াছে অথবা পূর্বোক্ত লক্ষণাবিত পরব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছে? কোনটী পাওয়া গেল? লোক-প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ । কাবণ?—একমাত্র শব্দগম্য বিষয়ে শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে অর্থটী শব্দ দ্বারা প্রতীত হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করা উচিত । অতএব প্রসিদ্ধ আকাশই চরাচর সমস্ত জগতের কারণ; অতএব এই ব্রহ্ম পদার্থ ভূতাকাশ হইতে পৃথক্ নহে ।

ভাল, উক্ত ব্রহ্ম যে, অচেতন ও চেতন জীব হইতে পৃথক্, ইহাত ঈক্ষাপূর্বক সৃষ্টি প্রভৃতি হেতু দ্বারাই সমর্থিত ও কথিত হইয়াছে । হাঁ, কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা ত ভাল কথা হয় নাই । কেন না, ‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্ম লাভ করে, তাহা ব্রহ্ম,’ এই কথার পর আকাজ্জা হইয়াছিল যে, এই সমস্ত ভূত কোন কারণবিশেষ হইতে জন্ম লাভ করে? ইত্যাদি, রূপে কারণ বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইবার পর ‘এই সমস্ত ভূতবর্গ আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়,’ ইত্যাদি বাক্যে কারণ-বিশেষ প্রতীত হওয়ায় আকাশই যে, জগতের জন্মাদি-কারণ,



“সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিষপি ‘সৎ’-আদিশব্দাঃ সাধারণাকারান্তমেব বিশেষমাকারমভিদধতি । “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” ইত্যাদিষু (*) আত্মশব্দোহপি তত্রৈব বর্ততে । তস্মাপি হি চেতনৈকান্তত্বং ন সম্ভবতি ; যথা ‘মৃদাত্মকো ঘটঃ’ ইতি । ‘আপ্লোতীত্যাত্মা’ ইতি ব্যুৎপত্ত্য স্ততরামাকারশেপ্যাত্মশব্দো বর্ততে । অত এবমাকার এব কারণং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতং সতি ঐক্ষণাদয়স্তদনুগুণা গোণা বর্ণনীয়ঃ । যদি হি সাধারণশব্দে-রেব সদাদিভিঃ কারণমভ্যধায়িত্যত ; ঐক্ষণাদিগুণানুরোধেন চেতনবিশেষ এব কারণমিতি নিরূপিত্যত (+) । আকাশশব্দেন তু বিশেষ এব নিশ্চিত ইতি নার্থস্বাভাব্যাৎ নির্ণেতব্যমস্তু ।

ননু “আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” ইত্যাকারশ্চাপি কার্যত্বং প্রतीयতে । সত্যম্ ; সর্বেষামেবাকার-বাস্বাদীনাম্ সূক্ষ্মাবস্থা স্থূলাবস্থা চেত্যবস্থাদ্বয়মস্তু । তত্রাকারশ্চ সূক্ষ্মাবস্থা কারণং, স্থূলাবস্থা তু কার্যম্ (‡) । “আত্মন আকাশঃ

ইহাই নিশ্চিত হয় ; স্ততরাং ‘হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সংস্করণই ছিল,’ ইত্যাদি বাক্যস্থ ‘সৎ’ প্রভৃতি শব্দগুলিও সেই কারণ বিশেষ আকাশেরই প্রতিপাদক হইতেছে । আর, ‘এই জগৎ অগ্রে এক আত্ম-স্বরূপই ছিল,’ ইত্যাদি বাক্যগত আত্মা শব্দও সেই অর্থেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে । বিশেষতঃ, সেই আত্ম-শব্দটী যে, সর্বদাই চেতনবাচক হইয়া থাকে, তাহাও নহে : উদাহরণ—যেমন মৃত্তিকাত্মক ঘট, [এখানে অচেতন মৃত্তিকায়ও আত্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে] । আর, যাহা অপরকে প্রাপ্ত হয় বা অত্র বাপ্ত থাকে, তাহাই আত্মা, এরূপ অর্থ করিলে ত অনান্যসেই ‘আত্মা’ শব্দটী আকাশ-বোধক হইতে পাবে । অতএব, আকাশই জগতের কারণী-ভূত ব্রহ্ম ; এইরূপ স্থির হইলে পর কারণ-গত ঐক্ষণাদি ধর্মগুলিকেও সেই অর্থেই অনুরূপ—গৌণার্থক বলিয়া বর্ণনা করিতে হইবে । আর যদি কেবল ‘সৎ’ প্রভৃতি সাধারণার্থ-বোধক শব্দেই কারণ পদার্থ অভিহিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐক্ষণাদির অনুরোধে চেতনবিশেষকেই কারণ বলিয়া নিশ্চয় করা যাইত ; আকাশ শব্দেব কিন্তু বিশেষার্থই নিশ্চিত হইয়াছে ; স্ততরাং শব্দের স্বাভাবিক অর্থ হইতে অতিরিক্ত আর কিছু নির্ণয় করিবার উপায় নাই ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে ।’ এই প্রতিপত্তে ত আকাশেরও উৎপত্তি জানা যাইতেছে ; [স্ততরাং আকাশকে ত সর্বকারণ বলা যাইতে পারে না ?] হাঁ, এ কথা সত্য ; কিন্তু জানিতে হইবে যে, আকাশ বায়ু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেরই দুইটী অবস্থা আছে, একটী সূক্ষ্মাবস্থা, অপরটী স্থূলাবস্থা । তদ্ব্যতীত আকাশের সূক্ষ্মাবস্থাটী কারণ, আর স্থূলাবস্থাটী

(*) ইত্যাদিষপীতি (খ) পাঠঃ ।

(+) নিরূপিত্যত ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) স্থূলাবস্থা কার্যঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

সম্ভূতঃ” ইতি স্বস্মাদেব সূক্ষ্মরূপাৎ স্বয়ং স্থূলরূপঃ সম্ভূত ইত্যর্থঃ । “সর্বানি হ বা ইমানি ভূতান্ আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে” ইতি সর্বস্য জগত আকাশাদেব প্রভবাপ্যাদিশ্রবণাৎ তদেব জগৎকারণং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতম্ । যত এবং প্রসিদ্ধাকাশাদনতিরিক্তং ব্রহ্ম ; অত এব চ “যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ” “আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োনির্বহিতা” ইত্যেবমাদিনির্দেশোহপ্যুপপন্নতরঃ । অতঃ প্রসিদ্ধাকাশাদনতিরিক্তং ব্রহ্মেতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ”—আকাশশব্দাভিধেয়ঃ প্রসিদ্ধাকাশাদচেতনাদর্থান্তরভূতো যথোক্তলক্ষণঃ পরমাত্মৈব । কৃতঃ ? ‘তল্লিঙ্গাৎ’—নিখিলজগদেককারণত্বং সর্বস্যাৎ জ্যায়ন্তঃ, পরায়ণত্বম্ ইত্যাদীনি পরমাত্মলিঙ্গান্যুপলভ্যন্তে । নিখিলকারণত্বং (*) হি অচিদ্বস্তনঃ প্রসিদ্ধাকাশশব্দাভিধেয়স্য নোপপত্তিতে, চেতনবস্তনস্তৎকার্যত্বাসম্ভবাৎ । পরায়ণত্বঞ্চ (†) চেতনানাং পরমপ্রাপ্যত্বং ; তচ্চাচেতনস্য হেয়স্য সকলপুরুষার্থ-

তাহাব কার্য । ‘আত্মা হঠতে আকাশ সম্ভূত হইল,’ এ কথাব অর্থ—স্বীয় সূক্ষ্মরূপ হইতে আকাশ স্থূলরূপ সমুৎপন্ন হইল । [এখানে ‘আত্মা’ অর্থ -পবনাত্মা নহে—স্বয়ং—আপনি অর্থ] । আকাশ হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই স্থলে আকাশ হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি-প্রলয়াদি শ্রবণ হেতু স্থির হইতেছে যে, সেই আকাশই জগতের কারণীভূত ব্রহ্ম । যে হেতু, এইরূপে ব্রহ্ম পদার্থটী প্রসিদ্ধ আকাশ হইতে অতিবিক্ত হইতেছে না ; অতএব, ‘যদি আনন্দস্বরূপ এই আকাশ না থাকিত,’ ‘আকাশই জাগতিক নাম ও রূপের নির্বাহক,’ ইত্যাদি নির্দেশও অপেক্ষাকৃত সুসঙ্গত হইতেছে । অতএব, এই ব্রহ্ম-পদার্থটী লোক-প্রসিদ্ধ আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে ।

এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ”—প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ হইতে পৃথক্, পূর্বোক্তলক্ষণাবিত পরমাত্মাই এখানে ‘আকাশ’ শব্দের সিদ্ধান্ত । অর্থ । কি হেতু ? তল্লিঙ্গই হেতু,—সমস্ত জগতের একমাত্র কারণত্ব, সর্বোপেক্ষা মহত্ত্ব ও পরমাশ্রয়ত্ব, ইত্যাদি পরমাশ্রয়-গ্রাহক ধর্মসমূহ এখানে প্রতীত হইতেছে ; প্রসিদ্ধ ‘আকাশ’-পদবাচ্য জড়বস্তুর পক্ষে কখনই সর্বজগৎ-কারণত্ব প্রভৃতি ধর্ম যুক্তিসিদ্ধ হয় না ; কারণ,* [চেতন বস্তুগুলি আকাশ-জন্ত হইতে পারিলেও] চেতন বস্তু কখনই আকাশ-জন্ত হইতে পারে না । আর ‘পরায়ণ’ শব্দের অর্থও সর্বচেতনের উৎকৃষ্ট প্রাপ্য স্থান ;

(*) নিখিলজগদেককারণত্ব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) (গ) পুস্তকে চকারো বোধ্যভ্যন্তে ।

বিরোধিনো ন সম্ভবতি । সৰ্ব্বস্বাভ্যায়ন্ত্বক নিরূপাধিকং সৰ্বৈঃ কল্যাণ-
গুণৈঃ সৰ্ব্বেভ্যো নিরতিশয়োৎকৰ্ষঃ ; তদপ্যচিতো নোপপত্ততে ।

যছুক্তং, জগৎকারণবিশেষাকাজ্জায়ামাকাশশব্দেন বিশেষসমর্পণাদন্যৎ
সৰ্বং তদনুরূপমেব বর্ণনীয়মিতি ; তদযুক্তম্, “সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি
ভূতান্বাকাশাদেব সমুৎপত্তন্তে” ইতি প্রসিদ্ধবন্নির্দেশাৎ । প্রসিদ্ধ-
বন্নির্দেশো হি প্রমাণান্তরপ্রাপ্তিমপেক্ষতে । প্রমাণান্তরাণি চ “সদেব
সোম্যেদমগ্র আনীৎ” ইত্যেবমাদীন্তেব বাক্যানি । তানি চ যথোদিত-
প্রকারেণৈব ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তীতি তৎপ্রতিপাদিতং ব্রহ্ম আকাশ-শব্দেন
প্রসিদ্ধবন্নির্দিষ্টতে । সম্ভবতি চ পরন্তু ব্রহ্মণঃ প্রকাশকত্বাদাকাশ-শব্দা-
ভিধেয়ত্বম্,—আকাশতে, আকাশয়তি চেতি ।

কিক, অনেনাকাশশব্দেন বিশেষসমর্পণক্ষমেণাপি চেতনাংশং প্রতি
অসম্ভাবিতকারণভাবমচেতনবিশেষমভিধানেন “তদৈক্ষত—বহু—স্রাং
প্রজায়েয়” [ছান্দোঃ ৬।২।৩] ইতি, “সোহকাময়ত—বহু স্রাং—প্রজায়েয়”

তাহাও সমস্ত পুরুষার্থপরিপন্থী তুচ্ছ অচেতনের পক্ষে সম্ভবপর হয় না । নিরপেক্ষ সর্বজায়ন্ত্ব
শব্দেরও অর্থ—সৰ্ব্বাপেক্ষা নিরতিশয় কল্যাণগুণোৎকর্ষঃ ; তাহাও অচেতনের পক্ষে উপপন্ন হয় না ।

আরও যে বলা হইয়াছে, যেহেতু বিশেষরূপে জগৎকাবণেব স্বরূপ-নিরূপণাভিপ্রায়েই
‘আকাশ’শব্দে বিশেষার্থ সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে । অতএব [কারণবাচক] অপরাপর পদগুলিবও
আকাশ-কারণের অনুরূপভাবেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে । সে কথাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই ; কারণ,
‘এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়’, এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধের ত্রায় আকাশের নির্দেশ
রহিয়াছে । প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশমাত্রই প্রমাণান্তরসম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া থাকে ; অর্থাৎ
যাহা প্রমাণান্তরে সমর্থিত নহে, প্রসিদ্ধের ত্রায় কখনই তাহার নির্দেশ করা যাইতে
পারে না । ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ কেবলই সংস্করণ ছিল,’ এইপ্রকার বাক্যসমূহই
এখানে প্রমাণান্তররূপে গ্রাহ্য । সেই সকল বাক্যত পূর্বোক্তপ্রকারেই অর্থাৎ জগৎকাবণ-
রূপেই ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া থাকে ; কাজেই বলিতে হয় যে, সেই বাক্য-প্রতিপন্ন
ব্রহ্মই ‘আকাশ’ শব্দে প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দিষ্ট হইতেছেন । আর ‘আ’—সম্যক্, ‘কাশতে’—
প্রকাশ পায়, অথবা অপরকে প্রকাশিত করে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রকাশ-ধর্মের
সাক্ষ্য থাকা পর ব্রহ্মকেও ‘আকাশ’ শব্দে অভিহিত করা সম্ভবপর হইতে পারে ।

অপিচ, অর্থবিশেষ- (ভূতাকাশ-) প্রতিপাদনে সর্ষ হইলেও চেতনাংশের প্রতি যাহার
কারণতা একেবারেই অসম্ভব, সেই অচেতনবিশেষের—আকাশের প্রতিপাদক এই আকাশ-
শব্দ দ্বারা যে, ‘তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব’, ‘তিনি কামনা করিলেন

[তৈত্তিঃ আনঃ ৬] ইত্যাদি (*) বাক্য-শেষাবধারিতসার্বজন্য-সত্য-সঙ্কল্পত্বাদিবিশিষ্টাপূর্ব্বার্থপ্রতিপাদনসমর্থবাক্যার্থানুথাকরণং ন প্রমাণ-পদবীমধিরোহতি । এবমপূর্ব্বানন্তবিশেষণবিশিষ্টাপূর্ব্বার্থ-প্রতিপাদন-সমর্থানেকবাক্যগতিসামান্যঞ্চ একেনানুবাদস্বরূপেণানুথাকর্ত্বং ন শক্যতে ।

যত্নু, আত্ম-শব্দশ্চেতনৈকান্তো ন ভবতি ; ‘মৃদাত্মকো ঘটঃ’ ইত্যাদিষু দর্শনাদিত্যুক্তম্ ; তত্রোচ্যতে—যত্নপি চেতনাদন্যত্রাপি কচিদাত্মশব্দঃ প্রযুক্ত্যতে ; তথাপি শরীরপ্রতিসম্বন্ধিনি আত্মশব্দস্য প্রয়োগপ্রাচুর্য্যং, “আত্মা বা ইদমেক এবাশ্র আসীৎ,” [ঐ তঃ ১১১১] “আত্মন আকাশঃ সমুতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১১২] ইত্যাদিষু শরীরপ্রতিসম্বন্ধি-(+) চেতন এব প্রতীয়তে । যথা গৌশব্দস্থানেকার্থবাচিত্বেইপি প্রয়োগ-প্রাচুর্য্যং সাম্প্রাদিমান্বেব সত্যঃ প্রতীয়তে ; অর্থান্তর-প্রতীতিস্ত তত্তদসাধারণ-

—বহু হইব—জন্মিব’ ইত্যাদি বাক্য-শেষ হইতে অবধারিত—সর্ব্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পত্বাদিবিশিষ্ট অলৌকিক পদার্থ প্রতিপাদন-সমর্থ বাক্যার্থের অন্যথাকরণ, (অচেতনে অসম্ভাবনানিবন্ধন গোণার্থ কল্পনাকরণ, তাহা) কখনই প্রমাণপথে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না । আর, অনন্তবিশেষণবিশিষ্ট অগুরু (যাহা অন্য প্রমাণে প্রমাণিত হয় নাই ; সেই) অর্থ প্রতিপাদনক্ষম বহুবাক্যেব যে গতি-সামান্য, অর্থাৎ একার্থবোধনে তাৎপর্য্য, তাহা কখনই অনুবাদস্বরূপ (যাহার স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, সেই) একটীমাত্র [আকাশ] পদ দ্বারা কখনই অন্যথা (বাধিত) করিতে পারা যায় না ।

পুনশ্চ যে কথিত হইয়াছে, ‘মৃত্তিকাত্মক ঘট’ ইত্যাদি প্রয়োগে চেতনবাচিতা না থাকায় [জানা যায় যে,] ‘আত্ম’-শব্দ কেবলই চেতনবাচক নহে । তদ্বৎ বলা যাইতেছে—যদিও কোনস্থলে চেতনাতিরিক্ত অর্থেও ‘আত্ম’-শব্দ প্রযুক্ত হয় সত্য, তথাপি শরীর-সম্বন্ধবিশিষ্ট চেতনই আত্মশব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য হেতু ‘এই জগৎ অগ্রে একমাত্র আত্মস্বরূপেই ছিল ।’ ‘আত্মা হইতে আকাশ সমুত হইল ।’ ইত্যাদি স্থলেও শরীরসম্বন্ধবিশিষ্ট চেতনই আত্ম-শব্দের অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় । যেমন, গৌ শব্দ অনেকার্থবাচক হইলেও প্রয়োগবাহুল্যবশতঃ সাম্প্রাদিমান্ প্রাণীই (গলকম্বলাদিযুক্ত প্রসিদ্ধ গো-ই) স্বভাবতঃ প্রতীত হইয়া থাকে ; [গৌশব্দ হইতে যে,] অর্থান্তরের প্রতীতি, তাহা তত্ত্বস্থানীয় বিশেষ বিশেষ নির্দেশসাপেক্ষ ; অর্থাৎ প্রকরণাদি বিশেষ বিশেষ কারণে অর্থান্তরের প্রতীতি হইয়া থাকে । তেমনি আত্মশব্দের

নির্দেশাপেক্ষা; তথা স্বতঃ প্রাপ্তং শরীরপ্রতিসম্বন্ধিচেতনাবিধানমেব
 “স ঐক্ষত লোকান্ নু স্ ভা ই” “সোহকাময়ত বহু স্মাং প্রজায়ে”
 ইত্যাদি-তত্ত্বদ্বাক্যাশেষা এব স্থিরীকূৰ্বন্তি। এবং বাক্যাশেষাবধারিতানন্ত-
 সাধারণানেকাপূর্ব্বার্থবিশিষ্টং নিখিলজগদেককারণং “সদেব সোমোদমগ্র-
 আসীৎ” ইত্যাদিবাক্যসিদ্ধং ব্রহ্মৈব আকাশশব্দেন প্রসিদ্ধবৎ “সৰ্ব্বাণি হ বা
 ইমানি ভূতানি” ইত্যাদিবাক্যেন নির্দিষ্টতাইতি সিদ্ধম্ ॥ ১।১।২৩ ॥
 [অষ্টমং আকাশাধিকরণং সমাপ্তম্।]

২ প্রাণাধিকরণঃ।

অত এব প্রাণঃ ॥ ১।১।২৪ ॥ (*)

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এইহেতু) এব (নিশ্চয়) প্রাণঃ (প্রাণ অর্থ—ব্রহ্ম)।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে “প্রস্তোতঃ, বা দেবতা প্রস্তাবময়ায়তা”, ইতুপক্রমা ‘কতমা সা
 দেবতা ? ইতি, প্রাণ ইতি হোবাচ।’ ইত্যত্র ‘প্রাণ’ শব্দঃ পরমাত্মপদঃ ; কৃতঃ ? ‘অতএব’—
 পূর্ব্বস্থত্রোক্তাং ‘তল্লিঙ্গাং’ এব হেতোঃ ; অত্রাপি বাক্যাশেষে “সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণ-
 মেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যাজিহতে।” ইতি প্রাণাধীন-সকলজগৎপ্রবেশ-নিষ্কমণাদীনি হি
 পরমাত্মলিঙ্গানি ন পঞ্চবৃত্তাত্মকে প্রাণে উপপত্তস্তে ; অত আকাশশব্দবৎ প্রাণশব্দোহপি
 পরমাত্মপরো মন্তব্য ইত্যশয়ঃ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—‘হে প্রস্তোতঃ—স্তুতিপাঠকারিন্। এই ‘প্রস্তাবে’ যে দেবতা
 অগুণত আছেন, সেই দেবতাটি কে ? তিনি বলিলেন—সেই দেবতাটি প্রাণ, এখানে ‘প্রাণ’
 শব্দের অর্থ—পরমাত্মা ; কেননা, এই বাক্যেই শেবাংশে যে, সৰ্ব্বভূতের প্রাণ হইতে উৎপত্তি
 এবং প্রাণেই বিলয়ের উল্লেখ বহিয়াছে, তাহা পরমাত্মারই লিঙ্গ বা গ্রাহক ; কাবণ, পরমাত্মা
 ভিন্ন পঞ্চবৃত্তাত্মক প্রাণে কখনই ভূতসমূহের উৎপত্তি ও বিলয়ের কথা উপপন্ন হইতে পারে না।
 অতএব, প্রাণ-শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে ॥ ১।১।২৪ ॥ নবম প্রাণাধিকরণ সমাপ্ত ॥]

স্বভাবসিদ্ধ যে, শরীরসম্বন্ধী চেতনবাচকত্ব, ‘তিনি আলোচনা করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব।’
 ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব।’ ইত্যাদি বিভিন্ন বাক্যগত নির্দেশ-বিশেষই তাহা
 স্থির করিয়া দিতেছে। এই প্রকারে এবং বাক্যাশেষ দ্বারা অবধারিত অনন্যসাধারণ বহু-
 বিধ অলৌকিকার্থবোধক ‘হে সোমা, অগ্রে এই জগৎ সংস্করণই ছিল’, এই বাক্য-প্রসিদ্ধ যে,
 সমস্ত জগতের একমাত্র কারণরূপী ব্রহ্ম ; ‘এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই’ ইত্যাদি বাক্যে
 আকাশ শব্দেও যে, সেই ব্রহ্মই প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ বা প্রামাণিত
 হইল ॥ ১।১।২৩ ॥ অষ্টম আকাশাধিকরণ সমাপ্ত ॥

(*) তাৎপর্য্য—এই সূত্রের অধিকরণ রচনা এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“প্রস্তোতঃ, বা দেবতা” ইত্যাদি।
 (২) সংসার—প্রাণ, অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ পঞ্চবৃত্তাত্মক প্রাণ ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পঞ্চবৃত্তি প্রাণ

ইদমাম্মায়তে ছান্দোগ্যে -- “প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমম্মায়তা” ইতি প্রস্তুত্যা “কতমা সা দেবতা ? ইতি, প্রাণ ইতি হোবাচ ; সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যাজ্জিহতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাবমম্মায়তা, তাক্ষেদবিদ্বান্ প্রাস্তোযো মূৰ্খা তে ব্যপতিশ্যৎ” [ছান্দো. ১।১।১১।৪, ৫] ইতি ।

অত্র প্রাণশব্দেহপ্যাকাশশব্দবৎ প্রসিদ্ধপ্রাণব্যতিরিক্তে পরস্মিমেব ব্রহ্মাণি বর্ততে, তদসাধারণনিখিলজগৎপ্রবেশ-নিজ্জমণাদিলিপ্তাং প্রসিদ্ধবৎ

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘হে প্রস্তোতঃ ! (স্তোত্রপাঠক !) যে দেবতা প্রস্তাবে অনুগত আছেন ;’ এইরূপ ভূমিকার পর জিজ্ঞাসা হইয়াছে যে, ‘সেই দেবতাটি কে’ ? [তত্ত্বং উবন্তি ঋষি প্রস্তোতাকে] বলিলেন যে, ‘প্রাণ’, অর্থাৎ সেই দেবতাটির নাম প্রাণ ; কারণ, এই সমস্ত ভূত প্রাণেই প্রবেশ কবে, এবং প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে ; সেই এই প্রাণদেবতাই প্রস্তাবে অনুগত আছেন । তাহাকে না জানিয়া যদি স্তোত্র পাঠ করিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত ।’ (*)

অত্রত্য ‘প্রাণ’ শব্দটীও পূর্বোক্ত ‘আকাশ’ শব্দেরই মত প্রসিদ্ধ প্রাণার্থ পরিত্যাগ-পূর্বক তদতিরিক্ত পব ব্রহ্মেই বৃত্তিমান্, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ প্রাণবোধক না হইয়া পরব্রহ্মবোধক হইয়াছে । কেন না, নিখিল জগতের যে প্রবেশ ও নিজ্জমণ, ইহা পরব্রহ্মেরই অসাধারণ লিপ্ত

অর্থ গ্রহণ করাই উচিত ; কারণ, ঐ অর্থই লোকপ্রসিদ্ধ । (৪) উত্তর—না—প্রাণ অর্থ পঞ্চবৃত্তি বিশিষ্ট অচেতন প্রাণ নহে, পরন্তু চেতন পরমাত্মা ; কারণ, সমস্ত ভূতের যে, প্রাণে প্রবেশ ও তাহা হইতে নিজ্জমণ, তাহা পরমাত্মা ভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রাণে উপপন্ন হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও ফল—পরমাত্মাই প্রাণ শব্দের অর্থ ; এবং প্রাণশক্তি সেই পরমাত্মার আরাধনায় জীবের মুক্তিলাভই তাহার ফল ।

(*) তাৎপর্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ একটী গল্প আছে যে, উবন্তিনামক কোনও ঋষি স্বদেশে দূর্ভিক্ষ ঘটায় অন্নসংস্থানার্থ দেশান্তরে গমন করিলেন, বালিকা পত্নীকেও সঙ্গে লইলেন । তাহারা কোন এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া উভয়েই ভিক্ষার বাহির হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন সেই দিন অতিবাহিত করিলেন । পরদিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তদদেশীয় রাজার দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন, গমনের উদ্দেশ্য—সেখানে কিঞ্চিৎ অৰ্ঘলাভ । উবন্তি সেই যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞিকগণের সমীপে উপবেশন করিলেন এবং একে একে প্রস্তোতা, উল্লাতা প্রভৃতিকে তাহাদের কর্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ; তদ্বোধ্যে, যিনি সামবেদীয় প্রস্তাব ভাগ পাঠ করেন, প্রথমে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে প্রস্তোতঃ ! তুমি যে ‘প্রস্তাব’ ভাগ পাঠ করিতেছ, ইহার দেবতা কে ? তাহা তুমি জান কি ? দেবতা না জানিয়া পাঠ করিলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে । তত্রত্য প্রস্তোতা প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া উবন্তিকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি আমাকে যে, প্রস্তাব-দেবতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; আমি তাহা জানি না ; আপনিই বলিয়া দিন যে, সেই দেবতাটি কে ? তদুত্তরে উবন্তি বলিলেন, ‘সেই দেবতাটি প্রাণ ; তাহাকে না জানিয়া প্রস্তাব পাঠ করিলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত । অপরাপর যাজ্ঞিকগণকেও তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন ।

নির্দিষ্টাৎ (#) । অধিকাশঙ্কা তু—(+) কৃৎস্নভূতজাতস্ত্য প্রাণাধীনস্থিতি-
প্রবৃত্তাদিদর্শনাৎ প্রসিদ্ধ এব প্রাণো জগৎকারণতয়া নির্দেশমর্থীতি ।

পরিহারস্ত—শিলা-কাষ্ঠাদিষু চেতনস্বরূপে চ তদভাবে “সর্ব্বাণি হ বা
ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশস্তি, প্রাণমভ্যুজ্জিহতে” ইতি নোপপত্ত-
ইতি । অতঃ প্রাণয়তি সর্ব্বাণি ভূতানীতি কৃৎস্না (#) পরং ব্রহ্মৈব প্রাণ-
শব্দেনাভিধীয়তে । অতঃ প্রসিদ্ধাশাশ প্রাণাদেবৈব নিখিলজগদেককারণম্
অপহতপাপুহ-সার্ব্বজ্য-সত্যসঙ্কল্পত্যাগনন্ত কল্যাণগুণগণং পরং ব্রহ্মৈবাকশ-
প্রাণাদিশব্দাভিধেয়মিতি সিদ্ধম্ ॥১।১।২৪॥ [সমাপ্তম্ নবমং প্রাণাধিকরণং] ।

অতঃ পরং জগৎকারণত্বব্যাপ্তেন যেন কেনাপি নিরতিশয়োৎকৃষ্টগুণেন
জুষ্টিং জ্যোতিরিন্দ্রাদিশব্দৈরর্থান্তরপ্রসিদ্ধৈরপ্যভিধীয়মানং পরং ব্রহ্মৈবেতি
প্রতিপাদ্যতে (§) ‘জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ’ ইত্যাদিনা—

(জ্ঞাপক ধর্ম); এখানে তাহা প্রসিদ্ধবৎ নির্দিষ্ট হইয়াছে । এখানে এইরূপ অতিরিক্ত আশঙ্কা
হইয়াছিল যে, দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ভূতেরই স্থিতি ও চেষ্টা প্রভৃতি কার্য সমূহ প্রাণেব
অধীন; সুতরাং প্রসিদ্ধ প্রাণই এখানে জগৎকারণরূপে নির্দিষ্ট হইবার যোগ্য, (অপর কেহ
নহে) ।

[এই আশঙ্কার] পরিহার এইরূপ—যেহেতু শিলা-কাষ্ঠাদি অচেতন পদার্থে এবং শুদ্ধ
চেতনেও প্রাণাধীন স্থিতি প্রভৃতির অভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ ‘সমস্ত ভূত প্রাণেই অবস্থান কবে
এবং প্রাণ হইতে উদ্গত হয়’, এ কথা উপপন্ন হয় না; [কারণ, দৃষ্ট বা খণ্ডিত প্রস্তরে
ও শুষ্ক বা ছিন্ন কাষ্ঠাদির অবস্থানে লোক-প্রসিদ্ধ প্রাণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না] ।
অতএব, ‘যিনি সর্ব্বভূতকে প্রাণিত করেন, তিনি ‘প্রাণ’, এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে পরব্রহ্মও
‘প্রাণ’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন । অতএব প্রসিদ্ধ আকাশ ও প্রাণ হইতে ভিন্ন—জগদেক-
কারণত্ব, অপহতপাপুহ, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অনন্ত গুণরাশিপূর্ণ পরব্রহ্মই যে, আকাশ ও
প্রাণাদি শব্দে অভিধেয় বা বাচ্যার্থ, তাহা সিদ্ধ হইল ॥ ১ । ১ । ২৪ ॥ [নবম প্রাণাধিকরণ] ।

জগৎকারণের পক্ষে যে গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ যাহার অভাবে জগৎকারণত্বই
সম্ভবপর হয় না, তাদৃশ যে কোনও গুণবিশেষ-সম্পন্ন বস্তুই অর্থান্তরে প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ ও ইন্দ্র
প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইলেও উহা যে, নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম, তদ্বিন্ন নহে; অতঃপর “জ্যোতিঃ
চরণাভিধানাৎ” ইত্যাদি সূত্র (¶) দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে—

(*) নির্দিষ্টাতি (গ) পাঠঃ । (†) অত্র ইতি (খ, গ) পুস্তকগোঃ অধিকঃ পাঠ্যতে ।

(‡) কৃৎস্না ইতি পাঠঃ (খ, গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) অভিধীয়তে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(¶) ভাষ্যপূর্বা—এই জ্যোতিঃশব্দিকরণটী “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ” হইতে “উপদেশভেদাৎ” ইত্যাদি চারিটি
সূত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । এই অধিকরণের রচনা-প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“অথ বদতঃ পরো

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃশব্দের অর্থ) [পর বন্ধ], চরণাভিধানাং (যেহেতু চরণের বা পাদের উক্তি আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—“অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, * * * ইদং বাব তৎ, যদিদমস্মিন্ভুতঃ পুরুষে জ্যোতিঃ”, ইত্যত্র ‘জ্যোতিঃ’শব্দেন কিং আদিত্যাদিজ্যোতিঃ পরামৃশ্যতে? উত পরং বন্ধ? এবং সংশয়ে ইদমুচ্যতে—‘জ্যোতিঃ’শব্দেন পরং ব্রহ্মৈব নির্দিষ্টম্, ন তু আদিত্যাদি জ্যোতিঃ । কুতঃ? ‘চরণাভিধানাং’ । তথাহি—জ্যোতিরীক্যাং পূর্ব্ববাক্যে “পাদোহ্যস্ত সৰ্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবি” ইত্যত্র সৰ্ব্বভূতানি চরণং ব্যপদিষ্টম্ ; তচ্চ পববন্ধং এব উপপত্তম্ । এবঞ্চ “যদতঃ পরঃ” ইত্যত্র যচ্ছদস্ত সৰ্ব্বনামভ্যেন প্রসিদ্ধার্থবাক্যত্বাং পূর্ব্ববাক্যে হ্যসম্বন্ধিত্বেন প্রসিদ্ধং যং বন্ধ, অত্রাপি হ্যসম্বন্ধাবিশেষাং তদেব প্রত্যভিজ্ঞায়তে ইত্যশয়ঃ ।

‘এই যে, ছালোকের উপর জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, * * * ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ’ । এখানে এই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি আদিত্যাদি জ্যোতিঃ? কিংবা পববন্ধ? এই আশঙ্কায় বলিলেন যে, পরব্রহ্মই জ্যোতিঃশব্দের অর্থ—আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে । কারণ? এই জ্যোতির চারিটা পাদের (অংশের) কথা আছে । ব্রহ্মই চতুস্পাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, অতএব এখানে পবব্রহ্মই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ ॥ ১।১।২৫ ॥]

ইদমাস্মিন্ভুতঃ চ্ছান্দোগ্যে—“অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিখ্যতঃ পৃষ্ঠেষু সৰ্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষুভূতমেষুভূতমেষু লোকেষু, ইদং বাব তৎ, যদিদমস্মিন্ভুতঃ পুরুষে জ্যোতিঃ” [ছান্দো. ৩।১৩।৭] ইতি । তত্র সন্দেহঃ—কিময়ং জ্যোতিঃশব্দনির্দিষ্টো (*) নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তোহর্থঃ

ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা পঠিত আছে যে, ছালোকের উপরে ও বিশ্বের উপরে এবং উত্তমাধম সমস্ত লোকের উপরে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই সেই জ্যোতিঃ, যাহা পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ । এখানে সংশয় হইতেছে এই যে, নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত এই যে, জ্যোতিঃশব্দ-নির্দিষ্ট পদার্থ, লোকপ্রসিদ্ধ এই আদিত্যাদি জ্যোতিঃই কি সেই কারণস্বরূপ ব্রহ্ম?

(*) জ্যোতিঃশব্দেন নির্দিষ্টঃ ইতি (ব) পাঠঃ ।

দিবো জ্যোতিঃ” ইত্যাদি । (২) সংশয়—জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি লোকপ্রসিদ্ধ আদিত্যাদি জ্যোতিঃ? অথবা পবব্রহ্ম? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রসিদ্ধার্থ গ্রহণ করাই শ্রাব্য ; সুতরাং জ্যোতিঃশব্দে আদিত্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থই বুঝিতে হইবে । (৪) উত্তর- না—জ্যোতিঃশব্দে পবব্রহ্মই বুঝিতে হইবে, আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে ; কারণ, ব্রহ্মের যে চারিটা চরণ বা অংশ শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ, এখানে তৎসমুদয়ের উল্লেখ রহিয়াছে । (৫) সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন—অতএব, উক্ত শ্রুতিস্থ জ্যোতিঃশব্দের অর্থ পবব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না । ঐরূপ উপাসনার মুক্তিলাভই ইহার কল ।

প্রসিদ্ধমাদিত্যাদিজ্যোতিরেব কারণভূতং ব্রহ্ম ? উত সমস্তচিদচিদ্বস্তজাত-
বিসজাতীয়ঃ পরমকারণভূতোহমিতভাঃ সর্বজ্ঞঃ (*) সত্যসঙ্কল্পঃ
পুরুষোত্তমঃ ? ইতি । কিং যুক্তং ? প্রসিদ্ধমেব জ্যোতিরিতি । কুতঃ ?
প্রসিদ্ধবন্নির্দেশোহপ্যাকাশ-প্রাণাদিবৎ স্ববাক্যোপাত্ত-পরমাত্মব্যাপ্ত-লিঙ্গ-
বিশেষাদর্শনাৎ, পরমপুরুষ-প্রত্যভিজ্ঞানাসম্ভবাৎ, (+) কৌক্ষ্যেজ্যোতি-
ষৈক্যোপদেশাচ্চ প্রসিদ্ধমেব জ্যোতিঃ কারণত্বব্যাপ্ত-নিরতিশয়দীপ্তিযোগাৎ
জগৎকারণং ব্রহ্মেতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষাহে—‘জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ’—দ্যুসম্বন্ধিতয়া
নির্দিষ্টং নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তং জ্যোতিঃ পরমপুরুষ এব । কুতঃ ? (‡)
“পাদোহস্ত সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবি” [ছান্দো ০ ৩।১২।৬]
ইত্যশ্চেব দ্যুসম্বন্ধিনঃচরণত্বেন সর্বভূতানামভিধানাৎ ।

এতদুক্তং ভবতি—যত্ৱপি “অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে”

অথবা, চিৎ-জড় সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, পরম কারণস্বরূপ অসীম জ্যোতির্ময় সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প
পুরুষোত্তম (নারায়ণ) ? । কোনটী যুক্তিযুক্ত হয় ? প্রসিদ্ধ জ্যোতিই [যুক্তিযুক্ত হয়] । কারণ ?
প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশ থাকিলেও ‘আকাশ’ ও ‘প্রাণ’ শব্দের দ্বারা এই বাক্যে পরমাত্মগ্রাহক কোন
লিঙ্গ বা হেতু বিশেষেব উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না ; সুতরাং পরমপুরুষবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞারও সম্ভব
নাই, অর্থাৎ এই বাক্যেও যে, পরব্রহ্মেরই নির্দেশ হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিবাব কোন উপায় নাই ।
বিশেষতঃ কুক্ষিস্থ (উদরস্থ) জ্যোতির সহিত ইহাব একত্বোপদেশও রহিয়াছে ; অতএব
কারণত্বসহচর নিরতিশয় দীপ্তিমান্ প্রসিদ্ধ জ্যোতিই এখানে ব্রহ্মপদবাচ্য জগৎকারণ, (পরব্রহ্ম
নহে) ।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ ।” অর্থাৎ ছালোকেব
সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে নির্দিষ্ট জ্যোতিঃপদার্থটী পরমপুরুষ (পুরুষোত্তম)
সিদ্ধান্ত ।
ভিন্ন অত্র কেহ নহে । কারণ ? যেহেতু ‘সমস্ত ভূত ইহার একপাদ
(চরণ বা অংশ), ইহার অমৃতস্বরূপ অপর তিনটী পাদ ছালোকে আছে ;’ এই ঋতিতে সমস্ত
ভূতবর্গকে দ্যু-সম্বন্ধবিশিষ্ট উক্ত জ্যোতির চরণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ইহা উক্ত হইতেছে যে, ‘এই ছালোকের উপরে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে,’ এই

(*) অমিতভাঃ সর্বজ্ঞঃ’ ইতি (গ) পুণ্ডকে নোপলভ্যতে ।

(+) কৌক্ষ্যজ্যোতিষঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) এতাবানন্ত মহিমা ততো জ্যায়ান্চ পুরুষঃ’ ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ ।

ইত্যস্মিন্ বাক্যে পরমপুরুষাধারগলিঙ্গং নোপলভ্যতে ; তথাপি পূর্ব-
বাক্যে দ্যুসম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষস্ত নিৰ্দেশাদিদমপি দ্যুসম্বন্ধি জ্যোতিঃ স
এবেতি প্রত্যভিজ্ঞায়ত ইতি । কৌক্ষ্যজ্যোতিষৈক্যোপদেশশ্চ ফলায়
তদাত্মকত্বানুসন্ধানবিধিরিতি ন কশ্চিদদোষঃ । কৌক্ষ্যজ্যোতিষশ্চ
তদাত্মকত্বং ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—“অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং
দেহমাপ্তিতঃ ।” [গীতা• ১৫।৪] ইতি ॥ ১।১।২৫ ॥

ছন্দোহভিধানান্নেতি চেন্ন, তথা চেতোহর্পণনিগমাৎ, তথাহি দর্শনম্ ॥ ১।১।২৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ছন্দোহভিধানাৎ (ছন্দেব কথন থাকায়) ন (না—বলিতে পারুনা) ইতি
(ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; ,ন (না), তথা (সেইরূপে) চেতোহর্পণ-নিগমাৎ (চিত্ত-
সমর্পণের উপদেশ বশতঃ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শনং (দেখা যায়—উদাহরণ আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—পূর্বস্মিন্ “গায়ত্রী বা ইদং সর্বং” ইত্যস্মিন্ বাক্যে গায়ত্রীপাঠ্য ছন্দঃ
অভিধানাৎ নির্দেশাৎ অত্র জ্যোতিঃপদেন পরমপুরুষাভিধানং ন সম্ভবতীতি চেৎ ; ন ; কস্মাৎ ?
তথা চেতোহর্পণনিগমাৎ—তত্র পরমপুরুষশ্চৈব গায়ত্রী-সাদৃশ্যেন চিত্ত-সমর্পণাভিধানাদিত্যর্থঃ ।
অন্যথা ছন্দোমাত্রস্ত তস্ত সর্বভূতপাদবত্তা ন কথমপ্যুপপত্ততে ইতি ভাবঃ । তথাহি—তথৈব
অন্যত্রাপি ছন্দঃসাদৃশ্যাৎ ছন্দঃশব্দনির্দেশো দৃশ্যতে—“তে বা এতে পঞ্চানো পঞ্চানো”
ইত্যুপক্রমে “সৈষা বিরাট্” ইত্যাদৌ ॥

যদি বল, ‘গায়ত্রীই এতৎ সমস্ত স্বরূপ’ এই পূর্ববাক্যে যখন ছন্দের উল্লেখ রহিয়াছে ; তখন
এখানে জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতেই পারে না ; না—তাহা নহে ; কারণ, এখানে
ঐক্যপেই (ছন্দোপেক্ষেই) মনোনিবেশের উপদেশ অভিহিত হইয়াছে । নচেৎ অক্ষরাত্মক গায়ত্রীর
পক্ষে সর্বভূতাত্মকতা কখনই সম্ভবপব হইতে পারে না । আব অন্যত্রও এইরূপ ছন্দঃসাদৃশ্য
বশতঃ ছন্দঃ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ॥ ১।১।২৬ ॥]

বাক্যে যদিও পরমপুরুষের গ্রাহক কোনও বিশেষ লিঙ্গ (ধর্ম) দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য ; তথাপি
পূর্ববাক্যে যখন দ্যুসম্বন্ধিরূপে পরমপুরুষের নির্দেশ রহিয়াছে, তখন দ্যু-সম্বন্ধবিশিষ্ট এই জ্যোতিঃ-
পদার্থও সেই পরম পুরুষ বলিয়াই প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে । আর কুক্ষি জ্যোতির সহিত যে,
এই জ্যোতির ঐক্য বা অভেদোপদেশ করা হইয়াছে, তাহাও দোষাবহ হয় নাই ; কারণ, এখানে
ফলবিশেষ লাভের জন্য কুক্ষি জ্যোতির সহিত ঐক্য ভাবনার বিধান করা হইয়াছে । ভগবান্
নিজেই কুক্ষি জ্যোতির ব্রহ্মাত্মকতা বলিয়া গিয়াছেন,—“আমি বৈশ্বানর (অগ্নি) হইল
প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করতঃ” ইত্যাদি ॥ ১।১।২৫ ॥

পূর্বস্মিন্ বাক্যে “গায়ত্রী বা ইদং সর্বম্” [ছান্দো ০ ৩।১২।১] ইতি গায়ত্র্যাখ্যং ছন্দোহভিধায় “তদেতদৃচাত্তনুক্রম্” ইত্যুদাহৃতয়াঃ “তাবানশ্চ মহিমা” ইত্যশ্চা ঋচোহপি ছন্দোবিষয়ত্বাৎ নাত্র পরমপুরুষাভিধানমিতি চেৎ ; ন, (*) ‘তথা চেতোহর্পণনিগমাৎ’, ন গায়ত্রীশব্দেন ছন্দোমাত্র-মিহাভিধীয়তে, ছন্দোমাত্রশ্চ সর্বাত্মকত্বানুপপত্তেঃ ; অপি তু, ব্রহ্মণ এব গায়ত্রী-চেতোহর্পণমিহ নিগম্যতে। ব্রহ্মণি গায়ত্রীসাদৃশ্যানুসন্ধানং ফলারোপাদিশ্চ ইত্যর্থঃ।

সম্ভবতি চ “পাদোহশ্চ সর্বা ভূতানি। ত্রিপাদশ্চায়তং দিবি” ইতি চতুষ্পদো ব্রহ্মণঃ চতুষ্পদয়া গায়ত্র্যা চ সাদৃশ্যম্। চতুষ্পদা চ গায়ত্রী কচিৎ দৃশ্যতে। তদযথা—“ইন্দ্রঃ শচীপতিঃ, বলেন পীড়িতঃ, দুশ্চ্যবানো

যদি বল, পূর্ববর্তী ‘গায়ত্রীই এই সমস্ত’ এই বাক্যে গায়ত্রী নামক ছন্দেব উল্লেখ করিয়া পরে ‘ইহা মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে’ বলিয়া ‘এই সমস্তই তাঁহার (পুরুষের) মহিমা বা বিভূতি’ এই মন্ত্রেব উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উল্লিখিত মন্ত্রটী যখন ছন্দোবিষয়ে প্রযুক্ত, তখন [তৎপ্রসঙ্গাগত] এই বাক্যে পরম পুরুষের (পরম ব্রহ্মের) প্রতিপাদন হইতেই পাবে না। না—এ আপত্তি সম্ভব হয় না ; কারণ, ঐক্যপেই চিত্ত-সমর্পণ বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ এখানে ‘গায়ত্রী’ শব্দে যে কেবল ছন্দোমাত্রকেই বুঝাইয়াছে, তাহা নহে ; পবন গায়ত্রী-বুদ্ধিতে ব্রহ্মেই চিত্তসমর্পণ উপদিষ্ট হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ফলবিশেষ লাভের জন্ত ব্রহ্মেই গায়ত্রীর সাদৃশ্য মাত্র চিন্তাব উপদেশ করা হইয়াছে ; নচেৎ কেবল অক্ষরময় ছন্দেব কখনই সর্বাঙ্গকতা সম্ভব হইতে পারে না।

আর, এই সমস্ত ভূতবর্গ ইহার (পরম পুরুষের) এক পাদ, এবং স্বরূপাবস্থিত অপব পাদত্রয় ছালোকে অবস্থিত।’ এই শ্রুতি অনুসাবে জানা যায় যে, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ ; স্মৃতবাং চতুষ্পাদ ব্রহ্মের চতুষ্পদা গায়ত্রীসহিত সাদৃশ্য থাকা সম্ভবপরও বটে। কোন কোন স্থলে চতুষ্পদা গায়ত্রীও দৃষ্ট হয় (+)। যথা—প্রথম পাদ—“ইন্দ্রঃ শচীপতিঃ”। দ্বিতীয়পাদ—“বলেন

(*) তন্ন ইতি (য) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য—শ্রুতিতে সাধারণতঃ গায়ত্রীর তিনটি মাত্র পাদ বা চরণই এসিদ্ধ আছে ; স্মৃতবাং গায়ত্রীকে চতুষ্পদা বলা বাইতে পারে না। আর গায়ত্রী চতুষ্পদা না হইলেও চতুষ্পদ ব্রহ্মের সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকে না। এই আশঙ্কায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ‘চতুষ্পদা চ গায়ত্রী কচিৎ দৃশ্যতে।’ অর্থাৎ গায়ত্রী ত্রিপদা বলিয়া এসিদ্ধ থাকিলেও ফলবিশেষে তাহার চারি চরণের ব্যবহারও দেখা যায়। বস্তুতঃ আট অক্ষরে এক এক চরণ গণনা করিলে চতুর্বিংশতি অক্ষরাবৃত্ত গায়ত্রী (স্বন্দঃ) এখানেও ত্রিপদা বৈ চতুষ্পদা হয় না ; কিন্তু ছয় অক্ষরে চরণ গণনা করিলেই চতুষ্পদা হয়। এই কারণেই এসিদ্ধ বৈদিক গায়ত্রীটির চতুষ্পদত্ব স্বীকার করিবার জন্ত ছয় অক্ষরে চরণ গণনা করা হয় ; নচেৎ উহাও ত্রিপদা ভিন্ন চতুষ্পদা হইতে পারে না।

বৃষা, সমিৎসু সাসহিঃ” ইতি । তথাহি অন্ত্রত্রাপি সাদৃশ্যাৎ ছন্দোহ-
ভিধায়ী শব্দোর্থান্তরে প্রযুক্ত্যমানো দৃশ্যতে । যথা সংবর্গবিজ্ঞায়াং
“তে বা এতে পঞ্চান্তে পঞ্চান্তে দশ (*) সম্পত্তন্তে” [ছান্দো.
৪।৩।৮] ইত্যারভ্য “সৈষা বিরাড়মাদী” (†) ইত্যুচ্যতে ॥১।১।২৬॥

ইতশ্চ গায়ত্রীশব্দেন ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে—

ভূতাদিপাদব্যাপদেশোপপত্তৈশ্চবম্ ॥১।১।২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ভূতাদি-পাদব্যাপদেশোপপত্তেঃ (ভূত প্রভৃতির পাদরূপে নির্দেশের সঙ্গতি
হেতু) চ (ও) এবং (এইরূপ—গায়ত্রী শব্দের ব্রহ্মার্থতা ॥]

[সবলার্থঃ—ভূতাদিপাদ-ব্যাপদেশোপপত্তৈশ্চ ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়ানাং এতস্ম পাদরূপেণ
যো ব্যাপদেশঃ নির্দেশঃ, তস্ম উপপত্তেরপি ‘গায়ত্রী’ শব্দস্য ব্রহ্মপরত্বমিত্যর্থঃ । অত্থা অক্ষর-
সন্নিবেশরূপায়া গায়ত্র্যা ভূতাদিপাদবত্তা ন কথমপি আঞ্জ্ঞেন উপপত্ততে । অনুপপত্তিস্তু সর্বথা
পরিহবণীয়েতি ভাবঃ ।

শ্রুতিতে ভূতবর্গ, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়, এই চারিটি পদার্থকে গায়ত্রীর চারিটি পাদ বলিয়া
নির্দেশ করা আছে । গায়ত্রী শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইলেই ঐরূপ পাদোন্মেষ সঙ্গত হইতে পারে ;
নচেৎ কেবলই অক্ষরনাক্ষরূপা গায়ত্রীর সম্বন্ধে ভূতাদির পাদরূপে উল্লেখ করা কখনই সঙ্গত
হইতে পারে না । অতএব, ‘গায়ত্রী’ শব্দে ব্রহ্ম অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১।১।২৭ ॥]

পীড়িতঃ ।” তৃতীয় পাদ—“দৃশ্যবনো বৃষা” । চতুর্থ পাদ—“সমিৎসু সাসহিঃ” । দেখ, অন্ত্রও
কেবলই সাদৃশ্য নিবন্ধন ছন্দোবোধক শব্দের অন্ত্র অর্থে প্রয়োগ হইতে দেখা যায় । যথা—
ছন্দোগোপনিষদে সংবর্গবিজ্ঞাপ্রকরণে ‘সেই এই অগ্ন্যাগ্নি পঞ্চ ভূত আব বাগাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়
[মিলিত হইয়া] দশ হয় ।’ ‘সেই এই বিরাট্‌ই অন্ন হইতে উৎপন্ন অথবা অন্নভক্ষক ।’ (‡)
বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১।১।২৬ ॥

এই কারণেও গায়ত্রী শব্দে ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন—‘যেহেতু এইরূপ হইলে ভূতাদিকে
তাহার পাদ বা অংশরূপে উল্লেখ করা সঙ্গত হইতে পারে ।’

(*) দশ সম্ভবতঃ কৃতম্ ইত্যেব উপনিষৎপাঠঃ, রঙ্গরামানুজীয়েহপি এবংম্বেব পাঠো দৃশ্যতে ।

(†) অন্নাদি ইতি (ক, ঘ) পাঠস্ত উপনিষদ্বিরুদ্ধঃ ।

(‡) তাৎপর্য—ছন্দোগোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে ‘সংবর্গবিজ্ঞা’ নামে একটা প্রকরণ আছে । ‘সংবর্গ’
অর্থ—বাহ্য অপরকে সংবৃত্ত করে বা গ্রাস করে । সেই স্থলে কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি প্রভৃতি পাঁচটি ভূত,
আব বাগাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়, এই দশটি সম্মিলিত ভাবে একটা ‘কৃত’ হয় । কৃত অর্থ—অক্ষত্রীড়ার দশ অক্ষবিশিষ্ট
অক্ষ । উভয়ের সম্মান সংখ্যা থাকায় ভূতেন্দ্রিয় দশককেও ‘কৃত’ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । পুনশ্চ সেই দশককেই
আবার ‘বিরাট্‌’ হ্রস্বঃ বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন ; বিরাট্‌হ্রস্বে অক্ষর দশটি, ইহারাত্ত মিলিত ভাবে দশটি,
এইরূপ সংখ্যাপত সাদৃশ্য থাকায় ভূতেন্দ্রিয় দশককে ‘বিরাট্‌’ হ্রস্বের সহিত অভিন্নভাবে উপাসনার উপদেশ
করা হইয়াছে ।

ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়ানি নির্দিষ্টা “সৈষা চতুষ্পদা” ইতি ব্যপদেশো
ব্রহ্মণ্যেব গায়ত্রীশব্দাভিধেয় উপপত্ত্যতে ॥১।১।২৭॥

উপদেশভেদান্নেতি চেম্মোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥১।১।২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—উপদেশভেদাৎ (উপদেশেব প্রভেদ হেতু) ন (না—ব্রহ্ম অর্থ হইতে পারে না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল) ; ন (না—বলিতে পার না), উভয়স্মিন্ (উভয় পক্ষেই) অবিরোধাৎ (যে হেতু বিরোধের অভাব) ॥]

[সবলার্থঃ—উপদেশ-ভেদাৎ—পূর্ব্ববাক্যে “ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবি” ইত্যত্র ত্রৌবধিকবর্ণনেন, ইহ চ “যদতঃ পরো দিবঃ” ইতি ত্রৌবধিকন উপদিষ্ট্যতে ; অত উপদেশস্ত ভিন্নতয়া পূর্ব্ববাক্য-নির্দিষ্টঃ ব্রহ্ম তু পরস্মিন্ বাক্যে ন প্রত্যভিজ্ঞায়তে, ইতি চেৎ ; ন—নৈবং বাচ্যমিত্যর্থঃ, যতঃ উভয়স্মিন্ অপি—সপ্তম্যন্ত-পঞ্চম্যন্ততয়া উপদেশেহপি অবিরোধাৎ, ‘বৃক্ষাগ্রে পক্ষী, বৃক্ষাগ্রাং পরতঃ পক্ষী’ ইত্যাদাবিব সপ্তমী-পঞ্চম্যোঃ সমানার্থতয়া বিরোধাত্তাদিত্যর্থঃ ।

যদি বল, ‘ইহাব তিন পাদ ছ্যালোকে আছে’, এই বাক্যে যে ছ্যালোককে পাদেব অধিকবর্ণনা হইয়াছে, ‘এই ছ্যালোকের পরে (বাহিরে),’ এই বাক্যে আবাব সেই ইছ্যালোককেই তাহাব অবধি বা সীমা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; স্মৃতবাৎ একরূপ উপদেশ না থাকায় পূর্ব্ববাক্যোক্ত ব্রহ্মই যে, উক্তব বাক্যেও অভিহিত হইয়াছেন, তাহা ত বৃদ্ধা যাইতে পারে না ; না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, উভয়রূপ উপদেশেও কোন বিবোধ নাই । দেখা যায়—[বৃক্ষের অগ্রভাগের উপরে পাখী উড়িতেছে, দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে—] ‘বৃক্ষের অগ্রভাগে পক্ষী ; কিংবা বৃক্ষের অগ্রভাগেব পব পক্ষী ।’ এইরূপ উভয় প্রকাবেই যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ; এখানেও সেইরূপই বৃদ্ধিতে হইবে ॥১।১।২৮॥]

পূর্ব্ববাক্যে “ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবি” ইতি দিবোহধিকরণনেন নির্দেশাৎ,
ইহ চ “দিবঃ পরঃ” ইত্যবধিকনেন নির্দেশাৎ উপদেশস্ত ভিন্নরূপনেন পূর্ব্ব-

ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়ের নির্দেশ কবিয়া বলিয়াছেন যে, ‘ইহাই সেই চতুষ্পদা’ । ব্রহ্মই যদি গায়ত্রী শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলেই ঐ চতুষ্পদস্ত নির্দেশ উপপন্ন হইতে পারে, (ছন্দঃপক্ষে নহে) ॥ ১।১।২৭ ॥

যদি বল, পূর্ব্ববর্ত্তী ‘ইহাঁর অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় ছ্যালোকে’ ; এ বাক্যে ছ্যালোককে পাদত্রয়ের অধিকরণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, আর এখানে ‘ছ্যালোকের পরে’ বলিয়া ছ্যালোককেই অবধিকরণে নির্দেশ করা হইয়াছে ; অতএব, উপদেশের প্রভেদ থাকায়, অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যে

বাক্যোক্তং ব্রহ্ম পরস্মিন্ ন প্রত্যভিজ্জায়ত ইতি চেৎ; ন, উভয়স্মিন্নপি-
উপদেশেহর্থস্বভাবৈক্যেন প্রত্যভিজ্জায়া অবিরোধাৎ; যথা ‘বৃক্ষাগ্রে
শ্চেনঃ, বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্চেনঃ’ ইতি । তস্মাৎ পরমপুরুষ এব নিরতিশয়-
তেজস্কে “দিবঃ পরো জ্যোতির্দীপ্যতে” ইতি প্রতিপাদ্যতে । “এতাবানশ্চ
মহিমা, অতো জ্যায়াত্শ্চ পুরুষঃ । পাদোহশ্চ বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদশ্চা-
মৃতং দিবী” [যজুঃ ০ আরণ্যক ০ ৩।১২ পুরুষসূক্তং] ইতি প্রতিপাদিতশ্চ
চতুষ্পদঃ পরমপুরুষশ্চ —“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্ত
পারে ।” [যজুঃ, আরণ্য ০ ৩।১২ পুরুষসূ ০] ইত্যভিহিতা- (*)
প্রাকৃতরূপশ্চ তেজোহপ্যপ্রাকৃতমিতি তদ্বত্তয়া স এব জ্যোতিঃশব্দাভি-
ধেয় ইতি নিরবদ্যম্ ॥১।১২৮॥ [দশমং জ্যোতিরধিকরণং সমাপ্তম্] ।

নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তং জ্যোতিঃশব্দাভিধেয়ং প্রসিদ্ধবন্নির্দিষ্টং পরম-
পুরুষ এব + ইত্যুক্তম্ । ইদানীং কারণত্বব্যাপ্ত্যমৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া উপ-
শ্রয়েন শ্রুত ইন্দ্রপ্রাণাদিক্শব্দাভিধেয়োহপি পরমপুরুষ এবৈত্যাহ—

সপ্তমাস্ত আর উত্তব বাক্যে পঞ্চমাস্ত ‘দিব’ শব্দ থাকায় পূর্ববাক্যোক্ত ব্রহ্মই যে, পরবর্তী
বাক্যেও প্রত্যভিজ্জাত হইতেছেন, তাহা নহে । না—একথা বলিতে পার না; কারণ, [সপ্তমাস্ত
ও পঞ্চমাস্ত, এই] উভয়প্রকার উপদেশেই বাক্যার্থেব একা থাকায় প্রত্যভিজ্জাসম্বন্ধে কোনই
বিবোধ বা বাধা নাই; যেমন ‘বৃক্ষেব অগ্রে শ্চেন (পক্ষিঃবিশেষ), আব বৃক্ষাগ্রেব উপরে
শ্চেন;’ [এই উভয় কথারই তাৎপর্যমর্থ এক; তদ্রূপ] । অতএব, সর্বাপেক্ষা অতিশয়
জ্যোতিঃসম্পন্ন পরম পুরুষ ভগবান্ই “পবো দিবো জ্যোতিঃ” ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত
হইয়াছেন । আব ‘ইহার এই পবিমান মহিমা, পুরুষ এতদপেক্ষাও মহান, সমস্ত ভূত ইহার
একপাদ, ইহার অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় দ্ব্যলোকে আছে’, এই শ্রুতিতে যে পরম পুরুষ
চতুষ্পাদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ‘আদিত্যবর্ণ (জ্যোতির্ময়) এবং অজ্ঞানের অতীত এই
মহাপুরুষকে [আমি] জানি,’ এই বাক্যে তিনিই আবার অপ্রাকৃত (অলৌকিক) রূপসম্পন্ন
বলিয়া কথিত হইয়াছেন । অতএব, অপ্রাকৃতরূপসম্পন্ন তাঁহার তেজও (জ্যোতিও) অপ্রাকৃত;
সুতরাং সেই জ্যোতিঃসমন্বিত থাকায় সেই পরম পুরুষই যে, জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ, ইহা
প্রমাণিত হইতেছে—ইহা নির্দোষ ॥১।১২৮॥ [দশম জ্যোতিরধিকরণং সমাপ্ত ॥]

প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশ থাকায় সর্বাধিকদীপ্তিযুক্ত জ্যোতিঃপদার্থটী যে, পরম পুরুষ হইতে ভিন্ন
নহে; ইহা কথিত হইয়াছে । কারণের অমুগত-ধর্ম্য অমৃতত্ব-প্রাপ্তির উপায়রূপে উপাস্তভাবে

(*) ইত্যভিহিতোতি (খ) পাঠঃ । + পুরুষ ইতি ইতি খ পাঠঃ । † আগ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

১১ ইন্দ্র-প্রাণাধিকরণম্ ।

প্রাণস্তথানুগমাং ॥১।১।২২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণঃ (প্রাণ শব্দের অর্থ—[ব্রহ্ম], তথানুগমাং (যেহেতু সেই প্রকারেই সমবয়স হয়) ॥]

[সরলার্থঃ—দিবোদাসপুত্রেন প্রতর্দনেন আয়ানো হিততম-বরপ্রদানায় প্রার্থিত ইন্দ্রঃ তং প্রত্যাহ—“প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্বা, তং মাম্ আয়ুবমৃতমিত্যুপাসম্,” ইতি । অত্র উপাস্ততয়া নির্দিষ্ট ইন্দ্র-প্রাণ-শব্দাভিধেয়ঃ পদার্থঃ পরমাত্মৈব, নতু দেহাভিমাত্রী জীবঃ; কৃতঃ? তথানুগমাং—যতঃ “স এষ প্রাণ এষ প্রজ্ঞাত্বা আনন্দোহজবোহমৃতঃ” ইত্যানন্দাদিধর্ম্মাণাং জীবৈহসম্ভবাৎ পরমাত্মন্তেব অনুগম আঞ্জ্ঞেন সম্বন্ধো ভবতি ॥

দিবোদাসনন্দন প্রতর্দন দেববাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, ‘তুমি আমাকে সর্বোৎকৃষ্ট হিতোপদেশ প্রদান কর। ইন্দ্র তাহার প্রাথনানুসারে বলিলেন যে, ‘আমিই প্রজ্ঞাত্বক প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ুঃস্বরূপে উপাসনা কর।’ এখানে প্রাণাদি শব্দের অর্থ—পরমাত্মা, কিন্তু জীব—ইন্দ্র নহে। কারণ, অনন্যবোক্ত ‘আনন্দ অজব’ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি পরমাত্মাতেই নিয়ত বর্তমান থাকে; জীবের পক্ষে সে সকলের সম্ভাবনা নাই ॥ ১।১।২২ ॥]

কৌষীতকীব্রাহ্মণে প্রতর্দনবিদ্যায়াং “প্রতর্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্ত প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ”, [কৌষী০ ৩১] ইত্যারভ্য “বরং বৃণীষ” ইতি বক্তারমিস্ত্রং প্রতি “হমেব মে বরং বৃণীষ, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে,” ইতি প্রতর্দনেনোক্তে “স হোবাচ প্রাণোহস্মি

শ্রুত যে, ইন্দ্র ও প্রাণাদি পদার্থ, তাহাও যে পরম পুরুষই, তদতিরিক্ত নহে; ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন— ‘প্রাণপদার্থটা ব্রহ্ম; কারণ, সেইরূপ হইলেই তত্রতা ধর্ম্মগুলির সম্ভাবিত হইতে পারে (*)।’

কৌষীতকী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রতর্দন-বিদ্যা-প্রকরণে এইরূপ (আখ্যায়িকা) শ্রবণ কব্দ যায় যে, ‘দিবোদাসনন্দন প্রতর্দন যুদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শনপুংসর ইন্দ্রের প্রিয় ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তুমি বর প্রার্থনা কর’ ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর সে ইন্দ্রকে বলিয়াছিল ‘মনুষ্যের পক্ষে যাহা বিশেষ হিতকর মনে কর, তুমিই সেইরূপ একটা

(*) তাৎপর্য্য—এই অবিকরণের নাম ‘ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ।’ ২৯ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত চারিটা সূত্র লইয়া এই অবিকরণ বিরচিত হইয়াছে। তাহার রচনা এণালী এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্বা”, ইত্যাদি। (২) সংশয়—প্রাণাদি শব্দের অর্থ কি জীব? না—পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবরূপী ইন্দ্র যখন আপনাকে প্রাণাদি শব্দে নির্দেশ করিয়া উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, তখন প্রাণাদি শব্দের অর্থ জীবই, পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—প্রাণাদি শব্দের অর্থ পরমাত্মা না হইলে পশ্চাত্তল্লিখিত ‘আনন্দ অজব’ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির সম্ভাবিত হয় না; কারণ ঐ ধর্ম্মগুলি পরমাত্মাই অমুগত। (৫) সিদ্ধান্ত—আলোচ্য বাক্যানুসারে পরমাত্মারই উপাসনা বিহিত হইয়াছে; জীবের নহে।

প্রজ্ঞাত্মা, তং নাম্ আয়ুরমৃতমিত্যুপাস্ম” [কৌষী০ ৩।১] ইতি শ্রুয়তে।
 তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং হিততমোপাসন-কৰ্ম্মতয়া ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দিষ্টো জীব
 এব; উত তদতিরিক্তঃ পরমাত্মেতি । কিং যুক্তম্ ? জীব এবেতি । কুতঃ ?
 ইন্দ্রশব্দস্য জীববিশেষ এব প্রসিদ্ধেঃ, তৎসমানাধিকরণস্য প্রাণশব্দস্তাপি
 তত্রৈব বৃত্তেঃ । অয়মিন্দ্রাভিধানো হি (*) জীবঃ প্রতর্দনেন “ত্বমেব মে
 বরং বৃণীষ, যং ত্বং মনুষ্যায় (+) হিততমং মন্যসে” ইত্যুক্তঃ “নাম্ উপাস্ম”
 ইতি স্বাত্মোপাসনং হিততমমুপাদিদেশ । হিততমশ্চামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায় এব ।
 জগৎকারণোপাসনশ্চৈবামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়তা (‡) “তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন
 বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্রো” [ছান্দো০ ৬।১৪।২] ইত্যবগতা । অতঃ
 প্রসিদ্ধ-জীবভাব ইন্দ্র এব কারণং ব্রহ্ম, ইত্যাশঙ্কায়ামভিধীয়তে—
 ‘প্রাণস্তথানুগমাং’ ইতি ।

অয়ম্ ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দিষ্টো ন জীবমাত্রম্ ; অপিতু জীবাদর্থান্তরভূতং
 পরং ব্রহ্ম । “স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোহজরোহমৃতঃ” [কৌষী০

নব আশাব জ্ঞান নবণ কব, অর্থাৎ ঐরূপ একটা বব প্রদান কর ।’ প্রতর্দন এই কথা বলিলে
 পর ইন্দ্র বলিলেন—আমিই প্রজ্ঞাত্মক (জ্ঞানস্বভাব) প্রাণ; সেই আমাকে অমৃত আয়ু; বলিয়া
 উপাসনা কব ।’

এ স্থলে সংশয় এই যে, এই হিততম উপাস্তরূপে ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দে নির্দিষ্ট পদার্থটা কি
 জীবই? অথবা তদতিরিক্ত পবমাত্মা? কোন অর্থটা যুক্তিসম্মত? জীবই; কারণ? যে হেতু
 ইন্দ্র শব্দটা জীববিশেষেই (দেববাঞ্জেই) প্রসিদ্ধ; স্মৃতবাং তাহাব সহিত সমানাধিকরণভাবে
 প্রবৃত্ত ‘প্রাণ’ শব্দও সেই অর্থেবই বোধক । ‘তুমিই মনুষ্যের পক্ষে যাহা হিততম বলিয়া মনে
 কব, আমাকে সেইরূপ বব প্রদান কব’; প্রতর্দন এই কথা বলিলে পর ইন্দ্রসংজ্ঞক জীব, অর্থাৎ
 জীবরূপী ইন্দ্র ‘আমাকে উপাসনা কর’, বলিয়া নিজেব উপাসনাকেই হিততম ‘উপাসনা’ বলিয়া
 উপদেশ দিয়াছিলেন । অমৃতত্ব-লাভের যাহা উপায়, তাহা নিশ্চয়ই হিততম । ‘তাহার সেই
 পর্যাশ্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ-বিমুক্ত না হয়, অনন্তব (দেহপাতের পর) সংস্পন্ন হয় ।’ এই
 শ্রুতি বাক্যে জগৎকাবণেব উপাসনাই যে, যুক্তিহেতু, তাহা জানা গিয়াছে । অতএব, যাহার
 জীবত্ব প্রসিদ্ধই আছে; সেই ইন্দ্রই জগৎকাবণীভূত ব্রহ্ম; এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে—
 “প্রাণঃ তথানুগমাং ।”

এই ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দে নির্দিষ্ট পদার্থটা কেবল জীব নহে; পরন্তু, জীব হইতে পৃথক্ পব
 ব্রহ্ম । আর এইরূপ অর্থ হইলেই ‘সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মক, আনন্দ, অজর ও অমৃত-

(*) হ্যতি (গ, ঘ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(+) মনুষ্যাত্মেতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে ।

(‡) প্রাণিহেতুত্বা ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ । প্রাপ্ত্যুপায়তয়া ইতি (ঘ) পাঠস্তু গ্রামাদিকঃ ।

৩৯] ইতীন্দ্র-প্রাণশব্দাভ্যাং প্রস্তুতস্থানন্দাজরায়ুতশব্দ-সামানাদিকরণ্যো-
নানুগমো হি তথা সত্যোবোপপত্ততে ॥১।১২৯॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ ; অধ্যাত্মসম্বন্ধ-

ভূমা হ্যস্মিন্ ॥১।১৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), বক্তুঃ (বক্তাব—ইন্দ্রের), আত্মোপদেশাৎ (আপনাকে উপদেশ
করায়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; [না], অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা (আত্মসম্বন্ধীয় উপদেশ-
বাহুল্য), হি, যেহেতু) অস্মিন্ (এখানে) ।]

[সবলার্থঃ—যত্নকৃতঃ—প্রাণো ব্রহ্মোতি ; তং ন । কৃতঃ ? “বক্তুরাত্মোপদেশাৎ”—উপক্রমে
তাবৎ “মামেব বিজানীহি” ইত্যাদিনা প্রজ্ঞাতজীবভাবস্ত বক্তুরিত্যস্মিন্ স্বাত্মন উপাত্মোপদেশোহর্থিত।
অত উপসংহারোহপি তদনুগুণো নেতব্য ‘ইতি চেৎ’ ; নৈবং বাচ্যং ; হি যস্মাৎ অস্মিন্ প্রকবণে
অধ্যাত্মসম্বন্ধস্ত ভূমা বাহুল্যম্পদভাত ইত্যর্থঃ । আত্মগ্ৰাহ্যেয়তয়া সম্বন্ধানানানাং তদসাধাবণবর্ণনাং
তথা চিদচিত্তোচ্চ বহুত্বেন সম্বন্ধবহুত্বস্ত বক্তুঃ পবনায়ুত্বেন সত্যোব সন্ত্যাদিতি ভাবঃ ॥

যদি বল, প্রাণাদি শব্দের যে, ব্রহ্ম অর্থ কবা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না । কাবণ, এখানে
বক্তা ইন্দ্র ‘আমাকে উপাসনা কর’ এই কথায় আপনাকে উপাত্ম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ;
ইন্দ্র যে একটী জীব, ইহা প্রসিদ্ধই আছে । অতএব, পবনাত্মী বাক্যগুলিও এই অর্থেই অনুরূপ
বলিয়া বৃদ্ধিতে হইবে । [না—ইহা হইতে পারে না], যেহেতু এই প্রকরণে পবনায়ু-সম্বন্ধেব
বাহুল্য পরিনৃষ্ট হয় । অতএব, এই ইন্দ্র-প্রাণাদি শব্দের অর্থও পবনায়ুই বৃদ্ধিতে হইবে ॥১।১৩০॥]

বহুভূম—ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দিষ্টস্য “আনন্দোহজরোহমৃতঃ” ইত্যেনৈ-
কার্থ্যাদয়ং পরং ব্রহ্মোতি । তং ন উপপত্ততে, “মামেব বিজানীহি,”
“প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা, তং মামায়ুরমৃতমভ্যুপাস্মি” ইতি বক্তা হি ইন্দ্রঃ
“ত্রিশীর্ষাং স্বাপ্তমহনম্” ইত্যেবমাদিনা স্বাপ্তবধাদিভিঃ প্রজ্ঞাতজীব-
ভাবস্য (*) স্বাত্মন এবোপাস্মতাং প্রতর্দনায়াপদিশতি । অত উপক্রমে

ব্রহ্মপ’ । [পূর্বে] ইন্দ্র ও প্রাণশব্দে বাহার উল্লেখ করা হইয়াছে ; তাহার সহিত উক্ত আনন্দাদি
শব্দের সামানাদিকরণ্য প্ররোগও সম্যকরূপে উপপন্ন হইতে পারে । ১।১২৯ ॥

এই যে, বলা হইয়াছে—‘আনন্দ, অজব, অমৃত’ এই বাক্যার্থের সহিত সামানাদিকরণ্য
সম্বন্ধে একার্থ-বোধক হওয়ার পবনায়ুই উক্ত ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের অর্থ ; সে কথা উপপন্ন
হয় না । কারণ, বক্তা ইন্দ্র এক জন প্রসিদ্ধ জীব ; সেই ইন্দ্রই ‘আমি ত্রিশীর্ষা স্বাপ্তকে (স্বপ্তার—
হর্ব্যের পুত্রকে) বধ করিয়াছি’ ইত্যাদি বাক্যে স্বাপ্ত বধাদি দ্বারা [আপনার প্রশংসা থ্যাপন
করিয়া] ‘আমিই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ু বলিয়া উপাসনা কর’, এই ভাবে

(*) প্রজ্ঞাতেতি নোপলভ্যতে (খ) পুত্রকে ।

জীববিশেষ ইত্যবগতে সতি “আনন্দোহজরোহমৃতঃ” ইত্যাদিভিরূপসংহার-
স্তদনুগুণ এব বর্ণনীয় ‘ইতি চেৎ’ ;

পরিহরতি—‘অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্’—আত্মনি যঃ সম্বন্ধঃ, সোহধ্যাত্ম-
সম্বন্ধঃ, তস্য ভূমা ভূয়স্ত্বং বহুত্বমিত্যর্থঃ । আত্মজ্ঞাধেয়তয়া সম্বধ্যমানানাং
বহুত্বেন সম্বন্ধবহুত্বং ; তচ্চাস্মিন্ বক্তুরি পরমাত্মন্যেব হি সম্ভবতি । “তদ্ব্যথা
রথস্থারেযু নেমিরপিতা, নাভাবরা অপিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-
মাত্রাস্বপিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেহপিতাঃ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা-
নন্দোহজরোহমৃতঃ”, [কৌষী০ ৭।৯] ইতি ভূতমাত্রাশব্দেন (*) অচেতন-
বস্তুজাতমভিধায় প্রজ্ঞামাত্রাশব্দেন তদাধারতয়া চেতনবর্ণকাভিধায় তস্যা-
প্যাধারতয়া প্রকৃতমিন্দ্র-প্রাণশব্দাভিধেয়ং নির্দিষ্ট্য তমেব “আনন্দোহ-
জরোহমৃতঃ” ইতু্যপদিশতি । তদেতচ্চেতনাচেতনাত্মক-কৃৎস্রবস্ত্বাধারত্বং
জীবাদর্থান্তরভূতহ্যস্মিন্ পরমাত্মান্যেবোপপত্তত ইত্যর্থঃ ।

নিজেরই উপাসনার উপদেশ কবিরাজেন । ইন্দ্রের জীবতাব ত সুপ্রসিদ্ধ ; অতএব, উপক্রমে
যখন [উপাশ্রয়ে] জীবত্ব অবধাবিত হইতেছে, তখন উপক্রমেব অন্তরসাবেই ‘আনন্দ অজর’
ইত্যাদি উপসংহার-বাক্যবও ব্যাখ্যা কবিতে হইবে । ইহাই যদি হয়, অর্থাৎ এইরূপ আশঙ্কায়
পরিহার কবিতেছেন—

যে হেতু এখানে অধ্যাত্ম-সম্বন্ধেব বাচ্যতা বহিয়াছে ; অভিপ্রায় এই যে, আত্মাতে যে
সম্বন্ধ, তাহারই নাম অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ, তাহারই ভূমা—বাহ্যতা । আত্মাতে আধেয়রূপে যে সকল
ধর্ম সম্বন্ধ বা বর্তমান আছে, সে সকলেব বহুত্ব নিবন্ধন তৎসম্বন্ধেরও বহুত্ব [হইয়া থাকে] ।
এই বক্তা পবমাত্মা হইলেই তাহাতে সেই সম্বন্ধ-বহুত্ব সম্ভবপর হইতে পারে, [নচেৎ নহে] ।
[দেখ,] ‘নেমি (চক্রের প্রান্তভাগ) যেরূপ রথের শলাকায় অপিত থাকে, এবং শলাকা
সমূহ আবার নাভিতে অপিত থাকে ; ত্রিক সেইরূপ এই সূক্ষ্ম ভূত সমূহ প্রজ্ঞামাত্রায়
(বুদ্ধিরূপিতে) অপিত, এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল আবার প্রাণে অপিত আছে । সেই এই প্রাণই
প্রজ্ঞাত্মক অজর অমৃত ও আনন্দস্বরূপ ।’ এই শ্রুতি ‘ভূতমাত্রা’ শব্দে অচেতন বস্তুরাশির
উল্লেখ করিয়া ‘প্রজ্ঞামাত্রা’ শব্দে আবাব সমস্ত চেতনকে সেই ভূতমাত্রার অধিকরণ বা আশ্রয়-
রূপে নির্দেশ করিয়া পুনশ্চ আলোচ্য ‘ইন্দ্র ও প্রাণ’ শব্দবাচ্য পদার্থকে সেই চেতনবর্ণেরও
আশ্রয়রূপে নির্দেশ কবিয়া তাহাকেই (ইন্দ্রাদি শব্দবাচ্যকেই) আবাব ‘আনন্দ অজর ও অমৃত’
বলিয়া উপদেশ করিতেছেন । এই যে, চেতনাচেতন সর্বপদার্থের আশ্রয়ত্ব (ধারকতা), তাহা
জীব হইতে পৃথক পদার্থ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, (জীবের নয় না) ।

অথবা, ‘অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হস্মিন্’—পরমাত্মাসাধারণধর্মসম্বন্ধোহধ্যাত্ম-
সম্বন্ধঃ, তস্য ভূমা বহুত্বং হি অস্মিন্ প্রকরণে বিদ্যতে । তথা হি—প্রথমং
“ত্বমেব মে বরং স্বর্গীষ, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে” ইতি,
“মামুপাস্ম্য” ইতি চ পরমাত্মাসাধারণ-মোক্ষসাধনোপাসনকর্মত্বং প্রাণশব্দ-
নির্দিষ্টশ্চেন্দ্রশ্চ প্রতীয়তে । তথা “এষ এব সাধুকর্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো
লোকেভ্য উন্মিনীষতি, এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং, যমধো নিনীষতি”
ইতি সর্বশ্চ কর্মণঃ কারয়িতৃত্বঞ্চ পরমাত্মধর্মঃ । তথা, “তদযথা রথস্থারেষু
নেমিরপিতা, নাভাবরা অপিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বপিতাঃ,
প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেহপিতাঃ” ইতি সর্বাধারত্বঞ্চ তস্যৈব ধর্মঃ; তথা “স এষ
প্রাণ এব প্রজ্ঞানান্দোহজরোহমৃতঃ” ইত্যেতেহপি পরমাত্মান এব
ধর্ম্যাঃ । “এষ লোকাধিপতিরেষ সর্বেশঃ” ইতি চ পরমাত্মন্যেব
সম্ভবতি । তদেবমধ্যাত্মসম্বন্ধভূম্নোহত্র বিদ্যমানত্বাৎ পরমাত্মৈবাত্তেন্দ্র-
প্রাণশব্দনির্দিষ্টঃ ॥১।১।৩০॥

অথবা, “অধ্যাত্ম-সম্বন্ধভূমা হস্মিন্” কথাব অর্থ এইরূপ—যে সকল ধর্ম পবমাত্মাব
অসাধারণ—পবমাত্মা ভিন্ন অতীত নাই বা থাকিতে পারে না ; সেই সমস্ত ধর্মের যে সম্বন্ধ,
তাহাই অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ, এই প্রকরণে তাহার ভূমা—বাছল্য বিদ্যমান বহিয়াছে । দেখ, প্রথমতঃ
‘তুমি মনুষ্যের পক্ষে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট হিত বলিয়া মনে কর, তুমিই আমার জন্য সেইরূপ বর
প্রার্থনা কর ।’ তাহাব পব, ‘আমাকে উপাসনা কর’, ইন্দ্রকৃত এইরূপ উপদেশ হইতে জানা
যায় যে, একমাত্র পবমাত্মাই বিশেষ ধর্ম যে মোক্ষ-সাধনীভূত উপাসনা-কর্মত্ব (উপাস্তব্য) ;
‘প্রাণ’ শব্দে উল্লিখিত ইন্দ্রের সম্বন্ধেও সেই উপাসনা-কর্মত্বই বিহিত হইয়াছে । বিশেষতঃ
‘তিনিই তাহাকে অসাধু কর্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, এই শ্রুতি
হইতে জানা যায় যে, সমস্ত কর্মে প্রেরণ করা পরমাত্মারই ধর্ম (অপরের নহে) । সেইরূপ,
‘রথের শলাকা সমূহে যেরূপ নেমি সন্নিবেশিত থাকে, এবং শলাকাসমূহ আবার যেরূপ নাভিতে
সমর্পিত থাকে, সেইরূপ এই ভূতমাত্রা সমূহ প্রজ্ঞামাত্রাতে এবং প্রজ্ঞামাত্রা সমূহ (বুদ্ধি-
বিজ্ঞান) আবার প্রাণে সমর্পিত আছে ।’ এই শ্রুতান্ত যে, সর্বাধারত্ব, তাহাও পবমাত্মারই
নিজস্ব ধর্ম । আব ‘সেই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণই আনন্দ ও জবা-মরণ রহিত ;’ এই সকল ধর্ম
নিচয়ও পরমাত্মারই নিজস্ব । আব ‘ইনি লোকাধিপতি ও সর্বেশ্বর,’ এ কথাও পরমাত্মার
সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয় । অতএব, এখানে অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান থাকায় [বুঝিতে
হইবে] পরমাত্মাই ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছেন ॥১।১।৩০॥

কথং তর্হি প্রজ্ঞাতজীবভাবশ্চেন্দ্রশ্চ স্বাত্মন উপাস্ত্বোপদেশঃ
সংগচ্ছতে, তত্রাহ—

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥১।১।৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—শাস্ত্রদৃষ্ট্যা (শাস্ত্রীয় উপদেশ দর্শনে) তু (কিন্তু—পরন্তু) উপদেশঃ (উপদেশ)
বামদেববৎ (বামদেবের আয়) ॥]

[সরলার্থঃ—জীবস্তাপি সত ইন্দ্রশ্চ “প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা” ইতি “মামুপাস্ম” ইতি চ
প্রাণায়ত্ত্বোপাস্ত্বোপদেশঃ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা—“ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, স আত্মা, তং স্বমসি” ইত্যাদি
শাস্ত্রোক্তয়া ব্রহ্মাত্মকত্ব-দৃষ্ট্যা প্রবর্ততে ইতি শেষঃ । ‘বামদেববৎ’ ইতি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনং—যথা
বামদেবঃ কিল স্বত্ব সর্বাঙ্গকঃ পশুন্ ‘অহং মনুভবং সূর্য্যশ্চ’ ইত্যাহ ; তদ্বদিতার্থঃ ।

ইন্দ্র জীব হইলেও নিজেকে যে, প্রাণস্বরূপে এবং উপাস্ত্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন ; তাহা
কেবল ‘এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ’ ; ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত
উপদেশানুসারে হইয়াছে । উদাহরণ—বামদেব ঋষি যেমন আত্মার সর্বাঙ্গভাব উপলব্ধি করিয়া
বলিয়াছিলেন—‘আমিই মনু হইয়াছিলাম, এবং আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম।’ ইহাও
সেইরূপ ॥১।১।৩১॥]

প্রজ্ঞাতজীবভাবেনেন্দ্রেণ “মামেব বিজানীহি” “মামুপাস্ম” ইতি
উপাস্ত্বশ্চ ব্রহ্মাঃ স্বাত্মনোপদেশোহয়ং ন প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত-স্বাত্মাব-
লোকনকৃতঃ, অপি তু শাস্ত্রেণ স্বাত্মদৃষ্টিকৃতঃ ।

এতদুক্তং ভবতি—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্ট নাম-রূপে ব্যাকর-
বানি”, “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”, “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্ত্রা জনানাং সর্বাভ্যা”,
“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো, যমাভ্যা ন বেদ, যস্তাভ্যা শরীরং, য

ভাল, তাহা হইলে যাহাব জীবভাব নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত আছে, সেই ইন্দ্রের পক্ষে
আপনাকে উপাস্ত্বরূপে উপদেশ করা সম্ভব হয় কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—‘বামদেব ঋষির
আয় শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানানুসারে [ঐরূপ] উপদেশ [হইয়াছে]’ ।

প্রসিদ্ধ জীবভাবাপন্ন ইন্দ্র যে, ‘আমাকেই জানিও, আমাকে উপাসনা কর’ বলিয়া
আপনাকে উপাস্য ব্রহ্মস্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ - প্রমাণান্তরলব্ধ আত্ম-দর্শন
নহে, পরন্তু শাস্ত্রলব্ধ আত্মদর্শন মাত্র ।

এই কথা বলা ইহাতেছে যে, ‘এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত
করিব,’ ‘এই সমস্তই এতদাত্মক,’ ‘সর্বাভ্যা (পরব্রহ্ম) জনসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শাসন
করিয়া থাকেন,’ ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না,’

আত্মানমন্তরো যময়তি”, “এষ (‡) সৰ্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপু দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” ইত্যেবমাदिना शास्त्रेण जीवात्मा-शरीरकं परमात्मान-मवगम्य जीवात्मावाचिनाम् अहंत्वमादिशब्दानां परमात्मान्तेव पर्यावसानं ज्ञात्वा “मामेव विजानीहि, मामुपास्य” इति स्वात्माशरीरकं परमात्मानमेवोपास्तुत्वेनोपादिदेश इति । ‘वामदेववत्’—यथा वामदेवः परस्तु ब्रह्मणः सर्वान्तरात्मात्वं सर्वस्तु च तच्छरीरत्वं शरीरवाचिनां च शब्दानां शरीरिणि पर्यावसानं पश्यन् ‘अहम्’ इति स्वात्माशरीरकं (+) परं ब्रह्म निर्दिष्टं तं-सामानाधिकरण्येन मनु-सूर्यादीन् व्यापदिशति—“तद्वैतं पश्यन् धामिर्वाम-देवः प्रतिपेदे—अहं मনुरभवत् सूर्याश्च, अहं कर्कषान् (‡) धामिरस्मि विप्र” (§) इत्यादिना । यथा च प्रह्लादः—

“सर्वगतदानन्तस्तु स एवाहमवस्थितः । मत्तः सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने ।” [विष्णुपु० १।१।८९] इत्यादि (॥) वदति ॥१।१।३॥

‘আত্মা যাহার শরীর,’ ‘নিম্পাপ, দিবা প্রকাশমান অদ্বিতীয় এই এক নারায়ণই সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা’, ইত্যাদি শাস্ত্রান্তসারে জানা যায় যে, জীবাত্মা যাহার শরীর, সেই পরমাত্মাকে অবগত হইলে পব জীবাত্মবাচক ‘আমি, তুমি’ (অহং, ত্বং) প্রভৃতি শব্দগুলি পরমাত্মাতেই পর্যাবসিত হয় ; অর্থাৎ সেই সকল শব্দে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকেই বুঝায় । ইন্দ্র ও ইহা অবগত হইয়াই ‘আমাকেই জান, আমাকেই উপাসনা কর,’ এইরূপে স্বীয় আত্মা (জীব) যাহাব শবাব, সেই পরমাত্মাকেই উপাস্ত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন । বামদেবই ইহার দৃষ্টান্ত ; বামদেব যেমন পরব্রহ্মের সর্বান্তরাত্ম্যতাব, সমস্ত বস্তুব বন্ধশরীবত্ব এবং শরীববাচক শব্দ সমূহেরও শরীবাবি-মানী জীব-বোধকত্ব অবগত থাকিয়া স্বীয় আত্মা যাহার শরীব, সেই পরব্রহ্মকে ‘অহং’ শব্দে নির্দেশ করিয়া তাহার সহিত অভিন্নভাবে মত্ত ও সূর্য্য প্রভৃতির উল্লেখ কবিতেন—‘বামদেব ঋষি সেই এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম সন্দর্শন করতঃ বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মত্ত ও সূর্য্য হইয়াছিলাম এবং আমিই কক্ষীবান্ ঋষি [হইয়াছিলাম]’ ইত্যাদি । প্রহ্লাদও যেমন ‘অনন্ত ব্রহ্ম সৰ্ব্বগত, অতএব, আমিও তদ্রূপে অবস্থিত আছি, আমি হইতেই সমস্ত [জন্মিয়াছে], আমি সৰ্ব্বাত্মক, এবং নিত্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত বস্তু [অবস্থিত আছে]।’ ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন, ইহাও তদ্রূপ ॥১।১।৩॥

(*) এষঃ ইত্যং প্রাক্ “স ত আত্মাত্বাধীন্যতঃ, য আত্মান সঞ্চরন্ যন্তাত্মা শরীরং যমাত্মা ন বেদ” ইতি (গ, ৩) পুস্তকোক্তবাক্যঃ পাঠঃ ।

(†) শরীরম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) কক্ষীবানিতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) যথা বামদেব ইতি ঐসিন্ধো রূপঃ দোহত্রবীৎ । অহমেকঃ প্রথমমাহ, বর্তমানি চ ভবিষ্যনি চ । নাতঃ কক্ষিয়ন্তো ব্যতিরিক্ত ইত্যাদিবৎ ইত্যাদিকঃ (গ) পুস্তকঃ পাঠো দৃষ্টতে । অহং মনুরভবৎ সূর্য্যশ্চ ইত্যন্তঃ পাঠো বৃহদারণ্যকে (৩।৪।১০) দৃষ্টতে । ‘অহং’ ইত্যাদিঃ ‘বিপ্র’ ইত্যন্তঃ পাঠস্ত বন্ধ সাহিত্যায়ং ৩।৩।১৪, ৩।৩।১৩ দৃষ্টত । তায়ো ভূ সৰ্ব্বত্রৈব অংশদ্বয়মেকীকৃত্য লিখিতমস্মি । (গ) ইত্যাদিবৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

অস্মিন্ প্রকরণে জীববাচিভিঃ শব্দৈরচিহ্নৈশেষাভিধায়িভিশ্চাপাস্ত্র-
ভূতস্ত ব্রহ্মণোহভিধানে কারণং চোক্তপূর্ব্বকমাহ—

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ; ন, উপাসা-ত্রৈবিধ্যা-
দাশ্রিতত্বাদিহ তদ্ব্যোগাৎ ॥১।১।৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীব ও প্রধান প্রাণগ্রাহক চিহ্ন থাকায়), ন (না—
প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম নহে), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], ন (না—বলিতে পার না),
উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ (যেহেতু উপাসনা তিন প্রকার), আশ্রিতত্বাৎ (গ্রহণ করা হেতু), ইহ
(এখানে) চ (ও) তদ্ব্যোগাৎ (যেহেতু তাহারই সম্বন্ধ আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ—“ত্রিশার্ধাণং স্বাদ্বিমহনম্” ইতি জীবলিঙ্গাৎ, “যাবদস্মিন্
শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদায়ুঃ” ইতি চ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ অত্র পবমায়-নিশ্চয়ো ন ভবতি, ইতি
চেৎ; ন; কুতঃ? উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ—পবমায়ন এব স্বাকারেণ, জীবশরীরকন্ডেন, প্রাণ-
শরীরকন্ডেন চ উপাসনায়াঃ ত্রিবিধত্বাৎ হেতোঃ। অত্রাপি চ পরমাত্মোপাসনত্রৈবিধ্যস্ত
আশ্রিতত্বাৎ—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যত্র স্বাকারেণ, “সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ” ইত্যত্র ভোগ্য-
শরীরকন্ডেন, ভোক্তৃ শরীরকন্ডেন চ সংগ্রহাৎ। ইহ প্রতর্দনপ্রকরণে চ তদ্ব্যোগাৎ—তস্ত
উপাসনা-ত্রৈবিধ্যস্ত সম্ভবাদিতার্থঃ, অত্র পবমায়-নিশ্চয়ঃ সম্ভবতীতিভাবঃ ॥

আলোচ্যস্থলে যখন জীব ও মুখ্যপ্রাণেব লিঙ্গ (গ্রাহক ধর্ম) বহিয়াছে; তখন ইন্দ্র ও
প্রাণাদি শব্দের অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে না, ইহা যদি বল; না—তাহা বলিতে পার না;
কারণ, পরমাত্মার উপাসনা ত্রিবিধ—পরমাত্মভাবে, জীবভাবে এবং প্রাণাধিষ্ঠাতৃত্বভাবে
বিহিত আছে। অতএব এই ত্রিবিধ উপাসনাই স্বীকৃত হইয়াছে, এখানেও তাহাই সম্ভবপর
হইতেছে। [অতএব, এখানে পবমাত্মাই ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ ॥১।১।৩২॥
ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রবিবৃতো সরলান্নাং প্রথমোধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥১।১।৩২॥]

এই প্রকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, জীববাচক ও অচেতন-বিশেষবাচক শব্দ সমূহ
দ্বারা উপাস্ত ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন। এখন আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক তাহারই কারণ
নির্দেশ করিতেছেন—“জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ” ইত্যাদি। (*)

(*) তাৎপৰ্য্য—জীব স্বতই পরিচ্ছিন্নভাবাপন্ন; সুতরাং আত্মার ব্যাপকত্ব ও সর্ব্বময়ত্ব বুঝিতে পারে না;
বুঝিতে পারে না বলিয়াই পরম্পরের মধ্যে ভেদ দর্শন করে এবং তজ্জন্ত অনিত্য সুখ-দুঃখ ভোগে হর্ষ-বিষাদ অনুভব
করিয়া থাকে। ইন্দ্রও যখন জীব-ভাবাপন্ন সংসারী, তখন তাহার পক্ষেও সর্ব্বাঙ্গভাবশূন্য অসম্ভব; বিশেষতঃ
এখানে এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহা দ্বারা ইন্দ্রপ্রোক্ত উপাসনাকে পরমাত্মার উপাসনা না বলিয়া জীব-
ইন্দ্রের কিংবা প্রাণের উপাসনা বলিয়াই নির্দেশ করা যাইতে পারে। ‘ব্যাক্যকে জানিবে না, বস্তাকে
জানিবে’ জীবই প্রধানতঃ বস্তু; সুতরাং উক্ত শ্রুতি অনুসারে বুঝা যায় যে, এখানে জীবোপাসনার উপদেশ

“ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ,” [কোষী০ ১৮] “ত্রিশীর্ষাণং ত্র্যষ্টমহনম্, অরুণ্মুখান্ যতীন্ শালারুকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্” [কোষী০ ৩১] ইত্যাদি-জীবলিঙ্গাৎ, “যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদায়ুঃ ।” “অথ খলু প্রাণ এব প্রজাত্বা ইদং শরীরং পরিগৃহোথাপয়তি” (*) [কোষী০ ৩১] ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নাধ্যাত্মসম্বন্ধভূমেতি চেৎ ; ন, উপাসনা-ত্রৈবিধ্যাৎ হেতোঃ, উপাসনাত্রৈবিধ্যমূপদেষ্টুং তত্ত্বচ্ছেদনাভিধানম্—নিখিল- কারণভূতশ্চ ব্রহ্মাণঃ স্বরূপেণানুসন্ধানং, ভোক্তৃবর্গশরীরকত্বানুসন্ধানং, ভোগ্য-ভোগোপকরণশরীরকত্বানুসন্ধানক্ষেতি ত্রিবিধ্যম্ অনুসন্ধানমূপ- দেষ্টুমিত্যর্থঃ । তদিদং ত্রিবিধং ব্রহ্মানুসন্ধানং প্রকরণান্তরেষপ্যাশ্রিতম্— “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০ আন০ ১] ; “আনন্দো (†) ব্রহ্ম”

যদি বল, ‘বাক্যবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে না, বক্তাকে জানিবে ।’ ‘ত্রিশীর্ষ ত্র্যষ্টকে বধ কবি-
য়াছি ; বেদানভিজ্ঞ যতিগণকে গৃহপালিত কুকুবগণ উদ্দেশে দান কবিয়াছি’ ইত্যাদি জীবলিঙ্গ বশতঃ
অর্থাৎ জীবগ্রাহক চিহ্ন থাকায়, এবং ‘এই শরীরে যে পর্যাণ্ড প্রাণ বাস কবে, সেই পর্যাণ্ডই
আয়ুঃ বা জীবন’, ‘প্রজাত্বক প্রাণই এই শরীরকে গ্রহণ কবিয়া উপাপন কবে।’ এই-
রূপ মুখ্যপ্রাণ-গ্রাহক লিঙ্গ থাকায় অধ্যাত্ম-সম্বন্ধেব ত বাহ্যতা নাই । না—তাহাও বলিতে
পার না ; কাবণ, উপাসনার ত্রৈবিধ্যই ইহাব হেতু ; অর্থাৎ উপাসনাব ত্রৈবিধ্য উপদেশ
করিবার নিমিত্তই বিশেষ বিশেষ শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ সর্বজগতেব কাবণভূত
ব্রহ্মেব স্বরূপে অনুসন্ধান, ভোক্তৃবর্গ—জীবসমূহরূপ শরীরবিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান, এবং ভোগ্য
ও ভোগোপকরণভূত শরীরবধাবিরূপে অনুসন্ধান, এই তিনপ্রকার উপাসনা উপদেশ করিবার
জন্তই [ঐরূপে নির্দেশ হইয়াছে] । এই ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসনা অথ প্রকরণেও পবিগৃহীত
হইয়াছে—‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ,’ ‘ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ ।’ ইত্যাদি স্থলে [ব্রহ্মেব]

করা ইন্দ্রের অভিপ্রেত । তাহার পর, ইন্দ্র বলিয়াছেন ‘আনিষ্ট প্রজ্ঞাত্বক প্রাণ, সেই আমাকে আয়ুঃ বলিয়া
উপাসনা কর.’ ‘দেহ যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই আয়ুঃ’ এই শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, প্রাণ ও আয়ুঃ
অভিন্ন বা অবিসৃক্ত পদার্থ ; সুতরাং ইন্দ্রশ্রোক্ত প্রাণ অর্থ পরমাত্মা না হইয়া পঞ্চবৃত্তি প্রাণ হওয়াই উচিত । এই
সমস্ত আশঙ্কা উপাপনপূর্বক সূত্রকার নিজেই সীমাংসা করিছেন যে, যদিও আপাত দৃষ্টিতে ইন্দ্রোপদেশে জীব ও
মুখ্যপ্রাণের গ্রাহক বাক্যবিশেষ দৃষ্ট হব সত্য ; কিন্তু জীব কিংবা প্রাণমাত্র প্রতিপাদনে ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য
নাই । তাহার কারণ এই যে, তিন প্রকারে পরমাত্মার উপাসনা বিহিত আছে ; (১) স্ব-স্বরূপে ; যথা—“সত্যং
জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম ।” (২) ভোক্তা—জীবস্বরূপে, যথা—“তৎ সৃষ্টী তদেবাত্মপ্রাবিশণং” ইত্যাদি । (৩)
অচেতন ভোগ্য ও ভোগোপকরণভাবাপন্নরূপে, যথা—“তদস্মদুগ্রবিদ্য সচ ত্যচ্চ অতবৎ ।” ইত্যাদি । এখানে
‘সৎ’ পদে চেতন জীব সমূহ, আর ‘তৎ’ পদে অচেতন জড় সমূহ নির্দিষ্ট হইয়াছে । অবিকারী যোগ্যতার
তারণ্যমুদারে একই ব্রহ্মের উক্ত ত্রিবিধ উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; সুতরাং ইন্দ্রের উপদেশে পরমাত্মারই
বিভিন্নরূপ উপাসনা বুঝিতে হইবে, জীব কিংবা অচেতন প্রাণের উপাসনা নহে ॥

(*) উৎসার বাণীতি (প) পাঠঃ । (†) আনন্দ ইত্যত্র বিজ্ঞানমানন্দম্ ইতি (প) পাঠঃ ।

[তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ৬] ইত্যাদিষু স্বরূপানুসন্ধানম্ ; “তৎ সৃষ্টা তদেবানু-
প্রাবিশৎ ; তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তকানিরুক্তক, নিলয়নক-
নিলয়নক, বিজ্ঞানকবিজ্ঞানক, সত্যকানৃতক সত্যমভবৎ” [তৈত্তিঃ আনঃ
৬২] ইত্যাদিষু ভোক্তৃশরীরতয়া ভোগ্য-ভোগোপকরণশরীরতয়া চানু-
সন্ধানম্ । ইহাপি প্রকরণে তৎ ত্রিবিধমনুসন্ধানং যুক্ত্যত এবোক্ত্যর্থঃ ।

এতদুক্তং ভবতি—যত্র হিরণ্যগর্ভাদিজীববিশেষাণাং প্রকৃত্যাগ্চেতন-
বিশেষাণাং পরমাত্মাসাধারণধর্ম্যযোগঃ, তদভিধায়িনাং শব্দানাং পরমাত্ম-
বাচিশব্দৈঃ সামান্যাদিকরণং বা দৃশ্যতে ; তত্র পরমাত্মনন্তত্বদ্বিচ্ছিন্নশেষান্ত-
রাভ্যনুসন্ধানং প্রতিপিপাদয়িষ্যতি । অতোহত্র ইন্দ্র-প্রাণশব্দ-
নির্দিষ্টো জীবাদর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মবেতি সিদ্ধম্ ॥১।১।৩২॥ [একাদশম্
ইন্দ্র-প্রাণাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

ইতি শ্রীভগবদ্ভামনুজাচার্য্যবিরচিতো (*) শারীরকমীমাংসাতাম্যে

প্রথমোহধ্যায়ঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥১।১॥

স্বরূপানুসন্ধান ; আব ‘সেই সত্যরূপী ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া তাহাব মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; তন্মধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়া সং ও তাৎ অর্থাৎ পবোক্ষ ও অপবোক্ষ, নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, আশ্রিত ও অনাশ্রিত,
বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান (চেতন ও অচেতন), সত্য ও অসত্য স্বরূপ হইলেন’ ; ইত্যাদি স্থলে
ভোক্তৃ-শরীররূপে এবং ভোগ্য ও ভোগোপকরণ-শরীরধারিকরণেও অনুসন্ধান [অভিহিত
হইয়াছে] । [অতএব] এই প্রকরণেও নিশ্চয়ই সেই ত্রিবিধ ব্রহ্মানুসন্ধানই সম্ভব হইতেছে ।

ইহা বলা হইতেছে যে, যে স্থলে পবমাত্ম্যাব অসাধারণ ধর্মের সহিত হিবণ্যগর্ভাদি বিশেষ
বিশেষ জীবনিবহেব কিংবা প্রকৃতি প্রভৃতি অচেতন বিশেষেব যোগ দৃষ্ট হয়, অথবা হিরণ্য-
গর্ভাদি জীববিশেষেব বাচক, কিংবা প্রকৃত্যাদি অচেতনবোধক শব্দসমূহেব সহিত পবমাত্ম্যবাচক
শব্দনিবহেব সামান্যাদিকরণ (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) পবিলক্ষিত হয় ; [বুঝিতে
হইতে], সেই স্থলেই পবমাত্ম্যাব সেই সেই চিং-জড়ময় অপবাপব পদার্থেব সহিত অভেদচিন্তা
প্রতিপাদন করা অতীষ্ট । অতএব, এখানেও জীব হইতে পৃথগভূত পবমাত্ম্যাই যে, ইন্দ্র ও প্রাণ-
শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ৩২ ॥ [একাদশ ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ সমাপ্ত]

শ্রীমদ ভামনুজাচার্য্যবিরচিত শারীরকমীমাংসা ভাষ্যানুবাদে প্রথমোহধ্যায়ঃ প্রথম পাদ সমাপ্ত ॥

(*) শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিত ইতি (গ) । রামানুজাচার্য্যভট্টরবেদান্তাচার্য্যবিরচিত ইতি (ঙ) পাদঃ ।

দ্বিতীয়: পাদঃ ।

প্রথমে পাদে অধীতবেদঃ পুরুষঃ কৰ্ম্মমীমাংসা-শ্রবণাধিগতকৰ্ম্ম-
যাথাভ্যাবিজ্ঞানঃ কেবলকৰ্ম্মণামল্লাস্থিরফলত্বম্ (*) অবগম্য, বেদান্তবাক্যেষু চ
আপাতপ্রতীতানন্তস্থিরফল-ব্রহ্মস্বরূপ--তদুপাসনসমুপজাত--পরমপুরুষার্থ--
লক্ষণ-মোক্ষাপেক্ষঃ অবধারিতপরিনিষ্পন্নবস্তু-বোধনশব্দশক্তিবেদান্তবাক্যা-
নাং পরস্মিন্ (+) ব্রহ্মণি নিশ্চিতপ্রমাণভাবঃ তদিতিকর্তব্যতারূপ-শারীরক-
মীমাংসাশ্রবণমারভেতেতুক্তম্ শাস্ত্রারম্ভসিদ্ধয়ে ।

অনন্তবৈচিত্র্যস্থিরব্রহ্মরূপ-ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগোপকরণ-ভোগস্থানলক্ষণ-
নিখিলজগদুদয়-বিভব-লয়-মহানন্দৈককারণং (‡) পরং ব্রহ্ম “যতো বা
ইমানি” ইত্যাদি বাক্যং বোধয়তীতি চ প্রত্যপাদি ।

জগদৈককারণং পরং ব্রহ্ম সকলেতরপ্রমাণাবিষয়তয়া শাস্ত্রৈকপ্রমাণক-
মিত্যভ্যধায়ি (§) । শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বক্ (¶) ব্রহ্মণঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যয়-

প্রথম পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুষ প্রথমতঃ বেদাব্যয়নেব পব কৰ্ম্মমীমাংসা শ্রবণে
কৰ্ম্ম সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতঃ উপাসনাবিহীন কৰ্ম্মফলেব অলস ও অস্থিরত্ব অবগত
হইয়া এবং বেদান্তবাক্যে সাধারণভাবে অনন্ত ও স্থিরতর ফলসাপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া তাহাবই
উপাসনার ফলীভূত পরমপুরুষার্থ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হয় । অনন্তর, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনেও যে, শব্দেব
শক্তি না ক্ষমতা আছে, ইহা অবধারণ করতঃ পবব্রহ্ম প্রতিপাদনে বেদান্ত বাক্যানিচয়ের প্রামাণ্য
নিশ্চয় করিয়া তাহাবই ইতিকর্তব্যতারূপ (সাধক-বোধক যুক্তিপ্ৰদর্শক) ‘শারীরক-মীমাংসা’
(ব্রহ্মসূত্র) শ্রবণে প্রবৃত্ত হয় ; ইহাও এই শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা প্রদর্শন-প্রসঙ্গে উক্ত
হইয়াছে । তাহার পর ‘যাহা হইতে এই সমস্ত’ ইত্যাদি বাক্যও যে, অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবিধ
ভোগ্য, ভোক্তা, ভোগোপকরণ ও ভোগ-স্থানময় নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও অসীম
আনন্দের একমাত্র কারণভূত পবব্রহ্মকে জ্ঞাপন করিতেছে ; ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

জগতের একমাত্র কারণস্বরূপ পবব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণের বিষয়ীভূত হন না বলিয়া
তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই যে, একমাত্র প্রমাণ ; এ কথাও অভিহিত হইয়াছে । আর প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

(*) অস্থিরত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (+) পরস্মিন্নিত্যত্র ষ্মিন্মিতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) উপলব্ধিপ্রাপ্যাদ্যেককারণম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (§) অভ্যধায় ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

(¶) শাস্ত্রপ্রমাণকত্বক্ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

বিরহেপি স্বরূপেণৈব পরমপুরুষার্থভূতে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি বেদান্তবাক্যানাং সমন্বয়াৎ নিরুহত ইত্যক্রম ।

নিখিলজগদেককারণতয়া বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্ম চ ঈক্ষণাণ্ডম্বাদানুমানিক-প্রধানাদর্থান্তরভূতশ্চেতনবিশেষ এবেতুপাপীপদাম (*) । স চ স্বাভাবিকা-নবধিকৃতিশয়ানন্দবিপশিচ্ছ-নিখিলচেতন-ভয়াভয়হেতুত্ব-সত্যসংকল্পত্ব-সমস্ত-চেতনাচেতনান্তরাশ্রয়াদিভির্বন্ধমুক্তোভয়াবস্থাৎ জীবশব্দাভিলপনীয়াচ্চার্থা-ন্তরভূতঃ, ইতি চ সমাদদীমহি (†) । স চাপ্রাকৃতাকর্ষনিমিত্ত-স্বাসাধা-রণদিব্যরূপঃ, ইত্যুদৈরিরাম ।

আকাশ-প্রাণাণ্ডচেতনবিশেষাভিধায়িভিজগৎকারণতয়া প্রসিদ্ধবস্তুনির্দিষ্ট-মানঃ সকলেতরচেতনাচেতনবিলক্ষণঃ স এবেতি সমগরিষ্মহি । পরতত্ত্বা-সাধারণ-নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত-জ্যোতিঃশব্দাভিধেয়ো হ্যুসম্বন্ধিতয়া প্রত্যভি-জ্ঞানাৎ (‡) স এবেত্যাতিষ্ঠামহি ।

সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বতঃই পবমপুরুষার্থস্বরূপ পরব্রহ্মবোধক বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় বা তাৎপর্য্যাবধারণ হইতে যে, ব্রহ্মের শাস্ত্রিকগম্যত্ব প্রমাণিত হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে ।

সমস্ত জগতেব একমাত্র কাবণরূপে বেদান্তশাস্ত্র-বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম যে, অহুমানকল্পিত প্রধান হইতে পৃথক্ নিশ্চয়ই চেতনবিশেষ, [জগৎ-কারণের] ঈক্ষণাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহাও প্রতিপাদন করিয়াছি । (§) আব যে, স্বভাবতই নিরবধি ও নিবতিশয় আনন্দ, বিপশিচ্ছ, সমস্ত চেতনের ভয় ও অভয়হেতুত্ব, সত্যসংকল্পত্ব এবং সমস্ত চেতনাচেতনের অন্তরাশ্রয়াদি হেতু বশতঃ সেই চেতনবিশেষ যে, বন্ধ-মুক্ত, এতত্ত্বাবস্থাসম্পন্ন জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহারও সমাধান কবিয়াছি । আব সেই পদার্থটী যে, অপ্রাকৃত ও শুভাশুভ কৰ্ম্মাধীন নহে, এবং অনন্তসাধারণ দিব্যরূপসম্পন্ন ; ইহারও উল্লেখ করিয়াছি ।

অচেতনবাচক আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দে জগৎকাবণরূপে প্রসিদ্ধবৎ নির্দিষ্ট এবং চেতন ও অচেতনাত্মক অপব সর্ব পদার্থ-বিলক্ষণ পদার্থটীও যে তাহাই (ব্রহ্মই) ; ইহাও বলি-য়াছি । আব পরব্রহ্মের অসাধারণ নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত জ্যোতিঃপদার্থটীও যে, সেই পবম-পুরুষই, ইহাও হ্য-সম্বন্ধনিবন্ধন ব্যবস্থাপিত করিয়াছি ।

(*) উপাপিপদামেতি অপপাঠাঃ (গ) পুস্তকে ।

(†) সমাধিধামহি ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) প্রত্যভিধানাদিতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য—“ঈক্ষণেনাশ্রয়ঃ” এই পঞ্চম হুত্রে দেখান হইয়াছে যে, “যতো বা ইমানি” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, জগৎকারণের উল্লেখ আছে ; সেই কারণ বস্তুটী সাংখ্যপারিকল্পিত অচেতন প্রধান (প্রকৃতি) কিংবা অন্ত কোনও অদৃ পদার্থ নহে ; কারণ ?—এই জগৎকারণকে ‘ঈক্ষিতা’ (আলোচনা-কর্তা) বলা হইয়াছে । আলোচনা কার্য্যটী চেতনেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অচেতনের নহে ; হুতর্যাং অচেতন প্রকৃতিতে চেতন ধর্ম্ম ‘ঈক্ষণ’ কখনই সম্ভবপর হয় না ; হয় না বলিয়াই অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিতে পারা যায় না । সেখানে এইরূপে ঈক্ষণায় প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

পরমকারণাসাধারণামৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভূতঃ পরমপুরুষ এব শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ইন্দ্রাদিশৈবৈরভিধীয়ত ইত্যক্রমহি ।

তদেবমতিপতিতসকলেতরপ্রমাণসম্ভাবনামুচ্যমিঃ সার্বভৌম-সত্যসংকল্পত্বা-
দুপরিমিতোদারগুণসাগরতয়া স্বেতরসমস্তবস্তবিলক্ষণঃ পরং ব্রহ্ম
পুরুষোত্তমো নারায়ণ এব বেদান্তবেদ্যঃ, ইত্যুক্তম্ ।

অতঃ পরং দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থেষু পাদেষু যद्यপি বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্মৈব,
তথাপি কানিচিৎ বেদান্তবাক্যানি প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞাত্ত্বভূতবস্তবিশেষস্বরূপ-
প্রতিপাদনপরাণ্যেব, ইত্যশঙ্ক্য তন্নিরসনমুখেন তত্ত্বদ্ব্যাক্যোদিতকল্যাণগুণা-
করত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাद्यতে ।

তত্রাস্পষ্টজীবাদিলিঙ্গকানি বাক্যানি দ্বিতীয়ে পাদে বিচার্যন্তে ; স্পষ্ট-
লিঙ্গকানি তৃতীয়ে ; তত্ত্বংপ্রতিপাদনচ্ছায়ানুসারীণি চতুর্থে ।

পবম কাবণ পবব্রহ্মেব অসাধাবণ ধর্ম যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি, তাহাবও হেতুভূত পরমপুরুষই
শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হন, ইহাও বলিয়াছি ।

তিনি এইরূপে অপব সমস্ত প্রমাণ-সম্ভাবনারও অতীত, (অবিষয়) সর্বভৌম ও সত্যসংকল্প
প্রভৃতি অপরিমিত উদারগুণের সাগর, এই কাবণে তন্নির সমস্ত বস্তবিলক্ষণ পরব্রহ্ম পরমপুরুষ
নারায়ণই একমাত্র বেদান্তবেদ্য ; ইহাও কথিত হইয়াছে ।

ইতঃপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে যদিও বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মই প্রতিপাद्य হউক, তথাপি
[দেখা যায়] কতকগুলি বেদান্ত-বাক্য [সত্য সত্যই বেন] প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের)
অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ বস্ত্বরূপবোধক ; এই আশঙ্কা কবিয়া তন্নিরসনপূর্বক ব্রহ্মই যে, সেই
সমস্ত বাক্যোক্ত কল্যাণময় গুণের আকর, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে ।

তন্মধ্যে অস্পষ্টভাবে জীবগ্রাহক বাক্যানিচয় দ্বিতীয় পাদে, স্পষ্টরূপে জীবগ্রাহক বাক্যানিচয়
তৃতীয় পাদে এবং জীবাদি প্রতিপাদকেব ছায় প্রতিভাসমান বাক্যসমূহ চতুর্থ পাদে বিচারিত
হইতেছে । (*)

(*) তাৎপর্য—শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রথম পাদেই যখন ব্রহ্মের কারণত্ব, স্বরূপগত বিশেষ এবং
তৎপ্রসঙ্গে আরও যাহা কিছু বক্তব্য, তৎসমস্তই একে একে কথিত হইয়াছে, তখন আর অবশিষ্ট পাদত্রয়
আরম্ভের প্রয়োজন কি? সেই শঙ্কা অপনগনার্থ ভাষ্যকার প্রথম পাদোক্ত এক একটা বিষয় উল্লেখপূর্বক
দেখাইতেছেন যে, প্রথম পাদে যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত ও সীমাসিদ্ধ হয় নাই, অবশ্যবস্তব্য সেই সমস্ত বিষয়
প্রতিপাদনার্থই এই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ আরম্ভ হইতেছে । তন্মধ্যে, যে সমস্ত বাক্য স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্মের
উল্লেখ না থাকায় সৌপ্তিকভাবে জীব প্রভৃতিও বুঝা যাইতে পারে, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু পরমাত্ম-প্রতিপাদনই
তাৎপর্য ; সেই সমস্ত অস্পষ্ট জীবাদিলিঙ্গক বাক্য দ্বিতীয় পাদে বিচারিত হইয়াছে । এবং তদ্ব্যবসেই দ্বিতীয়
পাদ আরম্ভ হইতেছে ।

আর যে সমস্ত বাক্য স্পষ্টাক্ষরে জীবাদি ধর্মের উল্লেখ আছে, অথচ প্রকৃত পক্ষে পর ব্রহ্মই প্রতিপাद्य,

সর্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণম্ । সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥১।২।১॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্বত্র (সকল স্থানে) প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (প্রসিদ্ধ পদার্থের উপদেশ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে শ্রু্যতে—“সর্বং খৰিদং ব্রহ্ম ; ‘তজ্জলান্’ ইতি শাস্ত্র উপাসীত ।” অত্র সর্বং খৰিদমিতি সর্বাশ্বকয়েন নির্দিষ্টং ব্রহ্ম পরমাত্মৈব, ন তু জীবঃ । কুতঃ ? সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ—যতঃ “সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম” ইতি সর্বাশ্বকত্বং, “তজ্জলান্” ইতি চ জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়হেতুত্বং প্রসিদ্ধবৎ উপদিষ্টমানং পরমাত্মনি এব নিতরাং উপপত্ততে, ন তু জীবৈ । পবনাদেব ব্রহ্মণঃ জগতো জন্ম-স্থিতি-লয়াঃ সর্বত্র উপনিষৎসু প্রসিদ্ধাঃ—‘তদৈক্ষত বহু স্থাং প্রজায়েয়, স তপোহিতপ্যত, স তপন্তপ্তু। ইদং সর্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ’ ইত্যাদিসু ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—‘এই সমস্তই ব্রহ্ম, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন হয় ; অতএব শাস্ত্র হইয়া উপাসনা করিবে।’ এখানে সর্বাশ্বক ও সর্বকারণভাবে নির্দিষ্ট ব্রহ্ম-পদার্থটী পবনাত্মাই—জীব নহে । কেন না, পরমাত্মাই সর্বত্র সর্বাশ্বক ও সর্বকারণরূপে প্রসিদ্ধ ; এখানেও ব্রহ্মেব সর্বাশ্বকতা ও সর্বকারণতা প্রসিদ্ধবৎ নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব, এই ব্রহ্মপদার্থ পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না ॥ ১।২।১ ॥]

ইদমান্নায়তে ছান্দোগ্যে—“অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতু-রস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুবীত—মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ” [ছান্দোঃ ৩।১৪।১] ইত্যাদি । অত্র “স ক্রতুং কুবীত” ইতি প্রতিপাদিতস্য উপাসনস্য উপাস্ত্বঃ “মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ” ইতি নির্দিষ্ট্যত ইতি প্রতীয়তে ।

অত্র সংশয়ঃ—কিং মনোময়ত্বাদিগুণকঃ ক্ষেত্রজঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তং ? ক্ষেত্রজ ইতি । কুতঃ ? মনঃপ্রাণয়োঃ ক্ষেত্রজোপ-

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে,—‘পুরুষ নিশ্চয়ই ক্রতুময় (সংকল্পপ্রধান) ; পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্পশালী হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) সেইরূপই হইয়া থাকে । [অতএব] সেই পুরুষ [আপনাকে] মনোময়, প্রাণশরীরবিশিষ্ট এবং জ্যোতিরূপ বলিয়া চিন্তা করিবে’ ইত্যাদি । এখানে বুঝা যাইতেছে যে, ‘সে ক্রতু করিবে’ বলিয়া যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ‘মনোময়, প্রাণশরীর’ ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উপাস্ত্র বিষয় নির্দিষ্ট হইতেছে ।

তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই ‘মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত পদার্থ টী কি ক্ষেত্রজ—জীব ? অথবা পরমাত্মা ? কোনকী সমীচীন ?—ক্ষেত্রজ । কি হেতু ?—যেহেতু মন ও প্রাণ, উভয়ই ক্ষেত্রজের

সেই সমস্ত স্পষ্টলিঙ্গক বাক্য তৃতীয় পাদে বিচারিত হইয়াছে । আর যে সমস্ত বাক্যে, অতি গোপনভাবে জীবাদি ধর্ম বোধক শব্দেরই অসুস্থরূপ শব্দ প্রযুক্ত আছে ; অথচ সেই সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ পর ব্রহ্ম ; সেই সমস্ত বাক্য চতুর্থ পাদে বিচারিত হইয়াছে ।

করণত্বাৎ, পরমাত্মনস্ত “অপ্রাণো অমনাঃ” ইতি তৎপ্রতিষেধাচ্চ।
নচ “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম” ইতি পূর্বনির্দিষ্টং ব্রহ্ম(১) অত্রোপাস্ততয়া সংবন্ধুঃ
শক্যতে, “শান্ত উপাসীত” ইত্যুপাসনোপকরণশাস্তিনিবৃত্ত্যুপায়ভূত-
ব্রহ্মাত্মকত্বোপদেশোপাস্তত্বাৎ। নচ “স ক্রতুং কুর্বীত” ইত্যুপাসনস্তো-
পাস্তসাকাজ্জত্বাদ্ বাক্যাস্তরস্বমপি ব্রহ্ম সম্বধ্যত ইতি শক্যং (২) বক্তুং,
স্বষাক্যোপাত্তেন মনোময়ত্বাদিগুণকেন নিরাকাজ্জত্বাৎ, “মনোময়ঃ
প্রাণশরীরঃ” ইতানন্ত্যর্থতয়া নির্দিষ্টস্য বিভক্তিবিপরিণামমাত্রোণোভয়া-
কাজ্জনিনিবৃত্তিসিদ্ধেঃ।

এবং নিশ্চিত্তে জীবত্বে ‘এতদ্ ব্রহ্ম’ ইত্যুপসংহারস্বং ব্রহ্ম-পদমপি
(৩) জীব এব পূজার্থং প্রযুক্তমিত্যধ্যবসীয়ত ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

উপকরণ বা ভোগসাধন; অধিকন্তু, ‘অপ্রাণ, অমনাঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে পবমান্যাব সম্বন্ধে তাহা
প্রতিষিদ্ধও হইয়াছে। ‘এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,’ এই পূর্ববাক্যনির্দিষ্ট ব্রহ্মই যে, এখানে
উপাস্তরূপে সম্বন্ধলাভ কবিত্তে পারে, তাহাও নহে; কারণ, ‘শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে’,
এই বাক্যে উপাসনাব উপকরণ বা সহায়ভূত যে শাস্তি অভিহিত হইয়াছে, সেই শাস্তি সম্পা-
দনেরই উপায়স্বরূপ ব্রহ্মাত্মকত্ব উপদেশের নিমিত্ত ঐ কথা পবিগৃহীত হইয়াছে। আবার একথাও
বলিতে পার না যে, ‘সে ক্রতু করিবে’, এই শ্রুতিতে (§) যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহা
উপাস্ত-সাপেক্ষ, অর্থাৎ উপাসনা করিতে হইলেই উপাস্তের অপেক্ষা আছে; অতএব ব্রহ্ম
ভিন্ন-বাক্য-নির্দিষ্ট হইলেও এখানে তাহার সম্বন্ধ ঘটিতে পারে; কেননা, স্ববাক্যলব্ধ ‘মনো-
ময়ত্বাদি’ গুণ দ্বারাই তাহাব আকাজ্জা নিবৃত্ত বা সরিসমান্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ একই
অর্থের প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে ‘মনোময় ও প্রাণশরীর’ বাক্যে নির্দিষ্ট পদের কেবলমাত্র বিভক্তি-
বিপরিণাম দ্বারাই (প্রথমা স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তি করিলেই) উপাস্ত, উপাসনা, এই উভয়াক-
জ্জার নিবৃত্তি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

এইরূপে জীব অর্থ নির্ধারিত হইলে পর ‘ইহা ব্রহ্ম’ এই উপসংহার বাক্যস্থ ‘ব্রহ্ম’ শব্দটীও
যে, উৎকর্ষ খ্যাপনার্থ জীবই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাও অবধারিত হইতে পারে। এইরূপ
সম্ভাবনার আমরা বলিতেছি—‘যে হেতু সর্বত্রই প্রসিদ্ধের উপদেশ।’ (৭)

(১) ব্রহ্মোপাস্ততয়া’ ইতি (গ) পাঠঃ। (২) যুক্তং’ ইতি (ঘ) পাঠঃ। (৩) উপসংহারস্বব্রহ্মপদমপি’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য—‘তত্ত্বংপ্রতিপাদনচ্ছায়াসূত্রানি চতুর্থে ইতি; তত্ত্বংপ্রতিপাদনং—জীবাদিনির্দিষ্টপ্রতিপাদনং;
নতু তল্লিঙ্গপ্রতিপাদনং। অস্পষ্ট-স্পষ্ট-স্পষ্টতর-পূর্বপক্ষোক্তান-হেতুভেদেন সিদ্ধাঃ ত্রয়ঃ পাদা ইত্যর্থঃ। ইতি
ঋতপ্রকাশিকা। ইহার সর্বার্থ এই যে, ভাষ্যে ‘তত্ত্বংপ্রতিপাদন’ কথার অর্থ জীবাদি-লিঙ্গধক কোনও বিশিষ্ট
ধর্মের প্রতিপাদন নহে, পরন্তু, তাৎপূর্ণ ধর্মসম্পন্ন জীবাদিরই প্রতিপাদন। পূর্বপক্ষ উপাসনের হেতুগুণ অস্পষ্ট,
স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন তিনটী পাদের দৃষ্টি হইয়াছে।

(৭) তাৎপর্য—এই অধিকরণটী ৮ত্বে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অঙ্গ এইরূপ—(১) বিষয়

‘সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ’—মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব । কৃতঃ ? সর্বত্র—বেদান্তবাক্যেষু পরস্মিন্বেব ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধস্ত মনোময়ত্বাদেবোপদেশাৎ । প্রসিদ্ধং হি মনোময়ত্বাদি ব্রহ্মণঃ । যথা—“মনোময়ঃ প্রাণ-শরীরনেতা” [মুণ্ডো ২।২।৭], “স এষোহন্তর্যদয় আকাশঃ, তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ, অমৃতো হিরণ্ময়ঃ” [তৈত্তিঃ শিষ্টাঃ ৬।৩], “হৃদা মনীষা মনসাভিকৃপ্তঃ, য এনং বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি ।” [শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৩], “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা” [মুণ্ডো ৩।১।৮], “মনসা তু বিশুদ্ধেন ।” তথা “প্রাণস্য প্রাণঃ ।” [কেনো ১২], “অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি (*) ।” [কোষীঃ ৩২] “সর্বানি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যাজ্জিহতে” [ছান্দোঃ ১।১১।৫] ইত্যাদিষু । মনোময়ত্বং—বিশুদ্ধেন মনসা গ্রাহত্বং । প্রাণশরীরত্বং—

মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন বস্তুটী নিশ্চয়ই পরমাত্মা ; কারণ ? সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরব্রহ্মের ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ যে মনোময়ত্বাদি গুণ, এখানে সেই সমুদয় ধর্মেরই উপদেশ রহিয়াছে । মনোময়ত্বাদি গুণ যে, ব্রহ্মের ধর্ম, তাহা প্রসিদ্ধই আছে । যথা—‘মনো ময় পরমাত্মাই প্রাণ ও শরীরেব নেতা বা পরিচালক ।’ ‘হৃদয়মধ্যে সেই যে এই আকাশ, তাহাতেই মনোময়, হিরণ্ময় (জ্যোতির্ময়) ও অমৃত স্বরূপ এই পুরুষ বর্তমান আছেন ।’ ‘তিনি ভক্তি ও ধৃতিসম্পন্ন মনের গ্রাহ, (+) যাহারা ইহা জানেন, তাহারা মুক্তিলাভ করেন ।’ [তিনি] চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও বচনীয় হন না, পরন্তু, বিশুদ্ধ মন দ্বারা [গৃহীত—জ্ঞাত হন] ।’ সেইরূপ ‘প্রাণেরও প্রাণ ।’ ‘প্রজ্ঞাত্মক (চৈতন্ত্বভাব) প্রাণই এই শরীরকে গ্রহণ করিয়া পরিচালিত করেন ।’ ‘সমস্ত ভূতই প্রাণকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবেশ করে এবং প্রাণ হইতেই পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি স্থলে । মনোময়ত্ব অর্থ—বিশুদ্ধ মনোগ্রাহত্ব,

“সর্বং বহিঃ ব্রহ্ম, তজ্জ্ঞানানি শান্ত উপাসীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভাক্তবঃ ।” (২) সংশয়—মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট পদার্থটি কি জীব ? না—পরমেশ্বর ? (৩) পূর্বপক্ষ—মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট পদার্থটি জীবই, পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—না—পরমাত্মাষ্ট মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট, জীব নহে । কেন না, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে পরমাত্মার মনোময়ত্বাদি যে সমুদয় গুণ প্রসিদ্ধ আছে ; এখানেও সেই সমুদয়গুণেরই উপদেশ করা হইয়াছে । প্রসিদ্ধের গ্রহণ করাই সমীচীন । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—উল্লিখিত কারণবশতঃ পরমাত্মাষ্ট মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত, এবং তদুপাসনাই এখানে প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে । (*) উত্থাপ্য যাতীতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—‘হৃৎ’ ইতি ভক্তিক্রম্যে, ‘মনীষা’ ইতি ধৃতিঃ । + + + “ভক্ত্যা চ সমাহিতাত্মা, জ্ঞানস্বরূপং পরিগৃহতীহ” ইতি মহাভারতে উক্তত্বাৎ । অভিকৃপ্তঃ—গ্রাহঃ । ইতি শ্রুত প্রকাশিকা ।

এখানে ‘হৃৎ’ (হৃদা) শব্দে ভক্তি ও ‘মনীষা’ শব্দে ধৃতি (বৈধ্য) অর্থ কথিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । কারণ, সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি ‘ইহলোকে ভক্তি ও ধৃতি দ্বারা জ্ঞানস্বরূপকে দর্শন করিয়া থাকেন ।’ মহাভারতে এইরূপট উক্ত আছে । অভিকৃপ্ত অর্থ গ্রহণীয় ।

প্রাণস্থাপ্যাদারত্বং নিয়ন্তৃ ত্বক্ । এবং চ (*) সতি “এষ মে আত্মাস্তহৃদয়ে, এতদ্ব্রহ্ম” ইতি ব্রহ্ম-শব্দোহপি মুখ্য এব ভবতি । “অপ্রাণো হমনাঃ” ইতি মনোময়ত্বং জ্ঞানং, প্রাণায়ত্নাং স্থিতিরক্ ব্রহ্মণো নিষেধতি ।

অথবা, “সর্বং ঋষিঃ ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত” ইত্যত্রৈ-
বোপাসনং (†) বিধীয়তে,—সর্বাত্মকং ব্রহ্ম শাস্ত্রঃ সন্নুপাসীতেতি । “স
ক্রতুং কুর্কীত” ইতি তস্মৈব গুণোপাদানার্থোহনুবাদঃ । উপাদেয়াশ্চ
গুণা মনোময়ত্বাদয়ঃ; অতঃ সর্বাত্মকং ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিগুণকমুপাসীতেতি
বাক্যার্থঃ ।

তত্র সন্দেহঃ—কিমিহ ব্রহ্ম-শব্দেন প্রত্যগাত্মা নির্দিষ্টতে ? উত
পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? প্রত্যগাত্মেতি । কুতঃ ? তস্মৈব
সর্বপদ-সামান্যাদিকরণ্যনির্দেশোপপত্তেঃ । সর্ব-শব্দনির্দিষ্টে হি ব্রহ্মাদি-

প্রাণ-শরীরত্ব অর্থ—প্রাণাধারত্ব এবং প্রাণনিয়ন্তৃত্ব । এইরূপ হইলেই ‘এই যে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ
আত্মা, ইহাই ব্রহ্ম’, এই ‘ব্রহ্ম’ শব্দটীও মুখ্যার্থক হইতে পারে । আব ‘অপ্রাণ’ ও ‘অমনা’
শব্দ দুইটীও মনের অধীন জ্ঞান ও প্রাণাধীন স্থিতির প্রতিষেধ করিতেছে মাত্র, [বস্তুতঃ
মনঃপ্রাণশূন্য অর্থ বঝাইতেছে না] ।

অথবা ‘এই সমস্তই ব্রহ্ম, [সমস্তই] ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে স্থিত ও ব্রহ্মে বিলয়নশীল ;
এই কারণে শাস্ত্রভাবে উপাসনা করিবে’, এই শ্রুতিতেই ‘সর্বাত্মক ব্রহ্মকে শাস্ত্রভাবে উপাসনা
করিবে’, এইরূপ উপাসনা বিহিত হইয়াছে । আব ‘সেই উপাসক ক্রতু (চিন্তা) করিবে’,
এই বাক্যটী সেই উপাস্ত ব্রহ্মের গুণ প্রকাশের নিমিত্ত অনুবাদরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র (‡) ।
ব্রহ্মেব মনোময়ত্ব প্রভৃতি গুণগণই উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয়, (অগ্ৰ গুণ নহে) ; অতএব
সর্বাত্মক ব্রহ্মকে মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই উপাসনা করিবে । ইহাই উক্ত বাক্যেব
প্রকৃত অর্থ ।

তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে ব্রহ্ম শব্দে কি জীবাত্মা নির্দিষ্ট হইয়াছে ? অথবা পরমাত্মা ?
কোনটী যুক্তিযুক্ত ? জীবাত্মাই [যুক্তিযুক্ত] । কারণ কি ? ‘সর্ব’ শব্দের সহিত সামান্য-
করণ্য নির্দেশটী তাঁহার সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতেছে । ব্রহ্ম হইতে তৃণটী পর্যন্ত সমস্ত জগৎই

(*) এবং সতি’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ইত্যোবোপাসনম্’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য—অপর প্রমাণে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখকে ‘অনুবাদ’ বলে । “তজ্জলানি
ইতি শাস্ত্র উপাসীত” এই বাক্যে ইতঃ পূর্বেই যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, “স ক্রতুং কুর্কীত” এই বাক্যে আবার
তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে ; অতরাং “ক্রতুং কুর্কীত” এইটী বিধি নহে, পরন্তু পূর্বোক্ত বিধির অনুবাদের
মাত্র । অনুবাদ বাক্যের স্বার্থে প্রাধান্য নাই ।

স্তম্বপর্যন্তং কৃৎস্নং জগৎ । ব্রহ্মাদিভাবশ্চ প্রত্যগাত্মনোহনাগ্ৰবিদ্যামূল-
কর্ম্মবিশেষোপাধিকো বিদ্যত এব ; পরস্ত তু ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞস্ত সর্বশাস্ত্রে-
রপহতপাপুনো নিরন্তসমস্তাবিদ্যাদিদোষণক্ষস্ত সমস্তহেয়াকর-সর্বভাবো
নোপপদ্যতে । প্রত্যগাত্মন্যপি কচিৎ কচিদ ব্রহ্ম-শব্দঃ প্রযুক্ত্যতে । অত
এব, পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেতি পরমেশ্বরস্ত কচিৎ সবিশেষণো নির্দেশঃ ।
প্রত্যগাত্মনশ্চ নির্ম্মুক্তোপাধেবৃহত্ত্বঞ্চ (*) বিদ্যতে । “স চানন্তরায় কল্পতে”
ইতি শ্রুতেঃ । অবিদ্যুৎসৃষ্টৈব কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ (†) জন্ম-স্থিতি-লয়ানাং
“তজ্জলানিতি” ইতি হেতুনির্দেশোহপ্যুপপদ্যতে । তদয়মর্থঃ—অয়ং জীবাত্মা
স্ম্যতোহপরিচ্ছিন্নস্বরূপত্বেন ব্রহ্মভূতঃ সন্ অনাগ্ৰবিদ্যা দেবতির্ঘঙ্খন্যু-
স্বাবরাত্মনা অবতিষ্ঠত ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

অত্র প্রতিবিধীয়তে—‘সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ’ । সর্বত্র—“সর্বং খল্বিদং
ব্রহ্ম” ইতি নির্দিষ্টে সর্বস্মিন্ জগতি ব্রহ্ম-শব্দেন তদাত্মতয়া বিধীয়মানং

এখানে ‘সর্ব’ শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে । আর অনাদি অবিদ্যামূলক বিশেষ বিশেষ কর্ম্মনিবন্ধন
জীবের যে ব্রহ্মাদি ভাব, তাহাও বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু, বাহার কোনরূপ অবিদ্যা-
সম্বন্ধ নাই, সেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি, নিষ্পাপ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে হেয় (পরিত্যাগযোগ্য) কোন
কর্ম্মেরই সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না । কখন কখন জীবেরও ব্রহ্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; এই
কারণেই কোন কোন স্থলে ‘পরমাত্মা, পরব্রহ্ম’ ইত্যাদি বিশেষণসহযোগে পরমেশ্বরের নির্দেশকরা
হইয়া থাকে । বিশেষতঃ প্রত্যেক জীবও যখন উপাধিনিষ্মুক্ত হয়, তখন তাঁহাদেরও ‘বৃহৎ’
[বাহ্য হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম] বিদ্যমানই থাকে ; কেননা, ‘তিনি আনন্ত্যাভা-
সমর্থ হন,’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে । জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় নিশ্চয়ই কর্ম্মজনিত ; এই
নিমিত্তই জ্ঞানরহিত সেই জীবের পক্ষেই যে আবার ‘যে হেতু তাহা হইতে জাত, তাহাতে লীন ও
তাহা দ্বারা জীবিত,’ এইরূপ হেতুর (উপাসনার কারণের) নির্দেশ, তাহাও সম্ভব হইতেছে ।
ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই জীবাত্মা স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ নহে) ; স্মরণ্য
ব্রহ্মস্বরূপ ; কিন্তু সেরূপ হইয়াও অনাদি অবিদ্যাবশে দেবতা, তির্ঘ্যাক্ (পশুপক্ষী প্রভৃতি),
মল্লয়া ও স্বাবর ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে মাত্র ।

ইহার সমাধান করা যাইতেছে—‘যেহেতু সর্বত্র প্রসিদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ ।’ অর্থাৎ ‘এই
সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ’ এই শ্রুতিনির্দিষ্ট ‘ব্রহ্ম’ শব্দ দ্বারা জগদভিন্ন বলিয়া বাহার
সিদ্ধান্ত । নির্দেশ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, কখনই জীব নহে । কারণ ? যেহেতু

পরং ব্রহ্মৈব, ন প্রত্যগাত্মা । কূতঃ ? ‘প্রসিদ্ধোপদেশাৎ’, “তজ্জলানিতি”
 হেতুতঃ “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” ইতি প্রসিদ্ধবসির্দেশাৎ (*) । ব্রহ্মণো
 জাতত্বাৎ ব্রহ্মণি লীনত্বাৎ ব্রহ্মাধীনজীবনত্বাচ্চ হেতোব্রহ্মাত্মকং সর্বং
 খল্বিদং জগদিত্যুক্তে, যস্মাজ্জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়াঃ বেদান্তেষু প্রসিদ্ধাঃ,
 তদেবাত্র ব্রহ্মেতি প্রতীয়তে । তচ্চ পরমেব ব্রহ্ম ; তথা হি—“যতো বা
 ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি,
 তদ্বিজিত্বাসম্, তদ্ ব্রহ্ম” [তৈত্তি, ভৃগুঃ ১] ইতি প্রক্রম্য (+) “আনন্দো
 ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ, আনন্দাক্ষেপ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে” [তৈত্তি,
 ভৃগুঃ ৬] ইত্যাদিনা পূর্বানুবাক-(ক্) প্রতিপাদিতানবধিকাতিশয়ানন্দ-
 যোগিনো বিপশ্চিতঃ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ এব জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়া নির্দিষ্ট্যন্তে ।
 তথা—“স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্ত কশ্চিত্তজ্জনিতা নচাধিপঃ ॥”
 [শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯] ইতি করণাধিপস্ত জীবন্তাধিপঃ পরং ব্রহ্মৈব কারণং ব্যপ-
 দিশ্যতে । এবং হি (§) সর্বত্র পরস্মৈব ব্রহ্মণঃ কারণত্বং প্রসিদ্ধম্ । অতঃ
 পরব্রহ্মণো জাতত্বাৎ তস্মিন্ লীনত্বাৎ তেন প্রাণনাৎ তদাত্মকতয়া তাদাত্ম্য-

ইহা প্রসিদ্ধোপদেশ ; অর্থাৎ যেহেতু, “তজ্জলান্” এই হেতুনির্দেশব অনন্তর “সর্বং খল্ব ইদং
 ব্রহ্ম” এই বাক্যে প্রসিদ্ধবৎ ব্রহ্মোপদেশ বহিয়াছে । যেহেতু [সমস্ত জগৎ] ব্রহ্ম হইতে জাত,
 ব্রহ্মে বিলীন এবং ব্রহ্মাশ্রয়ে জীবিত ; এই কাবণে এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্ম হইতে
 অনতিরিক্ত), এই কথা বলিলে পব প্রতীতি হয় যে, বেদান্ত শাস্ত্রে যাহা হইতে জগতের
 উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রসিদ্ধ, তিনিই এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ—পরব্রহ্ম । দেখ, তদন্ত-
 রূপ শ্রুতি এই—‘যাহা হইতে দৃশ্যমান ভূতসমূহ জন্মলাভ করে ; জাত হইয়া যাহা দ্বাৰা
 জীবনধারণ করে, এবং প্রয়াণকালেও যাহাতে প্রবেশ করে ; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর,
 তিনি ব্রহ্ম’, এইরূপ উপক্রমের পব ‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; ইহা বিশেষরূপে জানিয়াছিলেন । আনন্দ
 হইতেই এই সমস্ত ভূত জন্মলাভ করে,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বাৰা পূর্ববাক্যোক্ত যে, নিরবধি ও
 নিবর্তনশয় আনন্দসম্পন্ন বিশেষদর্শী পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়
 নির্দেশ করা হইতেছে । সেইরূপ—‘তিনিই কারণ, এবং কবণাধিপগণেরও অধিপতি, তাঁহার
 জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই ।’ এখানে করণাধিপতি (ইন্দ্রিয়স্বামী)
 জীবেরও অধিপতি পরব্রহ্মই কারণরূপে অভিহিত হইতেছেন । এইরূপে পরব্রহ্মেরই কারণতা
 সর্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । অতএব, পর ব্রহ্ম হইতে জাত, তাঁহাতে লীন এবং তাঁহা দ্বাৰা জীবিত

(*) প্রসিদ্ধবসির্দেশাৎ ইতি (ঘ) পাঠঃ । (†) উপক্রমোতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) পূর্বানুবাকেন প্রতিপাদিত ইতি (ঘ) পাঠঃ । (§) হি শব্দঃ (গ, ঘ) পুস্তকভ্রমে: দোষদৃশ্যতে ।

মুপপন্নম্ । অতঃ ‘সর্বপ্রকারং সর্বশরীরং সর্বাভ্যভূতং পরং ব্রহ্ম শাস্তা ভূত্বা উপাসীত’ ইতি শ্রুতিরেব পরস্ত ব্রহ্মণঃ সর্বাভ্যকৃত্ত্বমুপপাদ্য তন্ত্রোপাসনমুপ-
দিশতি । পরং ব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্যাবস্থং সূক্ষ্ম-স্থূল-চিদচিদ্বস্তুরীরতয়া
সর্বদা (*) সর্বাভ্যভূতম্ । এবম্ভূততাদাত্ত্বাশ্চ (+) প্রতিপাদনে পরস্ত ব্রহ্মণঃ
সকলহেয়-প্রত্যানীক-কল্যাণগুণাকরত্বং ন বিরুদ্ধ্যতে; প্রকারভূতশরীর-
গতানাং দোষাণাং প্রকারিণ্যভ্যন্তপ্রসঙ্গাৎ; প্রভূত নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাপাদ-
নেন গুণায়ৈব ভবতীতি পূর্বমেবোক্তম্ ।

যতুক্তং, জীবস্ত সর্বতাদাত্ত্বমুপপত্ত্ব ইতি; তদসৎ; জীবানাং
প্রতিশরীরং ভিন্নানামন্তোন্তাদাত্ত্বাসম্ভবাৎ । মুক্তস্ত অনবচ্ছিন্নস্বরূপ-
স্তাপি জগতাদাত্ত্বং জগজ্জন্ম-স্থিতি-প্রলয়কারণস্থানিমিত্তং ন সম্ভবতীতি

গাকে বলিয়া [সমস্তই] ব্রহ্মায়ক; সূত্ররাং [তত্ত্বয়ের] তাদাত্ত্বা বা অভেদ নির্দেশ অসঙ্গত
হইতেছে না । অতএব ‘সর্ববিশেষণায়িত, সর্বশরীরধারী ও সকলের আভ্যভূত পরব্রহ্মকে শাস্ত হইয়া
উপাসনা করিবে’, এই শ্রুতিই পবব্রহ্মেব সর্বাভ্যভাব সমর্থনপূর্বক তাহার উপাসনা বিধান
কবিতোছেন । পরব্রহ্মই কার্য-কারণায়ক উভয়াবস্থাবিশিষ্ট, এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল, চেতন ও অচেতন
বস্তুময় শরীরধারী; সূত্ররাং তিনি সকলেবই আত্মস্বরূপ । এবংবিধ সর্বাভ্যভাব প্রতিপাদন করায়
পবব্রহ্মের যে, হেয় বা তুচ্ছ গুণরাশির বিরোধী স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণাকরত্ব তাহাও বিরুদ্ধ
হইতেছে না । কেননা, উক্ত শরীর তাহাবই প্রকার বা বিশেষণস্বরূপ; সূত্ররাং বিশেষণগত
দোষরাশি কখনই প্রকারী বা বিশেষ্যভূত আত্মায় সম্ভাবিত হইতে পারে না । বরং সর্কাপেক্ষা
অধিক ঐশ্বর্য্যের (বিভূতির) সম্ভাবনা প্রতিপাদন দ্বারা গুণেরই প্রতিপাদক হইতে পারে, ইহা
পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।

আর যে, জীবের সম্বন্ধও তাদাত্ত্বা বা অভেদ উপপন্ন হইতে পারে, বলা হইয়াছে; তাহা
ভাল কথা নহে; কারণ, জীবগণ যখন প্রত্যেক শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন, তখন তাহাদের পরস্পরের
সহিত অভেদভাব হওয়া অসম্ভব । যাহার স্বরূপগত পরিচ্ছিন্নভাব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই মুক্ত
আত্মারও যে, জগতের সহিত তাদাত্ত্বা, সেই তাদাত্ত্বাও জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়সাধনের

(*) সর্বদা ইতি পদং (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে । (+) এবম্ভূততাদাত্ত্বপ্রতিপাদনে ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য—“জগৎপারবর্ত্তন” হ্রস্বটী এই ঐশ্বর্য্যই চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ-পাদবিশত সমুদয়দ্ব্যর্থক
হ্রস্ব । তাহাতে ঐশ্বর্য্যপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষের সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তখন দে
ঈশ্বরেরই অমুরূপ শক্তি ও জ্ঞান লাভ করে; কিন্তু তাহা হইলেও—ঈশ্বরের স্তায় শক্তি ও জ্ঞান লাভ সত্ত্বেও জগৎ
সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে তাহার অধিকার থাকে না; তাহাতে ঈশ্বরেরই একমাত্র অধিকার । অতএব জীবগণ যে
অবস্থায়ই থাকুক না কেন; জগৎসৃষ্টি বিষয়ে কস্মিন্ কালেও তাহাদের অধিকার জন্মে না বা জন্মিতে পারে না ।

“জগদ্ব্যাপারবর্জম্” [ব্রহ্মসূ. ৪।৩।১৭] ইত্যত্র বক্ষ্যতে । জীবকৰ্ম-
নিমিত্তত্বাং জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়ানাং স এব কারণমিত্যপি ন শাধীয়ঃ,
তৎকৰ্মনিমিত্তত্বেহপি ঈশ্বরস্বৈব জগৎকারণত্বাৎ । অতঃ পরমাত্মৈবাত্র ব্রহ্ম-
শব্দাভিধেয়ঃ । ইমমেব সূত্রার্থমভিযুক্তা বহু মন্বতে । যদাহ বৃত্তি-
* কারণঃ—“সৰ্বং খল্বিতি—সৰ্ব্বাত্মা ব্রহ্মেশঃ” ইতি ॥১২।১॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ ॥ ১২।২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ (শ্রুতির অভিপ্রেত গুণসমূহের উপপত্তি বা সম্ভতি
হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ” ইত্যাদৌ বিবক্ষিতা যে মনোময়ত্বাদয়ো
গুণাঃ, তেষাং পরমাত্মৈবে উপপত্তেঃ—সম্যক্ সম্বন্ধাদপি মনোময়ত্বাদিগুণকং ব্রহ্ম পরমাত্মৈব,
নতু জীব ইতি শেষঃ ॥

‘মনোময়, প্রাণশরীর’ ইত্যাদি স্থলে যে সমস্ত গুণ বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত, সেই
গুণরাশি পরমাত্মাতেই যথার্থরূপে উপপন্ন হয় ; এই হেতুতেও মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থটা
নিশ্চয়ই পরমাত্মা, জীব নহে ॥ ১২।২ ॥]

বক্ষ্যমাণাশ্চ গুণাঃ পরমাত্মৈবোপপদ্যন্তে । “মনোময়ঃ প্রাণ-
শরীরো ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বকামঃ সৰ্ব্বগন্ধঃ
সৰ্ব্বরসঃ সৰ্ব্বমিদমভ্যাত্তোহ্বাক্যানাদরঃ” [ছান্দোগ্য ৩।১২।২] ইতি । মনো-

কারণ হইতে পারে না ; ইহা “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” অর্থাৎ ‘জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতির অতিরিক্ত কার্যে
[মুক্ত আত্মার অধিকার জন্মে],’ এই সূত্রে কথিত হইবে (†) । আর ইহাও উক্তম কথা নয় যে,
জীবের কৰ্ম্মই যখন জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত কারণ, তখন সেই জীবই জগৎজন্মাদির
মূল কারণ ; কেননা, জীবের কৰ্ম্মানুসারে জগতেব সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইহলেও [প্রকৃত পক্ষে]
পরমেশ্বরই জগতের কারণ, [কৰ্ম্ম তাহাব সহকাৰী মাত্র] ; অতএব, পরমাত্মাই এখানে
‘ব্রহ্ম’ শব্দের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ । অভিযুক্তগণ (পণ্ডিতবর্গ) আমাদের কথিত সূত্রার্থকেই
সমধিক আদর করিয়া থাকেন । বৃত্তিকার (এই সূত্রের অত্যন্তম ব্যাখ্যাকর্তা) যাহা বলিয়া-
ছেন—“সৰ্বং খলু” এই শ্রুতিতে সৰ্ব্বাত্মভাবে প্রতিপাদিত ব্রহ্মশব্দের অর্থ—পরমেশ্বর (জীব
নহে) ॥ ১২।১ ॥

বক্ষ্যমাণ গুণসমূহও পরমাত্মাতেই স্ফুটন্ত হয় । নিম্নোল্লিখিত ‘মনোময়, প্রাণশরীর,
জ্যোতিৰূপ, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সৰ্ব্বকৰ্ম্মা, সৰ্ব্বকাম, সৰ্ব্বগন্ধ, সৰ্ব্বরস, সমস্ত জগদ্ব্যাপী,
বাহ্যহীন ও আদরশূন্য,’ এই বাক্যে যে-সমস্ত গুণরাশি বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত,

ময়ঃ—পরিশুদ্ধেন মনসৈকেন গ্রাহঃ; বিবেকবিমোকাদি-সাধনসম্প্রদায়গৃহীত-
পরমাত্মোপাসন-নির্মলীকৃতেন হি মনসা গৃহ্যতে । অনেন হেয়প্রত্যনীক-
কল্যাণৈকতামতয়া সকলেতরবিলক্ষণস্বরূপতোচ্যতে; মলিনমনোভির্মলিনা-
নামেব গ্রাহিত্বাৎ । প্রাণশরীরঃ—জগতি সর্বেষাং প্রাণানাং ধারকঃ; প্রাণে
যস্য শরীরমাধেয়ং বিধেয়ং শেষভূতঞ্চ, স প্রাণশরীরঃ । আধেয়ত্ব-বিধেয়ত্ব-
শেষত্বানি শরীরশব্দপ্রতিনিমিত্তানীতু্যপপাদয়িষ্যতে । ভারূপঃ—ভাস্বরূপঃ,
অপ্রাকৃত-স্বাসাধারণনিরতিশয়কল্যাণ-দিব্যরূপত্বেন নিরতিশয়দীপ্তযুক্ত
ইত্যর্থঃ । সত্যসংকল্পঃ—অপ্রতিহতসংকল্পঃ । আকাশাত্মা—আকাশবৎ সূক্ষ্ম-
স্বচ্ছস্বরূপঃ, সকলেতরকারণভূতশ্চাকাশশ্চাভূত ইতি বা আকাশাত্মা; স্বয়ঞ্চ
প্রকাশতে অন্যাংশে প্রকাশয়তীতি বা আকাশাত্মা । সর্বকৰ্ম্মা—ক্রিয়তে
ইতি কৰ্ম্ম, সর্বং জগৎ যস্য কৰ্ম্ম, অসৌ সর্বকৰ্ম্মা; সৰ্ব্বা বা ক্রিয়া যস্য, অসৌ
সর্বকৰ্ম্মা । কৰ্মকামঃ—কামাস্তু ইতি কামাঃ—ভোগ্য-ভোগোপকরণাদয়ঃ, তে
পরিশুদ্ধাঃ সর্ববিধাঃ তস্য সন্তীত্যর্থঃ । সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ—“অশব্দমস্পর্শম্”

পৰমাত্মাতেই সে সমুদয় গুণ যথাযথভাবে উপপন্ন হইয়া থাকে । ‘মনোময়’ অর্থ—একমাত্র বিশুদ্ধ
মনের দ্বারা গ্রাহ; কেন না, বিবেক-বিমোকাদি যে সম্প্রদায় সাধন, তৎসহকৃত আয়োপাসনা
দ্বারা নিৰ্মলীভূত মনের দ্বাৰাই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় । ইহা দ্বাৰা হেয় (বর্জনীয়) গুণ-বিরোধী
কেবলই কল্যাণময় গুণগণে বিভূষিত থাকায় তাঁহার স্বরূপ যে, অপব সৰ্বপদার্থ-বিলক্ষণ, তাহাই
প্রতিপাদিত হইতেছে । মলিন মন সমূহ দ্বারা মলিন পদার্থ সমূহই গ্রহণ কৰা যাইতে পাৰে;
[সুতরাং বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে অগ্রে মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন করা আবশ্যক ।] ‘প্রাণশরীর’
কথার অর্থ—জগতে তিনিই সমস্ত প্রাণের ধারণকর্তা, প্রাণ যাহার আধেয় (রক্ষণযোগ্য),
নিধেয় (আজ্ঞাবহ—অমুগত), এবং অঙ্গস্বরূপ, তিনিই ‘প্রাণশরীর’ পদবাচ্য । এই আধেয়ত্ব,
বিধেয়ত্ব ও শেষত্বই যে ‘শরীর’ শব্দ ব্যবহারের নিদান, তাহা পরে উপপাদন করা যাইবে ।
‘ভারূপ’ অর্থ—উজ্জ্বল রূপসম্পন্ন, অর্থাৎ তাঁহার নিজরূপটি অপ্রাকৃত, অসাধারণ (যাহা অপরের
নাই,) ও নিরতিশয় কল্যাণময়, এইজন্ত তিনি সৰ্ব্বাপেক্ষা সমধিক দীপ্তযুক্ত । ‘সত্যসংকল্প’
অর্থ—যাহার ইচ্ছা ব্যাহত হয় না । ‘আকাশাত্মা’ অর্থ—আকাশের স্থায় হুষ্ণ ও নিৰ্মল স্বরূপ;
অথবা, অপর সৰ্বপদার্থের কারণস্বরূপ আকাশেরও তিনিই আত্মা; অথবা, তিনি নিজেও
প্রকাশ পান এবং অপরকেও প্রকাশিত করেন, এইজন্ত তিনি আকাশাত্মা । ‘সর্বকৰ্ম্মা’ অর্থ—
যাহা করা যায়, তাঁহার নাম কৰ্ম্ম, সমস্ত জগৎ যাহার কৰ্ম্মভূত, অথবা সমস্ত ক্রিয়াই (ব্যাপারই)
যাহার কৰ্ম্ম, তিনি সর্বকৰ্ম্মা । ‘সর্বকাম’ অর্থ—যে সমস্ত বিষয় কামনা করা যায়, সেই বিষয় সমূহ
‘কাম’ পদবাচ্য—ভোগ্য ও ভোগসাধন সমূহ; তাঁহার সেই সমস্ত বিষয় অতি বিশুদ্ধ । ‘সর্বগন্ধ’

ইত্যাदिना प्राकृत गङ्गरसादिनिषेधादप्राकृताः स्वासाधारणा निरवद्या निरतिशयाः कल्याणाः स्वभोग्यभूताः सर्वविधाः गङ्गरसानुसृष्टा सन्तीत्यर्थः । सर्वमिदमभ्यातः—उक्तं रसपर्यन्तं सर्वमिदं कल्याणगुणजातं स्वीकृतवान् । अभ्यात इति ‘भुक्ता ब्राह्मणाः’ इतिवत् कर्तुरि क्तः प्रतिपत्तव्यः । अवकी—वाक उक्तिः, साश्व नास्तीति अवकी । कुतः ? इत्याह—अनादर इति—अवाप्तुमस्तुकाश्चेन्नानादुर्बल्यभावात् आदररहितः । अत एव अवकी—अङ्गलाकः (*) ; परिपूर्णेऽर्थ्याद्ब्रह्मादिसुखपर्यन्तं निखिलं जगत् तृणीकृत्य ज्ञेयमासीन इत्यर्थः । (†) त एते गुणा विवक्षिताः परमात्मन्येवोपपद्यन्ते ॥ १।२।२॥

अनुपपत्तेस्तु न शरीरः ॥ १।२।३ ॥

[पदच्छेदः—अनुपपत्तेः (असङ्गति हेतु) तु (पुनः) न (ना) शरीरः (जीव) ।]

[सरलार्थः—तदेवं सত্যसंकल्लादीनां ब्रह्मणि सङ्गतिं উপপাশ্ব, ইদানীং জীবে তেষাম্ অসঙ্গতিমাহ—‘অনুপপত্তেঃ’ ইত্যাদিনা । ‘তু’ শব্দঃ অপ্যর্থঃ ; সত্যসংকল্পাদীনাং গুণানাং অনন্ত-
দুঃখোপেত-পরিচ্ছিন্ন সুখলেশভাগিনি অজ্ঞপ্রায়ে শরীরে (জীবে) অনুপপত্তেঃ—অসঙ্গতেঃ অপি শরীরঃ সত্যসংকল্পাদিগুণকঃ ন [ভবিতুমর্হতি, অপি তু ব্রহ্মৈব ইত্যশয়ঃ] ।

উক্ত সত্যসংকল্পাদি গুণসমুদয়ঃ দুঃখবহুল ও অজ্ঞপ্রায় শরীরভিমानी জীবে উপপন্ন হয় না ; এই কারণেও ‘মনোময়াদি’ শব্দের অর্থ জীব হইতে পাবে না ॥ ১।২।৩ ॥]

ও ‘সর্বরস’ অর্থ—‘তিনি শব্দ ও স্পর্শ বহিত’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে প্রাকৃত গঙ্গ-
রসাদির প্রতিষেধ নিবন্ধন [বুঝা যায় যে,] তাঁহার নিজস্ব ও ভোগোপযোগী নির্দোষ
নিরতিশয়, কল্যাণময়, সর্বপ্রকার অপ্রাকৃত ও অসাধারণ স্বীয় গঙ্গ-রসাদি বিস্তারিত আছে ।
‘এই সমস্ত অভ্যাত’ কথার অর্থ এই যে, পূর্বোক্ত রসপর্যন্ত কল্যাণময় গুণ সমুদয় তিনি
স্বীকার করিয়াছেন । ‘এই ব্রাহ্মণগণ ভুক্ত হইয়াছেন—ভোজন করিয়াছেন’ ইত্যাদি প্রয়োগেব
জ্ঞায় ‘অভ্যাত’ পদেও কর্তৃ-কর্তৃবাচ্যে ‘ক্ত’ প্রত্যয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । ‘অবাকী’ অর্থ—বাক
অর্থ—উক্তি বা বচন, তাহা তাঁহার নাই, এই কারণে তিনি ‘অবাকী’ । [অবাকী] কেন ? এই
আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—‘অনাদর, অর্থাৎ কামনা-যোগ্য সমস্ত বিষয়ই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন ;
সুতরাং তাঁহার আর আদর করিবার কিছু নাই ; এই কারণে তিনি আদর রহিত, এবং এই
নিমিত্তই অবাকী—জ্ঞানক নহে (কথা বলেন না), অর্থাৎ সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ থাকায়
ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্যন্ত সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া তুষ্টীভাবে অবস্থিত আছেন ।
অতএব, শ্রুতির অভিপ্রেত উক্ত গুণনিচয় পরমাত্মাতেই সম্যক উপপন্ন হয় (জীবের নহে) ॥ ১।২।২ ॥

তন্নিম্নং গুণসাগরং পর্যালোচয়তাং খণ্ডোতকল্পস্ত শরীরসম্বন্ধনিবন্ধনা-
পরিমিতদুঃখসম্বন্ধযোগ্যস্ত বন্ধ-মুক্তাবস্থস্ত জীবস্ত প্রস্তুতগুণলেশ-
সম্বন্ধগন্ধোহপি নোপপত্ততে, ইতি নান্মিন্ প্রকরণে শারীর-পরিগ্রহশঙ্কা
জায়ত ইত্যর্থঃ ॥১২।৩॥

কর্ম-কর্তৃত্বব্যপদেশোচ্চ ॥১২।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—কর্মাকর্তৃত্বব্যপদেশাৎ (কর্ম ও কর্তার—উপাস্ত ও উপাসকের নির্দেশ হেতু)
চ (ও) [জীব নহে] ।]

[সরলার্থঃ—ইতচ্চ মনোময়ত্বাদিগুণকং পবং ব্রহ্মৈব ; যতঃ “এতন্ ইতঃ প্রেত্য অভি-
সম্ভবিতাম্” ইত্যত্র কর্তৃত্বেন—প্রাপকত্বেন জীবং, কর্মত্বেন—প্রাপ্যত্বেন চ পরং ব্রহ্ম ব্যপদিশতি
শ্রুতিঃ । ন হি প্রাপক এব প্রাপ্যত্বেন ব্যপদেশমহীতিভাবঃ ॥

যেহেতু ‘এখান হইতে প্রাণের পর ইহাকে (মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টকে) প্রাপ্ত হইব,’
এইস্থলে উপাসক জীবকে প্রাপ্তিব্যবস্থারূপে, আর মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্টকে কর্মরূপে—প্রাপ্য-
রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । একই বস্তু যখন প্রাপ্য ও প্রাপক হইতে পারে না, তখন এখানে
পরব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট, জীব নহে ॥ ১ । ২ । ৪ ॥]

“এতমিতঃ প্রেত্যভিসম্ভবিতাম্” [ছান্দো ০ ৩২৪।৪ ' ইতি প্রাপ্য-
তয়া পরং ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে, প্রাপ্ততয়া চ জীবঃ । অতঃ প্রাপ্তা জীব
উপাসকঃ, প্রাপ্য পরং ব্রহ্মোপাস্তমিতি প্রাপ্তুরনুদেবেদমিতি
বিজ্ঞায়তে ॥১২।৪॥

সেই এই গুণসাগরকে (পরমেশ্বরকে) যাহারা পর্যালোচনা করেন, তাহাদের নিকট খণ্ডোত-
সদৃশ (জোনাকিপোকর মত) এবং শরীর-সম্বন্ধ থাকায় অপরিমিত দুঃখভোগের যোগ্য
বন্ধ-মুক্ত—অবস্থারয়সম্পন্ন জীবের সম্বন্ধে পূর্বকথিত গুণসমূহের বিন্দুমাাত্র ও সম্ভবপর হইতে পারে
না ; এই কারণে এই প্রকরণে শরীর জীবের গ্রহণবিষয়ে আশঙ্কাই হইতে পারে না ॥১২।৩॥

‘এখান হইতে প্রাণের পর (মৃত্যুর পর) ইহাকে (মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টকে)- প্রাপ্ত
হইব,’ এই শ্রুতিতে পরব্রহ্মকেই প্রাপ্যরূপে (প্রাপ্তির কর্মরূপে) এবং জীবকে (উপাসককে)
তৎপ্রাপকরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব প্রাপ্য জীবই উপাসনাকর্তা, আর পরব্রহ্ম
তাহার উপাস্য ; সুতরাং তিনি যে প্রাপক জীব হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্ ; ইহা বিশেষরূপে জানা
যাইতেছে ॥ ১ । ২ । ৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥১২।৫॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দবিশেষাৎ (যেহেতু শব্দগতও বিশেষ আছে ।]

[সরলার্থঃ—“এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে” ইত্যত্র উপাসকঃ শারীরঃ ষষ্ঠ্যা, তদুপাস্যশ্চ প্রথময়া নির্দিষ্টঃ ; অতশ্চ শব্দগত-বৈশিষ্ট্যাৎ হেতোঃ মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব, নতু জীবঃ ॥

‘এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [আছেন]’ এই স্থলে উপাসক জীবকে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা আর তাহার উপাস্যকে প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ শব্দগত পার্থক্য থাকায় বুঝিতে হইবে যে, মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থটা পরমাত্মা ভিন্ন জীব নহে ॥১২।৫ ॥]

“এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে” [ছান্দোঃ ১৩.১৪।৩] ইতি শারীরঃ ষষ্ঠ্যা নির্দিষ্টঃ, উপাস্ত্বন্ত প্রথময়া। এবং সমানপ্রকরণে বাজিনাং চ শ্রুতো শব্দবিশেষঃ শ্রুয়তে জীব-পরয়োঃ ; “যথা ত্রীহির্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতঙুলো বা, এবময়মন্তরাগ্নন্ পুরুষো হিরণ্যয়ো যথা জ্যোতির-ধুমন্” [শতপথব্রাহ্মণঃ ১।৬।৩] ইতি। অত্র “অন্তরাগ্নন্” ইতি সপ্তম্যন্তেন শারীরো নির্দিষ্টাতে ; “পুরুষো হিরণ্যয়ঃ” ইতি প্রথময়োপাস্ত্বঃ ; অতঃ পর এব উপাস্ত্বঃ ॥ ১২।৫ ॥

ইতশ্চ শারীরাদন্তঃ—

স্মৃতেশ্চ ॥১২।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতেঃ (যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্র) চ (ও) [আছে] ।]

[সরলার্থঃ—“সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।” “যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।” “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি” ইত্যাদেঃ জীবেশ্বরয়োঃ উপাসকোপাস্যাদি-ভেদবোধকস্মৃতেশ্চাপি শাবীরস্য উপাসকত্বং ঈশ্বরস্য চ তদুপাস্যত্বং অবগম্যতে ।

‘আমিই সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি।’ ‘যে অমূঢ়লোক পুরুষোত্তম আমাকে এইরূপে জানে।’ ‘হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয় দেশে অবস্থান করেন।’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও জানা যায় যে, জীব উপাসক আর ঈশ্বর তাহার উপাস্ত্ব ; স্মৃতবাং মনোময়াদিভাবে উপাস্য ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারে না ॥ ১২ ॥ ৬ ॥]

‘এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [আছেন],’ এই স্থলে শারীর (জীব) ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা আশ্রয় উপাস্য প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ বাজসনেয় শ্রুতিতে ইহারই অপরূপ প্রকরণে জীবও পরমাত্মাব বাচক শব্দ-বিশেষ শ্রুত হইতেছে। ‘যথা—ত্রীহি, যব, শ্যামাক বা শ্যামাকতঙুল যেরূপ [স্নান] ; অন্তরাগ্নায় অবস্থিত নিধুম জ্যোতির হ্রায় (উজ্জ্বল) এই হিরণ্য পুরুষও তজ্রূপ।’ এখানে ‘অন্তরাগ্নয়’ এই সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত পদে শরীরাত্মমানী

“সর্বত্র চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনক” [গীতাঃ ১৫।১৫], “যো মামেবমসম্মুতো জ্ঞানাতি পুরুষোত্তমম্” [গীতাঃ ১৫।১৯], “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেহৈর্জ্ঞান তিষ্ঠতি । ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রাক্রান্তানি মায়য়া । তমেব শরণং গচ্ছ” [গীতাঃ ১৮।৬১] ইতি শারীর-মুপাসকং, পরমাত্মানং চোপাস্ত্রং স্মৃতির্দর্শয়তি ॥১।২।৬॥

অর্ভকৌকস্বাং তদ্যপদেশাচ্চ নেতি চেৎ, ন, নিচায্যস্বাদেবং ; ব্যোমবচ্চ ॥১।২।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অর্ভকৌকস্বাং (অল্পস্থানে অধিষ্ঠান হেতু), তদ্যপদেশাং (সেইরূপ—অল্পপরিমাণ বলিয়া নির্দেশ হেতু) চ (ও) ন (না) ; ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না—বলিতে পাব না ; নিচায্যস্বাং (উপাস্ত্র হেতু) এবং (এইরূপে), ব্যোমবচ্চ (আকাশের স্থায়) চ (ও) [বটে] ।]

[সরলার্থঃ—অর্ভকং—অল্প ওকঃ—স্থানং যস্য, তস্য ভাবঃ, তস্মাৎ—অর্ভকৌকস্বাং, অল্পায়তনত্বাদিত্যর্থঃ ।

“এষ ম আত্মাস্তজ্জদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্কা” ইত্যাদিনা চ তদ্যপদেশাং অল্পায়তনত্বোপদেশাদপি নায়ং পব ইতি চেৎ ; ন, এবং উক্তপ্রকারেন নিচায্যস্বাং—উপাস্ত্রত্বাদ্বৈতোক্তা ব্যপদেশঃ, নতু স্বরূপাল্পত্বেন । ব্যোমবচ্চ—স্বরূপমহত্বং চ অত্রৈব ব্যপদিগ্মতে—“জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ানস্তরিক্ষাৎ” ইত্যাদৌ ।

অল্পায়তনত্ব হেতু এবং ‘আমার হৃদয়স্থ এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও অল্পপরিমাণত্ব নির্দেশ হেতু ইহা যে, পবমেশ্বর হইতে পারে না ; ইহা বলিতে পার না ; কারণ, এটা ঐরূপেই উপাসনার বিধানমাত্র, কিন্তু ঐরূপ পরিমাণের নির্দেশ নহে । কেন না, অত্র আকাশের স্থায় অতি মহৎ বলিয়াও তাঁহাব উল্লেখ রহিয়াছে ; অতএব উক্তরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৭ ॥]

জীবকে নির্দেশ করা হইয়াছে ; আর ‘হিরণ্য পুরুষ’ এই প্রথমা বিভক্তি দ্বারা উপাস্যের নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব, পরমাত্মাই এখানে উপাস্য, (জীব নহে) ॥ ১ । ২ । ৫ ॥

‘আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছি । আমা হইতেই স্মৃতি (স্মরণ), জ্ঞান ও তদ্বিপর্যয় হইয়া থাকে ।’ ‘হে অর্জুন ঈশ্বর মায়্যা দ্বারা সর্বভূতকে যন্ত্রাক্রান্ত পুতুলের স্থায় বিভ্রান্ত করত সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন । তুমি তাঁহারই শরণাপন্ন হও ।’ এই স্মৃতিশাস্ত্র শারীরের উপাসকভাবে আর পরমাত্মার উপাস্যভাবে প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৬ ॥

“অগ্নায়তনত্বং অৰ্ভকৌকস্ত্বম্ ; তদ্ব্যপদেশঃ—অগ্নয়ব্যপদেশঃ । “এষ
ম আত্মাস্তু হৃদয়ে” [ছান্দো০ ৩।১৪।৩] ইত্যণীয়সি হৃদয়ায়তনে স্থিতত্বাৎ
“অণীয়ান্ ত্রীহেৰ্বা যবাদ্বা” [ছান্দো০ ৩।১৪।৩] ইত্যাদিনা অণীয়স্ত্বস্ত
স্বরূপেণ ব্যপদেশাচ্চ নায়ং পরমাত্মা, অপি তু জীব এব ; “সর্বগতং
স্বসৃক্ষম্ তদব্যয়ং যদুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ” [মুণ্ড০ ১।১৬]
ইত্যাদিভিঃ পরমাত্মানোহপরিচ্ছিন্নত্বাবগমাৎ, জীবস্ত চারাগ্রমাত্রব্যপ-
দেশাদিতি চেৎ —

নৈতদেবম্, পরমাত্মৈব হৃণীয়ানিত্যেব নিচাযাত্মেন ব্যপদিশ্যতে ;
এবং নিচাযাত্মেন—এবং দ্রষ্টব্যাত্মেন এবমুপস্থাত্মেনেতি যাবৎ । ন
পুনরণীয়স্ত্বমেবাস্তু স্বরূপমিতি ; ব্যোমবচ্চায়ং ব্যপদিশ্যতে, স্বাভাবিকং
মহত্বং চাত্রেব ব্যপদিশ্যতে—“জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্
দিবো জ্যায়ানেভো লোকেভ্যঃ” [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪ ।] ইতি । অত
উপাসনার্থমেবান্নত্বব্যপদেশঃ ।

তথাহি “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত” [ছান্দো০

অৰ্ভকৌকস্ত্ব অর্থ—অগ্নায়তনত্ব, অর্থাৎ অগ্নস্থানবর্জিত্ব । তদ্ব্যপদেশ অর্থ—অগ্নয় কথন ।
এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [অবস্থিত] ; অতি স্থল হৃদয়ে অবস্থিত হেতু, এবং ‘ত্রীহি
ও যব অপেক্ষাও অতি স্থল,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বরূপতও তাহার অণীয়ত্ব নির্দেশ হেতু
ইহা পরমাত্মা নহে, পরন্তু নিশ্চয়ই জীব । ‘ধীরপ্রকৃতি লোকেবা যে ভূতযোনিকে
(সর্বভূতের কারণকে) দর্শন করিয়া থাকেন ; তিনি সর্বগত, এবং অতি স্থল ও অব্যয়
(অবিকারী)’ ; ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাব অপরিচ্ছিন্নভাব জানা যায় ; অথচ আরাগ্ণের গ্নায়
(চন্দ্রবেধক স্থল্লাম্র যন্ত্বেব অগ্রভাগের গ্নায়) জীবের পরিমাণ উল্লিখিত আছে । ইহা যদি বল ; না—
উহার তাৎপর্য একরূপ নহে । কেন না, অতি স্থলরূপে উপাসনার্থ পরমাত্মারই একরূপে নির্দেশ
করা হইয়া থাকে । ‘এইরূপে নিচাযাত্ম’ অর্থ—এই প্রকারে দ্রষ্টব্যত্ব অর্থাৎ এই প্রকারে উপাসনার
জ্ঞা । আর কেবল অণীয়ত্বই (অতিস্থলত্বই) যে, ইহার প্রকৃত স্বরূপ, তাহা নহে ; পরন্তু
আকাশের গ্নায়ও ইহাকে নির্দেশ করা হইয়া থাকে । তাহার যে স্বভাবসিদ্ধ মহত্ব, তাহা
এখানেই উল্লিখিত আছে, যথা—‘তিনি পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরিক্ষ হইতে মহৎ, দ্যলোক
হইতে মহৎ, এই সমস্ত লোক হইতেই মহৎ ।’ অতএব, উপাসনার সৌকর্য্যার্থই তাহার একরূপ
অগ্নয় নির্দেশ [হইয়াছে] ।

দেখ,—‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহা দ্বারা জীবিত এবং
তাঁহাতেই বিগর প্রাপ্ত হয় ; অতএব শান্ত হইয়া—অর্থাৎ রাগ বেদাদিগুণ হইয়া তাঁহাব

৩।১৪।১,৪] ইতি সর্বোৎপত্তি-প্রলয়কারণত্বেন সর্বস্ত্যাত্মতয়া অনুপ্রবেশকৃত-
জীবয়িত্বেন চ সর্বাশ্রকং ব্রহ্মোপাসীতেতু্যোপাসনং বিধায় “অথ খলু ক্রতুময়ঃ
পুরুষঃ, যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ প্রেত্য ভবতি”
[ছান্দোঃ ৩।১৪।১,৪] ইতি যথোপাসনং প্রাপ্যসিদ্ধিমভিধায় “স ক্রতুং
কুর্বীত” [ছান্দোঃ ৩।১৪।১,৪] ইতি গুণবিধানার্থমুপাসনমনূত্ব “মনোময়ঃ
প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ
সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাতোহবাক্যনাদরঃ” [ছান্দোঃ ৩।১৪।১,৪] ইতি
জগদৈশ্বর্য্যাবিশিষ্টস্য স্বরূপগুণাং শ্চেচাপাদেয়ান্ প্রতিপাত্ত্ব “এষ ম আত্মান্ত-
হৃদয়েহগীয়ান্ ত্রীহেৰ্বা যবাদ্বা সর্বপাদ্বা শ্রামাকাদ্বা শ্রামাকতণ্ডুলাদ্বা”
[ছান্দোঃ ৩।১৪।১,৪] ইত্যুপাসকস্য হৃদয়েহগীয়স্তেন তদাত্মতয়োপাস্ত্যস্ত
পরমপুরুষস্য উপাসনার্থমবস্থানমুক্ত্বা “এষ ম আত্মান্তহৃদয়ে জ্যায়ান্
পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ সর্বকামঃ
সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাতোহবাক্যনাদরঃ” [ছান্দোঃ ৩।১৪।১,৪]
ইত্যন্তহৃদয়েহবস্থিতস্তোপাস্ত্যমানস্য প্রাপ্যাকারং নির্দিষ্ট্ব “এষ ম আত্মান্ত-

উপাসনা করিবে।’ এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, তিনিই সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও
লয়ের কারণীভূত; সুতরাং তিনি সকলেরই আত্মস্বরূপ; এবং তন্নিবন্ধনই ব্রহ্ম সর্বভূতের
অভ্যন্তরে প্রবেশ কবতঃ জীবনধাবণেব হেতুভূত ও সর্বাশ্রকতা লাভ করিয়াছেন। ‘সেই সর্বাশ্রক
ব্রহ্মের উপাসনা করিবে,’ এইরূপে তাঁহার উপাসনা বিধান করিয়া তাহাব পব ‘পুরুষ ক্রতুময়
(সংকল্পপ্রধান), পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাশীল হয়, এস্থান ইহাতে প্রয়াণের পরও সেই
প্রকার হয়,’ এই শ্রুতিতে উপাসনাব অনুরূপ প্রাপ্য ফললাভেব কথা বলা হইয়াছে। তাহার
পব আবার ‘সেই পুরুষ সংকল্প করিবে,’ এই বাক্যে [উপাসনাব উৎকর্ষের জন্ত] গুণবিধানার্থ
উপাসনার অনুবাদ করিয়া (পুনরুল্লেখ কবিয়া) ‘তিনি মনোময়, প্রাণশরীর, দীপ্তিমান,
সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বব্যাপী, বাক্য ও আদর
বহিত,’ এই শ্রুতিতে এই জগদাত্মক ঐশ্বর্য্যাবিশিষ্ট সেই ঐশ্বর্য্যেব স্বরূপভূত উৎকৃষ্ট গুণবিশি
প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর, ‘আমাব হৃদয় মধ্যে অবস্থিত এই আত্মা ত্রীহি হইতে,
যব হইতে, সর্বপ হইতে, শ্রামাক হইতে কিংবা শ্রামাক তণ্ডুল হইতেও অতিশয় সূক্ষ্ম,’ এখানেও
উপাসনার্থ কথিত হইয়াছে যে, উপাস্ত পরম পুরুষ ভগবান্ অতি সূক্ষ্মরূপে উপাসকের
হৃদয়মধ্যে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। ইহার পরই—‘আমার হৃদয়-মধ্যগত এই আত্মা
পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহৎ, দ্রালোক হইতে বৃহৎ এবং এই সমস্ত লোক
হইতেই বৃহৎ, তিনি সর্বকর্মা’ ইত্যাদি বাক্যে আবার হৃদয়স্থ উপাস্ত্যমান পরমেশ্বরের যে রূপটী
উপাসকের প্রাপ্য; তাহার নির্দেশ করিয়া ‘আমার হৃদয়মধ্যে যে আত্মা আছেন, তিনিই ব্রহ্ম’

হৃদয় এতদ্বন্ধ" [ছান্দো ০ ৩।১৪।১,৪] ইত্যেবমুতং পরং ব্রহ্ম পরমকারুণ্যে-
নাম্বদ্বিজ্জীবয়িষয়া অম্বদ্বদয়ে সম্মিহিতমিতীদম্ অনুসন্ধানং বিধায়
“এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি” [ছান্দো ০ ৩।১৪।৪] ইতি যথোপাসনং
প্রাপ্তিনিশ্চয়ানুসন্ধানং চ বিধায় “ইতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি”
[ছান্দো ০ ৩।১৪।৪] ইত্যেবম্বিধপ্রাপ্য-প্রাপ্তিনিশ্চয়োপেতস্তোপাসকস্য
প্রাপ্তৌ ন সংশয়োহস্তীত্যুপসংহতম্ । অত উপাসনানর্থমর্ভকৌকস্তু-
মণীয়স্তুৰ্গ ॥১।২।৭ ॥

সন্তোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥১।২।৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সন্তোগ-প্রাপ্তিঃ (সুখ-দুঃখভোগের সম্ভাবনা), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি)
[বল] ; ন (না—) বৈশেষ্যাৎ (যেহেতু প্রভেদ আছে) ।]

[সরলার্থঃ—পরোহপ্যন্তঃ শরীরে বসতি চেৎ ; জীবৎ তস্তাপি সুখদুঃখোপভোগ-প্রাপ্তিঃ
স্মাদিতি চেৎ ; ন, বৈশেষ্যাৎ ; হেতুভেদাদিত্যর্থঃ । ন হি শরীরবর্তিত্বমেব সুখ-দুঃখোপভোগ-
হেতুঃ, অপিতু পুণ্য-পাপময়-কর্মবশতঃ । অপহতপাপানস্ত ঈশ্বরস্ত চন্দতো জীববক্ষায়ৈ
শরীরান্তর্বাসঃ, অতঃ তদসম্ভবাং নাস্তি সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ ॥

পরমাত্মা যদি শরীরবর্তী হন, তাহা হইলে জীবের জ্ঞান তাঁহারও ত সুখ-দুঃখাদি ভোগ
হইতে পারে ? না ; কারণ ? ভোগ হেতুর পার্থক্যই তাহার কারণ । কেবল শরীরাবস্থিতিই যে,
ভোগের কারণ, তাহা নহে ; পবন পাপপুণ্যাদীনস্তই ভোগের কারণ ; নিম্পাপ ঈশ্বরের পক্ষে
কর্মবশতঃ সম্ভব হয় না ; স্তবৎ তাহার ভোগেরও সম্ভাবনা নাই ॥ ১।২।৮ ॥]

জীবস্তেব পরমাত্মা ব্রহ্মণঃ শরীরান্তর্বর্তিত্বমভ্যুপগতং চেৎ ; তদ্বদেব
শরীরসম্বন্ধপ্রযুক্ত-সুখদুঃখোপভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ; তম, হেতু-বৈশেষ্যাৎ,

এই বাক্যে কথিত হইয়াছে যে, পবনকে কণাপরবশ হইয়া আমাদের উদ্ধারার্থ আমাদের
হৃদয়মধ্যে সন্নিহিত রহিয়াছেন । এইরূপ আত্মানুসন্ধান বিধানের পব ‘এস্থান হইতে
প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) ইহাকে প্রাপ্ত হইব,’ এইরূপে উপাসনার অম্বরূপ ফল প্রাপ্তি বিষয়ে
নিশ্চয়-জ্ঞানোপদেশের পর উপসংহার করা হইয়াছে যে, ‘যাহার এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি হয় এবং
কোন প্রকার সংশয় না থাকে ।’ এইরূপে প্রাপ্তির বিষয়ে যাহার এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি
থাকে ; সেই উপাসকের পক্ষে প্রাপ্য পরমেশ্বরের প্রাপ্তিতে আর সংশয় নাই, অর্থাৎ সেই উপাসক
নিশ্চয়ই পরমেশ্বরের প্রাপ্তি হন ; অতএব, উপাসনার উদ্দেশ্যেই অর্ভকৌকস্তু (অন্নায়তনঃ)
ও অণীয়ত্বের নির্দেশ, [স্বরূপ নিরূপণার্থ নহে] ॥১।২।৭ ॥

জীবের জ্ঞান পরব্রহ্মেরও যদি শরীর মধ্যে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে
[জীবের জ্ঞান তাঁহারও] শরীর সম্বন্ধ থাকায় জীবের জ্ঞান তাঁহারও নিশ্চয়ই সুখ-দুঃখ ভোগ হইতে

ন হি শরীরান্তর্ব্বর্ত্তিহ্মমেব স্বখদুঃখোপভোগহেতুঃ ; অপি তু পুণ্যাপারুপ-
কল্পপরবশত্বম্ ; তত্তু অপহতপাপুনঃ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি । তথাচ
শ্রুতিঃ—“তয়োরহ্যঃ পিঙ্গলং স্বাদভ্যনশ্লক্ষ্মশ্চো অভিচাকশীতি” [মুণ্ড০৩।১।
১] ইতি ॥ ১।২।৮ ॥ [প্রথমং সর্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণম্ সমাপ্তম্] ।

যদি পরমাত্মা ন ভোক্তা, এবং তর্হি সর্বত্র ভোক্তৃত্বা প্রতীয়মানো
জীব এব সাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অত্রিধিকরণম্ ।

অত্ভা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ১।২।৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অত্ভা (ভোক্তা) [ব্রহ্ম], চরাচরগ্রহণাৎ (যেহেতু চরাচর সমস্ত বস্তুকে
ভোক্তারূপে গ্রহণকবা হইয়াছে ।]

[সরলার্থঃ—“যস্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ, মৃত্যুর্হ্যুপোসেচনম্” ইত্যাদি-কাঠক-
শ্রুতৌ এবং প্রতীয়তে—যথা কশিৎ ভোক্তা ব্যঞ্জনেন দধ্যাদিনা বা ওদনং উপসিচ্য—আর্দ্রীকৃত্য
ভুঙ্ক্তে, তথা অত্রাপি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রূপং অনং মৃত্যুরূপেণ উপসেচনেন সরসং কৃদ্বা ভুঞ্জানঃ
কশিৎ অত্ভা (ভোক্তা) অস্তীতি । স কিং জীবঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি ভবতি চাত্র সংশয়ঃ ।
তত্রোচ্যতে—অত্র ‘অত্ভা’ (অদন-কর্তা ভোক্তা) পরমাত্মা এব, ন তু জীবঃ । কুতঃ ? চরাচর-
গ্রহণাৎ, যতঃ অত্র ব্রহ্ম-ক্ষত্রপদাভ্যাং চরাচরাশ্রয়কং কৃৎস্নমেব জগৎ পরিগৃহ্যতে, নতু ব্রহ্ম-
ক্ষত্রমাত্রং ; নহি মৃত্যুরূপ উপসেচনং ব্রহ্ম-ক্ষত্রমাত্রে পরিসমাপ্তং, অবিশেষেণ তস্ত সর্বত্রাধিকারিং ।
অত্ভৎ চাত্র ন ভোক্তৃত্বং, অপিতু জগৎ-সংহারকত্বং, তচ্চাবিশিষ্টং, সর্বত্রোপলব্ধং । ততশ্চ
সর্বসংহর্ত্তৃকৃত্ব জীবে অসম্ভবাৎ পরমাত্মৈবাত্র অত্ভা বোদ্ধব্যঃ, ন তু জীবঃ, অত্ভো বা
কশিচিদিতিশয়ঃ ।

‘ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উভয় (অর্থাৎ সমস্ত জগৎ) যাহাব ওদন (অন্ন), এবং মৃত্যু (মরণ)
যাহার উপসেচন—অন্নোপকরণ—দধি প্রভৃতি স্বরূপ ।’ এই শ্রুতিতে জানা যাইতেছে যে,
কোন লোক যেমন ব্যঞ্জন বা দধি প্রভৃতি দ্বারা অন্ন মাখিয়া ভোজন করে, তেমনি এখানে
একজন ভোক্তা আছেন, যিনি মৃত্যুরূপী ব্যঞ্জন দ্বারা উপসিক্ত করিয়া (মাখিয়া) ব্রাহ্মণ ও
ক্ষত্রিয় জাতিকে (অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে) ভক্ষণ করেন । এখন সংশয় হইতেছে যে, সেই
ভোক্তাটী কে ?—জীব ? না - পরমাত্মা ? এতদ্বত্তরে বলা হইতেছে যে, পরমাত্মাই এই ভোক্তা,
কখনই জীব নহে ; কারণ, চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয়ক) সমস্ত জগৎকে ভক্ষণ করা জীবের
অসাধ্য ; পরন্তু পরমাত্মার পক্ষে সর্বসংহারকর্ত্ত্বকরূপ ভোক্তৃত্ব স্বতই উপপন্ন হইতে পারে ;
অতএব পরমাত্মাই অত্ভা, জীব নহে ॥ ১।২।৯ ॥]

কঠবল্লীষান্নায়তে—“যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ । মৃত্যু-
র্যশ্চোপসেচনং, ক ইথা বেদ, যত্র সং” [কঠ০ ১।২।২৫] ইতি । অত্র
ওদনোপসেচন-সূচিতোহত্তা কিং জীব এব ? উত পরমাত্মা ? ইতি সন্দ্বিহতে ।
কিং যুক্তম্ ? জীব ইতি । কুতঃ ? ভোক্তৃত্বস্য কৰ্ম্মনিমিত্তত্বাজ্জীবস্তৈব তৎ-
সম্ভবাৎ ।

অত্রোচ্যতে—‘অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ’—অত্তা পরমাত্মৈব ; কুতঃ ? চরা-
চরগ্রহণাৎ—চরাচরস্য কৃৎসন্য অতৃত্বং হি তৈশ্চৈব সম্ভবতি । ন চেদং কৰ্ম্ম-
নিমিত্তং ভোক্তৃত্বম্ ; অপি তু জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়-হেতুভূতস্য পরস্য

পারে ; ইহা যদি বল ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, ভোগ-হেতুর বিশেষত্ব বা পার্থক্য
রহিয়াছে । কেবল শরীর মধ্যে অবস্থিতিই যে, স্মৃৎ-তৃৎ ভোগেব হেতু, তাহা নহে ; পরন্তু
পুণ্য পাপময় কৰ্ম্মাধীনত্ব, অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য বশে বাহার দেহ ধাবণ হয়, তাহারই স্মৃৎ-তৃৎ
ভোগ হইয়া থাকে ; কিন্তু অপহতপাপা (নিষ্পাপ) পবমাত্ম্যাব সম্বন্ধে তাহা কখনই সম্ভব
পর হয় না । সেইরূপ প্রতিও আছে ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন স্বাত্ম কৰ্ম্মবল ভোগ কবে,
অপরে ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে মাত্র’ ॥১২৮॥ [১ম সৰ্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণ সমাপ্ত ।]

ভাল পবমাত্ম্য যদি ভোক্তা না হইলেন, তাহা হইলে সৰ্ব্বত্র ‘ভোক্তা’ রূপে প্রতীয়মান
জীবই ভোক্তা হউক ; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ‘[ব্রহ্মই] ভোক্তা, যেহেতু চরাচরের গ্রহণ
হইয়াছে ।’ (৮৩)

কঠোপনিষদে পঠিত আছে যে, ‘ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, এই উভয় বাহার অন্ত, এবং মৃত্যু বাহাব
উপসেচন অর্থাৎ অন্নোপকরণব্যঞ্জনবরূপ ; তিনি যেখানে আছেন, তাহা কে জানে ?’ এখানে
‘ওদন’ শব্দ দ্বারা একজন ‘অত্তা’ (ভোজনকর্ত্তা) সূচিত হইতেছে । এখন সংশয় হইতেছে
যে, জীবই কি এই অত্তা ? অথবা পরমাত্মা ? কোনটী যুক্তিসম্মত ?—জীবই । কারণ ?—ভোক্তৃত্ব
যখন কৰ্ম্মের ফল, তখন জীবই তাহা সম্ভবপর ।

এতদ্বত্তরে “অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ” সূত্র কথিত হইতেছে । পরমাত্ম্যই এখানে ‘অত্তা’
(ভোক্তা) ; কারণ, এখানে চরাচব সমস্ত জগৎকে [ওদনরূপে] গ্রহণ করা হইয়াছে ; চরাচবাত্মক
সৰ্ব্বজগৎ ভোজন করা তাহার পক্ষেই সম্ভব হয় । আব ইহা যে কৰ্ম্মনিবন্ধন ভোক্তৃত্ব, তাহাও
নহে ; পরন্তু ইহা হইতেছে জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়েব হেতুভূত পরব্রহ্ম বিষ্ময় সংহার-কর্ত্তৃত্ব ;

(৮৩) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণ চারটী সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার রচনা প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয়
বাক্য—“যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই অত্তা (ভোজনকারী) কি জীব ?
না—পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবই এত অত্তা ; কেন না, জীবের সম্বন্ধেই ভোজন কার্য্য প্রসিদ্ধ । (৪) উত্তর—
না—এখানে জীব অত্তা নহে—পরন্তু পরমাত্ম্যই ; কারণ, চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎকে অন্ন বলিয়া এবং ব্রহ্মকে
তাহার ভোজনকর্ত্তা—সংহারকারী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । সৰ্ব্বসংহারকর্ত্তৃত্ব ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের সম্বন্ধে
কখনই উপপন্ন হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও ফল—অতএব পরমাত্ম্যই অত্তা ; তাহার উপাসনায় প্রবর্ত্তিত
করাই উপদেশের প্রয়োজন ।

ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ সংহর্ত্তম্ ; “সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্” [কঠং ১।৩।৯] ইত্যত্রৈব দর্শনাৎ । তথাচ “মৃত্যুর্যস্তোপসেচনম্” ইতি বচনাৎ “ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ” ইতি কৃৎস্নং চরাচরং জগদিহাদনীয়োদনত্বেন গৃহ্যতে । উপসেচনং হি নাম স্নয়মদ্যমানং সৎ অন্ত্যস্তাদনহেতুঃ । অত উপসেচনত্বেন মৃত্যোরপ্যাদ্যমানত্বাৎ তদুপসিচ্যমানস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মক্ষত্রপূর্বকস্য জগতশ্চরাচরস্য অদনমত্র বিবক্ষিতমিতি গম্যতে । ঈদৃশং চাদনমুপসংহার এব । তস্মাদীদৃশং জগতুপসংহারিরূপং ভোক্তৃৎ পরমাত্মন এব ॥১২৥১৯॥

প্রকরণাচ্চ ॥১২।১০ ॥

[পদচ্ছেদঃ — প্রকবণাং (যেষেতু প্রকবণ) চ (ও) [পবমাত্মাব] ।]

[সৰ্বলার্থঃ—“মহাস্তং বিভুমাত্মানং মত্না ধীৰো ন শোচতি ।” “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন”, ইত্যাদি প্রকরণং চ পবমাত্মন এব । প্রকৃত-গবিগ্রহশ্চ ত্র্যয়াঃ ; তস্মাদপি পরমাত্মা এব অত্র ‘অভা’ প্রত্যেতবাঃ, নতু জীবঃ ।

‘ধীর ব্যক্তি এই মহৎ বিভু পবমাত্মাকে জানিবার পব আব ছঃখানুভব কবে না।’ কেবল শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ কবা যায় না, এবং কেবল মেধা (ধারণাক্ষম বুদ্ধি) দ্বারা কিংবা বহুতব শাস্ত্রপাঠ দ্বারাও লাভ কবা যায় না’, ইত্যাদি প্রকবণও পবমাত্মাবই—জীবের নহে ; । প্রকৃতার্থ গ্রহণ কবাই ত্রায়-সম্মত ; অতএব পবমাত্মাই এখানে ‘অভা’, জীব নহে ॥ ১২।১০ ॥]

প্রকরণং চেদং পরস্তোব ব্রহ্মণঃ—“মহাস্তং বিভুমাত্মানং মত্না ধীৰো ন শোচতি” [কঠং ১।২।২২.২৩], “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন । যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তঃসৌষ আত্মা বিরণুতে

কেন না, ‘তিনিই সংসার-পথের পাবস্বরূপ বিষ্ণুব সেই পবম পদ প্রাপ্ত হন।’ এই স্থলে ঐক্লপ ভাবই দৃষ্ট হয় । দেখ, ‘মৃত্যু যাহার উপসেচন’ এইক্লপ কথা থাকায় ‘ব্রাহ্মণ’ ও ‘ক্ষত্রিয়’ পদে চরাচরাশ্বক সমস্ত জগৎই পবিগৃহীত হইতেছে । উপসেচন কি না, যাহা নিজে ভক্ষ্য হইয়া অপব বস্ত্র ভক্ষণের সহায় হয় ; অতএব, উপসেচনভূত স্নয়ং মৃত্যুও যখন ভক্ষণীয় হইতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যু দ্বারা উপসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চরাচরাশ্বক সমস্ত জগতেরই ভক্ষণ এখানে শ্রুতিব অভিপ্রেত । এবংবিধ ‘অদন’ অর্থ সংহাব ভিন্ন আব কিছুই নহে । অতএব, এবংবিধ জগৎ-সংহারিত্বরূপে ভোক্তৃত্ব নিশ্চয়ই পবমাত্মার ধর্ম (জীবের নহে) ॥১২।১০ ॥

বিশেষতঃ এই প্রকরণটীও পরব্রহ্মেবই (জীবের নহে), ‘ধীর ব্যক্তি এই মহৎ বিভু আত্মাকে অবগত হইয়া আর শোক করেন ন’, এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না, এবং কেবল মেধা (ধারণাবতী বুদ্ধি) দ্বারা কিংবা বহুতব শাস্ত্রপাঠ দ্বারাও লাভ

তনুং স্বাম্” [কঠ০ ১।২।২২, ২৩] ইতি হি (ক) প্রকৃতম্ । “ক ইথা বেদ যত্র
সঃ” ইত্যপি হি তৎপ্রসাদাদৃতে তস্য ছুরববোধত্বমেব পূর্বপ্রস্তুতং (খ)
প্রত্যভিজ্ঞায়তে ॥১।২।১০ ॥

অথ স্মাৎ—নায়ং ব্রহ্মক্ষত্রোদনসূচিতঃ পুরুষোহপহতপাপু। পরমাত্মা ;
অনন্তরং “ঋতং পিবন্তৌ স্কৃততস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্থে ।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি পক্ষ্যায়ো যে চ ত্রিণাচিকৈতাঃ ।” [কঠ০ ১।৩।১]
ইতি কৰ্ম্মফলভোক্তুরেব সদিদীয়স্মাভিধানাৎ । দ্বিতীয়শ্চ প্রাণো বুদ্ধির্বা
স্মাৎ । ঋতপানং হি কৰ্ম্মফলভোগ এব ; সচ পরমাত্মানো ন সম্ভবতি ;
বুদ্ধি-প্রাণয়োস্ত ভোক্তুর্জীবন্ত উপকরণভূতয়োঃ যথাকথঞ্চিং পানেহময়ঃ

করা যায় না ; কিন্তু তিনি যাহাকে প্রাপ্যরূপে বরণ কবেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পাবেন ;
তিনি তাহারই নিকট আপনাব স্বরূপ প্রকটিত করেন ।’ ইহাই সেখানে প্রস্তাবিত হইয়াছে ।
আর ‘তাঁহাব অন্তর্গত বাতীত তাঁহাকে অবগত হওয়া দুষ্কর’, পূর্বোক্ত এই দুজের্যই ‘তিনি
যেখানে আছেন, তাহা কে জানে ?’ এই বাক্যে প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই ব্রহ্মক্ষত্ররূপ ওদন দ্বারা যে পুরুষটী সূচিত হইয়াছেন,
সেই পুরুষটী পরমাত্মা হইতে পারে না ; কেন না, ইহাব পরেই ‘ব্রহ্মবিদগণ, পক্ষ্যায়গণ (১)
এবং যাহাবা তিনবাব করিয়া নাচিকৈত অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, (২) তাহাবাও বলিয়া
ধাকেন যে, ‘জগতে উত্তমরূপে অন্তর্গত শুভাশুভ কৰ্ম্মেব ফলভোক্তা (ঋতপানকাবী) এবং অত্যাং-
কৃষ্ট মনোবী গুহায় (বুদ্ধিতে) প্রবিষ্ট উভয়েই ছায়া ও আলোকের আয় (পবম্পব বিরুদ্ধ ধর্ম্মসম্পন্ন)’,
এই শ্রুতিতে কৰ্ম্মফলোপভোক্তা সদিদীয় আত্মা অভিহিত হইয়াছে । এই দ্বিতীয় পদার্থটী প্রাণ
কিংবা বুদ্ধিই হইতে পারে । ‘ঋতপান অর্থ—নিশ্চয়ই কৰ্ম্মফল ভোগ ; তাহা ত আর পরমাত্মাব
পক্ষে সম্ভব হয় না । পক্ষ্যাত্তবে, বুদ্ধি ও প্রাণ, উভয়ই ভোক্তা—জীবের উপকরণ স্বরূপ (ভোগ-
সাদন) ; সুতরাং কৰ্ম্মফল পানে তাহাদের কথঞ্চিং সম্বন্ধ হইতেও পারে, অতএব উহাদের
মধ্যেই একটিকে লইয়া জীবের সদিদীয়তা প্রতিপাদন করা হইতেছে [বৃত্তিতে হইবে] । সেই

(ক) ক’পুস্তকে ‘হি’ শব্দো নোপলভ্যতে ।

(খ) প্রস্তুতং পূর্বং ইতি (ক) পাঠঃ ।

(*) তাৎপৰ্য্য—মৃত্যুর পর কশ্মিগণ চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে, পুনশ্চ কৰ্ম্মক্ষয়ে প্রত্যাগমনের সময় তাহারা
ক্রমে অন্তরীক্ষে মিলিত হয়, সেখান হইতে পৰ্জ্বস্ত্রে (স্বর্ষে) মিলিত হয়, পরে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া
শস্ত্ররূপে পরিণত হয় ; তাহার পর ঋতু অন্তরূপে পুরুষের শরীরে প্রবেশ করে ; অনন্তর শুক্ররূপে স্ত্রী-
শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্থূল শরীর গ্রহণপূর্বক জন্মগ্রহণ করে । অন্তরীক্ষ, পৰ্জ্বস্ত্র, পৃথিবী, পুরুষ ও ঘোষিৎ,
এই পাঁচটিকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার বিধান আছে ; এইজন্ত ঐ পাঁচটীর চিন্তাপারায়ণকে ‘পঞ্চাগ্নি’ সংজ্ঞায়
অভিহিত করা হইয়া থাকে । ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে ।

(+) তাৎপৰ্য্য—ন চিকৈতা নামক কবিকৃত্যার যমরাজের নিকট যে অগ্নির তত্ত্ব জানিয়াছিলেন, সেই অগ্নিকে
‘নাচিকৈত অগ্নি’ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে । নাচিকৈতার উপাখ্যান কঠোপনিষদে দ্রষ্টব্য ।

সম্ভবতীতি তয়োৱন্ততরেন সন্নিতিয়ো জীব এব প্রতিপাণ্ডতে ; তদেক-
প্রকরণত্বাৎ পূর্বপ্রস্ততোহত্রাপি স এব ভবিতুমহতি—ইতি ।

(*) অত্রোচ্যতে—

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানো হি তদর্শনাৎ ॥ ১।২।১১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—গুহাং (বুদ্ধিতে) প্রবিষ্টৌ (প্রবিষ্ট দুইটা) হি (নিশ্চয়ে) আত্মানো
(দুইটা আত্মা), তদর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দৃষ্ট হয়) ।]

[সবলার্থঃ—“ঋতং পিবন্তৌ স্কৃততত্ত্ব লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পবমে পবার্যো ।” ইত্যাদিযু
গুহাং প্রবিষ্টৌ (গুহাপ্রবিষ্টেন্নে নিদিষ্টৌ) আত্মানৌ জীব-পবমান্নানৌ, নতু বুদ্ধি-জীবৌ, প্রাণ-
জীবৌ বা । কৃতঃ ? তদর্শনাৎ—অত্রাত্রাপি “গুহাহিতং গহ্বরবেষ্ঠং প্ৰবাণং” ইত্যাদৌ তত্ত্ব পবমান্নান
এব গুহাপ্রবিষ্টদ্ব-দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

‘জগতে তাহাবা উভয়ে স্কৃত কস্মৈব ফলভোক্তা এবং সর্কোভন গুহায় প্রবিষ্ট,’ এই স্থানে
‘গুহা প্রবিষ্ট’ কথায় জীব ও পবমান্নাই বৃকিতে হইবে, কিন্তু বুদ্ধিও জীব কিংবা প্রাণ ও জীব নহে ;
কাবণ, অত্র—‘গুহা প্রবিষ্ট ও গহ্বরবেষ্ঠ ণাশ্রিত আত্মাকে—’ ইত্যাদি স্থলে পবমান্নাবই গুহা
প্রবেশেব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব, জীব ও পরমান্নাই ‘গুহা-প্রবিষ্ট’ কথায়
প্রতিপাণ্ড ; অপর নহে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১১ ॥]

ন প্রাণ-জীবৌ বুদ্ধি-জীবৌ বা গুহাং প্রবিষ্টৌ “ঋতং পিবন্তৌ” ইত্যু-
চ্যেতে ; অপি তু জীব-পরমান্নানৌ (+) চি তথা ব্যপদিশ্যেতে । কৃতঃ ?
তদর্শনাৎ—অস্মিন্ প্রকরণে জীব-পরয়োৱেব গুহাপ্রবেশ-ব্যপদেশৌ
দৃশ্যতে ।

পরমান্নানস্তাবৎ “তং দুর্দশং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরবেষ্ঠং
পূরাণম্ । অধ্যাত্মবোণাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি”

একই প্রকরণে পঠিত হওয়ায় পূর্বোক্ত ‘অভা’ও সেই জীবই হইতে পাবে (পবদেখর নহে) ।
এই শব্দা নিরাসার্থ কথিত হইতেছে—“গুহাং প্রবিষ্টৌ” ইত্যাদি ।

প্রাণ ও জীব কিংবা বুদ্ধি ও জীব, কখনই গুহাপ্রবিষ্ট, ঋতপান কর্তা বলিয়া উক্ত হইতেছে
না ; পরন্তু, জীব ও পরমান্নাই ঐরূপে নিদিষ্ট হইতেছে । কারণ ?—সেইরূপই দেখিতে পাওয়া
যায়,—এই প্রকরণে জীব ও পরমান্নারই গুহা প্রবেশের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে । প্রথমতঃ ‘ধীর
ব্যক্তি অধ্যাত্ম-বোণা অধিগত হইয়া দুর্দর্শ (যাহাকে চুখে দেখা যায়ইতে পারে), গূঢ়, সর্ব-

[কঠো ১।২।১২] ইতি । জীবন্ত্যাপি “যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিত্তির্দেবতাময়ী ।
 গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত” [কঠো ২।৪।৭] ইতি । কশ্ম-
 ফলান্ভীতি অদিতিজীব উচ্যতে । প্রাণেন সম্ভবতি(*)—প্রাণেন সহ বর্ততে ।
 দেবতাময়ী—ইন্দ্রিয়াধীনভোগা । গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী—হৃদয়পুণ্ডরীকাদর-
 বর্তিনী । (+) ভূতেভির্ব্যজায়ত—পৃথিব্যাদিভির্ভূতৈঃ সহিতা দেবাদিরূপেণ
 বিবিধা জায়তে । এবং চ সতি “ঋতং পিবন্তো” ইতি ব্যপদেশঃ ‘ছত্রিণো-
 গচ্ছন্তি’ ইতিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ । যদ্বা, প্রযোজ্য-প্রযোজকরূপেণ পানে
 কৰ্ত্তৃত্বং জীব-পরয়োরূপপদ্যতে ॥ ১ । ২ । ১১ ॥

ভূতে অনুপ্রবিষ্ট, গুহাস্থিত, সূতবাং হৃদয়ে, সেই নিত্যসিদ্ধ প্রকাশময় পবমাত্মাকে দশন করিয়া
 হর্ষ বিষাদ, উভয়ই ত্যাগ করেন ।’ এ স্থানে পবমাত্মাব গুহাস্থিতত্ব নির্দেশ আছে ; তাহাব পব
 ‘সৰ্বদেবতাময়ী যে অদিতি প্রাণেব সহিত সম্ভূত হয়, এবং গুহায় প্রবেশপূৰ্ব্বক অবস্থিত কবে,
 এবং যিনি ভূতবর্গের সহিত জন্মলাভ করিয়া থাকে ।’ এখানে জীবের ও পুথক নির্দেশ বহিরাছে ।
 কশ্মফল ভক্ষণ করে বলিয়া জীবই এখানে ‘অদিতি’ পদে কথিত হইতেছে । ‘প্রাণের সহিত
 সম্ভূত হয়’ অর্থ—প্রাণেব সহিতবর্তমান থাকে । ‘দেবতাময়ী’ অর্থ—বাহাব ভোগ ইন্দ্রিয়াধীন ।
 ‘গুহাতে প্রবিষ্ট ইয়া অবস্থিত’ কথাব অর্থ—হৃৎপদমধ্যে বর্তমান । ‘ভূতেভিঃ ব্যজায়ত’ অর্থ—
 পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবর্গের সহিত দেবাদি নানাবিধ আকাবে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এইরূপ
 অর্থই যখন স্থির হইল, তখন “ঋতং পিবন্তো” (উভয়ে কশ্মফল পান কবে), এই দ্বিঘটন নির্দেশও
 ‘ছত্রধারী লোক সমূহ গমন করিতেছে’ ইহাব স্থায় বৃত্তিতে হইবে । অথবা, প্রযোজকরূপে
 অর্থাৎ পরমাত্মার প্রেবণায়ই জীবগণ ভোগ করিয়া থাকে, এইজন্ত জীব ও পরমাত্মা উভয়েতেই
 কৰ্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে (†) ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

(*) সম্ভবতাত ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) ভূতভেতি ইতি (ক) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—“ঋতং পিবন্তো” এখানে “পিবন্তো” এই দ্বিঘটন থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত বাক্যে
 নির্দিষ্ট উভয়েই কশ্মফল ভোগ করিয়া থাকে । এখন ঐ বাক্যে দ্বিঘটনের সাহায্যে যদি জীব ও পরমাত্মা,
 উভয়েরই গ্রহণ করা হয় ; তাহা হইলে জীবের পক্ষে পানকৰ্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হইলেও পরমাত্মার পক্ষে তা পানকৰ্ত্তৃত্ব
 সম্ভব হইতে পারে না ; কেন না, “অনন্তম্ অমৃতম্ ঋত্যা কশ্মীতি” এই ঋতি পরমাত্মার পানকৰ্ত্তৃত্ব নিষেধ
 করিতেছেন । এই অপসিদ্ধিগুণার্থ ভাষ্যকার ছত্রা’ স্থায়ের উল্লেখ করিয়াছেন । সেই স্থায়টী এইপ্রকার—
 একদিকে বহুলোক যাইতেছে, তন্মধ্যে অনেকের মস্তকে ছত্র আছে, কিন্তু সকলের মস্তকে নাই । এ অবস্থায়ও
 লোকে ‘ছত্রিগণ যাইতেছে’ বলিয়া ছত্রধারী ও তত্তির সকলকেই একদিকে ‘ছত্রা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ;
 তদ্রূপ এখানেও জীবই কেবল পানকর্তা হইলেও আর পরমাত্মা পান না করিলেও জীবের কৰ্ত্তৃত্ব লইয়াই একদিকে
 উভয়কে পানের কৰ্তা—‘পিবন্তো’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ॥

একান্তরূপেও দ্বিঘটনের উপপত্তিসাধনোদ্দেশে ভাষ্যকার যুক্তি দিতেছেন যে, পরমাত্মা স্বয়ং কশ্মফল পান
 করেন না সত্য, কিন্তু জীবকে তিনিই কশ্মফল ভোগ করান, তাহার নিম্নোগামুসারেই জীব স্বীয় কশ্মফল ভোগে
 সৰ্ব্ব্ব হয় ; হুতরাজ জীবের ভোগে পরমাত্মাই প্রযোজক ; প্রযোজককেও কৰ্তা বলা যাইতে পারে, এই কারণে
 দ্বিঘটনের দ্বারা জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই পানের কৰ্তা (পিবন্তো) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

বিশেষণাচ্চ ॥১১২।১২॥

[পদচ্ছেদঃ বিশেষণাৎ (বিশেষরূপে কথন হেতু) চ (ও) [ব্রহ্মই অস্তা] ।]

[সবলার্থঃ—ইতচ্চ গুহাং প্রবিষ্টৌ জীব-পবমাত্মানৌ, ন পুনঃ বুদ্ধি-জীবৌ ; প্রাণ-জীবৌ বা ; কুতঃ ? বিশেষণাৎ “ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” ইত্যাদৌ জীবস্ত, “সোহংধ্বনঃ পার-মাপ্নোতি, তদ্বিশেষাঃ পরমং পদম্ ।” ইত্যাদৌ পবমাত্মনশ্চ বিশেষ্য নির্দেশাৎ । অতঃ ‘অস্তা’ অত্র পরমাত্মৈব গ্রাহ্য ইত্যশয়ঃ ।

[এই কারণেও গুহাপ্রবিষ্ট দুইটিকে জীব ও পবমাত্মা বলিয়াই বৃত্তিতে হইবে ;] কাৰ্ণ ? ‘বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী পুরুষ) জন্মেও না, মরেও না ;’ ইত্যাদি স্থলে জীবের এবং ‘সেই লোকই বিষ্ণু’ সেই পবম পদরূপ সংসার-পথেব শেষে প্রাপ্ত হয় ।’ ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মার বিশেষভাবে নির্দেশ রহিয়াছে । অতএব এখানে ‘অস্তা’ পদে পবমাত্মাকেই বৃত্তিতে হইবে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

অগ্নিন্ প্রকরণে জীব-পরমাত্মানাবাব উপাস্তাত্তোপাসকত্ব-প্রাপ্যত্বপ্রাপ্ত্ব-বিশিষ্টৌ সর্বত্র প্রতিপাদ্যেতে । (*) তথাহি—“ব্রহ্মজজ্ঞঃ দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি” [কঠং ১।১।১৩] ইতি । ব্রহ্মজজ্ঞঃ—জীবঃ, ব্রহ্মণো জাতত্বাং জ্ঞত্বাচ্চ । তং দেবমীড্যং বিদিত্বা—জীবাত্মান-মুপাসকং ব্রহ্মাত্মকত্বেনাবগম্যেত্যর্থঃ । তথা—“যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং । অভয়ং তিষ্ঠীতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি” [কঠং ১।৩।২] ইত্যুপাস্তঃ পরমাত্মোচ্যেতে । নাচিকেতং—নাচিকেতস্ত কৰ্ম্মণঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ । “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ” [কঠং ১।৩।৩] ইত্যাদিনোপাসকো জীব উচ্যেতে । তথা “বিজ্ঞানসারথিৰ্যন্ত মনঃ-

এই প্রকরণে পরমাত্মাই উপাস্ত ও প্রাপ্যরূপে, আব জীবাত্মাই তাহার উপাসক ও প্রাপক-রূপে সর্বত্র নির্দিষ্ট হইয়াছেন । দেখ,—‘স্ববনীয়, প্রকাশমান, ব্রহ্মজজ্ঞানী—জীবকে অবগত হইয়া এবং উপাসনা কবিয়া নিরতিশয় শান্তি লাভ কবেন’ ইতি । ‘ব্রহ্মজজ্ঞ’ অর্থ—জীব ; কারণ, জীব ব্রহ্ম হইতে জাত এবং জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান্ । ‘স্ববনীয় সেই দেবকে জানিয়া’ ইহার অর্থ—উপাসক জীবকে ব্রহ্মস্বরূপে অবগত হইয়া । সেইরূপ ‘যিনি যজ্ঞকাবিগণের সেতু স্বরূপ (বিভিন্ন প্রকার ফলপ্রদাতা), এবং যিনি ভবসাগরের পাবগমনেচ্ছুকদিগের অভয়প্রদ, অক্ষর পরব্রহ্ম ; ‘নাচিকেত’ কৰ্ম্মলভ্য সেই ব্রহ্মকেও আমবা জানিতে সমর্থ হইতে পারি ।’ এখানে পরমাত্মাই উপাস্ত-রূপে উক্ত হইতেছেন । ‘নাচিকেত’ অর্থ—নাচিকেত কৰ্ম্মের ফলরূপে প্রাপ্য । ‘আত্মাকে রথী (বথে অধিষ্ঠিত) এবং শরীরকে রথ বলিয়াই জানিবে ।’ ইত্যাদি বাক্যে উপাসক জীবের নির্দেশ করা হইয়াছে । সেইরূপ ‘বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যাহার সারথি, এবং মন যাহার প্রগ্রহ

(*) ‘ক’পুস্তকে ‘ওধাহি’ পাঠো নাহি ।

প্রগ্রহবান্ নরঃ । সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি—তদ্বিষোঃ পরমং পদম্” [কঠ০ ১।৩।৯] ইতি প্রাপ্যপ্রাপ্তারো অভিধীয়েতে জীব-পরমাত্মানো । ইহাপি “চ্ছায়াতপো” [কঠ০ ১।৩।১] ইত্যজ্ঞত্ব-সর্বজ্ঞত্বাভ্যাং তাবেব বিশিষ্য ব্যপদিশ্যেতে ।

অথ স্মাৎ, “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে” [কঠ০ ১।১।২০] ইতি জীবস্বরূপ-যথাত্ম্যপ্রশ্লোপক্রমত্বাৎ সর্ব-মিদং প্রকরণং জীবপরমিতি প্রতীয়তে—ইতি । নৈতদেবম্, ন হি জীবস্ত দেহাতিরিক্তস্থাস্তিত্ব-নাস্তিত্বশঙ্কয়াং প্রশ্নঃ, তথা সতিপূর্ববরদ্বয়-বরণা-নুপপত্তেঃ ।

তথা হি—পিতুঃ সর্ববেদস-দক্ষিণাক্রতুসমাধিওবেলায়াং দীয়মানদক্ষিণা-বৈগুণ্যেন ক্রতুবৈগুণ্যং মন্যমানেন কুমারেণ নচিকেতসা আস্তিক্যত্রেসরেণ স্বাত্মদানেনাপি পিতুঃ ক্রতুসাদৃশ্যমিচ্ছতা “কস্মৈ মাং দাস্তাসি” [কঠ০ ১।১।৪] ইত্যসকৃৎ পিতরং পৃষ্ঠবতা স্বানর্বন্ধরূপিত্ববচনাৎ যুত্ব্য সদনং প্রবিষ্টেন স্বসদনাৎ প্রোযুষি যমে তদদর্শনাৎ তত্র তিস্রো রাত্রীরাপোযুষা

(লাগাম), সেই পুণ্যই বিষুব পবন পদস্বরূপ পথেব শেষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।’ এই শ্রুতি জীবকে প্রাপক এবং ঈশ্বরকে তৎপ্রাপ্য বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । এখানেও ‘ছায়া’ ও ‘আতপ’ শব্দ দ্বাৰা অজ্ঞত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব বিশিষ্টরূপে সেই জীব ও পরমাত্মাকেই বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা হইতেছে ।

শব্দা হইতে পাবে যে, ‘মনুষ্য মবিলে পব একটা সংশয় হইয়া থাকে—কেহ বলেন, আত্মা থাকে, আবার কেহ বলেন, না—আত্মা থাকে না, (দেহেব সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়)।’ এইরূপে জীবের স্বরূপগত যথাযথভাবে বিষয়ে যখন প্রশ্নের উপক্রম করা হইয়াছে ; তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই সমস্তটা প্রকরণই জীবানিরূপণপর, (পবমাত্মপব নহে) । না—ইহা একরূপ নহে ; কেন না, দেহাতিরিক্ত জীবাত্ম্যাব অস্তিত্ব নাস্তিত্ব শঙ্কায় যে, এই প্রশ্ন হইয়াছে ; তাহা নহে ; কারণ, তাহা হইলে পূর্ববর্তী ববদ্বয়ের প্রার্থনা উপপন্ন হয় না ।

দেখ, পিতার সর্বস্ব-দক্ষিণায়ুক ‘বিখজিৎ’ যজ্ঞের সমাপ্তি সময়ে—যে সমস্ত দক্ষিণা প্রদত্ত হইতেছিল, তাহাতে যজ্ঞের বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) মনে করিয়া আন্ত্রিক্যপ্রগণ্য কুমার নচিকেতা আপনাকেও দক্ষিণারূপে দান করিয়া যজ্ঞের সদ্গুণতা বা পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং ‘আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন’, অত্যন্ত আগ্রহসহকারে এই কথা পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । [তাহার আগ্রহাতিশয় দর্শনে পিতা ক্রুদ্ধ

স্বোপবাসভীত-তৎপ্রতিবিধানপ্রবৃত্ত-মৃত্যুপ্রদত্তে বরত্রয়ে আস্তিক্যান্তি-
রেকাৎ প্রথমেণ বরেণ স্বাত্মানং প্রতি পিতৃঃ প্রশাদো বৃতঃ; এতচ্চ সর্বং
দেহাতিরিক্তমাত্মানমজানতো নোপপদ্যতে । দ্বিতীয়েণ চ বরেণোত্তীর্ণ-
দেহাত্মানুভাব্যফল-সাধনভূতান্নিবিষ্টা বৃত্তা; তদপি দেহাতিরিক্তাত্মান-
ভিজ্ঞস্তা ন সম্ভবতি । অতস্তৃতীয়েণ বরেণ যদিদং ত্রিয়েতে “যেয়ং প্রেতে
বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকো নায়মস্তীতি চৈকে । এতদ্বিগ্ণামনুষিক্ত-
জ্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়েঃ” [কঠো ১.১.২০] ইতি; অত্র পরমপুরুষার্থ-
স্বরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণ-মোক্ষবাথ্যাত্ম্যবিজ্ঞানায় তদুপায়ভূত-পরমাত্মো-
পাসন-পরাবরাহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসয়ায় প্রশ্নঃ ক্রিয়তে । এবং চ “যেয়ং প্রেতে”
ইতি ন শরীরবিরোগমাত্ৰাভিপ্রাণং, অপি তু সর্ববন্ধবিনির্মোক্ষাভিপ্রাণম্ ।
যথা “ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” ইতি । অয়মর্থঃ—মোক্ষাধিকৃতে মনুষ্যে
প্রেতে সর্ববন্ধবিনির্মুক্তে তৎস্বরূপবিষয়া বাদিবিপ্রতিপত্তিনিমিত্তা অস্তি-

হইয়া বলিলেন, ‘তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম’ ।] তাহাব নির্ভর্য্যাক্রান্তিশয়ে ক্রুদ্ধ পিতার
আদেশানুসাবে নচিকেতা যমালয়ে গমন করিলেন, এবং প্রবাসগত যমকে সেখানে দেখিতে না
পাইয়া ত্রিবাহু উপবাস করিয়া বহিলেন । শেষে স্বগৃহে প্রত্যাগত যমবাহু তাহাব উপবাস
বাহ্য শব্দে ভীত হইয়া তৎপ্রতিকাব মানসে নচিকেতাকে তিনটি বব প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত
হইলেন । তখন নচিকেতা আস্তিক্যান্তিশয় হেতু প্রথম ববে আপনাব প্রাত পিতাব পসন্নতা
প্রার্থনা করিলেন । যে লোক দেহাতিরিক্ত আত্মাকে জানে না, তাহাব পক্ষে কখনই এ সমস্ত
ব্যাপার উপপন্ন হইতে পারে না । দ্বিতীয় ববেও—দেহোত্তীর্ণ আত্মাব [লোকান্তবে] অনুভব-
যোগ্য ফলের সাধনীভূত অগ্নিবিষ্টা প্রার্থিত হইয়াছে; তাহাও দেহাতিরিক্ত আত্মানভিজ্ঞেব
পক্ষে সম্ভবপব হয় না । আত্ম তৃতীয় ববে যে, ‘মনুষ্য মরিলে পব এই যে একটা সংশয়—
কেহ কেহ বলেন আত্মা আছে; কেহ কেহ বলেন আত্মা নাই; তোমাব উপদেশপ্রাপ্ত
হইয়া আমি ইহা জানিতে চাই; ইহাই আমাব ববত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় বব ।’ এই বিষয়
প্রার্থিত হইয়াছে, ইহাও কেবল পবম পুরুষার্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহারই যথার্থতা
অবগতির নিমিত্ত সেই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়ভূত ব্রহ্মোপাসনার্থই পরাবর আত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন
করা হইয়াছে । এইরূপ সিদ্ধান্তই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে কেবল শরীর-সম্বন্ধ বিয়োগেই যে,
“যেয়ং প্রেতে” এই কথাব অভিপ্রায়, তাহা নহে; পরন্তু জীবের সর্বপ্রকার বন্ধবৎসেই উহার
প্রকৃত অভিপ্রায় । ‘প্রয়াণের পর আব সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না’ । এই বাক্যই ঐরূপ
অভিপ্রায় নির্ণয়ের দৃষ্টান্ত স্থল । [ঐ বাক্যের অর্থ এইরূপ—মোক্ষলাভে অধিকারী পুরুষ প্রেত
হইলে সর্ব-প্রকার বন্ধ হইতে নিম্মুক্ত হইলে তাহার স্বরূপ-বিষয়ে বাদিগণের যে পরস্পর মতভেদ

নাস্ত্যাত্মিকা যেয়ং বিচিকিৎসা, তদপনোদনায় তৎস্বরূপ-যাথাখ্যং ত্বয়া
অনুশিষ্টোহং বিদ্যাং— জানীয়াম্—ইতি । তথা হি বহুধা বিপ্রতিপদ্যন্তে—

কেচিৎ বিত্তিমাত্রস্তাত্মনঃ স্বরূপোচ্ছিদ্রিলক্ষণং মোক্ষমাচক্ষতে । অন্যে
বিত্তিমাত্রৈশ্চৈব সতোহবিদ্যাস্তময়ম্ । অপরে পাষণকল্পস্তাত্মনো জ্ঞানাভ-
শেষবৈশেষিকগুণোচ্ছেদলক্ষণং কৈবল্যরূপম্ । অপরে তু—অপহত-
পাপানং পরমাত্মানমভ্যুপগচ্ছন্তস্তৈবোপাধিসংসর্গনিমিত্ত-জীবভাবস্তা-
পাধ্যপগমেণ তদ্ভাবলক্ষণং মোক্ষমতিষ্ঠন্তে । ত্রয়ান্ত-নিমগ্নতাস্ত-
নিগিলজগদেককারণস্যশেষেহয়-প্রত্যন্যকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপস্য স্বাভা-
বিকানবধিকৃতিশায়াসংস্থায়-কল্যাণগুণাকরস্য সকলেতরবিলক্ষণস্য সর্বাত্ম-
ভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতস্য অনুকূলাপরিচ্ছিন্ন-
জ্ঞানস্বরূপস্য পরমাত্মানুভবৈকরসস্য জীবস্তানাদিকন্মরূপাবিচ্ছা-তিরোহিত-
স্বরূপস্য অবিচ্ছোচ্ছেদপূর্ব্বকস্বাভাবিক-পরমাত্মানুভবমেব মোক্ষমাচক্ষতে ।
তত্র মোক্ষস্বরূপং তৎসাদনং চ ত্বৎপ্রসাদাদ্ বিদ্যামিতি নচিকেতসা পৃষ্ঠো

নিবন্ধন অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি সংশয় বহিয়াছে, সেই সংশয় নিবারণার্থ তোমার উপদেশ লাভ করিয়া
আমি তাহাব স্বরূপগত বস্তুত্ব জানিব । দেখ, [এ বিষয়ে বাদিগণ] বহুবিধ বিবোধ করিয়া
থাকেন ।]

কেহ কেহ কেবলই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার স্বরূপোচ্ছেদকে মোক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।
অপর সকলে, বলেন আত্মা জ্ঞানস্বরূপট বটে, তাহাব আবিষ্টা-ধ্বংসই মোক্ষ । অপব সকলে
বলেন, আত্মা পাষণসদৃশ (অবিকারী), তাহাব জ্ঞানাদি বিশেষ গুণ সমূহেব সমুচ্ছেদই
কৈবল্য (মোক্ষ) । আবার অপব কেহ কেহ পবমাত্মাকে ‘অপহতপাপা’ স্বীকার করিয়া
আবার তাহাবই উপাধি বিগমেব সঙ্গে সঙ্গে উপাধিক জীবভাব নিবৃত্তির পর যে সেই পবমাত্ম-
ভাব প্রাপ্তি, তাহাকে মোক্ষ বলিয়া অঙ্গীকার করেন । কিন্তু, বাহাদেব বুদ্ধি বেদান্তশাস্ত্রানুশীলনে
পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে ; তাহাবা (সম্প্রদায়গণ) বলেন, জীব হইতেছে সর্বজগৎকে
একমাত্র কাবণ, সর্বপ্রকার ত্রয়গুণবিবোধী সর্বাধিক জ্ঞান ও আনন্দমাত্রস্বরূপ, যাহাব অবধি
(সীমা) ও অতিশয় নাই, স্বভাবসিদ্ধ তাদৃশ অসংখ্য কল্যাণময় গুণের আকর স্বরূপ, অপব
সর্বপদার্থবিলক্ষণ, এবং সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মের শরীর ; সূত্রবাং প্রকার বা বিশেষণ
স্বরূপ ; অন্তকূল ও অপবিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ এবং একমাত্র পরমাত্মানুভবপর্যায় সেই জীবের
প্রকৃত স্বরূপটী অনাদি কন্মময় অবিচ্ছা দ্বারা তিরোহিত হইয়া থাকে ; আবার অবিচ্ছা-সমুচ্ছেদে
যে, তাহার সেই স্বাভাবিক পরমাত্মভাবের অমুভব, সেই অমুভবই মোক্ষ ।

তন্মধ্যে ‘মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপ ও তাহাব সাধনতত্ত্ব তোমার অমুগ্রহে জানিব’ এই কথা—

মৃত্যুঃ তস্যার্থস্য তুরববোধপ্রদর্শনেন বিবিধভোগবিতরণ-প্রলোভনেন চ
এনং পরীক্ষ্য যোগ্যতামভিজ্ঞায় পরাবরাত্তত্ব-বিজ্ঞানং পরমাত্মোপাসনং
তৎপদপ্রাপ্তিলক্ষণং মোক্ষং চ “তং হৃদর্শং গুঢ়মনুপ্রবিষ্টম্” [কঠং
১।২।১২] ইত্যারভ্য “সোহধ্বনঃ পারমাত্মোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্”
[কঠং ১।৩।৯] ইত্যন্তেনোপদিষ্ট্য তদপেক্ষিতাংশ্চ বিশেষান্ উপদিদেশ,
ইতি সর্বং সমঞ্জসম্ । অতঃ পরমাত্মবাস্তেতি সিক্তম্ ॥ ১।২।১২ ॥

[দ্বিতীয়ম্ ‘অত্রাধিকরণং’ সমাপ্তম্ ।]

[অন্তরাধিকরণম্] অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরঃ (অভ্যন্তরে অবস্থিত) [পরমাত্মা], উপপত্তেঃ (যেহেতু উপপত্তি হয়) ।]

[সবলার্থঃ—“য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে ; এষ আত্মেতি হোবাচ—এতদমৃতমভয়মেতদ
ব্রহ্ম ।” ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতৌ য এষঃ অক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ শ্রীয়েত, এষ কি প্রতিবিষয়কঃ ? উত
চক্ষুরধিষ্ঠাত্রী দেবতা ? কিংবা জীবাত্মা ? অথবা পবমাত্মা ? ইতি সংশয়ে উত্তরমাহ—অন্তরঃ
অক্ষিমধ্যস্থঃ পুরুষঃ পরমাত্মা এব, ন পুনঃ প্রতিবিষয়াদিঃ । কূতঃ ? তত্রোক্তানাং অমৃতভয়-
ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং পবমাত্ম্যেবোপপত্তেঃ, প্রতিবিষয়াদিষু চানুপপত্তেঃ । নহি প্রতিবিষয়াদয়ঃ
অমৃতভয়ধর্ম্মাণো ভবিতুমর্হন্তি ; পরমাত্মা তু নিতরামেব তত্রোক্তান্ ধর্ম্মান্ অধিকরোতি ; অতঃ
পরমাত্মৈব অক্ষ্যন্তবঃ পুরুষঃ, নাশ্চইতি ভাবঃ ।

তিনি বলিলেন—“এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও
অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম ।” এই বাক্যে যে, অক্ষিমধ্যে পুরুষ পবিশ্রুত হইতেছে, ইনি কি
চক্ষুর মধ্যে পতিত বাহ্য বস্তু প্রতিবিষয় ? কিংবা চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ? অথবা জীব ?
অথবা পরমাত্মা ? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, চক্ষুর মধ্যস্থ এই পুরুষ নিশ্চয়ই পরমাত্মা,
প্রতিবিষয়াদি নহে ; কারণ, এখানে অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্মের উল্লেখ
আছে ; পরমাত্মাতেই তৎসমুদয়ের উপপত্তি হইতে পারে ; প্রতিবিষয় প্রভৃতিতে পারে না ;
অতএব পরমাত্মাই অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ, অপব নহে ॥১।২।১৩॥]

নচিকেতাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া—মৃত্যু (যম) প্রথমতঃ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের দুজ্জৈয়তা প্রদর্শন
ও বিবিধ ভোগপ্রদানের প্রলোভন দ্বারা পরীক্ষা করিয়া (নচিকেতা যথার্থই তত্ত্বজিজ্ঞাসু কি না,
ইহা পরীক্ষা করিয়া) নচিকেতার যোগ্যতা অবগত হইলেন ; অনন্তর, পর ও অবর আত্মতত্ত্বজ্ঞান,
ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের উপযোগী, ‘হৃদর্শ (হৃৎথে যাহাকে দর্শন করা যায়)
সর্বানুস্থ্যত ও নিগূঢ় সেই আত্মাকে,’ এই হইতে—‘সেই লোকই পথের শেষ বিষ্ণুর সেই পরম
পদ লাভ করেন’ এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা উপদেশ করিয়া সেই মোক্ষপ্রাপ্তির পক্ষে অপেক্ষিত বা
আবশ্যকীয় অগ্নিবিজ্ঞাদি বিশেষ বিশেষ বক্তব্য সমূহ উপদেশ করিয়াছিলেন । এইরূপ অর্থে বেশ
সামঞ্জস্যও রক্ষা হয় । অতএব এখানে পরমাত্মাই যে ‘অভা’ শব্দের অর্থ, তাহা প্রমাণিত
হইল ॥ ১।২।১২ ॥ [দ্বিতীয় অত্রাধিকরণ সমাপ্ত ।]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ—“য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে । এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতম্ (*)অভয়মেতদ্ ব্রহ্ম” [ছান্দো ৪ । ১৫ । ১] ইতি । তত্র সন্দেহঃ—কিময়মক্ষ্যাধারতয়া নির্দিষ্টমানঃ পুরুষঃ প্রতিবিশ্বাত্মা, উত চক্ষুরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাবিশেষঃ, উত জীবাত্মা, অথ পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? প্রতিবিশ্বাত্মেতি । কুতঃ ? প্রসিদ্ধবমির্দেশাৎ ; ‘দৃশ্যতে’ ইত্য-পরোক্ষাভিধানাচ্চ ; জীবাত্মা বা ; তস্মাপি হি চক্ষুষি বিশেষণে সমিধানাৎ প্রসিদ্ধিরূপপত্ততে । উন্মীলিতং হি চক্ষুরবীক্ষ্য জীবাত্মনঃ শরীরে স্থিতি-গতী নিশ্চিষ্যন্তি । “রশ্মিভিরেযোহস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ” [বৃহদা ৭।৫।১] ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ্যা চক্ষুঃপ্রতিষ্ঠো দেবতাবিশেষো বা ; এষেব প্রসিদ্ধবমির্দেশোপপত্তেরেযামন্যতমঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“অন্তর উপপত্তেঃ।”

অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মা । কুতঃ ? “এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতম্ (+)অভয়-

ছন্দোগগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—‘এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে ; ইনি আত্মা, ইনি অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইনিই ব্রহ্ম ।’ তাহাতে সন্দেহ এই যে, এই অক্ষিমধ্যগতরূপে নির্দিষ্ট পুরুষটি কি প্রতিবিশ্ব ? কিংবা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা কোনও দেবতাবিশেষ ? অথবা জীবাত্মা ? কিংবা পরমাত্মা ? কোন অর্থটি যুক্তিযুক্ত ? প্রতিবিশ্বই । কারণ ? যেহেতু প্রসিদ্ধের স্তায় নির্দেশ হইয়াছে ; বিশেষতঃ “দৃশ্যতে” (দেখা যায়) এইরূপ প্রত্যক্ষেরও উল্লেখ রহিয়াছে । অথবা, জীবাত্মাও হইতে পারে ; কেন না, চক্ষুতেই তাহার বিশেষভাবে সান্নিধ্য থাকায় [চক্ষুর্গতত্ব] প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে ; কারণ, সকলে চক্ষুর উন্মীলন দর্শন করিয়াই দেহে জীবাত্মার স্থিতি ও নিষ্ক্রমণ (জীবন-মরণ) নিশ্চয় করিয়া থাকে । অথবা, ‘এই সূর্য্য রশ্মি সমূহ দ্বারা ইহাতে (চক্ষুতে) অবস্থিত আছেন,’ এই শ্রুতি প্রসিদ্ধি অনুসারে চক্ষুঃস্থত দেবতাবিশেষও [এই পুরুষ] হইতে পারেন । [ফলকথা] ইহাদের পক্ষেই যখন প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশ সম্ভব হয়, তখন ইহাদের মধ্যেই কোন একটি [অক্ষিপুরুষ] হইবে । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—“অন্তরঃ উপপত্তেঃ” (*) ।

অক্ষির অভ্যন্তরস্থ পুরুষটি পরমাত্মা ; কারণ ? ‘তিনি বলিলেন—ইহাই আত্মা, ইহাই

(*) এতদমৃতম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(+) এতদমৃতম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণটি আরোপন হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত আট সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার রচনা প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“য এষোহক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই অক্ষিগত পুরুষ কি প্রতিবিশ্ব ? দেবতা ? জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রতিবিশ্বাদির মধ্যেই একটি হওয়া উচিত । (৪) উত্তর—না—পরমাত্মাই ঐ অক্ষি-পুরুষ, প্রতিবিশ্বাদি নহে ; কারণ ; পরমাত্মার পক্ষেই অনুভূতমতাদি ধর্মের সম্ভব হয় ; অন্তরঃ পক্ষে হয় না । (৫) সিদ্ধান্ত ও আরোপন—অতএব পরমাত্মাই ঐ অক্ষি-পুরুষ, এবং তাহার উপাসনার যোক্ত্য লাতই তাহার কল ।

মেতদব্রহ্মোতি, এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে । এতং হি সৰ্বানি বামান্তি-
সংযন্তি, এষ উ এব বামনিঃ ; এষ হি সৰ্বানি বামানি নয়তি । এষ উ
এব ভামনিঃ ; এষ হি সৰ্বেষু লোকেষু ভাতি” [ছান্দো ০ ৪।১৫।৩]
ইত্যেবাং গুণানাং পরমাত্মন্যেবোপপত্তেঃ ॥ ১।২।১৩ ॥

স্থানাদিব্যপদেশোচ্চ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থানাদিব্যপদেশাং (যেহেতু [পরমাত্মার] স্থানাদির উল্লেখ) চ (৩)
[আছে] ।]

[সবলার্থঃ—“যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্” ইত্যাদৌ পরমাত্মন এব স্থিতি-নিয়মনাদিধৰ্ম্মাণাং ব্যপদেশা-
দপি অয়ং অক্ষিপুরুষঃ পবমাত্মৈব, নহন্ত ইত্যর্থঃ ।

বিশেষতঃ ‘যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত [চক্ষুকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন],’ ইত্যাদি
স্থলে চক্ষুতে অবস্থান ও নিয়মিত কবণ প্রভৃতি ধৰ্ম্মসমূহ পবমাত্মাতে নির্দিষ্ট থাকায়, এই
অক্ষিপুরুষও পরমাত্মাই, অপব কেহ নহে ॥১২॥১৪॥]

চক্ষুষি স্থিতি-নিয়মনাদয়ঃ পরমাত্মন এব “যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্” [বৃহদা ০
৫।৭।১৮] ইত্যেবমাদৌ ব্যপদিশ্যন্তে । অতশ্চ “য এষোহক্ষিণি পুরুষঃ”
[ছান্দো ০ ৪।১৫।১] ইতি স এব প্রতীয়তে । অতঃ প্রসিদ্ধবন্নির্দেশশ্চ
পরমাত্মনি উপপদ্যতে । তত এব ‘দৃশ্যতে’ ইতি সাক্ষাৎকারব্যপদেশোহপি
যোগিভির্দৃশ্যমানত্বাপপদ্যতে ॥ ১।২।১৪ ॥

অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম । ইহাকে ‘সংযদ্বাম’ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ; সমস্ত
বাম অর্থাৎ প্রতিকূল কৰ্ম্ম ইহাতে বিলীন হয় । ইহাই ‘বামনি’ ; কারণ, ইহাই সমস্ত প্রতিকূল
কৰ্ম্ম প্রাপ্ত করান । ইহাই ‘ভামনি’ ; কেন না, ইহাই সমস্ত লোকে দীপ্তি পাইয়া থাকেন ।
পরমাত্মাতেই উক্ত গুণসমূহের উপপত্তি হয় ॥১২॥১৩॥

‘যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত [চক্ষুকে নিয়মিত করেন],’ ইত্যাদিস্থলে পরমাত্মারই চক্ষুতে
অবস্থিতি ও নিয়মিতকবণ প্রভৃতি ধৰ্ম্ম নির্দিষ্ট আছে । এই কারণেও প্রতীতি হইতেছে যে,
‘এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ’, এই বাক্যে সেই পরমাত্মাই [নির্দিষ্ট হইয়াছেন] । এই কারণেই
প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশও পরমাত্মাতেই উপপন্ন হইতেছে, এবং সেই নিমিত্তই যোগিজ্ঞানের দৃশ্য
হন বলিয়া “দৃশ্যতে” (দেখা যায়) এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখও উপপন্ন হইতেছে ॥১২॥১৪॥]

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সুখবিশিষ্টাভিধানাং (সুখবিশিষ্ট বা সুখ বলিয়া কখন হেতু) এব (অবধারণে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—“প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইত্যাদৌ প্রকৃতস্ত অক্ষিস্থস্ত পরন্তুৈব ব্রহ্মণঃ সুখবিশিষ্টতয়া উপাস্ত্বাভিধানাদপি পবমান্নৈবায়ম্ অক্ষ্যাধারঃ পুরুষ ইতি অবধার্যতে, নতুতঃ।]

‘প্রাণই ব্রহ্ম, ক—সুখস্বরূপী ব্রহ্ম, খ—আকাশরূপী ব্রহ্ম’, ইত্যাদি স্থলে প্রস্তাবিত অক্ষিগত পরমাত্মাকেই সুখবিশিষ্টরূপে উপাসনা কবিতে বলা হইয়াছে; এই কারণেও পরমাত্মা ভিন্ন আব কেই এই অক্ষিগত পুরুষ হইতে পারে না ॥১২।১৫ ॥]

ইতচ্চাক্ষ্যাধারঃ পুরুষোত্তমঃ “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” [ছান্দো. ৪।১৩।৫] ইতি প্রকৃতস্ত সুখবিশিষ্টস্ত ব্রহ্মণ উপাসনস্থানবিধানার্থং সংযদ্বামত্ৰাদিগুণবিধানার্থং চ “য এষোহক্ষিণি পুরুষঃ” [ছান্দো. ৪।১৫।১] ইত্যভিধানাং। এবকারো নৈরপেক্ষ্যং হেতোর্গোতয়তি।

ননু, অগ্নিবিদ্যাব্যবধানাং “কং ব্রহ্ম” (*) ইতি প্রকৃতং ব্রহ্ম নেহ সম্মিধতে। তথা হি—অগ্নয়ঃ “প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইতি ব্রহ্ম-বিদ্যামুপদিষ্ট্য “অথ হৈনং গার্হপত্যোহনুশাসন” ইত্যারভ্যাগ্নীনাং উপাসন-

এই কাৰণেও পুরুষোত্তমই (ভগবানই) অক্ষিগত পুরুষ ; কেন না, ‘ব্রহ্ম ক-স্বরূপ (সুখ-বিশিষ্ট), এবং ব্রহ্ম খ আকাশস্বরূপ’ (৮৭) এই স্থলে সুখবিশিষ্টরূপে অভিহিত ব্রহ্মেবই উপাসনায়োগ্য স্থানবিধানার্থ এবং ‘সংযদ্বামত্ৰ’ প্রভৃতি (উপাসনাসূক্ল) গুণবিধানার্থ—‘এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ,’ এই বাক্য কথিত হইয়াছে। ‘এব’ শব্দটা হেতুর নিরপেক্ষত্ব প্রকাশ করিতেছে; অর্থাৎ একমাত্র এই ‘সুখবিশিষ্টত্ব’ হেতু দ্বারাই অক্ষিপুরুষের পরম পুরুষত্ব প্রমাণিত হইতে পারে।

ভাল, অগ্নিবিদ্যা দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় “কং ব্রহ্ম” বাক্যোপদিষ্ট ব্রহ্ম ত এখানে সম্মিহিত হইতে পারেন না। দেখ—অগ্নিত্রয় প্রথমতঃ ‘ব্রহ্ম প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্ম কস্বরূপ, ব্রহ্ম খস্বরূপ,’ এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া ‘অনন্তর গার্হপত্য অগ্নি ইহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন,’

(*) খং ব্রহ্মইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ।

(†) তাৎপৰ্য্য—‘ক’ অর্থ—সুখ—আনন্দ। ‘খ’ অর্থ—আকাশ। প্রথমে ‘ক’ শব্দে ব্রহ্মকে সুখবিশিষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়া ত্রুটি মনে করিলেন যে, সাধারণ লোকে এই ‘ক’ শব্দে লৌকিক সুখ—ইন্দ্রিয়-জনিত আনন্দ অর্থও বুঝিতে পারে, তাই পুনর্বার ‘খ’ শব্দের প্রয়োগ করিলেন। আকাশ স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন মহান, লৌকিক সুখ সাময়িক ও সীমাবদ্ধ; সুতরাং ‘খ’ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় ঐ ‘ক’ শব্দোক্ত সুখ কখনই লৌকিক সুখ হইতে পারে না। অতএব, ইহাকে নিত্য আনন্দ স্বরূপই বুঝিতে হইবে।

মুপদিদিশুঃ । নচাগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাক্রমিতি শক্যং বক্তুন্মু; ব্রহ্মবিদ্যা-
ফলানন্তর্গত-তদ্বিরোধিসর্ব্বায়ুঃপ্রাপ্তি-সম্ভত্যবিচ্ছেদাদিফলশ্রবণাৎ ।

উচ্যতে—“প্রাণো ব্রহ্ম,” “এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম” [ছান্দো০ ৪।১৫।
৩] ইত্যুভয়ত্র ব্রহ্মসংশকনাৎ, “আচার্য্যাস্তু তে গতিং বক্তা” [ছান্দো০
৪।১৫।১] ইত্যগ্নিবচনাচ্চ গতু্যপদেশাৎ পূর্ব্বং ব্রহ্মবিদ্যায়া অসমাপ্তোঃ,
তন্মধ্যগতাগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাক্রমিতি নিশ্চীযতে । “অথ হৈনং গার্হপত্যোহ-
নুশশাস” [ছান্দো০ ৪।১১।১] ইতি ব্রহ্মবিদ্যাধিকৃতশ্চৈবাগ্নিবিদ্যোপ-
দেশাচ্চ ।

এই হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিসমূহেব উপাসনাই উপদেশ করিয়াছিলেন । (†) আর
এই অগ্নিবিদ্যা যে, ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কেন না, অগ্নিবিদ্যায় সম্পূর্ণ
আয়ুঃপ্রাপ্তি ও সত্যতির অবিচ্ছেদরূপ যে ফল শ্রুত হইতেছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা-ফলের অন্তর্গত
নহে, বরং তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী; অথচ অঙ্গ ও অঙ্গীর ফল কখনই বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ হইতে
পাবে না; [কাজেই প্রকরণের ব্যবধান ঘটতেছে] ।

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে—যেহেতু ‘প্রাণই ব্রহ্ম’, ‘ইহাই অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং
ইহাই ব্রহ্ম’, এই উভয়স্থলেই ‘ব্রহ্ম’ শব্দের উল্লেখ হইতে এবং ‘আচার্য্য তোমাকে গতি (ব্রহ্ম
লাভের উপায়, উপদেশ করিবেন,’ এই অগ্নিবাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, ‘গতির’ উপদেশ
না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত হয় নাই; স্তত্রাং তন্মধ্যবর্ত্তী অগ্নিবিদ্যা যে, ঐ প্রস্তাবিত ব্রহ্ম
বিদ্যাবই অঙ্গ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে । বিশেষতঃ অনন্তর গার্হপত্যনামক অগ্নি তাহাকে
উপদেশ দিলেন,’ এখানেও ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী ব সম্বন্ধেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

(†) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের দশম খণ্ডে এই অগ্নি-বিদ্যা ও ব্রহ্ম-বিদ্যা বর্ণিত আছে—
উপকোসলনামক একজন ঋষিঃ মার সত্যকাম জাবাল ঋষির নিকট আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করত অগ্নিসেবা
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ষাটশ বৎসর চলিয়া গেল; অপরাপর শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহে
ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু উপকোসল সেই ভাবেই থাকিয়া অগ্নির পরিচর্যা করিতে লাগিলেন; গুরু তাহাকে গৃহে
যাইবার অনুমতি না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন, উপকোসল পিন্নমানে আগ্রহেই রহিলেন ।

এই অবস্থায় তাহার পরিচর্যাঃ পরিতুষ্ট অগ্নিত্রয় (গার্হপত্য, অঘাহার্য্যপচন (বক্ষিগাধি) ও আহবনীর)
উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন—উপকোসল! তুমি উত্তমরূপে আমাদের পরিচর্যা করিয়াছ; অতএব
তোমাকে আমরা তদ্ব্যাপদেশ দিতেছি; এই বলিয়া তাহারা ‘প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম ও থ ব্রহ্ম’ এই উপদেশ দিলেন ।
পরে অগ্নিত্রয় প্রত্যেকে আবার পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ করিয়া শেষ বলিলেন যে, ‘হ উপকোসল, আমরা এ
পর্য্যন্ত তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহা আমাদের বিদ্যাও (অগ্নি-বিদ্যাও) বটে, এবং আয়ুঃবিদ্যাও বটে; কিন্তু
“আচার্য্যস্তু গতিং বক্তা,” অর্থাৎ আচার্য্য তোমাকে প্রকৃত গতি (গন্তব্য পথ) উপদেশ করিবেন । অনন্তর,
গুরুবৎ গৃহে আসিয়া “ব এষাঃক্ষিণি পুরুষো দৃগুচে” ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত গতির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ।

কিঞ্চ, “ব্যাধিভিঃ (*) প্রতিপূর্ণোহস্মি” [ছান্দো ০ ৪।১০।৩] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্ত-নানাবিধ--কামোপহতিপূর্বক--গর্ভজন্ম-জরা-মরণাদি-ভবাময়াভিতপ্তায় (†) উপকোসলায় “এষা সোম্য তেহস্মদ্বিদ্ধা অগ্নিবিদ্যা চ” [ছান্দো ০ ৪।১৫।১] ইতি সমুচ্চিত্যোপদেশাৎ মোক্ষৈকফলাত্মবিদ্যাস্ত-মগ্নিবিদ্যায়াঃ প্রতীয়তে । এবং চান্দ্রেহবগতে সতি ফলানুকীৰ্ত্তনমর্থবাদ ইতি গম্যতে । নচাত্র মোক্ষবিরোধি ফলং কিঞ্চিং শ্রয়তে, “অপহতে পাপ-কৃত্যাং, লোকী ভবতি, সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্ জীবতি, নাস্তাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিংশ্চ লোকেহমুস্মিংশ্চ” [ছান্দো ০ ৪।১৩।২] ইত্যমীমাং ফলানাং মোক্ষাধিকৃতস্থানুগত্যাং । “অপহতে পাপকৃত্যাং” ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি পাপং কৰ্ম্ম অপহন্তি । “লোকীভবতি”—তদ্বিরোধিনি পাপে নিরন্তে ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি । “সর্বমায়ুরেতি”—ব্রহ্মোপাসনপরি-সমাপ্তেয়াবদায়ুরপেক্ষিতং, তৎসর্বমেতি । জ্যোগ্ জীবতি”—ব্যাধ্যাদিভি-রনুপহতঃ যাবৎব্রহ্মপ্রাপ্তি জীবতি । “নাস্তাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে”—অস্ম

আরও এক কথা, ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভাবে নানাপ্রকার কামনায় আক্রান্ত হইয়া গর্ভজন্ম, জরা, মরণাদিজনিত ব্যাধি ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে পরিতাপগ্রস্ত উপকোসলকে একসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ‘হে সোম্য, তোমার নিকট কথিত এই বিদ্যা অগ্নিবিদ্যাও বটে এবং আত্মবিদ্যাও বটে।’ এইরূপে একত্রোপদেশ থাকায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত অগ্নিবিদ্যাটি একমাত্র মোক্ষফলপ্রদ আত্মবিদ্যারই অঙ্গ, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে) । এইরূপে অগ্নিবিদ্যাব ব্রহ্মবিদ্যাস্তব্ধ অবধারিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, অগ্নিবিদ্যার যে, পৃথক্ ফলকীৰ্ত্তন, তাহা কেবল অর্থবাদমাত্র (বিদ্যার প্রশংসাপর বাক্যমাত্র) । তা’ ছাড়া, এখানে যে মোক্ষ-বিরোধী কোন ফলের প্রতি আছে, তাহাও নহে ; কেন না, ‘[বিদ্বান্] পাপ কৰ্ম্ম ধ্বংস করেন, প্রশস্ত লোক লাভ করেন, সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন, ঈহ্যর অধস্তন পুরুষেবা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, আমরা তাহাকে উপভোগ করিয়া থাকি ।’ এই সমস্ত ফল ত মোক্ষাধিকারী পুরুষেব পক্ষে অমুকূল বৈ প্রতিকূল নহে । “অপহতে পাপকৃত্যাং” কথার অর্থ—ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতিকূল পাপকৰ্ম্ম বিনষ্ট করিয়া ফেলে । “লোকী ভবতি” কথার অর্থ—প্রতিকূল পাপ বিনষ্ট হইয়া গেলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । “সর্বম্ আয়ুঃ এতি” কথার অর্থ—ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত করিবার জন্ত যে পরিমাণ আয়ুর প্রয়োজন, সেই পরিমাণ সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করে । “জ্যোগ্ জীবতি” কথার অর্থ—ব্রহ্মলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা

(*) পরিপূর্ণো’ ইতি (ক. পাঠঃ) ।

(†) ভবন্ত্যগোপতপ্তায়’ ইতি (ঘ) পাঠঃ । তস্মাতিঃপ্তায়’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

শিষ্যপ্রশিষ্যাদয়ঃ পুত্রপৌত্রাদয়োহপি ব্রহ্মবিদ এব ভবন্তি । “নাস্তাব্রহ্ম-
বিং কূলে ভবতি” [মুণ্ড০ ৩।২।৯] ইতি চ শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মবিদ্যাফলত্বেন
শ্রুয়তে । “উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিংশ্চ লোকেহমুস্মিংশ্চ”—বয়ম্ অগ্নয়ন্ত-
মেনমুপভুঞ্জামঃ—যাবদ্ব্য ক্রপ্রাপ্তি বিঘ্নেভ্যাঃ পরিপালয়াম ইতি । অতোহগ্নি-
বিদ্যায়া ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্বেন তৎসম্বন্ধানাবিরোধাৎ সূত্রবিশিষ্টং প্রকৃতমেব
ব্রহ্ম উপাসনস্থান-বিধানার্থং গুণবিধানার্থং চ উচ ।

ননু “আচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তা” ইতি গতিমাত্রপরিশেষণাদাচার্য্যেণ
গতিরবোপদেশেতি (চ) গম্যতে; তৎ কথং স্থান-গুণবিধার্থতোচ্যতে । তদ-
ভিধীয়তে—“আচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তা,” ইত্যশ্রায়মভিপ্রায়েঃ—ব্রহ্মবিদ্যা-
মনুপদিশ্য প্রায়ুষি গুরৌ তদলাভাদনাস্বাসমুপকোসলমুক্তজীবয়িতুং স্বপরি-
চরণপ্ৰীতা গার্হপত্যাদয়ো গুরোরগ্নয়ন্তস্মৈ ব্রহ্মস্বরূপমাত্রং তদঙ্গভূতাং চাগ্নি-
বিদ্যামুপদিশ্য “আচার্য্যাক্টেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ” [ছান্দো০
৪।৯।৩] ইতি শ্রুত্যর্থমালোচ্য সাধুতমত্বপ্রাপ্ত্যর্থমাচার্য্য এবাস্ত সংয-

আক্রান্ত না হইয়া জীবনধারণ করে । “ন অশ্র অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে” কথার অর্থ—ইহার
শিষ্য প্রশিষ্য (শিষ্যেব শিষ্য), এবং পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন ।
কারণ, ‘ইহার বংশে অব্রহ্মবিৎ জন্মে না,’ ইত্যাদি অপর শ্রুতিতে ব্রহ্মবিৎ অর্থই ব্রহ্মবিদ্যার
ফলরূপে শ্রুত আছে । “উপ বয়ং তং ভুঞ্জামঃ অস্মিন্ চ লোকে অমুস্মিন্ চ” ইহার অর্থ
এই যে, আমরা অগ্নিগণ তাহাকে উপভোগ কবি, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যতপ্রকার বিষয় আছে,
তৎসমস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি ।’ অতএব [বুঝিতে হইবে,] অগ্নিবিদ্যা যখন
ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তখন তাহার সান্নিধ্য থাকায় কিছুমাত্র বিরোধ নাই ; অতএব, উপাসনার
উপযুক্ত স্থান বিধানার্থ এবং তদুপযোগী গুণবিধানার্থ প্রস্তাবিত সূত্রবিশিষ্ট ব্রহ্মই (কং ব্রহ্ম)
এই স্থানে অভিহিত হইতেছেন ।

তাল, ‘আচার্য্যই তোমাকে প্রকৃত গতি (ব্রহ্ম) উপদেশ করিবেন,’ এই কথা হইতে জানা যায়
যে, একমাত্র গতিবিষয়ক উপদেশই অবশিষ্ট রহিল, আচার্য্য কেবল তাহারই উপদেশ করিবেন ;
তবে আবার স্থান ও গুণবিধানের বিষয় বলা হইতেছে কিপ্রকারে ? তাহার উত্তর কথিত
হইতেছে—‘আচার্য্যই তোমাকে গতি বলিবেন,’ এ কথার অভিপ্রায় এইরূপ—[উপকোসলের]
গুরু তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলে পর ব্রহ্মবিদ্যা লাভ না করায়
উপকোসল নিরাশ হইলেন, তখন তাহার পরিচর্য্যায় প্ৰীত, গুরুর গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় তাহাকে
কেবলই ব্রহ্মের স্বরূপটুকু এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপ অগ্নিবিদ্যার উপদেশ করিয়া তাহার ‘আচার্য্য

দ্ব্যমত্বাদিগুণকং পরং ব্রহ্ম তদুপাসনস্থানমর্চিরাদিকাং চ গতিমুপদেশিত্বিতি
মত্বা “আচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তা” ইত্যবোচন্ । গতিগ্রহণমুপদেশ্যবিজ্ঞা-
শেষপ্রদর্শনার্থম্ । অতএব আচার্য্যোহপি “অহং তু তে তদ্ বক্ষ্যামি—যথা-
পুঙ্কর-পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে”
[ছান্দো ০ ৪।১৪।৩] ইত্যুপক্রম্য সংযদ্ব্যমত্বাদি-কল্যাণগুণবিশিষ্টং
ব্রহ্ম অক্ষিস্থানোপাস্তমর্চিরাদিকাং চ গতিমুপদেশেৎ । অতঃ “কং ব্রহ্ম, খং
ব্রহ্ম” [ছান্দো ০ ৪।১০।৫] ইতি স্মৃথবিশিষ্টস্য প্রকৃতস্তেব ব্রহ্মণোহত্রা-
ভিধানাদয়মক্ষ্যাধারঃ পরমাত্মা ॥ ১।২।১৫

ননু চ “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইতি পরং ব্রহ্মাভিহিতমিতি কথমব-
গম্যতে—যস্মৈহ অক্ষ্যাধারতয়াভিধানং ক্রমে; যাবতা “কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম”
ইতি প্রসিদ্ধাকাশ-লৌকিকস্মৃথয়োরেব ব্রহ্মদৃষ্টিবিধায়তে ইতি প্রতি-
ভাতি, “নাম ব্রহ্ম” [ছান্দো ০ ৭।১।৫] “মনো ব্রহ্ম” [ছান্দো ০
৭।৩।২] ইত্যাদি বচনসারূপ্যাং । তত্রাহ—

হইতে অধিগত ব্রহ্মবিজ্ঞাই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে,’ এইরূপ প্রতিব তাৎপর্য্য পর্যালোচনা
করিয়া মনে মনে স্থির কবিলেন যে, বিজ্ঞার সাধুত্ব সম্পত্তির জন্ত ‘স্বয়ং আচার্য্যই ইহাকে সংযদ্ব্যমত্ব
প্রভৃতি গুণযুক্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্মোপাসনার স্থান এবং অর্চিরাদি গতি (উত্তরায়ণ পথ) উপদেশ করুন,
এই মনে করিয়াই তাহারা ‘আচার্য্য তোমাকে গতির উপদেশ দিবেন’ বলিয়াছিলেন । উপদেষ্টব্য
বিজ্ঞা বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য, তৎসমস্তের উপদেশ প্রদানার্থই ‘গতি’ শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে,
(কেবলই গতির উপদেশার্থ নহে) । আর আচার্য্যও—‘আমি তোমাকে তাহা বলিব,
পদ্মপত্রে যেরূপ জল লাগে না, ঠিক তদ্রূপ এইপ্রকার জ্ঞানীকেও পাপকর্মে সংস্পর্শ কবিতে
পারে না,’ এইরূপ ভূমিকা করিয়া সংযদ্ব্যমত্ব প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম, অক্ষিস্থানে
তাহার উপাসনা এবং অর্চিরাদি গতি তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন । অতএব, “কং
ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” এইস্থলে স্মৃথবিশিষ্টরূপে যে ব্রহ্মের প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, এখানে
সেই প্রকৃত ব্রহ্মেরই নির্দেশ হেতু বুঝিতে হইবে যে, এই অধিগত পুরুষ পরমাত্মাই (অপর
কেহ নহে) ॥১২৥১৫॥

ভাল, তুমি যাহাকে অধিগত বলিয়া বলিতেছ, সেই পরব্রহ্মই যে, “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম,”
বাক্যে অভিহিত হইয়াছেন, ইহা কিসে জানা যাইতেছে ? যেহেতু “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” এই
বাক্যে লোকপ্রসিদ্ধ স্মৃথ ও আকাশেই ব্রহ্মদৃষ্টি বিহিত হইতেছে, বলিয়া বোধ হইতেছে ; কারণ,
এই বাক্যটি ‘নামই ব্রহ্ম’, ‘মনই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি ব্রহ্মদৃষ্টিবিধায়ক বাক্যেরই অনুরূপ । এই আকাশ্য
বলিতেছেন—“অতএব” ইত্যাদি ।

অতএব চ স ব্রহ্ম ॥ ১।২।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু), এব (নিশ্চয়ে), চ (ও), সঃ (তাহা), ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ।]

[সরলার্থঃ—যতঃ অত্র জন্ম-মরণাদিভয়ভীতায় উপকোসলায় “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইত্যভিধায় পুনশ্চ “যদেব কং, তদেব খং, যদেব খং, তদেব কং” ইত্যন্তোত্তব্যবচ্ছেদকতয়া অপরিচ্ছিন্নানন্দ-স্বরূপং ব্রহ্ম ইত্যুক্তং, অতএব চ হেতোঃ সঃ তৎপ্রকরণান্তর্গতঃ অক্ষিপুরুষঃ ব্রহ্ম এব, ইত্যবধার্য্যতে ইত্যর্থঃ ।

যেহেতু, জন্ম-মরণাদিভয়ে ভীত উপকোসলকে প্রথমতঃ ‘ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম’ উপদেশ কবিয়া পুনর্বার ‘যাহা ক, তাহাই খ, এবং যাহাই খ, তাহাই ক’, এইরূপে পরস্পর-বিশেষিত নিববচ্ছিন্ন আনন্দের উপদেশ দিয়াছেন ; অতএব, তৎপ্রকরণান্তর্গত অক্ষিপুরুষও ঐ প্রকৃত ব্রহ্ম ভিন্ন অপব কিছু নহে ॥১॥২॥১৬॥]

যতস্তত্র “যদেব কং, তদেব খম্” ইতি স্মৃথবিশিষ্টআকাশশাস্ত্রাভিধানম্, অতএব ‘খ’-শব্দাভিধেয়ঃ স আকাশঃ পরং ব্রহ্ম । এতদ্বুক্তং ভবতি—
অগ্নিভিঃ “প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম,” ইত্যুক্তে উপকোসল উবাচ
“বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম, কং চ তু ব্রহ্ম, খং চ ন বিজানামি” ইতি ।

অস্ত্রায়মভিপ্রায়ঃ—ন তাবৎ প্রাণাদিপ্রতীকোপাসনমগ্নিভিরভিহিতম্, জন্মজরামরণাদিভব-ভয়ভীতস্ত মুমুক্শোব্রহ্মোপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ । অতো ব্রহ্মোবোপাস্তমুপদিষ্টম্ । তত্র প্রসিদ্ধৈঃ প্রাণাদিভিঃ সমানাধিকরণং

যেহেতু সেখানে ‘যাহাই ক, তাহাই খ’, এই বাক্যে স্মৃথবিশিষ্ট আকাশেব অভিধান হইয়াছে, সেই হেতুই ‘খ’ শব্দে অভিহিত সেই আকাশও পরব্রহ্মস্বরূপ । ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, অগ্নিত্রয় ‘প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম,’ এই কথা বলিলে পর উপকোসল বলিলেন, প্রাণ যে, ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি ; কিন্তু ক, খ যে কিরূপে ব্রহ্ম, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতেছি না ।’

ইহার অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিত্রয় যে, প্রাণাদি প্রতীকরূপে (*) ব্রহ্মোপাসনা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা নহে ; কাবণ, তাহারা জন্ম-জরামরণাদি সংসারভয়ে ভীত—মুমুক্শুর সঙ্কে ব্রহ্মোপদেশ দানার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, (প্রতীকোপাসনায় সম্পূর্ণরূপে সে ভয় নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই) ; সুতরাং [বুঝিতে হইবে,] সেখানে ব্রহ্মই সাক্ষাৎ উপাস্তরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন । আর

(*) তাৎপর্য্য—‘প্রতীক’ একপ্রকার উপাসনার নাম । কোন একটি বস্তুকে যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর বস্তুর সহিত এক বলিয়া—তদভিন্নভাবে উপাসনা করা, তাহাকে ‘প্রতীক’ বলা হয় । শালগ্রামে বিহু উপাসনাও এই ‘প্রতীক’ উপাসনা অন্তর্গত ।

ব্রহ্ম নির্দিষ্টম্ ; তেষু চ (*) প্রাণবিশিষ্টং জগদ্বিধরণযোগেন বা প্রাণশরীরতয়া প্রাণস্থ নিয়ন্ত্বেন বা ব্রহ্মণ উপপত্ত্য ইতি “বিজ্ঞানাম্যং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম” ইত্যুক্তবান্ । তথা সূতাকাশয়োরাপি ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বেন বিশেষণত্বম্ ? উতান্যোন্তব্যবচ্ছেদকতয়া নিরতিশয়ানন্দ-রূপব্রহ্মস্বরূপ-সমর্পণপরত্বেন বা । তত্র পৃথগ্ভূতয়োঃ শরীরতয়া বিশেষণত্বে বৈষয়িক-সুখ-ভূতাকাশয়োনিয়ামকত্বং ব্রহ্মণঃ স্খাদিতি স্বরূপাব-গতির্নি স্খাৎ, অন্তোন্তব্যবচ্ছেদকত্বে অপরিচ্ছিন্নানন্দৈকস্বরূপত্বং ব্রহ্মণঃ স্খাদিত্যন্তরপ্রকার-নির্দিষ্টারয়িষয়া “কং চ তু খং চ ন বিজ্ঞানামি” ইত্যুক্তবান্ । উপকোসলশ্রমমাশয়ং জানন্তোহংগঃ “যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কম্” ইত্যুচিরে । ব্রহ্মণঃ সুখস্বরূপত্বমেবাপরিচ্ছিন্নমি-ত্যর্থঃ । অতঃ প্রাণশরীরতয়া প্রাণবিশিষ্টং যদ্বব্রহ্ম, তদেবাপরিচ্ছিন্নসুখ-রূপং চেতি নিগমিতং “প্রাণং চ হ্যস্মৈ তদাকাশং চোচুঃ” [ছান্দোঃ ৪।১০।৫] ইতি । অতঃ “কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম” ইত্যত্রাপরিচ্ছিন্নসুখং ব্রহ্ম

সেই সমস্ত বাক্যে প্রাণাদি ব সহিত সমানাধিকরণভাবেও ব্রহ্মের নির্দেশ করা হইয়াছে । ব্রহ্মই জগৎকে ধারণ করেন, এইজন্ত ; অথবা, প্রাণও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় ; সুতবাং তিনিই প্রাণেব নিয়ামক বা পরিচালক, এইজন্তও ব্রহ্মের প্রাণবিশিষ্টত্ব ধর্ম উপপন্ন হইতেছে ; এই কারণেই ‘প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি,’ [উপকোসল] এই কথা বলিয়াছিলেন । সেইরূপ, সুখ ও আকাশ (ক ও খ) যে ব্রহ্মের বিশেষণীভূত, সেই সুখ ও আকাশ ব্রহ্মেরই শরীর ; সুতরাং ব্রহ্মেরই নিয়াম-ধীন, এই কারণে,—অথবা পরম্পর দ্বাবা বিশেষিত, নিবতিশয় আনন্দরূপী ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, এইজন্তই সেই বিশেষণভাব হইয়াছে ! তন্মধ্যে, পৃথগ্ভূত শরীরদ্বয় ব্রহ্মের বিশে-ষণীভূত হইলে বিষয়জ্ঞাত সুখ ও ভূতাকাশ, এতদভয়েরও ব্রহ্মনিয়াম্যত্ব সম্ভব হইতে পারে ; সুতরাং ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপেব অবগতি হইতে পাবে না । আর পরম্পরের ব্যবচ্ছেদকত্ব পক্ষে ব্রহ্মেব এক-মাত্র অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপত্বই সিদ্ধ হইতে পারে ; এইরূপ সংশয়ে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে একটা পক্ষ অবধারণার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ‘ক ও খ যে, ব্রহ্ম, তাহা আমি বিশেষরূপে বৃত্তিতে পারি-তেছি না’ অগ্নিত্রয় উপকোসলের উল্লিখিত অভিপ্রায় অবগত হইয়াই বলিয়াছেন যে, ‘যাহাই ক, তাহাই খ, এবং যাহাই খ, তাহাই ক’ । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মের সুখস্বরূপটাই অপরিচ্ছিন্ন ; এইজন্তই প্রাণ-শরীরত্বনিবন্ধন যে ব্রহ্ম প্রাণবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্মকেই আবার ‘ইহাকে সেই প্রাণ ও আকাশের তত্ত্ব বর্ণনা বলিয়াছিলেন’, এই বাক্যে অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ বলিয়া প্রতিনির্দেশ করিয়াছেন । অতএব, “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” এইস্থলে অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন ; সুতবাং পরব্রহ্মই স্খাননের প্রকৃত বিষয় ; এখানেও সেই ব্রহ্মকেই আবার অঙ্গিগত

প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্মৈব তত্র প্রকৃতম্, তদেব চাত্র অক্ষ্যাধারতয়াভি-
ধীয়তইত্যক্ষ্যাধারঃ পরমাত্মা ॥ ১৥২৥১৬ ॥

শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাচ্চ ॥১৥২৥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাৎ (যে লোক উপনিষদের তত্ত্ব অবগত আছে,
তাহাব বেক্রপ গতি, সেইরূপ গতির বিধান হেতু) চ (ও) [পরমাত্মাই অক্ষি-পুরুষ ।]

[সবলার্থঃ—শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাৎ,—শ্রুতা অধিগতা উপনিষৎ—ব্রহ্মাঙ্ক-তত্ত্বং যৈঃ,
তেষাং বা গতিঃ—অর্চ্চিরাদিমার্গঃ [প্রাপ্যতয়া নির্দিষ্টা অস্তি, ইহ অক্ষিপুরুষবিদোহপি]
তস্তা এব গতেঃ প্রাপ্যতয়া “তে অর্চ্চিমভিসম্ভবন্তি” ইত্যত্র অভিধানাৎ কণনাৎ অপি অয়ং
অক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি । অত্ৰাথা উপাশ্রভেদে ফলভেদাবশ্যস্তাবঃ শ্রাদিত্যাশয়ঃ ।]

যাহাবা উপনিষৎ অর্থ্যং ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে যাদৃশ গন্তব্য পথ
নির্দিষ্ট আছে ; এই অক্ষিপুরুষাভিজ্ঞেব সম্বন্ধেও সেই গতিই নিরূপিত হইয়াছে ; সুতরাং
তুল্যাপগ দর্শনে ব্রহ্মা যাইতেছে যে, পরমাত্মাই এই অক্ষিপুরুষ, অপর কেহ নহে ॥১৥২৥১৭॥

শ্রুতোপনিষৎক-স্বাধিগতপরমপুরুষ-যাথাত্ম্যস্থানুসন্ধেয়তয়া শ্রুত্যন্তর-
প্রতিপাদ্যমানার্চ্চিরাদিকা গতির্থা, তামপুনরারুভিলক্ষণপরমপুরুষপ্রাপ্তিকরী-
নুপকোসলায় অক্ষিপুরুষং শ্রুতবতে “তে অর্চ্চিমভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিমোহহরহুঃ
আপূর্বমাণপক্ষম্” [ছান্দো০ ৪।১৫।৫] ইত্যারভ্য “চন্দ্রমসো বিদ্যাতং,
তৎপুরুষোহমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ; এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ,

বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; অতএব, এই অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই—(জীব
নহে) ॥ ১ । ২ । ১৬ ॥

যে লোক শ্রুতোপনিষৎক, অর্থ্যং জ্ঞাতব্যরূপে পরমপুরুষ ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব অবগত
হইয়াছে, অপরাপর শ্রুতিতে তাহাব সম্বন্ধে যে অর্চ্চিরাদি গতি প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অক্ষি-
পুরুষ-পরিজ্ঞাতা উপকোসলেঃ সম্বন্ধেও পুনরারুভিরহিত পরমপুরুষ-প্রাপক সেই গতিই
এখানে কথিত হইয়াছে—‘তাহারা অর্চ্চিকে (জ্যোতিকে) প্রাপ্ত হয়, অর্চ্চি হইতে অহঃ, এবং
অহঃ হইতে আপূর্ব্যমান পক্ষ (শুক্লপক্ষ) প্রাপ্ত হন,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘চন্দ্রলোক
হইতে বিদ্যাতলোক’ প্রাপ্ত হয়, তত্রত্য অমানবদেহধারী পুরুষ আসিয়া তিনিই ইহাদিগকে
[সেখান হইতে] ব্রহ্মলোকে লইয়া যান । ইহাই দেবপথ ও ব্রহ্মপথ, এই পথে যাহারা
[ব্রহ্মলোক] লাভ করেন, তাহারা আর এই মানবীয় জন্ম-মরণ প্রবাহে ফিরিয়া আইসে না ।’

এতেন প্রতিপত্তমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে” ইত্যন্তেনোপদিশতীতি ;
(*) অতোহপ্যয়মক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ॥ ১২।১৭ ॥

অনবস্থিতের সম্ভবাক্ষ নেতরঃ ॥ ১২ ॥ ১৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনবস্থিতে: [ছায়া প্রভৃতির চক্ষুতে] (অবস্থানের নিয়ম না থাকায়),
অসম্ভবাং (সম্ভাবনার ও অভাবহেতু), চ (এবং), ন (না) ইতরঃ (অপর—জীব) ।]

[সরলার্থঃ—প্রতিবিম্বাদীনাং অক্ষিণি অনবস্থিতেঃ—নিয়মেন অবস্থানান্নাবাং অমৃতত্বাদীনাং
চ ধর্ম্মাণাং মুখ্যতঃ প্রতিবিম্বাদিষু অসম্ভবাং অপি ইতরঃ—পরমেশ্বরং অন্যঃ—ছায়াদিঃ ন
অক্ষিপুরুষঃ প্রত্যেতাবাঃ ; অপিহ পরমেশ্বর এবত্যর্থঃ ॥

যেহেতু প্রতিবিম্বাদি পদার্থগুলি চক্ষুতে সর্বদা অবস্থিতির কোন নিয়ম নাই, এবং যেহেতু
প্রতিবিম্বাদিপক্ষে অত্রোক্ত অমৃতত্বাদি ধর্ম্মের ও সম্ভাবনা নাই, অতএব পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ
এই অক্ষিপুরুষ হইতে পারে না ॥ ১২ ॥ ১৮ ॥]

প্রতিবিম্বাদীনাং অক্ষিণি নিয়মেনানবস্থানাদমৃতত্বাদীনাং চ নিরূপাধি-
কানাং তেষসম্ভবাং ন পরমাত্মান ইতরঃ ছায়াদিরক্ষিপুরুষো ভবিতুমর্হতি ।
প্রতিবিম্বস্ত্য তাবৎ পুরুষান্তরসম্বন্ধানায়ত্ত্বাৎ ন নিয়মেনাবস্থানসম্ভবঃ,
জীবস্ত্যপি সর্বৈন্দ্রিয়ব্যাপারানুগুণত্বায় সর্বৈন্দ্রিয়কন্দভূতে স্থানবিশেষে
বুভিরিতি চক্ষুষি নাবস্থানং ; দেবতয়াশ্চ “রশ্মিভিরেযোহস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ”
ইতি রশ্মিদ্ধারোণাবস্থিতিবচনাদেশান্তরাবস্থিতস্তাপীন্দ্রিয়াধিষ্ঠানোপপত্তের্ণ

এই পর্য্যন্ত প্রতি বাক্যে তুল্যাপথ নির্দেশ করিতেছেন । এই কারণেও অক্ষিপুরুষকে পরমাত্মা
[বলিতে হইবে] ॥ ১২ ॥ ১৭ ॥

যেহেতু চক্ষুতে প্রতিবিম্বাদির অবশ্য স্থিতির কোন নিয়ম নাই, এবং যেহেতু যথার্থ অমৃতত্ব
প্রভৃতি ধর্ম্মের ও প্রতিবিম্বাদিতে সম্ভব নাই ; সেই হেতুই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ অক্ষিপুরুষ
হইতে পারে না । প্রথমতঃ সন্নিধানে অপর কোনও পুরুষ না থাকিলে কখনই প্রতিবিম্ব পতিত
হইতে পারে না ; সুতরাং অবশ্যই প্রতিবিম্ব স্থিতির নিয়ম হইতে পারে না । জীবের পক্ষেও, কাণ্য-
সৌকর্য্যার্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ার মূলভূত স্থানবিশেষেই (হৃদয়েই) অবস্থিতি হইয়া থাকে ; সুতরাং
তাহার পক্ষেও চক্ষুতে অবস্থান সম্ভবপর হয় না । চক্ষুর দেবতা সম্বন্ধেও কথা এই যে, এই সূর্য্যদেব
রশ্মি দ্বারা ইহাতে (চক্ষুতে) অবস্থিত আছেন, এই শ্রুতিতে রশ্মি দ্বারা চক্ষুতে অবস্থিতির
নির্দেশ থাকায় [বুঝিতে হইবে,] সূর্য্যোক্ত দেশান্তরস্থ হইয়াও যখন রশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয়ার পবি-

চক্ষুঃস্বস্থানম্ । সর্বেষামেবৈষাং নিরুপাধিকামৃতত্বাদয়ো ন সংভবন্ত্যেব ;
তস্মাদক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ॥১।২।১৮॥ [ইতি তৃতীয়ম্ অন্তরাধিকরণম্]

“স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ” ইত্যত্র “যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্” ইত্যাদিনা প্রতিপাদ্য-
মানং চক্ষুষি স্থিতিনিয়মনাদিকং পরমাত্মন এবৈতি সিদ্ধং কৃত্বা অক্ষি-
পুরুষস্ত পরমাত্মত্বং সাধিতম্ ; ইদানীং তদেব সমর্থয়তে—

অন্তর্গাম্যধিকরণম্ ।

অন্তর্গাম্যধিদৈবালোকাদিস্থ
তদ্ব্যপদেশাৎ ॥১।২।১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তর্গামী (‘অন্তর্গামী’ শব্দেব অর্থ—) অধিদৈবালোকাদিস্থ (অধিদৈবত ও
অধিলোক প্রভৃতিতে), তদ্ব্যপদেশাৎ (তাহার—পবমাত্ম্যাব ধর্ম্মেব নির্দেশ হেতু) ।]

[সর্বলার্থঃ—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যঃ পৃথিবী ন বেদ, যস্ত পৃথিবী শরীরং,
যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এব তে আত্মা অন্তর্গাম্যমৃতঃ” ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাক্যোন্ম অধিদৈব-
ালোকাদিস্থ বোহয়ম্ অন্তর্গামী শ্রয়তে, স কিং জীবাত্মা ? উত পবমাত্মা ? ইতি সংশয়ে
প্রত্যাচাতে—পরমাত্ম্যেব অয়মন্তর্গামী, নতু জীবঃ । কুতঃ ? তদ্ব্যপদেশাৎ—তস্ত পরমাত্মনঃ যে
ধর্ম্মাঃ—সর্বাস্তরত্ব-সর্বাবিদিতত্ব-সর্বশরীরত্বাদয়ঃ, তেবাং অস্মিন্ অন্তর্গামিনি নির্দেশাৎ । নহি
পবমাত্ম্যেনোহন্যত্র জীবাদৌ সর্বাস্তরত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তীতি ভাবঃ ॥

‘যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী
যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার আত্মা
অন্তর্গামী অমৃতব্রূপ ।’ বৃহদারণ্যকোপনিষদে অধিদৈব ও অধিলোকাদিতে শ্রয়মাণ এই
অন্তর্গামী কি জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, এই অন্তর্গামী
পবমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহে, কেন না, সর্বাস্তরত্ব সর্বাণ্যকত্ব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্ম পরমাত্ম্যার
সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আছে ; এই অন্তর্গামীতে সেই সমুদয় ধর্ম্মেবই উল্লেখ রহিয়াছে ; সুতরাং এই
অন্তর্গামী পদে পরমাত্মা ভিন্ন জীব বৃত্তিতে হইবে না ॥ ১ । ২ ॥ ১৯ ॥]

চালনা করা সম্ভব, তখন তাহারও [সাক্ষাৎ সম্বন্ধে] চক্ষুতে অবস্থান সম্ভব হয় না । বিশেষতঃ,
ইহাদের কাহারও নিরুপাধিক অমৃতত্বাদি ধর্ম্ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় না ; অতএব, পরমাত্মাই
উক্ত অক্ষিপুরুষ ॥ ১ । ২ । ১৮ ॥ [তৃতীয় অন্তরাধিকরণ সমাপ্ত ॥]

‘যিনি চক্ষুতে থাকেন’ ইত্যাদি বাক্যে চক্ষুতে যে, স্থিতি-নিয়মনাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হই-
য়াছে ; তাহা পরমাত্ম্যারই ধর্ম্ম, ইহা ‘স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ’ এইস্থলে প্রমাণসিদ্ধ করিয়া
অক্ষিপুরুষের পরমাত্মত্ব সাধন করা হইয়াছে ; এখন আবার তাহারই সমর্থনার্থ বলিতেছেন—
“অন্তর্গাম্যধিদৈবালোকাদিস্থ” ইত্যাদি ।

কাণ্ডা মাধ্যন্দিনাশচ বাজসনেয়িনঃ সমান —“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্
পৃথিব্যা অন্তরো যঃ পৃথিবী ন বেদ, যস্ত পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো
যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা০ ৫।৮।৩] ইতি ।
এবম্ অম্বগান্তরিক্ষ-বায়াদিত্য-দিক্-চন্দ্র-তারকাকাশ-তমস্তেজস্স্থ দৈবতেষু
(*) চ সর্বেষু ভূতেষু াণ-বাক্-চক্ষুঃশ্রোত্র-মনস্ত্বগ্-বিজ্ঞান-রেতঃস্থ
আত্মাত্মীয়েষু চ তিষ্ঠন্তং তত্তদন্তরভূতং তত্তদবেদ্যং তত্তচ্ছরীরকং তত্তদ্ য-
ময়ন্তং কক্লির্নির্দিশ্য “এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” ইত্যুপদিশ্যতে ।
মাধ্যন্দিনপাঠে তু “যঃ সর্বেষু লোকেষু তিষ্ঠন্”, “যঃ সর্বেষু বেদেষু”
“যঃ সর্বেষু যজ্ঞেষু” ইতি চ পর্য্যায়ঃ । “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যস্ত
পর্য্যায়স্ত স্থানে “য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইতি পর্য্যায়ঃ । “স ত আত্মা-
ন্তর্যাম্যমৃতঃ” ইতি চ বিশেষঃ । তত্র সংশয়াতে—কিময়মন্তর্যামী
প্রত্যগাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্মেতি । কৃতঃ ?

(+) বজ্রুর্দেবীয় কাণ্ড ও মাধ্যন্দিনশাখীবা এইরূপ পাঠ কবিতা থাকেন যে, ‘যিনি পৃথি-
বীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী বাহ্যকে জানেন না, পৃথিবী বাহ্যাব শরীর,
যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ তিনিই তোমার
আত্মা ; ইতি । এই প্রকার, জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তাবা, আকাশ,
ভূমি, ও তেজোরূপ দেবতায়, সমস্ত ভূতে এবং আত্মা ও আত্মীয় প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন,
হৃদ, বুদ্ধিবিজ্ঞান ও ত্ত্রে অবস্থিত, তাহাদেব অভ্যন্তরন্ত অথচ তাহাদেব অজ্ঞেয়, সেই সকল
শরীরধারী অথচ তাহাদেবই নিয়মনকাৰী কোন একটাকে নির্দেশ কবিতা ‘ইহাই তোমার
অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’ এইরূপ উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে । মাধ্যন্দিন পাঠে আবার
‘যিনি সমস্ত লোকে অবস্থিত,’ ‘যিনি সমস্ত যজ্ঞে, যিনি সমস্ত বেদে [অবস্থিত]’ এইরূপ অম্ব-
রূপ নির্দেশ রহিয়াছে । ‘যিনি বিজ্ঞানে আছেন,’ এই পাঠের স্থানে ‘যিনি আত্মাতে আছেন’
এইরূপ পর্য্যায় অম্বরূপশব্দ নির্দিষ্ট হইয়াছে । ‘সেই অমৃতস্বরূপ অন্তর্যামীই তোমার আত্মা,’ ইহাও
বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই অন্তর্যামী কি জীব ? অথবা
পরমাত্মা ? কোনটাই যুক্ত ?—জীবাত্মা হওয়াই যুক্তিগত ; কারণ ? যেহেতু এই বাক্যেই

(*) ‘দৈবেন’ ইতি (৭) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য—উনিশ হইতে একুশ পর্য্যন্ত চারি হজে এই অধিকরণ সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি
অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই অন্তর্যামী কি জীবাত্মা ?
অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—“ঋষ্টা শ্রোতা” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জীবাত্মাই অন্তর্যামী । (৪) উত্তর—
পরমাত্মাই অন্তর্যামী—জীব নহে ; কারণ, অত্রত্য সর্পনিরন্তর্যাদি বর্ণসমূহ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, জীব নহে ।
(৫) সিদ্ধান্ত—অতএব পরমাত্মাই অন্তর্যামী এবং তদুপাসনার যোক্ত্যন্ত তাহার কল ।

বাক্যশেষে “দ্রষ্টা শ্রোতা” ইতি করণায়ত্তজ্ঞানতাশ্রুতেঃ। এবং দ্রষ্টু-
রেনান্তর্য্যামিত্বোপদেশাৎ, “নান্নোহতোহস্তি দ্রষ্টা” ইতি দ্রষ্টৃন্ত-
রনিষেধাচ্ছেতি ।

এবং প্রাপ্তেহ্ভিত্তীয়তে—“অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ব্যপ-
দেশাৎ ।” অধিদৈবাধিলোকাদিপদচিহ্নিতেষু বাক্যেষু শ্রয়মাণোহন্তর্য্যামী
অপহতপাপু। পরমাত্মা নারায়ণঃ । কাণ্ডপাঠসিদ্ধেভ্যোহধিদৈবাদিমত্তো
বাক্যেভ্যোহধিকান্ধিলোকাদিমন্তি বাক্যানি মাধ্যন্দিনপাঠে সন্তীতি জ্ঞাপ-
নার্থমধিদৈবাধিলোকাদিষু ইত্যুভয়োরূপাদানম্ । তদেবমুভয়েষপি বাক্যেষু-
র্য্যামী পরমায়েত্যর্থঃ । কৃতঃ ? তদ্ব্যপদেশাৎ—পরমাত্মধর্ম্মো হ্যয়ং,
যদেক এব সন্ সর্বলোক-সর্বভূত-সর্বদেবাদীন্নিয়ময়তীতি ।

তথা হি (*) উদ্যালকপ্রশ্নঃ—“য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং
সর্বানি চ ভূতানি যোহন্তরো যময়তি” [বৃহদা০ ৫।৭।১] ইত্যুপক্রম্য
“তমন্তর্য্যামিণং ব্রহ্মি” ইতি । তস্ম চোত্তরং—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যা-
রভ্যোক্তম্ । তদেতৎ সর্বান্ লোকান্ সর্বানি চ ভূতানি সর্বানি চ দৈব-

শেষভাগে, তাহাব জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়াধীন (ইন্দ্রিয়-জন্ত), ইহা ‘দ্রষ্টা শ্রোতা’ ইত্যাদি কথায়
প্রকাশিত হইতেছে । এই প্রকারে দ্রষ্টাবই অন্তর্য্যামিত্ব নির্দেশ একটি হেতু এবং ‘ইহা হইতে
অপব কোনও দ্রষ্টা নাই,’ ইত্যাদি বাক্যে অপব দ্রষ্টার প্রতিষেধও [ইহার] অপব হেতু ।

এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলা হইতেছে—‘অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধি’ ইত্যাদি । ‘আধদৈব’ ও
‘অধিলোক’ প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত বাক্যে যে অন্তর্য্যামী শ্রুত হইতেছে, তিনি নিশ্চয়ই অপহতপাপু
পবমাত্মা নারায়ণ । কাণ্ডশাখীয় পাঠ অনুসারে প্রাপ্ত অধিদৈবাদিযুক্ত বাক্য অপেক্ষা
মাধ্যন্দিনশাখীয় পাঠে অপিলোকাদিযুক্ত আরও অধিক বাক্য বহিয়াছে ; তৎসমস্ত-সংগ্রহার্থ
হুত্রে অধিদৈবের উল্লেখের পরও আদিশব্দসহকারে ‘অধিলোক’ শব্দের উল্লেখ কবা হইয়াছে ।
অতএব, এই প্রকারে উভয় স্থানেই ‘অন্তর্য্যামী’ শব্দে পবমাত্মা বুঝিতে হইবে । কাণ্ড ?
যেহেতু তাঁহারই ধর্ম্মের উল্লেখ রহিয়াছে ; স্বয়ং এক হইয়াও যে, সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত
এবং সমস্ত দেবতা প্রভৃতিকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত কবা, ইহা নিশ্চয়ই পরমাত্মাব ধর্ম্ম ।

দেখ, উদ্যালকের প্রশ্নও এইরূপ—‘যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া এই লোক ও পরলোক এবং
সমস্ত ভূতকে সংযমিত করেন’, এইরূপ উপক্রম করিয়া—‘সেই অন্তর্য্যামীর বিষয় বলুন ।’ ‘যিনি
পৃথিবীতে থাকিয়া’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । অতএব,
এইরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক যে, সমস্ত লোককে, সমস্ত ভূতকে, সমস্ত দেবতাকে এবং সমস্ত

(*) হি’ শব্দঃ (য) পুস্তকে নাস্তি ।

তানি (*) সৰ্বান্ বেদান্ সৰ্বাংশ্চ যজ্ঞান্ অন্তঃপ্রবিশ্য সৰ্বপ্রকারনিয়মনং, সৰ্বশরীরতয়া সৰ্বস্ত্রাত্মং চ সৰ্বজ্ঞাং সত্যসঙ্কল্পাং পুরুষোত্তমাদিত্যন্ত ন সম্ভবতি । তথা হি (+) “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সৰ্বাত্মা”, “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাৰিশাং, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” [তৈত্তি০ আন০ ৬] ইত্যাদীত্ৰোপনিষদানি বাক্যানি পরমাত্মন এব সৰ্বস্ত প্রাশাসিতৃত্বং সৰ্ব-
 স্ত্রাত্মমিত্যাদীনি বদন্তি । তথা স্ববালোপনিষদি—“নৈবেহি কিঞ্চনাগ্র আসীং, অমূলমনাধারম্ (‡) ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ; দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ । চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ নারায়ণঃ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ নারায়ণঃ” [স্ববাল০ ৬] ইত্যরভ্য “অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যঃ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্তাপঃ শরীরম্” ইত্যাদি, “যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সৰ্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” ইতি পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ সৰ্বাত্মত্বং সৰ্বশরীরকত্বং সৰ্বনিয়ন্তৃত্বং (§) চ প্রতি-
 পাঠ্যতে ; স্বাভাবিকং চামৃতত্বং পরমাত্মন এব ধৰ্ম্মঃ । ন চ পরমাত্মনঃ

যজ্ঞকে সৰ্বপ্রকারে নিয়মিত কৰা, এবং সৰ্বশরীরের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন যে সৰ্বাত্ম্যভাব, তাহা সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তি, সত্যসংকল্প পুরুষোত্তম ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না । দেখ, ‘সৰ্বাত্মত্বত পবনেশ্বর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত লোককে শাসন করিয়া থাকেন ।’ তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ কবিলেন, তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ ও পৰোক্ষ, উভয়ই হইলেন ।’ ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসমূহও পরমেশ্বরেরই সৰ্বশাসনকর্তৃত্ব ও সৰ্বাত্মত্বাদি ধৰ্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে । সেইরূপ স্ববালোপনিষদেও [‘সৃষ্টির] পূর্বে কিছুমাত্র ছিল না, এই সমস্ত প্রজা, অর্থাৎ জায়মান বস্তুরাশি নিঃশূল ও নিরাধারভাবে জন্মলাভ কবে ; অলৌকিক-প্রকাশ সম্পন্ন এক নারায়ণই ছিলেন । নারায়ণই, চক্ষু ও তাহার দ্রষ্টব্য, এবং নাভায়ণই শ্রোত্র ও তাহার শ্রোতব্য, এই হইতে উপক্রম করিয়া ‘জন্মবহিত একটা নিত্যবস্ত এই শবীৰ মধ্যে বুদ্ধি-গুহায় নিহিত আছেন ; পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ কবেন, পৃথিবী যাহাকে জানে না ; জল যাহার শরীর’ ইত্যাদি, এবং ‘মৃত্যু যাহার শরীর, যিনি মৃত্যুৰ অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাহাকে জানে না ; তিনিই সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা, অপহতপাপু, দ্বিবি, হুতিমান, এক—অদ্বিতীয় নারায়ণ,’ এই ঐতিহ্যে পরব্রহ্মেরই সৰ্বাত্মত্ব, সৰ্বশরীরাদিষ্ঠাতৃত্ব, এবং সৰ্বনিয়ন্তৃত্ব ধৰ্ম্ম প্রতিপাদিত হইতেছে । আর স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্বও পরমাত্মারই ধৰ্ম্ম ।

(*) সৰ্বান্ বেদান্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(+) হি’ শব্দঃ (ক) পুস্তকে নাস্তি ।

(‡) অনাধারঃ ইতি (ক) পাঠস্ত উপনিষদ্বাক্যদ্বয়পোক্ততঃ ।

(§) সৰ্বস্ত নিয়ন্তৃত্বং ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

করণায়ত্তং দ্রষ্টৃত্বাদিকম্, অপিতু স্বভাবত এব সর্বজ্ঞত্বাৎ সত্যসংকল্পত্বাচ্চ
স্বতএব । তথা চ শ্রুতিঃ—“পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, অপাণিপাদৌ
জ্বনো গ্রহীতা” [শ্বেতাশ্বঃ ৩।১১ ইতি ।

ন চ দর্শন-শ্রবণাদি-শব্দাশ্চক্ষুরাদিকরণজন্মনো জ্ঞানস্য বাচকাঃ ; অপিতু
রূপাদিসাক্ষাৎকারস্য । স চ রূপাদিসাক্ষাৎকারঃ কল্পতিরোহিত-স্বাভাবিক-
জ্ঞানস্য জীবস্য চক্ষুরাদিকরণজন্মা ; পরস্য তু স্বত এব । “নান্যোহতোহস্তি
দ্রষ্টা” ইত্যেতদপি পূর্ববাক্যোদিতান্নিস্তদ্রষ্টুরন্যো দ্রষ্টা নাস্তীতি বদতি ।
“যং পৃথিবী ন বেদ” “যমাত্মা ন বেদ” ইত্যেবমাদিভির্বাক্যৈঃ
পৃথিব্যা আদিনিয়াম্যৈরনুপলভ্যমান এব নিয়ময়তীতি যং পূর্বমুক্তং, তদেব
“অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা” ইতি নিগমযা “নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা”
ইত্যাদিনা তস্য নিয়ন্তুর্নিয়ন্তরং নিষিধ্যতে । “এষ তে আত্মা”, “স তে
আত্মা” ইতি চ “তে” ইতি ব্যতিরেকবিভক্তিনির্দিষ্টস্য জীবস্তাত্মতয়োপ-
দিষ্টমানোহন্তর্যাম্যৌ ন প্রত্যগাত্মা ভবিতুমর্হতি ॥১।২।১২॥

পবমান্যার দ্রষ্টৃত্বাদি (দর্শনাদি) ধর্ম্মগুলি যে, কোন ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের অধীন, তাহা
নহে ; পরন্তু, তিনি সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প ; সুতরাং তাহার দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্মগুলি নিশ্চয়ই
স্বভাবসিদ্ধ । সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন ; কণ্ঠহীন, শ্রবণ
করেন ; হস্তপদবিহীন অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহণ করেন ।’ ইতি ।

আর দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি শব্দগুলি যে, কেবল চক্ষুঃ শ্রুতি ইন্দ্রিয়-জ্ঞাত জ্ঞানেরই বোধক,
তাহাও নহে ; পরন্তু, রূপাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার-বোধক মাত্র । জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি
স্বীয় কর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা আবৃত থাকে, সেই জ্ঞানই তাহার রূপাদিবিষয় প্রত্যক্ষ করিতে চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ার অপেক্ষা হয় ; কিন্তু পরমেশ্বরের উহা স্বতই হইয়া থাকে ; [কারণ, তাহার জ্ঞান কিছুতেই
আবৃত নহে] । আর ‘ইহা হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা নাই,’ এই শ্রুতিও এই অর্থই প্রকাশ
করিতেছে যে, পূর্ব বাক্যোক্ত নিয়ন্তা ও দ্রষ্টার অপর কেহ দ্রষ্টা নাই । ‘পৃথিবী যাহাকে
জানে না,’ ‘আত্মা যাহাকে জানে না,’ ইত্যাদি বাক্য সমূহ দ্বারা পূর্বে যাহাকে ‘নিয়মনীয় পৃথিবী ও
আত্মাদি কর্তৃক অবিজ্ঞাত থাকিয়াই নিয়মিত করেন’ বলা হইয়াছে ; ‘নিজে দৃষ্ট না হইয়া দর্শন
করেন, এবং শ্রুত না হইয়া শ্রবণ করেন’ এই বাক্যে তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া ‘ইহা হইতে পৃথক্
অপর দ্রষ্টা নাই’ ইত্যাদি বাক্যে সেই নিয়ন্তার সম্বন্ধেই অপর নিয়ন্তার প্রতিবেদন করা হইয়াছে ।
‘ইনি তোমার আত্মা,’ ‘তিনি তোমার আত্মা’ ইত্যাদি স্থলে ভেদ বোধক বিভক্তি (ষষ্ঠী) দ্বারা
নির্দিষ্ট জীবের আত্মস্বরূপে উপদিষ্ট অন্তর্যামী কখনই প্রত্যক্ আত্মা—জীব হইতে পারে না ।
[অন্তর্যামী ও জীব এক পদার্থ হইলে কখনই ‘এই অন্তর্যামীই তোমার (জীবের) আত্মা’
এইরূপে ভেদ-নির্দেশও হইতে পারিত না] ॥ ১।২।১২ ॥

ন চ স্মার্তমতদ্ব্যভিলাপাচ্ছারীরশ্চ ॥১২।২০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), চ (ও), স্মার্তং (প্রকৃতি), অতদ্ব্যভিলাপাং (যে সমস্ত ধর্ম তাহাদের নয়, সেই সমস্ত ধর্মের উল্লেখ হেতু), শারীরঃ (শরীরভিমাত্রী জীব), চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—স্মার্তং—সাংখ্যাত্মকং প্রধানং, শারীরঃ জীবশ্চ (অপি) ন অন্তর্গামী ভবিতুমর্হতি । কুতঃ ? অতদ্ব্যভিলাপাং—তয়োঃ প্রধান-শারীরয়োঃ ধর্ম্যাঃ তদ্ব্যভিলাপাং, ন তদ্ব্যভিলাপাং, তেযাং সর্কনিয়ন্তৃত্ব-সর্কশক্তিমত্বাদীনাং অভিলাপাং নির্দেশাৎ । নহি পরমাত্মানমপহায় অচেতনে প্রধানেন, দেহাভিমানিনি বা জীবে সর্কশবত্বাদয়ো ধর্ম্যা উপপত্তস্তে ইতি ভাবঃ ॥

সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত (স্মার্ত) প্রকৃতি কিংবা শরীরভিমাত্রী জীবও অন্তর্গামী হইতে পারে না ; কারণ, এখানে সর্কজ্ঞত্ব ও সর্কশবত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ আছে, সেগুলি পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়, কিন্তু জীব কিংবা প্রকৃতিব পক্ষে সম্ভবপর হয় না ॥ ১।২।২০ ॥]

স্মার্তং প্রধানম্ ; শারীরো জীবঃ ; স্মার্তং চ শারীরশ্চ নাস্ত্যর্থ্যামী, অতদ্ব্যভিলাপাং—তয়োঃ সম্ভাবিতধর্ম্যাভিলাপাং । স্বভাবত এব সর্বস্বা দ্রষ্টৃত্বং, সর্বস্বা নিয়ন্তৃত্বং, সর্বস্বাত্বত্বং, স্বত এবায়ুতত্বং চ তয়োঃ সম্ভাবনাগন্ধমর্হতি । এতদ্ব্যভিলাপিত—যথা স্মার্তমচেতনং সর্কজ্ঞত্ব-সর্কনিয়ন্তৃত্ব-(*) সর্কাত্বাদিকং নাইতি, তথা জীবোহপি, অতদ্ব্যভিলাপিত । অর্থাৎ গুণানাং পরমাত্মানুভবঃ, প্রত্যগাত্মনি ব্যতিরেকশ্চ সূত্রদ্বয়েন দর্শিতঃ ॥১২।২০॥

স্মার্ত অর্থ—প্রধান (সাংখ্যাত্মক প্রকৃতি) (১১) ; আব শারীর অর্থ—জীব । স্মার্ত কিংবা শারীরও অন্তর্গামী নহে ; যেহেতু অতদ্ব্যভিলাপ অভিলাপ বহিরাছে, অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীব অসম্ভাবিত ধর্ম সমূহের উল্লেখ বহিরাছে । স্বভাবতই যে, সর্কজ্ঞত্ব, সর্কনিয়ন্তৃত্ব, সর্কাত্ব এবং স্বতই যে অমৃতত্ব, তাহা জীব ও প্রকৃতিতে বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা-যোগ্য হইতে পারে না । ইহাই কথিত হইতেছে যে, অচেতন প্রকৃতি যেমন সর্কজ্ঞত্ব, সর্কনিয়ন্তৃত্ব ও সর্কাত্বাদি ধর্মলাভ করিতে পারে না ; তেমনি জীবও [পারে না] ; যেহেতু ঐ সমস্ত ধর্ম জীবের ধর্ম নহে । উক্ত সূত্রদ্বয়ে উল্লিখিত ধর্মসমূহের পরমাত্মায় (অনুভূতি) অময় এবং জীব ব্যতিরেক বা অভাবও প্রদর্শিত হইল ॥ ২।২।২০ ॥

(*) জ্ঞত্ব-নিয়ন্তৃত্ব ইতি (যা) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—সাধারণতঃ বেদকে বলা হয় 'স্মৃতি', আর বেদমূলক শাস্ত্রকে বলা হয় 'স্মৃতি' । স্মৃতি অর্থ—বাহ্য দ্বারা স্মৃতির অরণ হয় ; অর্থাৎ স্মৃতি দেখিলেই তাহার মূলস্বরূপ স্মৃতিবাক্যের অরণ হয় । স্মৃতির কথা লইয়াই স্মৃতিশাস্ত্র বিবচিত হইয়াছে ; সুতরাং স্মৃতিবাক্য দেখিয়াই আমাদের মনে হয় যে, নিশ্চয়ই এতদমূলক স্মৃতিবাক্য আছে । স্মৃতি নিজেই প্রমাণ ; অতশাস্ত্রও স্মৃতিমূলক (স্মৃতিসম্ভূত) হইলে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় । সেইজন্য স্মৃতিভিন্ন বিষয় শাস্ত্রমাত্রকেই 'স্মৃতি' নামে অভিহিত করা হয় । সাংখ্যশাস্ত্রও স্মৃতি মতে—স্মৃতিমূলক ; সুতরাং 'স্মৃতি' পদবাচ্য । প্রকৃতি (প্রধান) পদার্থটা সাংখ্যেরই সম্পত্তি ; সুতরাং প্রকৃতিকে 'স্মার্ত' বলা অসঙ্গত হয় নাই ।

নিরপেক্ষং চ হেতুস্তরমাহ—

উভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥১৥২৥২১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়ে (কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন উভয় সম্প্রদায়), অপি (সমুচ্চয়ে), হি (এব), ভেদেন (ভিন্নরূপে) এনং (ইহাকে—জীবকে) অধীয়তে (পাঠ করিয়া থাকেন) ।]

[সরলার্থঃ—সাক্ষাদপি হেতুস্তরমাহ—“উভয়ে অপি কাণ্ডা মাধ্যন্দিনাশ্চ ভেদেন অন্তর্ধাম্য-নিয়াম্যতয়া পৃথক্চেন এনং (শারীরং) অধীয়তে—কাণ্ডান্তাবৎ—“যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যাদি, মাধ্যন্দিনাস্ত “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ” ইত্যাদি পঠন্তি। অতোহপি জীবঃ নান্তর্ধামী ভবিতুমর্হতি ; অপিতু পরমাত্মৈবেতি ভাবঃ ॥

যেহেতু কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন শাখী, ইহারা উভয়েই এই জীবকে অন্তর্ধামী হইতে পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ; সেই হেতুও জীব কখনই অন্তর্ধামী হইতে পাবে না ॥ ১।২।২১ ॥]

উভয়ে—মাধ্যন্দিনাঃ কাণ্ডাশ্চ অন্তর্ধামিণো নিয়াম্যত্বেন বাগাদিভিন্ন-চেতনৈঃ সমমেনং শারীরমপি বিভজ্যাধীয়তে—“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্ম-নোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ যমাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্ধাম্যম্মতঃ [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি মাধ্যন্দিনাঃ, “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যাদি চ কাণ্ডাঃ পরমাত্ম-নিয়াম্যতয়া তস্মাদ্বিলক্ষণত্বেন এন-মধীয়ত ইত্যর্থঃ। অতোহন্তর্ধাম্যো প্রত্যগাত্মানো বিলক্ষণোহপহতপাপা পরমাত্মা নারায়ণ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১।২।২১ ॥

[চতুর্থমন্তর্ধাম্যধিকরণম্ সমাপ্তম্ ।]

[অন্তর্ধামীব ধর্মসমূহ জীবে সম্ভব হয় না, এই অনুপপত্তি হেতু পবমাত্মাকে অন্তর্ধামী বলিয়া অবধাবণ করা হইয়াছে, এখন] সাক্ষাৎসম্বন্ধেই [অন্তর্ধামীর পবমাত্ম-গ্রাহক] হেতুর নির্দেশ করিতেছেন—“উভয়ে” ইত্যাদি ।

মাধ্যন্দিন শাখী ও কাণ্ডাশাখী, ইহারা উভয়েই অচেতন বাক্ প্রভৃতি ইঞ্জিয়ের সহিত এই শারীর জীবকেও অন্তর্ধামীব নিয়াম্যরূপে (শাসনাধীনরূপে) [জীব ও অন্তর্ধামীকে] পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। মাধ্যন্দিনগণ পাঠ করেন—“যিনি আত্মাতে (জীবে) অবস্থান করেন, অথচ আত্মারও অন্তর, আত্মা যাহাকে জানে না ; আত্মা যাহার শরীর ; যিনি আত্মার মধ্যে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, সেই অমৃত অন্তর্ধামীই তোমার আত্মা’ ইতি। কাণ্ডশাখীরাও পাঠ করেন যে, ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, তাহারা যখন পরমাত্মার নিয়াম্য—শাসনাধীন বলিয়া নির্দেশ করেন, তখন জীব নিশ্চয়ই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ; [অতএব] জীব হইতে বিলক্ষণ (অন্তপ্রকার) নিষ্পাপ, পরমাত্মা নারায়ণই যে, অন্তর্ধামী, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১।২।২১ ॥ [চতুর্থ অন্তর্ধামী অধিকরণ ।]

অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ ॥১২।২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অদৃশ্যাদিগুণকঃ (অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত) [পদার্থটি পরমাত্মা,] ধর্মোক্তেঃ (যেহেতু তাঁহারই ধর্মের উক্তি রহিয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্যং” ইত্যরভ্য “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইত্যাদৌ অদৃশ্যাদিগুণবত্তয়া কিং প্রধানং, উত জীবঃ, অথবা পরমাত্মা প্রতিপাত্তে ? ইতি সংশয়ঃ । তত্রোত্তরং—অদৃশ্যাদিগুণকঃ ন জীবঃ প্রধানং বা, অপিতু পরমাত্মা এব । কূতঃ ? ধর্মোক্তেঃ ; উত্তরত্র—“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ,” “তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপময়ং চ জায়তে” ইত্যাদৌ প্রধানেন জীবেন চ অসম্ভবতাং পরমাত্মৈকনিষ্ঠানাং ধর্ম্মাণাং নির্দেশাদিত্যর্থঃ ।

‘অনন্তর পরা বিজ্ঞা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই ‘অক্ষর’ পরিজ্ঞাত হয়, যিনি সেই অদৃশ্য, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘যিনি পর অক্ষর হইতেও পর’, ইত্যাদি স্থলে অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্টরূপে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি কি প্রকৃতি ? কিংবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বলা হইতেছে যে, অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত বস্তুটি নিশ্চয়ই পরমাত্মা, প্রকৃতি কিংবা জীব নহে । কাবণ ? ‘যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি’ ইত্যাদি পরবর্তী বাক্যে পরমাত্মধর্ম্ম সর্বজ্ঞত্বাদির উল্লেখ রহিয়াছে । উক্ত সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মনিচয় কখনই জীব উপপন্ন হয় না ॥ ১ । ২ । ২২ ॥]

আত্মবর্ণিকা অধীয়তে -- “অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে । যৎ তদদ্রেশ্য-
মগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং । নিত্যং বিভূং সর্বগতং
সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ” [মুণ্ড ০ ১।১।৫—৬]
ইতি ; তথোত্তরত্র—“অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইতি ।

(*) অত্মবর্ণিকাখীরা পাঠ করিয়া থাকেন যে, ‘অনন্তর পরা বিজ্ঞা [কথিত হইতেছে], যাহা দ্বারা অক্ষর পুরুষ পরিজ্ঞাত হন’ ; ‘যিনি সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ, গোত্র ও বর্ণ (ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি-) হীন এবং চক্ষুঃ ও কর্ণশূন্য ; তিনি হস্ত-পদরহিত, নিত্য, বিভূ (ব্যাপক), সর্বগত অতি সূক্ষ্ম এবং অব্যয় (নির্বিকার) ; যে ভূতযোনিকে ধীরগণ দর্শন করিয়া থাকেন’ ইতি । সেইরূপ

(*) ভাষ্যপরিঃ—এই অধিকরণটি বাইশ হইতে চব্বিশস্থত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অধ্যায় এইরূপ—(১) বিধয় বাচ্য—“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” ইত্যাদি । ২) সংশয়—এখানে অদৃশ্যাদিগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া তাহার উল্লেখ হইয়াছে, যাহা কি প্রকৃতি ও পুরুষ ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—তাহা প্রকৃতি ও পুরুষই বটে । (৪) উত্তর—না, প্রকৃতি ও পুরুষ এখানে অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত বলিয়া কথিত হয় নাই ; কারণ, ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ’ ইত্যাদি পরমাত্মার ধর্ম্মই এখানে উক্ত হইয়াছে ; উক্ত ধর্ম্মগুলি প্রকৃতি ও পুরুষে সঙ্গত হয় না । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত, অপরাপর বস্তু তাহার উপাসনায় যুক্ত লাভই প্রয়োজন ।

তত্র সন্নিহিতে—কিমিহ অদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরম্ অক্ষরাৎ পরতঃ পরশ্চ প্রকৃতি-পুরুষৌ? অথ উভয়ত্র পরমাত্মৈব? ইতি। কিং প্রাপ্তং? প্রকৃতি-পুরুষাবিতি। কুতঃ? অশ্রাক্ষরশ্চ “অদৃষ্টো দ্রষ্টা” ইত্যাদাবিব ন দ্রষ্টৃত্বা-দিশ্চেতনধর্ম্যবিশেষ ইহ শ্রুয়তে, “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি চ সর্ব-স্বাদিকারাৎ পরভূতাদক্ষরাদস্মাৎ পরঃ ক্ষেত্রজ-সমষ্টিপুরুষঃ প্রতিপাद्यতে।

এতদ্ব্যন্তবতি—রূপাদিমৎস্থূলরূপাচেতনপৃথিব্যাদিভূতাত্ম্যঃ দৃশ্য-ত্বাদিকং প্রতিষিধ্যমানং পৃথিব্যাদিসজাতীয়-সূক্ষ্মরূপাচেতনমোবোপস্থাপয়তি, তচ্চ প্রধানমেব; তস্মাৎ পরত্বঞ্চ সমষ্টিপুরুষত্বৈব প্রসিদ্ধম্। তদধিষ্ঠিতঞ্চ প্রধানং মহাদিবিশেষপর্য্যন্তং বিকারজাতং প্রসূতে ইতি। তত্র দৃষ্টান্তা উপন্যস্তান্তে—“যাথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্মতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্” [মুণ্ড ১।১।৭] ইতি। অতোহস্মিন্ প্রকরণে প্রধান-পুরুষাবেব প্রতি-পাद्यতে ইতি।

পরেও আছে—‘পর অক্ষর হইতেও তিনি পর (শ্রেষ্ঠ)’। এখন সংশয় হইতেছে যে, এখানে এই যে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত অক্ষর, এবং পর অক্ষর হইতেও যাহা পর, তাহা কি প্রকৃতি ও পুরুষ? অথবা উভয় স্থলেই পরমাত্মা? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?—প্রকৃতি ও পুরুষ। হেতু কি?—যেহেতু ‘তিনি দৃষ্ট হন না, অথচ দ্রষ্টা’ ইত্যাদি স্থলে যেমন চেতনধর্ম্য দ্রষ্টৃত্বাদি পরিণত হইয়া থাকে, এখানে তেমন কোনরূপ চেতনগত ধর্ম্যবিশেষ পরিণত হইতেছে না। বিশেষতঃ, ‘পর অক্ষর অপেক্ষাও পর’ এই শ্রুতি ত সমস্ত বিকার হইতে পবভূত বা শ্রেষ্ঠস্বরূপ অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেহাধিপতি পুরুষ সমষ্টির প্রতিপাদন করিতেছেন।

ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—রূপাদিগুণবিশিষ্ট স্থূল অচেতন পৃথিব্যাদি ভূতবিষয়ক যে দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্য, সেই দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্যের প্রতিষেধ হওয়ায় পৃথিব্যাদিরই সমানজাতীয় যে অচেতন অপর সূক্ষ্ম ভূতের [অদৃশ্যত্বাদিগুণ] বৃদ্ধাইতেছে; নিশ্চয়ই তাদৃশ বস্তুটি প্রধান বা প্রকৃতি। জীবসমষ্টিরই তদপেক্ষা পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রসিদ্ধ; প্রধান সেই পুরুষকর্তৃক অধিষ্ঠিত (প্রেরিত) হইয়া মহত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমস্ত বিকার অর্থাৎ কার্য্যবর্গ প্রসব করিয়া থাকে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, ‘উর্ণনাভি (মাকড়শা) নিজেই যেরূপ [স্বত্রের] সৃষ্টি ও সংহার করে, পৃথিবী হইতে যেরূপ তৃণ-লতা সমূহ সমুৎপন্ন হয়, এবং পুরুষ-দেহ হইতে যেরূপ কেশ ও গোম প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে এই জগৎ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।’ অতএব, [বুঝিতে হইবে] এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষই প্রতিপাদিত হইতেছে, অস্ত্র নহে।

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে (*)—অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ—
 অদৃশ্যাদিগুণকঃ অক্ষরাং পরতঃ পরশ্চ পরমপুরুষ এব ; কুতঃ ?
 তদ্ব্যমোক্তেঃ—“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” ইত্যাদিনা সর্বজ্ঞত্বাদিকাস্ত্যশ্চৈব
 ধর্মো উচ্যন্তে । তথা হি —“যস্য তদক্ষরমধিগম্যতে” ইত্যাদিনা অদৃশ্য-
 ত্বাদিগুণকমক্ষরমভিধায় “তথাক্ষরাং সম্ভবতীহ বিশ্বম্” ইতি তস্মাদ্বিশ্ব-
 সম্ভবকাভিধায় “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ । তস্মাদেতদ্বক্ষ-
 নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে” [মুণ্ড০ ১।১।৯] ইতি ভূতযোনেরক্ষরস্য সর্বজ্ঞ-
 ত্বাদি প্রতিপাद्यতে । পশ্চাৎ “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইতি ১ প্রকৃতমদৃশ্য-
 ত্বাদিগুণকং ভূতযোন্তক্ষরম্ সর্বজ্ঞমেব পরত্বেন ব্যপদিশ্যতে । অতঃ
 “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইত্যক্ষরশব্দঃ পক্ষমাস্ত্যঃ প্রকৃতমদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরং
 নাভিধতে, তস্য সর্বজ্ঞস্য বিশ্বযোনেঃ সর্বস্মাৎ পরত্বেন তস্মাদন্যস্য পরত্বা-
 সম্ভবাৎ । অতোহত্রাক্ষর-শব্দো ভূতসূক্ষ্মমচেতনং ক্রতে ॥ ১।২।২২ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে যে, ‘ধর্ম্যেব উক্তি হেতু অদৃশ্যাদি গুণযুক্ত বস্তুটি
 [পরমেশ্বরই] ।’ পরমপুরুষ পবমাত্মাই এখানে অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত এবং পর অক্ষর হইতেও
 পর । কাবণ ? যেহেতু তাহাবই ধর্ম্যেব উক্তি আছে, ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ’ ইত্যাদি বাক্যে
 তাহার সম্বন্ধেই সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্য সমূহ কথিত হইতেছে । দেখ, ‘যাহা দ্বারা সেই অক্ষর
 অধিগত হওয়া যায়,’ ইত্যাদি বাক্যে অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত অক্ষরকে নির্দেশ করিয়া—‘অক্ষর হইতেই
 জগৎ সমুদ্ভূত হয়’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আবার তাহা হইতেই জগতের সমুৎপত্তি বলিয়া—‘যিনি
 সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, জ্ঞানই বাহ্যের তপস্বী, তাহা হইতেই ব্রহ্ম, নাম, রূপ ও অন্ন (পৃথিবী) জন্ম-
 লাভ করিয়া থাকে ।’ এইরূপে সমস্ত ভূতব কাবণীভূত অক্ষরবেব সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্য প্রতিপাদিত
 হইয়াছে । পশ্চাৎ ‘পর অক্ষর হইতেও পর’ এই বাক্যেও সেই অদৃশ্যাদিগুণবিশিষ্ট,—
 প্রস্তাবিত সেই ভূতযোনি সর্বজ্ঞ অক্ষরকেই ‘পবতত্ত্ব’ রূপে উল্লেখিত করা হইতেছে । অতএব,
 উক্ত শ্রুতিতে “অক্ষরাং” এই পক্ষমাস্ত্য ‘অক্ষর’ শব্দটি প্রস্তাবিত অদৃশ্যাদিগুণসম্পন্ন অক্ষরের
 অভিধায়ক নহে ; কেন না, সেই সর্বজ্ঞ বিশ্বকারণ অপর সমস্ত বস্তু হইতেই পর ; সূত্রবাং
 তদপেক্ষা অপর কোনও পর থাকার সম্ভবপব হইতে পারে না । অতএব এই পক্ষমাস্ত্য ‘অক্ষর’
 শব্দটি অচেতন সূক্ষ্ম ভূতবই বাচক, (পরমেশ্বরের নহে) ॥ ১।২।২২ ॥

ইতশ্চ ন প্রধান-পুরুষো—

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥১৥২॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং (বিশেষণ ও ভেদ নির্দেশহেতু) চ (ও) ন (না), ইতরৌ (অপরদ্বয়—প্রকৃতি ও পুরুষ) ।]

[সরলার্থঃ—বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং—একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাদিনা বিশেষণাৎ প্রকৃতেরপি বিশেষ্য ভূতযোনেরক্ষরস্ত অভিধানাং ন প্রকৃতিঃ ; “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইত্যত্র প্রধানাদপি পরো যঃ পুরুষঃ, তস্মাদপি ভূতযোনাঙ্করস্ত পবত্বাভিধানেন ভেদনির্দেশাদপি পুরুষঃ প্রকৃতিরূপা নাত্ ভূতযোনাঙ্করমিত্যর্থঃ ।

এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা প্রকরণটিকে বিশেষিত করায়, এবং অক্ষর পদবাচ্য প্রকৃতি অপেক্ষাও পব—জীব হইতে ভেদ নির্দেশ হেতু প্রকৃতি ও পুরুষ এখানে ভূতযোনি নহে ॥ ১ । ২ । ২৩ ॥]

বিশিনষ্টি হি প্রকরণং—প্রধানাচ্চ পুরুষাচ্চ ভূতযোনাঙ্করং ব্যববর্তয়-
তীত্যর্থঃ ; একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপাদনাদিভিঃ (*) ।
তথা তাভ্যামস্ত্র (+) অক্ষরস্ত্র ভেদশ্চ ব্যপাদিশৃতে “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ”
ইত্যাদিনা । তথা হি—“স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্কবায় জ্যেষ্ঠপুত্রায়
প্রাহ” [মুণ্ডো ১।১।১] ইতি সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাভূতা ব্রহ্মবিদ্যা প্রকান্তা ;
পরবিদ্যৈব চ সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা ; তামিমাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং বিদ্যাং
চতুর্মুখাথর্কবাদিগুরুপরম্পরয়া অঙ্গিরসা প্রাপ্তাং জিজ্ঞাসঃ “শৌনকে হ বৈ
মহাশালোহাঙ্গিরসং বাধবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—কস্মিন্মু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব-

এই কাৰণেও প্রধান ও পুরুষ অক্ষর-শব্দবাচ্য নহে । কারণ, এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞার উপপাদনার্থ আবদ্ধ এই প্রকরণও তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছে, অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষ হইতে ভূতযোনি অক্ষরের পার্থক্য সাধন করিতেছে । এইরূপ “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই প্রধান এবং পুরুষ হইতেও অক্ষরের ভেদ প্রতিপাদন করিতেছে । দেখ, “তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ককে সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন ।” এইরূপে সমস্ত বিদ্যার আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম করা হইয়াছে । পবমাত্ত্ববিষয়ক বিদ্যাই সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা ; ব্রহ্মা ও অথর্ক ঋষি প্রভৃতি গুরুপরম্পরাক্রমে অঙ্গিরাকর্তৃক লব্ধ সেই এই সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাটুক বিদ্যা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ‘অভিজাত শৌনক বিহিতবিধানে অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবন্, কোন একটা পদার্থ জানিলে এই সমস্ত জগৎ

(*) সর্ববিজ্ঞানোপপাদনাদিভিঃ ইতি (ক) পাঠঃ । (+) অস্ত্র, ইতি (ঘ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

মিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি । ব্রহ্মবিজ্ঞায়াঃ সৰ্ববিজ্ঞাত্ৰয়ত্বাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা-
 নেন সৰ্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি কৃত্বা ব্রহ্মস্বরূপমেনে পৃষ্ঠম্; “তস্মৈ স হোবাচ
 —হে বিদে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরো চৈবা পরো চ”
 [যুগুৎ ১:১১৪] ইতি । ব্রহ্মপ্রেপ্তানা হে বিদে বেদিতব্যে—ব্রহ্মবিষয়ে
 পরোক্ষাপরোক্ষরূপে হে বিজ্ঞানে উপাদেয়ে ইত্যর্থঃ । তত্র (ঠ) পরোক্ষং
 শাস্ত্রজন্ম জ্ঞানম্, অপরোক্ষং যোগজন্ম জ্ঞানং, (ড) তয়ো ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়-
 ভূতমপরোক্ষং জ্ঞানম্; তচ্চ ভক্তিরূপাপন্নং, “যমেবৈষ বৃণুতে, তেন লভ্যঃ”
 ইত্যত্রেব বিশেষ্যমাণত্বাৎ; তদুপায়শ্চাগমজন্মং বিবেকাদিসাধনসমুদায়-
 গৃহীতং জ্ঞানং, “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশন্তি যজ্ঞেন দানেন
 তপসানাশকেন” [বৃহদাঃ ৬:৪১২২] ইতি শ্রুতে: । আহ চ ভগবান্
 পরাশরঃ,—

“তৎপ্রাপ্তিহেতুজ্ঞানং চ কৰ্ম চোক্তং মহামুনে !

আগমোথং বিবেকাস্ত দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে ॥”

[বিষ্ণুপুঃ ৬:৫১৬০] ইতি ।

বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইতি । ব্রহ্মবিদ্যাই সমস্ত বিদ্যার প্রতিষ্ঠাস্থল; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানেই সৰ্ববিজ্ঞান
 সম্পন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ মনে করিয়া শৌনক ব্রহ্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তত্বে
 ‘তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে, ব্রহ্মবিদ্যগণ যাহাকে পৰা ও
 অপরা বিদ্যা বলিয়া থাকেন ।’ ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মলাভেচ্ছ ব্যক্তির দুইটি বিদ্যা জ্ঞাতব্য—
 ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় প্রকার বিজ্ঞানই গ্রহণ করা আবশ্যিক । তন্মধ্যে, কেবল
 শাস্ত্র-শ্রবণে যে জ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ, আর যোগ হইতে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা অপরোক্ষ ।
 সেই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যেও আবার অপরোক্ষ জ্ঞানই (সাক্ষাৎ উপলব্ধি) ব্রহ্মলাভের উপায়-
 স্বরূপ, তাহাও আবার ভক্তিব্যাপন্ন হওয়া চাই । যেহেতু, ‘ইনি যাহাকে বরণ করেন,
 তাহারই লভা হন,’ এই স্থলে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে । শাস্ত্রোপদেশলব্ধ এবং
 বিবেকাদি সপ্তবিধ সাধনসমমিত জ্ঞানই তাহার উপায় । ‘ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান,
 তপস্কা ও বিষয়াসক্তি ত্যাগ দ্বারা সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া থাকেন,’ এই শ্রুতিই উক্তার্থে
 প্রমাণ । ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন ‘হে মহামুনে, জ্ঞান ও কৰ্ম, উভয়ই তাহার প্রাপ্তির
 উপায় বলিয়া কথিত । জ্ঞানও দুইপ্রকার উক্ত হইয়াছে—শাস্ত্রজনিত ও বিবেকজাত ।’

“তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ” ইত্যাদিনা “ধর্মশাস্ত্রাণি” ইত্যন্তেন আগ-
মোখং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুভূতং পরোক্ষজ্ঞানমুক্তম্ । সাক্ষ্য সৌতিহাস-
পুরাণস্য ধর্মশাস্ত্রস্য সমীমাংস্য বেদস্য ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভূতত্বাৎ “অথ
পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” ইত্যুপাসনাখ্যং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণং ভক্তি-
রূপাপন্নং জ্ঞানমুচ্যতে (*), “যত্তদদ্বেশম্” ইত্যাদিনা পরোক্ষাপরোক্ষরূপ-
জ্ঞানদ্বয়বিষয়স্য পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপমুচ্যতে । “যথোর্ণনাভিঃ স্বজতে গৃহ্মতে
চ” ইত্যাদিনা যথোক্তস্বরূপাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোহক্ষরাৎ কৃৎস্নস্য চেতনা-
চেতনাত্মকপ্রপঞ্চশোৎপত্তিরুক্তা, বিশ্বমিতি বচনাৎ নাচেতনমাত্ৰস্য ; “তপসা
চীয়েতে ব্রহ্ম, ততোহন্নমভিজায়তে, অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ
কশ্মলস্য চামৃতম্” ইতি ব্রহ্মণো বিশ্বোৎপত্তিপ্রকার উচ্যতে । তপসা—
জ্ঞানেন, “যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ” ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ; চীয়েতে—উপচীয়েতে ;
“বহু স্যাম্” ইতি সঞ্চল্লরূপেণ জ্ঞানেন ব্রহ্ম স্বষ্ট্যনুখং ভবতীত্যর্থঃ ।
ততোহন্নমভিজায়তে—অগত ইত্যন্নম্, বিশ্বস্য ভোক্তৃবর্গস্য ভোগ্যভূতং

‘তন্মধ্যে, ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ প্রভৃতি বিদ্যা অপবা’ ইত্যাদি এবং ‘ধর্মশাস্ত্রসমূহ’ এতদন্ত গ্রন্থে ব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকারের হেতুভূত, আগম-জ্ঞান পর্বোক্ষ জ্ঞান অভিহিত হইয়াছে। [তাহার পর]
ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও নীমাংসাশাস্ত্র সহকৃত বেদই ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিব হেতু ; এই নিমিত্ত
‘অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারা যায়,’ এই
বাক্যে ব্রহ্মানুভূতিরূপ ভক্তিভাবে পর ‘উপাসনা’ নামক জ্ঞানকেই ‘যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ’ ইত্যাদি
বাক্যে আবার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, এই দ্বিবিধ জ্ঞানের বিষয়ীভূত পরব্রহ্মেবই স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ
করা হইয়াছে । তাহার পর, ‘উর্ণনাভি (মাকড়শ) যেমন সৃষ্টি ও গ্রহণ (সংহার) করে’
ইত্যাদি বাক্যে বিশ্বব্রহ্মের স্পষ্টত্ব থাকায় পূর্ববর্ণিত অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে চেতনাকেতনাত্মক
সমস্ত জগতেবই উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ; কেবলই অচেতনের [উৎপত্তি]
নহে । ‘ব্রহ্ম তপস্যা (চিন্তা) দ্বারাই সৃষ্টি—সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন । তাহা
হইতে অন্ন সৃষ্টি হয়, এবং সেই অন্ন হইতেই প্রাণ, মন, সত্য, সমস্ত লোক, কর্মফল ও অমৃত
(স্বর্গাদি) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বের (সমস্ত প্রপঞ্চের)
উৎপত্তি প্রণালী কথিত হইতেছে । ‘তপসা’ অর্থ—জ্ঞান দ্বারা ; কারণ, পরেই বলা হইবে যে,
‘জ্ঞানই যাহার ‘তপস্যা’ । ‘চীয়েতে’ অর্থ—উপচিত হন, অর্থাৎ ‘আমি বহু হইব’ এই প্রকার
জ্ঞানবলেই ব্রহ্ম বিশ্বসৃষ্টির দিকে উন্মুখ (উদ্বেগী) হইয়া থাকেন । ‘ততোহন্নম্ অভিজায়তে’
অর্থ—যাহা ভক্ষণীয়, তাহাই ‘অন্ন’ ; সমস্ত ভোক্তৃবর্গের ভোগ্যস্বরূপ অব্যাকৃত (অপকীকৃত)

(*) উচ্যতে ইত্যং (য) পুস্তকে নাস্তি ।

ভূতসূক্ষ্মবাক্যতঃ পরস্মাদ ব্রহ্মণো জায়ত ইত্যর্থঃ । প্রাণ-মনঃ-প্রভৃতি চ স্বর্গাপবর্গরূপফল-সাধনভূতকর্ম্যপর্যন্তঃ সর্বং বিকারজাতং তস্মাদেব জায়তে । “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ” ইত্যাদিনা স্ফট্যুপকরণভূতং সার্বজ্ঞ্য-সত্য-সঙ্কল্পহাদিকমুক্তম্ । সর্বজ্ঞাৎ সত্যসঙ্কল্লাৎ পরস্মাদ ব্রহ্মণোহক্ষরাদেতৎ কার্ষাকারং ব্রহ্ম নাম-রূপবিভক্তং ভোক্তৃত্বোপগ্যরূপং চ জায়তে । “ভদেতৎ সত্যম্” ইতি পরস্ম ব্রহ্মণো নিরুপাধিকসত্যত্বমুচ্যতে । “মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্ত্রপশ্চন্, তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি । তান্যাচরত নিয়তং সত্যকামাঃ” ইতি সার্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পহাদি-কল্যাণগুণাকরমক্ষরং পুরুষং স্বতঃ সত্যং কাময়মানাস্তৎপ্রাপ্তয়ে ফলান্তরেভ্যো বিরক্তা ধাণ্-যজুঃসামাধর্ষবহু কবিভিদৃষ্টানি বর্ণাশ্রমোচিতানি ত্রেতাগ্নিষু বহুধা সন্ত-তানি কর্ম্মাণ্যাচরতেতি, “এষ বঃ পশ্বাঃ” ইত্যারভ্য “এষ বঃ পুণ্যঃ স্মৃকতো

(*) স্মৃভূত (তস্মাত্ররূপ—অন্ন) পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রাণ ও মন প্রভৃতি, এবং স্বর্গলাভ ও মুক্তিপ্রাপ্তিরূপ ফলের সাধনীভূত কর্ম্মপর্যন্ত সমস্ত বিকারই সেই পবব্রহ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া থাকে । ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ’ ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাব সৃষ্টিকার্য্যো-পযোগী সর্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পহাদি গুণ উক্ত হইয়াছে । কার্য্যভাবাপন্ন ব্রহ্ম (কাব্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ) এবং নাম ও রূপ হইতে পৃথগ্ভূত এই ভোক্তা (জীব) এবং ভোগ্য জড় জগৎও সেই সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ‘অক্ষর’ পরব্রহ্ম হইতেই জন্মলাভ করিয়া থাকে । ‘ইহাই সেই সত্য’ এই বাক্যে পরব্রহ্মের নিরুপাধিক সত্যতা উক্ত হইতেছে । কনিগণ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শিগণ মন্ত্রা-ভ্যন্তরে যে সমস্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে সমস্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া-ছিলেন, ত্রেতাতে (গার্হপত্যাদি অগ্নিতে) সেই সমস্ত কর্ম্ম বহুপ্রকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ; হে সত্যাভিলাষিগণ, তোমরা নিরন্তর সেই সমস্ত কর্ম্ম আচরণ কব ।’ এইস্থলে [বলা হইতেছে যে,] সর্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পহাদি কল্যাণকর গুণের আকরস্বরূপ স্বতঃসত্য অক্ষর পুরুষকে পাইতে ইচ্ছক এবং তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশেই অপরাপর ফল হইতে বিরক্ত (বীতশ্পহ) তোমরা ঋক্ যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদে ঋষি-পরিজ্ঞাত, এবং ত্রেতা অগ্নিতে বহু প্রকারে বিস্তৃতি প্রাপ্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহ আচরণ কর । ‘ইহাই তোমাদের পথ’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘ইহাই তোমাদের পুণ্যলব্ধ পবিত্র ব্রহ্মলোক’ এতদন্ত গ্রন্থ দ্বারা কর্ম্মাচুষ্ঠানের প্রণালী ; আর

(*) ভাণ্ডার্য্য—কিত্যাদি পঞ্চভূত দুই প্রকার—(১) পঞ্চীকৃত, (২) অপঞ্চীকৃত । পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ স্থল, জল, অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহ সূক্ষ্ম এবং তস্মাত্র সংজ্ঞায় অভিহিত । পঞ্চীকৃত ভূতের প্রত্যেকের মধ্যেই অপর চারিটি ভূতের দুই আনা করিয়া মিশ্রণ আছে ; কিন্তু অপঞ্চীকৃত ভূতে তাহা নাই, উহা বিশুদ্ধ—অবিমিশ্রিত ; এইজন্য ‘তস্মাত্র’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মলোক” ইত্যন্তেন কৰ্ম্মানুষ্ঠানপ্রকারং, শ্রুতিস্মৃতিচৌদিতেষু কৰ্ম্মশ্বেক-
তরকৰ্ম্মবৈধূৰ্য্যোহপি ইতরেষামনুষ্ঠিতানাংপি নিফলত্বম্, অযথানুষ্ঠিতস্য
চানুষ্ঠিতসমত্বমভিধায় “প্ৰবা হোতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু
কৰ্ম্ম । এতচ্চেদ্র্যো যেষ্ভিনন্দন্তি মুঢ়া জরামৃত্যু তে পুনরেবাপি যন্তি” ইত্যা-
দিনা ফলাভিসন্ধিপূৰ্ব্বকত্বেন জ্ঞানবিধূরতয়া চাবরং কৰ্ম্মাচরতাং পুনরারুতি-
মুক্তা। “তপঃশ্রদ্ধে য়ে হু পুবসন্তি” ইত্যাদিনা পুনরপি ফলাভিসন্ধিরহিতং
জ্ঞানিনা অনুষ্ঠিতং কৰ্ম্ম ব্রহ্ম-প্রাপ্তয়ে ভবতীতি প্র স্ত “পরীক্ষ্য লোকান”
ইত্যাদিনা কেবলকৰ্ম্মফলেষু বিরক্তস্য যথোদিতকৰ্ম্মানুগৃহীতং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যু-
পায়ভূতং জ্ঞানং জিজ্ঞাসমানস্ত চ আচার্য্যোপসদনং বিধায় “তদেতৎ সত্যম্”
“যথা সূদীপ্তাং” [মুণ্ড০ ২।১।১] ইত্যাদিনা “সোহবিজ্ঞাগ্রস্থিঃ বিকিরতীহ
সোম্য” [মুণ্ড০ ২।১।১০] ইত্যন্তেন পূৰ্ব্বোক্তশ্রুতাক্ষরস্য ভূতযোনেঃ পরস্য
ব্রহ্মণঃ পরমপুরুষস্য অনুরক্তঃ স্বরূপগুণৈঃ সহ সৰ্ব্বভূতান্তরাহুতয়া বিশ্ব-
শরীরত্বেন বিশ্বরূপত্বং, তস্মাদ্বিশ্বস্থিঃ চ বিস্পষ্টমভিধায় “আবিঃ সন্নি-
হিতম্” ইত্যাদিনা তৈশ্চৈবাক্ষরশ্রাব্যাকৃতাতং পরতোহপি পুরুষাৎ পরভূতস্য

শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত কৰ্ম্মসমূহের মধ্যে কোন একটা মাত্র কৰ্ম্মের হানি হইলেই অনুষ্ঠিত অপরাপর
কৰ্ম্মসমূহেরও বিফলতা হয়, এবং বিধি-লঙ্ঘনপূৰ্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার অননুষ্ঠানতুল্যতা
নির্দেশ করিয়া ‘এই যজ্ঞরূপ প্ৰব সমূহ (ভেলা সকল) দৃঢ় নহে, অষ্টাদশ ঋষিক্-সাধ্য যে সমস্ত
যজ্ঞে অতুংকৃষ্ট কৰ্ম্ম বিহিত আছে, যে সকল মৃত্যুক্তি সেই কৰ্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া আদর
করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্তিলাভ করিতে পারে না)।’ ইত্যাদি
বাক্যে, ফলাভিলাষপূৰ্ব্বক যে সমস্ত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তত্ত্বজ্ঞানবিহীন বলিয়া সেই সমস্ত কৰ্ম্মকে
‘অবর’ কৰ্ম্ম বলা হইয়াছে। সেই অবর কৰ্ম্মেব অনুষ্ঠাতৃগণের পুনৰ্বার সংসারপ্রাপ্তির
কথা বলিয়া ‘যাহারা তপস্তা ও শ্রদ্ধার উপাসনা কবে’, ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানিগণের অনুষ্ঠিত
ফলাভিসন্ধানবর্জিত কৰ্ম্মও ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সহায় হইয়া থাকে; এইজন্ত নিকাম কৰ্ম্মের প্রশংসা
করিয়াছেন। তাহার পর ‘কৰ্ম্মলব্ধ ফল সমূহ পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ নিত্য কি অনিত্য, ইহা
বিচার করিয়া’ ইত্যাদি বাক্যে আবার কৰ্ম্মফলে বিরক্ত অথচ ব্রহ্মলোভের উপায়ীভূত শাস্ত্রবিহিত
কৰ্ম্মসহকৃত জ্ঞান-লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে গুরুসমীপে গমনের বিধান করিয়া—‘ইহাই সেই
সত্য; প্রজ্জলিত [অগ্নি] হইতে যেমন—’ ইত্যাদি এবং ‘হে সোম্য, সেই পুরুষই অবিজ্ঞা-গ্রস্থি
• ছিন্ন করে’ ইত্যন্ত বাক্যে আবার পূৰ্ব্বোক্ত অক্ষর পদবাচ্য ভূতযোনি, পরমপুরুষ পরব্রহ্মস্বক্কে
ইতঃপূৰ্বে অনুরক্ত স্বীয় রূপ ও গুণসমূহ এবং তিনি সৰ্ব্বভূতের অন্তরাহুতা, সমস্ত জগৎ তাহার
শরীর, এই নিমিত্ত তাহার বিশ্বরূপত্ব এবং তাহা হইতেই জগৎপত্তিও প্রতিপাদন করি-

পরন্তু ব্রহ্মণঃ পরমব্যোমি প্রতিষ্ঠিতস্তানবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপন্তু হৃদয়-
গুহায়ামুপাসনপ্রকারমুপাসনন্তু চ পরভক্তিরূপত্বমুপাসীনস্তাবিষ্টাবিমোক্ত-
পূর্বকং ব্রহ্মসমং ব্রহ্মানুভবফলং চোপদিষ্টোপসংহতম্। অত এব
বিশেষণাং ভেদব্যপদেশোচ্চ নাস্মিন্ প্রকরণে প্রধান-পুরুষো প্রতিপাদ্যেতে।

ভেদব্যপদেশোহপি হি তাভ্যাং পরন্তু ব্রহ্মণোহত্র বিদ্যতে, “দিব্যা
হমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যান্তরো হৃজঃ। অপ্রাণো হমনাঃ শুভ্রো হক্ষরাৎ
পরতঃ পরঃ” [মুণ্ড০ ২।:১২] ইত্যাদিভিঃ অক্ষরাদব্যাকৃতাৎ পরো যঃ
সমষ্টিপুরুষঃ, তস্মাদপি পরভূতোহদৃশ্যদ্বাদিগুণাকোহক্ষরশব্দাভিহিতঃ পর-
মাত্মৈত্যর্থঃ। অশ্নুত ইতি বা, ন ক্ষরতীতি বা অক্ষরং, তৎ অব্যাকৃত্যেতপি
স্ববিকারব্যাপ্ত্যা বা মহাদাদিবৎ নামান্তরাভিলাপযোগ্য-ক্ষরণাভাবাদ্वा
অক্ষরত্বং কথঞ্চিদুপপত্ততে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

স্বাছেন। অনন্তর ‘আবিঃ সন্নিহিতঃ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অব্যাকৃত প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠতব, পরম ব্যোমে অবস্থিত, নিরবধি ও নিবতিশয় আনন্দস্বরূপ সেই
অক্ষর-পদবাচ্য পরম পুরুষ পবব্রহ্মেবই হৃদয়-পুণ্ডরীকে উপাসনাব প্রণালী, উপাসনাব পবা
ভক্তিরূপত্ব এবং উপাসকেরও অবিষ্টা-নিবৃতিপূর্বক ব্রহ্মতুল্যতা ও ব্রহ্মানুভব-ফলের উপদেশ করিয়া
উপসংহার করিয়াছেন। অতএব এবংবিধ বিশেষ নির্দেশ এবং ভেদনির্দেশ হেতুও [বুঝিতে
হইবে যে,] এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষ (আত্মা) প্রতিপাদিত হইতেছে না।

বিশেষতঃ এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে পবব্রহ্মের ভেদনির্দেশও রহিয়াছে।
‘সেই দিবা (অলৌকিক) অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিরহিত) পুরুষই বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, জন্মরহিত,
প্রাণ ও মনোরহিত, শুভ্র এবং পর (শ্রেষ্ঠ) অক্ষর হইতেও পব (উৎকৃষ্ট)’ ইত্যাদি বাক্যে
অভিহিত হইয়াছে যে, অব্যাকৃতপদবাচ্য অক্ষর হইতেও পর (উৎকৃষ্ট) যে পুরুষ সমষ্টি,
অদৃশ্যাদি গুণযুক্ত ‘অক্ষর’-শব্দোক্ত পরমাত্মা তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ‘অক্ষর’ অর্থ—যিনি
সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন, অথবা যিনি স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না। অব্যাকৃত প্রকৃতি স্বীয় কার্য
সমূহ ব্যাপিয়া থাকে এবং মহত্ত্ব প্রভৃতির দ্বায় নামান্তর-গ্রহণরূপ ক্ষরণ (রূপান্তর) লাভ করে
না, এই কারণে কোন প্রকারে তাহারও ‘অক্ষরত্ব’ উপপাদন করা যাইতে পারে ॥ ১। ২। ২৩ ॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ১১২ ॥ ২৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—রূপোপন্যাসাং (যেহেতু ব্রহ্মরূপের উল্লেখ), চ (ও) [রহিয়াছে] ।]

[সরলার্থঃ—“অগ্নিমূর্ধা, চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যো” ইত্যাদৌ অগ্নিমূর্ধ্বাদীনাম্ পারমেশ্বর-রূপাণাং উপন্যাসাং অপি অত্র ভূতযোনি অক্ষরং পরমাত্মৈব, নতু প্রধানং পুরুষো বা ইত্যর্থঃ ॥

[ইতি পঞ্চমং অদৃশ্যত্বাদিশুণ্ণকং অধিকরণম্ ।]

‘অগ্নি যাহার শির, চন্দ্র ও সূর্য্য যাহার দুই চক্ষু’ ইত্যাদি স্থলে যে অগ্নিমূর্ধ্বাদি রূপের উল্লেখ হইয়াছে; তাহা পরমেশ্বর ভিন্ন অপবেব পক্ষে উপপন্ন হয় না; অতএব ঈদৃশ রূপের উল্লেখ হইতেও অবধারিত হইতেছে যে, উক্ত ভূতযোনি অক্ষর পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কেহ নহে ॥ ১।২।২৪ ॥]

“অগ্নিমূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্নিরতাশ্চ বেদাঃ । বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্তু পদভ্যাং পৃথিবী হোম সর্বভূতান্তরাহ্মা” [মুণ্ড০২।১।৪] ইতি, ঈদৃশং রূপং সর্বভূতান্তরাহ্মনঃ পরমাত্মন এব সম্ভবতি; অতশ্চ পরমাত্মা ॥ ১।২।২৪ ॥ [পঞ্চমং অদৃশ্যত্বাদিশুণ্ণকাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

বৈশ্বানরাধিকরণম্]

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ ॥ ১১২ ॥ ২৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈশ্বানবঃ (বৈশ্বানব শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], সাধাবণশব্দ-বিশেষাৎ (সাধাবণ-বোধক শব্দাপেক্ষা বিশেষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“আত্মানম্ এব ইমং বৈশ্বানবং সম্প্রত্যধোষি” ইত্যাদৌ ‘বৈশ্বানর’-শব্দস্ত জাঠবাগ্নৌ, ভূতাগ্নৌ, দেবতাবিশেষে, পবমান্বনি চ প্রয়োগদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—অত্র বৈশ্বানরঃ কিং জাঠবাগ্নিঃ? কিংবা ভূতাগ্নিঃ? উত দেবতাবিশেষঃ? অথবা পরং ব্রহ্ম? ইতি । অশক্যানির্ণয়তয়া এবামেব অন্ততমঃ কশ্চিৎ বৈশ্বানব ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—বৈশ্বানবঃ বৈশ্বানর-শব্দাচ্যঃ পবমান্বা; কৃতঃ? সাধাবণ-শব্দবিশেষাৎ—যতপ্যায়ং বৈশ্বানব-শব্দঃ জাঠরাতিসাধাবণঃ, তথাপি বিশেষোহত্র উপলভ্যতে—‘কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম’? ইত্যুপক্রমে ব্রহ্ম-শব্দপ্রবণম্, “আত্মানং বৈশ্বানরং” ইত্যুপসংহারে চ বৈশ্বানবস্ত আত্মা-কথনং; তস্মাৎ বৈশ্বানরঃ অত্র পবমান্বা এব বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

‘সম্প্রতি তুমি এই বৈশ্বানব আত্মাকে অবগত আছ’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সংশয় হইতেছে যে, এই বৈশ্বানর শব্দের অর্থ কি জাঠবাগ্নি? কিংবা ভূতাগ্নি? না—দেবতাবিশেষ? অথবা পবমান্বা? বৈশ্বানর শব্দটী যখন জাঠবাগ্নি প্রভৃতির সাধারণ অর্থ্যাং বাচক, তখন ঐরূপ সংশয় হওয়া অসম্ভব নহে । এখানে যখন কোন একটা অর্থ বিশেষ নির্ধারণের উপায় নাই, তখন যে কোন একটা অর্থ গ্রহণ করা হইতে পারে । এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলিতেছেন যে, না—এখানে বৈশ্বানর শব্দে পবমান্বাই বুঝিতে হইবে; কারণ, সাধারণ শব্দাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে । প্রথমতঃ ‘আমাদের আত্মারূপ সেই ব্রহ্ম কে’? পবমান্ব-বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন রহিয়াছে । তাহার পর ‘বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ’ বলিয়া আত্মাশব্দ দ্বারা তাহার উপসংহার করা হইয়াছে । অতএব, পবমান্বাই এখানে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ, অপর কেহ নহে ॥ ১।২।২৫ ॥]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ “আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধোমি, তমেব নো জহি” [ছান্দো ৫.১১.৬] ইতি প্রক্রম্য “যন্তুতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে” [ছান্দো ৫.১৮.১] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিময়ং বৈশ্বানর আত্মা পরমাত্মেতি শাক্যনির্ণয়ঃ? উত ন? ইতি। কিং প্রাপ্তম্? অশাক্যনির্ণয় ইতি। কূতঃ? বৈশ্বানরশব্দস্ত চতুর্ষু অর্থেষু প্রয়োগদর্শনাৎ—জাঠরাগ্নৌ তাবৎ “অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যেনেদমমং পচ্যতে, যদিদমত্বতে, তশ্চৈষ ঘোষো ভবতি, যমেতৎ (ক) কর্ণাবপিধায় শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি, নৈনং ঘোষং শৃণোতি” [বৃহদা ০.৭.১২.১]। ইতি মহাভূত-তৃতীয়ে চ “বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা

অগ্নি ইহাব মন্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্‌সমূহ কর্ণবিবব বেদসমূহ বাণব্যাপার (শব্দ), বায়ু ইহার প্রাণ, সমস্ত জগৎ ইহাব হৃদয় এবং পৃথিবী ইহার পাদদ্বয়; ইনিই সর্গভূতব অন্তরাত্মা।’ এবংবিধ রূপটী সর্গভূতব অন্তরাত্মা পরমাত্মাব পক্ষেই সম্ভব হয়; এই কাবণেও [ভূতযোনি অক্ষব] পরমাত্মা [বৃত্তিতে হইবে] ॥ ১ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥

[‘অদৃশ্যাদিগুণক’ পঞ্চম অধিকরণ ।]

(২৪) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ কবিয়া থাকেন যে, ‘সম্প্রতি তুমিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জান; অতএব, তাহাই আমাদিগকে বল,’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘যে লোক প্রাদেশপরিমিত স্থানে অবস্থিত এই ব্যাপক আত্মাকে বৈশ্বানর বলিয়া উপাসনা কবে’ ইতি। তাহাতে সংশয় এষ্ট যে, এই বৈশ্বানর আত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্ধারণ করিতে পারা যায় কি না। কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? [না কোন অর্থবিশেষ] নির্ণয় করিতে পারা যায় না। কারণ? যেহেতু চাবিপ্ৰকাব অর্থই ‘বৈশ্বানর’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—প্রথমতঃ জাঠরাগ্নিতে প্রয়োগ—‘ইহাই বৈশ্বানর অগ্নি, যাহা দ্বাবা এই ভুক্ত অন্ন পরিপাক পায়; তাহা হইতেই এই শব্দ হইয়া থাকে, কর্ণ আচ্ছাদন কবিলে যাহা শ্রবণ করা যায়; জীব যখন নির্গমনোন্মুখ হয়, তখন এই শব্দ শ্রবণ করিতে পায় না’ ইতি। তৃতীয় মহাভূতেও (অগ্নিতেও) প্রয়োগ আছে

(ক) যাবদেতৎ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(২৪) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণে নাম ‘বৈশ্বানরাদিকরণ’। ইহা পচিশ হইতে ত্রিশ পর্যন্ত নয়টি পুত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“আত্মানমেব ইমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধোমি” ইত্যাদি। (২) সংশয়—বৈশ্বানর অর্থ কি জাঠরাগ্নি, কি বা তৌত্বিক অগ্নি, অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্বপদ—জাঠরাগ্নি প্রভৃতি হইবে; কেননা, পরমাত্মা-অর্থ গ্রহণের বিশেষ কোন হেতু নাই। (৪) উত্তর—না পরমাত্মাই বৈশ্বানর শব্দের অর্থ, অপর কিছু নহে; কারণ, পরমাত্মারই গ্রাহক হেতুবিশেষ আছে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই বৈশ্বানর, এবং ঐরূপ তাহার উপাসনা উপদেশ করাই ইহার প্রয়োজন।

বৈশ্বানরং কেতুমল্লামকৃণু” ইতি ; দেবতায়াং চ “বৈশ্বানরস্তু স্তমতো স্তাম
রাজা হি কং ভুবনানামভিষ্ঠীঃ” [ষজুঃ, কাণ্ ০ ১।৫।১১] ইতি ; পরমাত্মনি চ
“তদাত্মনোব হৃদয়েহমৌ বৈশ্বানরে প্রাপ্তং” [অষ্ট ০ ১। প্রশ্ন ০ ১১। অনু ০ ৮]
ইতি ; “স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাগোহগ্নিরুদয়তে” [প্রশ্ন ০ ১। ৭]
ইতি চ। বাক্যোপক্রমাদিসু উপলভ্যমানান্যাপি লিঙ্গানি সর্বানুগুণতয়া
নেতুং শক্যানীতি।

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ” বৈশ্বানরঃ
পরমাত্মা (*)। কুতঃ ? সাধারণশব্দবিশেষাৎ—বিশেষ্যত ইতি বিশেষঃ,
সাধারণস্ত বৈশ্বানর-শব্দস্ত পরমাত্মাসাধারণৈর্ধর্মৈর্বিশেষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ।

—‘দেবগণ সমস্ত জগতের জ্ঞাত বৈশ্বানরকে দিবসেব কেতু বা চিহ্ন স্বরূপ করিয়াছেন,’ ইতি ;
দেবতা বিষয়ে প্রয়োগ যথা—‘আমরা যেন বৈশ্বানরের স্তুতিতে থাকি ; কারণ, তিনিই সমস্ত জগ-
তের সূত্র-সমৃদ্ধি সম্পাদক,’ ইতি ; পরমাত্ম বিষয়েও প্রয়োগ আছে—‘হৃদয়স্থ আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর
অগ্নিতে তাহা প্রাক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন’ ইতি, এবং ‘সেই এই শ্রাণস্বরূপ, বৈশ্বানর অগ্নি বহু-
প্রকায়ে উপাত্ত হইয়া থাকে’ ইতি। বাক্যেব উপক্রমে বা প্রারম্ভে বিশেষার্থ-জ্ঞাপক যে সমস্ত
চিহ্ন রহিয়াছে, সেগুলিকে উক্ত সমস্ত অর্থেই অনুকূলভাবে সংযোজিত করা যাইতে পারে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ” এই সূত্র কথিত হইতেছে।
পরমাত্মাই বৈশ্বানর ; কাবণ ? সাধারণ শব্দোপেক্ষা বিশেষ দর্শনই তাহাব কাবণ। ‘বিশেষ’ অর্থ—
যাহা দ্বারা বিশেষিত করা হয়, অর্থাৎ ‘বৈশ্বানর’ শব্দ সাধারণার্থবোধক হইলেও পরমাত্মার
অসাধারণ ধর্মসমূহ থাকায় তাহাকেই বিশেষিত করিয়া বলিতেছে (৩৩)। দেখ—উপমন্তব্য

(*) পর এবাত্মা ইতি (য. পাঠঃ)।

(৩৫) তাৎপর্ঘ্য—হামোঃগ্যাপনিষদ এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে যে, উপমন্ত্যনন্দন প্রাচীনশাল,
পুল্লপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষের পুত্র জন এবং অশ্বত্থারের পুত্র বৃদ্ধি, এই পাঁচজন ঋষি
মিলিত হইয়া আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, বিষয়ে মীমাংসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কৃতকার্য না হইয়া স্থির করিলেন
যে, অরুণনন্দন উদালক ঋষি এই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন ; অতএব, চল, আমরা তাহার নিকটেই
যাই। অনন্তর তাহার উপাস্ত হইলে এর উদালক বুলিলেন যে, আমি দ্বারা তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা
হইবে না ; অতএব তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, কেয়-দেশাধিপতি রাজা অশ্বপতি এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয়
উত্তমরূপে অবগত আছেন ; চলুন, আমরা তাহারই নিকট গমন করি। অনন্তর, তাহার ছৎজন শবপাতর
নিকট উপস্থিত হইলেন, অশ্বপতি তাহাদের আদর অত্যর্থন্য করিলেন এবং নিজে একটি যজ্ঞ করিবেন, সেই
যজ্ঞে তাহাদিগকে থাকিতে অমুরাধ করিবেন। তাহার সেই ধন-ভাণ্ডের আশায় সমুদ্র না হইয়া আপনাদের
আগমনের উদ্দেশ্য তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর, ‘কলা প্রাতঃকালে বলিবা’, বলিবা অশ্বপতি তাহাদিগকে
আধাসিত করিলেন। অনন্তর, প্রাতঃকালে জিজ্ঞাস্য ঋষিগণ শয্যভাবে উপস্থিত হইলে পর অশ্বপতি মনে মনে
স্থির করিলেন যে, হুঁহুঁরা যখন বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তখন নিশ্চয়ই, তদ্বিষয়ে কিছু কিছু খবর
জানেন। যে যে অংশ জানা আছে, তাহা বর্ণনা করা নিম্নপ্রযোজন ; হুতরাঃ হুতরাঃ পথ্যন্ত জানেন, তাহা
আনো জানা আবশ্যক ; এইজন্ত তিনি তাহাদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে
তাহাদিগকে প্রকৃত বৈশ্বানর বস্তুর উপদেশ দিলেন।

তথা হি—ঔপমন্ত্যবাদয়ঃ পঞ্চ ইমে মহর্ষয়ঃ সমেত্য 'কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম' ইতি বিচার্য্য "উদালকো হ বৈ ভগবন্তোহয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যোতি, তং হস্তাভ্যাগচ্ছাম" [ছান্দো ০ ৫।১।১,২] ইত্যুদালকস্ত বৈশ্বানরাত্মাবজ্ঞানমবগম্য তমভ্যাজখুঃ । স চোদালক এতান্ বৈশ্বানরাত্মজিজ্ঞাসুনভিলক্ষ্য আত্মনশ্চ তত্রাকৃৎস্নবেদিত্বং মত্বা "তান্ হোবাচ অশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোহয়ং কেকয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যোতি, তং হস্তাভ্যাগচ্ছাম" ইতি । তে চোদালকষষ্ঠাস্তমশ্বপতিমভ্যাজখুঃ । স চ তান্ মহর্ষীন্ যথাইং পৃথগভ্যচ্য "ন মে স্তেনঃ" ইত্যাদিনা "যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোহমস্মি" ইত্যন্তেনাত্মনো ব্রতস্বতয়া প্রতিগ্রহযোগ্যতাং জ্ঞাপয়-
মেব ব্রহ্মবিদ্বিরপি প্রতিযিক্শপারিহরণীয়তাং বিহিতকস্ম-কর্তব্যতাং চ প্রজ্ঞাপ্য "যাবদেদৈকস্মা ঋগ্নিজৈ ধনং দাস্ত্যামি, তাবদ্ ভগবদ্যো দাস্ত্যামি ; বসন্তু ভবন্তুঃ" ইত্যবোচৎ । তে চ মুমুক্শবো বৈশ্বানরমাত্মানং জিজ্ঞাসমানাস্তমেবাত্মানমস্ম্যাকং ক্রহীত্যবোচন্ । তদেবং "কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম" ইতি

প্রভৃতি এই পাঁচজন ঋষি একত্রিত হইয়া 'আমাদের আত্মা কি ? এবং ব্রহ্ম কি ?' এইরূপ বিচার করিয়া [বলিলেন যে,] 'হে মহাশয়গণ, অকণ-তনয় উদালক ঋষিই সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন; চলুন, আমরা তাহার নিকট গমন করি,' 'এইরূপে উদালকে বৈশ্বানর আত্মা-ভিজ্ঞতা অবগত হইয়া তাহারই নিকট গমন করিয়াছিলেন । সেই উদালক উপস্থিত ঋষিগণকে বৈশ্বানর আত্মজিজ্ঞাসু বৃত্তিতে পাবিয়া এবং আপনাকেও বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ মনে করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়গণ ! সম্প্রতি কেকয়দেশীয় রাজা অশ্বপতিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন ; আসুন, আমরা তাহারই নিকট গমন করি ।' এইরূপ স্থিতি করিয়া উদালক সহকারে তাহারা ছয়জন অশ্বপতির নিকট গমন করিয়াছিলেন । সেই অশ্বপতি সেই মহর্ষিদিগকে যথাযোগ্য অর্চনা করিয়া 'আমার রাজ্যে চোব নাই' ইত্যাদি এবং 'হে মহাশয়গণ, আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি' এইপর্য্যন্ত বাক্যে আপনার ব্রতস্বতা-নিবন্ধনদাতৃ-জ্ঞাপনেব উদ্দেশ্যেই 'ব্রহ্মবিদগণের পক্ষেও নিষিদ্ধ কস্মের ত্যাগ ও বিহিতকস্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, ইহা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'এক একজন ঋষিককে (ব্রতীকে) যে পরিমাণ ধন প্রদান করিব, আপনাদিগকেও সেই পরিমাণেই প্রদান করিব ; আপনারা এখানে অবস্থান করুন' ইতি । সেই মুমুক্শু ঋষিগণ, বৈশ্বানর আত্মাকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিয়াছিলেন, 'সেই বৈশ্বানর আত্মাকেই আমাদের নিকট প্রকাশ কর ।' অতএব, আমাদের আত্মা কি ? এবং ব্রহ্মই বা কি ? এইরূপে জীবগণের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যখন তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বৈশ্বানর আত্মাভিজ্ঞ ব্যক্তির সমীপে উপস্থিত হইয়া

জীবাত্মনামাত্মভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসমানৈস্তত্ত্বজ্ঞমস্মিচ্ছন্তি বৈশ্বানরাভ্যন্তরাকাশ-
মাগম্য পৃচ্ছ্যমানো বৈশ্বানরাভ্যা পরমাত্মেতি বিজায়তে ; আত্ম-ব্রহ্ম-
শব্দাভ্যামুপক্রম্য পশ্চাৎ সর্বত্রাত্ম-বৈশ্বানরশব্দাভ্যাং ব্যবহারাক্ত ব্রহ্ম-শব্দ-
স্থানে নির্দিষ্টমানো বৈশ্বানর-শব্দো ব্রহ্মৈবাভিধত্ত্ব ইতি বিজায়তে । কিঞ্চ,
“স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বমমত্তি”, “তদযথেষীকতূল-
ময়ৌ প্রোতাং প্রদূয়েত, এবং হ্যস্তু সর্বৈ পাপানঃ প্রদূয়েন্তে” [ছান্দো.
৫।২৪ ৩] ইতি চ বক্ষ্যমাণং বৈশ্বানরাভ্যবিজ্ঞানফলং বৈশ্বানরাভ্যানং পরং
ব্রহ্মৈতি জ্ঞাপয়তি ॥১।২।২৫॥

ইতচ্চ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা—

স্বর্ঘ্যাগামনুমানং স্মাদিতি ॥১।২।২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বর্ঘ্যাগামং (স্রবণের বিষয়ীভূত—যাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহা) অনুমান
(লিঙ্গ—জ্ঞাপক) স্মাং (হইতে পারে) ইতি (এই প্রকারে) ।]

[সরলার্থঃ—স্বর্ঘ্যাগামং—প্রত্যভিজ্ঞায়মাণং ; অনুমানং—অনুমীয়েতে অনেনেতি লিঙ্গং
জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ ; ইতি শব্দঃ প্রকারবাচী, তথাচ “অগ্নিমূর্ধা, চক্ষুর্বা চন্দ্র-সূর্যো” ইত্যাদি
প্রকারেণ স্বর্ঘ্যাগামং বৈশ্বানরশ্চ রূপং পরমাত্মপরিগ্রাহে অনুমানং লিঙ্গং স্মাং ভবেদিত্যর্থঃ । নহি
পরমাত্মনোহগ্ন্যত্র ঈদৃশং রূপং সম্ভবতীত্যশয়ঃ ॥

‘অগ্নি যাহার মন্তক এবং চন্দ্র ও সূর্য্য যাহার চক্ষুঃ’ ইত্যাদি প্রকারে বৈশ্বানর আত্মার যে
রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বৈশ্বানরের পরমাত্ম-নিশ্চয়ের অনুমাপক হইবে ; কারণ, ঐরূপ
রূপ পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না ॥ ১ । ২ । ২৬ ॥]

ছিলেন, এবং উপস্থিত হইয়া যখন সেই বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
তখন নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে যে, তাহা ব্রহ্মভিন্ন অপর কেহ নহে । বিশেষতঃ উপক্রমে আত্মশব্দ
ও ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ এবং পশ্চাৎ সর্বত্র আত্মশব্দ ও বৈশ্বানর শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া
যায় ; তাহা হইতেও বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মশব্দের পরিবর্তে নির্দিষ্ট বৈশ্বানর শব্দের অর্থ
ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে । আরও এক কথা—‘সেই বৈশ্বানরাভ্যবিনং পুরুষ সমস্ত লোকে,
সমস্তভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন’ ; এবং ‘অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত জ্বীকাতুলা
(শরভূণের ফুল) যেমন দগ্ধ হয়, তেমনি ইহারও সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায় ।’ বৈশ্বানর আত্ম-
বিজ্ঞানের উক্তপ্রকার ফল নির্দেশও বৈশ্বানর আত্মার পরব্রহ্মত্ব জ্ঞাপন করিতেছে ॥১।২।২৬ ॥

দ্যুপ্রভৃতি-পৃথিব্যন্তমবয়ববিভাগেন বৈশ্বানরশ্চ রূপমিহোপদিশ্যতে; তচ্চ
 শ্রুতিস্মৃতিষু পরমপুরুষরূপতয়া প্রসিদ্ধম্ । তদ্বিহ তদেবেদমিতি স্বর্য্য-
 মাণং—প্রত্যভিজ্ঞায়মানং বৈশ্বানরশ্চ পরমপুরুষত্বে অনুমানং লিপ্সমিত্যর্থঃ ।
 ইতি—শব্দঃ প্রকারবচনঃ ; ইথম্ভূতং রূপং প্রত্যভিজ্ঞায়মানং বৈশ্বানরশ্চ
 পরমাত্মত্বে অনুমানং স্যাৎ । শ্রুতিস্মৃতিষু হি পরমপুরুষস্তেথং রূপং
 প্রসিদ্ধম্ । যথা আথর্ববেণে “অগ্নিমূর্ধা, চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যো, দিশঃ শ্রোত্রে,
 বায়ুরিত্যশ্চ বেদাঃ । বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমশ্চ, পদভ্যাং পৃথিবী, হেয
 সর্ব্বভূতান্তরাঙ্গা” [মুণ্ড০ ২।১৪] ইতি । অগ্নিরিহ দ্যুলোকঃ, “অসৌ বৈ
 লোকোহগ্নিঃ” [বৃহদা০ ৮।২।৯] ইতি শ্রুতেঃ । স্মরন্তি চ মুনয়ঃ “চ্যাং
 মূর্ধানং যশ্চ বিপ্রা বদন্তি, খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যো চ নেত্রে । দিশঃ শ্রোত্রে
 বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিং চ, মোহচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা” ইতি, “যস্ত্যাগ্নিরাশ্চ
 ত্ত্বোমূর্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ । সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে
 নমঃ” [মহাভা০ শান্তি০ রাজধর্ম্ম০ ৪৭।৭০] ইতি চ । ইহ চ দ্যুপ্রভৃতয়ো
 বৈশ্বানরশ্চ মূর্ধাণবয়বত্বেনোচ্যন্তে ।

এই প্রকরণে দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত এক একটা অবয়ব ক্রমে বৈশ্বানব আত্মার রূপ
 (আকৃতি) উপদিষ্ট হইয়াছে; শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে কিন্তু পরমপুরুষ পরমাত্মারই ঐরূপ রূপ
 প্রসিদ্ধ আছে; অতএব এখানে যখন ইহাও তাঁহারই সেই রূপ বলিয়া স্মরণের বিষয়ীভূত অর্থাৎ
 প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে, তখন অবশ্যই ইহা উক্ত বৈশ্বানরের পরম পুরুষত্ব বিষয়ে অনুমান অর্থাৎ
 জ্ঞাপক হেতু [হইবে] । [সূত্রস্থ] ‘ইতি’শব্দের অর্থ ‘প্রকার’ (বিশেষণভাব), [সূত্ররং অর্থ
 হইতেছে যে, ইহা তাঁহারই একপ্রকার রূপ, এই ভাবে] প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়ীভূত এবম্ভূত রূপই
 বৈশ্বানর-শব্দের পরমাত্মত্ব বিষয়ে জ্ঞাপক হইবে । শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে পরম পুরুষ পরমাত্মারই
 এবংবিধ রূপ প্রসিদ্ধ আছে । যথা অথর্ববেদীয় [মুণ্ডকোপনিষদে]—‘অগ্নি যাহার মস্তক, চন্দ্র
 ও সূর্য্য যাহার চক্ষুদ্বয়, দিক্‌সমূহ যাহার কর্ণদ্বয়, বেদসমূহ যাহার বাক্য স্বরূপ, বায়ুমণ্ডল যাহার
 শ্রোণ, জগৎ যাহার হৃদয়, পৃথিবী যাহার পাদদ্বয়, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাঙ্গা’, ইতি । এখানে
 অগ্নি অর্থ—দ্যুলোক; কারণ, ‘এই দ্যুলোক অগ্নিস্বরূপ’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে । মুনিগণও স্মরণ
 করিয়া থাকেন যে, ‘বিপ্রগণ দ্যুলোককে যাহার মস্তক বলিয়া বর্ণনা করেন, আকাশকে নাভি, চন্দ্র
 ও সূর্য্যকে চক্ষুদ্বয়, দিক্‌ সমূহকে দুই কর্ণ, এবং ক্ষিতিকে তাঁহার পাদদ্বয় বলিয়া জানিবে; সেই
 অচিন্ত্য আত্মাই সমস্তভূতের পরিচালক বা নিয়ামক’ ইতি । আরও আছে—‘অগ্নি যাহার মুখ,
 দ্যুলোক যাহার মস্তক, আকাশ যাহার নাভি, পৃথিবী যাহার চরণদ্বয়, সূর্য্য যাহার চক্ষু, দিক্‌
 সমূহ যাহার শ্রোত্রদ্বয়, সেই সর্ব্বলোকাত্মকের উদ্দেশে নমস্কার’ । এখানেও দ্যুলোক প্রভৃতি
 . পরার্থভাষ্যে বৈশ্বানরের মস্তকাদি অবয়বরূপে উক্ত হইতেছে ।

তথাহি—তৈরোপমত্তবপ্রভৃতিভিন্নমহর্ষিভিঃ “আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং
সংপ্রত্যধ্যোষি, তমেব নো জ্রহি” ইতি পৃষ্ঠে কেকয়স্তেভ্যো বৈশ্বানরাত্মান-
মুপদিদিস্কুর্বিশেষপ্রশ্নাত্তথানুপপত্ত্যা বৈশ্বানরাত্মন্যেতৈঃ কিকিৎ জাতং
কিকিদজাতমিতি বিজ্ঞায় জাতাজাতাংশবুভুৎসয়া তানেকৈকং পপ্রচ্ছ । তত্র
“ওপমত্তব কং ত্বমাত্মানমুপাসেস” [ছান্দো ০ ৫।১২।১] ইতি পৃষ্ঠে “দিব-
মেব ভগবো রাজন্” ইতি তেন চোক্তে দিবি তস্মৈ পূর্ণ বৈশ্বানরাত্মবুদ্ধিং
নিবর্তয়ন্ বৈশ্বানরস্মৈ ত্র্যমূর্ধেতি চোপাদিশন্ তস্মৈ বৈশ্বানরাংশভূতায়ী
দিবঃস্বতেজাঃ ইতি গুণনামধেয়ং প্রাচিধ্যাপৎ । এবং সত্যযজ্ঞাদিভিরাদিত্য-
বায়ুাকাশাপৃথিবীনামেকৈকেন একৈকমুপাস্তমানতয়া কথিতানাং “বিশ্ব-
রূপঃ, পৃথগ্বত্না, বহলঃ, রয়িঃ, প্রতিষ্ঠা,” ইত্যেকৈকগুণনামধেয়ানি
বৈশ্বানরাত্মনশ্চক্ষুঃপ্রাণ-সন্দেহ-বস্তি-পাদাবয়বত্বং চোপদিষ্টম্ । সন্দেহো
মধ্যাকায় উচ্যতে । অতএবস্তুত-দ্যুমূর্ধ্বাদিবিশিষ্টং পরমপুরুষশ্চৈব রূপমিতি
বৈশ্বানরঃ পরমপুরুষ এব ॥ ১২২ ২৬ ॥

দেখ, সেই ওপমত্তব প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেকয়-রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ‘সম্প্রতি তুমিই
এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ, অতএব তাহা আমাদিগকে বল ।’ জিজ্ঞাসিত
কেকয় বাজ বৈশ্বানর আত্মাব উপদেশেচ্ছ হইয়া [মনে করিলেন যে,] কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞান
না থাকিলে যখন বিশেষ বিষয়ে প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না; তখন নিশ্চয়ই এবিষয় ইহাদের
কিয়ৎ পরিমাণে জানা আছে; কোন অংশ ইহাদের জ্ঞাত, আর কোন অংশ বা অজ্ঞাত, ইহা
পৃথিবাব অভ্যপ্রায়ে তাহাদের এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । অনন্তর ওপমত্তবকে
জিজ্ঞাসা করিলেন ‘ওপমত্তব, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক?’ জিজ্ঞাসিত
ওপমত্তব বলিলেন—ভগবন্ রাজন্! ছালোককেই [আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি ।’ এই
কথা পর, ছালোককেই যে তাহার সম্পূর্ণ বৈশ্বানরই বুদ্ধি আছে, তন্নিবারণার্থ ‘ছালোক মন্তক’
এইকপ উপদেশ করিয়া বৈশ্বানরের অংশভূত সেই ছালোকের গুণানুযায়ী ‘স্বতেজাঃ’ নাম নির্দেশ
করিলেন । এই প্রকার আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবীর এক একটিকে সত্য,
রজ প্রভৃতিরূপে উপাস্তমান বলিয়া উপদেশ করিয়া তাহাদেরই এক একটীর আবার ‘বিশ্বরূপ,
পৃথগ্বত্না (পৃথগ্বত্না—বায়ু যাহার আত্মা), বহল (বহব্যাপক আকাশ), রয়ি ও প্রতিষ্ঠা’,
গুণানুযায়ী এই সকল নাম এবং বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু, প্রাণ, সন্দেহ, বস্তি (মলমূত্রাশয়) ও
বরণ, এই কয়েকটা অবয়বেরও উপদেশ করিলেন । ‘সন্দেহ’ শব্দে দেহের মধ্যভাগ উক্ত হইয়া
থাকে । অতএব, এবংপ্রকার দ্যুমূর্ধ্বাদিবিশিষ্ট রূপটী যখন পরম পুরুষ পরমাত্মারই অঙ্গি;
তখন বৈশ্বানর অর্থ নিশ্চয়ই পরম পুরুষ পরমাত্মা, অপর কেহ নহে ॥ ১।২।২৬ ॥

পুনরপ্যনির্গয়মেবাসক্ত্য পরিহরতি—

শব্দাদিভ্যোহন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেৎ, ন,

তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি

চৈনমধীয়তে ॥ ১৥২৥২৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দাদিভ্যঃ (শব্দ প্রভৃতি কারণে) ; অন্তঃ-প্রতিষ্ঠানাৎ (অভ্যন্তরে অবস্থিতি হেতু) চ (ও) ন (না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল,] ন (না—বলিতে পার না), তথা (সেই প্রকার) দৃষ্ট্যুপদেশাৎ (দৃষ্টির—উপাসনার উপদেশহেতু) ; অসম্ভবাৎ [অস্ত্রের পক্ষে] (অসম্ভবহেতু), পুরুষম্ (পুরুষ বলিয়া) অপি (ও) চ (এবং) এনং (ইহাকে) অধীয়তে (বলিয়া থাকেন) ।]

[সরলার্থঃ—শব্দাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ, অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ চ হেতোঃ । বৈশ্বানরশব্দস্ত ব্রহ্মপরত্বং শব্দপূর্বকং সমর্থয়তি । শব্দস্তাবৎ “স এষোহগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ” ইত্যত্র বৈশ্বানর শব্দ-সমানাধিকরণঃ অগ্নিশব্দঃ, “স যো হ বৈতমেবমগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ পুরুষবিধং পুরুষেষঃস্তঃ প্রতিষ্ঠিতম্ বেদ” ইত্যাদৌ বৈশ্বানরস্তাথেঃ শরীরাত্মন্তরে প্রতিষ্ঠিতত্বং চ জ্ঞয়তে ; এভিঃ হেতুভিঃ বৈশ্বানরঃ পরমেষ্ঠরো ন, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেতে ; ন—ন তৎ বক্তব্যম্ ; কুতঃ ? তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—জাঠরাগ্নিপ্ৰভৃতিরূপতয়া উপাসনাবিধানাৎ, কেবলজাঠরাগ্নাদৌ তু তত্রোক্ত-ত্ৰৈলোক্য-শরীরাত্ম-ত্বস্তাপি অসম্ভবাৎ । বাজসনেয়িনস্ত এনং বৈশ্বানরঃ পুরুষঃ অপি অধীয়তে পঠন্তীত্যর্থঃ । পুরুষস্ত তত্র পরমাত্মৈব “পুরুষ এব ইদং সৰ্বম্” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । তন্নাৎ পরমাত্মৈব বৈশ্বানর-গদবাচ্য ইত্যাশয়ঃ ।

যদি বল, ঋতিতে বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দের সামানাধিকরণ্যে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে) প্রয়োগ থাকার এবং দেহাত্মন্তরে অবস্থিতির উল্লেখ থাকায়ও বৈশ্বানর অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে না ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ ঐরূপেই দেহাত্মন্তরস্থ জাঠরাগ্নিপ্ৰভৃতিরূপেই বৈশ্বানর পরমাত্মার উপাসনার বিধান হইয়াছে ; শুদ্ধ জাঠরাগ্নিতে তত্রত্য ধর্ম্য সমূহের সম্ভবও হয় না । বিশেষতঃ বাজসনেয়-শাখীরা এই বৈশ্বানরকে ‘পুরুষ’ বলিয়াই নির্দেশ করিয়া থাকেন । সেখানে পুরুষ অর্থে ত পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহে ॥ ১ । ২ । ২৭ ॥]

ষদ্বস্তং বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈতি নিশ্চীয়ত ইতি, তন্ম, শব্দাদিভ্যোহন্তঃ-প্রতিষ্ঠানাচ্চ জাঠরস্তাপ্যগ্নৈরিহ প্রতীয়মানত্বাৎ । শব্দস্তাবৎ বাক্তিনাং বৈশ্বা-

পূর্বে যে কথিত হইয়াছে, বৈশ্বানর অর্থে পরমাত্মাই নিশ্চিত হইতেছে ; তাহা হইতে পারে না ; কারণ, সেখানে শব্দাদি ও শরীরাত্মন্তরে অবস্থান হেতুতে জাঠরাগ্নিও প্রতীতির

নরবিজ্ঞাপকরণে “স এষোহগ্নির্বৈশ্বানরঃ” [প্রশ্ন০ ১।৭] ইতি বৈশ্বানর-
সমানাধিকরণতয়া অগ্নিরিতি শ্রুয়তে; অগ্নিন্ প্রকরণে চ “হৃদয়ং গার্হপত্যো
মনোহৃদয়াহার্ষপচন আস্তমাহবনীয়ঃ” [ছান্দো০ ৫।১৮।২] ইতি বৈশ্বা-
নরস্য হৃদয়াদিস্থস্যগ্নিত্রয়কল্পনং ক্রিয়তে। “তদ্ যদুত্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ
তন্ধোমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং, জুহুয়াং তাং জুহুয়াং প্রাণায় স্বাহা”
[ছান্দো০ ৫।১৯।১] ইত্যাদিনা প্রাণাহুত্যাধারত্বং চ বৈশ্বানরস্তাবগম্যতে।
তথা বৈশ্বানরস্তাগ্নিন্ পুরুষেহন্তঃ প্রতিষ্ঠানং বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি “স
যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষেহন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ” ইতি।
অতোহগ্নি-শব্দনামানাধিকরণাদগ্নিত্রেতাপরিকল্পনাং প্রাণাহুত্যাধারভাবাদ-
ন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্ন বৈশ্বানরস্য জাঠরত্বমপি প্রতীয়ত ইতি নৈকান্ততঃ পর-
মাল্পভমিতি চেৎ—

তন্ম, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—পূর্বোক্তস্য ত্রৈলোক্যশরীরস্য পরস্য ব্রহ্মণো
বৈশ্বানরস্য জাঠরাগ্নিশরীরতয়া তদ্বিশিষ্টোপাসনস্তোপদেশাৎ। অগ্নি-শব্দা-

বিষয় হইতেছে। শব্দ এই যে, বাজসনেয় প্রশ্নোপনিষদে বৈশ্বানর-বিজ্ঞার প্রকরণে ‘সেই এই
অগ্নিই বৈশ্বানর’, এস্থলে বৈশ্বানর শব্দের সহিত অগ্নি শব্দের সামানাধিকরণে অভেদ নির্দেশ
পরিশ্রুত হইতেছে। এই প্রকরণেও ‘হৃদয়ই গার্হপত্য, মনই অদ্বাহাৰ্য্যপচন (দক্ষিণাগ্নি),
এবং মুখই আহবনীয় (যে অগ্নিতে হোম করা হয়)’, এইরূপে হৃদয়স্থ বৈশ্বানরের অগ্নিত্রয়রূপে
কল্পনা করা হইয়াছে। ‘ভোজনার্থ প্রথমে যে অন্ন উপস্থিত হয়, তাহা হোমীয় (তাহা দ্বারা হোম
করা আবশ্যক)’, সেই লোক প্রথমে যাহা হোম করিবে, ‘প্রাণায় স্বাহা’ বলিয়া সেই হোম
করিবে; অর্থাৎ ঐ মন্ত্র দ্বারা মুখে দিবে,’ ইত্যাদি বাক্যে বৈশ্বানর আত্মাকেই প্রাণাহুতির
অধিকরণ বলিয়া জানা যাইতেছে। সেইরূপ বাজসনেয়শাখিগণ এই বৈশ্বানর আত্মার জীব-
শরীরভাস্তরে অবস্থিতিও বলিয়া থাকেন—‘সেই যে লোক, পুরুষের (জীবদেহের) অভ্যন্তরে
অবস্থিত পুরুষাকৃতি এই বৈশ্বানর অগ্নিকে এই প্রকারে অবগত হয়,’ ইতি। অতএব অগ্নির
সহিত অভেদ নির্দেশ, অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা, প্রাণাহুতির অধিকরণতা এবং অভ্যন্তরে অবস্থিতি
হেতু বশতঃ বৈশ্বানরের জাঠরাগ্নিত্বও প্রতীত হইতেছে—কেবলই যে পরমাত্মা, তাহা নহে।
ইহা যদি বল—

না—তাহাও বলিতে পার না; যেহেতু সেইরূপই দৃষ্টির উপদেশ, অর্থাৎ পূর্বে ত্রৈলোক্য-
শরীরধারী বলিয়া যে পরব্রহ্ম বৈশ্বানর উক্ত হইয়াছেন, জাঠরাগ্নিও তাহার শরীরস্থানীয়; এই

দিভিৰ্হি ন কেবলো জাঠরঃ প্রতিপাচ্ছতে ; অপি তু জাঠরাগ্নিবিশিষ্টঃ
পরমাত্মা । কথমিদমবগম্যতে ? ইতি চেৎ, অসম্ভবাৎ—জাঠরস্তু কেবলস্তু
ত্রৈলোক্যশরীরত্বাসম্ভবাৎ । ত্রৈলোক্যশরীরতয়া প্রতিপন্নবৈশ্বানরসমানাধি-
করণো জাঠরবিষয়তয়া প্রতীয়মানোহগ্নি-শব্দো জাঠর-শরীরতয়া তদ্বিশিষ্টঃ
পরমাত্মানমেবাভিদধাতীত্যর্থঃ । যথোক্তং ভগবতা—

“অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাপ্তিতঃ ।

“প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥” [গীতা ০ ১২।১৪] ইতি
জাঠরানলশরীরো ভূত্বত্যর্থঃ । অতঃ তদ্বিশিষ্টশ্রোতাসনমত্রোপদিষ্টাং ।
কিঞ্চ, পুরুষমপি চৈনমদীয়তে বাজসনেয়িনঃ—“স এষোহগ্নির্বৈশ্বানরো
যৎপুরুষঃ” ইতি ; ন হি জাঠরস্তু কেবলস্তু পুরুষত্বং, পরমাত্মন এব হি
নিরূপাধিকং পুরুষত্বং, যথা “সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ”, “পুরুষ এবোদং সর্ববম্”
[পুরুষ সূ-] ইত্যাদৌ ॥ ১২।২৭ ॥

অন্ত জাঠরাগ্নি-বিশিষ্টরূপেই তাহার উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে । আর অগ্নি প্রভৃতি
শব্দ দ্বারা যে কেবল জাঠরাগ্নিই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু পরমাত্মাও । যদি বল,
ইহা জানিবার উপায় কি ? অসম্ভবই তাহার উপায় অর্থাৎ শুধু জাঠরাগ্নির সম্বন্ধে
ত্রৈলোক্য শরীরত্ব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । ত্রৈলোক্য শরীরবিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন
বৈশ্বানরের সহিত সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত কোন শব্দ যদি জাঠরাগ্নি অর্থে প্রতীয়মান ও হয়,
তাহা হইলেও [বৃত্তিতে হইবে যে,] জাঠরাগ্নিও যখন পরমাত্মার শরীর ; তখন সেই অগ্নি শব্দও
জাঠরাগ্নিবিশিষ্ট পরমাত্মারই বোধক হইয়া থাকে । ভগবান্ও যাহা বলিয়াছেন—‘আমি
বৈশ্বানর (জাঠরাগ্নি) হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করত প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে
চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি’—অর্থাৎ জাঠরানলস্বরূপ শরীর ধারণ করিয়া । অতএব,
এখানে সেই জাঠরাগ্নিবিশিষ্টের উপাসনাই উপদিষ্ট হইতেছে । আরও এক কথা,—বাজসনেয়-
শাখীরা ইহাকে পুরুষ-শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন । ‘সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর, যাহা
পুরুষ [বলিয়া কথিত]’ ইতি । কিন্তু কেবলই জাঠরাগ্নির কখনই পুরুষত্ব হইতে পারে না ;
পরন্তু, একমাত্র পরমাত্মারই নিরূপাধিক বা স্বাভাবিক পুরুষত্ব স্থানান্তরে প্রসিদ্ধ আছে ;
যথা—‘পুরুষ সহস্র মন্তকযুক্ত’, ‘পুরুষই এই সর্বজগৎস্বরূপ’, ইত্যাদি স্থলে [পরমাত্মাকেই
‘পুরুষ’শব্দে উল্লেখিত করা হইয়াছে ॥ ১২ ॥ ২৭ ॥

অতএব ন দেবতা ভূতং চ ॥ ১২।২৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতএব (এইহেতু) ন (না) দেবতা (অগ্নিদেবতা), ভূতং (ভূতায়ি) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অতএব—উক্তেভ্য এব হেতুভ্যঃ, দেবতা ভূতং (অগ্নিঃ) চাপি ন বৈশ্বানরশব্দেন অভিলপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

উক্ত হেতুতেই এখানে বৈশ্বানর অর্থ দেবতা কিংবা ভূতায়ি নহে, পরন্তু পরমাত্মাই ॥ ১২। ২৮ ॥]

উক্তেভ্য এব হেতুভ্যো দেবতায়্যশ্চ তৃতীয়স্য মহাভূতস্ত্যাপি ন
বৈশ্বানরত্বপ্রসঙ্গঃ ॥ ১২। ২৮ ॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ১২।২৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সাক্ষাৎ অপি (সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও) অবিরোধং (বিরোধাতাব) জৈমিনিঃ
(জৈমিনিনামক আচার্য) [বলিয়া থাকেন ।]

[সরলার্থঃ—বিশ্বেবাং নরাণাং নেতৃত্বাং বৈশ্বানর-শব্দো যথা ব্রহ্মণি বর্ততে, তথা অগ্রনয়নাং
অগ্নিশব্দস্ত্যপি সাক্ষাৎ—অব্যবধানেন বাচকতয়া পরমাত্মনি বৃত্তৌ অবিরোধং বিরোধাতাবঃ
জৈমিনিঃ আচার্য্যঃ মন্ততে ইতিশেষঃ ॥

সমস্ত নরেন্ন (জীবের) নেতা বলিয়া বৈশ্বানর শব্দ যেমন পরমাত্মার বোধক হয়, তেমনি অগ্রনয়ন
অর্থাৎ উৎকর্ষ বা ফল সম্পাদন গুণ থাকায় অগ্নি শব্দও যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পরমাত্মার বোধক
হইবে, ইহাতে জৈমিনি আচার্য্য কোনপ্রকার বিরোধ মনে কবেন না ॥ ১। ২। ২৯ ॥]

বৈশ্বানর-সমানাধিকরণস্ত্যাগ্নি-শব্দস্য জাঠরায়িশরীরতয়া তদ্বিশিষ্টস্য
পরমাত্মনো বাচকত্বং, তথৈব পরমাত্মন উপাস্তত্বং চোক্তম্। জৈমিনিস্তাচার্য্যো
বৈশ্বানর-শব্দবদগ্নি-শব্দস্ত্যপি পরমাত্মন এব সাক্ষাৎ—অব্যবধানেন বাচকত্বে
ন কশ্চিৎপ্রতিষেধ ইতি মন্ততে ।

উক্ত হেতুবশতই দেবতা এবং তৃতীয় মহাভূত অগ্নিরও বৈশ্বানরত্ব সম্ভাবনা নাই ॥ ১২। ২৮ ॥

পূর্ব পূর্ব হুত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, অগ্নি শব্দটী বৈশ্বানর শব্দের সহিত অভেদ
ভাবে নির্দিষ্ট হইলেও, জাঠরায়িও যখন পরমাত্মার শরীর, তখন তদ্বিশিষ্ট পরমাত্মার বাচক হইতে
পারে, এবং ঐরূপেই পরমাত্মার উপাসনা করিতে হইবে। কিন্তু জৈমিনি আচার্য্য মনে
করেন যে, বৈশ্বানর শব্দের স্থায় অগ্নিশব্দেরও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবাচকতায়ও অর্থাৎ ঐরূপ অর্থের
কোন প্রকার বিরোধ নাই।

এতদুক্তং ভবতি—যথা বৈখানর-শব্দঃ সাধারণেহপি পরমাত্মাসাধারণ-
ধর্ম্যবিশেষিতো বিশেষাং নরাণাং নেতৃত্বাদিনা গুণেন পরমাত্মানমেবাভি-
দধাতীতি নিশ্চীয়তে, এবমগ্নি-শব্দোহপ্যগ্র-নয়নাদিনা যেনৈব গুণেন
যোগাৎ জ্বলনে বর্ততে, তশ্চৈব গুণস্য নিরুপাধিকস্য কাষ্ঠাগতস্য পরমাত্মনি
সম্ভবাদস্মিন্ প্রকরণে পরমাত্মাসাধারণধর্ম্যবিশেষিতঃ পরমাত্মানমেবাভি-
দত্ত ইতি ॥ ১১২।২৯ ॥

“যন্তেত্তমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানম্” ইত্যপরিচ্ছিন্নস্য পরস্য ব্রহ্মণো
দ্ব্যপ্রভৃতি-পৃথিব্যন্তপ্রদেশসম্বন্ধিত্বা মাত্রয়া পরিচ্ছিন্নত্বং কথমুপপত্ততে ?
তত্রাহ—

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ১১২।৩০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিব্যক্তেঃ (অভিব্যক্তি হেতু), ইতি (ইহা) আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্যানামব
আচার্য্য) [মনে করেন ।]

[সরলার্থঃ—“যন্ত এতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানং” ইত্যাদৌ যৎ অনবচ্ছিন্নস্তাপি পরমা-
ত্মনঃ প্রাদেশমাত্রত্বেন গ্রহণম্, তৎ প্রাদেশপরিমিত-হৃদয়দেশে অভিব্যক্তি-নিমিত্তম্ ; অভিব্যক্ত্যে
হি পরমাত্মা প্রাদেশপরিমিতে হৃদয়দেশে উপাসকানাং কৃতে, ইতি আশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্ততে ।

পরমাত্মা স্বরূপতঃ অনবচ্ছিন্ন (অপরিমিত) হইলেও উপাসকগণের হৃদয়প্রদেশেই অভিব্যক্ত
(প্রকাশিত) হন । হৃদয়ের পরিমাণ একপ্রাদেশ ; সুতরাং ঐতিহ্যে তদভিব্যক্ত পরমাত্মাকেও
প্রাদেশমাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; ইহা আশ্মরথ্যানামক আচার্য্যের মত ॥ ১১২।৩০ ॥]

ইহাই বলা হইতেছে যে,—‘বৈখানর’ শব্দটি সাধারণ বা অবিশেষিত হইলেও যেমন
পরমাত্মার অসাধারণ বা বিশেষ গুণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া—নিখিল নরের (জীবের) নেতৃত্ব-
গুণে পরমাত্মার বাচক বলিয়া অবধারিত হইতেছে ; তেমনি ‘অগ্নি’ শব্দও অগ্নে লইয়া যাওয়া
প্রভৃতি গুণের সম্বন্ধানুসারে অগ্নির বোধক হইয়া থাকে । নিরুপাধিক বা স্বভাবসিদ্ধ সেই
গুণই পরমাত্মাতে সর্বাধিক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় এই প্রকরণেও পরমাত্মার অসাধারণ
অপরাপর গুণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া পরমাত্মারই অভিধায়ক হইতেছে ॥ ১১২।২৯ ॥

[ভাল, পরব্রহ্মই যদি বৈখানর হইলেন, তাহা হইলে] ‘যে লোক এই প্রাদেশমাত্র অণু
অপরিমিত’, এই ঐতিহ্যে অপরিস্রম পরব্রহ্মের ছালোকাদি পৃথিবীপর্য্যন্ত প্রদেশ-বিশেষগত
মাত্রা বা পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্নতা প্রতিপাদিত হয় কি প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—
“অভিব্যক্তেঃ” ইত্যাদি ।

উপাসকান্তিব্যক্তার্থং প্রাদেশমাত্রং পরমাত্মন ইত্যশ্বরথ্য আচার্যো
মন্ততে । “দ্যৌর্মূর্দ্ধা, আদিত্যশ্চক্ষুঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, আকাশো মধ্যাকাশঃ,
আপো বন্তিঃ, পৃথিবী পাদো” ইতি হ্যপ্রভৃতিপ্রদেশসম্বন্ধিনা মাত্রয়া পরি-
চ্ছিন্নত্বং কৃৎস্নমিদম্ (*) অভিযাপ্তবতো বিগতমানস্ত হ্যভিব্যক্তেরেব
হেতোর্ভবতি ॥ ১২।৩০ ॥

মূর্দ্ধপ্রভৃত্যবয়ববিশেষৈঃ পুরুষবিধত্বং পরস্ত ব্রহ্মণঃ কিমর্থম্ ? ইতি
চেৎ; তত্রাহ—

অনুস্মৃতেবাদরিঃ ॥ ১২।৩১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুস্মৃতে: (অনুগত উপলব্ধি স্থান বলিয়া), ইতি (ইহা) বাদরি: (বাদরিনামক
আচার্য্য) [মনে করেন ।]

[সরলার্থঃ—অনবচ্ছিন্নস্তাপি পরমাত্মনঃ অনুস্মৃতে:, অনুস্মৃতি: উপাসনং, তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ;
দ্য-মূর্দ্ধাদি-কল্পনম্, ইতি বাদবি: আচার্য্য: মন্ততে ।

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, উপাসনার নিমিত্তই অপবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেও পূর্বোক্ত
দ্য-মূর্দ্ধাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । ১ । ২ । ৩১ ॥]

তথোপাসনার্থমিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্ততে । “যন্তেতমেবমভিবিমান-
মাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষাভ্যস্ত
অন্নমতি” ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে হ্যুপাসনমুপদিশ্যতে । এতমেবমিতি—উক্ত-

আশ্ববথানামক আচার্য্য মনে করেন যে, [উপাসনাকালে পরমাত্মা] উপাসকদিগের
নিকট অভিযুক্ত হইয়া থাকেন; এই কারণেই তাহার প্রাদেশ-মাত্র পরিমাণ [কথিত হইয়াছে] ।
আর ‘দ্যালোক যাহার মস্তক, আদিত্য যাহার চক্ষু, বায়ু যাহার প্রাণ, আকাশ যাহার দেহমধ্য,
জল যাহার বন্তি (মূত্রাশয়), পৃথিবী যাহার পাদ,’ ইত্যাদি প্রকারে দ্যালোক প্রভৃতি প্রদেশগত
পরিমাণ দ্বারা যে, সর্বব্যাপী অপরিমেয় পরমাত্মার পরিচ্ছিন্নতা উক্ত হইয়াছে, [ঐ সমস্ত
প্রদেশে] অভিযুক্তিই তাহার হেতু । ১ । ২ ॥ ৩০ ॥

যদি বল, তাহা হইলে শিরঃ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবয়ব-যোগে পরব্রহ্মকে পুরুষাকারে
কল্পনাকরার প্রয়োজন কি ? তদন্তরে বলা হইতেছে—“অনুস্মৃতে:” ইত্যাদি ।

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, পরব্রহ্মের ঐ প্রকারে উপাসনার্থই [পুরুষাকার কল্পিত
হইয়াছে] । কেননা, ‘যে লোক সর্বতোভাবে অপরিমিত এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তপ্রকার
পুরুষাকারে উপাসনা করে, সে লোক সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে, সমস্ত আত্মাতে (দেহে)
অন্নভোগ করে,’ এই শ্রুতি উক্তপ্রকার উপাসনাকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া উপদেশ

(*) কৃৎস্নমভিযাপ্ত ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

প্রকারেণ পুরুষাকারমিত্যর্থঃ । সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষাঙ্কসু
বর্তমানং যদস্মৎ ভোগ্যং, তদন্তি—সর্বত্র বর্তমানং সত্য এবানবধিকাভিশা-
নন্দং ব্রহ্ম অনুভবতি । যন্তু সর্বৈঃ কৰ্ম্মবশৈরাঙ্কভিঃ প্রত্যেকমনন্ত-
সাধারণমস্মৎ ভূজ্যতে, তন্মুমুক্ষুভিত্ত্যাজ্যস্বাদিহ ন গৃহ্যতে ॥ ১।২।৩১ ॥

যদি পরমাত্মা বৈশ্বানরঃ, কথং তর্হি উরঃপ্রভৃतीনাং বেদাদিত্তোপ-
দেশঃ ? যাবতা জাঠরাগ্নিপরিগ্রহ এবৈতদুপপত্ত্যত ইতি । অত্রাহ—

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১।২।৩২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সম্পত্তেঃ (‘সম্পৎ উপাসনার জন্তু) [ঐরূপ অর্থ,] ইতি (ইহা) (জৈমিনি
আচার্য্য) [মনে করেন] ।

[সরলার্থঃ—“উর এব বেদিলো মানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ” ইত্যাদিনা উপাসকস্তু উর
আদীনাং বেদাদিভাব-কল্পনং বিদ্যাসভূত্যাঃ প্রাণাহতেঃ অগ্নিহোত্রসম্পাদনার্থম্, ইতি
জৈমিনিরাচার্য্যঃ মন্ততে । তথাহি ঋতিবপি এতৎ দর্শয়তি—“ব এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং
জুহোতি” ইত্যাত্মা ।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, বক্ষঃস্থলই বেদি, লোমই বর্হিঃ, হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি’
ইত্যাদি বাক্যে প্রাণাহতির অগ্নিহোত্র সম্বাদনার্থ ই উপাসকের বক্ষঃপ্রভৃতিকে বেদিপ্রভৃতি-
রূপে কল্পনা করা হইয়াছে । ‘যে লোক ইহাকে এইরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে’ ইত্যাদি
ঋতিও এইরূপ অর্থ ই প্রদর্শন করিতেছে ॥ ১।২।৩২ ॥]

অস্তু পরমাত্মন এব বৈশ্বানরস্তু দ্ব্য প্রভৃতি-পৃথিব্যন্তুশরীরস্তু সমারাদন-
ভূত্যা উপাসকৈরহরহঃ ক্রিয়মাণায়াঃ প্রাণাহতেরগ্নিহোত্র-সম্পাদনায়

করিয়াছেন । ‘এতম্ এবম্’ অর্থ—উক্তপ্রকার পুরুষাকারকে । সর্বলোকে, সর্বভূতে ও সর্ব
আত্মায় বর্তমান যে অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য, তাহা ভোগ করেন,—সর্বত্রাবস্থিত, নিরতিশয় ও অসীম
আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া থাকেন । কৰ্ম্মাধীন আত্মগণকর্তৃক সর্বত্র অনন্ত-
সাধারণ (অর্থাৎ বাহা অপরের নাই, এমন) যে অন্ন উপভুক্ত হইয়া থাকে, এখানে তাহার গ্রহণ
হইতে পারে না ; কারণ, মুমুক্শুগণের পক্ষে তাহা পরিত্যাজ্য ॥ ১।২।৩১ ॥

ভাল, যদি পরমাত্মাই বৈশ্বানর হন, তাহা হইলে উরঃপ্রভৃতি অবয়বের বেদিপ্রভৃতিরূপে
উপদেশ কেন ? বরং জঠরাগ্নির পক্ষেই ঐ সমস্ত উপদেশ সঙ্গত হইতে পারে । তদন্তরে
বলিতেছেন—“সম্পত্তেঃ” ইত্যাদি ।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, দ্ব্যলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত বাহার শরীর, উপাসকগণ
বৈশ্বানরসংজ্ঞক সেই পরমাত্মারই প্রত্যহ যে প্রাণাহতিরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, সেই

অয়ম্ উরঃপ্রভৃতীনাং বেদিদ্বাদ্ব্যাপদেশ ইতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে। তথা
হি—পরমাত্মোপাসনোচিতমেব ফলং প্রাণাহৃত্যা অগ্নিহোত্রসম্পত্তিং চ
দর্শয়তীযং শ্রুতিঃ (*) “স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, যথাস্মারান-
পোহ ভস্মনি জুহ্যাৎ, তাদৃক্ তৎ স্মাৎ । অথ য এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং
জুহোতি, তস্মৈ সৰ্ব্বেষু লোকেষু সৰ্ব্বেষু ভূতেষু সৰ্ব্বেষ্বাত্মস্ব হুতং ভবতি,
তদ্যথেষীকতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হাস্ত সৰ্ব্বৈ পাপুমানঃ প্রদূয়ন্তে”
[ছান্দো ০ ৫১২৪১] ইতি ॥ ১২।৩২ ॥

আমনস্তি চৈনমস্মিন্ ॥১২।৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আমনস্তি (বলিয়া থাকেন), চ (ও), এনং (ইহাকে—আত্মাকে) অস্মিন্
(উপাসকের শরীবमध्ये) ।]

[সরলার্থঃ—অস্মিন্ উপাসক-শরীরে এনং পবমান্নান উপাত্ত্বেন আমনস্তি কথয়ন্তি চ
শ্রুতয়ঃ—“তস্মৈ হ বা এতস্মৈ * * * মূর্ধৈব স্মুতেজাঃ” ইত্যাত্মাঃ ।

‘এই উপাসকের মস্তকই পরমান্নার মস্তক’ ইত্যাদি শ্রুতিও পবমান্নাকে এই উপাসকের
দেহमध्ये অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ১।১।৩৩ ॥]

আবাধনারূপ প্রাণাহুতির ‘অগ্নিহোত্র’ সম্পাদনের নিমিত্তই উবঃপ্রভৃতি অবয়বেব বেদিপ্রভৃতি-
রূপে উপদেশ করা হইয়াছে (+) । দেখ, ‘যে লোক ইহা না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে ;
তাহাব সেই হোম অলং অঙ্গার পরিত্যাগ কবিয়া ভস্মে আহুতির সমান হয় । পক্ষান্তরে, যে
লোক উক্তপ্রকার তত্ত্ব অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করে ; সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে ও সমস্ত
আত্মারই তাহার সেই হোমকরা হয় । ঈষীকার (শরতৃণের) তুলা যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র
দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি তাহারও সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায় ।’ এই শ্রুতিও পরমাত্মোপাসনার
উপযুক্ত ফল এবং প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্র সম্পাদনই প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ১।২।৩২ ॥

(*) দর্শয়তি শ্রুতিরিত্যং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—‘অগ্নিহোত্র’ একপ্রকার যজ্ঞ ; প্রত্যহ তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয় ; কিন্তু জ্ঞানীর
পক্ষে জব্যম্নর যজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজন হয় না ; উপাসনারই বিশেষ আবশ্যক । তাই তাহার বেদবিহিত যজ্ঞকে
জ্ঞানীকারে পরিণত করিয়া তাহারই উপাসনা করিয়া থাকেন ; এইরূপই শ্রৌত বিধান রহিয়াছে । ‘সম্পৎ’
একপ্রকার উপাসনা ; একের উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া অপরকে তদ্রূপে উপাসনা করা । ‘প্রাণাহুতি’ অৰ্থ—আহার
প্রত্যহ যে, আহার করিয়া থাকি, তাহা দ্বারা আগ্নের পরিভূক্তি সাধন করা হয়, এই প্রাত্যহিক কাণ্ডকেই
‘প্রাণাহুতি’ বলা হইয়া থাকে । এই জন্তই ছান্দোগ্যোপনিষদে কৃষা ও তৃকাকে আগ্নের ধর্ম বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন ।

আলোচ্য হলে উপাসক যুক্ত প্রভৃতি জব্য-দাব্য ‘অগ্নিহোত্র’ যজ্ঞ না করিয়া উক্ত প্রাণাহুতিকেই অগ্নিহোত্র-
রূপে চিন্তা করিবে ; সুতরাং অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের বেদি ও কূল প্রভৃতিরও চিন্তা করা আবশ্যক হয় ; তাই তাহাকে
প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্র এবং উরঃ (বক্ষঃস্থল) প্রভৃতি অবয়বসমূহের যজ্ঞীয় বেদিপ্রভৃতি রূপে সম্পাদন করিয়া
লইতে হয় ; এইজন্য এই জাতীয় উপাসনাকে ‘সম্পৎ’ উপাসনা বলিয়া উদ্দেশ করা হইয়া থাকে ।

এনং পরমপুরুষং দুর্মুখাদিবিশিষ্টং বৈশ্বানরমগ্নিন্ উপাসক-শরীরে
 প্রাণাহৃত্যাধারত্বায় আমনন্তি চ “তস্ম হ বা এতস্মাত্মনো বৈশ্বানরস্ম মূর্ধৈব
 স্নতেজাঃ” [ছান্দো ৫।১৮।২] ইত্যাদিনা । অয়মর্থঃ—“যন্তেতমেবং
 প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে” ইতি ত্রৈলোক্যশরীরস্ম
 পরমাত্মনো বৈশ্বানরস্তোপাসনং বিধায় “সর্কেষু লোকেষু” ইত্যাদিনা
 ব্রহ্মপ্রাপ্তিং চ ফলমুপদিশ্য অষ্টৈবোপাসনস্তাঙ্গভূতং প্রাণায়িহোত্রং “তস্ম হ
 বা এতস্ম” ইত্যাদিনোপদিশতি ; যঃ পূর্বমুপাস্ততয়োপদিষ্টো বৈশ্বানরঃ,
 তস্তাবয়বভূতানগ্নাদিত্যাদীন্ স্নতেজোবিশ্বরূপাদিনামধেয়ান্ উপাসক-
 শরীরে মূর্ধাদি-পাদান্তেষু সম্পাদয়তি । মূর্ধৈব স্নতেজাঃ—উপাসকস্ম
 মূর্ধৈব পরমাত্ম-মূর্ধভূতা দ্বোরিত্যর্থঃ । চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ—আদিত্য ইত্যর্থঃ ।
 প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্তা—বায়ুরিত্যর্থঃ । সন্দেহো বহলঃ—উপাসকস্ম মধ্যকায়
 এব পরমাত্ম-মধ্যকায়ভূত আকাশ ইত্যর্থঃ । বস্তিরেব রায়ঃ—অস্ম বস্তিরেব
 তদবয়বভূতা আপ ইত্যর্থঃ (*) । পৃথিব্যেব পাদৌ—অস্ম পাদাবেব
 তৎপাদভূতা পৃথিবীত্যর্থঃ । এবমুপাসকঃ স্বশরীর এব পরমাত্মানং

‘স্নতেজাঃ হ্যলোকই সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মন্তক’, ইত্যাদি শ্রুতিও হ্যলোকাদিক্রপ
 মন্তকাди-বিশেষণে বিশেষিত সেই এই পরমপুরুষ বৈশ্বানরকে এই উপাসক-শরীরে প্রাণাহৃতিব
 অধিকরণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । অভিপ্রায় এই যে, ‘যে লোক এই সর্কবাপী বৈশ্বানর
 আত্মাকে প্রাদেশমাত্র-পরিমিতভাবে উপাসনা কবে,’ এই শ্রুতিতে ত্রৈলোক্য-শরীরধারী
 বৈশ্বানর পরমাত্মার উপাসনা উপদেশ করিয়া “সর্কেষু লোকেষু” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিক্রপ
 উপাসনা-ফলের উল্লেখ করিয়া “তস্ম হ বা এতস্ম” ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই উপাসনারই
 অন্তরূপে প্রাণায়িহোত্র-ক্রিয়ার উপদেশ করিতেছেন । [এইরূপে] পূর্বে যে বৈশ্বানর
 উপাস্তরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাহারই অবয়বস্থানীয় স্নতেজাঃ ও বিশ্বরূপাদিনামক অগ্নি ও
 আদিত্য প্রভৃতিকে উপাসকদেহে মন্তক হইতে পদ পর্যন্ত অবয়বসমূহরূপে সম্পাদন করিতেছেন ;
 অর্থাৎ বৈশ্বানরের হ্যলোকাদি অবয়বগুলিকে উপাসকের অবয়বরূপে কল্পনা করিতেছেন ।

“মূর্ধৈব স্নতেজাঃ”—অর্থ—উপাসকের মন্তকই পরমাত্মার মন্তকস্থানীয় হ্যলোক । “চক্ষুঃ
 বিশ্বরূপঃ”—অর্থ—[উপাসকের] চক্ষুই [পরমাত্মার চক্ষুস্থানীয়] আদিত্য । “প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্তা”
 অর্থ—[উপাসকের প্রাণই পরমাত্মার প্রাণস্থানীয়] বায়ু । “সন্দেহঃ বহলঃ”—অর্থ—উপাসকের
 দেহমধ্যই পরমাত্মার দেহমধ্যভূত আকাশ । ‘পৃথিবীই পাদদ্বয়’ অর্থ—এই উপাসকের পাদদ্বয়ই

ত্রৈলোক্যশরীরং বৈশ্বানরং সন্নিহিতমনুসংখ্যায় স্বকীয়ানি উরোলোমহৃদয়-
মন-আস্থানি প্রাণাহত্যাধারস্ত পরমাত্মনো বৈশ্বানরস্ত বেদি-বর্হিগার্হপত্যা-
হ্বাহার্যপচনাববনীয়ান্ অগ্নিহোত্রোপকরণভূতান্ পরিকল্প্য প্রাণাহতেচ্চাগ্নি-
হোত্রং পরিকল্প্য এবংবিধেন প্রাণাগ্নিহোত্রেণ পরমাত্মানং বৈশ্বানর-
মারাধয়েদিতি “উর এব বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ”,
ইত্যাদিনোপদিশ্যতে । অতঃ পরমাত্মা পুরুষোত্তম এব বৈশ্বানর ইতি
সিদ্ধম্ ॥ ১।২।৩৩ ॥ [সমাপ্তং ষষ্ঠং বৈশ্বানরাধিকরণম্ ॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে প্রথমোধ্যায়স্ত
দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

তাঁহার পাদদ্বয়স্থানীয় পৃথিবী । উপাসক এইরূপে ত্রৈলোক্যশরীর বৈশ্বানর পরমাত্মাকে
দশবীরেই সন্নিহিতভাবে অনুসন্ধান কবিত্তা—স্বীয় বক্ষঃ, লোম, হৃদয়, মন প্রভৃতিকে
প্রাণাহতির অধিকরণস্থানীয় বৈশ্বানর পরমাত্মার বেদি, বর্হিঃ, গার্হপত্য, আহবনীয় ও অহ্বাহার্য-
পচনরূপে (দক্ষিণাগ্নিরূপে) অগ্নিহোত্র-যজ্ঞীয় উপকরণরূপে পরিকল্পনা করিত্তা এবং
প্রাণাহতিরও অগ্নিহোত্র কল্পনা কবিত্তা উক্তপ্রকার প্রাণাহতি দ্বারা বৈশ্বানর পরমাত্মার
আরাধনা করিবে, ইহাই ‘বক্ষই বেদি, লোমসমূহই বর্হিঃ (কুশ), এবং হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি’
ইত্যাদি বাক্যে উপদিষ্ট হইতেছে । অতএব পুরুষোত্তম পরমাত্মাই যে বৈশ্বানর, ইহা সিদ্ধ
হইল ॥ ১।২।৩৩ ॥ [ষষ্ঠ ‘বৈশ্বানরাধিকরণ’ সমাপ্ত ।]

ইতি শ্রীরামানুজাচার্যবিরচিত শ্রীভাষ্যের প্রথমোধ্যায়ে

দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

[প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

দ্ব্যভ্যাসিকরণম্] দ্ব্যভ্যাসায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১।৩।১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—দ্ব্যভ্যাসায়তনং (দ্ব্যলোক ও ভুলোক প্রভৃতির আশ্রয়) [ব্রহ্ম], স্বশব্দাৎ (যেহেতু তদ্বোধক শব্দ রহিয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—“যস্মিন্ ত্বেঃ পৃথিবী চ অন্তরীক্ষম্”, ইত্যত্র দ্ব্যভ্যাসীনাং আয়তনত্বেন শ্রয়মাণঃ কিং জীবঃ? অথবা পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। তত্রোচ্যতে—পরমাত্মৈব অত্র দ্ব্য-পৃথিব্যাদীনাং আয়তনং ভবিতুমর্হতি, নতু জীবঃ। কস্মাৎ? স্বশব্দাৎ—“তমেব একং জানথ আত্মানম্” ইত্যায়-শব্দপ্রবণাৎ; অবিশেষণে হি শ্রয়মাণ আত্মশব্দঃ পরমাত্মানমেব অবগময়তি, নতু জীবমিত্যাশয়ঃ।

‘দ্ব্যলোক, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ বাহাতে অবস্থিত’ ইত্যাদি বাক্যে দ্ব্যলোকাদির অধিকরণ-রূপে শ্রয়মাণ পদার্থটি কি জীব? অথবা পরমাত্মা? [উত্তর—] দ্ব্যলোকাদির আশ্রয় পদার্থটি পরমাত্মাই বটে, জীব নহে। কারণ? এই শ্রুতিরই শেষাংশে ‘একমাত্র সেই আত্মাকেই জান’ এইরূপ ‘আত্ম’-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে ‘আত্মা’ শব্দে সাধারণতঃ পরমাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে ॥ ১।৩।১ ॥]

অথর্ববীণিকা অধীয়াতে “যস্মিন্ ত্বেঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ। তমেবেকং জানথা আত্মানমাত্মা বাচো বিমুক্তং, অমৃতশ্চৈষ সেতুঃ” [মুণ্ড-০২।২।৫,৬] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং দ্ব্যপৃথিব্যাদীনাং আয়-তনত্বেন শ্রয়মাণো জীবঃ? উত পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তং? জীব ইতি। কুতঃ? “অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাভ্যঃ, স এষোহন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ” ইতি পরস্মিন্ শ্লোকে পূর্ববাক্যপ্রস্তুতং দ্ব্যপৃথিব্যা-দ্যায়তনং ‘যত্র’ ইতি পুনরপি সপ্তম্যন্তেন পরামৃশ্য তস্য নাভ্যাধারত্বমুক্ত্বা,

অথর্ববৌদীয়গণ পাঠ করিয়া থাকেন যে, ‘দ্ব্যলোক (স্বর্গ), পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত নামের সহিত (বাচক শব্দের সহিত) মনঃ বাহাতে আশ্রিত রহিয়াছে; একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, অপর সমস্ত উপদেশ বাক্য ত্যাগ কর; কারণ, তিনিই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেত্বরূপ।’ এখানে সংশয় এই যে, এখানে দ্ব্যলোক প্রভৃতির আয়তন বা আশ্রয়রূপে শ্রয়মাণ পদার্থটি কি জীব? অথবা পরমাত্মা? কোন্টি যুক্তিযুক্ত? জীবই। কারণ? ‘রথ-নাভিতে অর (শলাকা) সমূহের জায় সমস্ত নাড়ী বাহাতে সংহত বা একত্রিত আছে, তাহাই বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে।’ এই পরবর্তী শ্লোকে পূর্বোক্ত দ্ব্য-ভূ প্রভৃতির আয়তনকেই আবার “যত্র” (বাহাতে) এইরূপে সপ্তমীবিভক্তি দ্বারা নির্দেশপূর্বক নাড়ীর

পুনরপি “স এবোহিস্তশ্চরতে বহধা জায়মানঃ” ইতি তস্মৈ বহধা জায়মানঃ-
কোচ্যতে ; নাড়ীসম্বন্ধো দেবাদিরূপেণ বহধা জায়মানঃ জীবন্তৈব ধর্মঃ ।
অস্মিন্নপি শ্লোকে “ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ” ইতি প্রাণপঞ্চকস্মৈ
মনসশ্চাত্ত্রয়ত্বমুচ্যমানং জীবধর্ম এব । এবং জীবত্বে নিশ্চিতং সতি ছাপৃথি-
ব্যাত্মায়তনত্বাদিকং যথাকথঞ্চিৎ সম্ভবমিত্যমিতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমা-
হে—“ছাপৃথাত্মায়তনং স্বশব্দাৎ” ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

ছাপৃথিব্যাদীনাং মায়তনং পরং ব্রহ্ম ; কুতঃ ? স্বশব্দাৎ—পরব্রহ্মসাধারণ-
শব্দাৎ । “অমৃতশ্চৈষ সেতুঃ” ইতি পরম্ভূতব্রহ্মণোহসাধারণঃ শব্দঃ । “তন্মৈবং
বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নাশ্চ পশ্চাৎ অয়নায় বিদ্যতে” [পুরুষ সূ. ২]
ইতি সর্বত্রোপনিষৎসু স এবামৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুঃ (*) শ্রীতে । সিনো-

আশ্রয়রূপে উল্লেখ করিয়া পুনশ্চ “বহধা জায়মানঃ” বাক্যে তাহারই বহুপ্রকারে প্রকাশন
নির্দেশ করিয়াছেন । এই যে নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ এবং দেবাদি ভেদে বহুপ্রকারে জন্মধারণ,
তাহা জীবেরই ধর্ম বা স্বভাব, (পরমাত্মার নহে) । আর এখানেও যে, “ওতং মনঃ সহ
প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ” এইরূপে মন ও প্রাণের আশ্রয়ত্ব কথিত হইতেছে, তাহাও জীবেরই ধর্ম,
(পরমাত্মার নহে) । এইরূপে যদি জীবত্বই নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে ছালোকাদিব আশ্রয়ত্ব
প্রভৃতি কথাগুলিকেও যে-কোনরূপে এতদনুযায়ী করিয়া লইতেই হইবে । এইরূপ সিদ্ধান্ত-
সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“ছাপৃথাত্মায়তনম্” ইত্যাদি । (†)

পবব্রহ্মই ছালোক ও ভুলোক প্রভৃতির আয়তন বা আশ্রয় ; কারণ কি ?— স্বশব্দই কারণ,

অর্থাৎ যেহেতু পরব্রহ্ম-বোধোপযোগী শব্দ (‘অমৃত’ শব্দ) রহিয়াছে ।

সিদ্ধান্তঃ ।

‘তিনিই অমৃতলাভের সেতুস্বরূপ’, এটি পরব্রহ্মের অসাধারণ (এক-
মাত্র বোধক) শব্দ, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহই অমৃতের সেতু হইতে পারে না । ‘তঁাহাকে
এইরূপে জানিলে ইহলোকেই অমৃত (মুক্ত) হইয়া থাকে । গমনের আর অপর পথ নাই ;’
এইরূপে সমস্ত উপনিষদে পরব্রহ্মই অমৃতপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া পরিশ্রুত হইয়া থাকেন । ‘সিঞ্’

(*) হেতুশ্চ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য—এই অধিকরণটির নাম ‘ছাড়াছাড়িধিকরণ’ । ইহার রচনাশ্রমণী এইরূপ—(১) বিষয়-
বাক্য—“অস্মিন্ স্তোত্রঃ পৃথিবী” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এখানে বাহ্যকে ছালোক ও ভুলোক প্রভৃতির আশ্রয়
নহা হইয়াছে, তাহা কি জীব ? না—পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—মনপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ধার
জীবই ছাপৃথপ্রভৃতির পথিকরণ । (৪) উত্তর—না—জীব ছাপৃথপ্রভৃতির আশ্রয় হইতে পারে না ; কারণ, জীবের
সম্বন্ধে নির্দেশের ‘অজ্ঞা’, ‘অমৃত’ ও ‘সেতু’ শব্দের প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, পরন্তু পরমাত্মার পক্ষেই সম্ভব
হয় । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—এইরূপেই পরব্রহ্মের উপাসনা করা এবং তাহা হইতেই মুক্তিলাভ করা ।

তেশ্চ বন্ধনার্থহাং সেতুঃ অমৃতস্য প্রাপক ইত্যর্থঃ । সেতুরিব বা সেতুঃ, নদ্যাদিষু সেতুর্হি কূলস্য প্রতিলম্বকঃ, সংসারার্ধব-পারভূতস্বামৃতশ্চৈব-প্রতিলম্বক ইত্যর্থঃ । আত্ম-শব্দশ্চ নিরুপাধিকঃ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি মুখ্যবৃত্তঃ ; আপ্নোতীতি হ্যাত্মা ; স্বেতরসমস্তস্য নিয়ন্তৃত্বেন ব্যাপ্তিস্তত্শ্চৈব সম্ভবতি । অতঃ সোহপি তস্মৈব শব্দঃ । “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদু” ইত্যাদয়শ্চোপরিতানাং পরস্মৈব ব্রহ্মণঃ শব্দাঃ । নাড্যাধারস্থং তস্মাপি সম্ভবতি, “সন্ততং শিরাভিস্ত (*) লম্বত্যা কোশসম্ভিতম্” ইত্যারভ্য— “তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ” [মহানার্য্য ১১।৯, ১৩] ইতি শ্রবণাৎ । “বহুধা জায়মানঃ” ইত্যপি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সঙ্গচ্ছতে । “অজায়মানো বহুধা বিজায়তে । তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্” ইতি

ধাতুর অর্থ বন্ধন ; স্ততরাং সেতু অর্থ—অমৃতপ্রাপ্তির উপায় ; অথবা, সেতু অর্থ—সেতুর হায়া ; নদী প্রভৃতির সেতু বেক্রপ পরপার লাভ করাইয়া দেয়, তদ্রূপ তিনিও সংসার-সাগরের পারস্বরূপ মোক্ষলাভ সম্পাদন করিয়া দেন । আর অবিশেষে প্রযুক্ত আত্মশব্দের পরব্রহ্মই মুখ্য অর্থ । কেননা, ‘আত্মা’ অর্থ—[যিনি সমস্ত] প্রাপ্ত হন ; স্বেতর সমস্ত পদার্থের যে, নিয়ন্তারূপে প্রাপ্তি, তাহাও তাঁহাতেই (পরব্রহ্মেই) সম্ভবপর । স্ততরাং ‘আত্ম’ শব্দও তাহারই বাচক । আর ইহার পরেও ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদু’ ইত্যাদি যে সমস্ত শব্দ রহিয়াছে, সে সমুদয়ও পরব্রহ্মেই বাচক । আব পরব্রহ্মের পক্ষেও নাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থিতি অসম্ভব হয় না । কারণ, ‘হৃদয় স্থানটী পগ্নকলিকার স্থায় শিরাসমূহ দ্বাৰা বেষ্টিত অর্থাৎ শিরা-আধারে লম্বমান আছে ।’ এই বাক্যারম্ভের পর ‘সেই নাড়ীর অগ্রভাগমধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত আছে’, এইরূপ কথাও শুনিতে পাওয়া যায় (†) । বহুরূপে জায়মানতাও (উৎপত্তিও) পরব্রহ্মে সঙ্গত হইতে পারে ; কারণ, দেবতা প্রভৃতি জীবগণের অনায়াসে আশ্রয়যোগ্য হইবার জন্য পরম পুরুষ পরমেশ্বর যে স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়াই স্বেচ্ছাবশে বিভিন্ন জাতীয় রূপ, আকৃতি, গুণ ও কর্মসমন্বিত হইয়া বহুরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন ; ইহা অতীতও শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, ‘তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুরূপে জন্ম বা অভিব্যক্তি লাভ করেন । ধীর ব্যক্তির আঁহার অভিব্যক্তির নিদান অবগত

(*) সততং তু ‘শিরাভিস্ত’ ইত্যুপনিষৎ-সম্মতঃ পাঠঃ । অস্তার্থস্ত—সততং নিরন্তরং শিরাভিঃ লম্বতি আ—আলম্বতি—আলম্বতে শিরোধারে অবলম্বতে ইত্যর্থঃ । অথবা, সতং শতচ্ছিত্রং বংশচর্মাদিনির্মিত্তং পাত্রঃ যবনেনু প্রসিদ্ধং, তস্ত সতস্ত তত্ত্ব ইব আতানবিতান্যিকাস্থিঃ শিরাঃ, চাভিরূপলক্ষিতমিত্যর্থঃ । কোশসম্ভিতঃ কদলী-পুষ্পসম্ভিতমিত্যর্থঃ । ইতি শব্দরান্দ-‘কী’পিকা’ ।

(†) তাৎপর্য্য—অধর্কবেদীর ‘মহানারায়ণ’ নামক উপনিষদের একাদশ খণ্ডে ব্রহ্ম-নারায়ণের অবস্থিতি স্থান বলিয়া প্রথমতঃ নাভির উপরিভাগস্থিত হৃদয়ের নির্দেশ করিয়াছেন ; পরে বলিয়াছেন যে, শিরাসমষ্টি-বেষ্টিত সেই হৃদয়ের মধ্যে একটা ছিত্র আছে, সেই ছিত্রমধ্যে অবস্থিত অগ্নির বে উজ্জল সূক্ষ্ম শিখা, সেই শিখার মধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত- আছে । পরমায়ার আগ্রহভূত হৃদয় বধন নাড়ীসমষ্টিতে প্রাপ্তি, তখন হৃদয়প্রতি পরমাত্মাকেও নাড়ী বধো অবস্থিত—‘নাড্যাধার’ বলা অসঙ্গত হয় নাই ।

দেবাদীনাং সমাশ্রয়ণীয়ত্বাৎ তত্তজ্জাতীয়রূপ-সংস্থান-গুণ-কর্মসম্বিতঃ স্বকীয়ং
স্বভাবমজহদেব স্বেচ্ছয়া বহুধা বিজায়তে পরঃ পুরুষ ইত্যভিধানাৎ ।
স্মৃতিরপি—

“অজোহপি সন্নব্যয়ান্না তুতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥” [গীতা ০ ৪।৬] ইতি ।

মনঃপ্রভৃতিজীবোপকরণাধারত্বং চ সর্বোপধারস্ত পরশ্চৈবোপপত্ততে ॥১॥৩॥১॥

ইতশ্চ পরমপুরুষঃ—

মুক্তোপস্থপ্য-ব্যপদেশাচ্চ ॥১॥৩॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—মুক্তোপস্থপ্য-ব্যপদেশাৎ (মুক্তপুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দেশ হেতু), চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ
পুণ্য-পাপবিনিমুক্তানাং মুক্তানাং উপস্থপ্যতয়া প্রাপ্যতয়া ব্যপদেশাৎ—নির্দেশাদপি ইদং দ্ব্য-
ভাষ্যতনং পরমেব ব্রহ্ম বেদিতব্যমিত্যর্থঃ ।

‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ তখন (আত্মদর্শনেব পর) পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন হইয়া অত্যন্ত
ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে পুণ্যপাপবিসর্জিত জ্ঞানী পুরুষের প্রাপ্যরূপে
নির্দেশ কবায়ও এই দ্ব্য-ভূ প্রভৃতির আয়তনকে পব ব্রহ্ম বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ১।৩।২ ॥]

অয়ং দ্ব্যপৃথিব্যাভ্যায়তনভূতঃ পুরুষঃ সংসারবন্ধাদ্ মুক্তৈরপি প্রাপ্যতয়া
ব্যপদিশ্যতে—

“যদা পশ্যঃ পশ্যাতে রুক্ষবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মায়োনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

আছেন ।’ স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে—‘অবিকারী পরমাত্মরূপী আমি জন্মরহিত হইয়াও এবং সর্ব-
ভূতের অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্বক নিজ মায়াপ্রভাবে সন্তৃত হইয়া থাকি।’
এইরূপ জীবের ভোগোপকরণ মনঃপ্রভৃতির আশ্রয়ত্বও সর্বোপধার পরমাত্মায়ই উপপন্ন হইতে
পারে ॥ ১।৩।১ ॥

এই কারণেও পরমপুরুষ [দ্ব্যভূ-প্রভৃতির আয়তন],—‘যেহেতু ‘মুক্তপুরুষের প্রাপ্যত্বেরও
উক্তি আছে ।’

যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করেন, ত্যালোক ও পৃথিব্যাদির আশ্রয়ভূত উক্ত
পুরুষ তাহাদিগেরও প্রাপ্য বলিয়া অভিহিত আছেন । [নিম্নলিখিত শ্রুতিতে কথিত আছে—]
‘পরমার্থবিৎ পুরুষ যখন রুক্ষবর্ণ, ব্রহ্মায়োনি (ব্রহ্মারও কারণ) জগৎকর্তা ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন
করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ পাপ-পুণ্য বিসর্জনপূর্বক নিরঞ্জন (নির্দোষ) হইয়া নিরতিশয়

যথা নদ্যঃ স্তম্ভমানাঃ সমুদ্রে হন্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্ নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥”

[মুণ্ড ৩। ১। ৩ ॥ ৩২৮] ইতি ।

সংসার-বন্ধনাদ্বিমুক্তা এব হি বিধূতপুণ্য-পাপা নিরঞ্জন নাম-রূপাভ্যাং
বিনিমুক্তাশ্চ । পুণ্য-পাপনিবন্ধনাচিংসংসর্গপ্রযুক্ত-নামরূপভাজুমেব হি
সংসারঃ । অতো বিধূতপুণ্য-পাপৈর্নিরঞ্জনৈঃ প্রকৃতিসংসর্গরহিতৈঃ পরেণ
ব্রহ্মণা পরমং সাম্যমাপনৈঃ প্রাপ্যতয়া নির্দিষ্টো হ্য-পৃথিব্যাদ্যায়তনভূতঃ
পুরুষঃ পরং ব্রহ্মৈব ॥ ১। ৩২ ॥

পরব্রহ্মসাধারণ-শব্দাদিভিঃ পরমেব ব্রহ্মেতি প্রসাধ্য প্রত্যগাত্মা-
সাধারণ-শব্দাভাবাচ্চায়ং পর এবত্যাহ—

নানুমানমতচ্ছদাং প্রাণভূচ্চ ॥ ১। ৩। ৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অনুমানং (অনুমানগম্য প্রকৃতি), অতচ্ছদাং (তদ্ব্যচক শব্দেব
অভাবহেতু), প্রাণভূং (জীব) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অতচ্ছদাং তদ্বোধক-শব্দাভাবং হেতোঃ অনুমানং প্রধানং [যথা তু ভূভাষ্য-
তনং] ন, [তথা] প্রাণভূং জীবোহপি ন, অতচ্ছদাদেবেত্যশয়ঃ ॥

অনুমান অর্থাৎ সাংখ্য-পরিকল্পিত প্রকৃতি এবং প্রাণভূং জীবও ছাত্ত্বপ্রভৃতির আয়তন
নহে ; কারণ, তদ্বোধক কোন শব্দ নাই ॥ ১। ৩। ৩ ॥

ব্রহ্ম সাম্য লাভ করেন । প্রবহমান নদীসমূহ যেমন স্বীয় নাম ও রূপ (আকৃতি) পরিত্যাগ-
পূর্বক সমুদ্রে মিশিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মজ পুরুষও নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া পরাংপর
দ্বিব্যপুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন, তাহারা হি পুণ্য-পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন হন,
এবং নাম-রূপ হইতেও বিমুক্ত হন । পুণ্য-পাপ নিবন্ধন যে জড়পদার্থের সহিত সংসর্গ, অর্থাৎ
‘ইহা আমার’ ইত্যাকার অভিমান, সেই জড়সংসর্গ বশতঃ যে নামে ও রূপে আসক্তি, তাহাই
জীবের সংসার, (তদতিরিক্ত নহে) । অতএব, পুণ্য-পাপবর্জিত, নিরঞ্জন, প্রকৃতি-সংসর্গশূন্য
এবং পর ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত সাম্যপ্রাপ্ত পুরুষগণের প্রাপ্যরূপে যাহার নির্দেশ হইয়াছে ; হ্য ও
ভুলোক প্রভৃতির আশ্রয়ভূত সেই পুরুষ নিশ্চয়ই পর ব্রহ্ম, (অপর কিছু নহে) ॥ ১। ৩। ২ ॥

বিশেষরূপে পরমাত্মাভিধায়ক শব্দাদিরূপ হেতুপ্রদর্শন দ্বারা হ্য ও ভূপ্রভৃতির আয়তনভূত
ভূমার পরব্রহ্ম স্থাপন করা হইয়াছে, জীবাভিধায়ক কোন বিশেষ শব্দ না থাকায়ও যে ঐ ভূমা
নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম, এখন তাহা বলিতেছেন—“অনুমানম্” ইত্যাদি ।

যথা অগ্নিন্ প্রকরণে প্রতিপাদক-শব্দাভাবাৎ প্রধানং ন প্রতিপাদ্যম্ ;
এবং প্রাণভূদপীত্যর্থঃ । অনুমীয়ত ইতানুমানং পরোক্তং প্রধানমুচ্যতে,
অনুমানপ্রমিতত্বাদ্ আনুমানমিতি বা ; অতচ্ছব্দাৎ—তদ্বাচিশব্দাভাবা-
দিত্যর্থঃ । “অর্থাভাবে যদব্যয়ম্” ইত্যব্যয়ীভাবঃ ॥১॥৩১॥৩২॥

ইতচ্চায়ং ন প্রত্যগাত্মা—

ভেদব্যপদেশাৎ ॥১॥৩১॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখ হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ । জুষ্টং যদা পশ্যতি অত্মমীশং” ইত্যাদিনা পর-
মাশ্রয়ঃ সকাশাৎ জীবন্ত ভেদব্যপদেশাৎ ভেদেন সমুল্লেক্ষ্যৎ চ (অপি) জীবো ন চ্যুত্ৰাভ্যন্তর-
মিতি শেষঃ ।

‘জীব অবিজ্ঞা দ্বারা বিমোহিত হইয়া দুঃখানুভব করিয়া থাকে । সে যখন আপনা
হইতে পৃথক্ ও প্রিয়মাণ বা আনন্দময় ঈশ্বরকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করে,’ ইত্যাদি বাক্যে
পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদ নির্দেশ হেতুও [বৃত্তিতে হইবে যে,] এই চ্যুত্ৰাভ্যন্তর আশ্রয়
পদার্থটি জীব নহে, নিশ্চয়ই পরমাত্মা ॥ ১৩১৪ ॥]

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

এই প্রকরণে প্রধান-বোধক কোন শব্দ না থাকায় প্রধান (প্রকৃতি) যেরূপ এই প্রকরণের
প্রতিপাদ্য নহে, প্রাণভূৎ—জীবও তদ্রূপ । অনুমিত হয় বলিয়া অথবা অনুমান-কল্পিত বলিয়া
সাংখ্যোক্ত প্রধানকে (প্রকৃতিকে) ‘অনুমান’ বা ‘আনুমান’ বলা হইয়া থাকে । “অতচ্ছব্দাৎ”
অর্থ—তদ্বাচক অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষবাচক শব্দের অভাব হেতু । “অর্থাভাবে যদব্যয়ং” এই
নিয়মানুসারে [“অতচ্ছব্দাৎ” এই স্থানে] ‘অব্যয়ীভাব’ সমাস হইয়াছে । (*) ॥১॥৩১॥৩২॥

এই কারণেও জীবাত্মা ‘ভূমা’ হইতে পারে না,—‘যে হেতু ভেদোন্মেষথ রহিয়াছে ।’

‘একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত (জীবাত্মা) অনীশয়া—ঈশ্বরত্বের অভাবে বা অবিজ্ঞাপ্রভাবে

(*) তাৎপৰ্য্য—‘অর্থাভাবে যদব্যয়ম্’ এটা ব্যাকরণের হ্রস্ব নহে—স্বত্রার্থ কথনমাত্র । এই হ্রস্ব-
সম্বন্ধানের অভিপ্রায় এই যে, ‘অতচ্ছব্দাৎ’ পদের অন্ত কোন প্রকার সমাস হইতে পারে না ; হইলেও অভিপ্রেত
অর্থ সিদ্ধ হয় না ; কারণ, বহুব্রীহি সমাস করিলে অর্থ হয়—তদ্বাচক শব্দ বাহার বা বাহাতে নাই ; অর্থাৎ
যাহা তদ্বাচক শব্দরহিত ; ইহাতেও প্রধান ও পুরুষবোধক শব্দের অভাব বলা যায় না । এইরূপ তৎপদার্থ-
যটিও অভ্যন্তর সমাসেও প্রকৃতার্থ লাভ হয় না । এইজন্যই এখানে অর্থাভাবে অব্যয়ীভাব সমাস বাক্য করিতে
হইয়াছে ।

জুফং যদা পশ্চাত্তমীশমস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥”

[শ্বেতাশ্বঃ ৪।৭]

ইত্যাদিভিজীবাৎ বিলক্ষণত্বেনায়ং ব্যপদিশ্যতে । অনীশয়া—ভোগ্যভূতয়া প্রকৃত্যা মুহমানঃ শোচতি জীবঃ ; অয়ং যদা স্বস্মাদন্তং সর্বস্বেশং প্রীয়মাণম্ ; অস্ত—ঈশ্বরস্ত মহিমানং চ নিখিলজগন্নিয়মনরূপং পশ্যতি ; তদা বীতশোকো ভবতি ॥১॥৩॥৪॥

প্রকরণাৎ ॥১॥৩॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকরণাৎ (প্রকরণহেতুঃ) [পরমায়া] ।]

[সরলার্থঃ—“অথ পরা, যদা তদক্ষরমধিগম্যতে”, “যৎ তদদ্রেশ্বং” ইত্যাদি প্রকরণং চ পরমাযনঃ, তন্মাদপি [পরমাযনোহন্তঃ কশ্চৎ দ্যভূতাত্মতনং ন ভবিতুমর্হতি] ।

পরমায্যার প্রকরণে পঠিত বলিয়াও [ইহা পরমায়া ভিন্ন অপর কিছু হইতে পাবে না] ॥ ১।৩।৫ ॥]

প্রকরণক্ষেদং পরস্ত ব্রহ্মণঃ, ইতি “অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ”

(*) মুহমান (মোহগ্রস্ত) হইয়া শোক (দুঃখ) করিয়া থাকে । কিন্তু, যখন প্রীতিসম্পন্ন অপর ঈশ্বরকে দর্শন করে ও তাঁহার (ঈশ্বরের) মহিমা সাক্ষাৎকার করে, তখন (জীব) শোকাতীত হয় । ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যও এই দ্যু-ভূ প্রভৃতির আয়তনকে জীব হইতে বিলক্ষণ বা পৃথগ্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । ‘অনীশয়া’ অর্থ—জীব স্বীয় ভোগ্য প্রকৃতিকর্তৃক বিমোহিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । এই জীব যখন আপনা হইতে ভিন্ন ও প্রীতিময় সর্বৈশ্বরকে এবং তাহার সর্বজগৎনির্মাণ মহিমা সন্দর্শন করে, তখন শোক বিমুক্ত হন ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

আর ইহা যে পর ব্রহ্মেরই প্রকরণ, তাহাও “অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ” এই হৃদ্রেই প্রদর্শিত হইয়াছে । এখানে কেবল, নাড়ীসম্বন্ধ, বহুপ্রকারে জন্ম, মনঃ-প্রাণাধারত্ব প্রভৃতি

(*) তাৎপর্য—‘অনীশয়া’ ইতি ত্রিলিঙ্গসামর্থ্যাৎ প্রকৃতেবিশেষ্যবস্তুত্বম্ । ‘অন্ত’-শব্দসামর্থ্যলক্ষ্যঃ প্রতিবোধিনঃ নির্দিষ্টতি—সম্মতিতি । ‘ঈশ’-শব্দসামর্থ্যপ্রাপ্তমৌলিভ্যং সানাতন্যাহুরোদ্যোহ—সর্বোক্তেতি । ‘দ্যু’-শব্দঃ ব্যাচ্যে—প্রীতিমাণমিতি, আদিকর্মণি ক্তঃ । সমুচ্চৈতন্য-সামর্থ্যপ্রাপ্তঃ ‘চ’ শব্দঃ, ইত্যভিপ্রায়েণ—মহিমানং চেতি । ‘ইতি’-শব্দার্থমাহ নিখিল-জগন্নিয়মনরূপম্ ইতি । ‘ইতি’-শব্দো বুদ্ধিহ-প্রকাশকঃ ; ‘ঈশ’-শব্দ-প্রবণং নিয়মনপ্রকারো বুদ্ধিহ ইতি ভাষঃ । ইতি ক্রতপ্রকাশিতা ।

ইত্যত্রৈব প্রদর্শিতম্ । নাদীসম্বন্ধ-বহুধাজায়মানস্ত-মনঃপ্রাণধারিত্বৈচ্চ
প্রকরণবিচ্ছেদাশঙ্কামাত্রমত্র পর্যাহায় ॥১॥৩॥৫॥

স্থিত্যদনাভ্যাং চ ॥১॥৩॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থিত্যদনাভ্যাং (স্থিতি—ঔদাসীন্য ও ভোগ হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“তয়োরন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাহ অস্তি, অনশ্নন্নঃ অভিচাক্ষীতি ।” ইত্যত্র
পরমাত্মনঃ স্থিতিঃ—ঔদাসীন্যেন অবস্থানং, সাক্ষিমাাত্রমিত্যর্থঃ । জীবন্ত চ অদনং—কর্মফলোপ-
ভোগঃ শ্রয়তে ; তাভ্যামপি হেতুভ্যাং পরমাত্মৈবাত্র দ্যুভাণ্ডায়তনং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥

বেহেতু, ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি ঔদাসীন—সাক্ষিরূপে অবস্থিত. এবং অপরটি
(জীব) কর্মফল উপভোগ করিয়া থাকে, সেই হেতুও পরমাত্মাই দ্যুভূপ্রভৃতির আয়তন,
অন্তে নহে ॥ ১।৩।৬ ॥ [প্রথম দ্যুভাণ্ডিকরণ ।]

“দ্বা স্থপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োরন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদ্বন্ত্যনশ্নন্নোহভিচাক্ষীতি” ॥ [শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬]

ইত্যেকস্য কর্মফলাদনম্, অন্যস্য চ কর্মফলমনশ্নত এব দীপ্যমানতয়া
শরীরান্তঃস্থিতিমাাত্রং প্রতিপাদ্যতে । তত্র কর্মফলমনশ্নন্ দীপ্যমান এব
সর্ববজ্রোহমৃতসেতুঃ সর্বাত্মা দ্যুভাণ্ডায়তনং ভবিতুমর্হতি, ন পুনঃ কর্ম-
ফলমদন্ শোচন্ প্রত্যগাত্মা ; অতো দ্যুভাণ্ডায়তনং পরমাত্মৈতি
সিদ্ধম্ ॥১॥৩॥৬॥ [প্রথমং দ্যুভাণ্ডিকরণং সমাপ্তম্]

কতকগুলি ধর্মদর্শনে যে, জীবাত্মা বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল, কেবল তাহারই পরিহার করা হইল
মাত্র ॥১।৩।৫॥

[ছুটি পক্ষী,] তাহারা পরস্পর সহচর ও সমান-স্বভাব ; তাহারা উভয়ে একই বৃক্ষে (দেহে)
অবস্থান করে ; তদুভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কর্মফল ভোগ করে, অপরটি ভোগ না করিয়া
কেবল দর্শন করে মাত্র । এই প্রতিতে একের (জীবের) কর্মফল ভোগ, আর অপরের
(পরমাত্মার) ভোগাভাব এবং কেবল স্বপ্রকাশভাবে দেহান্তরে অবস্থিতি মাত্র প্রতিপাদিত
হইতেছে । তদ্ব্যতী, যিনি কর্মফল ভোগ না করিয়া কেবলই স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন,
সর্বজ্ঞ ও মোক্ষসেতু সেই সর্বাত্মা পরমেশ্বরই দ্যুভূপ্রতির আয়তন হইবার উপযুক্ত ; কিন্তু কর্ম-
ফলভোক্তা ও শোকাধিত জীবাত্মা উপযুক্ত নহে । অতএব, পরমাত্মাই যে, দ্যুভাদির আয়তন,
ইহা সিদ্ধ হইতেছে । ১।৩।৬॥ [প্রথম ‘দ্যুভাণ্ডায়তন’ অধিকরণ]

ভূমাদিকরণম্] ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ১১ ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ভূমা (‘ভূমা’ অর্থ) [পরমাত্মা,] সম্প্রসাদাৎ (স্ববুপ্তি অবস্থার) অধি (উপরে অর্থাৎ পরে) উপদেশাৎ (উপদেশহেতু) ।] ।

[সরণার্থঃ—“যত্র নান্যং পশ্যতি, নান্যং শৃণোতি, নান্যদ্বিজান্নাতি, স ভূমা”, ইতি শ্রয়তে । তত্র সংশয়ঃ—অত্র ভূমা কিং জীবঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি । তত্রোচ্যতে—অত্র পরমাত্মা এব ‘ভূমা’, ন তু জীবঃ । কুতঃ ? সম্প্রসাদাৎ অধি উপদেশাৎ—সম্প্রসাদঃ—জীবঃ, “এব সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরায় সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ, সমাধি-স্বযুগ্ম্যোঃ সমাক্ প্রসীদতি ইতি নির্বচনাচ্চ । “এব তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেন অতিবদতি,” ইত্যাদৌ তন্মাদপি সম্প্রসাদশব্দবাচ্যাং জীবাং অধি—অধিকতয়া—ভেদেন ভূম উপদেশাৎ । অতিবাদিহঃ হি স্থোপাঙ্গাধিকাবর্ণনঃ ; নহি স এব তন্মাদ্ অধিকতয়া উপদেষ্টুং শক্যতে ইতি ভাবঃ ।

[সাধক] যাহাতে অত্র বিষয় দর্শন করে না, শ্রবণ করে না, এবং অত্র বিষয় জানিতে পারে না, তাহাই ‘ভূমা’ । এখন সংশয় হইতেছে যে, এই ‘ভূমা’ অর্থ কি জীবাশ্রা ? অথবা পরমাত্মা ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, না—এখানে ভূমা অর্থ জীব নহে, পরমাত্মা । কারণ, ‘যে লোক সত্য বলিয়া থাকেন, তিনি অতিবাদী’, ইত্যাদি স্থলে ‘সম্প্রসাদ’ শব্দবাচ্য জীব হইতে এই ভূমাকে অতিরিক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১১ ॥ ৩ ॥ ৭ ॥]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ “যত্র নান্যং পশ্যতি নান্যং শৃণোতি নান্যদ্বিজান্নাতি, স ভূমা । অথ যত্রান্যং পশ্যত্যন্যং শৃণোত্যন্যদ্বিজান্নাতি, তদন্নম্” [ছান্দোগ্যে ৩২৪।১] ইতি । অত্রায়ং ভূম-শব্দো ভাবপ্রত্যয়ান্তো বুৎ-পাত্ততে । তথাহি—পৃথ্বাদিষু ‘বহু’-শব্দঃ পঠ্যতে, ততঃ “পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্জা” [অষ্টাং ৫।১।১২২] ইতি ইমনিচ্-প্রত্যয়ে কৃতে “বহোলোপো

(১) চ্ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, সাধক যাহাতে অত্র বিষয় দর্শন করে না, অত্র বিষয় শ্রবণ করে না, এবং অত্র বিষয় বিশেষরূপে জানিতেও পারে না ; তাহাই ‘ভূমা’ ; পক্ষান্তরে, যেখানে অত্র বিষয় দর্শন করে, শ্রবণ করে, এবং অত্র বিষয় বিশেষরূপে অবগত হয় ; তাহাই অন্ন, (ভূমা নহে) । এখানে এই ‘ভূমন্’ (ভূমা) শব্দটি ভাববিহিত তজ্জিত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে । দেখ, ‘বহু’ শব্দটি ‘পৃথ্বাদি’ (পৃথু আদি) গণের মধ্যে পঠিত আছে ; তাহার পর ‘পৃথু’ প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ইমনিচ্-প্রত্যয় করিলে পর ‘বহু’ব

(২) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘ভূমাদিকরণ’ । ইহা সপ্তম ও অষ্টম, এই দুই হস্তে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“যত্র নান্যং পশ্যতি স ভূমা” ইত্যাদি । (২) সংশয়—‘ভূমা’ অর্থ কি প্রাদশ্চর্পিত জীবাশ্রা ? অথবা ‘সত্য’ শব্দার্থিত পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবাশ্রাট ‘ভূমা’ শব্দের অর্থ, পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—না—‘ভূমা’ অর্থ পরমাত্মা, জীবাশ্রা নহে । (৫) নির্ণয় ও এরোজন—‘ভূমা’-রূপে পরমাত্মারই উপাসনা এবং তাহার উপাসনাই মুক্তি লাভ করা ।

ভূ চ বহোঃ” [অক্টোঃ ৬।৪।১৫৮] ইতি প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োর্বিকারে ভূমেতি ভবতি । ভূমা—বহুত্বমিত্যর্থঃ । অত্র চায়াং বহু-শব্দো বৈপুল্যবাচী, ন সংখ্যাবাচী ; “যত্রাণ্যং পশ্যতি...তদল্পম্” ইতি অল্পপ্রতিযোগিত্বশ্রবণাৎ । অল্পশব্দ-নির্দিষ্ট-ধর্ম্মপ্রতিযোগি-প্রতিপাদনপরত্বাদেব ধর্ম্মিপন্নশ্চ নিশ্চী-
য়াতে ; ন ধর্ম্মমাত্রপরঃ । তদেবং ভূমেতি বিপুল ইত্যর্থঃ ; বৈপুল্যবিশেষ্য-
শ্চেহাত্ম্যেত্যবগতঃ, “তরতি শোকমাত্মবিৎ” ইতি প্রকৃত্য ভূম-বিজ্ঞান-
মুপদিশ্য “আত্মৈবেদং সর্বম্” [ছান্দোঃ ৭।২।৫।২] ইতি তস্মৈবোপ-
সংহারাৎ ।

অত্র সংশয়াতে—কিময়ং ভূমগুণবিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা ? উত পরমাত্মা ?
ইতি । কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্ম্যেতি । কূতঃ ? “শ্রুতং হ্যেব মে
ভগবদৃশেভ্যঃ—তরতি শোকমাত্মবিৎ” [ছান্দোঃ ৭।১।৩।৩] ইত্যাত্ম-
জিজ্ঞাসয়োপসেদুষে নারদায় নামাদিপ্রাণপর্যন্তেষু উপাস্ততয়োপদিষ্টেষু
“অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয়ঃ”, “অস্তি ভগবো বাচো ভূয়ঃ?” [ছান্দোঃ ৭।১।৫

লোপ এবং ‘বহু’স্থানে ‘ভূ’ হয়, এই নিয়মামুসারে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিকার করিলে (রূপান্তর করিলে) ‘ভূমন্’ পদটি নিষ্পন্ন হয় । ‘ভূমা’ অর্থ—বহুত্ব ; এখানে ‘বহু’ শব্দটি বিপুলতা-অর্থ বোধক, কিন্তু সংখ্যা-বোধক নহে ; কেন না, ‘যেখানে অত্র বিষয় দর্শন করে, * * * তাহা অল্প,’ এই শ্রুতি হইতে ‘ভূমা’ শব্দের অল্পত্বভিন্ন অর্থই শ্রুত হইতেছে । আর ‘অল্প’ শব্দে যখন ধর্ম্মী অর্থাৎ অল্পত্ববিশিষ্ট পদার্থ বুঝাইতেছে, এবং এই ‘ভূমা’ শব্দে যখন তাহারই প্রতিযোগী বা প্রতিপক্ষ অর্থই প্রতিপাদন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মীবোধনেই (অর্থাৎ বিপুলতাবিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদনেই) এই ‘ভূমা’ শব্দের তাৎপর্য্য, কেবল ধর্ম্মমাত্র প্রতিপাদনে নহে । অতএব, ‘ভূমা’ অর্থ বিপুল ; আত্মাই এখানে সেই বিপুলতাদর্শের বিশেষ্য বা আশ্রয়রূপে প্রতীত হইতেছে । কেননা, প্রথমে ‘আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক অতিক্রম করেন,’ এইরূপে ‘ভূমা’ আত্মার বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ করিয়া ‘আত্মাই এই সমস্ত’, এইরূপে তাহারই উপসংহার করিয়াছেন ।

এখন এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই ভূম-গুণবিশিষ্ট কি প্রত্যক-আত্মা (জীব) ? অথবা পরমাত্মা ? কোন অর্থটি যুক্তিযুক্ত ? প্রত্যগাত্ম্যাই [যুক্তিযুক্ত] । কারণ ? ‘ভবা-
দৃশ লোকদিগের নিকটেই আমরা শুনিছি যে, আত্মবিৎ পুরুষ শোক অতিক্রম করেন’, এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভের আশায় আগত নারদকে ‘নাম’ (শব্দ) হইতে ‘প্রাণ’ পর্য্যন্ত এক একটীর উপাসনা উপদেশ করিলে পর, প্রাণের পূর্বে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ‘ভগবন্ নাম অপেক্ষা বৃহৎ কিছু আছে কি ?’ ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ, এবং ‘নাম (শব্দ) অপেক্ষা বাক্যই

২।২] ইত্যাদয়ঃ প্রমাণঃ, “বাথাব নান্নো ভূয়সী”, “মনো বাব বাচো ভূয়ঃ” ইত্যাদীনি চ প্রতিবচনানি প্রাণাৎ প্রাচীনেষু দৃশ্যন্তে ; প্রাণে তু ন পশ্যামঃ । অতঃ প্রাণপর্যন্ত এবায়মাত্মোপদেশ ইতি প্রতীয়তে ; তেনেহ প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টঃ প্রাণসহচারী প্রত্যগাত্মৈব ন বায়ুবিশেষমাত্রম্ । “প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা” [ছান্দো. ৭।২৫।১] ইত্যাদয়শ্চ প্রাণস্ত চৈতন্যতামবগময়ন্তি ; “পিতৃহা...মাতৃহা” ইত্যাদিনা সপ্রাণেষু পিতৃ-প্রভৃতিষু উপমর্দকারিণি হিংসকত্বনিমিত্তোপক্ৰোশবচনাৎ, তেষেব বিগত-প্রাণেষু তন্তোপমর্দকারিণ্যপি উপক্ৰোশাভাববচনান্ন হিংসাযোগ্যশ্চৈতন্য এব প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টঃ । অপ্রাণেষু স্থাবরেষপি চৈতন্যে উপমর্দভাবা-ভাবয়োঃ হিংসা-তদভাবদর্শনাদয়ং হিংসাযোগ্যতয়া নির্দিষ্টঃ প্রাণঃ প্রত্য-গাত্মৈবেতি নিশ্চীয়তে ; অত এব চ অর-নাভিদৃষ্টান্তোপপত্ত্যসেন প্রাণ-শব্দ-নির্দিষ্টঃ পর ইতি ন ভ্রমিতব্যম্, পরস্ত হিংসাপ্রসঙ্গাভাবাৎ, জীবাদিতরস্ত তদভোগ্যভোগোপকরণভূতস্ত কৃৎস্নস্তাচিদ্বস্তনো জীবায়ত্তস্থিতিত্বেন প্রত্য-গাত্মৈবেব অর-নাভিদৃষ্টান্তোপপত্তেঃ । অয়মেব চ প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টো ভূম্যঃ ‘অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয়ঃ’ ইতি প্রশ্নস্ত ‘অদো বাব প্রাণাদ্ ভূয়ঃ’ ইতি প্রতিবচনস্ত চাভাবাদ্ ভূমসংশকনাৎ প্রাক্ প্রাণপ্রকরণস্তাবিচ্ছেদাৎ ।

বড়’, এবং ‘বাক্য অপেক্ষাও মন বড়’ ইত্যাদি প্রত্যুত্তর বাক্য সমূহ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রাণ বিষয়ে [আর কোনরূপ প্রশ্ন বা প্রতিবচনই দৃষ্ট হয়] না। ইহা হইতেই প্রতীতি হইতেছে যে, প্রাণেই উক্ত আত্মোপদেশ পরিসমাপ্ত হইয়াছে ; [তাহার পর আর আত্মোপদেশের প্রসঙ্গ নাই] । অতএব, প্রাণের সহচর জীবাত্মাই ‘প্রাণ’ শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; কেবল বায়ুবিশেষ (প্রাণবায়ু) নহে। তাহার পর ‘প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা’, ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও প্রাণের চৈতন্য প্রতী-পাদন করিতেছেন। ‘পিতৃষাতী...মাতৃষাতী’ ইত্যাদি বাক্যে, পিতা প্রভৃতি যতক্ষণ প্রাণ সমন্বিত (জীবিত) থাকেন, ততক্ষণই তাহাদের প্রতি হিংসাকারীর হিংসানিমিত্ত নিন্দা-বচন থাকায় অথচ সেই পিতা প্রভৃতিই যখন প্রাণহীন হন, তখন তাহাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও নিন্দা-বচনের অভাব থাকায় বুঝিতে হইবে যে, হিংসাযোগ্য চৈতন্যই প্রাণশব্দের স্বার্থ অর্থ। অতএব, শ্রুত্যুক্ত ‘অর-নাভির (রথচক্রের নাভিগর্ভে প্রবিষ্ট শলাকার) দৃষ্টান্তোপলক্ষ্য বশতঃ ‘প্রাণশব্দে পরমাত্মাই নির্দিষ্ট হইয়াছেন’, এইরূপ ভ্রম কুরা উচিত নহে ; কারণ, পরমাত্মার পক্ষে হিংসার সম্ভাবনাই নাই ; জীব হইতে পৃথক্ অথচ জীবেরই ভোগ্য ও ভোগোপকরণ নিখিল জড়জগৎই জীবের অধীনে অবস্থিত ; সুতরাং জীবের সম্বন্ধেই ‘অর-নাভি’ দৃষ্টান্ত সুসঙ্গত হইতে পারে। বিশেষতঃ, ‘ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষাও বৃহৎ আছে কি ?’

কিঞ্চ, প্রাণবেদিনোহতিবাদিস্বমুক্তা। তমেব “এষ তু বা অতিবদতি” ইতি প্রত্যভিজ্ঞাপ্য “যঃ সত্যোনাতিবদতি” ইতি তস্য সত্যবদনং প্রাণোপাসনাঙ্গতয়োপদিশ্য উপাদেয়স্য সত্যবদনস্য শোষিতয়া পূর্বনির্দিষ্ট-প্রাণ-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানং “যদা বৈ বিজ্ঞানাত্ম্যং সত্যং বদতি” ইতু্যপদিশ্য তৎসিদ্ধার্থং চ মনন-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠাপ্রযত্নান্ উপদিশ্য তদারম্ভায় চ প্রাপ্যভূত-প্রাণশব্দনির্দিষ্টপ্রত্যগাত্মস্বরূপস্য স্বরূপতাজ্ঞানমুপদিশ্য, তস্য চ স্বস্ত্য বিপুলতা “ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” ইতু্যপদিশ্যতে। তদেবং প্রত্যগাত্মন এবাবিভাবিসমুদ্ভূতং রূপং বিপুলস্বখমিত্যুপদিষ্টমিতি “তরতি শোকমাত্মবিৎ” ইতু্যপক্রমাবিরোধশ্চ; অতো ভূমগুণবিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা। যত এবং ভূমগুণ-বিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা, অত এব অহমর্থে প্রত্যগাত্মনি “অহমেবাস্তাদহ-মুপরিষ্ঠাৎ” ইত্যারভ্য “অহমেবেদং সর্বম্” ইতি প্রত্যগাত্মানো বৈভব-

এইরূপ প্রশ্ন, এবং ‘অমুকই প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ’, এইরূপ প্রত্যুত্তরও না থাকায় [বুঝিতে হয় যে,] ‘ভূমা’-শব্দের প্রসঙ্গ সমুদ্রের না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের অর্থাৎ প্রাণ-বর্ণনার প্রস্তাব পরি-সমাপ্ত হয় নাই; [সুতরাং তৎপ্রকরণান্তর্গত] এই জীবই ‘প্রাণ’শব্দনির্দিষ্ট ভূমা, (অপর কেহ নহে)।

অপিচ, প্রথমতঃ প্রাণবিৎ পুরুষকে ‘অতিবাদী’ শব্দে নির্দেশ করিয়া তাহার পব, ‘যিনি সত্যবাদী, তিনিই অতিবাদী’, এই বাক্যে আবার সেই অতিবাদীরই প্রত্যভিজ্ঞাপন (তাহারই পুনরুদ্বোধ) করিয়া পুনশ্চ সেই সত্যবাদিতাকেই প্রাণোপাসনাব অনঙ্গরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর, ‘যখন বিশেষরূপে জানিতে পারে, তখনই সত্য বলিতে থাকে,’ এই বাক্যে অবলম্বনীয় সত্যবাদিতার অনঙ্গরূপে পূর্বোক্ত প্রাণের যথার্থ তত্ত্ব-বিজ্ঞানের উপদেশ করিয়া সেই সত্যবাদিতা-সাধনার্থ উপযুক্ত মনন, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বা তৎপৰতা এবং প্রযত্ন বা চেষ্টাবিশেষের উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাহাবই আরম্ভের উদ্দেশে তৎপ্রাপ্য ‘প্রাণ’-শব্দোল্লিখিত প্রত্যক্ষ-আত্মার (জীবের) স্বথময় স্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপদেশ করিয়া ‘ভূমাই জিজ্ঞাস্তা’ এই বাক্যে আবার সেই স্বথেরই ভূমতা বা বৃহত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন। অতএব, উক্তপ্রকার যুক্তি অল্পসারে বুঝা যায় যে, জীবাত্মারই অবিচ্ছাবিরহিত রূপটিকে বিপুল সুখাত্মক বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই ‘আত্মবিৎ পুরুষ শোক-হঃখ অতিক্রম কবে’, এই উপক্রম বাক্যেরও অবিরোধ সম্পন্ন হয়। অতএব ভূমগুণবিশিষ্ট পদার্থটি জীবই; যেহেতু ভূমত্ব বা বিপুলতা গুণবিশিষ্ট পদার্থটি নিশ্চই জীবাত্মা, সেই হেতুই অহংপদার্থ জীবাত্মাতে ‘আমিই অধে, আমিই উঠে’ এই হইতে ‘আমিই সর্ব’ এইপর্য্যন্ত বাক্যে জীবাত্মার বিভূত্বের (ভূমরূপতার) উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপে ‘ভূমা’ শব্দের প্রত্যগাত্মা-অর্থ নিশ্চিত হইলে বাক্যের

মুপদিশতি । এবং প্রত্যগাত্মায়ে নিশ্চিতং সতি তদমুগুণতয়া বাক্যশেষো
নেতব্য ইতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“ভূমা সংপ্রসাদাধ্যপদেশাৎ ।”

[সিদ্ধান্তঃ -]

সংপ্রসাদঃ ভূমগুণবিশিষ্টো ন প্রত্যগাত্মা, অপি তু পরমাত্মা ; কৃতঃ ?
সংপ্রসাদাদ্ অধ্যপদেশাৎ ; সংপ্রসাদঃ—প্রত্যগাত্মা “এষ সংপ্রসাদো-
হস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে”
[ছান্দোগ্যো ৬. ১. ১২. ২] ইত্যুপনিষৎপ্রসিদ্ধেঃ । সংপ্রসাদাৎ প্রত্যগাত্মানোহধি-
কতয়া ভূমবিশিষ্টস্য সত্য-শব্দাভিধেয়শ্চোপদেশাদিত্যর্থঃ । সত্য-শব্দা-
ভিধেয়ং চ পরং ব্রহ্ম । এতচ্চক্ৰং ভবতি—যথা নামাদিষু প্রাণপর্যন্তেষু
পূর্বপূর্বাধিকতয়া উত্তরোত্তরাভিধানাৎ পূর্বেভ্য উত্তরেষাম্ অর্থাস্তরত্বম্,
এবং প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টাৎ প্রত্যগাত্মানোহধিকতয়া নির্দিষ্টঃ সত্যশব্দা-
ভিধেয়স্তস্মাদর্থাস্তরভূত এব ; সত্য-শব্দনির্দিষ্ট এব ভূমেতি সত্যাত্ম্যং
পরং ব্রহ্মৈব ভূমেতু্যপদিশ্যতে ইতি । তদাহ বৃত্তিকারঃ—“ভূমা হেবোত
ভূমা ব্রহ্ম, নামাদিপরম্পরয়া আত্মন উক্কনশ্চোপদেশাৎ” ইতি ।

শেষাংশও তদমুগুণতরূপেই সঙ্গতার্থ করিতে হইবে । এতদ্বত্তরে কথিত হইতেছে—“ভূমা
সম্প্রসাদাধ্যপদেশাৎ ।”

ভূমগুণবিশিষ্ট পদার্থটি জীব নহে, পরন্তু পরমাত্মা । কারণ ? যেহেতু সম্প্রসাদ হইতে

ভূমার পরমাত্ম্য-

স্থাপন ।

অধিক বা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া ভূমার উপদেশ রহিয়াছে । সম্প্রসাদ

অর্থ প্রত্যগাত্মা (জীব) ; কেন না, ‘সেই এই সম্প্রসাদ (জীব)

এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া পর জ্যোতিকে (পরমাত্মাকে) লাভ করিয়া স্বরূপে
পরিনিম্পন্ন হয়, অর্থাৎ স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয় ।’ এই উপনিষদে জীবই ‘সম্প্রসাদ’ নামে প্রসিদ্ধ ;
অর্থাৎ যেহেতু ভূমগুণবিশিষ্ট সত্য পদার্থকে সম্প্রসাদসংজ্ঞক জীবাত্মা হইতে অধিক বা পৃথক্ করিয়া
উপদেশ করা হইয়াছে, এবং ‘সত্য’ শব্দেরও প্রকৃত অর্থ—পরব্রহ্ম ; অতএব পরব্রহ্মই (পরমাত্মাই)
‘ভূমা’ শব্দের প্রতিপাদ্য বা অর্থ । এই কথা বলা হইতেছে যে, ‘নাম’ হইতে ‘প্রাণ’ পর্যন্ত যাহারা
উপদিষ্ট হইয়াছে ; তাহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পর পদার্থ সমূহকে উৎকৃষ্ট বলিয়া
উপদেশ করায় পূর্ব পূর্ব পদার্থ অপেক্ষা পর পর পদার্থ সমূহের যেরূপ পৃথক্-পদার্থত্ব সিদ্ধ
হইয়াছে ; তদ্রূপ ‘প্রাণ’ শব্দে নির্দিষ্ট প্রত্যগাত্মা জীব হইতে অধিক বলিয়া নির্দিষ্ট ‘সত্য’ পদার্থও
নিশ্চই তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইবে । ‘সত্য’ শব্দে যাহার নির্দেশ হইয়াছে, তাহাই ‘ভূমা’ ; এইজন্ত
‘সত্য’-সংজ্ঞক পর ব্রহ্মই ‘ভূমা’ বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন । বৃত্তিকারও সে কথা বলিয়াছেন—
‘ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত’ এই প্রতিপত্তিতে যে, ‘ভূমা’ শব্দ আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম ; কেন না,
পর-পর নামাদি পদার্থ নির্দেশ করিয়া আত্মারও পরে ইহার নির্দেশ করা হইয়াছে,’ ইতি ।

প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টাদ অধিকতয়া সত্যস্বোপদেশঃ কথমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; “স বা এষ এবং পশ্চম্বেবং মহান এবং বিজ্ঞানমতিবাদী ভবতি” [ছান্দোঃ ৭।১৫।৪] ইতি প্রাণবিদোহতিবাদিত্বমুক্ত্য। “এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি” [ছান্দোঃ ৭।১৬।১] ইতি সত্য-বেদিত্বেনাতিবাদিনং ‘তু’-শব্দেন পূর্বস্মাদতিবাদিনো ব্যাবর্তয়তি । অতএব “এষ তু বা অতিবদতি” ইত্যত্র প্রাণাতিবাদিনো ন প্রত্যভিজ্ঞা । অতোহস্তাতিবাদিহনিমিত্তং সত্যং পূর্বাতিবাদিত্বনিমিত্তাৎ প্রাণাদধিকমিতি বিজ্ঞায়তে ।

ননু চ প্রাণবেদিন এব সত্যবদনমঙ্গলেনোপদিষ্টম্, অতঃ প্রাণপ্রকরণা-বিচ্ছেদ ইত্যুক্তম্ । নৈতদ্ যুক্তম্ —‘তু’-শব্দেন হতিবাগ্বেবাণ্যঃ প্রতীয়তে, ন তস্মৈবাতিবাদিনঃ সত্যবদনাস্তবিশিষ্টতামাত্রম্ । “এষ তু বা অগ্নিহোত্রী, যঃ সত্যং বদতি” ইত্যাদিস্মিহোত্রান্তরাপ্রতীতেঃ, প্রতীতাস্মৈবাগ্নিহোত্রিণঃ সত্যবদনাস্তবিধানমিতি ক্লিষ্টা গতিরাস্ত্রীয়তে । অত্র হতিবাগ্বেবান্তরনিমিত্তং

যদি বল ‘প্রাণ’-শব্দাভিহিত পদার্থ অপেক্ষা ‘সত্য’ পদার্থেই যে, আধিক্যোপদেশ করা হইয়াছে, ইহা জানা যায় কি প্রকারে ? [তাহাব উত্তর এই যে,] ‘সেই এই পুরুষ এই প্রকার দর্শন করত, এই প্রকার মনন কবত এবং এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করত, অতিবাদী হন ।’ এই শ্রুতিতে প্রাণবিদ ব্যক্তির অতিবাদিত্ব ধর্ম নির্দেশ করিয়া তাহার পর ‘কিন্তু ইনিই অতিবাদী—যিনি সত্যবাদী’, এই শ্রুতিতে আবার ‘তু’ শব্দ দ্বারা পূর্বোক্ত অতিবাদী হইতে এই ‘সত্য’-বিজ্ঞানলব্ধ অতিবাদীকে পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এই কারণেই ‘ইনিই কিন্তু অতিবাদী’, এই স্থলে পূর্বোক্ত প্রাণাতিবাদীর আর প্রত্যভিজ্ঞা বা প্রতীতি হইতেছে না । এই কারণে বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে যে, এই অতিবাদিত্বের নিমিত্তস্বরূপ ‘সত্য’ পদার্থটি পূর্বকথিত অতিবাদিতার কাবণীভূত ‘প্রাণ’ পদার্থ হইতে অধিক বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ।

ভাল, উক্ত সত্য-কথন বা সত্যবাদিতা ত প্রাণবেদীরই অঙ্গ বা অধীনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে ; অতএব প্রাণপ্রকরণ বা প্রাণপ্রস্তাবের যে, বিচ্ছেদ হয় নাই, ইহাত খুঁজেই অবধারিত হইয়াছে । না—একথা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কেন না, [‘এষ তু বা’ এই স্থলে] ‘তু’ শব্দ থাকায় পৃথক্ অতিবাদীই প্রতীত হইতেছে ; কিন্তু সেই অতিবাদীরই (প্রাণবিদেরই) অঙ্গরূপে যে, এই সত্যকথনরূপ একট বিশেষ ধর্মের প্রতীতি হইতেছে, তাহা নহে । কেন না, ‘ইনিই যথার্থ অগ্নিহোত্রী, যিনি সত্যবাদী’ ইত্যাদি স্থলে অপর কোনও অগ্নিহোত্রীর প্রসঙ্গ না থাকায় অগত্যা সেই অগ্নিহোত্রীর সম্বন্ধেই ‘সত্য-কথনরূপ অঙ্গ-বিধানার্থ কষ্টকরনা স্বীকার করিতে

সত্যশব্দাভিধেয়ম্ পরং ব্রহ্ম প্রতীয়তে । সত্য-শব্দশ্চ “সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ
ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইত্যাদিষু পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রযুক্তঃ ; অতন্ত-
মিষ্ঠাত্মাতিবাদিনঃ পূৰ্ব্বস্মাদধিকত্বং সম্ভবতীতি বাক্যস্বরসমিক্ৰমত্বং ন
বাধিতব্যম্ । অতিবাদিত্বং হি বস্তুস্তরাং পুরুষার্থতয়া অতিক্রান্তস্বোপাস্তবস্ত-
বাদিত্বম্ ; নামাত্মাশাপর্যন্তোপাস্তবস্তুতিক্রান্ত-স্বোপাস্তপ্রাণ-শব্দনির্দিষ্ট-
প্রত্যগাত্মবাদিত্বাৎ প্রাণবিদোহতিবাদিত্বং ; তস্মাপি সাতিশয়-পুরুষার্থত্বাৎ
নিরতিশয়পুরুষার্থতয়োপাস্ত-পরব্রহ্মবাদিন এব সাক্ষাদতিবাদিত্বমিতি “এষ
তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি” ইত্যুক্তম্ । ‘সত্যেন’ ইতীথ-
স্তুতলক্ষণে তৃতীয়া ; সত্যেন পরেণ ব্রহ্মণোপাস্তেনোপলক্ষিতো যোহতি-
বদতীত্যর্থঃ । অত এবৈবং শিষ্যঃ প্রার্থয়তে—“মোহং ভগবঃ সত্যেনাতি-
বদানি” [ছান্দোঃ ৭।১৬।১] ইতি । আচার্যশ্চ “সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসি-
তব্যম্” [ছান্দোঃ ৭।১৬।১] ইত্যাহ । “আত্মনঃ প্রাণঃ” ইতি চ প্রাণ-
শব্দনির্দিষ্টাত্মান উৎপত্তিরুচ্যতে । অতঃ “তরতি শোকমাত্মবিং” ইতি
প্রক্রান্ত আত্মা প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টাদত্ব ইতি গম্যতে ।

হয়, এখানে কিন্তু ‘সত্য’ শব্দাভিহিত পর ব্রহ্মই পৃথক্ অতিবাদিতার কারণরূপে প্রতীত
হইতেছেন; কারণ, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’ ইত্যাদি স্থলে পর-ব্রহ্মই ‘সত্য’ শব্দ
প্রযুক্ত রহিয়াছে; অতএব, পূৰ্ব্বোক্ত [প্রাণবিদ] অতিবাদী হইতে তদ্বিষয়ক অতিবাদী
পার্থক্যই সম্ভবপর হইতেছে; সূতরাং বাক্যের মুখ্যার্থ-সিদ্ধ যে, [উভয় অতিবাদীর] অত্ব বা
ভেদ, তাহাব বাধা করা উচিত নহে । ‘অতিবাদিত্ব’ অর্থ—অপরাপর বস্তু অপেক্ষা নিজের
উপাস্ত বস্তুর সমধিক উৎকর্ষ খ্যাপন করা । প্রথমতঃ ‘নাম’ হইতে দিক্ পর্য্যন্ত অত্ব যে সমস্ত
পদার্থ উপাস্তরূপে কথিত হইয়াছে; তন্মধ্যে অত্বাত্ম উপাস্ত পদার্থ অপেক্ষা ‘প্রাণ’ শব্দোক্ত
জীৱাত্মার উৎকর্ষবাদী প্রাণবিং ব্যক্তির অতিবাদিত্ব, এবং প্রাণবিদের অতিবাদিত্ব ধর্ম ও আবার
আপেক্ষিক পুরুষার্থ, (পরম পুরুষার্থ নহে); এই কারণে নিরতিশয় পুরুষার্থরূপে যাহারা
পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই উপাস্ত পর-ব্রহ্মবাদী পুরুষগণের অতিবাদিত্বই যে, সাক্ষাৎ বা
প্রকৃত অতিবাদিত্ব, তাহাই ‘ইনিই অতিবাদী, যিনি সত্যবাদী’ এই প্রতিতে উক্ত হইয়াছে ।
‘সত্যেন’ এই তৃতীয়া বিভক্তি ‘ইথস্তুত’ অর্থে হইয়াছে । ইহার অর্থ এই যে, সত্যরূপে উপাসনীর
পরব্রহ্মোপলক্ষিত; অর্থাৎ উপাসক আপনাকে সেই পরব্রহ্মরূপাপন্ন মনে করিয়া অতিবাদী
হন । এইজন্য শিষ্যও এইরূপেই প্রার্থনা করিয়া থাকে যে, ‘ভগবন্ ‘স্মামি যেন সেই
সত্যোপলক্ষিত হইয়া অতিবাদী হইতে পারি।’ [তত্ত্বতরে] আচার্য্যও বলিলেন—‘সত্যই
বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য’ । ‘আত্মা হইতে প্রাণ’ এই প্রতিতেও আত্মা হইতেই ‘প্রাণ’-
শব্দ-নির্দিষ্ট পদার্থটির (প্রাণের) উৎপত্তি কথিত হইতেছে । অতএব, ‘আত্মবিং পুরুষ

যন্তু ক্তম্ (*) “অস্তি ভগবঃ প্রাণাত্মনঃ” ইতি প্রস্তু “অদো বাব প্রাণাত্মনঃ” ইতি প্রতিবচনস্ত চ অদর্শনাং প্রক্ৰাস্ত আত্মোপদেশঃ প্রাণোপদেশপর্যবসানো গম্যত ইতি । তদযুক্তম্ ; ন হি প্রস্তু-প্রতিবচনাভ্যামেবার্থান্তরত্বং গম্যতে ; প্রমাণান্তরেণাপি তৎসম্ভবাৎ ; উক্তং চ প্রমাণান্তরম্ । “অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয়ঃ” ইত্যপ্চছতোহয়মভিপ্রায়ঃ— নামাদিবাশাপর্য্যন্তেষুচেতনেষু পুরুষার্থভূয়স্তথা পূর্বপূর্বমতিক্রান্তেষুপ্যুক্ত-রোত্তরেষুপদিকেষু তত্তদেদিন আচার্য্যেণাতিবাদিত্বং নোক্তম্ ; প্রাণশব্দ-নির্দিষ্ট-প্রত্যগাত্ম-যাথাত্ম্যবেদিনস্ত পুরুষার্থভূয়স্তাতিশয়ং মম্বানেন “স বা এষ এবং পশ্যন্ এবং মম্বান এবং বিজানম্মতিবাদী ভবতি” ইত্যতিক্রান্ত-বস্তবাদিত্বমুক্তম্ ; অতোহত্ৰৈবাত্মোপদেশঃ সমাপ্ত ইতি মত্বা শিষ্যো ভূয়ো ন পপ্রচ্ছ । আচার্য্যস্ত ইদমপি সাতীশয়ং মত্বা নিরতিশয়পুরুষার্থভূতং সত্য-শব্দাভিধেয়ং পরং ব্রহ্ম “এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি,”

শোক হইতে ত্রাণ পায়’ এই শ্রুতি-প্রস্তাবিত আত্মা যে, প্রাণ-পদার্থ হইতে অত্ন বা পৃথক্, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে ।

আর যে বলা হইয়াছে, ‘ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষাও বৃহৎ আছে কি ?’ এইপ্রকার প্রশ্ন, এবং ‘ইহাই প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ,’ এইরূপ প্রতিবচন বা উত্তর বাক্য যখন দৃষ্ট হইতেছে না, তখন এই প্রস্তাবিত আত্মোপদেশটি প্রাণোপদেশেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, অর্থাৎ উক্ত আত্মোপদেশটি প্রাণোপদেশেরই নামান্তর মাত্র । একথা ও যুক্তি সম্মত নহে ; কারণ, কেবল প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারাই যে, পার্থক্য প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহা নহে ; কেন না, অত্ন প্রমাণ দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হইতে পারে । পূর্বেই এ বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রশ্ন-কর্তার ‘ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ আছে কি ?’ এরূপ প্রশ্ন না করিবার অভিপ্রায় এই যে, ‘নাম’ হইতে আশা পর্য্যন্ত যে সমস্ত অচেতন পদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষাধিকারপে নির্দিষ্ট পরবর্ত্তী পদার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই যে, আচার্য্যকর্তৃক অতিবাদিত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু, ‘প্রাণ’ শব্দাভিহিত জীবাত্ম-যাথার্থ্যাভিজ্ঞের যে, পুরুষার্থ, তাহাই প্রচুর ; এইরূপ মনে করিয়া তিনি ‘সেই (প্রাণবিৎ) ব্যক্তি এইপ্রকার দর্শন, এইপ্রকার মনন, এবং এই প্রকার জ্ঞান লাভ করত ‘অতিবাদী’ হন,’ এই শ্রুতিতে অতীত বিষয় সম্বন্ধেই ‘অতিবাদিত্ব’ অভিহিত করিয়াছেন । অতএব এখানেই আত্মোপদেশ সমাপ্ত হইয়াছে ;* এইরূপ মনে করিয়া শিষ্য আর পৃথক্ প্রশ্ন করেন নাই সত্য ; কিন্তু আচার্য্য নিজেই উল্লিখিত পুরুষার্থকেও সাতীশয় বা আপেক্ষিক পুরুষার্থ মনে করিয়া [প্রশ্ন ব্যতিরেকেই] নিরতিশয় পুরুষার্থরূপী ‘সত্য’-পদার্থ পরব্রহ্মের উল্লেখ করিয়াছেন । ‘ইনিই কিন্তু অতিবাদী, যিনি

(*) যন্তু ক্তম্ ইতি (৭), পাঠঃ ।

ইতি স্বয়ম্বেবোপচিক্বেপ । শিষ্যোহপি পরমপুরুষার্থরূপে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্য-
পক্ষিপ্তে তৎস্বরূপ-তদুপাসন-যাধাত্যবুভুৎসয়া “সোহং ভগবঃ সত্যেনাতি-
বদানি” ইতি প্রার্থয়ামাস । ততো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিমিত্তাতিবাদিসিদ্ধয়ে
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপায়ভূতং ব্রহ্মোপাসনং “সত্যং হ্যেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্”
ইতু্যপদিশ্য তদুপায়ভূতং ব্রহ্মমননং “মতিস্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” ইতু্যপদিশ্য
শ্রবণপ্রতিষ্ঠাতিত্বাদ্ মননস্য মননোপদেশেন শ্রবণমর্থসিদ্ধং মহা শ্রবণোপায়-
ভূতাং ব্রহ্মণি শ্রদ্ধাং “শ্রদ্ধা হ্যেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ছান্দো ০ ৪।৭।১৯]
ইতু্যপদিশ্য তদুপায়ভূতাং চ তন্নিষ্ঠাং “নিষ্ঠা হ্যেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” ইতু্যপ-
দিশ্য তদুপায়ভূতাং চ তদুদ্যোগ-প্রযত্নরূপাং কৃতিমপি “কৃতিস্তেব বিজিজ্ঞাসি-
তব্যম্” ইতু্যপদিশ্য শ্রবণাদ্যপক্রমরূপকৃতিসিদ্ধয়ে প্রাপ্যভূতস্য সত্যশব্দা-
ভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ সূত্ররূপতা জ্ঞাতব্যোতি “সুখং হ্যেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্”
ইতু্যপদিশ্য নিরতিশয়বিপুলমেব সুখং পরমপুরুষার্থরূপং ভবতীতি তস্মৈব
ব্রহ্মণঃ সূত্ররূপস্য নিরতিশয়বিপুলতা জ্ঞাতব্যোতি “ভূমা হ্যেব বিজিজ্ঞাসি-
তব্যঃ” ইতু্যপদিশ্য নিরতিশয়বিপুলসুখরূপস্য ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে —

সত্যবাদী’, এইরূপে পরম পুরুষার্থরূপী পর ব্রহ্ম আচার্য্যকর্তৃক উল্লেখিত হইলে পর, তাহার স্বরূপ
ও উপাসনার যথার্থ তত্ত্ব অধিগত হইবার ইচ্ছায় শিষ্য প্রার্থনা করিলেন—‘ভগবন্, সেই আমি
সত্যবাদী হইতে ইচ্ছা করি।’ অনন্তর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-সম্পাদ্য অতিবাদিত্ব-সিদ্ধির জন্ত ‘সত্যই
বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্ত’, এই বাক্যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়ভূত ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়া,
মতিই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য’ এই বাক্যে আবার তাহারও উপায়ভূত ব্রহ্মবিষয়ক মননের
উপদেশ করিলেন । শ্রবণের বা শ্রুতার্থের দৃঢ়তা সম্পাদনই মননের উদ্দেশ্য ; এই কারণে মননের
উপদেশেই কলতঃ শ্রবণের উপদেশও সিদ্ধ হইয়াছে ; এই জন্ত ‘নিষ্ঠাই (শ্রদ্ধাই) জিজ্ঞাস্ত’,
এই বাক্যে আবার শ্রবণের উপায়ভূত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রদ্ধার উপদেশ করিয়াছেন । পুনশ্চ, ‘নিষ্ঠাই
বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্ত’ এই বাক্যে সেই শ্রদ্ধালাভেরও উপায়ভূত ব্রহ্মনিষ্ঠার উপদেশ করিয়া কৃতি
অর্থাৎ যত্নই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসিতব্য’ এই স্থলে আবার সেই নিষ্ঠাসিদ্ধিরও উপায়ভূত তদ্বিষয়ক
উদ্যোগ বা প্রযত্নরূপ ‘কৃতি’র উপদেশ করিয়া, তাহার পরেও শ্রবণাদিবিষয়ে প্রবৃত্তি-সাধনার্থ
আবার ‘সত্য’ শব্দনির্দিষ্ট প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের সূত্ররূপতাজ্ঞাপনের জন্ত ‘সুখই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্ত’
এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন । তাহার পর বলিয়াছেন, যাহা অপেক্ষা অধিক নাই,
জ্ঞান বিপুল সুখই পরম পুরুষার্থ ; এই জন্ত সেই সূত্ররূপ ব্রহ্মেরই নিরতিশয় বিপুলতাও
(মহত্ত্বও) অবগত হওয়া আবশ্যিক ; এই উদ্দেশে ‘ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে’ এইরূপ
উপদেশ করিয়া সেই নিরতিশয় বিপুল সুখস্বক ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন যে,

“যত্র নাশ্চৎ পশ্চতি নাশ্চচ্চূণোতি নাশ্চদ্বিজানাতি, স ভূমা” [ছান্দোঃ ৭।২৪।১] ইতি । অর্থঃ—অনবধিকাতিশয়স্বরূপে ব্রহ্মণ্যমুভূয়-
মানে ততোহিহ্নৎ কিমপি ন পশ্চত্যমুভবিতা, ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিত্বতাস্তর্গ-
তত্বাচ্চ কৃৎস্নস্ত বস্তুজাতস্ত ; অত ঐশ্বর্যাপরপর্যায়-বিভূতিগুণবিশিষ্টং
নিরতিশয়স্বরূপং ব্রহ্মানুভবন্তদ্ব্যতিরিক্তস্ত বস্তুনোহভাবাদেব কিমপ্যহ্নৎ
ন পশ্চতি ; অনুভাব্যস্ত সর্বস্য স্বরূপত্বাদেব দুঃখং চ ন পশ্চতি ; তদেব
হি স্বখং, যদনুভূয়মানং পুরুষানুকূলং ভবতি ।

ননু চেদমেব জগদ্ ব্রহ্মণোহন্যতয়া অনুভূয়মানং দুঃখরূপং
পরিমিতস্বরূপং চ ভবৎ কথমিব ব্রহ্মবিভূতিত্বেন তদাত্মকতয়া অনুভূয়মানং
স্বরূপমেব ভবেৎ ?

উচ্যতে—কর্মবশানাং ক্ষেত্রজানাং ব্রহ্মণোহন্যত্বেনানুভূয়মানং কৃৎস্নং
জগৎ তত্তৎকস্মানুরূপং দুঃখং চ পরিমিতস্বখং চ ভবতি । অতো
ব্রহ্মণোহন্যতয়া (*) পরিমিতস্বখত্বেন দুঃখত্বেন চ জগদনুভবস্ত কস্মিনিমিত্ত-

[‘মুমুক্ পুরুষ’] যাহাতে অতকিছু দর্শন করে না, অত কিছু শ্রবণ করে না, অত কিছু জানে
না, তাহাই ‘ভূমা’ । অভিপ্রায় এই যে, অসীম নিরতিশয় স্বখস্বরূপ ব্রহ্ম অমুভূত হইলে পর
অনুভবকর্তা অপর কিছুই দর্শন করেন না ; কেন না, সমস্ত বস্তুবাশিই ব্রহ্ম ও তাহার বিভূতির
অন্তর্গত ; স্ততরাং তৎকালে ঐশ্বর্যসংজ্ঞক-বিভূতিবিশিষ্ট, নিরতিশয় স্বখস্বরূপ কেবল ব্রহ্মকে
অনুভব করিতে থাকেন, এবং তদতিরিক্ত কোন বস্তু থাকে না বলিয়াই অত কোনও বস্তু
দর্শন করে না । আর অনুভব-গোচর সমস্তই স্বখস্বরূপে প্রতিভাত হয় ; কাজেই তখন
দুঃখও দর্শন করেন না ; [কেন না,] তাহাই প্রকৃত স্বখ, যাহা অনুভব সমকালে অনুভবিত্ব-
পুরুষের অমুকূল বা প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয় ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই জগৎই যখন দুঃখময় ও পরিমিতস্বখাত্মক এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ
বলিয়া অমুভূত হইতেছে ; তখন এই জগৎই আবার স্বখময় এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া অমুভূত হইবে
কিরাপে ?

[উত্তর] কথিত হইতেছে—স্বকৃত কর্মাদীন ক্ষেত্রজ জীবগণের সম্বন্ধেই দৃশ্যমান সমস্ত
জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাহাদেরই নিজনিজ কর্মানুসারে দুঃখ ও
পরিমিত স্বখবিশিষ্ট বলিয়াও অমুভূত হইয়া থাকে । অতএব, এই জগৎ যে, ব্রহ্ম হইতে
পৃথক্ বলিয়া অমুভূত হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন যে, দুঃখময় ও পরিমিত স্বখবিশিষ্ট বলিয়াও
মনে হইয়া থাকে, জীবের কর্মই তাহার একমাত্র কারণ । জীব যখন কর্মরূপ অবস্থা-বিনিশ্চুস্ত

(*) ব্রহ্মণোহন্যত্বেনানুভূয়মানং ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ ।

ত্বাং কৰ্ম্মরূপাবিত্তাবিমুক্তস্ত তদেব জগদ্বিত্তভূতিগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্মানুভবাস্তগতং
সুখমেব ভবতি । যথা পিত্তোপক্ষতেন পায়মানঃ পয়ঃ পিত্ততার-
তাম্যোনাস্ত্বখং বিপরীতং চ ভবতি ; তদেব পয়ঃ পিত্তানুপহতস্ত সুখায়ৈব
ভবতি ; যথৈব রাজপুত্রস্ত পিতুল্লোলোপকরণমতথাহেনানুসন্ধীয়মানং প্রিয়ত-
মনুপগতং তথাহানুসন্ধানে প্রিয়তমং ভবতি ; তথা নিরতিশয়ানন্দস্বরূপস্ত
ব্রহ্মাণেহনবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়-কল্যাণগুণাকরস্ত লীলোপকরণং তদাত্মকং
চানুসন্ধীয়মানং জগৎ নিরতিশয়প্রীতয়ে ভবত্যেব । অতো জগদৈশ্বর্য-
বিশিষ্টমনবধিকাতিশয়স্বরূপং ব্রহ্ম অনুভবন্ ততোহন্যৎ কিমপি ন
পশ্যতি ; দুঃখং চ ন পশ্যতি । এতদেবোপপাদয়তি বাক্যশেষঃ “স বা
এব এবং পশ্যন্মেবং মন্বান এবং বিজানমাত্মরতিরাশ্রয়কীড় আশ্রমিথুন
আত্মানন্দঃ, স স্বরাট্ ভবতি, তস্ত সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি,
অথ যেহন্যথাতো বিদুরন্যরাজানঃ, তে ক্ষয়্যালোকা ভবন্তি ; তেষাং সর্বেষু
লোকেষু অকামচারো ভবতি” [ছান্দো ০ ৭।২৫।২] ইতি । স্বরাট্ -
অকৰ্ম্মবশ্যঃ । অন্তরাজানঃ—কৰ্ম্মবশ্যঃ । তথা—

হয়, তখন তাহার পক্ষে সেই জগৎই আবার বিভূতিবিশিষ্ট বা ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন ব্রহ্মবিষয়ক
অনুভবের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া কেবলই সুখরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে । যেমন, পিত্তবিকারগ্রস্ত
লোক যদি দুগ্ধ পান করে, [তাহা হইলে যেমন তাহারই] পিত্তের তারতম্যানুসারে পানকরা
দুগ্ধ অল্পপরিমাণে সুখের বা দুঃখের কারণীভূত হইয়া থাকে ; সেই দুগ্ধই আবার পিত্তরোগগ্রহিত
লোককর্তৃক পিত হইলে সুখাবত হইয়া থাকে ; বালক রাজপুত্রের নিকট যেমন পিতার বিলাস-
সামগ্রী সমূহ যথাবথরূপে পরিজ্ঞাত না থাকায় প্রীতিকর না হইলেও যথাযথরূপে পরিজ্ঞানেব
পর অতিশয় প্রীতিকর হইয়া থাকে ; তেমনি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ এবং নিরবধি ও নিরতিশয়
অসংখ্যকল্যাণকর গুণের আকরস্বরূপ ব্রহ্মের লীলোপকরণ ও তদাত্মক বলিয়া জ্ঞানোদয়ের
পর এই জগৎও নিশ্চয়ই নিরতিশয় প্রীতি-সাধন হইয়া থাকে । অতএব যে লোক জগৎ-
রূপ-বিভূতিবিশিষ্ট নিরবধি ও নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করেন, তিনি তাঁহা হইতে
পৃথক্ কিছুই দেখিতে পান না এবং দুঃখও অনুভব করেন না । ‘সে এই পুরুষে এইরূপ দর্শন
করতঃ (ব্রহ্মোপলব্ধি করত) এবং এইরূপ মনন করত, এইরূপ বিজ্ঞান লাভ করত আশ্রয়তি
(আত্মাতেই বাহার প্রীতি), আশ্রয়কীড়, আশ্রমিথুন (কিন্তু প্রী-পুরুষসাধ্য মিথুন নহে), আত্মানন্দ
এবং স্বরাট্ হন ; পক্ষান্তরে, তাহারাই ইহা হইতে পৃথক্ বস্তু দর্শন করে, এবং ‘অন্তের অধীন
বলিয়া মনে করে, তাহারাই ক্ষয়শীল লোকে গমন করে ; সমস্ত লোকেই তাহাদের কামনা
বাহিত হইয়া থাকে’ ; এই পরবর্তী বাক্যাংশও উক্ত অর্থেরই সমর্থন করিতেছে । [শ্রুতিব]
“স্বরাট্” অর্থ—অ-কৰ্ম্মবশ্য অর্থাৎ সে লোক পাপপুণ্যময় কৰ্ম্মের অধীন নহে । “অন্তরাজানঃ”

“ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্ ।

সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ ॥”

[ছান্দো ৭।২৬।২] ইতি চ ।

নিরতিশয়-সুখরূপত্বং চ ব্রহ্মণঃ “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” [ব্রহ্মসূ ১।১।১২] ইত্যত্র প্রপঞ্চিতম্ । অতঃ প্রাণশব্দনির্দিষ্টাৎ প্রত্যগাত্মনো-
হর্থান্তরভূতস্য সত্য-শব্দাভিধেয়স্য ব্রহ্মণো ভূমেত্যুপদেশাদ্ ভূমা পরং
ব্রহ্ম ॥১॥৩।৭॥

ধর্মোপপত্তেশ্চ ॥১॥৩।৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ধর্মোপপত্তেঃ ([ঐ প্রকরণোন্নিখিত] ধর্মসমূহেব উপপত্তি হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—‘ভূম’-শব্দাভিহিতে বস্তুনি প্রয়মাণানাং স্বাভাবিকামৃতত্ব-স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব-
সর্বাশ্রয়ত্বাদীনাং ধর্ম্যাণাং পরমাত্মনোব উপপত্তেবপি পরমাত্মনোব ‘ভূমা’, নতু জীব ইত্যর্থঃ ॥

স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম ভূমার সম্বন্ধে
শ্রুত হইতেছে, পরমাত্মাতেই সেই সমস্ত ধর্মের যথাযথভাবে সঙ্গতি হয় ; অতএব পরমাত্মাই
‘ভূমা’ শব্দের অর্থ, জীব নহে ॥ ১।৩।৮ ॥]

অস্ম ভূম্নো যে ধর্ম্মা আশ্রয়ন্তে, তেহপি পরস্মিন্নেবোপপদন্তে ।
“এতদমৃতম্” ইতি স্বাভাবিকমমৃতত্বম্, “স্বৈ মহিম্নি” ইত্যনন্তাধারত্বং, “স
এবাধস্তাৎ” ইত্যাদি “স এবদং সর্বম্” ইতি সর্বাশ্রয়ত্বম্, “আত্মতঃ

অর্থ—কর্ম-বশ্ত, অর্থাৎ তাহার কর্ম্মানুগায়ী ফল ভোগ করিতে বাধ্য । সেইরূপ [আরও
শ্রুতি আছে—] ‘যথোক্ত তত্ত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না, এবং রোগ কিংবা দুঃখও ভোগ
করেন না । যথোক্তদর্শী লোক নিশ্চয়ই সর্বদর্শী হন, এবং সর্বপ্রকার সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত
হন,’ ইতি । ব্রহ্ম যে স্বভাবতই নিরতিশয় সুখস্বরূপ, তাহা “আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ” এই
মূত্রে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অতএব, প্রাণশব্দোক্ত জীবাত্মা হইতে পৃথগ্ভূত ‘সত্য’-
শব্দাভিধেয় ব্রহ্মকেই ‘ভূমা’ শব্দে উপদেশ করা হইয়াছে ; সুতরাং পর ব্রহ্মই ‘ভূমা’ শব্দের
অর্থ, জীব নহে ॥ ১ ॥ ৩ । ৭ ॥

এই ভূমার সম্বন্ধে যে সমস্ত ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, তৎসমস্ত পরমাত্মাতেই উপপন্ন বা
সম্পন্ন হয় । [দ্বৈত—] ‘ইহাই অমৃত (নিত্যমুক্ত)’, এই যে স্বভাবসিদ্ধ অমৃতভাব ; ‘স্বীয়
মহিমায় [প্রতিষ্ঠিত]’, এই যে অনন্তাধারত্ব (অপরকে আশ্রয় না করিয়া থাক) ; ‘তিনিই
অধে’ এবং ‘তিনিই এতৎ সমস্ত’, ইত্যাদি যে সর্বাশ্রয়ত্ব ; আর ‘আত্মা হইতে প্রাণ [উৎপন্ন

প্রাণঃ” ইত্যাদি প্রাণপ্রভৃতিসর্বশোৎপাদকত্বম্, ইত্যাদয়ো হি ধর্ম্মাঃ পরমাত্মন এব। যত্ন “অহমেবাবস্তাৎ” ইত্যাদিনা সর্বাত্মকত্বমুপদিষ্টং, তদ্ ভূমিবিশিষ্টশ্চ ব্রহ্মণোহহংগ্রহেণোপাসনমুপদিশ্যতে “অথাতোহহঙ্কার-দেশঃ” ইত্যহংগ্রহোপদেশোপক্রমাৎ । অহমর্থস্য প্রত্যগাত্মনোহপি হি আত্মা পরমাত্মা, ইতি অন্তর্ধ্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু উক্তম্ । অতঃ প্রত্যগর্থস্য পরমাত্মপর্য্যবসানাদ্ অহংশব্দোহপি পরমাত্মপর্য্যবসায়ীতি প্রত্যগাত্ম-শরীরকত্বেন পরমাত্মানুসন্ধানার্থোহয়মহংগ্রহোপদেশঃ । পরমাত্মনঃ সর্ব-শরীরতয়া সর্বাত্মত্বাৎ প্রত্যগাত্মনোহপ্যাত্মা পরমাত্মা ; তদেব “অথাৎ আত্মাদেশঃ” ইত্যাদিনা “আত্মৈবেদং সর্বম্” ইত্যন্তেনোচ্যতে । এত-দেবোপপাদয়িতুং প্রত্যগাত্মনোহপ্যাত্মভূতাৎ পরমাত্মনঃ সর্বশোৎপত্তি-রূচ্যতে, “তস্য হ বা এতশ্চৈবং পশ্যত এবং মন্বানশ্চৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আকাশঃ” [ছান্দো ০ ৭২৬।১] ইত্যাদিনা । উপাসকস্তান্তর্ধ্যামিতয়া অবস্থিতাৎ পরমাত্মনঃ সর্বশোৎপত্তিরিত্যর্থঃ । অতঃ পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মশরীরকত্ব-জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার্থমহংগ্রহোপাসনং

হয়]’ ইত্যাদি যে প্রাণাদি-পদার্থোৎপাদকতা ; এ সমস্ত পরমাত্মারই ধর্ম্ম । তবে, ‘আমিই অধে’ ইত্যাদি বাক্যে যে, [অহঙ্কারবিশিষ্টের] সর্বাত্মকতা উপদিষ্ট হইয়াছে ; বুঝিতে হইবে, তাহা কেবল অহংকার-ধর্ম্ম সহকারে উপাসনার্থ বিপুলতাবিশিষ্ট পর ব্রহ্মেরই উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র । কেন না, ‘অতঃপর অহঙ্কারোপদেশ [আরম্ভ হইতেছে]’, এই শ্রুতিতে অহঙ্কারাভিমানেরই উপক্রম করা হইয়াছে । পরমাত্মাই যে, অহংপদার্থ-জীবেরও আত্মা, তাহা অন্তর্ধ্যামি-ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩য় অধ্যায় ৭ম ব্রাহ্মণে) কথিত আছে । অতএব, যেহেতু ‘প্রত্যক্’-পদার্থ (জীব) পরমাত্মারই পরিসমাপ্ত, অর্থাৎ পরমাত্মা ও প্রত্যক্-পদার্থ প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন ; সেই হেতু তদ্বোধক ‘অহং’শব্দও প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয় ; এই কারণে জীবাশ্বরূপি শরীরের স্বামিরূপে পরমাত্মার অনুসন্ধান বা প্রতীতির জন্তই উক্ত অহংজ্ঞানের উপদেশ হইয়াছে, (জীবের স্বতন্ত্র প্রতীতির জন্ত নহে) ; তাহার পর ‘অতঃপর [আত্মোপদেশ কথিত হইতেছে]’ এই হইতে ‘আত্মাই এই সমস্ত জগৎ’ এই পর্য্যন্ত বাক্যেও ঐ অর্থই অভিহিত হইতেছে । এইরূপ অর্থের উপপাদন করিবার অভিপ্রায়েই—‘এইরূপ দর্শণ ; শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানসম্পন্ন সেই আত্মা হইতে প্রাণ এবং সেই আত্মা হইতেই আকাশ [উৎপন্ন হয়]’ ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যগাত্মারও আত্মস্বরূপ পরমাত্মা হইতে প্রাণাদি সর্বপদার্থের উৎপত্তি কথিত হইতেছে । [ঐ শ্রুতির] অভিপ্রায় এই যে, উপাসকের অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত পরমাত্মা হইতে সর্ব পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে । অতএব, প্রত্যক্পদার্থ জীবাশ্বা যে,

কর্তব্যম্। তস্মাদ্ ভূমবিশিষ্টঃ পরমাত্মোতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥
[দ্বিতীয়ং ভূমাধিকরণম্ ।]

অক্ষরাধিকরণম্ ।

অক্ষরমম্বরাস্তদ্ব্যভূতঃ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অক্ষরং (‘অক্ষর’ পদের অর্থ—) [পরমাত্মা], অম্বরাস্তদ্ব্যভূতঃ (যেহেতু
আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব পদার্থে র ধারণ [উক্ত আছে] ।]

[সরলার্থঃ—“এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু” ইত্যাদিনা
অভিহিতং অক্ষরং কিং প্রধানম্ ? উত জীবঃ ? অথবা পরমাত্মা ? ত্রিষপি লিঙ্গদর্শনাৎ এবং
ভবতি সংশয়ঃ । তত্র প্রধানং জীবো বা ভবেদিতি । এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে উত্তরমুচ্যতে—

এতৎ অক্ষরং—অক্ষরশব্দনির্দিষ্টং বস্তু পরমাত্মৈব, নতু জীবঃ, প্রধানং বা; কৃতঃ ?
অম্বরাস্তদ্ব্যভূতঃ—অম্বরং আকাশঃ, তস্মৈ কাবণং অব্যাকৃতং প্রধানং, তস্মৈ ধ্বতেঃ ধারণাৎ,
প্রধানত্বাপি কারণভূতত্বাদিত্যর্থঃ, অক্ষরং পবমাত্মৈব ইতিশেষঃ ।

‘হে গার্গি ! ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।’ এই
ঐতি-কথিত ‘অক্ষর’ অর্থ কি প্রকৃতি ? কিংবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? এই সংশয়ের উত্তরে
বলিতেছেন যে, না—‘অক্ষর’ অর্থ পরমাত্মা ; কারণ, যে হেতু এই অক্ষর আকাশেরও কারণী-
ভূত প্রকৃতির বিধারক । অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত
পদার্থের বিধারক হইতে পারে না, অতএব পরমাত্মাই এই ‘অক্ষর’পদের অর্থ ॥ ১ । ৩ । ৯ ॥]

বাজসনেয়িনো গার্গিপ্ৰশ্নে সমামনন্তি “স হোবাচ—এতদ্বৈ তদক্ষরং
গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলমণুহুস্বমদীর্ঘমলোহিতমগ্নেহমচ্ছায়ম্”
[বৃহদা० ৫।৮।৮] ইত্যাদি । তত্র সংশয়ঃ—কিমেতদক্ষরং প্রধানম্ ?

পরমাত্মারই শরীরস্থানীয়, এই জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনার্থই অহংজ্ঞানপূর্বক উপাসনা করা আবশ্যক ।
অতএব ‘ভূম’ বিশিষ্ট পদার্থে পরমাত্মা, (তদতিরিক্ত নহে) ; ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

বাজসনেয়িগণ (*) গার্গীর প্রশ্ন প্রসঙ্গে পাঠকরিয়া থাকেন যে, ‘তিনি বলিয়াছিলেন—হে
গার্গি, ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু (স্থূল নহে), অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অগ্নে ও
ছায়ারহিত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি । তাহাতে সংশয় এই যে,—এই ‘অক্ষর’

(*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘অক্ষরাধিকরণ’টি নবম হইতে একাদশ পধ্যস্ত তিন সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । তাহার
অংশব পাঁচটি এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“স হোবাচ এতদক্ষরং গার্গি” ইত্যাদি । (২) সংশয়—অক্ষর অর্থ কি
প্রকৃতি ? না জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রকৃতি কিংবা জীবই ‘অক্ষর’, পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—
না—প্রকৃতি কিংবা জীব ‘অক্ষর’ নহে ; কারণ, এই অক্ষরই আকাশেরও কারণীভূত ‘অব্যাকৃত’-পদব্যাচ্য
প্রকৃতিরও বিধারক ; প্রকৃতিকে পধ্যস্ত ধারণ করা পরমাত্মা ভিন্ন অন্যের কাৰ্য্য হইতে পারে না ।

এখানে ‘বাজসনেয়ী’ পদে প্রধানতঃ যজুর্বেদীয় ‘কাণ্’ ও ‘মাদ্যাদিন’ শাখাবলিবিধিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

জীবো বা? উত পরমাত্মা? ইতি । কিং যুক্তম্? প্রধানমিতি । কূতঃ? “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” [মুণ্ড০ ২।১।২] ইত্যাদিষু অক্ষরশব্দস্য প্রধানেন প্রয়োগদর্শনাৎ, অস্থূলত্বাদীনাং চ তত্র সম্বন্ধাৎ । “যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” [মুণ্ড০ ১।১।৫] ইত্যাদিষু পরশ্চিন্নপ্যক্ষরশব্দো দৃশ্যত ইতি চেৎ; ন, প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ-শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়োঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধস্য প্রথমপ্রতীতেঃ; প্রতীত-পরিগ্রহে বিরোধাভাবাৎ ।

কিং চ, (*) “যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো যদব্বাক্ পৃথিব্যাঃ” ইত্যারভ্য সর্বস্য কালত্রিতয়বর্তিনঃ কারণভূতাকাশাধারত্বে প্রতিপাদিতে “কস্মিন্ নু খল্বাকাশে ওতশ্চ প্রোতশ্চ” ইত্যাকাশস্ত্যাপি কারণং তদাধারভূতং কিম্? ইতি পৃষ্ঠে প্রত্যাচ্যমানমক্ষরং সর্ববিকারকারণতয়া তদাধারভূতং প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধং (†) প্রধানমিতি প্রতীয়তে, অতোহক্ষরং প্রধানম্ । ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অক্ষরমম্বরান্তধ্বতেঃ”—অক্ষরং পরং ব্রহ্ম ; কূতঃ? অম্বরান্তধ্বতেঃ ;

শব্দার্থ কি প্রকৃতি? কিংবা জীব? অথবা পরমাত্মা? কোন অর্থটি যুক্তিযুক্ত? প্রকৃতি অর্থ। কারণ? যেহেতু “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” (অক্ষর-প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—পুরুষ অপেক্ষাও উত্তম), এই স্থলে প্রকৃতিতে ‘অক্ষর’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; আর অস্থূলত্বাদি ধর্ম্যেও তাহাতেই সম্ভব হয়। যদি বল, [কেন?] ‘যাহা (যে বিত্তা) দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) অধিগত বা জ্ঞাত হন’ ইত্যাদি স্থলেও অক্ষর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে? না—এ কথা বলিতে পার না; কারণ, প্রমাণান্তরলব্ধ অর্থ আর যে শ্রুতি-প্রসিদ্ধ অর্থ, এতদুভয়েব মধ্যে প্রমাণান্তর-লব্ধ অর্থই প্রথমে প্রতীতির বিষয় হয়; অথচ প্রথম-প্রতীত অর্থের গ্রহণে কোনরূপ বিরোধেরও সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ, ‘হে গার্গি! যাহা ছালোকের উর্দ্ধে এবং যাহা পৃথিবীরও নীচে [আছে]’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া কালত্রয়বর্তী সমস্ত পদার্থের আধার বা আশ্রয়রূপে আকাশ-প্রতিপাদনের পর আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোতভাবে রহিয়াছে? এইরূপে আকাশেরও কারণ এবং আশ্রয় কি? ইহা জিজ্ঞাসার পর যখন তাহারই প্রত্যুত্তরভাবে সর্বপ্রকার বিকারের কারণত্বনিরুদ্ধন আকাশাধার বলিয়া অক্ষরের নির্দেশ হইয়াছে, তখন তাহাত “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” এই প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ ‘প্রকৃতি’ বলিয়াই বোধ হইতেছে; অতএব প্রকৃতিই ‘অক্ষর’-পদবাচ্য। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় কৃথিত হইতেছে—
অক্ষরম্ অম্বরান্তধ্বতেঃ ।”

[এখানে] ‘অক্ষর’ অর্থ নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম; কারণ? অম্বরান্তধ্বতিই কারণ। ‘অম্বর’

(*) কিং ইতি ‘য’ পুস্তকে নাস্তি ।

(†) প্রমাণান্তরভূতং প্রসিদ্ধম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

অম্বরশ্চ — আকাশশ্চ, অন্তঃ—পারভূতম্ অব্যাকৃতম্—অম্বরাস্তঃ, তস্মাৎ ধৃতঃ তদাধারতয়া অস্ত্রাক্ষরশ্চোপদেশাদিতি যাবৎ । অয়মর্থঃ—“কস্মিন্মু খল্বা-কাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” ইত্যত্রোকাশ-শব্দনির্দিষ্টং ন বায়ুমদাম্বরম্, অপি তু তৎপারভূতমব্যাকৃতম্; অতস্তস্ত্যাব্যাকৃতস্ত্যপি আধারত্বেনোচ্যমানমক্ষরং ন অব্যাকৃতং ভবিতুমর্হতীতি ।

ননু আকাশ-শব্দনির্দিষ্টো ন বায়ুমান্, ইতি কথমবগম্যতে? উচ্যতে—“যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো বদর্বাৎ পৃথিব্যাঃ, যদন্তরাঢ়া বাপৃথিবী ইমে, যদ্ ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্যচক্ষতে, আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চ” [বৃহদা০ ৫।৮।৭] ইত্যুক্তে ত্রৈকাল্যবর্তিনো বিকারজাতস্তাধারতয়া নির্দিষ্ট আকাশো ন বায়ুমদাকাশো ভবিতুমর্হতি ; তস্ত্যপি বিকারান্তর্গতত্বাৎ । অতোহত্রো-কাশ-শব্দনির্দিষ্টং ভূতসূক্ষ্মমিতি প্রতীয়তে । ততস্ত্যপি ভূতসূক্ষ্মস্তাধার-ভূতং কিম্, ইতি পৃচ্ছ্যতে “কস্মিন্মু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” ইতি । অতস্তদাধারতয়া নির্দিষ্টমানমক্ষরং ন প্রধানং ভবিতুমর্হতি ।

সিদ্ধান্ত ।

অর্থ—আকাশ; ‘অন্ত’ অর্থ—পার বা চরনসীমা; ‘রুতরাং অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত প্রকৃতিই ‘অম্বরাস্তঃ’; তাহার ধাবণহেতু, অর্থাৎ স্রুতিতে সেই আকাশেরও আশ্রয়রূপে অম্বরের উপদেশ হেতু (উল্লেখ থাকার) । অভিপ্রায় এই যে, ‘আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত আছে’, এই ‘আকাশ’ অর্থ—প্রসিদ্ধ বায়ুযুক্ত আকাশ নহে; পরন্তু আকাশেরও পার বা শেষ সীমা—অনভিব্যক্ত প্রকৃতি; অতএব, সেই অব্যাকৃত প্রকৃতিরও আশ্রয়রূপে অভিহিত ‘অক্ষর’ কখনই ‘অব্যাকৃত’ (প্রকৃতি) হইতে পারে না ।

ভাল, আকাশ-শব্দোল্লেখিত পদার্থটা যে বায়ুমণ্ডলাশ্রয় আকাশ নহে, তাহা কিসে জানা যাইতেছে? বলা হইতেছে—‘হে গার্গি! যাহা ছালোকের উপরে এবং পৃথিবীর নিম্নে, এবং ছালোক ও পৃথিবী যাহার অভ্যন্তরে; [পাণ্ডুতগণ] যাহাকে ‘ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা আকাশেই ওত-প্রোত’, এই স্থলে কালত্রয়বর্তী জন্তু-পদার্থমাত্রেরই আশ্রয়রূপে অভিহিত ‘আকাশ’ কখনই বায়ুর্বাশিষ্ট আকাশ হইতে পারে না; কেননা, সেই আকাশও উক্ত বিকাররাশিরই (জন্তু শ্রেণীরই) অন্তর্গত, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে) । অতএব, এখানে ‘আকাশ’ শব্দে যে, ভূতসূক্ষ্মই অভিহিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে । অতএব [বৃথিত হইবে,] ‘হে গার্গি, এই আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত [রহিয়াছে]?’ এইস্থলে, সেই ভূতসূক্ষ্মেরই আশ্রয়রূপ কোনও বস্তুবশেষই জিজ্ঞাসিত হইতেছে । অতএব সেই অব্যাকৃতেরও আধার বা আশ্রয়রূপে নির্দিষ্ট এই ‘অক্ষর’ কখনই প্রকৃতি হইতে পারে না ।

যত্নু, ঋতিপ্রসিদ্ধাৎ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধম্ প্রথমং প্রতীয়ত ইতি, তন্ম, অক্ষর-শব্দস্তাবয়বশক্ত্যা স্বার্থপ্রতিপাদনে প্রমাণান্তরানপেক্ষাৎ; সম্বন্ধ-গ্রহণদশায়াম্ অর্থস্বরূপং যেন প্রমাণেনাবগম্যতে, ন তৎ প্রতিপাদনদশায়ামপেক্ষণীয়ম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২ ॥

এবং তর্হি অক্ষর-শব্দনির্দিষ্টো জীবোহস্ত, তস্য ভূতসূক্ষ্মপর্যাস্তস্য কুৎসস্তাচিদ্বস্তন আধারত্বোপপত্তেঃ; অস্থূলত্বাচ্চ্যমানবিশেষণোপপত্তেঃ; “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে” [স্তবালং ২], “যস্যাব্যক্তং শরীরং... যস্যাক্ষরং শরীরং” [স্তবালং ৭], “ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে” [গীতাং ১৫।১৬] ইত্যাদিষু প্রত্যগাত্মত্বপ্যক্ষরশব্দপ্রয়োগদর্শনাদিতি। অত্রোত্তরম্—

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সা (তাহা—ধারণ করা) চ (ও) প্রশাসনাৎ (শাসন—নিয়মিত করণ হেতুতে) ।]

[সরলার্থঃ—সচ অধরাস্তধ্বতিঃ “এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ” ইত্যুক্তাৎ প্রশাসনাৎ অবগম্যতে। প্রশাসনং চ—প্রকৃষ্টং শাসনং—অপ্রতিহতাজ্ঞতা। ন চ পরিমিতশক্তেঃ জীবস্ত অপ্রতিহতাজ্ঞতারূপা ধ্বতিঃ সম্ভবতি; পরমাত্মনি তু সম্ভবতি; অতঃ পরমাত্মৈব অক্ষরং, নতু জীব ইত্যশয়ঃ ॥

সেই যে অধরাস্ত ধারণ, তাহাও ‘হে গার্গি, সূর্য ও চন্দ্র, উভয়েই এই ‘অক্ষর’ ব্রহ্মেব

আর যে, ঋতিপ্রসিদ্ধ অর্থ অপেক্ষা প্রমাণান্তরলক্ষ অর্থই প্রথমে প্রতীতিগোচর হয় বলা হইয়াছে, তাহাও সত্য নহে; কারণ, ‘অক্ষর’ শব্দেব যে অবয়বশক্তি বা প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগের বলে স্বার্থপ্রতিপাদন, তাহাতে প্রমাণান্তরের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই; আর শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-গ্রহণ কালে, যে প্রমাণের দ্বারা অর্থ বিশেষ প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থ-প্রতিপাদন কালে সেই প্রমাণের কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। [সুতরাং অক্ষর-শব্দেব যোগার্থলক্ষ অর্থ গ্রহণে ঋতিসিদ্ধ অর্থবিশেষও বাধক হইতে পারে না] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২ ॥

প্রকৃতির অক্ষরত্ব যদি অসম্ভবই হয়,] তাহা হইলে জীবই অক্ষর হউক, কারণ, সূক্ষ্মভূত পর্যাস্ত সমস্ত অচেতন পদার্থের আধারত্ব জীবের উপপন্ন হইতে পারে, এবং অত্রোক্ত অস্থূলত্বাদি বিশেষণও জীবের সম্ভব হইতে পারে। বিশেষতঃ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি বা ভূতসূক্ষ্ম) অক্ষরে লীন হয়,’ ‘অব্যক্ত যাহার শরীর,’ ‘অক্ষর যাহার শরীর,’ ‘ক্ষর’ শব্দে সমস্ত ভূত, আর ‘অক্ষর’ শব্দে কূটস্থ অভিহিত হন,’ ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যক্-আত্মা জীবের ‘অক্ষর’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; এই আপত্তির উত্তর—“সা চ প্রশাসনাৎ।”

স। চান্দ্ররাস্ত্রধৃতিরস্ত্রাকরস্ত্র প্রশাসনাদেব ভবতীত্ব্যপদিশ্যতে, “এতস্ত্র বা অক্ষরস্ত্র প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্ত্র বা অক্ষরস্ত্র প্রশাসনে গার্গি দ্বাব্যা-পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, এতস্ত্র বা অক্ষরস্ত্র প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি” [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদিনা। প্রশাসনং—প্রকৃষ্টং শাসনম্ ; ন চেদৃশং শাসনং (৯) স্বশাসনাধীনসর্ববস্ত্র-বিধরণং বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থাপি প্রত্যগাত্মনঃ সম্ভবতি। অতঃ পুরুষোত্তম এব প্রশাসিত্ব অক্ষরম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

অন্যভাবে-ব্যাবৃত্তেঃ ॥১॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যভাবে-ব্যাবৃত্তেঃ (অন্য ভাবের অর্থাৎ পরমায়া হইতে ভেদের ব্যাবৃত্তি বা নিবেদন হেতু) চ (৩)।]

শাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছেন’, এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত ‘শাসন’ হইতে অবগত হওয়া যায়। জীবের শক্তি যখন পরিমিত, তখন তাহার পক্ষে কখনই একপ ধারণ-কার্য সম্ভবপর হইতে পারে না ; অতএব পরমাত্মাই ‘অক্ষর’, জীব নহে ॥ ১।৩।১০ ॥]

[সরলার্থঃ—অন্য চ অক্ষরস্ত্র পরমপুরুষাৎ পরমায়ানো যঃ অন্যভাবেঃ অন্তঃ—ভেদঃ, তস্ত্র ব্যাবৃত্তেঃ নিবেদাদপি পরমাত্মৈব তদক্ষরং, নান্তঃ।

শ্রুতিতে পরমপুরুষ পরমায়া হইতে এই অক্ষরের ভেদও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে ; এই কারণেও পরমাত্মাই ‘অক্ষর’ শব্দের অর্থ ; জীব নহে ॥ ১।৩।১১ ॥]

‘হে গার্গি, এই অক্ষরের তীব্র শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছে ; হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই দ্ব্যলোক ও ভূলোক বিশেষরূপে ধৃত রহিয়াছে, হে গার্গি ; এই অক্ষরের শাসনেই নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস ঋতু, সংবৎসব, ইহারা বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, উক্ত অক্ষরাস্ত্র-ধারণ কাণ্ডটি এই অক্ষরের শাসনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রশাসন অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে শাসন করা (নিয়মিত করিয়া রাখা)। বদ্ধ কিংবা মুক্ত কোন জীবের পক্ষেই ঐদৃশ স্বীয় শাসনাধীনভাবে সমস্ত বস্তুকে ধারণ করা সম্ভবপর হয় না ; অতএব পুরুষোত্তমই (পরমাত্মাই) উক্ত অক্ষর-পদবাচ্য প্রশাসিতা (জীব নহে) ॥ ১।৩।১০ ॥

(*) শাসনং ইত্যধিকঃ পাঠঃ ‘ব’ পুস্তকে নাস্তি।

অগ্ন্যভাবঃ—অগ্ন্যত্বং, প্রধানাদিভাবঃ । অস্মাক্ষরস্য পরমপুরুষাদগ্ন্যত্বং
বাক্যশেষে ব্যাবর্ত্যতে, “তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ
অমৃতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, নান্যদতোহস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোহস্তি
শ্রোতৃ নান্যদতোহস্তি মন্তৃ নান্যদতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ, এতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে
গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” [বৃহদা০ ৫।৮।১১] ইতি । অত্র দ্রষ্টৃত্ব-
শ্রোতৃত্বাদ্যুপদেশাদস্মাক্ষরস্ত্যাচেনতভূতপ্রধানভাবো ব্যাবর্ত্যতে ; সর্বৈর-
দৃষ্টশ্চৈব সতঃ সর্বস্য দ্রষ্টৃত্বাদ্যুপদেশাচ্চ প্রত্যগাত্মভাবো ব্যাবর্ত্যতে ।
অত ইয়মগ্ন্যভাব-ব্যাবর্ত্তিরস্মাক্ষরস্য পরমপুরুষতাং দৃঢ়য়তি ।

এবং বা অগ্ন্যভাবব্যাবর্ত্তিঃ—অগ্ন্যস্ত সদ্ভাবব্যাবর্ত্তিঃ—অগ্ন্যভাবব্যাবর্ত্তিঃ ;
যথৈতদক্ষরমগ্নৈরদৃষ্টং সৎ অন্তেষাং দ্রষ্টৃ চ সৎ স্বব্যতিরিক্তস্য সমস্ত-
স্বাধারভূতম্, এবমনেনাদৃষ্টমেতস্য দ্রষ্টৃ চ সদ্ এতস্বাধারভূতমগ্ন্যং নাস্তি,
ইতি বদন্ “নান্যদতোহস্তি দ্রষ্টৃ” ইত্যাদিবাক্যশেষোহগ্ন্যস্ত সদ্ভাবং
ব্যাবর্ত্তয়ন্ অস্মাক্ষরস্য প্রধানভাবং প্রত্যগাত্মভাবং চ প্রতিষেধতি ।

কিঞ্চ, “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি,

অগ্ন্যভাব অর্থ—অগ্ন্যত্ব (পার্থক্য) অর্থাৎ প্রধানাদিরূপত্ব । ‘হে গার্গি, সেই এই ‘অক্ষর’
দৃষ্ট নহে—দ্রষ্টা, শ্রবণের বিষয় নহে—শ্রোতা, মননের অবিষয়—মননকর্ত্তা, অবিজ্ঞাত অথচ
বিজ্ঞাতা ; ইহা হইতে অপর শ্রোতা নাই, ইহা হইতে অপর মননকর্ত্তা নাই, এবং ইহা হইতে
অগ্ন্য কোন বিজ্ঞাতাও নাই । হে গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওত-প্রোত [বহিয়াছে] ।
এই পরবর্ত্তী বাক্যে পরমপুরুষ হইতে এই অক্ষরের ভেদ বা পার্থক্য প্রতিবিদ্ধ হইতেছে ।
এখানে দ্রষ্টৃত্ব-শ্রোতৃত্বাদি ধর্মের উপদেশ থাকায় ‘অক্ষর’-পদার্থের অচেতনত্ব (জড়ত্ব) ব্যাবৃত্ত
হইতেছে ; অপর সকলের অদৃষ্ট অক্ষরেব দ্রষ্টৃত্বোপদেশ থাকায় অক্ষরের জীবতাবও (জীবত্বও)
নিবারিত হইতেছে । অতএব, এই অগ্ন্যভাবব্যাবর্ত্তিই অক্ষরের ‘পরমপুরুষত্ব সূচক করিতেছে ।

অথবা, ‘অগ্ন্যভাবব্যাবর্ত্তি’ কথাব অর্থ এইরূপ—অগ্ন্যভাবব্যাবর্ত্তির অর্থ—অগ্ন্য পদার্থের
সদ্ভাবনিবৃত্তি । ‘ইহা হইতে অগ্ন্য কোনও দ্রষ্টা নাই’ ইত্যাদি বাক্যশেষ যেমন অপরকর্ত্তক অদৃষ্ট
অথচ সমস্ত বস্তুর দ্রষ্টা এই অক্ষরকে তদতিরিক্ত সমস্ত পদার্থের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন
করিতেছে, তেমনি ইহাকর্ত্তক অদৃষ্ট অথচ ইহার দ্রষ্টা ও আশ্রয়ভূত পদার্থের অসদ্ভাবও
প্রতিপাদন করিতেছে ; সুতরাং অগ্ন্য পদার্থের সদ্ভাব প্রতিষেধ দ্বারা ই উল্লিখিত বাক্যাংশটি
অক্ষরের প্রাধান্য ও জীবত্ব ধর্মের প্রতিষেধ, এই উভয়ই প্রতিপাদন করিতেছে ।

আরও এক কথা, ‘হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই মানবগণ দাতার প্রশংসা করিয়া থাকে,

যজ্ঞমানং দেবাঃ, দর্বাণাং পিতরোহ্মায়তাঃ” [বৃহদা° ৫।৮।১] ইতি শ্রোতং স্মার্ত্তঞ্চ যাগ-দান-হোমাদিকং সর্বং কৰ্ম যন্তাজ্জয়া প্রবর্ত্ততে, তদক্ষরং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তম এবেতি বিজ্ঞায়তে।

অপি চ, “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাশ্মিন্ লোকে জুহোতি, যজতে, তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণি, অন্তবদেবাস্তু তদ্ ভবতি। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বা অস্মাল্লোকাং প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ” [বৃহদা° ৫।৮।১০] ইতি যদজ্ঞানাং সংসারপ্রাপ্তিঃ, যজ্ঞজ্ঞানাচ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, তদক্ষরং পরং ব্রহ্মেবেতি সিদ্ধম্ ॥১৥৩৥১১॥ [তৃতীয়ম্ অক্ষরাধিকরণং সমাপ্তম্।]

ঈক্ষতিকর্মাধিকরণম্] ঈক্ষতিকর্ম ব্যাপদেশাৎ সং ॥১৥৩৥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—ঈক্ষতিকর্ম (ঈক্ষণেব—দর্শনের কর্ম—বিষয়), ব্যাপদেশাৎ (উল্লেখহেতু), সং (পরমাত্মা)।]

[সরলার্থঃ - “যঃ পূনরেতং ত্রিমাাত্রণ ‘ওম্’ ইত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধায়ীত”, ইত্যারভ্য “স এতস্মাৎ জীবন্মতং পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে” ইত্যত্র ধ্যায়তেঃ ঈক্ষতেশ্চ (দর্শনশ্চ চ) কর্ম—ঈক্ষণবিষয়ঃ সং পরমাত্মা এব ইত্যর্থঃ। কুতঃ? উত্তরত্র—“তন্ ওঙ্কারেণৈবায়-তনেন অয়েতি বিদ্বান্, যন্তং শাস্ত্রমজরমমৃতমভয়ং পরং চ” ইতি পরমপুরুষস্ত অসাধারণধর্ম্যাণাং ব্যাপদেশাৎ, “যং তং কবয়ো বেদয়ন্তে” ইতি তদীয়স্থানস্ত হরিভিদ্ গৃহ্যেন ব্যাপদেশাচ্চ ইত্যর্থঃ।

‘যিনি [অ, উ, ম এই] ত্রিমাাত্রায়ক ওঙ্কার অক্ষরস্বরূপে ইহার ধ্যান করেন,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া, ‘তিনি এই শ্রেষ্ঠ জীবন্মত অবপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর হৃদয়স্থ পুরুষকে দর্শন করেন,’ এই স্থলে ধ্যানকার্য্য ঈক্ষণের কর্ম বা বিষয়ীভূত পদার্থটা নিশ্চয়ই সেই পরমাত্মা; কারণ, তাহার পরেই, ‘বিদ্বান্ পুরুষ ওঙ্কার অবলম্বনেই সেই শাস্ত্র, অজর, অমর, অভয় পরম পুরুষকে গাভ করেন’ এইরূপে পরমপুরুষের ধর্ম্মসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং ‘কবিগণ সেই যে স্থান অনুভব করিয়া থাকেন’ এই স্থলে পরমপুরুষের স্থানকে জ্ঞানিদৃশ্য বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে। অতএব, পরমপুরুষই ঈক্ষতির কর্ম, অপর কেহ নহে ॥ ১।৩।১২ ॥]

দেবগণ যজ্ঞমানের (যজ্ঞকারীর) এবং পিতৃগণ দর্বার (চরুপাকের হাতার) প্রশংসা করিয়া থাকেন।’ এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যাগ-দান-হোমাদি কর্ম্মসমূহ যাহার আজ্ঞায় প্রবৃত্ত (আরম্ভ) হইয়া থাকে, সেই ‘অক্ষর’ নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ পুরুষোত্তম, (অপর নহে)।

অপিচ, ‘হে গার্গ্য, যে লোক ইহলোকে এই অক্ষরকে না জানিয়া হোম করে, যজ্ঞ করে, কিংবা বহুসহস্র বৎসরও তপস্তা করে, তাহার সে সমস্তই বিনাশীল হইয়া থাকে। হে গার্গ্য,

অথর্ববিগ্গিকাঃ সত্যকামপ্রশ্নেহধীয়তে—“যঃ পুনরেতং ত্রিমা ত্রেণ
‘ওম্’ ইত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্যো সম্পন্নঃ ।
যথা পাদোদরস্তৃচা বিনিমূচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপানু বিনিমূক্তঃ, স
সামভিরুমীযতে ব্রহ্মলোকম্, স এতস্মাজ্জীবঘনাং পরাং পরং পুরিশয়ং
পুরুষমীক্ষতে” [প্রশ্নঃ ৫।৫] ইতি । অত্র ‘ধ্যায়তীক্ষতি’-শব্দাবেকবিষয়ো,
ধ্যানফলত্বাদীক্ষণশ্চ ; “যথাক্রতুরাস্মান্ লোকে পুরুষঃ” ইতি ন্যায়েন ধ্যান-
বিষয়শ্চৈব প্রাপ্যত্বাৎ “পরং পুরুষম্” ইত্যুভয়ত্র কৰ্মভূতশ্রুত্যাং
প্রত্যভিজ্ঞানাম্ ।

যে লোক এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রশ্নান করে, সে লোক রূপণ (দয়ার পাত্র),
আর যে লোক এই অক্ষরকে জানিয়া এই লোক হইতে প্রশ্নান করে (দেহ ত্যাগ কবে), সেই
লোকই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ । এই [শ্রুতি অনুসারে জানা যায়,] যাহাব (অক্ষরবেব)
জ্ঞানভাবে সংসার-প্রাপ্তি, আর যাহার জ্ঞানে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয়, সেই ‘অক্ষর’ পদার্থ
নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম ॥ ১। ৩। ১১ ॥ [তৃতীয় অক্ষরাধিকরণ সমাপ্ত ।]

(*) অথর্ববেদীয়গণ ‘সত্যকামের (সত্যকাম একজন মুনিবৃন্দার নাম,) প্রশ্নপ্রসঙ্গে পাঠ
করিয়া থাকেন যে, ‘যিনি [অ, উ, ম, এই] ত্রিমাত্রায়ক ‘ওম্’ এই অক্ষররূপে পবনপুরুষকে
ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে সম্পন্ন হন, অর্থাৎ তত্ত্বাব লাভ করেন । সর্প যেরূপ যক্-
বিনিমূক্ত হয় (খোলস ত্যাগ করে), তদ্রূপ তিনিও পাপবিনিমূক্ত হন ; তিনি সামগণকর্ষক
ব্রহ্মলোকে নীত হন ; যিনি [অত্মাপেক্ষায়] উৎকৃষ্ট এই দ্বীপভাবে হইতেও শ্রেষ্ঠতর ভদ্রত্ব
পুরুষকে দর্শন করেন । এখানে ধ্যান ও দর্শন, উভয়েরই বিষয় (কৰ্ম্ম) এক ; কেননা,
দর্শন বা সাক্ষাৎকার কার্য্যটি ধ্যানেরই ফল ; কারণ, ‘পুরুষ ইহলোকে যেরূপ চিন্তাপরায়ণ হয়,
[এখান হইতে প্রশ্নানের পরও সেইরূপই হইয়া থাকে]’ এই নিয়মানুসারে ধ্যানের বিষয়টি
[উপাসকের] প্রাপ্য হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ [ধ্যান ও দর্শন, এই] উভয় স্থলেই কৰ্ম্মরূপে
‘পরপুরুষের’ প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে ।

(১) তাৎপর্য্য—‘ঈক্ষতীক্ষম্’ নামক এই অর্থকরণের পাঁচটি ব্যবহৃত এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“যঃ পুনরেতং
ত্রিমা ত্রেণ” ইত্যাদি । (২) সংশয়—৬ত্রেণ ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থ কি চতুর্থ ব্রহ্মার লোক ? এবং চতুর্থ
ব্রহ্মাই কি সেখানে উভয় ‘পুরুষ’ ? অথবা পরব্রহ্ম ? (৩) পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মলোক অর্থ—কার্য্যব্রহ্ম চতুর্থের লোক,
এবং সেই স্থানে ঈক্ষণীয় বা উভয় পুরুষও সেই চতুর্থ ব্রহ্মা, পর ব্রহ্ম নহে । (৪) উত্তর—না—সেখানে
পরব্রহ্মই ‘পর পুরুষ’ শব্দের অর্থ ; কার্য্যব্রহ্ম নহে ; সুতরাং ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থও চতুর্থের স্থান নহে ;
পরন্তু “তদ্বিকোঃ পরমঃ পদঃ” ইত্যাদি শ্রুত্যানুসারে । (৫) নির্ণয় ও আরোহণ—অতএব ওহাৰ অবলম্বনে
ধ্যানধারণ পরব্রহ্ম দর্শন করা এবং তাহার কলে মুক্তি লাভ করা ।

তত্র সংশয্যতে—কিমিহ “পরং পুরুষম্” ইতি নির্দিষ্টো জীবসমষ্টি-
রূপোহাধিপতিশ্চতুর্মুখঃ ? উত সর্বৈশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ ? ইতি । কিং
যুক্তম্ ? সমষ্টিক্ষেত্রজ ইতি । কুতঃ ? “স যো হ বৈ তদ্ ভগবন্
মনুষ্যেষু প্রায়শাস্ত্রমোক্ষারমভিধায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি”
[প্রশ্নঃ ৫।১] ইতি প্রকৃত্যেকমাত্রং প্রণবমুপাসীনশ্চ মনুষ্যালোক-প্রাপ্তি-
মভিধায়, দ্বিমাাত্রমুপাসীনশ্চান্তরিকলোক প্রাপ্তিমভিধায়, ত্রিমাাত্রমুপাসীনশ্চ
প্রাপ্যতয়া অভিধীয়মানো ব্রহ্মলোকোহন্তরিকাং পরো জীবসমষ্টিরূপশ্চ
চতুর্মুখশ্চ লোক ইতি বিজ্ঞায়তে (*) ; তদগতেন চেক্যমানান্তল্লোকাধি-
পতিশ্চতুর্মুখ এব । “এতস্মাজ্জীবনাং পরাং পরম্” ইতি চ দেহেন্দ্রিয়া-
দিভ্যঃ পরাং দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ নহ ঘনোভূতাজ্জীব-ব্যাপ্তিপুরুষাং ব্রহ্মলোক-
বাসিনঃ সমষ্টিপুরুষশ্চ তুর্মুখশ্চ পরত্বেনোপপত্ততে । অতোহত্র নির্দিষ্টমানঃ
পরঃ পুরুষঃ সমষ্টিপুরুষশ্চতুর্মুখ এব । এবং চতুর্মুখত্বেন নিশ্চিতং অজর-
ত্বাদয়ো যথাকথং নৈতব্যাঃ । ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহে—“ঐক্যিকর্ম
ব্যপদেশাং সং ॥”

এখানে সংশয় হইতেছে যে, এখানে ‘পর পুরুষ’ শব্দে কি ব্রহ্মাধিপতি জীবসমষ্টিরূপ
চতুর্মুখ নির্দিষ্ট হইয়াছেন? অথবা সর্বৈশ্বর পুরুষোত্তম? কোন্টী যুক্তিযুক্ত? জীবসমষ্টিই
শক্তিযুক্ত। কাবণ? [কাবণ এই যে,] ‘হে ভগবন্, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই যে লোক
মরণকাল পর্য্যন্ত ওক্ষারের অভিধান করিতে পারে, সে তাহা দ্বারা কোন লোক জয় করে?’
এইরূপ উপক্রমের পব, একমাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকের মনুষ্যালোকপ্রাপ্তিরূপ ফল নির্দেশ
করিয়া, দ্বিমাাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকের অন্তরিকলোকপ্রাপ্তি-ফলের উল্লেখের পব দ্বিমাাত্রাযুক্ত
পর্ণবোপাসকের প্রাপ্যরূপে নির্দিষ্টমান ব্রহ্মলোক যে, অন্তরিক লোকাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জীবসমষ্টি-
রূপ চতুর্মুখ ব্রহ্মারই লোক বা বাসস্থান, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; সুতরাং সেই ব্রহ্ম-
লোকগত ব্যক্তির দৃশ্যমানও যে, সেই লোকেরই অধিপতি চতুর্মুখ, ইহাও নিশ্চিত হইতেছে।
আব যে, ‘এই শ্রেষ্ঠ জীবধন অপেক্ষাও পর’ কথা আছে, তাহাও দেহেন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
অথচ দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত ঘনোভূত ব্যাপ্তিভূত জীবপুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিবন্ধনই ব্রহ্মলোকবাসী
জীবসমষ্টিরূপ চতুর্মুখ ব্রহ্মার সম্বন্ধে উপপন্ন হইতে পারে। অতএব, এখানে নির্দিষ্ট ‘পর পুরুষ’
নিশ্চয়ই জীবসমষ্টিরূপ চতুর্মুখ। এইরূপে চতুর্মুখ অর্থই নিশ্চিত হইলে ‘অজরত্ব’ প্রভৃতি
ধর্মগুলিরও [তদুৎকৃষ্টভাবেই] কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত
সম্ভাবনায় [আমরা] বলিতেছি যে, “ঐক্যিকর্ম ব্যপদেশাং সংঃ।”

(*) বিজ্ঞাপনত্বে ইতি (ক) পাঠঃ।

[সিদ্ধান্ত :—]

ঈক্ষতিকর্ম সং—পরমাত্মা । কৃতঃ ? ব্যাপদেশাৎ—ব্যাপদিশ্যতে হি ঈক্ষতিকর্ম পরমাত্মেন । তথা হি—ঈক্ষতি-কর্মবিষয়তয়োদাহতে শ্লোকে “তমোঙ্কারেণৈবায়তনেন (#) অশ্বেতি বিদ্বান্, যৎ তৎ শান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ” [প্রশ্নঃ ৫১০] ইতি । পরং শান্তমজরমভয়মমৃতমিতি হি পরমাত্মন এব ব্যাপদেশঃ, ন চতুর্মুখস্ত, তস্মাপি জীবঘনশব্দগৃহীতত্বাৎ । যস্তা হি কর্মনিমিত্তং দেহিত্বং, স জীবঘন ইত্যুচ্যতে; চতুর্মুখস্তাপি তৎ শ্রয়তে— “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বম্” [শ্বেতাস্বঃ ৬.১৮] ইত্যাদৌ । যৎ পুনরুক্তম্, অন্তরিক্ষলোকস্তোপরি নির্দিষ্ট্যমানো ব্রহ্মলোকশ্চতুর্মূলোক ইতি প্রতীয়তে, অতস্তত্রশ্চতুর্মুখ ইতি ; তদযুক্তম্ ; “যন্তচ্ছান্তমজরম-মৃতমভয়ম্” [প্রশ্ন ৫১৭] ইত্যাদিনা ঈক্ষতি-কর্মণঃ পরমাত্মত্বে নিশ্চিতং

সেই পরমাত্মাই ঈক্ষতির কর্ম অর্থাৎ আলোচ্য দর্শনের বিষয়ীভূত । কারণকিৎ ব্যাপদেশই কারণ,—যেহেতু পরমাত্মাকেই ঈক্ষণের কর্মরূপে নির্দেশ করা হইতেছে । দেখ,—ঈক্ষণের

কর্ম—প্রদর্শনার্থ উদাহৃত ‘বিদ্বান্-পুরুষ ওঙ্কাররূপ আলম্বন দ্বারাই সেই সিদ্ধান্ত ।

শান্ত, অজর, অমব ও অক্ষয়স্বরূপ সেই ‘পরকে’ প্রাপ্ত হন,’ এই শ্লোকে [উল্লিখিত যে,] পর, শান্ত, অজর ও অমৃতাদি ধর্ম; ইহা যে, পরমাত্মারই রূপ, তাহা ‘ইহাই অমৃত, ইহাই অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [অবধারিত হইতেছে] । আর ‘এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাং পরম্’, এই ‘পরং’শব্দেও পরমাত্মারই নির্দেশ—চতুর্মুখ ব্রহ্মার নহে; কেননা, ‘জীবঘন’ শব্দে চতুর্মুখও পরিগৃহীত হইয়া থাকেন, [কাবণ তিনিও জীবসমষ্টি হইতে অতিরিক্ত নহেন] । যাহার দেহ-পরিগ্রহ কর্মের অধীন, তাহাকেই ‘জীবঘন’ বলা হইয়া থাকে; ‘যিনি (ঈশ্বর) প্রথমে ব্রহ্মার উৎপাদন করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি স্থলে চতুর্মুখেরও তাহা (কর্ম্যধীন দেহধারণ) পরিশ্রুত হইতেছে । আরও যে বলা হইয়াছে, অন্তরিক্ষ লোকের উপরে নির্দিষ্ট ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দে যখন চতুর্মুখ-লোকই প্রতীত হইতেছে, তখন সেখানে দর্শনীয় পুরুষও চতুর্মুখই; তাহাও যুক্তিসম্মত নহে; কেননা ‘সেই যে শান্ত, অজর,’ অমৃত, অভয়,’

সতি ঈক্ষিতুঃ স্থানতয়া নির্দিষ্টৌ ব্রহ্মলোকো ন ক্ষয়িষুঃচতুর্মূললোকো ভবিতুমর্হতি ।

কিঞ্চ, “যথা পাদোদরস্বচা বিনির্মূচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপুনা বিনির্মূক্তঃ, স সামভিরুম্মীয়তে ব্রহ্মলোকম্” [প্রশ্ন০ ৫১২] ইতি সর্ব-পাপবিনির্মূক্তশ্চ প্রাপ্যতয়োচ্যমানং ন চতুর্মূলস্থানম্ ; অতএব চ উদাহরণ-শ্লোকে ইমমেব ব্রহ্মলোকমবিকৃত্য শ্রুয়তে—“যন্তং কবয়ো বেদয়ন্তে” [স্ববাল০ ৬] ইতি । কবয়ঃ—সূরয়ঃ ; সূরিভির্দৃশ্যং চ বৈষ্ণবং পদমেব, “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তু সূরয়ঃ” [প্রশ্ন০ ৫১২] ইত্যেবমা-দিভ্যঃ । ন চান্তরিক্ষাং পরশ্চতুর্মূললোকঃ, মধ্যে স্বর্গলোকাদীনাং বহুনাং সদ্ভাবাং ; অতঃ “এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ, তস্মাদ্ বিদ্বানেতে নৈবায়তনেনৈকতরময়েতি” [স্ববাল০ ৬] ইতি প্রতিবচনে যৎ অপরং কার্য্যং ব্রহ্ম নির্দিষ্টং, তদৈহিকামুশ্লিকত্বেন দ্বিধা বিভজ্য এক-মাত্রং প্রণবমুপাসীনানামৈহিকং মনুষ্যালোকাবাঞ্ছিতরূপং ফলমভিধায়, দ্বিমাত্রমুপাসীনানামামুশ্লিকমন্তরিক্ষশব্দোপলক্ষিতং ফলং চাভিধায়, ত্রি-

ইত্যাদি বাক্যে ঈক্ষণ-কর্মের (দর্শনীয়ের) যখন পবনায়ত্নই নিশ্চিত হইতেছে, তখন ঈক্ষণকর্তার (দ্রষ্টাব) স্থান বা আশ্রয়রূপে নির্দিষ্ট লোকটি কখনই ক্ষয়শীল চতুর্মূল-লোক হইতে পারে না ।

আরও এক কথা, ‘পাদোদর (উদরই বাহ্য পাদ, সেই পাদোদর—সর্প) যেমন স্বক-বিনির্মুক্ত হয়, তেমনি তিনিও পাপবিনির্মুক্ত হন ; সামগণ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়,’ এই স্থলে সর্বপাপবিনির্মুক্ত পুরুষের প্রাপ্যরূপে অভিহিত লোক কখনই চতুর্মূলের বাসস্থান হইতে পারে না । এই কারণে ইহার উদাহরণশ্লোকে এই ব্রহ্মলোকাধিকাবে (তৎপ্রসঙ্গে) ‘কবিগণ (জ্ঞানিগণ) সেই যে স্থান অমুভব কবিয়া থাকেন,’ এইরূপ কথা শ্রুত হইতেছে । ‘কবি’ অর্থ—সূরি (পণ্ডিত) ; ‘সূরিগণ সর্বদা বিষ্ণুব সেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন,’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ হইতেও [জ্ঞানী যায় যে,] বৈষ্ণব পদই (স্থানই) সূরিগণের একমাত্র দৃষ্ট, (চতুর্মূল-লোক নহে) । আর অন্তরিক্ষের পরবর্তী লোকই যে ব্রহ্মলোক, তাহাও নহে ; কেন না, ইহাদের মধ্যস্থলেও স্বর্গাদি বহুতর লোক বিद्यমান রহিয়াছে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, ‘হে সত্যকাম, এই যে ওঙ্কার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি এই উপায়েই একতরু (ছইয়ের মধ্যে একটা) লোক লাভ করেন ।’ এই প্রতিবচন বাক্যে যে, ‘অপর’সংস্কৃত কৰ্ম্ম্য ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকেই আবার ঐহিক ও আমুশ্লিকরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একমাত্রায়ুক্ত প্রণবোপাসকদিগের জন্ত ঐহিক—মনুষ্যালোক-ফলের নির্দেশ করিয়া দ্বিমাত্রায়ুক্ত প্রণবোপাসকদিগের পক্ষে আমুশ্লিক—অন্তরিক্ষ লোক প্রাপ্তিরূপ

মাত্রেন পরব্রহ্মবাচিনা প্রণবেন পরং পুরুষং ধ্যায়তাং পরমেব ব্রহ্ম প্রাপ্য-
তয়োপাদিশতীতি সর্বং সমঞ্জসম্, অত ঈক্ষতি-কর্ম পরমাত্মা ॥১॥৩॥১২॥

[চতুর্থঃ ঈক্ষতিকর্মাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

দহরাদিকরণম্]

দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১॥৩॥১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—দহরঃ (দহর-শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], উত্তরেভ্যঃ (পরবর্তী হেতু সমূহ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেদ্য, দহরোহস্মিন্ অহর-
আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তঃ তদবেষ্টব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” ইত্যত্র হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যবর্ত্তিৎ
ক্ষয়মাণঃ দহরাকাশঃ কিং ভূতাকাশঃ? উত জীবঃ? অথ পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ । তত্র
‘আকাশ’-শব্দস্ত ভূতাকাশে প্রসিদ্ধতাং পরিমাণস্ত অল্পতাং, আকাশমধ্যবর্ত্তিনঃ অন্তস্ত ৫
অবেষ্টব্যস্ত অপ্রতীতে: ভূতাকাশঃ জীবো বা দহরাকাশঃ শ্রাদিতি; এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে—
দহরঃ পরমাত্মা; কৃতঃ? উত্তরেভ্যঃ—“এষ আত্মা অপহতপাপা” ইত্যাদি “সত্যকামঃ সত্য-
সংকল্পঃ” ইত্যন্তবাক্যশেষগতেভ্যঃ অতিমহত্ব-প্রাণাধারত্বাপহতপাপাত্বাদিত্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ ।

এই যে, এই ব্রহ্মপুরে অল্পপরিমাণ (দহর) জ্বপগ-গৃহ, ইহার মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র আকাশের
নধ্যে যাহা, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে’, এই শ্রুতিতে জ্বপগ্নের মধ্যবর্ত্তী
যে দহর আকাশ পরিশ্রুত হইতেছে, তাহা কি ভূতাকাশ? না জীব? অথবা পরমাত্মা? ‘আকাশ’
শব্দ ভূতাকাশেই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং পরিমাণেও যখন অল্প, তখন এই ‘আকাশ’ শব্দটা
ভূতাকাশ কিংবা জীবেরই বোধক, কিন্তু পরমাত্মার নহে । এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন,
না—‘দহর’ শব্দে পরমাত্মাই বৃষ্টিতে হইবে; কারণ, বাক্যশেষগত—‘এই আত্মা নিষ্পাপ’
‘সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’ ইত্যাদি নির্দেশই তাহার হেতু ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥]

ফলের নির্দেশ করিয়াছেন; পরে পরব্রহ্মবাচক ত্রিমাত্রায়ুক্ত প্রণব অবলম্বনে পরমপুণ্ডর
পরব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষে পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্যরূপে (ফলরূপে) উপদেশ করিতেছেন; সূতবা!
এইরূপে সমস্তই স্পষ্টসত্ত হইতেছে; অতএব পরমাত্মাই শ্রুতাত্ত ঈক্ষণেব (দর্শনের) কণ,
(অপর নহে) ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১২ ॥ [চতুর্থ ‘ঈক্ষতি-কর্ম’ অধিকরণ সমাপ্ত ॥]

ইদমাশ্নস্তি ছন্দোগাঃ—“অথ যদিদমাশ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং
বেশ্ম, দহরোহশ্মিমন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞা-
সিতব্যম্” [ছান্দোঃ ৮।১।১] ইতি । তত্র সন্দেহঃ—কিমসৌ হৃদয়-
পুণ্ডরীকমধ্যবর্তী দহরাকাশো মহাভূতবিশেষঃ ? উত প্রত্যগাত্মা ? অথ
পরমাত্মা ? ইতি । কিং তাবদ্ যুক্তম্ ? মহাভূতবিশেষ ইতি । কুতঃ ?
আকাশ-শব্দস্ত ভূতাকাশে ব্রহ্মণি চ প্রসিদ্ধয়েহপি অস্মিন্ ভূতাকাশে
প্রসিদ্ধিপ্রকর্ষণং, “তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেষ্টব্যম্” ইত্যশ্বেষ্টব্যান্তরস্থান্যধারতয়া
প্রতীতেশ্চ, ইত্যেবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

‘দহর উত্তরেভ্যঃ’—দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ; কুতঃ ? উত্তরেভ্যো
বাক্যগতেভ্যো হেতুভ্যঃ । “এষ আত্মাপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যু-
বিশোকোহবিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ছান্দোঃ ৮।১।৫]
ইতি নিরুপাধিকাত্মত্বমপহতপাপাত্মাদিকং সত্যকামত্বং সত্যসঙ্কল্পত্বং চেতি
দহরাকাশে শ্রয়মাণা গুণা দহরাকাশং পরং ব্রহ্মেতি জ্ঞাপয়ন্তি ।

(*) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ কবিতা থাকেন যে, ‘এই যে, ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র (দহর) পুণ্ডরীক
(হৃৎপদ) গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা
মবেষণ করিবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে।’ সে স্থানে সংশয় এই যে, হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্তী
এই দহরাকাশ কি মহাভূতবিশেষ (আকাশ) ? কিংবা জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? কোন অর্থটী
যুক্ত ? মহাভূতবিশেষ । কারণ ? যদিও আকাশ শব্দটি ভূতাকাশ ও ব্রহ্ম উভয়েই প্রসিদ্ধ,
এথাপি ভূতাকাশে প্রসিদ্ধিরই উৎকর্ষ আছে । বিশেষতঃ, ‘তাহার মধ্যে যাহা, তাহাকে অববেষণ
করিবে’ এই স্থলে অত্র একটি অশ্বেষ্টব্যেব আধাররূপে ‘দহরাকাশ’ প্রতীত হইতেছে ; এইরূপ
সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন—

দহরঃ উত্তরেভ্যঃ।” পর ব্রহ্মই দহরাকাশ ; কারণ ? উত্তরবর্তী অর্থাৎ বাক্য-শেষগত
হেতুই ইহার কারণ । এই আত্মা অপহতপাপা (নিষ্পাপ), জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও
পিপাসারহিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, এই শ্রুতিতে দহরাকাশে যে সমস্ত গুণ শ্রুত হইতেছে,
সেগুলি দহরাকাশের পর-ব্রহ্মত্বই জ্ঞাপন করিতেছে ।

(*) তাৎপর্য—এই ‘দহরাধিকরণটী ত্রয়োদশ বর্গতে দ্বাবিংশ পঞ্চাশ দশটী সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার
বাটীটি অবশ্যব এই :—(১) বিষয় “অথ যদিদমাশ্নিন্ ব্রহ্মপুরে” ইত্যাদি । (২) সংশয়—উক্ত বাক্যস্থ ‘দহরাকাশ’
অর্থ কি ভূতাকাশ ? কিংবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পুণ্ডপদ—ভূতাকাশ অথবা জীব । (৪) উত্তর—
‘দহরাকাশ’ পদের পরমাত্মা অর্থই গ্রাহ্য । (৫) নির্ণয় ও প্রণোদন—অতএব পরমাত্মাই ‘দহরাকাশ’ পদের
প্রতিপাদ্য, ভূতাকাশ বা জীব নহে, এবং পরমাত্মার উপাসনাই উপদেশের প্রয়োজন ।

“অথ য ইহা জ্ঞানমনুবিদ্য ব্রহ্মন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দোঃ ৮।১।৬] ইত্যাদিনা “যং কামং কাময়তে সোহস্ম সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে” [ছান্দোঃ ৮।২।১০] ইত্যন্তেন দহরাকাশবেদিনঃ সত্যসঙ্কল্পত্বপ্রাপ্তিশ্চোচ্য-
মানা দহরাকাশং পরং ব্রহ্মন্ত্যেবগময়তি। “যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবান-
যোহিস্তহৃদয় আকাশঃ” [ছান্দোঃ ৮।১।৩] ইত্যুপমানোপমেয়ভাবশ্চ
দহরাকাশস্ত ভূতাকাশত্বে নোপপত্ততে। হৃদয়াবচ্ছেদনিবন্ধন উপমানোপ-
মেয়ভাব ইতি চেৎ; তথা সতি হৃদয়াবচ্ছিন্নস্ত ত্বাপৃথিব্যাদিসৰ্বা-
শ্রয়ত্বং নোপপত্ততে।

ননু চ, দহরাকাশস্ত পরমাত্মত্বেহপি বাহ্যাকাশোপমেয়ত্বং ন সম্ভবতি,
“জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ” [ছান্দোঃ ৩।১।৮।৩ ইত্যাদৌ
সৰ্বস্মাৎ জ্যায়ন্তু-শ্রবণাৎ। নৈবম্, দহরাকাশস্ত হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যবর্তিত্ব-
প্রাপ্তান্নত্বস্ত নিরুত্তিপৰত্বাদস্ত বাক্যস্ত; যথা অধিকজবেহপি সবিতির ‘ইযুবদ্
গচ্ছতি সবিতা’ ইতি বচনং গতিমান্দ্য-নিরুত্তিপৰম্।

আর ‘যাহারা ইহলোকে আত্মাকে এবং এই সমস্ত সত্যকাম অবগত হইয়া [পরলোকে]
গমন করে, সমস্ত লোকে তাহাদের স্বচ্ছন্দ-গতি হয়’ ইত্যাদি—“[তিনি] যাহা কামনা করেন,
তাহা তাহার ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রমুদিত হন,
এই পর্যন্ত বাক্যে দহরাকাশবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে যে, সত্যসংকল্পহাদি ধর্ম উক্ত হইতেছে,
তৎসমুদয়ও দহরাকাশের পবনরূপই প্রতিপাদন করিতেছে। আর ভূতাকাশই দহরাকাশ
হইলে ‘এই বাহ্য আকাশের যাহা পরিমাণ, হৃদয়-মধ্যবর্তী এই আকাশেরও ঠিক তদনুরূপ
পরিমাণ,’ এই উপমানোপমেয়ভাবও উপপন্ন হয় না। যদি বল, হৃদয়রূপ অবচ্ছেদনিবন্ধন -
অর্থাৎ আকাশ স্বভাবতঃ এক হইলেও হৃদয়াবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত উহার পার্থক্য ধরিয়া
উভয়ের মধ্যে উপমানোপমেয়ভাব করা যাইতে পারে; তাহা হইলেও হৃদয়াবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র
আকাশের কখনই ত্র্যলোক ও ভূলোকোশ্রয় উপপন্ন হইতে পারে না।

ভাল, “[পরমাত্মা] পৃথিবী অপেক্ষা মহৎ, এবং অন্তরিক্ষ হইতেও মহৎ” ইত্যাদি স্থলে
[পরমাত্মার] সৰ্বাপেক্ষা মহত্ত্ব শ্রবণহেতু দহরাকাশের পরমাত্মত্ব পক্ষেও ত উহা বাহ্য-
ভূতাকাশের উপমেয় হইতে পারে না। না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, হৃদয়-
পুণ্ডরীকের মধ্যবর্তিত্ব নিবন্ধন যে, দহরাকাশের অল্পত্ব সম্ভাবিত হইয়াছিল; তাহার নিরুত্তি
করাই এই বাক্যের (উপমানোপমেয়ভাব-বোধক বাক্যের) উদ্দেশ্য। [স্বর্গ স্বভাবতঃ] অধিক
বেগবান্ হইলেও যেমন স্বর্গের মৃগগতি-নিষেধের জন্ত ‘স্বর্গ্য বাণবৎ গমন করিতেছেন’
এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ।

অথ স্তাৎ—“এষ আত্মাপহতপাপা” ইত্যাদিনা দহরাকাশো ন নির্দিষ্টতে ; “দহরোহস্মিমন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্” ইতি দহরাকাশান্তর্ব্বর্ত্তিনস্ততোহন্যস্তান্বেষ্টব্যত্বেন প্রকৃতত্বাৎ, ইহ “এষ আত্মাপহতপাপা” ইতি তন্ত্বেবান্বেষ্টব্যস্তা নির্দেশুং যুক্তত্বাৎ ।

স্তাদেতদেবম্, যদি শ্রুতিরেব দহরাকাশং তদন্তর্ব্বর্ত্তিনং চ ন ব্যভাঙ্ক্যৎ, ব্যভাঙ্ক্যং তু সা ; তথা হি—“অথ যদস্মিন্ ব্রহ্মপূরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোহস্মিমন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্” ইতি ব্রহ্মপূর-শব্দেনোপাস্ততয়া সন্নিহিত-পরব্রহ্মণঃ পুরত্বেনোপাসকশরীরং নির্দিষ্ট্য তন্মধ্যবর্ত্তি চ তদবয়বভূতং পুণ্ডরীকাকারমঙ্গলপরিমাণং হৃদয়ং পরস্ত ব্রহ্মণো বেশ্মতয়া অভিধায় সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিম্ আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিমুপাসকানু-গ্রহায় তস্মিন্ বেশ্মানি সন্নিহিতং সূক্ষ্মতয়া ধ্যেয়ং দহরাকাশ-শব্দেন নির্দিষ্ট্য তদন্তর্ব্বর্ত্তি চাপহতপাপাত্বাদিস্বভাবতো নিরন্তরনিখিলহেয়ত্ব-সত্যকামত্বাদি-স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়-কল্যাণগুণজাতং চ ধ্যেয়ং “তদ-ন্বেষ্টব্যম্” ইত্যুপদিষ্টতে । অত্র ‘তদন্বেষ্টব্যম্’ ইতি তচ্ছব্দেন

আপত্তি হইতে পারে যে, ‘ইহার অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাহা জানিবে,’ এই স্থলে দহরাকাশাভ্যন্তরস্থ, অথচ দহরাকাশ হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর অন্বেষণই প্রকৃত বা প্রস্তাবিত ; সূত্রবাং ‘এই আত্মা নিষ্পাপ’ এই বাক্যে তাহারই নির্দেশ হওয়া উচিত ; অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] ‘এই আত্মা নিষ্পাপ’ ইত্যাদি বাক্যে দহরাকাশ নির্দিষ্ট হইতেছে না ।

হাঁ, এইরূপ আপত্তি হইতে পারিত সত্য ; যদি স্বয়ং শ্রুতিই দহরাকাশ ও তদভ্যন্তরস্থ পদার্থের বিভাগ না করিতেন ; শ্রুতি কিন্তু বিভাগ করিয়াছেন । দেখ, ‘এই ব্রহ্মপূরে এই যে, দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তাহার মধ্যে যাহা, তাহার অন্বেষণ করিবে,’ এই শ্রুতি উপাস্যত্বনিবন্ধন সন্নিহিত, অথাৎ প্রথমেই বুদ্ধির বিষয়ীভূত পর-ব্রহ্মের পূরস্বরূপ উপাসক-শরীরকে ‘ব্রহ্মপূর’ শব্দে নির্দেশ করিয়া এবং তন্মধ্যবর্ত্তী অথচ তাহারই অবয়বস্বরূপ অঙ্গপরিমাণ পুণ্ডরীক-সদৃশ হৃদয়কে পর-ব্রহ্মের বাসস্থান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; তাহার পর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, আশ্রিতবাৎসল্যের একমাত্র জলধিস্বরূপ, এবং উপাসকানুগ্রাহক সেই বাসস্থানেই স্বল্পরূপে অবস্থিত ধ্যেয় পদার্থকে ‘দহরাকাশ’ শব্দে নির্দেশ করিয়া অপহতপাপত্বাদিগুণ ধাকার স্বভাবতই সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণবিবর্জিত, তন্মধ্যগত স্বভাবসিদ্ধ সত্যাদিশুদ্ধসিদ্ধই ‘তদন্বেষ্টব্যম্’ শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । এখানে ‘তৎ’পদে

দহরাকাশঃ, তদন্তর্ভুক্তিং গুণজাতং চ পরায়ুশ্চ তদুভয়মনুষ্ঠেব্যমিত্যুপ-
দিশ্যতে ; “যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম” ইত্যনুত তস্মিন্
দহরপুণ্ডরীক-বেশ্মনি যো দহরাকাশঃ, যচ্চ তদন্তর্ভুক্তি গুণজাতং, তদুভয়-
মনুষ্ঠেব্যমিতি বিধীয়ত ইত্যর্থঃ।

দহরাকাশ-শব্দনির্দিষ্টশ্চ পরব্রহ্মত্বং “তস্মিন্ (#) যদন্তঃ” ইতি
নির্দিষ্টশ্চ চ তদগুণত্বং, তচ্ছব্দেনোভয়ং পরায়ুশ্চ উভয়স্তাপ্যনুষ্ঠেব্যতয়া
বিধানং চ কথমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; তদবহিতমনাঃ শৃণু—“যাবান্ বা
অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তুহৃদয় আকাশঃ” [ছান্দোঃ ৮।১।৩] ইতি
দহরাকাশস্তাতিমহত্তমভিধায় “উভে অস্মিন্ গ্রাবা-পৃথিবী অন্তরেব
সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যামক্ষত্রাণি”
[ছান্দোঃ ৮।১।৩] ইতি প্রকৃতমেব দহরাকাশম্ ‘অস্মিন্’ ইতি নির্দিশ্য তস্ম
সর্ব্বজগদাধারত্বমভিধায় “যচ্চাস্ত্রেহাস্তি যচ্চ নাস্তি, সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহি-
তম্” [ছান্দোঃ ৮।১।৩] ইতি পুনরপি ‘অস্মিন্’ ইতি তমেব দহরাকাশং
পরায়ুশ্চ তস্মিন্ অস্ত্রোপাসকশ্চেহ লোকে যদ্ ভোগ্যজাতমস্তি, যচ্চ মনো-

দহরাকাশ ও তদন্তর্গত গুণ সমূহ, এই উভয়েরই অন্বেষণ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর ‘এই
ব্রহ্মপুরে যে, এই ক্ষুদ্রায়তন পুণ্ডরীক গৃহ’, এই শ্রুতিতে পুনরুল্লেখপূর্ব্বক সেই দহর-পুণ্ডরীক-
গৃহে যে দহরাকাশ এবং তদগুণগত যে সমস্ত গুণগণ, তদুভয়ের অন্বেষণই বিহিত হইতেছে।

যদি বল, এই স্থানে দহরাকাশ-শব্দোল্লিখিত পদার্থের পরব্রহ্মত্ব এবং “তস্মিন্ যৎ
অন্তঃ” এই শ্রুতিকথিত পদার্থের তদগুণত্ব, ‘তৎ’শব্দে এই উভয়ের পরামর্শ করিয়া যে, সেই
উভয়েরই অন্বেষণ বিহিত কবিয়াছে, তাহা জানা যাইতেছে কিসে? সাবধানচিত্তে শ্রবণ
কর ;—‘এই বাহ্য আকাশ যে পরিমাণ, এই অন্তরাকাশও সেই পরিমাণ’, এই বাক্যে
দহরাকাশের অতিমহত্ত্ব বলিয়া ‘গ্র্যলোক ও ভূলোক, এতদুভয়; অগ্নি ও বায়ু, এতদুভয়;
সূর্য্য ও চন্দ্র, এতদুভয়, এবং বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সমূহ ইহারই অভ্যন্তরে অবস্থিত, বলিয়া উক্ত
হইয়াছে। এখানে ‘অস্মিন্’ পদে প্রস্তাবিত দহরাকাশের উল্লেখ করিয়া তাহাকেই আবার
সমস্ত জগদাধাররূপে নির্দেশ করিয়া, পুনশ্চ ‘এখানে ইহার বাহা আছে এবং যাহা নাই, অর্থাৎ
বর্ত্তমান না থাকিলেও কেবল মনোরথের বিবয়ীভূত হইয়া আছে, তৎসমস্তই ইহার মধ্যে
সমাহিত রহিয়াছে,’ এই শ্রুতিতে “অস্মিন্” পদে সেই দহরাকাশেরই উল্লেখপূর্ব্বক বলা হইল
যে, ‘ইহলোকে এই উপাসকের সেই দহরাকাশে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু আছে, এবং যাহা কেবল

রথমাত্রাগোচরম্—ইহ নাস্তি, সৰ্ব্বং তদ্ ভোগ্যজাতমগ্নিন্ দহরাকাশে সমা-
 হিতমিতি নিরতিশয়ভোগ্যত্বং দহরাকাশস্তাভিধায় তস্ত দহরাকাশস্ত দেহা-
 বয়বভূত-হৃদয়ান্তর্বর্তিহেহপি দেহস্য জরাধ্বংসাদৌ সত্যপি পরমকারণ-
 তয়া অতিসূক্ষ্মত্বেন নির্বিকারত্বমুক্তা। তত এব “এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্”
 ইতি তমেব দহরাকাশং সত্যাকারণতয়া (*) সত্যভূতং ব্রহ্মাখ্যং পুরং
 নিখিলজগদাবাসভূতমিত্যুপপাদ্য—“অগ্নিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ” [ছান্দো.
 ৮।১।৫] ইতি দহরাকাশম্ ‘অগ্নিন্’ ইতি নির্দিষ্ট্য কাম্যভূতাংশ্চ গুণান্
 “কামাঃ” ইতি নির্দিষ্ট্য তेषাং দহরাকাশান্তর্বর্তিত্বমুক্তা। তদেব দহরাকাশস্ত
 কাম্যভূত-কল্যাণগুণবিশিষ্টত্বং তস্তাত্মত্বং চ “এষ আত্মাপহতপাপু”
 ইত্যাদিনা “সত্যসংকল্পঃ” ইত্যন্তেন স্ফুটীকৃত্য “যথা হেবেহ প্রজা অম্বাবি-
 শন্তি” ইত্যরভ্য “তেষাং সৰ্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” ইত্যন্তেন
 তদিদং গুণাষ্টকং তদ্বিশিষ্টং দহরাকাশ-শব্দনির্দিষ্টমাত্মনং চ অবিদ্যামেব
 (+) তদ্ব্যতিরিক্তভোগ্যসিদ্ধয়ে চ কস্য কুৰ্ব্বতামন্তবৎ-ফলাবাশ্চিৎ অসত্য-
 সংকল্পত্বং চাভিধায় “অথ য ইহান্নানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্,

অভিলাষেব বিষয়ীভূত—এখানে বর্তমান নাই, সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তুই এই দহরাকাশের
 নিবতিশয়-ভোগ্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। দেহাবয়বভূত হৃদয়ের মধ্য-গত হইলেও এবং দেহের
 জবা-ধ্বংসাদি সত্ত্বেও পবনকারণই নিবন্ধন অতি স্থম্ভতাহেতু সেই দহরাকাশের নির্বিকারত্ব
 প্রতিপাদন করিয়াছেন; সেই হেতুতেই ‘ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপূর্ব’ এই প্রতিপত্তিতে সেই
 দহরাকাশকেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মনামক ‘পুর’ (আশ্রয় স্থান) এবং সকল জগতেব আধার বলিয়া
 উপপাদন করিয়া “অগ্নিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ” বলিয়া ‘কাম’ পদে প্রার্থনীয় গুণসমূহের
 নির্দেশপূর্বক সেই কাম সমূহকেই দহরাকাশমধ্যবর্তী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার
 পব ‘এই আত্মা অপহতপাপু’ ইত্যাদি এবং ‘সত্যসংকল্প’ ইত্যন্ত বাক্য দ্বারা দহরাকাশেরই
 কাম্যভূত-কল্যাণময়গুণাশ্রয়ত্ব এবং আত্মত্ব স্পষ্টীকৃত কবিয়া, ‘প্রাণিগণ ইহ লোকে যেরূপ
 ইহাতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে,’ এই ইহাতে আবস্ত করিয়া ‘সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার
 বা অব্যাহত ইচ্ছা হইয়া থাকে’ এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সেই প্রসিদ্ধ
 অষ্টবিধ গুণ এবং সেই গুণবিশিষ্ট ‘দহরাকাশ’-শব্দোল্লিখিত আত্মাকে যাহারা জানে না, এবং
 আত্মাতিরিক্ত ভোগ্যলাভের উদ্দেশে কন্ধ্যাশ্রয় করি, তাহাদের পক্ষে বিনাশলীল ফলপ্রাপ্তি
 এবং সত্যসংকল্পত্বেরও অভাব অভিহিত কবিয়া, পক্ষান্তরে, ‘যাহারা ইহলোকে আত্মাকে অবগত

(*) সত্যাকারণতয়া ইত্যংশঃ (য, ও) পুস্তকযোগাতি।

(+) যেতদ্ব্যতি ইতি (য) পাঠঃ।

তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” ইত্যাদিনা দহরাকাশ-শব্দ-নির্দিষ্টম্ আত্মানং তদন্তর্বর্ত্তিনশ্চ কাম্যভূতান্ অপহতপাপুহাদিকান্ গুণান্ বিজ্ঞানতাম্ উদারগুণসাগরস্ত তস্মৈ পরমপুরুষস্ত প্রসাদাদেব সর্বকামাপ্রাপ্তিঃ সত্যসঙ্কল্পতা চোচ্যতে । অতো দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম, তদন্তর্বর্ত্তি চাপহত-পাপুহাদি কাম্যগুণজাতং, তত্ভয়মশ্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি চোচ্যতে, ইতি নিশ্চীয়তে । তদেতদ্ বাক্যকারোহপি স্পষ্টয়তি — “তস্মিন্ যদন্তঃ” ইতি কামব্যপদেশঃ’ ইত্যাদিনা । অত এভ্যো (*) হেতুভ্যো দহরাকাশঃ পরমেব ব্রহ্ম ॥ ১৩।১৩ ॥

(+) ইতশ্চ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম—

গতি-শব্দাভ্যাং, তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ ॥১৩।১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—গতি-শব্দাভ্যাং (গতি—ফল প্রাপ্তি ও শব্দ হেতুতে,) তথাহি (সেইরূপই) দৃষ্টং (দৃষ্ট হইতেছে) লিঙ্গং (জ্ঞাপক চিহ্ন) চ ও ॥]

[সরলার্থঃ—“এবমেব ইমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিদন্তি” ইত্যত্র অগ্নিন্ দহরাকাশে সর্কাসাং প্রজানাং অহরহঃ সা অজ্ঞানপূর্বির্কা গতিঃ, যশ্চ দহরাকাশ-পরামর্শ ‘কৈতং’-শব্দসামানাদিকবণ্যেন প্রযুক্তঃ ‘ব্রহ্মলোক’-শব্দঃ, আভ্যাং হেতুভ্যাং দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম; তথাহি—তদেব লিঙ্গং পবব্রহ্মতজ্ঞাপকং [অন্তঃ] দৃষ্টম্ চ —“এবমেব থলু সোম্যোমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদা ন বিদুঃ, সতি সম্পত্তামহে” ইত্যত্র ।

‘ঠিক এই প্রকারই এই সমস্ত প্রাণী প্রত্যহ এই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াও বুঝিতে পারে না যে, [আমরা ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি]’, এই শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকে জীবগণের গমন শ্রবণ এবং দহরাকাশ-বোধক ‘এতং’-শব্দের সহিত ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দের সামানাদিকরণ বা অভেদনির্দেশ, এই উভয় হেতুতেও ‘দহরাকাশ’ অর্থ পর ব্রহ্ম; কারণ, ‘হে সোমা, এই সমস্ত প্রজাও ঠিক তদ্রূপ সং-ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়া বুঝিতে পারে না যে, আমরা সতে মিলিত হইতেছি,’ এই অপব শ্রুতিতেও সং-ব্রহ্মে জীবগণের গমন পরিদৃষ্ট হইতেছে । বিশেষতঃ, এই প্রকরণে পরিশ্রুত যে, প্রজাগণের প্রত্যহ দহরাকাশপ্রাপ্তি এবং ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দ, তাহাও দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব পক্ষে যথেষ্ট লিঙ্গ বা গ্রাহক হেতু ॥ ১।৩।১৪ ॥]

হইয়া এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হন, সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত হইয়া থাকে’ ইত্যাদি বাক্যে আবার দহরাকাশ-শব্দনির্দিষ্ট আত্মা ও তদন্তর্গত অপহতপাপুহ প্রভৃতি প্রার্থনীয় গুণসমূহ যাহারা অবগত হয়, উদারগুণ-সাগর সেই পরম পুরুষের (পর ব্রহ্মের) প্রসাদলাভই তাহাদের সর্কালীষ্টপ্রাপ্তি ও সত্যসংকল্পতা লাভ ফল বলিয়া অভিহিত হইতেছে ।

“তদুযথা হিরণ্যনিধিং নিহিতমন্ধেত্রজ্ঞা উপযুঁপরি সঞ্চরন্তে। ন
বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন
বিন্দন্তি, অমৃতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ” [ছান্দোঃ ৮।৩।২] ইতি ‘এতম্’ ইতি
প্রকৃতং দহরাকাশং নির্দেশ্য তত্রাহরহঃ সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং গমনং,
গন্তব্যস্ত তস্ত দহরাকাশস্ত ব্রহ্মলোক-শব্দনির্দেশশ্চ দহরাকাশস্ত পরব্রহ্মতাং
গময়তঃ। কথমনয়োরস্ত পরব্রহ্মত্ব-সাধকত্বম্? ইত্যত আহ—“তথা হি —
দৃষ্টম্” ইতি। পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানামহরহঃ স্রষ্টিপ্তিকালে
গমনমন্ত্রোত্তীর্ণাভিধীয়মানং দৃষ্টম্—“এবমেব খলু সোমোমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ
সতি সংপত্তা ন বিদুঃ সতি সংপত্তামহ (*) ইতি” ইতি, “সত আগম্য ন
বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি” [ছান্দোঃ ৬।৯।২] ইতি চ। তথা ব্রহ্মলোক-

অতএব, পর ব্রহ্মের, ‘দহরাকাশ’ এবং তাহার অন্তর্নিবিষ্ট অপহতপাপাত্ম প্রভৃতি কাম্য গুণ
সমূহ, এই উভয়কেই যে, এখানে অর্থেষ্য ও জিজ্ঞাসিতব্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা
অবধারিত হইতেছে। ‘কাম্য গুণরাশির উল্লেখ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বাক্যাকাবও (বাক্যকার
এই ব্রহ্মত্বের একজন ব্যাখ্যাকর্তা,) ‘তাহার অভ্যন্তরে বাহা’ এই কথার উক্ত প্রকার অর্থই
স্পষ্ট কবিতা বলিয়াছেন। অতএব উল্লিখিত হেতুতে পব ব্রহ্মই দহরাকাশ, [ভূতাকাশ বা জীব
নহে] ॥ ১। ৩। ১৩ ॥

এই কাবণেও ‘দহরাকাশ’ শব্দে পবব্রহ্ম [বর্ণিত হইবে]; কেন না ‘ভূ-বিজ্ঞাবিহীন
লোক সমূহ যেমন ভূমির উপরে উপরে বিচরণ করিলেও অন্তর্নিহিত সুবর্ণময় নিধি লাভ করিতে
পারে না, ঠিক তেমনি এই প্রজাগণ প্রত্যহ গমন করিয়াও এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতে
পারে না; কারণ, তাহার অজ্ঞানে আবৃত।’ এই শ্রুতিতে কথিত “এতং” গদে প্রস্তাবিত
ব্রহ্মলোকের নির্দেশের অনন্তর সমস্ত প্রজাগণের যে, সেখানে প্রত্যহ গমন এবং ‘দহরাকাশ’
শব্দে যে, ব্রহ্মলোকের নির্দেশ, এই উভয় হেতুই দহরাকাশের পবব্রহ্মত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।
ভাল, উক্ত হেতুদ্বয়ই বা দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব-সাধক হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের বলিতেছেন—
‘সেইরূপ লিঙ্গ দৃষ্ট ও আছে।’ অর্থাৎ প্রতিদিন স্রষ্টিসময়ে সমস্ত জীবগণের পরব্রহ্মে গমন
বা বিলয়-প্রাপ্তিরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ অত্র শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। যথা—‘হে সোম্য, ঠিক এইরূপই এই
সমস্ত প্রজা প্রত্যহ সং-ব্রহ্মে সম্পন্ন (মিলিত) হইয়া জানিতে পারে না যে, সতে (ব্রহ্মে)
মিলিত হইতেছি।’ এবং ‘সং-ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাগত হইয়াও বর্ণিত পারে না যে, সং হইতে
আগত হইতেছি।’ সেইরূপ ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দ পর ব্রহ্মেও প্রযুক্ত দেখা যায়; যথা—‘তিনি বলিলেন,

শব্দশ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দৃষ্টে:—“এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ভিত্তি হোবাচ” [বৃহদা০ ৬। ৩। ৩৩] ইতি মা ভূদন্যত্র ব্রহ্মণি গমনদর্শনম্; এতদেব তু দহরাকাশে সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রলয়কাল ইব নিরন্তরনিখিলভূতানাং স্রষ্টিপ্তিকালেহবস্থানং ক্ষয়মাণমস্ম্য পরব্রহ্মত্বে পর্যাণ্ডং লিপ্সম্; তথা ব্রহ্মলোক-শব্দশ্চ সমানাদিকরণবৃত্ত্যা অস্মিন্ দহরাকাশে প্রযুজ্যমানোহস্ম্য ব্রহ্মত্বে প্রয়োগান্তরনিরপেক্ষং পর্যাণ্ডং লিপ্সম্, ইত্যাহ—“লিপ্সং চ” ইতি। নিবাদ-স্থপতিত্য়াচাচ বধীসমাসাৎ সমানাদিকরণসমাসো ন্যায্যঃ।

অথবা, “অহরহর্গচ্ছন্ত্যঃ” ইতি ন স্রষ্টিপ্তিবিষয়ং গমনমুচ্যতে; অপি হ অন্তরায়াত্বেন সর্ব্বদা বর্ত্তমানস্য দহরাকাশস্য পরমপুরুষার্থভূতস্য উপর্যুপরি অহরহর্গচ্ছন্ত্যঃ সর্ব্বস্মিন্ কালে বর্ত্তমানাঃ তমজানত্যস্তং ন বিন্দন্তি (*)

হে সম্রাট, ইহাই ব্রহ্মলোক’ ইতি। ব্রহ্মগমনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্তু আব অগ্রশ্রুতিব আবশ্রুক নাই; পরন্তু এই যে, প্রলয়কালের ঠায় স্রষ্টি-কালেও সমস্ত জীবগণের সর্ব্ববিধ দুঃখবিমুক্তভাবে দহরাকাশে অবস্থান পরিশ্রুত হইতেছে, তাহাই দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ; আর সমানাদিকরণভাবে দহরাকাশে প্রযুক্ত ‘ব্রহ্ম-লোক’ শব্দও দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বপক্ষে এমনই পর্যাণ্ড কারণ যে, ইহার জন্তু আর অপর দৃষ্টান্তের অপেক্ষা কবে না। সূত্র “লিপ্সং চ” কথাটীও এই অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ, নিবাদ-স্থপতি ত্য়াহুসারেও (†) বধীতংপুরুষ সমাসাপেক্ষা কর্ম্মধারয় সমাস করাই ত্য়ায়সম্মত।

অথবা, ‘প্রাণিগণ প্রতাহ গমন করতঃ’ এই শ্রুতিতে স্রষ্টিপ্তিকালীন গমন অভিহিত হইতেছে না; পরন্তু, তাহারা যেমন সেই নিখিলস্থানের উপরি ভাগে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়াও অন্তর্নিহিত নিখিলাত করিতে পারে না; তেমনি, অন্তরায়া বলিয়াই সর্ব্বদা সন্নিধানে বর্ত্তমান পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ দহরাকাশের উপবে উপবে নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্বিষয়ক জ্ঞানহীন প্রজাগণ

(*) বিদন্তি’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—‘নিবাদ-স্থপতি’ ত্য়ায়টি এইরূপ—নিবাদ অর্থ—বাধ; স্থপতি অর্থ—রাজা; নিবাদ-স্থপতি বলিলে দুইরকম সমাস হইতে পারে, (১) নিবাদের স্থপতি, এই বধীতংপুরুষ, আর নিবাদজাতীয় স্থপতি, এইরূপ কর্ম্মধারয়। বলা বাহুল্য যে, সমাসভেদে অর্থেরও বিলক্ষণ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে; বধীতংপুরুষে অর্থ হয়—নিবাদের রাজা—যে কোন জাতীয় হইতে পারে; আর কর্ম্মধারয় পক্ষে অর্থ হয়—রাজা। নিজেই নিবাদজাতীয়; তদ্ব্যতীত বধীতংপুরুষে ‘নিবাদের স্থপতি’ অর্থ করিলে ‘লক্ষণা’ করিতে হয়, অথচ অর্থাভ্রর সম্ভব থাকিলে কখনই ‘লক্ষণা’ স্বীকার করা যাইতে পারে না; পক্ষান্তরে কর্ম্মধারয় সমাসে—‘নিবাদ জাতীয় স্থপতি’ অর্থ করিলে লক্ষণাও করিতে হয় না; অথচ রূপযোগে নিবাদেরও যখন অধিকার রহিয়াছে, তখন ‘নিবাদ-স্থপতি’ যাজ্ঞং।” শ্রুতির অর্থও বাধিত হয় না। ‘নিবাদ-স্থপতি’র ঠায় ‘ব্রহ্ম-লোক’ শব্দেও বধীতংপুরুষ (ব্রহ্মার লোক) না করিয়া (ব্রহ্মই লোক) এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাসই করিতে হইবে। ‘নিবাদ-স্থপতি’র ঠায় যীমান্দ্যাদেশের ৩। ১। ৫১—৫২ দ্বয়ে প্রকট্য।

ন লভন্তে ; যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতং তৎস্থানমজানানাস্তুতুপরি সর্বদা
বর্তমানা অপি ন লভন্তে, তদ্বদিত্যর্থঃ । সেয়মেবম্ অন্তরাত্মত্বেন স্থিতস্ত
দহরাকাশস্তোপরি তন্নিয়মিতানাং সর্ব্বাসাং প্রজানামজানতীনাং সর্ব্বদা
গতিরস্ত দহরাকাশস্ত পরব্রহ্মতাং গময়তি । তথা হি—অতত্র পরস্ত ব্রহ্মগোহ-
ন্তরাত্মতয়া অবস্থিতস্ত স্বনিয়াম্যাভিঃ স্বস্মিন্ বর্তমানাভিঃ প্রজাভিরবেদনং
দৃষ্টম্ । যথা অন্তর্যামিত্রাক্ষণে—“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন
বেদ, যস্তাত্মা শরীরং, য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি [বৃহদাঃ মাধ্যন্দিনী
৫।৭।২২] ইতি, “অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা” ইতি চ । মা ভূদন্যত্র
দর্শনম্ ; স্বয়মেব ত্রিযং নিষিদ্ধৃষ্টান্তাবগত-পরমপুরুষার্থভাবস্তাত্ম হৃদয়স্থ-
স্তোপরি তদাধারতয়া অহরহঃ সর্ব্বদা সর্ব্বাসাং প্রজানামজানতীনাং
গতিরস্ত পরব্রহ্মত্বৈ পর্যাগুং লিপ্সম্ ॥ ১।৩।১৪ ॥

ইতশ্চ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম--

ধ্বতেশ্চ মহিমোহস্ত্যাম্মিনু পলন্ধেঃ ॥ ১।৩।১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ধ্বতে: (ধারণহেতু) চ (ও) মহিয: (মহিমার) অস্ত (ইহার) অম্মিন
(ইহাতে) উপলন্ধে: (যেহেতু প্রতীতি হয়)] ।

[সরলাখ্যঃ—অস্ত পরমাত্মনঃ ধ্বতে: জগদ্বিধরণরূপস্ত “এষ সেতুঃ বিধরণ এষাং লোকানাম-
সম্ভেদায়” ইত্যুক্তলক্ষণস্ত মহিয: বিভূতে: অম্মিন্ দহরাকাশে উপলন্ধেরপি দহরাকাশঃ পরমাত্মা
ইতি নিশ্চয়তে । উপলভ্যতে চ জগদ্বিধরণমম্মিন্ “অথ য আত্মা, স সেতুবিধৃতিবেষাং
লোকানামসম্ভেদায়” ইত্যাদৌ ॥

এই দহরাকাশে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জগৎ-ধারণরূপ পবমাত্ম-মহিমাব উপলব্ধিবশতও এই দহরাকাশ
পবমাত্মা বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥]

তাহাকে লাভ করিতে পারে না ।’ এই যে, অন্তরাত্মরূপে অবস্থিত দহরাকাশের উপরিভাগে
তাহাবই নিয়মাধীন অজ্ঞ প্রজাগণের নিরন্তর গতি বা অবস্থিতি, তাহাই দহরাকাশের ব্রহ্মত্ব
প্রতিপাদন করিতেছে । দেখ, অতত্রও অন্তরাত্মরূপে অবস্থিত পর ব্রহ্মেব নিয়মাধীন অথচ
পবমাত্মাতেই অবস্থিত প্রজাগণকর্তৃক পর ব্রহ্মের অমুভবাব দৃষ্ট হইতেছে । যথা ‘অন্তর্যামি
ত্রাক্ষণে’ ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মা যাহার
শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন’ ইতি, এবং ‘যিনি [অপরের]
অদৃষ্ট, অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা’ ইতি । অতত্র দর্শনের (দৃষ্টান্তের) প্রয়োজন নাই ;
এই যে, নিষিদ্ধৃষ্টান্তানুসারে যাহার পরম পুরুষার্থভাব বিজ্ঞাত হইতেছে, হৃদয়স্থ সেই
দহরাকাশের উপরে তদাপ্রতি প্রজাগণের যে, অজ্ঞানপূর্ব্বক সর্ব্বদা গতি (প্রাপ্তি), তাহাই
ইহার (দহরাকাশের) পরব্রহ্মত্ব-গ্রাহক যথেষ্ট লিপ্স বা জাগক হেতু ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

“অথ য আত্মা” [ছান্দো ০-৮।৪।১] ইতি প্রকৃতং দহরাকাশং নির্দিষ্ট্য
 “স সেতুর্বিধুতিরেবাং লোকানামসম্ভেদায়” ইত্যস্মিন্ জগদ্বিধরণং শ্রয়মানং
 দহরাকাশস্ত পরব্রহ্মতাং গময়তি ; জগদ্বিধরণং হি পরস্ত ব্রহ্মণো মহিমা
 “এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং
 লোকানামসম্ভেদায়” [বৃহদা ০ ৬।৪।২২] ইতি, “এতস্ত বা অক্ষরস্ত
 প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধুতো তিষ্ঠতঃ” [বৃহদা ০ ৫।৮।৯]
 ইত্যাদিভ্যঃ। স চায়ং তস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো ধৃত্যাখ্যো মহিমা অস্মিন্
 দহরাকাশ উপলভ্যতে ; অতো দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ১।৩।১৫ ॥

প্রসিদ্ধেচ ॥ ১।৩।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রসিদ্ধেঃ (প্রসিদ্ধিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ” ইত্যাদৌ ‘আকাশ’ শব্দস্ত পরস্মিন্ ব্রহ্মণি
 প্রসিদ্ধেঃ চ অপি পরব্রহ্মৈব দহরাকাশমিত্যর্থঃ। সত্যসংকল্পতাদিগুণোপবৃংহিতা প্রসিদ্ধিঃ
 ভূতাকাশ-প্রসিদ্ধেঃ বলীয়সীহিতি ভাবঃ।

‘এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না হইত’ ইত্যাদি স্থলে আকাশ শব্দের পরব্রহ্মে প্রসিদ্ধি
 নিবন্ধনও পরব্রহ্মই ‘দহরাকাশ’, অপর কেহ নহে ॥ ১।৩।১৬ ॥]

আকাশ শব্দশ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধঃ “কো হ্যেবান্মাৎ কঃ প্রাণ্যৎ,
 যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ” [তৈত্তি ০ আন ০ ৭], “সর্বানি হ বা
 ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপত্তস্তে” [ছান্দো ০ ১।৯।১] ইত্য-

‘যাহা আত্মা’ এইরূপে প্রস্তাবিত দহরাকাশ-নির্দেশের অনন্তর ‘এই সমস্ত জগতের সম্ভেদ বা
 সাঙ্খ্য পরিহারার্থ তিনিই জগদ্বিধারক সেতু স্বরূপ’ ; এই বাক্যে শ্রয়মান জগৎ-ধারণ কার্যই
 দহরাকাশের পরব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে। জগৎ-ধারণ করা যে, পর ব্রহ্মেরই মহিমা,
 তাহা ‘ইনিই সর্বেশ্বর, ইনিই ভূতাধিপতি, ইনিই ভূতপালক, এবং ইনিই জগৎ-পার্বক্য-বক্ষার
 হেতুভূত সেতুস্বরূপ।’ ‘হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে বিশেষরূপে ধৃত
 হইয়াই অবস্থিত রহিয়াছেন।’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যাইতেছে যে,] এই জগৎধারণ
 করা সেই পর ব্রহ্মেরই মহিমা, এই দহরাকাশেও যখন তাহাই উপলব্ধ হইতেছে, তখন এই
 দহরাকাশ নিশ্চয়ই পর ব্রহ্ম ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

‘এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইত, তাহা হইলে কে ই বা স্ঠাতি, কে ই বা
 চেষ্টা করিত।’ ‘এই সমস্ত পদার্থ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘আকাশ’
 শব্দও পর ব্রহ্মে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, অপহতপাপ্যুদ্ভাদিগুণ সহকারে যে

দিবু। অপহতপাপুত্বাদি-গুণসনাথা প্রসিদ্ধিভূতাকাশপ্রসিদ্ধেবলীয়াসীত্যভি-
প্রায়ঃ ॥ ১৩১৬ ॥

এবং তাবৎ দহরাকাশস্ত ভূতাকাশত্বং প্রতিক্রিণ্ডম্ । অথেনাদানীং দহ-
রাকাশস্ত প্রত্যগাত্মত্বমাক্ষ্য নিরাকর্ত্তমুপক্রমতে—

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৩১৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরপরামর্শাৎ (অপব পদার্থের সম্বন্ধ বশতঃ) সঃ (তাহাই), ইতি (ইহা)
চেৎ (যদি) [বল]; ন (না—বলিতে পার না), অসম্ভবাৎ (অসম্ভব হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“অথ য এষ সম্প্রসাদঃ” ইত্যত্র ‘সম্প্রসাদ’পদেন ইতরস্ত জীবস্ত পরামর্শাৎ স
এব দহরাকাশ, ইতি চেৎ; ন; কুতঃ? অসম্ভবাৎ অপহতপাপুত্বাদীনাম্ প্রাপ্তধর্ম্যাণাম্ তন্মিন্
অসম্ভবাদিত্যর্থঃ ।

যদি বল ‘এই যে সম্প্রসাদ জীব’ এই স্থলে ‘সম্প্রসাদ’ পদে জীবই গ্রহণীয়; না—তাহা
বলিতে পার না; কারণ, অপহতপাপুত্বাদি যে সমস্ত ধর্ম্ম দহরাকাশে কথিত আছে, জীবে সে
সমুদয়ের সম্ভব নাই । ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥]

যজুস্তং বাক্যশেষবশাৎ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্মেতি ; তদযুক্তম্ ; বাক্য-
শেষে পরস্মাদিতরস্ত জীবশ্চৈব সাক্ষাৎ পরামর্শাৎ “অথ য এষ সম্প্রসা-
দোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্মেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে,
এষ আভ্যুতি হোবাচ; এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম” [ছান্দো. ৮.৩.৪] ইতি ।
যদপি দহরোহস্মিন্মন্তর আকাশ ইতি হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্ত্তিতয়োপদিষ্টস্থা-
কাশস্ত উপমানোপমেয়ভাবাদসম্ভবাদ্ ভূতাকাশত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি
বাক্যশেষবশাৎ প্রত্যগাত্মত্বং যুক্তমাশ্রয়িতুম্ । আকাশ-শব্দোহপি প্রকা-

প্রসিদ্ধি, তাহা ভূতাকাশপ্রসিদ্ধি অপেক্ষা সমধিক বলবতী । [স্মতরাং, ভূতাকাশে প্রসিদ্ধি
নিবন্ধন এখানে ‘আকাশ’ শব্দের ভূতাকাশ অর্থ হইতে পারে না] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

আর যে, বাক্যশেষ বলে ‘দহরাকাশ’ অর্থে পর ব্রহ্ম কথিত হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত
হয় নাই; কেননা, বাক্যশেষে পরব্রহ্ম হইতে ইতর (পৃথক্ভূত) জীবেরই পরামর্শ বা সমুদ্রের
বহির্ভায়ে । ‘তিনি বলিলেন, এই যে ‘সম্প্রসাদ’ এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ
(পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়; ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয় এবং
ইহাই ব্রহ্ম স্বরূপ ।’ বাহ্যাকাশের সহিত উপমানোপমেয়ভাবের সম্ভব হয় না বলিয়া যদিও হৃদয়-
পুণ্ডরীক-মধ্যবর্ত্তিরূপে উপদিষ্ট দহরাকাশের ভূতাকাশত্ব সম্ভব হয় সত্য, তথাপি বাক্যশেষোহুসারে
তাহাকে জীবাত্মা বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত । আর যদি বল; প্রকাশময়ত্বাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধ

শাদিযোগাৎ জীব এব বর্জিত ইতি চেৎ ; (*) তত্রোত্তরং—নাসম্ভবাৎ ইতি ;
নায়াং জীবঃ ; ন হি অপহতপাপুত্বাদয়ো গুণা জীবৈ সম্ভবন্তি ॥ ১।৩।১৭ ॥

উত্তরাচ্ছেদাবিভূতস্বরূপস্ত ॥ ১।৩।১৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরাৎ (পরবর্তী বাক্য হইতে) চেৎ (যদি), আবিভূতস্বরূপঃ (যাহার
প্রকৃত স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে), তু (পুনঃ কিস্ত) ।]

[সরলার্থঃ—উত্তরাৎ “য আত্মা অপহতপাপু” ইত্যাদিরূপাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ জীব ইতি
চেৎ—উচ্যেত ; তন্ন ; তু পুনঃ আবিভূতস্বরূপঃ ; জীবঃ খলু অবিজ্ঞা-কাম-কন্দাদিবশাৎ তিরোহিত-
পাপুত্বাদিগুণকঃ পশ্চাৎ পরং জ্যোতিঃ প্রাপ্য আবিভূতং স্বরূপং অপহতপাপুত্বাদিমলকণং
যন্ত, তথাবিধঃ প্রতিপাদিতঃ ; দহরাকাশঃ পুনঃ নিত্যং অতিরোহিতকল্যাণগুণকঃ, ইতি নায়াং
জীব ইত্যর্থঃ ॥

যদি বল, পরবর্তী ‘যে আত্মা অপহতপাপু’ ইত্যাদি বাক্যানুসারে জীবই দহরাকাশ হইতে
পারে, তাহা নহে ; কারণ, প্রথমে অবিজ্ঞা ও কামনাদি বশতঃ জীবের স্বরূপ তিরোহিত থাকে,
পশ্চাৎ সেই অপহতপাপুত্বাদি স্বরূপটি অভিব্যক্ত হয় ; দহরাকাশ কিস্ত সর্বদাই কল্যাণময় গুণে
পরিপূর্ণ থাকে ; সুতরাং জীব কখনই উক্ত ‘দহরাকাশ’ হইতে পারে না । ১ । ৩ । ১৮ ॥]

উত্তরাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ জীবশ্চৈবাপহতপাপুত্বাদিগুণযোগো নিশ্চী-
য়াতে ইতি চেৎ ; এতদুক্তং ভবতি—প্রজাপতিবাক্যাৎ জীবপরমেব ; তথাহি—
“য আত্মাপহতপাপু বিজরো বিমৃত্যুর্বিবশোকে বিজিঘৎসোহপিপাসঃ
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, সোহঘ্নেঘ্নেচ্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স সর্বাংশচ
লোকানাপ্নোতি সর্বাংশচ কামান্, যন্তমাত্মানমনুবিগ্ন বিজান্নাতি” [ছান্দোগ্য
৮।৭।১] ইতি প্রজাপতিবচনম্ ঐতিহ্যরূপেণোপশ্রুত্যা অঘ্নেচ্যবাত্ম্যস্বরূপ-

থাকায় ‘আকাশ’ শব্দও জীবই প্রবৃত্ত হইবে, [তাহার উত্তর—] না—জীব দহরাকাশ হইতে
পারে না ; যেহেতু অসম্ভব, অর্থাৎ জীবও এই দহরাকাশ নহে ; কেন না, অপহতপাপুত্বাদি
গুণ সমূহ জীবের কখনই সম্ভবপর হয় না ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

যদি বল, উত্তরবর্তী প্রজাপতি বাক্য হইতে জীবের সম্বন্ধেই অপহতপাপুত্বাদিগুণের সম্বন্ধ
নিশ্চিত হইতেছে। এই কথা উক্ত হইতেছে যে, প্রজাপতি-বাক্যটি জীবেরই প্রতিপাদক
(পর ব্রহ্মের নহে) । দেখ, ‘অপহতপাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্লেশ ও পিপাসারহিত, সত্য-
কাম, সত্যসংকল্প যে আত্মা, তাহাই অঘ্নেবণীয়, তাহাই জিজ্ঞাস্ত ; যে লোক “সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই
আত্মাকে অবগত হয়, সে লোক সমস্ত কাম (ভোগ্য বিষয়) ও সমস্ত লোক লাভ করিয়া
থাকে ।’ এই প্রজাপতি বাক্য ঐতিহ্য বা জনশ্রুতিরূপে শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র অঘ্নেবণীয় আত্ম্যস্বরূপ-

জিজ্ঞাসয়া প্রজাপতিমুপাসেদুমে মঘবতে প্রজাপতির্জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থং
জীবা ত্বানং সশরীরং ক্রমেণ শুশ্রু-যোগ্যতাপরীচিক্ষিষ্যা উপদিশ্য তত্র তত্র
ভোগ্যমপশ্যতে পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপোপদেশ-যোগ্যায় তস্মৈ মঘবতে “মঘবন্
মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা, তদস্মামৃতস্য (*) অশরীরস্তাত্মনো-
হৃদিষ্ঠানম্” [ছান্দো. ৮।১২।১] ইতি শরীরস্থার্থিষ্ঠানতামাত্মনশ্চার্থিষ্ঠাতৃ-
তামশরীরস্য চ তস্যামৃতত্বস্বরূপতাং চোক্ত্বা “ন হ বৈ সশরীরস্য সত্যঃ
প্রিয়াপ্রিয়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ”
ইতি কস্মারকশরীরযোগিনঃ তদনুগুণ সুখদুঃখভাগিত্বরূপানর্থং তদ্বিমোক্ষে
চ তদভাবমভিধায় “এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং
জ্যোতিরূপসম্পদ্য সেন রূপোভিনিম্পদ্যতে” ইতি জীবা ত্বানঃ স্বরূপমেব
শরীরবিযুক্তমুপদিদেশ । “স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন-
রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্ [ছান্দো.
৮।১২।৩] ইতি প্রাপ্যস্ত পরস্য জ্যোতিষঃ পুরুষোত্তমত্বং, নিবৃত্ত-তিরোধানস্য
পরং জ্যোতিরূপসম্পন্নস্য প্রত্যগাত্মনো ব্রহ্মলোকে যথেক্তভোগাবাপ্তিং,

জিজ্ঞাসার্থ প্রজাপতি সমীপে উপস্থিত হইলে পর প্রজাপতি প্রথমতঃ জিজ্ঞাসুর যোগ্যতা
পৰীক্ষার জন্ত, ক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়সংগত, সশরীর জীবা ত্বাকে উপদেশ
করিয়া [যখন বুঝিলেন,] ইন্দ্র উপদিষ্ট বিষয় সমূহের মধ্যে ভোগযোগ্য কিছু দর্শন করিতেছে
না; অতএব, ইনি বিপুল আত্মস্বরূপ উপদেশের যোগ্য; [তখন] ইন্দ্রের নিকট ‘হে মঘবন্
ইন্দ্র, এই শরীর মর্ত্য (মরণশীল) ও মৃত্যু-গ্রস্ত; এই শরীরই অমৃত ও অশরীর আত্মার
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় স্থান ।’ এইরূপে শরীরের অধিষ্ঠানতা, আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং অশরীর
আত্মার অমৃতস্বরূপতা বলিয়া, ‘শরীরাত্মানী হইলে তাহার সুখ-দুঃখের বিরাম হয় না; অথচ
অশরীর অর্থাৎ শরীরাত্মানীন ব্যক্তিকে প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে
পারে না ।’ এই ক্ষতিতে [পুণ্য-পাপময়] কল্মাশপাদিত শরীরধারী ব্যক্তির কর্ম্মফলসারে
সুখদুঃখ ভোগ জ্ঞাপনার্থ তাদৃশ শরীরোপরমে সুখ-দুঃখভাগ নির্দেশ করিয়া, ‘এই সম্প্রসাদ’
এই প্রকারেই এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করতঃ স্ব-স্বরূপে পরিনিম্পন্ন
হয়’, এইবাক্যে শরীরবিযুক্ত জীবা ত্বার স্বরূপই উপদেশ করিয়াছেন । ‘তাহাই উত্তম পুরুষ; সে
সেখানে ভক্ষণ, ক্রীড়া এবং জীগণ ও যানের কিংবা জ্ঞাতিগণের সহিত সন্নিহিত এই মানব
শরীর স্মরণ না করিয়া বিচরণ করে’, এই বাক্যে আবার তৎপ্রাপ্য পরম জ্যোতির পুরুষোত্তমত্ব,
[অবিচ্ছিন্ন] স্বরূপ-তিরোধন নিবৃত্তির পর পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন জীবা ত্বার ব্রহ্মলোকে যথেষ্ট

(*) তদস্মামৃতস্য ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

প্রিয়াপ্রিয়াবিযুক্ত-কৰ্ম্মনিমিত্তশরীরাত্মপুরুষার্থানুসন্ধানং চাভিধায় “স যথা
প্রযোগ্য আচরণে যুক্তঃ, এবমস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ” ইতি যথোক্ত-
স্বরূপস্থৈব সংসারদশায়াং কৰ্ম্ম-তন্ত্রং শরীরযোগং যুগ্য-শকটযোগদৃষ্টান্তে-
নাভিধায় “অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষমং চক্ষুঃ, স চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, দর্শনায়
চক্ষুঃ ; অথ যো বেদেদং জিত্রাণীতি, স আত্মা, গন্ধায় শ্রাবণম্ ; অথ যো
বেদেদমভিব্যাহরাণীতি, স আত্মা, অভিব্যাহারায় বাক্ ; অথ যো বেদেদং
শৃণ্বানীতি, স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ; অথ যো বেদেদং মন্বানীতি, স
আত্মা, মনোহস্ত দৈবং চক্ষুঃ” [ছান্দোঃ ৮।১২।৪, ৫] ইতি চক্ষুরাদীনাং
করণত্বম্, রূপাদীনাং জ্ঞেয়ত্বম্, অস্ত্য চ জ্ঞাতৃত্বং প্রদর্শ্য, তত এব শরী-
রেন্দ্রিয়েভ্যোহস্ত্য ব্যতিরেকমুপপাদ্য “স বা এষ এতেন দিব্যেন চক্ষুষা
মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে” [ছান্দোঃ ৮।১২।৬]

ভোগ প্রাপ্তি, এবং প্রিয় ও অপ্রিয় সংযোগ সহকৃত কৰ্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন শরীরাদিব অপুরুষার্থ
চিন্তার উল্লেখ কবির ‘সেই প্রযোগ্য অর্থাৎ অথ বা বাঁড় যেরূপ রথ বা শকট চালনে
নিযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রাণও এই শরীরে সংযুক্ত রহিয়াছে’ (*) । এখানে ক্ষুদ্র শকটের দৃষ্টান্ত দ্বারা
পূর্বোক্তপ্রকার জীবেরই সংসার-দশায় কৰ্ম্মাধীন শরীরসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া ‘আকাশদশ
এই আত্মা যখন চক্ষুঃসন্নিহিত হয়, তখন সে ‘চাক্ষুষ পুরুষ’ হয়, চক্ষু তাহার দর্শনের সহায় হয়;
আবার, ‘আমি আশ্রয় করিব’ ইহা যে জানে, সেই আত্মা, ভ্রাণেন্দ্রিয় তাহার গন্ধগ্রহণের
সাধন; আবার ‘আমি বাক্য বলিব’ বলিয়া যে জানে, তাহাই আত্মা, বাগিন্দ্রিয় তাহার
বাক্য-প্রয়োগের সহায় হয়; পুনশ্চ, ‘আমি শ্রবণ করিব’ ইহা যে জানে, তাহাই আত্মা; কর্ণই
তাহার শব্দশ্রবণের সাধন; আবার ‘আমি ইহা চিন্তা করিব’ বলিয়া যে জানে, তাহাই আত্মা,
মন তাহার জ্যোতির্ময় চক্ষুঃ । ‘এইরূপে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের করণত্ব, রূপাদিবিষয়সমূহের
জ্ঞেয়ত্ব, এবং ইহার (আত্মার) জ্ঞাতৃত্ব প্রদর্শন করিয়া আবার সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ
হইতেও তাহার ব্যতিরেক বা পার্থক্য উপপাদন করিয়া এই যে-সমস্ত উৎপন্ন বস্তু ব্রহ্মলোকে

(*) ভাৎপর্য্য—প্রযুক্ত্যতে ইতি প্রযোগঃ—অথ বা বাক্যার্থো বা । যথা লোকে, আচরণভ্যেন ইতি আচরণঃ—
রথঃ, অনে বা, তস্মিন্ আচরণে যুক্তস্তদাকর্ষণায়, এবং অস্মিন্ শরীরে রথস্থানীয়ে প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিরিঞ্জি-
নোবুদ্ধিসংযুক্তঃ প্রজ্ঞাত্মা বিজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিধর-সম্বৃদ্ধিঃ । যুক্তঃ—সকর্ষকলোপভোগনিমিত্তং নিযুক্তঃ ।
ইতি শাক্তরত্নাব্যম্ ।

বহুমানি কার্যে নিযুক্ত হয় বলিয়া অথ বা বাঁড়কে ‘প্রয়োগ’ বলা হয় । যাহা দ্বারা আচরণ—গমনাদি ব্যবহার
করা হয়, তাহার নাম ‘আচরণ’—রথ বা শকট । অথ বা বাঁড় যেমন রথ বা শকট-চালনে নিযুক্ত হইয়া থাকে,
তেনাঙ্গি অপমানাদি-প্রাণভেদযুক্ত প্রাণও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির সহযোগে রথস্থানীর শরীরের পরিচালন
কার্যে নিযুক্ত আছে ।

ইতি তস্মৈব বিধূতকৰ্ম্মনিমিত্ত-শরীরেন্দ্রিয়স্তু মনঃশব্দাভিহিতেন দিব্যেন
স্বাভাবিকেন জ্ঞানেন সৰ্ব্বকামানুভবমুক্তা। “তং বা এতং দেব! আত্মানমুপা-
সতে, তস্মাৎ তেষাং সৰ্ব্বে চ লোকা আপ্তাঃ, সৰ্ব্বে চ কামাঃ” ইত্যেবং-
বিধমাত্মানং জ্ঞানিনো জানন্তি, ইত্যভিধায় “সৰ্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্তোতি
সৰ্ব্বাংশ্চ কামান্, যন্তমাত্মানমনুবিগ্ধ বিজানাतीতি হ প্রজাপতিরূবাচ”
ইত্যেবংবিধমাত্মানং বিদুষঃ সৰ্ব্বলোক-সৰ্ব্বকামাপ্ত্যুপলক্ষিতং ব্রহ্মানুভবং
ফলমভিধায়োপসংহৃতম্। অতস্তত্র অপহতপাপুহাদিগুণকো জ্ঞাতব্যতয়া
প্রক্ৰান্তো জীব এবৈত্যবগতম্। অতো জীবস্থাপহতপাপুহাদয়ঃ সম্ভবন্তি।
অতো দহরবাক্যশেষে শ্রয়মাণস্য জীবস্থাপহতপাপুহাদিগুণসম্ভবাৎ স এব
দহরাকাশ ইতি নিশ্চীয়ত ইতি চেদिति। তত্রাহ—“আবিভূতস্বরূপস্ত”
ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

পূৰ্ব্বমনৃততিরোহিতাপহতপাপুহাদিগুণকস্বরূপঃ (৯) পশ্চাদ্ বিমুক্ত-
কৰ্ম্মবন্ধঃ শরীরাৎ সমুখিতঃ পরং জ্যোতিরূপসম্পন্ন আবিভূতস্বরূপঃ

বর্তমান আছে, ‘সেই এই আত্মা এই মনোময় দিব্য চক্ষু দ্বারা সেই-সমস্ত কার্য্য-বিষয়
দর্শন করত রমণ করে, এই শ্রুতিতে কৰ্ম্মজনিত শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধ পরিত্যাগের পর সেই
আত্মারই আবার মনঃশব্দোক্ত স্বভাবসিদ্ধ দিব্যজ্ঞান দ্বারা সমস্ত জ্ঞান-বিষয়ের অনুভব নির্দেশ
করিয়া ‘দেবগণ সেই এই আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই কারণে তাহারা সমস্ত
লোক ও সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।’ এই বাক্যে জ্ঞানিগণ এবংবিধ আত্মাকে
জ্ঞানেন, ইহা প্রতিপাদন করিয়া ‘যিনি সেই আত্মাকে অনুভব করিয়া জ্ঞানেন, তিনি সমস্ত
‘লোক’ লাভ করেন এবং সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হন,’ প্রজাপতি এ কথা বলিয়াছিলেন।
এবংবিধ আত্মাভিজ্ঞ বক্তির সৰ্ব্বলোক ও সৰ্ব্বকাম প্রাপ্তি দ্বারা বিশেষিত ব্রহ্মানুভবাত্মক
ফলোন্মেষপূৰ্ব্বক প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব, অপহতপাপুহাদি গুণসম্পন্ন
জীবই যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে। এই কারণেই জীবের
সম্বন্ধে অপহতপাপুহাদি গুণও সম্ভবপর হইতেছে। অতএব, যেহেতু দহরবাক্যশেষে শ্রয়মাণ
জীবের সম্বন্ধে অপহতপাপুহাদি গুণের সম্ভব হইতেছে, সেই হেতু সেই জীবই যে, ‘দহরাকাশ’-
পদবাচ্য, ইহাও নিশ্চিত হইতেছে; এ কথা যদি বলা যায়; তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—
‘আবিভূতস্বরূপস্ত’ ইতি।

উক্ত প্রজাপতিবাক্যে অভিহিত হইতেছে যে, জীবের যে অপহতপাপুহাদি স্বাভাবসিদ্ধ
গুণ, তাহা মিথ্যা-জ্ঞানে আবৃত ছিল, পশ্চাৎ কৰ্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইবার পর শরীর হইতে মুখিত

সন্ অপহতপাপ্যুত্থাদিগুণবিশিষ্টস্তত্র প্রজাপতিবাক্যেহতিথীয়তে ; দহর-
বাক্যে তু অতিরোহিতস্বভাবাপহতপাপ্যুত্থাদিবিশিষ্ট এব দহরাকাশঃ
প্রতীয়তে । আবিভূতস্বরূপস্তাপি জীবন্তাসম্ভাবনীয়াঃ সেতুত্ব-সর্বলোক-
বিধরণত্বাদয়ঃ সত্যশব্দনির্ব্বচনাবগতং চেতনাচেতনয়ান্নিসৃত্ব ত্বং দহরাকাশস্ত
পরব্রহ্মতাং সাধয়ন্তি । সেতুত্ব-সর্বলোকবিধরণত্বাদয় আবিভূতস্বরূপ-
স্তাপি ন সম্ভবন্তীতি—“জগদ্ব্যাপারবর্জম্” [ব্রহ্মসূ. ৪।৪।১৭] ইত্য-
ত্রোপপাদয়িষ্ঠামঃ ॥ ১১৩৥১৮ ॥

যদ্ব্যেবং, দহরবাক্যে “অথ য এষ সম্প্রসাদঃ” ইত্যাদিনা জীবপ্রস্তাবঃ
কিমর্থঃ? ইতি চেৎ, তত্রাহ—

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ১১৩৥১৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্ত্যর্থঃ (অত্র উদ্দেশ্যে) চ (ও) পরামর্শঃ (সম্বন্ধ) ।]

[সরলার্থঃ—“অস্মাৎ শরীরং সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্নেন রূপেণ অভিনিপ্পত্ততে”
ইতি জীবন্ত দহরাকাশ-সম্পত্ত্যা স্বরূপাবিভাবাপাদনার্থো হত্ব জীবপরামর্শঃ, নতু তস্ত দহরাকাশ-
প্রতিপাদনার্থঃ ॥

‘জীব এই শরীর হইতে সমুত্থানের পর, পর জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে নিপ্পন্ন হয়,’ এই
শ্রুতিতে দহরাকাশরূপে উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপাবিভাব সম্পাদনার্থই জীবের উল্লেখ
হইয়াছে ; কিন্তু জীবের দহরাকাশত্ব প্রতিপাদনার্থ নহে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥]

দহরাকাশস্তৈবাপহতপাপ্যুত্থ-জগদ্বিধরণত্বাদিবৎ মুক্তস্ত তদুপসম্পত্তা

এবং পরজ্যোতিঃ পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া । তাহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রকটীকৃত হয়, তখনই জীব
অপহতপাপ্যুত্থাদি গুণবিশিষ্ট হয়, [কিন্তু তৎপূর্বে হয় না] ; দহরবাক্য-শেষের দহরাকাশ
কিন্তু, অনাবৃতস্বভাব ও অপহতপাপ্যুত্থাদি-গুণবিশিষ্ট স্বরূপেই প্রতীত হইতেছে । আব
আবিভূতস্বরূপ জীবের পক্ষেও অসম্ভাবনীয় সেতুত্ব ও সর্বলোক-বিধারকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি
এবং দহরাকাশের ‘সত্য’-শব্দগত ব্যুৎপত্তিও তাহার চেতনাচেতন-নিয়ন্তৃত্ব ও পরব্রহ্মত্ব সাধন
করিতেছে । সেতুত্ব ও সর্বলোকবিধারকত্বাদি ধর্ম্মগুলি যে, আবিভূতস্বরূপ জীবের পক্ষেও
সম্ভব হয় না ; তাহা ‘জগদ্ব্যাপার-বর্জম্’ এই হুত্রে উপপাদন করিব ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

যদি বল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, দহর প্রকরণের শেষে, ‘এই যে সম্প্রসাদ
(জীব)’ ইত্যাদি বাক্যে জীবের প্রস্তাব কিসের অর্থ ? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—‘অত্র
উদ্দেশ্যে জীবের পরামর্শ ।

দহরাকাশেরই যেমন অপহতপাপ্যুত্থাদি ও জগদ্বিধরণাদি ধর্ম্ম আছে, তেমনি মুক্ত

অপহতপাপুত্বাদি-কল্যাণগুণবিশিষ্টস্বাভাবিকরূপপ্রাপ্তিকথনে তদ্ব্যক্ত-
স্বরূপং পরমপুরুষানুধারণং গুণমূপদেক্তুং প্রজাপতিবাক্যোক্তস্ত জীবন্তাত্ত
পরামর্শঃ ; প্রজাপতিবাক্যে চ মুক্তাস্বরূপ-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানং দহরবিত্তোপ-
যোগিতয়োক্তম্ ; ব্রহ্ম প্রোক্ষ্যাহি জীবাত্মনঃ স্বরূপং চ জ্ঞাতব্যমেব ;
স্বয়মপি কল্যাণগুণ এব সন্ অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণং পরং
ব্রহ্ম অনুভবিশ্রুতীতি ব্রহ্মোপাসনফলান্তর্গতত্বাৎ স্বরূপযাথাত্ম্যবিজ্ঞানম্ ।
“সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্”, “স তত্র পর্য্যোতি জক্ষৎ (#)
ক্রীড়ন্” ইত্যাদিকং প্রজাপতিবাক্যে কীর্ত্ত্যমানং ফলমপি দহরবিদ্যা-
ফলমেব ॥ ১১৩১১৯ ॥

অপ্পশ্রুতেরিতি চেৎ, তদ্ব্যক্তম্ ॥ ১১৩১২০ ॥

[পদচ্ছেদঃ--অল্পশ্রুতঃ (অল্পশ্রবণ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ; তৎ (তাহা—
তাহার উত্তর) উক্তং (উক্ত হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ--“দহরোহস্মিন্” ইতি অল্পপরিমাণশ্রুতঃ আরাগ্রমাতঃ জীব এব দহরাকাশ
ইতি চেৎ ; তদ্ব্যক্তম্—তত্র যছ ব্রহ্ম ব্যক্তবাম্, তৎ “নিচায়াত্বাদেবং বোমবচ্চ [ব্রহ্মহৃতঃ ১১২১৭]
ইত্যত্রৈবোক্তম্, নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ বক্তব্যমস্তীতি ভাবঃ ॥

‘ইহাব মধ্যে দহব [আকাশ]’ এই শ্রুতিতে অল্পপরিমাণেব শ্রবণহেতু জীবই এখানে
দহবাকাশ-পদবাচ্য, ইহা যদি বল ; তাহার উত্তর --“নিচায়াত্বাৎ এবং বোমবচ্চ” এই দ্বিতীয়
পাদেব সপ্তম সূত্রে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনার্থই ঐরূপ অল্পত্বোপদেশ করা
হইয়াছে ॥ ১১৩১২০ ॥]

পুরুষেরও দহরাকাশোপাসনা দ্বারা অপহতপাপুত্বাদি কল্যাণময় গুণবিশিষ্ট স্বাভাবিক স্বরূপের
প্রাপ্তি হয় ; এই কথা দ্বারা পরমপুরুষের অসাধারণ গুণই যে, স্বরূপ-প্রাপ্তির একমাত্র
হেতু, ইহা উপদেশ করিবার জন্ত এখানে প্রজাপতি-বাক্যোক্ত জীবের পরামর্শ করা হইয়াছে ।
আর প্রজাপতিবাক্যেও, দহরবিত্তায় উপযোগী হইবে বলিয়াই মুক্তাস্বায় স্বরূপগত যথাযথ
বিজ্ঞান অভিহিত হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্মলাভেচ্ছ ব্যক্তির পক্ষে জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপও
অবগু-জ্ঞাতব্য ; কারণ, জীব নিজেও কল্যাণময় গুণসম্পন্নই বটে, তথাপি নিরবধি ও নিরতিশয়
কল্যাণগুণোপেত পর ব্রহ্ম অনুভব করিয়া থাকে ; অতএব যথাযথরূপে আত্মস্বরূপ-বিজ্ঞানও
সেই ব্রহ্মোপাসনা-ফলেরই অন্তর্গত । আর প্রজাপতি-বাক্যে যে, ‘সমস্ত লোক ও সমস্ত কামা
ফল লাভ করিয়া থাকেন,’ ‘হাস্ত ও ক্রীড়া করত সেখানে বিচরণ করেন’ ইত্যাদি ফলের
উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাও দহর-বিজ্ঞানই ফল (স্বতন্ত্র নহে) ॥ ১১৩১২০ ॥

(*) যদ্যপি সর্ব্বগুণত্বক্ ‘জক্ষন্ ক্রীড়ন্’ ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে, তথাপি ‘জক্ষৎ’ ইত্যাদি
অভ্যাসবিধানং নু ন তবতীতি ‘জক্ষৎ’ ইত্যেব বৃত্তঃ পাঠো বৃত্ততে ।

“দহরোহস্মিন্” ইত্যল্পপরিমাণ-শ্রুতিরারাণোপমিতস্ত জীবশ্চৈবোপ-
পত্ততে, ন তু সর্বস্মাৎ জ্যায়সো ব্রহ্মণ ইতি চেৎ; তত্র যদুত্তরং বক্তব্যম্,
তৎ পূর্বমোক্তং “নিচায্যত্বাদেবম্” ইত্যনেন । অতো দহরাকাশোহনা-
ত্ৰাতাবিছাদ্যশেষদোষণকঃ স্বাভাবিকনিরতিশয়-জ্ঞানবলৈশ্বৰ্য্যবীৰ্য্যশক্তি-
তেজঃপ্রভৃত্যপরিমিতোদারগুণসাগরঃ পুরুষোত্তম এব । প্রজা পতিবাক্য-(*)
নির্দিষ্টস্ত “অস্তি হেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তি” [ছান্দো ০ ৮।১০।২] ইত্যেবমাদি-
ভিরবগতকৰ্ম্মনিমিত্ত-দেহপরিগ্রহঃ পশ্চাৎ পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্যাবি-
ভূতাপহতপাপ্যুত্বাদিগুণক-স্বরূপঃ, ইতি ন দহরাকাশঃ ॥ ১১।৩।২০ ॥

ইতশ্চৈতদেবম্—

অনুকৃতেশ্চ ৮ ॥ ১১।৩।২১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুকৃতঃ (অনুকরণহেতু) তস্ত (তাহার) ৮ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—অনুকৃতিঃ অনুকরণং; তস্ত দহরাকাশস্ত পরজ্যোতিষঃ “স তত্র পর্যোতি
জ্জ্বলং ক্রীড়ন্ রমমাণঃ” ইত্যাদৌ জীবকর্তৃকানুকরণশ্রবণং জীবো ন দহরাকাশঃ; নহি অনুকর্তা
অনুকর্ষ্যশ্চৈকঃ ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥

অনুকৃতি অর্থ—অনুকরণ; শ্রুতিতে দহরাকাশের উপাসনায় তৎসাদৃশ্যলাভের শ্রবণ হেতু
এখানে জীব কখনই দহরাকাশ হইতে পারে না; কেন না, অনুকরণকারী ও অনুকর্ষ্য কখনই
এক পদার্থ হয় না ॥ ১ ॥ ৩ । ২১ ॥]

যদি বল, দহরাকাশের অল্পপরিমাণপ্রতিপাদক “দহরোহস্মিন্” ইত্যাদি শ্রুতি আরাগ্ন-
সদৃশ জীবের পক্ষেই উপপন্ন হয়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা মহৎ ব্রহ্মের পক্ষে নহে; [চর্ম্মবেদক
হুম্মাগ্র অস্ত্রের নাম ‘আরা।’] এ সম্বন্ধে যে উত্তর বলা উচিত, তাহা পূর্বেই “নিচায্যত্বাৎ
এবং” ইত্যাদি সূত্রে উক্ত হইয়াছে । অতএব, অবিছাদ্যপ্রভৃতি সর্বপ্রকার দোষে অনাত্মত, এবং
স্বভাবসিদ্ধ নিরতিশয় জ্ঞান, বল, ঐশ্বৰ্য্য, বীৰ্য্য, শক্তি ও তেজঃ প্রভৃতি অপরিমিত উদার গুণের
সাগরস্বরূপ পুরুষোত্তমই ‘দহরাকাশ,’ [অস্ত্র নহে] । ‘ইহাকে (আত্মাকে) যেন হতই করে
এবং বিতাড়িতই করে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, প্রথমে প্রাক্তন কৰ্ম্মানুসারে
দেহধারী থাকে, পশ্চাৎ পরজ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে পর অপহতপাপ্যুত্বাদি-গুণসম্পন্ন
জৈব স্বরূপেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; এইজন্ত সেই জীবই প্রজাপতিবাক্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে;
কিন্তু দহরাকাশ হয় নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

এই কারণেও ইহা এইরূপই—‘যেহেতু তাহারই অনুকরণ।’

(*) বাচ্যে’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

তস্য দহরাকাশস্য পরস্য ব্রহ্মণোহনুকারণাদ্ অয়মপহতপাপুত্বাদিগুণকো
বিমুক্তবন্ধঃ প্রত্যগাত্মা ন দহরাকাশঃ। তদনুকারণঃ—তৎসাম্যম্ । তথাহি—
প্রত্যগাত্মানো বিমুক্তস্য পরব্রহ্মানুকারণঃ শ্রুয়তে—

“যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মায়োনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ॥

[মুণ্ড০ অ১৩] ইতি ।

অতোহনুকর্তা প্রজাপতিবাক্যানির্দিষ্টঃ ; অনুকার্যং ব্রহ্ম দহরা-
কাশঃ ॥ ১১৩২১ ॥

অপি স্বর্যতে ॥ ১১৩২২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও), স্বর্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥”

ইত্যাদৌ পরমাত্মোপাসনায় তদনুরূপ-স্বরূপাপত্তিঃ স্বর্যতেহপি চ ; অতঃ পরমাত্মৈব
দহবাকাশঃ, নতু জীব ইত্যশয়ঃ ॥

‘এইরূপ জ্ঞানাবলম্বনে আমার সমান ধর্ম-প্রাপ্ত ব্যক্তির সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হয় না, এবং
প্রয়কালেও দুঃখানুভব করে না।’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও পরমাত্মোপাসনায় জীবের তৎসাদৃশ্য-
প্রাপ্তিরূপ ফল উক্ত হইয়াছে ; অতএব পরমাত্মাই এই দহরাকাশ, জীব নহে ॥ ১১৩২২ ॥]

সংসারিণোহপি মুক্তাবস্থায়াম্ পরমসাম্যাপত্তিলক্ষণঃ পরব্রহ্মানুকারণঃ
স্বর্যতে—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥”

[ভগবদ্গীতা০ ১৪।২] ইতি ।

প্রত্যগাত্মা জীব যখন সেই দহরাকাশ-শব্দিত পর-ব্রহ্মের অনুকরণে অপহতপাপত্বাদি
গুণসম্পন্ন এবং বন্ধনবিমুক্ত হয়, তখন দহরাকাশ জীব হইতে পারে না। ‘তদনুকারণ’ অর্থ—
তাহার সমতা বা সাদৃশ্য। দেখ, বিমুক্তাবস্থ জীবের ব্রহ্ম-সাদৃশ্য লাভ পরিশ্রুত হইতেছে—
‘দ্রষ্টা যখন স্ববর্ণবর্ণ, জগৎকর্তা জগদীশ্বর ব্রহ্মারও কারণীভূত পুরুষকে দর্শন করেন, তখন
সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন (সর্বপ্রকার দোষ রহিত) হইয়া পরম-
সাম্য প্রাপ্ত হন,’ ইতি। অতএব প্রজাপতি-বাক্যে জীবই অনুকরণকারীরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ;
আর তাহার অনুকার্য ব্রহ্মপদার্থই ‘দহরাকাশ’ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১১৩২১ ॥

কেচিৎ “অনুকৃতেন্তস্ত চ”, “অপি স্মর্যতে” ইতি সূত্রদ্বয়মধিকরণ-
স্তুরং “তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং তস্ত ভাশা সর্বমিদং বিভাতি [মুণ্ড.
২।২।১০.]” ইত্যশ্চাঃ শ্রুতেঃ পরব্রহ্মপরত্বনির্ণয় প্রবৃত্তং বদন্তি । তত্
“অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ” [ব্রহ্মসূ. ১।২।২২], “দ্যুভাছায়তনং
স্বশব্দাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।৩।১] ইত্যধিকরণদ্বয়েন তস্ত প্রকরণস্ত পরব্রহ্ম-
বিষয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।২৫]
ইত্যাদিষু পরস্ত ব্রহ্মণো ভারূপত্বাবগতেশ্চ পূর্বপক্ষানুখানাদ্ অব্যক্তম্,
সূত্রাক্ষরবৈরূপ্যং চ ॥ ১।৩।২২ ॥ [পক্ষমং দহরাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

প্রতিপাদিকরণম্ ।] শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ১।৩।২৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দাৎ (শ্রুতিবাক্যরূপ হেতুতেই) প্রমিতঃ (পরিমিত বা পরিচ্ছিন্ন) ।]

[সরলার্থঃ—“অস্মৃষ্টমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি । ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত ন ততো
বিজুগপতে।” ইত্যেবংজাতীয়া আত্মনঃ অস্মৃষ্টমাত্রত্ববোধিকাঃ বহ্বাঃ শ্রুতয়ঃ কঠবল্লীষু উপলভ্যন্তে।
তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং অস্মৃষ্টপরিমিতো জীবাত্মা? উত পরমাত্মেতি । উপাধিপরিচ্ছিন্নঃ জীব
এব অস্মৃষ্টমাত্রঃ পুরুষঃ, ইতি প্রতীয়তে, ন তু জীবঃ । এবং প্রাপ্তে উচ্যতে—শব্দাৎ এবং
“ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত” ইতিশ্রুতিবাক্যাদেব প্রমিতঃ অস্মৃষ্টপরিমিতঃ পরমাত্মৈব, ন তু জীবঃ;
তস্ত নিরঙ্কুশ-ভূত-ভব্যোশানত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥

‘অস্মৃষ্টপরিমিত পুরুষ আত্মার মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনিই অতীত ও অনাগত
[সর্বপদার্থের] ঈশবঃ; তাঁহা হইতে কিছু নিন্দিত হয় না।’ কঠোপনিষদে আত্মার
অস্মৃষ্টমাত্রত্ববোধক এই জাতীয় বহুতর শ্রুতি দৃষ্ট হয়। তাহাতে সংশয় হইতেছে যে,
এই অস্মৃষ্টপরিমিত পুরুষটি কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? আপাততঃ নহে হয়, জীব যখন
উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তখন সেই জীবই এই অস্মৃষ্টমাত্র পুরুষ, পরমাত্মা নহে। এইরূপ সম্ভাবনার
উত্তরে বলা হইতেছে যে, “ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত” এই শ্রুতি-বাক্যানুসারেই [জানা যায় যে,]
পরমাত্মাই এই অস্মৃষ্টপরিমিত পুরুষ, জীব নহে। কেন না, সর্বতোমুখী শাসন-ক্ষমতা জীবের
পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না ॥ ১।৩।২৩ ॥]

কঠবল্লীষু শ্রুতং—

“অস্মৃষ্টমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ।

ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত ন ততো বিজুগপতে । এতদৈ তৎ ॥

কঠবল্লীতে শ্রুত হয় যে, “অস্মৃষ্টমাত্র (অস্মৃষ্টাল্লী-পরিমিত) পুরুষ আত্মার অভ্যন্তরে
অবস্থিত আছেন, তিনিই ভূত (অতীত) ও ভব্যের (অনাগতের) ঈশান শাসনবর্ধী;

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাদৃশকঃ ।

ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত স এবাং স উ শ্বঃ ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥”

[কঠং ১৪।১২, ১৩]

“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাঙ্গা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।

তং স্বাচ্ছরীরাং প্রব্ৰহ্মজ্ঞাদিবেষীকাম্

ধৈর্যেণ, তং বিচাচ্ছ ক্রময়তম্ । [কঠং ২।৬।১৭] ইতি ॥

তত্র সন্নিহিতে—কিময়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপ্রমিতঃ প্রত্যগাত্মা? উত পর-
মাত্মেতি? কিং যুক্তম্? প্রত্যগাত্মেতি। কৃতঃ? জীবন্ত অত্ৰোঙ্গুষ্ঠমাত্র-
শ্রুতে, “প্রাণাধিপঃ (*) সঞ্চরতি স্বকশ্মভিঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্লাহঙ্কারসমম্বিতো যঃ” [শ্বেতাস্বং ৫।৮-৭] ইতি। ন চাত্ৰোপাসনার্থ-
তয়াপি পরমাত্মনোহঙ্গুষ্ঠমাত্রং শ্রুয়তে। এবং নিশ্চিতং জীবন্তে ঈশানং
শরীরেন্দ্রিয়-ভোগ্য-ভোগোপকরণাপেক্ষয়াপি ভবিষ্যতি; ইতি প্রাপ্তে
ক্রমঃ—“শব্দাদেব প্রমিতঃ।”

তাহা হইতে কেহ নিন্দা লাভ করে না। ইহাই সেই বস্তু [যাহা তুমি জানিতে চাহিয়াছ]।’
‘অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ধর্মহীন অগ্নির ঠায় [উজ্জল], ভূত ও ভব্যের ঈশান; তিনিই অত্ৰ এবং
তিনিই কল্যা [থাকিবেন]; ইহাই সেই বস্তু।’ ‘অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তরাঙ্গা পুরুষ সর্বদা
জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। মুগ্ধ (শবতৃণ) হইতে ঈষীকার (গর্ভপত্রের)
ঠায় ধৈর্য্যসহকায়ে তাহাকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক্ করিবে; তাহাকেই উজ্জল অমৃতস্বরূপ
বলিয়া জানিবে।’

এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষটি কি জীবাঙ্গা? অথবা পরমাত্মা?
কোনটি যুক্তিযুক্ত? জীবাঙ্গা। কারণ? অত্ৰস্থলে জীবের অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণবোধক-শ্রুতিই
কাবণ; যথা—‘যিনি স্বর্ঘ্যসদৃশ রূপসম্পন্ন, এবং সংকল্প ও অহঙ্কারসমম্বিত, তিনিই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ
প্রাণাধিপতি হইয়া সঞ্চরণ করেন।’ বিশেষতঃ উপাসনার জন্তুও যে, পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ
নির্দেশ হইতে পুরে, তাহাও অত্ৰ কোন স্থানে পরিশ্রুত হইতেছে না। এইরূপে [অঙ্গুষ্ঠ-
মাত্র পুরুষের] জীবন্ত ধর্মই নিশ্চিত হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য ও ভোগোপকরণ বিষয়ে

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ পরমাত্মা ; কূতঃ ? “ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত” ইতি শব্দাদেব ;
ন চ ভূত-ভব্যস্ত সর্বশ্রেণীভূতং কৰ্ম্মপরবশস্ত জীবস্তোপপত্ততে ॥১॥৩২৩॥
কথং তর্হি পরমাত্মনোহঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ ? ইত্যত্রাহ—

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥১॥৩২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—হৃদ্যপেক্ষয়া (হৃদয়ের তুলনায়) [অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব], তু (কিন্তু) মনুষ্যাধিকারত্বাৎ
(যে হেতু মনুষ্য বিষয়েই) [শাস্ত্রের উপদেশ ।]

[সরলার্থঃ—সর্বব্যাপিনোহপি পরমাত্মন উপাসনার্থং উপাসকহৃদয়ে বর্তমানত্বাৎ হৃদয়স্ত চ
অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ তদপেক্ষয়া পুনঃ ইদং অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ । অবিশেষেণ প্রবৃত্তমপি শাস্ত্রং মনুষ্যানিব
অধিকরোতি ; সূত্রবাং তদপেক্ষয়া ইদম্ উক্তম্ ইত্যশয়ঃ ॥

উপাসনাবিধায়ক শাস্ত্র সাধারণতঃ মনুষ্যেব পক্ষেই প্রযুক্ত ; মনুষ্য-হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ।
সর্বব্যাপক পরমাত্মা উপাসনাকালে উপাসক মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত হন ; এই কারণে উপাসক-
হৃদয়ের পবিত্রাণুসারে তদভিব্যক্ত পবিত্রাত্মারও অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ উক্ত হইয়াছে ॥ ১ । ৩ । ২৪ ॥]

পরমাত্মন উপাসনার্থম্ উপাসক-হৃদয়ে বর্তমানত্বাদ্ উপাসক-
হৃদয়স্তাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণত্বাৎ তদপেক্ষয়েদম্ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বমুপপত্ততে ; জীবস্তাপি

তাহার ঈশানত্বও সম্ভব হইতে পারে । এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—“শব্দাৎ
এব প্রমিতঃ ।” (*)

পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ ; কারণ ? ‘ভূত ও ভব্য পদার্থের ঈশ্বর’ এই শব্দই (শ্রুতি-
বাক্যই) তাহার কারণ ; কেন না, [প্রাক্তন] কর্ম্মাধীন জীবের কখনই ভূত-ভব্য সর্ব
পদার্থের শাসনকর্ত্ত্ব সম্ভবপর হয় না ॥ ১ । ৩ । ২৩ ॥

যেহেতু পরমাত্মা উপাসনার্থ উপাসক-হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এবং যে হেতু
উপাসকের হৃদয়ও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ; [সেই হেতুই পরমাত্মার পক্ষে] সেই উপাসক-হৃদ্যপেক্ষায়
অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব উপপন্ন হইতেছে ; আর জীবেরও যে, অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব, তাহাও হৃদয়মধ্যে

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘প্রমিতাধিকরণ’ । এই অধিকরণটি প্রকৃত পক্ষে ভেদেই হইতে উনত্রিশ পর্য্যন্ত
সাত সূত্রে পরিসমাপ্ত হইলেও পাটস্থ হইতে আবার ‘দেবতাধিকরণ’ নামে অপর একটি পুঙ্খ অধিকরণ করিত
হইয়া থাকে । বস্তুতঃ ঐ দেবতাধিকরণকে এই প্রমিতাধিকরণেরই গর্ভাধিকরণ বলিলে অস্ত্রায় হয় না । যাহা
হটক, ষাসরাও তদনুসারে ২৩—২৪ সূত্রে এই ‘প্রমিতাধিকরণ’ নির্দেশ করিলাম ।

এই প্রমিতাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ” ইত্যাদি । (২) সংশয়
—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ কি জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? । (৩) পূর্বপক্ষ—উপাদি পরিচ্ছিন্ন জীবই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ;
ব্যাপক পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—না—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ পরমাত্মাই ; জীব নহে ; শ্রুতিবাক্য হেতুই
তাহার পরিমিতত্ব নিশ্চয় হয় । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, এবং ঐরূপে তাহার উপাস-
নাই ঐরূপ নির্দেশের প্রয়োজন ।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বং হৃদয়াস্তবর্তিত্বাৎ তদপেক্ষমেব ; তন্ত্ৰাণাংগ্রামাত্রত্বপ্রত্যয়ঃ ।
 মনুষ্যাণামেব উপাসকত্বসম্ভাবনয়া শাস্ত্রস্ত মনুষ্যাধিকারত্বাৎ মনুষ্যহৃদয়স্ত চ
 তত্তদঙ্গুষ্ঠ-প্রমিতত্বাৎ খর-তুরগ-ভূজগাদীনামনঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বেহপি ন কশ্চি-
 দ্দোষঃ, স্থিতং তাবদুত্তরত্ব সমাপয়িষ্যতে ॥১॥৩১২৪॥ [ইতি প্রমিতাধিকরণম্]

দেবতাধিকরণম্] তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥১॥৩১২৫॥

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মোপাসনাশাস্ত্রং মনুষ্যাধিকারে প্রবৃত্তম্, ইত্যুক্তম্ ; ইদানীং তৎপ্রসঙ্গেন
 দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিজ্ঞানমধিকারোহস্তুি নবা ইতি চিন্ত্যতে । তদুপরি—তেভ্যঃ মনুষ্যেভ্যঃ
 উপরি বর্তমানানাং দেবাদীনামপি অস্তি ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ অধিকারঃ । যদ্বা, তৎ—উপাসনং,
 উপবি—মনুষ্যেভ্য উপরি—দেবাদিষপি ইত্যর্থঃ ; ইতি বাদরায়ণ আচার্যো মত্বতে । কৃতঃ ?
 সম্ভবাৎ—অর্থিত্ব-সমর্থত্ব-দেহববাদীন্যাং অধিকারহেতুনাং তেষাপি সম্ভবাৎ । মন্তার্থবাদেতি-
 হাসাদিভ্যো হি দেবাদীনামপি বিজ্ঞার্থিত্বাদিকমবগম্যতে ॥

উপাসনাবিধায়ক শাস্ত্র যে মনুষ্যসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে ।
 দেবতাপ্রভৃতিরও ব্রহ্মবিজ্ঞান অধিকার আছে কি না, এখন তাহাই আলোচিত হইতেছে—

বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন যে, মনুষ্যের উপবেও অর্থাৎ দেবতাপ্রভৃতিরও ব্রহ্মবিজ্ঞান
 অধিকার আছে ; কারণ, তাহাও ব্রহ্মবিজ্ঞানগ্রহণে সমর্থ, অর্থাৎ তদুপর্য্যাপি শরীরসম্পন্ন ;
 অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞান তাহাদেরও অধিকার থাকা সম্ভব হয় ॥ ১।৩।২৫ ॥]

পরন্তু ব্রহ্মাণোহঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বোপপত্তয়ে মনুষ্যাধিকারং ব্রহ্মোপাসন-
 শাস্ত্রমিত্যুক্তম্ । তৎপ্রসঙ্গেনদানীং ব্রহ্মবিজ্ঞানং দেবাদীনামপ্যাধি-
 কারোহস্তুি, নাস্তীতি বিচার্য্যতে । কিং তাবদ্ যুক্তম্ ? নাস্তি দেবাদীনাম-

অবস্থিতিনিবন্ধন সেই হৃদয়ের পরিমাণানুসারেই হইয়াছে ; যে হেতু তাহার আরাগ্রামাত্র
 পরিমাণবোধক অপর শ্রুতিও রহিয়াছে । উপাসনায় মনুষ্যগণেরই কর্তৃত্ব সম্ভব হয়, এইজন্ত
 মনুষ্যাধিকারেই উপাসনাশাস্ত্র ; মনুষ্যহৃদয়ও সাধারণতঃ নিজ-নিজ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ; সুতরাং
 গর্দভ, অশ্ব ও সর্প প্রভৃতির অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অসম্ভব হইলেও কোন দোষ হইতেছে না ।
 অবশিষ্ট বক্তব্যগুলি পরে পরিসমাপ্ত করা হইবে ॥ ১।৩।২৪ ॥ [ইতি ষষ্ঠ 'প্রমিতাধিকরণ'] ।

পরব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপাদন করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মোপাসনাবিধায়ক শাস্ত্রকে
 মনুষ্যাধিকারেই প্রবৃত্ত বলা হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিজ্ঞান দেবতাপ্রভৃতিরও অধিকার
 আছে, কি না, তাহাই এখন বিচারিত হইতেছে । এখন কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? দেবতা-
 প্রভৃতির অধিকার নাই, [ইহাই যুক্তিসম্মত] ; কারণ ? সামর্থ্যের অভাবই কারণ ; কেন না,

ধিকার ইতি । কৃতঃ ? সামর্থ্যাভাবাৎ ; নহুশরীরীনাং দেবাদীনাং বিবেক-
বিমোকাদি-সাধনসমুৎপাদ্যুৎপাদিত-ব্রহ্মোপাসনোপসংহারসামর্থ্যমস্তু । নচ
দেবাদীনাং শরীরে প্রমাণমুপলভ্যমহে । যদপি পরিনিষ্পন্নোহপি বস্তুনি
ব্যুৎপত্তিসম্ভাবনয়া বেদান্তবাক্যানি পরে ব্রহ্মাণি প্রমাণভাবমভবন্তি,
তথাপি দেবাদীনাং বিগ্রহবদ্ধ-প্রতিপাদনপরং ন কিঞ্চিদপি বাক্যমুপ-
লভ্যতে । মন্ত্রার্থবাদাস্ত কৰ্ম্মবিধিশেষতয়া অতঃপরত্বাৎ ন দেবাদিবিগ্রহসাধনে
প্রভবন্তি । কৰ্ম্মবিধয়শ্চ স্বাপেক্ষিতোদ্দেশ্য-কারকত্বাতিরেকি দেবতাগতং
কিমপি ন সাধয়ন্তি ; অতএব তাসামর্থিত্বমপি ন সম্ভবতি । অতঃ
সামর্থ্যার্থিত্বয়োরাভাবাদ্ দেবাদীনাং নধিকার ইতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“তদুপর্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ” । তদুপর্যপি—তৎ—ব্রহ্মোপাসনম্,

দেবতাগণের শরীর নাই; সুতরাং তাহাদের পক্ষে বিবেক-বিমোকাদি সমুৎপাদ সাধনের
সাহায্যে ব্রহ্মবিজ্ঞানগ্রহণে সামর্থ্য নাই । আব দেবগণের শরীরত্ববিষয়ে কোন প্রমাণও
দেখিতেছি না । যদিও, শব্দ দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ (ক্রিয়োন্মুখ রহিত) বস্তুবিষয়েরও ব্যুৎপাদন
করা সম্ভব হয় বলিয়া, বেদান্তবাক্যসমূহ পরব্রহ্ম বিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে সত্য,
তথাপি দেবতাপ্রভৃতির শরীরসত্ত্ব-প্রতিপাদক প্রমাণস্বরূপ কোনরূপ বাক্যই দৃষ্ট হইতেছে না ।
মন্ত্র এবং ‘অর্থবাদ’ বাক্যসমূহও যখন কৰ্ম্ম-বিধিরই অঙ্গ, তখন তৎসমস্তই অতঃপর, অর্থাৎ অত্যাগ-
বোধক (স্বার্থে প্রামাণ্যহীন); সুতরাং সে সমুদয়ও দেবগণের শরীরাস্তিত্ব প্রমাণ কবিত্তে
সমর্থ হইতেছে না । কৰ্ম্মবিধিসমূহও দেবতা সম্বন্ধে কৰ্ম্মাপেক্ষিত উদ্দেশ্য বা সম্প্রদানস্বারা
প্রতিপাদন ভিন্ন অতিবিক্ত আর কিছুই প্রমাণ করিতেছে না (*) । এই কারণেই (শরীর
না থাকাতাই) তাহাদের অর্থিত্বও (প্রার্থনা করাও) সম্ভব হয় না; অতএব, সামর্থ্য ও অর্থিত্ব
না থাকায় দেবতাপ্রভৃতির অধিকার নাই । এই প্রকার সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—
“তদুপর্যপি” ইত্যাদি ।

তদুপর্যপি—তৎ অর্থ—ব্রহ্মোপাসনা, উপরি অর্থ—দেবতাপ্রভৃতিতেও, সম্ভব হয়, ইহা

ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন; কারণ, তাহাদেরও অর্থিত্ব
সিদ্ধান্ত
ও সামর্থ্যের সম্ভব আছে । প্রথমতঃ দুঃসহ আধ্যাত্মিকাদি দুঃখে

(*) তাৎপৰ্য্য—আশঙ্কা হইয়াছিল, কৰ্ম্মবিধিগত যে সমস্ত বাক্য দেবতার উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বিধি-
বাক্যই দেবতার বিগ্রহ-সম্ভাবও প্রতিপাদন করিবে? সুতরাং দেবতার বিগ্রহসম্ভাবে প্রমাণের অভাব নাই ।
তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—দেবতাসম্বন্ধে কৰ্ম্মবিধির এইমাত্র কার্য্য যে, কোন দেবতা কোন কৰ্ম্মের সম্প্রদান
কারক, অর্থাৎ কোন ক্রমাতে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে হব দান করিতে হইবে, তাহারই নির্দেশ করিয়া দেওয়া ;
কিন্তু সম্প্রদানভূত সেই দেবতার শরীর আছে কি না, এবং কোন প্রকার গুণরূপাদি আছে কি না । তাহা প্রতি-
পাদন করা উহার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত ।

উপরি—দেবাদিষ্পি, সম্ভবতীতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে, তেষামর্থিত্ব-
সামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ। অর্থিত্বং তাবৎ আধ্যাত্মিকাদি-তুর্বিষয়-তুঃখাভিতাপাৎ
পরস্মিন্ ব্রহ্মাণি চ নিরন্তরনিখিলদোষগন্ধে অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেকল্যাণ-
গুণগণে নিরতিশয়ভোগ্যত্বাদিজ্ঞানাত্ম সম্ভবতি ; সামর্থ্যমপি পটুতরদেহে-
ন্দ্রিয়াদিমত্তয়া সম্ভবতি। দেহেন্দ্রিয়াদিমত্ত্বং চ ব্রহ্মাদীনাং সকলোপনিষৎস্ব
সৃষ্টিপ্রকরণেষু উপাসনপ্রকরণেষু চ শ্রুয়তে। তথা হি—“সদেব সোম্যোদম গ্র-
আসীৎ”, “তদৈক্ষত—বহু স্মাং—প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোহসৃজত”
[ছান্দোঃ ৬।২।১, ৩] ইত্যরভ্য সর্বমচেতনং তেজোহবলপ্রমুখাবস্থা বিশেষ-
বদ্ ব্যাকৃত্য “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যা করবাণি” [ছান্দোঃ
৬।৩২] ইতি সঙ্কল্য ব্রহ্মাদি-স্বাবরান্তুং চতুর্বিধং ভূতজাতং তত্ত্বকস্মোচিত-
শরীরঃ(*) তদুচিত-নামভাক্ চায়মকরোদিত্যুক্তম্।

এবং সর্বত্র সৃষ্টিবাক্যেষু দেব-তির্যহ্মনুষ্য-স্বাবরাত্মনা চতুর্বিধা
সৃষ্টিরাস্মায়তে। দেবাদিভেদশ্চ তত্ত্বকস্মানুগুণব্রহ্মলোকপ্রভৃতি-চতুর্দশ-
লোকস্ব-ফলভোগযোগ্য-দেহেন্দ্রিয়ান্দিয়োগায়ত্ত্বং, আত্মনাং স্বতো দেবা-
দিত্বাভাবাৎ। তথা “তন্ধোভয়ে দেবাসুরা অনুবুধিরে, তে হোচুঃ...ইন্দ্রো

অভিতপ্ত হওয়ায় এবং সর্ববিধ দোষ-সংস্পর্শবর্জিত, অবধি ও অতিশয়রহিত, অসংখ্য কল্যাণময়
গুণগণোপেত পর ব্রহ্মেও নিরতিশয় ভোগ-সদ্বাব জানা থাকায় তাহাদেরও [ব্রহ্মোপাসনায়]
অর্থিত্ব সম্ভবপর হইয়া থাকে; কার্যক্ষম উৎকৃষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি বিত্তমান থাকায় তাহাদের
সামর্থ্যও সম্ভবপর হইয়া থাকে। সমস্ত উপনিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে ও উপাসনাপ্রকরণেও ‘ব্রহ্মা’
প্রভৃতি দেবতাগণের দেহেন্দ্রিয়াদি-সত্তা পরিশ্রুত হইয়া থাকে। দেখ; ‘হে সোম্য, সৃষ্টির
অগ্রে এই জগৎ সংস্করূপ ছিল;’ ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন - বহু হইব—জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি
করিলেন’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যক্ত তেজঃ ও জলপ্রভৃতি সমস্ত অচেতনকে ব্যাকৃত
বা অভিব্যক্ত করিয়া—‘এই জীবাশ্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব’ এইরূপ
চিন্তা করিয়া তিনিই ব্রহ্মাদি স্বাবরণ্যন্ত চতুর্বিধ ভূতবর্গকে বিশেষ বিশেষ কস্মানুগুণ শরীর ও
তদুপযুক্ত নাম-রূপভাগী করিয়াছেন, ইত্যাদি কথা উক্ত হইয়াছে। এইপ্রকার সমস্ত সৃষ্টিবাক্যেই
দেবতা, তির্যক্ (পশু পক্ষি প্রভৃতি), মনুষ্য ও স্বাবরাশ্মক চতুর্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি কথিত
হইয়াছে। স্বরূপতঃ কোন আত্মারই যখন দেবাদিভাব নাই, তখন ঐ দেবাদিভাব কেবল
ব্রহ্মলোক প্রভৃতি চতুর্দশ লোকে বিশেষ বিশেষ কস্মানুযায়ী ফলভোগযোগ্য দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত

(*) ভূতশরীর ইতি (ক) পাঠঃ।

হ বৈ দেবানামভিপ্রবত্রাজ বিরোচনোহম্মরাণাং, তৌ হাসম্বিদানাবেব সমিৎ-
পাণী প্রজাপতিসকাশমাজগাভুঃ”, “তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচার্য্যমুষভুঃ,
তৌ হ প্রজাপতিরুবাঃ” [ছান্দো ০ ৮।৭।২, ৩] ইত্যাদিনা স্পষ্টমেব
শরীরেন্দ্রিয়বদ্ধং দেবাদীনাং প্রতীয়তে ।

কৰ্ম্মবিধিশেষভূত-মন্ত্ৰার্থবাদেষপি “বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ” [অষ্টক ০ ২।৬।৭।
৩৪], তেনেন্দ্রো বজ্রমুদযচ্ছৎ” [কাণ্ড ০ ২।৪।১২] ইত্যাদিভিঃ প্রতীয়-
মানং বিগ্রহাদিমন্ত্ৰং প্রমাণান্তরাবিরুদ্ধং তৎপ্রমেয়মেব । ন চানুষ্ঠেয়ার্থ-
প্রকাশন-স্তুতিপরত্নাভ্যাং প্রতীয়মানার্থান্তরাবিবক্ষা শক্যতে বক্তৃনু ;
স্তুত্যাছুপযোগিত্বাৎ (*) তেন বিনা স্তুত্যাছুপপত্তেঃ । গুণকথনেন হি
স্তুতিত্বং, গুণানামসদৃভাবে স্তুতিত্বমেব (†) হীয়তে । ন চাসতি গুণে
কথিতে তেন (§) প্ররোচনা জায়তে ; অতঃ কৰ্ম্ম প্ররোচয়ন্তো গুণসম্ভাবং
বোধয়ন্তেব্যর্থবাদাঃ । মন্ত্ৰাশ্চ কৰ্ম্মস্ব বিনিযুক্তাঃ তত্র তত্র কিঞ্চিংকরত্বায়
অনুষ্ঠেয়মর্থং (§) প্রকাশয়ন্তো দেবতাদিগত-বিগ্রহাদিগুণবিশেষমাভিদধত

সম্বন্ধ নিবন্ধনই কল্পিত হইয়া থাকে না। সেইরূপ, ‘দেবতা ও অম্মর, উভয়েই [লোক-
পরম্পরাগত প্রজাপতির উপদেশ] অবগত হইয়াছিলেন ; তাহারা বলিয়াছিলেন... ; দেবগণেব
মধ্যে ইন্দ্র, আর অম্মরগণের মধ্যে বিরোচন, এই দুইজন প্রজাপতির উদ্দেশে গমন করিয়া-
ছিলেন ; তাহারা পরস্পরের ফললাভে একমত না হইয়া অর্থাৎ ঈর্ষাপরবশভাবে সমিৎপাণি
হইয়া প্রজাপতি সমীপে সমাগত হইয়াছিলেন’ ; ‘তাহারা বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক
বাস করিয়াছিলেন ; পজাপতি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন’, ইত্যাদি বাক্য হইতে দেবতা-
প্রভৃতিরও শরীরেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ স্পষ্টাক্ষরে প্রতীত হইতেছে ।

আর কৰ্ম্মবিধির অঙ্গস্বরূপ মন্ত্ৰ ও অর্থবাদ প্রভৃতিতেও ‘পুরন্দর (ইন্দ্র) বজ্রহস্ত,’ ‘ইন্দ্র
বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন’, ইত্যাদি বাক্যে যে, শরীরাস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে, তাহা যখন
প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ নহে, তখন নিশ্চয়ই সত্য । আর মন্ত্ৰ ও অর্থবাদাদির ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান-প্রকাশন
ও প্রশংসা পরত্বনিবন্ধন যে, প্রতীতি সত্ত্বেও অত্র অর্থ বিবক্ষিত হইবে না, ইহাও বলিতে
পারা যায় না ; কেন না, প্রতীয়মান সেই অর্থান্তরও স্তুতিবাদ প্রভৃতিরই উপযোগী ।
বিশেষতঃ অর্থান্তর-বিবক্ষাস্বীকার না করিলে স্তুতিবাদত্বই উপপন্ন হইতে পারে না । কারণ,
গুণ-কথন আছে বলিয়াই [ঐ সকল বাক্যের] স্তুতিত্ব ; গুণের অসম্ভাবে স্তুতিত্বই নষ্ট হইতে
পারে ; আর অবিদ্যমান গুণ কথিত হইলেও তদ্বারা লোকের প্ররোচনা (প্রবৃত্তির উত্তেজনা)

(*) ‘পষোপাৎ’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ‘মপি’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) ন চাসতা গুণেন কথিতেন’ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(§) অনুষ্ঠেয়ার্থ’ ইতি ‘ক, ন’ পাঠঃ ।

এব তত্র কিঞ্চিৎকুৰ্বন্তি ; অন্যথা ইন্দ্রাদিস্মৃত্যনুপপত্তেঃ ; ন চ নির্বিশেষা
 দেবতা ধিয়মধিরোহতি । তত্র প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তান্ গুণান্ স্বয়মেব বোধয়িত্বা
 তৈঃ কস্ম প্ররোচয়ন্তি ; গুণবিশিষ্টং বা প্রকাশয়ন্তি ; দেবতাদিগতবিগ্রহাদি-
 গুণবিশেষমভিধদতঃ তত্র (*) প্রাপ্তাংশ্চানুগতৈঃ প্ররোচন-প্রকাশনে (†)
 কুৰ্বন্তি ; বিরুদ্ধত্বৈ তু তত্রাচিভিঃ শব্দৈরাবিরুদ্ধান্ গুণান্ লক্ষয়িত্বা
 কুৰ্বন্তি । কস্মবিধেচ দেবতায়াঃ প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তম্ (‡) ঐশ্বর্যমপেক্ষিত-
 মেব । কামিনঃ কৰ্ত্তব্যতয়া কস্ম বিধীয়মানং স্বয়ং ক্ষণপ্রস্থংসি কালান্তর-
 ভাবিনঃ ফলস্ম স্বর্গাদেঃ সাধকমপেক্ষতে । মন্ত্রার্থবাদয়োশ্চ—“বায়ুর্বে
 ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্নেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং
 গময়তি” [যজুঃ ৩২।১।১।১], “যদনেন হবিষা আশাস্তে, তদশ্যং তদৃক্যং
 তদস্মৈ দেবা রাধস্তাম্” [অষ্টাঃ প্রশ্নঃ ১ ।] ইত্যাদিযু দেবতায়াঃ কস্ম-
 গারাধিতায়াঃ ফলদায়িত্বং তদনুগুণৈকশ্বর্যং প্রতীয়মানমপেক্ষিতত্বেন

জন্মিতে পাবে না । অতএব কস্ম বিষয়ে কচিজনক অর্থবাদসমূহও নিশ্চয়ই বর্ণনায় গুণের সত্তাব
 বোধক । মন্বসমূহও কস্মে বিনিযুক্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপকাবসাপনের জন্মই কস্মা-
 নুগেয় অর্থের প্রতিপাদন করিয়া থাকে ; স্তববাং মন্বসমূহ দেবতা প্রভৃতিব শব্দবাদি গুণবিশেষ
 প্রতিপাদন কবিরাই উপকারী হইয়া থাকে ; নচেৎ কার্যকালে ইন্দ্রাদিব স্ববণই হইতে পারে না ;
 কেন না, নির্বিশেষ অর্থবাং শব্দবাদি বিশেষভাববহিত কেবলই শব্দময় দেবতা কখনই বুদ্ধাক্রুত
 (স্বত) হইতে পারে না । তাহাতে [এইমাত্র বিশেষ যে,] যে সমস্ত গুণ প্রমাণান্তবে পাওয়া যায়
 নাই, নিজেই সেই সমস্ত গুণবান্ প্রতিপাদন কবত তদ্বাবা কস্মে রচি উৎপাদন কবে ; অথবা
 গুণ দ্বাবা বিশেষিত করিয়া কস্মবিশেষ প্রতিপাদন কবে । আব যে সমস্ত গুণ প্রমাণান্তর-জন্ম,
 তৎসমুদয়ের অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র কবিয়া দোকেব প্রবোচনা ও কস্মেব স্বরূপ প্রকাশন,
 উভয়ই কবিয়া থাকে । [প্রমাণান্তরের সহিত] বিবোধ উপস্থিত হইলে সেই গুণবাক্য শব্দ দ্বারা
 অবিকল্প গুণসমূহ লক্ষিত করিয়া প্রতিপাদন কবিয়া থাকে । দেবতাব ঐশ্বর্য বা বিভূতিও
 নিশ্চয়ই কস্ম বিধিতে অপেক্ষিত । সকাম ব্যক্তিব কৰ্ত্তব্যরূপে বিধীয়মান কস্ম নিজে ক্ষণস্থায়ী ;
 স্তববাং তাহা কালান্তরভাবি-স্বর্গাদি ফলেব সাধক অপব কিছু সাবনেব অপেক্ষা কবে ;
 [অর্থবাদ-প্রকাশিত ঐশ্বর্য্যাদি সেই সাধক প্রমাণ] । ‘বায়ু বড় ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা,
 উপাসক স্বীয় ভাগ্যবলে বায়ু অভিযুগে ধাবিত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে সম্পৎ প্রাপ্ত করাইয়া
 থাকে’, ‘যজমান এই হবিঃ দ্বারা যাহা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহা অর্পিত হউক, তাহা বুদ্ধি
 পাউক, দেবগণ তাহা সম্পন্ন করুন’, ইত্যাদি মন্ত্রে ও অর্থবাদবাক্যে বে, প্রতীয়মান—কস্মারাধিত

(*) দেবতাদিগত-বিগ্রহাদিগুণবিশেষমভিধদতঃ এব তত্র ইত্যাদিকঃ ‘ক’ পাঠস্ত প্রামাণিক ইতি প্রতীয়তে ।

(†) প্ররোচন-প্রকাশনং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তম্ ইত্যংশঃ ‘ত’ পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

বাক্যার্থে সমন্বীয়তে । দেবপূজাভিধায়িনো যজিধাতোশ্চ যাগাখ্যং কৰ্ম্ম
স্বারাধ্যদেবতাপ্রধানং প্রতীয়তে । তদেবং কৃৎস্নবাক্যপর্যালোচনয়া বাক্যাদেব
বিধ্যপোক্ষিতং সৰ্ব্বমবগতমিতি নাপূর্ব্বাদিকং ব্যুৎপত্তিসময়ানবগতং কৰ্ম্ম-
বিধিভিধেয়তয়া কল্পতেয়া বা আশ্রয়িতব্যম্ । তথা সক্ষীর্ণব্রাহ্মণ-মন্ত্রার্থবাদ-
মূলেষু ধৰ্ম্মশাস্ত্রেতিহাসপুরাণেষু ব্রহ্মাদীনাং দেবাস্থরপ্রভৃতীনাং চ দেহেন্দ্রিয়া-
দয়ঃ স্বভাবভেদাঃ স্থানানি ভোগাঃ কৃত্যানি চ, ইত্যেবমাদয়ঃ স্বেচ্ছাক্রাঃ প্রতি-
পাত্তস্তে । অতো বিগ্রহাদিমত্বাদ্ দেবাদীনামপাধিকারোহস্ত্যেব ॥১১৩৥২৫॥

বিরোধঃ কৰ্ম্মণীতি চেৎ, নানেকপ্রতি-

পত্তেদর্শনাৎ ॥ ১১৩৥২৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিরোধঃ (বিরোধ) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মেতে) [হয়,] ইতি (ইহা) চেৎ [যদি বল,] ন
(না—বলিতে পার না), অনেক প্রতিপত্তেঃ (অনেকপ্রকার উপপত্তিব) দর্শনাৎ (দর্শনহেতু) ।]

[সরলার্থঃ—দেবাদীনাং বিগ্রহাদিমর্মে একত্র অনেকত্র যুগপৎ সন্নিধানাসম্ভবাৎ হেতোঃ
বিজ্ঞান্যঃ বিরোধোভাবোহপি কৰ্ম্মণি বিরোধঃ প্রসঙ্গ্যতে, ইতি চেৎ; তং ন; কৃতং ৭ অনেক-
প্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ—সৌভরিপ্রভৃতীনাং শক্তিবিশেষবশাৎ যুগপৎ অনেকশরীরত্র প্রতিপত্তেঃ
গ্রহণত্র দৃষ্টত্বাৎ । যত্র, অনেকধা প্রতিপত্তেঃ সমাধানত্র সম্ভবাৎ; যথা বিগ্রহাদিমানপি কশ্চিং
যুগপৎ বহুভিঃ নমন্ততে, নতু ভোজয়িতুং শক্যতে, এবমিত্যর্থঃ ।

যদি বল দেবতাপ্রভৃতির শরীর-সম্ভাব স্বীকার করিলে বিজ্ঞায় বিরোধ না হইলেও কৰ্ম্মেতে
নিশ্চয়ই বিরোধ সম্ভাবিত হইতেছে, কেন না; শরীরধারী একই ইন্দ্র একই সময়ে কখনই
বিভিন্ন স্থানবস্তুর বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে সন্নিহিত থাকিতে পাবেন না; না—তাহাও বলা যায় না;
কারণ, যোগশক্তিসম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি মূনির একই সময়ে বহু শরীরধারণপূর্ব্বক বহুকাৰ্য্য
করিতে দেখা যায়; স্তত্বাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর ॥ ১ । ৩ । ২৬ ॥]

দেবতার ফলদাত্ত্ব এবং ফলদানের উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধ জানা যাইতেছে, অপেক্ষণীয় বা
আবশ্যকীয় বলিয়াই সে সমুদয়ের সহিত বাক্যার্থের সম্বন্ধ হইয়া থাকে । ‘যজ’ ধাতুর অর্থ দেবতা
পূজা; সেই দেবপূজাবাচক যজধাতুর কৰ্ম্মভূত যাগেও আরাধ্য দেবতারই প্রাপ্যতা প্রতীত হইয়া
থাকে । অতএব এইরূপে সমস্ত বাক্য পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বিধিবাক্যে যাহা যাহা
অপেক্ষিত, শ্রুতিবাক্য হইতেই তৎসমুদয় অবগত হইতে হয়; অতএব শব্দ-ব্যুৎপত্তির (শব্দজ্ঞানের)
নিয়মানুসারে যাহা অবগত হয় না, এরূপ অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টাদি কিছুই কৰ্ম্মবিধিতে বাক্যার্থরূপে
কিংবা কল্পনীয়রূপে আশ্রয় করিতে পারা যায় না । সেইরূপ, সমস্ত ব্রাহ্মণ (যেদের অংশবিশেষ),
মন্ত্র ও অর্থবাদমূলক ধৰ্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রে ব্রহ্মাপ্রভৃতির এবং দেবতা ও অস্থরগণের
দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রভেদ, স্বভাবভেদ, বিশেষ বিশেষ স্থান, ভোগ ও কৰ্ত্তব্যভেদ সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত
আছে । অতএব বিগ্রহাদির সম্ভাব নিবন্ধন দেবগণেরও নিশ্চয়ই অধিকার আছে ॥ ১ ॥ ৩ । ২৫॥

দেবাদীনাং বিগ্রহাদিমন্ত্ৰাভ্যুপগমে কৰ্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যতে, বহুষ্ণু
 যাগেষ্ণু যুগপদেকেশ্চেন্দ্রস্য বিগ্রহবদ্ধে “অগ্নিমগ্ন আবহ” [যজুঃ অষ্ট০
 ৩।৫], “ইন্দ্র আগচ্ছ হরিব আগচ্ছ” [যজুঃ আরণ্য০ ১।১২] ইত্যাদিনা
 আহুতস্য তস্য সন্নিধানানুপপত্তেঃ । দর্শয়তি চাগ্নাদীনাং তত্র তত্রাগমনং
 “কস্য বা হ দেবা যজ্ঞমাগচ্ছন্তি, কস্য বা ন ; বহুনাং যজমানানাং যো বৈ
 দেবতাঃ পূর্ব্বঃ পরিগৃহ্নাতি, স এনাঃ গ্নো ভূতে যজতে” [যজুঃ, কাণ্০
 ১।৬।৭।২১] ইতি । অতো বিগ্রহাদিমন্ত্ৰে কৰ্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যত ইতি
 চেৎ, তন্ন—অনেকপ্রতিপত্তেদর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি সৌভরিপ্রভৃतीনাং শক্তি-
 মতাং যুগপদনেকশরীরপ্রতিপত্তিঃ ॥ ১।৩।২৬ ॥

শব্দ ইতি চেৎ, নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষা-

নুমানাভ্যাম্ ॥১।৩।২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দে (বৈদিকশব্দে) [বিবোধ] ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], না (না—) অতঃ
 (ইহা হইতে) প্রভবাৎ (উৎপত্তি হেতু), প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও অনুমান দ্বুতি
 প্রমাণে) ।]

[সরলার্থঃ—মা ভূৎ কৰ্ম্মণি বিরোধঃ, শব্দে তু বৈদিকে বিবোধঃ প্রসজ্যত এব ইতি চেৎ,
 বিগ্রহাদিমন্ত্ৰে হি তেবামুৎপত্তি-বিনাশাবশ্যত্বাৎ—উৎপত্তেঃ প্রাক্, বিনাশাচ্চ উৰ্দ্ধং ব্রোহ্মতানাং
 ইন্দ্রাদি-শব্দানাং অর্থশূন্যমনিত্যং দোষঃ প্রসজ্যত এব, ইতি চেৎ ; তন্ন ; কুতঃ ? অতঃ
 প্রভবাৎ—অস্মাৎ বৈদিকাদেব শব্দাৎ ইন্দ্রাদেঃ উৎপত্তেঃ । পূর্ব্বপূর্ব্বোক্তাদি-বিনাশোত্তরং পুনঃ
 সৃষ্টিপনয়ে প্রজাপতিঃ ইন্দ্রাণ্ডাকৃতিবিশেষবাচিন ইন্দ্রাদি-শব্দাৎ ইন্দ্রাণ্ডাকৃতিবিশেষঃ মনসি সংকলয়া
 তদাকারম্ অপরম্ ইন্দ্রাদিকং স্বজতি, অতঃ বৈদিকশব্দপ্রভবত্বম্ ইন্দ্রাদীনামুচ্যতে ; ততশ্চ শব্দে
 ন বিরোধপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥

তাল, কৰ্ম্মে বিরোধ না হয় না হউক, বৈদিক শব্দে ত বিরোধের সম্ভাবনাই আছে ; কেন
 না, দেবতাগণের যদি শরীরই থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তি বিনাশও অবশ্যই স্বীকার
 করিতে হইবে, এবং উৎপত্তির পূর্ব্ব ও বিনাশের পরে দেবতাবাচক ‘ইন্দ্র’প্রভৃতি বৈদিক শব্দ যে.
 তৎকালে অর্থশূন্য ছিল, একথাও বলিতেই হইবে ; পক্ষান্তরে, বৈদিক শব্দের অনিত্যত্বও স্বীকার
 করিতে হইবে । এইরূপে উভয়প্রকারেই বৈদিক শব্দে দোষ প্রসক্ত হইতেছে, ইহা যদি বল,
 তদন্তরে বলিতেছি যে, না—সে দোষ হয় না ; কাবণ, শব্দ হইতেই দেবাদি জগতের উৎপত্তি
 হইয়া থাকে । দেখ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইন্দ্রাদি দেবতা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর প্রজাপতি প্রথমে
 তদাকৃতিবাচক ইন্দ্রাদি শব্দ বুদ্ধিস্ব করিয়া—অরণ করিয়া পশ্চাৎ তদাকার অপরাপর
 ইন্দ্রাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; অতএব ইন্দ্রাদির শব্দপ্রভবত্ব হেতু শব্দ সম্বন্ধে আরোপিত
 পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে পারে না ॥১।৩।২৭॥]

বিরোধ ইতি বর্ততে। মা ভূং কশ্মগি।বিরোধোহ্নেকশরীরপ্রতিপত্তে; শব্দে তু বৈদিকে বিরোধঃ প্রসজ্যতে, অনিত্যার্থসংযোগাৎ । 'বিগ্রহবদ্বৈ হি সাবয়বত্বেন্দ্রাদেবরর্থস্থানিত্যত্বমনিবার্যম্; ততো দেবদত্তাদিশব্দবৎ ইন্দ্রাণ্যর্থজন্মনঃ প্রাক্, বিনাশাদূর্দ্ধক ইন্দ্রাদিশব্দানাং বৈদিকানামর্থশূন্যত্বম্, অনিত্যত্বং বা বেদস্ত স্মাদিতি চেৎ, ন, (*) অতঃ প্রভবাৎ—অস্মাদিন্দ্রাদিশব্দাদেব পুনঃপুনরিন্দ্রাণ্যর্থস্য প্রভবাৎ । এতদুক্তস্তবতি—ন হি দেবদত্তাদিশব্দবদ্ ইন্দ্রাদিশব্দা বৈদিকা ব্যক্তিবিশেষমাত্রে সঙ্কেতপূর্ব্বকাঃ প্রবৃত্তাঃ; অপি তু স্বভাবত এব গবাদিশব্দবদ্ আকৃতিবিশেষবাচিনে। ততশ্চৈকস্ম্যাম্ ইন্দ্রব্যক্তৌ বিনষ্টায়াম্ অত এব বৈদিকাদ্ ইন্দ্র-শব্দাৎ মনসি বিপারিবর্তমানাদবগত-তদ্ব্যচ্যভূতেন্দ্রাণ্যর্থাকারো ধাতা তদাকারমেবা-

দেবতা প্রভৃতির শরীর-সম্ভাব স্বীকার করিলে কথ্যেতে বিবোধ সম্ভাবিত হয়; কাবণ, ইন্দ্র একটি ব্যক্তি; শরীরবান্ হইলে “অগ্নিঃ অগ্নে আবহ” “ইন্দ্র আগচ্ছ, হবিব আগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বহুবাগে একসঙ্গে আবৃত ইন্দ্রের কখনই সম্বিধান হইতে পারে না। অথচ শাস্ত্র কিস্ত নানাস্থানে অগ্নি প্রভৃতিব আগমন জ্ঞাপন করিতেছেন,—‘দেবগণ কাহার যজ্ঞে আগমন কবেন, কাহার যজ্ঞে বা [-আগমন করেন] না? বহু যজ্ঞমানের মধ্যে যিনি প্রথমে দেবতাগণকে গ্রহণ করেন, তিনিই পরাহ-কর্তব্য যজ্ঞে তাহাদিগেব যজ্ঞ (পূজা) প্রদান করেন।’ অতএব বিগ্রহাদি স্বীকার করিলে যজ্ঞাদিকথ্যে বিবোধ প্রসক্ত হয়, এরূপ যদি আশঙ্কা কর; না—তাহাও করিতে পার না; কাবণ, ‘অনেক প্রতিপত্তি’ দেখা যায়, যোগশক্তি-সম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি ঋষির একদা অনেক শবীর পরিগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১। ৩ ॥ ২৬ ॥

[পূর্বে সূত্র হইতে এখানেও] ‘বিবোধ’ শব্দটা আসিয়াছে। অনেক শরীরের প্রতিপত্তি-নিবন্ধন কথ্যে বিবোধ না হউক; কিন্তু অনিত্য পদার্থ বোধক ইন্দ্রাদি বৈদিক শব্দে ত বিরোধ সম্ভাবিতই হইতেছে। কেন না, শরীর-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই ইন্দ্রাদি দেবতার সাবয়বত্ব হইয়া পড়ে; সাবয়বত্ব নিবন্ধন তৎপ্রতিপাত্ত ইন্দ্রাদিরও অনিত্যত্ব অনিবার্য্য হয়। অতএব ইন্দ্রাদি পদার্থের উৎপত্তির, পূর্বে ও বিনাশেব পব [প্রতিপাত্ত অর্থ না থাকায়] বেদোক্ত ইন্দ্রাদি শব্দেরও অর্থশূন্যত্ব (নিবর্থকত্ব), অথবা বেদেরই অনিত্যত্ব হইতে পারে; ইহা যদি বল; [তাহার উত্তর—] না—তাহা বলিতে পার না; ইহা হইতে প্রভবই তাহার হেতু—যেহেতু এই ইন্দ্রাদি শব্দ হইতেই ইন্দ্রাদি পদার্থের পুনঃপুনঃ উদ্ভব হয়। ইহাই উক্ত হইতেছে যে, বেদোক্ত ইন্দ্রাদি শব্দ যে, দেবদত্তাদি শব্দের ত্রায় আধুনিক সঙ্কেত দ্বারা কোন এক ব্যক্তিবিশেষে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু গবাদি শব্দের ত্রায় স্বভাবতই আকৃতি-বিশেষের বাচকরূপে

পরমিস্ত্রং সৃজতি ; যথা কুলালো ঘট-শব্দাৎ মনসি বিপরিবর্তমানাং তদাকারমেব ঘটম্ ; ইতি ।

কথমিদমবগম্যতে ? প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং—শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ । শ্রুতিস্তাবৎ “বেদেন রূপে ব্যাকরোৎ সত্য-সত্যী প্রজাপতিঃ” [অক্টো ২১৬২১৭] ইতি ; তথা “স ভূরিত্যি ব্যাহরৎ, স ভূমিমসৃজত ; স ভুব ইতি ব্যাহরৎ, সোহন্তরিক্ষমসৃজত” [অক্টো ২১২১৪২২] ইত্যাদি । বাচক-শব্দপূর্বকং তত্তদর্থসংস্থানং স্মরন্ তত্তৎসংস্থানবিশিষ্টং তং তমর্থং সৃষ্টবানিত্যর্থঃ । স্মৃতির্যপি—

[প্রযুক্ত] বহিরাছে (*) । অতএব, এক ইন্দ্র বিনষ্ট হইলে পর বিধাতা বুদ্ধিহীন বৈদিক ইন্দ্রাদি শব্দ হইতে সেই শব্দবাচ্য ইন্দ্রাদি পদার্থ অনুধান কবত পূর্বক অনুকরণই অপর ইন্দ্রাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; কুস্তকার যেরূপ বুদ্ধিতে বর্তমান ‘ঘট’ শব্দ হইতে কল্পনামুদ্রক ঘটের [সৃষ্টি কবে], তদ্রূপ । (†)

[প্রিজ্ঞাসা হইতে পাবে যে,] ইহা জানা যায় কিরূপে ? প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে ; অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ হইতে । [তন্মধ্যে] শ্রুতি এই যে, প্রজাপতি বেদ দ্বারা (শব্দ দ্বারা) মৎ ও অমৎ, এই দ্বিবিধ রূপ প্রকাশিত করিবলেন, সেইরূপ ‘তিনি ‘ভূ’ শব্দ করিয়া ভূমি সৃষ্টি করিলেন, তিনি ‘ভুবঃ’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া অন্তরিক্ষ সৃষ্টি করিবলেন’ ইত্যাদি । অর্থাৎ পদার্থবাচক শব্দ স্ববর্ণপূর্বক বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংস্থান বা আকৃতি বিশেষ স্মরণ করতঃ সেই সেই আকৃতিবিশিষ্ট সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন । স্মৃতিশাস্ত্রও তাহে ‘স্বয়ম্ভু প্রথমে

(*) তাৎপৰ্য্য—কোন অর্থবিশেষ-বোধনৈব হস্ত য শব্দাব শেষের প্রয়োগ, তাহার নাম ‘সংকেতঃ’, ‘সংজ্ঞা’ ইত্যাদি নাম-ভেদ আছে । সংকেত দ্বিবিধ—আত্মানিক (অনান্দিকাল-প্রযুক্ত) ও আধুনিক (অত্মপাদি-কৃত) । যে সংকেত কোনও ব্যক্তি-বিশেষকর্তৃক প্রযুক্ত নহে, অথচ চিরস্বদিক্ত, তাহার আত্মানিক সংকেত, যেমন—বেব, মমুখা, গো প্রভৃতি । আর যে সংকেত আমাদের প্রযুক্ত, অন্যদিক্ত নহে, তাহা ‘আধুনিক’ যেমন—পুত্রাদির নামকরণ—দাদা, শ্যাম, যদু দেবদত্ত প্রভৃতি । দেবরাজ যে ‘ইন্দ্র’ শব্দের সংকেত, তাহা এই ‘আত্মানিক’ সংকেত, অত্মপাদিকৃত দেবদত্ত প্রভৃতির দ্বারা আধুনিক নহে । অজ্ঞাতদেবতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম । হুঃসঃ বুদ্ধিতে হইবে যে, যোগে উল্লেখ উৎপত্তি, পশ্চাৎ যে, তাহার ‘ইন্দ্র’ নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে ; পশ্চৎ এই শব্দটি চিরন্তন । আর দেবরাজ ইন্দ্র উৎপত্তি-বিশেষাংশ-অনিত্য হইলেও তাহার শরীর-সংস্থান—আকৃতিটী চিরস্থায়ী, কর্মফলে যখনই তিনি দেবরাজ হন, তখনই তাহার সেই পূর্বকল্পে ইন্দের অঙ্গরূপ আকৃতি লাভ হয়, এবং তদনুসারে তিনি ‘ইন্দ্র’ সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন । হুঃসঃ ‘ইন্দ্র’ শব্দ ও দেবরাজের আকৃতি, উভয়েই অনাবিহণীয় শব্দ সম্বন্ধে আশঙ্কিত বিবাদের সম্ভাবনা হইলতে পারে না ।

(১১) এক্ষণে তাৎপৰ্য্য এই যে, আমরা যখনই কোন একটি বস্তু নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তৎপূর্বকই সেই বস্তুর আকৃতি ও নাম মনে মনে চিন্তা করিয়া থাকি ; এরূপ কোন বস্তুই আমার নিরূপণ করিতে পারি না, তাহার নাম ও আকৃতি আমরা মনে মনে স্মরণ না করি । নাম-রূপ স্মরণপূর্বক কার্য্য করা ই সৃষ্টি-তত্ত্বের চিরন্তন প্রথা ।

“অনাদিনিধনা হেমা বাণ্ডংস্ফটী স্ময়ন্তুবা ।

আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সৰ্বাঃ প্রসূতয়ঃ” (*) [মন্মুঃ ১।২১] ইতি ;

“সৰ্বেষামস্তু স নামানি কৰ্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্ ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থানচ নিৰ্ম্মমে” ইতি ।

সংস্থাঃ—সংস্থানানি রূপাণীতি যাবৎ ; তথা—

“নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্ ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ” ॥ [বিষ্ণুপুং পুঃ ১।৫।৬৩]

ইতি । অতো দেবাদীনাং বিগ্রহবদ্বৈহপি (+) বৈদিকশব্দানামানর্থকাং,

বেদস্যাদিমন্ত্ৰং চ ন প্রসজ্যতে ॥ ১।৩।২৭ ॥

অত এব চ নিত্যত্বম্ ॥ ১।৩।২৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়) চ (ও) নিত্যত্বং (নিত্যত্ব) ।]

[সরলার্থঃ—যতঃ প্রজাপতিঃ বৈদিক্যং শব্দাদর্থাকৃতিং স্মৃজ্য তদাকারমেব সৰ্বং সৃজতি ; অতঃ হেতুঃ বসিষ্ঠাদীনাং মন্ত্ৰসূক্তাদিকারিত্বেন্ধপি মন্ত্ৰাদিমন্ত্ৰং বেদন্ত নিত্যত্বমেব ব্যবর্ত্ততে, নতু জগৎত্বম্ ।

প্রজাপতির্হি নৈমিত্তিকপ্রলয়াবসানে “মন্ত্ৰকৃতো বৃণীতে” “বিশ্বামিত্রস্ত সৃক্তং ভবতি” ইত্যাদি-বেদশব্দেভ্য এব অধ্যয়নমন্ত্ৰবেণাপি মন্ত্ৰদর্শনসমর্থং বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদ্যাকৃতিবিশেষং স্মৃজ্য তদাকৃতিবিশিষ্টান্ বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদীন সৃজতি ; তে চ অনদ্যোতৌব বেদান্ পূর্বসংস্থাববশেন যথাযথং স্মরন্তি ; তস্মাৎ তেষাং মন্ত্ৰাদিকারিত্বেন্ধপি বেদন্ত নিত্যত্বমব্যাহতমেবেতি ভাবঃ ।

যেহেতু প্রজাপতি ব্রহ্মা বেদোক্ত শব্দ হইতেই তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের আকৃতি স্মরণপূর্বক তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট সৰ্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই হেতুই বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণেব মন্ত্ৰকর্ত্ত্ব ও সূক্তাদিকর্ত্ত্ব উক্ত থাকিলেও মন্ত্ৰাদিমন্ত্ৰ বেদের নিত্যত্ব নষ্ট হয় না ।

অভিপ্রায় এই যে, নৈমিত্তিক প্রলয়কাল শেষ হইলেই ব্রহ্মা “মন্ত্ৰকৃতো বৃণীতে” ইত্যাদি বেদশব্দ হইতে, অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও যাহাবা মন্ত্ৰদর্শনে সমর্থ, তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন বাসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের বিভিন্নপ্রকার আকৃতি স্মরণ করিয়া সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-প্রভৃতি ঋষিগণকে সৃষ্টি করেন, তাহাবাও অধ্যয়ন না করিয়াই যথাযথরূপে বেদ স্মরণ করিতে সমর্থ হন ; এই কারণে বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঐরূপে মন্ত্ৰকর্ত্তা (মন্ত্ৰদ্রষ্টা) হইলেও ফলতঃ বেদের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না ॥ ১।৩।২৮ ॥]

অনাদি, নিধন, বেদময় দিব্য বাক্য (শব্দ) প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা হইতে এই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে, ইতি । ‘তিনি (আদিপুরুষ) প্রথমে বৈদিকশব্দ হইতেই সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কৰ্ম্ম এবং বিভিন্নপ্রকার সংস্থান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন।’ ইতি । সংস্থা অর্থ—সংস্থান অর্থাৎ নানাবিধ রূপ (আকৃতি) । আরও, ‘তিনি দেবাদি সমস্ত ভূতের নাম, রূপ এবং বহুবিধ কর্ত্তব্য বিষয় বেদশব্দ হইতেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।’ অতএব দেবতা প্রভৃতির শরীর থাকিলেও বেদোক্ত শব্দের আনর্থক্য কিংবা বেদের অনিত্যতা দোষের সম্ভাবনা হইতেছে না ॥ ১ । ৩ । ২৭ ॥

(*) প্রসূতয়ঃ ইতি কটিন পঠঃ ।

(১) ‘ক’ পুস্তকে তু অত্র ‘ন’ শব্দোহতি, উত্তরায় তু নতি ।

যত এরেন্দ্র-বসিষ্ঠাদিশব্দানাং দেব-ঋষিবাচিনাং (*) তত্তদাকারবাচিত্বং তত্তচ্ছব্দেন তত্তদর্থস্মৃতিপূর্ব্বিকা চ তত্তদর্থসৃষ্টিঃ ; তত এব “মন্ত্রকৃতো বর্ণীতে”, “নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্ভ্যঃ” [আরণ্য০, প্র০ ৭।১।১], “অয়ং সো ২ গিরি-রিতি বিশ্বামিত্রস্য সূক্তম্ভবতি” [যজুঃ০ কা০ প্র০ ৫।২।৩।৩] ইত্যাদিভি-র্বসিষ্ঠাদীনাম্ মন্ত্রকৃত্ব-কাণ্ডকৃত্ব-ঋষিত্বাদৌ প্রতীয়মানেন্হপি বেদস্য নিত্যত্ব-ম্পপদ্যতে। এতিরেব “মন্ত্রকৃতো বর্ণীতে” ইত্যাদিভির্বেদশব্দৈঃ তত্তৎকাণ্ড-সূক্ত-মন্ত্রকৃতামুবাণাম্ আকৃতিশব্দাদিকং পরামৃশ্য তত্তদাকারান্ তত্তচ্ছব্দি-যুক্তাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রজাপতিস্তানেব তত্তমন্ত্রাদিস্মরণে (†) নিযুঙ্ক্তে ; তে চ প্রজাপতিনা আহিতশব্দয়স্তত্তদনুগুণং তপস্তপ্ত্বা নিত্যসিদ্ধান্ (‡) পূর্ব্ব-পূর্ব্ববসিষ্ঠাদিদৃষ্টান্ (§) তানেব মন্ত্রাদীন অনধীতৌব স্বরতো বর্ণতশ্চাস্মালি-হান্ পশ্যন্তি । অতশ্চ বেদানাং নিত্যস্বমেযাম্ মন্ত্রকৃত্বম্পপদ্যতে ॥১।৩।২৮॥

অথ স্মাৎ—নৈমিত্তিক-প্রলয়াদিষু ইন্দ্রাদ্যুৎপত্তৌ বেদশব্দেভ্যঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্বেন্দ্রাদিস্মরণেন প্রজাপতিনা দেবাদিসৃষ্টিরূপপদ্যতাং নাম ; প্রাকৃত-প্রলয়ে তু অক্টুঃ প্রজাপতেঃ ভূতাগ্ৰহকারপরিণাম-শব্দস্য চ বিনষ্টত্বাৎ কথং

যেহেতু দেবতা ও ঋষিবাচক ইন্দ্র ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি শব্দসমূহ প্রকৃতপক্ষে সেই সেই আকৃতি-বিশেষেরই বাচক, এবং যেহেতু সেই সেই পদার্থের অবগতপূর্ব্বকই সেই সেই পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে ; সেই হেতুই “মন্ত্রকৃতো বর্ণীতে”, “নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্ভ্যঃ”, “অয়ং সো ২ গিরি-রিতি বিশ্বামিত্রস্য সূক্তম্ ভবতি” ইত্যাদি বেদবাক্যে বসিষ্ঠ প্রভৃতিব মন্ত্রকর্তৃত্ব, কাণ্ড (অংশবিশেষ-) কর্তৃত্ব এবং ঋষিত্বাদি প্রতীত হইলেও বেদেব নিত্যত্ব উপপন্ন হয় ; কারণ, “মন্ত্রকৃতো বর্ণীতে” ইত্যাদি শব্দ হইতেই প্রজাপতি সেই সেই মন্ত্র, সূক্ত ও কাণ্ডকর্ত্তা ঋষিগণের আকৃতি ও শক্তিসমূহ অবগত করিয়া সেই সেই আকৃতিবিশিষ্ট ও সেই সেই শক্তিবৃত্তরূপে সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগকেই সেই সেই মন্ত্রাদিকার্য্য-সম্পাদনে নিযুক্ত করেন। প্রজাপতি হইতে লক্ষশক্তি তাহারাও স্বস্বকর্ত্তব্যানুকূল তপস্তা করিয়া অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও পূর্বে পূর্ব্ব বসিষ্ঠাদিদৃষ্ট নিত্যসিদ্ধ সেই সমস্ত মন্ত্ররাশি যথাযথ স্বর ও বর্ণানুসারে অবিকলভাবে দর্শন করিয়া থাকেন ; এই কাবণেই বেদের নিত্যত্ব এবং বসিষ্ঠাদিরও মন্ত্রকর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতেছে ॥ ১।৩।২৮ ॥

(*) দেবঋষিবাচিনাং ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) করণে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) বোধসিদ্ধান্ ইতি (ক) পাঠঃ

(§) সৃষ্টান্ মন্ত্র ইতি (ক, ৩) পাঠঃ ।

প্রজাপতেঃ শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিরূপপদ্ধতে ? কথন্তরাং বিনষ্টস্য বেদস্ত
নিত্যত্বম্ ? অতো বেদনিত্যত্বাদিনা দেবাদীনাং বিগ্রহবদ্ধাভ্যুপগমেহপি
লোকব্যবহারস্য প্রবাহানাদিতা আশ্রয়শীয়েতি । অত উত্তরং পঠতি—

সমাননামরূপত্বাচ্চাবত্তাবপ্যবিরোধো

দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥১॥ ৩৥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাননামরূপত্বাৎ (নাম ও রূপ—আকৃতি সমান হওয়ায়) চ (ও) আবৃত্তৌ
(পুনঃপুনঃ আগমনে) অপি (ও) অবিরোধঃ (বিবোধাভাব), দর্শনাৎ (ক্রতিদর্শনহেতু),
স্মৃতেঃ (স্মৃতিশাস্ত্রহেতু) চ (ও) ।]

[সবলার্থঃ—সমাননাম-রূপত্বাৎ—সমানং নাম রূপঞ্চ যেষাং—স্রষ্টব্যানাং, তে সমাননাম-
রূপাঃ, তেষাং ভাবঃ—তত্ত্বং, তস্যাং চ হেতোঃ আবৃত্তৌ বেদ-চতুর্ন্যুপযোগ্যেবপি বিনাশাত্মক-
প্রাকৃতপ্রলয়-পৰম্পরায়াদপি অবিরোধঃ বিবোধাভাবঃ । পৰমপূর্ব্বকো হি পূর্ব্বসংস্থানাত্মকঃ
সর্ব্বং জগৎ বুদ্ধৌ আকল্য তদাকাবমেব চতুর্ন্যুপাদিকং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্টী পূর্ব্বানুপূর্ব্বাবিশিষ্টানু
বেদাংশ্চ স্মরন্ চতুর্ন্যুপ প্রযচ্ছতি । দর্শনাৎ—শ্রুতেঃ, স্মৃতেশ্চ এতদবগম্যতে ; শ্রুতিত্বাৎ
“স্বর্গাচ্চন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ” ইত্যাদিঃ, তথা স্মৃতিশ্চ—যথর্জুষ্ভুতুলিস্তান্নানানাকপাণি
পর্য্যয়ে । দৃষ্টান্তে তানি তাগ্রেব তথা ভাবা যুগাদিযু” ইত্যাদিকা । এতদেব বেদস্ত নিত্যত্ব
য়ং পূর্ব্বপূর্ব্বোচ্চারণক্রমাত্মরূপমেব উচ্চাখ্যত্বমিতি ভাবঃ ।

যখন চতুর্ন্যুপাদি সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই প্রাকৃতপ্রলয়েও সমান অর্থাৎ পূর্ব্ব-
কল্পের অনুরূপ নাম ও রূপেব (আকৃতিব) সৃষ্টি হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাতেও কোন
বিরোধ নাই ; শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই সমানাকার নামরূপ সৃষ্টিব কথা জানা যায় । শ্রুতি
যথা—“বিবাতা পূর্ব্বকল্পেব অনুরূপ স্বর্গ ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন,” ইত্যাদি । স্মৃতি
যথা—“পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋতুতে যেমন সমানভাবেই ঋতুচিহ্ন সমূহ আবির্ভূত হয়, তেমনি
যুগের আদিতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেব অনুরূপই নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টি হইতে দেখা যায়”
ইত্যাদি ॥ ১৩:২১ ॥]

আচ্চা, ব্রহ্মাব দিবসাবসানরূপ ‘নৈমিত্তিক’ প্রলয়াদি সময়ে যে, ইন্দ্রাদির উৎপত্তি,
তাহাতে বৎ প্রজাপতিকর্তৃক বেদশব্দসমূহ হইতে পূর্ব্বপূর্ব্ব ইন্দ্রাদিব স্মরণপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি
দেবতার সৃষ্টি উপপন্ন হয় ইউক ; কিন্তু প্রাকৃত প্রলয়ে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি এবং ভূতোপাদান
অহঙ্কারের পরিণামস্বরূপ শব্দেরও যখন বিনাশ হয়, তখন প্রজাপতির শব্দানুস্মরণপূর্ব্বক সৃষ্টি
উপপন্ন হয় কিরূপে ? আর বিনষ্ট বেদেরইবা নিত্যত্ব রক্ষা হয় কি প্রকারে ? ‘অতএব, বেদ-
নিত্যত্ববাদী, দেবতা প্রভৃতির শরীরসভা স্বীকার করিলেও লোকব্যবহারের যে, ‘অনাদিপ্রবাহ-
রূপতা, তাহা সমর্থন করিবে কিরূপে ? এ আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—“সমাননামরূপত্বাৎ”
ইত্যাদি ।

কৃত্ত্বোপসংহারে জগৎপত্ত্যাবপি পূর্বোক্তাং সমাননামরূপত্বা-
দেব ন কশ্চিদিরোধঃ। তথা হি—স ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ প্রলয়াবসানসময়ে
পূর্বসংস্থানং জগৎ স্মরন্ “বহু শ্চাম্” ইতি সঙ্কল্য ভোগ্য-ভোক্তৃত্বজাতং
স্বস্মিন্ শক্তিমাত্রাবশেষং প্রলানং বিভজ্য মহাদাদি ব্রহ্মাণ্ডং (*) হিরণ্যগর্ভ-
পর্যন্তং সৃষ্ট্বা বেদাংশ্চ পূর্বানুপূর্বী বিশেষ-সংস্থিতান্ আবিষ্কৃত্য হিরণ্য-
গর্ভায় উপদিষ্ট্য পূর্ববদেব দেবাচ্চাকারজগৎসার্গে তং নিযুজ্য স্বয়মপি
তদন্তরাত্মতয়া অবতন্তে ; অতো যথোক্তং সর্বমুপপন্নম্। এতদেব চ বেদস্তা-
পৌরুষেষয়ং নিত্যত্বঞ্চ--যং পূর্বপূর্বোচ্চারণক্রম-জনিতসংস্কারেণ তমেব
ক্রমবিশেষং স্মৃত্বা তেনৈব ক্রমোচ্চোচ্চারণক্রমঃ ; তদস্মাসু সর্বৈশ্বরেহপি

ত্রিলোক-প্রলয় সময়েও পুনঃপুনঃ জগৎপত্তিতে পূর্বকথিত সমাননাম-রূপত্ব হেতুতেই
কোন বিরোধ নাই। দেখ, সেইরূপই কথিত আছে—‘সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম (পরমেশ্বর)
প্রলয়াবসান সময়ে পূর্বকল্পীয় সংস্থানবিশেষবিশিষ্ট (বিশেষবিশেষ নাম ও রূপাদি সম্পন্ন) জগৎ
স্মরণ করত ‘আমি বহু হইব’ ইত্যাকার সংকল্প করিয়া কেবলই শক্তিরূপে (বীজাবস্থায়)
আপনাতে বিলীন ভোগ্য ও ভোক্তৃসমূহ পৃথক পৃথক করিয়া, [আদিপুরুষ] মহত্ত্ব (সাংখ্যোক্ত
বৃদ্ধিত্ব) হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ববৎ সৃষ্টি করিয়া এবং পূর্বতন
আনুপূর্বীবিশিষ্ট (ক্রমাধিযুক্ত) বেদ সমূহ আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত করিয়া হিরণ্যগর্ভকে তাহা
উপদেশ করিলেন, এবং তাহাকে পূর্বকল্পের স্থায় যথাযথ আকৃতি সম্পন্ন দেবাদি জগৎ-সৃষ্টি
কার্যে নিযুক্ত করিয়া নিজেও অন্তবায়রূপে তন্মধ্যে অবস্থান করিলেন’ ; অতএব বাহা বাহা
কথিত হইল, তৎসমস্তই যুক্তিযুক্ত। ইহাই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব যে, পূর্ব পূর্ব
উচ্চারণক্রমে যে সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই বিশিষ্ট সংস্কারানুসারে পৌরুষাণ্য-ক্রম
স্মরণপূর্বক সেই ক্রমানুসারেই উচ্চারণ কবা (†) ; আমাদের এবং পরমেশ্বরের, সকলের

(প) ব্রহ্মাণ্ড-হিরণ্য’ ইতি (ক) পাঠঃ।

† প্রলয়াবসানে আদি পুরুষ এখন সৃষ্টি কার্যে ব্যাপৃত হন, তখন তিনিও বেদোক্ত ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু
প্রভৃতি নাম ও তাহাদের পূর্বপূর্বকল্পীয় আকৃতি মনোমধ্যে সংকলন করিয়া তাহার পর পূর্বকল্পের অনুরূপ
ইন্দ্রাদি দেবতা ও অন্তান্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রতিও এই কথা বলিয়াছেন—“স্বর্গাচন্দ্রমসৌ
ধাতা বণাপূর্বকমকল্পয়ৎ” অর্থাৎ বিধাতা পূর্বকল্পের অনুরূপ স্বর্গ ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কারণেই
অগংকে ‘শস্যপ্রভব’ বলা হইয়া থাকে ; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। আকৃতির সহিতই
শব্দের সম্বন্ধ, অতরাং আকৃতিই শব্দের মূল অর্থ, কাজেই শব্দের আনর্থক্য আপত্তি যুক্তিসহ নহে।

সমানম্ । ইয়াংস্ত বিশেষঃ—সংস্কারানপেক্ষমেব স্বয়মেবানুসন্ধতে
পুরুষোত্তমঃ ।

কৃত ইদং যথোক্তমবগম্যত ইতি চেৎ ; তত্রাহ—দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ।
দর্শনং তাবৎ “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি
তস্মৈ” [শ্বেতাশ্বং ১৬ । ৮] ইতি । স্মৃতিরপি মানবী—“আসীদিদং তমো-
ভূতম্” ইত্যারভ্য—

“সোহভিধ্যায় শরীরাত্ স্নাত্ সিস্থক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপ এব সসর্জাদৌ তাস্ম বীৰ্যমপাসৃজৎ ॥

তদণ্ডমভবক্ৰৈমং সহস্রাংশু-সমপ্রভম্ ।

তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ” । [মনুঃ ১।৫, ৮, ৯],
ইতি । তথা পৌরাণিকী—(৯)

“তত্র সৃগুশ্চ দেবশ্চ নাভৌ পদ্মমজায়ত ।

তস্মিন্ পদ্মে মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।

ব্রহ্মোৎপন্নঃ স তেনোক্তঃ প্রজাঃ সৃজ মহামতে ॥”

তথা—“পরো নারায়ণো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ” ॥ ইতি ।

পক্ষেই এই নিয়ম সমান । এই মাত্র বিশেষ যে, পুরুষোত্তম ভগবান্ পূর্বসংস্কার-নিরপেক্ষভাবে
স্বয়ংই অনুসন্ধান বা স্মরণ করেন, [আর আমরা পূর্বসংস্কারানুসারে স্মরণ করিয়া থাকি] ।

যদি বল, উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত জানা যায় কি প্রকারে? তদন্তরে বলিতেছেন—দর্শন হইতে
এবং স্মৃতি হইতে । [দর্শন অর্থ শ্রুতি ;] তাহা এই—“যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন,
এবং যিনি তাহার উদ্দেশে বেদসমূহ প্রেরণ করেন” ইতি । মনুস্মৃতিও এই—“এই জগৎ
[সৃষ্টির পূর্বে] তমোভূত অর্থাৎ অজ্ঞানাক্রকারাচ্ছন্ন ছিল’; এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তিনি
বিবিধ প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছক হইয়া প্রথমে স্বীয় শরীর হইতে জল সৃষ্টি করিলেন, এবং
তাহাতে বীৰ্য বা সৃষ্টি-শক্তি সন্নিবেশিত করিলেন । সেই বীৰ্যই সহস্র সূর্যের সমান
ঐক্যসম্পন্ন হিরণ্ময় ভিষ্মরূপে পরিণত হইল ; তাহা চটতেই সর্বলোকের পিতামহ (কারণ-
কারণ) স্বয়ং ব্রহ্মা জন্ম পরিগৃহ করিলেন ।’ সেইরূপ পৌরাণিক স্মৃতিও আছে—‘ক্ষীর-
সমুদ্রে শয়ান দেবের (নারায়ণের) নাভিদেবে একটা পদ্ম জন্মিয়াছিল ; হে মহাভাগ, সেই
পদ্ম মধ্যে বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন ; সেই নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, হে
মহামতে, তুমি প্রজা সৃষ্টিকর ।’ আরও আছে—‘প্রকাশমান নারায়ণই সর্বোত্তম ; তাঁহা

তথা—“আদিসর্গমহং বাক্যে” ইত্যারভ্যোচ্যতে—

“সৃষ্ট্বা নারং তোয়মন্তঃ স্থিতোহহম্ যেন শ্রাম্মে নাম নারায়ণেতি ।

কল্পে কল্পে তত্র শয়ামি ভূয়ঃ স্তপ্তস্ত্র মে নাভিজং শ্রাদ্ যথাজম্ ॥

এবং ভূতস্ত্র মে দেবি নাভিপদ্যে চতুর্মুখঃ ॥

উৎপন্নঃ স ময়া প্রোক্তঃ (৯) প্রজাঃ সৃজ মহামতে” ॥ ইতি ।

অতো দেবাদীনামপ্যর্থিত্ব-সামর্থ্যযোগাদ্ ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং (+) অধিকারোহ-
স্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥ [সপ্তমং দেবতাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

[পূর্বপক্ষঃ—]

মধ্বাধিঃ] মধ্বাদিস্তমন্তবাদনধিকারণং জৈমিনিঃ ॥১॥৩॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—মধ্বাদিষু (মধুবিজ্ঞা প্রভৃতিতে) অসম্ভবাং (অসম্ভব হেতু) অনধিকারণ
(অধিকারের অভাব) জৈমিনিঃ (জৈমিনি নামক আচার্য্য) [মনে করেন] ।]

[সবলার্থঃ—ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং দেবাদীনামপি অধিকারোহস্তীতি স্থিতম্, ইদানীং “অসৌ বা দেবমধু”
ইত্যাক্তলক্ষণ-মধুবিজ্ঞা প্রভৃতিষু বস্তুপ্রভৃতীনামপি অধিকারোহস্তি নাস্তি বা, ইতি সংশয়ঃ ।
তত্র জৈমিনিস্ত আচার্য্যঃ মধ্বাদিষু “অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” ইত্যাক্তমধুবিজ্ঞাপ্রভৃতিষু
ববাদীনামেব উপাস্তত্বাং ববাদিতাব-প্রাপ্তেচ্চ তৎফলত্বাং বস্তুপ্রভৃতীনাং চ ববাদিতাব-প্রাপ্ত্য-
সম্ভবাং তদ্ব্যবপ্রাপ্তৌ চ কৰ্ম্ম-কৰ্ত্ত্ববিরোধাৎ নাস্ত্যধিকার ইতি মন্ততে ।

ব্রহ্মবিজ্ঞায় দেবতাপ্রভৃতিরও অধিকার আছে, ইহা পূর্বাধিকরণে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।
এখন সংশয় হইতেছে যে, মধুবিজ্ঞাপ্রভৃতিতে বস্তুপ্রভৃতির উপাসনায় যখন বস্তুপ্রভৃতির ব্রহ্ম-
প্রাপ্তিই ফল; অথচ বস্তুপ্রভৃতি দেবতাগণ যখন সেই উপাসনা দ্বারা আর ববাদিতাব প্রাপ্ত
হইতে পারে না, তখন সেই সমস্ত বিজ্ঞায় বস্তুপ্রভৃতিরও অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে
জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, মধুপ্রভৃতি বিজ্ঞায় যখন বস্তুপ্রভৃতির আর বস্তুহাদি লাভ
সম্ভব হয় না, এবং নিজেই নিজের উপাসন করিলে যখন কৰ্ম্মকৰ্ত্ত্ববিরোধ উপস্থিত হয়; তখন
তাহাদের অধিকার নাই ॥১॥৩০॥]

হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন’ ।- অপিচ, ‘আদি (প্রথম) সৃষ্টি বলিব’ এই হইতে
আরম্ভ করিয়া উক্ত হইয়াছে—‘নার’ (নরসংজ্ঞক, বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন) জল সৃষ্টি করিয়া
আমি তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিলাম; তাহাতেই আমার ‘নারায়ণ’ এই নাম হইয়াছে ।
প্রতিকল্পে বারংবার আমি সেখানে শয়ন করিয়া থাকি, যাহাতে প্রসুপ্ত আমার নাভি
হইতে পদ্য সম্ভূত হইতে পারে । হে দেবি. এবমুত আমার নাভিপদ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন
হইলে পর আমি তাহাকে বলিলাম যে, হে মহামতে, তুমি প্রজা সৃষ্টি কর ।’ অতএব প্রাথিত্ব ও
সামর্থ্য সম্ভাবিত হওয়ার দেবতাপ্রভৃতিরও যে, ব্রহ্ম-বিজ্ঞায় অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ
হইল ॥ ১৩২৯ ॥ [সপ্তমং দেবতাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামপাধিকারোহস্তীত্যুক্তম্ ; ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—
যেষু উপাসনেষু যাদেবতা এবোপাস্তাঃ, তেষু তাসামধিকারোহস্তি ন ? ইতি।
কিং প্রাপ্তম্ ? নাস্ত্যধিকারঃ তেষু মন্ত্ৰাদিষু, ইতি জৈমিনির্ন্ব্যক্ততে । কূতঃ ?
অসম্ভবাৎ—ন হাদিত্যবস্থাদিভিরূপাস্তা আদিত্যবস্থাদয়োহন্তে সম্ভবন্তি ; ন
চ বস্বাদীনাম্ (*) সতাং বস্বাদিত্বং প্রাপ্যং সম্ভবতি, প্রাপ্তত্বাৎ ।

মধুবিদ্যায়ামুদেদাদিপ্রতিপাদ্য-কৰ্ম্মনিষ্পাদ্যস্তা রশ্মিদ্বারেণ প্রাপ্তস্য (+)
রসস্তাশ্রয়তয়া সৰ্ব্বমধুব্যাপদেশস্তাদিত্যস্তা অংশানাম্ বস্বাদিভিঃ (‡) অভিভূজ্য-
মানানামুপাস্তত্বং বস্বাদিত্বক প্রাপ্যং শ্রুয়তে—“অনৌ বা আদিত্যৌ দেবমধু”
[ছান্দো ০। ৩। ১। ১] ইত্যুপক্রম্য “তদ যৎ প্রথমমমৃতং তদসব উপ-

(§) পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, দেবতাগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে ; এখন চিন্তাব
বিষয় হইতেছে যে, যে সমস্ত বিদ্যায় যে সমস্ত দেবতা নিজেই উপাস্ত,
পূর্বপক্ষ সেই সমস্ত বিদ্যায় তাহাদের অধিকার আছে কি না ? কি প্রাপ্ত
হওয়া গেল ? জৈমিনি আচার্য্য মনে কবেন যে, সেই মধুপ্রভৃতি বিদ্যাতে [তাহাদের] অধিকার
নাই ; কারণ ? অসম্ভবই কারণ ; কেন না, আদিত্য ও বস্তুপ্রভৃতি দেবতার উপাস্ত ত আবার
অপর আদিত্য ও বস্তুপ্রভৃতি দেবতার সম্ভব হয় না ; অথচ স্বয়ং বস্তুপ্রভৃতি দেবতারও আর
পুনর্বার বস্বাদিভাবে প্রাপ্য হইতে পারে না ; কারণ, উহা তাহাদের স্বতই প্রাপ্ত বহিয়াছে ।
মধুবিদ্যায় অকু প্রভৃতি বেদোক্ত কৰ্ম্মের ফলে স্বর্গারশ্মি দ্বারা প্রাপ্ত রসের আশ্রয় বলিয়া মধু নামে
অভিহিত স্বর্গ্যেব যে সমস্ত অংশ বস্তুপ্রভৃতি দেবগণকর্তৃক উপভুক্ত হয়, সেই অংশ সমূহই
উপাস্ত এবং বস্বাদিভাবেই তাহার প্রাপ্য বা ফল । ‘এই আদিত্যই দেবমধু’ এইরূপ উপক্রম
করিয়া ‘সেখানে যাহা প্রথম অমৃতভাগ, তাহা বস্তুগণ উপভোগ কবেন’ এইরূপ বলিয়া ‘সেই যে

(*) ‘আদিত্যবস্বাদীনাম্’ ইতি (ক, গ) পাঠঃ ।

(+) ‘ষায়েণোপাস্ত’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(‡) ‘বস্বাদিভিঃ’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য - ভ্রম হইতে বত্ৰিশ পর্যন্ত তিন হুত্র লইয়া এই মধুধর্ষণরীতি রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি
অবস্থা এইরূপ—(১) বিষয়ব্যক্তি—“অনৌ বা আদিত্যৌ দেবমধু” ইত্যাদি । (২) সংস্রব—যে সমস্ত বিদ্যায় যে
সকল দেবতা উপাস্ত, যেমন মধুবিদ্যায় বস্তুপ্রভৃতি দেবগণ উপাস্ত ; সেই সকল দেবতার সেই সমস্ত বিদ্যায়
অধিকার আছে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—বস্তুগণ যখন নিজেই নিজকে উপাসনা করিতে পারে না, এবং ঐ
উপাসনার ফল বস্তুই প্রাপ্তিও যখন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ, তখন মধুবিদ্যাশ্রুতিতে তাহাদের অধিকার নাই ।
(৪) উত্তর—জৈমিনির মতে অধিকার না থাকিলেও বাদরাণ্যের মতে অধিকার আছে, কারণ, ব্রহ্ম যখন কার্য্য
-ভ কারণ, উত্তর অবস্থাতেই অবস্থিত, তখন বস্তুপ্রভৃতিরও আপনাদিগকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে পারেন,
এবং সেই উপাসনার ফলে কল্পান্তরে পুনশ্চ বস্তু লাভ করিতে পারেন । (৫) নির্ণয়ও প্রয়োজন—অতএব
বস্তুপ্রভৃতিরও বস্তুপ্রভৃতিরূপে অবস্থিত কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এবং তাহার ফলে কল্পান্তরে বস্তুই প্রাপ্ত
হইবে ।

জীবন্তি” । ছান্দো ৩ । ৬ । ১] ইত্যুক্ত্বা “স য এতদমৃতং বেদ, বসূনা-
মেবৈকো ভূত্বা অগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবায়তং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি” [ছান্দো
৩ । ৬ । ৩] ইত্যাদিনা (*) ॥ ১ । ৩ । ৩০ ॥

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

[পরচ্ছেদঃ—জ্যোতিষি (জ্যোতিঃশব্দোক্ত ব্রহ্মে) ভাবাৎ [উপাসনাব] (সন্ধানহেতু)
৫ (৩) ।]

[সৰ্বার্থঃ—“তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিষায় হোপাসতে হমৃতম্” ইতি জ্যোতিষি পরস্মিন্
ব্রহ্মণি দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ অবিশেষেণ অধিকাবে সম্ভবতাপি যং ‘দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ
পবং ব্রহ্ম উপাসতে’ ইতি বিশেষবচনং তং খলু বস্বাদীনাং মধুবিদ্যাভিষ্ম অনধিকারঃ
জ্ঞাপয়তীতি ভাবঃ ।

সাধারণ নিয়মানুসাবে দেবতা ও মনুষ্যেব ব্রহ্মবিজ্ঞায় তুল্য অধিকার থাকিলেও ‘দেবগণ
জ্যোতিষ জ্যোতিঃ সেই পবব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন’, এইস্থলে যে, ‘দেবগণ
সেই জ্যোতিষ জ্যোতিক উপাসনা করেন’ এই বিশেষ উপাসনার উপদেশ, তাহাই বস্তুপ্রভৃতি
দেবতার মধুবিজ্ঞা প্রভৃতিতে অনধিকার জ্ঞাপন করিতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥]

“তং দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিষায় হোপাসতে হমৃতম্” ইতি জ্যোতিষি
পরস্মিন্ ব্রহ্মাণি উপাসনং দেবানাং শ্রুয়তে । দেব-মনুষ্যোভয়সাধারণে পর-
ব্রহ্মোপাসনে দেবানামুপাসকত্বকথনং দেবাদীনামিতরোপাসননিবৃত্তিঃ দ্ব্যোত-
য়তি ; অত এব বস্বাদীনামনধিকারঃ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

লোক এইরূপে এই অমৃতকে জানে, সে লোক বহুগণেব মধোই একজন হইয়া অগ্নিরূপ মুখ
পাণ এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ইত্যাদি বাক্যেও ঐরূপ অভিপ্রায়ই শ্রুত
হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥

‘দেবগণ জ্যোতিষ জ্যোতিঃ সেই ব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন’ এই
শ্রুতিতে জ্যোতিঃশব্দোক্ত পরব্রহ্মবিষয়ে দেবগণের উপাসনাধিকার শ্রুত হইতেছে । পবব্রহ্মেব
উপাসনায় দেবতা ও মনুষ্য, উভয়ের তুল্যাধিকার সত্ত্বেও দেবগণের জ্ঞাত্য যে, এই পৃথক্
উপাসকত্ব কথন, তাহাই তাহাদের অপর উপাসনায় অধিকার-নিবৃত্তি বিজ্ঞাপিত কবিত্তে ;
সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে (মধুবিজ্ঞাপ্রভৃতিতে) বস্তুপ্রভৃতি (দেবগণের) অধিকার
নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

(*) ইত্যাদিষ্ম ইতি ভাষ্যঃ পাঠঃ ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

ভাবন্তু বাদরায়ণোহস্তি হি ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবং (অধিকার-সম্ভাব) তু (কিন্তু) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণনামক আচার্য্য),
অস্তি (আছে) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—বাদরায়ণস্ত আচার্য্যঃ বহুপ্রভৃতীনামপি মধুবিজ্ঞাদিষু ভাবং—অধিকারসম্ভাবং
মন্ততে ; হি যস্মাৎ অস্তি বস্বাদীনামপি স্বাস্তুরবস্থিতস্ত ব্রহ্মণ উপাত্তত্বসম্ভবঃ, পুনরপি কল্লান্তবে
বহুত্বাদিপ্রাপ্তিফলসম্ভবশ্চ ।

কিন্তু আচার্য্য বাদরায়ণ বহুপ্রভৃতি দেবতাগণেরও মধুবিজ্ঞাপ্রভৃতিতে উপাসনাদিকাব
আছে, বলিয়া স্বীকার করেন। কারণ, তাহাদের পক্ষেও স্ব-স্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মাব
উপাসনা করা সম্ভব হয়, এবং ঐ উপাসনার ফলে পুনশ্চ কল্লান্তরে বহুত্বাদি অধিকার
লাভ রূপ ফলপ্রাপ্তিরও সম্ভব হয় ॥ ১ । ৩ । ৩২ ॥]

আদিত্য-বস্বাদীনামপি তেষ্বধিকারভাবং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্ততে ।
অস্তি হি আদিত্য-বস্বাদীনামপি স্বাবস্থ-ব্রহ্মোপাসনেন (※) বস্বাদিত্বপ্রাপ্তি-
পূর্ব্বক-ব্রহ্মোপাসনসম্ভবঃ । ইদানীং বস্বাদীনামপি সতাং কল্লান্তরে (†)
বস্বাদিত্বপ্রাপ্তিশ্চাপেক্ষিতা ভবতি । অত্র হি কার্য্য-কারণোভয়াবস্থ-ব্রহ্মোপা-
সনং বিধীয়তে—“অনৌ বা আদিত্যো দেবমধু” [ছান্দোগ্য ০ । ৩।১।১] ইত্য-
রভ্য “অথ তত উর্দ্ধম্ (‡) উদেত্য” ইত্যতঃ প্রাক্ আদিত্য-বস্বাদিকার্য্য-

ভগবান্ বাদরায়ণ আদিত্য ও বহুপ্রভৃতি দেবগণেরও সেই সমস্ত বিজ্ঞায় অধিকার-সম্ভাব
স্বীকার করেন ; কারণ, আদিত্য ও বহুপ্রভৃতি দেবগণেরও আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা
দ্বারা বস্বাদিত্যের প্রাপ্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা সম্ভবপর হয় । আর ইহ জন্মে যাহারা
বহুপ্রভৃতি হইয়াছেন, কল্লান্তরেও তাহাদের বহুত্বাদি প্রাপ্তি আকাজ্কিত হইতে পারে । এই
প্রকরণেও কার্য্যও কারণ, উভয়াবস্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা বিহিত হইতেছে, ‘এই আদিত্যই
দেবমধু’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অনন্তর তাহার পর উর্দ্ধে উখিত হইয়া’ এই কথার
পূর্ব্বগম্যন্ত আদিত্য ও বহুপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট
হইতেছে । আর ‘অনন্তর তাহারও উর্দ্ধে উখিত হইয়া’ ইত্যাদি বাক্যে আদিত্যের

(৭০) বস্বাদিত্যপ্রাপ্তিঃ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(৭০) কল্লান্তরেহপি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(৭০) উর্দ্ধে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

বিশেষাবস্থং ব্রহ্মোপাসনম্ ইত্যুপদিশ্যতে (*) ; “অথ তত উৰ্দ্ধং উদেত্য” ইত্যাদিনা আদিত্যাস্তরাশ্রয়তয়াবস্থিতং কারণাবস্থমেব ব্রহ্মোপাস্তমিত্যুপদি-
শ্যতে (†) । তদেবং কার্য্য-কারণোভয়াবস্থং ব্রহ্মোপাসীনঃ কল্লাস্তরে বস্থা-
দিত্বং প্রাপ্য তদন্তে কারণং পরং ব্রহ্মৈবাপ্নোতি । “ন হ বা অস্মা উদেতি, ন
নিব্রোচতি, স কৃদিবা হৈবাস্মৈ (‡) ভবতি, য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং
বেদ” [ছান্দো० ৩।১।৩] ইতি কৃৎস্নায়া মধুবিদ্যায়া ব্রহ্মোপনিষদ-
শ্রবণাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্ত-বস্বাদিত্বফলশ্রবণাচ্চ, (§) বস্বাদিভোগ্যভূতা-
দিত্যাংশস্ত বিধীয়মানমুপাসনং তদবস্থস্বৈব ব্রহ্মণ ইত্যবগম্যতে । অত এব-
বিধমুপাসনম্ আদিত্য-বস্বাদীনামপি সম্ভবতি । এবং চ ব্রহ্মণ এবোপাস্তত্বাৎ
“তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ইত্যুপপদ্যতে । তদাহ বৃত্তিকারঃ—“অস্তি
হি মধ্যাদিষু সম্ভবো ব্রহ্মণ এব সর্বত্র নিচায়াত্বাৎ” ইতি ॥ ১।৩।৩২ ॥
[অষ্টমং মধ্যমিকরণং সমাপ্তম্ ।]

অন্তবায়রূপে অবস্থিত কারণাবস্থ ব্রহ্মেব উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে । কার্য্য ও কারণ,
এতদুভয়াবস্থ ব্রহ্মের উপাসক ব্যক্তি কল্লাস্তরে বস্তুপ্রভৃতি রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে
কারণরূপ পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ‘যে ব্যক্তি এইপ্রকার এই ব্রহ্মোপনিষৎ
জানে, তাহার সম্বন্ধে [হৃদ্য] আর উদিত হয় না, এবং অন্তমিতও হয় না ; একবারই ইহার
দিবা (চিৎ প্রকাশ) হয় ।’ এই শ্রুতিতে সমস্ত মধুবিদ্যায় ব্রহ্মোপনিষদত্বাব (ব্রহ্মবিদ্যাত্ব)
শ্রবণহেতু এবং বস্বাদিভাব শব্দে ব্রহ্মপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্ত ফলেব শ্রুতি হেতুও বুঝা যাইতেছে যে, বস্তু-
প্রভৃতির ভোগ্যরূপ আদিত্যাংশের যে, উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; [প্রকৃত পক্ষে] তাহা
এবস্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা ; অতএব, এবংবিধ উপাসনা ত আদিত্য ও বস্তুপ্রভৃতি দেবতার
পক্ষেও সম্ভব হয় ; এই কারণে ব্রহ্মেরই উপাস্তত্ব নিবন্ধন “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”
এই কথাও উপপন্ন হইতেছে । বৃত্তিকারও তাহা বলিয়াছেন—“সর্বত্র ব্রহ্মেরই উপাস্তত্ব
নিবন্ধন মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে [অধিকারের] সম্ভব আছে ।’ ইতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

[অষ্টম মধ্যমিকরণ সমাপ্ত]

(*) ব্রহ্মোপাস্তমুপদিশ্যতে’ ইতি (ব) পাঠঃ ।

(†) পাস্তমুপদিশ্যতে’ ইতি (ব) পাঠঃ ।

(‡) হাত’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(§) দিব্যকলত শ্রবণাচ্চ’ ইতি (ব) পাঠঃ ।

অংশুপ্রাধিকরণম্] শুগস্ত তদনাদর-শ্রবণাং তদাদ্রবণাং

সূচ্যতে হি ॥ ১।৩।৩৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শুক্ (শোক—দুঃখ) অস্ত (ইহার) তদনাদরশ্রবণাং (তাহার অনাদর—অবজ্ঞা শ্রবণ হেতু) তদা (তখন) আদ্রবণাং দ্রবীভূত হওয়ায়), অথবা তদাদ্রবণাং (সেই শোককর্তৃক অনুধাবিত হওয়ায়), সূচ্যতে (সূচিত হইতেছে) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রস্তাপি অধিকারোহস্তি নবা, ইতি চিন্ত্যতে । “অজ-হারেমাঃ শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ” ইত্যত্র ‘শূদ্র’-শব্দসন্দর্শনাৎ অর্থিক্ত-সামর্থ্যাদি-সম্ভাব্যাদ অস্তি শূদ্রস্তাপ্যধিকারঃ, ইতোবাং প্রাপ্তে উচ্যতে—শুগস্তেত্যাদি ।

নাস্তি শূদ্রস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ; “শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যা শূদ্রস্ত উপনয়নসংস্কার-প্রতিষেধেন বেদাধ্যয়ননিষেধাৎ উপনিষদ-জ্ঞানে—ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারবস্ত অস্ত্যাব্যাহাৎ । যত্নু শ্রুতৌ ‘শূদ্র’-শব্দশ্রবণং, ন ত্বং জাতিশূদ্রপরং; অপিতু, ব্রহ্মবিদ্যা-বিধুরতয়া তেবাং হংসানাং অনাদবশ্রবণাং অস্ত্র জানশ্রুতে: শুক শোক: সংজাতা; তদা—তৎকালমেব আচার্যাং প্রতি আদ্রবণাং—দ্রুতং উপসর্পণাৎ । হি যস্মাং আচার্য্যবচনেন চ সা শুক্ সূচ্যতে । যস্মাং ব্রহ্মজ্ঞানাতীবাং অস্ত্র শুক্ সূচ্যতে, তস্মাং ‘শৌচনাং শূদ্রঃ’ ইতি কৃত্বা আচার্য্যেণ ‘জানশ্রুতিঃ’ ‘শূদ্র’-পদেন আমন্ত্রিত ইত্যভিপ্রায়ঃ ।

এখন সংশয় হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রজাতিব অধিকার আছে কি না? শূদ্রের যখন মুক্তিরূপের অভিল্যষ এবং তদ্রূপযোগী সামর্থ্য ও আছে, এবং শ্রুতিতেও ‘শূদ্র’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে, তখন ব্রহ্মবিদ্যালোকে শূদ্রেরও অধিকার আছে । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে যে, শূদ্রজাতির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই; কারণ, তাহার উপনয়ন সংস্কার নাই, সুতরাং তদধীন বেদাধ্যয়নেও অধিকার নাই; কাজেই ব্রহ্মবিদ্যালোকেও শূদ্রজাতির অধিকার থাকিতে পারে না । তবে শ্রুতিতে যে, ‘শূদ্র’ শব্দ আছে, তাহার অর্থ শূদ্র-জাতি নহে, পবন্ত হংসগণেব অনাদর শ্রবণে তীত্র ভ্রুংগে সেই সময়েই তিনি গুরুর উদ্দেশ্য দ্রুত গমন করিয়াছিলেন; সেই শোক ও তজ্জন্য দ্রুতগমন হইবার জন্যই আচার্য্য ‘শূদ্র’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন; অতএব, ইহা দ্বারা শূদ্র-জাতির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সিদ্ধ হইতেছে না ॥ ১ । ৩ । ৩৩ ॥]

ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রস্তাপ্যধিকারোহস্তি ন বেতি বিচার্য্যতে; কিং যুক্তম্ ?

(১৩) শূদ্রজাতিরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, ইহা বিচারিত হইতেছে; কোন

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘অংশুপ্রাধিকরণম্’ । (১) বিষয় বাক্য—“অজ-হারেমাঃ শূদ্র” ইত্যাদি ।

(২) সংশয়—ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে কি না? (৩) পুরুষপক্ষ—শূদ্রও যখন জিজ্ঞাসু এবং বিদ্যালোকে সমর্থ, এবং যখন ‘শূদ্র’ শব্দ যটন শ্রুতিও রহিয়াছে, তখন তাহারও অধিকার আছে । (৪) উত্তর—না শূদ্রের অধিকার নাই; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের হেতুভূত বেদাধ্যয়নে তাহার অধিকার নাই । দ্রুতগত ‘শূদ্র’ শব্দ কেবল শোকব্যঞ্জকমাত্র, জাতিবোধক নহে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—ব্রহ্মবিদ্যালোকে তীত্রবেদনা ও শক্তি অনুসারে দাশের আশ্রয়তা জাপদ করা ।

অস্তীতি । কৃতঃ ? (*) অর্থিহ-সামর্থ্যপ্রযুক্তত্বাদধিকারস্ব, শূদ্রস্তাপি তৎ-
সম্ভবাৎ । যত্বেপি অগ্নিবিদ্যাসাধ্যৈশ্চ কৰ্ম্মস্ব অনগ্নিবিদ্যাত্৷ শূদ্রস্থানধিকারঃ ;
তথাপি মনোবৃত্তিমানাত্ত্বাদ ব্রহ্মোপাসনস্ব তত্রাধিকারোহন্ত্যেব, শাস্ত্রীয়ক্রিয়া-
পেক্ষেহপি উপাসনস্ব তত্ত্ববর্ণাশ্রমোচিতক্রিয়ায়া এব অপেক্ষিতত্বাৎ শূদ্র-
স্তাপি স্ববর্ণোচিত-পূর্ববর্ণশুশ্রূষৈব ক্রিয়া ভবিষ্যতি । “তস্মাচ্ছদ্রো
যজ্ঞেহনবকৃণ্ডঃ” [যজুঃ-কাণ্ড ৭।১।১।১] ইত্যপি অগ্নিবিদ্যাসাধ্য-যজ্ঞাদি-
কৰ্ম্মানধিকার এব স্মার্যসিদ্ধোহনুত্তে ।

নহ্ননধীতবেদস্তাত্তবেদান্তস্ব ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনপ্রকারানভিজ্ঞস্ব
(†) কথং ব্রহ্মোপাসনং সম্ভবতি ? উচ্যতে—অনধীতবেদস্তাত্তবেদান্ত-
বাক্যস্তাপি ইতিহাস-পুরাণশ্রবণেনাপি ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনজ্ঞানং সম্ভবতি ।
অস্তি চ শূদ্রস্তাপি ইতিহাস-পুরাণশ্রবণানুজ্ঞা “শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃষ্ণা
ব্রাহ্মণমগ্রতঃ” [মহাভা ০ শান্তি ০ মোক্ষ ০] ইত্যাদৌ । দৃশ্যন্তে চ ইতিহাস-

পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? ‘অস্তি’ পক্ষই (অধিকার আছে, এই পক্ষই) । কারণ ? অর্থিহ ও সামর্থ্যই
অধিকারের কারণ ; শূদ্রের পক্ষেও তাহা সম্ভবপব । যদিও অগ্নিবিদ্যাবিরহিত শূদ্রের অগ্নি-
বিদ্যাসাধ্য কৰ্ম্মসমূহে অধিকার নাই সত্য ; কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা যখন কেবলই মনোবৃত্তি বা
মানস চিন্তামাত্র, তখন নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে । উপাসনা কার্য
যদি শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াসাপেক্ষও হয়, তথাপি বৃত্তিতে হইবে, তত্ত্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়াই
সেখানে অপেক্ষিত ; সুতরাং শূদ্রের পক্ষেও পূর্ববর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) শুশ্রূষা-
কবাই স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হইবে ; আব, ‘সেইহেতু শূদ্রজাতি
যজ্ঞে অনধিকৃত,’ এই নিষেধও বিদ্যাসাধ্য বে, যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম, তদ্বিষয়ক অনধিকার-জ্ঞাপনার্থই
অনুদিত হইতেছে মাত্র ; (‡) এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসিদ্ধ ।

ভাল, যে লোক বেদ অধ্যয়ন করে নাই, বেদান্ত শ্রবণ কবে নাই, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ ও
উপাসনা বিষয়েও অভিজ্ঞ নহে, তাহার (শূদ্রজাতির) ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব হয় কি প্রকারে ?
হাঁ, বলা হইতেছে ; যে লোক বেদ অধ্যয়ন করে নাই, এবং বেদান্তও শ্রবণ করে নাই, তাহার
পক্ষেও ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার উপাসনা-প্রণালী-বিষয়ক
জ্ঞান লাভ করা অবশ্যই সম্ভবপব হয় । ‘ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী রাখিয়া চারি বর্ণকেই [বেদ] শ্রবণ

(*) ‘ক পুস্তকে কৃতঃ’ ইতি নাস্তি ।

(†) ব্রহ্মস্বরূপোপাসন-প্রকারানভিজ্ঞস্ব ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য—শূদ্রের বে, বেদাধ্যয়ন অধিকার নাট, তাহা বহুতর প্রাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে ; সুতরাং
‘যজ্ঞে শূদ্রের অধিকার নাই’, একথা না বলিলেও চলিত ; তবে এই সিদ্ধান্তিত বিধের পন্থা নিষেধ করা
অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে । অনুবাদ বাক্যের নিজের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই ।

পুরাণেষু বিদুরাদয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ । তথা উপনিষৎস্বপি সংবর্গবিদ্যায়াং
শূদ্রস্ত্যপি ব্রহ্মবিদ্যাধিকারঃ প্রতীয়তে—শুশ্রূষুং হি জানশ্রুতিমাচার্যো
রৈকঃ শূদ্রেত্যামন্ত্য তস্মৈ ব্রহ্ম-বিদ্যামুপদিশতি—“আজহারেমাঃ শূদ্র
অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ” [ছান্দো ০ ৪।২।৫] ইত্যাদিনা । অতঃ
শূদ্রস্ত্যাপ্যধিকারঃ সম্ভবতীতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন শূদ্রস্ত্যাদিকারঃ সম্ভবতি ; কুতঃ ? (*) সামর্থ্যাভাবাৎ ; ন হি ব্রহ্ম-
স্বরূপ-তত্প্রাপসনপ্রকারম্ অজানতঃ তদঙ্গভূতবেদানুবচন-যজ্ঞাদিহনধিকৃতস্ত
উপাসনোপসংহারসামর্থ্যং সম্ভবতি (+) ; অসমর্থস্ত চার্ধিহনস্ত্রাব্যেহপি
অধিকারো ন সম্ভবতি ; অসামর্থ্যং চ বেদাধ্যয়নাভাবাৎ । যথৈব হি
ত্রেবর্গিকবিষয়াধ্যয়নবিধিসিদ্ধ-স্বাধ্যায়সম্পাদ-জ্ঞানলাভেন কর্মবিধয়ো জ্ঞান-
তত্প্রাপাদীন অপরান্ ন স্বীকুর্বন্তি, তথা ব্রহ্মোপাসনবিধয়োহপি । অতোহ-
ধ্যয়নবিধিসিদ্ধ-স্বাধ্যায়ধিগত-জ্ঞানশ্চৈব ব্রহ্মোপাসনোপায়ত্বাৎ শূদ্রস্ত

করাইবে’ ইত্যাদি স্থলে শূদ্রের সম্বন্ধেও ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণের অনুমতি দৃষ্ট হয়, এবং ইতি-
হাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বিদুরপ্রভৃতিরও ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা জানা যায় । উপনিষদেও সংবর্গবিদ্যা-
প্রকরণে শূদ্রেবও ব্রহ্মবিদ্যাধিকার প্রতীতি-গম্য হইতেছে । যথা—আচার্য্য বৈক ব্রহ্মশুশ্রূষু জান-
শ্রুতিকৈ ‘শূদ্র’ শব্দে সম্বোধন করিয়া তদুদ্দেশে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন—‘হে শূদ্র, এই
সমস্ত (কন্যা ও গো) [আমার নিমিত্ত] আহরণ করিয়াছ ; এইরূপ উপায়েই [আমাকে]
আলাপ করাইতেছ,’ ইত্যাদি । অতএব শূদ্রেরও [ব্রহ্মবিদ্যায়] অধিকার আছে । এইরূপ
সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

না—শূদ্রের অধিকার-সম্ভব হয় না ; কারণ ? যেহেতু তাহার সামর্থ্য নাই । কেন না, যে লোক

ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাহার উপাসনা-প্রণালী জানে না ; সুতরাং
শূদ্রের অনধিকার-সিদ্ধান্ত ।

তাহারই অঙ্গস্বরূপ বেদানুবচন (বেদপাঠ) ও যজ্ঞাদি কার্য্যেও অনধিকৃত
তাহার পক্ষে কখনই উপাসনার অনুকূল সামর্থ্য সম্ভবপর হয় না । বেদাধ্যয়নের অভাবই
তাহার সামর্থ্যাভাবের কারণ । ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সম্বন্ধে বেদাধ্যয়ন বিহিত থাকায় তৎসম্পাদ্য
জ্ঞানেও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এই জন্ত, কর্মবিধি সমূহ বৈষ্ণব জ্ঞান ও তত্প্রাপ্যোগী অপরাপর
সাধনের অপেক্ষা করে না, ব্রহ্মোপাসনা-বিধি সকলও তজ্জপ । অতএব অধ্যয়নবিধিলব্ধ বেদাধ্যয়ন-
জনিত জ্ঞানই যখন ব্রহ্মোপাসনার প্রধান উপায়, তখন সেই বৈদিক জ্ঞান না থাকায় শূদ্রের

(*) কুতঃ’ ইতি পাঠঃ (ন, ব) পুস্তকগোষ্ঠাভি ।

(+) সামর্থ্যসম্বন্ধঃ’ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

ব্রহ্মোপাসনসামর্থ্যাসম্ভবঃ । ইতিহাস-পুরাণে অপি বেদোপবৃংহণং কুর্ক্বতী
এব উপায়ভাবমমুভবতঃ, ন স্বাতন্ত্র্যেণ ; শূদ্রেতি ইতিহাস-পুরাণশ্রবণানুজ্ঞানং
পাপক্ষয়াদিফলার্থম্ ; নোপাসনার্থম্ । বিহুরাদয়স্ত ভবান্তরাধিগত-জ্ঞানা-
প্রমোষাজ্ জ্ঞানবন্তঃ, প্রারন্ধকস্ববশাচ্ ঈদৃশজন্মযোগিনঃ, ইতি তেষাং
ব্রহ্মনিষ্ঠত্বম্ ।

যত্নু (*) সংবর্গবিদ্যায়াং শুক্রযোঃ শূদ্রেতি সম্বোধনং শূদ্রস্তাধিকারং
সূচয়তীতি ; তন্ম, ইত্যাহ—‘শুগস্ত তদনাদরশ্রবণাং তদাদ্রবণাং সূচ্যতে
হি’—শুক্রযোজ্ঞানশ্রুতঃ পৌত্রায়ণস্ত ব্রহ্মজ্ঞানবৈকল্যেন হংসোক্তা-
নাদরবাক্যশ্রবণাং তদৈব ব্রহ্মবিদো রৈক্সস্ত সকাশং প্রতি আদ্রবণাং শুক্
অস্ত সংজাতেতি হি সূচ্যতে ; অতঃ স শূদ্রেতি আমদ্র্যতে, ন চতুর্থবর্ণত্বেন ।
শোচতীতি হি শূদ্রঃ ; “শুচেদশ্চ” [উণাদি সূ.] ইতি র-প্রত্যয়ে ধাতোশ্চ
দীর্ঘে চকারস্ত চ দকারে ‘শূদ্র’ ইতি ভবতি । অতঃ শোচিচ্ছব্দস্য শূদ্র-
শব্দপ্রয়োগেণ সূচ্যতে ; ন জাতিযোগঃ । জ্ঞানশ্রুতিঃ কিল পৌত্রায়ণো

সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা-সামর্থ্য কখনও সম্ভবপর মনে । আর ইতিহাস এবং পুরাণশাস্ত্রও বেদার্থের
পরিপোষণ করে বলিয়াই উপায়তা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে । শূদ্রের
পক্ষে যে, ইতিহাস ও পুরাণপাঠের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও কেবল পাপক্ষয়াদি
ফলসিদ্ধির জন্যই ; কিন্তু উপাসনার্থ নহে । জন্মান্তরাধিগত জ্ঞান অবিলুপ্ত থাকায়ই বিহুর
প্রভৃতির ব্রহ্ম-জ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রারন্ধক স্ববশতঃ তাদৃশ শূদ্রগণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কাজেই
তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব হইয়াছিল ।

আব যে, সংবর্গবিদ্যায় শুক্রম্ জ্ঞানশ্রুতিকে ‘শূদ্র’শব্দে সম্বোধন করার শূদ্রেরও অধিকার
প্রমাণিত হইতেছে, তাহাও নহে ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন “শুক্ অস্ত তদনাদরশ্রবণাং”
ইত্যাদি । ব্রহ্মবিদ্যা-শুক্রম্ পৌত্রায়ণ জ্ঞানশ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানেব অভাব নিবন্ধন হংসগণের উক্ত অনাদর-
বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎই ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্সসকাশে অভিগমন করিয়াছিলেন ; ইহা হইতেই বেশ
বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে তাহার শোক বা দুঃখ হইয়াছিল, এইরূপে শোক-দ্রুত হওয়ায়ই
জ্ঞানশ্রুতিকে শূদ্র-শব্দে সম্বোধিত করা হইয়াছে ; কিন্তু চতুর্থবর্ণ ‘শূদ্র-জাতি’ অভিপ্রায়ে নহে ।
শোক করে বলিয়া শূদ্র ; “শুচে: দশ্চ” এই হ্রস্বস্বরে ‘র’ প্রত্যয় নিমিত্তে [শুচ্] ধাতুর
উকার দীর্ঘ এবং ‘চ’ স্থানে ‘দ’ করিয়া ‘শূদ্র’ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব, ‘শূদ্র’ শব্দ
দ্বারা ইহার শোকাধিতভাবই সূচিত হইতেছে, কিন্তু শূদ্র-জাতির সম্বন্ধ নহে । পৌত্রায়ণ-

বহুদ্রব্যপ্রদো বহুদ্রব্যপ্রদশ্চ বভূব ; তস্মৈ ধার্মিকাগ্রেসরস্মৈ ধর্মেণ শ্রীতয়োঃ
কমোশ্চিন্মহাত্মনোরস্মৈ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাম্ উৎপিপাদয়িমতোঃ হংসরূপেণ
নিশায়ামস্মাবিদূরে গচ্ছতোরন্যতর ইতরমুবাচ—“ভো ভোয়ি ভল্লাঙ্ক
ভল্লাঙ্ক, জানশ্রুতে: পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততং, তন্মা
প্রসাজ্জীঃ, তং হা মা প্রধাক্ষীৎ” [ছান্দো ৪।১।২] ইতি । এবং জান-
শ্রুতিপ্রশংসারূপং বাক্যমুপশ্রুত্যাপরো হংসঃ প্রত্যুবাচ—“কং বর
এনমেতং সন্তং সমুদ্যানমিব রৈকমাখ” [ছান্দো ৪।১।৩] । ইতি । কং
সন্তমেনং জানশ্রুতিং সমুদ্যানং রৈকং ব্রহ্মজমিব গুণশ্রেষ্ঠম্ এতদাখ ; স
ব্রহ্মজো রৈক এব লোকে গুণবত্তরঃ ; মহতা ধর্মেণ সংযুক্তস্তাপ্যস্মৈ
জানশ্রুতেরব্রহ্মজস্য কো গুণঃ, যদগুণজনিতং তেজো রৈকতেজ ইব মাং
দহেদিত্যর্থঃ । এবমুক্তেন পরেণ ‘কোহসৌ রৈকঃ’ ? ইতি পৃষ্ঠঃ ‘লোকে যৎ
কিঞ্চিৎ সাধ্বনুষ্ঠিতং কস্মৈ, যচ্চ সর্বচেতনাগতং (*) বিজ্ঞানং, তদুভয়ং
যদীয়জ্ঞান-কস্মাস্তুভূতং, স রৈকঃ,’ ইত্যাহ । তদেতদহংসবাক্যং ব্রহ্মজ্ঞান-
বিধুরতয়া আত্মনিন্দাগর্ভং তদ্বতয়া চ রৈকপ্রশংসারূপং জানশ্রুতিরূপশ্রুত্যা

জানশ্রুতি বহুদ্রব্য দাতা ও বহু অন্নপ্রদ ছিলেন ; ধার্মিকাগ্রগণ্য তাহার ধর্মচর্যায় পবিত্র
কোনও দুইজন মহাত্মা ইহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সমুৎপাদনার্থ রাত্রিকালে হংসরূপ ধারণ করিয়া
ইহার অদূরে (উপরিভাগে) গমন করিতে করিতে একজন অপরকে বলিয়াছিলেন—‘ভো
ভো ভল্লাঙ্ক ভল্লাঙ্ক, পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির তেজ আকাশে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ;
তাহার উপরে যাইও না—দক্ষ হইও না ।’ জানশ্রুতিব এবংবিধ প্রশংসাসূচক বাক্য শ্রবণ
করিয়া অপর হংস বলিলেন—‘অরে এইরূপে অবস্থিত কাহাকে তুমি সমুদ্যান রৈকের সমান
বলিতেছ ? [ইহার অর্থ এই যে,] এই সামান্য লোক জানশ্রুতিকে সমুদ্যান—ক্ষুদ্রশকটযুক্ত
ব্রহ্মজ রৈকের সমান গুণ-শ্রেষ্ঠ বলিতেছ ! ব্রহ্মজ সেই রৈকই জগতে সর্বাধিক গুণবান, এই
জানশ্রুতি মহাধার্মিক হইলেও যখন ব্রহ্মজ্ঞানরহিত, তখন ইহার আর কি গুণ আছে ? যে
গুণজাত তেজে রৈকতেজের ত্রায় দক্ষ করিবে ? এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই দ্বিতীয় হংস
প্রথম হংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই রৈক কে ? তদ্বত্তরে বলিলেন ‘এই জগতে যে-
কিছু উৎকৃষ্ট কস্মৈ অধুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং সমস্ত চেতনে যাহা কিছু জ্ঞান নিহিত আছে, সেই
উভয়ই যাহার জ্ঞান ও কর্মের অন্তর্গত (কবলীকৃত), তিনিই রৈক ।’ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব
নিবন্ধন আপনাদের নিন্দাপূর্ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাব বশতঃ রৈকের জ্ঞতিপর, সেই হংসবাক্য
শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতি তৎক্ষণাৎ রৈকের অগুপকানে সারিাথ প্রেরণ করিলেন ; অনন্তর সারিাথ

তৎক্ষণাদেব ক্ষত্বারং রৈকান্বেষণায় প্রেষ্য তস্মিন্ বিদিত্বা আগতে স্বয়মপি
 রৈকমুপসদ্য গবাং ঘটগতং নিকমশ্বতরীরথঞ্চ রৈকায়োপহৃত্য রৈকং প্রার্থয়া-
 মাস—“অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাস্মে” ইতি ;
 ত্বত্পাস্ত্যাং পরাং দেবতাং মাম্ অনু শাধীত্যর্থঃ । স চ রৈকঃ স্বযোগমহিম-
 বিদিতলোকত্রয়ো জানশ্রুতেত্রক্ষজ্ঞানবিধুরতানিমিত্তানাদরগর্ভ-হংসবাক্য-
 শ্রবণেন শোকাবিক্ততাম্ তদনন্তরমেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়োদযোগং চ বিদিত্বা অস্ত
 ব্রহ্মবিজ্ঞায়োগ্যতাম্ অভিজ্ঞায় চিরকালসেবাং বিনা দ্রব্যপ্রদানেন (*)
 শুশ্রুমণস্তাস্থ যাবচ্ছক্তিপ্রদানেন ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীতি মহা
 তমনুগৃহ্নন্ তস্ত শোকাবিক্ততামুপদেশযোগ্যতাপ্রাপিকাং শূদ্র-শব্দেনামন্ত্রণেন
 জ্ঞাপয়মিদমাহ—“অহ হারেহা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত” ইতি । সহ
 গোভিরয়ং রথস্তবৈবাস্ত ; নৈতাবতা মহং দত্তেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া শোকাবিক্তস্ত
 তব ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ । স চ জানশ্রুতিঃ ভূয়োহপি
 যশস্ত্যনুগুণমেব গবাদিকং ধনং কন্যাং চ প্রদায় উপসসাদ । স রৈকঃ
 পুনরপি তস্ত যোগ্যতামেব খ্যাপয়ন্ শূদ্র-শব্দেনামন্ত্র্যাহ—“আজহারেমাঃ

বৈককে অবগত হইয়া আসিলে পর নিজেও রৈকসমীপে সমুপাগত হইয়া ছয়শত গো, স্বর্ণহার,
 অশ্বতরী-রথ উপহার দিয়া রৈকেব নিকট প্রার্থনা করিলেন, ‘ভগবন্ আপনি যে দেবতার
 উপাসনা করেন, আমাকে সেই দেবতার উপদেশ প্রদান করুন।’ অর্থাৎ আপনার উপাস্ত
 পরা দেবতাব তব আমাকে শিক্ষা দিন। স্বায় যোগশক্তিপ্রভাবে ঐলোক-তত্ত্বজ্ঞ সেই রৈক,
 ব্রহ্মজ্ঞানভাব নিবন্ধন হংসোক্ত অনাদর-বচন শ্রবণে জানশ্রুতির শোকাবিশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার
 উত্তম অবগত হইয়া এবং তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতাও সম্যক্ উপসক্তি করিয়া দীর্ঘকাল
 ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকেও কেবল দ্রব্যসম্ভার প্রদানেই আবশ্রুকীয় শক্তি সঞ্চার দ্বারা ব্রহ্মশ্রুত হইয়া
 হৃদয়ে ব্রহ্মবিজ্ঞা স্থিরতর হইতে পারে, ইহাও মনে মনে স্থির করিয়া অমুগ্রহপূর্ব্বক ‘শূদ্র’
 সধোদন দ্বারা তাহার উপদেশযোগ্যতা-দৃঢ়ক শোকাবিত্তভাব জ্ঞাপনের জন্ম বলিলেন—‘অহে
 শূদ্র, তোমার এই সবাহন রথ ও গোসমূহ তোমারই থাকুক, আমাকে কেবল এইমাত্র
 দ্রব্যপ্রদান করায়ই ব্রহ্ম-জ্ঞানেচ্ছায় শোকবিশিষ্ট তোমার হৃদয়ে ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইবে না।’
 সেই জানশ্রুতি পুনশ্চ স্বীয় শক্তি অমুসারেই গো প্রভৃতি ধন এবং কন্যা প্রদান করিয়া উপস্থিত
 হইলেন ; পুনশ্চ সেই রৈক তাহার উপদেশযোগ্যতা জ্ঞাপনার্থই ‘শূদ্র’শব্দে সধোদন করিয়া
 বলিলেন—‘হে শূদ্র, এই যে সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ, এই উপায়েই তুমি আমাকে কন্যা

শূদ্রানেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ” ইতি । ইমানি ধনানি শত্ৰুহুগুণান্যাজহর্থ,
অনেনৈব দ্বারেন চিরসেবয়া বিনাপি মাং হৃদভিলষিত-ব্রহ্মোপদেশরূপবাক্যম্
আলাপয়িষ্যসি, ইত্যুক্ত্বা তস্মৈ উপদিশেৎ । অতঃ শূদ্র-শব্দেন বিদ্যোপদেশ-
যোগ্যতাখ্যাপনার্থং শোক এবাস্থ সূচিতঃ, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ ॥ ১১৩৩ ॥

কল্লিয়ত্বাবগতেশ্চ (*) ॥ ১১৩৩ ৩৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—কল্লিয়ত্বাবগতেঃ (কল্লিয়ত্ব প্রতীতি হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—তত্ত্ব জানশ্রুতেঃ কল্লিয়ত্বাবগতেশ্চ ন জাতিশূদ্রাভিপ्राয়েণ শূদ্রেতি সম্বোধনম্;
প্রকরণপ্রারম্ভে হি ‘বহুদারী’ ইত্যাদিনা দানপতিত্বশ্রবণাৎ, সারথি-প্রেষণাচ্চ তত্ত্ব কল্লিয়ত্বমব-
গম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

ঐ প্রকরণের প্রারম্ভে ‘বহুদারী’ প্রভৃতি কথায় তাহার প্রচুর দান কার্য্য শ্রবণ হেতু এবং
সারথি-প্রেষণরূপ কল্লিয়-ধর্ম দর্শনহেতুও বৃথিতে হইবে যে, ‘শূদ্র’শব্দে যে জানশ্রুতির সম্বোধন
হইয়াছে, তাহা জাতি-শূদ্রাভিপ्राয়ে নহে ॥ ১১৩৩ ৩৪ ॥]

“বহুদারী” ইতি দানপতিত্বেন, “বহুপাক্যঃ” ইত্যাদিনা “সর্বত এব-
মেতদমমংসন্তি” ইত্যন্তেন বহুতরপকামপ্রদায়িত্ব-প্রতীতে: “স হ সংজিহান
এব ক্ষত্বারমুবাচ” ইতি ক্ষত্ব-প্রেষণাদ্ বহুগ্রামপ্রদানাবগত-জনপদাধিপত্য্যচ্চ
অস্থ জানশ্রুতে: কল্লিয়ত্বপ্রতীতেশ্চ, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ ॥ ১১৩৩ ৩৪ ॥

বলাইতেছ ।’ অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, স্বীয় শক্তি অনুসারে এই সমস্ত দ্রব্য আহরণ
করিয়াছ; তাহার ফলে দীর্ঘকাল গুরুসেবা ব্যতিরেকেও কেবল এই উপায়েই তোমার
অভিলষিত ব্রহ্মোপদেশ বিষয়ে আলাপ করাইতে আমাকে বাধ্য করিতেছ; এই কথা বলিয়া
তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন । অতএব, বিদ্যা-সম্প্রদানের যোগ্যতা-জ্ঞাপনার্থ ‘শূদ্র’শব্দে ইহার
হৃদয়গত সেই শোকেই সূচনা করা হইয়াছে; কিন্তু চতুর্থ-বর্ণত্ব (শূদ্রজাতিত্ব) নহে ॥ ১১৩৩ ॥

‘বহুদারী’ এই বাক্যে দান-পতিত্ব শ্রবণহেতু, ‘বহুপাক্য’ ইত্যাদি—‘সর্বত্র এই প্রকার এই
অন্ন ভোজন করিবে’ ইত্যন্ত বাক্যে বহুতর পকামদাতৃত্ব প্রতীতি হেতু, ‘তিনি (জানশ্রুতি)
শয্যাভাগ সময়েই ক্ষত্রকে (সারথিকে) বলিয়াছিলেন,’ এই বাক্যোক্ত সারথিপ্রেষণ হেতু
এবং বহু গ্রাম প্রদান করায় জনপদ বা প্রদেশাধিপত্য প্রতীতি হেতুও, এই জানশ্রুতির
কল্লিয়ত্ব অবধারিত হইতেছে; অতরাং তাহার চতুর্থবর্ণত্ব (শূদ্রত্ব) হইতে পারে না ॥ ১১৩৩ ॥

তদেবম্ উপক্রমগতাখ্যায়িকায়াম্ ক্রিয়ত্বপ্রতীতিরুক্তা, অধুনা (*)
উপসংহারগতাখ্যায়িকায়ামপি ক্রিয়ত্বমস্ম্য প্রতীয়তে, ইত্যাহ—

উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাং ॥ ১।৩।৩৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরত্র (পরে) চৈত্ররথেন (চৈত্ররথ পদ দ্বারা) লিঙ্গাং (সূচনা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—উত্তরত্র প্রকরণে “অথ হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ অভিপ্রতারিণং চ কাঙ্কসেনি” ইত্যাদৌ চৈত্ররথেন—চৈত্ররথবংশীয়েন ক্রিয়ণে সহযোগাৎ লিঙ্গাৎ জানশ্রুতেঃ ক্রিয়ত্বম্ অবগম্যতে । অভিপ্রতারিণশ্চ চৈত্ররথঃ ক্রিয়ত্বং চ কাপেয়-সহযোগাৎ অবধাৰ্য্যতে ইতিভাবঃ ॥

এই প্রকরণেরই শেষাংশে চৈত্ররথ অভিপ্রতারীর সহিত একযোগে নির্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, জানশ্রুতিও ক্রিয়ই বটে, শূদ্র নহে । অভিপ্রতারী যে, চৈত্ররথবংশজাত এবং জ্ঞাতিতে ক্রিয়, তাহা ‘কাপেয়ের’ সহিত একযোগে আহাবাদি নানা উপায়ে অবগত হওয়া যায় ॥ ১ । ৩ । ৩৫ ॥]

অস্ম্য জানশ্রুতেরূপদিচ্ছমানায়াম্ অস্ম্যামেব সংবর্গবিজ্ঞায়াম্ উত্তরত্র কীৰ্ত্ত্য-
মানেন অভিপ্রতারিনাস্মা চৈত্ররথেন ক্রিয়ণেণাস্ম্য ক্রিয়ত্বং গম্যতে । কথম্ ?
“অথ হ শৌনকঃ চ কাপেয়ম্ অভিপ্রতারিণং চ কাঙ্কসেনিং পরিবিষ্ণু-
মাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে” [ছান্দোঃ ৪।৩।৫] ইত্যাদিনা “ব্রহ্মচারিন্ নেদ-
মুপাস্মহে” ইত্যন্তেন কাপেয়াভিপ্রতারিণোর্ভিক্ষমাণস্য ব্রহ্মচারিণশ্চ সংবর্গ-
বিজ্ঞাসম্বন্ধিত্বং প্রতীয়তে । তেষু চ অভিপ্রতারী ক্রিয়ঃ, ইতরৌ ব্রাহ্মণৌ ;
অতোহস্মাং বিজ্ঞায়াং ব্রাহ্মণস্য, তদিতরেষু চ ক্রিয়ৈশ্চৈবান্বয়ো দৃশ্যতে, ন

অতএব এই প্রকারে উপক্রমগত উপাখ্যানে ক্রিয়ত্ব প্রতীতি কথিত হইল, এখন উপসংহার-
গত উপাখ্যানেও ইহার ক্রিয়ত্ব প্রতীতি আছে ; তজ্জন্ত বলিতেছেন—“উত্তরত্র” ইত্যাদি ।

এই জানশ্রুতির সম্বন্ধে উপদিষ্ট উক্ত সংবর্গ-বিজ্ঞাপ্রকরণেই পশ্চাৎ বর্ণনীয় চৈত্ররথ-বংশজাত
অভিপ্রতারীর ক্রিয়ত্ব হইতেই ইহারও (জানশ্রুতিরও) ক্রিয়ত্ব জানা যাইতেছে । কিপ্রকারে ?
‘পাচক তাহার পরিবেষণ করিতেছে, এমন সময় ‘কপিবংশজাত—কাপেয় শৌনক ও কঙ্কসেনপুত্র
অভিপ্রতারী, এই উভয়ের নিকট ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিল,’ ইত্যাদি—‘ব্রহ্মচারিন্
ইহাকে উপাসনা করি না’ ইত্যন্ত বাক্যে কাপেয়, অভিপ্রতারী এবং ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী, এই
তিনেরই সংবর্গবিজ্ঞায় সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হইতেছে ; তন্মধ্যে, অভিপ্রতারী ক্রিয়, অপর
ইহজন ব্রাহ্মণ ; সুতরাং এই বিজ্ঞা-প্রকরণে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণভিন্নের মধ্যে ক্রিয়ের সম্বন্ধ

(*) ‘ধ’ পুস্তকে হু ‘অধুনা’ শব্দে নোপলভ্যতে ।

শূদ্রস্ত; অতোহস্যাং বিদ্যায়ামনিতাদ্ রৈকাদ্ ব্রাহ্মণাদ্ অন্তস্ত জ্ঞানশ্রুতেরপি
ক্ষত্রিয়ত্বমেব যুক্তং, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ । নবস্মিন্ প্রকরণেহভিপ্রতারিণশ্চৈত্র-
রথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ ন শ্রুতম্ ; তং কথমস্মাভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বম্ কথং বা
ক্ষত্রিয়ত্বম্ ? তত্রাহ—“লিঙ্গাং” ইতি । “অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভি-
প্রতারিণং চ কাক্সসেনিম্” [ছান্দোঃ ৪।৩।৫] ইত্যভিপ্রতারিণঃ কাপেয়-
সাহচর্যাং লিঙ্গাং অস্মাভিপ্রতারিণঃ কাপেয়-সম্বন্ধঃ প্রতীয়তে ; অত্ৰ চ
“এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অবাজয়ন্” ইতি কাপেয়সম্বন্ধিনশ্চৈত্ররথত্বং
শ্রুয়তে । তথা চৈত্ররস্ত ক্ষত্রিয়ত্বং “তস্মাচ্চৈত্ররথো নানৈকঃ ক্ষত্রপতির-
জায়ত” ইতি ; অতোহভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ গম্যতে ॥১॥৩৬॥৩৫॥

তদেবং ন্যায়বিরোধিনি শূদ্রস্বাধিকারে লিঙ্গং নোপলভ্যত ইত্যুক্তম্ ;
ইদানীং ন্যায়সিদ্ধঃ শূদ্রস্বানধিকারঃ শ্রুতি-স্মৃতিভিরনুগৃহ্যতে, ইত্যাহ—

সংস্কারপরামর্শাং তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥১॥৩৬।৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সংস্কার-পরামর্শাং (উপনয়নসংস্কারের উল্লেখ থাকায়), তদভাবাভিলাপাং
(সংস্কারাভাবের উল্লেখ থাকায়) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—বিছোপদেশে “উপ গচ্ছা নেয্যে” ইত্যুপনয়নসংস্কার-পরামর্শাং শূদ্রে চ তদভাবস্ত
অভিলাপাং উল্লেখ্যং অপি [শূদ্রস্ত অনধিকারঃ ইতি শেষঃ] ।

যেহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ-প্রসঙ্গে উপনয়ন-সংস্কারের আবশ্যকতা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং
যেহেতু শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন সংস্কার প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই হেতুই ব্রহ্মবিজ্ঞায় শূদ্রের
অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥]

দেখা যাইতেছে ; কিন্তু শূদ্রের সম্বন্ধ নাই । অতএব, এই প্রকরণসম্বন্ধ ব্রাহ্মণজাতীয়
রৈক হইতে পৃথক্—জ্ঞানশ্রুতিরও ক্ষত্রিয়ত্ব হওয়াই যুক্তিসম্মত ; চতুর্থ বর্ণত্ব (শূদ্রত্ব) নহে ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই প্রকরণে অভিপ্রতীরী চৈত্ররথত্ব কিংবা ক্ষত্রিয়ত্ব ধর্ম্য ত পরিশ্রুত হয়
নাই, অতএব এই অভিপ্রতীরীর বা চৈত্ররথত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্ব [সিদ্ধ হয়] কি প্রকারে ? তাহাতে
বলিতেছেন—লিঙ্গ ‘হইতে’, ‘শৌনক কাপেয় এবং কাক্সসেনি অভিপ্রতীরীকে’ এই স্থানে
কাপেয়ের সহিত একযোগে উল্লেখ থাকায় অভিপ্রতীরীর কাপেয়-সম্বন্ধ প্রতীতি হইতেছে ;
‘অত্ৰও আছে—‘কাপেয়গণ ইহা দ্বারাই চৈত্ররথের যাজন কবিয়াছিলেন,’ এইস্থলে কাপেয়
সম্বন্ধীয় চৈত্ররথত্ব শুনা যাইতেছে ; ‘তাহা হইতে চৈত্ররথনামক একজন ক্ষত্রপতি
হইয়াছিলেন,’ এইস্থলে চৈত্ররথের ক্ষত্রিয়ত্বও জানা যাইতেছে । অতএব অভিপ্রতীরীর চৈত্র-
রথত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব, উভয়ই জানা যাইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞাপদেশপ্রদেশেষু (*) উপনয়নসংস্কারঃ পরায়ুশ্চাতে—“উপ ত্বা
নেষ্যে”, “তং হোপনিত্যে” [আপস্তম্বং শ্রৌত সূ.] ইত্যাদিষু । শূদ্রস্ত
চোপনয়নাদিসংস্কারাভাবোহভিলপ্যতে—“ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ চ
সংস্কারমর্হতি” [মনু. ১০।১২৬] ইতি, “চতুর্থো বর্ণ একজাতি ন চ
সংস্কারমর্হতি” [গৌতম স. ১০।৯] ইত্যাদিষু ॥১॥৩॥৩৬॥

তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥১॥৩॥৩৭॥

[পরচ্ছেদঃ—তদভাব-নির্ধারণে (তাহার—শূদ্রের অভাব নির্ধারণ হইলে পর) চ (ও)
প্রবৃত্তেঃ (যেহেতু প্রবৃত্তি) ।]

[সরলার্থঃ—শুক্লবোজ্জীবালস্ত শূদ্রত্বাবনিশ্চয়ে সতি “নৈতদ্ ব্রাহ্মণো বিবর্তুর্মহতি,
সমিধং সোম্যাহর, উপ ত্বা নেষ্যে” ইতি বিজ্ঞাপদেশে প্রবৃত্তেচ ন জাতিশূদ্রত্বাধিকারোহস্মি
ইতি ভাবঃ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রহণেক্ষ জীবাল শূদ্র নহে, ইহা নিশ্চয় হইলে পরই তাহার উদ্দেশে গুরু উপদেশ-
প্রদানে প্রবৃত্তি হেতুও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রহণে শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥]

“নৈতদব্রাহ্মণো বিবর্তুর্মহতি, সমিধং সোম্যাহর” [ছান্দো. ৪।৪।৬]
ইতি শুক্লবোজ্জীবালস্ত শূদ্রত্বাবনির্ধারণে সত্যেব ব্রহ্ম-(*) বিজ্ঞাপদেশ-
প্রবৃত্তেচ ন শূদ্রত্বাধিকারঃ ॥১॥৩॥৩৭॥

এইরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ শূদ্রাধিকার বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা উক্ত হইল, এখন বলা
হইতেছে যে, শূদ্রের অনধিকারই যুক্তি সম্মত । এবং ক্রতি-স্মৃতির অনুমোদিত ।

‘ব্রহ্মবিজ্ঞাপদেশপ্রকরণে ‘তোমাকে উপনীত করিব’, ‘তাহাকে উপনীত করিয়াছিলেন’
ইত্যাদি স্থলে উপনয়ন সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা দৃষ্ট হইতেছে; অথচ ‘শূদ্রে কোন প্রকার পাতক
নাই, এবং শূদ্র সংস্কারাইও নহে’; ‘চতুর্থ বর্ণ (শূদ্র) একজাতি অর্থাৎ উপনয়নসংস্কার-
জনিত দ্বিজত্বধর্ম-রহিত, এবং কোন সংস্কারাইও নহে,’ ইত্যাদি স্থলে শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কারের
অভাবই অভিহিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥

ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই ইহা (একপ সত্য, বাক্য) বলিতে পারে না, এইরূপে, অবশেষে
জীবালের শূদ্রত্বাব নিশ্চিত হওয়ার পরই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা-বিষয়ক উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্তি হইতেও
শূদ্রের অধিকারাতাব [সিদ্ধ হইতেছে] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥

(*) বিজ্ঞাপদেশেষু ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(†) ‘ব’ পুস্তকে ‘ব্রহ্মণস’ নাস্তি ।

শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ ॥১॥৩॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ (যেহেতু শ্রবণ ও অধ্যয়নের নিষেধ রহিয়াছে।) ৩৮

[সরলার্থঃ—“পদ্য হ বা এতৎ শ্মশানং, যৎ শূদ্রঃ; তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যোতব্যম্” ইতি; যন্ত শ্রবণেহপি নাধিকারঃ, কিমু বক্তব্যম্ তস্তাধ্যয়নে অনধিকার ইতি; তস্মাৎ শূদ্রস্ত নাস্ত্যধিকারঃ ॥

‘ইহা একটা গমনশীল (জঙ্গম) শ্মশান, যাহার নাম শূদ্র; সেইহেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না’। যাহার বেদশ্রবণেও অধিকার নাই, তাহাব যে, অধ্যয়নে অনধিকার, তাহা ত আর বক্তব্যই নহে; অতএব [ব্রহ্মবিদ্যায়] নিশ্চয়ই শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৮ ॥]

শূদ্রস্ত বেদশ্রবণ-তদধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানানি প্রতিষিধ্যন্তে—“পদ্য হ বা এতচ্ছ্মশানং, যচ্ছূদ্রঃ; তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে নাধ্যোতব্যম্”, “তস্মাচ্ছূদ্রো বহু-পশুরযজ্ঞীয়ঃ” ইতি। বহুপশুঃ পশুসদৃশ ইত্যর্থঃ। অনুপশুণুতোহধ্যয়ন-তদর্থ-জ্ঞান-তদর্থানুষ্ঠানানি ন সম্ভবন্তি; অতস্তান্যপি প্রতিষিদ্ধান্তেব ॥১॥৩॥৩৮॥

স্মৃতেশ্চ ॥১॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতে: (স্মৃতিশাস্ত্রহেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—শূদ্রস্ত বেদশ্রবণাদৌ দণ্ডবিধায়িকায়ঃ “অথ হান্ত বেদমুপশ্লথত: ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্র-প্রতিপূরণং, উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদঃ, ধারণে শরীরভেদঃ” ইত্যাদে: স্মৃতেশ্চ নাস্তি শূদ্রস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ ।

শূদ্রের বেদশ্রবণাদি বিষয়ে, ‘শূদ্র বেদ শ্রবণ কবিলে গালা ও শিশা দ্বারা তাহার কর্ণবিব পূর্ণ করিবে, উচ্চারণ করিলে জিহ্বাচ্ছেদন করিবে, ধারণ করিলে শরীর বিদারণ করিবে’, ইত্যাদি দণ্ডবিধায়ক স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও প্রমাণ হইতেছে যে, শূদ্রের বিদ্যাগ্রহণে অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥]

এই যে শূদ্রজাতি, ইহা ‘পদযুক্ত অর্থাৎ গমনশীল শ্মশানস্বরূপ; সেই হেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না,’ ‘সেই হেতু ‘বহুপশু’ অর্থাৎ পশু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন শূদ্র যজ্ঞার্থ নহে’; এই সমস্ত শ্রুতিতে শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান, এতৎ সমস্তই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ‘বহুপশু’ অর্থ—পশুর সমান। যাহার বেদ-শ্রবণেও কর্তৃত্ব নাই, তাহার পক্ষে ত বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান এবং তদুপদিষ্ট বিষয়ের অন্বেষণ করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব তৎসমস্তও নিশ্চয়ই প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥

স্মর্যতে চ শ্রবণাদিনিষেধঃ—“অথ হাস্য বেদমুপশৃণুতঃ ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্, উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ” [গোতম-ধর্ম্ম ২।১২।৩] ইতি, “ন চাস্তোপদিশেৎ ধর্ম্মং ন চাস্ত ব্রতমাদিশেৎ” [মনু ৪।৮০] ইতি চ ; অতঃ শূদ্রস্তানধিকার ইতি সিদ্ধম্ ॥

[শাক্ষরমত-নিরসনম্—]

যে তু নির্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ ; অন্মৎ সর্বং মিথ্যাভূতম্ ; বন্ধশ্চাপারমার্থিকঃ ; স চ বাক্যজন্ত-বস্তৃযাথাত্ম্য-জ্ঞানমাত্রনিবর্ত্তাঃ ; তন্নি-বৃত্তিরেব মোক্ষঃ, ইতি বদন্তি । তৈত্রীকজ্ঞানে শূদ্রাদেবনধিকারো বক্তুং ন শক্যতে ; অনুপনীতস্তানধীতবেদস্ত অশ্রুতবেদান্তবাক্যস্তাপি যস্মাৎ কস্মাচ্চি-দপি নির্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, অন্মৎ সর্বং তস্মিন্ মিথ্যাভূতং পরিকল্পিতম্, ইতি বাক্যাদ্ বস্তৃ-যাথাত্ম্যজ্ঞানোৎপত্তেঃ, তাবতৈব বন্ধনিবৃত্তেচ্চ । ন চ তত্ত্বমস্তাদিবাক্যেনৈব জ্ঞানোৎপত্তিঃ কার্য্যা, ন বাক্যাস্তুরেণ, ইতি নিয়ন্তৃ শক্যম্ ; জ্ঞানস্তাপুরুষতত্ত্বস্বাৎ, সত্যং সামগ্র্যামনিচ্ছতেহপি জ্ঞানোৎপত্তেঃ । ন চ বেদবাক্যাদেব বস্তৃযাথাত্ম্যজ্ঞানে সতি বন্ধনিবৃত্তির্ভবতীতি বক্তুং শক্যম্ ;

স্মৃতিশাস্ত্রেও বেদশ্রবণাদির নিষেধ নিবন্ধ হইয়াছে ; যথা—‘বেদশ্রবণকারী এই (শূদ্রের) কর্ণবিবব গালা ও শিশা দ্বাবা পূর্ণ করা, উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ, এবং ধারণে শরীর-বিদারণ [কর্তব্য]’ ইতি, ‘ইহার সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেশ দিবে না, এবং ইহাকে ব্রতানুষ্ঠানেরও উপদেশ দিবে না’ ইতি । অতএব [বিস্তারগ্রহণে যে,] শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা সিদ্ধ হইল ॥

যাহাবা বলিয়া থাকেন যে, নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য ; তন্নি সমস্তই মিথ্যা ; বন্ধও অপারমার্থিক বা অসত্য ; কিন্তু [‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি] বাক্যজনিত জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করা যায়, এবং তাহার নিবৃত্তিই মোক্ষ । বস্তৃতঃ তাহার শাক্ষরমত-খণ্ডন ।

ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রাদির অনধিকার বলিতে পাবেন না ; কেন না, যে লোক উপনীত হয় নাই এবং বেদ অধ্যয়ন করে নাই অথবা বেদান্তও শ্রবণ করে নাই, তাহার পক্ষেও ‘চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য, অন্মৎ সমস্তই তাঁহাতে পবিকল্পিত—স্বরূপতঃ মিথ্যা’, এইরূপ যে কোনও বাক্য হইতে বস্তৃবিষয়ক যাথাত্ম্য-জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, এবং কেবল তাহা দ্বারাই বন্ধেরও নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে । আব যে, কেবল “তৎ স্ম অসি” ইত্যাদি বাক্যেই জ্ঞানোৎপাদন করিতে হইবে, বাক্যাস্তরে নহে ; এরূপও নিয়ম করা যাইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞান কখনই পুঙ্ক্ষতত্ত্ব বা জ্ঞাতার অধীন নহে, যেহেতু জ্ঞানোৎপত্তির কারণরাশি উপস্থিত থাকিলে, ইচ্ছা না করিলেও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে । আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, বেদবাক্য হইতেই বস্তৃ-যাথাত্ম্যজ্ঞান হইলে অবশ্য বন্ধনিবৃত্তি হইবে (নচেৎ হইবে না) ।

যেন কেনাপি বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞানে সতি ভ্রান্তিনিবৃত্তেঃ । পৌরুষেয়াদপি নির্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্ম পরমার্থঃ, অতঃ সর্বং মিথ্যাভূতম্, ইতি বাক্যাৎ জ্ঞানোৎপত্তেঃ, তাবতৈব ভ্রমনিবৃত্তেশ্চ । যথা পৌরুষেয়াদপি আপ্তবাক্যাৎ শুক্তিকা-রজতাদিভ্রান্তিঃ ব্রাহ্মণস্য শূদ্রাদেবো ন নিবর্ততে, তদ্বদেব শূদ্রস্যাপি বেদবিৎসম্প্রদায়াগত-(*) বাক্যাদ্ বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানেন জগদ্ভ্রমনিবৃত্তিরপি ভবিষ্যতি । “ন চাশ্রোপদিশেৎ ধর্ম্মম্” ইত্যাদিনা বেদবিদঃ শূদ্রাদিত্যো ন বদন্তীতি চ ন শক্যং বক্তুম্, তদ্বদস্যাদিবাক্যাবগত-ব্রহ্মাত্মভাবানাং বেদশিরসি বর্তমানতয়া দক্ষাখিলাধিকারত্বেন নিষেধশাস্ত্রস্য কিস্করত্বাভাবাৎ, (†) অতি-ক্রান্তিনিষেধৈর্বা কৈশ্চিচ্ছূক্তাদ্ বাক্যাৎ শূদ্রাদেজ্ঞানমুৎপত্তত্বে এব ।

ন চ বাচ্যম্—শুক্তিকাদৌ রজতাদিভ্রমনিবৃত্তিবৎ পৌরুষেয়-বাক্যজন্ম-তত্ত্বজ্ঞানসমনন্তরং শূদ্রস্য জগদ্ভ্রমো ন নিবর্তত ইতি ; তদ্বদস্যাদিবাক্য-

কেননা, যে কোন উপায়ে বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইতে পারে ; যেহেতু ‘নির্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই যথার্থ সত্য, তদ্বির সমস্তই মিথ্যা,’ এবং বিধ পৌরুষের (যাহা বেদোক্ত নহে, এমন) বাক্য হইতেও জ্ঞানোৎপত্তি এবং কেবল তাহা দ্বারাই ভ্রান্তিবও নিবৃত্তি হইতে পারে । আপ্ত-পুরুষোক্ত বাক্য হইতে যেমন ব্রাহ্মণের গ্রাম শূদ্রাদিরও শুক্তি-রজতাদি-গত ভ্রমে নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি বেদজ্ঞ সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে সমাগত বাক্য হইতে সমুৎপন্ন বস্তু-যাথার্থ্যজ্ঞানে শূদ্রেবও জগদ্ভ্রান্তি নিবৃত্তি হইবে, (ইহাতে আব বাধা কি?) । আর “নচাশ্রোপদিশেৎ ধর্ম্মম্” ইত্যাদি বাক্যানুসারে বেদবিদগণ যে, শূদ্রাদিকে উপদেশ প্রদান করেন না, একথাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, “তৎ ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্য হইতে যাহাদের ব্রহ্মাত্ম্যত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহারা ত বেদেরও উপরে অবস্থিত অর্থাৎ বেদবিধিরও অতীত ; সুতরাং স্বকৃত সমস্ত কর্ম্ম দক্ষ হইয়া যাওয়ায় তাহারা আব নিষেধশাস্ত্রেরও দাস বা আজ্ঞাবহ থাকেন না ; অথবা কেহ যদি নিষেধশাস্ত্র অতিক্রম করিয়াও ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা হইলে, তাহা হইতেও অবশ্যই শূদ্রাদির তত্ত্ব-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে ।

আর এ কথাও বলা যাইতে পারে না যে, শুক্তিকাদিগত রজতভ্রম-নিবৃত্তির গ্রাম পৌরুষেয় বা লৌকিক বাক্য-জন্ম তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও শূদ্রের জগদ্ভ্রম নিবৃত্তি হয় না ; যেহেতু

(*) দাস্যবগত ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

(†) ‘শাস্ত্রতাক্ষিকিংকরত্বাভাবাৎ’ ইতি ‘ক’পাঠঃ উপেক্ষ্য গ্রাম্যপুত্রানুগৃহীতঃ পাঠ এবাৎ পরিগৃহীতঃ ।
তচ্চ গ্রাম্যম্—“দক্ষাখিলাধিকারত্বাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাদিহা মুনিঃ । বর্তমানঃ ক্রতের্মুখি নৈব ভ্রাত্বে বেদকর্তব্যঃ ।” ইত্যাদি

শ্রবণসমনস্তরং ব্রাহ্মণস্তাপি জগদ্ভ্রমানিবৃত্তেঃ । নিদিধ্যাসনেন দ্বৈতবাসনায়াং
 নিরস্তায়ামেব তত্ত্বমস্তাদিবাধ্যাং নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদয়তীতি চেৎ ;
 পৌরুষেয়বাক্যমপি শূদ্রাদেস্তুত্বৈব, ইতি ন কশ্চিচ্ছিশেষঃ । নিদিধ্যাসনং হি
 নাম ব্রহ্মাত্মভাবাভিধায়ি বাক্যং যদর্থপ্রতিপাদনযোগ্যং, তদর্থভাবনা ;
 সৈব বিপরীতবাসনাং নিবর্তয়তীতি দৃষ্টার্থত্বং নিদিধ্যাসনবিধেক্রমে,
 বেদানুবচনাদীণ্যপি বিবিদিষোৎপত্তাবেব উপযুক্ত্যন্তে, ইতি শূদ্রস্তাপি
 বিবিদিষায়াং জাতায়াং পৌরুষেয়বাক্যাং নিদিধ্যাসনাদিভির্বিপরীতবাসনায়াং
 নিরস্তায়াং জ্ঞানমুৎপৎস্বতে, তেনৈব অপারমার্শিকো বন্ধো নিবর্তিষ্ঠতে ।
 অথবা তর্কানুগৃহীতাং প্রত্যক্ষাদনুমানাচ্চ নির্বিশেষ-স্বপ্রকাশচিন্মাত্র-
 প্রত্যগ্বেশস্তজ্ঞানসাক্ষিত্বং, তৎকৃতবিবিধবিচিত্র-জ্ঞাতৃজ্ঞেয়বিকল্পরূপং কৃৎস্নং
 জগচ্চ অধ্যস্তমিতি নিশ্চিত্য এবংভূতপরিশুদ্ধ-প্রত্যগ্বেশমিতি অনবরতভাবনয়া
 বিপরীতবাসনাং নিরস্ত্য তদেব প্রত্যগ্বেশ সাক্ষাৎকৃত্য শূদ্রাদয়োহপি
 বিমোক্ষ্যন্তে, ইতি মিথ্যাভূতবিচিত্রৈশ্বর্য্য-বিচিত্রস্বক্ৰ্য্যলৌকিকানন্তবিশে-
 যাবলম্বিনা বেদান্তবাক্যেন ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিহ দৃশ্যতে, ইতি শূদ্রাদী-

“তং ত্বম্ অসি” বাক্য শ্রবণের অনন্তর অনেক ব্রাহ্মণেবও ত জগদ্ভ্রম নিবৃত্তি হয় না । যদি
 বল, নিদিধ্যাসন (ধ্যেয় বিষয়ে চিন্তেব একতানতা) দ্বাৰা দ্বৈতবাসনা নিবৃত্ত হইলেই “তং
 ত্বম্ অসি” প্রভৃতি বাক্য ভ্রমনিবর্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে, (তৎপূর্বে নহে) ;
 তাহা হইলে শূদ্রের সম্বন্ধে পৌরুষেয় বাক্যও ঠিক তদ্রূপই হইবে, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।
 ‘নিদিধ্যাসন’ অর্থ — ব্রহ্মাত্মভাববোধক বাক্য যে অর্থ প্রতিপাদনে সৰ্ব্বর্থ, সেই বিষয়ের ভাবনা
 (চিন্তাপ্রবাহ) ; সেই ভাবনাই তদ্বিষয়ক বিপরীত বাসনার নিবৃত্তি সাধন করে ; এইজন্ত নিদি-
 ধ্যাসন-বিধির দৃষ্টার্থতা (যাহার প্রয়োজন বা ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হয়), বলিয়া থাকে ; এবং
 বেদানুগলনকেও বিবিদিষা- (জানেচ্ছা) উৎপাদনেই উপযোগী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ;
 স্ততরাং পৌরুষেয় বাক্য হইতে শূদ্রেরও বিবিদিষা সমুৎপন্ন হইলে পব নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা
 [জগৎ-মিথ্যাত্বের] বিপরীত সংস্কার (ধারণা) নিবারিত হইয়া গেলে শূদ্রেরও তত্ত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন
 হইবে এবং তাহা দ্বারাই অসত্য বন্ধও নিবৃত্ত হইয়া যাইবে । অথবা, নির্বিশেষ ও স্বপ্রকাশ
 চৈতন্যময় পরমাত্মায় বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-কল্পনাত্মক সমস্ত জগৎ সমারোপিত আছে ;
 যুক্তিদগ্ধত প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের সাহায্যে এইরূপ অবধারণ হইলে পর, উক্তপ্রকার
 পরিশুদ্ধ পরমাত্মাতে নিরস্তর ভাবনা দ্বারা জগৎ-সত্যতা সংস্কারকে বিদূরিত করিয়া সর্বব্যাপী
 সেই প্রত্যক্ষ চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া শূদ্র প্রভৃতিরও বিমুক্তিলাভ করিতে পারিবে ।
 অতএব, মিথ্যাভূত বিচিত্র ঐশ্বর্য্য ও সৃষ্টি প্রভৃতি অনন্ত অলৌকিক বিশেষাবগাহী বেদান্ত-

নামেব ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ স্বশোভনঃ । অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মণাদীনামপি
ব্রহ্মবেদনসিদ্ধেরূপনিষচ্চ তপস্বিনী দত্তজলাঞ্জলিঃ স্মৃৎ ।

ন চ বাচ্যং—নৈসর্গিকলোকব্যবহারে ভ্রাম্যতোহস্ত কেনচিৎ ‘অয়ং লোক-
ব্যবহারো ভ্রমঃ, পরমার্থস্ত্রেবম্’ ইতি সমর্পিতে (*) সত্যেব প্রত্যক্ষানুমান-
বৃত্তবুভুংসা জায়ত ইতি তৎসমর্পিকা শ্রুতিরপ্যাস্থেয়েতি । যতো ভবভয়-
ভীতানাং সাংখ্যাদয় এব প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বস্তুনিরূপণং কুর্ষন্তঃ
প্রত্যক্ষানুমানবৃত্তবুভুংসাং জনয়ন্তি ; বুভুংসায়াং জাত্যাং চ প্রত্যক্ষানু-
মানাভ্যামেব বিবিক্তস্বভাবাভ্যাং নিত্যশুদ্ধস্বপ্রকাশদ্বিতীয়কূটস্থ-চৈতন্যমেব
সং, অতঃ সর্বং তস্মিন্ অধ্যস্তম্ ইতি স্ববিবেচম্ । এবংভূতে স্বপ্রকাশে
বস্তুনি শ্রুতিসমধিগম্যবিশেষান্তরং চ নাভ্যুপগম্যতে ; অধ্যস্তাতদ্রূপনিবর্তিনী
হি শ্রুতিরপি ত্বন্যতে । ন চ সত আত্মন আনন্দরূপতাজ্ঞানায়োপনিষদাস্থেয়া ;
চিদ্রূপতয়া এব সকলেতরাতদ্রূপব্যাবৃত্তায়াঃ তদ্রূপত্বাৎ (†) ।

বাক্যেব আর কিছুমাত্র প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হইতেছে না ; অতএব শ্রুতাদির পক্ষেই ব্রহ্ম-
বিদ্যাধিকার সমধিক শোভন হইতেছে । ব্রাহ্মণাদিব পক্ষেও উক্ত নিয়মেই ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধির
সম্ভাবনা হেতু উপনিষৎ বেচারীকেও জলাঞ্জলি দেওয়া হয় ।

একথাও বলা যাইতে পারে না যে, যে লোক অনাদি কাল হইতে স্বাভাবিক লোক-
ব্যবহারে বিভ্রান্ত, কোন লোক যদি তাহাকে বলে যে, ‘এই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার ভ্রমাত্মক,
পরমার্থ (প্রকৃত সত্য) বস্তুটি এই প্রকাব’, এইরূপ উপদেশ প্রদানের পবই তাহার প্রত্যক্ষ
ও অনুমানাবগত বিষয়ে বুভুংসা (জানিতে ইচ্ছা) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই কারণে তদন্তরূপ
শ্রুতিরও আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে । [ইহার উত্তর—] তাহার হেতু এই যে,
প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করতঃ সাংখ্যাদি-দার্শনিকগণই সংসারভয়কাতর
লোকদিগেব প্রত্যক্ষ ও অনুমানবিষয়ক ব্যবহারে বুভুংসা (বোধেচ্ছা) উৎপাদন করিয়া থাকেন ।
সেই বুভুংসা সমুৎপন্ন হইলেই ত নির্দোষ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে ‘নিত্যশুদ্ধ, স্বপ্রকাশ
অদ্বিতীয় কূটস্থ চৈতন্যই সং, অপর সমস্তই তাহাতে অধ্যস্ত’, ইহা সুন্দররূপে বিবেচনা করা
যাইতে পারে । আর এবম্বৃত্ত স্বপ্রকাশ পরমাত্মাতে শ্রুতি-গম্য অত্যাশ্রিত বিশেষ ধর্ম ও স্বীকৃত
হয় না ; কেননা, তোমার মতে শ্রুতিও কেবল অধ্যস্ত মিথ্যারূপেরই নিবর্তক, (বিশেষ
ধর্মবোধক নহে) । সংস্বরূপ আত্মার আনন্দরূপতা জ্ঞানের জ্ঞাত যে, উপনিষদের আশ্রয়
করিতেই হইবে, তাহাও নহে ; কারণ, মিথ্যাত্ব অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথগ্ভূত যে
চৈতন্য, প্রকৃতপক্ষে আনন্দই তাহার স্বাভাবিক রূপ ।

(*) সমর্পিতে’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) আনন্দরূপত্বাৎ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

যস্য তু মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তবাক্যৈর্বিহিতং জ্ঞানমুপাসনরূপম্, তচ্চ পরব্রহ্মভূতপরমপুরুষশ্রীণম্, তচ্চ শাস্ত্রৈকসমধিগম্যম্, উপাসনশাস্ত্রং চোপনয়নাদিসংস্কার-সংস্কৃতাধীতস্বাধ্যায়জনিতং জ্ঞানং বিবেকবিমোকাদি সাধনানুগৃহীতমেব স্বেপায়তয়া স্বীকরোতি ; এবংরূপোপাসনশ্রীতঃ পুরুষোত্তম উপাসকং স্বাভাবিকান্নয়াথাহ্যজ্ঞানদানেন কল্পজনিতাজ্ঞানং নাশয়ন্ বক্ষ্যং মোচয়তীতি পক্ষঃ ; তস্য যথোক্তয়া রীত্যা (*) শূদ্রাদেৱন-ধিকার উপপত্ততে ॥১॥৩৥৩৯॥ [নবমং অপশূদ্রাধিকরণং সমাপ্তম্]

তদেবং প্রসক্তানুপ্রসক্তাধিকারকথাং পরিসমাপ্য প্রকৃতস্মৃষ্টপ্রমিতস্য ভূতভব্যোশিতৃহাবগত-পরব্রহ্মভাবোত্তমং হেতুন্তরমাহ—

প্রমিতাধিকরণশেষঃ ।]

কম্পনাং ॥১॥৩৥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—কম্পনাং (কম্পন—জগতের পরিপন্দন হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—প্রাসঙ্গিকং অধিকারবিচারং পরিসমাপ্য ইদানীং প্রকৃতমহুসবতি । অস্মৃষ্টমাত্র-পরিমিতত্ববোধকপ্রকরণে “যদিদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, মহত্ত্বং বজ্রমুত্তমম্” ইত্যত্র অস্মৃষ্ট-পরিমিতঃ ‘প্রাণ’শব্দনির্দিষ্টঃ কিং পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণঃ, উত পরমাত্মা ? ইতি সংশয়ঃ । তত্রোচ্যতে—অস্মৃষ্টপরিমিতঃ প্রাণঃ পরমাত্মা, নতু অতঃ । কূতঃ ? কম্পনাং—এতত্ত্বৈব ভয়াং অগ্নি-বায়ু-স্থ্যেজ-প্রভৃতি-নিখিলজগতঃ পরিপন্দনপ্রবণাং । নহি পরমাত্মানং অপহাং দ্বেদৃশানাং মহামহিমাং ভয়াং পরিচরণং সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

প্রাসঙ্গিক অধিকার-বিচার শেষ করিয়া এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে—অস্মৃষ্টপরিমাণত্ব-প্রতিপাদক প্রকরণের মধ্যে এইরূপ লিখিত আছে যে, ‘এই যে-কিছু জগৎ, প্রাণের চেষ্টায়ই তাহারা চেষ্টা বা ক্রিয়া করিয়া থাকে ; ইহা উত্তম বজ্রের স্থায় মহাভয়ঙ্কর’, এই স্থানে অস্মৃষ্টপরিমিত প্রাণ অর্থ কি পঞ্চবৃত্তি বায়ু ? অথবা পরমাত্মা ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—পরমাত্মাই এখানে ‘প্রাণ’ শব্দের অর্থ, অত্ৰ নহে । কারণ ? কম্পন অর্থাৎ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি জগতের যথানিয়মে ক্রিয়া সম্পাদনই তাহার কারণ ; কেননা, তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন অগ্নি প্রভৃতির কখনই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারও নিকট ভীত হইয়া কার্য করা সম্ভবপর হয় না ॥ ১ । ৩ । ৪০ ॥]

কিন্তু যাহার মতে—[স্মৃতে] মোক্ষ-সাধনরূপে বেদান্তোপদিষ্ট জ্ঞান উপাসনাস্বরূপ ; সেই উপাসনাও পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষ ভগবানেরই প্রীতি-সম্পাদনরূপ, তাহাও আবার একমাত্র শাস্ত্রগম্য ; সেই উপাসনা-প্রতিপাদক শাস্ত্রও আবার উপনয়নাদি সংস্কারসম্পন্ন পুরুষের অধীত বেদাবগত এবং বিবেক-বিমোকাদি সাধন-পরিশোধিত জ্ঞানকে নিজের মোক্ষোপায়রূপেই স্বীকার

“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি” [কঠ০ ২।৪।১২] “অঙ্গুষ্ঠ-
মাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা” [কঠ০ ২।৬।১৭] ইত্যন্যোর্বাাক্যয়োর্মধ্যে
“যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বম্ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ।

মহত্ত্বয়ং বজ্রমুগ্ধতং, য এতদ্বিতুরমৃতাস্তে ভবন্তি ।

ভয়াদস্ত্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ ।

ভয়াদিত্তশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ” ইতি । কৃৎস্নশ্চ জগতোহগ্নি-
সূর্যাদীনাং চাস্মিন্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রো পুরুষে প্রাণশব্দনির্দিষ্টে স্থিতানাং সর্বেষাং
ততো নিঃসৃতানাং তস্মাৎ সংজাতমহাভয়নিমিত্তম্ এজনং কম্পনং শ্রীযতে ।
তচ্ছাসনাতিবর্তো কিং ভবিষ্যতি, ইতি মহতো ভয়াৎ বজ্রাদিব উগ্ধতাৎ
কৃৎস্নং জগৎ কম্পত ইত্যর্থঃ ; “ভয়াদস্ত্যাগ্নিস্তপতি” ইত্যনেনৈকাৰ্থ্যাৎ ।

করা হয় ; [সুতরাং] এবম্বৃত উপাসনা-পরিভূষ্ট পুরুষোত্তমই উপাসককে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব-
জ্ঞানোপদেশ প্রদান দ্বারা কর্মজনিত অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন ;
সুতরাং তাহার মতে [নবম] উক্ত-প্রকার নিয়মানুসারে শূদ্রাদির পক্ষে অনধিকাবই উপপন্ন
হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ [নবম ‘অপশূদ্রাধিকরণ সমাপ্ত ।]

এইরূপ প্রাসঙ্গিক অধিকার বিচার পরিসমাপ্ত করিয়া এখন প্রস্তাবিত সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিতের
ভূত-ভব্যোত্তর দ্বারা সমর্থিত ব্রহ্মভাবের সমর্থক আরও হেতু বলিতেছেন—“কম্পনাং ।” (*)

‘অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ এই আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছে,’ ‘অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষই
অন্তরাত্মা’ এই দুই বাক্যের মধ্যে ‘প্রাণ স্পন্দমান হইলে এই যাহা কিছু জগৎ, তৎসমস্ত নিঃসৃত
হয়,’ [ব্রহ্ম] অতিশয় ভয়ঙ্কর বজ্রস্বরূপ অর্থাৎ বজ্রের স্থায় উগ্ধত রহিয়াছেন, যাহারা ইহাকে
জানে, তাহার অমৃত বা মুক্ত হয় । ‘ইহার ভয়ে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইহার ভয়ে ইন্দ্র,
বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যুও ধাবমান হইতেছেন, অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিতেছেন।’
এই ক্ষতিতে, সমস্ত জগতের—বিশেষতঃ প্রাণ-শব্দাভিহিত এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষে অবস্থিত
এবং তাহা হইতে বিনিঃসৃত অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি সকলেরই তাহা হইতে সমুৎপন্ন মহাভয়ে
‘এজন’ অর্থাৎ কম্পন হয়, ইহা শ্রুত হইতেছে । অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার শাসনাতিক্রমে
অনিষ্ট হইতে পারে ; এইজন্ত উগ্ধত বজ্রের স্থায় তাঁহার মহাভয়ে সমস্ত জগৎ কম্পিত হইতেছে ।
‘ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে’ এই অপর শ্রুতির সহিত একার্থতা রক্ষার জন্ত “মহত্ত্বয়ং

(*) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘শ্রীত্যাধিকরণ’ ইহার পঞ্চ অববর ১। ৩। ২৩ সংখ্যক “শব্দাদেব
প্রতিভঃ” শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে । এখানেই সেই অধিকরণ সমাপ্ত হইল, মধ্যে এসম্বন্ধে আরও তিনটি
অধিকরণ পৃথকভাবে বিরচিত হইয়াছে ।

“মহদুয়ং বজ্রমুত্তম” ইতি পঞ্চমার্থে প্রথমা । অয়ং পরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বভাবঃ
“এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিদ্বতো তিষ্ঠতঃ”

[বৃহদা০ ৫।৮।৯],

“ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ।” [তৈত্তি০ আন০ ৮।১]

ইতি পরস্ত ব্রহ্মণঃ পুরুষোত্তমস্ত এবংবিধৈশ্বর্য্যাবগতে: ॥১॥৩॥৪০॥

ইতশ্চাস্মুষ্ঠ প্রমিতঃ পুরুষোত্তমঃ—

জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥১॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ—তেজঃস্বরূপ), দর্শনাৎ [ঐত্যন্তরে] (দর্শনহেতু) ।]

[সবলার্থঃ—অগ্নিরেব প্রকরণে “তস্ত ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি” ইতি সর্বাভিভাবকস্ত নিরতিশয়স্ত ‘ভাঃ’শব্দাভিহিতস্ত পরব্রহ্মভূতস্ত জ্যোতিষঃ দর্শনাৎ অস্মুষ্ঠপরিমিতঃ পরমায়া ইতি নিশ্চীয়তে ।

এই প্রকরণেই ‘তাহার দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মকেই সর্ব্বতেজোহিভাবক জ্যোতিঃস্বরূপ ‘ভাস্’ শব্দে অভিহিত হইতে দেখা যায় ; অতএব অস্মুষ্ঠপরিমিত তেজঃও সেই পরব্রহ্ম বলিয়াই অবধারিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪১ ॥]

তয়োদ্বায়োরৈবাস্মুষ্ঠপ্রমিতবিষয়য়োর্ব্বাক্যয়োঃশ্লোধো পরব্রহ্মাসাধারণং
সর্ব্বতেজসাং ছাদকং সর্ব্বতেজসাং কারণভূতম্ অনুগ্রাহকং চ অস্মুষ্ঠপ্রমিতস্ত
জ্যোতিঃ দৃশ্যতে—

“ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কূতোহয়মগ্নিঃ ।

বজ্রমুত্তম” এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে প্রথমা বিভক্তি (ভয়ং) হইয়াছে ; [বুঝিতে হইবে—‘ভয়াৎ’—ভয়হেতু] । ‘হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মেরই শাসনে বিদ্বত হইয়া অবস্থান করিতেছেন,’ ‘ইহার ভয়ে বায়ু চলিতেছেন, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদিত, এবং ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছেন ।’ এই শ্রুতিতে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমেরই এবংবিধ ঐশ্বর্য্যাবগতি হেতু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম তাঁহারই স্বভাব [বলিয়া পরিগণিত] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪০ ॥

এই কারণেও অস্মুষ্ঠপরিমিত পদার্থটি পরমপুরুষ পরমায়া ; যেহেতু তাঁহাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপেও [উল্লিখিত] হইতে দেখা যায় ।

অস্মুষ্ঠপরিমিত বস্তুবোধক সেই বাক্যদ্বয়ের মধ্যেই পরব্রহ্মের অসাধারণ ধর্ম্ম যে, সর্ব্ব-তেজোহিভাবক এবং সমস্ত তেজের কারণ ও অনুগ্রাহক জ্যোতিঃ, অস্মুষ্ঠপরিমিত পদার্থের সম্বন্ধেও সেই জ্যোতিরই সমুল্লেক্ষ পরিদৃষ্ট হইতেছে—‘সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-

তমেব ভাস্তমভূভাতি সৰ্বম্ তস্য ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি ।” [কঠং ২।৫।১৫] ইতি । অয়মেব শ্লোক আথৰ্ববেণে পরব্রহ্ম অধিকৃত্য শ্রুয়তে ; পরজ্যোতিষ্কং সৰ্বত্র পরস্য ব্রহ্মণঃ শ্রুয়তে । যথা—“পরং জ্যোতিরূপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পাণ্ডতে” [ছান্দোং ৮।১২।২], “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেহয়তম্” [রুহদাং ৬।৪।১৬], (*) “অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে” [ছান্দোং ৩।১৩।৭] ইত্যাদিশু । অতঃ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতং পরং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥৪১॥

[ষষ্ঠং প্রমিতাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

অর্থান্তরবাদ্যপদেশা-
ধিকরণম্ ।]

আকাশোহর্থান্তরবাদ্যপদেশা-

দেশাৎ ॥১॥৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—আকাশঃ (আকাশ অর্থ [পরব্রহ্ম], অর্থান্তরবাদ্যপদেশাৎ [বদ্ধ ও মুক্ত হইতে] (পৃথক্ পদার্থ বলিয়া উল্লেখ প্রভৃতি কারণে) ।]

[সরলার্থঃ—“আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্বাহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম,” ইতি ছান্দোগ্যবাক্যে অভিহিতঃ আকাশঃ মুক্তাত্মা? উত পরমাত্মা? ইতি ভবতি সংশয়ঃ । তত্র অনন্তরবাক্যে “যুজ্য শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি” ইতি মুক্তাত্মনঃ প্রকৃতত্বাৎ অয়ং মুক্তাত্মা, ইতি প্রতিভাতি । এবংপ্রাপ্তে অভিধীয়তে—আকাশঃ পবনাত্মা; কূতঃ? অর্থান্তরবাদ্যপদেশাৎ—“নামরূপয়োর্নির্বাহিতা, তে যদন্তরা” ইত্যত্র বদ্ধ-মুক্তোভয়াবস্থাং জীবাৎ অর্থান্তরবাদে: পৃথক্ পদার্থবাদে: অভিধানাৎ । বদ্ধাবস্থে হি নাম-রূপাভ্যাং সংস্পৃষ্টঃ রাগাদি-দোষোপরজুশ্চ ন নামরূপয়ো: নির্বাহকমঃ, মুক্তশ্চ জগদ্ব্যাপাররহিতঃ, অতো ন নাম-রূপনির্বাহাহঃ; অতঃ পারিশেষ্যাৎ পরমাত্মৈব ‘আকাশ’শব্দ-নির্দিষ্টঃ, নতত্র ইতি নিশ্চীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১ । ৩ । ৪২ ॥]

তারকাও প্রতিভাত হয় না, এবং এই সমস্ত বিজ্ঞাও প্রকাশ পায় না; অগ্নি আর কোথা হইতে [প্রকাশ পাইবে?] ।’ প্রকাশমান সমস্ত পদার্থ তাঁহারই অন্তর্গত থাকিয়া প্রকাশ পায়, এবং তাঁহারই জ্যোতিতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হয় ।’ এই শ্লোকটাই আথর্বণ উপনিষদেও পরব্রহ্মাধিকারে শ্রুত আছে । আর পরব্রহ্মেরই পরমজ্যোতির্ময়তা সর্বত্র পরিশ্রুত হয় । যথা—[‘পুরুষ’ পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, ‘দেবগণ তাহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ, অমৃতও আয়ু: স্বরূপ বলিয়া উপাসনা করেন,’ ‘এই যে ছালোকের (অন্তরীক্ষের) উপরে জ্যোতি: প্রকাশ পাইতেছে’ ইত্যাদি স্থলে । অতএব, পরব্রহ্মই অন্তর্ভূতপরিমিত পদার্থ ॥ ১ । ৩ । ৪১ ॥ [ষষ্ঠ প্রমিতাধিকরণ সমাপ্ত ।]]

(*) অত্র ‘ক’ পুস্তকে ‘ইতি’ শব্দ: পঠ্যতে ।

ছান্দোগ্যে শ্রু্যতে “আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম, তদমৃতং স আত্মা” [ছান্দোঃ ৮।১৪।১] ইতি । তত্র সংশয়ঃ— কিময়মাকাশ-শব্দনির্দিষ্টো মুক্তাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? মুক্তাত্মেতি । কুতঃ ? “অথ ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোঽশ্মুখাৎ প্রমুচ্য । ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি” [ছান্দোঃ ৮।১৩।১] ইতি মুক্তস্থানন্তরপ্রকৃতত্বাৎ, “তে যদন্তরা” ইতি চ নাম-রূপ-বিনির্মুক্তস্ত তস্তাভিধানাৎ, “নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা” ইতি চ স এব পূর্ব্বাবস্থয়োপলিঙ্গকয়িমিতঃ ; স এব হি দেবাদিরূপাণি নামানি চ পূর্ব্বমবিভ্রৎ (*), তস্মৈব নামরূপবিনির্মুক্তা সাম্প্রতিক্যাবস্থা “তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতম্” ইত্যুচ্যতে । আকাশ-শব্দশ্চ তস্মিন্নপি অসঙ্কচিতপ্রকাশযোগাদুপপদ্যতে ।

ননু দহরবাক্যেষেহাদস্ত স এব দহরাকাশোহয়মিতি প্রতীয়তে ; তস্ত চ পরমাত্মত্বং নির্ণীতম্ ; মৈবম্ ; প্রজাপতিবাক্যব্যবধানাৎ । প্রজাপতিবাক্যে চ

ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্রুত হওয়া যায় যে, ‘আকাশই নাম ও রূপের অর্থাৎ সমস্ত জগতের নির্বাহক (কারণ) ; সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, এবং তাহাই আত্মা ।’ এখানে সংশয় এই যে, এই আকাশ-শব্দে কি মুক্তাত্মা, অথবা পরমাত্মা নির্দিষ্ট হইয়াছে । কোনটা যুক্তিযুক্ত ? মুক্তাত্মা । কারণ ? যেহেতু ‘অথ যেমন রোমসকল [কম্পিত করে,] তেমনি পাপকে বিধৃত করিয়া, রাহুর মুখ-নিঃসৃত চন্দ্রের স্থায় বিমুক্ত হইয়া এবং নখর শরীর পরিত্যাগ করিত কৃতার্থ হইয়া (আত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া) ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হইতেছি,’ অব্যবহিত পরেই এইরূপে মুক্তাত্মার প্রসঙ্গ রহিয়াছে । [এখানেও] ‘সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে’ এই বাক্যে নাম-রূপবিনির্মুক্ত তাহারই অভিধান হইয়াছে, আর ‘নাম ও রূপের নির্বাহক’ এই শ্রুতিতেও সেই পরমাত্মাকেই সৃষ্টিব পূর্ব্বকালীন অবস্থাবিশিষ্টরূপে লক্ষিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে ; ‘তিনিই প্রথমে দেবাদি-রূপে বহুতর নাম ধারণ করিয়াছিলেন ; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত’ এই বাক্যে আবার তাহারই নাম-রূপবিরহিত বর্তমান অবস্থাটি অভিহিত করা হইতেছে । অব্যবহতপ্রকাশের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাঁহাতেও ‘আকাশ’ শব্দের প্রয়োগ উপপন্ন হয় ।

তাল, এই বাক্য যখন পূর্ব্ববর্ণিত ‘দহর’-বাক্যেরই শেবাংশ, তখন ইহাও সেই ‘দহরাকাশ’ বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে, এবং সেই দহরাকাশের পরমাত্মত্বও ইতঃপূর্বেই নির্ণীত হইয়াছে । না—এরূপ অসঙ্গতি হইতে পারে না ; কারণ, ‘প্রজাপতি’-বাক্য দ্বারা সেই দহর-বাক্যের

প্রত্যগাত্মনো মুক্ত্যবস্থাস্তং রূপমভিহিতম্ ; অনন্তরঞ্চ “বিধূয় পাপম্” ইতি
স এব মুক্ত্যবস্থঃ প্রস্তুতঃ । অতোহত্রাকাশো মুক্তাত্মা, ইতি প্রাপ্তে
উচ্যতে—“আকাশোহর্থাস্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আকাশঃ পরং ব্রহ্ম ; কৃতঃ ? অর্থাস্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ । অর্থাস্তরত্বব্যপ-
দেশস্তাবৎ “আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োনির্ব্বাহিতা” ইতি নাম-রূপয়োঃ
নির্ব্বোচ্ছুৎ বদ্ধ-মুক্তোভয়াবস্থাত্ প্রত্যগাত্মনোহর্থাস্তরত্বমাকাশশ্চোপপাদ-
য়তি । বদ্ধাবস্থস্ত অয়ং কৰ্ম্মবশ্যঃ (*) নাম-রূপে ভজমানো ন নাম-রূপে
নির্ব্বোচ্ছুৎ শরুয়াৎ ; মুক্তাবস্থস্ত জগদ্ব্যাপারাসম্ভবাৎ ন নিতরাং নামরূপ-
নির্ব্বোচ্ছুৎ ; ঈশ্বরস্ত তু নিখিলজগন্নির্মাণধুরন্ধরস্ত নামরূপয়োনির্ব্বোচ্ছুৎ
ঐশ্বৰ্য্যেব প্রতিপন্নম্ “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্ট নাম-রূপে ব্যাকরবাণি ।”
[ছান্দো ৬। ৩। ২],

“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ ।

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমম্মং চ জায়তে” ॥ [মুণ্ড ০ ১। ১। ৯],

“সৰ্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরো

নামানি কৃত্বাভবদন্ যদাস্তে” [তৈত্তি-পু ০] ইত্যাদিষু ।

ব্যবধান হইরাছে । ‘প্রজাপতি’-বাক্যে, মুক্তিপর্য্যন্ত বিভিন্ন অবস্থাসম্পন্ন জীবাশ্মাই স্বরূপ
অভিহিত হইরাছে ; তাহার পর ‘পাপ বিধূত করিয়া’ এই বাক্যেও আবার মুক্তি-অবস্থাপন্ন
সেই জীবই বর্ণিত হইরাছে । অতএব মুক্ত আত্মাই এখানে ‘আকাশ’ পদের অর্থ ; এইরূপ
প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—“আকাশোহর্থাস্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ” ।

[এখানে] আকাশ অর্থ—পরব্রহ্ম ; কারণ ? অর্থাস্তরত্বাদির ব্যাপদেশ বা উপদেশই
কারণ । অর্থাস্তরত্ব-ব্যাপদেশ এই যে, ‘আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক বা নিষ্পাদক,’ এই
যে নাম-রূপনির্ব্বাহকত্ব, ইহাই তাহার বদ্ধ-মুক্ত—উভয়াবস্থাপন্ন জীব হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন
করিতেছে । বদ্ধাবস্থ জীব নিজেই কৰ্ম্মবশে নাম ও রূপের অনুসরণ করিয়া থাকে ; সুতরাং
সে কখনই সেই নাম ও রূপ নিষ্পাদন করিতে পারে না ; মুক্তাবস্থ জীবেরও যখন জগৎ-নির্মাণ
করা সম্ভবপর হয় না, তখন কাজেই তাহার নাম-রূপনির্ব্বাহকত্বও হইতে পারে না ; পবন,
সমস্ত জগৎ-নির্মাণ কার্য্যে অগ্রগণ্য ঈশ্বরের যে নাম-রূপনির্ব্বাহকত্ব, তাহা—‘এই জীবাশ্মরূপে
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব,’ ‘যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিৎ (সামাচ্ছাদকারে ও
বিশেষভাবে সমস্ত জ্ঞানেন), জ্ঞানই যাহার তপস্তা, তাহা হইতে এই ব্রহ্ম, (কার্য্যব্রহ্ম),

অতো নির্বাহ-নামরূপাৎ প্রত্যগাত্মনো নামরূপায়োনির্বোঢ়া অয়মাকাশো-
হর্থাস্তরভূতঃ পরমেব ব্রহ্ম । তদেবোপপাদয়তি “তে যদন্তরা” ইতি ।
যস্মাৎ অয়মাকাশো নামরূপে অন্তরা—তাভ্যাম্ অস্পৃষ্টোহর্থাস্তরভূতঃ,
তস্মাৎ তয়োনির্বোঢ়া অপহতপাপুত্বাৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাচ্চ নির্বহিতেত্যর্থঃ ।
আদি-শব্দেন ব্রহ্মত্বাত্ত্বামৃতত্বানি গৃহ্যন্তে । নিরূপাধিক-বহুত্বাদয়ো
হি পরমাত্মন এব সম্ভবন্তি ; তেনাত্রাকাশঃ পরমেব ব্রহ্ম ।

যৎ পুনরুক্তং “ধূত্বা শরীরম্” ইতি যুক্তোহনন্তরঃ প্রকৃত ইতি ; তন্ম,
“ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি” ইতি পরশ্চৈব ব্রহ্মণোহনন্তরপ্রকৃতত্বাৎ । যদ্যপি
অভিসম্ভবিতুং মুক্তস্য অভিসম্ভাব্যতয়া পরং ব্রহ্ম নির্দিষ্টং, তথাপি অভিসম্ভ-
বিতুং মুক্তস্য নাম-রূপনির্বোঢ়ত্বাচ্চাসম্ভবাৎ অভিসম্ভাব্যং পরমেব ব্রহ্ম অত্র
প্রত্যেতব্যম্ ।

কিঞ্চ, আকাশ-শব্দেন প্রকৃতস্য দহরাকাশস্য অত্র প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, প্রজা-
পতিবাক্যস্তাপি উপাসকস্বরূপকথনার্থত্বাদ্ উপাস্ত্য এব দহরাকাশঃ প্রাপ্য-

নাম, রূপ এবং অন (পৃথিবী) উৎপন্ন হইয়া থাকে । ‘ধীর (স্থিৎসংকল্প—পরমেশ্বর) সমস্ত
রূপ-বিস্তার (আকৃতি-নির্মাণ) করিয়া এবং তাহাদেব নাম [প্রদান] করিয়া সেই নামে
ব্যবহার কবতঃ অবস্থান করেন,’ ইত্যাদি স্থলে শ্রুতিকর্তৃক ও অনুমোদিত হইয়াছে । অতএব
নাম-রূপনির্বাহক এই আকাশ নিশ্চয়ই তৎকার্য্যভূত নাম-রূপসম্পন্ন জীবাশ্মা হইতে পৃথক্
পবব্রহ্ম । “তে যদন্তরা” এই শ্রুতিও তাহাই সমর্থন করিতেছে । যেহেতু এই আকাশ নাম
ও রূপেব অন্তরা অর্থাৎ নাম ও রূপ দ্বাবা অস্পৃষ্ট পৃথক্ পদার্থ, সেই হেতুই তিনি তদন্তরের
নির্বাহক, অর্থাৎ অপহতপাপুত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব হেতু [নাম ও রূপ] নির্মাণ করিতে সমর্থ ।
‘যত্র’ ‘আদি’ শব্দে ব্রহ্মত্ব, আত্মত্ব ও অপহতপাপুত্ব প্রভৃতি হেতুসমুদয় পবিগৃহীত হইতেছে ।
অন্যোপেক্ষিক মহত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, সেই হেতুতেও পরব্রহ্মই এখানে
‘আকাশ’ পদের অর্থ ।

আরও যে বলা হইয়াছে, “ধূত্বা শরীরং” এই পববর্তী বাক্যে মুক্ত পুরুষই প্রস্তুত বা বর্ণিত
হইয়াছেন । এ কথাও সত্য নহে ; কারণ, অব্যবহিত পরেই ‘ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইব’ এইরূপে
ব্রহ্মই বর্ণিত হইয়াছেন । যদিও অভিসম্ভবিতা মুক্তপুরুষেব অভিসম্ভাব্য বা প্রাপ্যরূপে পরব্রহ্ম
নির্দিষ্ট হইয়াছেন ; তথাপি অভিসম্ভবিতা (তদ্ব্যবলম্বী) মুক্ত-পুরুষেব যখন নাম-রূপ-সম্পাদকত্ব
নাই, তখন সেখানে প্রাপ্য পরব্রহ্মকেই নির্বাহক বুঝিতে হইবে ।

অপিচ, এখানে ‘আকাশ’ শব্দে প্রস্তাবিত দহরাকাশের প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় [বুঝা
যাইতেছে যে,] উপাসকের স্বরূপ-কথনই প্রজাপতি-বাক্যেরও উদ্দেশ্য ; অতএব এখানে উপাস্ত

তয়া ইহ উপসংহ্রিয়তে, ইতি যুক্তম্ । আকাশ-শব্দশ্চ প্রত্যগাত্মানি ন
কচিদ্ দৃষ্টচরঃ ; অতোহত্রাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥৪২॥

অথ স্মাৎ—প্রত্যগাত্মানোহর্থান্তরভূতমাত্মান্তরমেব নাস্তি, ঐক্যোপ-
দেশাৎ দ্বৈতপ্রতিষেধাচ্চ । শুদ্ধাবস্থ এব হি প্রত্যগাত্মা পরমাত্মা, পরং ব্রহ্ম,
পরমেশ্বরঃ, ইতি চ ব্যপদিশ্যতে ; অতঃ প্রকৃতাৎ মুক্তাত্মানোহভিসম্ভবিতু-
নার্থান্তরমভিসম্ভাব্যো ব্রহ্মলোকঃ ; অতো নামরূপায়োনির্বহিতা আকাশো-
হপি স এব ভবিতুমর্হতি ; অত উত্তরং পঠতি—

স্বষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোভেদেন ॥১॥৩॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ (স্বষুপ্তি ও উৎক্রমণাবস্থায়) ভেদেন (জীব ও পবনাত্ম্যাব
ভেদব্যপদেশহেতু) ।]

[সরলার্থঃ - “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পবিষক্তঃ” ইতি স্বষুপ্তৌ, “প্রাজ্ঞেনাত্মনা অস্বাকৃচ্চ উৎসর্জন
যাতি” ইতি চ উৎক্রমণসময়ে জীব-পবনাত্মনোভেদব্যপদেশাৎ অস্তি প্রত্যগাত্মনঃ পৃথগ্ভূতঃ
পরমাত্মা নাম পদার্থান্তরমিত্যর্থঃ ।

‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া’ এই স্থলে স্বষুপ্তি অবস্থায়, আর ‘প্রাজ্ঞ আত্মা-
কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া’ এই স্থলে দেহ হইতে বহির্গমনাবস্থায় জীব ও পরমাত্মার ভেদোপ-
হেতু বুঝিতে হইবে যে, জীবাতিরিক্ত পবনাত্মা বলিয়া একটা পৃথক পদার্থ আছে ॥১॥৩॥৪৩॥]

ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ততে ইতি । (*) স্বষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ প্রত্যগাত্মানো-

দহরাকাশকে যে, প্রাপ্যরূপে উপসংহার করা হইতেছে, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ কথা । আর জীবাত্ম-
বিষয়ে কোথাও ‘আকাশ’-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই, অতএব পরব্রহ্মই এখানে ‘আকাশ’
শব্দের অর্থ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪২ ॥

শব্দা হইতে পারে, [শ্রুতিতে] যখন ঐক্যের উপদেশ ও রহিয়াছে এবং দ্বৈতের প্রতিষেধ
করা হইয়াছে, অথচ, প্রত্যক্ জীবাত্মা হইতে পৃথগ্ভূত কোন আত্মার অস্তিত্বই নাই । এই
প্রত্যক্ আত্মাই (জীবই) যখন শুদ্ধাবস্থ হয়, তখনই পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, এবং পরমেশ্বর
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ; অতএব অভিসম্ভবিতা মুক্তাত্মা হইতে অভিসম্ভাব্য ব্রহ্মলোক
কখনই পৃথক পদার্থ নহে ; সুতরাং সেই প্রত্যক্ আত্মাই নামরূপনির্বাহক ‘আকাশ’ পদেরও
বাচ্য হইবার যোগ্য ; এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“স্বষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ ভেদেন ।”

এখানেও ‘ব্যপদেশাৎ’ কথার অম্লবৃত্তি হইতেছে ; অতএব, স্বষুপ্তি ও উৎক্রান্তি অবস্থায় (দেহ

হর্থাস্তরত্বেন পরমাত্মনো ব্যপদেশাৎ প্রত্যগাত্মনোহর্থাস্তরভূতঃ পরমাত্মা অস্ত্যেব। তথা হি—বাজসনেয়কে “কতম আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” [বৃহদা० ৬।৩।৭] ইতি প্রকৃতস্য প্রত্যগাত্মনঃ স্নুশ্চুণ্ডবস্থায়াম্ অকিকিঞ্জঙ্গস্য সর্বজ্ঞেন পরমাত্মনা পরিষঙ্গ আন্মায়তে— “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্” [বৃহদা० ৬।৩।২১] ইতি ; তথা উৎক্রান্তাবপি—“প্রাজ্ঞেনাত্মনান্নারূঢ় উৎসর্জন্ য়াতি” [বৃহদা० ৬।৩।৩৫] ইতি। ন চ স্বপত উৎক্রামতো বা অস্ত্য কিকিঞ্জঙ্গস্য তদানীমেব স্নেনৈব সর্বজ্ঞেন সত্য পরিষঙ্গান্নারোহৌ সম্ভবতঃ ; ন চ ক্ষেত্রজ্ঞাস্তরেণ ; তস্মাপি সর্বজ্ঞত্বাসম্ভবাৎ ॥১॥৩॥৪৩॥

ইতচ্চ প্রত্যগাত্মনোহর্থাস্তরভূতঃ পরমাত্মা ; ইত্যাহ—

পত্যাাদিশব্দেভ্যঃ ॥১॥৩॥৪৪॥

[পদচ্ছেদঃ—পত্যাাদিশব্দেভ্যঃ (পতি প্রভৃতি শব্দ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“সর্বস্তাধিপতিঃ সর্বস্য বশী সর্বশ্রেষ্ঠানঃ” ইত্যাদৌ শ্রয়মাণেভ্যঃ পত্যাাদিশব্দেভ্যোহপি প্রত্যগাত্মনোহতিরিক্তঃ তৎপ্রভূঃ পরমাত্মাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥

তিনি সকলের অধিপতি, সকলের নিয়মনকারী ও সকলের ঈশ্বর ইত্যাদি শ্রুতিতে পবিত্রত ‘পতি’ প্রভৃতি শব্দ হইতেও জীবাতিরিক্ত পরমাত্মাব অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥১॥৩॥৪৪॥]

অয়ং পরিষঙ্গকঃ পরমাত্মা উত্তরত্র পত্যাাদিশব্দৈঃ ব্যপদিশ্যতে—“সর্ব-

হইতে বহির্গমনের সময়) জীবাত্মা হইতে পবমাত্মার পৃথক্-পদার্থরূপে উল্লেখ থাকায় প্রত্যক্ আত্মা হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মা বলিয়া যে, একটা স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, ইহা নিশ্চিত। দেখ, বাজসনেয় উপনিষদে (যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকে) আছে, ‘আত্মা কতমঃ ? কোনটা ?’ [উত্তর,] ‘প্রাণসমূহের মধ্যে যাহা এই ‘বিজ্ঞানময়’।’ এইরূপে উপক্রমেব পব বিশেষজ্ঞানবিহীন প্রত্যক্ আত্মার স্নুশ্চুণ্ড অবস্থার সর্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত একীভাব পঠিত আছে—‘পরমাত্মায় সম্মিলিত হইয়া বাহু কিংবা আস্তর কোন বিষয়ই জানে না’ ; সেইরূপ উপক্রমাবস্থায়ও—‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া (জীব) দেহত্যাগ করত চলিয়া যায়’। স্নুশ্চুণ্ডই হউক কিংবা উৎক্রমণকারীই হউক, তৎক্ষণাৎই অল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে স্বীয় সর্বজ্ঞের সহিত সম্মিলিত ও অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হয় না, এবং ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) সহিতও হইতে পারে না। কারণ, তাহারও সর্বজ্ঞত্বের সম্ভব হয় নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥

এই কারণেও জীবাত্মাতিরিক্ত পরমাত্মা আছেন ; এজন্ত বলিতেছেন—“পত্যাাদিশব্দেভ্যঃ ।” উক্ত শ্রুতি-প্রদর্শিত জীবসংসৃষ্ট পরমাত্মাই পরবর্তী গ্রন্থে ‘পতি’প্রভৃতি শব্দে নির্দিষ্ট

অধিপতিঃ সর্বস্য বশী সর্বশ্চেশানঃ । স ন সাধুনা কৰ্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবা
সাধুনা (*) কনীয়ান্ । এষ সৰ্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতপাল এষ
সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাং সমস্তেদায় । তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা
বিবিদিষন্তি । ...এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি । এতমেব প্রব্রাজিনো
লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” [বৃহদা° ৬।৪।২২] । “স বা এষ মহানজ
আত্মান্নাদো বস্তুদানঃ, *** অজরোহম্বতোহভয় আনন্দো ব্রহ্ম” [বৃহদা°
৬।৪।২৪-২৫] ইতি । এতে চ পতিত্ব-জগদ্বিধরণত্ব-সৰ্বেশ্বরত্বাদয়ঃ প্রত্যগা-
ত্মনি মুক্তাবস্থেহপি ন কথঞ্চিৎ সম্ভবন্তি ; অতো মুক্তাত্মনোহর্থান্তরভূতো
নাম-রূপয়োনির্ব্বাহিতা আকাশঃ । ঐক্যোপদেশস্ত সর্বস্য চিদচিদাত্মকস্য
ব্রহ্মকার্যত্বেন তদাত্মকত্বায়ত্ত্বং, ইতি “সৰ্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্” [ছান্দো°
৩।১৪।১] ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈঃ প্রতিপাদ্যত ইতি পূৰ্ব্বমেবোক্তম্ (+) ; দ্বৈত-
প্রতিষেধশ্চ তত এব, ইত্যনবগম্ ॥১॥৩॥৪৪॥

[দশমং অর্থান্তরত্বাদিব্যাপদেশাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্-রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে
প্রথমাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥১॥৩॥

হইতেছেন । [যথা—] ‘তিনি সকলের অধিপতি, সকলের বশকাৰী এবং সকলের ঈশ্বর ।
তিনি উত্তম কৰ্ম্ম দ্বাৰাও মহান্ হন না, আর মন্দ কৰ্ম্ম দ্বাৰাও হীন হন না । ইনি
সকলের ঈশ্বর, ইনি সৰ্বভূতের অধিপতি, ইনিই ভূতপালক, এবং ইনি এই সমস্ত জগৎকে
বিভাগ-বক্ষার হেতুভূত সেতুরূপ । ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সেট ইহাকে বেদানুবচন (বেদার্থ-পৰিশীলন)
দ্বাৰা জানিতে ইচ্ছা কবেন (জানেন) । ...ইহাকেই অবগত হইয়া মুনি হয় । সন্ন্যাসিগণ
এই লোকনাভের ইচ্ছাই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাসগ্রহণ) করেন ।’ ‘সেই এই মহান্ অজ আত্মাই
অম্লভোক্তা ও ধনদাতা’ ‘ব্রহ্ম অজর, অমর ও অভয়স্বরূপ,’ ইতি । যেহেতু, এই পতিত্ব, (পালন-
কর্তৃত্ব) জগদ্বিধারকত্ব ও সৰ্বেশ্বরত্বাদি ধৰ্ম্ম-সমূহ মুক্তাবস্থ জীবেও কোনরূপে সম্ভবপব হয়
না ; অতএব নাম-রূপনির্ব্বাহক এই আকাশ পদার্থটি নিশ্চয়ই মুক্তাত্মা হইতে পৃথক্
পদার্থ । ‘এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, [সমস্ত জগৎই] তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে অবস্থিত ও
তাঁহাতে বিলয়নশীল’ ইত্যাদি বাক্যে যে ঐক্যোপদেশ, তাহারও, ‘চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত
জগৎই ব্রহ্মকার্য্য ; সুতরাং ব্রহ্মাত্মক’, এতদুপদেশেই একমাত্র তাৎপৰ্য্য, ইহা ইতঃপূর্বেই
সমর্থিত (যুক্তি দ্বাৰা প্রমাণিত) হইয়াছে, দ্বৈত-প্রতিষেধও সেই কারণেই হইয়াছে, এবং ;
অতএব উক্ত সিদ্ধান্তটী নির্দোষ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৪ ॥ [দশম অর্থান্তরত্বাদিব্যাপদেশাধিকরণ
সমাপ্ত] ॥ ইতি শ্রীমদ্ রামানুজকৃতব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়-পাদের অন্তিমাদি সমাপ্ত ॥

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থঃ পাদঃ ।

আত্মমানিক্য-
করণম্ ।] আত্মমানিক্যমপ্যেকেষামিতি চেৎ; ন; শরীর-
রূপকবিন্যস্ত-গৃহীতেদর্শয়তি চ ॥১৥৪॥১৥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মমানিক্যং (অত্মমান-কল্পিত প্রকৃতি) অপি (ও) একেষাং (কোন কোন শাখীদেব), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল;] ন (না—বলিতে পার না); শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ (রূপকভাবে বিন্যস্ত শরীরেব গ্রহণহেতু), দর্শয়তি (প্রদর্শন করেন) চ (ও) ॥]

[সবলার্থঃ—একেষাং কথানাং [শাখাস্থ কঠোপনিষদি “মহতঃ পবমব্যাক্তম্” ইত্যত্র] আত্মমানিক্যং সাংখ্যপবিকল্পিতং প্রধানং [জগৎকাবগণেন আশ্রায়তে] ইতি চেৎ; তন্ন, শবীৰ-রূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ পূৰ্ব্বত্ৰ রথি-বখাদিৰূপকভাবে বিন্যস্তেষ্ণু আশ্রাদিয মধ্যে রথদ্বেন রূপিতস্ত শবীৰস্তেব অব ‘অব্যাক্ত’-শব্দেন গ্রহণাদিত্যর্থঃ । দর্শয়তি চ এতমেব অর্থঃ “যচ্ছেদ্বায্যনমী প্রোক্তঃ” ইত্যাদিঃ বাক্যশেষঃ । অতোহত্র ইঞ্জিয়াদিনাং বশীকরণার্থঃ পরত্বতোক্তত্বাৎ নাত্র আত্মমানিক্যস্ত প্রধানস্ত (প্রকৃতেঃ) সংগ্রহ ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, কোন কোন শাখীর শাখাতে অর্থাৎ কঠোপনিষদে ‘মহৎ অপেক্ষা অব্যাক্ত শ্রেষ্ঠ’ ইত্যাদি স্থলে আত্মমানিক্য অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিরও জগৎ-কারণরূপে উল্লেখ দৃষ্ট হই-তছে; না—তাহা হইতে পাবে না; কারণ, পূর্বে আশ্রা ও শরীর প্রভৃতি যে সমস্তকে রথি-বখাদিভাবে রূপক-কল্পনা করা হইয়াছে; তন্মধ্যে রথরূপে কল্পিত শরীরকেই এখানে ‘অব্যাক্ত’ শব্দে গ্রহণ কবা হইয়াছে । পরবর্তী ‘প্রোক্ত লোক বাক্যকে মনে সংযত করিবে, অর্থাৎ বাক্যকে মনের অধীন করিবে।’ ইত্যাদি বাক্যাংশও বর্ণিতপ্রকার সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিতেছে । অতএব এখানে ‘অব্যাক্ত’ শব্দে আত্মমানিক্য প্রকৃতির নির্দেশ হয় নাই, পরন্তু পূর্বোক্তস্থিত শরীরেরই প্রতিনির্দেশ করা হইয়াছে মাত্র ॥ ১ । ৪ । ১ ॥]

উক্তং—পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনতয়া জিজ্ঞাস্তাং জগজ্জন্মান্দিকারণং
ব্রহ্ম অচিদ্বস্তনুঃ প্রধানাদেঃ চেতনাচ্চ বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থাধ্বিলক্ষণং নিরস্ত-

[ইতঃপূর্বে] মোক্ষসিদ্ধির উপায়রূপে যাহাকে জানিতে হইবে, তাহাই যে, জগতের জন্মান্দি-কারণ এবং প্রধানাদি অচেতন ও বদ্ধ মুক্ত উভয়াবস্থাপন্ন চেতন হইতে বিলক্ষণ,

সমস্তহেয়গন্ধং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি সত্যসঙ্কল্পং সমস্তকল্যাণগুণাত্মক
সর্বাস্তুরাত্মভূতং নিরঙ্কুশৈশ্বর্যমিতি । ইদানীং কাপিলতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধান্তাত্মক
প্রধানপুরুষাদিপ্রতিপাদনমুখেন প্রধান কারণত্বপ্রতিপাদন-চ্ছায়ানুসারীণ্যপি
কানিচিৎ বাক্যানি কাসুচিৎ শাখাস্ত সন্তি, ইত্যশঙ্ক্য ত্রৈলোক্যকারণত্বস্বত্তে
তন্নিরাক্রিয়তে । কঠবল্লীষান্নায়তে—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎসা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥” [কঠ০ ১।৩।১০, ১১] ইতি ।
তত্র সন্দেহঃ—কিং কাপিলতন্ত্রসিদ্ধান্তম্ অব্রক্ষাত্মকং প্রধানমিহ ‘অব্যক্ত’-
শব্দেনোচ্যতে ? উত ন ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? প্রধানমিতি । কৃতঃ ?

সর্ববিধ হেয়সম্বন্ধ বিবর্জিত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সত্যসংকল্প, সমস্ত শুভগুণাত্মক, সর্বভূতের
অন্তরাত্মস্বরূপ এবং নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্যোপেত পবন পুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্ম, ইহা উক্ত হইয়াছে । এখন
কাপিলতন্ত্র-সম্মত অর্থাৎ কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ অব্রক্ষাত্মক প্রধান ও পুরুষের প্রতিপাদন
প্রসঙ্গে কোন কোন বেদশাখায় একরূপ অনেক বাক্য আছে ; [দেখিলেই] মনে হয়, সেগুলি
যেন প্রধানেরই উক্ত জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ত্রৈলোক্য-
কারণত্ব-সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্ত তাহার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন (*) ।

কঠবল্লীতে (কঠোপনিষদে) এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা অর্থসমূহ (শব্দ-
স্পর্শাদি বিষয়সমূহ) শ্রেষ্ঠ ; অর্থসমূহ অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ ; মন অপেক্ষাও বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি
অপেক্ষা মহৎ আত্মা শ্রেষ্ঠ ; মহৎ হইতেও অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ ; অব্যক্ত অপেক্ষাও পুরুষ (আত্মা)
শ্রেষ্ঠ ; পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, তাহাই শেব সীমা, এবং তাহাই পবন গতি’
ইহাতে সংশয় এই যে, এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে কি কাপিলতন্ত্র-সিদ্ধ (সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত)
প্রধানই উক্ত হইতেছে ? অথবা অপর কিছু ? কোনটী বুদ্ধিসম্মত ? [কাপিলতন্ত্র-সম্মত]

(*) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম আত্মানুকাবিকরণ । ইহা প্রথম হইতে ছয় হুত্রে সমাপ্ত হইয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“মহতঃ পরমব্যক্তম্” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই ‘অব্যক্ত’ কি
সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি (প্রধান) ? না—আর কিছু ? (৩) পূর্বপক্ষ—সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতিই হইবে ; কারণ,
সাংখ্যসম্মত ‘মহৎ’ ‘অব্যক্ত’ প্রকৃতি নাম ও ক্রম এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে । (৪) উত্তর—না—এখানে ‘অব্যক্ত’
প্রকৃতি শব্দের অর্থ—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে, পরন্তু পরব্রহ্ম ; কারণ, “আত্মানং বধিনং বুদ্ধি” ইত্যাদি শ্লোকে
দেহ ও আত্মা প্রকৃতি যে সমস্ত পদার্থকে রখী ও রখাবিরূপে রূপিত (কল্পিত) করা হইয়াছে ; এখানে তদ্ব্যাপ্ত
বৈধিক ‘অব্যক্ত’ শব্দে উল্লিখিত করা হইয়াছে । পরবর্তী হুত্রেসমূহে এ বিষয়ের সমর্থক আরও হেতু প্রদর্শিত
হইয়াছে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, পরব্রহ্মই অব্যক্ত পদের অর্থ ; সর্বজগতের উদধীনত্ব-প্রদর্শনই
প্রয়োজন ।

“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ” ইতি তদ্রসিক-তত্ত্ব-প্রক্রিয়া-প্রত্যভিজ্ঞানেন তস্মৈব প্রতীতেঃ, “পুরুষাম পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” ইতি পঞ্চবিংশক-পুরুষাতিরিক্ত-তত্ত্বনিষেধাচ্চ । অতো-ব্যক্তং কারণম্, ইতি প্রাপ্তম্ । তদিদমুক্তম্—“আনুমানিকমপ্যেকেষাম্, ইতি চেৎ” ইতি । একেষাং শাখিনাং শাখাস্থ আনুমানিকং প্রধান-মপি কারণমান্নায়তে, ইতি চেৎ ;—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অত্রোত্তরং—নেতি ; ন অব্যক্ত-শব্দেনাব্রক্ষাত্মকং প্রধানমিহাভি-ধীয়তে । কূতঃ ? ‘শরীর-রূপকবিশ্বস্তৃগৃহীতেঃ’, শরীরাত্ম-রূপকবিশ্বস্তৃ অব্যক্তশব্দেন গৃহীতেঃ । আত্ম-শরীর-বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বিষয়েষু রথি-রথাদি-ভাবেন রূপিতেষু (*) রথ-রূপাণে বিন্যস্তস্য শরীরস্য অব্যক্ত-শব্দেন গ্রহণাদিত্যর্থঃ । এতদ্ব্যক্তং ভবতি—পূর্ব্বত্র হি—

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ ।

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

প্রধানই যুক্তিসম্মত । কারণ ? যেহেতু ‘মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ’, এই স্থলে সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রণালী প্রত্যভিজ্ঞাত হওয়ায় তাহারই প্রতীতি হইতেছে, এবং যেহেতু ‘পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, তাহাই শেষ সীমা এবং তাহাই শেষ গন্তব্য স্থল’, এই বাক্যে পঞ্চবিংশক তত্ত্ব-পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বের প্রতিবেদন রহিয়াছে । অতএব এখানে অব্যক্তই জগৎকারণরূপে প্রাপ্ত হইতেছে । কথিত এই অভিপ্রায়ই “আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ” এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ যদি বল, কোন শাখীদের শাখাতে (বেদভাগে) অনুমান-কল্পিত প্রকৃতিকেও ত জগৎ-কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে ।

এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—“ন,”—এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে অব্রক্ষ (অচেতন) প্রধানকে [জগৎকারণরূপে] নির্দেশ করা হইতেছে না ; কারণ ? [পূর্ব্বোক্ত] রথরূপে কল্পিত শরীরের সাংখ্যোক্ত-গ্রহণই কারণ ; অর্থাৎ শরীরনামক যে পদার্থটি পূর্ব্বের রূপকভাবে প্রধান-কারণবাদ খণ্ডন । রথরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘অব্যক্ত’-শব্দে তাহারই গ্রহণ করা হইতেছে । ইতঃপূর্ব্বের আত্মা, শরীর, বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়সমূহ রথী ও রথাদিরূপে কল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রথরূপে উল্লিখিত শরীরকেই এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে গ্রহণ করা হইতেছে । ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ইতঃপূর্ব্বের ‘আত্মাকেই রথী (স্বাধীষ্ঠাতা)

(*) দিকপিত্ত্ব ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।” ইত্যাদিনা—

“সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষোঃ পরমং পদম্ ॥”

ইত্যন্তেন সংসারাদ্বনঃ পারং বৈষ্ণবং পদং প্রেমসমুপাসকং রথিত্বেন তচ্ছরীরাদীনি চ রথ-রথাদ্বনেন রূপয়িত্বা, যন্তেতে রথাদয়ো বশে তিষ্ঠন্তি, স এবাধ্বনঃ পারভূতং বৈষ্ণবং পদমাপ্নোতীত্যুক্তা তেষু রথাদিরূপিত-শরীরাদিষু যানি যেভ্যো বশীকার্যতায়াম্ প্রধানানি, তান্যুচ্যন্তে— “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথঃ” ইত্যাদিনা । তত্র হয়ত্বেন রূপিতেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যো গোচরত্বেন রূপিতা বিষয়া বশীকার্যত্বেন (*) পরাঃ ; বশ্যেন্দ্রিয়স্তাপি বিষয়সম্মিধৌ (†) ইন্দ্রিয়াণাং ছুনিগ্রহত্বাৎ । তেভ্যোহপি পরং প্রগ্রহত্বরূপিতং (‡) মনঃ ; মনসি বিষয়প্রবণে বিষয়সম্মিধানস্তাপ্য-কিঞ্চৎকরত্বাৎ । তস্মাদপি সারাথত্বরূপিতা বুদ্ধিঃ পরা ; অধ্যবসায়ভাবে মনসোহপ্যাকিঞ্চৎকরত্বাৎ । তস্তা অপি রথিত্বরূপিত আত্মা কর্তৃত্বেন

বলিয়া জানিবে, এবং শরীরকে রথস্বরূপ ও বুদ্ধিকে সারাথস্বরূপ (রথ-চালক) বলিয়া জানিবে, এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া (জানিবে) ; [জ্ঞানিগণ] ইন্দ্রিয়গণকে অধঃসমুহ বলিয়া থাকেন, এবং [শব্দাদি] বিষয়সমুহকে তাহাদের গোচর বা বিচরণভূমি (বলিয়া থাকেন) । ইত্যাদি—“তিনিই সংসার-সাগরের পারস্বরূপ সর্বোত্তম সেই বিষ্ণু-পদপ্রাপ্ত হন” ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা সংসার-সাগরের পারস্বরূপ বৈষ্ণব পদ লাভেচ্ছু উপাসককে রথিত্বাপ এবং তাহার শরীরপ্রভৃতিকে রথ ও রথাদ্ব—অশ্বাদিরূপে কল্পনা করিয়া, উক্ত রথাদি যাহার বশে থাকে, তিনিই সংসার-সাগরের পারভূত সেই বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারেন, ইহা বলিয়া, রথাদিরূপে কল্পিত সেই শরীরাদির মধ্যে যাহাদিগকে বশভূত করিতে হইবে, তন্মধ্যে যদপেক্ষা যাহারা প্রধান, অর্থাৎ যদপেক্ষা যাহার বশীকরণ কার্য্য কষ্ট-সাধ্য, “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাঃ” ইত্যাদি বাক্যে সেই সমুদয়ই ‘পর’শব্দে কথিত হইয়াছে । তন্মধ্যে বশীকরণ-কার্য্যে অধঃরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা গোচররূপে কল্পিত বিষয়সমুহই প্রধান ; কারণ, যে লোক ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়াছে, ভোগ্যবিষয় সম্মিহিত হইলে তাহারও ইন্দ্রিয়গণ অসংযত হইয়া পড়ে । (প্রগ্রহরূপে কল্পিত) মন আবাব তদপেক্ষাও প্রধান ; কারণ, মন যদি বিষয়-নিরত হয়, তাহা হইলে বিষয়ের অসামিধ্য বা অভাবও অকিঞ্চৎকর হইয়া থাকে । সারাথরূপে কল্পিত বুদ্ধি তদপেক্ষাও প্রবল ; কেননা, অধ্যবসায় (কর্তব্যনিশ্চয়) না থাকিলে মনও কিছু করিতে পারে না । রথী বা রথস্বামিরূপে কল্পিত আত্মা সর্বকর্তৃত্বনিবন্ধন সেই বুদ্ধি অপেক্ষাও প্রধান ; বিশেষতঃ

(*) বশীকার্যত্বেন ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) সম্মিধানাং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) প্রগ্রহরূপিতং ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

প্রাধান্যং পরঃ ; সর্বশ্চ চাস্ত আত্মেচ্ছায়ত্ত্বাদ্ আত্মৈব ‘মহান্’ ইতি চ বিশেষ্যতে। তস্মাদপি রথরূপিতং শরীরং পরম্, তদায়ত্ত্বাৎ জীবাত্মনঃ সকলপুরুষার্থসাধনপ্রবর্তনীতাম্। তস্মাদপি পরঃ সর্বান্তরাশ্চভূতোহন্তর্যামী অধ্বনঃ পারভূতঃ পরমপুরুষঃ ; যথোক্তস্তাত্ত্বপর্যন্তস্ত সমস্তস্য তৎ-সঙ্কল্লায়ত্ত-প্রবর্তিত্বাৎ। স খলু অন্তর্যামিতয়া উপাসনস্তাপি নির্বৰ্জকঃ ; “পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ” [ব্রহ্ম সূ. ২। ৩। ৪০] ইতি হি জীবাত্মনঃ কর্তৃত্বং পরম-পুরুষায়ত্তমিতি বক্ষ্যতে। বশীকার্যোপাসন-নির্বৰ্জত্বুপায়বাস্তাভূতঃ পরম-প্রাপ্যশ্চ স এব। তদিদমুচ্যতে—“পুরুষান্ন পরং কিংকি সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” ইতি। তথা চ অন্তর্যামিব্রাহ্মণে “য আত্মনি তিষ্ঠন্,” [বৃহদা. ৫। ৭। ২২] ইত্যাদিভিঃ সর্বং সাক্ষাৎকূৰ্বন্ সর্বং নিয়ময়তীত্যুক্ত্বা “নাহোহতোহস্তি দ্রুক্ষা” (*) ইত্যাদিনা নিয়ন্তৃত্বং নিষিধ্যতে। ভগবদগীতাস্থ চ—

“অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণং চ পৃথগ্‌বিধম্।

বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥” [১৮। ১৪] ইতি।

উক্ত সমস্ত পদার্থই আত্মার ইচ্ছাধীন; এই কারণে আত্মাকেই (বুদ্ধে) ‘মহান্’ পরঃ এই হলে) ‘মহান্’ শব্দে বিশেষিত করা হইতেছে। রথরূপে কল্পিত শরীর আবার সেই আত্মা অপেক্ষাও প্রধান; কারণ, সেই শরীরই জীবাত্মার সকলকার পুরুষার্থ-সাধনে প্রবর্তিত প্রযোজক; কিন্তু সংসারপথের পারভূত ও সকলের অন্তরাত্মা পরমপুরুষ ভগবান্ তাহা অপেক্ষাও প্রধান; কারণ, পুরুষোক্ত আত্মাপ্রযুক্ত সমস্ত পদার্থেব সমস্ত প্রবর্তিত্ব তাহাব ইচ্ছার অধীন; তিনিই আবার অন্তর্যামিরূপে উপাসনারও নিকাহ কারয়া থাকেন। জীবাত্মার বৃত্তি যে পরমপুরুষ পরমাত্মার অধীন, তাহা “পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ” এই হুত্রে বলা হইবে। তিনিই বশীকরণ (হ্যজয়সংযম) ও উপাসনাসিদ্ধির উপায় সমূহের মধ্যে চরম উপায় এবং পরম প্রাপ্য বা পরম পুরুষার্থস্বরূপ, ইহাই ‘পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আব কিছূ নাই; তিনিই শেষ সান্না ও পরা গতি’ এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। সেইরূপ অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণও ‘যিনি আত্মাতে আছেন’ ইত্যাদি বাক্যে ‘সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ করত সমস্তকে নিয়মিত বা যদাব্যবস্থারূপে পরিচালিত করেন’, এই কথা বলিয়া ‘ইহা হইতে ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই’ এই বাক্যে আবার নিয়ন্তার প্রতিষেধ করা হইতেছে। ভগবদগীতাতেও আছে—‘অধিষ্ঠান (দেহ), এবং কষ্টা, নানাবিধ করণ (ইঞ্জিয়বর্গ), পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ চেষ্টা এবং পঞ্চম দৈব, ইহারাই ক্রিয়া-প্রবর্তিত [হেতু]।’

দৈবমত্রে পুরুষোত্তম এব “সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞান-
মপোহনঞ্চ [গীতা০ ১৫।১৫] ইতি বচনাৎ । তস্য চ বশীকরণঃ
তচ্ছরণাগতিরেষ । যথাহ—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশঃ জ্ঞান তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥

তমেব শরণং গচ্ছ” [গীতা০ ১৮।৬১-২] ইতি ।

তদেবম্ “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদিনা রথাদিরূপকবিশ্বস্তা
ইন্দ্রিয়াদয়ঃ “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যঃ” ইত্যত্র স্ব-শব্দেইব প্রত্যভি-
জ্ঞায়ন্তে, ন রথরূপিতং শরীরম্, ইতি পরিশেষাৎ তদ্ অব্যক্ত-শব্দেনোচ্যতে,
ইতি নিশ্চীয়েতে ; অতঃ কাপিলতন্ত্রপ্রসিদ্ধস্য প্রধানস্য প্রসঙ্গ এবহে নাস্তি ।
ন চাত্র তৎ-তন্ত্রসিদ্ধ-প্রক্রিয়াপ্রত্যভিজ্ঞা, “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যঃ”

‘আমিই সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি ; আনা হইতেই স্রবণ, বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত জ্ঞান
এবং তত্ত্বজ্ঞের বিষয় (শব্দাদি) হইয়া থাকে ।’ এই গীতাবাক্য হইতে [জানা যায় যে]
এখানে পুরুষোত্তমই ‘দৈব’ শব্দের অর্থ ; তাহার শরণাগত হওয়াই ‘তাঁহাকে বশীভূত করা’
কথার অর্থ । [ভগবান্ও] ইহা বলিয়াছেন—‘হে অর্জুন ! ঈশ্বর মায়্যা দ্বারা সর্বভূতকে
যন্তারূঢ়ের (পুতুলের) দ্বায় ভ্রমণ করাইয়া সর্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন ; তুমি
তাঁহারই শরণাগত হও ।’

অতএব, এইরূপে [জানা যায় যে,] “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদি শ্লোকে রথপ্রভৃতি-
রূপে কল্পিত ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত পদার্থই “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যঃ” এই স্থলে নিজ নিজ শব্দে
প্রত্যভিজ্ঞাত (প্রতীত) হইতেছে, কেবল রথরূপে কল্পিত শরীরটি মাত্র [প্রত্যভিজ্ঞাত
হইতেছে] না ; অতএব অবশিষ্ট থাকায় তাহাই যে, এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে অভিহিত,
ইহা নিশ্চিত হইতেছে ; স্ততরাং এখানে কাপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃতির প্রসঙ্গই নাই (*) ।

আর এখানে যে, কাপিল শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াই [পদার্থ সংকলনই] প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে,

(*) তাৎপর্য্য—কঠোপনিষদে প্রথমে ‘আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে,’ ইত্যাদিপ্রকারে
আত্মাপ্রাণবাস্তব সমস্তকেই ‘রথী’ ও ‘রথ’ প্রকৃতি রূপকভাবে কল্পনা করা হইয়াছে । উপাসকের পক্ষে খণ্ড
দেহেন্দ্রিয়-মনঃ প্রভৃতি বশীভূত করা আবশ্যক হয় । এই জন্ত কে কাহার অপেক্ষা প্রবল অব্যাক্ত, তাহা নির্দেশ
করাও আবশ্যক হয় ; তদনুসারে পুরুষোত্তমরূপককল্পিত ইন্দ্রিয়াদিকেই পুনরবার পর পর প্রধান বা চূর্ণ হই বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন । তদ্ব্যতীত অপর সকলেরই আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রকৃতি নিজ নিজ প্রসিদ্ধ ন্যূন নির্দেশ দেয়া
বাইতেছে, কেবল শরীর-বাচক কোন শব্দ দেখা বাইতেছে না ; অতএব এখানে শরীরের নির্দেশ না থাকিলে
বক্তব্যের নূনতা থাকিয়া যায় ; অতএব, রথী-রথাদিরূপে কল্পিত পদার্থের মধ্যে একমাত্র শরীরই বাকী থাকায়
এবং “ন ব্যক্তং অব্যক্তং” এইরূপ বোধার্থবলেও ‘অব্যক্ত’ শব্দের শরীরার্থ করা সম্ভবপর হওয়ার, পরম পূর্ব
ভগবান্ এই অব্যক্ত শব্দের অর্থ, কিন্তু সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে ।

ইতীন্দ্রিয়েভো হি অর্থানাং শব্দাদীনাং পরস্বকীর্ণনাং ; ন হি শব্দাদয় ইন্দ্রিয়াণাং কারণভূতাস্তদর্শনে । “অর্থেষ্যশ্চ পরং মনঃ” ইত্যপি ন তত্ত্ব-সঙ্গতম্, অকারণত্বাদেব । তথা “বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ” ইত্যপ্য-সঙ্গতম্, বুদ্ধি-শব্দেন মহৎ-তত্ত্বস্তাভিধানাভ্যুপগমাৎ (*) । ন হি মহতো মহান্ পর ইতি সম্ভবতি ; মহত আত্ম-শব্দেন বিশেষণং চ ন সঙ্গচ্ছতে ; অতো রূপক-বিশ্বস্তানামেব গ্রহণম্ । দর্শয়তি চ তদেব—

“এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োহাত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্রয়ায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥”

যচ্ছেদ্বাঙ্গানসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিবচ্ছেৎ তদ্বচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥”

[কঠং ১।৩, ১৩] ইতি ।

অজিতবাহ্যভ্যন্তরকরণৈরশ্চ পরমপুরুষশ্চ দুর্দর্শত্বমভিধায় হয়াদিরূপিতা-
নামিন্দ্রিয়াণাং বশীকরণপ্রকারোহয়মুচ্যতে,—

তাহাও নহে ; কারণ, “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পবা হর্থ্যাঃ” এই স্থলে ত ‘অর্থ’ শব্দ-বাচ্য শব্দাদি বিষয়-সমূহেবই পবত্ব কথিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ কপিলের দর্শনে শব্দাদি বিষয়গুলিও ইন্দ্রিয়সমূহের কারণভূত নহে ; [সূত্ররাং ইহা সাংখ্যপ্রক্রিয়া হইতেই পাবে না] । আর যে, “অর্থেষ্যশ্চ পবং মনঃ”, ইহাও সাঙ্গ্যশাস্ত্রের সম্মত কথা নহে ; অকাবণত্বই তাহাব হেতু, [অর্থ্যাং মন যখন শব্দাদি-‘অর্থের’ কাবণ নহে, তখন মনেব ঐরূপ পবত্বোক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পাবে না ।] সেইরূপ, “বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ”, ইহাও [তাহার মতে] সঙ্গত হয় না ; কেননা, [তাহার মতে] ‘বুদ্ধি’ শব্দটি মহত্ত্বেরই নাম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ; সেই ‘মহৎ’ কখনই মহৎ অপেক্ষাও ‘পব’ হইতে পারে না । বিশেষতঃ ‘মহৎ’কে ‘আত্মা’ শব্দে বিশেষিত করাও সঙ্গত হয় না ; কাজেই [এখানে] রূপক-কল্পিত আত্মা প্রভৃতিরই গ্রহণ (সাংখ্যোক্ত তদেব গ্রহণ নহে) । প্রতিও তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন, ‘এই আত্মা সর্বভূতে নিগূঢ় থাকায় প্রকাশ পায় না ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণকর্তৃক প্রশস্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বাৰা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।’ ‘প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন ; সেই মনকে জ্ঞানময় আত্মস্থ বুদ্ধিতে নিয়মিত করিবেন ; জ্ঞানকে (বুদ্ধিকে) মহৎ-আত্মাতে অর্থ্যাং কর্তৃত্বরূপ জীবাত্মাতে নিয়মিত করিবেন ; তাহাকেও আবার শাস্ত আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন ।’ এই স্থলে, যে লোক বাহ ও আভ্যন্তর করণকে জয় করে নাই, তাহার পক্ষে পরমপুরুষ-দর্শন হ্রস্ব বলিয়া অস্বাদিরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার জন্ত উপায়-বিশেষ নির্দেশ করা হইতেছে মাত্র ।

“যচ্ছেদ্ বাঞ্ছনসী” ইতি বাচং মনসি নিযচ্ছেৎ—বাক্পূর্ব্বক্কা
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনসি নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ । বাক্-শব্দে দ্বিতীয়ায়াঃ “স্বপা
ম্বলুক্” [পাণিনিঃ ৭।১।৩৯] ইতি লুক্ । মনসীতি সপ্তম্যাস্ছান্দসো দীর্ঘঃ
“তদ্ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি”—তৎ মনঃ বুদ্ধৌ নিযচ্ছেৎ । জ্ঞান-শব্দেনাত
পূর্ব্বোক্তা বুদ্ধিরভিধীয়তে ; “জ্ঞানে আত্মনি” ইতি ব্যাধিকরণে সপ্তম্যো
আত্মনি বর্তমানে জ্ঞানে নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ । “জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি
নিযচ্ছেৎ”—বুদ্ধিঃ কৰ্ত্তরি মহতি আত্মনি নিযচ্ছেৎ । “তৎ যচ্ছেৎ শান্তে
আত্মনি”—তৎ কৰ্ত্তারং পরস্মিন্ ত্রক্ষণি সৰ্ব্বান্তৰ্য্যামিণি নিযচ্ছেৎ ।
ব্যত্যয়েন ‘তৎ’ ইতি নপুংসকলিপ্তত্বাৎ । এবম্ভূতেন রথিনা বৈষ্ণবং পদং
গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

অব্যক্ত-শব্দেন কথং ব্যক্তস্য শরীরস্তাভিধানম্ ? তত্রাহ—

সৃক্ষমন্ত তদহং ত্বাৎ ॥১॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—সৃক্ষং (সৃক্ষ শরীর) তু (পুনঃ) তদহং ত্বাৎ (পুরুষার্থসাধন-যোগ্য বলিবা ।]

[সৰ্বলার্থঃ—সৃক্ষং—অব্যক্তং ভূতসৃক্ষং এব শব্দাব্যবস্থং সং ইহ ‘অব্যক্ত’-শব্দেন উচ্যতে ;
কক্ষাৎ ? তত্রৈব তদহং ত্বাৎ পুরুষোপকাসাধন-কক্ষাদিত্যর্থঃ ।]

অব্যক্ত ভূতসৃক্ষ-শরীররূপে পরিণত হইয়া পুরুষের উপকার সাধনে সমর্থ ; এইজন্য সেই
শরীরকেই এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ১।৪।২ ॥]

“যচ্ছেৎ বাঞ্ছনসী” অর্থ—বাগ্গিন্দ্রিয়কে মনে নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ বাগ্গিন্দ্রিয়ের সহিত
কণ্ঠেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে মনে নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ মনোবৃত্তির অধীন করিবে । ‘স্বপ-
বিভক্তির সুর লোপ হয়’, এই সূত্রানুসারে ‘বাক্’ শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে ।
‘ছান্দস (বৈদিক) প্রয়োগ’ বলিয়া “মনসী” এই সপ্তমী বিভক্তির (‘তি’র) ‘ই’কার দীর্ঘ
হইয়াছে । “তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি” কপাৰ্ব্ব অর্থ—সেই মনকে বুদ্ধিতে নিয়মিত করিবে ।
এখানে ‘জ্ঞান’ শব্দে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিই অভিহিত হইতেছে । “জ্ঞানে আত্মনি” এই সপ্তমী হইট
ব্যাধিকরণ, অর্থাৎ ঘৰ্ভের বিশেষণ-বিশেষণভাববোধক নহে ; ইহার অর্থ এই যে, আত্মাতে
অবস্থিত জ্ঞানে (বুদ্ধিতে) নিয়মিত করিবে । “জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ” ইহার অর্থ—
জ্ঞানকে কৰ্ত্ত্বরূপ মহৎ-আত্মাতে (জীবে) নিয়মিত করিবে । “তৎ যচ্ছেৎ শান্তে আত্মনি,”
ইহার অর্থ (জীবে) সেই কৰ্ত্তাকে আবার সৰ্ব্বান্তৰ্য্যামী পরস্মিন্কে নিয়মিত করিবে । “তৎ”
এই স্থলে লিঙ্গবিপাক্যে নপুংসক-লিঙ্গ হইয়াছে, [নচেৎ পুংলিঙ্গে “তৎ” হওয়া উচিত ছিল ।]
এবংবিধ বশীকরণসম্পন্ন রথিকৰ্ত্তৃকই বৈষ্ণব পদ গন্তব্য (প্রাপ্য) হয় ॥ ১।৪।১ ॥

ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতং হি অবস্থাবিশেষমাপন্নং শরীরং ভবতি; তদ্যব্যাকৃতমিহ শরীরাবস্থম্ অব্যক্ত-শব্দেনোচ্যতে; তদহং—তস্মৈ অব্যাকৃতস্য অচিদ্বস্তন এব বিকারাপন্নস্য রথবৎ পুরুষার্থসাধনপ্ররত্বাহং ॥১১৪২॥

যদি ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতমভ্যুপগম্যতে, কাপিল-তন্ত্রসিদ্ধোপাদানে কঃ প্রদেয়ঃ? তত্রাপি হি ভূতকারণমেব অব্যক্তমিত্যুচ্যতে । তত্রাহ—

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥১১৪৩॥

[প্রদেয়ঃ—তদধীনত্বাং (তাহার অধীনতাহেতু) অর্থবৎ (সার্থক বা প্রয়োজনীয়) ॥]

[সরলার্থঃ—তদধীনত্বাং [অন্তর্যামিক্রপেণ] অবস্থিতস্ত পৰমেশ্বরস্য অধীনত্বাং হেতোঃ বধি-বথাপিভাবেন কল্পিতং আত্ম-শব্দবাদিকং সৰ্বং অর্থবৎ সার্থকং উপাসনাক্রপ-প্রয়োজন সম্পাদকং ভবতীত্যর্থঃ ॥

অন্তর্যামিক্রপে অবস্থিত পরমেশ্বরেরই অধীন বলিয়া বর্ণী ও রথাদিক্রপে কল্পিত আত্মা ও শব্দবাদি সমস্ত অংশই উপাসনা-কার্যে সার্থক (প্রয়োজনীয়) হইয়া থাকে ॥ ১।৪।৩ ॥]

পরমকারণভূত-পরমপুরুষাধীনত্বাং প্রয়োজনবদ্ ভূতসূক্ষ্মম্ । এতচ্ছূভং ভবতি—ন বয়মব্যক্তং তৎপরিণামবিশেষাংশ্চ স্বরূপেণ নাত্ম্যুপগচ্ছামঃ; অপি তু পরমপুরুষ-শরীরতয়া তদাত্মকত্ববিরহেণ । তদাত্মকত্বেনৈব হি

ভাল, শরীর যখন ব্যাকৃত—স্থল, তখন ‘অব্যক্ত’ শব্দে তাহার নির্দেশ হয় কিরূপে? তদন্তরে বলিতেছেন—অব্যাকৃত (অপকীকৃত) (*) সূক্ষ্মভূতই অবস্থাবিশেষযোগে ‘শরীর’ হইয়া থাকে । শরীররূপ বিশিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত সেই অব্যাকৃতই এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে অভিহিত হইতেছে । কেন না, বিকারাবস্থাপন্ন (শবীররূপে পরিণত) অচিৎ বস্তু (জড় পদার্থ) সেই অব্যাকৃতই রথের গায় পুরুষের প্রয়োজনীয় সম্পাদনক্ষম চেষ্টাব যোগ্য ॥ ১।৪।২ ॥

ভাল, অব্যাকৃত সূক্ষ্মভূতই যদি ‘অব্যক্ত’ শব্দে গৃহীত হয়, তবে সাংখ্যোক্ত গুরুত্ব গ্রহণে বিদেয় কেন? তাহাদের মতেও ত ভূতকারণই অব্যক্ত পদার্থ; তদন্তরে বলিতেছেন—

পরমকারণ পরম পুরুষের অধীন বলিয়া সূক্ষ্মভূতও প্রয়োজনীয় (সার্থক) । ইহাই উক্ত হইতেছে যে, আমরা যে, অব্যক্ত-ও তাহার বিশেষ বিশেষ পরিণামসমূহকে একেবারেই স্বীকার করিতেছি, তাহা নহে; পরন্তু পরমপুরুষের শরীরস্থানীয়, এইজন্ত তাহা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া [স্বীকার করিতেছি] না । প্রকৃতি প্রভৃতি সৰ্ব পদার্থই তদাত্মক বা তৎস্বরূপেই

(*) তাৎপৰ্য্য—ইষ্টির প্রথমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটা সূক্ষ্ম পদার্থ সৃষ্ট হয় । তৎকালে এই পাঁচটি অবিশিষ্ট—বিভক্ত ও সূক্ষ্ম থাকে, পশ্চাৎ পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া স্থলতা প্রাপ্ত হয় । এই সূক্ষ্ম প্রথমোক্ত পাঁচটা ভূতকে তন্মাত্রা, অপকীকৃত ও অব্যাকৃত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে ।

প্রকৃত্যাদয়ঃ স্বপ্রয়োজনং সাধয়ন্তি ; অন্যথা স্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিভেদান্তেষাং ন জ্যঃ ; তথানভ্যুপগমাদেব হি তদ্বাসিদ্ধ-প্রক্রিয়া-নিরসনমিতি ।

শ্রুতিস্মৃত্যোহি জগদ্বৎপত্তি-প্রলয়বাদেষু পরমপুরুষ-মহিমবাদেষু চ প্রকৃতি-বিকৃতি-পুরুষাস্তদাত্মকাঃ সঙ্কীৰ্ত্ত্যন্তে ; যথা (*) “পৃথিব্যস্পু লীয়তে” [সুবাল০ ২] ইত্যরভ্য “তন্মাত্রাণি ভূতান্দৌ লীয়ন্তে, ভূতাদিশ্চহতি লীয়তে, মহান্ অব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একোভবতি,” তথা “যস্মৈ পৃথিবী শরীরং, যস্মাপঃ শরীরং, যস্মৈ তেজঃ শরীরং, যস্মৈ বায়ুঃ শরীরং, যস্মৈ আকাশঃ শরীরং, যস্মৈ অহঙ্কারঃ শরীরং, যস্মৈ বুদ্ধিঃ শরীরং, যস্মৈ অব্যক্তঃ শরীরং, যস্মৈ অক্ষরং শরীরং, যস্মৈ মৃত্যুঃ শরীরম্, এষ সর্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপু দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [সুবাল০ ৭], তথা—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষণা ॥

অপরেয়মিতস্তৃত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে ; নচেৎ কখনই তাহাদের স্বরূপ, অবস্থিতি ও প্রবৃত্তিগত প্রভেদ হইতে পারে না । এই প্রকার প্রণালী স্বীকার করে না বলিয়াই তাহাদের শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ।

শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-বোধক এবং পরম পুরুষের মহিমা-প্রতিপাদক প্রকরণসমূহে প্রকৃতি, প্রকৃতিকার্য্য ও পুরুষ, এ সমস্তই তদাত্মক অর্থাৎ পরমপুরুষস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত আছে । যথা—‘পৃথিবী জলে বিলীন হয়,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তন্মাত্র সমুদ্র ভূতাদি অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার মহত্ত্বে লীন হয়, মহত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত (প্রকৃতি) অক্ষরে (পুরুষে) বিলীন হয়, অক্ষর পুরুষও তমে (ঐশী প্রকৃতিতে) লীন হয়, তমঃ আবার পরদেবতা পরমায়ায় যাইয়া একীভূত হয়।’ এইরূপ, ‘পৃথিবী যাহার শরীর, জল যাহার শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, অহঙ্কার যাহার শরীর, বুদ্ধি যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহার শরীর, অক্ষর (পুরুষ) যাহার শরীর, মৃত্যু যাহার শরীর ; তিনিই অপহতপাপ, দিব্য, এক অদ্বিতীয় দেবতা নারায়ণ । সেইরূপ, ‘ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই অষ্টপ্রকার আমার একটি প্রকৃতি আছে ; ইহা অপরা প্রকৃতি ; জানিও, ইহা হইতে ভিন্ন, আমার জীবরূপা আর একটি প্রকৃতি আছে, যাহা

এতদ্যোনীনি ভূতানি সৰ্বাণীভূতাপধায় ।

অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥

ময়ি সৰ্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব” ॥ [গীতাং ৭।৪-৭] ইতি,

“ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ”

[বিষ্ণুপুং ১।২।১৮] ইতি,

“প্রকৃতিয়া ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।

পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥

পরমাত্মা চ সৰ্বেষামাধারঃ পুরুষোত্তমঃ । (*)

বিষ্ণুনাং স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়েতে” ॥ (+)

[বিষ্ণুপুং ৬।৪।৩৯, ৪০] ইতি চ ॥১।৪।৩৥

জ্যেষ্ঠাবচনাচ্চ ॥১।৪।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যেষ্ঠাবচনাং (জ্যেষ্ঠেব অনুক্তিহেতু) চ (৩) ।]

[সৰ্বার্থঃ—অত্র অব্যক্তং যদি সাংখ্যাসম্মতং স্তাৎ, তর্হি তন্ত জ্যেষ্ঠানপি অবগম্যেব ক্রমাৎ, নতু ব্রবীতি; ততশ্চ জ্যেষ্ঠাবচনাদপি নৈদং সাংখ্যাসিদ্ধম্; সাংখ্যাস্ত তন্ত “ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাং” ইতি জ্যেষ্ঠাবচনাদিত্যাশয়ঃ ।

এখানে ‘অব্যক্ত’ যদি সাংখ্যাসম্মত অব্যক্তই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাব জ্যেষ্ঠত্বও বলা হইত; তাহা না বলাতেই বুঝা যায় যে, ইহা সাংখ্যেব অব্যক্ত নহে, পরন্তু রথরূপে কল্পিত শরীর ॥ ১।৪।৪ ॥]

দ্বারা এই জগৎ বিধৃত হইতেছে। তুমি নিশ্চয় জানিও, এ সমস্ত ভূতই একমাত্র সেই কারণ হইতে সমুদ্ভূত। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে অতিরিক্ত আর কিছু নাই। সূত্রে মণিগণের ছায় আমাতেই সমস্ত জগৎ গ্রথিত বহিয়াছে।’ ইতি। ‘ব্যক্ত (হূল), অব্যক্ত (প্রকৃতি), বিষ্ণু, পুরুষ এবং কাল, [এ সমস্তই তৎস্বরূপ]।’ ‘আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের নির্দেশ করিয়াছি, তদুভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন হয়; পরমাত্মাই সকলের আশ্রয় ও পরম ঈশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে ‘বিষ্ণু’ নামে কথিত হন’, ইতি ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

(*) পরমেশ্বরঃ ইতি ‘স’ পাঠঃ ।

(+) বিষ্ণুনাং ইত্যান্ত্যংশঃ ‘স’ পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

যদি তদ্বিসিক্রমিহাব্যাক্তমবিবক্ষিত্যং, তদা অশ্র জ্ঞেয়ত্বমবক্ষ্যৎ (*) ;
ব্যাক্তাব্যাক্ত-জ্ঞবিজ্ঞানাং মোক্ষং বদন্তিস্তাস্ত্রিকৈস্তেষাং সৰ্বেষাং জ্ঞেয়ত্বা-
ভ্যুপগমাং, ন চাস্র জ্ঞেয়ত্বমুচ্যতে ইতি (+) ; অতো ন তদ্বিসিক্রম্যেহ
গ্রহণম্ ॥১॥৪॥৪॥

বদতীতি চেৎ ; ন ; প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥১॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বদতি (বলেন) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল ;] ন (না—বলেন না),
প্রাজ্ঞঃ (পবমায়্যা) হি (যেহেতু) প্রকরণাৎ (যেহেতু [তাহারই] প্রকরণ বা প্রস্তাব) ।]

[সরলার্থঃ—“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্” ইত্যাপ্তা শ্রুতিহি অব্যক্তত্বাপি জ্ঞেয়ত্বং বদতি
(উপদিশতি), ইতি চেৎ ; ন—নৈবং বাচ্যম্ ; হি (যস্মাৎ) প্রকরণাৎ প্রাজ্ঞঃ (পরমায়্যা)
[অবধারণ্যতে—নির্ণায়তে] । [সতি হি সংশয়ে প্রকরণমপি অর্থ-বিশেষাবধারণকাবণং
ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥]

যদি বল, ‘প্রকৃতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিবক্ষিত’ ইত্যাদি শ্রুতি ত সাংখ্যসম্মত
অব্যক্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন ; না—তাহা নহে, প্রকরণ-পর্যালোচনায় জানা যায় যে, প্রাজ্ঞ
পরমায়্যা এই ‘অব্যক্ত’ শব্দের প্রতিপাদ্য, অপর কিছু নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥]

“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাগুনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাং প্রমুচ্যত ॥”

[কঠো ১।৩।১৫],

ইতি অব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বমনন্তরমেব বদতীয়াং শ্রুতিরিতি চেৎ ; তন্ন ;
প্রাজ্ঞঃ—পরমপুরুষ এব হি অত্র শ্লোকে নিচায্যত্বেন প্রতিপাদ্যতে ;—

এখানে যদি সাংখ্যসম্মত অব্যক্তই বিবক্ষিত (শ্রুতির অভিপ্রেত) হইত, তাহা হইলে
[ইহার] জ্ঞেয়ত্বও অবশ্যই বলিত ; কেননা, ব্যক্ত (বৃত্ত), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ),
এতদ্বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান হইতে মুক্তিবাদী তাল্লিকগণ (সাংখ্যবাদিগণ) সেই সমস্ত পদার্থেরই
জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করবেন, এখানে কিন্তু তাহার জ্ঞেয়ত্ব কথিত হইতেছে না ; অতএব এখানে
সাংখ্যসম্মত [অব্যক্তের] গ্রহণ নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

যদি বল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবিবক্ষিত, আদি, অন্ত ও ব্যয়রহিত মহৎ-তত্ত্ববও
পরবর্তী সেই স্থির বস্তুকে উপাসনা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায় । এই পরবর্তী
শ্রুতিহিত অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন ? না—তাহা নহে ; প্রাজ্ঞঃ—পরমপুরুষ পরমায়্যা

(*) ‘অবিবক্ষিমাৎ’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ‘ব’ পুস্তকেতু অত্র ‘ইতি’ শব্দো নাস্তি ।

“বিজ্ঞান-সারথিষন্ত মনঃ-প্রগ্রহবান্ নরঃ ।

সোহধ্বনঃ পারমাত্মোতি তদ্বিশেষঃ পরমং পদম্ ॥”

“এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োহত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে হ্রদ্যা বুধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥” [কঠো ১।৩।৯, ১২]

ইতি প্রাক্তনৈব প্রকৃতত্বাৎ । অত এব “পুরুষান্ পরং কিঞ্চিৎ” ইতি ন পঞ্চবিংশক-পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বনিষেধঃ ; তস্মৈ চ পরমপুরুষশাস্ত্রাদয়ো ধর্ম্যাঃ “যত্তদেদ্রেশ্যমগ্রাহম্” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধা । “মহতঃ পরং ধ্রুবম্” ইত্যপি “বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ” ইতি পূর্বপ্রকৃতাজ্জীবাত্মনঃ পরত্বমেব উচ্যতে ॥১৪৪॥৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥১৪৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ত্রয়াণাং (তিনেব) এব (অবধারণে) চ (ও) এবং (এই প্রকাব) উপন্যাসঃ (উল্লেখ) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন) চ (ও) ।

[সর্বলার্থঃ—অস্মিন্ প্রকরণে হি “যেষং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে” ইত্যাবভা সমাপ্তি-পর্গাণ্ড ত্রয়াণাং উপায়োপায়োপেতৃণাং পরমপুরুষ-তত্ত্বপাসনপ্রকার-তত্ত্বপাসকানাম্ এব চ এবং--জ্যেদ্বেন উপন্যাসঃ উল্লেখঃ প্রশ্নশ্চ দৃশ্যতে, নতু সাংখ্যাসিদ্ধ-প্রকৃত্যাদেঃ ; অতশ্চ প্রকৃতিবিহ জ্যেদ্বেন নোক্তেতি ভাবঃ ।

এই প্রকরণে ‘মনুষ্য মবিলে পব এই যে সংশয় আছে,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্গাণ্ড, পবমপুরুষ ভগবান্, তাঁহার উপাসনাপ্রণালী, এবং উপাসক, কেবল এই তিনটি নান বিষয়েই জ্ঞানোপদেশ ও প্রশ্ন পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু, সাংখ্যোক্ত প্রকৃত্যাদিব উল্লেখমাত্রও দেখা যায় না ; অতএব এখানে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির জ্যেদ্ব হইতেই পারে না ॥ ১ ৪ ৪ ৬ ॥]

অস্মিন্ প্রকরণে হি উপায়োপায়োপেতৃণাং ত্রয়াণামেব চ এবমুপন্যাসঃ—

এখানে উপাস্তরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন, (প্রকৃতি নহে) ; কাবণ, ‘বিজ্ঞান যাহাব সারগি, এবং মন যাহার লাগাম হয়, তিনিই সংসার-মাগরের পারভূত বিম্বুব সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন’ এইরূপে প্রাক্তন পরমাত্মাই সেখানে প্রকৃত বা প্রস্তাবিত হইয়াছেন । এইজন্যই ‘পুরুষের পব আব কিছু নাই,’ ইহাও পঞ্চবিংশতিসংখ্যক পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব-প্রতিষেধ নহে ; সেই পবমপুরুষের ক্ষে, অশব্দত্বাদি ধর্ম, তাহাও ‘সেই যে অদৃশ্য, অগ্রাহ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ বহিয়াছে । অমর এখানে ‘মহৎ অপেক্ষা পর’ এই বাক্যেও পূর্বপ্রকৃতও জীবাত্মা অপেক্ষাই পরত্ব কথিত হইতেছে (অত্ৰ অপেক্ষা নহে) ॥ ১ ৪ ৪ ৫ ॥

এই প্রকরণে উপায় (সাধন), উপেয় (প্রাপ্য) ও উপেতা (প্রাপক), কেবল এই তিন

জ্যেষ্ঠেনোপন্যাসঃ, তদ্বিষয়শ্চ প্রাপ্নো দৃশ্যতে, নান্যস্তাব্যক্তাদেঃ । তথাহি—
নচিকেতা নাম মুমুক্শুঃ সন্ যত্ন্যপ্রদত্তে বরত্রয়ে প্রথমেন বরেণাত্মনঃ
পুরুষার্থযোগ্যতাপাদিনীম্ আত্মনি পিতুঃ হুম্ননস্কতাং প্রতিলভ্য দ্বিতীয়েন
বরেণ মোক্ষসাধনভূতাং নাচিকেতাগ্নিবিদ্যাং বরে—

“স হুম্নিৎ স্বর্গ্যমধ্যোষি যুতো। প্রক্রহি তং শ্রদ্ধধানায় মহম্ ।

স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে এতদ্ দ্বিতীয়েন বরণে বরেণ ॥”

[কঠ০ ১।১।১৩] ইতি ।

স্বর্গ-শব্দেনাত্ম পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষোহভিধীয়তে ; “অমৃতত্বং ভজন্তে”
ইতি তত্রস্থ জন্ম-মরণাভাবশ্রবণাৎ, উত্তরত্র ক্ষয়িকলকর্ম-নিন্দাদর্শনাচ্চ ;
“ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্মকুৎ তরতি জন্ম-মৃত্যু” [কঠ০ ১।১
১৭] ইতি চ প্রতিবচনাৎ তৃতীয়েন বরেণ মোক্ষস্বরূপপ্রদ্বারোণ উপেয়-
স্বরূপম্ উপেত্বস্বরূপম্ উপায়ভূতকর্মানুগৃহীতোপাসনস্বরূপক (*) পৃষ্ঠম্—
“যেয়ং প্রেতে বিচারিকংসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকো নায়মস্তীতি চৈকে ।

এতদ্বিগ্য়ামনুশিষ্টস্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥” [কঠ০ ১।১।২০] ইতি ;

বিষয়েই ঐরূপ উপন্যাস অর্থাৎ জ্যেষ্ঠেনোপন্যাস এবং তদ্বিষয় প্রাপ্ত পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু, অব্যক্ত
প্রভৃতি অল্প কাহারো নহে । সেইরূপই উক্ত আছে—মুমুক্শু নচিকেতা যত্ন্যপ্রদত্ত বরত্রয়ে
মধ্যে প্রথম বরে আপনার পুরুষার্থযোগ্যতা-সাধক আপনার প্রতি পিতার চিত্তপ্রসন্নতা প্রার্থনা
করিয়া দ্বিতীয় বরে মোক্ষলাভের উপায়ভূত অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—‘হে যুতো ।
সেই তুমি স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা অবগত আছ ; আমি শ্রদ্ধাবান্, আমার উদ্দেশ্যে তাহা উপদেশ
কর ; কারণ, স্বর্গলোকগামীরা অমৃতত্ব ভোগ করিয়া থাকেন ; আমি দ্বিতীয় বরে ইহাই প্রার্থনা
করিতেছি’ ইতি । স্বর্গস্থব্যক্তির জন্ম-মরণাভাবরূপ অমৃতত্বের উল্লেখহেতু এবং পরেও ক্ষয়শীল
কর্মফলের নিন্দাদর্শনহেতু বুঝিতে হইবে যে, এখানে ‘স্বর্গ’ শব্দে পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষই
অভিহিত হইতেছে, (স্বর্গলোক নহে) । বিশেষতঃ প্রতিবচনও এইরূপই রহিয়াছে—‘যে
লোক তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছে, উত্তম পিতা, মাতা ও আচার্য্য, এই
তিনের সহিত সপঞ্চ লাভ করিয়া ত্রিবিধ কর্ম করিয়াছে, সে লোক জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে,’
ইতি । তৃতীয় বরে প্রার্থনা করিলেন—‘মমুদ্য মবিলে পর কেহ বলে যে, থাকে, কেহ বলে
থাকে না, তোমার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি ইহা বিশেষরূপে জানিব ; বরের মধ্যে ইহাই
আমার তৃতীয় বর ।’ এইরূপে মোক্ষের স্বরূপবিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা প্রাপ্তব্য, প্রাপক এবং তাহার

এবং মোক্ষ পৃষ্ঠে তদুপদেশযোগ্যতাং পরীক্ষ্যোপদিদেশ—

“তং ছুর্দর্শং গৃঢ়মনুপ্রবিক্তং গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্ ।

অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি ॥”

[কঠো ১।২।১২]

ইতি । তদেবং সামান্যেনোপদিষ্টে নচিকেতাঃ শ্রীতঃ সন্ ‘দেবং মত্বা’ ইতু্যপাস্ততয়া নির্দিষ্টস্য প্রাপ্যভূতস্য দেবস্য “অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন” ইতি বেদিতব্যতয়া নির্দিষ্টস্য প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনশ্চ “মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি” ইতি নির্দিষ্টস্য (*) ব্রহ্মোপাসনস্য চ স্বরূপবিশোধনায় পুনঃ পপ্রচ্ছ—

“অত্ৰ ধর্মান্যদন্ত্রোদ্যদন্ত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাত্ ।

অত্ৰ ভূতাদ্ (†) ভব্যচ্চ বত্তং পশ্যসি তদ্বদ ॥” [কঠো ১।২।১৪] ইতি ।

এবং সকলেতরাতীতানাগত-বর্তমানসাধ্য-সাধন-সাধকবিলক্ষণে ত্রেয়ৈ ক্রমেণ পৃষ্ঠে প্রথমং প্রণবং প্রশস্ত তদ্বাচ্যং প্রাপ্যস্বরূপং, তদন্তর্গতঞ্চ প্রাপ্তৃ স্বরূপং, বাচকরূপং চোপায়ং পুনরপি সামান্যেন খ্যাপয়ন্ প্রণবং তাবদুপদিদেশ—

উপায়স্বরূপ কৰ্ম্ম-সম্পাদিত উপাসনার স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। এইরূপে মোক্ষবিষয়ক প্রশ্ন কবিলে পব [যমবাজ] নচিকেতার উপদেশযোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া পবে উপদেশ কবিলেন যে, ‘ধীব পুরুষ, উর্দর্শ, গৃঢ়, সর্কাস্তবশ্চ, গুহাবস্থিত, হৃদয়কন্দবশ্চ সেই পুৰাতন (নিত্য) দেবকে (পরমপুরুষকে) অধ্যাত্ম-যোগবলে দর্শন করিয়া সুখ ও উঃখ তাগ কবেন।’ এই প্রকার সাধাবণভাবে উপদেশ করিলে পর নচিকেতা সন্তুষ্ট হইয়া ‘দেবকে মনন করিয়া’ এই বাক্যে উপাস্তরূপে নির্দিষ্ট—প্রাপ্তব্য দেব-পদার্থের, ‘অধ্যাত্মযোগেব (পরমাত্মবিষয়ক যোগেব) সাহায্যে উপলব্ধি প্াৰা,’ এই বাক্যে বিস্তারিতরূপে নির্দিষ্ট প্রত্যগাত্মার এবং ‘ধীর ব্যক্তি মনন করিয়া হর্ষ ও বিষাদ পরিত্যাগ করেন’ এইরূপে নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপসনাও স্বরূপগত বিশেষ ভাব নিরূপণার্থ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে যমরাজ! ধর্ম্ম হইতে অত্ৰ, অধর্ম্ম হইতে অত্ৰ, এই কার্য ও কারণ হইতেও পৃথক্ভূত এবং অতীত ও অনাগত হইতেও অত্ৰ অর্থাৎ এ সমস্তেরই অতীত যাহা তুমি দর্শন করিতেছ, তাহা বল’ ইতি ।

নচিকেতা এইরূপে অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্তমান হইতে এবং সাধ্য, সাধন ও সাধক হইতেও বিলক্ষণ তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পর, যমরাজ প্রথমতঃ প্রশংসা করিয়া পুনশ্চ উপাসনালভ্য প্রণবের বাচ্যার্থ, এবং যিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তাহার স্বরূপ এবং প্রাপ্তির উপায়ভূত ব্রহ্মবাচক প্রণবেরও স্বরূপ সামান্যরূপে প্রকাশ করতঃ প্রণবের উপদেশ

“সর্বৈ বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রাহণত্রয়ীম্যাম্ ইত্যেতৎ ॥”

[কঠং ১।২।১৫] ইতি ।

এবমুপদিষ্ট্য পুনরপি প্রণবং প্রশস্ত্য প্রথমং তাবৎ প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপমাহ —“ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিচৎ” ইত্যাদিনা । প্রাপ্যস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ স্বরূপম্ “অণোরণীয়ান্” ইত্যাদিনা “ক ইথা বেদ যত্র সঃ” ইত্যন্তেনোপদিষ্টম্ মধ্যে “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন” ইত্যাদিনোপায়ভূতস্তোপাসনস্ত ভক্তিরূপতামপ্যাহ । “ঋতং পিবন্তো” ইতি চ উপাস্ত্যস্তোপাসকেন সহাবস্থানাং সুপাসতাম্ (*) উক্ত্বা “আত্মানাং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদিনা “দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি” ইত্যন্তেন উপাসনপ্রকারম্, উপাসীনস্ত চ বৈষ্ণব-পরমপদপ্রাপ্তি-মভিধায় “অশব্দমস্পর্শম্” ইত্যাদিনোপসংহতম্ । অতঃ ত্রয়ণামেবাত্র জ্ঞেয়ত্বেনোপন্যাসঃ প্রশস্তঃ ; তস্মান্নেহ তান্ত্রিকস্ত্রাব্যাক্তস্ত গ্রহণম্ ॥১৪৪৬॥

করিলেন,—‘সমস্ত বেদ যে পদ (শব্দ) বলিয়া থাকেন, সমস্ত তপস্তা অর্থাৎ তপস্তাপ্রকাশক শাস্ত্র সমূহও বাহ্যার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, এবং বাহ্যকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন, আমি [সংক্ষেপে] সেই ‘ওম্’ পদটি তোমাকে বলিতেছি।’ এইরূপ উপদেশেব পব পুনশ্চ প্রণবের প্রশংসা করিয়া প্রথমতঃ ‘বিদ্বান্ পুরুষ জন্মে না ও মবে না’ ইত্যাদি বাক্যে প্রাপক জীবাত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । তাহাব পর ‘অণু অপেক্ষাও অতিশয় অণু’ ইত্যাদি এবং ‘তিনি এই প্রকারে যেখানে আছেন, তাহা কে জানে?’ ইত্যন্ত বাক্যে উপাসনালভ্য পরব্রহ্ম বিষ্ণুর স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া মধ্যে, ‘প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্র-ব্যাপ্য কৌশলে লাভ করা যায় না, মেধা (ধারণাক্ষম বুদ্ধি বৃত্তি) দ্বারাও নহে, অতএব বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও নহে,’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত উপাসনার ভক্তিরূপতাও প্রতিপাদন করিয়াছেন । উভয়েই কস্মৎকল ভোক্তা’ এখানে উপাসকের সহিত উপাস্ত পদার্থের একত্ৰা-বস্থিতি হেতু উপাসনার সুগমতা প্রতিপাদন করিয়া ‘আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথস্বরূপ জানিবে’ এই হইতে—‘জ্ঞানিগণ তাহাকে দুর্গম পথ বলিয়া থাকেন’ এই পর্য্যন্ত বাক্যে উপাসনার প্রকারগত বিশেষভাব এবং উপাসনাকারীর পক্ষেও লাভ-যোগ্য বিষ্ণুর পরম পদ নির্দেশ করিয়া ‘অশব্দ ও অস্পর্শ’ ইত্যাদি বাক্যে উপসংহার বা বক্তব্য-পরিসমাপ্তি করিয়াছেন । অতএব [বুঝিতে হইবে,] এখানে তিনেব সম্বন্ধেই জ্ঞেয়ত্বোল্লেখ ও প্রশ্ন হইয়াছে ; সুতরাং এখানে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত ‘অব্যক্ত’ প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

(*) স্থানাং হৃদান্ততাম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

মহত্ত্ব ॥১॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—মহৎ (মহৎ-তত্ত্বের স্থায়) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“বুদ্ধেরাষ্মা মহান্ পরঃ” ইত্যত্র ‘আত্ম’-শব্দ-সামান্যাদিকরণ্যাৎ ‘মহৎ’ পদেন যথা ন সাংখ্যসম্মত মহত্ত্ব-পরিগ্রহঃ, তথা আত্মনঃ পরত্বেন কীর্তনাৎ ‘অব্যক্ত’-পদেনোপি ন সাংখ্যোক্ত-প্রধানপরিগ্রহঃ ভবিষ্যদ্ব্যবহিত্যর্থঃ ॥

‘বুদ্ধি অপেক্ষাও মহান্ আত্মা উৎকৃষ্ট’ এখানে যেমন আত্ম-শব্দের সহিত অভেদপ্রয়োগ থাকায় ‘মহৎ’ শব্দে সাংখ্যোক্ত মহত্ত্বের গ্রহণ হয় নাই, তেমনি এখানে ‘আত্মা অপেক্ষাও পরত্ব বলায় অব্যক্ত শব্দেও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥]

যথা “বুদ্ধেরাষ্মা মহান্ পরঃ” ইত্যত্রোক্ত-শব্দসামান্যাদিকরণ্যাৎ ন তদ্ব-সিদ্ধম্ মহত্ত্বং গৃহ্যতে, এবমব্যক্তমপ্যাত্মনঃ পরত্বেনাভিধানাৎ ন কাপিল-তদ্বসিদ্ধং গৃহ্যত ইতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥৭॥ [ইতি আত্মমানিকাদিকরণম্ ॥১॥]

চমসাদিকরণম্ ।]

চমসবদবিশেষাৎ ॥১॥৪॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—চমসবৎ (চমসের স্থায়) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়) ।]

[সরলার্থঃ—“অজ্ঞামেকাং লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ স্বজমানাং সন্নিপাঃ ।

অজ্ঞো হ্যেকো জ্বমানোহমুশেতে জহাতোনাং ভুক্তভোগামজ্ঞোহমুঃ ॥”

ইতি ষ্ঠোত্মতরশ্রুতৌ ‘অজ্ঞা’-শব্দেন কিং সাংখ্যোক্তা প্রকৃতিরভিধীয়তে? উত পরং ব্রহ্ম? ইতি সংশয়ঃ । তত্র অজ্ঞায়াঃ অকার্য্যত্ব-প্রতীতেঃ বহ্বীনাং প্রজানাং স্বাতন্ত্র্যেণ কারণত্বশ্রুতেশ্চ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতিরিব ইহ ‘অজ্ঞা’-শব্দার্থ ইতি প্রাপ্তম্ । তত্রোচ্যতে—ন সাংখ্যসম্মতান্নাঃ প্রকৃতিরহি গ্রহণং ভবিষ্যদ্ব্যবহিত্যর্থঃ । কুতঃ? চমসবদবিশেষাৎ—যথা “ইদং তচ্ছিরঃ” ইত্যাদিমন্ত্রে শ্রয়মাণস্ত ‘চমস’-শব্দস্ত অর্থবিশেষাবধারণে “অর্ক্সাখিলচমস উর্কবৃষ্ণঃ” ইতি বাক্যশেষগত আচমন-সাধনত্বেন বিশেষনির্দেশোহস্তি, নৈবঃ ‘অজ্ঞা’-শব্দস্ত প্রকৃতিবিষয়ে; অতো নেয়ম্ ‘অজ্ঞা’ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতিরিত্যভিধানং ॥

‘এক, লোহিত, শুক্র ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং নিজের অমুরূপ বহুতর প্রজা সৃষ্টিকারিণী অজ্ঞাকে এক অজ্ঞ স্প্রীতিসহকারে অমুরণ করে, এবং অপর অজ্ঞ ভোগাবদানে পরিত্যাগ করে,’ এই ষ্ঠোত্মতর শ্রুতিতে কথিত ‘অজ্ঞা কখনই সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি হইতে পারে না; কারণ? চমসের স্থায় এখানে কোনও বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ নাই; অর্থাৎ ‘ইহাই তাহার শির’ ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত ‘চমস’-শব্দের অর্থবিশেষ নিরূপণে যেরূপ—‘নিয়ত্যাগে গর্ভ এবং উপরে বৃষ্ণ (গোলাকৃতি)’, এইরূপ বিশেষ বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে, এখানে তদ্রূপ কোনও বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং এখানে কেবলই যোগার্থ বলে ‘অজ্ঞা’ শব্দে প্রকৃতি-অর্থ গ্রহণ করা বাইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥] .

অত্রোপি তদ্বাসিকপ্রক্রিয়া নিরূপ্যতে, ন ব্রহ্মাত্মকানাং প্রকৃতিমহদহঙ্কার-
দীনাং স্বরূপম্ ; শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ব্রহ্মাত্মকানাং তেষাং প্রতিপাদনাং । যথা
আত্মবর্ণিকা অধীয়তে—

“বিকার-জননীমজ্জামক্টরুপামজাং ধ্রুবাম্ ।

ধ্যায়তেহধ্যাসিতা তেন তন্মতে প্রের্যতে পুনঃ ॥”

সূর্যতে পুরুষার্থং চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ ।

গৌরনাস্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী ॥

দিতাসিতা চ রক্তা চ সর্বকামদুঘা বিভোঃ ।

পিবন্ত্যেণামবিষমামবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ ॥

একস্ত পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোহত্র বশানুগাম্ ।

ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্ক্তেহসৌ প্রসভং বিভুঃ ॥

সর্বসাধারণীং দোক্শীং পীড্যমানাং তু যজ্জতিঃ (৯) ।

‘বুদ্ধি অপেক্ষাও মহান্ আত্মা পর’ এখানে ‘আত্মা’ শব্দের সহিত অভেদে প্রযুক্ত হওয়ার
যেমন সাংখ্যাসিদ্ধি মহত্ত্ব গৃহীত হইতেছে না, তেমনি আত্মা (জীব) অপেক্ষাও পরত্বাভিধান হেতু
অব্যক্ত শব্দেও কপিলকৃত সাংখ্য-শাস্ত্রসম্মত অব্যক্ত (প্রকৃতি) গৃহীত হইতেছে না, ইহা
নিশ্চিত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥ [প্রথম আত্মমানিকাদিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥]

(+) এই সূত্রে কেবল সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্ত-প্রণালীই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে ; কিন্তু স্বরূপতঃ
ব্রহ্মাত্মক প্রকৃতি, মহত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বের অস্তিত্বই [প্রত্যাখ্যাত হইতেছে] না ।
কারণ, ব্রহ্মাত্মক মহৎ প্রভৃতি পদার্থসমূহ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । উদাহরণ
যথা—আত্মবর্ণিকা শ্রুতি বলিতেছেন—‘সর্বকারণের কারণীভূত, অষ্টরূপা, অচেতন ও নিত্যস্বরূপা
‘অজা’ (পরমাত্মজ্ঞানে) বিজ্ঞাত হয় ; পরমেশ্বর তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্বক তাহাকে স্থলাদিক্রমে
পরিণত করেন, কার্যোৎপাদনে প্রেরণ করেন, এবং সেই অজাই পরমেশ্বরকর্তৃক পরিচালিত
হইয়া এই জগৎ প্রসব করিয়া থাকে । অতীত ও অনাগতস্বরূপা, শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণা
জগজ্জননী সেই আত্মস্তরহিত অজাই পরমেশ্বরের সর্বকামপ্রসবিনী গৌরস্বরূপা । জ্ঞানরহিত
বালকপ্রকৃতি জীবগণ সর্বত্র সমভাবাপন্ন এই অজা-গোকে ভোগ করিয়া থাকে । এই জগতে
একমাত্র সেই দেব পরমেশ্বরই আপনার বশবর্ত্তিনী ইহাকে স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করিয়া থাকেন ।
বিভু সেই ভগবান্ বাগশীল জনগণকর্তৃক [চোপনের দ্বারা বৎসের দ্বারা] ধ্যান ও বাগাদি
ক্রিয়া দ্বারা পীড্যমানা ও সর্বভোগ্যা এই দুঃখবতা অজা-গাতীকে বলপূর্বক অর্থাৎ স্বাধীন-

(৯) ইজ্যমানাং যজ্জতিঃ ইতি কঠিং উপনিষদি পাঠঃ ।

(+) এই অবিকরণের পঞ্চাবয়ব বর্ণন সূত্রের শেষে ক্রটিব্য ।

চতুর্বিংশতিসংখ্যাকমব্যাক্তং ব্যক্তমুচ্যতে ।”

[মন্ত্রিকোপনিষৎ ১।৩।৫।২।৩] তি।

অত্র প্রকৃত্যাঙ্গীনাং স্বরূপমভিহিতম্ । যদাত্মকাত্মৈচতে প্রকৃত্যাদয়ঃ,
স পরমপুরুষোহপি—

“তং ষড়্বিংশকমিত্যাঙ্কঃ সপ্তবিংশমথাপরে ।

পুরুষং নিগুণং সাংখ্যমথর্কশিরসো বিদুঃ ॥” [মন্ত্রিকো. ৩।১৩, ১৪]

ইতি প্রতিপাদ্যতে । অপরে চ আথর্কগিকাঃ “অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ-
বিকারাঃ” [গর্ভো. ৫] ইত্যধীয়তে । খেতাশ্বতরাত্মৈচং প্রকৃতিপুরুষে-
শ্বরস্বরূপমামনন্তি—

ভাবে ভোগ করিয়া থাকেন (*) । চতুর্বিংশতিসংখ্যক অর্থাৎ চতুর্বিংশতিতম (+) এই অব্যাক্তই (অনভিব্যাক্তই) ব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইতি । এখানে প্রকৃতি প্রকৃতি পদার্থসমূহ যদাত্মক অর্থাৎ ষড়্বিংশরূপ, সেই পরমপুরুষকেও, ‘কেহ কেহ তাহাকে ষড়্বিংশ (ঈশ্বর) বলে ; অপরে আবার সপ্তবিংশতিও বলিয়া থাকে (‡) এবং অথর্কশিরা উপনিষৎ আবার সাংখ্যোক্ত পুরুষকেও নিগুণ বলিয়া জানেন ।’ এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন । আথর্কগিকগণ আবার ‘অষ্টপ্রকার প্রকৃতি ও ষোড়শপ্রকার বিকার বা প্রকৃতি-কার্য’ (§) এই প্রকার নির্দেশ করেন । খেতাশ্বরগণও এই প্রকারই প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন । [তাহার

(*) তাৎপৰ্য্য—বৎসপণ বেল্প গোব স্তনে আঘাতপূর্বক চোদন দ্বারা দুগ্ধ আহরণ করে, তদ্রূপ যাজ্ঞিকগণও যাত্নোক্ত ক্রিয়া দ্বারা এই প্রকৃতি হইতে দুগ্ধের জায় উপযুক্ত ভোগ-ফল লাভ করিয়া থাকেন । যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞাদি ক্রিয়াই গো-বৎসের চোদনস্থানীয় পীড়ন, তন্নিমিত্ত অস্ত্র কানরূপ ক্লেশ-প্রদান করা নহে । এই অর্থে প্রকৃতিরূপ পাণ্ডিকে ‘পীড়্যমানা’ বলা হইয়াছে ।

(+) তাৎপৰ্য্য—কপিলকৃত সাংখ্যমতে পচিশটিমাত্র পদার্থ,—প্রকৃতি, বহৎ, অহঙ্কার, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি তন্মাত্র, চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপাদাদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ ভূত, আর পুরুষ বা আত্মা । এই পচিশটি পদার্থ ‘তব’ নামে অভিহিত । ঐতর্যাস্ত্রমতে প্রকৃতিকে ‘চতুর্বিংশ’ ও পুরুষকে ‘পঞ্চবিংশ’ বলা হইয়া থাকে ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—পতঞ্জলির মতে পঞ্চবিংশতি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত ঈশ্বরনামে আরও একটি পদার্থ আছে, তদনুসারে ঈশ্বরই ‘ষড়্বিংশ’ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন । কেহ কেহ কালকেও একটি অন্তর্ভুক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাৎসের মতে ঈশ্বর ‘সপ্তবিংশ’ হইয়া পড়েন ।

(§) তাৎপৰ্য্য—পূর্বোক্ত প্রকৃতি, বহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই আটটি-হইতে অপর সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ আটটিকে ‘প্রকৃতি’ বলে । আর মনঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, এই ষোড়শটি পদার্থ উক্ত কারণসমূহ হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব অপর কোণও মৌলিক পদার্থ উৎপাদন করে না বলিয়া ‘বিকার’ সমুদায় অভিহিত হয় ।

“সংযুক্তমেতৎ করমকরং চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।

অনীশচাত্মা বধ্যতে (৯) ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাপৈঃ(+)”

জ্ঞাত্বো দ্বাবজাবীশনীশাবজা হেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।

অনন্তশচাত্মা বিশ্বরূপো হকর্তা ত্রয়ং যদা বিদ্যতে ব্রহ্ম চেতৎ ॥

করং প্রধানমমৃতাকরং হরঃ করাত্মানাবীশতে দেব একঃ।

তস্তাভিধানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বতাবাদ্ (‡) ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিরুতিঃ।”

[শ্বেতা০ ১৮,৯] ইতি ;

তথা—“ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা (§) বদন্তি।

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাত্মো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্।

তস্তাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥” [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৯,১০] ইতি ;

তাথোত্তরত্রাপি—

বলেন—] ‘এই বিকারশীল জগৎ ও অক্ষর অর্থাৎ অবিকারী পুরুষ, উভয়েই পরস্পর সম্মিলিত; ঈশ্বর এই ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ ধারণ ও পোষণ করেন; ঈশ্বরত্বরহিত আত্মা (জীব) ভোক্তৃ নিবন্ধন আবদ্ধ হয়, এবং স্বপ্রকাশ ঈশ্বরকে অবগত হইয়া আবার সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।’ ‘অজ—আত্মা হইল; একটা (ঈশ্বর) জ্ঞ, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, অপরটি (জীব) অজ্ঞ, অর্থাৎ অজ্ঞানভিত্ত, এবং একটি ঈশ্বর, অর্থাৎ প্রভু, আর অপরটি ঈশ্বরত্ববিহীন। অজ্ঞ (জন্মরহিত প্রকৃতি) নিশ্চয়ই এক; এবং ভোক্তা জীবের ভোগসম্পাদনই তাহার প্রয়োজন। বিশ্বরূপ (দেবত্বার্থক প্রভৃতি নানা আকারে প্রতিভাত) অনন্ত ও অকর্তা আত্মা যখন উক্ত তিনটিকে লাভ করেন, অর্থাৎ জানিতে পারেন, তখনই ব্রহ্ম হন। প্রধানই (প্রকৃতিই) কর অর্থাৎ বিকারশীল, আর হর (জীববিশেষ) অমৃত ও অক্ষরস্বরূপ; একই দেবতা (পরমেশ্বর) সেই প্রধান ও পুরুষের শাসনকর্তা; তাহার তত্ত্বানুশীলন, তাহাতে মনোনিবেশ ও তত্ত্বতাব বা তাহার স্বরূপসাক্ষাৎকার হইলে পর অবশেষে সর্ববিধ মায়ার নিবৃত্তি হয়।’ সেইরূপ—‘বেদে ছন্দঃ, যজ্ঞ, ক্রতু (¶), ব্রত, এবং অতীত ও অনাগত যাহা কিছু উক্ত আছে; মায়াবীশ্বর ঈশ্বর ইহা হইতেই তৎসমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, অপর জীব আবার তাহাতেই মারা যারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন। মারাকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এবং মারীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। তাহারই অবয়ব বা অংশসমূহ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।’ এইরূপ পরেও

(৯) অনীশচাত্মো বধ্যতে ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(+) সর্বপাপৈঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(‡) ভৎপ্রতাবাৎ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(§) দেবাঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(¶) ভাৎপর্বা—ছন্দঃ—অমৃত, তত্ত্ব, জগতী প্রভৃতি। যজ্ঞ—বে সমস্ত যোগে যুগের ব্যবহার আছে। ক্রতু—বে সমস্ত যোগে যুগের ব্যবহার নাই। ব্রত—নিরন্তরপূর্বক উপবাসাদি কার্যাদ্বারা।

“প্রধান-ক্ষেত্রজপতিগুণেশঃ সংসারমোক্‌স্থিতিবন্ধহেতুঃ”

স্মৃতিরপি—

[খেতা০ ৬।১৬] ইতি।

“প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্যমানী উভাবপি।

বিকারাংশচ গুণাংশৈচৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥

কার্য-কারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে।

পুরুষঃ স্খলদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূচ্যতে ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্বো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মস্ব ॥ [গীতা০ ১৩।১৯-২১]

“সদ্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।

নিবদ্ধন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥” [গীতা০ ১৪।৫] ;

তথা—“সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।

কল্পক্ষেয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্মজাম্যহম্।

প্রকৃতিং স্বামবষ্ঠভ্য বিস্মজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কুৎসমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवর্ততে” [গীতা০ ৯।৭,৮] ইতি।

আছে—‘গুণের অধীশ্বর পরমেশ্বরই প্রধান ও ক্ষেত্রজের (জীবের) পতি, এবং তিনিই সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ’ ইতি। স্মৃতিও আছে—‘প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদ্ব্যক্তকেই অনাদি বলিয়া জানিবে, সমস্ত কার্যাবর্গ ও গুণাবস্থাকে প্রকৃতিজাত বলিয়া জানিবে। জাগতিক কার্য ও কারণের প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ যে কোনরূপ কার্য-সম্পাদনে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, আর পুরুষকে স্খলদুঃখ-ভোগের হেতু বলা হয়। পুরুষ (আত্মা) প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহকে অর্থাৎ ত্রিগুণ-পরিণাম জগৎকে উপভোগ করিয়া থাকে; এই পুরুষের যে, গুণে অর্থাৎ গুণ-পরিণামভূত শব্দাদি বিষয়ে আসক্তি, তাহাই তাহার সং ও অসং বোনিতে জন্মের কারণ। হে মহাবাহো অর্জুন! প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই অব্যয় দেহীকে (আত্মাকে) এই দেহে আবদ্ধ করে।’ সেইরূপ—‘হে কুন্তিনন্দন! কল্পক্ষেয়ে অর্থাৎ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, কল্পের আদিতে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সমস্ত ভূতকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কর্মাক্রমে প্রকৃতির অধীন ভূতসমূহকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।’ প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতার অর্থাৎ আমারই প্রেরণায় চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকে। হে কুন্তিনন্দন! এই কারণেই জগৎ পুনঃ পুনঃ আবিস্কৃত হইয়া থাকে।’ ইতি।

তস্মাদ্ অত্রক্ষাত্মকত্বেন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধাঃ প্রকৃত্যাদয়ো নিরন্তরন্তে ।
 ষ্ঠোক্তাশ্চতরোপনিষদি [৪।৫] শ্রুয়তে—

“অজামেকাং লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।

অজো হোকো জুযমাণোহনুশেতে জহাতোনাং ভুক্তভোগামজোহনুঃ ॥” ইতি ।

তত্র সন্দেহঃ—কিমস্মিন্ মন্ত্রে কেবলা তন্ত্রসিদ্ধা প্রকৃতিরভিধীয়তে ?
 উত ব্রহ্মাত্মিকা ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? কেবলেতি । কুতঃ ? “অজামেকাম্”
 ইত্যন্তাঃ প্রকৃতেরকার্যত্বশ্রবণাৎ, “বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ” ইতি
 স্বাতন্ত্র্যেণ সরূপাণাং বহ্বীনাং প্রজানাং অকৃৎত্বশ্রবণাচ্চ ইতি । এবং প্রাপ্ত-
 ইভিধীয়তে—“চমসবদবিশেষাৎ” ইতি (*) ।

নাত্র তন্ত্রসিদ্ধা প্রকৃতিরভিধীয়তে ; কুতঃ ? ন জায়তে ইতি—অজা,
 ইত্যজাতমাত্রপ্রতিপাদনাৎ তন্ত্রসিদ্ধাব্রহ্মাত্মকাজাগ্রাহণে বিশেষাপ্রতীতেঃ ;
 চমসবৎ—যথা “অৰ্ব্বাণ্ডিলশ্চমস উৰ্দ্ধবুধঃ” [বৃহদা০ ৪।২।৪৩] ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে
 চমসস্ত ভক্ষণসাধনত্বমাত্রং চমসশব্দেন প্রতীয়তে, ইতি ন তাবন্মাত্রাণে চমস-
 বিশেষ প্রতীতিঃ, যৌগিকশব্দানামর্থপ্রকরণাদিভির্বিবিনা অর্থবিশেষনিশ্চয়া-
 যোগাৎ । তত্র চ “যথৈদং তচ্ছির এষ হৰ্ব্বাণ্ডিলশ্চমস উৰ্দ্ধবুধঃ” ইত্যাদিনা
 বাক্যশেষেণ শিরসশ্চমসত্বনিশ্চয়ঃ ; তথা অত্রাপ্যর্থ-প্রকরণাদিভিরেব অজা
 নির্ণেতব্যা । ন চাত্র তন্ত্রসিদ্ধাজাগ্রাহণাহতবাহর্থ-প্রকরণাদয়ো দৃশ্যন্তে ; নচাস্থাঃ
 (+)স্বাতন্ত্র্যেণ অকৃৎত্বং প্রতীয়তে, “বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্” ইতি অকৃৎত্ব-
 মাত্রপ্রতীতেঃ । অতোহনেন মন্ত্রেণ ন অত্রক্ষাত্মিকা অজা অভিধীয়তে ॥১॥৭॥৮॥

অতএব, কাপিল শাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃতিপ্রকৃতি পদার্থনিচয় অত্রক্ষাত্মক বলিয়াই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে ।
 ষ্ঠোক্তাশ্চতর উপনিষদে শ্রুত হয় যে, ‘এক অজ, অর্থাৎ বদ্ধ জীব প্রীতিসহকারে লোহিত, শুক্র
 ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং নিজের অনুরূপ বহুতর প্রজা সৃষ্টিকারিণী এক অজার অনুরূপ কর; আবার
 অপর অজ (যুক্ত পুরুষ) ভুক্তভোগা (ভোগাবসানে) এই অজাকে পরিত্যাগ করে’ ইতি ।

এখানে সংশয় এই যে, এই মন্ত্রে কি সাংখ্যসম্মত কেবল ‘(স্বতঃসিদ্ধা)’ প্রকৃতিই অভিহিত
 হইতেছে ? অথবা ব্রহ্মাত্মিকা প্রকৃতি ? কোনটি যুক্তিযুক্ত ? কেবল প্রকৃতিই [যুক্তিসিদ্ধ] ।
 হেতু কি ? ‘অজা একা’ এই শ্রুত্ব্যক্ত প্রকৃতির অকার্য্যতা বা নিত্যত্বশ্রবণই হেতু ; বিশেষতঃ
 ‘নিজের অনুরূপ বহুতর প্রজা (জগৎ) সৃষ্টিকারিণী’ এই স্থলে নিজের সমানরূপ বহু প্রজার
 সৃষ্টিকর্তৃত্ব শ্রবণও অপর হেতু (†) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

(*) ‘ব’ পুস্তকেতু অজ ইতি শব্দো দ্রষ্টব্য । (†) ‘ক’ পুস্তকেতু ‘বিশেষগ্রহে’ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃষ্টতে ।
 (২) তাৎপৰ্য্য—কৃত্তিতে প্রকৃতিকে বধন ‘অজা’ বলা হইয়াছে, তখন উহাকে নিত্য ভিন্ন জন্ত পদার্থ বলা বাইতে
 পারে না, আর সেই অজাকেই বধন সমস্ত জগৎসৃষ্টির কর্ত্তা বলা হইয়াছে, তখন তাহাকে পরাধীন-ঈশ্বর
 পরিজ্ঞেয়তা বলা বাইতে পারে না । অতএব উক্ত কৃতি প্রতিপাদিত ‘অজা’ পদার্থ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ভিন্ন
 আর কিছুই নহে ।

ব্রহ্মাঙ্কজাগ্রাহণে (*) এবং বিশেষতো হেতুরন্তি, ইত্যাহ—
জ্যোতিরূপক্রমা তু (+) তথা অধীয়ত একে ॥১৥৪৥৯॥

[সরলার্থঃ—ইতোহপি ব্রহ্মাঙ্কিকায়্যা এবং অজ্ঞায়া গ্রহণম্, ইত্যাহ জ্যোতিরিত্যাাদি । ‘তু’ শব্দঃ অবধারণার্থঃ । জ্যোতিরূপক্রমা—জ্যোতিঃ ব্রহ্ম, উপক্রমঃ কারণঃ যন্তাঃ, সা তথোক্তা, ব্রহ্মকারণিকৈব অজ্ঞা বেদিতব্য ইত্যর্থঃ । একে শাখিনঃ—তৈত্তিরীয়াঃ, তথা হি তৈত্তিরীয়া জ্যোতিঃকারণিকৈব অধীয়তে আমনস্তীত্যর্থঃ । “অণোরণীয়াং মহতো মহীয়াং” ইত্যাদিনা ব্রহ্ম প্রক্রমা “সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তন্মাং” ইত্যাদৌ ব্রহ্মাঙ্ককতয়া কার্যবর্ণঃ নিরূপয়ন্তঃ “অজ্ঞামেকাঃ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাঃ বহ্বীঃ প্রজাঃ জনয়ন্তীং সরূপাং” ইত্যানেন অজ্ঞায়া অপি ব্রহ্মাঙ্ককতাঃ প্রতিপাদয়ন্তি ; তৎসামান্যং তৎপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ইহাপি (যেতান্বতরেষপি) অজ্ঞা ব্রহ্মাঙ্কিকৈবেতি নিশ্চীয়তে ইত্যাদ্যঃ ॥

এই কারণেও এখানে ব্রহ্মাঙ্ক অজ্ঞাব গ্রহণ করিতে হইবে। এই অজ্ঞা নিশ্চয়ই জ্যোতির্ময়-ব্রহ্মাঙ্ক ; কাবণ, অপর শাখিবা (তৈত্তিরীয়াশাখিগণ) সেইরূপেই (ব্রহ্মকারণক বলিয়াই) অজ্ঞার নির্দেশ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ ‘অণু হইতেও অতিশয় অণু’ ইত্যাদি বাক্যে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের উপক্রম করিয়া ‘তঁাহা হইতেই সপ্ত প্রাণ সমুৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মাঙ্ক কার্য সমূহ নিরূপণ সময়ে ‘লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা, নিজের সমানরূপ বহু প্রজা সৃষ্টিকারিণী এক অজ্ঞাকে’ ইত্যাদি বাক্যে অজ্ঞাকেও ব্রহ্মাঙ্ক বলিয়াই নিরূপণ করিয়াছেন ; অতএব, ঐ অজ্ঞার সাদৃশ্য ও প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় এই যেতান্বতরোক্ত অজ্ঞাও ব্রহ্মাঙ্ক বলিয়াই নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥]

তু-শব্দোহবধারণার্থঃ ; জ্যোতিরূপক্রমৈব এষা অজ্ঞা ; জ্যোতিরব্রহ্ম, “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যাতিঃ”, “অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে” ইত্যাদিশ্রুতি-প্রসিদ্ধেঃ । জ্যোতিরূপক্রমা ব্রহ্মকারণিকৈত্যর্থঃ । “তথা হি অধীয়তে একে”—হাতি হেতৌ, যস্মাদস্মা অজ্ঞায়া ব্রহ্মকারণকত্বম্ একে

পক্ষান্তরে ব্রহ্মাঙ্ক ‘অজ্ঞা’-অর্থ পরিগ্রহেরই হেতু রহিয়াছে ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“জ্যোতিরূপক্রমা” ইত্যাদি ।

স্বত্রস্থ ‘তু’ শব্দের অর্থ অবধারণ ; উক্ত অজ্ঞা যে, নিশ্চয়ই জ্যোতিরূপক্রমা অর্থাৎ জ্যোতির্ময়-ব্রহ্মাঙ্কিকা, এবং সেই জ্যোতিঃও যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা ‘দেবগণ জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ (প্রকাশক) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) [উপাসনা করেন],’ ‘এই যে ছালোকের উপরে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে,’ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধি হইতেই [অবধারিত হয়] । ‘জ্যোতিরূপক্রমা’ অর্থ—ব্রহ্মকারণিকা অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহার কারণ । অপর শাখীরা সেইরূপই বলিয়া থাকেন। [‘তথা হি’র] ‘হি’ শব্দটি হেতুর্থে প্রযুক্ত ; [বাক্যার্থ এইরূপ—] যেহেতু এক শাখীরা (তৈত্তিরীয়া

শাখিনঃ তৈত্তিরীয়া [নারা. ১২] অধীয়তে—“অণোরণীমান্ মহতো
মহীমানান্না গুহায়াং নিহিতোহস্ম জন্তোঃ” ইতি (*), নিহিতং গুহায়ামিতি
হৃদয়গুহায়ামুপাস্থ্যত্বেন সন্নিহিতং ব্রহ্মাভিধায় “সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ”
ইত্যাদিনা সর্বেষাং লোকানাং ব্রহ্মাদীনাক তত উৎপত্তিমতিধায় সর্ব-
কারণীভূতা অজ্ঞা তত উৎপন্ন্যভিধীয়তে—

“অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং

বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্ ।

অজো হ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে

জহাতেনাং ভুক্তভোগামজোহনুঃ” [তৈত্তি. নারা. ১২]

ইতি সর্বশ্চ তদ্যতিরিক্তশ্চ বস্তুজাতশ্চ তত উৎপত্ত্যা তদাত্মকত্বোপদেশে
প্রক্রিয়মাণে অভিধীয়মানত্বাৎ প্রাণ-সমুদ্ভ-পর্বতাদিবৎ এষাপ্যজ্ঞা বহ্বীনাং
সরূপাণাং প্রজানাং স্রষ্টী কর্মব্যবশ্চেন আত্মনা ভূজ্যমানা, অন্যেন বিদুষা আত্মনা
ভাজ্যমানা চ ব্রহ্মণ উৎপন্ন্য ব্রহ্মাত্মিকাবগন্তব্যেত্যর্থঃ । অতো বাক্যশেষাৎ
চমসবিশেষবৎ শাখাস্তরীয়াদেতৎসরূপাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানার্থাদ্ বাক্যাৎ
নিয়মিতা অজ্ঞা ব্রহ্মাত্মিকেতি নিশ্চীয়তে ।

পাখিগণ) উক্ত অজ্ঞার ব্রহ্মকারণকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মকারণ হইতে উৎপন্নত্ব বলিতেছেন—‘অণু-
অপেক্ষাও অতিশয় অণু, এবং মহৎ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ আত্মা দৃশ্যমান প্রাণিগণের
হৃদয়-গুহার নিহিত আছেন,’ এই স্থলে উপাসনার্থ ব্রহ্মকে হৃদয়রূপ গুহামধ্যে অবস্থিত বলিয়া
‘তাহা হইতেই সপ্ত প্রাণ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) সমুৎপন্ন হয়’, ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত
লোকের (স্থানের) ও ব্রহ্মা প্রভৃতি জীবনিবহের তাহা হইতেই উৎপত্তি বলিয়া, শেষে
সর্বকারণীভূতা ‘অজ্ঞা’কেও ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন বলিতেছেন—‘লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপা,
নিজের সমানরূপ বহুসংখ্যানপ্রসবিনী এক অজ্ঞাকে একটি অজ্ঞ অর্থাৎ বহু জীব সন্তোষসহকারে
সেবা করিয়া থাকে, আবার অপর অজ্ঞ অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ভোগ শেষ করিয়া সেই অজ্ঞাকে
পরিভ্যাগ করেন’ ইতি । [অতএব] ব্রহ্ম হইতে তদতিরিক্ত যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়,
তৎসমস্তই তদাত্মক ; এইরূপ উপদেশের প্রসঙ্গে অভিহিত হওয়ার বহুপ্রজা-স্রষ্টিকারিণী এবং
কর্মধীন জীবের উপভোগ্যা অথচ অপর জ্ঞানী জীবের পরিত্যক্তা ব্রহ্মোৎপন্ন্য এই অজ্ঞাকেও
[পূর্বোক্ত] প্রাণ, সমুদ্ভ ও পর্বতাদির জায়ই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া বুদ্ধিতে হইবে । অতএব,
পরবর্তী বাক্য হইতে যেমন ‘চমস’-গত বিশেষত্ব অবধারিত হইয়া থাকে ; তৈমনি অজ্ঞার
বহুপপ্রকাশক, এতদমূহুরূপ শাখাস্তরীর বাক্য হইতে অজ্ঞাশব্দের অর্থগত বিশেষত্ব ব্যবস্থাপিত
হওয়ার এই অজ্ঞাও যে, ব্রহ্মাত্মিক, তাহা নিশ্চিত হইতেছে । আর এই প্রকরণের প্রারম্ভেও

(*) ইতি হৃদয়গুহায়াম্ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

ইহাপি প্রকরণোপক্রমে “কিং কারণং ব্রহ্ম ?” ইত্যারভ্য—

“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্বন,

দেবাত্মশক্তিং স্বপ্তগৈর্নিগূঢ়াম্” । [শ্বেতাশ্বং ১।৩]

ইতি পরব্রহ্মশক্তিরূপায়া অজায়া অবগতেঃ, উপরিষ্ঠাচ্—

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ,

তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সম্বিরুদ্ধঃ” । [শ্বেতাশ্বং ৪।৯]

“মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্” ।

যো যোনির্ঘোনিমধিতিষ্ঠাত্যেকঃ” । [শ্বেতাশ্বং ৪।১০, ১১] ইতি চ
তস্মা এব প্রতীতের্নাস্মিন্ মন্ত্রে তন্ত্রসিদ্ধ-স্বতন্ত্রপ্রকৃতিপ্রতিপত্তিগন্ধঃ ॥১৪৪॥

কথং তর্হি জ্যোতিরূপক্রমায়া লোহিতশুদ্ধকৃষ্ণরূপায়া অস্মাঃ প্রকৃতে-
রজাত্বম্ ? অজায়া বা কথং জ্যোতিরূপক্রমাত্মম্ ? ইত্যত্রাহ—

কম্পানোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥১৪৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—কল্পনোপদেশাৎ (রূপক-কল্পনার উপদেশ হেতু) চ (৩) মধ্বাদিবৎ
([মধুবিজ্ঞায় উক্ত] মধু প্রভৃতির ত্রায়) অবিরোধঃ (বিরোধ হয় না) ।

[সরলার্থঃ—একস্তা ‘অজাতং ব্রহ্মকাবগকত্বং চ কথমুপপত্ততে ? ইত্যাহ—কল্পনেতি ।
কল্পনা সৃষ্টিঃ ; ‘অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ’ ইত্যত্র সৃষ্ট্যুপদেশাৎ, প্রলয়সময়ে চ পরমেশ্বরে
শক্তিরূপেণ অবস্থানাং, এতৎ নিশ্চীয়েত যৎ, সৃষ্টিকালোপেক্ষয়া জ্যোতিরূপক্রমাত্মং, প্রলয়কালো-
পেক্ষয়া চ অস্তা অজাতং ; অতো ন কশ্চিদিরোধঃ । মধ্বাদিবৎ—যথা বস্তুপ্রভৃতীনাং ভোগ্য-
বস্যাশ্রয়তয়া আদিত্যস্ত মধুত্বং ‘অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু’ ইত্যত্র প্রতিপাত্ততে ; প্রলয়কালে
পুনঃ তন্ত্বেব ‘অথ তত উর্দ্ধং নৈবোদেতা, নাস্তমেতা’ ইত্যাদিনা স্বরূপাবস্থতয়া অমধুত্বং
প্রতিপাত্ততে ; অত্রাপি তথা অবিরোধ ইতি ভাবঃ ।

ভাল, একই পদার্থের অজাত-জন্মহীনত্ব ও জ্যোতিরূপক্রমত্ব (জায়মানত্ব) উপপন্ন হয়
কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—‘মায়ী স্রষ্টার ইহা হইতেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন’ এখানে
অজার ও সৃষ্টি-নির্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মকারণোৎপত্তা ; আর প্রলয় সময়ে
হ্রস্ব শক্তিরূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি বশতঃ অজা শব্দে অভিহিত হয় ; যেমন—‘মধুবিজ্ঞা’ প্রকরণে—
বস্তুপ্রভৃতি দেবগণ আদিত্যকে ভোগ করেন বলিয়া ‘মধু’ (ভোগ্য ও কার্য্য) বলা হইয়াছে, অথচ
প্রলয়কালে আবার তাহারই অমধুত্বও কথিত হইয়াছে । এখানেও তেমন অবস্থাভেদে বিরোধ
পরিহার করিতে হইবে ॥ ১৪৪।১০ ॥]

প্রমত্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ চ-শব্দঃ । অশ্রাঃ প্রকৃতিরজাত্বং জ্যোতিরূপ-
ক্রমাত্মকং ন বিরুদ্ধ্যতে ; কৃতঃ ? কল্পনোপদেশাৎ, কল্পনং—কৃষ্ণিঃ সৃষ্টিঃ
জগৎ-সৃষ্ট্যুপদেশাদিত্যর্থঃ । যথা—সূর্য্যাস্ত্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়”
ইতি কল্পনং সৃষ্টিঃ, তথা অত্রাপি “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইতি
জগৎসৃষ্টিরূপদিশ্যতে । স্বেনাবিত্তাদস্মাৎ সূক্ষ্মাবস্থাৎ কারণাৎ মায়ী
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বং জগৎ সৃজতীত্যর্থঃ ।

অনেন কল্পনোপদেশেনাশ্রাঃ প্রকৃতেঃ কার্য্যকারণরূপেণ অবস্থাদ্বয়ান্বয়ঃ
অবগম্যতে । সা হি প্রলয়বেলায়াং ব্রহ্মতাপন্থা অবিভক্তনামরূপা (*)
সূক্ষ্মরূপেণাবতিষ্ঠতে ; সৃষ্টিবেলায়াস্ত উদ্ভূতনান্নাদিগুণা বিভক্তনামরূপা

‘ব্রহ্ম কিরূপ কারণ ?’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তাঁহারা (ঋষিরা) ধ্যানযোগস্থ হইয়া স্বীয়
গুণে সমাবৃত (ত্রিগুণাবৃত) স্বপ্রকাশ আত্মার শক্তিকে (অজাকে) দর্শন করিয়াছিলেন ।’
এইরূপে ব্রহ্মশক্তিরূপা অজার অবগতি হইতেছে, এবং পরেও ‘মায়াবীশ্বর ব্রহ্ম এই অজা হইতেই
এই জগৎ সৃষ্টি করেন, অত্রে (জীব) আবার মায়াবশে তাহাতেই আবদ্ধ হয়’, ‘মায়াকে প্রকৃতি
বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে’, এবং ‘যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক কারণে অবিষ্টান
করেন’, ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ব্রহ্মাত্মিকা অজারই প্রতীতি হইতেছে ; সেই হেতুও এই প্রকরণে
সাংখ্যসম্মত স্বতন্ত্র (ঈশ্বরানবিশিষ্ট) প্রকৃতি-প্রতীতির গন্ধমাত্রও নাই ॥ ১৪৪ ॥

তাল, তাহা হইলে জ্যোতিরূপক্রমা অর্থাৎ ব্রহ্মোৎপত্তা লোহিতগুরুত্বরূপা এই প্রকৃতিব
অজাত্ব অর্থাৎ জন্মহীনত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে ? এবং অজারই বা জ্যোতিরূপক্রমত্ব হয় কি প্রকারে ?
এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“কল্পনোপদেশাৎ” ইত্যাদি ।

উক্ত সম্ভাবিত শঙ্কানিবৃত্তির অত্র ‘চ’ শব্দ [প্রযুক্ত হইয়াছে] । এই প্রকৃতির অজাত্ব
(জন্মহীনত্ব) ও জ্যোতিরূপক্রমত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না ; কারণ ? যেহেতু ইহা কল্পনার উপদেশ ।
কল্পনা অর্থ রচনা—সৃষ্টি ; যেহেতু জগৎ সৃষ্টির উপদেশ । দৃষ্টান্ত যথা—‘বিধাতা ঠিক পূর্ব্বেব
জ্ঞায় স্বর্ঘ্য ও চন্দ্র কল্পনা করিয়াছিলেন ।’ এখানে কল্পনা অর্থ সৃষ্টি । এখানেও (যেতাব-
তরোপনিষদেও) ‘মায়ী (ঈশ্বর) ইহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন’ এইরূপে জগৎসৃষ্টি উপদিষ্ট
হইতেছে । ইহার অর্থ এই যে, মায়ী অর্থাৎ সকলের ঈশ্বর (ব্রহ্ম) স্বরূপতঃ অবিভক্ত বা
অভিন্ন সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত এই কারণরূপা প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।

উক্ত সৃষ্টি-বাক্য হইতে জানা যায় যে, এই প্রকৃতি দুইপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত ; তাহার
একটি অবস্থা কার্য্যস্বরূপ, আর একটি অবস্থা কারণস্বরূপ ; প্রকৃতি সেই উভয় অবস্থাতেই
অল্পগত । প্রলয়কালে ব্রহ্মে বলীন সেই প্রকৃতিই নাম ও রূপ-বিনিমুক্ত হইয়া সূক্ষ্মরূপে
অবস্থান করে ; সৃষ্টিসময়ে আবার সম্বাদি গুণরূপে উদ্ভূত বা অভিব্যক্ত হওয়ার এবং নাম ও

অব্যক্তাদিশব্দবাচ্যা তেজোহবল্লাদিক্রপেণ চ পরিণতা লোহিত-শুভ্র-
কৃষ্ণাকারা চাবতিষ্ঠতে । অতঃ কারণাবস্থা অজা, কার্যাবস্থা চ জ্যোতিরূপ-
ক্রমা, ইতি ন বিরোধঃ ।

মধ্বাদিবৎ—যথা ঈশ্বরেণাদিত্যস্ত কারণাবস্থায়াম্ একশ্চৈবাবস্থিতস্য
কার্যাবস্থায়াম্ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্ব-প্রতিপাত্ত-কৰ্ম্মনিষ্পাত্তরশাশ্রয়তয়া বস্থা-
দিদেবতাভোগ্যত্বায় মধুত্বকল্পনম্, উদয়াস্তময়কল্পনঞ্চ ন বিরুদ্ধ্যতে । তদুক্তং
মধুবিদ্যায়াম্, “অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” ইত্যারভ্য “অথ তত উৰ্দ্ধম্
উদেত্য নৈবোদেতা, নাস্তমেতা, একল এব মধ্যে স্থাতা”, ইত্যন্তেন ।

রূপ তাহা হইতে পৃথক্ভূত হওয়ায় অব্যক্ত প্রভৃতি শব্দবাচ্য সেই প্রকৃতিই তেজ, জল ও
পৃথিব্যাদিরূপে পরিণতা হইয়া লোহিত (রজঃ), শুভ্র (সত্ত্ব) ও কৃষ্ণরূপে (তমোগুণরূপে)
অবস্থান করে । অতএব, কারণাবস্থায় অজা, আর কার্যাবস্থায় জ্যোতিরূপক্রমা (ব্রহ্মোৎপত্তা);
[সুতরাং একই প্রকৃতির উভয়াবস্থা স্বীকারে] কোন বিরোধ নাই ।

[মধুবিদ্যায় উক্ত] মধু প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত—কারণাবস্থায় অবস্থিত একই আদিত্যের
কার্যাবস্থায় অর্থাৎ আদিত্যরূপে প্রকাশমান অবস্থায় ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদপ্রতিপাত্ত
কৰ্ম্মফলের আশ্রয়ত্ব নিবন্ধন বহুপ্রভৃতি দেবগণের ভোগ্যতাসম্পাদনার্থ মধুরূপে কল্পনা বৈরূপ
তাহার উদয়াস্তময়রহিতরূপে কল্পনাব বিরুদ্ধ হয় না, ইহাও তদ্রূপ (*) । ইহা মধুবিদ্যায়ও—‘এই
আদিত্যই দেবগণের মধু,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অনন্তর তাহার পর উদিত হইয়া আর
উদিত হইবে না, এবং অন্তমিতও হইবে না; একই ভাবে থাকিবে,’ এই পর্য্যন্ত বাক্যে উক্ত

(*) তাৎপৰ্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই “অসৌ বা আদিত্যঃ দেবমধু” ইত্যাদি
শ্রুতি রহিয়াছে । এখানে বলা হইয়াছে—সর্গপ্রকার যজ্ঞকল্মষাদিত্যকে আশ্রয় করে, সুতরাং কল্পীরা তাহাকে
যজ্ঞফলের স্তায় উপভোগ করেন । লোকে বৈরূপ মধুপানে আরম্ভ লাভ করে, বহুপ্রভৃতি দেবগণও
তদ্রূপ আদিত্যকে ভোগ করিয়া আনন্দ অমুভব করিয়া থাকেন, এইজন্য যোদনের হেতু বলিয়া আদিত্যকে
‘মধু’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । ইহা সৃষ্টিমন্দের কথা, যখন আবার সমস্ত প্রাণীর কৰ্ম্মফল-ভোগ
শেষ হইয়া যায়, প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন এই আদিত্যের উদয়ও থাকে না, অস্তও থাকে না, এবং
বহুপ্রভৃতি দেবতার ভোগ্যতাও থাকে না; থাকে কেবল বৈরূপে অবস্থিত মাত্র । ইহাই সৃষ্টির দ্বার্ব
পাভাবিক অবস্থা, উদয়াস্ত কেবল আপেক্ষিক মাত্র । বিহুপূরণে আছে—

“বৈৰ্ঘ্যে দৃষ্টতে ভাবান্ স তেবাসুদয়ঃ স্মৃতঃ । তিরোভাবঃ চ যত্রৈতি তদেবাস্তময়ং রবঃ ।

নৈবাস্তময়মৰ্কস্ত নোদয়ঃ সৰ্ব্বদা স্মৃতঃ । উদয়াস্তময়ে নাম দর্শনার্গ্যেন রবঃ ।” ইতি ।

আদিত্যের যেমন মধুরূপে ভোগ্যতা ও বৈরূপে অবস্থিত, এই উভয়েই অবস্থাতেই উপপন্ন হয়, তেমনি
প্রকৃতিরও অজা এবং জ্যোতিরূপক্রমও (ব্রহ্মকারণকণ্ঠ), এই উভয়েই কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থাতেই উপপন্ন
হইতে পারে । অর্থাৎ কারণাবস্থায় অজা আর তেজ প্রভৃতি কার্যাবস্থায় জ্যোতিরূপক্রম ।

একলঃ একস্বভাবঃ ; অতোহনেন মন্ত্রেণ ব্রহ্মাত্মিকা অজৈবাবিধীয়তে,
ন কাপিলতত্ত্বসিদ্ধেতি সিদ্ধম্ ।

[শাকরমত-খণ্ডনম্]

অন্যে তু অগ্নিন্ মন্ত্রে তেজোহবম্মলক্ষণা অজৈকা অভিধীয়তে, ইতি
ব্রূষতে । তে প্রক্টব্যঃ—কিং তেজোহবম্মান্যেব তেজোহবম্মাত্মিকা অজা একা?
উত তেজোহবম্মরূপং ব্রহ্মৈব? কিং বা তেজোহবম্মকারণভূতা কাচিৎ? ইতি ।
প্রথমে কল্পে তেজোহবম্মানামনেকত্বাৎ “অজামেকাম্” ইতি বিরুদ্ধ্যতে । ন
চ বাচ্যং, তেজোহবম্মানামনেকত্বেহপি ত্রিবৃত্তকরণেনৈকতাপত্তিরিতি । ত্রিবৃত্ত
করণেহপি বহুত্বানপগমাৎ, “হন্ত ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ ।” “তা সাং ত্রিবৃত্তং
ত্রিবৃত্তমেকৈকাং করবাণি” ইতি প্রত্যেকং ত্রিবৃত্তকরণোপদেশাৎ । দ্বিতীয়ঃ
কল্পো বিকল্পাঃ—কিং তেজোহবম্মরূপেণ বিকৃতং ব্রহ্মৈব অজৈকা? কিংবা

হইয়াছে । ‘একল’ অর্থ—একই স্বভাবসম্পন্ন । অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইল যে, [“অজাঃ
একাম্” ইত্যাদি] মন্ত্রে ব্রহ্মাত্মক অজাই অভিহিত ; কিন্তু কপিলকৃত সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি নহে ।

এ স্থলে অপর সম্প্রদায় বলেন যে, এই মন্ত্রে তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপা একটি ‘অজা’
অভিহিত হইতেছে । তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে,

শাকরমত-খণ্ডন :

তেজঃ, জল ও পৃথিবীই কি তেজঃ, জল ও পৃথিবীয়ায়ক একটি অজা?
কিংবা তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপক ব্রহ্মই [অজা]? অথবা, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর কারণী-
ভূত অত্র কিছু? প্রথম পক্ষে তেজঃ, জল ও অগ্নি যখন অনেক, তখন “অজাঃ একাঃ” এই
একত্বোক্তি বিরুদ্ধ হয় । ইহাও বলিতে পার না যে, তেজঃ, জল ও অগ্নি (পৃথিবী) অনেক হইলেও
‘ত্রিবৃত্ত’ প্রক্রিয়া (*) দ্বারা একত্ব প্রাপ্ত হয় । কাবণ, সেই ‘ত্রিবৃত্ত’ (ত্রয়ায়ক) করাতোও
তাহাদের বহুত্বের হানি হয় না; কেননা, ‘এই তিনটি দেবতাকে’, ‘তাহাদের এক একটিকে
ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত করিব’ এই শ্রুতিতে প্রত্যেকেরই ‘ত্রিবৃত্ত’ করার কথা রহিয়াছে । দ্বিতীয় পক্ষটিও
বিচার্য—কথিত এই অজাটি কি তেজঃ, জল ও পৃথিবীাদিরূপে বিকৃত (বিকার—অন্তথাভাবে
প্রাপ্ত) ব্রহ্মই? অথবা স্বরূপাবস্থ অবিকৃত ব্রহ্ম? বহুত্বের অনপগম হেতুই (বর্তমানতা হেতুই)

(*) তাৎপর্য—‘ত্রিবৃত্তকরণ’ আর ‘পক্ষীকরণ’ শব্দ তুল্যার্থবোধক । ছান্দোগ্যে কেবল ভূতত্রয়ের উৎপত্তি
কথিত হইয়াছে, সেইজন্য তাহারা ‘ত্রিবৃত্ত’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, আর তৈত্তিরীরে পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণিত
হইয়াছে, সুতরাং তাহারা ‘পক্ষীকরণ’ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ; বস্তুতঃ উভয়েরই অভিপ্রায় এক ।

প্রথমতঃ তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয় অমিশ্রিতভাবে উৎপন্ন হয়; তখন অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ
ঈশ্বরের ভোগোপযোগী হইতে পারে না, এইজন্য জগদীশ্বর সেই প্রত্যেক ভূতকেই অপর প্রত্যেক ভূতের হই
আনা দ্বারা (অংশের) সহিত সংযোজিত করিয়া মূলরূপে পরিণত করিয়াছেন । এইরূপ সংযোজনাকেই ‘ত্রিবৃত্ত’
বলে । পক্ষীকরণে পাঁচ ভূতেরই প্রত্যেকে দুই আনা অংশ বোজন, এই দ্বাত্রিংশেব ।

স্বরূপেণাবস্থিতমবিকৃতম্ ? ইতি । প্রথমঃ কল্পো বহুজ্ঞানপগমাদেব (#) নি : । দ্বিতীয়েহপি “লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্” ইতি বিরুদ্ধাভ্যাসে । স্বরূপেণাবস্থিতং তেজোহবমলক্ষণমিতি বক্তুমপি ন শক্যতে । তৃতীয়ে কল্পেহপি অজা-শব্দেন তেজোহবমানি নির্দিষ্ট্য তৈস্তৎকারণাবস্থা উপস্থাপনীয়, ইত্যাস্থ্যম্ । ততো বরম্ অজা-শব্দেন তেজোহবমকারণাবস্থায়াঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধায়া এবাভিধানম্ ।

যৎ পুনরস্তাঃ প্রকৃতেরজা-শব্দেন ছাগত্বপরিকল্পনমুপদিষ্ট্য ইতি ; তদপ্যসঙ্গতম্, নিপ্রয়োজনত্বাৎ । যথা “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদিষু ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তাপ্যাপনায় শরীরাদিষু রথাদিরূপণং ক্রিয়াতে ; যথা চাদিত্যে বসাদীনাং ভোগ্যত্বথাপনায় মধুত্বকল্পনং ক্রিয়াতে ; তদ্বদস্তাং প্রকৃতৌ ছাগত্বপরিকল্পনং কোপযুক্ত্যে ? ন কেবলমুপযোগ্যতাব এব, বিরোধশ্চ ; কৃৎস্নজগৎকারণভূত্যাঃ স্বস্মিন্ অনাদিকালসম্বন্ধানাং সার্বেসামেব চেতনানাং নিখিলসুখদুঃখোপভোগাপবর্গসাধনভূত্যা অচেতনায়াত্মপ্রজাসর্গ-কারাগন্তকসঙ্গম-চেতনবিশেষমেকরূপাত্মপ্রয়োজনসাধন-স্বপরিচয়গাহেতু-

এই প্রথম পক্ষটি পরিত্যক্ত হইল ; দ্বিতীয় পক্ষেও (স্বরূপাবস্থিত নির্দিষ্টেষ ব্রহ্মপক্ষেও) ‘লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণা’ [এই বিশেষাভিধান] বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কেন না, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত (নির্দিষ্টেষ) ; অথচ তেজঃ, জল ও অন্ন স্বরূপ (পৃথিবী) ; একথা কখনও বলিতে পারা যায় না । তৃতীয় পক্ষেও, ‘অজা’ শব্দে তেজঃ, জল ও অগ্নেব নির্দেশ করিলে, সে কথাতেও যে, তাহার কাবণাবস্থাই বুঝিতে হইবে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে ; সুতরাং উহা অপেক্ষা বরং ‘অজা’ শব্দেই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর শ্রুতিসিদ্ধ কারণাবস্থা নির্দেশ করা ভাল ।

আব যে, ‘অজা’ শব্দে এই প্রকৃতির ছাগত্ব-কল্পনাব উপদেশ করা হইতেছে, [বলা হইয়াছে], তাহাও অসঙ্গত ; কারণ, [ঐরূপ কল্পনার কোনও] প্রয়োজন নাই । ‘আত্মাকে বণী বলিয়া জানিবে’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মলাভের উপায়ত্ব-জ্ঞাপনের জন্ত শরীর প্রভৃতির বর্ণাদিরূপে কল্পনার আশ্রয়, এবং বস্তুপ্রভৃতি দেবগণের ভোগ্যতা-জ্ঞাপনের জন্ত আদিত্যের মধুত্ব কল্পনার আশ্রয়, এখানে প্রকৃতির ছাগত্ব কল্পনার উপযোগিতা কি আছে ? কেবল যে, উপযোগিতার অভাব, তাহা নহে ; পরন্তু ঐরূপ কল্পনায় বিরোধও ঘটিতেছে । নিখিল জগতের কারণরূপা প্রকৃতি অচেতন হইলেও অনাদি কাল হইতে প্রকৃতির সহিত সৰ্ব্বদা-বিশিষ্ট চেতনসমূহের সর্বপ্রকার সুখ-দুঃখভোগও অপবর্গেরই সাধনরূপ, সুতরাং তাহার যে, অতি অকিঞ্চিৎকর সন্তানসমুৎপাদনার্থ চেতনবিশেষের সহিত অভিনব সঙ্গম, এবং তাহা দ্বারা

ভূত-স্বস্বক্ষিপরিভ্যাগসমর্থ-চেতনবিশেষরূপচ্ছাগস্বভাবখ্যাপনায় তজ্জপত্ব-
কল্পনং বিরুদ্ধমেব। “অজামেকাম্, অজো হ্যেকঃ, অজোহন্যঃ” ইত্যত্রোজা-
শব্দস্তা বিরূপার্থপারিকল্পনঞ্চ ন শোভনম্। সর্বত্র চ্ছাগত্বং পরিকল্প্যত ইতি
চেৎ, “জহাত্যেনাং ভুক্তভোগায়জোহন্যঃ” ইতি বিদুষ আতাস্তিকপ্রকৃতি-
পরিভ্যাগং কুর্ষ্বতোহনেন বা অশ্নেন বা পুনরপি সম্বন্ধযোগ্য-চ্ছাগত্বপরি-
কল্পনমত্যন্তবিরুদ্ধম্ ॥১॥৪॥১০॥ [দ্বিতীয়ং চমসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥২॥]

সংখ্যোপসংগ্রহাবি-
করণম্।]

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবা-

দতিরেকাচ্চ ॥১॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), সংখ্যোপসংগ্রহাৎ (সাংখ্যোক্ত সংখ্যা গ্রহণে) অপি (ও), নানা-
ভাবাৎ (পার্থক্যবশতঃ) অতিরেকাৎ (আধিক্যাহতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—“যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ, তমেবং মত্ আত্মানং বিদ্বান্
ব্রহ্মায়ুতোহমৃতম্।” ইত্যত্র পঞ্চসংখ্যাবিশেষিতায়াঃ অপরপঞ্চসংখ্যায়াঃ শ্রবণাৎ সন্দিহতে—
কিমত্র সাংখ্যোক্তান্যেব পঞ্চবিংশতিতদ্বানি উক্তানি? অথবা ন? ইতি। তত্র পঞ্চবিংশতি-
সংখ্যাসঙ্কলনাং পঞ্চবিংশতিঃ তদ্বাত্তেব উক্তানি, ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—সংখ্যায়া উপসংগ্রহাৎ
পঞ্চবিংশতিত্বেন সঙ্কলনাদপি নাত্র সাংখ্যোক্তানাং তদ্বানাং গ্রহণম্; কুতঃ? নানাভাবাৎ—
নানাভাৱং, তেভ্যঃ তদ্বৈভ্যা এতেভ্যঃ ‘পঞ্চজন’পদবাচ্যানাং পৃথক্পদার্থত্বাদিত্যর্থঃ। ন কেবলং
নানাভাবাৎ, অতিরেকাচ্চ—‘যস্মিন্’ ইতি সপ্তম্যা নির্দিষ্টত্বাশ্রয়ঃ, স্বশব্দোপাত্তত্ব চ আকাশস্ত
পঞ্চজনাতিরিক্তত্বম্ অপরে। হেতুঃ। ন থলু সাংখ্যাঃ পঞ্চবিংশতিতদ্বাতিরিক্তং আত্মানং
আকাশং বা স্বীকুর্নতি; তয়োক্তদন্তত্বত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥

‘পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ যাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে কবি;
যিনি সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।’ এখানে যে, এক
পঞ্চসংখ্যায়ুক্ত অপর পঞ্চসংখ্যা (পঞ্চবিংশতি) শ্রুত হইতেছে, ইহা কি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি
তত্ত্ব? না আর কিছু? সমান সংখ্যা থাকায় সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হওয়াই উচিত। না,
তাহা উচিত নহে; কারণ, এই পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্ট পঞ্চজন আর পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এক নহে,
পৃথক্ পদার্থ। বিশেষতঃ ইহাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইলে ‘যস্মিন্’ এই সপ্তমী-নির্দিষ্ট আত্মা
ও আকাশ যখন এ সকলের অতিরিক্ত হইতেছে; তখন সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব এখানে গ্রহণীয়
নহে ॥১॥৪॥১১॥]

যে, একমাত্র দুঃখপ্রদানরূপ প্রয়োজন সাধন করা, আর তৎপরিভ্যাগের অহেতুভূত স্বসংঘক
অথচ পরিভ্যাগক্ষম-চেতনবিশেষরূপ ছাগের স্বভাবপ্রকাশনার্থ যে, অজরূপ কল্পনা, তাহাও
নিশ্চয়ই কল্পনাবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, ‘এক অজ,’ (বদ্ধজীব), আর ‘অজ অজ’ (মুক্তজীব), এই

বাজসেনেয়িনঃ সমামনস্তি “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ, তমেবং মন্য আত্মনাং বিদ্বান্ ব্রহ্মায়তোহমৃতম্” [বৃহদাঃ ৩।৪।১৭] ইতি। কিময়ং মন্ত্রঃ কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-তত্ত্বপ্রতিপাদনপরঃ? উত ন? ইতি সন্দিহ্যতে। কিং যুক্তম্ তন্ত্রসিদ্ধতত্ত্বপ্রতিপাদনপর ইতি। কুতঃ? পঞ্চ-শব্দবিশেষিতাং পঞ্চজন-শব্দাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতীতেঃ। এদন্তুক্তং ভবতি— “পঞ্চজনাঃ” ইতি সমাসঃ সমাহারবিষয়ঃ, পঞ্চজনাঃ—পঞ্চানাং জনানাং

স্থানে এক ‘অজ’ শব্দেরই যে বিভিন্নপ্রকার অর্থ কল্পনা, তাহাও শোভা পায় না (*)। যদি বল, সর্বত্রই অর্থাৎ উল্লিখিত স্থানত্রয়েই [অজ শব্দের] ছাগ অর্থ কল্পনা করা হয়; [তাহা হইলেও] ‘অপর অজ কৃতভোগা এই অজকে ত্যাগ করে’ এস্থলে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি সম্বন্ধ-পরিত্যাগকারী জ্ঞানী পুরুষের যে, পুনশ্চ প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন ছাগন কল্পনা, তাহা তিনিই করুন, বা অজ্ঞেই ককক, অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয় ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥ (+) [দ্বিতীয় চমসাদিকরণ ॥ ২ ॥]

(+) বাজসেনেয়িগণ বলেন—‘পাঁচটি পঞ্চজন এবং আকাশ যাহার উপবে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি; সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন’। এখানে সন্দেহ হইতেছে যে, এই মন্ত্রটি কি কাপিল শাস্ত্রসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদক? অথবা নয়? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? সাংখ্যসিদ্ধ তত্ত্ব প্রতিপাদনেই ইহার তাৎপর্য। কারণ? যেহেতু ‘পঞ্চ’শব্দ দ্বারা বিশেষিত ‘পঞ্চজন’ শব্দ হইতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরই প্রতীতি হইতেছে। এই কথা বলি হইতেছে যে, ‘পঞ্চজনাঃ’ পদে ‘সমাহার’ সমাসেরই বিষয়,—‘পঞ্চপুলাঃ’ এই পদের দ্বারা।

(*) তাৎপর্য—একই ‘অজ’ শব্দের তিন স্থানে প্রয়োগ হইয়াছে, অন্যথো এক স্থানে অজ অর্থ—প্রকৃতি, অন্য স্থানে ‘অজ’ অর্থ সংসারী জীব, আবার অপর স্থানে সেই ‘অজ’ শব্দেরই অর্থ—মুক্তজীব। এইরূপ এক শব্দের তিন প্রকার অর্থ কল্পনা করা শব্দশাস্ত্রানুসারে গোমার, কারণ এরূপ কল্পনা করিতে হইলেই পক্ষপাত আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু উপাস্ত্রের সম্ভাবনা থাকিলে পক্ষপাত সর্বথা বর্জনীয়।

(+) তাৎপর্য—এই চমসাদিকরণটি আট হইতে দশ পর্যন্ত তিনদ্বয়ে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—“অজায়েকান্” ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই অজা অর্থ কি সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্র প্রকৃতি? অথবা ব্রহ্ম? (৩) পূর্বপক্ষ—অবিকৃতি বা স্বার্থাক্রমণা বলিয়া সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিই অজা বটে। (৪) উত্তর—না অজা অর্থ—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে, পরন্তু জগদীশ্বার ব্রহ্ম। নির্ণয় ও প্রয়োজন—ব্রহ্মই অজা, এবং তাহাকেই জগৎকারণরূপে চিত্তা করা প্রয়োজন।

(+) তাৎপর্য—এই অবিকরণের নাম ‘পঞ্চজনাদিকরণ’। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যাদি। (২) সংশয়—পঞ্চ পঞ্চজন (মূলভূতবে পঞ্চবিংশতি), ইহা কি সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব? না আর কিছু? (৩) পূর্বপক্ষ—পঞ্চবিংশতি পঞ্চ (পঞ্চবিংশতি) বলিলে সাংখ্যের তত্ত্বই বুঝা যায়। (৪) উত্তর—না ইহা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নহে, পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডিত ও ব্রহ্মজ্ঞক অপর পদার্থই বটে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, সাংখ্যসম্মত তত্ত্বাতিরিক্ত পদার্থই এখানে ‘পঞ্চজন’ শব্দের অর্থ; তদ্রূপ চিত্তা করাই ইহার প্রয়োজন।

সমূহাঃ পঞ্চজনাঃ, ‘পঞ্চপুলাঃ’ ইতিবৎ। পঞ্চজনা ইতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্চান্দসঃ।
তে চ সমূহাঃ কতি? ইত্যপেক্ষায়াং পঞ্চজন-শব্দবিশেষণেন প্রথমে পঞ্চ-
শব্দেন সমূহাঃ পক্ষেতি প্রতীয়ন্তে; যথা ‘পঞ্চ পঞ্চপুলাঃ’ ইতি। অতঃ “পঞ্চ
পঞ্চজনাঃ” ইতি পঞ্চবিংশতিপদার্থাবগতো তে কতমে? (*) ইত্যপেক্ষায়াম্
মোক্ষাধিকারাৎ মুমুক্ষুভিজ্ঞাতব্যতয়া স্মৃতিপ্রসিদ্ধাঃ প্রকৃত্যাদয় এব জ্ঞায়ন্তে।

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিস্বহৃদাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।

ষোড়শকশ্চ (†) বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ।”

ইতি হি কাপিলানাং প্রসিদ্ধিঃ; অতন্তত্ত্বপ্রসিদ্ধ তত্ত্বপ্রতিপাদনপরঃ, ইতি
প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি” ইতি।

পাঁচজনের সমাহার (সমষ্টি), এইরূপ অর্থেই ‘পঞ্চজন’ পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে (+)।
‘পঞ্চজনাঃ’ পদে যে লিঙ্গবিপর্যয় অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ স্থলে পুংলিঙ্গ হইয়াছে, তাহা ছান্দস, [নচেৎ
স্ত্রীলিঙ্গে ‘পঞ্চজনী’ হইতে পারিত]। সেই সমূহ বা সমাহার কতগুলি? এই আকাঙ্ক্ষায়
প্রযুক্ত ‘পঞ্চজন’ শব্দের বিশেষণীভূত অপর পঞ্চ শব্দ দ্বাৰা বিশেষিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে,
সেই সমূহ কেবল পাঁচটি মাত্র। ‘পঞ্চ পঞ্চপুলাঃ’ ইহাব দৃষ্টান্ত স্থল। অতএব ‘পঞ্চ পঞ্চজনাঃ’
(পাঁচটি পঞ্চজন) এই বাক্যেও পঞ্চবিংশতি পদার্থের প্রতীতি হইলে পর, ‘তাহারা কে কে?’
এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই শাস্ত্র যখন মোক্ষাধিকারেই প্রবৃত্ত, তখন
মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য বিষয় সাংখ্য স্মৃতিপ্রসিদ্ধ প্রকৃতি প্রভৃতি তৎসমূহই প্রতীতির বিষয় হইতেছে।

কাপিল তৎসমূহেব প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, ‘মূলকারণীভূতা প্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান পদার্থটি
অবিকৃতি, অর্থাৎ উহা অপর কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; ‘মহৎ’ আদি অর্থাৎ মহৎ,
অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই সাতটি পদার্থ প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে, অর্থাৎ কারণস্বরূপও
বটে, কার্য্য স্বরূপও বটে। আব [একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ ভূত], এই ষোলটি পদার্থ কেবলই
বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য-স্বরূপ, (অপর কোন তত্ত্বের কারণ নহে); পুরুষ (আত্মা) কিন্তু কার্য্যও
নহে, কারণও নহে; [পরন্তু উদাসীন] (§)। অতএব সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রতি-
পাদনেই ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য্য; এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—‘ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি’ ইত্যাদি।

(*) তে কতি ইত্যপেক্ষায়াং ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(†) ষোড়শকশ্চ ইতি কারিকা পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য—‘পঞ্চপুলাঃ’ অর্থ—একত্র বাঁধা পাঁচটি বাঁদুমুষ্টির (পুলার) সমাহার। এক মুটে যতগুলি
বাঁদু ধরা যায়, সেগুলি একত্র করিয়া বাঁধিলে ‘পুল’ বলে, আর সাত পাঁচটি বাঁদুমুষ্টিকে একত্রিত ‘পঞ্চপুলাঃ’ বলা
হয়। সমাহার বিধি হওয়ায় এখানে স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। তদনুসারে ‘পঞ্চজন’ শব্দেরও ‘পঞ্চজনী’ হওয়া উচিত ছিল।

(§) তাৎপর্য্য—সাংখ্যশাস্ত্রে পদার্থ সংকলন প্রধানতঃ চারি প্রকার (১) কেবল প্রকৃতি (২) কেবল বিকৃতি
(কেবলই কার্য্যস্বরূপ), (৩) প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্যকারণ, উভয়স্বরূপ; (৪) অন্তরঙ্গরূপ, অর্থাৎ প্রকৃতিও
নহে, বিকৃতিও নহে। প্রকৃতি অর্থ উপাদান, আর বিকৃতি অর্থ তাহার কার্য্য; যেমন—যুক্তিকা প্রকৃতি,
যট তাহার বিকৃতি। ঐশ্বর্য্যক অতি সংক্ষেপে একথা বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন—

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিস্বহৃদাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ।”

[সিদ্ধান্তঃ—]

“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইতি পঞ্চবিংশতিসংখ্যাপসংগ্রহানপি ন তদ্বিসিক্তত্ব-
প্রতীতিঃ । কুতঃ ? নানাভাবাৎ --এবাং পঞ্চসংখ্যা বিশেষিতানাং পঞ্চজনানাং
তদ্বিসিক্তভ্যন্তত্বভ্যাঃ পৃথগ্ভাবাৎ । “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ
প্রতিষ্ঠিতঃ” ইত্যেতেষাং যচ্ছব্দনির্দিষ্টব্রহ্মাশ্রয়তয়া ব্রহ্মাত্মকত্বং হি
প্রতীয়তে, “তমেবং মন্ত্রে আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মায়তোহমৃতম্” ইত্যত্র
“তম্” ইতি পরামর্শেন যচ্ছব্দনির্দিষ্টং ব্রহ্মাত্ম্যবগম্যতে ; অতন্তত্বভ্যাঃ
পৃথগ্ভূতাঃ (*) পঞ্চজনাঃ, ইতি ন তদ্বিসিক্তা এতে ।

“অতিরেকাচ্চ” - তদ্বিসিক্তভ্যন্তত্বভ্যোহত্র তদ্ব্যতিরেকোহপি ভবতি ;
যচ্ছব্দনির্দিষ্ট আত্মা আকাশশ্চ অত্রাতির্যেচ্যেতে । অতঃ “তং ষড়্ বিংশক-

“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এইস্থানে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার সংকলন করিলেও তাহা হইতে সাংখ্যসম্মত
তত্ত্ব সমূহেব প্রতীতি হইতেছে না । কারণ ? নানাভাব বা নানাভূই কারণ ; কেননা, সাংখ্য-
সিদ্ধ তত্ত্বসমূহ হইতে এই পঞ্চসংখ্যা-বিশেষিত ‘পঞ্চজন’ পদার্থের পার্থক্য রহিয়াছে । কেননা,
‘পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত,’ এই বাক্যে ‘যৎ’ পদনির্দিষ্ট ব্রহ্মে আশ্রিত থাকায়
উক্ত ‘পঞ্চজনে’র ব্রহ্মাত্মকতাই (ব্রহ্মভাবই) প্রতীত হইতেছে । আর ‘তাহাকেই এই প্রকার
আত্মা বলিয়া মনে করি ; যিনি অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও অমৃতত্ব লাভ করেন ।’
এখানে আবার ‘তম্’ বলিয়া উল্লেখ করায়ও বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই ঐ ‘যৎ’পদে উল্লিখিত
হইয়াছেন । অতএব এই ‘পঞ্চজন’ নিশ্চয়ই সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ ।

অতিরেক বা অধিক্যও অপর একটি হেতু—সাংখ্যসিদ্ধ [পঞ্চবিংশতি] তত্ত্বাপেক্ষা এখানে
অধিক্যও হইতেছে ; “যস্মিন্” এই ‘যৎ’শব্দ নির্দিষ্ট আত্মা এবং আকাশই এখানে অতিরিক্ত
হইতেছে । অতএব, ‘তাহাকে ষড়্ বিংশক বলে, আবার কেহ কেহ সপ্তবিংশকও বলিয়া

অর্থাৎ প্রধানাধিক মূলপ্রকৃতিটি অবিকৃতি, অর্থাৎ সে অপর কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই,
বতঃসিদ্ধ । মহত্ত্ব, অহঙ্কার এবং মন, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র, এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি, উত্তরস্বরূপ ।
যথা—মহত্ত্ব অহঙ্কারের প্রকৃতি, আবার মূলপ্রকৃতির বিকৃতি, অহঙ্কারও মনাদি পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি,
অথচ নিজে মহত্ত্বের বিকৃতি ; সেইরূপ পঞ্চতন্মাত্র আবার ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের প্রকৃতি এবং অহঙ্কারত্বের
বিকৃতি । এইরূপে এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতিভাষ্যপন্ন । তাহার পর পৃথিবাদি পঞ্চভূত, জ্যোতিষ
পাঁচ, কণ্ঠেশ্বর পাঁচ এবং মন, এই ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকৃতি অর্থাৎ কার্যস্বরূপ ; এ সমস্ত হইতে আর
কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব সমূহপন্ন হয় না । তাহার পর, পুরুষ বা আত্মা উক্ত প্রকার অবস্থার বিপরীত ; অর্থাৎ
পুরুষ কাহারো প্রকৃতিও নহে এবং কাহারো বিকৃতিও নহে—প্রকৃতি-বিকৃতিভাবশূন্য, শুদ্ধ ও কূটস্থস্বরূপ ।
মূলপ্রকৃতি হইতে পুরুষপার্থক্য যে পঁচিশটি পদার্থ প্রদর্শিত হইল, ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রে ‘পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব’ নামে
অভিহিত হইয়াছে, এতদতিরিক্ত আর কোনও পদার্থ নাই, সমস্তই এতদঙ্গত ।

(*) পঞ্চ পঞ্চজনাঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

মিত্যাঙ্কঃ সপ্তবিংশমথাপরে” ইতি ঋতিপ্রসিদ্ধসর্বভূতাত্মাশ্রয়ভূতঃ সর্বৈশ্বরে-
শ্বরঃ (*) পরমপুরুষোহত্রাভিধীয়তে ।

“ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি” ইত্যপি শব্দস্য—“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যত্র
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতীতির্যেব ন সম্ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ । কথং ? পঞ্চভি-
রারক-সমূহপঞ্চকাসম্ভবাৎ ; নহি তদ্ব্যসিদ্ধতত্ত্বেষু পঞ্চস্য পঞ্চস্য অনুগতং
(+) তত্ত্বসংখ্যানিবেশনিমিত্তং জাত্যাগন্তি ; ন চ বাচ্যম্, পঞ্চ কর্মে-
ন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ মহাভূতানি, পঞ্চ তন্মাত্রাণি, অব-
শিষ্টানি পঞ্চ—ইত্যবাস্তুরসংখ্যানিবেশনিমিত্তমন্ত্যেব ইতি ; আকাশস্য
পৃথক্ নির্দেশেন পঞ্চভিরারক-মহাভূতসমূহাসিদ্ধেঃ । অতঃ “পঞ্চজনাঃ”
ইত্যয়ং সমাসো ন সমাহারবিষয়ঃ ; অয়ন্ত “দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্”
ইতি সংজ্ঞাবিষয়ঃ (‡) ; অন্যথা “পঞ্চজনাঃ” ইতি লিপ্যব্যত্যাশ্চ ।

থাকে ।’ এই ঋতিপ্রসিদ্ধ সর্বভূতাত্ম্য পরমপুরুষ পরমেশ্বরই এখানে ‘যস্মিন্’ পদে অভিহিত
হইয়াছেন ।

“ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি” এই ‘অপি’ শব্দের অভিপ্রায় এই যে, এখানে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ”
এই স্থলে আদৌ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতিই সম্ভব হয় না । কি প্রকারে ? যেহেতু পঞ্চগুণিত
অপর পাঁচটি রাশির সম্ভব হইতেছে না ; কেননা, সাংখ্যশাস্ত্রীয় পাঁচটি তত্ত্বের জাতিপ্রভৃতি এমন
কোনও একটি সাধারণ ধর্ম নাই, যাহার অনুবলে একটি পঞ্চকরাশির মধ্যে অপর পঞ্চসংখ্যা
সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে । এক কথাও বলা যায় না যে, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,
পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, আর অবশিষ্ট (অহঙ্কারাদি) পাঁচটি, ইহা হইত এক পঞ্চের মধ্যে
অপর পঞ্চ সংখ্যা-সন্নিবেশের কারণ রহিয়াছে । কেননা, আকাশের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়
পঞ্চসংখ্যা-ঘটিত মহাভূতের কোনও রাশি সিদ্ধ হইতেছে না । অতএব, “পঞ্চজনাঃ” ‘পদটি’
সমাহার সমাসের স্থল নহে ; পরন্তু ইহা “দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্” এই সূত্রোক্ত সংজ্ঞাবিষয়ক
সমাসেরই স্থল (§) ; তাহা না হইলে, ‘পঞ্চজন’ শব্দের লিপ্যবিপর্যায়, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ না হইয়া
স্ত্রীলিঙ্গই হইতে পারিত । [ইহার অর্থ এই যে,] পঞ্চজননামক কতকগুলি পদার্থ আছে,

(*) সর্বৈশ্বরঃ ইতি ‘ষ’ পাঠঃ ।

(+) তৎসংখ্যা ইতি ‘ষ’ পাঠঃ ।

(‡) সংজ্ঞাবিশেষবিষয়ঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য—“দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্”, এটি ব্যাকরণের সূত্র ; ইহার অর্থ এই যে, সংজ্ঞা অর্থ্য নাম
বুঝাইলে দিক্‌বাচক ও “সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত ‘কর্মধারয়’ সমাস হয় ।’ এই সূত্রানুসারে সংখ্যাবাচক ‘পঞ্চ’
শব্দের সহিত ‘জন’ শব্দের কর্মধারয় সমাস হইয়াছে, কিন্তু ‘সমাহার বিগু’ সমাস হয় নাই ; সমাহার বিগু হইলে
‘পঞ্চপুণী’ শব্দের জ্ঞায় এখানেও ‘পঞ্চজন’ না হইয়া স্ত্রীলিঙ্গে ‘পঞ্চজনী’ হইয়া বাইত । ঐরূপ না হওয়ারই বুঝা
যাইতেছে যে, ‘পঞ্চজনাঃ’ স্থলে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার উল্লেখ করা হয় নাই, পরন্তু পঞ্চজননামক কোনও সংজ্ঞা-
বিশেষেরই উল্লেখ করা হইয়াছে ।

পঞ্চজনা নাম কেচিৎ সন্তি, তে চ পঞ্চসংখ্যয়া বিশেষ্যন্তে—“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইতি, ‘সপ্ত সপ্তর্ষয়ঃ’ ইতিবৎ ॥১৪॥১১॥

কে পুনন্তে পঞ্চ পঞ্চজনাঃ ? ইত্যত আহ—

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥১৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ প্রভৃতি) বাক্যশেষাৎ (বাক্য শেষ হইতে [জানা যায় ।]

[সরলার্থঃ—প্রাণাদয়ঃ প্রাণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রাঙ্গমনোরূপাঃ পঞ্চ পদার্থা এব, ন পুনঃ সাংখ্যোক্তাঃ প্রধানাদয়ঃ ‘পঞ্চজন’-সংজ্ঞয়া অভিধীয়ন্তে, ইতি বাক্যশেষাদবগম্যতে । বাক্যশেষে হি “প্রাণস্ত প্রাণমুত, চক্ষুষ্চক্ষুঃ ; শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং, অঙ্গস্তাঙ্গং, মনসো যো মনো বিতঃ” ইতি পঞ্চেক্সিয়ানি নির্দিষ্টানি ॥

প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অঙ্গ ও মন, এই পাঁচটি পদার্থই বে, ‘পঞ্চজন’ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে, ইহা বাক্যের শেষাংশ দৃষ্টে বুঝা যায় । এই ‘পঞ্চজন’ বাক্যের শেষে আছে যে, ‘তিনি প্রাণেব প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অঙ্গেব অঙ্গ এবং মনেরও মন’ ইত্যাদি ॥১৪॥১২॥]

“প্রাণস্ত প্রাণমুত চক্ষুষ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমঙ্গস্তাঙ্গং মনসো যো মনো বিতঃ” [বৃহদা০ ৬।৪।১৮] ইতি বাক্যশেষাৎ ব্রহ্মাশ্রয়াঃ প্রাণাদয় এব “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইতি বিজ্ঞায়ন্তে ॥১৪॥১২॥

অথ স্মৃৎ—কাণ্ডানাম্ মাধ্যন্দিনানাম্ “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যয়ং মন্ত্রঃ সমানঃ ; “প্রাণস্ত প্রাণম্” ইত্যাদিবাক্যশেষে কাণ্ডানাম্ অঙ্গস্ত পাঠো

গাহাদিগকেই পঞ্চসংখ্যা দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলা হইতেছে—“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ”, অর্থাৎ ‘পঞ্চজন’ পাঁচটি ; যেমন ‘সপ্তর্ষি সাতজন’ বলা হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥ ১ । ৪ । ১১ ॥

সেই পঞ্চসংখ্যক পঞ্চজন কাহারো ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—“প্রাণাদয়ঃ” ইত্যাদি ।

[ব্রহ্মকে] বাহারা প্রাণেরও প্রাণ চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, অঙ্গেরও অঙ্গ এবং মনেরও মন বলিয়া জানান । ‘পঞ্চজন’ বাক্যেরই এই শেষাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, এখানে ব্রহ্মাশ্রিত প্রাণাদি পাঁচটি পদার্থই (প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অঙ্গ ও মনঃই) ‘পঞ্চজন’ শব্দে অভিহিত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই মন্ত্রটি কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন, উভয়শাখীরই সমান, সত্য ; কিন্তু, কাণ্ডশাখীর “প্রাণস্ত প্রাণম্” এই বাক্যের শেষে যখন অঙ্গের

ন বিদ্যতে ; তেষাং পঞ্চ পঞ্চজনাঃ প্রাণাদয় ইতি ন শক্যতে বক্তুন্ম ইতি ;
অত্রোত্তরম্—

জ্যোতিষৈকেষামসত্যমে ॥১॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ দ্বারা) একেষাং (অন্তর্বিগের কাণ্ডশাখীদের) অসতি
অবিদ্যমানে) অন্নে (অন্ন) ।]

[সরলার্থঃ—একেষাং শাখিনাং কাণ্ডানাং অন্নে অসতি “অন্নস্ত অন্নং” ইত্যেবম্ অন্নস্ত
পাঠাভাবে সতি, জ্যোতিষা “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” ইত্যুপক্রমস্থেন জ্যোতিঃশব্দবাচ্যো
ইন্দ্রিয়-পঞ্চকেন পঞ্চত্বসংখ্যা পূরণীয়ত্বার্থঃ । অয়মভিপ্রায়ঃ—যতপি কাণ্ডানাং শাখাসু অন্নশব্দ
বাচ্যাস্থাঃ পৃথিব্যাঃ সমুল্লেক্ষো নাস্তি, তথাপি “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” ইত্যুপক্রমবাক্যস্ব-
জ্যোতিঃশব্দেন যানি প্রকাশ্যকানি ইন্দ্রিয়াণি নির্দিষ্টানি : তাত্ত্বৈব ইহ “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ”
ইতি প্রতিনির্দিষ্টম্ ॥

যদিও কোন কোন শাখীদের অর্থাৎ কাণ্ডশাখীদের মতে অন্ন শব্দের উল্লেখ না থাকায় পঞ্চত্ব
সংখ্যার সঙ্গতি হয় না সত্য, তথাপি তাহাদের পক্ষে বাক্যের উপক্রমগত জ্যোতিঃশব্দ-বাচ্য
ইন্দ্রিয় দ্বাবাই এই পঞ্চত্ব সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই ‘পঞ্চ পঞ্চজন’
বাক্যে উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥]

একেষাং কাণ্ডানাং পাঠে অসত্যমে জ্যোতিষা “পঞ্চজনাঃ” ইন্দ্রিয়াণীতি
বিজ্ঞায়ন্তে ; তেষাং বাক্যশেষঃ প্রদর্শনার্থঃ এতদুক্তম্ভবতি—“যস্মিন্
পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যস্মাৎ পূর্বস্মিন্ মন্নে “তং দেবা জ্যোতিষাং
জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেহমৃতম্” [রহদা০ ৪ । ১৬] ইতি জ্যোতিষাং
জ্যোতিষে ন ব্রহ্মণ্যভিধীয়মানে ব্রহ্মাধীনস্বকার্য্যাণি কানিচ জ্যোতীংসি
প্রতিপন্নানি ; তানি চ বিষয়াণাং প্রকাশকানীন্দ্রিয়াণি, ইতি “যস্মিন্ পঞ্চ

উল্লেখ নাই, তখন তাহাদের পক্ষে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” পদে প্রাণাদি পঞ্চ বলিতে পারা যায় না ;
ইহার উত্তর—“জ্যোতিষৈকেষামসতি অন্নে” ॥

কাণ্ডশাখীদের পাঠে অন্ন শব্দ না থাকিলেও জ্যোতিঃশব্দে অভিহিত ইন্দ্রিয় সমূহই ‘পঞ্চজন’
বলিয়া প্রতীত হইতেছে ; উক্তার্থ প্রদর্শনার্থই তাহাদের বাক্যশেষে ‘পঞ্চজন’ শব্দটি প্রদত্ত
হইয়াছে । এই কথা বলা হইতেছে যে, “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই বাক্যের পূর্ববর্তী ‘দেবগণ,
জ্যোতিঃ সমূহেরও জ্যোতিঃ বা প্রকাশক এবং আয়ু ও অমৃতস্বরূপ তাঁহাকে (পরমেশ্বরকে)
উপাসনা করেন ।’ এই মন্নে জ্যোতিঃ সমূহেরও প্রকাশরূপে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, এবং
বাহাদের নিজ নিজ প্রকাশরূপ কার্য্যগুলি ব্রহ্মের অধীন, একরূপ কতকগুলি জ্যোতিরও প্রতীতি

পঞ্চজনাঃ” ইত্যনির্দ্বারিতবিশেষনির্দেশেনাবগম্যন্ত ইতি । “প্রাণস্ত” ইতি প্রাণ-শব্দেন স্পর্শেন্দ্রিয়ং (*) গৃহ্যতে, বায়ুসম্বন্ধিত্বাৎ স্পর্শনেন্দ্রিয়স্ত মুখ্য-প্রাণস্ত জ্যোতিঃশব্দেন প্রদর্শনায়োগাৎ । “চক্ষুষঃ” ইতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ং ; “শ্রোত্রস্ত” ইতি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্ ; “অন্নস্ত” ইতি প্রাণ-রসনয়োঃ তন্ত্ৰেণোপা-দানম্ ; অন্ন-শব্দোদিতপৃথিবীসম্বন্ধিত্বাৎ ভ্রাণেন্দ্রিয়মেনে গৃহ্যতে, অগ্নতে-অনেনেতি—অন্নমিতি রসনেন্দ্রিয়মপি গৃহ্যতে । “মনসঃ” ইতি মনঃ । ভ্রাণ-রসনয়োস্তন্ত্ৰেণোপাদানম্, ইতি পঞ্চত্বমপ্যবিরুদ্ধম্ । প্রকাশকানি মনঃপর্যন্তা-নীন্দ্রিয়াণি ‘পঞ্চজন’-শব্দনির্দিষ্টানি ; তদবিরোধায় ভ্রাণ-রসনয়োস্তন্ত্ৰেণোপা-দানম্ । তদেবং “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ” ইতি পঞ্চজন-শব্দনির্দিষ্টানীন্দ্রিয়াণি আকাশ-শব্দপ্রদর্শিতানি মহাভূতানি চ ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতানি, ইতি সর্বত্বানাং ব্রহ্মাশ্রয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ ন তন্মসিদ্ধপঞ্চ-বিংশতিতত্ত্বপ্রসঙ্গঃ । অতঃ সর্বত্র বেদান্তে সংখ্যোপসংগ্রহে তদভাবে বা ন কাপিলতন্মসিদ্ধ-তত্ত্বপ্রতিতিরস্তীতি (+) স্থিতম্ ॥১১৪॥১৩॥

[তৃতীয়ং সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥৩॥]

হইতেছে ; অতএব “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই সামান্যভিধায়ক বাক্যে কোন অর্থবিশেষ অবধারিত না থাকায় ঐ ইন্দ্রিয়সমূহই এই ‘পঞ্চজন’ শব্দে প্রতীত হইতেছে । শ্রুতান্ত “প্রাণস্ত” এই ‘প্রাণ’ শব্দেও স্পর্শনেন্দ্রিয় (দ্বগিন্দ্রিয়) গৃহীত হইয়াছে ; কারণ, স্পর্শনেন্দ্রিয়টি বায়ুব সহিত সম্বন্ধ ; অতঃ ‘জ্যোতিঃ’ শব্দেও মুখ্য প্রাণের গ্রহণ করা বাটতে পারে না । আর “চক্ষুষঃ” পদে চক্ষুরিন্দ্রিয়, “শ্রোত্রস্ত” পদে শ্রবণেন্দ্রিয়, এবং “অন্নস্ত” পদে ভ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের একত্র নির্দেশ করা হইয়াছে । অন্ন অর্থ—পৃথিবী, ভ্রাণেন্দ্রিয় সেই পৃথিবী-সম্বন্ধ, অর্থাৎ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন ; অতএব ‘অন্ন’ শব্দে ভ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রহণ করা হইতেছে । বাহা দ্বারা ভোজন করা হয়, তাহা অন্ন ; এই অর্থে রসনেন্দ্রিয়কেও [‘অন্ন’ শব্দে গ্রহণ করা যায়] । ‘মনসঃ’ পদে মনঃ ; ভ্রাণ ও রসনার এক সঙ্গে নির্দেশ হওয়ায় ; পঞ্চদ-সংখ্যাও বিরুদ্ধ হইতেছে না । প্রকাশস্বভাব মন পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ‘পঞ্চজন’ শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ক বিরোধ পরিহারার্থই ভ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে । অতএব ‘পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ ঘাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত,’ এই ‘পঞ্চজন’ শব্দাভিহিত ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ‘আকাশ’ শব্দে নির্দিষ্ট মহাভূতসমূহ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত ; এইরূপে সমস্ত তত্ত্বের ব্রহ্মাশ্রিতত্ব প্রতিপাদন হেতু এখানে সাংখ্যাসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্ভাবনাই নাই । অতএব, সংখ্যার

(*) স্পর্শনেন্দ্রিয়ম্ ইতি ‘ব’ পাঠ ।

(+) ‘ব’ পুস্তকে অস্তি পদং নাতি ।

কারণত্বাধিকরণম্ ।]

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপ-

দিস্টৌক্তেঃ ॥১॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—কারণত্বেন (কারণরূপে) চ (ও) আকাশাদিষু (আকাশ প্রভৃতিতে) যথাব্যপদিস্টৌক্তেঃ (অবধারিত সৰ্বজ্ঞত্বাদির উক্তি হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—জগৎকারণত্বাভিধায়কানি “তদৈক্ষত বহু স্মাৎ” ইত্যাদীনি বেদান্তবাক্যানি কিং প্রধানকারণতা-পর্যাপ্তি? উত ব্রহ্মকারণতাপর্যাপ্তি? ইতি সংশয়ে, “তদ্বেনং তর্হি অব্যাকৃত-মাসৌ, তং নাম-রূপাত্মাং ব্যাক্রিয়ত” ইত্যব্যাকৃত-ব্যাকবণৌক্তেঃ; অব্যাকৃতং চ প্রধানম্; অতঃ প্রধানকারণতাপর্যাপ্তি পূৰ্ব্বপক্ষঃ। তত্রোত্তরং—আকাশাদিষু আকাশপদচিহ্নিতেষু “তস্মাৎ এতস্মাদ্ আয়ন আকাশঃ সমুতঃ” ইত্যাদিষু ব্রহ্মকারণত্বব্যবস্থাপনাৎ অত্রাপি সৃষ্টিবাক্যেষু যথাব্যপদিস্টৌ সৰ্বজ্ঞত্ব-সৰ্বশক্তিজন্যাদিগুণযোগিতয়া স্মৃতিভিঃ ব্যবস্থাপিতঃ স্ত্রব ব্রহ্মণঃ কারণত্বেন উক্তেঃ হেতোঃ ব্রহ্মকারণতাপরত্বম্ উক্তবাক্যানামবধার্যাতে ইত্যর্থঃ।

‘সেই এই স্মাৎ হইতে আকাশ সমুত হইল,’ আকাশাদি পদযুক্ত ইত্যাদি বাক্যে আমরা ব্রহ্মের কারণতা সংস্থাপন করিয়াছি; অতএব, যে সমস্ত স্থলে ব্রহ্মশব্দ নাই, সে সমস্ত স্থলেও সৰ্বজ্ঞ সৰ্বশক্তিরূপে অবধারিত ব্রহ্মেরই কারণতা বুঝিতে হইবে; অতএব সৃষ্টিপ্রতিপাদক সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই ব্রহ্মকারণতাবোধক, কিন্তু প্রকৃতিকারণতাবোধক নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥]

পুনঃ প্রধানকারণবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে,—ন বেদান্তেহু একস্মাৎ সৃষ্টিরাস্মা-

গ্রহণ হউক বা নাই হউক, বেদান্তের কোথাও যে, কাপিল শাস্ত্রসম্মত তত্ত্বের প্রতীতি নাই, ইহা স্থির হইল (*) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥ [তৃতীয় সংযোগ্যপসংগ্রহাধিকরণ ॥ ৩ ॥]

‘প্রধান’ কারণবাদী পুনৰপি প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন—(+) বেদান্ত শাস্ত্রে একটা মাত্র

(*) তাৎপর্য—কাণ্ড ও মাধ্যলিন, এই দুইটীই বস্তুকৌশলী শাখা। তন্মধ্যে মাধ্যলিন শাখায় “প্রাপ্ত প্রাণম্” ইত্যাদি বাক্যে “অমৃত অমৃত” এইরূপ পাঠ আছে। এখানে ‘অমৃত’ অর্থে পৃথিবী—তদ্বিকার জ্ঞান ও বসন। গৃহীত হইয়াছে; হুতরাং প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অঙ্গ ও মন, এই পাঁচটি লটরা ‘পক্ষজন’ শব্দোক্ত পদা বর্ণ পরি-পণনা হইতে পারে; কিন্তু কাণ্ডশাখায় মন “অমৃত অমৃত” এইরূপ পাঠ নাই, তখন পক্ষজনসংখ্যার পূরণ হইতে পারে না। তদুপপাদনার্থ বলিতেছেন—যদিও কাণ্ডশাখায় অমৃত পাঠ নাই সত্য; তথাপি অসঙ্গতি হইতেছে না। কারণ, সেখানেও ‘পক্ষজন’ বাক্যের পূর্বে ‘জ্যোতিঃ’ শব্দের উপাদান রহিয়াছে; সেট ‘জ্যোতিঃ’ অর্থ—মদানি বিবর-প্রকাশক ইন্দ্রিয়সমূহ (পক্ষ ইন্দ্রিয়); সেট পক্ষ ইন্দ্রিয়েরই ‘পক্ষজন’ বাক্যে বিশেষ ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। “প্রাপ্ত প্রাণম্” ইত্যাদি বাক্যেও পক্ষ ইন্দ্রিয়েরই উল্লেখ হইয়াছে—প্রাণ অর্থ—স্পর্শেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ; শ্রোত্র—শ্রবণেন্দ্রিয়; অঙ্গ অর্থ—পৃথিবী-বিকার জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনেন্দ্রিয়, উভয়েরই একসঙ্গে গ্রহণ, আর মনঃ জ্যোতিঃশব্দের এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়পদার্থই ‘পক্ষজন’ শব্দে গৃহীত হইয়াছে।

(১) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম—‘জগৎকারণত্বাধিকরণ’। ইহা পাঁচটি অধ্যায় এইরূপ—(১) বিবর-বাক্য—“তদ্বেনং তদ্ব্যাকৃতমাসৌ” ইত্যাদি। (২) সংশয়-উক্তপ্রকার সৃষ্টিবোধক বেদান্তবাক্যসমূহ কি ব্রহ্মকারণতাবোধক? অথবা প্রধানকারণতাবোধক? (৩) পূর্বপক্ষ—‘অব্যাকৃত’ শব্দ যখন প্রধানবোধক, তখন

যতে, ইতি জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং ন যুক্ত্যতে চ বক্তুং (*) । তথাহি —
 “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” [ছান্দো ৬।২।১] ইতি সংপূর্বিকা সৃষ্টি-
 রান্নায়তে ; “অসন্না ইদমগ্র আসীৎ” [তৈত্তি ৩।১।১] ইত্যসংপূর্বিকা
 চ ; অত্ৰ “অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীত্ত্বং সমভবৎ” [ছান্দো
 ৩।১।৩১।১] ইতি চ । অতো বেদান্তেষু স্রষ্টরব্যবস্থিতেজ্জগতো ব্রহ্মৈক-
 কারণত্বং ন নিশ্চেষ্টুং শক্যম্ ; প্রত্যুত প্রধানকারণত্বমেব নিশ্চেষ্টুং শক্যতে ;
 “তদ্বদেং তহ্যব্যাকৃতম্” [বৃহদা ৩।৪।৭] ইত্যব্যাকৃতে প্রধানেন জগতঃ
 প্রলয়মভিধায় । “তৎ স্রষ্টরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইত্যব্যাকৃতাদেব জগতঃ
 সৃষ্টিশ্চাভিধীয়তে । অব্যাকৃতং হি অব্যক্তম্ ; নামরূপাভ্যাং ন ব্যাক্রিয়তে—
 ন ব্যজ্যতে ইত্যর্থঃ, অব্যক্তং প্রধানমেব ; অস্ম চ স্বরূপনিত্যত্বেন পরিণামা-
 শ্রয়ত্বেন চ জগৎকারণবাক্যগতো সদসচ্ছন্দো ব্রহ্মণীবাস্মিন্ ন বিরোৎশ্যেতে ।

কাৰণ হইতে সৃষ্টি কথিত হয় না ; সুতবাং একমাত্র ব্রহ্ম-কাৰণ হইতেই জগৎসৃষ্টি বলিতে
 পারা যায় না । দেখ, ‘হে সোমা ! অগ্রে এই জগৎ সংস্বরূপই ছিল,’ এই শ্রুতিতে সংপূর্বিকা
 সৃষ্টি পঠিত আছে ; ‘অগ্রে এই জগৎ অসংস্বরূপই ছিল’ এখানে আবাব অসংপূর্বিকা সৃষ্টি ;
 অত্ৰ আবার ‘এই জগৎ অগ্রে অসংই ছিল’ সেই সং ছিল, তাহাই সম্ভূত হইয়াছিল’
 এইরূপ ও বর্ণনা আছে । অতএব, বেদান্তে সৃষ্টিকর্তার অব্যবস্থা বা অস্থিরতা হেতু একমাত্র ব্রহ্মই
 যে, জগতের কারণ, ইহা নিশ্চয় কবিতো পারা যায় না ; বরং প্রধানকেই জগতের কারণ
 বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে ; কাৰণ, ‘এই জগৎ সে সময় অব্যাকৃত (অভিব্যক্ত)
 ছিল,’ এই বাক্যে ‘অব্যাকৃত’-শব্দবাচ্য প্রকৃতিতে জগতের প্রলয় বলিয়া, ‘সেই অব্যাকৃতই
 নাম ও রূপাকারে ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হইল’ এই বাক্যে আবার ‘অব্যাকৃত’ হইতে জগতের সৃষ্টিও
 অভিহিত হইয়াছে । ‘অব্যাকৃত’ অর্থ—অব্যক্ত অর্থাৎ [তখনও] নাম ও রূপাকারে ব্যাকৃত হয়
 নাই—অভিব্যক্ত হয় নাই । অব্যক্ত অর্থ ত প্রধানই বটে । এই প্রধান যখন স্বরূপতঃ নিত্য
 এবং নিখিল পরিণামের আধার, তখন জগৎকারণ-প্রতিপাদক বাক্যস্থিত ‘সং’ ও ‘অসং’
 শব্দদ্বয় ব্রহ্মের ভ্রায় প্রকৃতিতেও বিরুদ্ধ হইবে না । এইরূপে যদি অব্যাকৃতেরই কাৰণত্ব নিশ্চিত

সৃষ্টিপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যানুসংগত প্রধানকারণতাবোধকই বটে, ব্রহ্মকারণতাবোধক নহে । (৪) উত্তর—না—
 সৃষ্টিবাক্যগুলি প্রধানকারণতাবোধক নহে ; পরন্তু ব্রহ্মকারণতাবোধকই বটে ; কাৰণ, “তস্মাৎ এতস্মাৎ”
 ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই আকাশাদিগণ কারণরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; সুতরাং অত্ৰও তাঁহারই
 গ্রহণ করা উচিত । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব জগৎকারণতাবোধক সমস্ত সৃষ্টিবাক্যই ব্রহ্মের কারণতা
 প্রতিপন্ন হইতেছে ।

(*) ন যুক্ত্যতে । কথং ? তথাহি ইতি ‘ন’ পাঠঃ ।

এবমব্যাকৃত কারণে নিশ্চিত সতি ঈক্ষণাদয়ঃ কারণগতাঃ সৃষ্টোন্মুখ্যভি-
প্রায়েণ যোজয়িতব্যঃ । ব্রহ্মাত্ম-শব্দাবপি বৃহত্ত্ব-ব্যাপিত্বাভ্যাং প্রধান এব
বর্তেতে ; অতঃ স্মৃতিস্মরণপ্রসিদ্ধং প্রধানমেব জগৎকারণং বেদান্তবাক্যৈঃ
প্রতিপাদ্যতে ; ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্যাহে—“কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপ-
দিষ্টোক্তেঃ ।”

[সিদ্ধান্তঃ—]

চ-শব্দঃ তু-শব্দার্থে ; সর্বজ্ঞাৎ সর্বৈশ্বর্যং সত্যসঙ্কল্পান্নিরন্তনিখিলদোষ-
গন্ধাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ এব জগদুৎপত্তত ইতি নিশ্চয়ঃ শক্যতে । কুতঃ ?
আকাশাদিষু কারণত্বেন যথাব্যপদিষ্টোক্তোক্তেঃ—সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টত্বেন
“জন্মান্তস্ত যতঃ” [সূত্রং ১।১২] ইত্যেবমাদিষু প্রতিপাদিতং ব্রহ্ম যথাব্যপ-
দিষ্টমিত্যুচ্যতে, তস্মৈকস্মৈব আকাশাদিষু কারণত্বেনোক্তেঃ । “তস্মাদ্বা
এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ” [তৈত্তিঃ আন ১], “তত্ত্বজোহসৃজত”
[ছান্দোগ্য ১২।২] ইত্যাদিষু সর্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব কারণত্বেনোচ্যতে । তথাহি—
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, ...সোহস্মুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা”
[তৈত্তিঃ আন ১] ইতি প্রকৃতং বিপশ্চিতদেব ব্রহ্ম “তস্মাদ্বা এতস্মাৎ” ইতি
পরামৃশ্যতে । তথা “তদৈক্ষত বহু স্মাম্” ইতি নির্দিষ্টং সর্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব

হয়, তাহা হইলে কারণসম্বন্ধে ঈক্ষণাদি ধর্মগুলিরও সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখীভাবাপ্রায়ে যোজনা
করিতে হইবে । ‘ব্রহ্ম’ শব্দ এবং ‘আত্ম’ শব্দও বৃহত্ত্ব ও ব্যাপকত্ব নিবন্ধন প্রধানেও প্রযুক্ত হইতে
পারে, অর্থাৎ জগদপেক্ষা বৃহত্ত্বনিবন্ধন ব্রহ্ম, আর ব্যাপকত্ব নিবন্ধন আত্ম । অতএব, সাংখ্য-
স্মৃতি-সিদ্ধ ও যুক্তিসম্মত প্রধানকেই বেদান্ত শাস্ত্রসমূহ সৃষ্টিকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে ;
এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় কথিত হইতেছে—‘কারণত্বেন চাকাশাদিষু’ ইত্যাদি ।

সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দটি ‘তু’ শব্দের অর্থে প্রযুক্ত [পূর্বপক্ষ ব্যাবৃত্তিহচক] । সর্বজ্ঞ, সর্বৈশ্বর,
সত্যসংকল্প, সর্ববিধ দোষসম্পর্কশূন্য পরব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়,
ব্রহ্মের জগৎ কারণত্ব সিদ্ধান্ত] ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় । কারণ ? যেহেতু আকাশাদি বিষয়ে
কারণরূপে ব্যবস্থিত ব্রহ্মের উল্লেখ রহিয়াছে । “জন্মান্তস্ত যতঃ” প্রভৃতি সূত্রে সর্বজ্ঞত্বাদি
গুণবিশিষ্টরূপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মই ‘যথাব্যপদিষ্ট’ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ; যেহেতু
আকাশাদি স্থলেও সেই একই ব্রহ্মের কারণতা উক্ত হইয়াছে ; অতএব ‘সেই এই আত্মা হইতে
আকাশ সমুতঃ’ হইল, ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি বাক্যেও সেই সর্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎ-
কারণরূপে অভিহিত হইতেছেন । দেখ, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অমল স্বরূপ’, ‘তিনি সর্বদর্শী
ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম উপভোগ করেন’, এইরূপে যে সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম প্রকৃষ্ট হইয়াছেন, ‘সেই
এই আত্মা হইতে’ এই বাক্যে আবার সেই ব্রহ্মই পরামুষ্টি বা নির্দিষ্ট হইয়াছেন । সেইরূপ,

“তত্ত্বজোহম্ভজত” ইতি পরামৃশ্যতে । এবং সর্বত্র সৃষ্টিবাক্যেযু দ্রষ্টব্যম্ ;
অতো ত্রৈলোক্যকারণং জগদতি নিশ্চীয়তে ॥১৪৥১৪॥

ননু “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যসদেব কারণত্বেন ব্যপদিশ্যতে ; তৎ
কথমিব সর্বজ্ঞস্ত সত্যসঙ্কল্পস্ত ত্রৈলোক্য এব কারণত্বং নিশ্চীয়তে ? ইত্যত
আহ—

সমাকর্ষণং ॥১৪৥১৫॥

[পশ্ছেদঃ—সমাকর্ষণং [সর্বজ্ঞ ত্রৈলোক্য] সমাকর্ষণ অর্থাৎ সম্বন্ধ হেতু) ।

[সবলার্থঃ—পূর্বমুক্তস্ত “সোহিকাময়ত, বহু স্রাং, প্রজায়েয়” ইতি বচনভবনসংকল্পপূর্বকং
জগৎ সৃজতঃ সর্বজ্ঞস্ত ত্রৈলোক্য এব “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যত্র সমাকর্ষণং সম্বন্ধনাম্ হেতোঃ
“অসদ্বা” ইত্যাদাবপি সর্বজ্ঞস্ত ত্রৈলোক্য এব কাবণত্বোক্তিঃ, নতু অসতোহব্যাকৃতত্ব । সৃষ্টিঃ প্রাক্
প্ৰসূতনাম-রূপসম্বন্ধাভাবাৎ ত্রৈলোক্য এব “অসং”পদেন নির্দেশঃ কৃত ইত্যাবশ্যঃ । অতঃপ্রাপ্যোবমেব
যোজনীয়ম্ ॥

‘তিনি কামনা কবিয়াছিলেন, আমি বহু হইব’ এই পূর্বশ্রুতিতে যে সর্বজ্ঞ ত্রৈলোক্য নির্দেশ
হইয়াছে ; “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” এই স্থলে সেই সর্বজ্ঞ ত্রৈলোক্যই সমাকর্ষণ বা সম্বন্ধস্থাপন হেতু
এখানেও সেই সর্বজ্ঞ ত্রৈলোক্যই কাবণতা বুঝিতে হইবে । বর্তমান সময়ের ত্রায় সৃষ্টিব পূর্বে
নাম ও রূপ পবিশ্লিষ্ট ছিল না ; এই জন্ত বন্ধকেও অসং বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । অতঃ
সৃষ্টিবাক্যেও এইরূপই যোজনা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥]

“অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যত্রাপি বিপশ্চিদানন্দময়ং সত্যসঙ্কল্পং ত্রৈলোক্য
সমাকৃশ্যতে । কথম্ ? “তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদিনোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ,
সোহিকাময়ত বহু স্রাং প্রজায়েয়েতি, ইদং সর্বমম্ভজত যদিদং কিঞ্চ, তৎ

‘তিনি আলোচনা কবিলেন, ‘আমি বহু হইব’ এই শ্রুতিনির্দিষ্ট সর্বজ্ঞ ত্রৈলোক্যই ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি
কবিলেন’ এই বাক্যে পুনঃ পরামৃষ্ট হইয়াছেন । সমস্ত সৃষ্টিবাক্যই এইপ্রকার বুঝিতে হইবে ;
অতএব, ত্রৈলোক্যই যে, জগতের একমাত্র কারণ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥ ১৪ ॥

ভাল, সৃষ্টির পূর্বে ‘এই জগৎ অসংই ছিল,’ এই স্থলেও যখন অসংই কারণরূপে অভিহিত
হইতেছে, তখন সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প ত্রৈলোক্যই কাবণতা নিশ্চিত হইতেছে কিরূপে ? এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—“সমাকর্ষণং” ।

‘অগ্রে এই জগৎ অসংই ছিল,’ এই স্থলেও বিশেষজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও আনন্দময় ত্রৈলোক্যই
সমাকৃষ্ট বা সম্বন্ধ হইয়াছেন । কিরূপে ? [উত্তর—] ‘সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও অন্তর
অপব একটি আত্মা—আনন্দময় ।’ ‘তিনি কামনা কবিয়াছিলেন বহু হইব—জন্মিব ।’ ‘এই

স্বকৃৎ। তদেবানুপ্রাবিশং, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬] ইত্যাদিনা ব্রাহ্মণেন আনন্দময়ং ব্রহ্ম সত্যসঙ্কল্পং সর্বশ্চ স্বকৃৎ সর্বানু-প্রবেশেন সর্বানুভূতমভিধায়, “তদপোষ শ্লোকো ভবতি” ইত্যুক্তস্বার্থস্য সর্বশ্চ সাক্ষিহেন হি উদাহৃতোহয়ং শ্লোকঃ “অসন্ন ইদমগ্র আসীৎ” ইতি। তথা উত্তরত্র—“ভীষাস্মাদ্রাতঃ পবতে” ইত্যাদিনা তদেব ব্রহ্ম সমাকৃষ্য সর্বশ্চ প্রশাসিতৃত্ব-নিরতিশয়ানন্দত্বাদয়োহভিধীয়ন্তে; অতোহয়ং মন্তস্তদ্বিয়ম্ এব। তদানীং নাম-রূপবিভাগাভাবেন তৎসম্বন্ধিতয়া অস্তিত্বাভাবাদ্ ব্রহ্মে-বাসংশব্দেনোচ্যতে। “অসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যত্রোপায়মেব নির্বাহঃ।

যদুক্তং, “তদ্বদেং তহ্যব্যাকৃতমাসীৎ” [বৃহদাঃ ৩।৪।৭] ইত্যত্র প্রধান-মেব জগৎকারণত্বেনাভিধীয়তে ইতি; নেতৃত্বাচ্যতে, তত্রাপি অব্যাকৃত-শব্দেন

সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিলেন, এই যাহা কিছু দৃষ্ট হয়। তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহারই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সং ও ত্যং (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন, এই ব্রাহ্মণবাক্যে আনন্দময়, সত্যসংকল্প ও সর্বশ্রুৎ ব্রহ্মকে সর্বানুপ্রবেশ নিবন্ধন সকলের আয়ত্বরূপ বলিয়া নির্দেশ কবত, ‘উক্তার্থে এই একটি শ্লোকও অর্থ্যৎ সংক্ষিপ্তার্থক বাক্যও আছে’ এই বলিয়া পূর্বোক্ত সর্ববিষয়ের সাক্ষিত্ব-জ্ঞাপক “অসন্ন ইদমগ্র আসীৎ” এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন। পবেও এইরূপ ‘ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়’ ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মেই সনাক্ষণপূর্বক তাঁহাবই সর্বশাসনকর্তৃৎ ও নিরতিশয় আনন্দর প্রভৃতি ধর্মসমুদয় অভিহিত করিয়াছেন; অতএব সেই ব্রহ্ম বিষয়েই এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। সে সময়ে (সৃষ্টির পূর্বসময়ে) নাম-রূপায়ক বিভাগ না থাকায় নাম-রূপ সম্বন্ধভাবে তাঁহার অস্তিত্বও ছিল না; এই জন্যই তদবস্থ ব্রহ্ম ‘অসৎ’ শব্দে অভিহিত হইতেছেন *)। ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল,’ এখানেও উক্ত প্রকাবেই অর্থসঙ্গতি করিতে হইবে।

আব যে, ‘তখন সেই এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল,’ এই স্থলে ‘অব্যাকৃত’ শব্দে প্রধানই (প্রকৃতিই) অভিহিত হইতেছে, বলা হইয়াছে; আমরা বলিতেছি, না—তাহা হয় নাই; সেখানেও ‘অব্যাকৃত’ শব্দে অব্যাক্তশরীর ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন; [কেননা,] ‘সেই

(*) তাৎপৰ্য্য—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, উত্তর ভাবেই ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, বাহ্যিক নাম ও রূপ (আকৃতি) লৌকিক-ব্যবহারের বিষয়ীভূত হই, তাহাই সৎ, আর বাহ্যিক নাম ও রূপ ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয় না; তাহাই ‘অসৎ’। তাহাই হইল ব্যবহারিক সৎ ও অসৎ; কিন্তু, পারমার্থিক সৎ ও অসৎ, অন্তপ্রকার; বাহ্যিক উৎপত্তি, ধ্বংস ও বিকার নাই, তাহাই সৎ, তদ্বিন্ন সমস্তই অসৎ। অতএব, সৃষ্টির পূর্বে যখন নাম ও রূপ কিছুমাত্র অতিব্যক্ত ছিল না; জগতের বীজরূপী একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন; উল্লিখিত নিয়মানুসারে তৎকালীন ব্রহ্মকেও ‘অসৎ’ শব্দে নির্দেশ করা অপ্রচলিত হইতেছে না, পরন্তু, স্রষ্টি সেই অভিপ্রায়েই এই ‘অসৎ’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

অব্যাকৃতশরীরং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে; “স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখ্যাত্ৰেভ্যঃ, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণুন্ শ্রোত্রং, মন্যনো মনঃ, আত্মোত্যোবোপাসীত,” [ব্রহ্মাণ্ড ৩৪।৭] ইত্যত্র “স এষঃ” ইতি তচ্ছব্দেনাব্যাকৃতশব্দনির্দিষ্টশাস্ত্যুঃ প্রবিষ্ণ্য প্রশা-
সিত্বেনানুকর্ষণং “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ,” [তৈত্তিরি়্য আনন্ড ৬] “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্ণ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছন্দো ৬।৩২] ইতি শ্রুতুঃ সর্বজ্ঞস্ত পরস্ত ব্রহ্মণঃ কার্যানুপ্রবেশ-(*) নামরূপব্যাকরণ-
প্রসিদ্ধেচ্চ । “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনাশ্চ সর্বাত্মা” [আরুণ্য ১।৬।২১] ইতি নিয়মনার্থত্বাদনুপ্রবেশস্ত প্রধানত্যাচেতনশ্চৈবংরূপোহনুপ্রবেশো ন
সংভবতি । অতোহব্যাকৃতম্—অব্যাকৃতশরীরং ব্রহ্ম “তন্মামরূপাভ্যাং ব্যাক্রি-
য়ত” ইতি তদেবাভিভক্তনামরূপং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং স্বেনৈব বিভক্ত-
নামরূপং স্বয়মেব ব্যাক্রিয়ত ইত্যাচ্যতে । এবং চ সতি দৈক্ষণাদয়ো মুখ্যা এব-
ভবন্তি । ব্রহ্মাত্মশব্দাবপি নিরতিশয়বৃহৎ-নিয়মনার্থ-ব্যাপিত্বাভাবেন প্রধানেন
ন কথঞ্চিৎপপত্তে; অতো ব্রহ্মৈককারণং জগদতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥১৫॥

[চতুর্থ কারণত্ৰাধিকরণম্ । ৪ ॥]

এই আত্মা এই শরীবে নথিব অগ্রভাগে পুৰ্য্যন্ত সর্বত্র প্রবিষ্ট আছেন; দর্শন কবেন বলিয়া চক্ষুঃ, শ্রবণ করেন বলিয়া শ্রোত্র, এবং মনন বা চিন্তা কবেন বলিয়া মনঃ শব্দ বাচ্য হন; তাহাকে ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা করিবে’, এই স্থলে ‘তৎ’ (সঃ) শব্দ দ্বারা পূর্বোক্ত ‘অব্যাকৃত’-শব্দোক্ত পদার্থকেই অন্তঃপ্রবেশপূর্বক প্রশাসিতা বলিয়া আকর্ষণ করা হইয়াছে । বিশেষতঃ, ‘তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহাবই মধ্যে প্রবেশ করিলেন,’ এবং ‘এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশিত করিব’, এই স্থলে জগৎস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ পরব্রহ্ম কর্তৃক কার্যানুপ্রবেশ এবং নাম ও রূপের অভিব্যক্তি কবণই প্রসিদ্ধ বহিয়াছে । ‘সকল আত্মা ব্রহ্ম দ্ব্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সর্বজ্ঞানের শাসন করেন’ ইত্যাদি বাক্যোক্ত যে তাহাব অনুপ্রবেশ, জগৎ শাসন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য; কিন্তু অচেতন প্রধানের পক্ষে সে উদ্দেশ্য কখনই সম্ভবপর হইতেছে না । অতএব অব্যাকৃত অর্থ—যাহাব শরীরে অভিব্যক্তি হয় নাই, সেই ব্রহ্ম; ‘তিনিই নাম ও রূপাকারে ব্যক্ত হইলেন,’ এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, যাহাব নাম ও রূপ বিভক্ত হয় নাই, সেই সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প স্বয়ং ব্রহ্মই নাম-রূপাকারে ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইলেন । এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, ‘দৈক্ষণা’দি শব্দগুলিরও মুখ্যার্থ সম্ভবপর হইতে পারে । আর নিরতিশয় বা সর্বাধিক বৃহৎ এবং সর্বনিয়মনোপযোগী ব্যাপিত্ব না থাকায় প্রধানের সম্বন্ধে ব্রহ্মশব্দ ও আত্মশব্দের প্রয়োগ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না । অতএব ব্রহ্মই যে, জগতের একমাত্র কারণ, তাহা স্থিতির হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥ [চতুর্থ কারণত্ৰাধিকরণম্ ৪ ॥]

জগৎপ্রতিপাদকঃ ।]

জগৎপ্রতিপাদকঃ ॥১৥৪॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—জগৎপ্রতিপাদকঃ (জগতের প্রতিপাদক হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—কৌষীতকিনা 'ব্রহ্ম তে ব্রহ্মি' ইত্যুপক্রম্য "যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যন্ত বৈতং কৰ্ম্ম, স বেদিতব্যঃ", অত্র বেদিতব্যতয়োগপদিষ্টঃ পুরুষঃ কিং সাংখ্যোক্তঃ পুরুষঃ? অথবা পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। প্রকৃতিরহিতঃ সাংখ্যপুরুষ এবৈতি পূৰ্ব্বপক্ষঃ। অত্রোত্তরং—"যন্ত বৈতং কৰ্ম্ম" ইত্যত্র 'কৰ্ম্ম'-শব্দস্ত 'ক্রিয়তে যং, তং কৰ্ম্ম', ইতি বুৎপত্ত্যা জগৎপ্রতিপাদকত্বাৎ কৃত্বম্বেব জগৎ যন্ত কৰ্ম্ম—কার্য্যং, সঃ পরমপুরুষ এব বেদিতব্যতয়া উপদিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥

কৌষীতকী শ্বশি বালাকির নিকট উপস্থিত হইয়া 'তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব' এইরূপ কথার উপক্রম করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'হে বালাকে, যিনি এই সৰ্ব্ব পুরুষের কৰ্ত্তা, এই জগৎ যাহাব কৰ্ম্ম, তাহাকে জানিবো।' এখানে সংশয় হইতেছে যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে যাহাব উপদেশ করা হইয়াছে, সেই পুরুষটি কি সাংখ্যোক্ত পুরুষ? অথবা পরমাত্মা? ইহা সাংখ্যোক্ত পুরুষই বটে; এইরূপ পূৰ্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, না—এখানে পুরুষপদে সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে; কারণ, এখানে 'কৰ্ম্ম' অর্থ ক্রিয়মাণ জগৎ; পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহাবো পক্ষে এই সমস্ত জগৎ নির্মাণ করা সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব পরমাত্মাই এই পুরুষ, সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে ॥ ১।৪।১৬ ॥]

পুনরপি সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,—যত্বেপি বেদান্তবাক্যানি চেতনং জগৎকারাহেন প্রতিপাদয়ন্তি, তথাপি তদ্বিসন্ধিপ্ৰধানপুরুষাতিরিক্তং বস্তু জগৎকারণং বেদ্যতয়া ন তেভ্যঃ প্রতীয়তে। তথা হি—ভোক্তারমেব পুরুষং কারণং বেদ্যতয়া অদীয়তে কৌষীতকিনো বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে

(*) সাংখ্যবাদী পুনশ্চ প্রতিপক্ষভাবেও উপস্থিত হইতেছেন। যদিও বেদান্তবাক্যসমূহ চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন সত্য, তথাপি সে সমস্ত বাক্য হইতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষাতিরিক্ত অপর কোন পদার্থ (ব্রহ্ম) জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞাতব্যরূপে প্রতীত হইতেছে না। দেখ—কৌষীতকিশাখীরা বালাকি ও অজাতশত্রুর কথোপকথনপ্রস্তাবে

(*) তৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম 'জগৎপ্রতিপাদকঃ'। ইহা—যাডুপ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত তিনশ্লোকে সমাপ্ত। ইহার পাঁচটি অধ্যায় এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"যো বৈ বালাকে, এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা * * * সঃ বেদিতব্যঃ"। (২) সংশয়—এই বেদিতব্য পুরুষ কি সাংখ্যোক্ত পুরুষ? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূৰ্ব্বপক্ষ—পুরুষই বটে; কেননা, বেদান্তসমস্ত পরমাত্মার পক্ষে পুণ্য-পাপময় কৰ্ম্ম সম্ভব হয় না। (৪) উত্তর—না—ইহা সাংখ্যপুরুষ নহে—পরম পরমাত্মাই বটে; কারণ, এখানে 'কৰ্ম্ম' অর্থ—পুণ্য-পাপ নহে—জগৎ; সমস্ত জগৎকৰ্ত্তৃৎ পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহাবো সম্ভব হ'ল না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—পরমাত্মার উপাসনা, এবং তাহার কলে দৃষ্টিলাভ।

“ব্রহ্ম তে ব্রহ্মাণি” ইত্যুপক্রম্য “যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যস্য বৈতং (*) কৰ্ম্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ” [কোষীতকী० ৪।১৮] ইতি উপক্রমে বক্তব্যতয়া বালাকিনোপক্ষিপ্তং ব্রহ্ম অজানতে তস্মৈ এব অজ্ঞাতশত্রুণা “স বৈ বেদিতব্যঃ” ইতি ব্রহ্মোপদিষ্ট্যতে । “যস্য বৈতং কৰ্ম্ম” ইতি কৰ্ম্মসম্বন্ধাৎ প্রকৃত্যধ্যক্ষো ভোক্তা পুরুষো বেদিতব্যতয়োপ-
দিষ্টং ব্রহ্মেতি নিশ্চীয়তে, নার্মাস্তুরম্, তস্য কৰ্ম্মসম্বন্ধানভূপগমাৎ । কৰ্ম্ম চ পুণ্য-পাপলক্ষণং ক্ষেত্রজ্ঞাস্তৈব সম্ভবতি ।

ন চ বাচ্যং, ক্রিয়ত ইতি কৰ্ম্ম ইতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণোপ-
স্থাপিতং জগৎ এতৎ কৰ্ম্মেতি নির্দিষ্ট্যতে, যস্মৈতৎ কৃৎস্নং জগৎ কৰ্ম্ম, স বেদিতব্যঃ, ইতি ক্ষেত্রজ্ঞাদর্থাস্তুরমেব প্রতীয়ত ইতি ; “যো বৈ বালাক

ভোক্তা পুরুষকেই কাবণরূপে জ্ঞাতব্য বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন—‘তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ করিতেছি,’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিলেন—‘হে বালাকে, যিনি এই পুরুষসমূহের কৰ্ত্তা, এবং জগৎ যাহার কৰ্ম্ম বা কার্য্য, তিনিই জ্ঞাতব্য’ ইতি । বালাকি প্রথমতঃ বাক্যোপক্রমে যে ব্রহ্মকে বলিবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে বালাকি সেই ব্রহ্মকে জানে না, ইহা দেখিয়া অজ্ঞাতশত্রু নিজেই তাহাকে সেই ব্রহ্মের সম্বন্ধে উপদেশ করিতে লাগিলেন (+) । ‘ইহা যাহার কৰ্ম্ম’ এই বাক্যে কৰ্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকার নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে উপদিষ্ট ব্রহ্ম-পদার্থটি সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি-প্রেরক ভোক্তা পুরুষ ভিন্ন আর কেহ নহে, অর্থাৎ এই ব্রহ্ম পবব্রহ্ম নহে ; কেন না, তাহার কোনরূপ কৰ্ম্মসম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না । আর পুণ্যাপুণ্যরূপ কৰ্ম্মসম্বন্ধও ক্ষেত্রজ জীবের পক্ষেই সম্ভবপর হয় ।

এ কথাও বলিতে পার না যে, কৰ্ম্ম অর্থ—যাহা ক্রিয়মাণ, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-গ্রাহ্য এই জগৎই ‘কৰ্ম্ম’ শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে ; এবং ‘এই সমস্ত জগৎ যাহার কৰ্ম্ম, তাহাকে জানিতে হইবে’, এইরূপ শ্রুতিও রহিয়াছে ; অতএব ক্ষেত্রজ জীব হইতে অণু-পদার্থ পৰমাণ্বাই এখানে প্রতীত হইতেছে । তাহা হইলে, ‘হে বালাকে, যিনি এই পুরুষগণের

(*) যস্য বৈতং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—কোষীতকী উপনিষদে বালাকি ও অজ্ঞাতশত্রুর সংবাদ এইরূপ লিখিত আছে—বালাকি-
নামক জনৈক পাণ্ডিত্যাভিমাত্রী ব্রাহ্মণ কাশীরাজ অজ্ঞাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন । তিনি উপস্থিত
হইয়া রাজাকে বলিলেন—“ব্রহ্ম তে ব্রহ্মাণি”—আমি তোমাকে ব্রহ্মত্ব বলিতে ইচ্ছা করি, এই কথা শুনিয়া
অজ্ঞাতশত্রু বালাকিকে বহু অর্থবান করিতে প্রতিক্ষতি করিলেন । অবশেষে, বালাকি স্বীয় জ্ঞানানুসারে এক
একটি ব্রহ্ম বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন, আর রাজা সেগুলির অত্রহ্ম বুঝাইতে পারিলেন ।
তাহার পর বালাকি অপ্রতিত হইয়া তুর্ভীকৃত হইলেন ; তখন অজ্ঞাতশত্রু বালাকির জান-সীমা অবগত হইয়া
“যো বৈ বালাকে” ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত ব্রহ্মত্ব উপদেশ করিলেন ; বালাকিও স্বার্থ ব্রহ্মত্ব অবগত হইয়া
অজ্ঞাতশত্রুর শরণাগত হইলেন ।

এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যস্য বৈতৎ কশ্ম” ইতি পৃথগ্নিন্দেশবৈয়র্থ্যাং, কশ্ম-শব্দস্য চ লোক-বেদয়োঃ পুণ্যপাপ-রূপ এব কশ্মণি প্রসিদ্ধেঃ । তত্ত্বোক্তকশ্মনিমিত্তত্বাং জগত্পত্তেঃ এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তেতি চ ভোক্তুরেব উপপত্তে ।

তদয়মর্থঃ—এতেষামাদিত্যমণ্ডলাদধিকরণানাং ক্ষেত্রজভোগ্য-ভোগোপ-করণভূতানাং যঃ কারণভূতঃ, এতৎকারণভাবেহেতুভূতং পুণ্যাপুণ্যলক্ষণং চ কশ্ম যস্য, স বৈ বেদিতব্যঃ—তৎস্বরূপং প্রকৃতেৰ্বিবিক্তং বেদিতব্যম্, ইতি । তথোত্তরত্র “তো হ স্পৃশং পুরুষমাজগাতুঃ, তং যষ্টিনাচিক্ষেপ” ইতি, স্পৃশ-পুরুষগমন-যষ্টিঘাতোথাপনাদীনি চ ভোক্তৃ-প্রতিপাদন (*) এব লিঙ্গানি (+) । তথোপরিষ্ঠাদপি ভোক্তেব প্রাপ্যপত্তে “তদ্যথা শ্রেষ্ঠী স্বেভুঙ্ক্তে, যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্বা এতৈরাভ্যভিভুঙ্ক্তে, এবমেবৈত আত্মান এনং ভুঞ্জন্তি” [কৌষীতকী ৪।২০] ইতি । তথা

কৰ্ত্তা, এবং ইহা বাহ্যব কশ্ম’; এইরূপ [কৰ্ত্তা ও কশ্মের] পৃথক্ নির্দেশ করা অনর্থক হইয়া যায় (+); বিশেষতঃ লোক-ব্যবহার ও বেদপ্রয়োগ, সৰ্বত্রই পুণ্য-পাপময় কশ্মেই ‘কশ্ম’ শব্দ প্রসিদ্ধ । অপিচ, বিভিন্ন ভোক্তাব কশ্মানুসারেই যখন জগতের উৎপত্তি, তখন ‘এই সমস্ত পুরুষের কৰ্ত্তা’ এই কথাটিও ভোক্তার সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতেছে ।

অতএব ইহার অর্থ এই যে, যিনি আদিত্যমণ্ডলাদিতে অবস্থিত এবং জীবের ভোগ্য ও ভোগোপকরণস্বরূপ এই পুরুষগণের কারণস্বরূপ, এবং এই কারণভাবেরও (কারণত্বেরও) হেতুভূত পুণ্য ও পাপ বাহার কশ্মস্বরূপ, তাহাকেই জানিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপটিকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ কবিয়া বুঝিতে হইবে । সেইরূপ পবেও আছে—‘তাহাবা উত্তরে স্পৃশ পুরুষের নিকট আগমন করিলেন; তাহাকে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন।’ এই যে, স্পৃশ পুরুষসমীপে গমন, এবং যষ্টির আঘাতে উত্থাপনাদি কার্য্য, তৎসমুদয়ও ভোক্তৃপ্রতিপাদনেবই লিঙ্গ বা গ্রাহক (+) । এইরূপ পূর্বেও ভোক্তারই প্রতিপাদন রহিয়াছে, ‘শ্রেষ্ঠী (বণিক্) যেমন ধন ভোগ করে, এবং ধনও যেমন শ্রেষ্ঠীকে ভোগ করে, ঠিক তেমনি এই প্রজ্ঞাত্বাও এই দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোগ করে, ঠিক সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিও আবার ইহাকে ভোগ করে’ ।

(*) ভোক্তৃ প্রতিপাদনে’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) বিজ্ঞানীতি’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(:) তাৎপৰ্য্য—প্রকৃত আত্মা যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত অজ্ঞাতস্বরূপ বাল্যকালে লইয়া প্রগাঢ়নিদ্রাভিত্তক একটি লোকের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিকে নানাবিধ নায়ে ভাঙিতে থাকিলেন; যখন তাহাতেও সে উত্তর দিল না, তখন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন, তাহার ফলে নিদ্রিতের প্রবোধ জন্মিল । এই আরা যদি ভোক্তা না হইত, তাহা হইলে যষ্টিস্পর্শে কখনই তাহার সংজ্ঞাপ্রকাশ হইত না । যষ্টিস্পর্শও একপ্রকার ভোগ, তাই সে যষ্টিস্পর্শলভে সংজ্ঞালভ করিল ।

(*) “কৈষ এতদ্ বালাকে পুরুষোহশয়িক্ত, ক বা এতদভূং, কুত এতদাগাং” ইতি পৃষ্ঠমর্থমজানতে তস্মৈ স্বয়মেবাজাতশত্রুরুবাচ—“হিতা নাম নাভ্যস্তাস্থ তদা ভবতি, যদা স্বপ্তঃ স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, তদৈনং বাক্ সৰ্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সৰ্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে, যথাগ্নেজ্বলতঃ সৰ্বা দিশো বিক্ষুলিপ্তাঃ বিপ্রতিষ্ঠেয়ন, এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যা দেবা দেবেভ্যা লোকাঃ” [কৌষী০ ৪।১৯] ইতি স্বষুপ্তাধার-তয়া স্বপ্ন-স্বষুপ্তি-জাগরিতাবস্থাস্ত বর্তমানং বাগাদিকরণাপ্যয়োদ্যমস্থানমেন-মেব (†) জীবাত্মানম্ “অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি” ইত্যুক্তবান্।

অস্মিন্ জীবাত্মানি প্রাণভূত্বনিবন্ধনোহয়ং প্রাণ-শব্দঃ, “স যদা প্রতি-বুধ্যতে” ইতি প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টস্য প্রবোধশ্রবণং মুখ্যপ্রাণশেষশ্চরস্তু চ স্বষুপ্তি-প্রবোধায়োরসম্ভবাৎ। অথবা “অস্মিন্ প্রাণে” ইতি ব্যাধিকরণে-সপ্তম্যো; অস্মিন্মাত্মানি বর্তমানে প্রাণে এব একধা ভবতি বাগাদিকরণগ্রাম

সেইরূপ, ‘হে বালাকে, এই পুরুষ একেপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল, কোথায়ই বা এইরূপে ছিল, এবং কোথা হইতেই বা এই ভাবে আসিল?’ এইরূপ প্রশ্নের পব, অজাতশত্রু বালাকিকে এ বিষয়ে জ্ঞানহীন দেখিয়া স্বয়ংই বলিয়াছিলেন, ‘হিত’ নামক কতকগুলি নাদী আছে, পুরুষ যখন সেই নাদীসমূহের মধ্যে থাকে, যখন স্বপ্নপুরুষ কোন স্বপ্নই সন্দর্শন করে না, তখন প্রাণেই সমস্ত একীভূত হইয়া থাকে, তখন বাগীন্দ্রিয় সমস্ত নামেব (শব্দের) সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয়, এবং মনও সমস্ত ধ্যানের সহিত (ইহাকে) প্রাপ্ত হয়; আবাব সেই আত্মা যখন জাগরিত হয়, তখন—জলং অগ্নি হইতে বিক্ষুলিপ্তসমূহ যেকণ সর্বদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তদ্রূপ প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়বর্গ) এই আত্মা হইতে যথাস্থানে প্রস্থান কবে, প্রাণ হইতে [তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী সমস্ত দেবতা এবং দেবতা হইতে আবাব সমস্ত লোক (শব্দাদি বিষয়) [বহির্গত হয়]’ ইতি। ‘এ সময়ে প্রাণেই একীভূত হইয়া থাকে’ এই শ্রুতি স্বপ্ন, স্বষুপ্তি ও জাগরণ, এই সবস্থাত্রয়েই বর্তমান এবং স্বষুপ্তির আশ্রয়নিবন্ধন বাগাদি কবণবর্গের বিলয় ও উদ্ভবস্থান জীবাত্মারই নির্দেশ করিয়াছেন।

এই জীবাত্মা প্রাণভূং, অর্থাৎ প্রাণেব বিধাবক; এইজন্ত তাহাতে ‘প্রাণ’ শব্দ [প্রযুক্ত হইয়াছে]। কেননা, ‘সে যখন প্রবুদ্ধ হয়’ এস্থলে ‘প্রাণ’শব্দাভিহিত পদার্থেরই প্রবোধ বা জাগরণ পরিশ্রুত আছে। বিশেষতঃ মুখ্যপ্রাণ কিংবা ঈশ্বর, কাহারও স্বষুপ্তি ও পবোধ সম্ভব হয় না। অথবা, “অস্মিন্ প্রাণে” এই স্থলে যে দুইটি সপ্তমী বিভক্তি আছে, তাহা ব্যাধিকরণ,

(*) যথা ইতি ‘ক, ন’ পাঠঃ।

(†) উদ্যমভয়নম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ। উদ্যমস্থানমেব ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

ইতি । প্রাণ-শব্দস্য মুখ্যপ্রাণপরত্বেহপি জীব এবাস্মিন্ প্রকরণে প্রতি-
পাত্তে, স্বতঃ প্রাণস্য জীবোপকরণত্বাৎ ; অতো বক্তব্যতয়োপক্রান্তং ব্রহ্ম
পুরুষ এবেতি তদ্ব্যতিরিক্তেশ্বরাসিদ্ধিঃ । কারণগতাত্মৈক্যাৎ চেতনধৰ্ম্মা
অস্মিন্নেবোপপত্তস্ত ইতি—এতদধিষ্ঠিতং প্রধানমেব জগৎকারণম্, ইতি
প্রাপ্তে প্রচক্ষ্যাহ—“জগদ্বাচিত্বাৎ ।”

[ব্রহ্মকারণত্ব-সিদ্ধান্তঃ—]

অত্র পুণ্যাপুণ্যপৰবশঃ ক্ষুদ্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্বস্মিন্ প্রকৃতিধৰ্ম্মাধ্যাত্মেন তৎ-
পরিণামহেতুভূতঃ পুরুষো নাভিধীয়তে ; অপি তু নিরন্তরমস্তাবিছাদি-
দোষণক্লোহনবধিকৃতিশয়াসংযোয়কল্যাণগুণনিধিঃ (*) নিখিলজগদেককারণ-
ভূতঃ পুরুষোত্তমোহিভিধীয়তে । কুতঃ ? “যস্য বৈতৎ কস্ম” ইত্যত্র এতচ্ছব্দা
স্থিতস্য কস্ম-শব্দস্য পরমপুরুষকার্যভূতজগদ্বাচিত্বাৎ । ‘এতৎ’ শব্দো হি অর্থ-
প্রকরণাদিভিরসঙ্কুচিতবৃত্তিরবিশেষেণ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণোপস্থাপিত-নিখিল-

অর্থাৎ এই উভয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব নাই, [এ পক্ষে অর্থ এই যে,] ‘এই আত্মাতে
বর্তমান প্রাণেই বাক্ প্রভৃতি করণসমূহ একধা (একীভাব প্রাপ্ত) হয় ।’ আর প্রাণশব্দে
মুখ্যপ্রাণ গ্রহণ করিলেও জীবই এই প্রকরণের প্রতিপাত্ত হইতেছে ; কারণ, প্রাণ ত জীবেরই
উপকরণ, অর্থাৎ ভোগসাধন ; অতএব, প্রথমে বক্তব্যরূপে যে ব্রহ্মের উপক্রম করা হইয়াছে,
তাহা নিশ্চয়ই পুরুষ (জীব) ; সুতরাং এখানে তদতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না ।
আর কারণগত যে, ঈক্ষাদি চেতনধৰ্ম্মসমূহ, সে সমুদয়ও, ইহাতেই (জীবেরই) উপপন্ন হয়,
(ঈশ্বরে নহে) ; অতএব সেই চেতন পুরুষকর্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) প্রকৃতিই জগৎকাৰণ
(ঈশ্বরে নহে) । এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলিতেছি—“জগদ্বাচিত্বাৎ ।”

যিনি পুণ্য ও পাপের অধীন, ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন ক্ষেত্রজ (দেহস্বামী), এবং আপনাতে
প্রকৃতিধৰ্ম্মসমূহ (কর্তৃত্বাদি) সমাবোপপূৰ্ণক সেই প্রকৃতির পরিণাম ঘটান, [সাংখ্যোক্ত] সেই
পুরুষ এখানে অভিহিত হইতেছে না ; পরন্তু, যিনি অবিজ্ঞাদি সৰ্বদোষস্পর্শরহিত, নিরবধি ও
সৰ্বাতিশয় কল্যাণময় গুণগণের নিধিস্বরূপ এবং সৰ্বজগতের একমাত্র কারণ, সেই পুরুষোত্তমই
এখানে অভিহিত হইতেছেন । কারণ ?—যেহেতু ‘ইহা যাহার কস্ম’ এই স্থলে ‘এতৎ’ শব্দের
সহযোগে প্রযুক্ত ‘কস্ম’ শব্দটী পরমপুরুষ পরমেশ্বরের কার্যস্বরূপ জগতেরই বাচক, (অত্বে
নহে) । অনুপপত্তি কিংবা প্রকরণাদি দ্বারা যখন অর্থের সংকোচ না হয়, তখন
সামান্যাকারে প্রযুক্ত ‘এতৎ’ শব্দে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গৃহীত চেতনচেতনসমবিত্ত

চিদচিন্মিত্রজগদ্বিষয়ঃ । ন চ পুণ্যাপুণ্যলক্ষণং কৰ্ম্মাত্র কৰ্ম্ম-শব্দাভিধেয়ম্,
 “ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি” ইত্যুপক্রম্য ব্রহ্মত্বেন বাল্যকিনা নির্দিষ্টানামাদিত্য-
 মণ্ডলাত্মিকরণানাং পুরুষাণামব্রহ্মত্বেন “মুখা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ” ইতি
 তমব্রহ্মবাদিনমপোহ তেনাবিদিতব্রহ্মজ্ঞাপনায় (*) অজাতশত্রুগেদং বাক্য-
 মবতারিতম্ “যো বৈ বালাকে” ইত্যাদি । পুণ্যাপুণ্যলক্ষণকৰ্ম্মসম্বন্ধিন
 আদিত্যাত্মিকরণাস্তৎসমজাতীয়াশ্চ পুরুষান্তেনৈব বিদিতাঃ, ইতি তদবিদিত-
 পুরুষবিশেষ-জ্ঞাপনপারোহয়ং কৰ্ম্ম-শব্দো ন পুণ্যাপুণ্যমাত্রবাচী, ক্রিয়ামাত্র-
 বাচী বা ; অপি তু কৃৎসন্য জগতঃ কার্যত্ববাচী । এবমেব খলু অবিদিতোহর্থ
 উপদিল্লো ভবতি । পুরুষস্য কৰ্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত-স্বাভাবিকস্বরূপস্ত
 অজ্ঞাতস্ত বেদিতব্যাত্তোপদেশে চ লক্ষণা, কৰ্ম্মসম্বন্ধমাত্রস্তেব বেদিতব্য-

সমস্ত জগতেরই বোধক হইয়া থাকে । আর পুণ্য-পাপাত্মক কৰ্ম্মই যে, এখানে কৰ্ম্মশব্দের
 অর্থ, তাহাও নহে; কাৰণ, ‘তোমাকে ব্রহ্মত্ব বলিতেছি’ বলিয়া আবৃত্ত করিয়া বাল্যকি
 আদিত্যমণ্ডলাদিতে ‘অধিষ্ঠিত যে সমস্ত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে সমুদয়ের
 অব্রহ্মত্ব-নিবন্ধন ‘তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অকাৰণ আলাপ করাইয়াছ’ এই কথা বলিয়া সেই
 অব্রহ্মবাদী বাল্যকিব নিন্দা করত বাল্যকির অবিজ্ঞাত ব্রহ্ম জ্ঞাপনের জন্য অজাতশত্রু “যো বৈ
 বালাকে” ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন । পুণ্য-পাপসম্বন্ধ আদিত্যাদির আশ্রয়ভূত
 এবং তাহাদের সমানজাতীয় পুরুষগণকে বাল্যকি নিজের অবগত আছেন; সুতরাং তাহার
 অবিজ্ঞাত পুরুষবিশেষবাচক উক্ত ‘কৰ্ম্ম’শব্দটি পুণ্যাপুণ্যাত্মক কৰ্ম্মমাত্রবাচক নহে; কিংবা
 ক্রিয়ামাত্রবাচকও নহে; পরন্তু, নিখিল জগৎরূপ কার্যেব বাচক । আর এইরূপ হইলেই
 প্রকৃতপক্ষে অবিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ কবা সিদ্ধ হয় । যাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপটি সমস্তবিশেষে
 কৰ্ম্মেব সহিত সম্বন্ধ হয় (সর্বদা হয় না) ; সেই অবিজ্ঞাত পুরুষেরই যদি জ্ঞাতব্যাত্তোপদেশ করনা
 করা যায়, তাহা হইলে লক্ষণ স্বীকার করিতে হয় (+) ; কেননা, [এ পক্ষে] কৰ্ম্মেব সহিত

(*) ‘ব্রহ্মজ্ঞানায়’ ইতি ‘ম’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—পুরুষ অর্থ জীব, কৰ্ম্মসম্বন্ধ অর্থ কৰ্ম্মের কর্তা, ভোক্তা প্রভৃতিরূপে প্রসিদ্ধ পুরুষকে
 সকলেই আত্মাত্মিক পরিমাণে অবগত আছে ; সুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ আবগক হইতে পারে না ;
 এই অসঙ্গতি ভয়ে যদি বলা যায়, কৰ্ম্মসম্বন্ধ পুরুষ জ্ঞাতব্য নহে, কিন্তু কৰ্ম্মোপলক্ষিত পুরুষ ; অর্থ জীবপুরুষ
 যতকাল সংসারে থাকে, ততকালই তাহাতে কৰ্ম্মের সম্বন্ধ থাকে ; মুক্তি দশার এবং জীবত্যাগপ্রাপ্তির পূর্বে কোন
 কৰ্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং কৰ্ম্মসম্বন্ধটা জীবের স্বতঃসিদ্ধ বা নিত্য নহে, উহা উপলক্ষণ
 (সাময়িক) ধর্ম্ম মাত্র, অতএব পুরুষ কৰ্ম্মসম্বন্ধরূপে বিজ্ঞাত থাকিলেও কৰ্ম্মবিহীনতাবশতঃ অবিজ্ঞাতই আছে ;
 সেই অবিজ্ঞাত্যাগে জ্ঞানোপদেশ বলিলেই উপদেশের সার্থকতা রক্ষিত হইতে পারে । ইহার বিশেষে ভাষ্যকার

স্বরূপলক্ষণত্বাৎ যস্য কৰ্ম্ম, স বেদিতব্যঃ, ইত্যেতাবতৈব তৎসিদ্ধেঃ ;
“যস্য বৈতৎ কৰ্ম্ম” ইত্যেতচ্ছব্দবৈয়ৰ্থ্যং চ ।

“য এতেষাং কৰ্ত্তা, যস্য বৈতৎ কৰ্ম্ম” ইতি পৃথগ্নির্দেশস্য চায়মভি-
প্রায়ঃ—যে ত্রয়া ব্রহ্মত্বেন নিৰ্দ্দিষ্টাঃ পুরুষাঃ, তেষাং যঃ কৰ্ত্তা, তে যৎ-
কার্যভূতাঃ, কিং বিশিষ্টাভিধীয়তে—কৃৎস্নং জগদ্ যস্য কার্যম্, উৎকৃষ্টা
অপকৃষ্টাশ্চেতনা অচেতনাশ্চ সৰ্ব্বৈ পদার্থা যৎকার্যত্বৈ তুল্যাঃ, স পরম-
কারণভূতঃ পুরুষোত্তমো বেদিতব্য ইতি । জগদুৎপাদেজীবকৰ্ম্মনিবন্ধনত্বেহপি
ন জীবঃ স্বভোগ্য-ভোগোপকরণাদেঃ স্বয়মুৎপাদকঃ, অপি তু স্বকৰ্ম্মানু-
গুণ্যেনশ্বরস্বকং সৰ্ব্বং ভুঙ্তে ; অতো ন তস্য পুরুষান্ প্রতি কৰ্ত্তৃত্বমুপ-
পত্ততে ; অতঃ সৰ্ব্ববেদান্তেষু পরমকারণতয়া প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্মবাত্ত
বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে ॥১৪॥১৬॥

যে সম্বন্ধ, কেবল তাহাই যখন বিজ্ঞেয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ, তখন ‘বাহার কৰ্ম্ম, তাহাকে
জানিতে হইবে,’ শুধু এইমাত্র বলিলেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত ; বিশেষতঃ, ‘ইহা
(‘এতৎ’) বাহার কৰ্ম্ম, এই ‘এতৎ’ শব্দেরও কোন সার্থকতা থাকে না ।

‘যিনি এ সমস্তের কৰ্ত্তা এবং ইহা বাহার কার্য’, এই পৃথক্ নির্দেশের (কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্মের
পৃথক্ উল্লেখের) অভিপ্রায় এই যে, [‘হে বালাকে ।] তুমি ব্রহ্ম বলিয়া যে সমস্ত পুরুষের
নির্দেশ কবিয়াছ, তাহাদের যিনি কৰ্ত্তা এবং তাহাবা বাহার কৰ্ম্মস্বরূপ ; আর বিশেষ কবিয়া
কি বলিব—সমস্ত জগৎই তাহাবা কৰ্ম্মস্বরূপ, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থই তাহাব
তুল্যা কার্য, অর্থাৎ কৰ্ম্মরূপে সমান, পৰম কারণভূত সেই পুরুষোত্তমকে জানিতে হইবে । যদিও
জীবের কৰ্ম্মই (পাপ-পুণ্যই) জগদুৎপত্তির কারণ হউক, তথাপি জীব নিজেই স্বীয় ভোগ্য ও
ভোগোপকরণ পদার্থনিচয়ের উৎপাদক নহে ; পরন্তু, নিজকৰ্ম্মানুসারে ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থসমূহই
ভোগ করিয়া থাকে মাত্র ; সুতরাং জীবগণের প্রতি জীবের কৰ্ত্তৃত্ব উপপন্ন হয় না । অতএব,
[বুঝিতে হইবে] সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরমকাবরণে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মই এখানে ‘বেদিতব্য’
বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন ॥ ১৪।১৬ ॥

বলিতেছেন যে, কৰ্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত পুরুষের জ্ঞাতব্যতা। বলিলেও তোমার মতে লক্ষণ। স্বীকার করিতে হয় ; কারণ,
জ্ঞাতিতে আছে কেবল ‘যিনি ইহাদের কৰ্ত্তা, এবং এই সমস্ত জগৎ বাহার কৰ্ম্ম’, ইহার মধ্যে ‘কৰ্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত’
কথা নাই, এবং তথোধিক কোন শব্দও নাই ; যেহেতু অবস্থার ঐরূপ অর্থ করনা করিতে হইলেই ‘লক্ষণ’
স্বীকার করিতে হয় ; অথচ উপাধাতির সঙ্গে ‘লক্ষণ’ বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কখনই সমীচীন হয় না । অতএব
ব্রহ্মজ্ঞাত অর্থ গ্রহণ করাই সমতঃ ।

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ, তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥১৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীবের ও পঞ্চবৃত্তিপ্রাণের চিহ্ন থাকায়) ন (না—ব্রহ্ম অর্থ নহে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ; তৎ (তাহা) ব্যাখ্যাত (উপপাদিত হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ “এবমেব এষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাশ্রিতীভূক্তে” ইত্যাদিভৌতকৃৎকপাৎ জীবলিঙ্গাৎ, “অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি” ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নামং পরমাত্মেতি চেৎ [উচ্যতে] ; তৎ ব্যাখ্যাতং—প্রতর্দনাদিকরণে এব তস্মৈ পরিহারঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥

যদি বল, ‘এই প্রজ্ঞাত্মা আত্মসমূহ দ্বারা ভোগ করে,’ এই ভৌতকৃৎকপ জীবধর্ম থাকায়, এবং ‘এই প্রাণেই একীভাব প্রাপ্ত হয়’ এইরূপ প্রাণধর্মও উল্লিখিত থাকায় ইহা যে, পরব্রহ্ম নহে; ইহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রথম পাদে উনত্রিশ সূত্রেই (প্রতর্দনাদিকরণে) ইহাব পরিহার অভিহিত হইয়াছে ॥ ১৪।১৭ ॥]

অথ যদুক্তং, জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণসঙ্কীর্ণনাচ্চ লিঙ্গাদ্ ভৌক্তেবাস্মিন্ প্রকরণে প্রতিপাद्यতে, ন পরমাত্মেতি ; তৎ ব্যাখ্যাতং—তস্মৈ নির্বাহঃ প্রতর্দনবিদ্যায়ামভিহিতঃ । এতদুক্তং ভবতি—যাত্রোপক্রমোপসংহারপর্যা-লোচনয়া ব্রহ্মপরং বাক্যমিতি নিশ্চিতং, তত্রাত্মলিঙ্গানি তদনুরোধেন বর্ণনীয়ানীতি তত্র প্রতিপাদিতম্ । অত্রোপ্যুপক্রমে “ব্রহ্ম তে ব্রবাণি” ইতি ব্রহ্মোপক্ষিপ্তং, মধ্যে চ “যস্মৈ বৈতৎ কস্মৈ” ইতি নির্দিষ্টং, ন পুরুষ-মাত্রম্ ; অপি তু নিগিলজগদেককারণং ব্রহ্মৈবেত্যুক্তম্ । উপসংহারে চ “সর্বান্ পাপ্যুনোহপহত্য সর্বেষাং চ ভূতানাং শ্রেষ্ঠাং স্বারাজ্যমাধি-পতাং পর্যেতি, য এবং বেদ” ইতি ব্রহ্মোপাসনৈকান্তং সর্বপাপাপহতি-

আর যে বলা হইয়াছে, এখানে জীবলিঙ্গ ও মুখ্যপ্রাণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হওয়ার এই প্রকরণে ভোক্তাই প্রতিপাদিত হইতেছে, পরমাত্মা নহে; তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রতর্দন-বিদ্যাই (১।১২৯ সূত্রে) তাহার পরিহার করা হইয়াছে। ইহাই উক্ত হইতেছে যে, যেখানে উপক্রম (আরম্ভ) ও উপসংহার (শেষ) পর্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে বাক্য-তাৎপর্য অবধারিত হয়, সেখানে যে, অপর-পদার্থগ্রাহক শব্দসমূহকেও তাহারই অন্তর্গত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়, একথা সেই প্রতর্দন-বিদ্যায় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এখানেও বাক্যোপক্রমে ‘তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছি’ বলিয়া ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে; মধ্যেও ‘ইহা ব্রাহ্মার কস্মৈ’, এই বাক্যে কেবল পুরুষমাত্র নির্দিষ্ট হয় নাই; পরন্তু সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ ব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন; ইহা বলা হইয়াছে। উপসংহারেও ‘যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত করিয়া সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠরূপ স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য প্রাপ্ত হন’, এই বাক্যে সর্বপাপ-

পূর্বকং স্বারাজ্যং চ ফলং শ্রুতম্ ; অতোহস্মৈ বাক্যস্মৈ ব্রহ্মপরত্ববিশিষ্টত্বেন
জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গান্যপি তৎপরতয়া বর্ণনীয়ানীতি । প্রাতর্দনে হি উপাসা-
ত্রৈবিধ্যেন জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বমুক্তম্ ; অত্রাপি “অথাস্মিন্ প্রাণ
এবৈকধা ভবতি” ইতি সামানাদিকরণ্যসম্ভবে বৈয়ধিকরণ্যসমাপ্রয়ণাযোগাৎ
ব্রহ্মণ্যেব প্রাণ-শব্দপ্রয়োগনিশ্চয়েন চ প্রাণশরীরকব্রহ্মোপাসনার্থং প্রাণ-
সঙ্কীৰ্ত্তনং লিঙ্গং যুক্ত্যতে ॥১৥৪৥১৭॥

জীবলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বং পুনঃ কথম্ ? ইত্যত্রোহ—

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যাংপি
চৈবনেকে ॥১৥৪৥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্ত্যর্থঃ (অত্র উদ্দেশ্যে—জীবাতিরিক্ত পবমাস্ত্ব-জ্ঞাপনার্থ) তু (পুনঃ)
জৈমিনিঃ (জৈমিনি নামক আচার্য্য) [মনে করেন] । প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং (প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর
হেতুতে) । অপিচ (বিশেষতঃ) একে (কোন কোন শাখীরা) এবং (এই প্রকার) [পাঠও
করেন ।]

[সরলার্থঃ—জৈমিনিঃ তু পুনঃ [আচার্য্যঃ] “তো হ স্পৃশ্যং পুরুষমাজগতুঃ” ইত্যত্র তৎ
জীবসংকীৰ্ত্তনং প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং হেতুভ্যাং অন্ত্যর্থঃ—জীবাতিরিক্ত-পবমাস্ত্ব-সদ্বাব-প্রতিপাদনার্থং
মন্ততে । প্রশ্নস্তাবৎ—“ক এষ এতৎ বালাকে ! পুরুষোহশয়িষ্ট” ইত্যাদিকঃ স্পৃশ্যজীবা-
শ্রুততয়া পরমাস্ত্ববিষয়ক এব ; ব্যাখ্যানং—প্রতিবচনমপি—“অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি”
ইত্যাদিকঃ পরমাস্ত্ববিষয়কমেব । অপিচ, (কিঞ্চ), একে বাজসনেয়িশাখিনঃ এবং—ইদমেব
বালাক্যজ্ঞাতশব্দসংবাদগতং প্রশ্ন-প্রতিবচনাস্ত্বকং বাক্যং স্পষ্টমেব পরমাস্ত্ববিষয়তয়া অধীযতে—
“কৈষ এতৎ” ইত্যাদি “য এবোহস্তদ্বদয়ে আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে” ইত্যেতদন্তম্ ॥ ১৥৪৥১৮॥]

বিনাশপূর্বক স্বারাজ্যপ্রাপ্তিরূপ যে, ব্রহ্মোপাসনার ঐকান্তিক (অব্যভিচারী) ফল, তাহাই
পরিশ্রুত হইতেছে । অতএব, ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই এই বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারিত হওয়ায়, যে
সমস্ত বাক্যে জীব ও মুখ্যপ্রাণের চিহ্নপ্রকাশক ধর্ম্ম আছে, সেগুলিকেও ব্রহ্মার্থপর করিয়াই
ব্যাখ্যা করিতে হইবে । প্রতর্দনাদিকরণে তিনপ্রকার উপাসনার উপলক্ষে জীব ও মুখ্যপ্রাণের
গ্রাহক পদগুলির ব্রহ্মপরত্ব (ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য) কথিত হইয়াছে । এখানেও ‘এই
প্রাণেই একীভূত হয়’ এই “[প্রাণ ও ‘ইদম্’ পদার্থের] সামানাদিকরণ্য বা অভেদ সম্ভবসরে
ভেদসম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে না ; এই কারণে যখন ব্রহ্মার্থেই ‘প্রাণ’ শব্দের প্রয়োগ নিশ্চিত
হইতেছে, তখন প্রাণরূপ-শরীরধারী ব্রহ্মের উপাসনার্থ প্রাণের উল্লেখরূপ ব্রহ্মচিহ্ন থাকা
যুক্তিযুক্তই বটে ॥ ১৪১৭ ॥

তাল, জীবলিঙ্গসমূহের ব্রহ্মপরত্ব হয় কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“অন্ত্যর্থঃ তু” ইত্যাদি ।

তু-শব্দো জীবসঙ্কীৰ্ত্তনেন বাক্যস্য তৎপরত্বসম্ভাবনাব্যবৃত্ত্যর্থঃ । অত্মার্থঃ জীবসঙ্কীৰ্ত্তনং জীবাতিরিক্তব্রহ্মস্বরূপপ্রতিবোধনার্থম্, ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে(*) । কৃতঃ? প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যাম্, প্রশ্নস্তাবৎ—“তো হ স্তপ্তঃ পুরুষ-মাজগতঃ” ইত্যাদিনা স্তপ্তস্য অতিবুদ্ধপ্রাণশ্চৈব প্রাণনামভিরামস্ত্রাণব-যন্তিযাতোথাপনাভ্যাং প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং প্রতিবোধ্য পুনর্জীব-ব্যতিরিক্ত-ব্রহ্মপ্রতিবোধনপরো দৃশ্যতে—“কৈষ এতদ্ব্যলাকে পুরুষোহ-খয়িক্ত, ক বা এতদভূৎ, কৃত এতদাগাৎ” [কোষীতকীঃ ৪। ৮] ইতি । ব্যাখ্যানমপি—“যদা স্তপ্তঃ স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণাঃ (†) যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবাঃ, দেবেভ্যো লোকাঃ” [কোষীতকীঃ ৪। ১৯], ইতি জীবাদর্থান্তর-ভূত-পরমাত্মপরমেশ্বরঃ; স্তপ্তস্য হি জীবস্য, যাত্রোযিতস্য জাগরিত-স্বপ্নদশা-সম্বন্ধি-বিচিত্রে-স্তপ্তঃখানুভবকালুশ্যবিরহেণ সংপ্রসন্নস্য স্তপ্তস্য স্বস্থতাপত্তিঃ, পুনরপ্যস্য যস্মাদভোগায় নিম্ভ্রমণম্, সৌহৃদ্যং পরমাত্মা । তথাহি—“সতা

দেহাতিরিক্ত জীবের উল্লেখ থাকায় জীবপ্রতিপাদনেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য, এই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্ত ‘তু’শব্দ [প্রদত্ত হইয়াছে]। জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন ঐ বাক্যে যে জীবের উল্লেখ, তাহা অত্মার্থ, অর্থাৎ জীবাতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করাই তাহাব একমাত্র প্রয়োজন । কারণ? প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরই কারণ । প্রথমতঃ, ‘তাহাব উভয়ে স্তপ্ত পুরুষ সমীপে গমন করিলেন’, ইত্যাদি বাক্যে, পুরুষ স্তপ্ত হইলেও তাহার প্রাণ যে, জাগরিতই থাকে, ইহা বুঝাইবার জন্ত [প্রথমে] প্রাণবাচক বহু নামে সম্বোধন এবং তাহার অশ্রবণ; [পরে] যষ্টির আঘাতে উত্থাপন অর্থাৎ প্রবোধ-সম্পাদন, এই দুইটি উপায়ে প্রথমতঃ জীবকে প্রাণাদি পদার্থের অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপাদন করা হয় । পরে আবার জীবাতিরিক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থও প্রশ্ন দৃষ্ট হইতেছে, যথা—‘হে বালাকে, এই পুরুষ এইরূপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল? এবং কোথা হইতেই বা আসিল?’ ইতি । ইহার ব্যাখ্যানে অর্থাৎ প্রতি-বচনেও—‘যখন নিদ্রিত হইয়া কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই প্রাণই একীভূত হইয়া থাকে; এই আত্মা হইতেই প্রাণসমূহ যথাস্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে, প্রাণসমূহ হইতে দেবতা, এবং দেবতা হইতে লোকসমূহ (বিষয়সমূহ) বহির্গত হইয়া থাকে ।’ এইরূপে জীবাতিরিক্ত পরমাত্মপ্রতিপাদনেই নিশ্চিতরূপে তাৎপর্য্য [পরিলক্ষিত হইতেছে]। স্তপ্ত জীব বাহাতে অবস্থান করিয়া জাগরণ ও স্বপ্নকালীন নানাবিধ স্তপ্তঃখানুভবজনিত কলুষতা পরিহারপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া স্তৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং ভোগের জন্ত পুনশ্চ বাহা হইতে বহির্গত হয়, তাহাই এই

(*) বক্তৃতেন ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) যথা যথায়ন ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” [ছান্দো ৬।৮।১], “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরি-
ষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্” [বৃহদা ৬।৭।২১] ইতি স্মৃশ্চা-
ধারতয়া প্রসিদ্ধো জীবাদর্থান্তরভূতঃ প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা । অতঃ প্রশ্ন-প্রতি-
বচনভ্যাং জীবসম্বন্ধিতনং জীবাদর্থান্তরভূতপরমাত্মপ্রতিপাদনার্থমিতি
নিশ্চীযতে । যদুক্তং, প্রশ্ন-ব্যাখ্যানে জীবপরে, স্মৃশ্চিস্থানং চ নাভ্য এব,
করণগ্রামশ্চ প্রাণশব্দনির্দিষ্টে জীবে এবৈকধা ভবতীতি । তদযুক্তম্,
নাড়ীনাং স্বপ্নস্থানত্বাৎ, উক্তরীত্যা ব্রহ্মণ এব স্মৃশ্চিস্থানত্বাচ্চ, প্রাণ-শব্দ-
নির্দিষ্টে ব্রহ্মণ্যেব জীবন্ত তদুপকরণভূত-বাগাদিকরণ গ্রামশ্চ চৈকতাপত্তি-
বিভাগবচনাচ্চ ।

অপি চ, এবমেকে বাজসনেয়িনোহস্মিন্নেব বালাক্যজাতশব্দসংবাদে
স্মৃশ্চাভিজ্ঞানময়াং ভেদেন তদাশ্রয়ভূতং পরমাত্মানম্ আমনন্তি—“য এষ
বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ, কৈষ তদাভূৎ ? কূত এতদাগাৎ, যত্রৈষ এতৎ স্মৃশ্চা-
ভূৎ ? য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদৈতেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞান-
মাদায় য এসৌহস্তুর্দয় আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে” ইতি । আকাশশব্দশ্চ

পরমাত্মা । দেখ, ‘হে সোম্য, তখন সতের সহিত মিলিত হয়।’ ‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মাব সহিত
সম্মিলিত হইয়া জীব বাহ বা আভ্যন্তরিক কোন বিষয় অবগত হয় না’, ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মাই
স্মৃশ্চির আধার বা আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ জীবাতিরিক্ত প্রাজ্ঞনামে অভিহিত হইয়াছেন ।
অতএব, জীববিষয়ক প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে নিশ্চয় হইতেছে যে, [উক্ত বাক্যে যে,] জীবের
উল্লেখ, জীব হইতে পরমাত্মার পার্থক্য-প্রতিপাদনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য । [আরও যে
বলা হইয়াছে—] উক্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই জীবপর অর্থাৎ জীব বিষয়ে, পরমাত্মা-বিষয়ে
নহে; নাড়ীসমূহই স্মৃশ্চিস্থান (পরমাত্মা নহে), এবং ইন্দ্রিয়সমূহও ‘প্রাণ’শব্দকোক্ত জীবেরই
একীভূত হইয়া থাকে, ইতি । তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, নাড়ীসমূহই যখন স্বপ্নের আশ্রয়-
স্থান, তখন পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্মই স্মৃশ্চির আশ্রয় স্থান হইতেছেন; বিশেষতঃ প্রাণশব্দে
অভিহিত ব্রহ্মেই জীব ও তাহার ভোগসাধন ইন্দ্রিয়বর্গের একতাপ্রাপ্তি এবং তাঁহা হইতেই
বিভাগের কথা শ্রুতান্তরেও অভিহিত আছে ।

বিশেষতঃ কেহ কেহ অর্থাৎ বাজসনেয়ি শাস্ত্রীবা এই বালাকি-অজাতশব্দসংবাদেই স্মৃশ্চি
অবস্থাপন্ন জীব হইতে পৃথগ্ ভাবে তদাশ্রয়রূপ পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া থাকেন—‘এই যে
বিজ্ঞানময় পুরুষ (জীব), ইহা ভখন কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতেই বা আসিল ?’ [এই
প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে,] ‘এই ব্যক্তি যখন এইরূপে স্মৃশ্চি ছিল, তখন এই বিজ্ঞানময়
পুরুষ (জীব) এই প্রাণসমূহের বিজ্ঞানের সহিত স্বীয় বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া, এই যে,
‘হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশ, তাহাতে শয়ন করিয়া থাকে’ ইতি । ‘আকাশ’শব্দ পরমাত্মা অর্থেও

পরমাত্মনি প্রসিদ্ধঃ “দহরোহস্মিন্ অন্তর আকাশঃ” ইতি ; অতোহত্র জীব-
সঙ্কীৰ্ত্তনম্, তস্মাদর্থান্তরভূতস্য প্রাক্তস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিবোধনর্থমিত্য-
বগম্যতে । তস্মাদস্মিন্ বাক্যে পুরুষাদর্থান্তরভূতস্য নিখিলজগৎকারণস্য
পরশ্চৈব ব্রহ্মণো বেদিতব্যতয়াভিধানাং ন তদ্বিসিদ্ধস্য পুরুষস্য তদধিষ্ঠিতস্য
বা প্রধানস্য কারণত্বং কচিদপি বেদান্তে প্রতীয়ত ইতি স্থিতম্ ॥১৪৥১৮॥

[পক্ষমং জগদ্বাচিকাধিকরণং সমাপ্তম্]

বাক্যাত্মক্যাদি কথনম্ ।

বাক্যাত্মক্যাদি ॥১৪৥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বাক্যাত্মক্যাদি (বাক্যেব অর্থঃ ব্রহ্মার্থে নিয়তবৃত্তি হেতু) ।]

[স্ববলার্থঃ—বৃহদাবগ্যকে “ন বা অবৈ পতুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায়
পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” ইত্যাবভা “আত্মা বা অবৈ দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ”
ইত্যাদৌ দৃষ্টব্যতয়া নির্দিষ্ট আত্মা কিং সাংখ্যসম্মতঃ ? উত পবমাত্মা ? ইতি ভবতি সংশয়ঃ ।
তত্র পতি-জায়াদিপ্রিয়সম্বন্ধকণনাং অয়ং আত্মা সাংখ্যোক্তঃ পুরুষ এব ভবিতুমর্হতি, নতু
পবমাত্মা ; তস্য পতিজায়াদিসম্বন্ধাসম্ভবাৎ । স এব হি “আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ” ইত্যাদৌ
প্রতিপাত্তে । এবং পূর্বপক্ষসমূহেব সিদ্ধান্ত উচ্যতে—“আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ” ইত্যাদৌ
দৃষ্টব্যতয়া নির্দিষ্ট আত্মা—পরমাত্মৈব, ইতি নিশ্চীয়তে । কুতঃ ? বাক্যাত্মক্যাদি—অমৃতত্বস্ত তু
নাশান্তি বিত্তেন”, “আত্মনি খলবে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে, সর্বমিদং বিদিতম্”, “ইদং
সর্বং যদয়মাত্মা” ইত্যাদীনাং বাক্যানাং পবমাত্ম্যেব সমন্বয়ঃ—একস্মিন্ পবমাত্মনি অর্থঃ বৃত্তিঃ
দৃষ্টতে ; অতঃ পরমাত্ম্যেবাত্র দৃষ্টব্যতয়া নির্দিষ্টঃ ; নতু সাংখ্যোক্তঃ পুরুষ ইতি ভাবঃ ।

বৃহদাবগ্যকে মৈত্রেয়্যবাক্ষণে লিখিত আছে যে, ‘অবে মৈত্রেয়ি । পতিব প্রীতির জন্য পতি
প্রিয় হন না, পরন্তু আপনার প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হন’ । ইহাব পবে আছে—‘অবে
মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, এবং মনন করিবে’ । এখন সংশয় হইতেছে
যে, এখানে দৃষ্টব্যরূপে অভিহিত আত্মা কি সাংখ্যোক্ত জীব ? অথবা পরমাত্মা ? [পূর্বপক্ষঃ—]
পতিজায়াদি প্রিয়সম্পর্ক যখন পরমাত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না, অথচ জীবের পক্ষেই সম্ভব হয়,
তখন এই আত্মা সাংখ্যসম্মত আত্মাই বটে, পরমাত্মা নহে । এতদ্রূপেব সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে
যে, না—পরমাত্মাই এখানে দৃষ্টব্যরূপে অভিহিত হইতেছে—জীব নহে ; কারণ, এই প্রকরণে
পূর্বাপর যে সমস্ত বাক্য আছে, পরমাত্মাতেই সে সমুদয় বাক্যের তাৎপর্য্য, জীব নহে ॥১৪৥১৯॥]

প্রসিদ্ধ, যথা—“দহরোহস্মিন্ অন্তর আকাশঃ” ইতি । অতএব, জীব হইতে পৃথগভূত প্রাক্ত
পবব্রহ্ম প্রতিপাদনার্থ ই বে, এখানে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা জানা যাইতেছে ।
অতএব, উক্ত বাক্যে পুরুষপদবাচ্য জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ, নিখিল জগতের কারণ পরব্রহ্মের
জ্যেষ্ঠ কথিত হওয়ায় কাপিলশাস্ত্রসম্মত পুরুষ কিংবা পুরুষাধিষ্ঠিত (পুরুষ-পরিচালিত) প্রধানের
কারণ কোন বেদান্তবাক্যেই প্রতীত হইতেছে না, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

অত্রাপি কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-পুরুষতত্ত্বাবেদনপরং বাক্যং কচিৎ দৃশ্যতে,
ইতি তদতিরিক্তং দৈশ্বরো নাম ন কচিৎ সম্ভবতীত্যশঙ্ক্য নিরাকরোতি ।
বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীত্ৰাঙ্কণে শ্রুয়তে—“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ
প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” [বৃহদাং ৬।৫।৬]
ইত্যরভ্য “ন বা অরে সর্বশ্চ কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত
কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি”, “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যঃ, মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং
সর্বং বিদিতম্” ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমস্মিন্ বাক্যে দ্রষ্টব্যতয়োপদিষ্ট্য-
মানঃ তন্ত্রসিদ্ধঃ পুরুষ এব ? অথবা সর্বজ্ঞঃ সত্যসংকল্পঃ সর্বৈশ্বরঃ ? ইতি ।

এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কোন কোন স্থলে কপিলকৃত সাংখ্যসম্মত পুরুষনামক
পূর্বপক্ষ—প্রকৃতির পক্ষবিশৃতি তত্ত্বের প্রতিপাদনেও বাক্যের তাৎপর্য্য পবিদ্রষ্ট
অগত্বেপানভাষক।। হইয়া থাকে; অতএব, তদতিরিক্তং দৈশ্বর বলিয়া কোনও পদার্থ
পাকিতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন—

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ীত্ৰাঙ্কণে শ্রুত হয় যে, (*) ‘অরে মৈত্রেয়ি, [যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিব
পত্নীর নাম মৈত্রেয়ী,] নিশ্চয়ই পতির প্রীতির জন্ত পতি প্রিয় হন না’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া
‘অরে মৈত্রেয়ি, কাহারো প্রীতির জন্ত কেহ প্রিয় হয় না, [পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্তই] সকলে
প্রিয় হয়,’ ‘আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন করিবে
(একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবে); তবে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলে
এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া যায়।’ এখানে সংশয় এই যে, এই বাক্যে দ্রষ্টব্যরূপে বাহার উপদেশ
করা হইয়াছে, তাহা কি সাংখ্যসম্মত পুরুষ? অথবা সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্বৈশ্বর পরমাত্মা?

(*) তাৎপর্য্য—যাজ্ঞবল্ক্য একজন বেদবিজ্ঞাবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি : তাহার দুই পত্নী ছিলেন—একজনের
নাম মৈত্রেয়ী, অপরের নাম কাত্যায়নী । তিনি ঐশ্বর্য্যবান্ধব স্বীয় বিজ্ঞাপ্রভাবে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী
হন ; শেষে বয়ঃপরিণামে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল ; তিনি জ্ঞাবিলেন—আর কেন ? যথেষ্ট হইয়াছে ;
এখন সংস্তাপগ্রহণ করাই সমস্ত । সংসার ত্যাগের পূর্বে ধনসম্পদ সমূহ বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত ; নচেৎ
ইহা লইয়া অনেক অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে । এইরূপ সংকল্প করিয়া দুই পত্নীকেই আহ্বান করিলেন এবং
বলিলেন—আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । তোমাদের শান্তির জন্ত আমার
ধনসম্পদ তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া যাউতেছি । কাত্যায়নী বড় সরলহৃদয়া, বেশী কিছু বুঝেন না ;
তিনি সে কথা শুনিয়া কিছু বলিলেন না ; কিন্তু মৈত্রেয়ী অতি বুদ্ধিমতী, তিনি স্বামীর কথা শুনিয়াই মনে মনে
ভাবিলেন—স্বামী যখন এত কৈশিকিত সম্পত্তি পরিভাগ করিয়া যাউতেছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার মধ্যে কোনও
রহস্য আছে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে ধনসম্পদে প্রভূত শাস্তিলাভ হয় কি না, ইত্যাদি বিষয় সিজ্ঞানাস করিতে
লাগিলেন । ইহাই সেই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় ।

কিং যুক্তম্? পুরুষ ইতি। কুতঃ? আদি-মধ্যাবসানেষু পুরুষশ্চৈব প্রতীতে:
উপক্রমে তাবৎ পতিজায়াপুত্রবিত্তপশাদিপ্রিয়ত্বযোগাজ্জীবাত্মৈব প্রতীয়তে;
মধ্যেহপি “বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্বেবানুবিনশ্চতি,
ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” [রহদা० ৬।৫।১৩] ইত্যুৎপত্তি-বিনাশসংযোগাৎ স
এবাবগম্যতে; তথা অন্তে চ “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” [রহদা०
৬।৫।১৫] ইতি স এব জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ এব প্রতীয়তে, নেশ্বরঃ; অতন্তত্ত্ব-
সিদ্ধপুরুষ প্রতিপাদনপরমিদং বাক্যমিতি নিশ্চীয়েত।

ননু “অমৃতত্বস্তু তু নাশাস্তি বিভেন” ইত্যুপক্রমাৎ অমৃতত্বপ্রাপ্ত্যু-
পায়োপদেশপরমিদং বাক্যমিত্যবগম্যতে; তৎ কথং পুরুষপ্রতিপাদন-
পরত্বমস্ত বাক্যস্ত? তদুচ্যতে—অত এব হত্ব পুরুষপ্রতিপাদনম্; তস্তে
হি অচিৎকর্মাধ্যাসবিযুক্ত-পুরুষস্বরূপযাথাত্ম্যবিজ্ঞানমেব অমৃতত্বাহেতুত্বেনো-
চ্যতে; অতো জীবাত্মনঃ প্রকৃতিবিযুক্তং স্বরূপমিহামৃতত্বায় “আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। সর্বেষামাত্মানাং প্রকৃতিবিযুক্তং স্বরূপ-

কোনটি যুক্তিযুক্ত? পুরুষই (যুক্তিযুক্ত)। কারণ? যেহেতু প্রকরণেব আদি, মধ্য ও অবসানে
পুরুষেবই প্রতীতি রহিয়াছে। প্রথমতঃ উপক্রমে—পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত ও পশু প্রভৃতি
প্রিয়বস্তুর সম্বন্ধ থাকায় জীবাত্মারই প্রতীতি হইতেছে; মধ্যেও, ‘বিজ্ঞানঘনই এই পঞ্চভূতের
অনুগতভাবে অভিব্যক্ত হইয়া আবার সেই পঞ্চভূতের বিনাশের সঙ্গেসঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়;
মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা (এ স্থানের বোধ) থাকে না’, এইরূপে উৎপত্তি ও বিনাশের যোগ
থাকায় সেই জীবাত্মা বলিয়াই বোধ হইতেছে। সেইরূপ অন্তেও, ‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে
আবার কিসের দ্বারা জানিব’, এইরূপে [ঐন্দ্রিয়িক] বিজ্ঞানকর্তা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবই প্রতীতিগম্য
হইতেছে, ঈশ্বর নহে; অতএব ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, সাংখ্যসম্মত পুরুষ-প্রতিপাদনেই
উক্ত বাক্যের তাৎপর্য; [ঈশ্বর-নিরূপণে নহে]।

ভাল, ‘বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই’ এই প্রকার উপক্রম থাকায় অমৃতত্ব লাভের
উপায় নির্দেশেই যে, এই বাক্যের তাৎপর্য, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; তবে আর পুরুষ-
প্রতিপাদনে এই বাক্যের তাৎপর্য হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—এই কারণেই
অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়োপদেশ থাকাতাই এখানে পুরুষের প্রতিপাদন অবশ্যক হইতেছে;
কেননা, [অজ্ঞান বশতঃ] পুরুষে যে অচিৎজড়পদার্থের (প্রকৃতির) ধর্ম সমূহ (সুখদুঃখাদি)
আরোপিত হইয়াছিল, সেই আরোপিত প্রকৃতি-ধর্মবিরহিত পুরুষের যথার্থ স্বরূপ বিজ্ঞানকেই
সাংখ্যশাস্ত্রে অমৃতত্ব-লাভের (মোক্ষ-প্রাপ্তির) হেতু বলা হইয়া থাকে; অতএব জীবাত্মার
প্রকৃতিবিযুক্ত স্বরূপটিই অমৃতত্বলাভের উদ্দেশে এখানে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি

মেকরূপম্, ইতি প্রকৃতিবিশুদ্ধ-স্বাত্মযাথাত্ম্যবিজ্ঞানে সৰ্ব্ব এবাত্মানো
বিদিতা ভবন্তি, ইত্যাত্মবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞানমুপপন্নম্ । দেবাদি-স্বাবরাস্তেষু
সৰ্বেষু ভূতেষু আত্মস্বরূপস্ত বিজ্ঞানৈকপ্রকারত্বাৎ “ইদং সৰ্বং যদয়মাত্মা”
ইত্যেকাত্মোপদেশঃ ; দেবাত্মাকারাগামনাত্মাকারত্বাৎ “সৰ্বং তং
পরাদাৎ” ইত্যাদিনা অশ্রুতনিষেধশ্চ ; “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি” ইতি চ
নানাত্মনিষেধেন একস্বরূপে হি আত্মনি দেবাদিপ্রকৃতিপরিণামভেদেন নানাত্মং
মিথোভূত্যাচ্যতে ; “তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃস্বসিতমেতদ্ যদ
ঋগ্বেদেঃ” ইত্যাদ্যপি প্রকৃতেষু ধিষ্ঠাতৃভূতেন পুরুষনিমিত্তত্বাজ্জগদুৎপত্তেকরূপ-
পত্ততে । এবমস্মিন্ বাক্যে পুরুষপরে নিশ্চিত্যে সতি তদৈকার্থ্যাৎ সৰ্ব্ব
বেদান্তান্ত্রসিদ্ধং পুরুষমেবাভিধতীতি তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতিরেব জগদুৎপা-
দানং, নেশ্বর ইতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—“বাক্যানয়ম্” ইতি ।

বাক্য উপদিষ্ট হইতেছে । প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত আত্মাই প্রকৃতিবিশুদ্ধ, এইরূপে নিজ নিজ আত্মার
বস্তুত্ব তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে তদ্বারা সমস্ত আত্মাই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানে
সৰ্ববিজ্ঞানও উপপন্ন হয় । আর দেবাদি স্বাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতেই আত্মার একমাত্র জ্ঞান-
স্বরূপত্ব ধর্ম্মটি সমান ; এই হেতু ‘এই সমস্তই এই আত্মস্বরূপ’ এই একাত্মোপদেশ ; কিন্তু
দেবতাভূতির যে, আকার বা শরীর, তাহা ত আত্মস্বরূপ নহে ; এইজন্ত ‘সৰ্বপদার্থই তাহাকে
প্রত্যাহিত কবে’ ইত্যাদি বাক্যে ভেদবুদ্ধির প্রতিবেদ করা হইয়াছে ; এবং ‘যখন দ্বৈতবট
মত হয়’ এই স্থলেও নানাত্ব- (ভেদ) নিষেধ পূর্ব্বক একস্বভাব আত্মাতে প্রকৃতির পরিণাম-
বিশেষ দেবাদিরূপ নানাত্বের মিথ্যাত্ব কথন, এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষই যখন জগদুৎপত্তিব
নিমিত্ত, তখন ‘ইহা সেই এই নিত্যসিদ্ধ মহতের (ঈশ্বরের) নিঃস্বাসস্বরূপ, যাহা ঋগ্বেদ’, ইত্যাদি
বাক্যও উপপন্ন হয় । এইরূপে আলোচ্য বাক্যটি যদি পুরুষপ্রতিপাদনপর বলিয়াই স্থিরীকৃত
হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যের সহিত একার্থত্ব বা (একবাক্যতা) অনুসারে সমস্ত বেদান্ত বাক্যই
সাংখ্য-পুরুষ প্রতিপাদক হইতে পারে ; সুতরাং পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ
হইবে, ঈশ্বর নহে । এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছি—“বাক্যানয়ম্” (*) ইতি ।

(*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘বাক্যানয়ম্’ শব্দটির উদ্দেশ্য হইতে বাইশ পদ্যস্ত চারি পদে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অর্থবৎ এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“ন বা স্মরে সৰ্বস্ত কাম্যঃ” ইত্যাদি । (২) সংলগ্ন—এখানে ‘আত্মা’ কি
সাংখ্যমত-সদৃশ পুরুষ (জীব) ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যদিও বার জীবেরই আত্মা হইয়া থাকে ;
এখানে সেই প্রিয়াদি কথার উল্লেখ থাকায় ‘আত্মা’ শব্দে সাংখ্যমত পুরুষই বুঝিতে হইবে, এবং তাহার কল
পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিরও অপরূপপাদন সিদ্ধ হইবে । (৪) উত্তর—না উল্লিখিত বিচার্য্য বাক্যের একরূপ পর্যা-
লোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, পরমাত্মাই এখানে ‘আত্মা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ, জীব নহে । সুতরাং বেদান্ত-
সিদ্ধ পরমাত্মাই (ভগবানই) জগতের উপাদান, প্রকৃতি নহে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—বাক্যার্থের পক্ষে
সিদ্ধ হইলেই সিদ্ধান্ত হইয়া জীবতত্ত্ব জানাও আবশ্যক ।

[ব্রহ্মকারণপরত্ব-সিদ্ধান্তঃ—]

সর্বৈশ্বর এবাস্মিন্ বাক্যে প্রতীয়তে। কৃতঃ? এবমেব হি বাক্যাবয়বানা-
 মন্যোন্ত্যাহয়ঃ সমঞ্জসো ভবতি। “অমৃতত্বস্তু তু নাশাস্তি বিতেন ইতি” যাজ্ঞ-
 বল্ক্যেনাভিহিতে “যেনাহং নামতা স্মাং, কিমহং তেন কুৰ্য্যাম্? যদেব
 ভগবান্ বেদ, তদেব মে ক্রহি” ইত্যমৃতত্বানুপায়তয়া বিস্তাণ্মনাদরণ্যমৃতত্ব-
 প্রাপ্ত্যুপায়মেব প্রার্থয়মানায়ৈ মৈত্রেয়্যৈ তদুপায়তয়া দ্রষ্টব্যতয়াপদিষ্টো-
 হয়মাত্মা পরমাত্মৈব “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি”, “তমেবং বিদ্বানমৃত-
 ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থাঃ” [পুরুষ সূ०] ইত্যাদিভিরমৃতত্বস্তু পরমপুরুষ-
 বেদনৈকোপায়তয়া প্রতিপাদনাৎ। পরমপুরুষবিভূতিভূতস্তু প্রাপ্তুরাত্মনঃ
 স্বরূপ-যাথাত্ম্যম্ (*) অপবর্গসাধন-পরমপুরুষবেদনোপযোগিতয়া অব-
 গম্যব্যম্; ন স্তত এবোপায়াত্মেন। অতোহত্র পরমাত্মৈবামৃতত্বোপায়তয়া
 “দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনোপদিষ্ট্যতে। তথা “তস্ত হ বা এতস্ত মহতো ভূতস্ত
 নিঃসৃতিমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ” ইত্যাদিনা কৃৎসন্ত জগতঃ কারণত্বমুচ্যমানং

এই আলোচ্য বাক্যে সর্বৈশ্বর ব্রহ্মই প্রতীত হইতেছেন, [সাংখ্য-সিদ্ধ পুরুষ নহে]।

বেদান্তের ব্রহ্মপরত্ব কারণ? এইরূপ অর্থ হইলেই বাক্যাংশগুলির পরস্পরের সহিত
 সিদ্ধান্ত। অর্থের (সম্বন্ধের) সামঞ্জস্য হইতে পারে। ‘বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব-

লাভের (মোক্ষপ্রাপ্তির) আশা নাই’, যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলে পর, মৈত্রেয়ী বলিলেন—
 ‘আমি যাহা দ্বারা অমৃত হইতে পাবিব না, সেই বিত্ত দ্বারা কি করিব? [উহাতে আমার
 প্রয়োজন নাই], পূজনীয় আপনি যে তব অবগত হইয়াছেন, তাহাই আমাকে বলুন’, এই
 বাক্যে মুক্তিলাভের অসাধনীভূত ধনসম্পদে অনাদরপূর্ব্বক মুক্তিলাভের উপায়বিষয়ক উপদেশের
 জন্ত প্রার্থনাকারিণী মৈত্রেয়ীকে মোক্ষোপায় জ্ঞাপনের জন্ত দ্রষ্টব্যরূপে যে আত্মাব উপদেশ করা
 হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই পরমাত্মা; কারণ, পরমপুরুষ পরমাত্মার জ্ঞানই যে, একমাত্র উপায়,
 তাহা ‘তাহাকে অবগত হইয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে’, ‘তাহাকে
 এইরূপে অবগত হইয়া ইহলোকে অমৃত হয়, অপর পথ নাই’, ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত
 হইয়াছে। পরমপুরুষ পরমাত্মার বিভূতিস্বরূপ মোক্ষপ্রাপক জীবাত্মার যে, স্বরূপগত যাথার্থ্য-
 বিজ্ঞান, তাহাও কেবল মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়ভূত পরমাত্ম-জ্ঞানের উপযোগী বলিয়াই,
 কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে। অতএব, এখানে ‘দ্রষ্টব্য’ ইত্যাদি বাক্যে মোক্ষোপায় বলিয়া
 পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন। সেইরূপ, ‘এই যে ঋগ্বেদ, ইহা সেই এই নিত্যসিদ্ধ মহত্তরই
 (পরব্রহ্মেরই) নিঃসৃতিস্বরূপ’, ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত জগতের যে, কারণত্ব নির্দেশ করা

(*) যাথাত্ম্যবিজ্ঞান ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

পরমপুরুষাদন্যস্ত কৰ্ম্মপরবশস্ত মুক্তস্ত নিকৰ্ম্মাপারস্ত চ পুরুষমাত্ৰস্ত ন
সংভবতি ; তথা “আত্মানো বা অরে দৰ্শনেন” ইত্যাদিনৈকবিজ্ঞানেন
সৰ্ববিজ্ঞানমভিধীয়মানং সৰ্ব্বাত্মভূতে পরমাত্মন্যেবাবকল্পতে।

যত্নু, এতদেকরূপত্বাদাত্মনাম্ একাত্মবিজ্ঞানেন সৰ্ব্বাত্মবিজ্ঞানমুচ্যত ইতি ;
তদযুক্তম্, অচেতনপ্রপঞ্চজ্ঞানাভাবেন সৰ্ববিজ্ঞানাভাবাৎ। প্রতিজ্ঞোপ-
পাদনায় চ “ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রম্” ইতু্যপক্রম্য “ইদং সৰ্বং যদয়মাত্মা”
ইতি প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধং চিদচিন্মিশ্রং প্রপঞ্চম্ ‘ইদম্’ ইতি নির্দিষ্ট্য ‘এতদয়-
মাত্মা’ ইত্যেকাত্মোপদেশশ্চ পরমাত্মন এবোপপদ্যতে। ন হি ইদং-
শব্দবাচ্যং চিদচিন্মিশ্রং জগৎ পুরুষোচিৎসংসৃষ্টেন তদ্বিযুক্তেন
স্বরূপেণ বা অবস্থিতেন চৈক্যমুপগচ্ছতি। অত এব “সৰ্বং তং পরাদাদ্

হইয়াছে, তাহাও কখনই পরমপুরুষ ভিন্ন অপরের—প্রাক্তন শুভাশুভকৰ্ম্মাধীন (সংসারী)
কিংবা সৰ্বপ্রকার ব্যাপাররহিত মুক্ত পুরুষ, কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় না। সেইরূপ, ‘আত্মা
দৰ্শনেন’ ইত্যাদি বাক্যে যে, একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাও সৰ্বাত্মস্বরূপ
পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়।

আর যে, সমস্ত আত্মাই একরূপ—জ্ঞানরূপ; এইজন্তই এক আত্মার জ্ঞানে সমস্ত
আত্মার জ্ঞান উক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ একটি আত্মাকে জানিলেই সমস্ত আত্মা বিজ্ঞাত হইয়া
যায়, এই কথা বলা হইয়া থাকে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, তাহাতেও অচেতন জগৎ-
প্রপঞ্চের জ্ঞান না হওয়ায় সৰ্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না (*)। পক্ষান্তরে, [একবিজ্ঞানে সৰ্ব-
বিজ্ঞানের] প্রতিজ্ঞা সমর্থনের জন্ত ‘ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই ক্ষত্রিয়’, এইরূপ উপক্রমের পর ‘এই যে
সমস্ত, ইহা এই আত্মা, অর্থাৎ এই সমস্তই আত্মাস্বরূপ’, এই স্থলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ
চেতনাচেতনমিশ্রিত জগৎপ্রপঞ্চকে ‘ইদং’ শব্দে নির্দেশ করিয়া অনন্তর যে, ‘ইহা এই আত্ম-
স্বরূপ’ এই একাত্মোপদেশ, তাহা পরমাত্মার সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়, (জীবের পক্ষে নহে)।
কেননা, পুরুষ চৈতন্যযুক্তই হউক, কিংবা তদ্বিযুক্তরূপেই অবস্থিত হউক, কোনরূপেই তাহার
সহিত চেতনাচেতনসমন্বিত ‘ইদং’-পদবাচ্য এই জগৎ একত্ব লাভ করিতে পারে না। এই
কারণেই ‘যে লোক আত্মার অত্র সৰ্বপদার্থকে অবগত হয়, অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথকভাবে

(*) ভাৎপর্য্য—সমস্ত আত্মাই চেতন জ্ঞানধর, সুতরাং একটি আত্মার তব অবগত হইলেই অপর সমস্ত
আত্মার বিষয়েও অবগত হওয়া যায় যে, সমস্ত আত্মাই একরূপ, স্বরূপতঃ উহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।
কিন্তু চেতন আত্মা ভিন্ন অচেতন জড়বর্ণ বস্তু বিজ্ঞমান রহিয়াছে, তখন তাহাদের তত্ত্ব না জানিলে পূৰ্বোক্ত
জ্ঞানকে আর ‘সৰ্বজ্ঞান’ বলিয়া নির্দেশ করা যায়তে পারে না। কেন না, চেতনের সাধুশাস্ত্রমূলে চেতনবিষয়েই
জ্ঞান হইতে পারে, কখনই অচেতনের জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং বিপক্ষের মতে একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের
প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় না। অতএব, এখানে ‘আত্মা’ শব্দে পরমাত্মাই ব্রহ্ম কথিত হইবে।

যোহন্ত্রাত্মানঃ সর্বং বেদ” [বৃহদা০ ৬।৫।৭] ইতি ব্যতিরিক্তত্বেন সর্ব-
বেদন-নিন্দা চ; তথা প্রথমে চ মৈত্রেয়ীত্রাক্ষণে “মহদুতমনস্তমপারম্”
ইতি শ্রুত্যা মহত্বাদয়ো গুণাঃ পরমাত্মন এব সম্ভবন্তি ; অতঃ স এবাত্র
প্রতিপাद्यতে ।

যত্নুক্তম্—পতি-জায়া-পুত্র-বিত্ত-পশ্বাদিপ্রিয়াস্বয়িনো জীবাশ্বন উপ-
ক্রমে তু অশ্বেষ্টব্যতয়া প্রতিপাদনাং তদ্বিষয়মেবেদং বাক্যমিতি । তদ-
যুক্তম্, “আত্মনস্ত কামায়” ইত্যাত্ম-শব্দেন জীবাশ্ব-সংশব্দেন তস্মাৎ “আত্মা
বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যেনানন্বয়প্রসঙ্গাৎ । “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ”
ইত্যাত্মনো দ্রষ্টব্যাত্মোপযোগিতয়া “আত্মনস্ত কামায়” ইতু্যপদিষ্টমিতি-
প্রতীয়তে । “আত্মনস্ত কামায়”—আত্মনঃ কামসম্পত্তয়ে ; কাম্যন্ত ইতি
কামাঃ, আত্মন ইষ্টসম্পত্তয় ইতি যাবৎ । ন চ, ‘জীবাশ্বন ইষ্টসম্পত্তয়ে
‘পত্যাদয়ঃ প্রিয়া ভবন্তি’ ইত্যুক্তে সতি তস্মাৎ জীবস্ব স্বরূপমশ্বেষ্টবাং ভবতি ।
প্রিয়মেব ই অশ্বেষ্টব্যম্ ; ন তু প্রিয়ং প্রতি শেষিণঃ প্রিয়বিযুক্তং স্বরূপম্ ।
যস্মাদাত্মন ইষ্টসম্পত্তয়ে পত্যাদয়ঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, তস্মাৎ পত্যাদি প্রিয়ং

অবস্থিত বলিয়া মনে করে ; সমস্ত পদার্থই তাহাকে প্রত্যাহিত কবে’, এই যে, আত্মব্যতিরিক্ত-
রূপে সর্বপার্থ্যবগতির নিন্দা, এবং প্রথমেই মৈত্রেয়ী ত্রাক্ষণে যে, ‘[তিনি] অনন্ত, অপার ও
স্বতঃসিদ্ধ মহান’ এই বাক্যে পরিশ্রুত মহত্বাদি গুণসমূহ, তৎসমস্ত পবমাত্মাব সম্বন্ধেই সম্ভবপর
হয়। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] সেই পরমাত্মাই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছেন ;
(সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে) ।

আরও যে উক্ত হইয়াছে—বাক্যের প্রারম্ভে পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত ও পশু প্রভৃতি প্রিয়-
সম্পর্কিত জীবাশ্বার প্রতিপাদন হেতু এই দ্রষ্টব্যত্ব-বিধায়ক বাক্যও তাহারই প্রতিপাদক ;
না সে কথাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, “আত্মনঃ তু কামায়” এখানে ‘আত্মা’ শব্দে জীবাশ্বার
নির্দেশ হইলে “আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই বাক্যের সহিত তাহার আর অন্বয়ই (সম্বন্ধই)
হইতে পারে না । কারণ, ‘অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিবে’,
এই বাক্যোক্ত আত্মাদর্শনের উপযোগী বলিয়াই যে, ‘আত্মার কামের জন্ত’ ইত্যাদি বাক্য
উপদিষ্ট হইয়াছে, এইরূপই প্রতীতি হইতেছে । “আত্মনঃ তু কামায়” কথাটির অর্থ—আত্মার
কামসম্পাদনের জন্ত ; ‘কাম’ অর্থ—কামনার (অভিলাষের) বিষয়ীভূত, অর্থাৎ আত্মাব অভীষ্ট
বিষয়রাশি ; কিন্তু ‘পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থনিচয় জীবাশ্বাব অভীষ্ট সম্পাদনের উপায়’ কেবল
এই কথা বলিতেই ত সেই জীবের প্রকৃত স্বরূপ অবৈধগীয় হইতে পারে না ; বরং সেই প্রিয়
পদার্থই অবৈধগীয় হইতে পারে, কিন্তু প্রিয় পদার্থের অঙ্গীভূত আত্মার প্রিয়বিযুক্ত স্বরূপ কখনই
[অবৈধগীয়] হইতে পারে না । যেহেতু পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থরাশি আত্মার প্রীতিসম্পাদনের

পরিত্যজ্য তদ্বিযুক্তমাত্মস্বরূপমশ্বেষ্টব্যমিত্যসঙ্গতং ভবতি ; প্রত্যুত ন
পত্যাदिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् ; अपि तु आत्मनः शेषतया पत्यादीनां
प्रियत्वम्, इत्युक्ते शेषतया त एवापादेयोः स्याः । “आत्मनस्तु कामाय सर्वं
प्रियं भवति” इत्यस्य परेणान्वये वाक्यভেদঃ প্রসজ্যতে । অভ্যুপগমা-
মানেহপি वाक्यभेदे पूर्वस्य वाक्यस्य न किञ्चित् प्रयोजनं दृश्यते ; अतः
पत्यादि सर्वं प्रियं परित्यज्यात्मन एवाश्वेष्टवत्त्वं यथा प्रतीयते, तथा

সাধন হইয়া থাকে, সেই হেতুই পতি প্রভৃতি প্রিয়পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়াদিবিরহিত
আত্মস্বরূপ অব্ধেয় কবিবে, এরূপ কল্পনা কখনই সম্ভব হয় না ; বরং এইরূপ কল্পনাই বিশেষ
গ্রহণযোগ্য হয় যে, পতিপ্রভৃতিব অঙ্গ বলিয়াই পতিপ্রভৃতি প্রিয় হয় না, পবস্ত, পতিপ্রভৃতি
পদার্থগুলি আত্মারই শেষ অর্থাৎ অধীন বা ভোগোপকরণ বলিয়া ; সুতরাং আত্মার ভোগোপ-
করণ বলিয়া সেই পতিপ্রভৃতিই গ্রহণীয় হইতে পারে । আর ‘আত্মার শ্রীতির নিমিত্তই সমস্ত
বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে’, পরবর্তী (দ্রষ্টব্যতাবিধায়ক) বাক্যেব সহিত এই বাক্যেব সম্বন্ধ ন।
হইলে বাক্যভেদও হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি পৃথক্ বাক্য হইয়া পড়ে ।
[বাক্যভেদ একটা বিষমদোষ] । আর বাক্যভেদ স্বীকার কবিলেও পূর্ববাক্যেব কিছুমাত্র
উপকার দেখা যাইতেছে না (*) । অতএব, যাহাতে এখানে পত্যাदि প্রিয় পদার্থ পরিত্যাগ-

(*) তাৎপর্য—বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষোড়শী ব্রাহ্মণে প্রথমতঃ কথিত হইয়াছে যে, “ন বা তরে পত্যা”
কামার পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, অর্থাৎ পতির শ্রীতির জন্য পতি প্রিয় হই
না, আত্মার শ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হইয়া থাকেন, ইত্যাদি । তাহার পর কথিত হইয়াছে যে, ‘আত্মা বা তরে
দ্রষ্টব্যঃ’ অর্থাৎ হে ঈশ্বরহি, আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবে । এ স্থলে কেহ কেহ মনে করেন যে, পতিজ্ঞার প্রভৃতি
প্রিয় পদার্থের সহিত সম্বন্ধ যখন জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না ; তখন প্রথম বাক্যটি
‘আত্মনঃ’ শব্দের অর্থ জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মা হইতেই পারেনা ; সুতরাং সেই একই প্রসঙ্গে কথিত পরবর্তী দ্রষ্টব্য
‘আত্মা’ ও জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মা নহে । অর্থাৎ প্রসিদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকরের উপদেশ দেওয়া হই
য়াছে । তাহার বিপক্ষে ভাষ্যকার কতকগুলি বোধের উৎপত্তি করিতেছেন । (১) পূর্ব ও পরবর্তী বাক্যদ্বয়ে একই
অনুপপত্তি । অতিপ্রায় এই যে, বাক্যের পৌনঃপত্য পরিত্যাগ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আত্মার দ্রষ্টব্য
সম্বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত “ন বা তরে” ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু দ্রষ্টব্য আত্মাটিকে জীবাত্মা বলিয়া
নির্দ্ধারনের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহা হইলে পূর্ব বাক্য দ্বারা পরবাক্যের কিছুমাত্র সম্বন্ধন সিদ্ধ হইতে পারে না ; কেন
না, সংসারের প্রিয় বস্তুই আর্থনীয় হইয়া থাকে, কিন্তু অশ্রিয় বা শ্রিবিযুক্ত বস্তু কখনও প্রার্থনীয় হইতে পার
না । বিশেষতঃ ‘পতি জামারি পদার্থনিচয় প্রিয়,’ শুধু একধায় কখনও জীবের আত্ম-স্বরূপ অব্ধেয় করিতে
এবুত্তি হইতে পারে না ; বরং জীবের স্বস্থাপন এই সমস্ত বিষয়েই এবুত্তি জন্মিতে পারে ; অতএব, প্রথম
বাক্যটুক ‘আত্মা’ ও জীব নহে, পরন্তু পরমাত্মাই বটে ।

দ্বিতীয় দোষ—বাক্যভেদ ; মীমাংসাক্ষত্রের নিয়ম এই যে, কোন অক্ষরপোক্ত বাক্যগুলির যদি একই তাৎপর্য
সঙ্গতি করা যাইতে পারে, তাহা হইলে সে স্থল কখনই পরস্পর অসম্বন্ধ ভিন্নার্থকল্পনা দ্বারা উচিত হয় না ;
করিলে একবাক্যতা নষ্ট হয় এবং বাক্যভেদ দোষ ঘটে । মীমাংসাকগণ বলিয়াছেন—“সম্ভবতঃ কথাকথং বাক্য-
ভেদো ন বুধ্যতে ।” অর্থাৎ একবাক্যতা—একার্থ-পরত্ব সম্ভব থাকিলে বাক্যভেদ করনা সম্ভব হয় না । এখানে
এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে পূর্ব-বাক্যটি পরবাক্যের সহিত সমানার্থ একবাক্যকারী না হওয়ার পরস্পর অসম্বন্ধ
পৃথক্ পৃথক্ দুইটি বাক্য হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহা হইলেই ‘বাক্যভেদ’ দোষ উপস্থিত হয় । অপর দোষগুলি
পাঠক দ্বিজেই সংকলন করিয়া লইবেন ।

বাক্যার্থো বর্ণনীয়ঃ ; সোহয়মুচ্যতে—“অমৃতত্বস্তু তু নাশাস্তি বিত্তেন” ইতি বিভাদীনাং নিত্যনির্দোষনিরতিশয়ানন্দরূপামৃতত্বপ্রাপ্ত্যনুপায়ত্বমুক্ত্বা বিত্তপুত্র-পতিজায়াদীনাং সাতিশয়দুঃখমিশ্র-কাদাচিৎকপ্রিয়ত্বমনুভূয়মানং ন পত্যাদিষ্বরূপপ্রযুক্তম্ ; অপি তু নিরতিশয়ানন্দস্বভাবপরমাত্মপ্রযুক্তম্ । অতো য এব (*) স্বয়ং নিরতিশয়ানন্দঃ সন্ অন্তেষামপি প্রিয়ত্বলেশাস্পাদত্ব-মালাদয়তি, স পরমাত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ, ইত্যুপদিষ্ট্যতে ।

তদয়মর্থঃ—“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি”, ন হি পতিজায়াপুত্র-বিভাদয়োঃ মৎপ্রয়োজনায় ‘অহমস্ত প্রিয়ঃ স্ত্যাম্’ ইতি স্বসঙ্কল্পাৎ প্রিয়া ভবন্তি ; অপি স্বাত্মনঃ কামায় পরমাত্মনঃ স্বারাধকপ্রিয়প্রতিভিন্তন-রূপেটনির্বৃত্তয় ইত্যর্থঃ । পরমাত্মা হি কর্মভিরারাধিতস্তত্ত্বৎকর্মানুগুণং প্রতিনিয়তদেশকালস্বরূপপরিমামারাধকানাং তত্ত্বস্তগতং প্রিয়ত্বমাপা-

পূর্বক একমাত্র পবমাত্মারই অধেষণীয়তা-প্রতীতি হইতে পারে, সেইরূপ ভাবেই বাক্যার্থ নিরূপণ করিতে হইবে। এই সেই বাক্যার্থ কথিত হইতেছে—প্রথমতঃ ‘বিত্ত দ্বাৰা মোক্ষলাভের আশা নাই’, এই বাক্যে বলা হইবাছে যে, দৃশ্যমান ধনসম্পদ পদার্থগুলি, নিত্যনির্দোষ ও সৰ্ব্বাতিশয় পরমানন্দময় মুক্তিলাভের উপায় নহে। কিন্তু, পতি, জায়া ও পুত্রাদি পদার্থের যে, সাতিশয় (তারতম্যযুক্ত) ও দুঃখবিমিশ্রিতভাবে কখন কখন সুখময়তা অনুভূত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে পতিপুত্রাদি পদার্থই তাহাব কাৰণ নহে ; পরন্তু সৰ্ব্বাতিশয়, পরমানন্দস্বভাব পরমাত্মাই তাহার কারণ । অতএব, যাহা নিজে নিবতিশয় আনন্দস্বরূপ হইয়া অপরকেও কিয়ৎপরিমাণে আনন্দদায়ক করিয়া থাকে, সেই পবমাত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য, ইহাই উক্ত বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, (অতএব ইহাই উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ)।

অতএব ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—‘অরে মৈত্রেয়ি, পতিব কামেব জন্ত পতি প্রিয় হন না’, এই বাক্যের এরূপ অর্থ নয় যে, যেহেতু পতি, জায়া, পুত্র ও বিত্তাদি পদার্থ নিচয় আমারই প্রয়োজনসাধক ; আমি ইহাদিগের প্রিয়, এইরূপ ভাবনাবলেই পতিজায়াদি বিষয়সমূহ প্রিয় হইয়া থাকে ; পরন্তু, [উহার অর্থ এই যে, ঐ সকল পদার্থ] আত্মার প্রীতির জন্ত অর্থ্যাৎ পরমাত্মার আরাধনায় প্রিয়সম্পাদনরূপ অভীষ্ট নিস্পাদন কবে বলিয়াই [প্রিয় হইয়া থাকে] । কেননা, আরাধনায় পরিতুষ্ট পরমাত্মা পরনৈষবই আরাধকদিগের (উপাসকগণের) বিশেষ বিশেষ কৰ্ম্মানুসারে নির্দ্ধারিত দেশ, কাল, স্বরূপ, পরিমাণ ও আকৃতিবিশেষযুক্ত বিশেষ বিশেষ

দয়তি, “এব হেবানন্দয়াতি” ইতি শ্রুতে: । ন হি তত্ত্বস্ত স্বরূপেণ
প্রিয়মপ্রিয়ং বা; যথোক্তম্—

“তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে ।

তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে ।

তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্” ইতি ।

“আত্মনস্ত কামায়” ইত্যশ্চ জীবাত্মপরত্বেহপি “আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্যঃ” ইতি তু পরমাত্মবিষয়মেব । তত্রাপ্যমর্থঃ (*)—যস্মাৎ
পত্যাাদীনাযুক্ত-সম্পত্তয়ে তৎপরবশেন পত্যাাদয়ঃ প্রিয়ত্বেন নোপাদীয়ন্তে ;
অপি তু আত্মসম্পত্তয়ে (+) স্বতন্ত্রেণ স্বপ্রিয়ত্বেনোপাদীয়ন্তে । তস্মাদ্ য
এবাভ্যনো নিরুপাধিকনির্দোষনিরবধিকপ্রিয়ঃ পরমাত্মা, স এব হি দ্রষ্টব্যঃ;
ন দুঃখমিশ্রাশ্লব্ধদুঃখোপাদর্শকঃ পরায়ত্ত-তত্ত্বস্বভাবাঃ পতিজায়াপূজবিভাদয়ো
বিষয়া ইতি ।

অস্মিংস্ত প্রকরণে, জীবাত্মবাচি-শব্দেনাপি পরমাত্মন এবাভিধানাৎ

বস্তুর প্রিয়ত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন । কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—‘ইনিই আনন্দিত করিয়া
থাকেন’ । বাস্তবিকপক্ষে, কোন বস্তুই স্বরূপতঃ প্রিয় বা অপ্রিয় নহে । ইহা অন্তর্য ও উক্ত
আছে, যথা—‘সেই একই বস্তু একবার প্রীতিকর হইয়া পুনর্বার দুঃখোৎপাদক হইয়া থাকে,
যেহেতু [দেখা যায়] সেই একই বস্তু ক্রোধেবও কাষণ হয়, আবার প্রসন্নতাবও হেতু হইয়া
থাকে । অর্থাৎ যে পদার্থ এক সময়ে ক্রোধ উৎপাদন করে, সময়াস্তবে তাহাই আবার বিমল
আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে । অতএব, দুঃখাত্মকও কিছু নাই, আর সুখাত্মকও কিছু নাই ।’
ইতি ।

আর “আত্মনস্ত কামায়” এই বাক্যের জীবাত্মপ্রতিপাদনে তাৎপর্য হইলেও “আত্মা বা
অরে দ্রষ্টব্যঃ”, এই বাক্যটি যে, পরমাত্মপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত । ইহার অভিপ্রায়
এইরূপ—যেহেতু পতিপ্রভৃতির প্রীতিসম্পাদনার্থ পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করা
হয় না, পরন্তু আত্মার—আপনারই অভীষ্টসম্পাদনের অন্তই নিজের প্রিয়রূপে গ্রহণ করা হইয়া
থাকে; সেই হেতু, যে পরমাত্মা আপনাব নির্দোষ, নিরতিশয় ও অনাপেক্ষিক প্রিয়; সেই
পরমাত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য; কিন্তু বাহ্যিক দুঃখমিশ্রিত ও অল্পমাত্র সুখকর, অধিকন্তু পরিণামে
দুঃখপ্রদ, এবং স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ পরায়ত্ত, সেই পতি-পত্নী প্রভৃতি বিষয় সমূহ দ্রষ্টব্য নহে ।

বিশেষতঃ এই প্রকরণে জীবাত্মবাচক শব্দেও পরমাত্মারই উল্লেখ দৃষ্ট হওয়ার কথিত প্রণালী

“আত্মনস্ত কামায়,” “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইতি পূর্বোক্তপ্রক্রিয়য়ো-
ভয়ত্রাত্ম-শব্দাবেকবিষয়ো ॥১॥৪॥১৯॥

মতান্তরেণাপি জীব-শব্দেন পরমাত্মাভিধানোপপাদনায়াহ —

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্নিজমাশ্মরথ্যঃ ॥১॥৪॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ ([একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান] প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির) লিঙ্গং (জ্ঞাপক
হেতু) আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য [মনে করেন] ॥

[সরলার্থঃ—জীবশব্দেনাপি পরমাত্মাভিধানোপপাদনায় মতান্তরমাহ—“প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্নিজমা-
শ্মরথ্যঃ” ইতি । জীবশব্দেন যৎ পরমাত্মাভিধানং, তৎ খলু একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধেঃ লিঙ্গং জ্ঞাপকম্, ইতি আশ্মরথ্য আচার্য্যঃ মততে । জীবস্ত পরমাত্মনোহনন্ত-
জ্ঞাপনায় জীবাভিধায়কশব্দেন পরমাত্মনঃ পরামর্শঃ ; ততশ্চ পরমাত্মবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানসিদ্ধি-
বিত্যাশয়ঃ ।

আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য মনে করেন, ‘একবিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা কবা
হইয়াছে, তাহাব সমর্থনের জন্তই এখানে জীববাচক আশ্মরথ্যে পরমাত্মাব নির্দেশ করা হইয়াছে ।
অর্থাৎ এই নির্দেশের ফলেই জানা যায় যে, জীবাশ্ম প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা হইতে পৃথক
নহে ॥ ১।৪।২০ ॥]

একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধেরিদং লিঙ্গং, যৎ জীবাশ্মবাচি-
শব্দৈঃ পরমাত্মনোহভিধানম্, ইত্যশ্মরথ্য আচার্য্যো মততে স্ম । যদ্যয়ং জীবঃ
পরমাত্ম-কার্য্যতয়া পরমাত্মৈব ন ভবেৎ, তদা তদ্ব্যতিরিক্ততয়া পরমাত্ম-বিজ্ঞা-
নাদ্ এতদ্বিজ্ঞানং ন সেৎসৃতি । “আত্মা বা ইদমেক এবাণ্ড আসীৎ” ইতি
প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ—

অনুসারে “আত্মনস্ত কামায়,” এবং “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই উভয়স্থলেই ‘আত্মা’শব্দদ্বয়ের
প্রতিপাদ্য বিষয় এক (পরমাত্মা) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

মতান্তরেণও জীব শব্দ দ্বারা পরমাত্মার অভিধান উপপাদনার্থ বলিতেছেন—“প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ”
ইত্যাদি ।

আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য মনে করেন যে, জীবাশ্মবাচক শব্দে যে, পরমাত্মার নির্দেশ, ইহা
একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু । পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত
জীব যদি স্বরূপতঃ পরমাত্মাই না হইত, তাহা হইলে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়াই পরমাত্ম-
বিজ্ঞানে জীব-বিজ্ঞান সম্পন্ন হইত না । অথচ, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আশ্মরথ্যপই

“যথা সূদীপ্তাং পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তি সরূপাঃ ।

তথাঙ্করাদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥” [মুণ্ড০ ২।১।১]

ইত্যাদিভিত্ত্যাক্রাণো জীবানামুৎপত্তিশ্রবণাং, তস্মিন্নেবাণ্যশ্রবণাচ্চ জীবানাং
ব্রহ্মকার্য্যভেদে ব্রহ্মণৈক্যমবগম্যতে ; অতো জীব-শব্দেন পরমাত্মন এবাভি-
ধানমিতি ॥১॥৪॥২০॥

উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥১॥৪॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎক্রমিষ্যতঃ (দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীবের) এবস্ত্বাবাং (ঈদৃশ স্বভাব
বা অবস্থা হয় বলিয়া) [জীবশব্দে পরমাত্মাভিধান], ইতি (ইহা) ঔড়ুলোমিঃ (ঔড়ুলোমি-
নামক আচার্য্য) [মনে করেন] ॥

[সরসার্থঃ—“পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে”, ইত্যাদিশ্রুতে: শরীরাত
উৎক্রমিষ্যতঃ মরিষ্যতঃ অস্ত্র জীবস্ত এবস্ত্বাবাং পরমাত্মভাবপ্রাপ্তে: হেতো: [জীবশব্দেন
পরমাত্মানোহভিধানম্,] ইতি ঔড়ুলোমিঃ আচার্য্য: মন্ততে ॥

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, [‘মৃত্যুকালে’] জীব এই পরজ্যোতি: পরমাত্মকে
প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে (পরমাত্মস্বরূপে) পরিনিষ্পন্ন হয়*, এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, দেহ
হইতে বহির্গমনকালীন জীব এই পরমাত্মারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে; সেই কারণেই এখানে
জীববাচক শব্দে পরমাত্মাব উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১।৪।২১ ॥]

বহুভূতম্—জীবস্ত ব্রহ্মকার্য্যতয়া ব্রহ্মণৈক্যেনৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞোপপাদনার্থং ব্রহ্মাণো জীবশব্দেন প্রতিপাদনমিতি । তদযুক্তম্,

ছিল’, এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে একত্বাবধারণহেতু, এবং ‘যেমন সূদীপ্ত (প্রজ্জ্বলিত) অগ্নি হইতে
তৎসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, হে সোমা, তেমনি জায়মান বিবিধ প্রজাও সেই অক্ষর
পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়’, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম হইতেই জীব-
গণের উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্তি শ্রবণ হেতুতেও ব্রহ্ম-কার্য্যত্বনিবন্ধন জীবগণের ব্রহ্মা-
ভিন্নত্ব জানা যাইতেছে * । এই কারণেই জীবশব্দে পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে ॥১॥৪ ২০ ॥

[আশ্চর্য্যের নতানুসারে] যে, বলা হইয়াছে, জীব যখন ব্রহ্ম-কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে
উৎপন্ন, তখন জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ; এই ঐক্য নিবন্ধনই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা-
সমর্থনের জন্ত জীববাচক শব্দে পরমাত্মার অভিধান করা হইয়াছে । একথা যুক্তিযুক্ত নহে ;

(*) তাৎপৰ্য্যঃ—শ্রুতি শাস্ত্র পর্যালোচনার জামা যায় যে, জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন ; স্বভাবঃ পরমাত্মাই
কার্য্য । কার্য্য কখনই কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিতে পারে না ; পরন্তু, কারণ শরীরেই সন্নিবিষ্ট থাকে ।
অতএব, সৃষ্টিকা জ্ঞানে বেরূপ স্রষ্টাকাবিকার ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ এক পরমাত্ম-জ্ঞানেই তাৎকার্য্য
সমস্ত জীবজন্ত জ্ঞান সাধিত পারে . ঈদং জ্ঞান হইলে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইতে পারে ।

“ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিচৎ” [কঠং ১।২।১৮] ইত্যাদি। অজ্ঞতঃ শ্রুতেজ্ঞো-
বানাং প্রাচীনকর্মফলভোগায় জগৎস্বক্যভ্যাপগমাচ্চ, অথবা বিষমস্বক্যানু-
পপত্তেচ্চ, ব্রহ্মকার্যস্য জীবস্য ব্রহ্মতাপত্তিলক্ষণে মোক্ষ আকাশাদিবদব্রহ্ম-
নীয়ঃ, ইতি তদুপায়বিধানানুষ্ঠানানর্থক্যাচ্চ, ঘটাদিবৎ কারণপ্রাপ্তের্বিনাশ-
রূপত্বেন মোক্ষস্তাপুরুষার্থত্বাচ্চ । জীবাত্মন উৎপত্তিপ্ৰলয়বাদোপপত্তিরুক্তরত্নে
প্রপঞ্চয়িষ্যতে । অতঃ “এষ সংপ্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ম সমুখায় পরং জ্যোতি-
রূপসংপত্ত স্তেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” [ছান্দোঃ ৮।৩।৪] ।

“যথা নতঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রে

অস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নাম-রূপাদিমুক্তঃ

পরং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥” [মুণ্ডং ৩।২।৮]

কাবণ, ‘বিপশিচৎ (জ্ঞানী পুরুষ) জন্মেও না, মরেও না’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের অজ্ঞত
(জন্মরহিতত্ব) স্বীকৃত হইয়াছে এবং জীবসমূহেরই প্রাক্তন কর্ম্মফলসারে জগৎ-সৃষ্টি স্বীকৃত
হইয়াছে; নচেৎ সৃষ্টির বৈষম্য উপপন্ন হইতে পারে না । বিশেষতঃ [ব্রহ্ম-কার্য] আকাশাদির
ভায় ব্রহ্ম-কার্য জীবের পক্ষে যে, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, তাহাত অনায়াসলভ্য; সূতরাং
মুক্তিলাভের জন্য উপায়ানুষ্ঠানেরও আনর্থক্য হইয়া পড়ে; অধিকন্তু ঘটাদি পদার্থের যেরূপ
তৎকারণ মুক্তিকার্যরূপপ্রাপ্তিতে বিনাশ হয়, তদ্রূপ জীবেরও যে, তৎকারণীভূত ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি,
তাহা ত তাহার বিনাশস্বরূপই বটে; সূতরাং মুক্তির অপুরুষার্থত্বই (অপ্রার্থনীয়তাই) হইতে
পারে (*) । জীবাত্মার যে, উৎপত্তি ও প্রলয়প্রসিক্তি, পশ্চাৎ তাহার উপপাদন করা হইবে ।
অতএব ঐড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, ‘এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে
বহির্গত হইয়া এবং পরজ্যোতি পরমাষ্ট্রাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃত স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়’,
এবং ‘প্রবহমান নদীসমূহ যেরূপ স্বীয় পৃথক নাম ও রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে অন্তর্গত
হয় (মিশিয়া যায়), তদ্রূপ বিদ্বান্ পুরুষও নিজ নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্থাত্ নামরূপ
সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরাৎপর দিব্য পুরুষকে (ভগবানকে) প্রাপ্ত হন’, ইত্যাদি শ্রুতিতে

(*) তাৎপৰ্য্য—ঘটাদি পদার্থ মুক্তিক হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরিণামে (বিনাশ সময়ে) আবার সেই মুক্তিক-
তেই বিলীন হয়; বল কথা ঘটের যে বাক্যরহিত মুক্তিকাতাব প্রাপ্তি, তাহাই তাহার বিনাশ । এখন, জীব যদি
ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন (ব্রহ্ম কার্য) হয়, এবং সেই ব্রহ্মেই আবার বিলীন হয় (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার
এই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ত বিনাশেরই নামান্তর মাত্র; অথচ প্রকৃতির কোন লোকই আত্মবিনাশ কামনা করে না;
সূতরাং তাদৃশ মুক্তি কাহারও প্রার্থনীর পুরুষার্থ হইতে পারে না; কাহাকেই কোন বিষয়েই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না ।

ইত্যাৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মতাবাৎ জীবশব্দেন পরমাত্মানোহভিধানম্, ইতি
ঔড়ুলোমিরাচার্যো মন্যতে স্ম ॥১॥৪॥২১॥

অবস্থিতেরিতি কাশরুৎস্নঃ ॥১॥৪॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অবস্থিতে: (ঐক্যে অবস্থান হেতু), ইতি (ইহা) কাশরুৎস্নঃ (কাশরুৎস্ন-
নামক আচার্য্য) [মনে করেন]।

[সরলার্থঃ—“যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ” ইত্যাদিভ্যঃ পরমাত্মন এব জীবে
অন্তরাত্মতয়া অবস্থিতে: হেতো: জীবাত্মশব্দস্তাপি পরমাত্মনি পর্য্যবসানাৎ জীবাভিধায়কশব্দেন
পরমাত্মানোহভিধানম্, ইতি কাশরুৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। এষু চ স্বত্রেসু এতদেব স্বত্রকারাভিমত-
মিতি গম্যতে, অদূষণাৎ অতঃপরং মতাস্তরাবচনাচ্চেতি ভাবঃ ॥

‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মাই অন্তর্ধানি-
রূপে জীবাত্মার মধ্যে অবস্থান করেন; এইরূপ অবস্থান করেন বলিয়াই জীববাচক শব্দে
পরমাত্মার নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা কাশরুৎস্ননামক আচার্য্যের মত। উক্ত স্বত্রের মধ্যে
এই স্বত্রটিই স্বত্রকারের অভিমত বলিয়া মনে হয়; কারণ, ইহাব উপর আর কোনরূপ দোষ-
প্রদর্শন করেন নাই; বিশেষতঃ ইতঃপব আব কোন মতেরও উল্লেখ করেন নাই ॥ ১।৪।২২ ॥]

যতুক্তম্—উৎক্রমিষ্যতো জীবস্ত ব্রহ্মভাবাদ্ ব্রহ্মণস্তচ্ছন্দেনাভিধানমিতি;
তদপ্যযুক্তম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। অস্তা জীবাত্মন উৎক্রান্তে: পূর্বম্ অনেবম্ভাবঃ
কিং স্বাভাবিকঃ? উত ঔপাধিকঃ? তত্রাপি পারমার্থিকঃ? অপারমার্থিকো
বা? ইতি। স্বাভাবিকত্বে ব্রহ্মভাবো নোপপদ্যতে, তেদস্ত স্বরূপপ্রযুক্তত্বেন
স্বরূপে বিগ্ৰহমানে তদনপায়াৎ। অথ তেদেন সহ স্বরূপমপ্যপৈতীতি; তথা

উৎক্রমণকারী জীবের পরমাত্মভাব নিরূপিত হওয়ার [আলোচ্য স্থলে] জীবাভিধায়ক শব্দে
পরমাত্মার অভিধান (উল্লেখ) হইয়াছে; ইহাই তাহার অভিমত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

আর যে, উৎক্রমণের পূর্বে জীবের ব্রহ্মভাব আবিস্কৃত হইয়া থাকে; এইজন্তই জীববাচক
শব্দে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, এ কথা বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ,
[ঐক্য করণ] বিকল্প সহ হয় না। [বিকল্প অর্থ—কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া যে,
তাই, তিন বা ততোধিক পক্ষের করণ করা। সেই বিকল্প এইরূপ —] উৎক্রান্তির পূর্বে
জীবের যে, অনেবম্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাবের অভাব, তাহা কি তাহার স্বাভাবিক? অথবা
ঔপাধিক? তাহাতেও আবার [জিজ্ঞাস্য এই যে,] ঐ অবস্থাটি কি পারমার্থিক? (যথার্থ
সত্য?) কিংবা অপারমার্থিক? (মিথ্যা?) ঐ অব্রহ্মভাবই যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে
তাহার আর ব্রহ্মভাব হইতেই পারে না; কারণ, সেই প্রভেদ বহন স্বতঃসিদ্ধ, তখন বস্তু বিগ্ৰহমান
থাকিতে কখনই সেই তেদের অপগম (অভেদ—ব্রহ্মভাব) হইতে পারে না; আর যদি বলা,

সতি বিনষ্টত্বাদেব তস্য ন ব্রহ্মভাবঃ, অপূর্বার্থত্বাদিদোষপ্রসঙ্গশ্চ । পার-
মার্থিকোপাধিকত্বৈহপি প্রাগপি ব্রহ্মৈব, ইতি “উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাৎ”
ইতি বিশেষো ন যুক্ত্যতে বক্তব্যম্ । অস্মিন্ পক্ষে হি উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরেকেণ
বস্তুস্বভাবান্নিরবয়বস্য ব্রহ্মণ উপাধিনা ভেদাত্মসম্ভবাচ্চ (*) উপাধিগত এব
ভেদ ইত্যুক্তান্তেঃ প্রাগপি ব্রহ্মৈব । উপাধিকস্য ভেদতাপারমার্থিকত্বে
কস্মায়মুক্তান্তো ব্রহ্মভাব ইতি বক্তব্যম্ । ব্রহ্মণ এবাবিত্তোপাধিতিরোহিত-
স্বরূপস্য, ইতি চেৎ; ন ; নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বরূপত্বাবিত্তোপাধি-
তিরোধানাসম্ভবাৎ । তিরোধানং নাম বস্তুস্বরূপে বিद्यমানো তৎপ্রকাশনিবৃত্তিঃ ।
প্রকাশ এব বস্তুস্বরূপম্ ইত্যঙ্গীকারে তিরোধানাত্বাৎ; স্বরূপনাশো বা স্তাৎ ।

ভেদের সহিত তাহাব স্বরূপও বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেত বিনষ্ট বলিয়াই তাহার আর
ব্রহ্মভাব হইতে পাবে না; অধিকন্ত, অপূর্বার্থত্ব দোষেরও সম্ভাবনা হয় (+) । আর [সেই
অব্রহ্মভাব] যদি যথার্থই উপাধিক হয়, তাহা হইলে, পূর্বেও যখন জীব ব্রহ্মস্বরূপই বটে, তখন
দাব “উৎক্রমণেব সময়ে এইরূপ ভাব হয়”, এই বিশেষোক্তি বৃক্তিমুক্ত হয় না । এই পক্ষে
(উপাধির পারমার্থিকত্ব পক্ষে) উপাধি ও ব্রহ্ম, এতদতিবিক্ত কোন বস্তু না থাকায় এবং উপাধি
দ্বারাও নিরবয়ব ব্রহ্মেব বিভাগোৎপত্তির অসম্ভব হওয়ায় [বৃক্তিতে হইবে যে,] ঐ ভেদ কেবল
উপাধিগতই বটে (স্বরূপগত নহে); স্বংভাব উৎক্রমণেব পূর্বেও ব্রহ্মস্বরূপই বটে । আর সেই
উপাধিক ভেদও যদি অসত্য হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, উৎক্রান্তিতে এই ব্রহ্মভাব
হয় কাহার? যদি বল, অবিত্তাক্রম উপাধি-বিবহিত ব্রহ্মেবই (ব্রহ্মভাব); না,—তাহা বলিতে
পার না; কারণ, নিত্যমুক্ত ও নিত্যপ্রকাশময় জ্ঞানস্বভাব ব্রহ্মের অবিত্তা-জনিত আবরণের
অপগমই সম্ভব হয় না । কেন না, তিরোধান অর্থ—বস্তুর স্বরূপ বিद्यমান সত্ত্বেও যে, তাহার প্রকাশ
বা প্রতীতিযোগ্যতা নিবৃত্তি (উচ্ছেদ নহে); অতএব, ‘প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ’, একথা স্বীকার

(*) চ্ছেদাত্মসংভবাৎ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—স্বভাবমাত্রই যাবৎ দ্রব্যস্থায়ী, অর্থাৎ বস্তুকাল বজ থাকিবে, তাহার স্বভাবও ততকাল অক্ষু-
পাকিবে, অগ্নির স্বভাব প্রকাশ ও উষ্ণতা : অগ্নির উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সেই প্রকাশ ও উষ্ণতার
স্বভাব হয় না বা হইতে পাবে না । জীবেরও যদি অব্রহ্মভাবই স্বভা। হয়, অধিকন্ত সেই স্বভাবটি যদি পারমার্থিক
(সত্য) হয়, তাহা হইলে কখনও তাহার অব্রহ্মভাব বিদূরিত হইতে পারে না ; পক্ষান্তরে ঐরূপ স্বভাবের উচ্ছেদ
হইলে তদাত্ম্য জীবেরই উচ্ছেদ হইল, বৃক্তিতে হইবে ; জীবের উচ্ছেদ কখনই জীবের প্রার্থনীর পূর্ববর্তী বলিয়া
পরিগণিত হইতে পারে না ; সুতরাং অব্রহ্মভাবের অপগম জীবের পূর্ববর্তী হইতে পারে না ।

আর জীবের অব্রহ্মভাবটি যদি আগন্তুক কোন উপাধি জনিত অথচ পারমার্থিকত্ব হয়, তাহা হইলেও বিশেষ
হইবে যে, উৎক্রমণের পূর্বেও জীবের ব্রহ্মভাব অব্যাহত থাক ; সুতরাং উৎক্রমণের পর জীবের ব্রহ্মভাব অবি-
হৃত হয়, এ কথাও কোন অর্থ থাকে না ; কারণ, তৎপূর্বেও তাহার ব্রহ্মভাব বিদ্যমানই ছিল । অতএব
উৎক্রমণের সম্মত সিদ্ধান্ত সমীচীন হয় না ।

অতো নিত্যাবিভূতস্বস্বরূপত্বাৎ তস্যোৎক্রান্তৌ ব্রহ্মভাবে ন কশ্চিদ্ধিশেষ
ইতি “উৎক্রমিষ্যতঃ” ইতি বিশেষণং ব্যর্থমেব ।

“অস্মাচ্ছরীরাত্ সমুৎথায়” ইতি পূর্বমনেবংরূপশ্চ ন তদানীং ব্রহ্ম-
তাপত্তিমাহ ; অপি তু পূর্বসিদ্ধস্বরূপত্বাবির্ভাবম্ । তথাহি বক্ষ্যতে—
“সম্প্রত্যাবির্ভাবঃ স্মেন-শব্দাৎ” [ব্রহ্মসূ. ৪।৪।১] ইত্যাদিভিঃ । অতঃ
“অনেন জীবেনাত্মনাসুপ্রবিশ্য” (*) [ছান্দোগ্য. ৬।৩।২] ইতি “য আত্মনি
তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ যশ্চাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো
যময়তি, স তে আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ”, [বৃহদা. ৫।৭।২২], “যোহক্ষরমন্তরে
সঞ্চরন্, যশ্চাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, এষ সর্বভূতাস্তরাত্মাপহতপাপু।
দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [স্ক্রবাল. ০.৭], “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্ত্রা জনানাং
সর্বাত্মা” [আরণ্য. ১।৩।২১] ইতি স্বশরীরভূতে জীবাত্মন্যাত্মতয়াবস্থিতেঃ
জীবশব্দেন ব্রহ্মপ্রতিপাদনম্, ইতি কাশকৃৎস্ন আচার্যো মন্যতে স্ম । জীব-
শব্দশ্চ জীবস্ত পরমাত্মপর্য্যন্তশ্চৈব বাচকঃ, ন জীবমাত্রস্ত, ইতি পূর্ব-

করিলে হয় আবরণের অভাব, না হয়, ব্রহ্মেরই স্বরূপোচ্ছেদ হইয়া যাইতে পারে । অতএব
জীবের ব্রহ্মভাব নিত্য বিद्यমান থাকার উৎক্রান্তিতে তাহার আর কিছুমাত্র বিশেষ হইতে পারে
না ; সুতরাং “উৎক্রমিষ্যতঃ” এই বিশেষণটি নিশ্চয়ই নিরর্থক ।

আর ‘এই শরীর হইতে সমুৎথিত হইয়া (বহির্গত হইয়া)’, এই শ্রুতিও যে, পূর্বে অব্রহ্ম-
ভাবাপন্ন জীবের তৎকালে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বলিতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু, পূর্ব-সিদ্ধ স্বীয় রূপেবই
পুনরাবির্ভাবমাত্র জ্ঞাপন করিতেছে । পরেও [শ্রুতিতে] ‘স্মেন’ শব্দ থাকার [বৃত্তিতে হইবে,]
ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর স্বরূপেরই আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি হয়, ইত্যাদি সূত্রে এইরূপ কথাই বলিবেন ।
অতএব, ‘এই জীবাত্মস্বরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া’, ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে
পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন,
তিনিই তোমার অন্তর্ধামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’, ‘যিনি অক্ষরের (জীবের) অভ্যন্তরে সঞ্চরণ
করেন, অক্ষর যাহার শরীর, এবং অক্ষর যাহাকে জানে না, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা,
নিশাপ, দিব্য এক অধিতীয় দেবতা নারায়ণ ।’ ‘সকলের আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর সমস্ত লোকের
অন্তরে অবস্থিত শাসনকর্তা’, ইত্যাদি শ্রুতিতে নিজেরই শরীরভূত জীবাত্মাতে আত্মরূপে (অন্তরাত্ম-
ভাবে) অবস্থিতির কথা উক্ত থাকার জীবাত্মবাচক শব্দে পরমাত্মারই উল্লেখ করা হইয়াছে ; ইহা
কাশকৃৎস্ননামক আচার্য্য মনে করেন । ‘জীব’ শব্দ যে, জীবের পরমাত্মভাব পর্য্যন্তেরই বাচক,

মেবোক্তম্ “নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইত্যত্র । এবমাত্মশরীরভাবেন তাদাত্মোপপাদনে পরন্তু ব্রহ্মাণোহপহতপাপ্যত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদিগোচরাঃ জীবন্তাবিভূষঃ শোচতো ব্রহ্মোপাসনামোক্ষবাদিন্যো জগৎসৃষ্টি-প্রলয়াভি-ধায়িন্যো জগতো ব্রহ্মতাদাত্মোপদেশপরাশ্চ সৰ্বাঃ শ্রুতয়ঃ সম্যগুপ-পাদিতা ভবন্তি, ইতি কাশরুৎস্নীয়মেব মতং সূত্রকারঃ স্বীকৃতবান্ ।

অয়মত্র বাক্যার্থঃ—অমৃতত্বোপায়ে মৈত্রেয়্যা পৃষ্ঠে যাজ্ঞবল্ক্যঃ “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনা পরমাত্মোপাসনমমৃতত্বোপায়মুক্ত্বা “আত্মনি খল্লরে দৃষ্টে” ইত্যাদিনা উপাস্তুলক্ষণং, ছন্দুভাদিদৃষ্টান্তৈশ্চোপাসনোপ-করণভূত-মনঃপ্রভৃতিকরণনিয়মনং চ সামান্ত্যেনাভিধায় “স যথা দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনা “স যথা সৰ্বাসামপাং সমুদ্র একায়নম্” ইত্যাদিনা চোপাস্ত-ভূতস্ত পরন্তু ব্রহ্মাণো নিখিলজগদেককারণত্বং, সকলবিষয়প্রবৃত্তিমূল-করণ-গ্রামনিয়মনক বিস্তীর্ণমুপদিশ্য, “স যথা সৈন্ধবঘনঃ” ইত্যাদিনা অমৃতত্বোপায়-প্রবৃত্তিপ্ৰাৎসাহনায় জীবাত্মস্বরূপেণাবস্থিতস্ত পরমাত্মনোহপরিচ্ছিন্ন-

কেবল জীবতাবমাত্র-বাচক নহে, তাহা পূর্বেই “নামরূপে ব্যাকরবাণি” এই স্থলে উক্ত হইয়াছে । এবমিধ সিদ্ধান্তানুসারে পরমাত্মার শরীররূপী জীবের সহিত [পরমাত্মার] তাদাত্ম্য-সম্বন্ধই স্থির হইয়াছে । পরব্রহ্মের অপহত-পাপ্যত্ব ও সর্বজ্ঞত্বাদিগুণপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে শোকসন্তপ্ত জীবের ব্রহ্মোপাসনাফলে মোক্ষপ্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়বোধিকা শ্রুতিসমূহ এবং ব্রহ্মের সাহিত জগতের তাদাত্মোপ-দেশপ্রদ শ্রুতিসমূহও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হইতে পারে । এই কারণে স্বয়ং সূত্রকার (বেদবাস) এই কাশরুৎস্নের মতটিই [রমতরূপে] স্বীকাৰ করিয়াছেন ।

এ পক্ষে বাক্যার্থ এইরূপ—মৈত্রেয়ী মোক্ষলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি [প্রথমতঃ] “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মোপাসনাকেই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া, “আত্মাকে দর্শন করিলেই” ইত্যাদি বাক্যে উপাস্ত বস্তুর লক্ষণ (প্রকৃত স্বরূপ), এবং ছন্দুভিপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা উপাসনার সহায়ভূত মনঃপ্রভৃতি করণ বা সাধনসমূহের সংঘের কথা সামান্তরূপে বলিয়া ‘অগ্নির যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ, তিনিও তেমন—’ ইত্যাদি বাক্যে, এবং ‘সমুদ্রে যেমন সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়, তেমন তিনিও’ ইত্যাদি বাক্যে উপাস্ত-ভূত পরব্রহ্মেরই প্রধানতঃ সর্বজগৎ-কারণত্ব এবং সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির হেতুভূত ইঞ্জিয়াদিসাধন সমূহের নিয়মনও (সংযমনও) বিস্তৃতভাবে উপদেশ করিয়া, ‘সৈন্ধবও যেমন [একরস], তিনিও তেমনি [আনন্দৈকস্বভাব]’ ইত্যাদি বাক্যে আবার অমৃতত্ব লাভের উপায়সমূহানে উৎসাহবৃদ্ধির নিমিত্ত জীবাত্মস্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপতা উপপাদন করিয়া

জ্ঞানৈকাকারতামুপপাদ্য, তদ্ব্যবাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানৈকাকারস্য সংসারদশায়াং
ভূতপরিণামানুরক্তিম্ “বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাত্বেবানু
বিনশ্চতি” ইত্যভিধায় “ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তু” ইতি মোক্ষদশায়াং
স্বাভাবিকাপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানসঙ্কোচাভাবেন ভূতসজ্ঞাতেনেকীকৃত্য আত্মনি
দেবাদিরূপজ্ঞানাভাবমুক্ত্বা, পুনরপি “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি” ইত্যাদিনা
অব্রহ্মাত্মকত্বেন নানাভূত-বস্তুদর্শনম্ অজ্ঞানকৃতম্, ইতি নিরন্তরনিখিলাজ্ঞানস্য
ব্রহ্মাত্মকং কৃৎস্নং জগদনুভবতো ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্তুস্তরাভাবেন ভেদদর্শনং
নিরন্ত “যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ” ইতি চ জীবায়া
স্বাত্মতয়া অবস্থিতেন যেন পরমাত্মনা আহিতজ্ঞানঃ সন্ ইদং সর্বং বিজানাতি,
অয়ং তং কেন বিজানীয়াৎ, ন কেনাপি, ইতি পরমাত্মনো দূরবগমত্বমুপপাদ্য
“স এষ(ঃ) নেতি নেতি” ইত্যাদিনা অয়ং সর্বেশ্বরঃ স্বৈতরসমস্তচিদচিদন্ত-
বিলক্ষণস্বরূপ এব সর্বশরীরঃ সন্ সর্বস্তাত্মতয়াবস্থিতঃ ইতি স্বশরীরভূত-

‘বিজ্ঞানমুক্তি (জীবই) এই পঞ্চভূতকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাদেরই সঙ্গে-সঙ্গে
বিনষ্ট হইয়া যায়’ ইত্যাদি বাক্যে অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানৈকমুক্তি সেই পরমাত্মারই সংসারাবস্থায় আবার
পঞ্চভূত-পরিণাম শরীরাদিতে অনুবৃত্তি বা অনুসরণের কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ‘মৃত্যুব
পর আর সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না’, অর্থাৎ জ্ঞানই যখন আত্মার স্বভাবসিদ্ধ একমাত্র
স্বরূপ, তখন মোক্ষাবস্থায়ও তাহার সেই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সংকোচ (ন্যূনতা) হইতে পারে
না; সুতরাং [বুঝিতে হইবে,] পঞ্চভূতের সংঘাত বা সমষ্টিরূপ দেহের সহিত একীভাব বা
অভেদাভিমানের ফলীভূত যে, আত্ম-গত দেবাদিভাব-জ্ঞান, তখন কেবল সেই জ্ঞানেরই অভাব
হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া পুনশ্চ ‘যখন দ্বৈতেরই মত হয়’, ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন যে,
ব্রহ্মাত্মতাবের অভাবনিবন্ধন যে, নানাবিধ বস্তু-দর্শন, তাহা অজ্ঞানকৃত, অর্থাৎ অজ্ঞানেরই
ফল; অতএব ঐহার সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এবং যিনি সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন
করিতেছেন, তাহার নিকট ত ব্রহ্মতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই; [সুতরাং ভেদদর্শনও নাই;
এইরূপে ভেদদর্শনের প্রত্যাখ্যান করিয়া, ‘ঐহা দ্বারা এই সমস্তকে (জগৎ) জানিতে পারা যায়,
তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?’ এই বাক্যে, জীবায়া স্বীয় আত্মস্বরূপে অবস্থিত যে
পরমাত্মার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এই সমস্ত পদার্থকে অবগত হয়, তাঁহাকে আবার কোন
উপায়ে জানিবে? কোন উপায়েই নহে; এইরূপে পরমাত্মার দুর্জয়ের্তা সমর্থন করিয়া ‘সেই এত
আত্মা ইহা নহে ইহা নহে’, এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, এই সর্বেশ্বর (পঞ্চমাত্মা) নিশ্চয়ই
চেতনাচেতন অপর সমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণস্বরূপ; সর্বপদার্থই তাঁহার শরীর, এবং তিনিই
আত্মরূপে তন্মধ্যে অবস্থিত আছেন সত্য, কিন্তু স্বীয় শরীরভূত চেতনাচেতন বস্তুর দোষরাশি

চিদচিদ্বস্তগতৈর্দোষৈঃ ন সংস্পৃশ্যতে, ইত্যভিধায় “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ, ইত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয়ি, এতাবদরে খলু অমৃতত্বম্” ইতি সমস্তবস্তুবিসজাতীয়ং নিরন্তুনিখিলজগদেককারণভূতং সর্বম্ বিজ্ঞাতারং পুরুষোত্তমম্ উক্তপ্রকারানুপাসনাদ্ ঋতে কেন বিজানীয়াৎ, ইতি ইদমে-
বোপাসনম্ অমৃতত্বোপায়ঃ ; ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব চ অমৃতত্বম্ অভিধীয়তে, ইত্যুক্তবান্ । অতঃ, পরং ব্রহ্মৈবাস্মিন্ বাক্যে প্রতিপাদ্যতে, ইতি পরমেব ব্রহ্ম জগৎকারণম্, ন পুরুষঃ তদধিষ্ঠিতা চ প্রকৃতিরিতি স্থিতম্ ॥১৪॥২২॥

[ষষ্ঠং বাক্যান্বয়াধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৬॥]

প্রকৃতিধিকরণম্ ।] প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপ-

রোধাৎ ॥১৪॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকৃতিঃ (উপাদান কাবণ) চ (ও) প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপবোধঃ (প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অবিরোধ হেতু) ।]

[সবলার্থঃ—জগৎকারণতয়া অবধাবিতং পবং ব্রহ্ম কিং নিমিত্তকাবণমাত্রং ? উত উপাদান কাবণমপি ? ইতি সংশয়ঃ । তত্র ঘটাদিকারণো মৃৎ-কুলালয়োঃ নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদদর্শনাৎ, “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ নিমিত্তমাত্রম্, ইতি পূর্বপক্ষঃ । অত্রাভি-
ধীয়তে—প্রকৃতিশ্চ, ন কেবলং নিমিত্তমাত্রং, প্রকৃতিঃ—উপাদানকারণমপি ব্রহ্মৈব । কুতঃ ? প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপবোধঃ—প্রতিজ্ঞায়াঃ দৃষ্টান্তস্ত চ অন্তর্যামুপপত্তেরিত্যর্থঃ । প্রতিজ্ঞা তাবৎ “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যেকবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানবিষয়া ; সা চ ব্রহ্মণোহনুপাদানত্বৈ পীড়্যত ; নিমিত্তবিজ্ঞানে তৎকাৰ্য্যণামবিজ্ঞেয়ত্বাৎ । দৃষ্টান্তস্তাবৎ—“যথা সৌম্যোকেন মৃৎপিণ্ডেণ সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্মাৎ” ইত্যাদিঃ ; অত্র হি উপাদানভূতয়া মৃদো বিজ্ঞানে তদ্বিকারণাৎ বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শিতম্ ; ব্রহ্মণো নিমিত্তকারণমাত্রত্বৈ তদপি বাধিতং ভবেৎ । ব্রহ্মণঃ স্বরূপাপেক্ষং নিমিত্তত্বং, স্বশরীরভূতাতেনবস্তুপেক্ষঞ্চ উপাদানত্বমিতি বিবেকঃ ।

জগৎকারণ পরব্রহ্ম কি কেবলই নিমিত্ত কারণ ? অথবা উপাদান কাবণও বটে ? এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন যে, না—তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ নহে, পরন্তু উপাদান কারণও বটে ; কারণ, তাহা না হইলে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, এবং মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাপরিণাম ঘটাদির দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না । কেননা, মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান বলিয়া মৃত্তিকাজ্ঞানেই ঘটাদির জ্ঞান হইয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মও জগতের উপাদান কারণ হইলেই, তাহার জ্ঞানে জগতের জ্ঞান হইতে পারে, নচেৎ নহে ॥ ১ । ৪ । ২৩ ॥]

যারা কখনও স্পৃষ্ট হন না । যাজ্ঞবল্ক্য ইহার পরও মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন, “অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ? তুমি এই তথোপদেশ শ্রোণ্ড হইলে ; নিশ্চয় জানিও,

এবং নিরীশ্বরসাঙ্খ্যে নিরন্তে সতি সেশ্বরসাঙ্খ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—
যত্বেপি ঈক্ষণাদিগুণযোগাৎ সর্বজ্ঞমীশ্বরং জগৎকারণত্বেন বেদান্তাঃ প্রতি-
পাদয়ন্তি, তথাপি বেদান্তৈরেব জগদুপাদানতয়া প্রধানমেব প্রতিপাদ্যতে
ইতি প্রতীয়তে । ন হি বেদান্তাঃ সর্বজ্ঞত্বাপরিণামিনোহধিষ্ঠাতুরীশ্বরস্ত
অধিষ্ঠেয়নাচেতনেন পরিণামিনা প্রধানেন বিনা জগতঃ কারণত্বমবগময়ন্তি ।
তথা হি—পরিণামিনমেবৈনং প্রকৃতিং চৈতদধিষ্ঠিতাং পরিণামিনীমধীয়তে—

“নিষ্কলং নিক্রিয়ং শান্তং নিরবগতং নিরঙ্কনম্” [শ্বেতাস্বং ৬।১৯],

“স বা এষ মহানজ আত্মাজরোহমরঃ” [বৃহদাং ৬।৪।২৫],

“বিকার-জননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ক্রবাম্ ।

ধ্যাততেহধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রের্যতে পুনঃ ।

এই পর্য্যন্তই অমৃতত্বের কথা (মোক্ষপ্রসঙ্গ), অর্থাৎ সর্বপদার্থবিলক্ষণও নিখিল জগতের একমাত্র
কারণ সর্বজ্ঞ পুরুষোত্তমকে উক্তপ্রকার উপাসনা ব্যতীত আব কি উপায়ে জানিতে পাওয়া যায় ?
অতএব ইহাই অমৃতত্বলাভের একমাত্র উপায়, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ‘অমৃতত্ব’ নামে অভিহিত হইয়া
থাকে । অতএব, পরব্রহ্মই উক্ত বাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছেন; সূত্রবৎ পবব্রহ্মই জগতেব
কারণ, [সাংখ্যোক্ত] পুরুষ কিংবা পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতি কাবণ নহে; ইহা স্থিৰ হইল ॥১৪।২২ ॥
[বৃষ্ট বাক্যায়্যাধিকবণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥]

পূর্বোক্ত যুক্তিতে নিবীশ্বর সাংখ্য (কপিল) নিবস্ত হইলে পব সেশ্বর সাংখ্য (পতঞ্জলি)
আবার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইতেছেন—যদিও বেদান্তশাস্ত্র, ঈক্ষণাদি চেতনগুণ দৃষ্টে সর্বজ্ঞ
ঈশ্বরকেই জগৎকাবণ বলিয়া প্রতিপাদন করুক, তথাপি সেই বেদান্ত শাস্ত্রই যে, আবার
জগতের উপাদান কারণরূপে প্রধানকেই প্রতিপাদন করিতেছেন, ইহা বেশ ব্রূয়া যাইতেছে ।
কেননা, বেদান্তশাস্ত্র যে, ঈশ্ববাধিষ্ঠিত পরিণামী অচেতন প্রকৃতি ব্যতিরেকে কেবলই অপরিণামী
(নির্লিকার) সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের জগৎকাবণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা নহে (২) । দেখ,
পরমেশ্বরকে অপরিণামী এবং ঈশ্ববাধিষ্ঠিত প্রকৃতিকে পরিণামিণী বলিয়া সেইরূপই নির্দেশ
করিতেছেন—‘নিষ্কল (নিরংগ), নিক্রিয়, শান্ত (নির্ক্যাপার) সর্বপ্রকার দোষবহিত এবং
নিরঞ্জন’, ‘সেই এই মহান্ আত্মা অজব ও অমর’, সমস্ত বিকার-কারণীভূতা ও অচেতন অষ্টবিধ
প্রকৃতি জন্মরহিত এবং নিত্য । সেই প্রকৃতি পরমেশ্ববাধিষ্ঠিত হইয়াই চিন্তার বিষয়ীভূত হয়,

(*) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম ‘প্রকৃতাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—পরব্রহ্মের
জগৎকারণত্ব । (২) সংশয়—পরব্রহ্ম কি জগতের নিমিত্ত কারণ ? না—উপাদান কারণও বটে ? (৩) পূর্বপক্ষ—
কেবল নিমিত্ত কারণই বটে ; কেন না, প্রত্যেক কার্যেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া
থাকে । (৪) উত্তর—না পরব্রহ্ম এই জগতের উপাদান কারণও বটে । নচেৎ এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা
ও যুক্তিকাজ্ঞানে সমস্ত যুক্তিকার জ্ঞানের দৃষ্টান্ত উপপন্ন হয় না । (৫) প্রয়োজন—ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানলাভ ॥

সূর্যতে পুরুষার্থাংস্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ ।

গৌরনাগন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী” [মন্ত্রিকোঃ ৩-৫] ইতি ।

তথা প্রকৃতিমুপাদানভূতামধিষ্ঠায়ৈবেশ্বরো বিশ্বং জগৎ স্বজতীতি শ্রুয়তে—

“অস্মান্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতৎ ।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ।”

[শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯-১০] ইতি ।

স্মৃতিরপি—“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্” [গীতাঃ ১০।১০] ইতি ।

এবমশ্রুতেহপি প্রধানোপাদানত্বে ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বশ্রুত্যানুথানুপ-
পত্ত্বৈব প্রধানস্বরূপং তদ্ব্যবস্থাদিষ্ঠিতস্য জগদুপাদানকারণত্বঃ(*) চ সিধ্যতি ।

এবমেব হি লোকে নিমিত্তোপাদানয়োরত্যান্তভেদো দৃশ্যতে ; মূৎস্ববর্ণা-
দেবচেতনস্য ঘটকটকাদ্যুপাদানত্বম্, চেতনস্য কুলালস্ববর্ণকারাদনিমিত্তত্বং
চ নিয়তমুপলভ্যতে । কার্যনিষ্পত্তিশ্চ নিয়মেনানেককারক-সব্যাপেক্ষা
দৃষ্টা । এবং নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদনিয়মং কার্যনিষ্পত্তেরনেককারক-

তিনিই তাহাকে বিস্তার করেন এবং স্বকার্যে প্রেরণ করেন, এবং সেই পবনেশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত
হইয়াই পুরুষার্থ (ভোগ ও অপবর্গ) ও তদুপযুক্ত জগৎ সৃষ্টি কবে; আত্মস্ববহিত, ভূতভাবাত্মক
গৌরুপা সেই প্রকৃতিই সর্বপদার্থেব জননী’ । সেইরূপ, ঈশ্বর যে, উপাদানকারণরূপা প্রকৃতিতে
অধিষ্ঠানপূর্বকই সর্বজগৎ নিষ্কাশন করেন, তাহাও শ্রুত হইতেছে—‘মায়ী অর্থাৎ মায়াদীশ্বর
এই প্রকৃতি হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন’, ‘মায়াকে প্রকৃতি (উপাদান) বলিয়া জানিবে, এবং
মায়াদিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে ।’ স্মৃতিশাস্ত্রও আছে—‘প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায়
অর্থাৎ পবিচালনায়ই চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎ প্রসব করিয়া থাকে ।’ অতএব [প্রধান
অধিষ্ঠান ব্যতীত যখন] ব্রহ্মেব জগৎকারণত্বই উপপন্ন হইতে পারে না; তখন প্রধানের
উপাদানত্ব সাক্ষাৎ শ্রুত না থাকিলেও তদ্ব্যতিরেকে কার্য হইতে পারে না বলিয়াই প্রধানের
অস্তিত্ব এবং ঈশ্বরাদিষ্ঠিত সেই প্রকৃতির উপাদানত্বও সিদ্ধ হইতেছে । আর ব্যবহার-জগতেও
উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণের মধ্যে এইরূপই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । অচেতন
যুক্তিকা ও স্ববর্ণপ্রভৃতির উপাদানত্ব, আর চেতন কুন্তকার ও স্বর্ণকাষ প্রভৃতি নিমিত্তকারণত্ব ত
সর্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে । বিশেষতঃ, কার্যমাত্রেরই উৎপত্তিতে অনেকপ্রকার কারকের
অপেক্ষা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; [কোথাও ইহাব ব্যভিচার দেখা যায় না] ; অতএব,

(*) উপাদানত্বক্ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

সব্যাপেক্ষত্বনিয়মক অতিক্রম্য একমেব ব্রহ্ম উপাদানং নিমিত্তক প্রতি-
পাদয়িতুং ন প্রভবন্তি বেদান্তবাক্যানি । অতো ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণমেব,
নোপাদানম্ ; উপাদানং তু তদধিষ্ঠিতং প্রধানমেব ইতি । এবং প্রাপ্তেহভি-
ধীয়তে—“প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপারোধান্” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—ব্রহ্মোপাদানত্বস্থাপনম্]

প্রকৃতিশ্চ—উপাদানক ; ন নিমিত্ত কারণমাত্রং ব্রহ্ম, উপাদান কারণং চ
ব্রহ্মেবেত্যর্থঃ । কৃতঃ ? প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপারোধান্—এবমেব হি প্রতিজ্ঞা-
দৃষ্টান্তো নোপরুধ্যতে । প্রতিজ্ঞা তাবৎ “স্তব্ধোহসি, উত তমাদেশম-
প্রাক্ষ্যঃ—যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” [ছান্দোঃ
৬।১।৩] ইত্যেকবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানবিষয়া । দৃষ্টান্তশ্চ—(*) যথা
সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্মৃৎ, ... যথা সৌম্যৈকেন
লৌহমণিনা, যথা সৌম্যৈকেন নথনিকৃন্তনে [ছান্দোঃ ৬।১।৪-৬] ইতি
কারণবিজ্ঞানাং কার্যবিজ্ঞানবিষয়ঃ । যদি নিমিত্ত কারণমেব জগতো ব্রহ্ম,

নিমিত্ত কাৰণ ও উপাদান কারণগত অত্যন্ত ভেদব্যবস্থা, এবং কার্যোৎপত্তিতে অনেককারক-
সাপেক্ষত্ব নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বেদান্তবাক্যসমূহ একই ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া
প্রতিপাদন কবিতে কিছুতেই সমর্থ হইতে পারে না । অতএব, ব্রহ্ম কেবলই নিমিত্ত কারণ,
কখনও উপাদান কারণ নহে ; পবন ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগতের উপাদান কাৰণ । এইরূপ
সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলিতেছেন—“প্রকৃতিশ্চ” ইত্যাদি ।

“প্রকৃতিশ্চ” কথার অর্থ—উপাদান কারণও বটে, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই নিমিত্ত কারণ,
সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের উপাদান-] তাহা নহে, পবন উপাদান কারণও বটে । কারণ কি ?
কারণ স্থাপন । প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপারোহ অর্থাৎ বিরোধ পরিহারই কারণ ।
কেননা, এইরূপ হইলেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের ব্যাঘাত ঘটে না । প্রতিজ্ঞা এই যে, ‘[হে সোম্য,]
তুমি গর্ভাশ্রিত হইতেছ ; [ভাল, তুমি তোমার গুরুকে] সেইরূপ উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলে কি ? যাহাতে অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয় এবং অবিজ্ঞাতও
বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ;’ একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানলাভই উক্ত প্রতিজ্ঞার বিষয় । ইহার দৃষ্টান্তটিও
আবার কারণ-বিজ্ঞানে কার্য-বিজ্ঞানবিষয়ক ; যথা—‘হে সোম্য, যেমন একটি মাত্র মৃন্ময়পাত্র
জানিলেই অপর সমস্ত মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইয়া যায়, হে সোম্য, যেমন একটিমাত্র লৌহমণি
অর্থাৎ সুবর্ণ-পিণ্ডের জ্ঞানে—; হে সোম্য, যেমন একটি মাত্র নথনিকৃন্তন (নরুণ) জ্ঞাত হইলে—’
ইত্যাদি দৃষ্টান্তও কারণ-বিজ্ঞানে কার্য-বিজ্ঞানবিষয়ক । ব্রহ্ম যদি জগতের কেবলই নিমিত্ত কারণ

(*) দৃষ্টান্ত—সৌম্য ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

তদা তদ্বিজ্ঞানান্ন সমস্তং জগদ্বিজ্ঞাতং স্মৃতং । ন হি কুলানাদিবিজ্ঞানে ঘটাদি
বিজ্ঞায়তে ; অতঃ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তয়োর্বোধ এব । ব্রহ্মণ এবোপাদানস্তে
উপাদানভূত-মৃৎপিণ্ড-লোহমণি-নখনিকৃন্তনবিজ্ঞানেন ঘটমণিক-কটকমুকুট-
বাসীপরশ্বাদি-তৎকার্যবিজ্ঞানবৎ নিখিলজগদেককারণভূতে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে
তৎকার্যং জগদ্বিজ্ঞাতং (*) স্মৃতং । কারণমেবাবস্থান্তরমাপন্নং কার্যং ন
দ্রব্যান্তরম্ ; ইতি কার্য-কারণরূপোবস্থিতমৃৎ-তদ্বিকারাদিনিদর্শনেন
প্রতিজ্ঞাসমর্থনাং ব্রহ্মৈব জগদুপাদানং চেতি নিশ্চীযতে ।

যত্নে, নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদঃ শ্রুত্বৈব প্রতীয়ত ইতি ; তদসৎ,
নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যপ্রতীতেঃ, “উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ, যেনাশ্রুতং
শ্রুতং ভবতি” ইতি । আদিশ্যতে—প্রশিষ্যতে অনেনেত্যাদেশঃ, “এতস্ম বা
অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি (+) সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বতো তিষ্ঠতঃ” [বৃহদাঃ
৫।৮।৯] ইত্যাদিশ্রুতেঃ । সাধকতমত্বেন কৰ্ত্তা বিবক্ষিতঃ । তমাদেশ্যকরম-

হন, তাহা হইলে তাঁহাকে জানিলে কখনই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে না ; কেননা,
কৃষ্ণকাব প্রভৃতিকে জানিলে কখনই [তন্নিশ্চিত] ঘটাদি কার্য বিজ্ঞাত হয় না ; স্মৃতবাং [ব্রহ্মকে
উপাদান কারণ না বলিলে] নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তেব বাধা হয় । [পক্ষান্তরে,] ব্রহ্মই
যদি উপাদান কাবণ হন, তাহা হইলে, উপাদানভূত মৃৎপিণ্ড, স্তবর্ণপিণ্ড ও নখনিকৃন্তন-বিজ্ঞানে
যেকপ তৎকার্য—ঘট, মণিক (জ্বালা), বলয়, মুকুট, বাইস ও কুঠারাদির জ্ঞান হয়, তদ্রূপ সৰ্ব্ব
জগতের উপাদানস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেই তৎকার্যভূত সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে ।
কারণই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য-[সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, কিন্তু কার্য কখনই কারণ হইতে]
পৃথক্ দ্রব্য নহে । অতএব কার্য-কারণভাবে অবস্থিত মৃত্তিকা ও তদ্বিকাব ঘটাদি দৃষ্টান্ত
দ্বারা প্রতিজ্ঞার সমর্থন করায় ব্রহ্মেরই জগদুপাদানত্ব নিশ্চিত হইতেছে ।

আর যে, শ্রুতি অনুসারেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণের ভেদপ্রতীতি হয়, [বলা হইয়াছে],
তাহাও সঙ্গত নহে । কারণ, ‘ভাল, তুমি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা কবিস্থাছিলে কি ? বাহাতে
অশ্রুতও শ্রুত হয়, এই শ্রুতি হইতে নিমিত্ত ও উপাদান-কারণের ঐক্য বা অভেদই প্রতীত
হইতেছে । [শ্রুতির ‘আদেশ’ কথার অর্থ—] বাহা দ্বারা আদিষ্ট হয় অর্থাৎ উত্তমরূপে
শাসিত হয়, তাহার নাম ‘আদেশ’ । ‘হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে [সূর্য্য ও চন্দ্র বিধ্বত
আছেন]’ ইত্যাদি শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ । [ব্রহ্মই] ক্রিয়াদিদির প্রধান উপায়, এই কারণে
তিনিই ‘কর্ত্তাক্রুপে বিবক্ষিত হইয়াছেন । সেই আদেশ্যকর (শাসনকর্ত্তার) বিষয়ে কি জিজ্ঞাসা

(*) বিজ্ঞাতমেব ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) ‘ব’ পুস্তকেতু ‘সূর্য্য’ ইত্যাক্ষাংশঃ ন পঠ্যতে ।

প্রাক্যঃ—“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” (*) ইতি যেন আদেষ্টো অধিষ্ঠাতা শ্রুতেন অশ্রুতমপি শ্রুতং ভবতীতি নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যং প্রতীয়তে ; “সদেব সোমোদমগ্রা আসীদেকমেব” ইতি প্রাক্ স্মৃষ্টেরেকত্বাবধারণাদ্ অদ্বিতীয়পদেনাধিষ্ঠাত্তন্তুরনিষেধাচ্চ ।

নস্বৈবং সতি “বিকারজননীম্” “গৌরনাগন্তবতী” ইত্যাদিভিঃ প্রকৃতেরা-
গন্তবিরহেণ নিত্যং জগদুপাদানং চ শ্রয়মাণং কথমুপপত্তে? তদুচ্যতে—
তত্রাপ্যবিভক্তনামরূপং কারণাবস্থং ব্রহ্মৈব প্রকৃতি-শব্দেনাভিধীয়তে,
ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্ত্তুরাভাবাৎ । তথাহি শ্রুতয়ঃ—“সর্বং তং পরাদাৎ যোহ-
নুত্ৰাত্মনঃ সর্বং বেদ”, “যত্র তস্মৈ সর্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ”
ইত্যাদিঃ ; “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” [ছান্দো০ ৬।১৪।১] “ঐতদাত্ম্যমিদং
সর্বম্” [ছান্দো০ ৬।৮।৭] ইতি কার্য্যাবস্থং কারণাবস্থং চ সর্বং জগৎ
ব্রহ্মাত্মকমিতি শ্রবণাচ্চ ।

এতদুক্তমন্তবতি—“যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ
পৃথিবী ন বেদ” ইত্যারভ্য “যোহব্যক্তমন্তরে সংচরন্, যস্ত্যব্যক্তং শরীরং,

করিয়াছিলে? যাহা ষা বা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অর্থাৎ যে আদেষ্ঠো অর্থাৎ প্রকৃতিব অধিষ্ঠাতা
শ্রুত হইলে তদ্বারা অপব অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, এই কথায় নিমিত্ত ও উপাদান-কাবণেব
একত্বই প্রতীত হইতেছে । বিশেষতঃ ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ একমাত্র সংস্করপই ছিল’,
এই শ্রুতিতে একত্বাবধারণ হেতু ‘অদ্বিতীয়’ পদে অপব অধিষ্ঠাতাব (পরিচালকের) নিবাবণ
কবা হইয়াছে ; ইহা হইতেও [একত্ববই প্রতীতি হইতেছে] ।

ভাল, এরূপ হইলে ‘বিকারজননী’ এবং ‘আগন্তুরহিত গোরূপা’, ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতিব
আগন্তু-রাহিত্য-নিবন্ধন যে নিত্যং ও জগদুপাদানং শ্রুত হইতেছে, তাহার উপপত্তি হয়
কিকপে? হাঁ, তাহা কথিত হইতেছে—সেখানেও নাম-রূপবিভাগরহিত, কারণাবস্থ ব্রহ্মই
‘প্রকৃতি’শব্দে অভিহিত হইতেছে ; কাবণ, ব্রহ্মতিরিক্ত কোন বস্তুই সং নহে । সেইরূপ শ্রুতিও
আছে—‘সকলেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, যে লোক আত্মার অতীত অর্থাৎ আত্মা হইতে
পৃথক্ বলিয়া সকলকে জানে’, ‘যখন সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়’ ইত্যাদি । বিশেষতঃ
‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ’, ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ইত্যাদি স্থলে কার্য্যভাবাপন্ন ও কারণভাবা-
পন্ন সমস্ত জগতেরই ব্রহ্মস্বরূপত্বশ্রবণও ইহার অপর হেতু ।

ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী যাহার
শরীর, পৃথিবী যাহাকে জানে না’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি অব্যক্তের (প্রকৃতির)

যমব্যক্তং ন বেদ, যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্তাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ” “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্ত পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি” ইত্যারভ্য “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্ত-র্যাম্যমৃতঃ” ইতি চ সর্বচিদচিদ্বস্তশরীরতয়া সর্বদা সর্বাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম কদাচিদ্বিভক্তনামরূপং, কদাচিচ্চাবিভক্তনামরূপম্; যদা বিভক্তনামরূপম্ তদা তদেব বহুত্বেন কার্য্যত্বেন চোচ্যতে; যদা চাবিভক্তনামরূপং, তদা ‘একমদ্বিতীয়ং কারণম্’ ইতি চ। এবং সর্বদা চিদচিদ্বস্তশরীরস্য পরস্য ব্রহ্মণো বিভক্তনামরূপা যা কারণাবস্থা, সা “গৌরনাগন্তবতী,” “বিকার-জননীমজ্ঞাম্,” “অজামেকাম্” ইত্যাদিভিরভিধীয়তে।

ননু চ “মহানব্যক্তে লীযতে, অব্যক্তমক্ষরে লীযতে” ইতি প্রলয়শ্রুতেঃ অব্যক্তস্যোৎপত্তি-প্রলয়ো প্রতীয়েতে; যথা চ মহাভারতে—

“তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম।

অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিকলে সংপ্রলীযতে”।

[শান্তি০ মোক্ষ০ ৮।১৩।১৪] ইতি।

অভ্যন্তরে সঞ্চরণ কবেন, অব্যক্ত ঐহাব শবীৰ, অথচ অব্যক্ত ঐহাকে জানে না; ‘যিনি অক্ষরেব অভ্যন্তবে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর ঐহাব শবীৰ, অথচ অক্ষর ঐহাকে জানে না’, ‘যিনি পৃথিবীৰ অভ্যন্তবে অবস্থান করেন, পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী ঐহাকে জানে না, পৃথিবী ঐহাব শবীৰ, যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত কবেন’, এই হইতে আবশ্য করিয়া—‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা ঐহাকে জানে না, আত্মা ঐহাব শরীর, যিনি অন্তবে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমাব অন্তর্ধামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’ এই শ্রুতিও চেননাচেতনময় শরীরধারী বাল্লয়া সকল সময়েই সকলের আত্মাস্বরূপ পবব্রহ্মকে কখনও নাম-রূপ হইতে বিভক্তরূপে কখনও বা নাম-রূপেব সহিত অবিভক্তস্বরূপে [প্রতিপাদন করিতেছে]; তন্মধ্যেও [বিশেষ এই যে,] যখন নাম-রূপে বিভক্ত হন, তখন সেই ব্রহ্মই বহু ও কার্য্য স্বরূপ বলিয়া উক্ত হন, অবার যখন নাম-রূপে বিভক্ত না হন, তখন এক অদ্বিতীয় এবং কারণ-স্বরূপ বলিয়াও [কথিত হন]। এইরূপে [জানা যায় যে,] পরব্রহ্ম সর্বদাই চেননা-চেতনময়-শরীর সম্পন্ন; সেই পরব্রহ্মের যে, নাম-রূপে অবিভক্ত কারণাবস্থা, তাহাই “গৌঃ অনাগন্তবতী,” “বিকারজননীম্ অজ্ঞাম্” ও “অজাম্ একাম্” ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইয়াছে।

প্রশ্ন এই যে, ‘মহান্ অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়’, এই প্রলয়প্রতি-পাদক শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, অব্যক্তেরও উৎপত্তি ও প্রলয় আছে। মহাভারতেও সেইরূপ কথা আছে—‘হে দ্বিজসত্তম, ঠাঁহা হইতেই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে, হে

নৈষ দোষঃ, অচিদ্বস্তুরীরশ্চ ব্রহ্মণোহব্যক্তশব্দবাচ্যায়াঃ কার্যত্বাৎ ।
 “যদা তমস্তম্ দিবা ন রাত্রিঃ” ইতি কুৎসপ্রলয়দশায়ামপি ব্রহ্মাত্মকস্তাতি-
 সূক্ষ্মস্তাচিদ্বস্তনঃ স্থিত্যভিধানাং জগৎকারণশ্চ পরশ্চ ব্রহ্মণঃ প্রকারভূত-
 মতিসূক্ষ্মং চাচিদ্বস্ত (*) নিত্যমেব, ইতি তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব “গৌরনান্দ্র-
 বতী” ইত্যাদিভিঃ অভিধীয়তে । অত এব চ “অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ
 পরে দেব একোভবতি” ইতি তমস একীভাবমাত্রমেব শ্রীয়াতে, ন তু লয়ঃ ।
 একীভাব ইতি তমোহভিধানাতিসূক্ষ্মাচিদ্বস্তপ্রকারশ্চ ব্রহ্মণোহবিভক্তনাম-
 রূপতয়াবস্থানমভিধীয়তে । “তম আসীৎ তমসা গুঢ়মগ্রে প্রকেতং তমসন্ত-
 মমিনাজায়তৈকম্” ইত্যাগ্রপ্যেতদেব বদতি । তথাচ মানবং বচনম্—

“আসীদিদং তমোভূতমপ্রজাতমলক্ষণম্ ।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রস্তুতমিব সর্বতঃ” [মনুঃ ১।৫] ইতি ।

“অস্মান্ময়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইত্যাগ্রনস্তরমেবোপপাদয়িষ্যতে, ব্রহ্মণো-
 হপরিণামিত্ব-শ্রুতয়শ্চ ।

ব্রাহ্মণ, অব্যক্ত আবার নিষ্কল (নিরংশ) পুরুষে (পরব্রহ্মে) বিলীন হয়’ ইতি । না—ইহা
 দোষাবহ নহে ; কারণ, অচেতনাত্মকশরীরধারী ব্রহ্মও ঐ ত্রিগুণাত্মিক অব্যক্তাবস্থারই কার্য না
 ফল স্বরূপ । ‘যখন তমঃ ছিল, তখন (প্রলয়কালে) দিবা ও রাত্রি ছিল না,’ এখানে সঙ্গ-
 প্রলয়াবস্থায়ও ব্রহ্মাত্মক অতি সূক্ষ্ম অচেতন বস্তুব অস্তিত্ব কথিত থাকায় বুঝা যাইতেছে যে,
 জগৎকারণ-পরব্রহ্মের বিশেষণীভূত যে, অতি সূক্ষ্ম জড়বস্তু, তাহা নিত্যই থাকে ; সূতরাং সেই
 সূক্ষ্ম বিশেষণে বিশেষিত বস্তুই “গৌঃ অনান্দ্রবতী” বাক্যে অভিহিত হইতেছেন । এই কারণেই
 অর্থাৎ তমোরূপ সূক্ষ্ম অচেতন পদার্থের নিত্যসম্ভাব বশতই ‘অক্ষর তমেতে লীন হয়, সেই তমঃ
 আবার পবদেবতায় (পরনান্দ্রায়) একীভূত হয়’, এখানে ব্রহ্মের সহিত তমের একীভাব মাত্র শ্রুত
 হইতেছে’, কিন্তু ব্রহ্মেতে প্রলয় নহে । ব্রহ্মের বিশেষণীভূত যে, তমঃসংজ্ঞক অতিসূক্ষ্ম অচিৎ বস্তু,
 ব্রহ্ম হইতে তাহার নানরূপাকারে অবিভাগাবস্থাই এখানে ‘একীভাব’ বলিয়া অভিহিত
 হইয়াছে । আব ‘তমঃ ছিল, সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত বৈচিত্র্যই তমঃ দ্বারা আবৃত ছিল ; এবং
 তাঁহার মহিমায় সেই তমঃ একীভূত হইয়াছিল’ ইত্যাদি বাক্যও বর্ণিত অর্থই প্রকাশ করি-
 তেছে । মনুবচনও এইরূপ—‘এই জগৎ তমোভূত (অজ্ঞানচ্ছন্ন) এবং অলক্ষণ ছিল, অর্থাৎ
 ইহার কোনপ্রকার বিশেষ লক্ষণ ছিল না ; [সূতরাং] অজ্ঞাত, অতর্ক্য (চিন্তার অযোগ্য)
 এবং জ্ঞানেরও অযোগ্য—এমন কি যেন সর্বতোভাবে নিদ্রিতই ছিল ।’ অব্যবহিত পরেই,
 ‘মায়ী (ঈশ্বর) ইহা হইতে (প্রকৃতি হইতে) এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন’, ইত্যাদি বাক্যের এবং
 ব্রহ্মের অপরিণামিত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহেরও উপপাদন অর্থাৎ সঙ্গতি প্রদর্শন করা হইবে ।

যত্ন, একস্থ নিমিত্তস্থপাদানত্বক ন সম্ভবতি, এক কারকনিপ্পাচ্ছয়ং চ কার্যস্থ, লোকে তথা নিয়মদর্শনাৎ । অতঃ ‘অগ্নিঃ সিক্বে’ ইতিবৎ বেদান্তবাক্যান্তেকস্মাদেবোৎপত্তিং প্রতিপাদয়িতুং ন প্রভবন্তীতি । অত্রো-
চ্যতে—সকলেতরবিলক্ষণস্থ পরস্থ ব্রহ্মণঃ সর্বশক্তেঃ সর্বজ্ঞশ্চৈকশ্চৈব সর্বস্থপপত্ততে । মৃদাদেবচেতনস্থ জ্ঞানাভাবেনাধিষ্ঠাতৃত্বাযোগাৎ অধি-
ষ্ঠাতুঃ কুলানাদেব্বিচিত্রপরিণামশক্তিবিরহাদসত্যসংকল্পতয়া চ তথা-
দর্শননিয়মঃ ; অতো ব্রহ্মৈব জগতো নিমিত্তস্থপাদানং চ ॥১৪॥২৩॥

অভিধোপদেশাচ্চ ॥১৪॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিধোপদেশাৎ (সংকল্পের—সৃষ্টি ইচ্ছার উপদেশ হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“সোহকাময়ত বহু স্মাং”, “তদ্ ঐক্ষত বহু স্মাং প্রজায়েয়” ইত্যাদৌ জগৎ-
স্রষ্টঃ ব্রহ্মণ এব জগদাকারেণ বহুভবনবিষয়কচিত্তোপদেশাদপি ব্রহ্মৈব জগত উপাদানং
নিমিত্তং চ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব’ ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি
বহু হইব, জন্মিব’, ইত্যাদি বাক্যে এক ব্রহ্মই বহুভাবধারণ বিষয়ে চিন্তার উল্লেখ থাকার
প্রমাণিত হইতেছে যে, এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥]

ইতশ্চোভয়ং ব্রহ্মৈব, “সোহকাময়ত বহু স্মাং প্রজায়েয়” ইতি
“তদৈক্ষত বহু স্মাং প্রজায়েয়” ইতি স্রষ্টুব্রহ্মণঃ স্বশ্চৈব বহুভবন-

আরও যে, বলা হইয়াছে ; লোকদৃষ্টনিয়মানুসাবে একই বস্তুর নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদান-
কারণত্ব সম্ভব হয় না, এবং একই কারণে কার্যোৎপত্তিও সম্ভবপর হয় না ; অতএব, ‘অগ্নি
দ্বারা সেচন করিবে’ ইত্যাদি লৌকিক বাক্যের স্থায় বেদান্তবাক্যসমূহও একই কারণ হইতে
জগৎপত্তি প্রতিপাদনে সমর্থ হইতে পারে না । এতদ্বত্তরে বলা হইতেছে যে, অপর সর্ব পদার্থ
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নবৃত্তাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি এক পরব্রহ্মের পক্ষেই ঐ সমস্ত [অসম্ভবের সম্ভাবনা]
উপপন্ন হয় । [কেন না,] সৃষ্টিকা প্রকৃতি পদার্থগুলি অচেতন ; সূত্রায় জ্ঞান না থাকার
তাহাদের অধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে পারে না ; বিশেষতঃ তৎকর্তা কুন্তকার প্রকৃতি নিমিত্ত কারণ সমূহের
বিচিত্রাকারে পরিণামসাধক শক্তিও না থাকার এবং সত্যসংকল্পতার অভাব হেতুতেও লোক-
ব্যবহারে ঐক্লপ নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে । অতএব এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান
কারণ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৩ ॥

এই কারণেও ব্রহ্মই উভয়বিধ কারণ ; ‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—বহু হইব’, ‘তিনি
আলোচনা করিয়াছিলেন,—বহু হইব—জন্মিব’, ইত্যাদি স্থলে স্বয়ং স্রষ্টৃ স্বরূপ ব্রহ্মেরই বহুভাব-

সংকল্পোপদেশাৎ ‘বিচিত্রচিদচিদ্রূপেণাহমেব বহু স্মাং, তথা প্রজায়েয়’ ইতি
সংকল্পপূর্ব্বিকা হি সৃষ্টিরূপদিশ্যতে ॥১॥৪॥২৪॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্মানাত্ ॥১॥৪॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—সাক্ষাৎ (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) চ (ও) উভয়াম্মানাত্ (উভয়ের—নিমিত্ত ও উপা-
দানকারণভাবেৰ আন্মান—কখন হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“কিং স্বিদ্ধনং, ক উ স বৃক্ষ আসীৎ” ইত্যাদৌ জগত্পাদান-নিমিত্তকারণ-বিষ-
য়কপ্রশ্নে “ব্রক্ষ বনং ব্রক্ষ স বৃক্ষ আসীৎ”; “ব্রক্ষাধ্যতিষ্ঠৎ” ইত্যন্তরব্যাক্যে ব্রক্ষণ এব নিমিত্ত-
মুপাদানত্বঞ্চ—উভয়মপি সাক্ষাৎ আন্মানয়তে; তন্মাত্ ব্রক্ষেব নিমিত্তমুপাদানক্ষেত্ৰার্থঃ ॥

‘বন কি এবং [তাহার উপাদানভূত] সেই বৃক্ষই বা কি ছিল?’ জগতের নিমিত্ত
ও উপাদান-কারণ-বিষয়ক এই প্রশ্নের উত্তরে—‘ব্রক্ষই বনস্বরূপ, এবং ব্রক্ষই সেই বৃক্ষস্বরূপ
ছিলেন, এবং তিনিই তাহার অধিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন’ এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রক্ষেব
নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদানকারণত্ব কথিত হইয়াছে; অতএব এক ব্রক্ষকেই নিমিত্ত ও
উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥]

ন কেবলং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তাভিধোপদেশাদিভিরয়মর্থো নিশ্চীয়তে;
ব্রক্ষণ এব নিমিত্তমুপাদানত্বঞ্চ সাক্ষাদান্মায়তে—

“কিস্বিদ্ধনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্ভাবাপৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দ্বুতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্ ॥

ব্রক্ষ বনং ব্রক্ষ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্ভাবাপৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রক্ষাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্”

[অষ্টক ০ ২।৮।৭।৮] ইতি ।

ধারণবিষয়ক সংকল্পের উপদেশ রহিয়াছে। কেননা, ‘বিচিত্র চেতনাকেতনাকারে আমিই বহু
হইব, এবং অস্মিব’, এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক সৃষ্টিই এখানে উপদিষ্ট হইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥
কেবল যে, প্রতিজ্ঞা, দৃষ্টান্ত ও অভিধার (চিন্তার) উপদেশ হইতেই ব্রক্ষের উক্ত উক্তরূপ
কারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে; সাক্ষাৎসম্বন্ধেও ব্রক্ষের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব পঠিত
আছে। [বথা—] ‘জিজ্ঞাসা করি, সেই বনই বা কি? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ছিল?
সম্ভবসংকল্প-পরমেশ্বর বাহ্য হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছেন? এবং সমস্ত জগৎ
ধারণকরতঃ বাহ্যতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন? [উত্তর—] ‘হে সূর্য্যগণ, জ্যোতিষগণ
বলিতেছি—ব্রক্ষই বন (কার্য), এবং ব্রক্ষই সেই বৃক্ষস্বরূপ (উপাদানস্বরূপ) ছিলেন। বাহ্য
হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্মিত হইয়াছে। ঈশ্বর সর্বজগৎ ধারণার্থ এই ব্রক্ষেই অধিষ্ঠান

অত্র হি অষ্টব্রহ্মণঃ কিমুপাদানং কানি চোপকরণানীতি লোকদৃষ্ট্যা
পৃষ্ঠে সকলেতরবিলক্ষণস্ত ব্রহ্মণঃ সর্বশক্তিয়োগো ন বিরুদ্ধঃ, ইতি
ব্রহ্মৈবোপাদানমুপকরণানি চেতি পরিহৃতম্ ; অতশ্চোভয়ং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥২৫॥

আত্মরূতেঃ ॥১॥৪॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মরূতেঃ (আপনাকেই নানাকারে পরিণত করার) ।]

[সরলার্থঃ—“সোহকাময়ত, বহু স্রাং প্রজায়েত”, “তৎ আত্মানং স্বয়মকুরত”, ইতি
সিস্ক্রোঃ ব্রহ্মণ এব কর্মস্বং কর্তৃত্বং চ অবগম্যতে ; অতশ্চ তস্মৈ নিমিত্তমুপাদানম্—উভয়মপি
সিধ্যতীতি ভাবঃ ।

‘তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব’, এখানে ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে বিচিত্রা-
কারে পরিণত করার কথা থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, এক ব্রহ্মই নিমিত্তও বটে, উপাদানও
বটে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৬ ॥]

“সোহকাময়ত বহু স্রাং প্রজায়েত” [তৈত্তি০ আন০ ৬২] ইতি
সিস্ক্রুতেন প্রকৃত্যস্ত ব্রহ্মণঃ “তদাত্মানং স্বয়মকুরত” ইতি স্ক্রোঃ কর্মস্বং
কর্তৃত্বপ্রতীয়তে, ইত্যাত্মন এব বহুত্বকরণং তস্মৈব নিমিত্তমুপাদানত্বঞ্চ
প্রতীয়তে । অবিভক্তনামরূপ (*) আত্মা কর্তা, স এব বিভক্তনামরূপঃ
কার্যম্, ইতি কর্তৃত্বকর্মত্বয়োৰ্ বিরোধঃ । স্বয়মেবাত্মানং তথা অকুরতেতি
নিমিত্তমুপাদানঞ্চ ॥১॥৪॥২৬॥

করিয়াছিলেন ।’ এখানে লৌকিক ব্যবহারানুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের সঙ্ঘর্ষে উপাদান কি ? এবং
উপকরণ (সাধনসমূহ) কি ? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে পর, সর্বপদার্থ বিলক্ষণ ব্রহ্মের সর্বশক্তি
থাকা বিরুদ্ধ হয় না বলিয়া ব্রহ্মকেই উপাদান ও উপকরণ স্বরূপে নির্দেশ করিয়া প্রতিবচন প্রদান
করা হইয়াছে ; এই কারণেও ব্রহ্মই উভয়প্রকার (নিমিত্ত ও উপাদানকারণ) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব’ এই শ্রুতিতে, যিনি সৃষ্টির ইচ্ছুক
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ; ‘তিনি নিজেই নিজেকে [বহুরূপ] করিয়াছিলেন’, এখানে প্রস্তাবিত
সেই ব্রহ্মেরই সৃষ্টিকার্য্যে কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব প্রতীত হইতেছে ; অতএব, আপনাকেই বহুভাবে
প্রকটিত করার উদ্দেশ্যই নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব পরিজ্ঞাত হইতেছে । আত্মা হইতে যখন নাম
ও রূপ পৃথক্ না থাকে, অর্থাৎ আত্মস্বরূপেই থাকে, তখনই আত্মা হয় কর্ত্তা ; আর যখন নাম
ও রূপ বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন হয় কার্য্যস্বরূপ ; সুতরাং [একেরই] কর্তৃত্ব ও কর্মত্বে কোন
বিরোধ হইতেছে না । আর আপনিই যখন আপনাকে সেইরূপ (কার্য্যাকারে পরিণত)
করিলেন, তখন তিনি ত নিমিত্ত ও উপাদান, উভয়বিধ কারণই বটে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৬ ॥

(*) এব কর্ত্তা ইতি ‘ক পাঠঃ ।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, “আনন্দো ব্রহ্ম”, “অপহতপাপা, বিজরো বিমৃত্যুর্বিবশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ”, “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবগ্ধং নিরঞ্জনম্”, “স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরঃ” ইতি স্বভাবতো নিরস্তসমস্তচেতনাচেতনবর্তিদোষগন্ধস্ত নিরতিশয়জ্ঞানানন্দৈকতানস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো বিচিত্রানস্তাপুরুষার্থাস্পদ-চিদচিন্মিশ্র-প্রপঞ্চরূপেণাত্মনো বহু-ভবনসঙ্কল্পপূর্বকং বহুভবনং (*) কথমুপপত্ততে? ইত্যাহ—

পরিণামাৎ ॥১॥৪॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—পরিণামাৎ (পরিণাম হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—নমু ব্রহ্ম হি নিত্যনিরবগ্ধজ্ঞানানন্দাদিস্বরূপং, জগচ্চ তদ্বিপরীতম্; প্রকৃতিবিকারয়োশ্চ তুল্যরূপত্বনিয়মাব্যভিচারং ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে বিরোধ এব প্রসজ্যতে; ইত্যত আহ— “পরিণামাৎ” ইতি । অবিভক্তনামরূপাতিসূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীরকং কারণাবস্থং ব্রহ্মৈব ‘বিভক্তনাম-রূপচিদচিদ্বস্তুরীরকঃ ভবেয়ং’ ইতি সংকল্প্য স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণমতে, ইতি ‘তৎ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত’ ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ প্রতীয়তে; ততশ্চ, অবিভক্তনামেব নামরূপাণাং স্বতো বিভজ্য জগদাকারেণ পরিণমনাৎ স্বস্ত চ কূটস্থরূপেণৈব তদমুপ্রবেশাৎ নাস্তি বিরোধ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

আশঙ্কা হইতে পারে, ব্রহ্ম যখন স্বভাবতই নিত্যনির্দোষ জ্ঞান ও আনন্দময়, আর দৃষ্টমান জগৎ যখন ঠিক তাহার বিপরীত, অথচ প্রকৃতি ও তৎকার্যের সমানরূপতাও যখন অপরিহার্য নিয়মসিদ্ধ, তখন ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিলে নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হয়। এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—না—পরিণামই ইহার কারণ।

সৃষ্টির পূর্বে নাম ও রূপ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম-শরীররূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি করে, সৃষ্টিকালে তিনি সেই স্বীয় শরীরস্থানীয় নামরূপাদি বিষয়গুলিকে পৃথকরূপে পরিণত করেন, এবং স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন; স্তবরাং উক্ত বিরোধের সম্ভাবনাই নাই ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥]

‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনস্ত স্বরূপ’, ‘ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ’, ‘[ব্রহ্ম নিষ্পাপ, এবং জরা, মৃত্যু, শোক, বুভুক্ষা ও পিপাসারহিত’, ‘নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নির্দোষ ও শান্তস্বভাব’, ‘সেই এই মহান আত্মা জরামরণবর্জিত’, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরব্রহ্ম যখন স্বভাবতই চেতনাচেতনগত সমস্ত দোষ-সংস্পর্শবর্জিত এবং সর্বাতিশয় জ্ঞান ও আনন্দসার, তখন তাঁহার যে, স্বেচ্ছাপূর্বক আপনাকে পুরুষের অপ্রার্থনীয় অনন্তবৈচিত্র্যময় চেতনাচেতনমিশ্রিত জগদাকারে বহীকূপে পরিণত করা, ইহা উপপন্ন হয় কি প্রকারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“পরিণামাৎ।”

পরিণামস্বাভাব্যং ; নাত্রোপদিষ্টমানস্ত পরিণামস্ত পরস্মিন্ ব্রহ্মণি
দোষাবহত্বং স্বভাবঃ, প্রত্যুত নিরঙ্কুশৈশ্বর্যাবহত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ । এব-
মেব হি পরিণাম উপদিশ্যতে ; অশেষহেয়প্রত্যানীককল্যাণৈকতানং
স্বৈতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণং সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পমবাগুসমস্তকামমনবধিকাক্রিয়া-
নন্দং স্বলীলোপকরণভূতসমস্তচিদচিদ্বস্তুজাতশরীরতয়া তদাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম
স্বশরীরভূতে প্রপঞ্চে তন্মাত্রাহঙ্কারাদিকারণপরম্পরয়া তমঃ-শব্দবাচ্যাতি-
সূক্ষ্মাচিদ্বস্তুকশেষে সতি, তমসি চ স্বশরীরতয়া পৃথগ্বিনির্দেশানর্হাতি-
সূক্ষ্মদশাপত্ত্যা স্বস্মিন্নেকতামাপন্নে সতি, তথাভূততমঃশরীরং ব্রহ্ম ‘পূর্ববৎ
বিভক্তনামরূপ-চিদচিদ্বিস্ত্রপ্রপঞ্চশরীরং স্যাম্’ ইতি সঙ্কল্প্য অপায়ক্রমেণ
জগচ্ছরীরতয়া আত্মানং পরিণময়তীতি সর্বেষু বেদান্তেষু পরিণামোপদেশঃ ।

তথৈব বৃহদারণ্যকে কৃৎসন্ত জগতো ব্রহ্মশরীরত্বং ব্রহ্মণস্তদাত্মকত্বং চ
আত্মায়তে—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যন্ত
পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমূতঃ”

[“পরিণামাং” অর্থ—] পরিণামস্বভাবত্বং হেতু । অভিপ্রায় এই যে, এখানে পরব্রহ্ম সঙ্কে-
তে, পরিণামের উপদেশ করা হইতেছে, পরিণামের স্বাভাবিকত্বনিবন্ধনই তাহা দোষাবহ হয় না ;
বরং ইহা দ্বারা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অপ্রতিহত ঐশ্বর্যই প্রকাশিত হয় । এইরূপই পরিণামের
উপদেশ করা হয় যে, নিজের শরীরস্থানীয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রথমতঃ তন্মাত্র ও অহঙ্কারাদিরূপ কারণ-
পরম্পরাক্রমে একমাত্র ‘তমঃ’শব্দবাচ্য অতিস্থল অচেতন বস্তুরূপমাত্রে পরিণত হয় ; সেই তমঃও
আবার ব্রহ্মেরই শরীর ; সূতরাং ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে নির্দেশের অযোগ্য, এরূপ অতিস্থল
দশাপ্রাপ্ত হয়, এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মেতে একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মিশিয়া যায় ; তাহার পর,
তথাভূত তমঃশরীরসম্পন্ন, এবং সর্বপ্রকার উপাদেয়-কল্যাণগুণের আকরস্বরূপ, অপর সর্ববস্ত-
বিলক্ষণ, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, পূর্ণকাম, যদপেক্ষা অধিক নাই, এরূপ অসীম আনন্দস্বরূপ, লীলার
উপকরণভূত এবং নিজেরই শরীররূপী চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মই ‘আমি
পুনশ্চ পূর্ব কল্পের ত্রায় নামরূপ-বিভাগসম্পন্ন চেতনাচেতনশরীরধারী হইব’, এইরূপ মনস্থ করিয়া
প্রলয়ক্রমে আপনাকে জগৎশরীরবিশিষ্টরূপে পরিণত করেন ; ইহাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট
পরিণাম, (অস্ত্রপ্রকার নহে) । “

বৃহদারণ্যকোপনিষদেও ঠিক এইরূপই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মশরীর বলিয়া এবং ব্রহ্মও সে সমুদয়ের
আত্মা বলিয়া পৃষ্ঠিত আছে—“যিনি পৃথিবীতে আছেন, পৃথিবী হইতে পৃথক, পৃথিবী ষাধাকে
জানে না ; পৃথিবী ষাধার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করেন,
তিনিই তোমার অন্তর্ধানী অমৃতস্বরূপ আত্মা’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘জল ষাধার শরীর,

তিরোহিতস্বরূপঃ পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্যাবিভূতস্বরূপো ভবতি । অতঃ
প্রত্যগাত্মানোহপহতপাপুহাদয়ঃ স্বাভাবিকা গুণাঃ পরং জ্যোতিরূপসম্পদ-
দ্যাবিভবন্তি ; নোৎপদ্যন্তে । যথোক্তং ভগবতা শৌনকেনাপি—

“যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্মগ্নেঃ ।

দোষপ্রহাণম্ জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা ।

যথোদপানকরণাৎ ক্রিয়তে ন জলান্বয়ম্ ।

সদেব নীযতে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কূতঃ ।

তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণাঃ ।

প্রকাশন্তে, ন জন্মন্তে ; নিত্যা এবাত্মনো হি তে ॥”

[বিষ্ণুধর্ম্মে ১০৪।৫৫—৫৭] ইতি ।

অতো জ্ঞানানন্দাদিগুণানাং কর্ম্মণা আত্মনি সঙ্কুচিতানাং পরং জ্যোতি-
রূপসম্পদ্য কৰ্ম্মস্বরূপবন্ধক্ৰমে বিকাশরূপাবিভাবো নানুপপন্ন ইতি স্মৃৎকৃতং
—সম্পদ্যাবিভাবঃ—ইতি ॥৪॥৪।৩॥

[ইতি প্রথমং সম্পদ্যাবিভাবাধিকরণম্ ॥১॥]

থাকে, শেষে পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে লাভ করিলে পর, জীবের সেই স্বাভাবিক রূপটাই
আবার আবিভূত হইয়া থাকে ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যক্-আত্মার (জীবের)
স্বভাবসিদ্ধ অপহতপাপুহাদি গুণনিচয়ই পরজ্যোতিঃ লাভের পর পুনঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে
মাত্র, কিন্তু তাহা নূতন উৎপন্ন হয় না । ভগবান্ শৌনকও বলিয়াছেন—[‘মলিন দর্পণে’]
মলপ্রক্ষালনে যেমন তাহার প্রভা-সমুৎপাদন করা হয় না, [পরন্তু অভিব্যক্ত করা হয় মাত্র],
তেমনি আত্মগত রাগাদি দোষের অপনয়ন করিলেও আত্মার জ্ঞান সমুৎপাদন করা হয় না ।
যেমন জলাশয় খনন করিলে [তৎপ্রতিফলিত] জলাকাশের সৃষ্টি করা হয় না, পরন্তু যাহা সৎ
বিদ্যমান আছে, তাহারই কেবল অভিব্যক্তি সম্পাদন করা হয় মাত্র ; কারণ, অসত্তের
(যাহা নাই—অবিদ্যমান, তাহার) আবার উৎপত্তি হইবে কোথা হইতে ? ঠিক এইরূপ
আত্মার হেয় বা তুচ্ছ গুণরাশি অপনীত হইলে পর, আপনা হইতেই জ্ঞানাদি গুণনিচয়
প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু নূতন উৎপন্ন হয় না ; কারণ, ঐ সমস্ত গুণরাশি আত্মার স্বতঃ-
সিদ্ধ ।’ অতএব আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান ও আনন্দাদি যে সমস্ত গুণ কর্ম্মদ্বারা আবৃত হইয়াছিল,
পরজ্যোতিঃ (পরব্রহ্ম) প্রাপ্তির পর—কর্ম্মরূপ বন্ধন বিধ্বস্ত হইয়া গেলে, সেই সমস্ত
তিরোহিত গুণেরই বিকাশরূপ আবিভাব হওয়া অসম্ভব হইতেছে না ; অতএব সূত্রকারও,
‘সম্পদ্যাবিভাবঃ’ বলিয়াছেন, এ কথা স্পষ্টতই হইয়াছে ॥৪॥৪।৩॥

[প্রথম সম্পদ্যাবিভাবাধিকরণ ॥২॥]

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্ ।] অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥৪॥৪॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অবিভাগেন (অবিভাগে—অবিভক্তরূপে) দৃষ্টত্বাৎ (যেহেতু দৃষ্ট হয়) ।]

[সরলার্থঃ—কিময়মাবিত্ত্বত্বরূপো মুক্ত আত্মা পরং ব্রহ্ম স্বাত্মনো বিভক্তমভুভবতি ? অথবা স্বাত্মতয়া অবিভক্তম্ ? ইতি সংশয়াহ—“অবিভাগেন” ইত্যাদি ।

আবিত্ত্বত্বরূপঃ মুক্ত আত্মা অবিভাগেন স্বাত্মনোহপি আত্মতয়া ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ ইত্যব্যতি-
বিক্ততয়া পরং ব্রহ্ম অভুভবতি ; কুতঃ ? দৃষ্টত্বাৎ “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্, তৎ অসি” ইত্যাদৌ
সামান্যাদিকরণেন “অহং ব্রহ্মস্মি” ইতি বিধদমুভবেন চ অবিভাগশ্চৈব সর্বত্র দৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ ॥

আবিত্ত্বত্বরূপ এই মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মকে কি ভাবে অভুভব করিয়া থাকেন ?—আত্মা
হইতে ভিন্নরূপে ? অথবা অভিন্নরূপে ? এই আকাজ্জল্য বলিতেছেন—

“অবিভাগেন” ইত্যাদি । যাহার অপহতপাপুহাদি আত্মগুণ আবিত্ত্বত্ব হইয়াছে, সেই
মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মকে আপনার সঙ্গে অবিভক্তরূপে অভুভব করিয়া থাকেন ; কারণ, ‘তুমি
তৎস্বরূপ’ এই ঋতিতে সামান্যাদিকরণ্য (অভেদ) নির্দেশ হইতে এবং ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ’
এইরূপ বিবজ্ঞানের অভুভবেও ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ॥৪॥৪॥৪॥]

[দ্বিতীয় অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণ ॥২॥]

কিময়ং পরং জ্যোতিরূপসম্পন্নঃ সর্ববন্ধবিনিমুক্তঃ প্রত্যগাত্মা স্বাত্মানং
পরমাত্মনঃ পৃথগ্ভূতমভুভবতি ? উত তৎ-প্রকারতয়া তদবিভক্তম্ ?—
ইতি বিশয়ে, “সোহশ্নতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা”
[তৈত্তিঃ আনঃ ১।২]

“যদা পশ্যঃ পশ্যাতে রুক্ষবর্ণম্ কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”

[মুণ্ডঃ ৩।১।৩]

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥” [গীতাঃ ১৪।২]

পবজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সর্ববিধ বন্ধনবিমুক্ত এই প্রত্যগাত্মা (জীব) আপনাকে
কি পবমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অভুভব করেন ? অথবা পরমাত্মাব বিশেষণরূপে
(দেহরূপে) পরমাত্মা হইতে অবিভক্তরূপে অভুভব করেন ? এই প্রকার সংশয়ে মনে হয় যে,
‘সেই মুক্ত জীব সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন,’ ‘জ্ঞানী পুরুষ
যে সময়ে সুবর্ণবর্ণ এবং ব্রহ্মারও উৎপত্তিস্থান জগৎকর্তা ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, সেই সময়ে
বিদ্বান্ পুরুষ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন (নির্দোষ) হইয়া পরম—সর্বতোভাবে
ব্রহ্মসাম্য লাভ করিয়া থাকেন,’ ‘এবংবিধ জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহারা আমার
(পরমেশ্বরের) সাধর্ম্য (সাম্য) প্রাপ্ত হয়, তাহারা সৃষ্টিকালেও জন্মধারণ করে না, এবং
প্রলয়কালেও হঃখাভুভব করে না, অর্থাৎ বিনাশহঃখ অভুভব করে না,’ ইত্যাদি ঋতি ও স্মৃতি

ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিভাঃ মুক্তস্য পরেণ সাহিত্য-সাম্য-সাধর্ম্যাবগমাৎ
পৃথগ্ভূতমভুবতি—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অবিভাগেন” ইতি । পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ স্বাত্মানমবিভাগেনাভুবতি
মুক্তঃ । কৃতঃ ? দৃষ্টত্বাৎ—পরব্রহ্মোপসম্পত্ত্যা নিরুত্তাবিচ্ছা-তিরোধানস্ম
যাথাতথ্যেন স্বাত্মনো দৃষ্টত্বাৎ । স্বাত্মনঃ স্বরূপং হি “তত্ত্বমসি” “অয়মাত্মা
ব্রহ্ম” “ঐতদাত্মামিদং সর্বং” “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” [ছান্দো ০ ৩।১৪।১]
“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহস্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং, য
আত্মানমস্তরো যময়তি, স ত আত্মাহস্তর্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা ০ ৫।৭।২২]
“অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা” ইত্যাদিভিঃচ পরমাত্মাত্মকং
তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রকারভূতমিতি প্রতিপাদিতম্—“অবস্থিতেরিতি কাশ-
কৃৎস্নঃ” [শারী ০ ১।৪।২২] ইত্যত্র । অতোহবিভাগেন—“অহং ব্রহ্মস্মি”

শাস্ত্রে পরব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাহিত্য (সাহচর্য), সাম্য ও সাধর্ম্য মাত্র জানা যায়;
সুতরাং পৃথক্ পদার্থরূপেই অমুভব করিয়া থাকেন; এইরূপ সিদ্ধান্তের সম্ভাবনায় বলা
হইতেছে (*)—

“অবিভাগেন” ইত্যাদি । মুক্ত জীব আপনাকে পরব্রহ্মের অভিন্নরূপে অমুভব করিয়া
থাকেন; কারণ ? যেহেতু ঐরূপই দর্শন হইয়া থাকে,—পরব্রহ্মের সন্নির্কর্ষলাভে যাহাদেব
অবিচ্ছা-আবরণ অন্তহিত হইয়া যায়, তাহার আপনার আত্মাকে যথাযথভাবে দর্শন করিয়া
থাকেন । আত্মার যথার্থ-স্বরূপ যে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নয় এবং পরমাত্মার শরীরস্থানীয়
বলিয়া তাহারই প্রকারভূত বা বিশিষ্টাংশস্বরূপ, তাহা “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ” হুত্রে—
‘তুমি হইতেছে তৎস্বরূপ,’ ‘এই আত্মা ব্রহ্ম,’ ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক,’ ‘এই সমস্ত জগৎই
ব্রহ্ম’ ইত্যাদি শ্রুতির সামান্যাদিকরণ্য নির্দেশে এবং ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত, অথচ
আত্মা হইতে অন্তর, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মা যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে
থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্ধামো অমৃতস্বরূপ আত্মা’ ইত্যাদি
শ্রুতিদ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব অবিভক্তরূপে ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাকারেই

(*) এই অবিভাগেন দৃষ্টাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্ত আত্মাকর্তৃক পরব্রহ্মভূতি ।
(২) সংশয়—মুক্ত আত্মা পরমাত্মাকে কি আপনা হইতে পৃথক্ বস্তুরূপে অমুভব করেন ? অথবা অভিন্নভাবে অমুভব
করেন ? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন মুক্ত আত্মার ব্রহ্মসাম্য প্রভৃতির কথা আছে, তখন মনে হয়, পৃথক্ বলিয়াই
অমুভব করে, অভিন্নরূপে নহে । (৪) উত্তর—না—পৃথক্ রূপে অমুভব করে না, পরন্তু জীবাত্মা যখন পরব্রহ্মেরই
শরীরস্থানীয়, তখন অভিন্নভাবেই পরব্রহ্মকে অমুভব করিয়া থাকেন, “তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মস্মি” ইত্যাদি শ্রুতিও
এই অবিভাগামুভবে প্রমাণ । (৫) নির্ণয়—মুক্ত পুরুষ কণ্ঠময় অবিচ্ছিন্ন অপগমনে অপহতপাপ্যুদ্বাহি গুণগণের

ইত্যেবানুভবতি । সাম্য-সাম্যব্যাপদেশো ব্রহ্মপ্রকারভূতশ্চৈব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপং তৎসমমিতি দেবাদিপ্রাকৃতরূপপ্রহাণেন ব্রহ্মসমানশুদ্ধিং প্রতিপাদয়তি । সহ-শ্রুতিস্তেবংভূতশ্চ প্রত্যগাত্মনঃ প্রকারিণা ব্রহ্মণা সহ তদগুণানুভবং প্রতিপাদয়তীতি ন কশ্চিদ্ধিরোধঃ । ব্রহ্মপ্রকারতয়া তদবিভাগোক্তেহি “সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ” [শারী০ ৪।৪।৮] ইত্যাদি ন বিরুদ্ধাতে, “অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” [শারী০ ২।১।২২] “অধিকোপদেশাৎ” [শারী০ ৩।৪।৮] ইত্যাদি চ ॥৪॥৪॥৪॥

[ইতি দ্বিতীয়ম্ অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্ ॥২॥]

ব্রাহ্মাধিকরণম্ ।] ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরূপন্যাসাদিত্যঃ ॥৪॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্রাহ্মেণ (ব্রহ্মসম্বন্ধীরূপে) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য্য) উপন্যাসাদিত্যঃ (উপন্যাসাদি কারণে) ।

সবলার্থঃ—জীবন্ত স্বাভাবিকং রূপং কিম্ অপহতপাপুত্বাদিকম্ ? উত চৈতন্যমাত্রম্ ? অথবা উভয়মপি ? ইতি নির্ণেতুমাহ—

“ব্রাহ্মেণ” ইত্যাদি । অপহতপাপুত্বাদিগুণকং যদ্ ব্রাহ্মং রূপম্, তেনৈব রূপেণ অন্ত মুক্তস্ত স্বরূপাবির্ভাবো ভবতি ; কুতঃ ? উপন্যাসাদিত্যঃ—“য আত্মা অপহতপাপুত্বা” ইত্যাদৌ য এব অপহতপাপুত্বাদয়ো গুণাঃ ব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া নিরূপিতাঃ, তেষামেব প্রত্যগাত্মত্বপি নির্দেশাদ্ ইত্যর্থঃ, ইতি জৈমিনেরাচার্য্যন্ত মতম্ ॥

অপহতপাপুত্বাদি গুণবিশিষ্ট রূপই কি জীবের স্বাভাবিক রূপ ? কিংবা শুধু চৈতন্যমাত্রই স্বাভাবিক রূপ ? অথবা উভয়ই ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন ।

“ব্রাহ্মেণ” ইত্যাদি । ব্রহ্মসম্বন্ধী যে, অপহতপাপুত্বাদিগুণবিশিষ্ট রূপ, তাহাই জীবের প্রকৃত রূপ, মুক্তিকালে সেই ব্রাহ্ম-রূপেই আবিস্কৃত হয় ; ইহা জীবসম্বন্ধেও অপহতপাপুত্বাদি ব্রহ্মগুণের উপন্যাস—উল্লেখপ্রভৃতি কারণ হইতে জানাযাইতেছে, ইহা আচার্য্য জৈমিনির অভিমত সিদ্ধান্ত ॥৪॥৪॥৫॥]

অনুভব করিয়া থাকে । আর সাম্য ও সাম্যাদিবোধক বাক্যও পরমাত্মার বিশেষণীভূত প্রত্যগাত্মার স্বরূপকে ‘তৎসম’ বলায় [বুঝিতে হইবে যে,] প্রকৃতিকার্য্য দেবাহি-রূপ পবিত্রাগ করিয়া জীবেরও ব্রহ্মত্বা বিশুদ্ধতা প্রতিপাদন করিতেছে । আর সাহিত্যবোধক “সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” এই শ্রুতিও যথোক্ত গুণসম্পন্ন প্রত্যগাত্মার ও তৎপ্রকারীভূত ব্রহ্মের সহিত সেই গুণবিশিষ্টের অনুভবমাত্র প্রতিপাদন করিতেছে ; সুতরাং তাহার সহিতও কোন বিবোধ নাই । তাহার পর পরব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণরূপে অবিভাগবশতঃ “সংকল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ” ইত্যাদি সূত্রও বিরুদ্ধ হইতেছে না, এবং “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” “অধিকোপদেশাৎ” ইত্যাদি সূত্রের সহিতও কোন বিরোধ হইল না ॥৪॥৪॥৪॥

[ইতি দ্বিতীয় অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণ ॥২॥]

প্রত্যগাত্মনঃ পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য নিরুক্ত-তিরোধানশ্চ স্বরূপাবির্ভাব
 এবৈতু্যক্তম্ । তত্র যেন স্বরূপেণায়মাবির্ভবতি, তৎ স্বরূপং শ্রুতিবৈ-
 বিধ্যাৎ বিচার্যতে—কিমপহতপাপুত্বাদিকমেবাস্থ স্বরূপমিতি তেন রূপে-
 ণায়মাবির্ভবতি ? উত বিজ্ঞানমাত্রমেবেতি তেন রূপেণ ? অথোভয়োর-
 বিরোধ ইত্যুভয়রূপেণ—ইতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? ব্রাহ্মেণেতি
 জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে । ব্রাহ্মেণ অপহতপাপুত্বাদিনেত্যর্থঃ । অপহত-
 পাপুত্বাদয়ো হি দহরবাক্যে ব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া শ্রুতা । ব্রাহ্মেণেতি কুতোহ-
 বগম্যতে ? উপন্যাসাদিভ্যঃ ; উপন্যস্তন্তে হি ব্রহ্মগুণাঃ অপহতপাপুত্বাদয়ঃ
 প্রত্যগাত্মনোহপি প্রজাপতিবাক্যে “য আত্মাহপহতপাপু” ইত্যাদিনা
 “সত্যসংকল্পঃ” ইত্যন্তেন । আদিশব্দেন সত্যসংকল্পত্বাদিগুণায়ত্না জঙ্গণাদয়ঃ
 “জঙ্গৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ” [ছান্দো ০ ৮।১২।৩] ইত্যাদিবাক্যাবগতা ব্যবহার
 গৃহ্যন্তে । অত এভ্য উপন্যাসাদিভ্যঃ প্রত্যগাত্মনো বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্ব
 ন সম্ভবতীতি জৈমিনেৰ্মতম্ ॥৪॥৪॥৫॥

পূৰ্ণ অধিকরণে এইমাত্র প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মপ্রাপ্তিব পর
 অবিত্যবরণ অপনীয় হইয়া যায়, তখন জীবের স্বীয় রূপ আবির্ভূত হয় ; [কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধে
 বিশেষ কোন কথা বলা হয় নাই] । জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা প্রকার শ্রুতি থাকায় সে সম্বন্ধে
 সন্দেহ আছে ; এইজন্ত জীবের যেরূপ স্বরূপ আবির্ভূত হয়, সেই স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করা
 যাইতেছে ; অপহতপাপুত্বাদিবিষষ্টরূপট কি ইহার প্রকৃত স্বরূপ ?—তখন কি সেইরূপই
 আবির্ভূত হইয়া থাকে ? কিংবা শুদ্ধ জ্ঞানই তাহার একমাত্র স্বরূপ, সেই রূপই ? অথবা
 বিরোধ না থাকায় উভয়ই তাহার স্বরূপ ; সুতরাং উভয়প্রকার রূপই আবির্ভূত হয় ? তন্মধ্যে
 কোন পক্ষটি স্থির হইল ? তদন্তবে আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, ব্রহ্মস্বরূপেই [আবির্ভূত হয় ;]
 ব্রহ্মস্বরূপে অর্থ—অপহতপাপুত্বাদি রূপে ; কারণ, দহরবিজ্ঞাপ্রকরণে অপহতপাপুত্বপ্রভৃতি
 গুণগুলি ব্রহ্মসম্বন্ধী গুণ বলিয়াই পঠিত আছে । ভাল, মুক্ত পুরুষ যে, ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হয়,
 ইহা জানা যায় কিসে ? [উত্তর—] উপন্যাসাদি হেতুতে ; কেন না, প্রজাপতির উপদেশবাক্যে
 উক্ত ‘যে আত্মা অপহতপাপু (নিষ্পাপ)’ ইত্যাদি ‘সত্যসংকল্পঃ’ ইত্যন্ত কথায় অপহতপাপুত্বাদি
 ব্রহ্মগুণগুলি জীবাত্মার সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইয়াছে । আদি-শব্দে সত্যসংকল্পত্বাদি গুণের অমুগত
 ‘জঙ্গণাদি’ (ভঙ্গণাদি) ব্যবহারগুলিরও গ্রহণকরা হইয়াছে—যে সমস্ত ব্যবহার “জঙ্গৎ ক্রীড়ন্
 রমমাণঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে ; অতএব উক্তপ্রকার হেতুগুলির পর্যালোচনা
 করিলে বেশ বুঝায় যে, শুদ্ধ বিজ্ঞানই জীবাত্মার স্বরূপ হইতে পারে না ; [কাজেই]
 বিজ্ঞানাত্মক রূপটি ব্রহ্মেরই বলিতে হইবে (*) ॥৪॥৪॥৫॥

(*) তাৎপর্য্য—এই ব্রাহ্মাধিকরণটি পাঁচ হইতে সাত পর্যন্ত তিনটি নূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার

চিতি তন্মাত্রেন তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥৪॥৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—চিতি (চৈতন্ত্বে) তন্মাত্রেন (শুদ্ধ চৈতন্ত্বরূপে) তদাত্মকত্বাৎ (যেহেতু [জীবঃ] সেই চৈতন্ত্বাত্মক) ; ইতি (ইহা) ত্যৌড়ুলোমিঃ (ত্যৌড়ুলোমিনামক আচার্য্য) [মনেকরেন] ।]

[সরলার্থঃ—চিতি চৈতন্ত্বাত্মকে ব্রহ্মণি তন্মাত্রেন চৈতন্ত্বমাত্ররূপেণ মুক্তস্ত স্বরূপাবির্ভাবো ভবতি ; কুতঃ ? তদাত্মকত্বাৎ—যতঃ “বিজ্ঞানঘন এব” ইত্যবধারণেন বিজ্ঞানমাত্রমেবাস্ত রূপমিত্যবগম্যতে ইতি ত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্ততে ।

ত্যৌড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনেকরেন যে, শ্রুতিতে ‘বিজ্ঞানঘন’ রূপ অবধারিত থাকায় চৈতন্ত্বই জীবের প্রকৃত স্বরূপ ; মুক্তিসময়ে জীবের সেই রূপটাই আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥৪॥৪॥৬॥]

চৈতন্ত্বমাত্রমেবাস্ত স্বরূপমিতি তেন রূপেণাবির্ভবতীত্যৌড়ুলোমি-
রাচার্য্যো মন্ততে । কুতঃ ? তদাত্মকত্বাৎ—তাবন্মাত্রাত্মকত্বাদস্ত্য প্রত্য-
গাত্মনঃ “স যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাছঃ কুৎস্নো রসঘন এব, এবং বা
অরেহয়মাত্মানন্তরোহবাছঃ কুৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব” [বৃহদা০ ৩।৫।১৩]
“প্রজ্ঞানঘন এব” ইত্যবধারণাৎ বিজ্ঞানমাত্রমেবাস্ত স্বরূপমিত্যবগম্যতে ।
অতোহস্ত গুণান্তরাভাবাৎ “অপহতপাপু” ইত্যাদয়ঃ শব্দাঃ বিকারস্বথ-

শুদ্ধচৈতন্ত্বই আত্মার স্বরূপ ; অতএব সেই চৈতন্ত্বরূপেই তাহার স্বরূপাবির্ভাব হইয়া থাকে,
ইহা আচার্য্য ত্যৌড়ুলোমির অভিমত । কারণ ? তদাত্মকত্বই কারণ ; যে হেতু একমাত্র
চৈতন্ত্বই জীবাত্মার স্বরূপ, সেই হেতু । ‘প্রসিদ্ধ সৈন্ধবপিণ্ড যেমন ভিতরে বাহিরে সর্বত্রই
একই লবণ রসে পূর্ণ ; অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাও তেমনি, অন্তর নাই, বাহির নাই—
সর্বত্র কেবল এক বিজ্ঞানস্বরূপই বটে,’ এই শ্রুতিতে ‘বিজ্ঞানঘন এব’ এইরূপ অবধারণ থাকায়
বুঝা যাইতেছে যে, একমাত্র বিজ্ঞানই ইহার প্রকৃত স্বরূপ ; অতএব, ইহার বিজ্ঞানাতি-
রিক্ত গুণ না থাকায় [আত্মার বিশেষণভাবে প্রযুক্ত] ‘অপহতপাপু’ প্রভৃতি শব্দগুলিও

গীটটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্ত জীবের স্বরূপাবির্ভাব । (২) সংশয়—জীবের স্বাভাবিক রূপ কি অপহত-
পাপুবাদি ? অথবা শুদ্ধ চৈতন্ত্বমাত্র ? কিংবা উভয়ই ? (৩) পূর্বপক্ষ—জৈমিনির মতে অপহতপাপুবাদি
আর ত্যৌড়ুলোমির মতে শুদ্ধ চৈতন্ত্বমাত্র তাহার স্বরূপ । (৪) উত্তর—জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই অপহতপাপুবাদি
গুণসম্পন্ন ; স্বতরাং উভয়ই তাহার অবিকল্প রূপ । (৫) নির্ণয়—অতএব ‘সৈন্ধবঘন’ দৃষ্টান্তানুসারে যদিও আত্মার
একমাত্র বিজ্ঞানস্বরূপই প্রতিপন্ন হয় বটে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, সৈন্ধবের যেমন লবণরস ভিন্ন রূপ ও
পরিমাণাদি আরও গুণ থাকা বিরুদ্ধ হয় না, তেমনি আত্মার সধ্বন্ধেও বিজ্ঞানাতিরিক্ত অপহতপাপুবাদি গুণ থাকা
বিরুদ্ধ হইতে পারে না ।

দুঃখাতিত্যাগকথনব্যবহৃত্তিপর্যায়ঃ, ইতি চিতি তন্মাত্ররূপেণাবির্ভাব
ইত্যোড়ুলোমের্মতম্ ॥৪॥৪॥৬॥

সম্প্রতি ভগবান্ বাদরায়ণঃ স্বমতেন সিদ্ধান্তমাহ—

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধঃ

বাদরায়ণঃ ॥৪॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—এবং (এইপ্রকারে) অপি (ও) উপন্যাসাৎ (উল্লেখ হেতু) পূর্বভাবাৎ
(পূর্ববর্তী গুণের সম্ভাবাহেতু) অবিরোধঃ (বিরোধের অভাব) বাদরায়ণঃ (সূত্রকার) ।]

[সরলার্থঃ—এবং বিজ্ঞানস্বরূপতাপি আস্বদনঃ উপন্যাসাৎ “য আত্মা অপহতপাপু” ইতি
নির্দেশাৎ পূর্বোক্তাঃ অপহতপাপুত্বাদি-সত্যসংকল্পাস্তানাং গুণানাং সম্ভাব-সম্ভবাৎ অবিরোধঃ
প্রতিদ্বয়বগতস্তত্ত্ব রূপদ্বয়তাপি অবিরুদ্ধত্বঃ বাদরায়ণঃ (সূত্রকারঃ) মন্ততে ইত্যর্থঃ ।

সূত্রকার বাদরায়ণ মনে করেন যে, আত্মা বিজ্ঞানঘন (চৈতন্যমাত্ররূপ) হইলেও পূর্বোক্ত
অপহতপাপুত্বাদি গুণসমূহের সম্ভাবে কোনই বিরোধ নাই ; সুতরাং তিনি উভয় প্রতিব
প্রমাণায়ুসারে আত্মার উভয়বিধ রূপই স্বীকার করিয়া থাকেন ॥৪॥৪॥৭॥]

এবমপি—বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বপ্রতিপাদনে সত্যপি, সত্যকামত্বাদীনাং
পূর্বোক্তানাং গুণানামবিরোধঃ বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্ততে । কুতঃ ?
উপন্যাসাৎ পূর্বভাবাৎ—উপনিষদাৎ “য আত্মা অপহতপাপু” [ছান্দোগ্য
৮.৭.১] ইত্যাদ্যুপন্যাসাৎ প্রমাণাৎ পূর্বোক্তাম্ অপহতপাপুত্ব-সত্যকামত্বা-
দীনামপি ভাবাৎ—বিদ্যমানত্বাৎ । তুল্যপ্রমাণকানামিতরেতরবোধো ন
যুক্ত্যত ইত্যর্থঃ । ন চ বস্তুবিরোধাদপহতপাপুত্বাদীনামবিজ্ঞাপরিকল্পিতত্বং

কেবল তাহার অবিজ্ঞানক জ্ঞত সুখ-দুঃখাদির নিষেধবোধক মাত্র ; অতএব, শুধু চৈতন্যরূপেই
তাহার স্বরূপাবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত ॥৪॥৪॥৬॥

এখন ভগবান্ বাদরায়ণ আপনার অভিপ্রায়ায়ুসারে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

আচার্য্য জৈমিনি এইরূপ মনে করেন যে, এইরূপ হইলেও—প্রতিতে আত্মাকে কেবল
বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও পূর্বোক্ত সত্যকামত্বাদি গুণের সম্ভাব—বিরুদ্ধ
হয় না ; কারণ ? যেহেতু ঐ গুণের উল্লেখও পূর্ববর্তী গুণসকলের সম্ভাব প্রতিপন্ন হইতে
পারে । অভিপ্রায় এই যে, “য আত্মা অপহতপাপু” ইত্যাদি গুণোপন্যাসরূপ উপনিষদুক্ত প্রমাণ
হইতে পূর্ববর্তী—অপহতপাপুত্ব-সত্যকামত্বাদি গুণেরও ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা সিদ্ধ হয় ;
উক্তপ্রমাণই যেখানে তুল্যবলবান্, সেখানে একটা দ্বারা অপরটির বাধা হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয়
না । আর বস্তুর স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়া যে, অপহতপাপুত্বাদি গুণগুলিকে অবিজ্ঞাপরিকল্পিত

ন্যায়ম্, বিশেষাভাবাৎ ‘বিপরীতং কস্মিন্ন ভবতি’ ইতি ন্যয়াৎ । তুল্য-
বলত্বে হি অশক্যস্তাবধারণস্তান্ত্রপরত্বমেব ন্যায়ম্ ।

এবমপ্যবিরোধ ইত্যভ্যুপগম্য বদন্—জ্ঞানমাত্রমেবাস্ত্য স্বরূপং, নান্যৎ
কিঞ্চিদন্তীত্যয়মর্থঃ “বিজ্ঞান ঘন এব” ইত্যাদিভিন্ প্রতিপাদ্যত ইতি
মন্ততে । কস্তর্হি “বিজ্ঞানঘন এব” ইত্যবধারণস্তার্থঃ? কুৎস্নোহপ্যাত্মা
জড়ব্যবৃত্তস্বপ্রকাশঃ; ন অন্যায়ত্বপ্রকাশঃ স্বল্লোহপি প্রদেশোহন্তীত্যয়মর্থো
বাক্যাদেব স্বেব্যক্তঃ—“স যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাহুঃ কুৎস্নো রসঘন
এব, এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোহবাহুঃ কুৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব”
[বৃহদা০ ৬।৫।১৩] ইতি ।

ন চৈবং প্রত্যগাত্মনো ধর্ম্মিস্বরূপস্ত্য কুৎস্নস্ত্য বিজ্ঞানঘনত্বেহপ্যাপহত-
পাপাত্মসত্যসঙ্কল্পত্বাদিধর্ম্মসম্বন্ধো বাক্যান্তরাবগতো বিরুদ্ধ্যতে; যথা সৈন্ধব-
ঘনস্ত্য কুৎস্নস্ত্য রসঘনত্বে রসনেন্দ্রিয়াবগতে চক্ষুরাত্তবগতা রূপ-কাঠিন্যাদয়ো

মনে কবা, তাহাও ন্যায়সঙ্গত হয় না; কারণ, কোন পক্ষই বিশেষ নাই, ইহার বিপরীত
করনাই বা না হয় কেন? এপক্ষেও ত কোন যুক্তি নাই; পক্ষান্তরে, উভয় পক্ষই যদি তুল্যাবল
হয়, তাহা হইলে ত কোন পক্ষই অবধারণ করা যাইতে পারে না; সুতরাং সেস্থলে অস্ত্র
একটা তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন করাই সঙ্গত হয় ।

এখানে “এবমপি অবিরোধঃ” (এরূপ হইলেও বিরোধ হয় না), এইরূপে পরাভিমত সিদ্ধান্ত
স্বীকার করিয়া লওয়ায় মনে হইতেছে যে, জ্ঞানই ইহার একমাত্র স্বরূপ, তন্নিহ্ন আর কিছুই
বরূপ নহে; কিন্তু “বিজ্ঞানঘনঃ” ইত্যাদি শ্রুতি যে, সেই অর্থই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা
নহে। ভাল, তাহা হইলে ‘বিজ্ঞানঘনই’ এইরূপ অবধারণের (এব-শব্দের) অর্থ কি? [উত্তর—]
সমস্ত আত্মাই জড়বিলক্ষণ স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব; তাহার এমন অল্পমাত্রও অংশ নাই, যাহা
অপরের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহাই ঐরূপ অবধারণের প্রকৃত অর্থ; ‘প্রসিদ্ধ
সৈন্ধবপিও যেরূপ ভিতরে বাহিরে সর্বত্র একই লবণরসে পূর্ণ, ঠিক তদ্রূপ এই আত্মাও
অন্তরে বাহিরে সর্বত্র একমাত্র বিজ্ঞানময়ই বটে’ এই শ্রুতিবাক্য হইতেও ইহা প্রমাণিত
হইতেছে ।

এখানে এরূপও আপত্তি হইতে পারে না যে, প্রত্যক্-আত্মা (জীব) যদি সর্বতোভাবে কেবলই
প্রজ্ঞানঘন হয়, তাহা হইলে শ্রুতান্তরে যে, তাহার অপহতপাপাত্ম ও সত্যসংকল্পত্বাদিগুণনিচয়ের
সত্তাব বর্ণিত আছে, তাহা ত বিস্কন্ধ হইয়া পড়ে; কেন না, সম্পূর্ণ সৈন্ধবপিওটা জিহ্বাধারা কেবল
লবণ-রসাত্মক অবগত হইলেও যেমন তাহাতে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ও পরিমাণামির
সত্তাব বিস্কন্ধ হয় না, ইহাও তেমনি । এখানে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ—যেমন

ন বিরুদ্ধ্যন্তে । ইদমত্র বাক্য-তাৎপর্যম্—যথা রসবৎস্বাত্মকাদিষু
ত্বগাদিপ্রদেশভেদেন রসভেদে সত্যপি সৈক্যবচনস্ত সৰ্ব্বত্রৈকরসত্বম্, তথা
আত্মনোহপি সৰ্ব্বত্র বিজ্ঞানস্বরূপত্বম্ ; স্বপ্রকাশস্বরূপত্বমিত্যর্থঃ ॥৪৪৭॥

[ইতি তৃতীয় ব্রাহ্মাধিকরণম্ ॥৩৥]

সংকল্পাধিকরণম্ ।] সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সংকল্পাং (ইচ্ছামাত্র) এব (নিশ্চয়) তচ্ছ্রুতেঃ (যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি
আছে) ।]

[সরলার্থঃ—‘পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব যেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে, স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র
পর্যোতি জক্ষং ক্রৌড়ন রমমাণঃ স্রীভিক্সা ষানৈক্সা, জ্ঞাতিভিক্সা’ ইত্যাদিরামায়তে ; তত্র
সংশয়ঃ—কিমন্ত মুক্তপুরুষস্ত সংকল্পাদেব জ্ঞাতিপ্রভৃতয়ঃ সম্পত্ত্বন্তে ? উত প্রযত্নান্তরমপেক্ষন্তে ?
তন্নির্ণয়ায় আহ—

“সংকল্পাদেব” ইত্যাদি । মুক্তপুরুষস্ত সত্যসংকল্পত্বেন সংকল্পমাত্রাদ্ এব অস্ত জ্ঞাতিপ্রভৃতয়ঃ
সমুত্তিষ্ঠন্তি, নাতং প্রযত্নমপেক্ষন্তে ; কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ—সংকল্পাদেবাস্ত পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি”
ইতি-শ্রুতো অবধারণশ্রবণামিত্যর্থঃ ॥

শ্রুতিতে আছে—‘মুক্তপুরুষ স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া সেখানে (ব্রহ্মলোকে) স্রী, বাহন
ও জ্ঞাতিগণের সহিত পরিভ্রমণ করেন’, এখানে সংশয় এই যে, সেখানে কি মুক্তপুরুষেব
ইচ্ছামাত্রেই জ্ঞাতি প্রভৃতি উপস্থিত হয় ? অথবা আরও কোন প্রকার চেষ্টার আবশ্যক হয় ?
তদ্বত্তরে বলিতেছেন—

এই মুক্ত পুরুষের শুধু ইচ্ছামাত্রেই তাহার জ্ঞাতি প্রভৃতি সমুখিত হইয়া থাকে, তাহার জ্ঞাত
আর পৃথক্ চেষ্টার আবশ্যক হয় না ; কারণ, অস্ত্র শ্রুতিতে আছে—‘ইহার সংকল্পমাত্রেই
পিতৃগণ উপস্থিত হন’ ইত্যাদি । অতএব তাহাদের উপস্থিতির জ্ঞাত আর কোনরূপ চেষ্টার
আবশ্যক হয় না ॥৪৪৮॥

মুক্তঃ পরং ব্রহ্মোপসম্পত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপোহপহতপাপুত্বাদি-সত্যসঙ্কল্পত্ব-
পর্যন্তগুণক আবির্ভবতীত্যুক্তম্ ; তদধিকৃত্য সত্যসঙ্কল্পত্বপ্রযুক্তা ব্যবহারঃ

আত্মাদি ফলের ত্বক্ প্রভৃতি অংশভেদে রসের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি হইলেও সৈক্যবপিণ্ডের
সর্বত্র একই লবণ রসের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তেমনি আত্মারও সর্বত্র জ্ঞানই—একমাত্র
বিজ্ঞানস্বরূপত্বই—স্বপ্রকাশভাবই উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকে ॥৪৪৭॥

[তৃতীয় ব্রাহ্মাধিকরণ ॥৩৥]

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জ্ঞানস্বরূপে এবং অপহত-
পাপাশ্ব হইতে সত্যসংকল্পত্ব পর্যন্ত গুণগণবিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হন, অর্থাৎ মুক্তপুরুষের ঐ
সমস্ত গুণ প্রকাশ পায় । সেই মুক্তপুরুষের সম্বন্ধেই সত্যসংকল্পত্বজনিত বিবিধ ব্যবহারের

শ্রয়ন্তে—“ন তত্র পর্যোতি জক্ষৎ ক্রৌড়ন্ রমমাণঃ জ্ঞাতিভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা” [ছান্দো ০ ৮।১২।৩] ইতি । কিমন্ত জ্ঞাত্যাদিপ্রাপ্তিঃ প্রযত্নান্তরসাপেক্ষা ? উত পরমপুরুষস্তেব সংকল্পমাত্রাদেব ভবতি ? ইতি বিশয়ে, লোকে রাজাদীনাং সত্যসংকল্পেণ ব্যবহ্রিয়মাণানাং কার্যনিষ্পাদনে প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্বদর্শনাদস্ত্যপি তৎসাপেক্ষা—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“সংকল্পাদেব” ইতি । কুতঃ ? তচ্ছুতে: “ন যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্ম পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি” [ছান্দো ০ ৮।২।১] ইতি হি সংকল্পাদেব পিতাদীনাং সমুত্থানং শ্রয়তে । ন চ প্রযত্নান্তরসাপেক্ষাভিধায়ি ক্রতান্তরং দৃশ্যতে, যেনাস্ম “সংকল্পাদেব” ইত্যবধারণস্য “বিজ্ঞানঘন এব” ইতিবদ্যবস্থাপনং ক্রিয়তে ॥৪॥৪॥৮॥

কথাও শ্রুতিতে শোনা যায়, যথা—“তিনি সেখানে জ্ঞী, বাহন ও বন্ধুগণের সহিত হাত্ত ক্রীড়া ও বশ্য করত বিহার করেন” ইতি । এখানে সংশয় হইতেছে এই যে, এই মুক্ত পুরুষের যে, জ্ঞাতি প্রভৃতি প্রাপ্তি, তাহা কি অপর কোনরূপ প্রযত্নসাপেক্ষ ? অথবা পরমেশ্বরের আয়ত্ত্বাহারও কেবল সংকল্পমাত্র সাধ্য ? অগতে রাজা প্রভৃতি যাহারা সত্যসংকল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কার্যসম্পাদনেও স্বতন্ত্র প্রযত্নের আবশ্যক হয়, (কেবলই ইচ্ছামাত্রে কার্যসিদ্ধি হয় না) ; অতএব মুক্তের সম্বন্ধেও প্রযত্নের অপেক্ষা আছে ; এইরূপ প্রাপ্তিসংভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

“সংকল্পাদেব” ইতি । অর্থাৎ কেবল সংকল্পবলেই সিদ্ধ হয় ; কাৰণ ? যেহেতু তদ্বিশয়ে শ্রুতি বহির্মাছে ; যথা—“তিনি যদি পিতৃলোকের অভিলাষী হন, তাহা হইলে, ইচ্ছামাত্রেই তাহার পিতৃগণ সমুপস্থিত হন”, এই স্থলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই পিতৃগণের সমুত্থান শ্রুত হইতেছে ; পক্ষান্তরে তাহার সংকল্প-সিদ্ধির জ্ঞাত্যও যে, পৃথক্ প্রযত্নের আবশ্যক হয়, এ বিষয়ে এমন কোনও শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, বাহা দ্বারা “বিজ্ঞানঘন এব” শ্রুতির আয় ত্রই “সংকল্পাৎ এব” বাক্যোক্ত অবধারণেরও অন্তরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পাবে ॥৪॥৪॥৮॥

(*) তাৎপর্য—এই সংকল্পাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মলোকে জ্ঞাতি-প্রভৃতির সহিত ক্রীড়াবি ব্যবহার । (২) সংশয়—জ্ঞাতিপ্রভৃতিকে পাইবার জন্ত মুক্ত পুরুষকে কি কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় ? অথবা কেবল তাহার ইচ্ছামাত্রেই তাহার উপস্থিত হয় ? (৩) পূর্বপদ—অগতে সত্য-সংকল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজাপ্রভৃতিকেও যখন অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত চেষ্টা করিতে হয়, তখন মুক্ত পুরুষকেও অবশ্যই তাহার জন্ত যত্ন করিতে হইবে । (৪) উত্তর—না, মুক্ত পুরুষ যখন সত্যসংকল্প, এবং শ্রুতিও যখন তাহার ইচ্ছামাত্রে পিতৃগণের উপস্থিতির কথা বলিতেছেন, তখন তাহার জ্ঞাতি প্রভৃতিকে পাইবার জন্ত আর কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না । (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষ বিনা চেষ্টায় কেবল ইচ্ছামাত্রেই আপনার অভীষ্ট-পাইয়া থাকেন ।

অত এব চানন্যাধিপতিঃ ॥৪॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়) চ (এবং) অনন্যাধিপতিঃ (অন্ত কাহারো অধীন নয়) ।]

[সরলার্থঃ—অতএব—মুক্তস্ত সত্যসংকল্পদেব চ হেতোঃ [অসৌ মুক্তঃ পুরুষঃ] অনন্যাধিপতিঃ অন্তস্ত নিয়মাদীনো ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

এইহেতুই—যেহেতু মুক্তপুরুষ সত্যসংকল্প, সেই হেতুই এই মুক্তপুরুষ অন্ত অধিপতির অধীন—অপরের আজ্ঞাবহ হন না, তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকেন ॥৪॥৪॥১॥]

যতো মুক্তঃ সত্যসংকল্পঃ ; অত এবানন্যাধিপতিশ্চ । অন্যাধিপতিত্বং হি বিধি-নিষেধযোগ্যত্বম্ ; বিধি-নিষেধযোগ্যত্বে হি প্রতিহতসংকল্পত্বং ভবেৎ ; অতঃ সত্যসংকল্পত্বশ্চৈত্যানন্যাধিপতিত্বং চ সিদ্ধম্ । অতএব “স স্বরাড়্ ভবতি” ইত্যুচ্যতে ॥৪॥৪॥১॥

[ইতি নবমং সংকল্পাধিকরণম্ ॥১॥]

অভাবাধিকরণম্ । অভাবং বাদরিরাহ হেবম্ ॥৪॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—অভাবং (অভাব) বাদরিঃ (বাদরিনামক আচার্য্য) আহ (বলেন), হি (নিশ্চয়) এবং (এই প্রকার) ।]

[সরলার্থঃ—অখেনানীং মুক্তস্ত শরীরেন্দ্রিয়াদিকম্ অস্তি নাস্তি বেতি নিরূপয়িতুমাহ—“অভাবম্” ইত্যাদি ।

মুক্তস্ত শরীরেন্দ্রিয়াদেবভাবং বাদরিনাম আচার্য্যো মন্যতে । কুতঃ ? হি যস্মাৎ শ্রুতিঃ এবমাহ—“ন হ বৈ সশরীরস্ত সতঃ প্রিয়ারপ্রিয়ম্মোরপহতিরন্তি ; অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়ারপ্রিয়ে স্পৃশতঃ” ইত্যাত্মা শ্রুতিরপি শরীরেন্দ্রিয়গতভাবং বদতীত্যর্থঃ ॥

মুক্তপুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে কি না, এখন তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে। বাদরিনামক আচার্য্য বলেন—মুক্তপুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি থাকে না ; কারণ ? যেহেতু ‘সশরীর ব্যক্তির কখনই স্পৃহঃখের অভাব হয় না ; পক্ষান্তরে অশরীর হইলেই তাহাকে আর স্পৃহঃখে স্পর্শ করিতে পারে না’ ইত্যাদি শ্রুতিই মুক্তপুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদির অভাব প্রতিপাদন করিতেছে ॥৪॥৪॥১০॥]

মুক্তপুরুষ যেহেতু সত্যসংকল্প ; সেই হেতুই তিনি অনন্যাধিপতিও বটে, অর্থাৎ অপর কেহ তাহার অধিপতি বা প্রভু থাকে না ; অনন্যাধিপতি অর্থ—বিধি ও নিষেধের অযোগ্য ; অপরের বিধি ও নিষেধের পাত্র অর্থাৎ আজ্ঞাবহ হইলে, নিশ্চয়ই তাহার সংকল্প বা ইচ্ছার বাধাত হইয়া থাকে । অতএব সত্যসংকল্পত্ববোধক শ্রুতি দ্বারাই তাহার অনন্যাধিপতিত্বও সিদ্ধ হইতেছে ; এই কারণেই ‘তিনি স্বরাট্ হন’ শ্রুতিতে তাঁহাকে ‘স্বতন্ত্র’ বলা হইয়াছে ॥৪॥৪॥১০॥

[ইতি নবমং সংকল্পাধিকরণম্ ॥১॥]

কিং মুক্তস্য দেহেন্দ্রিয়াণি ন সন্তি ? উত সন্তি ? অথবা যথাসম্ভবং সন্তি ন সন্তি চ ? ইতি বিষয়ে—শরীরেন্দ্রিয়াণামভাবঃ বাদরিরাচার্যো মন্ততে । কুতঃ ? আহ হেবম্—“ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়োরপহতিরস্তি । অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ” [ছান্দোঃ ৮।১২।১] ইতি শরীরসম্বন্ধে দুঃখস্বাভবজ্ঞানীয়ত্বমভিধায় “অস্মাচ্ছরীরাত্ সন্মুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্তেন রূপেণাভিনিম্পত্ত্বতে” [ছান্দোঃ ৮।১২।১২] ইতি মুক্তস্তাশরীরত্বং হাহ শ্রুতিঃ ॥৪॥৪॥১০॥

ভাবং জৈমিনির্বিষ্কম্পামননাং ॥৪॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবং (সত্ত্বাব) জৈমিনিঃ (জৈমিনি মুনি) [মনে করেন], বিকল্পা-মননাং (যেহেতু শ্রুতিতে বিভিন্নপ্রকারের কথা আছে) ।]

[সরলার্থঃ—জৈমিনিরাচার্যো মুক্তপুরুষস্ত শরীরেন্দ্রিয়াদেৰ্ভাবং মন্ততে ; কুতঃ ? বিকল্পা-মননাং—“স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা” ইত্যাদিশ্রুতৌ বিবিধস্ত কল্পস্ত বৈশিষ্ট্যভিধানাদিত্যর্থঃ ॥

আচার্য্য জৈমিনি মুক্তপুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়সত্ত্বাব স্বীকার করেন ; কারণ ? যেহেতু ‘তিনি একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন, এবং পাঁচপ্রকার, সাতপ্রকার’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার বিবিধ রূপের কথা অভিহিত আছে ॥৪॥৪॥১১॥]

মুক্তপুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়াদি বিত্তমান থাকে, কি থাকে না ? অথবা তাহার ইচ্ছামুসারে থাকেও, নাও থাকে ? এইরূপ সংশয়ে আচার্য্য বাদরি মনে করেন যে, তাহার শরীরেন্দ্রিয় থাকে না ; কারণ ? যেহেতু শ্রুতিও এইরূপই বলিতেছেন—‘অশরীর ব্যক্তির কখনও স্পৃহঃখের অভাব হয় না’ ; এখানে শ্রুতি শরীর-সম্বন্ধের সহিত দুঃখসম্বন্ধের অপরিহার্য্যত্ব বলিয়া, ‘এই শরীর হইতে উৎপিত হইয়া পরজ্যোতিঃ লাভ করত নিজের স্বাভাবিক রূপে অভিব্যক্ত হন’, এখানে আবার মুক্তপুরুষের শরীরাতাব স্পষ্টাঙ্করে প্রতিপাদন করিতেছে (*) ॥৪॥৪॥১০॥

(*) তাৎপৰ্য্য—এই অভাবাবিকরণটা দশ হইতে ষোড়শ পর্যন্ত সাতটা হুত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটা অবয়ব এইরূপ—(১) মুক্ত পুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদি সত্ত্বাব । (২) সংশয় - আমাদের জ্ঞান মুক্ত পুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়াদি থাকি সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূৰ্ব্বপক্ষ—দেহেন্দ্রিয় থাকিলেই যখন দুঃখঃখের সত্ত্বাবনা থাকে, তখন মুক্ত পুরুষকে দুঃখঃখের অতীত বলা হইয়াছে, তখন তাহার দেহেন্দ্রিয়াদি সত্ত্বাব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । (৪) উত্তর—না, মুক্তপুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদি আছেও বটে, নাই-ও বটে ; কারণ, তিনি সত্যসংকল্প ; ইচ্ছাকরিলেই দেহী হইতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে দেহহরিতও থাকিতে পারেন ; তাহার পক্ষে উভয়ই সম্ভবপর । (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, কৰ্ম্মভোগের জন্ত তাহাকে দেহ ধারণ করিতে হয় না ; এই দ্রষ্টা অশরীর বলা হয়, আবার স্বেচ্ছামুসারে দেহধারণও করিয়া থাকেন ; এইজন্ত সশরীরও বলা হয় ; সুতরাং উভয় শ্রুতিরই উপপত্তি হইতে পারে ॥

মুক্তশ্র শরীরেন্দ্রিয়ভাবং জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে । কৃতঃ? বিকল্পান-
নাং—বিবিধঃ কল্পো বিকল্পঃ, বৈবিধ্যমিত্যর্থঃ ; “স একধা ভবতি ত্রিধা
ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা” [ছান্দো ০ ৭।২৬।২] ইত্যাদিশ্রুতঃ । আত্মন
একস্থানেকধাভাবাসম্ভবাৎ ত্রিধাভাবাদয়ঃ শরীরনিবন্ধনা ইত্যবগম্যতে ।
অশরীরত্ববচনং তু কৰ্ম্মনিমিত্তশরীরাভাবপরম্ ; তদেব হি শরীরং প্রিয়া-
প্রিয়হেতুঃ ॥৪॥৪॥১১॥

ভগবাংস্ত বাদরায়ণঃ স্বমতেন সিদ্ধান্তমাহ—

দ্বাদশাহবভূভয়বিধং বাদরায়ণোক্ততঃ ॥৪॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—দ্বাদশাহবৎ (দ্বাদশাহ যাগের) উভয়বিধং (উভয়প্রকার—সশরীর ও
অশরীর) বাদরায়ণঃ (সূত্রকার), অতঃ (এই হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সূত্রকারঃ স্বাভিমতসিদ্ধান্তমাহ—“দ্বাদশাহবৎ” ইতি । অতঃ সত্য
সংকল্পত্বাদেব মুক্তপুরুষং উভয়বিধং—সশরীরম্ অশরীরঞ্চ বাদরায়ণঃ সূত্রকারো মন্যতে । অত্র
দৃষ্টান্তমাহ—দ্বাদশাহবৎ—ইতি । যথা “দ্বাদশাহম্ ঋদ্ধিকামা উপেয়ুঃ” “দ্বাদশাহেন প্রজাকামঃ
যাজয়েৎ” ইতি উভয়বিধেন সংকল্পভেদেন দ্বাদশাহসত্রং সম্পন্নং ভবতি, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ ॥

আচার্য্য বাদরায়ণ—তাহার সত্যসংকল্পত্ব নিবন্ধনই উভয়বিধ ভাব অর্থাৎ সশরীরত্ব ও অশরী-
রত্ব—উভয়ই স্বীকার করেন । ইহার দৃষ্টান্ত—“দ্বাদশাহসত্র” ; ‘সম্পাদভিলাষী পুরুষেরা
দ্বাদশাহ যাগ করিবে’ এবং ‘সন্তানার্থীকে দ্বাদশাহ যাগ করাইবে’, এইরূপ দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে
বিহিত একই দ্বাদশাহ সত্র যেমন কর্তার ইচ্ছাভেদে উভয়রূপেই অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহাও
তদ্রূপ ॥৪॥৪॥১২॥]

আচার্য্য জৈমিনি মুক্তপুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব মনে করেন ; কারণ? যেহেতু
বিকল্পের উল্লেখ রহিয়াছে—বিকল্প অর্থ—বিবিধ (নানাপ্রকার) কল্প অর্থাৎ কল্পনা—বৈশিষ্ট্য ;
কেননা, শ্রুতিতে আছে ‘তিনি একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন, এবং পঞ্চপ্রকার ও সপ্তপ্রকার
হন’ ইত্যাদি । একই আত্মার স্বরূপতঃ অনেকধা হওয়া সম্ভবপর হয় না ; অতএব বুঝা যাইতেছে
যে, এই ত্রিধাভাবাদি অবস্থাগুলি দেহেন্দ্রিয়াদিঘটিত ; তবে যে, তাহাকে অশরীর বলা হয়,
তাহার অভিপ্রায় এই যে, কৰ্ম্মজনিত দেহই লোকের প্রিয়প্রিয়ভাব সমুৎপাদন করিয়া থাকে ;
তখন তাহার কৰ্ম্মাধীন সেই দেহসম্বন্ধ থাকে না ॥৪॥৪॥১২॥

এখন ভগবান্ বাদরায়ণ (সূত্রকার) স্বমতে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—“দ্বাদশাহবৎ” ইত্যাদি ।

“সঙ্কল্পাদেব” ইত্যেতদতঃ—শব্দেন পরামৃশ্যতে ; অতএব সঙ্কল্পাৎ, উভয়বিধং শরীরমশরীরং চ মুক্তং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে ; এবঞ্চেভ্যী শ্রুতিরূপপত্ততে ; দ্বাদশাহবৎ—যথা “দ্বাদশাহমুদ্বিকামা উপেয়ুঃ” [—০ ?] “দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ” [—০ ?] ইতু্যুপৈতি-যজতিচোদনাভ্যাং সঙ্কল্পভেদেন সত্রমহীনং চ ভবতি ॥৪॥৪॥১২॥

যদা শরীরাত্ম্যপকরণবদ্বম্, তদা তানি শরীরাত্ম্যপকরণানি শ্বেনৈব স্ফটানীতি নাস্তি নিয়মঃ, ইত্যাহ—

তদ্ব্যভাবে সঙ্ক্যবদ্রূপপত্তেঃ ॥৪॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্ব্যভাবে (শরীরের অভাবে) সঙ্ক্যবৎ (স্মৃতি সময়ের তায়) উপপত্তেঃ (যেহেতু সঙ্গতি হয়) ।]

[সরলার্থঃ—মুক্তো স্বস্থিষ্ঠাঃ তনোঃ শরীরত্বাবেহপি সঙ্ক্যবৎ—অপ্নে ইব ভোগোপপত্তে-হেতোঃ [মুক্তঃ সত্যসংকল্পোহপি স্বয়ং ন স্ফটতি] ; অপ্নে যথা স্বকৃতস্থিভাবেহপি পরমেশ্বর-সৃষ্টরূপকরণৈরেব জীবো ভুঙক্তে, তথা মুক্তোহপি লীলাপ্রবৃত্তেশ্বরসৃষ্টৈরেব উপকরণৈঃ পিতৃ-লোকাদিভিঃ লীলারসং ভুঙক্তে ইত্যাশয়ঃ ।

মুক্তিসময়ে নিজের দেহাদি বিজ্ঞমান না থাকিলেও স্বপ্নসময়ের তায় ভোগ করা সম্ভব হয় বলিয়াই, মুক্তপুরুষ সত্যসংকল্প হইলেও কোন বস্তু সৃষ্টি কবেন না ; পরন্তু কেবল পরমেশ্বরের সৃষ্ট বিবিধ উপকরণ দ্বারাই আপনি নানাবিধ লীলারস আন্বাদন করিয়া থাকেন ॥৪॥৪॥১৩॥]

স্বত্রস্থ ‘অতঃ’ শব্দে পূর্বোক্ত ‘সংকল্পাদ্ এব’ কথার অমুকষণ করা হইতেছে। ভগবান্ বাদরায়ণ এই হেতুই—সত্যসংকল্পত্ব হেতুই মুক্তপুরুষকে উভয়প্রকার—সশরীর ও অশরীর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই ‘দ্বাদশাহ’ মাগের তায় পূর্বপ্রদর্শিত উভয়প্রকার শ্রুতিরই উপপত্তি হইতে পারে ; অর্থাৎ ‘মনাভিলাষী পুরুষগণ ‘দ্বাদশাহ’ যাগ প্রাপ্ত হইবে,’ ‘সন্তানার্থীদিগকে ‘দ্বাদশাহ’ যাগ করাইবে,’ এখানে ‘উপৈতি’ (উপেয়ুঃ) ও ‘যজতি’ (যাজয়েৎ) ক্রিয়া দ্বারা বিহিত দ্বাদশাহ যাগ যেমন সংকল্পভেদে উভয়রূপেই অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে, [ইহাও তদ্রূপ] (*) ॥৪॥৪॥১২॥

মুক্তপুরুষের ভোগোপকরণ শরীরাদি যখন বিজ্ঞমানই থাকে, তখন ভোগের জন্ত তাহাকেই যে, শরীরাদি সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

(*) তাৎপৰ্য্য—দ্বাদশাহযাগের সম্বন্ধে বিধি দুইটি—একটি ঋদ্ধিকামীর সম্বন্ধে, অপরটি প্রজাকামীর সম্বন্ধে। একই যজ্ঞের দুইপ্রকার কামনায় অনুষ্ঠানের বিধি থাকায় সেখানে যেমন—যাহার সম্পদকামনা আছে, তাহারও যমুষ্ঠেয়, এবং বাহার সম্পদকামনা নাই, কেবল প্রজাকামনা আছে, তাহারও যমুষ্ঠেয়, অর্থাৎ কামনাভেদে

স্বেনৈব সৃষ্টতনুপ্রভৃত্যপকরণাভাবে পরমপুরুষসৃষ্টৈরুপকরণৈ-
 র্ভোগোপপত্তে: সত্যসঙ্কল্লাহপি স্যং ন সৃজতি । যথা স্বপ্নে—“অথ রথান্
 রথযোগান্ পথ: সৃজতে” ইত্যারভ্য “অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্য: শ্রবন্ত্য:
 সৃজতে, স হি কৰ্ত্তা” [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি “য এষ সৃশ্বেষু জাগৰ্হি
 কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ, তদেব শুক্রং তদ্রক্ষ্য তদেবামৃতমুচ্যতে,
 তস্মিন্ লোকা: শ্রিতা: সৰ্ব্বৈ তচ্চ নাত্যতি কশ্চন” [কঠা০ ২।৫।৮]
 ইতি ঈশ্বরসৃষ্টে রথাত্ম্যপকরণৈর্জীবো ভুঙ্ক্তে ; তথা মুক্তোহপি লীলা-
 প্রবর্তনেশ্বরেণ সৃষ্টে: পিতৃলোকাদিভিলীলারসং ভুঙ্ক্তে ॥৪॥৩।১৩॥

ভাবে জাগ্রৎ ॥৪॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদ:—ভাবে (দেহাদি সত্তাবে) জাগ্রৎ (জাগ্রৎ অবস্থার আয়) ।]

[সরলার্থ:—স্বসংকল্পপ্রভাবেন সৃষ্টানাং তনুপ্রভৃত্যপকরণানাং ভাবে সত্তাবে সিদ্ধে সতি
 মুক্তপুরুষোহপি জাগ্রৎ জাগ্রৎ পুরুষ ইব লীলারসং ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থ: ॥

মুক্তপুরুষের সত্যসংকল্প প্রভাবে যখন ভোগোপকরণ দেহাদির সত্তাব প্রমাণিত হইল,
 তখন মুক্তপুরুষও তাহা দ্বারা জাগ্রৎপুরুষের আয়ই ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥৪॥৪॥১৪ ॥

“তদ্বভাবে” ইত্যাদি। মুক্তপুরুষেব স্বনির্মিত ভোগোপকরণ দেহাদি বিজ্ঞান না থাকিলেও
 পরমপুরুষ পরমেশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট উপকরণ দ্বারাই ভোগ সম্পাদন করা সম্ভব হয় বলিয়া, মুক্তপুরুষ
 সত্যসংকল্প হইলেও নিজে আর তাহা সৃষ্টি করেন না ; পরন্তু জীব স্বপ্নাবস্থায় যেমন—[“স্বপ্নসময়ে”]
 রথ, রথযোগ—অশ্বাদি ও পথসমূহ সৃষ্টি করেন’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘ক্ষুদ্র সরোবর,
 পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন ; কারণ, সেখানে তিনিই কৰ্ত্তা’, এবং ‘জীব সৃষ্ট হইলেও যিনি
 প্রচুরপরিমাণে কাম্যবিষয় সৃষ্টি করিয়া জাগরিত থাকেন, তিনিই শুক্র (শুক্র), তিনিই ব্রহ্ম,
 এবং তিনিই অমৃত নামে কথিত হন, সমস্ত লোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে ; কেহই তাঁহাকে
 অতিক্রম করিতে পারে না’ এই শ্রুত্যান্ত ঈশ্বরসৃষ্ট রথাদি উপকরণ (ভোগসাধন) দ্বারা ভোগ
 করিয়া থাকে, মুক্তপুরুষও তেমনি লীলা প্রবৃত্ত পরমেশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট পিতৃলোকাদি পদার্থ
 দ্বারা ঐশী লীলারস আশ্বাদন করিয়া থাকেন, (সেখানে লৌকিক কাম-কন্দের গন্ধও
 থাকে না) ॥৪॥৪॥১৩॥

একই বাগ উভয়বিধ কলের সাধক হইয়া থাকে ; তেমনি এখানেও মুক্তপুরুষ যখন ইচ্ছা করেন—‘আমার হে
 হউক,’ তখন তাঁহার দেহ থাকে, আবার যখন তাঁহার সেবাপ ইচ্ছা না থাকে তখন যেহেতু ঐশীলীলা ; তখন
 উভয়বিধ ভাবই তাঁহার সম্ভবপর হইতেছে ।

স্বসঙ্কল্পাদেব সৃষ্টতনুপ্রভৃতি-পিতৃলোকাভ্যুপকরণভাবে জাগ্রৎপুরুষ-
ভোগবৎ মুক্তোহপি লীলারসং ভুঙ্ক্তে ; পরমপুরুষোহপি লীলার্থং
দশরথ-বহুদেবাদিপিতৃলোকাদিকমাত্মনঃ সৃষ্ট। তৈরনুশ্চধ্যম-লীলারসং যথা
ভুঙ্ক্তে, তথা মুক্তানামপি স্বলীলায়ৈ পিতৃলোকাদিকং স্বয়মেব সৃজতি
কদাচিৎ ; কদাচিচ্চ মুক্তাঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ পরমপুরুষলীলাস্তর্গতস্ব-
পিতৃলোকাদিকং স্বয়মেব সৃজন্তীতি সর্বমুপপন্নম্ ॥৪॥৪॥১৪॥

নবাত্মাপূর্ণরিমাণ ইত্যুক্তম্ ; কথমনেকশরীরেষেকস্তাণোরাত্মাভিমান-
সম্ভবঃ ? ইত্যত্রাহ—

প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ॥৪॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রদীপবৎ (প্রদীপের ত্যায়) আবেশঃ (প্রবেশ—ব্যাপ্তি), তথাহি (সেই-
প্রকারই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

[সবলার্থঃ—যথা প্রদীপশ্চৈকদেশবর্তিনোহপি প্রভয়া অনেকদেশপ্রবেশঃ, তথা একদেহা-
বহুতত্ত্বাপি অণোরাত্মনঃ প্রভাষানীয়েন জ্ঞানেন অনেকদেহেষু আবেশঃ সম্ভবতি। তথাহি
দর্শয়তি—“বালাগ্রশতভাগস্থ শতধা কল্লিতস্থ চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সচানন্তায় কর্তে”
ইত্যত্রা শ্রুতিঃ অণোরপ্যাত্মন আনন্ত্যং জ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ ॥

ক্ষুদ্র দীপালোক যেরূপ একস্থানে দর্তমান থাকিয়াও প্রভাবাবা বহুদূরে প্রসর্পিত হয়, তদ্রূপ
অণু আত্মা একদেহে থাকিয়াও স্বীয় জ্ঞান দ্বারা যে, বহুদেহে ভোগাত্মক বৎ, ইহা দোষাবহ
হয় না। ‘শতভাগে বিভক্ত একটি কেশাগ্রের একশত ভাগেব একভাগেব তুল্যা হইতেছে
জীব, সেই জীবই আবার অনন্তভাবে প্রাপ্তিতেও সমর্থ হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিও সেই কথাই
বলিতেছেন ॥৪॥৪॥১৫॥]

পূর্বে উক্তানুসারে নির্মিত ভোগসাধন দেহাদির এবং ভোগোপকরণ পিতৃলোকাদির সম্ভাবে
মুক্তপুরুষও জাগ্রৎপুরুষেরই মত লীলারস উপভোগ করিয়া থাকেন। স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবান্ যেরূপ
লীলার্থ দশরথ ও বহুদেব প্রভৃতিকে আপনা হইতে পিতৃরূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সাঙাঘ্যে
মহুছোচিত লীলারস উপভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনার লীলা প্রকাশার্থ কখনও বা
মুক্তপুরুষদিগেরও পিতৃলোকাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কখনও বা মুক্তপুরুষগণ নিজেরাও সত্য-
সংকল্প নিবন্ধন পরমপুরুষ ভগবানের লীলার মধ্যেই নিজেদের পিতৃলোকাদি বিষয় সৃষ্টি করিয়া
থাকেন ; অতএব এ পক্ষে কোন কথাই অসম্ভব বা অসঙ্গত হইতেছে না ॥৪॥৪॥১৪॥

তাল কথা, পূর্বে আত্মাকে অণুপরিমাণ (সূক্ষ্মপরিমাণ) বলা হইয়াছে ; অতএব অণুপরিমাণ
একই আত্মার যুগপৎ বহুশরীরে অস্তিমান হয় কি প্রকারে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—

যথা প্রদীপশ্চৈকস্মিন্ দেশে বর্তমানস্য স্বপ্রভয়া দেশান্তরাবেশঃ, তথা
আত্মনোহিপ্যেকদেহস্থিতশ্চৈব স্বপ্রভারূপেণ চৈতন্যেন সর্বশরীরাবেশো
নানুপপন্নঃ ; যথা চৈবান্মিহপি দেহে হৃদয়াত্ত্বেকপ্রদেশবর্তিনোহপি চৈতন্য-
ব্যাপ্ত্যা সর্বস্মিন্ দেহে আত্মাভিমানঃ, তদ্বৎ ! ইয়ান্ বিশেষঃ—অমুক্তস্ত
কৰ্ম্মণা সঙ্কুচিতজ্ঞানস্য দেহান্তরেণ আত্মাভিমানানুগুণা ব্যাপ্তির্ন সম্ভবতি ;
মুক্তস্ত তু অসঙ্কুচিতজ্ঞানস্য যথাসংকল্পমাত্মাভিমানানুগুণা ব্যাপ্তিঃ ‘ইদম্’
ইতি গ্রহণানুগুণা চ নানুপপন্না । তথাহি দর্শয়তি—

“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্লিতস্য চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥” [শ্বেতাং ৫।৯]
ইতি অমুক্তস্য কৰ্ম্ম নিয়ামকম্ ; মুক্তস্ত তু স্বেচ্ছেনি বিশেষঃ ॥৪॥৪॥১৫॥

ননু পরং ব্রহ্ম প্রাপ্ত্যন্তর-বাহুজ্ঞানলোপং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—“প্রাজে-
নাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ, নাস্তরম্” [বৃহদাং ৬।৩২।১]
ইতি ; তৎ কথং মুক্তস্য সার্বজ্ঞ্যমুচ্যতে ? তত্রোত্তরম্—

প্রদীপ যেমন একস্থানে বর্তমান থাকিয়াও স্বীয় প্রভা দ্বারা স্থানান্তরে (অন্যস্থানে) প্রবেশ লাভ
করিয়া থাকে, তেমনি একদেহে স্থিত আত্মারও স্বপ্রভা স্থানীয় চৈতন্য দ্বারা অপর সমস্ত শরীরে
প্রবেশ করা অনুপপন্ন হয় না। যেমন একই দেহের মধ্যে হৃদয় প্রভৃতি প্রদেশবিশেষে
বর্তমান আত্মার চৈতন্যগুণের সংপ্রসারণ দ্বারা সমস্ত দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে,
ইহাও তদ্রূপ।

এইমাত্র বিশেষ যে, অমুক্ত বা বদ্ধ পুরুষের জ্ঞান প্রারদ্ধ কৰ্ম্ম দ্বারা সংকুচিত হওয়ার
দেহান্তরে আত্মাভিমানের উপযুক্ত জ্ঞানব্যাপ্তি সম্ভব হয় না, কিন্তু মুক্তপুরুষের জ্ঞান অসঙ্কুচিত
থাকায় তাহার ইচ্ছানুসারে অন্তর ও আত্মাভিমানের অমুকুল এবং স্বতন্ত্রভাবে বস্তু গ্রহণ কবির
উপযুক্ত ব্যাপ্তি বা জ্ঞানপ্রসারণ অনুপপন্ন হয় না। ‘শতধা বিভক্ত কেশাগ্রকে পুনশ্চ শতভাগে
বিভক্ত করিলে যাহা হয়, জীব তাহার একভাগের তুল্যপরিমাণ, সেই জীবই আবার
আনন্ত্যলাভেও সমর্থ হয়’, এই শ্রুতিও উক্তপ্রকার অভিপ্রায়ই প্রদর্শন করিতেছে। [মুক্ত ও
অমুক্তের মধ্যে] বিশেষ এই যে, অমুক্তের নিয়ামক বা পরিচালক হয়—কৰ্ম্ম, আর মুক্তের
নিয়ামক হয়—তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ॥৪॥৪॥১৫॥

ভাল, জিজ্ঞাসাকরি, ‘জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সমালিঙ্গিত হইয়া বাহু বা অন্তর কোন
বিষয়েই জানে না’ এই শ্রুতি ব্রহ্মপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষের বাহ্যভ্যন্তর জ্ঞানবিলোপের কথা প্রকাশ
করিতেছেন, তবে আবার মুক্তপুরুষের সর্বজ্ঞতা বলা হইতেছে কিরূপে ? তাহার উত্তর—

স্বাপ্যয়-সম্পত্তোরন্যতরাপেক্ষমাবিকৃতং হি ॥৪॥৪॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাপ্যয়-সম্পত্তোঃ (স্মৃষ্টি ও মরণাবস্থার মধ্যে) অন্ততরাপেক্ষং (একটি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া [বলা হইয়াছে]), অবিকৃতং (প্রকাশিত হইয়াছে) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—নমু ব্রহ্মপ্রাপ্ত বাহ্যভাস্তর-জ্ঞানবিলোপাং কথং তন্ত সৰ্বজ্ঞত্বম্ ? ইত্যাহ—
“স্বাপ্যয়-সম্পত্তোঃ” ইত্যাদি ।

নেদং মুক্তিবিষয়কং বচনম্, অপিতু স্বাপ্যয়-সম্পত্তোঃ অন্ততরাপেক্ষম্,—স্বাপ্যয়ঃ স্মৃষ্টিঃ, সম্পত্তিঃ—মরণম্, তয়োরান্ততরাপেক্ষম্,—স্মৃষ্টিবিষয়কং, মরণবিষয়কং বেতার্থঃ । হি যস্মাৎ স্মৃষ্টি মরণদশায়াং চ নিঃসংজ্ঞত্বং, মুক্তৌ চ সৰ্বজ্ঞত্বং স্বয়ং শ্রুতৌব অবিকৃতত্বম্—“নাহ পৃথগ্ভেদং সম্প্রত্যাত্মানং জানাতি—অয়মহমস্মীতি” ইতি স্মৃষ্টিবিষয়য়া, “এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাত্তেবাহু বিনশ্রুতি” ইতি মরণবিষয়য়া, “সৰ্বং হ পশুঃ পশুতি সৰ্বমাগোতি সৰ্বশঃ” ইতি মোক্ষবিষয়য়া চ প্রকাশিতমিত্যর্থঃ ॥

ভাল, ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির যখন বাহ্যজ্ঞান ও আন্তরজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহার আবার সৰ্বজ্ঞত্ব সম্ভব হয় কি প্রকারে ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—“স্বাপ্যয়-সম্পত্তোঃ” ইত্যাদি ।

শ্রুতিতে যে, বাহ্যভাস্তর জ্ঞানবিলোপের কথা আছে, তাহা মুক্তিবিষয়ে নহে, পরন্তু স্মৃষ্টি ও মরণ বিষয়ে, অর্থাৎ স্মৃষ্টি ও মরণদশায় যে, জ্ঞানবিলোপ হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতিতে বাহ্যভাস্তর জ্ঞানবিলোপের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু মুক্তি-অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া নহে । কারণ, স্মৃষ্টি ও মৃত্যুদশায় জ্ঞানলোপ হয়, আর মোক্ষদশায় যে, জ্ঞানসম্ভাব থাকে, স্বয়ং শ্রুতিই তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন ; স্মৃষ্টিবিষয়ে যথা—‘এই স্মৃষ্টি পুরুষ পরমাখ্যার সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই এখন বাহু বা আন্তর কোন বিষয়ই জানিতে পারিতেছে না’ ইতি ; মরণবিষয়ে শ্রুতি যথা—‘জীব এই সমস্ত ভূত হইতে উৎখিত হইয়া আবার তাহাদের নৈশ্বেই বিলীন হয়’ ইতি ; আর মোক্ষবিষয়ে শ্রুতি যথা—‘আত্মদর্শী মুক্তপুরুষ সমস্ত বিষয় দর্শন করেন’ ইতি । [উক্ত শ্রুতি-সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, স্মৃষ্টি ও মৃত্যুদশায় কোন জ্ঞানই থাকে না, অথচ মোক্ষদশায় সে জ্ঞান বিজ্ঞমান থাকে ॥৪॥৪॥১৫॥] [ইতি পঞ্চম অভাবাধিকরণ ॥৫॥]

নেদং বচনং মুক্তিবিষয়ম্ ; অপিতু স্বাপ্যয়-সম্পত্তোরন্যতরাপেক্ষম্ ।
স্বাপ্যয়ঃ—স্মৃষ্টিঃ ; সম্পত্তিঃ—মরণম্, “বাঙ্মনসি সম্পত্ততে” [ছান্দোঃ ৬।৮।৬] ইত্যারভ্য “তেজঃ পরস্তাং দেবতায়াম্” ইতি বচনাৎ ।

পূর্বোক্ত “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তঃ” ইত্যাদি শ্রুতিটী মুক্তপুরুষের সন্ধকে প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু ‘স্বাপ্যয়’ ও ‘সম্পত্তি’ এতদন্তর অবস্থাবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘স্বাপ্যয়’ অর্থ—স্মৃষ্টি ; আর ‘সম্পত্তি’ অর্থ—মরণ । “বাঙ্মনসি সম্পত্ততে” (বাগিজিয় মনের সহিত সংযুক্ত হয়), এইস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে যে, “তেজঃ পরস্তাং দেবতায়াম্” অর্থাৎ তেজ বা

তয়োশ্চাবস্থয়োঃ প্রাজ্ঞপ্রাপ্তির্নিঃসম্বোধত্বং চ বিদ্যেতে ; অতন্তয়োরাশ্চতরা-
পেক্ষমিদং বচনম্ । সুষুপ্তি-মরণয়োনিঃসম্বোধত্বং, মুক্তশ্চ চ সর্বজ্ঞত্ব-
মাবিকৃতং হি শ্রুত্যা—“নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমশ্মীতি
নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি”
[ছান্দোঃ ৮।১।১২] ইতি সুষুপ্তিবেলায়াং নিঃসম্বোধত্বমুক্তম্ । তস্মিন্নেব
বাক্যে মুক্তমধিকৃত্য “স বা এষ দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্
রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে” [ছান্দোঃ ৮।১২।৫] ইতি সর্বজ্ঞত্বমুচ্যতে ।
তথা “সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ” [ছান্দোঃ ৭।২।৬২]
ইতি চ স্পষ্টমেব সর্বজ্ঞত্বমুচ্যতে । তথা মরণে চ নিঃসম্বোধত্বম্
“এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুথায় তান্যেবানু বিনশ্যতি” [বৃহদাঃ ৪।৪।১২]
ইত্যুক্তম্ । বিনশ্যতি নশ্যতীত্যর্থঃ । অতঃ “প্রাজ্ঞেনাত্মনা” [বৃহদাঃ
৬।৩।২১] ইতি বচনং স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোরশ্চতরাপেক্ষম্ ॥৪॥৪॥১৬॥

[ইতি পঞ্চম অতাবাধিকরণম্ ॥২॥]

শারীর উদ্ভা আবার পরাদেবতাতে সম্মিলিত হয়’ ; [সূত্ররাং এখানে সম্পত্তি-শব্দেব অর্থ যে,
মরণ, তাহা নিশ্চিত] । এই সুষুপ্তিও মরণাবস্থায় জীবের প্রাজ্ঞ-পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ ও
সংজ্ঞাহীনভাব শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত আছে । অতএব বুঝিতে হইবে যে, সেই অবস্থায়ই মধ্য
কোন একটা অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা বলা হইয়াছে । বিশেষতঃ সুষুপ্তি ও মরণাবস্থায়
সংজ্ঞার অভাব এবং মুক্তপুরুষে সর্বজ্ঞতার সত্ত্বাৎ স্বয়ং শ্রুতিই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—
‘এই সুষুপ্ত পুরুষ নিশ্চয়ই এখন আপনাকে জানিতেছে না যে, ‘আমি অমুক’, এবং এই
দৃশ্যমান ভূতনিবহকেও জানিতেছে না ; যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে ; আমি এই অবস্থায় জীবের
কিছুমাত্র ভোগ্য দেখিতেছি না’, এইরূপে সুষুপ্তি অবস্থায় সংজ্ঞাহীনতা বলিয়া, সেই বাক্যেই
আবার মুক্তপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া তাহার সর্বজ্ঞতা বলিতেছেন—‘সেই এই মুক্তপুরুষ দিব্য চক্ষু
মনের দ্বারা ব্রহ্মলোকবর্তী এই সমস্ত কাম্যবিষয় দর্শন করিতেছেন’ । এইরূপ ‘আত্মদর্শী সর্ব
বিষয় দর্শন করেন, সর্বতোভাবে সর্ববিষয় প্রাপ্ত হন’, এখানে ত স্পষ্টাক্ষরেই সর্বজ্ঞতাব কথা
রহিয়াছে । এইরূপ মরণসময়েও যে, কোনপ্রকার জ্ঞান থাকে না, তাহাও ‘এই সমস্ত ভূত হইতে
উদ্ধৃত হইয়া আবার সে সমুদয়কেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়’ এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—
উক্ত শ্রুতির ‘বিনশ্যতি’ কথার অর্থ—‘দর্শন করে না’ । অতএব বুঝিতে হইবে যে, “প্রাজ্ঞেন
আত্মনা” এই শ্রুতিবাক্যটি ‘স্বাপ্যয়’ ও ‘সম্পত্তি’ অবস্থায়ই অশ্রুতর অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই
প্রযুক্ত হইয়াছে, (কিন্তু মুক্তপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া নহে) ॥৪॥৪॥১৬॥

[ইতি পঞ্চম অতাবাধিকরণম্ ॥৫॥]

জগদ্ব্যাপারবর্জ্যিকরণম্ ।] জগদ্ব্যাপারবর্জ্যং প্রকরণাদ-

সমিহিতত্বাচ্চ ॥৪॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—জগদ্ব্যাপারবর্জ্যং (জগৎ-রচনা কার্য্য ছাড়া) প্রকরণাৎ (প্রকরণ হইতে)
অসমিহিতত্বাৎ (নিকটে ঐ কথা না থাকায়) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—মুক্তস্ত ঐশ্বর্য্যং কিং পরমপুরুষাসাধারণং জগৎসৃষ্টাদিকমপি ? উত তদ্র-
হিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মেব ? ইতি সংশয়ে আহ—“জগদ্ব্যাপারবর্জ্যম্” ইত্যাদি ।

মুক্তস্ত যদৈশ্বর্য্যম্, তৎ জগদ্ব্যাপারবর্জ্যম্—জগৎসৃষ্টিনিয়মনাদিক্রপো যঃ পারমেশ্বরো ব্যাপারঃ,
তৎ বর্জ্যমিহা পরিত্যজ্য ; তদৈশ্বর্য্যং কেবলং পরমপুরুষানুভববিষয়মিত্যর্থঃ । জগদ্ব্যাপারস্ত
পারমেশ্বর এব ; কস্মাৎ ? প্রকরণাৎ অসমিহিতত্বাচ্চ “যতো বা ইমানি কৃতানি জায়ন্তে”
“সদেব সোম্যোদমগ্র আশীং, তদৈক্ষত বহু শ্রাম্” ইত্যাদি বিততং প্রকরণং হি ত্রক্ষবিষয়ং
বর্জ্যতে, ন মুক্তপুরুষবিষয়ম্ ; নাপ্যত্র মুক্তপুরুষস্ত সমিধানমপি বর্জ্যতে, যেন জগদ্ব্যাপারে
তত্তাপি সম্বন্ধঃ কল্লোত ; অতো জগদ্ব্যাপারবর্জ্যমিতি সৃষ্টকৃতম্ ॥৪॥৪॥১৭॥]

কিং মুক্তশৈশ্বর্য্যং জগৎসৃষ্টাদি পরমপুরুষাসাধারণং সর্ব্বেশ্বরত্বমপি,
উত তদ্রহিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মিতি সংশয়ঃ । কিং মুক্তম্ ?
জগদীশ্বরত্বমপীতি । কুতঃ ? “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” [মুণ্ড০
৩।১।৩] ইতি পরমপুরুষেণ পরমসাম্যাপত্তিশ্রুতেঃ, সত্যসঙ্কল্পত্বশ্রুতেশ্চ ।
নহি পরমসাম্য-সত্যসঙ্কল্পত্বে সর্ব্বেশ্বরাসাধারণজগন্নিয়মনেন বিনোপ-
পত্তেতে ; অতঃ সত্যসঙ্কল্পত্ব-পরমসাম্যোপপত্তয়ে সমস্তজগন্নিয়মনরূপমপি
মুক্তশৈশ্বর্য্যমিতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

ভাল, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য হয়, এইমাত্র পূর্বে বলা হইয়াছে ; এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি যে,
জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে পরমেশ্বরের যে, অন্তঃসাধারণ প্রভুত্ব আছে, মুক্তের ঐশ্বর্য্যও কি
সেইরূপই ? অথবা তাহার ঐশ্বর্য্য কেবল পরমপুরুষ ভগবদনুভবের অন্তর্কুল শরীরাদি
সৃষ্টিবিষয়কমাত্র ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? জগদীশ্বরত্ব অর্থাৎ জগৎসৃষ্টাদিবিষয়ক ঐশ্বর্য্য-
পক্ষই । কারণ ? যেহেতু ‘নিরঞ্জন (রাগাদিদোষরহিত) পুরুষ পরম সাম্য লাভ করেন’ ইত্যাদি
শ্রুতিতে পরমপুরুষের সহিত আত্যন্তিক সাম্যলাভের কথা রহিয়াছে, এবং শ্রুতিতে তাঁহাকে
সত্যসংকল্পও বলা হইয়াছে । সর্ব্বেশ্বরের অসাধারণ অর্থাৎ যাহার অভাবে সর্ব্বেশ্বরত্বই হইতে
পারে না, সেই জগৎসৃষ্টি ও তৎপরিচালনাদি কার্য্যের অভাবে কখনই পরমসাম্য ও সত্যসংকল্পত্ব
কর্ধ উপপন্ন হইতে পারে না । অতএব মুক্তপুরুষের সত্যসংকল্পত্ব ও ব্রহ্মের সহিত পরম-
সাম্যলাভ উপপাদনের জন্যই তাহার সমগ্র জগৎ-পরিচালনাদি ঐশ্বর্য্যও স্বীকার করিতে হইবে
(*) ; এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনার আশ্রয় বলা —

(*) তাৎপর্য্য—এই জগদ্ব্যাপারবর্জ্য অধিকরণটি সত্তর হইতে বাইশ পর্য্যন্ত ছয়টি বৃত্ত লইয়া রচিত হইয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্তপুরুষের ভোগ বা ঐশ্বর্য্যচিন্তা । (২) সংশয়—মুক্তপুরুষের ভোগ

[সিদ্ধান্তঃ—]

জগদ্ব্যাপারবর্জম্—ইতি । জগদ্ব্যাপারঃ—নিখিলচেতনচেতনস্বরূপ-
স্থিতি-প্রবৃত্তিভেদনিয়মনম্, তদ্বর্জং নিরন্তরনিখিলতিরোধানস্ম নির্যাজ-
ব্রহ্মানুভবরূপং মুক্তশৈশ্বর্যম্ । কৃতঃ ? প্রকরণাৎ—নিখিলজগন্নিয়মনং
হি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্যাম্মায়তে —“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন
জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিতাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম” [তৈত্তি.
ভৃগু ০ ১ অনু] ইতি । যদেতন্নিখিলজগন্নিয়মনং মুক্তানাংপি সাধারণং
শ্রুতং, ততশ্চৈদং জগদীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণং ন সম্ভবতি ; অসাধারণং
হি লক্ষণম্ । তথা “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং, তদৈক্যত
বহু শ্রুতং প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোহসৃজত” [ছান্দোগ্য ০ ৬।২।১] “ব্রহ্ম বা
ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ, তদেকং সমম্ ব্যভবৎ, তচ্ছ্রয়ো রূপমত্যসৃজত

“জগদ্ব্যাপারবর্জম্” ইতি । জগদ্ব্যাপার অর্থ—চেতনচেতন সমস্ত জগতের স্থিতি ও কার্য-
বিভাগের নিয়মন (নিয়মিত করা) ; তদ্ভিন্ন—সর্বতোভাবে অবিচ্ছিন্নবর্ণবিনিশ্চুত মুক্তপুরুষের
ঐশ্বর্য হইতেছে—যথাযথরূপে ব্রহ্মানুভব করা । এক্ষণ সিদ্ধান্তের কারণ কি ? প্রকরণই
কারণ ; যেহেতু পরব্রহ্মের প্রসঙ্গেই নিখিল জগৎশাসনের কথা পঠিত আছে ; যথা,—“এই সমস্ত
ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং প্রলয় কালেও
যাহাতে বিলীন হইয়া থাকে, তাহাকেই বিশেষভাবে জান, তিনিই ব্রহ্ম” ইতি । পক্ষান্তরে এই
সর্বজগৎশাসনকার্যে যদি ঈশ্বরের স্থায় মুক্তপুরুষগণেরও তুল্য অধিকার থাকিত, তাহা হইলে
জগদীশ্বরত্ব কথাটা কখনই ব্রহ্মের লক্ষণমধ্যে সন্নিবেশিত হইত না ; কারণ, যাহা অসাধারণ—
অন্ততঃ নাই, তাহাই লক্ষণ হইয়া থাকে ; [কিন্তু জগৎশাসন যদি ঈশ্বর ও মুক্ত, উভয়েরই তুল্য
হয়, তাহা হইলে জগদীশ্বরত্ব আর ব্রহ্মের লক্ষণ হইবে কিরূপে ?] । তাহার পর, ‘হে সোম্য,
অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংই ছিল, তিনি সংকল্প করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব ;
তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’, ‘অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) এই জগৎ এক ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি
একাকী থাকিয়া সমর্থ হইলেন না, তিনি প্রাশস্ত ক্ষত্রিয়জাতি উত্তমরূপে সৃষ্টি করিলেন, যাহার’

কিরূপ ?—উহা কি জগৎসৃষ্টি ও তৎপরিচালনাদিরূপ ? অথবা কেবল ব্রহ্মবিভূতি-অনুভবান্বিতকমাত্র ? (৩) পূর্বপক্ষ-
মুক্ত পুরুষ যখন অত্যন্তরূপে ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন, তখন ব্রহ্মের স্থায় তাহারও জগৎসৃষ্টি-নিয়মনাদি কার্যে অধিকা-
ধাক্কা সম্ভব হয় । (৪) উত্তর—না, মুক্তের জগৎসৃষ্টি-নিয়মনাদি করা ঐশ্বর্যের বিষয় নহে ; কারণ, সৃষ্টিপ্রকর
ব্রহ্মেরই কথা আছে, কিন্তু মুক্তের নামোল্লেখও নাই ; তবে তাহার ব্রহ্মসাম্য কথার অর্থ—ব্রহ্ম বেরূপ নিজে
বিভূতি অনুভব করেন, তদ্রূপ মুক্তপুরুষও ব্রহ্মবিভূতি অনুভব করিয়া থাকেন । (৫) নির্ণয়—অতএব মুক্তের ঐ
ঐশ্বর্য বা ব্রহ্মসাম্যের কথা আছে, তাহা কেবল ব্রহ্মানুভব ও তদ্বিভূতি বিষয়ে বুঝিতে হইবে, জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি
ঐশ্বরিক ব্যাপার বিষয়ে নহে ।

কত্রং—যান্তেতানি দেবক্ষত্রাণি—ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্তো যমো মৃত্যুরীশান ইতি” [বৃহদা० ৩।৪।১১] “আত্মা বা ইদমেক এবাথ্র আসীৎ নান্থৎ কিঞ্চন মিসৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু স্বজা ইতি, স ইমান্ লোকানস্বজত” [ঐতং ১।১] “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্বাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্যঃ, স একাকী ন রমেত, তস্মা ধ্যানান্তঃস্থশ্রেকা কন্যা দশেন্দ্রিয়ানি” [মহা০ ১।১] ইত্যাদিষু। “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ” [বৃহদা० ৫।৭।৩] ইত্যরভ্য “য আত্মনি তিষ্ঠন্” [শতপথং ১৪।৫।৩০] ইত্যাদিষু চ নিখিলজগন্নিয়মনং পরমপুরুষং প্রকৃত্যেব জ্ঞায়তে। অসম্মিহিতত্বাচ্—নচৈতেষু নিখিলজগন্নিয়মনপ্রসঙ্গেষু মুক্তস্য সম্মিধানমস্তি ; যেন জগদ্ব্যাপার-স্তস্তাপি স্মাৎ ॥৪॥৪॥১৭॥

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেমাধিকারিক-

মণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥৪॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রত্যক্ষোপদেশাৎ (শ্রুতির উপদেশ হইতে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ (জগৎরক্ষার অধিকারে নিযুক্ত ব্রহ্মপ্রভৃতির লোকসম্বন্ধী ভোগের উক্তি হেতু) ।]

এই দেবক্ষত্রিয়—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্ত, যম, মৃত্যু ও ঈশান’ ; ‘অথ্রে এই জগৎ এক আত্মরূপই ছিল, ক্রিয়ামূল আর কিছুই ছিল না ; তিনি সংকল্প করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন’, ‘একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা, ঈশান, এই দ্বাবাপৃথিবী, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য ছিল না ; তিনি একাকী তৃপ্তিলাভ করিলেন না ; তিনি ধ্যানস্থ হইলে পর : তাহার একটা কন্যা ও দশটা ইন্দ্রিয়—’ ইত্যাদি [শ্রুতিবাক্যেও সৃষ্টিকার্যে একমাত্র ব্রহ্ম-প্রসঙ্গই দেখিতে পাওয়া যায়]। তাহার পর, ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, অথচ পৃথিবী হইতে ব্যবহিত’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত’ এই পর্যন্ত শ্রুতিবাক্যেও কেবল পরমপুরুষ ভগবানের সম্বন্ধেই জগৎশাসনাদি কার্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার পর অসম্মিহিতত্বও অপর কারণ,—এই যে সমস্ত জগৎশাসনের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, ইহার কোথাও মুক্তপুরুষের সাম্মিধ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই; বাহ্যেতে তাঁহারও জগৎ-শাসনাদি ক্ষমতা পরিকল্পনা করা যাইতে পারে ; [অতএব বুঝিতে হইবে, মুক্তপুরুষের জগৎ-শাসনাদি কার্যে ক্ষমতা নাই] ॥৪॥৪॥১৭॥

[সরলার্থঃ—প্রত্যক্ষেণ—‘স স্বরাড়্ ভবতি তস্ম সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি’ ইত্যাদিক্রমা শ্রুত্যা মুক্তস্তাপি জগদ্ব্যাপারোপদেশাৎ জগদ্ব্যাপারেঃপি তস্তাধিকার ইতি চেৎ ; তন্ন ; কৃতঃ ? আধিকারিকমণ্ডলস্হোক্তেঃ—আধিকারিকাণাং পরমপুরুষেণ লোক-স্থিতি-নিয়মাদিকার্যেষু নিযুক্তানাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং যানি মণ্ডলানি লোকাঃ, তত্রত্যাভোগেষু যথোক্ত-শ্রুতৌ কামচারোক্তেরিত্যর্থঃ ॥

‘সেই মুক্তপুরুষ স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকে (ভোগস্থানে) যথেষ্টভোগ হইয়া থাকে’ ইত্যাদি সাক্ষাৎ শ্রুতিতে মুক্তপুরুষের ভোগোপলব্ধি থাকায় যদি বল যে, জগৎ-ব্যাপারেও মুক্তপুরুষের অধিকার আছে ; [তদ্বত্তরে বলি,] না—তাহাতে অধিকার নাই ; কারণ, ঐ সমস্ত শ্রুতিতে যে, কামচারের কথা আছে, বুঝিতে হইবে, তাহা কেবল আধিকারিকমণ্ডলস্থ ভোগের কথা, অর্থাৎ ভগবান্ কর্তৃক সৃষ্টিস্থিতি সংহারে নিযুক্ত হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতির অধিকারভুক্ত যে সমস্ত ভোগস্থান, সেই সমস্ত লোকে মুক্তপুরুষের কামচার বা স্বাধীন বৃত্তি হইয়া থাকে মাত্র, (অত্ৰ নহে) ॥৪৪৪১৮॥]

“স স্বরাড়্ ভবতি, তস্ম সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দো ৭।২৫।২] “স ইমান্ লোকান্—কামানী কামরূপানুসংচরন্” [তৈত্তিঃ ভৃগু ১০।৫] ইতি প্রত্যক্ষেণ—শ্রুত্যা মুক্তস্ত জগদ্ব্যাপার উপদিষ্টতে ; অতো ন জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি চেৎ ; তন্ন, আধিকারিক-মণ্ডলস্হোক্তেঃ ; আধিকারিকাঃ—অধিকারেষু নিযুক্তা হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ ; মণ্ডলানি তেষাং লোকাঃ ; তৎস্বা ভোগাঃ মুক্তস্তাকর্ষবশ্যস্ত ভবন্তীত্যমর্থঃ “তস্ম সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দো ৭।২৫।২] ইত্যাদিনোচ্যতে । অকর্ষপ্রতিহতজ্ঞানো মুক্তো বিকারলোকান্ ব্রহ্মবিভূতিভূতাননুভূয়

যদি বল, তিনি স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকে (ভোগস্থানে) তাহার কামচার বা স্বেচ্ছাবৃত্তি হইয়া থাকে, ‘সেই মুক্তপুরুষ কামরূপী অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে রূপপরিগ্রহ করিয়া এই সমস্ত লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ—শ্রুতিতে আগতিক কার্যেও মুক্তপুরুষের অধিকার উপদিষ্ট হইয়াছে ; অতএব তাহার অধিকারকে “জগদ্ব্যাপারবর্জন্” বলা বাইতে পারে কিরূপে ? না—সে কথাও হইতে পারে না ; কারণ, উহা হইতেছে আধিকারিক-মণ্ডলস্থ ভোগের কথা ; ‘আধিকারিক’ অর্থ—কার্যাধিকারবিশেষে নিযুক্ত—হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতি ; মণ্ডল অর্থ—সেই আধিকারিকগণের লোক বা ভোগস্থান ; সেই সমস্তলোকে মুক্ত-পুরুষের ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে ; এই অভিপ্রায়ই “তস্ম সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, মুক্তপুরুষের জ্ঞানশক্তি প্রাপ্তকন কর্ত্ত্ব বা কর্ত্ত্ববাসনা দ্বারা প্রতিহত হয় না, তখন তিনি বিকার বা গুণপরিণামভূত ভিন্ন ভিন্ন লোক ও ব্রহ্মমহিমা অনুভব

বধাকামং তৃপ্যতীত্যর্থঃ । তদেবং বিকারান্তর্বর্তিন আধিকারিক-মণ্ডলস্থান্
সর্বান ভোগান্ ব্রহ্মবিভূতিভূতাননুভবতীত্যনেন বাক্যেনোচ্যতে ; ন
ভগদ্যাপারঃ ॥৪৪৪॥১৮॥

যদি সংসারিবৎ মুক্তোহপি বিকারান্তর্বর্তিনো ভোগান্ ভুঙ্ক্তে, তর্হি
বদ্ধস্তেব মুক্তস্তাপ্যন্তবদেব ভোগ্যজাতমন্মং চ স্মাৎ ; তত্রাহ—

বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥৪৪৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকারাবর্তি (নির্বিকার) চ (নিশ্চয়) তথাহি (সেইরূপই) স্থিতিঃ (অব-
স্থান) আহ (বলিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—নমু মুক্তোহপি যদি বিকারান্তর্বর্তিনেব ভোগান্ ভুঙ্ক্তে, তর্হি বদ্ধাং সংসা-
রিণোহস্ত কো বিশেষঃ ? ইত্যত আহ—

“বিকারাবর্তি চ” ইত্যাদি । সূত্রে চ-শব্দোহবধারণে ; বিকারেষু উৎপত্তাদিষু ন বর্ততে
ইতি বিকারাবর্তি পরং ব্রহ্ম ; তদেব হি মুক্তস্ত মুখ্যং ভোগ্যম্ ; সবিভূতিকস্ত ব্রহ্মণোহনুভাব্যতয়া
তদ্বিত্বীষু বিকারেষুপি মুক্তস্ত কামচারো ভবতীত্যর্থঃ । তথাহি স্থিতিমাহ—মুক্তস্ত পরমানন্দ-
ধনে ব্রহ্মণোব স্থিতিমাহ ঋতিঃ—“যদা হ্যেবৈষ এতন্মিহ অদৃশে * * * অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে,
অথ সোহভয়ং গতো ভবতি” ইত্যাত্মা ; ততশ্চ নির্বিকারং সবিভূতিকং ব্রহ্মৈব সাক্ষাদনুভাব্যং
মুক্তস্তেতি ভাবঃ ॥

ভাল, মুক্তপুরুষও যদি বিকারান্তর্বর্তি বিষয়ই উপভোগ করে, তাহা হইলে বদ্ধ সংসারী হইতে
তাহার বিশেষ কি ? তদ্বস্তরে বলিতেছেন—“বিকারাবর্তি চ” ইত্যাদি ।

যাহা কখনও বিকাররূপে বর্তমান থাকে না, তাহার নাম—বিকারাবর্তী ; নির্বিকার পরব্রহ্ম
বিকারাবর্তী ; সেই বিকারাবর্তী পরব্রহ্মই প্রকৃতপক্ষে মুক্তপুরুষের ভোগ্য বা অনুভবের বিষয় ।
ব্রহ্মানুভূতি করিতে হইলেই তাঁহার বিভূতিও অবশ্যই অনুভব করিতে হয় ; কাজেই মুক্তপুরুষকে
বিকারান্তর্বর্তি ভোগ্য বিষয়ও অনুভব করিতে হয় ; অতএব মুক্ত ও বদ্ধের মধ্যে যথেষ্ট
পার্থক্য ঘটিতেছে ॥৪৪৪॥১৯॥]

করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন । অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিকারের (ভগ্নপরিণামের)
অন্তর্গত আধিকারিক পুরুষদিগের অধিকারভূক্ত সমস্ত ভোগস্থানে ব্রহ্মমহিমায়ুক্ত নানাবিধ
ভোগ তিনি অনুভব করিয়া থাকেন, এই অর্থই ‘স্বরাট্’ ঋতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু
ভগদ্যাপার প্রতিপাদিত হয় নাই ॥৪৪৪॥১৮॥

এখন আপত্তি হইতেছে যে, সংসারীর জ্ঞান মুক্তপুরুষকেও যদি বিকারান্তর্বর্তি ভোগ্য বিষয়ই
ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে বদ্ধ সংসারীর জ্ঞান মুক্তেরও ভোগ্য বিষয়গুলি অন্তবান্ (বিনশ্বর)
ও অম্ন হইতে পারে ? তদ্বস্তরে বলিতেছেন—“বিকারাবর্তি” ইত্যাদি ।

বিকারে জন্মাদিকে ন বৰ্ত্তত ইতি বিকারাবর্ত্তি ; নিধুঁতিনিখিলবিকারং
নিখিলহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানং নিরতিশয়ানন্দং পরং ব্রহ্ম সবিভূ-
তিকং সকলকল্যাণগুণমভুভবতি মুক্তঃ । তদ্বিভূতাস্তর্গতত্বেন স্থিতি-
মাহ শ্রুতিঃ—“যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাভ্যোহনিরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতৌ ভবতি” [তৈত্তিঃ আনং ৭।২।১]
“রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দৌ ভবতি” ইত্যাদিকা । তদ্বিভূতিভূতং
চ জগৎ তত্রৈব বৰ্ত্ততে “তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তত্সূ নাত্যেতি কশ্চন”
[কঠং ২।৫।৮] ইতি শ্রুতেঃ । অতঃ সবিভূতিকং ব্রহ্মানুভবন্ বিকারান্ত-
বর্ত্তিন আধিকারিকমণ্ডলস্থানপি ভোগান্ ভুঙ্তে ইতি “সর্ব্বেষু লোকেষু
কামচারঃ” [ছান্দোগ্যং ৭।২।৫।২] ইত্যাদিনোচ্যতে ; ন মুক্তস্য জগদ-
ব্যাপারঃ ॥৪॥৪॥১৯॥

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানৈঃ ॥৪॥৪॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তঃ (প্রদর্শন করিতেছে), চ (ও) এবং (এইপ্রকার) প্রত্যক্ষা-
নুমানৈঃ (প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও অনুমান—স্বতি ।)]

বিকার অর্থ—জন্মাদি ; যিনি সেই জন্মাদি বিকারসম্পন্ন নহে—জন্মাদিরহিত, তিনি বিকা-
রাবর্ত্তী—যিনি সর্ব্বপ্রকার বিকারসংসর্গশূন্য, সর্ব্ববিধ হেয়বিরোধি মঙ্গলপ্রবণ, এবং সর্বাধিক
আনন্দময় ও সকল কল্যাণনিধান, মুক্তপুরুষ সেই পরব্রহ্ম ও তাহার বিভূতিনিচয় অনুভব করিয়া
থাকেন । বিকারান্তর্গত ভোগভূমিগুলিও ব্রহ্মবিভূতিরই অন্তর্নিবিষ্ট ; কাজেই সেই সমস্ত
স্থানগুলি মুক্তপুরুষেরও অনুভব্য হইয়া থাকে । দেখ, স্বয়ং শ্রুতিও নির্দ্বিকার ও নিরতিশয়
আনন্দময় ব্রহ্মের অনুভবকর্ত্তারূপে মুক্তপুরুষেরও অবস্থিতি প্রতিপাদন করিতেছেন,—‘যে সময়
এই মুক্ত পুরুষ অদৃশ্য (দৃষ্টির অগোচর) অনাস্য (স্থূল-সূক্ষ্মদেহরহিত) অনিলয়ন (যাহা
কোথাও লয় প্রাপ্ত হয় না, তাদৃশ) এই ব্রহ্মে অভয়—সর্ব্বভয়নিবারণ প্রতিষ্ঠা (অবস্থিতি)
লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন’, ‘তিনি রসস্বরূপ, এই জীব সেই রস লাভ করিয়া
আনন্দিত হয়’ ইত্যাদি । পরব্রহ্মের বিভূতি এই দৃশ্যমান জগৎও তাঁহাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে ;
কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘সমস্ত জগৎই তাঁহাতে আশ্রিত, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে
পারে না’ । অতএব মুক্তপুরুষ বিভূতির সহিত ব্রহ্মকে অনুভব করিতে করিতে যে, বিকারান্তর্গত
আধিকারিক-মণ্ডলস্থিত ভোগ্য বিষয়নিচয়কেও ভোগ বা অনুভব করিয়া থাকেন, ‘সর্ব্বেষু
লোকেষু কামচারঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই কথাই প্রতিপাদিত হইতেছে, কিন্তু মুক্তপুরুষের
জগদ্ব্যাপার প্রতিপাদিত হয় নাই ॥৪॥৪॥১৯॥

[সরলার্থঃ—প্রত্যক্ষঃ শ্রুতিঃ ; অমুমানঃ—স্মৃতিঃ ; তে অপি উক্তমর্থং যথোক্তপ্রকারমেব
বর্ণিতঃ ; “তস্মাৎ এতস্মাদান্বয়ন আকাশঃ সত্ত্বতঃ” , “এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যা-
চন্দ্রমসৌ বিধ্বতো তিষ্ঠতঃ” ইত্যাদিকাঃ শ্রুতিঃ ; “অহং সর্বস্ম প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে”
ইত্যাদিকা চ স্মৃতিরিত্যর্থঃ ॥

প্রত্যক্ষ অর্থ—শ্রুতি, আর অমুমান অর্থ—স্মৃতি ; [কারণ, স্মৃতিবাক্য দেখিলেই তন্মূলীভূত
শ্রুতিরও অমুমান হইয়া থাকে ।] সেই শ্রুতি স্মৃতিও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রদর্শন করিতেছে, অর্থাৎ
সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরপ্রসূত তদ্বিত্বিত্ব বিনিয়া প্রতিপাদন করিতেছে । তন্মধ্যে শ্রুতি হইতেছে “সেই
এই আত্মা হইতে আকাশ সত্ত্বত হইল” এবং “হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র
বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছেন” ইত্যাদি । আর স্মৃতি হইতেছে—‘আমিই সকলের উৎপত্তি-
স্থান, আমি হইতেই সর্ব জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে’ ইত্যাদি ॥৫৪২০॥]

অস্ম প্রত্যগাত্মানো মুক্তস্য নিয়াম্যভূতস্য নিয়ন্তৃভূতপরমপুরুষাসাধা-
রণং জগদ্ব্যাপাররূপং নিয়মনং ন সম্ভবতীত্যুক্তম্ ; নিখিলজগন্নিয়মনরূপো
ব্যাপারঃ পরমপুরুষাসাধারণ ইতি দর্শয়তঃ শ্রুতিস্মৃতী—“ভীষাস্মাদ্বাতঃ
পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেচন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ” [তৈত্তি-
আন০ ৭।২।১] ইতি “এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ
বিধ্বতো তিষ্ঠতঃ” [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদিঃ ; তথা “এষ সর্বৈশ্বর এষ
ভূতাপিতরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়”
[বৃহদা০ ৬।৪।১২] ইতি চ শ্রুতিঃ । স্মৃতিরপি—

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্য্যতে সচরাচরম্ ।

‘হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধি পরিবর্ততে” [গীতা০ ৯।১০] ইতি,

“বিস্তভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইতি চ ।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, জগতের নিয়ন্তা বা শাসনকর্ত্তা পরমেশ্বরের অসাধারণ ধর্ম
জগদ্ব্যাপাররূপ শাসনকার্য্যটী নিয়াম্য বা ঈশ্বর-শাসনাধীন মুক্তজীবের পক্ষে সম্ভব হয় না ।
নিখিল জগৎ-শাসনরূপ ব্যাপারটী যে, পরমপুরুষ পরব্রহ্মেরই অসাধারণ ধর্ম, তাহা শ্রুতি এবং
স্মৃতিশাস্ত্রও প্রতিপাদন করিতেছে ; তন্মধ্যে শ্রুতি হইতেছে—‘ইহার ভয়ে সূর্য্য উদ্ভিত
হইতেছে, এবং ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে, অর্থাৎ নিজনিজ কার্য্যে
নিরত রহিয়াছে’, ‘হে গার্গি, এই অক্ষর বা কূটস্থ ব্রহ্মের শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র বিশেষরূপে ধৃত
হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ পড়িয়া বাইতেছে না’ ইত্যাদি ; আরও একটা শ্রুতি এই যে, ‘ইনিই
সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি (শাসক), ইনিই ভূতগণের পালক, এবং ইনিই এই
জগতের সাক্ষ্য-নিবারণের উপায়ভূত সেতুরূপ’ ইতি । স্মৃতিও আছে—‘হে কৌন্তেয় (অর্জুন)
প্রকৃতি আমার অধ্যাক্ষতার এই চরাচর জগৎ প্রসব করিতেছে ; এই কারণেই জগৎ বর্ত্তমান
রহিয়াছে, এবং আমিই এক অংশে এই জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি’ ইতি ।

তথা মুক্তস্য সত্যসংকল্পত্বাদিপূর্বকশ্যাপ্যানন্দস্য পরমপুরুষ এব বেদু-
রিত্তি শ্রুতিস্মৃতি দর্শয়তঃ—“এষ হেবানন্দয়াতি”—

“মাং চ যৌহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতশ্রাব্যস্য চ ।

শাস্বতস্য চ ধর্মস্য স্মৃশ্বৈকান্তিকস্য চ ॥”

—[তৈত্তি০ আন০ ৭।২১] ইতি ।

যদ্যপি অপহতপাপ্যত্বাদিঃ সত্যসংকল্পত্বপর্যন্তো গুণগণঃ প্রত্যগাত্মনঃ
স্বাভাবিক এবাবিভূতঃ, তথাপি তস্য তথাবিধত্বমেব পরমপুরুষায়তম্ ; তস্য
নিত্যস্থিতিশ্চ তদায়ত্তা ; পরমপুরুষশ্চৈতন্মিত্যত্যায়াঃ নিত্যেকত্বাৎ নিত্যতয়া
বর্তত ইতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ । এবমেব পরমপুরুষ-ভোগোপকরণস্য
লীলোপকরণস্য চ নিত্যতয়া শাস্ত্রাবগতস্য পরম-পুরুষস্য নিত্যেকত্বাদেব
তথাহবস্থানমস্মীতি শাস্ত্রাদবগম্যতে ; অতো মুক্তস্য সত্যসংকল্পত্বং পরম-
পুরুষ-সাম্যং চ জগদ্ব্যাপারবর্জম্ ॥৪৪৪২০॥

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥৪৪৪২১॥

[পদচ্ছেদঃ—ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ (কেবল ভোগাংশে সাদৃশ্যরূপ চিহ্ন হেতু) চ (ও) ।]

এইরূপ মুক্তপুরুষের যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্মের সহিত আনন্দাবির্ভাব হয়, তাহারও হেতু
স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবান্ হইবে । সাক্ষাৎ শ্রুতি স্মৃতিও একথা বলিতেছেন—‘ইনিই (ব্রহ্মই)
আনন্দিত করেন’, ‘যে জন অব্যভিচারী বা অনন্তগামী ভক্তি সহকারে আমার আরাধনা কবে,
সে ব্যক্তি এই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম লাভে সমর্থ হয় । আমিই ব্রহ্মার আশ্রয় এবং
অক্ষয় অমৃতের (মুক্তির) ও চিরন্তন ধর্মের এবং ঐকান্তিক স্মৃতিরও আশ্রয় স্থান ।’ যদিও
জীবের অপহতপাপ্যত্ব হইতে সত্যসংকল্পত্বপর্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ গুণবিশিষ্ট মুক্তিদশায়
প্রকটিত হয় সত্য, তথাপি তাহার তাদৃশ গুণবত্তা পরমেশ্বরেরই আরম্ভ এবং তাহার নিত্য-
স্থিতিও পরমেশ্বরেরই অধীন ; জীবের যে, তথাবিধ গুণবিশিষ্ট নিত্যতা, তাহা পরমেশ্বরেরই
নিত্যাতীষ্ট ; সূত্রায় তথাবিধ গুণ ও স্থিতি নিত্য বিद्यমান থাকিলেও কোন বিরোধ হয় না ।
আম শাস্ত্রেতে যে, পরমপুরুষ ভগবানের ভোগোপকরণ ও লীলাসাধনের নিত্যতা জানা
যায়, বুঝিতে হইবে, তাহাও তাহার নিত্যভিপ্রায় বলিয়াই চিরকাল বিद्यমান থাকে ; ইহাও
শাস্ত্র হইতেই জানা যায় । অতএব মুক্তপুরুষের যে, সত্যসংকল্পত্ব ও ব্রহ্মসাম্য, তাহা ভগ-
বতচরিতাদি অংশে লক্ষ্য, শুদ্ধির বিষয়ে বুঝিতে হইবে ॥৪৪৪২১॥

[সৰ্বার্থঃ—“সোহ্মুতে সৰ্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” ইতি ব্রহ্মানুভবরূপ-
ভোগমাত্রসাম্যলিপ্তাদপি মুক্তস্ত জগদ্ব্যাপারবর্জ্যমৈশ্বর্যমিত্যবগম্যত ইত্যর্থঃ ॥

‘তিনি (মুক্তপুরুষ) সৰ্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সৰ্ব্বপ্রকার কামভোগ করেন’, এই শ্রুতিতে
কেবল ব্রহ্মানুভবরূপ ভোগাংশেই ব্রহ্মসাম্য কথিত হওয়ার বুঝা যাইতেছে যে, জগদ্ব্যাপারাক্রান্তিবিক্ত
বিষয়েই মুক্তপুরুষের ব্রহ্মসাম্য বা ঐশ্বর্য, জগদ্ব্যাপারে নহে ॥৪॥৪॥২১॥]

ব্রহ্মযাথাত্যানুভবরূপভোগমাত্রে মুক্তস্ত ব্রহ্মসাম্যপ্রতিপাদনাচ্চ
লিপ্তাং জগদ্ব্যাপারবর্জ্যমিত্যবগম্যতে “সোহ্মুতে সৰ্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা
বিপশ্চিতা” ইতি । অতো মুক্তস্ত পরমপুরুষসাম্যং সত্যসঙ্কল্পত্বং চ পরম-
পুরুষাসাধারণনিখিলজগন্নিয়মনশ্ৰুত্যানুগুণ্যেন বর্ণনীয়মিতি জগদ্ব্যাপার-
বর্জমেব মুক্তৈশ্বর্যম্ ॥৪॥৪॥২১॥

যদি পরমপুরুষায়ত্ত্বং মুক্তৈশ্বর্যম্, তর্হি তস্ত স্তবত্বেন তৎসঙ্কল্পাৎ
মুক্তস্ত পুনরাবৃত্তিসম্ভবাশঙ্কেত্যত্রাহ—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥৪॥৪॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অনাবৃত্তিঃ (আবৃত্তির—পুনরাগমনের অভাব) শব্দাৎ (শ্রুতি প্রমাণানু-
সারে) ।]

‘মুক্তপুরুষ সৰ্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামভোগ করিয়া থাকেন’, এই শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মের
যাথাত্যভাবেই অনুভবরূপ ভোগেই ব্রহ্মসাম্যপ্রতিপাদনরূপ লিপ্ত অর্থাৎ গ্রাহক বাক্য হইতে
জগদ্ব্যাপার ভিন্নতাই জানা যাইতেছে । অতএব পরমপুরুষ ভগবানের অসাধারণ কার্য্য নিখিল-
জগৎশাসনের প্রতিপাদক শ্রুতির অনুসারেই মুক্তপুরুষের সত্যসংকল্পত্ব ও পরমপুরুষ—সাম্য
বর্ণার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং জগদ্ব্যাপার ভিন্ন বিষয়েই তাহার ঐশ্বর্য্য বৃত্তিতে
হইবে ॥৪॥৪॥২১॥

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য যদি পরমেশ্বরেরই অধীন হয়, তাহা হইলেও
দম্পূর্ণ বাদীন সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে মুক্তপুরুষেরও পুনরার সংসারে প্রবেশ সম্ভাবিত
হইতে পারে ; তদন্তরে বলিতেছেন “অনাবৃত্তিঃ” ইত্যাদি ।

[সরণার্থঃ—নহু মুক্তশৈথল্যং যদি পরমপুরুষায়ত্তম্, তর্হি কদাচিৎ তৎসংকল্পবশাৎ
পুনরাবৃত্তিরপি সম্ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ—“অনাবৃত্তিঃ” ইত্যাদি ।

‘স খবেৎ বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পত্ততে, ন চ পুনরাবর্ততে’ ইতি শব্দাঃ—শ্রুতি-
প্রমাণাদেব নিবৃত্তিনিখিলাবিশ্রুত চরিতাধিকারস্তাবিত্ত্বত্বরূপস্ত পরমানন্দং পরং ব্রহ্মানুভবতঃ
অনাবৃত্তিঃ—সংসারে পুনঃ প্রবেশাভাবোহবধাৰ্য্যতে । বিরুক্তিঃ গ্রহণমাপ্যর্থী ॥

ভাল, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য যদি পরমেশ্বরেরই অধীন হয়, তাহা হইলে কখনও পরমেশ্বরের
ইচ্ছানুসারে কোন সময় মুক্তপুরুষেরও সংসারে পুনরাগমন সম্ভব হইতে পারে; তত্বে
বলিতেছেন—

“অনাবৃত্তিঃ” ইত্যাদি । না, যদিও মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরের অধীন হউক, তথাপি
শ্রুতিপ্রমাণানুসারে বুঝা যায় যে, তাহাকে আর কখনও ফিরিয়া আসিতে হয় না । শ্রুতি
বলিতেছেন—‘সেই জ্ঞানী পুরুষ এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া শেষে ব্রহ্মলোকে গমন
করেন, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আইসেন না’ ইতি । অতএব মুক্তপুরুষের অনাবৃত্তি
অবধারিত হইতেছে ॥৪১৪২২॥]

[ষষ্ঠ জগদ্ব্যাপারবর্জাধিকরণ ॥২॥]

সেয়মন্নপদোপেতা রামানুজমতে স্থিতা ।

ত্রীভুর্গাচরণোক্তা ‘সরলা’ ত্রাং সতাং মূদে ॥

বেদবাসমুনেকীচো গন্তীরাশুটুগ্রহাঃ ।

তদত্র স্পষ্টসংক্ষিপ্তবাখ্যায়াং মে সমুত্তমঃ ॥

যদত্র স্থলিতং কিঞ্চিৎ প্রমাদ-জনিতং ভবেৎ ।

সন্তঃ সন্তোষয়তোহন্তঃ সদয়াঃ শোধয়ন্ত তৎ ॥

ইতি ত্রীভুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ-বিরচিতায়াং ব্রহ্মসূত্রবিরচৌ

সরলায়াং চতুর্থাধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৪১৪২২॥]

যথা নিখিলহেয়প্রত্যনৌ-কল্যাণৈকতানো জগজ্জন্মানাদিকারণং সমস্ত-
বস্ত্তবিলক্ষণঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সত্যসঙ্কল্প আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিঃ পরম-
কারুণিকো নিরন্তসমাভ্যধিকসম্ভাবনঃ পরব্রহ্মাভিধানঃ পরমপুরুষোহস্তীতি
শব্দাদবগম্যতে ; এবমহরহরনুষ্ঠীয়মান-বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুগৃহীত-তত্ত্বপাসনরূপ-

সর্ব্ববিধ হেয়গুণের বিপরীত কল্যাণ-পরায়ণ, জগৎ-জননাদির কারণ, সর্ব্ববস্ত্তবিলক্ষণ, সর্ব্বজ্ঞ,
সত্যসংকল্প, শরণাগতবাৎসল্যের জলধিরূপ, পরমদয়ালু, এবং বাহ্যার সমান বা অধিক কেহ
নাই, সেই পরব্রহ্মনামক পরম পুরুষের অস্তিত্ব যেমন একমাত্র শব্দ হইতে—শ্রুতিপ্রমাণ
হইতেই জানিতে পারা যায়, তেমনি বাহ্যার নিরন্তর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানবলে ভগবদুপাসনারূপ

তৎসম্মারাদনশ্রীত উপাসীনাং অনাদিকালপ্রবৃত্তানন্তদুস্তরকশ্মসকয়রূপা-
বিদ্যাং বিনিবর্ত্য স্বযাথাত্ম্যানুভবরূপানবধিকৃতিশয়ানন্দং প্রাপ্য পুনর্না-
বর্তয়তীতি পি শব্দাদেবাবগম্যতে ; শব্দশ্চ—“স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং
ব্রহ্ম-লোকমভিসম্পত্ততে” “ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে” ইত্যা-
দিকঃ । তথা চ ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—

“মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাশ্চ বন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ।

আ ব্রহ্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥” ইতি ।

[গীতা ০ ৮।১৩, ১৬] ।

নচোচ্ছিন্নকর্মবন্ধশ্চাসঙ্কচিতজ্ঞানশ্চ পরব্রহ্মানুভবৈকম্ভাবশ্চ তদেকপ্রিয়-
জ্ঞানবধিকৃতিশয়ানন্দং ব্রহ্ম অনুভবতোহন্যাপেক্ষা-তদর্থারম্ভাৎসম্ভবাৎ পুন-
রাবর্তিশঙ্কা । ন চ পরমপুরুষঃ সত্যসঙ্কল্লোহিত্যর্থপ্রিয়ং জ্ঞানিনং লক্ষ্য
কদাচিদাবর্তয়িষ্যতি ; য এবমাহ—

আরাধনা করেন, তাহাদের সেই আরাধনায় পরিতুষ্ট ভগবান্ নিজেই তাহাদের অনাদি-
কালসঞ্চিত অনন্ত অপার কর্মরাশিরূপ অবিজ্ঞা অপনীত করিয়া এবং স্বীয় যথার্থ তদানু-
ভবায়ক নিরতিশয় পরমানন্দপ্রদান করিয়া সেই উপাসকদিগকে আর ফিরাইয়া দেন না,
ইহাও শাস্ত্র হইতেই জানা যাইতেছে । এবিষয়ে প্রীতি হইতেছে—“তিনি এইরূপে জীবন অতি-
বাহিত করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করেন, সেখান হইতে আর প্রত্যাগমন করেন না—প্রত্যাগমন
করেন না” ইত্যাদি । স্বয়ং ভগবান্ও এইকথা বলিয়াছেন—‘যে সমস্ত মহাত্মা পরম
সিদ্ধিলাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহারা দুঃখস্থান এই অনিত্য জগতে আর জন্ম ধারণ
করে না । হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎই পুনরাবর্তিশীল, কিন্তু
হে কোন্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না’ ইতি । বিশেষতঃ তাহার
কর্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, জ্ঞানসংকোচ বা জ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হইয়াছে, এবং
পরব্রহ্মানুভব তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, নিরতিশয় আনন্দানুভবকারী ভগবৎপ্রিয়
সেই মুক্ত-পুরুষের অপেক্ষণীয় অপর কোনও বিষয় না থাকায়, তজ্জন্ম কোনপ্রকার কর্মারম্ভও
সম্ভবপর হয় না ; সুতরাং কর্মফলে তাহার আর পুনরাবর্তিরও সম্ভাবনা করা যায় না । আর
ইহাও কখনই সম্ভব হয় না যে, যিনি নিজে বলিয়াছেন—‘আমি জ্ঞানী পুরুষদিগের অত্যন্ত

“প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহ্তার্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।
 উদারঃ সৰ্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্ত্বৈব মে মতম্ ।
 আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুভমাং গতিম্ ।
 বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
 বাহুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি স মহাত্মা স্বর্জ্জলভঃ ॥” ইতি ।
 সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্রপরিসমাপ্তিঃ স্তোতয়তি ; ইতি সৰ্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥৪॥৪॥১২॥

[ইতি ষষ্ঠং জগদ্ব্যাপারবর্জ্জাদিকরণম্ ॥৬॥]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজবিরচিতৈ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে চতুর্থোধ্যায়ঃ

চতুর্থঃ পাদঃ ॥৪॥৪॥

চতুর্থোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

শাস্ত্রং চ পরিসমাপ্তম্ ॥১১॥

প্রিয়, এবং জ্ঞানীপুরুষও আমার প্রিয় ; ইহাবা সকলেই উদার—মহাত্মা, তন্মধ্যে জ্ঞানীকে
 কিন্তু আমি আত্মা বলিয়াই মনে করি ; কারণ, আমাতে একাগ্রচিত্ত সেই জ্ঞানী আমাকেই
 সর্বোত্তম গন্তব্যস্থান বলিয়া অবলম্বন করিয়াছে ; ‘বহু জন্মের পর জ্ঞান লাভ করিয়া অন্যকে
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে’ ; ‘যিনি বাহুদেবকেই সর্বময় বলিয়া মনে করেন, সেজন্য মহাত্মা অত্যন্ত
 ছর্জ্জলভ’ ইত্যাদি । সত্যসংকল্প সেই পরম-পুরুষ ভগবান্ যে, আপনার একান্তপ্রিয় জ্ঞানীকে
 প্রাপ্ত হইয়া কখনও ফিরাইয়া দিবে—সংসারে পাঠাইবে, ইহাত কিছুতেই মনে করা
 যায় না । শাস্ত্রসমাপ্তি জ্ঞাপনার্থ সূত্রটীর বিকল্পিত করা হইয়াছে । (*) অতএব সমস্ত
 কথাই সুসঙ্গত হইল ॥৪॥৪॥২২॥ [ইতি ষষ্ঠ জগদ্ব্যাপারবর্জ্জাদিকরণ ॥৬॥]

ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে

চতুর্থপাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥৪॥

শারীরকমীমাংসা-শাস্ত্রীয়-রামানুজভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

চতুর্থ অধ্যায়ে—সূত্র ও অধিকরণ সংখ্যা—

প্রথম পাদে—সূত্র—১৯ ।	...	অধিকরণ—১১ ।
দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—২০ ।	...	অধিকরণ—১১ ।
তৃতীয় পাদে—সূত্র—২৫ ।	...	অধিকরণ—৫ ।
চতুর্থ পাদে—সূত্র—২২ ।	...	অধিকরণ—৬ ।
সমগ্র গ্রন্থের সূত্র সংখ্যা—৫৪৫ ।	...	অধিকরণ সংখ্যা—১৫৬ ।

(*) তাৎপৰ্য্য—“ইতি সৰ্ব্বং সমঞ্জসমিতি” সৰ্ব্বশব্দেন ভেদশ্রুত্যাভেদশ্রুতিখটক-শ্রুতিগুণাদিবিধি-নিষেধ-
 ক্ষতি-ভগবৎকৃপা-স্বাতন্ত্র্যাদিপৰ্বাক্য-প্রত্যক্ষাদীন অভিপ্রেত্য তেবাং সামঞ্জস্যমুক্তম্ । ইতিশব্দঃ—‘অখিলভূবন’-
 ইত্যাদিভাষ্যোক্তাশেষপরামর্শী । সৰ্ব্বশব্দেন অহুদাস্তশ্রুতি-স্মৃতিহাস-পুরাণবচাসি তদমুগ্রাহকত্বজাতঃ চ
 বিবক্ষিতম্ । তেবামনয়া দিশা সামঞ্জস্যং দৃষ্টব্যম্ । উক্তার্থবোধকং তেন যে প্রমাণত্বকাঃ পঠৈঃ প্রযুক্তাঃ, তেবাং
 সৰ্ব্বেবাং পরিহারোক্তব্যঃ ; এতদনন্তত্বত্বার্থো নাস্তি ; তন্মাহুজ্ঞপ্রকারেণ বোধকপ্রমাণত্বকপরিহারকানুসন্ধেয়ঃ,
 ইত্যভিপ্রায়েণ ‘ইতি সৰ্ব্বং সমঞ্জসম্’ ইত্যুক্তম্ । (ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা)

অধিকরণসারাবলী ।

শ্রীমান্ বেঙ্কটনাথার্যাঃ কবিতার্কিককেশরী ।
বেদান্তাচার্য্যবর্য্যো মে সম্মিধন্তাং সদা হৃদি ॥
স্বস্তি শ্রীরঙ্গভর্তৃঃ কিমপি দধদহং শাসনং তৎপ্রসত্তো,
সত্তৈকালমি ভাষ্যং যতিপতিকথিতং শব্দদধ্যাপ্য যুক্তান্ ।
বিশ্বস্মিন্নামরুপাণ্যনুবিহিতবতা তেন দেবেন দত্তাম্,
বেদান্তাচার্য্যসংস্তামবহিতবহুবিৎসার্থমস্বর্থ্যামি ॥১॥
শ্রীমদভ্যাং শ্রাদসাবিত্যনুপধি বরদাচার্য্য-রামানুজাভ্যাম্,
সম্যাগদৃষ্টেন সর্বং সহনিশিতধিয়া বেঙ্কটেশেন কৃপ্তঃ ।
সেব্যোহসৌ শাস্তিচিহ্নৈঃ শ্রবণরসনয়া শাস্তিলাভার্থিভির্ববা,
সিদ্ধঃ শারীরকার্থে সহজবহুগুণঃ শ্রদ্ধরা-দুষ্করাশিঃ ॥২॥
ত্রযাস্তস্বাস্তবাদিঅধিকরণগণে পৌনরুক্ত্যোক্তবোধে,
মন্দত্বাসঙ্গতঃ বিশয়মফলতাং মানবাধং চ মন্তু ন্ ।
দিড়মোহক্ষোভদীনান্ দিনকরকিরণশ্রেণিকিবোজ্জহান্,
হৃতা পত্নাবলীয়ং হৃদয়মধিগতা সাবধানান্ ধিনোতু ॥৩॥
গন্তীরে ব্রহ্মভাগে গণয়িতুমখিলং কঃ প্রবীণঃ প্রমেয়ম্,
দিড়মাত্রং দর্শয়ন্নপ্যাহমিহ নিপুণৈঃ প্রাধ্বমধ্যক্ষণীয়ঃ ।
মা ভূমিঃশেষসিক্তিস্তদপি গুণবিদঃ স্মৃতিনিঃসীমরত্নে,
মধ্যেহারং নিধেয়ং মহতি জহতি কিং মোক্তিকং লক্ষ্মকৌ ॥৪॥
বেদার্থ-স্থায়চিন্ত্যে প্রথমমধিগতঃ কৰ্ম্মবর্গঃ প্রমাণৈঃ,
ভেদৈরজৈঃ প্রযুক্ত্য ক্রমবিরচনয়াহথাধিকৃত্যতিদৃষ্ট্য ।
তত্রাশেষৈর্বিশেষৈস্তদনু তদনুবর্ত্ত্যাহতঃ প্রাপ্তবোধৈঃ,
তদ্বৈগাধ প্রসক্ত্য তত উপরি চতুর্লক্ষণী দেবতার্থা ॥৫॥
প্রাগ্ধর্ম্মেহল্লাস্থিরার্থে প্রশমিতবিশয়ে তাদৃশারাধ্যুক্তেহ-
খাতঃ শারীরকাংশে বহুবিধমহিম ব্রহ্ম মীমাংসিতবান্ ।
কৃৎস্বাস্বাধ্যায়-সাক্ষাধ্যয়নসমুদিতাপাতবুক্যৈব কৰ্ম্ম,
তাস্তদৌ ব্রহ্মচিন্ত্যং কিমিতি ন কুরুতাং তন্ন তুল্যোক্ত্যবোধে ॥৬॥

প্রাণ্যং প্রাক্ ত্রিবর্গে সফলযতনতোপাসনাজ্ঞতাহপি,
ব্যাখ্যারূপেহত্র শাস্ত্রে ক্রমনিয়তিরসৌ আচ্চ মুখ্যক্রমেণ
মানত্বাদিবিচার্য্যঃ পুরত ইহ তথা বাক্যবেদ্যাৎ পদার্থো,
দৃষ্টান্তশ্চোপমেয়াদ্ যদি মধু সবিধে, যাতু চাত্রিং কিমর্থঃ ॥৭॥

ব্যাচখ্যুঃ কেহপি তাপত্রয়হতিমিতরে সাধনানাং চতুক্ষম্,
কাণ্ডেহস্মিন্ পূর্বব্রুতং কথয়তি নিগমঃ কস্মচ্চিন্তাকলং তৎ ।
সান্ধাদীতিহি সূত্রে বিশয়মবসরঃ কাত্র তজ্ঞাস্তরাদে-
রৌচিত্তাস্থাপিতোহয়ং ক্রম ইহ ন পুনশ্চোদনাসংপ্রযুক্তঃ ॥৮॥

নিত্যপ্রাপ্তস্ত কণ্ঠস্থিত-কনকনয়ান্নির্বিশেষস্ত লন্ধি-
মিথ্যাভূতং নিবর্ত্যং শ্রুতিশকলভূবঃ প্রেক্ষণাৎ তন্নিবৃত্তিঃ ।
কশ্মৈবং কোপযুক্তং প্রতিভটমপি তদ্বৃণ্তোক্তির্নদুস্তে,
প্রাপ্তাত্রেতি প্রলাপে প্রতিবচনগতিভাষিতা বিস্তরেন ॥৯॥
মীমাংসায়ঃ কবন্ধং কতিচন জগৎহুরাক্কল্পং শিরোহন্তে,
কিস্তৈরন্তবিরোধ-প্রমুখিতমতিভির্বাছকগ্নৈর্ভ্রমন্তিঃ ।
স্বাধায়াধায়াকাং স্নেহ-স্ববিধি-পরবিধিপ্রেরণা তাবদাস্তাম্,
কৃৎস্নাপাতপ্রতীতো কিমিতি কৃতধিয়ঃ কৃৎস্নচিন্তাং ন কুর্যুঃ ॥১০॥

প্রাধীতশৈকরূপপ্রযতননিয়তাদেকরূপোপকারাৎ,
বিজ্ঞানস্বানৈক্যসিদ্ধৌ ক্রমনিয়তিযুতাকাঙ্ক্ষয়ৈকপ্রবক্ষ্যাম্ ।
অধায়াদিষিবাবাস্তরবিষয়ফলাত্ততাহত্রাপ্যভেদী,
তন্তুল্যঃ কণ্ঠভেদঃ কলিবলকলুযৈঃ কল্লিতোহর্থো বিরোধঃ ॥১১॥
তন্তুশৈশিফ্যভেদাদ্ যদগনি ভিহুরা দেবতা পূর্বভাগে,
সংজ্ঞানৈবম্যমাত্রাদপি কথমিয়তাহধীত-যফব্যভঙ্গঃ ৭
উদ্দেশ্যাকারভেদোহস্ত্যয়মিহ ইবিষা মুক্তিভিন্নে প্রয়োগে,
দৌর্ববল্যং স্বক্ষবেজ্ঞান্মিতিচরমতয়া ত্রব্যতো দেবতায়ঃ ॥১২॥

জৈমিন্যুক্তং বিরুদ্ধং যদিহ বহুবিধং দর্শিতং সূত্রাকারৈ-
স্তস্মাদত্রৈকশাস্ত্রাং হঠকৃতমিতি ন, ত্রক্ষসংবাদদার্য্যাৎ ।
তল্লস্তুত্বপার্থ্যভেদৈর্বিহতিপরিহৃতিঃ কাণ্ডবৎ কাণ্ডয়োঃ স্মাৎ,
বাহুক্ষেপার্থগুণাশয়-বচনভবদ্রাস্তি-শাস্ত্রাদিসিদ্ধেঃ ॥১৩॥
আক্ষিপ্য স্থাপনীয়াঃ কতিচিদিহ নয়াঃ পূর্বকাণ্ডপ্রণীতাঃ,
কেচিদ্ব্যাপাদনীয়াঃ কতিদপবদনং খ্যাপ্যমৌৎসর্গিকস্ত ।

ইথং সর্বত্র চিস্তাক্রম ইতি সমতাং বীক্ষ্য মধ্যস্থদৃষ্ট্য,
 শাষ্ট্রৈকো পৌনরুস্ত্যপ্রভৃতিপরিহৃতিঃ সাবধানৈর্বিভাব্য ॥১৪॥
 বৃত্তিগ্রন্থে তু জৈমিন্যুপরচিততয়া ষোড়শাধ্যায়ুপাত্তা,
 সঙ্ঘর্ষঃ কাশকৃৎস্নপ্রভব ইতি কথং তত্ত্বরত্নাকরোক্তিঃ ।
 অত্র ক্রমঃ সদুক্তো ন বয়মিহ মুখা বাধিতুং কিঞ্চিদর্হাঃ,
 নির্বাহন্তু পচারাত্ কচিদিহ ঘটতে হে কতাৎপর্যযোগঃ ॥১৫॥
 সৌত্রী সংখ্যা শুভাশীরধিকৃতিগণনা চিন্ময়ী ব্রহ্মকাণ্ডে,
 তাদর্শেহনস্তরত্বেহপ্যধিকরণভিদা নান্নসারৈঃ প্রকল্প্য ।
 অক্ষোর্ম্যাশাহিকাঠা-দ্বিরদমুনিবসূর্য্যদ্রিতত্বাতিশঙ্ক্য-
 র্যাক্ষৈরক্ষৈঃ প্রযাজৈরিহ ভবতি রসৈঃ (*) পাদনীতি-প্রবন্ধঃ ॥১৬॥
 শাস্ত্রং দ্বৈতৎসমদ্বিত্যবিহতি-করণপ্রাপ্তিচিস্তাপ্রধানৈ-
 রধ্যাত্যৈঃ ষোড়শাজিহ্ব দ্বিকযুগভিচ্ছরং ষট্ কভেদাদিনীত্যা ।
 তত্রাণ্ডং বক্তি সিন্ধুং বিষয়মপি পরন্তুৎ প্রতিদম্বি যুগ্মম্,
 স্বপ্রাপ্তেঃ সাধনং চ স্বয়মিতি হি পরং ব্রহ্ম তত্রাপি চিন্ময় ॥১৭॥
 তত্রাণ্ডেহত্যন্তগূঢ়াবিশদবিশদ-সুস্পর্ষজীবাদিরাচঃ,
 পশ্চাৎ স্মৃত্যাদিকৈরক্ষতিরহিতহতিঃ কার্যতাত্ত্বেন্দ্রিয়াদেঃ ।
 দোষাদোষো তৃতীয়ে ভবভূদিতরয়োর্ভুক্তিরঙ্গানি চাণো-
 পাসারোহপ্রভাবোৎক্রমসরগিফলানুস্তুমে চিস্তিতানি ॥১৮॥
 অক্ষা দেহী স্বনিষ্ঠো নিরবধিমহিমাপাস্তবাধশ্রিতাপুঃ,
 খাত্ত্বাদেৱিন্দ্রিয়াদেৱুচিৎজননকৃৎসংসৃতো তদ্ববাহী ।
 নির্দোষত্বাদিরম্যো বহুভজনপদং স্বাইকশ্মপ্রসাণ্ডঃ,
 পাপচ্ছিদ্রব্রহ্মনাড়ীগতিকৃদতিবহন সাম্যদশ্চাত্র বেদ্যঃ ॥১৯॥
 বিদ্যুস্ত্যাদীত্য বেদান্ বিধিবলবিরতাবল্যজাদেব রাগাৎ,
 কৃৎস্নং মীমাংসমানাঃ ক্রমত ইতি পরব্রহ্মচিস্তাং তরন্তি ।
 প্রাপ্তে তুর্য্যে যুগেহস্মিন্ পরিমিতবলধী-প্রাণতবিস্মদৃষ্ট্য,
 কালক্ষেপাক্ষমত্বাৎ কতিচন কৃতিনঃ শীঘ্রমন্তে রমন্তে ॥২০॥
 রাগান্মীমাংসতে চেৎ স্বয়মিহ যততাং কিং গুরুজ্যেতি চেম্,
 ব্রহ্মজ্ঞানাপ্তয়ে গুর্বভিগমনবিধেস্তেন তত্বোপদেশাৎ ।

(*) অক-১১। উপনি-৬। আশা-১০। অহি-৮। কাঠা-১০। দ্বির-৮। মুনি-৭। বহু-৮।
 উপনি-৬। অত্রি-৮। ভব-২৬। অভিশঙ্ক্য-১৫। অক-১১। অক-১১। প্রযাজ-৫। রস-৬।

সদ্বিছাচার্য্যবশে প্রথয়তি চ পরব্রহ্মবিস্তিঃ তথাহ্য-
 প্যাচাধ্যাদিত্যধীতে নিয়মবিধিরসৌ নিশ্চিতো নীতিবিস্তিঃ ॥২১॥
 সিন্ধে ব্যুৎপত্তিরাত্মা ন ভবতি ন চ ধীলক্ষণাদ যুক্ত্যতেহস্মিন্,
 কিং শাস্ত্রেণাসিন্ধে ন চ নিশময়িতুঃ সিদ্ধবোধে ফলং আৎ ।
 ব্রহ্মণ্যেবং ন মানান্যুপনিষদ ইতি স্তুতিতে তদ্বিচারে,
 শাস্ত্রারম্ভং চতুঃসূত্র্যটয়ত্বচিৎতৈর্ন্যায়ভেদৈশ্চতুর্ভিঃ ॥২২॥
 সিন্ধে ব্যুৎপত্ত্যভাবে স্বরিব ফলতয়া লক্ষ্যভঙ্গে চ লভ্যম্,
 ব্রহ্মাত্মোক্ত্যানুমানপ্রমিতমপি ভবত্বং শতঃ শাস্ত্রবেত্তম্ ।
 বিধার্থত্বেহপ্যবাধাৎ পরবিষয়বচঃ স্বার্থমানং ভবেদি-
 ত্যস্বাকুহ্যোক্তিদৈব্যাং ন হি সহত ঋজুঃ সূত্রকৃৎ বাবদৃকঃ ॥২৩॥
 দ্বাভ্যামাদৌ প্রতীতি-প্রজননমুদিতং সিদ্ধরূপে পরস্মিন্,
 দ্বাভ্যাং বৈকল্যশঙ্কা তদনু পরিহৃত্য শাস্ত্র-তজ্জ্ঞাবুদ্ধ্যোঃ ।
 ঔচিত্যানেকভাষ্য-স্বরসগতিমতী প্রাক্তনী বর্তনীয়ম্,
 শাস্ত্রারম্ভার্থমেকং ত্রিতয়মপি পরং শাস্ত্রমিত্যাহরেকে ॥২৪॥
 যন্তৎ সেনেশ্বরার্থৈরগণি বকুলভূৎ-কিঙ্করৈরঙ্গ্যকারি,
 ব্যাসার্থৈর্ন্যাসি চ দ্বিঃশ্রুতিমিতি বিশদং বিষ্ণুচিৎতৈর্বিবত্রে ।
 অশ্রোষং শেষকল্পাদহমপি বিতুষো বাদিহংসাসুবাহাৎ,
 অন্ধা নির্দায়াতেহতশ্চতুরধিকরণী ব্রহ্মচিস্তোপযুক্তা ॥২৫॥
 ব্যুৎক্রম্যাত্মাত্ম-তুর্য্যাবভিধতি নয়ৌ কেচিদপ্রাপ্তমেতৎ,
 বোধাসিন্ধৌ কথং তৎফলমিহ বিমুশেৎ সিদ্ধবৎকারমান্দ্যাৎ ।
 মর্থ্যো হৌ রূপনামপ্রজননবিষয়ো বদ্বিত্বস্তচ্চ মন্দম্,
 সত্যুক্তেহপেক্ষিতেহর্থে বিফলবিভজনং নোচিতং নীতিসূত্রে ॥২৬॥

ইতি শাস্ত্রাবতারঃ ।

অথ জিজ্ঞাসাধিকরণম্ ॥১॥

কার্যো ব্যুৎপত্তিরাত্মা নিয়তমিতি গিরন্তংপরা এব সর্ব্বাঃ,
 নাত্মা বেদেহপি নীতিস্তত উপনিষদামুষ্ণপ্রায়তৈব ।
 নাতন্তব্ধেত্ত-মীমাংসনমুচিতমিতি প্রত্যবস্থীয়মানে,
 সিন্ধে ব্যুৎপত্তিমাষ্টাং বহুমুখমবয়ন ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তমাহ ॥২৭॥

अधिकरणसारावली ।

६

अङ्गुल्या निर्दिशस्तुः किमपि किमपि तद्वाचकांशैः प्रयुक्तैः,
 बालान् व्युत्पादयस्ति क्रमभ्रममिलित-ज्वापकञ्च विदस्तुः ।
 सञ्जातास्तु पदानां विदधति च धियं क्वापि सिद्धे विशिष्टे,
 कर्तव्ये क्वापि चेति कचिदिह नियतिः शब्दशक्तैर्न कल्या ॥२८॥
 संसारेहनादिसिद्धे मुहुरमुभवतः सक्तिताः संक्रियाः स्याः,
 संस्कारोद्बोधकाश्च स्वयमुपनिपतस्त्याप्रकम्प्याः प्रवाहाः ।
 तन्तुज्जातीयभेद-ग्रहणसमुचिता वृत्तयस्तन्निदानाः,
 तद्वत् आच्छिन्नकादिव्यवहतिषु शिशोरैरदमर्थ्यादिवोधः ॥२९॥
 दक्षैरार्थोपपत्तिरनुमितविविध-स्वप्रयासोपयोगैः,
 शिक्षाभेदा विचित्रा गजविहगमुत्थान् ग्राहयस्तिः प्रयुक्ताः ।
 तस्यां सार्थो मनुष्यप्रभृतिषु च तथाभूतशिक्षाविशेषः,
 कल्लो भाष्योदितो यम यदि कथमसौ कल्लतेह्योहपि मार्गः ॥३०॥
 कस्मैचित् सिद्धमर्थं कमपि कथयितुं चेष्टया चोद्यमानः,
 तस्मै तं वक्ति तद्वीसमविषयतया शिक्षते तद्वचोहन्तः ।
 आदिष्टो बोधनार्थं यदिह वितस्तुते तन्तुदर्थं हि युक्तम्,
 तद्वाक्यां सिद्धवेदी प्रयतत इति चेदन्तनादेशिकं तत् ॥३१॥
 पुल्लेखेहभूमि सर्पोहयमिति वचनतः प्रीत्याभीत्यादिलिङ्गैः,
 तदयोग्यार्थं तद्वत् विषयनियतिरासक्तिपूर्वैः कचिं स्यात् ।
 आगोप्योद्बोधनां प्रतिपदनियता शक्तिरप्यत्र सिध्येत्,
 भूयोदृष्ट्यादिसाहाय्यकमिह वचसः कार्यपक्षाविशिष्टम् ॥३२॥
 कार्ये व्युत्पत्तिराद्या भवतु तदपि किं शक्तितां पर्यासिद्धेः,
 प्राग् व्युत्पत्तिः क्रियायां नृवचसि निगमे ह्यन्तेत्युत्पत्तिषु ।
 स्वाप्याहतेहनन्त्यासिद्धानुगमनियतैः संप्रयोगैर्गैर्हि शक्तिः,
 कोहसौ पाक्काल इत्याद्याचितविरतिकं सिद्धमात्रेहपि वाक्यम् ॥३३॥
 दुःखासन्निभ-देशप्रभृतिफलतया चोदनाश्वेव सिद्धम्,
 श्रोतव्यार्थवादिक्यापि भवति फलं रात्रिसत्रे प्रतिष्ठा ।
 अक्षीकूर्मो निषेधानुगुणमिति तथाहनर्थक्यं निषेधे,
 विध्यर्थेऽप्यतः आदवितथविषया ब्रह्मधीरर्थवादैः ॥३४॥

इति जिज्ञासाधिकरणम् ॥१॥

অথ জন্মাত্ত্বাধিকরণম্ ॥২॥

জন্মাত্ত্বশ্চেষদ্বিশেষ্যং ভবতি বহুলতাথোপলক্ষ্যং ত্রবীষি,
 জ্ঞাতাজ্ঞাতাদি-দোঃস্বাং ব্যতিষজ্জতি ন চালক্ষিতে স্তাৎ পরীক্ষা ।
 উদ্দিষ্টত্রক্ষচিন্তা তত ইহ কথমিত্যত্র হেতুত্ব-লক্ষ্যং,
 পুংসূক্তাদিপ্রসিদ্ধো গুণনিধিরঘজিৎত্রক্ষ-শব্দার্থ উক্তঃ ॥৩৫॥
 নানা চেষদক্ষণানি স্বরসভিহুরতা ত্রক্ষণি স্তাদ্বিশেষ্যে,
 খণ্ডো মুণ্ডশ্চ গৌরিতাভিলপনসমা ধর্ম্মিশদৈকতাংহত্র ।
 তেষেকং চেদ্ যথাহণ্ডং সমুদিতমফলং স্তাদ্ব্যবচ্ছেদ্যহানেঃ,
 খণ্ডবাদিক্রমাচ্চেত্যসদবিহতিতঃ খণ্ডতাদের্বিবশেষাৎ ॥৩৬॥
 তন্ত্বৎস্বপ্রতানীক-ব্যাসনননয়তং ভেদকং নাগবাধি,
 ব্যাঘাতঃ কালভেদাম ভবতি জনন-স্থাপন-ধ্বংসনানাম্ ।
 প্রত্যেকং লক্ষণত্বং সূবচমিহ বহদাহুতিধীমহিন্মে,
 সংভূয়াপ্যাহুরেকে ফলমপি চ তদা শক্তিতার্থব্যুদাসঃ ॥৩৭॥
 জ্ঞাতং চেষদোপলক্ষ্যং ন চ যদি নতরাং লক্ষণযোগাপ্রতীতেঃ,
 জ্ঞাতাজ্ঞাতাংশভেদস্তিহ দুর্ভিলপো লক্ষণেনৈব বেত্তে ।
 ত্রক্ষত্বং ত্রক্ষশব্দাঘিতিরপি বিদিতেহণ্ডত্র নো চেষদ শক্ষা,
 মৈবং নানাগমোচ্চদ্বিশয়-শমনতঃ শ্রীমতি ত্রক্ষতোক্তেঃ ॥৩৮॥
 যাবল্লক্ষ্যাববোধং যদবগতিরতো লক্ষণাৎ তদ্বিশেষ্যম্,
 যস্তাবোধেহপি পশ্চাদ্ঘদবগতিরিদং স্তাৎ কুতো নোপলক্ষ্যম্ ।
 তস্মাৎ দ্বৈধাপি ভাষ্যেহনুমতিরনুচিতেতাশয়াজ্ঞস্ত চোচ্চম্,
 মোক্ষার্থোপাস্তভেদে হ্যভয়মপি সমন্বয়েতি বিজ্ঞাবিকল্পাৎ ॥৩৯॥
 চন্দ্রে শাখেব শাস্ত্রে মহসি তটগতং লক্ষণং কারণত্বম্,
 সত্যজ্ঞানাদিবাক্যৈরপমুদিতগুণং তদ্বিভাভীতি ভিন্ভাঃ ।
 একত্রার্থো বিশেষ্যে প্রতিপদনয়িতাবর্জ্য-তত্ত্বম্নিনিত্ত-
 দ্বারাবৃত্তিং পদানামিহ বিদূররুণাঢ্যুক্তিবম্মায়বৃদ্ধাঃ ॥৪০॥

ইতি জন্মাত্ত্বাধিকরণম্ ॥২॥

অথ শাস্ত্রযোনাধিকরণম্ ॥৩॥

বীতাবীতপ্রয়োগ-ক্রমনিয়তিমতী কার্যাতা বিশ্বমেতৎ,
 সর্বজ্ঞেন প্রকৃপ্তং গময়তি বিফলম্ভত্র শাস্ত্রেবিচারঃ।
 ইতুমীতো লঘুত্বাদনুমতিবশতঃ কস্মৈজৈশ্বর্যযুক্তো
 বিশ্বামিত্রাদিনীত্যা স্ফুরতি বিভুমিহাসূত্রয়চ্ছাস্ত্রবেত্তম্ ॥৪১॥
 ক্ষিত্যাদ্যং কার্যাতাদ্যৈঃ কটকমুকুটবৎ কর্তৃপূর্বং স কর্তা,
 সিধ্যদত্রাণ্ডৃষ্টপ্রভৃতিজনকদৃক্ সর্ববশস্তিস্চ মৈবম্।
 শ্রোত্রোচ্চৈঃ সৌরভাদি-গ্রহণরুচিরিয়ং তাদৃশব্যাপ্ত্যভাবাৎ,
 সর্বং হেতুং ন পশ্যেৎ ঘটকৃদিহ নচাকর্ষতা তাবতাস্ত ॥৪২॥
 কার্যত্বাৎ স্তাদ্বিবাদাম্পদমিদমখিলং সর্ববিৎকর্তৃপূর্বম্,
 যন্মৈবং তন্ধি নৈবং পুরুষবদিতি নানন্তথাসিদ্ধ্যভাবাৎ।
 হেতাবেতাদৃশাশ্রয়বিহুরভিত্তরং ব্যাপ্তিসিদ্ধাদিদৌঃস্ব্যম্,
 তন্ত্বস্তে লক্ষণানামগণি গমনিকা তত্ত্বমুক্তাকলাপে ॥৪৩॥
 যত্প্যাশ্রাস্তুরাদেদরনুমিতিরনঘা লিঙ্গভেদৈস্তথাপি,
 প্রত্যক্ষব্যাপ্তিশৈলী ন খলু শিথিলতা কুত্রচিৎ পক্ষভেদে।
 আশ্রায়ে বহুতোক্তির্ন ভবতি বিতথা তাদৃশাপ্তোক্তনীত্যা,
 বাধাভাবাদিসাম্যাং দ্বিহতিমিতিভবেল্লোকবৎ গোণতাদিঃ ॥৪৪॥
 নহ্যম্ময়প্রধানাঃ কচিদনুকথয়ন্ত্যস্মদাদেদরশক্যঃ,
 কার্যৈঃ কর্ত্ত্বানুমেষঃ পর ইতি তদভিত্তৈতু জন্মাদি বাক্যম্।
 তস্মাদীশানুমানত্যজনমনুচিতং বৈদিকশ্রুতি চেন্ন,
 কাপ্যোচিত্যোপদেশাদ্যত ইতি চ সদাভ্যুক্তিসিদ্ধাসুবাদাৎ ॥৪৫॥

ইতি শাস্ত্রযোনাধিকরণম্ ॥৩॥

অথ সমন্বয়াধিকরণম্ ॥৪॥

কর্ত্তব্যে হর্থ উক্তে নিশময়িতৃফলং সিদ্ধরূপে তু ন স্মাৎ,
 শ্রীত্যা সাফল্যকুপ্তৌ বিতথমপি বচঃ কিম্ব দৃষ্টং তদর্থম্।
 বিভার্থেহেহাদৃষ্টেবিষয়বদন্তং তৎ পরীক্ষ্যং ন ভাবী-
 ত্যাক্ষেপেহনন্তশেষে নিরবধিকস্মৃথে শাস্ত্রতাৎপর্যমাহ ॥৪৬॥

তাৎপর্যং ব্রহ্মতত্ত্বং প্যবিহতবিধিনাহপ্যেকবাক্যস্বপক্ষে,
ভেদেহপি শ্রাদদসিক্কেন ভবতি বলিভুগ্ দন্তসংখ্যোক্তিসাম্যম্ ।
স্বাদার্থক্ মৃষাৎকমমিতি ন মুষেতূহনে শ্রীত্যযোগা-
দ্বালোপচ্ছন্দাদিষপি বিষয়তথাভাব-বুদ্বৈব হর্ষঃ ॥৪৭॥

যৎপ্রীত্যর্থং বচস্তন্নিখিলমনৃতমিত্যর্ভকপ্রায়বাক্যম্,
সত্যোক্তানন্দদৃষ্টেন চ বিহতিরিহাধ্যাক্ততঃ শাস্ত্রতো বা ।
তেনানন্ত্যর্থসিক্কোক্ত্যনৃতবিষয়তা শঙ্কনস্তত্ত্বেনে,
ত্রযাস্তাঃ সত্যানিত্যাস্তুতপরমপরব্রহ্মনিষ্ঠাঃ প্রমাণম্ ॥৪৮॥

ত্র্যেকৈকে নিষ্প্রপঞ্জীকরণবিধিপদং ধ্যানবিধ্যর্থমশ্চে,
নির্ধর্ম্মাধৈতবাক্যোপচরিতমিতরে সিধ্যাতীতি ব্রবন্তি ।
তেষামেষাং স্বপক্ষস্ববচনবিহতি-ব্যাকুলানেকজল্পঃ,
কল্লোহয়ং বাহকল্পঃ কৃতমতিপরিষৎ-পীঠমর্দৈরমর্দি ॥৪৯॥

কণ্ঠার্থো হর্থবাদস্ততিমুখমুখতঃ স্থাপিতঃ প্রাগিদানীম্,
স্বাতন্ত্র্যেণ প্রমাণীক্রিয়ত ইতি ততঃ কাণ্ডয়োঃ স্বাদ্বিরোধঃ ।
ন শ্রুতং সামান্যতো হি প্রথমমভিদধে মানতাস্থাপনার্থম্,
কেষাঞ্চিৎ স্বার্থতোক্তা স্বত ইহ স্তভগে বোধমাত্রাৎ পুমর্থে ॥৫০॥

ত্রেষা সর্বত্র বেদে নিয়তবিভজনে চোদনাচ্ছংশভেদৈঃ,
চত্বারোহপ্যর্থবাদা মুনিভিরভিহিতা ব্রাহ্মণাংশশ্রু শেবাঃ ।
অত্রাতচ্ছশতোক্তৌ স্মৃতিহতিরিতিচেদ্বিকি দ্বন্তোত্তরং তৎ,
সামান্যোক্তির্হি সেয়ং তত উপরি যথা মন্ত্রবিধান্যতোক্তিঃ ॥৫১॥

আত্মতৈরৈহিকার্থৈরবিগুণসফলৈঃ শাকুন-জ্যোতিষাদৈঃ,
পারত্রিক্যা প্রবৃত্ত্যাহপ্যতিনিপুণধিয়ামাগমাশ্বাসসিক্কৌ ।
শব্দে তস্মাচ্চ বোধে সতি পরবিষয়ে দোষবাধব্যপেতে,
মানং তত্র স্বতোহসৌ ন কথমিতরথা নৈগমাধ্বাপলাপঃ ॥৫২॥

শাস্ত্রারম্ভোপপঠ্যে চতুরধিকরণী পেটিকেয়ং প্রবৃত্তা,
লক্ষ্যশ্রোক্তং বিশেষদ্বয়মিহ ঘটতে বক্ষ্যমাণোপজীবী ।
সদ্বক্ষ্যাত্মজ্ঞিবেদাঃ পর ইতি হি বদেৎ কারণস্বাধিকারে,
বক্ষ্যত্যন্ত দ্বিলিঙ্গাদ্যধিকৃতিষু পুনস্তাদৃশানন্দতাদীন ॥৫৩॥

আত্মন্যেবং পরস্মিন্ন কৃত ইতি মিতে বিশ্বহেতুত্বলক্ষ্যে,
শাস্ত্রৈকস্বাপনীয়ে নিরূপধিপরমপ্রেমযোগ্যে প্রসক্তে ।

অধিকরণসারাবলী ।

৯

ঈদৃক্লং শ্রাদ্ যথার্থং প্রকৃতিপুরুষয়োর্নানুমানাত্তথোগো,
দুঃখাম্পৃষ্টো চ তাবিত্যথ পরকথনং দোধবীতি ক্রমেণ ॥৫৭॥

ইতি সময়সাধিকরণম্ ॥৪॥

১. অথৈক্ষত্যধিকরণম্ ॥৫॥

গৌণৈক্ষাসাহচর্য্যং ন তু বহুভবন-প্রেক্ষণং নৈব মুখ্যম্,
দৃষ্টান্তাদৈরিহাভাত্যনুমিত্তিরচিতস্তাদৃশাজ্জন্মযুক্তম্ ।
সচ্ছব্দস্তেন মূলপ্রকৃতিমবিকৃতিং ব্যাহরেদিত্যুক্তম্,
শ্রুত্যান্যোষাং নিরোধাৎ স্বদভিমততিরস্কারিলিঙ্গাদিভিষ্চ ॥৫৫॥
জ্ঞাতে হ্যেকত্র সর্বং বিদিতমিতি ভবতৈক্যাসিদ্ধৌ প্রতিজ্ঞা-
মৃৎ-তৎকার্য্যাদয়শ্চ ত্রয় ইহ কথিতান্তস্ত দৃষ্টান্তভেদাঃ ।
তেনাবাক্তানুমানং কথিতমিতি বুথোৎকৃষ্টিতং হেত্বনুলেঃ,
সারূপ্যাদেচ্চ হেতোরূপরিপরিহতেত্র সংভাবনোল্লেখঃ ॥৫৬॥
আদেশাত্ম-স্বশব্দৈরনিতরশরগৈস্তদ্বৈক্যোপদেশো-
জ্জীবেন শ্বেন সাহংকরণমনহমোহচিদগণস্ত প্রবেশাৎ ।
একজ্ঞানেন সর্বং বিদিতমিতি গিরা সর্ববাদাত্ম্যবাচা,
শাখাবিছান্তরাদেরপি বহু ভবিতা বিশ্ববিদ্বিশ্বমুর্তিঃ ॥৫৭॥

ইতীক্ষত্যধিকরণম্ ॥৫॥

অথানন্দময়াধিকরণম্ ॥৬॥

মুখ্যৈক্ষা যজ্ঞভীষা, ভবতু তদুচিত্তে, সা পুনর্জীবতশ্বে,
সদ্বিদ্যায়াং হি শব্দৈস্তিভিরূপরিসত্তস্ত জীবৈক্যমুক্তম্ ।
ইত্যাহাভুজ্জিহানং প্রশময়িতুমথ প্রস্তুতো বিশ্বকর্তা,
জীবশ্যাপ্যন্তরাষ্ট্রা নিরূপধিকমহানন্দধুঃ স্থাপ্যতেহত্র ॥৫৮॥
দৃষ্টিঃ পূর্বং বিকারে ময়ভিত্তি চরমেহপোষমস্তিত্যুক্তম্,
মধ্যে তন্তুদৃষ্টেঃ প্রচুরমিহ বদেৎ প্রত্যয়োহস্ত্য বাধাৎ ।
আনন্দপ্রাচুরী চ প্রকৃতিপরসুখালঙ্ঘনাবধিহাৎ,
দুঃখালঙ্ঘনপেক্ষা পরদুরিতভিদ্দঃ শাসিতুস্তদ্বিরোধাৎ ॥৫৯॥

আত্মা তত্শেষ এবেত্বাদিতমনিতরাহ্মত্বমশ্বে বক্তুম্,
 শারীরোক্তিশ্চ তস্মিন্নিখিলতমুতয়া ত্বাদসঙ্কোচবৃত্তিঃ ।
 শোধ্যৎ তত্তদর্থানুগুণমিতি বিভোস্তৎপ্রসাদ্যত্বমাত্রম্,
 প্রাপ্যেহস্মিন্ প্রাপ্তিরূপা পরবিদ উপসং ক্রান্তিরানন্দসিকৌ ॥৬০॥
 নির্দেহেহস্মিন্নিরংশে ন হি ভবতি শিরঃ-পক্ষ-পুচ্ছাদি কিঞ্চিৎ,
 তস্মাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্বাদিতমিহ পরং ব্রহ্ম ভাতীতি চেম্ ।
 সোঢ়া পুচ্ছংকুপ্তির্দি কথমিতরম্মানুমগ্নোত কল্পম্,
 ব্রহ্মণ্যাত্মপ্রতিষ্ঠা বচনমনিতরাধারতাত্প্যাপনায় ৬১॥

ইত্যানন্দময়াধিকরণম্ ॥৬॥

অথান্তরধিকরণম্ ॥৭॥

ভূয়িষ্ঠানন্তপুণ্যোপচয়বলসমুদ্বুজপূর্বেক্কাভূম্,
 শক্রাদিন্যায়তঃ স্তাৎ ত্রিগুণতমুভূতামীশ্বর্যাণাং প্রবাহঃ ।
 তন্মাকর্শ্মোখদিব্যাকৃতিজনিমহিমা শাসিতা সর্ববিপুংসাম্,
 নিত্যশ্রীত্রৈলোক্যে শ্রুত ইতি স য ইত্যুক্তএবৈষ একঃ ॥৬২॥
 সর্বৈভ্যঃ কস্মিণেভ্যো হ্যাদিত ইতি বদত্যস্তরাদিত্যবিজ্ঞা,
 তস্মাচ্ছেষাভ্যানুজ্ঞানয়ত ইতি বিভোঃ পুণ্যযোগোহস্ত মৈবম্ ।
 আত্মাতোহনন্তশাস্ত্যঃ স্ববশপরফলঃ সাধুনা নৈষ ভূয়ান্,
 স্ত্র্যাৎ পুণ্যে লক্ষ্মযোগাদপি ন স্কৃতমিতাদিনা পাপপুণ্যকঃ ॥৬৩॥
 প্রখ্যাতং শুদ্ধসত্ত্বং কিমপি তদনঘং দ্রব্যমব্যক্ততোহনন্তং,
 তদ্রূপং রূপমৈশং দিবি কনতি তথা শেষশেষাশনাত্তেঃ ।
 নিত্যং তৎ সূরিসেব্যং পরতরমজহৎ স্বস্বভাবঃ স দেবঃ,
 পুংসীং সংসারশাস্ত্র্যে বিপরিণময়তি ব্যূহপূর্বেব্বিভাগৈঃ ॥৬৪॥
 দেহত্বাৎ সপ্তধাতুত্রিমলমঘভবং দুঃখক্লম্মাশযুক্তম্,
 সাংশত্বাদেচ্চ হেতোরিত্তি যদি তদসঙ্কর্শ্মিমানেন বাধ্যৎ ।
 বাধ্যঃ শাস্ত্রৈকবেত্তে কচিদপি ন ভবেদন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ,
 যন্তু স্বেচ্ছাবতারেষভিনয়তি তদপ্যাস্তুরোপপ্লবার্থম্ ॥৬৫॥
 ইখং বিজ্ঞাত্রেয়েণ স্থিরচরচিদ্ভেদহিনঃ সর্বহেতো-
 রব্যক্তাঙ্কীবতত্বাদপি সমধিকতা যন্তপি স্তাস্তথাপি ।

উত্থানদ্বারভেদাৎ ক্রমত ইহ মৃদূপক্রমান্ ক্রূরনিষ্ঠান্,
 অধ্যায়েহস্মিন্ নিরুদ্ধমধিকরণগণৈস্তদগুণামুদগৃণাতি ॥৬৬॥
 শব্দৈঃ সন্ধু স্মৃথৈঃ শ্রুতিশিরসি মিতং কারণং কিঞ্চিদেকম্,
 সঙ্কল্পাভ্যাসরূপৈরতদনুগুণৈশ্চিহ্নিতশ্চিহ্নিশেষঃ ।
 ভূতাকাশাদিশব্দাজননসমুচ্চৈতন্যমভিঃ কারণৈশ্চৈঃ,
 ক্ষিপ্তা। তৎপাদশেষশ্রুতিসমুদয়নাসম্ভবোক্ত্যা ভুনক্তি ॥৬৭॥
 আকাশ-প্রাণশব্দাবনিতরগতিকৌ রূঢ়িভঞ্জন নেয়ো,
 জ্যোতিঃশব্দস্ত রূঢ়া। প্রথয়তি পুরুষং দিব্যতেজোবিশিষ্টম্ ।
 প্রখ্যাতেন্দ্রাদিশব্দস্তদনুনিয়মিতস্তদ্বিশিষ্টপ্রবৃত্ত্যে-
 ত্যেবং স্মৃতাং পোষ্টিকৈষা দ্বিকয়ুগলবতী শব্দবৃত্তিক্রমেণ ॥৬৮॥
 ইত্যন্তরধিকরণম্ ॥ ৭॥

অথাকাশাধিকরণম্ ॥৮॥

অত্রাকাশশব্দশেষপ্রভব-বিলয়ভূঃ সান্নি দৃষ্টঃ স্বনাম্না,
 নির্দিষ্টত্বৈস্তিরায়েহপ্যনিতরজনিত-স্বাত্মনঃ সম্ভবোক্ত্যা ।
 মৈবং সিদ্ধান্তবাদো হয়মথ চ পরপ্রাপ্যতাদিন তস্মিন্,
 তৎকর্তৃত্বা বিপশিচ্ছত ইতি বিহিতা স্বাত্মনস্তৎপ্রসূতিঃ ॥৬৯॥
 ইত্যাকাশাধিকরণম্ ॥৮॥

অথ প্রাণাধিকরণম্ ॥৯॥

প্রাণায়ত্তং হি দেহাদিকমিহ বিদিতং তেন তৎকারণম্,
 ঐতু্যুক্তং রূঢ়িশক্ত্যা স্মৃদৃঢ়মিতি ন তদ্ব্যোমবৎ সাধনীয়ম্ ।
 তন্ন প্রাণস্ত কাষ্ঠাদিষু মহিমহতেঃ পূর্ববচ্ছানুবাদাৎ,
 আকাশোক্তেরিবোক্তে ভগবতি নিখিলপ্রাণনস্তাপি দৃষ্টেঃ ॥৭০॥
 নোক্তিং ব্যাহস্তি লিঙ্গং কিমপি ভবতি তু খ্যাততত্ত্বানুকূলম্,
 শব্দশ্চানন্তনিষ্ঠঃ ঐতু ইতি ন পরো জ্যোতিরাত্ম্যাক্তিবেদ্যঃ ।

বিশ্বোৎপত্ত্যুক্ত্যভাবেহ্যাবগতমিহ তল্লিঙ্গমিত্যাক্ষিপন্তম,
রুদ্ধেহথাধিক্রিয়াভ্যাং তদুচিতচিদচিৎস্বর্গবৈশিষ্ট্যযুক্ত্য ॥৭১॥

ইতি প্রাণাধিকরণম্ ॥৯॥

অথ জ্যোতিরধিকরণম্ ॥১০॥

কৌক্ষ্যেয়-জ্যোতিষৈক্যং কথিতমিহ পরজ্যোতিষস্তস্য বিশ্বো-
পাদানত্বং চ বিজ্ঞাস্তরবিমিতমতঃ কারণং বহিরস্ত ।
মৈবং পুংসুত্বাক্যোদিত-পরপুরুষ-প্রত্যভিজ্ঞপ্ত্যবধাৎ,
গায়ত্র্যুক্তিস্ত সাম্যাদপি চ নিগদিতাস্তস্য ভূতাদিপাদাঃ ॥৭২॥
উত্থানং জ্যোতিরাদাবধিকরণযুগে কারণব্যাপ্তুলিঙ্গা-
দিত্যভাষ্যালিঙ্গং স্ববচসি বিহিতং নেতি ভাষ্যং কথং স্মৃৎ ।
ইথং বিশ্বাদিলিঙ্গং সদিহ ন তু পরাভীষ্টলিঙ্গং সমস্তী-
ত্ব্যৎপশ্যন্ পূর্বপক্ষী ব্যবহরতি তথা ব্যাহতিস্তম শঙ্ক্য ॥৭৩॥

ইতি জ্যোতিরধিকরণম্ ॥১০॥

অথেন্দ্রপ্রাণাধিকরণম্ ॥১১॥

বিজ্ঞা প্রাতর্দনী সা বদতি হিততমোপাস্তি-কশ্মেন্দ্রমেব,
খ্যাতপ্রাণেন্দ্রচিহ্নাশ্চিতমপি তদসৌ বিশ্বকর্ত্তেতি চেৎ ।
ত্রক্ষ ত্রেধা হ্যপাস্তং বহুবিধ-চিদচিৎকঙ্কং স্বাত্মনা চ,
প্রাণেন্দ্র-প্রক্রমোহপি প্রবলতরমহাবাক্যবৈঘট্যভয়ঃ ॥৭৪॥
যল্লিঙ্গং কারণৈকস্থিতমিতি কথিতং জ্যোতিষীন্দ্রে চ তত্ত্ব,
প্রখ্যাতাত্মৈকনিষ্ঠং প্রথমমিতমতস্তন্মুখোথিত্যযোগঃ ।
অপ্রাপ্তে তদ্বিমর্শে প্রকৃতশিথিলতা নেতি চেৎ সত্যমেতৎ,
বিস্তৃৎপত্ত্যাদিনীতিভ্রমত ইহ পুরোবাদমুৎপ্রেক্ষ্য শঙ্ক্য ॥৭৫॥
জ্যোতিঃ-প্রাণেন্দ্রশব্দাঃ পরন্তরবিষয়াঃ কারণব্যাপ্তধর্ম্মা-
দিত্যেতৎ সাধ্বমীমাংসং বহু বিহতিমতী খ্যাতমাত্রৈ তু বৃত্তিঃ ।
তৎকৌক্ষ্যেনানলাভ্যা কথিত ইহ তথা ধ্যানতন্ত্বৎফলাপ্ত্যে,
মুখ্যপ্রাণাদিলিঙ্গং তদ্ব্যপহিতপরোপাসনান্মোক্ষণায় ॥৭৬॥

কার্যং যৎ কৰ্ম্মবশ্যং যদপি দৃঢ়মিতং তন্নিরুট্টৈস্ত শট্ঠৈঃ,
নির্দিষ্টৈ ব্রহ্মণি স্যাৎ কচিদগতিহতা রুট্টিরৈস্ত্রী নয়েন ।
তল্লিঙ্গানম্ভাষাদিক্কাধিগমনবলাৎ তদ্বিশিষ্টৈ বিবক্ষা,
স্বাদীশে জ্যোতিরিন্দ্রাচ্ছভিলপনপদেহং-স্বমাদীরিতে চ ॥৭৭॥
স্বেচ্ছাতঃ সৰ্ব্বহেতুঃ শুভগুণ-বিভবানস্তনিঃসীমহর্ষঃ,
শুদ্ধা কৰ্ম্মোৎখনিত্যাকৃতিরনুপধিকাকাশনাদিস্বভাবঃ ।
সপ্রাণাপ্রাণভেদ-ব্যতিভিচুরজগৎপ্রাণনো দিব্যাদীপ্তিঃ,
প্রাণেন্দ্রাচ্ছস্তরাভ্যা প্রভুরধিকরণৈঃ সপ্তভিঃ প্রত্যপাদি ॥৭৮॥

ইতি ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণম্ ॥ ১১ ॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সৰ্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদাস্তাচার্য্যস্য
কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং প্রথমস্তাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥১॥

অথ প্রথমস্তাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

অত্রাযোগান্ত্র্যযোগ-ব্যপনয়নন্যৈত্র্যক্ষপাদত্রিপাদী-
ভাগারুট্টৈর্মূদূপক্রমকঠিনপঠৈঃ প্রায় আচ্ছৈ প্রসাধ্যাম্ ।
কুৎসাক্ষেপোপশাঠৈস্ত্য প্রথম ইহ ততঃ পাদ উক্তস্ত্রিপাদী,
কাচিৎকাক্ষেপপূর্ব্বাখিলকলহসমুদ্বলনায় প্রণীতা ॥৭৯॥
অস্পষ্ট-স্পষ্টরূপ-স্মুটতরচিদচিল্লিঙ্গবদ্যচিস্তা,
ভাষ্যে দীপাবতারেহপ্যভগি নয়গগৈঃ সম্প্রবৃত্ত্যা ত্রিপাচ্ছাম্ ।
অত্যন্তাস্পষ্টলিঙ্গাঘিতবিষয়মুশস্ত্যাত্তপাদং তু কেচিৎ,
তত্রৈদং তারতম্যং নিয়তনিজবলৈঃ কৰ্ম্মতান্ত্রীয়মনিঃ ॥৮০॥
পূর্ব্বত্রাসিদ্ধরূপৈঃ স্বমতি-বিরচিতোন্নীতিভিঃ পূর্ব্ববক্ষঃ—
সিদ্ধৈঃ সাধারণৈরপ্যুপধিনিয়মিতৈঃ প্রত্যবস্থা দ্বিতীয়ে ।
স্পষ্টা সাধারণৈরুপরিপরমতানুজ্ঞিককল্পৈরথৈতি,
স্বায়েকত্রিংশদত্র প্রতিচরণ-বিভক্ত্যঘিতাঘেষণীয়া ॥৮১॥
বিশ্বং পাদে দ্বিতীয়ে বপূরিতি কথয়ংশ্চিস্ত্যতে বাক্যবর্গো
বিশ্বাধারঃ স আত্মৈত্যভিলপনপরস্তুর্কণীয়স্তৃতীয়ে ।
তুর্য্যো দাষ্ট্যাদিপক্ষোদিত-পরিপঠনভ্রান্তিরনুদ্বলনায়-
তোবং কেচিন্ত্রিপাদীং জগদ্রয়মপি শ্রোতৃবুদ্ধেঃ সমাধিঃ ॥৮২॥

অথ সর্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণম্ ॥১২॥

যন্ত প্রাণঃ শরীরং স খলু হিততমোপাস্তিকৰ্ম্মপ্রসক্তঃ,
 তস্মিন্ জীবত্বশব্দাং জগদুপজনকে সৌতি শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা ।
 পূৰ্ব্বজ্ঞায়াচ্চ যুক্তং দমনমিহ মহাবাক্যতঃ প্রক্ৰমন্তে-
 তুত্থানে প্রক্ৰমোক্তানুগুণমিতি মহাবাক্যমেকীকরোতি ॥৮৩॥
 অদ্বারুহাত্ৰ ভেদং প্রথমমধিকৃতিভাষিতা কিম্মিমিস্তম্,
 বিত্বেকহেতুশ্রুতবাদঃ পর ইহ গুণবিধার্থমেবেতি যুক্তম্ ।
 সত্যং ব্রহ্মানুমত্য কচিছুপনিষদি কাপি কল্যে বিবাদে,
 চিষ্টেষ্টেষ্টোদাহতিঃ স্তাৎ পরমতরচিতেত্যর্থসিদ্ধিস্ত বোধ্য ॥৮৪॥
 সৰ্ব্বত্বং কৰ্ম্মভিঃ স্মৈৰ্জনিমতি ঘটতে ব্রহ্মশব্দোহত্র চৈবে-
 তল্লব্ধানোহল্লমানঃ স্মৃৎ-তদিতরভূগ্ জীব এবতি চেম্ ।
 তজ্জব্ধাদেবমুক্তেৰ্বিবিধগুণভিদাদর্শনাৎ সৰ্ব্বতাদেঃ,
 স্বারস্তাদপ্যণুত্বং হ্যপধিকৃতমিহোপাস্তয়ে জ্যায়সি স্তাৎ ॥৮৫॥

ইতি সর্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণম্ ॥১২॥

অথাত্মাধিকরণম্ ॥১৩॥

অস্তা খল্বোদনাদেৰ্ভবভুগিতিকঠশ্রুত্যাধীতোহপ্যসৌ স্তাৎ,
 ন স্তান্মৃত্যুপসিক্ত-স্থিরচরনিখিলগ্রাসিতস্তল্লয়োক্তেঃ ।
 জীবব্যাবৰ্ত্তনং চ প্রকরণবিদিতং ভোক্তৃতোক্তিত্বয়োস্ত,
 প্রের্যত্ব-প্রেরকত্বপ্রতিনিয়তরসাচ্ছত্রি-নীত্যাথবা স্তাৎ ॥৮৬॥
 সত্বং স্বাধ্বন্ত্যনশ্নন্ জ্ঞ ইতি বিভজনাৎ পৈল্ল্যাধীতস্ত সত্বম্,
 বুদ্ধিঃ প্রাণোহথবেতি ত্বৃতমিহ পিবতোজীব একস্তয়োশ্চেৎ ।
 মেবং জন্তো তু সত্ব-শ্রুতিরিয়মুচিতি কৰ্ম্মভূগ্ নাপ্যনশ্নন্,
 তৎ প্রশ্ন-প্রক্ৰমোহস্তাশয় ইদমপি চাভাষি পূৰ্ব্বাপরাট্ঠেঃ ॥৮৭॥

ইত্যত্মাধিকরণম্ ॥১৩॥

অথাস্তরাধিকরণম্ ॥১৪॥

যদ্বৃতাংদেৰ্য এষোহক্ষিণি পুরুষ ইতি শ্রয়মাণোহস্ত জীবো
 যদ্বাহক্লেদেবতাহর্কঃ প্রতিকৃতিরথবা তত্র দৃশ্যেতি চেম্ম ।
 এতদ্বৈকৈতদেবামৃতমভয়মিদং কং খমিত্যাচ্ছধীতেঃ—
 সংযদ্বামত্মমুখ্যৈঃ স্থিতি-নিয়তিবলাদর্চিরাত্ম্যাক্তিতশ্চ ॥৮৮॥
 স্বাতন্ত্র্যোক্তংসিতান্স্ অতিযু ন ফলদশ্চৈব বেদ্যত্ববাদঃ,
 কল্যাণালোকনাদেবিব বিধিবলতো বেদনস্বার্থবদ্বাৎ ।
 তস্মাদক্ষ্যস্তরস্বঃ প্রতিকৃতিপুঙ্খো যুজ্যতে পূর্বপক্ষে,
 সেয়ং পূর্বপাপরাস্পাদিকৃতিষু যথাসম্ভবং নীতিরূপা ॥৮৯॥
 পূর্বপক্ষায়ৈহিবিদ্যা পুরত উপনতা মধ্যতত্ত্বত্র তস্মাৎ,
 তদ্বদ্ব ব্রহ্মবিদ্যানুগতিরিতি ভবেদক্ষিবিদ্যা ততোহন্যা ।
 মৈবং বিচ্ছিত্তিরঙ্গৈর্ন হি ভবতি মিতা চাক্ষতাহনেকধাত্মাঃ,
 প্রোক্তং চ ব্রহ্মবিদ্যানুগুণমিহ ফলং প্রাক্ তু ন ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ॥৯০॥
 ইত্যস্তরাধিকরণম্ ॥১৪॥

অথাস্তর্যাম্যধিকরণম্ ॥১৫॥

অস্তর্যামী স জীবো বহুবিধকরণায়ত্তধীরূত্যানুক্ষে-
 র্নান্যো দ্রষ্টেতি চোক্তেরিতি যদি ন নিয়ন্তস্তরস্ব ব্যুৎপাদ্যৎ ।
 দ্রষ্টৃত্বাৎ চ তত্ত্বদ্বিষয়-ঘটিতধীরূপমীশে হি মুখ্যম্,
 তদ্ব্যপ্তাঃ কাণ-মাধ্যন্দিনপঠিতগিতাস্তস্ব চাত্মা শরীরম্ ॥৯১॥
 স্থানৈক্যাদত্র শাখাঘরপরিপঠিতাবাত্মবিজ্ঞানশব্দা-
 বেকার্থাবিত্যাকম্প্যাং তদপি কথয়তো বুদ্ধিমেবেত্যপার্থঃ ।
 লোকান্নায়প্রসিদ্ধোরনুগমত ইমৌ চেতনে হেতুনো,
 বাধঃ কেনাপি নাস্মিন্ ভবতি চ সত ইত্যাদিভিঃ সামরশ্চম্ ॥৯২॥
 ইত্যস্তর্যাম্যধিকরণম্ ॥১৫॥

অথাদৃশ্যাদিগুণকাধিকরণম্ ॥১৬॥

দৃশ্যাদের্নিষেধো বিকৃতিমতি ভবত্যক্ষরে সন্নিবর্ত্যৎ,
 পঞ্চমুক্তাক্ষরং তদ্বদ্বধিকপরঃ পঞ্চবিংশোহস্ত মা ভূৎ ।

সর্ববজ্রহাদিদৃষ্টেঃ প্রথমসমুদিতং স্বকরং ব্রহ্ম শুদ্ধম্,
পশ্চাদুক্তস্ত জীবাদিকমবধিতয়া ভেদতত্ত্বংপরোক্তেঃ ॥৯৫।

ইত্যদৃশ্যাদিগুণকাধিকরণম্ ॥১৬॥

অথ শৈশ্বরাদিকরণম্ ॥১৭॥

স্বর্লোকাদিত্য-বাতাস্বর-সলিল-মহীরূপমূর্ছাদিকু পুণ্য,
ধ্যেয়ো বৈশ্বানরাঙ্ক্য স্থিরবলবিষয়ঃ শব্দলিঙ্গাদিসাম্যাৎ ।
মৈবং ব্রহ্মৈতাদ্যধীতেভূবনতন্মুতয়া যোগতত্ত্বগ্নিশব্দো
বৈশিষ্ট্যাদ্বা ক্রিয়াস্বং স্ববপুষি পরধীর্গার্হপত্যাদিধীশ্চ ॥৯৪॥
অন্যস্মিন্নন্যদৃষ্টা ন ভবতি বিদুষাং কাপি নিঃশ্রেয়সাপ্তিঃ,
তস্মাদ্বৈশ্বানরোহসৌ ন পর ইতি ফলং তন্মসিদ্ধাদি মৈবম্ ।
ব্রহ্মৈব হস্তদৃষ্ট্যস্থিতঘটিতমিহ ব্রহ্মশব্দাচ্ছতাবাৎ ।
সর্ববাঘ-ধ্বংস উক্তঃ ফলমপি পরমং ব্রহ্ম চ ব্যাপ্তমন্নম্ ॥৯৫॥
ত্রিষত্রোপাসিতুগাং মিতহৃদয়গুহ্যক্ষ্যস্তরশ্চিন্ত্য উক্তো
বিশ্বাস্তুর্য্যামিতাদেবিপুলপরিমিতশ্চিন্তনীয়স্তয়েহথ ।
ষট্শু ব্রহ্মাঙ্ক্যশব্দো পুরুষপদমপি ক্ষেত্র-তজ্জ্ঞপ্রপঞ্চ-
ব্যবৃন্তে বিশ্বহেতৌ প্রকরণনিয়মাম্মবৃত্ত্যা নমস্তি ॥৯৬॥
তজ্জ্ঞানাদেহি সর্বং জগদভিগদিতং ব্রহ্মভাবেন পূর্বম্,
সর্বাস্তুর্য্যামিতা চ প্রভবিতুরুদিতা সর্ব-তদেহতা চ ।
তস্মাদ্বৈশ্বক্যাবাধপ্রভৃতি-বহুবিধাপার্থবস্ত্রম্যমাণ-
ক্ষুদ্রক্ষীবোক্তিজালং নিখিলামহ নয়ৈঃ সূত্রকারো নিরাস ॥৯৭॥
স্বাধীন্যশেষসত্তা-স্থিতিযতনতয়া সর্বভাবেন তিষ্ঠন্,
প্রস্তাশেষোহক্ষি-নিত্যস্থিতিরখিলতন্মুঃ কল্পিতায়াদিগাত্রঃ ।
স্বর্লোকাঙ্ক্য-বৈশ্বানরপদবিষয়ো লক্ষণস্তাদিমস্ত,
প্রোক্তঃ পাদে দ্বিতীয়ে ঐতিহাসিকরশিরঃশেখরঃ শ্রীনিবাসঃ ॥৯৮॥

ইতি বৈশ্বানরাদিকরণম্ ॥১৭॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্ত সর্ববতন্ত্রস্বতন্ত্রস্ত শ্রীমদ্বৈকটনাথস্ত
বেদান্তাচর্য্যাস্ত কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং
প্রথমস্তাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥১২॥

अथ प्रथमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः॥

अष्टैर्जावादिर्लङ्घयुतमिह हि वचः साध्याते ब्रह्मनिष्ठम्,
 मध्येहत्राधिक्रियोक्तिप्रियु किमिति न तत्तत्प्रसङ्गात्तदुक्तेः ।
 किष्कात्तामर्कलोकयतिकनिरसनं प्रस्तुतार्थोपयुक्तम्,
 त्रस्योत्कर्षश्च सिध्येद् गलति दिविषदां कारणैक्याप्रमश्र ॥११॥
 आयाः सप्तैव साक्षात् परविषयतया सङ्घट्टेस्तुहत्र पादे,
 सर्वसाधारः स आत्मा स्वमहिमनिलयस्तत्र तात्पर्याभूमिः ।
 तत्सिद्धौ शासनाद्यं कथितमिह मिथः स्यूतमालोचनीयम्,
 सर्वेश्वरं च षष्ठप्रमितनयमितं पश्चिमशायरक्षाम् ॥१००॥
 सिद्धं प्रागेव मुष्टोपनिषदि परमं ब्रह्म तत्कर्मभेदेः,
 भेदोक्तेश्चेत्यकांक्षे किमिति पुनरिमां पिष्टपेषं पिनष्टि ।
 सत्यं क्षेत्रज्ञधर्मैः पटुभिरुपनता प्रक्रियाभेदशक्ता,
 प्रथाप्या प्रत्याभिज्ञामपूनरुदयमुन्मूल्याते शब्दपूर्वैः ॥१०१॥
 यस्मिन्मोतं मनोहृद्यैः सह करणगणैर्जायते यश्च नाना-
 नाध्याधारश्च योहस्तुत्तरति स करणी कर्मभोक्तेति चेत् ।
 विश्वाधारात्प्रभावादमृतवितरणामुक्त-स्वप्राप्त्यवादात्,
 प्रागुक्तप्रक्रियैक्यादनशनसहितां काशनाच्छाद्यसिद्धेः ॥१०२॥
 व्याप्ये तत्राक्रमोतं यदि किमिह ततो जन्म चाश्लेष्योक्तम्,
 नाडीचक्रं नाभिर्भवति च स परो हृद्भिरुपेण तिष्ठन् ।
 निष्कम्पव्यापिनोहस्तुत्तरणमपि शुद्धैर्विग्रहैरस्ति लोके,
 सौख्याल्लासतवरा चरणमिदमपि, आदधिष्ठानमात्रम् ॥१०३॥

इति द्वात्रिंशदधिकरणम् ॥१॥

अथ भूमाधिकरणम् ॥२॥

आञ्जानाभिलाषादमुपरतुष्टे नारदाय प्रयुक्तम्,
 प्रागे सानन्दकुमारं विरमति वचनं हिंसनीयः स जीवः ।
 अल्लप्रतर्पिभूमा निरवधिकस्तुथोहप्येष एवेति चेत्,
 प्रागाध्यां सत्ताशब्दादितमधिकतयोपाश्रयत ह्यपाश्रयम् ॥१०४॥

নামাঞ্জী শাস্ত্রবেত্তে প্রতিবচনবশাৎ প্রস্তুতশ্চাধিকোক্তে,
 প্রাণে বিশ্রাস্তিদৃষ্ট্যা ভবতু তদবধিঃ প্রস্তুতাঙ্গোপদেশঃ ।
 মৈবং জাতে হি নামাদিবদিহ পরমাদাঙ্গনঃ প্রাণ উক্তঃ,
 স্বস্মাদিত্যত্র তস্মাদিতি ন বিষটনাৎ স্বারসিক্যা বিভক্তেঃ ॥১০৫॥
 প্রাণস্রষ্টাতিবাদী তদনুবদনতশ্চোদিতঃ সত্যবাদ-
 স্তস্মাৎ সর্ববাহমর্থঃ সকলজনয়িতা প্রাণ এবতি চেম্ম ।
 এষ দ্বিত্যন্যতোক্তেরতিবদনকৃতঃ প্রাস্তানাঙ্গ তদ্বৎ,
 নহ্যন্যোহস্ত্যগ্নিহোত্রী স্বমহিমনিলায় হ্যত্র ধর্মোপপত্তিঃ ॥১০৬॥
 নামাদৌ বাক্ চ তস্মোপরি তদনুমেনশ্চাখ সঙ্কল্পনামা,
 চিত্তং ধ্যানং চ তস্মাদ্বলমপি চ ততঃ স্মাচ্চ বিজ্ঞানপূর্ববম্ ।
 অন্নং তোয়ং চ তেজো গমনমপি ততো মন্থথঃ স্মাৎ তথাশা,
 প্রাণঃ সত্যঃ পরাত্মা সকলনিয়মিতা গম্যতে ভূমবাক্যে ॥১০৭॥

ইতি ভূমাধিকরণম্ ॥২॥

অথাক্ষরাধিকরণম্ ॥৩॥

প্রখ্যাতাকাশপূর্বস্ববিকৃতিবহনাদক্ষরাখ্যং প্রধানম্,
 তস্মাপ্যাকাশতোক্তৌ ধ্বনিখিলজগৎ ক্ষেত্রিতত্ত্বং তু তৎ স্মাৎ ।
 মৈবং দ্রষ্টৃত্বপূর্বৈবরনিতরনয়িতৈঃ শাসনায়ত্ত্বত্যা,
 কিঞ্চ দ্রষ্টৃস্তরস্ব ব্যাসনমিহ তত্ত্বল্যা-তদ্রষ্টৃপোহঃ ॥১০৮॥

ইত্যাক্ষরাধিকরণম্ ॥৩॥

অথেক্তিকর্মাধিকরণম্ ॥৪॥

লক্ষীভূতোহয়মেকঃ খলু পুরুষ ইহ ধায়তেরীক্ষতেশ্চ,
 ক্ষেত্রজঃ সোহয়মণ্ডাধিপ ইতরপরাৎ স্বাশ্রয়ীবাৎ পরোহসৌ ।
 নো চেভ্যোমাদিভোগপ্রকরণবিহতিবোভবীতীত্যুক্তম্,
 তস্মিন্ শাস্ত্রামৃতত্বপ্রভৃতিপরগুণখ্যাতানুক্ত্যোরযোগাৎ ॥১০৯॥
 নহ্যত্রোঙ্কারমাত্রাত্রয়-ফলগণনারূঢ়-ভূমাস্তরীক্ষ-
 প্রত্যাসন্ত্যানিবাসঃ সরসিজবসতেত্র আলোকোহস্ত মৈবম্ ।

পাপোন্মুক্তেন লভ্যোহয়মিহ কথিতঃ সূর্য্যসম্পত্তিপূর্ব্বম্ ,
সোঢ়ব্যো মধ্যলোকৈর্ব্যবধিরিতি সমস্তং সমাধানমার্গঃ ॥১১০॥

ইতি ঈক্ষতিকর্মাধিকরণম্ ॥৪॥

অথ দহরাধিকরণম্ ॥৫॥

দহং জৎপুণ্ডরীকে গগনমভিহিতং তৈত্তিরীয়শ্রুতৌ যৎ,
ছন্দোগৈস্তত্র গীতং যদপি চ দহরাকাশ ইত্যেতদেকম্ ।
ভূতাভ্যং তৎ প্রসিক্কর্মহিমত ইতি ন প্রত্যনৌকৈরনেকৈঃ,
শ্রোতৌ চ স্তাৎ প্রসিক্কির্ভগবতি বলিনৌ লিঙ্গবর্গৈঃ সনাথা ॥১১১॥
বাহ্যাকাশশ্চ যাবানয়মপি হি তথেষ্যেতদক্লিষ্টমীশে,
সত্যাত্মপ্রাণশব্দা নভসি ন কথমপ্যম্বয়ং প্রাপ্নুবন্তি ।
কামাধারশ্চ যোহসৌ সমগগি দহরাকাশবাচাহত্র নিত্যঃ,
তশ্চৈব হেয আত্মাত্মানুবদনমতস্তদুগ্ধাশ্চিস্ত্যাকামাঃ ॥১১২॥
সর্ব্বেশাধারতোক্ত্যা ভবতু চ হৃদয়ব্যোম তদ্ বাজাধীতম্ ,
ছান্দোগ্যেস্থো নিষাদস্থপতিনয়পদং ব্রহ্মলোকাদিশব্দঃ ।
আপস্তম্বশ্চ বৈভাজনপূরমবদদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মভূতম্ ,
পৃথুস্ত প্রাণিনঃ স্যাস্তদপি তদপি হি স্তাৎ পুরং সর্ব্ববাসাৎ ॥১১৩॥
জীবন্তহেঁষ আত্মা গুণগণঘটনাৎ তৎপরামর্শদৃষ্টে-
রল্লভ্যাত্ম্যুক্তিতশ্চেত্যসদমুপধিকাৎ সত্যসঙ্কল্পতাদেঃ ।
বিশ্বেকাধারতাদেরপি স খলু পরো দহবর্ত্তোপাধিকৌ স্তাৎ,
প্রাজাপত্যাস্তুবাক্যাৎ পরসমদশয়া তদুগ্ধোক্তিব্বিমুক্তে ॥১১৪॥
দহরাকাশোহপবর্গপ্রদ ইতি গদিতুং সম্প্রসাদোক্তিরত্র,
প্রাজাপত্যে তু বাক্যে পরপরিপঠনং প্রাপ্য-নিষ্কর্ষণার্থম্ ।
আকাজ্জ্ঞাত্বৈস্তদেবং পর-তদিতরয়োরয়িতে বাক্যযুগে,
যুক্তং নাহ্যেতাব্যপ্রভৃতিকমিহ তৎসামরশ্চ হি সৌত্রম্ ॥১১৫॥

ইতি দহরাধিকরণম্ ॥৫॥

अथ प्रमिताधिकरणम् ॥७॥

प्राणेशोहङ्गुष्ठमात्रः कचिदमुकथितः सङ्गरन् कर्मभिः सै
 रग्रात्राङ्गुष्ठमात्रं पुरुषमपि यमो निश्चकर्षेति दृष्टम् ।
 तस्मादेतत् प्रमाणप्रमितमुपनिषज्जीवमाहेत्यायुक्तम्,
 वाक्यश्वेशानतादेर्नरहृदयपरिच्छित्तितस्तुक्कि मानम् ॥११७॥
 नह्यङ्गुष्ठप्रमाणं हृदयमखिलजस्राश्रयं तत् परस्मिन्,
 व्याप्ये तस्मान्तोक्तिः कचिदिति मनुजाधिक्रियोक्तिप्रसङ्गे ।
 सूत्रद्वन्द्वयान्तुप्रतिरधिकरणैश्चिन्त्यते तद्विशेष-
 स्तार्तायैः स्वापनीया इवजिगमिषिता नेतिकर्तव्याहत्र ॥११९॥
 इति प्रमिताधिकरणम् ॥७॥

अथैतद्गर्भे देवताधिकरणम् ॥९॥

शब्दाद्या लौकिकार्था कृतिरियमथवा देवतातो न तस्याः,
 त्रक्कोपासेतनार्यं श्रुतपरिहरणं कल्लनं चाश्रुतम् ।
 विश्वश्रुता च मातृदनुमितिबिषयस्तत्परैस्त्वेष शान्ते-
 निर्बर्वाधैः स्वापितः प्राक् स्वयमपि विभूना नैव शक्त्यापलापः ॥११८॥
 सामर्थ्या देवतानामुचिततनुभूतामर्षिता तापताज्जाम्,
 सम्पद्येतेति तानामपि भवति परोपास्तिवर्गाधिकारः ।
 ख्यातं मज्झार्थवादप्रवृत्तिषु निखिलं दोषवाधाद्यभावे,
 मिथ्येत्यादेर्दोषयस्तः स्वत इह कथितां मानतां प्रस्मरन्ति ॥११९॥
 वेधा वृत्तिः सुतो अत्र स्वपरगुणमुखी प्राक्तनी तावदर्थ्या,
 निर्धार्याः पश्चिमायामपि निपुणधियां मूढार्थैर्मेकदेशः ।
 रुचार्थायां च तन्नामन्तकथनतो रौचना नह्यमुक्ते,
 भूतार्थे का स्तुतिः आदिति मुनिगदिता गौणतादेर्निवृत्त्यै ॥१२०॥
 नानादेहापिशुक्ताः कथमिह युगपत्कर्म-समिधानर्हाः,
 तत्तद्भूतास्तस्यै श्रुतिषु भवति नानित्ययोगः प्रवाहात् ।
 काण्ठार्दो कर्तृवादः प्रवचननियतो वेदनितावसिक्के-
 रीशः प्राचीनकल्लक्रमत उपदिशेद् वर्णसर्गेऽपि वेदान् ॥१२१॥

বেদানামীশবুদ্ধ্যা ক্রমনিয়মহতিঃ কল্পভেদে যদিষ্টা,
মদ্বাংশানাং তথা স্তাৎ ন থলু তদুচিতং ত্রীহিসোমাদিসাম্যাৎ ।
ইথং বিধার্থবাদক্রম ইতি নিয়মে পাক্ষিকে বা তথাহে,
পক্ষোহসাবাক্ষপাদঃ পরমতপরিষৎকোটিমাটীকতাং নঃ ॥১২২॥
সৌক্ষ্ম্যাৎ তুল্যাভিঘারাৎ সহকৃদপনয়াচ্ছাদকাদাশ্লপৰ্য্যা-
দত্যাসন্ত্যাহতিদূরাধলবদভিভবানুস্তবাক্ষোপঘাতৈঃ ।
নৈক্ষ্যন্তে বর্তমানাশ্লপি হি সুরগণস্তদ্বদন্তর্দ্ধিশক্তেঃ,
প্রখ্যাতাঃ সিক্ধিভেদা অপি জননতপোযোগমদ্রৌষধীভাঃ ॥১২৩॥
ইত্যেতদগর্ভে দেবতাদিকরণম্ ॥৭॥

অথৈতদগর্ভে মক্ষাধিকরণম্ ॥৮॥

স্বাদেবং দেবমাত্রৈ মনুজ ইব পরোপাস্তিমাত্রৈ তথাপি,
স্বৈশ্ববরাধ্যভাবঃ স্বপদমপি ফলং যত্র নাত্রাধিকারঃ ।
মৈবং সর্বাস্তুরাশ্বা স্বতনুভূদিতি চোপাসতে মুক্তিকামাঃ,
কামাদাবর্ততে তু স্বপদমপি ফলং কল্পমশ্বস্তরাদৌ ॥১২৪॥
ইত্যেতদগর্ভে মক্ষাধিকরণম্ ॥৮॥

অথৈতদগর্ভে অপশূদ্রাধিকরণম্ ॥৯॥

জৈমিন্যুক্তাপশূদ্রাধিকরণসরণৈর্নাস্তি বিভাগিলক্টিঃ,
শূদ্রাদীনাম্ তথাপি স্মৃতপরভজনাধিক্রিয়া জাঘটীতি ।
শ্রোতৃহস্তান্তরতাদেঃ স্বজনি-সমুচিতৈঃ কৰ্ম্মভিশ্চেতযুক্তম্,
প্রাপ্তে ব্রহ্মোপদেশে হ্যপনয়নপরামর্শনাদি প্রসিদ্ধম্ ॥১২৫॥
শূদ্রাণাং ভারতাদেঃ শ্রবণমনুমতং পাপশাস্ত্যাদিসিদ্ধৌ,
বেদার্থাপাতবুদ্ধির্দনধিকরণা নোপবৃংহেত তৈঃ সঃ ।
বিভাস্থানানি শূদ্রেমূর্ভিদকথয়ৎ পাণ্ডবায় দ্বিসপ্তা-
পাস্পষ্টব্যানি তস্ম্যাহি বিকলধিয়াং স্মাদুপাসাধিকারঃ ॥১২৬॥
গীতং শূদ্রাদিকানামপি পরভজনং কেবলং স্বার্থধর্মৈঃ,
ধর্মব্যাদ্বস্তলাধুগবিহুর ইতি চ তে প্রাগ্ভবভ্যাসসিদ্ধাঃ ।
বক্তা শূদ্রেতি জ্ঞানশ্রুতিমতিমুখয়ন্ শোকমশ্রু ব্যনক্তি,
কত্রপ্রোদিলিঙ্গৈঃ স্কুটতরবিদিতং কত্রিয়স্বং হি তত্ত্ব ॥১২৭॥

ধূহেতি প্রাচ্যবাক্য-প্রকৃত ইহ ভবেশ্মুক্ত আকাশনামা,
 বন্ধেহসৌ নামরূপে বহতি তদস্মু চ ব্রহ্মভাবে জহতি ।
 ইত্যাত্মাধ্যং পুরোক্তঃ পুনরয়মভিসম্ভাব্য এব হ্যাপাত্তঃ,
 ব্রহ্মত্বং ন হবন্ত্য শ্রুতিষু চ যুগপজজ্ঞাজ্ঞতাদির্বিভক্তঃ ॥১২৮॥
 বিশ্বাত্মানন্তভূমানিয়মনধৃতিকুৎ মূলভোগ্যস্বভাবঃ,
 দহবস্বাধারসর্বো হৃদয়পরিমিতাবস্থয়া সর্ববস্তু ।
 দেবাদীনামুপাস্তো বহুমুখবিবুধৈঃ স্বাত্মভাবেন সেব্যঃ,
 শূদ্রোতোপাস্ত্যানহঃ প্রভুরিহ বুবুধে নামরূপৈককর্তা ॥১২৯॥
 ইতি কবিতাকিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বৈকটনাত্ম্য বেদান্তচাৰ্য্যস্য
 কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং প্রথমস্তাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥১৩॥

অথ প্রথমস্তাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥

নির্গীতং বাক্যজাতং পরবিষয়তয়া স্পর্শজীবাদিলিঙ্গম্,
 তত্তচ্ছায়াশুসারি প্রথয়তি তু বচন্তঃপরং তুর্ধ্যপাদে ।
 ষড়্ভির্ভাভ্যাং চ তত্র প্রশময়তি নয়ৈঃ সাংখ্যযোগোক্তশঙ্কাম্,
 ঘট্টৌ জাঘট্ট ইথং কথিতনিগমনং ত্বষ্টমং কেচিদুচুঃ ॥১৩০॥
 দ্বাভ্যাং ক্ষেপ্যং প্রধানং কপিলমতমথ ত্বেকতোহন্যোক্তসম্ভা,
 তুর্য্যোণ্যাকৃতোক্তেরপি বিভুরবধিঃ স্থাপ্যতে দ্বারবৃত্ত্যা ।
 শুদ্ধাশুদ্ধৌ চ জীবাবধিকরণযুগেহনন্তরং বারণীয়ো,
 শেষং তত্রাস্তরোক্তেশ্বরনিবসনকুৎ তুর্ধ্যপাদাক্তকেহস্মিন ॥১৩১॥
 অক্ষাণ্ডবাক্তনিষ্ঠং জড়মথ পুরুষস্তত্ত্বকার্থাং বিবিচ্য,
 ক্রতে বরী কঠানাং পরমতপঠিতাং প্রক্রিয়ামিত্যুক্তম্ ।
 তত্রস্থানেকবাক্যোদিতবিবিধবশীকার্য্যমুখ্যক্রমোক্তেঃ,
 শাস্তাত্মা বিমুরুক্তঃ পর ইহ পুরুষঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্যতে চ ॥১৩২॥
 নহর্থী ইন্দ্রিয়াণাং প্রকৃতিরথ মনো হেতুরেষাং ন চেষ্টম্,
 বুদ্ধিশ্চৈতন্যম্ সূতে ন চ মহতি মহান্ জায়তে বুদ্ধিসংজ্ঞঃ ।
 ভোক্তৃমুক্তং মহত্বং মহতি নহি ভবেদাত্ম্যত প্যারিশেষ্যেৎ,
 স্বব্যক্তোক্তিঃ শরীরে তদিহ ন কপিলপ্রক্রিয়াপ্রত্যভিজ্ঞা ॥১৩৩॥

ইত্যামুমানিকাধিকরণম্ ॥১॥

অধিকরণসারাবলী ।

২৩

অথ চমসাধিকরণম্ ॥২॥

স্বাতন্ত্র্যেণ হজ্জায় নিখিলজনকতা সূচ্যতে কাপি বাক্যে,
বন্ধোহজস্তত্র শেতে ত্যজতি পুনরিমাং ভুক্তভোগামজোহন্তঃ ।
ইত্যুক্তেন্তান্ত্রিকৌ সা ত্রয়িমিতি যদি না জাহ্নমাত্রাভিধানা,
অস্বাতন্ত্র্যপ্রসিদ্ধেঃ স্বজতিরপি পরপ্রের্যতাং নোপরুক্ষ্যাৎ ॥১৩৪॥
ইতি চমসাধিকরণম্ ॥২॥

অথ সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥৩॥

যস্মিন্ পঞ্চতি বাক্যে পরপরিগণিতা বিংশতিঃ পঞ্চযুক্তা,
প্রোক্তা সপ্তম্যধীতস্তিহ পুরুষগণোহনন্তনিষ্ঠোহস্ত মৈবম্ ।
আকাশস্ত্র স্নানান্না পৃথগনুকথনাং সপ্তমীশক্ত্যবধাৎ,
ষড়্বিংশোহত্র সর্বত্রয় ইতি বিধিতোহনুত্ততে ত্রস্ততাদ্যেঃ ॥১৩৫॥
সংজ্ঞোপাধিঃ সমাসো হ্রয়মিতি নিগমে সপ্তসপ্তর্ধীনীত্যা,
প্রাণাচ্ছস্তম্মনোহস্তং প্রকরণনিয়তং পঞ্চকং ধীন্দ্রিয়াখ্যম্ ।
জ্যোতিঃশব্দেন শাখাস্তরবিদিতমিদং ন্যূনবাদস্ত পূর্য্যে
ত্রাণং বক্ত্যন্নশব্দো রসনমপি সহ প্রাণশব্দস্তগর্থঃ ॥১৩৬॥
ইতি সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥৩॥

অথ কারণত্বাধিকরণম্ ॥৪॥

বিশ্বোপাদানবক্ত্রী ঐতিষু সদসদব্যাকৃতোক্তিঃ পরোক্তেঃ,
হব্যাক্তেহহেতি তস্মাস্তদিতরদখিলং নেয়মত্রেতি চেন্ন ।
যত্রাসত্ত্বাদি দৃষ্টং প্রকরণবিদিতস্তত্র সর্ববজ্ঞতাচ্ছম্,
লিঙ্গং স্খাদিত্যধীতং স্থিরমপি তদিহাবাধ্য আত্মাদিশব্দঃ ॥১৩৭॥
আসীদগ্রে অসত্ত্বা ইদমিতি বিলয়াবস্থতামাত্রমুক্তম্,
নৈবাসীৎ কিঞ্চিদিদ্র্যাত্তপি বিলয়পরং শূন্যতাদের্নিষেধাৎ ।
সর্ববস্ত্রাব্যাকৃতত্বং বিভজনবিরহাত্তাদৃশাবস্থ-তস্তদ
অব্যস্তোমাস্ত্বরাচ্ছা তদিহ সদসদব্যাকৃতাত্ম্যাক্তিব্যাচ্যঃ ॥১৩৮॥

অথ জগদ্বাচিহ্নাধিকরণম্ ॥৫॥

যস্মৈতৎকৰ্ম্মবেদ্যঃ স ইতি বচনতঃ কৰ্ম্মবশ্যপ্রতীতেঃ,
কৰ্ত্তা পুংসাং স এব স্বকৃতপরিণতেরিত্যপক্ৰান্তিভগ্নম্ ।
বালাক্যজ্ঞাততত্বাস্তরমুপদিশতঃ শ্রাদিহাজ্ঞাতশত্রো-
স্তজ্জ্ঞাতোক্তিনিরর্থী জগতি কৃততয়া কৰ্ম্মশব্দোহত্র মুখ্যঃ ॥১৩৯॥
এবং জীবাতিরিক্তে প্রকরণনিয়তে তত্র তজ্জীবমুখ্য-
প্রাণাখ্যানং ন তেন ক্ষতিরিহ হি তথা তদ্বিশিষ্টে হ্যাপাসা ।
প্রাণস্ত প্রাণভাজোহপ্যধিকরণতয়া বাজিবাক্যোক্তনীত্যা,
ব্রহ্মজ্ঞৈশ্চৈতদন্যপ্রকথনমিতি হি স্থাপনা সার্বভৌমী ॥১৪০॥

ইতি জগদ্বাচিহ্নাধিকরণম্ ॥৫॥

অথ বাক্যাস্বয়্যাধিকরণম্ ॥৬॥

পত্যাঙ্গীনাং প্রিয়ত্বং শ্রুতিরমুদতি হ্যাত্মনঃ কামসিদ্ধৌ,
তেনাসৌ পুণ্যপাপোদিতফলভুগতি প্রক্ৰমাদিপ্রতীপম্ ।
কৃত্তদ্বোগপ্রদাতুঃ প্রথয়তি হি বিভোঃ কামতন্তুপ্রিয়ত্বম্,
দ্রষ্টব্যশৈশ্ব মুক্তৌ শ্রুতিনিকরমিতঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্যতেহত্র ॥১৪১॥
ব্যুৎপত্ত্যা হ্যাত্মশব্দঃ প্রথয়তি পরমং ব্রহ্ম যদ্বা সমাসাৎ,
সার্থোহয়ং জীবশব্দো বদতি চ পরমং দ্বারবৃত্তোতি পক্ষাঃ ।
ব্যাক্ত্যক্যাদাশ্মরথ্যো নিকৃপধিকদশাধৈততর্জোড়লোমি-
ন্তৎস্বত্বাৎ কাশকৃৎস্নঃ পরবিষয়তয়া জীবশব্দং জগাদ ॥১৪২॥
ভেদোপাধিব্যাপায়ে ভবভূদয়মিয়াত্মজ্ঞাতামিত্যযুক্তম্,
নিত্যস্তুত্বেন্দদৃষ্টেরতিপতিতভাবে সাম্যসাধর্ম্যাশঙ্কাৎ ।
মৃত্তৎকার্য্যক্রমশ্চ শ্রুতিশতবিহতস্তেন জীবোক্তিমীশে,
তৎস্বত্বাৎ কাশকৃৎস্নো যদিহ নিরবহদ্ব্যাসসিদ্ধান্ত এষঃ ॥১৪৩॥

ইতি বাক্যাস্বয়্যাধিকরণম্ ॥৬॥

অথ প্রকৃত্যাধিকরণম্ ॥৭॥

মৃৎপিণ্ডাদেঃ কুলালপ্রভৃতিরিহ পৃথক্ তদ্বদেবাদিকৰ্ত্তা,
নোপাদানং বিকারৈর্বিবরহত ইতি ন দ্বারমায়ে বিকারাৎ ।

মৃদদৃষ্টান্তাদিমাত্রাচ্চ বিকৃতিরসৌ স্তাৎ পরস্ত স্বরূপে,
 দেহষারোণনাভিপ্রভৃতিবিকৃতিবদ্ব্যপ্তেদর্শিতত্বাৎ ॥১৪৪॥
 স্বস্ত্রানাচ্চ স্বজ্ঞাং ভবতি স্বজ্ঞতি চ স্বাত্মসংযোগমীশঃ,
 সংযোগে মূর্ত্তনিষ্ঠে প্রকৃতিরপি হি তৎ স্তাম্মিমিত্তং ক্রিয়াতঃ ।
 একস্তাদৌ বহু স্তাম্মিতি বহুভবনং সৌভরিয়ায়সিদ্ধম্,
 ভেদাভেদশ্রুতীনাংবিহতিরহ চ স্তাদ্বিশিষ্টৈক্যযোগাৎ ॥১৪৫॥
 কাঠৈক্যে হি প্রতিজ্ঞা তদমুগুণ উদাহারি দৃষ্টান্তবর্গঃ,
 ত্রয়ঃ স্তাম্মিত্যভিধ্যাং শ্রুতিরহ বনতাং বৃক্ষতাদিঞ্চ বক্তি ।
 আত্মানং চৈষ এব স্বয়মকরুত তদ্ব্যতীতনিহমুক্তম্,
 তস্মাৎ কর্ত্তাপি দেবঃ প্রকৃতিরপি ভবেৎ সর্ববতস্তাস্ত্রাত্মা ॥১৪৬॥
 নোপাদানং নিমিত্তং কিমপি তদিতরং কারণং তন্ধি বিদ্যঃ,
 যদ্বা সিদ্ধং নিমিত্তং ন ভজতি তদুপাদানতামিত্যুক্তম্ ।
 ইচ্ছাদাকারভেদাদুভয়ঘটনতো লোকবেদামুরোধে,
 সিদ্ধে স্বচ্ছন্দলক্ষণপ্রণয়নকুস্থতিঃ পাকচিস্তা-বিপাকঃ ॥১৪৭॥
 উক্তং তস্তাস্ত্রাণাং বিলয়মথ তমশ্চেকতামাত্রমুক্তম্,
 প্রোক্তং চানাদিতাদি প্রকৃতিপুরুষয়োর্বদ-তদ্বৈদিক্যৈঃ ।
 লীয়েতে তৌ পরস্মিন্নিতি তু লয়বচঃ স্তাদয়স্তোয়নীত্যা,
 তেনাসৌ ভোক্তৃভোগ্যপ্রভৃতি-কবচিতাদিশ্বস্থিঃ সমীচী ॥১৪৮॥
 ইতি প্রকৃত্যধিকরণম্ ॥৭॥

অথ সর্বব্যখ্যানাধিকরণম্ ॥৮॥

অগ্রে সংবর্ত্তনং ভাত্যবিতথবচসি ক্বাপি হৈরণ্যগর্ভম্,
 প্রস্তাশেষশ্বকার্য্যে তমসি চ শিব এবতি কেচিৎ পঠন্তি ।
 এতাদৃশ্যক্যবর্গঃ স্কুটভবদধিকাশঙ্কনস্তত্ত্বার্থম্,
 প্রাগুক্তান্নীতিভেদানতিদিশতি পরং শিশুশিক্ষেকচিন্তঃ ॥১৪৯॥
 বিশেষঃ ত্রীপতিশ্চেন্তবতি কথমসৌ ত্রাণমাত্রাধিকারী,
 দূরং গচ্ছাপি দুঃখাদ্বিশিষিবতুলয়া ঘটকুট্যাং প্রভাতম্ ।
 মৈবং মৎস্তাদিভাবেষিব নিজবিভবানুক্ৰিয়ানাট্যমৈতদ্,
 ত্র্যক্ষশশ্বচ্চরিত্তাম্মিরবধিকবৃহৎপৌরুষে পুরুষে নঃ ॥১৫০॥

সাংখ্যোক্তপ্রক্রিয়োস্কেন্দভিমতশ্চৈক্যং প্রসম্ভবকুপ্তে,
 তৎপ্রোক্তাব্যাকৃতৈক্যাং স্বরজিনবচনাং তৎফলাবছযোগাং ।
 ভেদাৎ কর্তৃপ্রকৃত্যোক্তং হিগণিবমুখানেকহেতুশ্চৈক্যং,
 ক্ষিপ্তং পাদত্রয়োক্তং শ্রুতিহৃদয়সমুদঘাটনাদম্বরক্ষং ॥১৫১॥
 জিজ্ঞাস্ত্বেন সিদ্ধেঃ স্থিরচরচিদিদেহিনি ব্রহ্মতত্ত্বে,
 শ্রুত্যাশ্রয়েব সূক্তাস্বরসগতিরিয়ং কারণান্নায়বাতাম্ ।
 বাধং রোধং চ বাহ্যাস্তরমিহ বহুধা বর্ণয়ন্তো মুসল্যা,
 নিকাল্যেরন্ পরস্তাম্মিষদুপনিষদাং নিশ্চলত্বপ্রসিদ্ধৌ ॥১৫২॥
 আদৌ জিজ্ঞাস্তাতাস্তাং বহুবিহতিহতা সহতাং লক্ষণোক্তিঃ,
 মুদ্র্যামঃ শাস্ত্রবোনিপ্রলপিতমপি বঃ স্মাৎ সমন্বিত্যপোক্তিঃ ।
 সূত্রেত্রেতৈঃ ক্ষুটাইথৈঃ সবিষয়বচনৈর্নির্বিশেষৈক্যপক্ষে,
 মুখ্যাক্ষ্যাত্তৈঃ স্বধর্ম্যঃ প্রকৃতিপুরুষতো ভেদবাদঃ কথং স্মাৎ ॥১৫৩॥
 ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রপতন্ত্রস্ত্রীমদেকটনাথস্য বেদাস্তাচাৰ্য্যস্য
 কৃতিমু অধিকরণসারাবল্যাং প্রথমস্তাধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ ॥১৫৪॥

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।

অথ স্মৃত্যধিকরণম্ ॥১॥

তত্তাদৃক্ তর্কতন্ত্রক্রম-নিপুণমহাবুদ্ধিসন্তোষসিদ্ধিঃ,
 যদ্যপ্যুক্তেন লভ্যা তদপি মূঢ়ধিয়াং হৈতুকাস্কন্দশঙ্কী ।
 স্মৃণাখাতক্রমেণ স্থিরয়তি কথিতং ব্রহ্মণঃ কারণত্বম্,
 কার্য্যত্বং যন্ত যাদৃক্ শ্রুতিভিরবগতং তন্ত তত্তাদৃশঞ্চ ॥১৫৪॥
 পাদদ্বন্দ্বং দ্বিতীয়ে পরিহরতি পরে কারণে বাহ্যপীড়াম্,
 কার্য্যদ্বারেণ পাদাস্তরযুগমুদয়ত্যান্তরক্ষোভশাস্ত্রৈঃ ।
 হেতুত্বযোগভঙ্গঃ প্রথমমিহ বিভোস্তন্ত সার্বত্রিকত্বা-
 যোগক্ষেপঃ পরস্তাং ফলতি স চ ভবেচ্ছ্রীতনিত্যং বিহায় ॥১৫৫॥
 তন্ত্রচ্ছায়ানিদানে স্বয়মুপনিষদামান্তপর্ঘ্যে নিরুক্ষে,
 তন্ত্রেভ্যো দুর্বলত্বাৎ তদমুসরণমিভ্যুজ্জিহীতে পরোহন্ত ।
 ইৎং সত্যত্র তর্কত্বম্ভূতিনয়-প্তনাভিক্রমং তন্তদর্শনং,
 প্রত্যক্ষৈর্বারয়িত্বা তদুচয়তি চলিতং পাদতঃ প্রাচ্যমর্থম্ ॥১৫৬॥

নির্গীতং কৰ্ম্মকাণ্ডে স্মৃতিনয়বিহতো নিশ্চলঙ্ঘ্যঃ শ্রুতীনাং,
চৰ্চা তৎসিদ্ধয়েহসৌ পুনরিত্তি বিফলঃ শ্রাদ্ধিতীয়ান্তপাদঃ ।
মৈবং গন্তীরনানাশ্রুতিশিখরপরিচ্ছেদ্যদুৰ্ব্বোধতয়া-
মাণ্ডোক্ত্যা তর্কতশ্চ ক্ষমমমুসরণং পশ্যতো হত্র ভঙ্গঃ ॥১৫৭॥
ষাভ্যাং স্মৃত্যা বিরোধং পরিহরতি ততস্ত্বর্ঘ্যভিস্তর্কবোধম্,
তেনোপাদানভাবং দ্রুতয়তি তু বিভোঃ কর্তৃত্বং তদ্বয়ং চ ।
তত্ত্বক্ষেপান্তুলা গ্রন্থয়-নমনসমুদ্যমনীত্যা প্রবৃন্তে,
শঙ্কাবর্গে পরীক্ষা সমনিহিতমতিঃ পক্ষপাতং রূপক্ৰি ॥১৫৮॥
স্মৃজ্য শ্রুতৌব গীতঃ কপিলঋষিরসৌ বাসুদেবাংশভূতঃ,
খ্যাতো রামায়ণাদৌ প্রাণিনিপুণধীর্বক্তি বেদান্ততত্ত্বম্ ।
তস্মাদস্মদ্বিদুরে শ্রুতিশিরসি তদুজ্জৈব নিষ্কৰ্ণং স্মাৎ,
ন শ্রাদ্ধেকার্থ-মধ্যান্তনববহগিরা তত্র তদ্বার্থসিদ্ধেঃ ॥১৫৯॥

অথ যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্ ॥২॥

বেদান্ পূর্ব্বং বিধাতাঃ লভত ভগবতঃ সর্ববিজ্ঞানিযুক্তো
বাগীশশৈচ্য তস্মাস্তদুদিতবিহতো কম্পনং বেদমুর্দ্ধঃ ।
মৈবং তস্মাপি বেদাপহ্রতিমুখবিপদদর্শনাৎ ক্ষেত্রিভাবাৎ,
ব্রাহ্ম্যাদিঃ সন্তবেদিত্যগতিকবিষয়ে পূর্ব্ববম্ভির্বহামঃ ॥১৬০॥

অথ বিলক্ষণত্বাধিকরণম্ ॥৩॥

বিশ্বং ত্রৈগুণ্যবৎ স্মাৎ ত্রিগুণত উদিতং নাসমাদিত্যযুক্তম্,
সর্ব্বাকারেণ সাম্যং কুচিদপি ন ভবেৎ কেনচিৎ সাম্যমিচ্ছম্ ।
ভগ্না হেতুব্যবহোচিতগুণসমতা গোময়াদৃশ্চিকাদৌ,
স্থূলং যতি চেশঃ প্রকৃতিতনুরতঃ সর্ব্বচোছোপমর্দঃ ॥১৬১॥
ঈক্ষা তাদৃগ্ বহু স্মামিতি সতি পঠিতা তেজসোহপাং চ দৃষ্টা,
সালক্ষণ্যং ততঃ স্মাজ্জগত ইতি যদুপ্রজ্ঞপার্শ্বস্থচোত্তে ।
তত্ত্বমুর্ধেঃ পরশ্চক্ষণমিদমিতি তদ্বাক্যভাবাপলাপী,
সামান্যোপাভিমানি-ব্যবহরণমিহ ব্যাহরৎ পূর্ব্বপক্ষী ॥১৬২॥

অথ শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্ ॥৪॥

সংবাদাদক্ষপাদ-ক্ষপণক-কণভুগ্ভিক্ষুপক্ষেপণনাম্,
বিশ্বং তন্ধেতুকং শ্রাদ্ধিতি মৃদুমতিভিঃ শ্রাবরাহক্রমোক্তৌ ।
অন্যোহন্যব্যাহতার্থস্থপুটিতকুহনা যুক্তিদোষাপনুতৌ,
ভাতি ত্রৈবাস্তুসূর্য্যঃ প্রতিমততিমিরস্তোমকুক্কিষ্ণুরিনঃ ॥১৬৩॥

অথ ভোক্তাপ্রাপ্ত্যাধিকরণম্ ॥৫॥

একো যশ্চাস্তি দেহঃ স ভবতি বিবিধানস্তদুঃখৈকভোক্তা,
বিশ্বং দেহঃ প্রভোশ্চৈব স কথমতিপতেবিশ্বদুঃখানুভূতিম্ ।
ইথং জীবেশসীমামপলপিতুমনাঃ কোশভাজা শ্রুতীর্নাম্,
সম্রাড্ভূত্যাদিনীত্যা শমমিহ লভতাং সাম্য-বৈষম্যদর্শী ॥১৬৪॥

অথারম্ভণাধিকরণম্ ॥৬॥

কার্য্যং ধর্ম্মৈবিরুদ্ধৈঃ কট ইব শকটাৎ কারণজব্যতোহন্যৎ,
ব্যাপারঃ কারকাণাং বিফল ইতরথেষ্ট্যর্কিবৈনাশিকোক্তৌ ।
জ্যৈষ্ঠ্যেকোহপ্যস্ত সর্ব্বং তদভিমতদশাভেদতোহসচ্ছৃতিশ্চে-
ত্যধ্যক্ষাৎ লাঘবাচ্চ শ্রুতিকথিত-জগদ্রূপাতাদাত্ম্যমুক্তম্ ॥১৬৫॥
মায়োপাধি-স্বশক্তিব্যতিকরিত-পরব্রহ্মমূলঃ প্রপঞ্চঃ,
যেষাং, তেহপ্যদ্বিতীয়শ্রুতিমবিতথযন্ত্যত্র তত্ত্বদিশিষ্টে ।
অপ্রাধাত্যন্তথা নঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োঃরম্ভরাগ্ন্যপ্রধানে,
ব্যাকোহস্মিন্ স্থূলসূক্ষ্মাষয় ইতি জগতোহনন্ত্যভাবোপপত্তিঃ ॥১৬৬॥
বিশ্বারম্ভে বিবর্ত্তং শকলপরিণতিং শক্তিশেষস্ত সূতিম্,
ব্যক্তুল্লার্সৌ বিশ্বস্থিঃ বিকৃতিমনিয়তাং তদ্বপঙক্তৌ চ সৃষ্টিম্ ।
তত্ত্বদ্ব্যেকৈকদেশে স্বরস ইতি মুখা কল্পয়ন্তস্ত মুখাঃ,
সর্ব্বশ্রুতৈকরম্ভপ্রণয়িভিরধরীচক্রিরে ভববিস্তিঃ ॥১৬৭॥

অথৈতরব্যাপদেশাধিকরণম্ ॥৭॥

উক্তেনন্যপক্ষে চিদপি পরিণতিত্রক্ষণঃ স্তান্ততন্ত-
জ্জীবৈক্যং তদ্ব্যমস্তাভবগতমহতং দুঃখসিদ্ধুচ্চ জীবঃ ।
অভ্রান্তস্ত স্বদুঃখং ন সৃজতি ন চ তৎক্রীড়য়াপ্যস্ত মৈবম্,
তাৎস্থ্যোনানন্তোক্তেস্তদপি চিদচিতোন্তুচ্ছরীরহসিদ্ধেঃ ॥১৬৮॥

অথোপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ॥৮॥

শক্তৌ কর্তৃ-প্রকৃত্যোরূপকরণগণোপস্থিতৌ কার্যাকৃষ্ম্,
তস্মাদগ্রে সদেকং কিমুপকরণয়েদিত্যসচ্ছক্তিভেদাৎ ।
ক্ষীরায়স্কাস্ত-লুতা-ত্রিদশমুনিমুখান্ বাক্য তোষ্টব্যামস্মিন্,
সকল্লাদেব জীবো মুদতি নিজবপূর্ব্বিধরূপান্তথেষঃ ॥১৬৯॥

অথ কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাধিকরণম্ ॥৯॥

কৃৎস্নং কার্যাত্মনা চেৎ পরিণমতি পরং নাবশিষ্যেত কিঞ্চিৎ,
যত্ত্বংশান্নিকলঙ্ঘ্যপ্রতিবিহতিরিদং স্তাদবিশিষ্টেহপি তস্মিন্ ।
ব্রহ্মোপাদানতৈবং ন ঘটত ইতি চেম্ম স্বপক্ষেষু সাম্যাৎ,
তন্মানাৎ তদগৃহীতৌ প্রতিমিতমিতি তল্লোকবৎ স্বীকুরুষ ॥১৭০॥
সংযোগাখ্যং হি কার্যং বিভূ-তদিতরয়োঃ স্তাদগুনাং মিথো বা,
কাৎস্থ্যোনাংশেন বা তদ্বিহতমিতি বদন্ শূণ্যবাদে নিমজ্জেৎ ।
সাংখ্যোহপি প্রাহ বিভূীং প্রকৃতিমিতি কথং ন্যূনস্বস্থিস্ততঃ স্তাৎ,
মায়াদিষ্বেবমুহ্যং নিগম-নিগদিতা ত্বক্ষতা পদ্ধতির্নঃ ॥১৭১॥

অথ প্রয়োজনবত্বাধিকরণম্ ॥১০॥

আত্মার্থা বিশ্বস্থিঃ কথমপি সততাবাপ্তকামস্ত ন স্তাৎ,
কারুণ্যাদ্দুঃস্থস্থির্ন ভবতি ন চ সা সর্ব্বশক্তেশ্চিকিৎসা ।
সর্ব্বজ্ঞঃ স্বাক্ষাত্ত্বপ্তদ্বিহ ন জগতো হেতুরিত্যাক্চোত্তম্,
লীলাসৌ লোকবৎ স্তাদভিমতিসময়ে সিদ্ধিতত্ত্বাপ্তকামঃ ॥১৭২॥

বিশ্বং দুঃশৈকতানং বিষমমপি সদা নির্মাণশ্চ লীলা,
 সংজায়েতাসমঞ্জস্ক্রমত ইতি ভবেমির্দয়ত্বাদিদোষঃ ।
 মৈবং বীজাকুরাদিক্রমবিষমভবানাদিকর্মোঘভাজাম্,
 জীবানাং সৌতি তত্ত্বং ফলমিতি করুণা-সাম্যোরপ্রহাণাৎ ॥১৭৪॥
 দৃষ্টত্বায়েন বিশ্বপ্রজনকচিদচিস্তত্ত্বভেদপ্রকুণ্ঠো,
 স্বেচ্ছপ্রত্যাখিন্মোপনয়ননিয়তব্যাপ্তিবৈয়াকুলী স্তাৎ ।
 অত্যস্তাদৃষ্টমর্থং ভণিতুমধিকৃতাচ্ছান্ততঃ সর্বকর্তৃঃ,
 সিন্ধৌ বাধাত্তনহঁপ্রমিতিপরবতী সর্বধর্মোপপত্তিঃ ॥১৭৫॥
 সাংখ্যস্মৃত্যা বিরোধাদ্বিধিমতবিহতেঃ কার্য্যবৈরুখ্যতোহস্মিন্,
 একার্থানেকতন্ত্বোদিতবিহততয়া দেহভোগাবিযুক্ত্যা ।
 কার্য্যোপাদানভেদাৎ স্বহিতবিহতিতঃ কারকন্তোমহানেঃ,
 কৃৎস্নাংশাদুহবাধাৎ কৃতিবিফলতয়াপুথিতং প্রত্যবিক্ধ্যৎ ॥১৭৬॥
 ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্বস্বতন্ত্বস্য শ্রীমদ্বৈকটনাথস্য বেদাস্তাচাৰ্য্যস্য
 কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২১॥

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়াঃ পাদঃ ।

রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥

বাধাভাবাদকম্পে স্থিতবতি নিগমৈত্র্যঙ্গ-হেতুত্ববাদে,
 ভূয়ঃ কিং বীতরাগো বদতি পরপরীবাদমাত্রৈত্যুক্তম্ ।
 প্রথ্যাতঃ প্রাচ্যনৈকপ্রতিসময়ভবগ্নন্দসন্দেহশাষ্ট্র্যে,
 তুল্যত্বভ্রান্তিসিদ্ধা প্রকরণসমতা তর্কপাদে হি বার্য্যা ॥১৭৭॥
 ষড়্‌বিংশালম্বি সাংখ্যং স্ফুটতরপঠিতং ভারতে যোগতুল্যম্,
 তৎস্বহাৎ পঞ্চবিংশস্তিতি চ নিগদিতঃ সর্ববতন্ত্বাস্তুরাত্মা ।
 তস্মাৎ সেশানতন্ত্বং শ্রুতি সমধিগতং স্থাপয়িত্বাথ সূত্রৈঃ,
 পক্ষং দ্বীশানপেক্ষং প্রতিবদতি ন্যৈরুৎকটপ্রত্যবায়ম্ ॥১৭৮॥
 অব্যক্তাদীন পদার্থানশুমিতিমুখতঃ স্থাপয়ন্তঃ স্ববুদ্ধ্যা,
 ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ববাদঃ প্রভৃতিষু ন কথং সঙ্গমিচ্ছন্তি সাংখ্যাঃ ।
 তুল্যাক্ষেপোপপত্তৌ শ্রুতিনিয়তিমুচ্যং কল্পনাঃ সম্মুশস্তো
 দৃষ্টং নাপেক্ষুবীরন্ লক্ষ্যমশুমিষুঃ শেষমিচ্ছন্তি শাস্ত্রাৎ ॥১৭৯॥

কার্যঃ কিঞ্চিৎ কুবিন্দপ্রভৃতিবিরচিতং দৃশ্যতেহগচ্চ সৰ্বম্,
কর্তৃত্বায়ত্তং প্রভং তৎ কচিদপি ন পরাধীনতাভঙ্গদৃষ্টিঃ ।
পদ্ম-ক-ক্ষীর-পাথস্থগজলদতড়িরাযয়স্কাস্তপূৰৈঃ,
দৃষ্টাষ্টৈশ্চৰ্ণ স্বদিষ্ঠং ফলতি তদখিলং চেতনাধিষ্ঠিতং নঃ ॥১৮০॥
নবত্রাচেতনানাং স্বসমুচিতবিধৌ কত্র ধীনস্বমুক্তম্,
শাস্ত্রারম্ভে বিধাতুৰ্য্যমুদদমুমিতিং কিং পরঃ সূত্রকারঃ ।
প্ৰচ্ছেয়ং নাতিতুচ্ছা, শৃণু তদবহিতঃ সৰ্বকুমাৰমাতুম্,
নাপহ্লোভুং চ শক্যস্তদুভয়নিয়মাদর্শনাদিত্যমংস্ত ॥১৮১॥
সম্বাষ্ঠান্ দ্রব্যভেদাংস্ত্রিগুণমিতি সমাহারতঃ কল্পয়ন্তঃ,
তেষাং নিতাং বিভূষে সমবিষমদশাশ্রিত কীদৃগ্ বদেয়ঃ ।
অন্তোন্তাধ্যাসকুণ্ডিঃ প্রকৃতিপুরুষয়োৰ্ভোগমোক্ষোপপত্তৌ,
ছায়াপত্যাদিনীত্যা কথমিয়মুভয়াচেতনেষে ঘটেত ॥১৮২॥
পুংসাং ভোগাপবর্গপ্রভৃতি ফলমিদং তচ্চ সৰ্বং প্রধানৈ,
দ্রষ্টৃস্বাদেশ্চ কুণ্ডিঃ পুরুষ ইহ পৃথগ্দ্রষ্টৃতাদিশ্চ বুদ্ধৌ ।
মুক্ত্যৈ বদ্ধস্ত শাস্ত্রং মূনিরকৃত ততো নিত্যমুক্তোহস্মি চেত্যা-
ত্মন্তোন্তব্যাহতোক্তিং বৃষলপরিণয়ে জৈনভক্তা জপন্ত ॥১৮৩॥

অথ মহদীর্ষাধিকরণম্ ॥২॥

কল্যোপাদানমেকং পরমমহদধিক্ষিপ্য নানাবিধাণু-
পাদানৌষশ্চ দৃষ্টাৎ সমাধিকবপুষঃ কল্পনেহনিষ্ঠমাহ ।
প্রাজ্ঞাধিষ্ঠানশূন্যপ্রকৃতিপরিণতিঃ প্রাণনিরস্তাথ সেশম্,
সূক্ষ্মাণুদ্রব্যমূল-দ্ব্যণুকমুখজগৎস্থিতিপক্ষং পিনষ্টি ॥১৮৪॥
প্রাগেবারম্ভগোক্তাবপহতিবিষয়া প্রাগসদ্রব্যকুণ্ডিঃ,
কাণাদানামিদানীং ক্ষিপতি বহুমুখং কারণপ্রক্রিয়াংশম্ ।
ত্রৈধা হেতৌ বিভক্তে ত্ৰণুমিতিশরৈণেন্তত্তদংশৈর্ধর্গাইম্,
ব্যাঘাতাদীন বিকল্পক্রমবিবিধগতীন ব্যাহরত্যত্র সূত্রৈঃ ॥১৮৫॥
দৃষ্টস্তাণোঃ প্রসূতিং দ্বাণুকমণুমপি স্থাপয়ন্তোহমুমিত্যা,
দৃষ্টাকারানুসারাম্ নিরবয়বতাশ্চ বক্তুং ক্ষমেরন ।
সৰ্বং সংহত সূক্ষ্ম প্রমিতিপরবতাং জালকালোক-লক্ষ্যে,
তত্ত্বাগাম্ খ্যাপয়েষা শৃতিরফলতয়া দ্বাশ্রপৰ্যোগে নেয়া ॥১৮৬॥

বিশ্রাস্তিন্ কচিচ্চেদবয়বনিবহানস্ত্যতো মানসাম্যম্,
 মাষ-ক্ৰোণীভূতোঃ শ্রাদিতি যদি, তদসৎ তারতম্যাদনস্তে ।
 বৈষম্যং পক্ষমাসপ্রভৃতিষু নিয়তং নহ্ননস্তেষনিষ্ঠম্,
 পারাবর্য্যঞ্চ জাত্যোৰ্ণ কিমমুকথিতং ব্যক্ত্যানস্তত্ৰসাম্যে ॥১৮৭॥
 নাদৃষ্টং কিঞ্চিদনুচ্ছ তিসরণজুযাং দেবতামুগ্রহাদে-
 রন্যত্রে তস্ম তজ্জৈরধিকযতনবৎ কুণ্ডিরাদৌ ব্যুদস্তা ।
 যত্রে ষড়্ভানপেক্ষাং ন কিমমুমমুতে শ্রাদদৃষ্টেহপি তদ্বৎ,
 ভূতশ্রাদদৃষ্টবাদে দ্ব্যণুকৃদণুগতাদৃষ্টকল্লোহত্র লূনঃ ॥১৮৮॥
 নিত্যং সম্বন্ধমেকৈ নিজগদুরপৃথক্সিদ্ধসর্ব্বাসু বৃত্তম্,
 নিত্যং নিত্যোষ্যনিত্যোষপি কতিচিদিমং তাবদায়ুক্কাহঃ ।
 তদুদ্বন্দ্বদ্ব্যভাবপ্রতিনিয়তিমুচাং শ্রাম তেন ব্যবস্থা,
 গুৰ্ব্বী ত্বন্যস্ত কুণ্ডিঃ কথমধিকজুযাং নানবস্থা ন দোষঃ ॥১৮৯॥
 নিধূতে সূত্রকারৈরবয়বি-পরমাণুত্বকে দ্রব্যাবর্গে,
 বিশ্বং ব্যাপ্ত্যেকলক্ষ্যং পরমমহদসৎ শ্রাদথাদ্রব্যমেব ।
 মৈবং দৃষ্টামুতৎসংহতি তদুভয়সম্বন্ধসিদ্ধেরবাধা-
 দাগন্তুকোণিতাঠৈঃ শ্রুতিরপি জগদারম্ভগং বস্তুগীতি ॥১৯০॥

অথ সমুদায়াদিকরণম্ ॥৩॥

বাহ্যোক্তাচারভাগঃ শ্রুতিবিহতিবশাচ্ছৈমিনীয়ে নিরন্তঃ,
 তদ্ব্যংশং তর্কিতং তৈঃ প্রতিবদতি গুরুজৈমিনেরত্র পাদে ।
 নিধূতে তত্র পূর্ব্বং নিরুপধিকনয়ৈরর্কবৈনাশিকোক্তে,
 পক্ষান্ বৈনাশিকানাং জিনগিরিশ-মতক্ষেপতঃ প্রাক্ ক্ষিপোতি ॥১৯১॥
 বুদ্ধোহসৌ স্বাবতারৈঃ সহ পরিগণিতং শ্রীধরেণ স্বশাস্ত্রে,
 সর্ব্ববজ্ঞো নৈব মুহুম্ম চ নিখিলসুহৃদ্বিপ্লিপ্সিত কঞ্চিৎ ।
 তস্মাৎ বুদ্ধোক্তভঙ্গে ভজতি ভিহুরতাং সাহস্রাদীতি চেম্,
 স্বাভীষ্টপ্রত্যানীক-প্রমথনমনসা মোহনাদিপ্রবৃত্তেঃ ॥১৯২॥
 দুর্বারা মোহনেচ্ছা নিখিলজনয়িতুঃ কেন মোহোহন্থা নঃ,
 তস্মাৎ কন্দ্যামুরূপং দিশতি ফলমসৌ তদ্ব্যবোধং ভ্রমং বা ।
 শ্রোক্ত্যাদেঃ সিদ্ধমেতন্নিরুপধিবিষমো নৈব তস্মাৎ সমোক্তিঃ,
 কারুণ্যাবিপ্লিপ্সা ন যদি বৃজ্জিনজং নেশনিম্নং ফলং শ্রাৎ ॥১৯৩॥

কল্পো বোদ্ধেতি সৰ্বে স্মৃগতমতবিদো বোধ্যমধ্যক্ষমেকৈ,
 বুক্ষাকারানুমেয়ং কতিচন কতিচিদ্ বোধ্যমিথ্যাহমাহঃ ।
 তন্তুল্যাত্মায়তোহন্তো ধিয়মপি জগদ্বঃ সংবৃত্তেরেব সিদ্ধাম্,
 তান্ সৰ্ববাংস্তৰ্কমানৈর্দ্যতি দিতিজগুন্ননন্ত বৈভাষিকাদীন ॥১৯৪॥
 একদ্বাদিশ্চত্বৈর্ঘদণ্ডভিন্নথবা তন্তদেককস্বভাবৈঃ,
 ক্ষোণীদেহাদিপুঞ্জপ্রভৃতিরিতি সমাভাষি বৈভাষিকেন ।
 জ্ঞানাদানাদি তত্র ক্ষণভিন্নরতয়া বোধ্যবুদ্ধোৰ্ণ সিধ্যো-
 মিৰ্বাধা প্রত্যভিজ্ঞাপ্যনুমিতিমথনৌ শেষমন্তত্ৰ সূক্তম্ ॥১৯৫॥
 বোধেষ্টাকারভেদং নিজমুপরিতনেষ্পৰ্যয়ন্ প্রাক্তনোহর্থঃ,
 তদ্বৈচিত্র্যানুমেয়ঃ কচিদপি ন তদাধ্যক্ষতেতি প্রজন্মন্ ।
 প্রাক পশ্চাচ্চ প্রবৃত্তৈর্বিহতিবহুলতাং গৌরবঞ্চ ক্রবাণৈঃ,
 শিক্ষাদক্ষৈঃ সযুথৈর্দমিত উপশমং যাতু সৌত্রাস্তিকাত্মাঃ ॥১৯৬॥

অথোপলক্ষ্যাদিকরণম্ ॥৪॥

ন গ্রাহগ্রাহকৌ স্তঃ কচিদপি বিবিধানাদিসন্তানচিত্রো-
 বুক্ষাত্মা ত্র্যাত্মকোহন্ত স্কুরতি ভবদশাতিক্রমে স্বাত্মনৈব ।
 যোগাচারোক্তিরিথং বিষয়-বিষয়িণোরৌধবাবধৌ সমানৌ,
 মদ্বানৈবীরণীয়া স্বপরিভিজ্ঞানাত্তত্র ন কাপি সিধ্যোৎ ॥১৯৭॥
 বুদ্বৈক্যং বোধ্যবুদ্ধোৰ্ণ ঘটত ইহ তে সত্যায়োরন্তর্যোবা,
 ভিন্নত্বে গ্রাহলক্ষ্মক্ষতিমভিমনুষ্যে নাত্র চিত্তৈক্যমর্থম্ ।
 চিত্তদ্রব্যং গুণং বা কিমপি ন চ বিদুঃ যেহপি ভিন্নৈকরূপম্,
 তেনাত্মাত্ম্যতিবাদে স্থিতিমিহ ভজতু স্বপ্রকাশত্বমাত্রো ॥১৯৮॥

অথ সৰ্বথানুপপত্ত্যাদিকরণম্ ॥৫॥

সম্বৎসরস্য দ্বয়ে চ দ্বিতয়পরিহৃতাবপ্যনিষ্টপ্রসঙ্গৈঃ,
 সৰ্বং শূন্যং চতুষ্কোটিভিত্তিমিত্তি নামানতঃ স্বেচ্ছবাদাত্ ৷
 অক্ষোভাস্তৎপ্রহাণে পরমতমসতী সংবৃতির্নার্থসিদ্ধ্যৈ,
 তস্মাদিথং নিষেধো নিরূপধিক ইহ কাপ্যদৃষ্টো ন কল্যাঃ ॥১৯৯॥
 প্রাকপশ্চাৎ সম্বৎসরগণন-কুসুমবৎ স্তান্ন মধ্যোহপি কার্যম্,
 মৈবং তদ্বৈব দৃষ্টেইব যদি কথমলৌ মধ্যকার্যাদিশঙ্কঃ ।

কার্য্যারম্ভে নিদানং বিকৃতিমুদ্রত নেতাদিচিস্তাপি বন্ধা,
 সামগ্র্যা কার্য্যাসিদ্ধেৰ্ভজতি চ গুণতাং কারণস্থানবস্থা ॥২০০॥
 সাধ্যং হেতুস্তদঙ্গপ্রভৃতি চ যদি বঃ সংবৃত্তেরেব সিধ্যে-
 দশ্মদ্বাক্যানুরোধাদিহ ন কথমসিদ্ধাদিদোষা ভবেয়ুঃ ।
 তত্র প্রামাণ্যবুদ্ধির্ন যদি পঠত তস্মানমিত্যস্মদুক্তিম্,
 বস্তুস্থিত্যা ন মানং তদিতি যদি সমং তস্মাত্ত্বাপেক্ষেহপি ॥২০১॥
 অখ্যাতিভ্রুতখ্যাধীর্বিষয়রহিতধীঃ সানধিষ্ঠানবুদ্ধিঃ,
 বাহ্যার্থাকারযোগঃ সদসদিতরধীঃ শূন্যধীরাশ্বধীশ্চ ।
 ভ্রান্তৌ সর্বত্র তত্ত্বংপরমতকথকৈরাদৃতাঃ পক্ষভেদাঃ,
 প্রায়ো বুদ্ধির্ঘথার্থী শ্রুতিবিদভির্মতা কাপি ভেদাগ্রহাদি ॥২০২॥

একস্মিন্সমস্তবাধিকরণম্ ॥৬॥

সংবাদাৎ কাপি ভাগে জিনমুনিবচসঃ শেষমপ্যন্তু মানম্,
 তস্মান্তেনোপরোধোপনিষদিতি কচোল্লঙ্ঘনানাং দুর্শা ।
 বৈষম্যাত্মপি দৃষ্টের্ন যদি স্তগতবাগেবমেবান্ত সত্য,
 তেনাত্মোক্ত্যং নিরোধাৎ পুরুষবচনয়োরপ্রকম্প্যা শ্রুতিনঃ ॥২০৩॥
 সচ্চাসচ্চ দ্বয়ঞ্চ দ্বিতয়সমধিকং তচ্চ পূর্বৈবঃ সহেতি,
 ত্বাদস্তীত্যাদিবাচা পরিহিতগগনৈর্গীয়তে সপ্তভঙ্গী ।
 ব্যাঘাতস্তৈর্যদীষ্টঃ স্বসময়বিহতির্ঘটনিষ্টঃ পরোক্তেঃ,
 তদ্বাকৈর্যন ক্ষতিঃ ত্বাম চ নিরুপধিকঃ কাপ্যসম্বাদিযোগঃ ॥২০৪॥
 বুদ্ধিহ্রাসৌ যথার্থং প্রতিলম্বু ভবিনাং দেহভঞ্জে বিমানম্,
 মুক্তৌ নিত্যোদ্ধ্বানপ্রভৃতিগুরুতয়া নিত্যাশ্রিতং ক্ষমাদেঃ ।
 ধর্ম্মাদেব্যাপকত্বং গগনবদথবা তাদৃশং পুদ্গলত্বম্,
 দুস্তকৈঃ কল্পয়ন্তুঃ শ্রুতিনয়কুশলৈর্দূরমুৎসারণীয়াঃ ॥২০৫॥

অথ পশুপত্যধিকরণম্ ॥৭॥

সর্বং জানাতি রুদ্রঃ শ্রুতিষু চ মহিষ্ঠং সত্যবাদী চ দৃষ্টঃ,
 প্রখ্যাতিস্তত্ত্বত্বক কচিদুপনিষদীতাস্ত মানং তদুক্তিঃ ।
 মৈবং দেবেন দৈত্যপ্রমথনরুচিনা মোহশাস্ত্রাণি কুর্বি-
 ত্যাদিকৌ হেব তন্ত্রং নিজমকৃত তত্ত্বস্তম শিষ্টোপজীব্যম্ ॥২০৬॥

প্রাজাপত্যে হি বাক্যে প্রকটমুপনিষৎ প্রাহ দেহান্নবাদম্,
 চক্রে লোকায়তন্তং সুরগুরুরভজ্ঞোহননং মুকুন্দঃ ।
 কণ স্থানে চ লৌকায়তিকপরিব্রূতা ভারতেহপি প্রগীতাঃ,
 কার্যার্থং বিশ্লবন্তুদিহ পশুপতেন্তদেবোপপন্নঃ ॥২০৭॥
 শৈবাত্মাত্ম্যাবিশেষৈঃ পশুপতিসময়ঃ স্মাচ্চতুর্ধাশ্চ বা,
 শ্রুত্যান্মোন্তং চ বাধঃ স্মুট ইহ তদসৌ শাপদ্রুষ্ঠাই উক্তঃ ।
 অগ্রাহান্ ভৌতিকানামনুশ্চ তনিগমাঃ সন্মরুন্তংপ্রবিষ্টান্,
 তেষেহপ্যত্রাত্ম্যাত্মং স্নগতজিনমতানন্তরোক্তিঃ ক্রমাগ্না ॥২০৮॥
 নির্ধা সর্বেষু নারায়ণ ইতি বচনাক্ষেপ্তব্যাতোক্তে-
 র্মনহোক্ত্যা চ তত্রাস্তরমপি মহিতং বেদবস্তুরতাদৌ ।
 নাতো বৌদ্ধাদিবন্তমিরসনমিতি চেৎ সত্যমংশে তু বাধঃ,
 স্মাস্মাসৌ পঞ্চরাত্রৈ কচিদপি তদিহ স্বীকৃতিবেদতুলাঃ ॥২০৯॥
 দৃশ্যন্তে সংগৃহীতা জগতি হি সময়াস্তে চ রাজ্ঞানুপালাঃ
 তস্মান্নঃ পক্ষপাতঃ কচিদনুচিত ইত্যর্ভকপ্রায়চোত্তম ।
 মুঞ্চৈরশ্চে গৃহীতা ভবতু সময়সংরক্ষণোক্তিশ্চ ধর্ম্যো,
 নিষ্ঠৈক্যোক্তিস্তদন্যগ্রহবিহতিপরা তদ্বিক্কোক্তিদৃষ্টে ॥২১০॥

অথোৎপত্ত্যাস্তবোধিকরণম্ ॥৮॥

প্রামাণ্যং কৰ্ম্মকাণ্ডস্মৃতিনিয়বশতঃ সাক্ষ্যতস্তাপি সিদ্ধম্,
 পাদেহস্মিন্ সংগতিশ্চ প্রতিমতদমনে নাস্ত্যমুশ্চেতি চেম্ ।
 প্রত্যর্থিৎ বিরোধভ্রমমপনয়তা পঞ্চরাত্রস্য বার্যাম্,
 দুস্তর্কাদুখিতোক্ত্যা তদিতরসময়েষিত্যনুসূতসিদ্ধিঃ ॥২১১॥
 দৃষ্টাস্মিন্ বেদনিন্দেতানভিমতমুঘেঃ সাক্ষ্যে বৈদিকত্বম্,
 মৈবং বৈশম্ভমূলস্ততিপরবচনে বেদবৈরন্তহানেঃ ।
 সংগৃহ্মায়সারং প্রণয়তি ভগবাংস্তুঙ্কি ভক্তানুকম্পী,
 শ্রোতাঃ স্মার্তাদিবচ্চ ব্যভজদিহ বিভূবৈদিকং তাত্ত্বিকং চ ॥২১২॥
 বেদানাং মানতোক্তেস্তদনুসরণতঃ স্বশ্চ তস্মলতোক্ত্যা,
 ব্যাবৃতিভীতি বাহ্যগমত ইতি ন তন্তুল্যভাবোক্তিরার্থী ।
 কা হানিঃ ক্ষুদ্রবিজ্ঞানবলমিতি যথা তাদৃশে বেদভাগে,
 মোক্ষস্ত প্রত্যয়ার্থং ভগণিষত পরং সাক্ষ্যে সিদ্ধিভেদাঃ ॥২১৩॥

জীবন্তোৎপত্তিমাং প্রথয়তি চ মনো জীবতত্ত্বপ্রসূতম্,
 তচ্চাহংকারহেতুং ব্যপদিশতি ততঃ পঞ্চরাত্রং ন মানম্ ।
 মৈবং জীবাদিবাচো হবিদধতি বিভোর্ব্যহভেদানিহাতঃ,
 তত্তত্ত্বাভিমানাম্নয়তিমধিগতা তেষু তত্তৎসমাখ্যা ॥২১৪॥
 জীবোহত্রানাত্তনন্তঃ কথিত ইতি তদ্বৎপত্তিপক্ষো নহীকঃ,
 শব্দঃ সঙ্কর্ষণাদিন্ কথমপি সমন্বতি জীবাদিমাং ত্রে ।
 শ্রোতশৃষ্টিক্রমশ্চ স্বয়মমুপঠিতস্তদ্বিরুদ্ধং ন কল্যাম্,
 তস্মাচ্ছ্রুত্যা মিথো বা ন বিহতিরিহ তৎতত্ত্বতাৎপর্যাদৃষ্টেঃ ॥২১৫॥
 সাংখ্যা বৈশেষিকাশ্চ শ্রুতিপরিপাঠিতং ধর্ম্মমৈচ্ছম্ তত্ত্বম্,
 তদ্বাচারৌ তু বুদ্ধকল্পপণকপশুপত্যাতিমু শ্রুত্যাপেতৌ ।
 বেদোপস্কারিবিষুঃস্মৃতিবদবিতথে পঞ্চরাত্রাখ্যাতস্ত্রে,
 তত্ত্বং ত্রয়ান্তসিদ্ধং চরণমপি সমং গৃহভেদাদিনীত্যা ॥২১৬॥
 স্মর্য্যন্তে পঞ্চযজ্ঞা মুনিভিরপি নমস্কারমন্ত্রেণ শূদ্রে,
 তত্রাধীতং ইবিদ্ধৎপ্রভৃতিপদমিহাপ্যংশতোহস্তাধিকারঃ ।
 যোজ্য্য দক্ষোক্তকালক্রমগতিরভিগত্যাডিভেদে তদ্বক্তে,
 গ্রাহ্যং পশ্বিষ্টিসোমপ্রভৃতিবদখিলং যুক্তিতঃ সংকলযা ॥২১৭॥
 জাতাবাচার্য্যশব্দঃ কুচিদিতি ন তথাচার্য্যদেবো ভবেত্যা-
 ত্তাম্মাতে তৎপ্রতীতিঃ স্মৃতিষু নিয়মিতাল্লক্ষণাৎ তৎপ্রবৃত্তেঃ ।
 তত্ত্বং স্তাৎ সাত্তাদাবগতিকবিষয়ে কুটিভ্রমো ন দোষঃ,
 বিপ্রাদেবত্র শাস্ত্রে স্থিতিরপি বহুধা ভারতাদৌ প্রসিদ্ধা ॥২১৮॥
 যোগাঃ সাংখ্যবৃদাসাৎ কণচরদমনাদক্ষপাদানুযাতা,
 বৌদ্ধোন্মাথেন লোকায়তমুষ্টিধিয়ে জৈনভঙ্গাৎ তদ্বৃথাঃ । -
 পত্ন্যস্তস্ত্রে পশুনাং প্রকটিতবিহর্তৌ তাদৃশাপঠুনিষ্ঠা,
 ধ্বস্তান্তস্তুল্যতর্কীগমশরণতয়া সাকমস্মিন্ কুদৃগ্ভিঃ ॥২১৯॥
 পাদেহস্মিন্ কাপিলস্বৈঃ কণভুগনুগতৈবৃদ্ধবৈভাষিকাত্তৈ-
 যোগাচার্য্যভিধানৈঃ স্মৃগতমতরহঃশূন্যবাদপ্রসক্তৈঃ ।
 অহংসিদ্ধান্তভক্তৈঃ পশুপতিসময়স্থায়িভিঃচোপরোধম্,
 ক্ষিপ্তাথো পঞ্চরাত্রৈঃ শ্রুতিপথমবদ্বৎ পঞ্চমাস্মায়দর্শী ॥২২০॥
 ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতত্ত্বস্বতত্ত্বস্ত্রীমদ্বৈকটনাথস্ত বেদাস্তাচার্য্যস্ত
 কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥২২১॥

अथ द्वितीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ।

उपोद्घातः—

सर्वं साध्यास्तु नित्यं क्षणिकमखिलमप्यत्र वैभाविकाद्याः,
नित्यानित्यं समस्तं जिनपरिपठितां सप्तभङ्गीं पठस्तुः ।
नित्यानित्ये विभज्याप्यभिदधति विपर्यस्तं वैशेषिकाद्याः,
श्रुत्युपांस्तान् निरुक्तं श्रुतिभिरथ वियं प्राणपादो युनक्ति ॥२२१॥

अथ विरुद्धाधिकरणम् ॥१॥

पूर्वत्राधिक्रियायां पुरुषजनिवचो नित्यतोक्त्या निरुद्धम्,
व्योमोऽपस्तो तथैव स्थितिरिति वचसोर्याहर्तो वक्ति कश्चिद् ।
सिद्धास्ती व्योमस्थितिर्निगमशतमिता नाश्रुता सिद्धिरश्रुता,
वायुव्योमामृतोत्तिर्जनिविधिविहते ह्युक्तिवैषम्यमाह ॥२२२॥
तेजःप्राथम्यादुत्तेर्युतवचनतोऽहनःशकद्रव्याभावाद-
व्योमन्युःपक्षिवाक् श्राद्धपहितविषयैवाश्रयनीवेति चेत् ।
प्राथम्याश्रयतयाऽप्रथमपठनतः कल्लनेह्येन बाधाः,
किङ्कामर्त्योक्तितुल्याऽद्वयतपदमिहानेकवाक्यैककथ्याः ॥२२३॥
यौक्तः सकार्यवादः श्रुतिभिरनुमतो नावयव्यस्ति स्रज्याः,
तत्तद्वद्रवेषु नामाश्रयतजनसहायस्य स्रष्टिवदः ।
इक्ताः शक्यास्तवस्तव निरवयवद्रव्यवर्गेऽपि तस्याः,
व्योमन्युःपक्षिरुक्ता श्रुतिषु तदितरोऽपक्षितुल्या न बाध्या ॥२२४॥

अथ तेजोऽधिकरणम् ॥२॥

कूटस्थान् द्रव्यः श्राद्धजगदखिलमिदं पूज्यपौत्रादिनीते-
रेतस्याऽप्राण इत्याद्यपि सुगममिहेत्यादिरुहोऽत्र मोहः ।
प्राणश्चास्त्रादिपाठक्रमत इतरसंस्कारभेदेति प्रसङ्गाः,
इक्षानुसूतिदूक्तेः प्रथममिव परं सौति तत्तच्छरीरम् ॥२२५॥

ଅଥାତ୍‌ଆଧିକରଣମ୍ ॥୩॥

ଧ୍ରୁବାଂ ସର୍ବଂ ହି ନିତ୍ୟଂ କଥିତମବୟବି-ଧ୍ରୁବାଭଞ୍ଜେନ ପୂର୍ବମ୍,
 ନିତ୍ୟଂ ସୂତ୍ରକାରଃ ପୁନରପି ପୁରୁଷେ କିଂ ବିଶିଷ୍ଟାଭିଧତ୍ତେ ।
 ସତ୍ୟଂ ନାମାନ୍ତରାହାମିହ ଯୁଦତି ଦଶାଂ ଚେତନଶ୍ଚାନ୍ତୁପାଦେଃ,
 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ-ଉତ୍ତରଧର୍ମୋ ତଦିହ ନିୟମିତୋ ଶାନ୍ତର୍ଥୋ କ୍ଷେତ୍ରିଣୋଽପି ॥୨୨୬॥
 ସଚ୍ଛନ୍ଦାର୍ଥାତିରିକ୍ତଂ ଜନିମଦଖିଲମିତ୍ୟୁତ୍ତଦାନ୍ତ୍ୟାଦି ସିଦ୍ଧମ୍,
 ପ୍ରୋକ୍ତା ସ୍ତୃଷ୍ଟିଃ ଜୀବେ ନିରବୟବନୟତ୍ତ୍ୱସ୍ମରାଦୌ ନିରନ୍ତଃ ।
 ଜୀବୋଽପତିସ୍ତତଃ ଆଦିତି ନ ସଦକୃତାଭ୍ୟାଗମାଦିପ୍ରସଙ୍ଗାଂ,
 ନିତ୍ୟାହାଞ୍ଜକଠୋକ୍ତିଭିରପି ଜନନଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦେହାଦିଘୋଗଃ ॥୨୨୭॥
 ଦେହାନ୍ତାହେ ଜନିଃ ଶ୍ଚାମ୍ନ ତଦିହ ଘଟତେ ଜାତମାତ୍ରଂ ରାଗାଂ,
 ଜ୍ଞାନେ କିମ୍ବାଦିମେଷୋପଲମ୍ବପଟପ୍ରକ୍ରିୟାପାତ୍ର ଦୁଃସ୍ତା ।
 ଦେହେ ଗେହାଦିତୁଲ୍ୟା ମମକୃତିରନଘା ଦୋଷତତ୍ତ୍ୱକ୍ୟାମୋହଃ,
 କ୍ଷିପ୍ତଂ ଚୈକ୍ୟାନ୍ତୁମାନଂ ବଳବଦନ୍ତୁମିତେଃ ଶାନ୍ତତତ୍ତ୍ୱକୃତତଃ ॥୨୨୮॥
 ଦେହଂ ଦେହାତିରେକେ ତଦବଧିନିୟତପ୍ରାଣବୁଦ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷରମ୍,
 ସ୍ଥୀୟମାନଂ ଚ ନିତ୍ୟଂ ଶ୍ରୟସିଲୟିନଂ ସ୍ଥାୟୀମୁପ୍ୟାପବର୍ଗାଂ ।
 ଡିଂଶିରାଭଂ ସଦକ୍ତାବବିତଥବିକୃତୋ ଜୀବମିଚ୍ଛନ୍ତି ଇଥମ୍,
 ନିର୍ଦ୍ଧୂତା ଦୂରମତ୍ର ଶ୍ରୀତିଭିରିତରବଦ୍ଧାଦୋଷୋଽଜିବାତାଭିଃ ॥୨୨୯॥

ଅଥ ଜ୍ଞାଧିକରଣମ୍ ॥୪॥

କୈଶ୍ଚିଜ୍ଞାନହମାତ୍ରଂ କଥିତମୁପାଧିଜା ଜ୍ଞାତୃତୈବାନ୍ତନୋଽନ୍ତେଃ,
 ତତ୍ରାନ୍ତାୟାଦିବାଧଂ ପ୍ରଥୟତି ବିବିଧଂ ଜ୍ଞୋତ ଇତ୍ୟାଦିସୂତ୍ରଃ ।
 ପୂର୍ବଶ୍ଚାୟାଦମୁସ୍ମିନ୍ ଜନିଲୟରହିତେ ନିତ୍ୟାବୋଧେହତ୍ର ଚୋକ୍ତେ,
 ସକ୍ଷୋଚାନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତେର୍ବିକୃତିବଚନମପ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧାରକଂ ଶ୍ଚାଂ ॥୨୩୦॥
 ଜ୍ଞାତୃତ୍ୱଂ ଜ୍ଞାନତା ଚ ଶ୍ରୀତିଭିରଭିଦଧେ ନାତ୍ର ପକ୍ଷେ ପତାମଃ,
 ସର୍ବବ୍ରାହ୍ମା ନ ଭାୟାଂ କିମିତି ନ ନିଗମୈର୍ଦେହିନୋହଂଘସିଦ୍ଧେଃ ।
 ସ୍ବାଭାସୈକଶ୍ଚମୂର୍ତ୍ତେରବିଶଦମହସଃ ସର୍ବଦା ଭାନମିଷ୍ଟମ୍,
 ସ୍ଥୀୟକୋଚାଂ ସ୍ୱସ୍ତୁପ୍ରଭୃତିଷୁ ବିଶଦୋଲ୍ଲେଖମାତ୍ରୋପରୋଧଃ ॥୨୩୧॥
 ଧର୍ମସ୍ତେ ହେବକାରେ ତ୍ରିବିଧମପି ଭବେନ୍ନଦ୍ୱାବଚ୍ଛେଦକତ୍ତ୍ୱମ୍,
 ଧର୍ମିଣ୍ୟାନ୍ତାୟେ ଶ୍ରୀତିଭିରବିଷୟେ ତତ୍ତ୍ୱଧର୍ମାନ୍ତା ହାନିଃ ।

জানাভ্যেবেত্যবোদ্ধা ন ভবতি জড়তা জ্ঞানমাত্রোক্তিব্যাখ্যা,
জ্ঞানালোপাদি-বাক্যানুগুণবিষয়তাং যাত্যসাবেবকারঃ ॥২৩২॥
উৎক্রান্তিস্পন্দনাগুণমিতিবচনতোহনীয়সঃ শক্তিলাভে,
যীতৃন্না যোগপত্নং ভবয়বনয়তোহনেকমূর্ত্তিগ্রহেহপি ।
যত্রান্নাতং বিভূত্বং পরবিষয়মিদং ভাতি তাৎপর্যালিঙ্গৈঃ,
জীবে ব্যাপিত্ববাদো মতিমহিমপরঃ স্বচ্ছতাচ্ছাশয়ো বা ॥২৩৪॥

অথ কত্রাধিকরণম্ ॥৫॥

জ্ঞাতৃত্বং পুংস ইথং ভবতু তদপি নামুশ্ম-কর্তৃহসিক্টিঃ,
শ্রুত্যাঠৈন্তুমিষেধাবিকৃতিবিরহিতশ্চেত্যসদৃষ্টবাধাৎ ।
কর্তৃত্বাপহুবোক্তেরবিকৃতিবচসোহপ্যাগ্নপর্ধ্যং হি গীতম্,
কর্তা শাস্ত্রার্থবজ্ঞাস্তদয়মিহ ন চ শ্রাদবোদ্ধুর্নিয়োগঃ ॥২৩৫॥
কিঞ্চ স্নোক্তাদিভগ্নো নিগদিতুরহমঃ কর্তৃত্বায়া নিষেধো-
যন্তন্যশ্রাহমর্থাস্তদিদমুপনিষদেদিনঃ সিদ্ধসাধ্যম্ ।
ভোক্তৃত্বস্যাপ্যভাবে প্রসজ্জতি বিতথং বন্ধমোক্ষাদিশাস্ত্রম্,
প্রাণাদানাদিহারাৎ প্রকৃতিসমধিকোহস্মীতি যোগাচ্চ কর্তা ॥২৩৬॥
ব্যাপারজ্ঞানবাঞ্ছাপ্রশকনযতনাযোগযুক্তিস্তু মন্দা,
কার্য্যে সামগ্র্যপেক্ষে বিধি-তদিতরয়োর্লোকসিদ্ধা প্রবৃত্তিঃ ।
সার্থং শাস্ত্রং হিতোক্ত্যা নিয়তিনিয়মিতা শাস্ত্রযোগ্যা দশা সা,
জ্ঞাতা কর্তা চ ভোক্তা তদয়মিহ পুমান্ ভাতি সর্বৈবঃ প্রমাণৈঃ ॥২৩৭॥

অথ পরায়ত্তাধিকরণম্ ॥৬॥

কর্তা নহন্ততন্ত্রঃ স্মরতি খলু তথা পাণিনিশ্চান্তথা চেৎ,
আজ্ঞা কুর্ধ্যান্ন কুর্ধ্যাদিতি তু নিগলিতে ধাবনাদেশবৎ শ্রুতং ।
মৈবং কৰ্ম্মাকালপ্রকৃতিপৰবশে কর্তৃত্বাং তৎফলঞ্চ,
স্বীকৃত্যাক্ষেপমায়ে শ্রুতিশতবিদিতে দ্বেষ ইথং দূরন্তঃ ॥২৩৮॥
সাধারণেন হেতুঃ সলিলমিব বিভূঃ সর্বকর্মাঙ্কুরাগাম্,
বৈষম্যং স্বাবিরিঞ্চাৎ প্রতিনিয়তফলৈঃ প্রাণিনাং কৰ্ম্মবীজৈঃ ।

সাম্যং স্বস্য স্বগীতং শ্রুতমপি তদিহাধোনিবীষাদিভেদঃ,
 তাদৃক্কৰ্ম্মামুরূপং ফলমিতি নিয়তোহনাদিরেষ প্রবাহঃ ॥২৩৯॥
 কালে দুঃখোপশান্তিঃ জনয়তি ভগবান্ ব্যাঞ্জমাত্রাবলম্বী,
 যা দুঃখাপাচিকীৰ্ণা পরহিতমনসুঃ সৈব তন্ত্ৰানুকম্পা ।
 দন্তে দেহাদিযোগং দিশতি চ নিগমং বক্তি বেদান্তসারম্,
 নিঃসীমানন্দযোগং নিরূপয়ি সময়ে সৌতি পুংসাং তয়েব ॥২৪০॥
 দোষঃ শ্রান্নিগ্রহাংশো যময়িতুরিতি চেৎ নোপমর্দাসহস্রাৎ,
 শ্রানিষ্ঠং নৈশ্বরে হি প্রসজতি ন পরানিষ্ঠমন্ত প্রতীপম্ ।
 কারুণ্যং সাবকাশং কচিদিতি কথিতং সাক্ষিতাত্ত্বঞ্চ সূক্ষ্মম্,
 দৃষ্টে চৈতৎ-স্বভাবে ফলদ ইতি ধিয়া যুক্ত্যতে তৎপ্রাপ্তিঃ ॥২৪১॥
 প্রত্যঙ্গাভ্যাহমর্থঃ প্রমিতিপরবতাং কর্তৃত্বাদিশ্চ তস্মিন্,
 স্বেচ্ছাপূর্ব্বপ্রবৃত্তেরয়মচিদধিকস্তাবদীশানতুল্যঃ ।
 ঈশস্ত স্বেচ্ছয়ৈব প্রযতত ইতি তন্নিম্নমন্ত সমস্তম্,
 সারথ্যাদিক্রমেণ প্রতিনিয়তগতিঃ শ্রাৎ ত্রয়াণাং প্রবৃ্ত্তিঃ ॥২৪২॥
 কর্তৃত্বং শ্রাৎ কদাচিৎ করণবতি পরপ্রেরণা নির্ব্যপেক্ষম্,
 নোচেত্তন্নিগ্রহান্তং কথমিতি যদি ন স্বেষ্টপক্ষেহপি সাম্যাৎ ।
 স্বেনাপথ্যপ্রবৃত্তং ন হি পুনরপি তৎ কারয়েয়ুর্দয়াদ্রীঃ,
 তচ্চেত্তন্ত স্বভাবাদিতরদপি ন কিং নিষ্ফলোহধীতভঙ্গঃ ॥২৪৩॥
 ক্ষেত্রজ্ঞানাং সমানাং বিষমযতনতা তাদৃশাদৃষ্টভেদাৎ,
 নাদৃষ্টং তদৃষ্টং নিয়মনভিদয়া শাসিতুস্তত্র ভাব্যঃ ।
 সাক্ষিহাত্ত্বঞ্চ নেতুঃ সমনিগমমিতং প্রেরকত্বং ন রুদ্ধে,
 ভাষ্যাদিগ্রন্থলেশোহপ্যবহিতমনসামৈদমর্থ্যং ভজ্যেত ॥২৪৪॥
 কর্তা দেবঃ ফলানাং ন তু করণভূতঃ প্রেরকশ্চেত্যুক্তম্,
 সর্ব্বপ্রত্যাদিকোপান্ন ভবতি ন ফলং কৰ্ম্মণঃ পাপচর্যা ।
 কৰ্ম্মাধীনস্ত চিন্তাত্ত্বপি হি ভবতুতো ভাষিতং ভাষ্যকারৈঃ,
 জন্তুনাং দেবতানামপি করণগণাধিষ্ঠিতং বক্ষ্যতীত্বম্ ॥২৪৫॥

অথাংশাধিকরণম্ ॥৭৭॥

জীবাদত্যন্তভিন্নঃ পর ইতি বহুধা ব্যাহরৎ সূত্রকারো-
 ভেদাভেদশ্রুতীনাম্ ঘটকনিগমতঃ শাক্তবৎ চ ব্যাপোড়ম্ ।

উক্তাক্ষেপে সমাধাবপি ন সমধিকো হেতুরত্রাস্তি সত্যম্,
 পাদাংশাদ্ব্যস্তিমুহুৰ্হকুমতিমত-ক্ষিপ্তয়ে ত্বংশচিস্তা ॥২৪৮॥
 অংশত্বং রামকৃষ্ণপ্রভৃতিষু ঘটতাং বিগ্রহাংশাধিকান্ন-
 জীবৈ ব্রহ্মাংশতোক্তির্ন হি নিরবয়বং ব্রহ্ম বস্তুর্ঘঠৈত ।
 ব্রহ্মাদিশ্চিৎসমষ্টিঃ প্রতিপুরুষমিহ ত্বংশতা চেত্যযুক্তম্,
 বিশ্বস্ত্রফুর্বহ্ন স্মামিতি বহ্নভবনধাতুরেকহসিদ্ধেঃ ॥২৪৭॥
 বোমৈকং স্মাদঘটাত্তেঃ পৃথগুপধিগণৈত্র জ্ঞ বহ্বংশমেবম্,
 তত্রোপাধি-ব্যপায়ে ভবভূদয়মিয়াদ ব্রহ্মতামিত্যযুক্তম্ ।
 স্বানর্থারম্ভদৌহ্ম্যং প্রতিনিয়তগুণপ্রত্যভিজ্ঞাতৃক্ষেঃ,
 হিমাচ্ছিন্নাংশচিস্তোদিতবহ্নবিহতেঃ স্বাম্যশব্দাচ্চ মুক্তৌ ॥২৪৮॥
 মায়োদয়তাপারে প্রতিফলতি মৃষা-বীচিষু ব্রহ্মচন্দ্রঃ,
 ছায়াংশাস্তস্ত জীবা ইতি কতিচিৎশস্তোতদ্ব্যন্তগীতম্ ।
 ন ব্রহ্মদ্রফুর্তৈষা ন চিদপি হি তথা স্মেন কল্লো ন জীবঃ,
 কুপ্তেঃ প্রাক্ স্বাত্মহানেপ্রিতয়সমধিকঃ কল্পকস্তত্র মৃগ্যঃ ॥২৪৯॥
 সন্মাত্রং ব্রহ্ম সর্ববাস্তুগতমিহ পুনর্নিত্যসিদ্ধান্তয়োঃশাঃ,
 জীবৈশাচিৎপ্রভেদাদিতি চ কতিচনেদং চ নোদঞ্চনীয়ম্ ।
 সত্তামাত্রাসু বৃন্তেষ্টদধিক বচসঃ শাসিতুর্ব্রহ্মতোক্তে-
 ব্রহ্মত্ৰৈবিধ্যবাক্যং নিরবয়বতয়া নিশ্চিতেহম্মাশয়ং স্মাৎ ॥২৫০॥
 মেরোরংশঃ কিরীটপ্রভৃতিরিতি নয়ামিত্যভিন্নেহংশতোক্তিঃ,
 সাজাত্যাল্লভমূলা গময়িতুমুচিতৈ ত্যাগমাসন্নপক্ষে ।
 অংশোক্তিঃ স্মাদমুখ্যা স হি নিপুনধিয়ামেকবস্তুকদেশঃ,
 তস্মাজীবো বিশিষ্টে ভগবতি গুণবত্ত্বংপ্রকারোহংশ উক্তঃ ॥২৫১॥
 উক্তং নিত্যোপলব্ধিপ্রভৃতি পরমতে পূর্বমেব হনিষ্টম্,
 ভূয়স্তাদৃক্প্রসঙ্গঃ প্রকথিত ইহ কিং ভোগসঙ্কীর্ণতাদেঃ ।
 মৈবং পূর্বং হি বাহ্যপ্রসুতিমশময়ং সাংপ্রত্যং ব্রহ্মবাদ-
 ব্যাজ্ঞোৎসিদ্ধান্ কুদৃষ্টীন্ পরিহৃতিরিতি চ স্মাস্তবিশ্বম্মতেষু ॥২৫২॥
 মিথ্যাজ্ঞানাদিচক্রে মরুতি ভগবদ্ স্বর্ণমাণস্ত জন্তোঃ,
 প্রত্যক্তত্ত্ব-প্রবোধাদ্ ভবপরিহরণে সর্বতন্ত্রাবিগীতে ।
 শুদ্ধাজ্ঞানগর্ভাৎ পরভজনভিদামন্ত্রভেদাংশচ বক্ষ্য-
 শ্রীমাংসারম্ভসিদ্ধাব্দবপুষমপি পুনঃ শোধয়ামাস জীবম্ ॥২৫৩॥

কৃষ্ণিব্যোমাদিকেহপি ক্রমভূবি চ বিভোঃ প্রাচ্যতৈবৈবিশিষ্টাৎ,
 জীবন্তোপাধিকৌ তু প্রজনন-বিলয়ো চিৎসনজাতৃতাত্ত্ব।
 কত্বং পারতন্ত্র্যং গুণতমুনয়তো বিশ্বরূপাংশতা চে-
 ত্যাম্মায়াতোহ্যবাধব্যপনয়নবিয়েৎপাদসাধ্যানি সপ্ত ॥২৫৪॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বৈকটনাথস্য বেদাস্তা-
 চার্য্যস্য কৃতীষু অধিকরণসারাবল্যাং দ্বিতীয়ত্যাধ্যায়স্য
 তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥২৥৩॥

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।

উপোদ্রাতঃ।

অক্ষাষ্ট্র্যৎপত্যানুক্তৌ নহি ফলমধিকাশঙ্কনং তত্র মন্দম্,
 তৎসংখ্যাদেঃ পরীক্ষাপানুকৃতবলিভূগদন্তুচিস্তেতি চেম্ম।
 এতেষ্বত্রক্ষকার্য্যং কিমপি কথয়তাং বাধনেনার্থবস্থাৎ,
 তৎসাক্ষাৎসংগতিঃ স্তাৎ প্রথম-চরময়োর্মধ্যমানাং প্রসঙ্গাৎ ॥২৫৫॥
 অষ্টাবত্রাধিকারাঃ প্রথমমিহ বিয়মীতিরুক্তেন্দ্রিয়াণাম্,
 তেজোবমোক্তনৌতিং দ্রুয়তি চরমে ব্যপ্তিভেদস্য স্মৃষ্টৌ।
 সংখ্যা-মানাদিচিস্তাস্বপি তদুপহিতোপাসনাষ্টৈঃ ফলং স্তাৎ,
 প্রাণাদিভ্যঃ প্রমাতা পৃথগিতি বিশদীকর্তৃমপ্যেব পাদঃ ॥২৫৬॥

প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥

অত্রৈ সত্তাম্বীণাং ঞ্জতিরভিধতী প্রাণতাং বক্তি তেষাম্,
 নাত্র ঞ্জৈব বাচ্যং বহুবচনহতেন্তেন নিত্যাক্সসিদ্ধিঃ।
 মৈবং তৎসৃষ্টিদার্য্যাবহুবচনমিদং পাশনীতৌব নেয়ম্,
 প্রাণর্ষিষে পরাভ্যাপি হি সৃষ্টিতে তমিরুক্ত্যাদিসাম্যাৎ ॥২৫৭॥

অথ সপ্তগত্যধিকরণম্ ॥২॥

সপ্ত প্রাণাশ্চরন্তীত্বাদিতমভিহিতান্তে বিশিষ্ট্যাপি যোগে,
তস্মাৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণীত্যসদধিকবচো দৃষ্টিতোহত্রাশ্চপরিমাণং ।
লক্ষ্মৈবাং সাংস্কাহংকরণপরিণত-দ্রব্যতা চাবিশিষ্টা,
ভেদেনোক্তিঃ প্রধানে মনসি ফলবতী কৰ্ম্ম-বোধেন্দ্রিয়েভ্যঃ ॥২৫৮॥
দেহব্যাপ্যেকমক্ষং কতিচিদকথয়ন্ ভাগতো ভিন্নকৃত্যম্,
কেচিৎ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি শ্রুতিপথবিমুখাস্তত্যজুঃ ক্ষুদ্রতর্কৈঃ ।
ক্ষেত্রজ্ঞাত্বাহরেকে সহকরণগণং বুধ্যাহঙ্কারচিহ্নৈ-
রন্যো তং চিত্তবর্জ্যং নিজগদ্বুরিতি তানর্থতোহত্র বুদাসঃ ॥২৫৯॥

অথ প্রাণাণুত্বাধিকরণম্ ॥৩॥

সর্ববিশ্বানন্ত্যবাদাৎ পরিমিতিনিয়মানুকৃত্যেচেন্দ্রিয়াণাম্,
ব্যাপ্তিঃ সিন্ধেতি চেম্ম প্রয়দখিলতনুৎক্রান্তিগত্যাগতিভ্যঃ ।
বৃত্ত্যা দূরস্বধীঃ স্তাস্তজনবিধিপরেহনন্ততোক্তিঃ সকার্ণাঃ,
কন্দস্থানাঞ্চ তন্তন্তনুষু বিকৃতিমদ্রব্যভাবাৎ পৃথুত্বম্ ॥২৬০॥

অথ বায়ুক্রিয়াধিকরণম্ ॥৪॥

প্রাণঃ প্রাণুক্তনীত্যা পরজনিত ইতি স্থাপিতো বায়ুমাত্রম্,
দেহাস্তন্তৎক্রিয়া বা স ইতি ন পৃথগুৎপত্তিবাদাৎ সহাস্ত ।
দ্রব্যত্বং দ্রব্যবর্গে পঠনত উচিতমৈষ তদ্বাস্তরং স্তাৎ,
তেজস্বে বায়বস্বাত্যজনবদিহ তন্ত্যাগহানে: কদাপি ॥২৬১॥

অথ শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্ ॥৫॥

উক্তঃ প্রাণস্ত্রিলোক্যা সম ইতি স জগদ্ব্যাপকোহস্তিত্যুক্তম্,
জীবাক্ষত্বায়ত্তন্তৎসহপঠিত-তদুৎক্রান্তিগত্যাগত্যাধাৎ ।
স্তত্যর্থী সর্ববসামাশ্রুতিরিহ করণক্ষেত্রধৃত্যাদিহেতো,
দেহেহমল্লোপকারঃ ক্ষুরতি চ দশধাবুত্তিভেদৈবিত্তন্তঃ ॥২৬২॥

অথ জ্যোতিরাধ্যাধিকরণম্ ॥৬॥

ভোক্তৃণাং দেবতানামপি তনুকরণাধিস্তিতির্নেশতন্ত্রা,
তৎস্বাতন্ত্র্যপ্রদানাদিতি ন তনুভূতন্তুচ্ছরীরং হি সর্বেষ ।
নিত্যে তৎপারতন্ত্বে কচিদপি ন ভবেদ্ রাজসামস্তনীতিঃ,
প্রাণন্যায়াৎ প্রভুত্বং তদ্বিহ পরবশং চেতনানাং স্বশক্যে ॥২৬৩॥

অথেন্দ্রিয়াধিকরণম্ ॥৭॥

প্রাণোহপি স্তাদ্ হৃদীকং ভূমুপকরণান্তেষু মুখ্যত্ববাদা-
ছুৎক্রাস্ত্যাদৌ চ সাহাদিতি যদি ন পৃথক্ছৃদতন্তুস্ত ভেদাৎ ।
কণ্ঠোক্তাদিস্ত্রিয়ত্বান্মনসি তু ঘটতে গো-বলীবর্দনীতি-
র্ন প্রাণে সাত্ত্বিকাংকরণবিকৃতিভা শব্দসাম্যাদি মন্দম্ ॥২৬৪॥

অথ সংজ্ঞামূর্ত্তিকপ্তাধিকরণম্ ॥৮॥

মদ্ব্যত্নৈঃ স্মর্য্যতেহসৌ সরসিজবসতিব্যষ্টিনামাদিকর্তা,
জীবেনানুপ্রবিশ্চেত্যপি কথিতমতঃ প্রেষ্যকৃত্যক্রমোহত্র ।
তন্মৈকো হি প্রবেষ্টা ত্রিবৃত্তমকৃত চ ব্যাকরোদিত্যধীতঃ,
তন্তুজ্জীবাস্তুরাত্মা সৃজতি স ভগবান্ তাদৃশং কার্য্যজাতম্ ॥২৬৫॥
যা জীবেনাত্মনেতি শ্রুতিরিয়মপি ন ব্রহ্মজীবৈক্যমাহ,
প্রাগৈবৈকোহস্তুরাত্মা বপূরিতরদিতি স্থায়ীভেদাভিধানাৎ ।
তেনেশস্তদ্বিশিষ্টঃ স্বকরণকতয়ানুপ্রবেশেহপি কর্তা,
জীবৈ তৎকর্তৃত্বায়ামিহ নহি ঘটতে স্বাশ্রুতিঃ কর্তৃত্বভেদাৎ ॥২৬৬॥
অগ্ন্যাদাবগু মধ্যস্থিতিমপি কথিতং রূপভেদৈস্ত্রিবৃদ্ধম্,
তেজোবল্লাশিতোক্তাবপি বিশদমিদং তেন বেদান্তিব্রুৎকৃৎ ।
মৈবং ব্রহ্মাণ্ডস্থষ্টির্ভবতু কথমসাবত্রিবৃৎকারপূর্ব্বা,
ভুস্তেহন্নাকৌ ত্রিধোক্তা পরিণতিরিতরং সন্নিবৃদ্ধেঃ প্রদৃষ্টেঃ ॥২৬৭॥

অথ নিগমনম্ ॥১॥

অক্ষাণাং জন্মসংখ্যা-পরিমিতয় ইহ প্রাণবায়োঃ স্বরূপম্ ,
তৎসৌক্ষ্ম্যং দেবতাদেস্তদুভয়বিষয়াধিষ্ঠিতৌ পারতন্ত্র্যম্ ।
প্রাণস্থানিন্দ্রিয়ত্বং বহুবিধচিদচিদ্ব্যাপ্তিনামাদি চাত্তাৎ,
পক্ষীকর্তৃঃ স্বনাভিপ্ৰভবকবচিতাদৃষ্টিরে প্রাণপাদে ॥২৬৮॥
নিত্যত্বং ব্যোম্নি বাতাচ্চগুণম্ চ পুরুষেহপ্যজ্ঞতাদীনপার্থান্,
শ্রোত্রাদৌ ভূততাত্ত্বং মনসি চ বিভূতাং নিত্যতত্ত্বাস্তরত্বম্ ।
প্রাণেশ্বাত্মাদিভাবং স্বপদনিয়মন-স্বৈরিতাং স্বর্গিবৃন্দে,
বেদহ্যাম্মুক্তযন্ত্রক্রমমপি বদতাং পাদযুগ্মেহত্র ভঙ্গঃ ॥২৬৯॥
তর্কৈরাপাতসতৈরবিহতিকথনে ব্যাহতিঃ স্থাপিতা স্তাৎ,
সম্যগ্ভির্বস্ত্রগত্যা তদিতি যদি তদা স্বাভিমানোপরোধঃ ।
তেনাধায়ে বিরোধপ্রশমনকৃদসৌ বৌদ্ধবন্ধোবিরুদ্ধঃ,
সৌত্রী তর্কাপ্রবীক্ষা অতিপথবিমুখস্বৈরবাদেষু যোজ্য ॥২৭০॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমবেষ্ণটনাথস্য

বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং

দ্বিতীয়শাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥২৮॥

সমাপ্তশাধ্যায়ঃ ॥২॥

অথ তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।

অথ উপোদ্ধাতঃ ॥

সাধ্যা মুক্তির্নচেৎ স্তাৎ প্রসজতি বিফলা সাধনাধ্যায়কুপ্তিঃ,
সাধ্যা চেন্নশ্বরী স্তাৎ কথমিহ পুনরাবৃত্তিশূন্যোহপবর্গঃ ।
মৈবং ব্রহ্মানুভূতিঃ পরভজনবতা প্রাগসিদ্ধিব সাধ্যা,
ধীসংকোচ-প্রণাশস্ত্রিয়মিতি চ ভবভূতরাবধ্যতীতা ॥২৭১॥
পাদাভ্যামত্র পূর্বং জনয়তি ভবিনাং ব্রহ্মবিজ্ঞাধিকারম্,
পশ্চাত্তেষামুভাভ্যাং বদতি বহুবিধাং তামশেষৈঃ সহান্বৈঃ ।
ঐশ্বর্য্যাদৌ বিরক্তিং নিরবধিবিভবে পুরুষে চাভিলাষম্,
বিজ্ঞানভেদাবলম্বং তদুপকরণমপ্যাহ পাদৈঃ ক্রমেণ ॥২৭২॥

সংসারোদ্বিগ্ধচেতাস্তমুভূদধিকরোত্যত্র শারীরকাংশে,
বৈরাগ্যার্থস্ত পাদঃ কিমিতি পুনরসৌ সূত্রকারৈর্নিবন্ধঃ ।
সত্যং প্রাপ্যাস্তুরাণাং নিরয়গণতুলারোপণং মুক্ত্যুপায়-
প্রারম্ভেহভ্যহিতং স্যাৎ ত্বরত ইহ খলু স্পষ্টদৃষ্টস্ববোধঃ ॥২৭৩॥

অথ তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥

দেহাচ্ছং ভোগ্যনীত্যা দিবি ভুবি চ গতো তত্র তত্রৈব লভ্যম্,
প্রাণাঠৈভূতসূক্ষ্মরপি কিমিহ মুখা পূর্বদেহাদ্ গৃহীতৈঃ ।
জীবন্তাণোগতিং চ স্বয়মুপজনয়েদীশ্বরঃ প্রাণনীত্যা,
মৈবং স্বচ্ছন্দকৃত্যে ঐতিমিতনিয়েতৌ গৌরবোক্তৈরযুক্তৈঃ ॥২৭৪॥
নানাজাতীয়রাশিং ব্যপদিশতি জনে ভূয়সোহংশস্ত নাম্না,
প্রাচুর্যাদেবমাপঃ পুরুষবচস ইত্যাচ্যতে ভূতবর্গঃ ।
ব্যস্তিঃ পক্ষীকৃতৈস্তৈঃ সৃজতি হি স বিভূস্তারতম্যং পুনশ্চ,
শ্রদ্ধাশব্দস্থিহাপঃ কথয়তি নিগমে তৎসমাখ্যাবদ্বক্তেঃ ॥২৭৫॥
ছৌঃ পর্জন্মোহথ পৃথী তদমু চ পুরুষো ঘোষিদিত্যেবমেতান্,
পঞ্চাগ্নীন্ কল্পয়িত্বা পরিকরসহিতাংস্তেযু পঞ্চায়িবিষ্টা ।
শ্রদ্ধাখ্যং ভূতসূক্ষ্মং ক্রমপরিণতিতঃ সোমবর্ষায়রতে-
রূপং হবাং সজীবং তনুধরমরুতো জুহ্বতীতি ত্রবীতি ॥২৭৬॥

অথ কৃতাত্ম্যাদিকরণম্ ॥২॥

ইষ্টাপূর্তাদিরূপং তমুভূদিহ শুভং কৰ্ম্ম যৎকিঞ্চ কুর্য্যাৎ,
ভুক্ত্বা কৃৎস্নং তদন্তে পুনরবনিমিয়াদিত্যসদৃষ্টবোধঃ ।
কাৎস্ম্যেনোক্তত্বাৎ স্মৃকৃতফলতয়া জাতিভেদাচ্ছধীতেঃ,
তস্মাৎ প্রারম্ভশেষৈস্তদিতরসহিতৈরাপতেৎ স্বর্গপাশ্বঃ ॥২৭৭॥
ধূমং রাত্রিঞ্চ পক্ষং তিমিরকলুষিতং দক্ষিণারুত্তিমাसान্,
পশ্চাত্ত্রোকং পিতৃণাং গগনমপি মৃতশ্চন্দ্রমভ্যতি কৰ্ম্মী ।
প্রত্যাবৃত্তৌ তু চন্দ্রাদগগনসততগৌ ধূমমল্লঞ্চ মেঘম্,
ত্রীহাদীনৃ ষাতি রেতঃসিচমথ জননীং ষাতনাচক্রবর্তী ॥২৭৮॥

জ্ঞানচাংশস্য সাধ্যং চরণবচনতো জ্ঞাতিভোগাদিকং স্ত্রাং,
কৰ্ম্মাচারৌ বিভক্তৌ স্ত্রুতিত ইতি ন সদগত্যভাবাং তথোক্তেঃ ।
মুখ্যং বৃত্ত্যা হি কৰ্ম্মণ্যপি চরণবচো নৈকদেশে নিরোধ্যম্,
জাত্যাদিঃ কৰ্ম্মভেদপ্রভব ইতি মিতে চিন্ত্যমাচারসাধ্যম্ ॥২৭৯॥
প্রাপ্তাচারান্তিরূপে প্রতিপদমুযয়ঃ সম্মরুঃ প্রত্যবায়ান্,
প্রাচীনানহঃপ্রণাশং তদমুসরণতঃ পুণ্যকৰ্ম্মাহতাক্ষ ।
নাতঃ সৎকৰ্ম্মমাত্রাং ত্রিদিব ইতি ধিয়া তৎপরিত্যাগশঙ্কা,
নহাচারপ্রহীণে শ্রুতি-জলসমঃ শোধকো বেদবর্গঃ ॥২৮০॥

অথানিষ্ঠাদিকার্য্যাদিকরণম্ ॥৩॥

সর্বেষাং দেহপাতে সতি নিয়মবতী চন্দ্রমঃপ্রাপ্তিরুক্তা,
তস্মাৎ প্রাপ্যোন্তরাণাং নিরয়গতিপুরস্কারিণী সেতি চেম ।
লোকঃ সম্পূৰ্ণ্যতে তৈর্ন পর ইতি গিরা সঙ্কুচেৎ সর্ববশদঃ,
তে তন্তদবাতনাস্তে তত ইহ সহসা কুৎসিতাং যাস্তি যোনিম্ ॥২৮১॥
জন্মপ্রাপ্তিজরায়ুপ্রভৃতিষু ভবিনাং কৰ্ম্মপাকৈর্বিচিত্রা,
ভূয়িষ্ঠৈঃ পুণ্যপাপৈস্তপবদনবতী পঞ্চমাহত্যাপেক্ষা ।
তদ্বদ্ ধূমাদিমার্গাঃ কতি কতি চ শুভৈরুৎকটৈর্দেহপাতে,
দিব্যং রূপং বিমানাদিকমপি সপদি প্রাপ্য যাতাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥২৮২॥

অথ তৎস্বাভাব্যাপত্যাদিকরণম্ ॥৪॥

আহুত্যাংদেহবন্ধং প্রথম-চরময়োরিবিবাদং তথা স্ত্রাং,
জন্মৈবাকাশবায়ুপ্রভৃতিষু ভবতেরষ্যাদিত্যসারম্ ।
রেতঃসিগ্ভাবনীত্যা পৃথগন্তিলপনানহতামাত্রমত্র,
দ্ব্য-ভেদাঃ পুণ্যপ্রসাধ্যং ফলমিহ পঠিতং নাস্তি ভোগশ্চ মধ্যে ॥২৮৩॥

অথ নাতিচিরাধিকরণম্ ॥৫॥

ব্যোমাদিশ্চিহ্ন্যবস্থা চিরমচিরমিতি ব্যক্তনির্দেশহানেঃ,
শুক্রাবস্থা-নয়াং স্ত্রাদনয়তিরিতি ন স্বারসিক্যাঃ প্রবৃত্তেঃ ।
ক্রীড়াভিভো হি দুর্নিপ্রপতরমিতি তু স্ত্রায়তে তেন পূর্ব্বম্,
শীঘ্রং তন্তদশায়ান্ত্যজনমিতি পরিজায়তে বাক্যশক্ত্যা ॥২৮৪॥

অথান্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ॥৩॥

জন্ম ত্রীহাদিনান্না শ্রুতমিহ তদিদং দেবমৰ্ত্ত্যস্ববৎ স্তাৎ,
 নৈরাশ্র্যং স্বাবরাণাং ন চ নিগমবিদঃ স্থাপয়ন্তীতি চেম্ ।
 পুণ্যশ্চৈব প্রবৃন্তে ফলপরিগণনে স্থাবরদ্বোক্তাযোগাৎ,
 রেতঃসিগ্ৰব্রণীব হ্যাপচরতি জনিং স্থাবরেহপ্যশ্বদেহে ॥২৮৫॥
 হিংসাযোগাদশুদ্ধং শ্রুতিবিহিতমপি আয়ামিচ্ছাদিকং তৎ,
 পাপাংশং ত্রীহিভাবপ্রভৃতিষু স্কৃকৃতী ভুঙ্ক্ত ইত্যপ্যযুক্তম্ ।
 উক্তা মন্ত্যর্থবাদৈঃ পশুহিতমিতি সা তচ্চিকিৎসাবদেষা,
 ক্রতে যন্তেবধোহসাববধ ইতি মনুস্তোতি নিন্দা স্থিহাশ্চ ॥২৮৬॥
 কৰ্ত্তুর্দৌষং দিশেৎ সংজ্ঞপনমিহ পশোল্লুৎক্রতোশ্চাপকুৰ্য্যাৎ,
 তস্মাদশ্মিষ্মিষেধং ক্ষিপতি ন বিধিরিত্যক্রবন্ সাংখ্যভক্তাঃ ।
 নিধূতে পশ্বনর্থো ন খলু তদুচিতং পিষ্টপখাদিকল্পঃ,
 তন্তৎকালাদিকারি-প্রতিনিয়ত ইতি কাপি ন আধিরোধঃ ॥২৮৭॥
 কিঞ্চোৎসর্গাপবাদক্রমমিহ জহতঃ কীদৃশী নিত্যহিংসা,
 শুদ্ধং ন কাপি সিধ্যেৎ তব হি বিধিপদং স্পৃষ্টতন্তমিষেধম্ ।
 যত্রাসত্যাদি বৈধং তদমু চ বিহিতা নিষ্কৃতিস্তম্মিমিত্তা,
 তত্রাগত্যা তথা স্তাদিতরবদথবা কেবলং তন্নিমিত্তম্ ॥২৮৮॥
 অশ্লিষ্টং বিগ্রহাট্ঠনভ ইব মুসলৈঃ ক্ষেত্রিণং কেচিদুচুঃ,
 কৰ্ম্মাকৰ্ত্তারমেবং ফলমপি বিবিধোপাধিভেদৈকনিষ্ঠম্ ।
 অব্যক্তশ্রাপবর্গং ভবভুজমপি চানাদিমুক্তস্বভাবম্,
 তেষামিথং মণীষাং বহিরকৃত নয়ৈরেষ বৈরাগ্যপাদঃ ॥২৮৯॥
 পাদে স্বর্থাঃ ষড়শ্মিন্ বপুর্বিহ বিজহদভূতসূক্ষ্মৈঃ সহৈয়াৎ,
 ভুক্ত-স্বর্গোহবরোহেদমুশয়সহিতো মাত্রয়া ভিন্নমার্গঃ ।
 চন্দ্রপ্রাপ্তাদি ন স্তান্নিরয়পথজুষামস্বরাদৌ সদৃক্ণম্,
 তস্মাচ্ছীঘ্রোহবরোহঃ পরবপুষি পরং ত্রীহিপূর্বেহপি যোগঃ ॥২৯০॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদবেঙ্কটনাথস্য

বেদাস্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং তৃতীয়স্তা-

ধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৩১॥

अथ तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

उपोद्घातः ॥

अथैव सैः स्वभावैर्वर्तुमुत्थमवदं प्रोक्तनाध्याययुगे,
तन्त्रेहाकृष्टा चिन्ता किमिति पुनरसौ साधनाध्यायमध्ये ।
मैवम्, विद्याः प्रभेदं विशदयति परं तन्नि तद्रूपभेदां,
सिद्धोपायादिभावः प्रथयति च विभोः प्राप्यतृष्ठाप्रथिमे ॥२९१॥
नैगुं ग्यं त्रैलोक्ये चित्तं इह गुणैर्लक्ष्यविद्याविभागः,
सोहृद्वैतैः कलितैश्चैव श्रुतिमित्रविहतिर्नात्र दृष्टिक्रमोऽपि ।
निर्दोषवत् नित्यं यदि वदसि मुखा दोषशान्त्यर्थवत्,
कल्यां चेद् दूष्यतां स्यात् प्रकृतिरिति परस्मिन्ने चैव पादः ॥२९२॥
किंवाचो चिन्ताभावः प्रमितिर्विषयता सप्रभङ्गं स्वधम्,
विश्वाधिष्ठानता च स्ववह्मवन्धीर्निर्दिशे कथं स्यात् ।
सर्वश्रुत्यर्थहानिः स्वचनविहतिः सर्वमानैश्च बाधो-
माया-वैजात्याभाजामिति सगुणदशोपास्तित्वादश्च दूष्यः ॥२९३॥
तादृक् दौर्लभ्यं गाढं यदि पुनरिह तद् त्रैलोक्ये चिन्तोत पादे,
जीवसंप्राप्तवत्-मननमथ कथं जायतातीति चेत् ।
स्वाप्तार्थस्यैव भावप्रभृतिवह्मविध-त्रैलोक्याहोपास्तित्वा,
जन्तोरास्य स्वमुक्तावतिपरवशताञ्जुये चैतदत्र ॥२९४॥
पादस्यान्ताद्यमर्कः कतिचिदधिगुणः पूर्वपादस्य शेषम्,
पञ्चादमर्कं साक्षादनुवर्तितमुपास्तार्थ-तत्तद्गुणोक्तेः ।
एतन्नातीव हृदयं शबलितकथने चातुरीवैपरीत्यां,
त्रैलोक्ये जीवदोषग्रह इह तु मुखं तत्प्रतिबन्धसिद्धेः ॥२९५॥
अपेक्षार्थाः ननु स्युस्तदपि बहुविधा दूस्त्या आस्तित्वा,
प्रध्वस्तानामिदानीन्तनवदनुभवां स्थायितादिप्रमाद ।
सत्यं श्रुत्यादिसिद्धेः श्रुतपरिहरणयोगतः सृष्टिमात्रम्,
स्वीकृत्यांशे तु बाधस्तु ममपि हि यथा जागरं न क्षिपामः ॥२९६॥
कश्चिद् योगप्रभावमिज्जपयन्तवन्-सैवसंसारनीत्या,
मिज्जान्तः पूर्वदेहावशिष्टाति परवपुः पूर्वमाप्नोति ह्युः ।

ইথং স্বপ্নেহপ্যদন্তুস্থিতিরিত্তি কতিচিচ্ছাসবৃত্ত্যাপ্তথ্যাং,
চিন্তোত্তকীপ্রসৃত্যেতর-তমুভজনে সৌভাগ্যায়সিদ্ধেঃ ॥২৯৭॥

অথ সঙ্ক্যাধিকরণম্ ॥১॥

উক্তং পত্যা প্রজানাং ভবিনি দহরবৎ সত্যসঙ্কল্পতাশ্চম্,
পুত্রাদেশৈষ কৰ্ত্তা প্রকৃত ইহ স্বজ্ঞে স্বাপ্নমর্থক মৈবম্ ।
মুক্তৌ তাদৃগুণোক্তেরনভিমতসমুৎপাদনাদেবযোগাৎ,
স্বপ্নানাং সূচকত্বাদপি নিখিলজগৎকর্ত্তুরেষাপি সৃষ্টিঃ ॥২৯৮॥
কামং কামং বিধাতেতাপি গমুলুচিতোহনুততে চেশ ইথম্,
সৌহয়ং সুপ্তেষু জাগর্ত্যপি বিশদমিদং সম্পরিষদ্বাক্যাৎ ।
তন্তৎকালাবসানাং কতিকতি নিয়তা জাগরেহপ্যর্থভেদাঃ,
তন্তৎকৰ্ম্মানুরূপং ফলবিতরণমিত্যেতদপ্যুক্তমাপ্তৈঃ ॥২৯৯॥
মায়ামাত্রোক্তিলভাৎ শ্রুতিমুখসুগতা বিশ্বমিথ্যাত্বমাত্তঃ,
শাস্ত্রারম্ভে তদেভিঃ কথিতমিহ ততোহসঙ্গতত্বাদি দুঃস্বম্ ।
মায়াক্ষো ন মিথ্যাবচন উপচরত্বত্র তৎ কিং ততঃ স্তাৎ,
সত্যোহস্তাদৌ প্রয়োগাচ্চুচিনিয়মানে সৌহয়মাশ্চর্য্যার্থঃ ॥৩০০॥

অথ তদভাবাধিকরণম্ ॥২॥

স্থানং জ্ঞেয়ং সুষুপ্তৌ শ্রুতিরনিয়মতো বক্তি নাত্যঃ পুরীতৎ,
হাদং ত্রজ্ঞেতি তস্মাদিহ ভবতু মিথো নৈরপেক্ষ্যাধিকল্পঃ ।
তন্ন প্রাসাদ-খট্টাশয়নবদ্রুপকৃত্যন্তরৈর্যোজিতানাম্,
পক্ষে পক্ষে বিকল্পঃ ক্রমঘটিত-চতুর্দোষযুক্তো ন যুক্তঃ ॥৩০১॥

অথ কৰ্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যাধিকরণম্ ॥৩॥

মুক্তিত্রৈক্যপীতির্জহদসুখগণা তাদৃশীয়ং সুষুপ্তিঃ,
শ্রুতৈব খ্যাপ্যতে হতন্তদনু তনুভূত্বদুদ্ভাসমানস্ততোহত্যাঃ ।
মৈবং কৰ্ম্মানুস্মৃতেঃ স্মরণনিয়মতঃ পূর্ব্ব এবৈতি শব্দা-
ন্যোকোপায়াদিশিষ্টেঃ স্বপদানুবদনাৎ প্রাচ্য এব প্রবুদ্ধঃ ॥৩০২॥

তৃতীয়োহ্যায়ঃ

জীবানাদিষ্মুতে দৃষদমুকরণং ক্লেপ্যতে চাপবর্ণে,
 স্বর্ণাশ্বপ্ৰবৃত্তিঃ শ্রুতিনয়বিদিতা সৌগতাত্ম্যশ্চ ভগ্নাঃ ।
 কল্পাস্তেহপ্যেকতোক্তির্নিয়মিতবিষয়া নামরূপপ্রহাণং,
 ভূয়শ্চিস্তা হুযুপ্তে প্রলয়সমদশা-সংজিহাসাদিসিদ্ধৌ ॥৩০৩॥

অথ যুক্তাধিকরণম্ ॥৪॥

জাগ্রৎস্বপ্নৌ ন বাহ্যাবগমবিরহিতৌ স্বাসপূর্ণা হুযুপ্তিঃ,
 তস্মান্মুক্তিমুখিতিঃ স্তাৎ প্রশমিতকরণপ্ৰাণবর্ণেতি চেম্ম ।
 যুত্যাংদেহেভূভেদাৎ স্থিতিমুতিবিশয়াহুখিতেশ্চানিয়ত্যা,
 মৰ্ত্ত্বং প্রাক্রম্য মধ্যে বিরমতি বিধিনেত্যত্র তুর্ধ্যাক্ষভাবঃ ॥৩০৪॥

পেটিকোপোদঘাতঃ ॥

জন্তুনাং জাগরাদিস্থিতিষু ভবতি যবৈশসং দর্শিতং তৎ,
 তত্ত্বংস্থানাদিষোগেহপ্যনঘশুভগুণং ব্রহ্ম সংশোধ্যতেহহু ।
 সংসর্গৈক্যাদিমূলান্ পরিহরতি ততো দোষবর্গানুভাত্যাম্,
 হীনহৌদার্যাহানী পরমপনয়তে নীতিযুগ্মেন নেতুঃ ॥৩০৫॥
 নৈগুণ্যং নিগুণোক্তেগুণবচনমিহাবিহ্বলম্ব্যর্থবাদো
 নৈর্দোষ্যং বস্তুবৃত্ত্যা তদিতরদখিলং স্বাপ্নভোগাদিতুল্যম্ ।
 ইথং জীবেশভূমাপহরণকুহনাবাদ-মোমুহমানান্,
 ক্লেপ্তুং ন স্থানতোহপীত্যধিকরণমথারভ্যতেহনেকশৃঙ্গম্ ॥৩০৬॥

অথোভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ॥৫॥

হেয়ং বস্তু স্বতো যৎ স্থিতিরিহ হি ভবেৎ দুঃখকৃৎ স্বেচ্ছয়াপি,
 ত্যাজ্যহং নাশ্বখা স্তাদিতি ন নিরুপধেহেয়ভাবস্ত হানেঃ ।
 নিত্যস্বাতন্ত্র্যভাজো ভবিন ইব দশাভেদতো নাপ্যবহম্ ।
 ঐতৈবৈকত্র দেহে পর-তদিতরয়োঃ শুদ্ধাশুদ্ধী হৃদীতে ॥৩০৭॥
 ব্রহ্মকত্রাদিদেহেষুগুরিব বিভুরপ্যাত্মভাবেন তিষ্ঠন,
 তত্ত্বজ্ঞানভিলপ্যস্তদ্বিহ স ন কথং তত্ত্বদাদেশবশ্যঃ ।

মৈবং ন জ্ঞাপ্যতেহসাববিদিতবিরহাচ্ছাসিতৃদ্ব্যম শাস্তঃ,
 কিঞ্চিজ্জ্ঞো হৃদ্যতনো জগতি হিতবিদা বোদ্ধ্যতে প্রের্যতে চ ॥৩০৮॥
 উৎসর্গেণাপবাদং ন খলু নয়বিদঃ ক্ষেত্ৰণীয়ং ক্ষমন্তে,
 তস্মাদ্ ব্রাহ্মে গুণাদৌ বিধিবিষয়মতিক্রম্য তিষ্ঠেম্মিষেধঃ ।
 এবং শাস্তে বিরোধে নহি সমবিষয়াপচ্ছিদা-ন্যায়সিদ্ধিঃ,
 দৃষ্টৌ নিত্যং নিষেধঃ পর ইহ চ ততঃ স্তাদুপক্রান্তিনীতিঃ ॥৩০৯॥
 সত্ত্বং কার্যস্য গোপায়তি কথমসতঃ সন্তবেদিতাধীতিঃ,
 দ্রব্যানুত্ত্বং হি কার্যো ব্যাপনয়তি পরং যুক্তিকেতোব-শব্দঃ ।
 অন্তর্ভাবাধিশিষ্টে ভগবতি জগতাং নেহনানেতি যুক্তম্,
 নির্দিষ্টেয়ত্বশব্দাং প্রশময়তি পরে নেতিনেতীতি চোক্তিঃ ॥৩১০॥
 তত্ত্বত্বস্তপ্রদেশে সকলগুণতয়া পূর্ণদৃশ্যঃ পরাত্মা,
 বুদ্ধিহাসাদিভেদোচ্ছিত ইতি হি জলাধারসূর্যোপমোক্তিঃ ।
 অস্পর্শোদাহতিশ্চেন্নহি ঘটকরকাকাসদৃষ্ঠাস্তযুক্তিঃ,
 তস্মাদ্ ব্রহ্ম বিলিঙ্গং বিবিধবিভবমিত্যেব বেদান্তপক্ষঃ ॥৩১১॥

অথ অহি-কুণ্ডলাধিকরণম্ ॥৩৬॥

বিশ্বশ্রম্ভুঃ স্বদুঃখপ্রজননমিহ ন সাংশতোহচিৎস্বকুণ্ডৌ,
 যুক্তৎকার্যাদিকঞ্চ স্বরসমিহ বহুদাহতং সপ্রতিজ্ঞম্ ।
 তস্মাদব্যাকৃতাদিবিহরণনয়িতা বিক্রিয়ৈবেতি চেন্ন,
 সাংশে মোঢ্যং বিতম্বন্ বিহরতি ভগবানিত্যনর্থানপোহাৎ ॥৩১২॥
 কশ্চিম্নিত্যাচিদংশো বিবিধবিকৃতিমান্ ব্রহ্মণীত্যাহুরেকে,
 ফেনাদিহ্যাতোহন্যে সতি বিকৃতিবশাজ্জোহজ্ঞসর্বজ্ঞভাগান্ ।
 চন্দ্রজ্যোৎস্নাদিনীত্যা কতিচিদিহ জগদ্রূপগোবৈকজাত্যম্,
 সর্বে তে সর্ববেদস্বরসগতিহৃতেরত্র বিভ্রাসনীয়াঃ ।৩১৩॥

অথ পরাধিকরণম্ ॥৭৭॥

সেতুঃ তীর্থোত্যধোতের্মিতমিতি-বচনাৎ প্রাপ্য-সম্বন্ধিতোক্তে-
 রন্থাধিকাশ্রুতেরপ্যতিবহন-নয়াৎ কারণং প্রাপকং ত্বাৎ ।
 প্রাপ্যং স্বশব্দবেদিত্যসদনবধিকে কারণে প্রাপ্যতোক্তেঃ,
 সেতুহাহ্যাক্তিরগ্নিন্ বহুভিরবিহতাং বৃত্তিমঙ্গীকরোতু ॥৩১৪॥

সেতুৎং সেতুতুল্যাধিধরণনিয়মাবক্ষ্যাদ্ বাত্র যুক্তম্,
 ব্যাপ্তেহপ্যস্মিন্নুপাধেঃ পরিমিতিবচনং সার্থকং সূত্রিতং প্রাক্ ।
 চাতুস্পদ্যঞ্চ তন্তুচ্ছ্রুতিভিরনুগুণং কল্যাতেহনন্তত্বম্,
 স্বশ্চেত্যেবামৃতশ্চেতাভিহিতমথবা মুক্তিরেবামৃতং স্তাৎ ॥৩১৫॥
 অন্ত্যস্তাধিক্যবাদে পরমবধিতয়া কারণং যত্র দৃষ্টম্,
 তত্র হব্যাকৃতাদিস্তদবধিরিতরাপেক্ষয়াসৌ পরশ্চ ।
 যস্মাদন্ত্যং পরং নেত্যভিহিতবিষয়ে তৎপরোক্তৈরযুক্তৈ-
 রেবংহাদিতানুক্তিস্তত ইতি যদি বা ব্যাপ্যমুক্তং তদন্ত ॥৩১৬॥

অথ ফলাধিকরণম্ ॥৮॥

আরাধ্যঃ কৰ্ম্মকাণ্ডস্থিতনয়নিবহস্থাপিতানাং ক্রিয়াণাম্,
 অধ্যক্ষো দেবতানামনুপধিমহিমা মধ্যকাণ্ডোদিতানাম্ ।
 অত্রাপ্যেতাবতোক্তো ভবভয়চকিতপ্রাপ্ত্যুপাস্ত্যেকলক্ষ্যঃ,
 তন্তুচ্ছাত্রার্থযোগ্যং দিশতি ফলমিতি স্থাপ্যতেহথাত্যুদারঃ ॥৩১৭॥
 কৃষ্ণাদৈর্মর্দনাদেরপি ভবতি ফলং ঘরতো বাগ্ধথা বা,
 ধৰ্ম্মাণাং সাধনত্বং শ্রুতিভিরবগতং দোষবাধোজ্জিতাভিঃ ।
 তস্মাদীশ-প্রসাদাৎ ফলমিতি তু বচন্তুৎপ্রশংসেতি চেম্,
 শ্রৌতারাধ্যপ্রসাদাত্মজন-কদনতোহপূর্বকুপ্তেরযোগাৎ ॥৩১৮॥
 যত্ৰপ্যারাধ্যমূলং ফলমিতি ফলিতং দেবতাধিক্রিয়ায়াম্,
 কৰ্ম্মাপেক্ষা তথোক্তা ফলজননপরপ্রেরণাদৌ তথাপি ।
 সাক্ষিস্থানাদরত্বপ্রভৃতিপরগুণং প্রেক্ষ্য তৎপ্রীগনাদৌ,
 শঙ্কাতক্কের্নিরুদ্ধাংস্বরয়িতুমধুনা তাদৃশোদারতোক্তিঃ ॥৩১৯॥
 সত্রাজঃ সামুকম্পাৎ পিতুরুচিতবিদঃ সাম্যভাজো বদাত্যৎ,
 স্থানে বিন্দন্তি পুত্রা নিয়তরুচিভিদা যদ্বিতাস্তস্তমর্থম্ ।
 তত্র প্রাপ্যং স্বতো যদ্বিহতিরহ যতন্তুৎপ্রশান্তিচ্চ যস্মাৎ,
 দেয়ং যদ্বা বিশেষাদমনমপি যথালোকমত্রাপি তৎ স্তাৎ ॥৩২০॥
 শুদ্ধানন্দে তদিত্ত্বং শুভগুণজলধৌ সত্যানিত্যস্বদেহে,
 দেবীভূষায়ুধাঐশ্বর্যতিশয়িনি কনন্তোগলীলাবিভূর্তৌ ।
 শেখিহাধারভাবপ্রভৃতিবহুবিধস্থানুসম্বন্ধদীপ্তেঃ,
 দৃষ্টিঃ স্বর্গাপবর্গপ্রসবিতরি হরৌ নির্নিমেষা শ্রুতিনঃ ॥৩২১॥

পাদে স্বপ্নার্থহেতুস্তদয়মিহ সুপ্তাধিতিঃ সুপ্তগোপ্তা,
 মুক্ধোবোধাদিকৰ্ত্তা স্বনবশুভগুণোহচিহ্নিরংশী স্বদেহৈঃ ।
 পারম্যশ্চৈকসীমা সকলফলদইত্যাচ্যতে ভক্তিশূদ্রে,
 সত্যে হেবং গুণাদাবধ পৰভজনে রূপভেদাদি চিন্ত্যম্ ॥৩২২॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সৰ্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমধেশ্বটনাথস্য
 বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং
 তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৩২২॥

অথ তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়াঃ পাদঃ ।

উপোদ্যাতঃ ॥

তত্ত্বজ্ঞানানুবিন্ধং হিততমমনসং মোক্ষ্যমাণস্য বক্তুম্,
 তদ্বৈ নির্দ্বয় তর্কজ্বরজনিতমহাসম্মিপাত-প্রলাপান্ ।
 নিপ্পন্নৈ তদ্বোধে ন কিমপি বিদুষা সাধ্যমিত্যুদগৃগ্ণন্ত্যো
 যাবজ্জীবানুবর্ত্যং মুররিপুভজ্ঞনং মুক্তিলাভায় বক্তি ॥৩২৩॥
 ভীমাভ্যো যাতনাভ্যঃ পিতৃপথগমনাবর্তনাদেশ্চ বিভ্যৎ,
 তৃষ্ণাং কৃষ্ণামৃতাকৌ পরিণয়তি পরাং যাবতা তাবদুক্তম্ ।
 ইথং লব্ধাধিকারঃ পরমধিকুরুতে সাধনে তত্র সাদ্রে,
 পাদবশ্চে পরস্মিংশুদিহ বহুভিদা বর্বরং নিত্রবীতি ॥৩২৪॥
 একস্মিন্নেব পাদে নিপুণনয়কৃতা ন ঘয়োস্তর্কগং স্তাৎ,
 ভেদাভেদশ্চ নৈকো বিষয় ইহ ভবেদশ্চহানপ্রসঙ্গাৎ ।
 তস্মাদস্মিন্ প্রকীর্ণা নয়বিততিরিতি প্রেক্ষিতগ্রন্থচোত্তে,
 বেদোবচ্ছিন্নবিজ্ঞানিয়মকুদয়মিত্যেদমর্থ্যং সমর্থ্যম্ ॥৩২৫॥
 আখ্যাবস্তং গুণানাং নিজগদুরূপসংহারতঃ পাদমেতম্,
 বিতৈক্যার্থে তদস্মিন্নপবদনতয়া ভেদচিন্তা প্রসক্তা ।
 ইথং শুশ্রুষস্বামিহ শিথিলয়িতুং ভাবিতং ভাস্যকারৈঃ,
 তদভেদাভেদমীমাংসনমিতি বিষয়স্তত্র চোক্তোহনুবৃত্তঃ ॥৩২৬॥

নিঃসীমানন্দনাড়িক্রম-নিরুপধিকানন্তসংপদগুণোষে,
বিজ্ঞানভেদৈবিত্ত্বা প্রনিধিরিহ যদি প্রাপ্তিরপ্যংশতঃ স্তাৎ ।
মৈবং তৈরেব ধর্মৈস্তদিত্ত্বসহিতৈঃ পূর্ণকামস্ত পূর্ণম্,
প্রাপ্যং ত্রৈলোক্যং নাশ্চৎ কিমপি ফলমতন্তৎক্রতুস্থায়সিদ্ধিঃ ॥৩২৭॥

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্ ॥১॥

ভেদঃ শাস্ত্রান্তরাষ্ট্রৈববিধিষু নিয়মিতঃ কৰ্ম্মকাণ্ডে দ্বিতীয়ে,
সংযোগাষ্ট্রেক্যতোহন্তঃ সমুদয়নিয়তাং সৈব বিজ্ঞাস্ত নীতিঃ ।
আদৌ তেনৈব শাস্ত্রান্তরনয়মুদিতং চোদনাদেবভেদাৎ,
ঐত্ব্যেবাক্ষিপ্য ভূয়ঃ প্রতিসমধিগতং ভেদকাণ্ডার্থতোক্ত্য ॥৩২৮॥
শাখাস্ত্র প্রক্রিয়াস্তা শ্রবণমপি পুনর্দ্রষ্টমত্রাবিশেষম্,
বিজ্ঞানভেদস্ততঃ স্তাদিতি ন তদুভয়ং যুক্তমধ্যোত্তভেদাৎ ।
তেষামেবেতি বাক্যাৎ কচিৎপজ্জনিতা ভেদশঙ্কা ইযুক্তা,
স্বাধায়ে ত্রৈলোক্যবিজ্ঞাপদমিহ হি ভবেত্তদ্ব্যুতেনাস্ত্যোক্তেঃ ॥৩২৯॥
রূপৈক্যাদৈক্যসিদ্ধৌ কিমিতরদুপসংহার্যমন্তো গুণশ্চেৎ,
ভেদো ন স্তাদ্বিকল্প্যং তদিহ কিমফলা তেন চিস্তেতি চেন্ন ।
বৈজ্ঞানিকারৈক্যমৈক্যং দিশতি তদধিকং কিঞ্চিদাকৃষ্টতেহপ্ৰম্,
কৰ্ম্মণ্যাপ্যেবমেব ছাপস্তুতিবিষয়ে ভেদকাংশাতিরিক্তঃ ॥৩৩০॥

অন্যথাত্বাধিকরণম্ ॥২॥

প্রায়ং শাখাবিভেদেহপ্যুপশমিতভিদা তাদৃগুদগীথবিজ্ঞা,
স্তাদেকা চোদনাত্তৈস্তদসদুভয়থা রূপভেদোপলক্ষেঃ ।
গাতা গেয়ং চ গেয়ে সকলসমফলং চেতি বৈষম্যসিদ্ধৌ,
শেষাভেদোহপ্যভেদং ন গময়তি ভিদা ত্বেকভেদেহপি সিধ্যৎ ॥৩৩১॥
ছন্দোগোদগীথশব্দস্তদবয়বপরঃ প্রক্রমাদিপ্রসিদ্ধেঃ,
কুৎস্নোদগীথান্ধিধারী প্রকরণনিয়মভাবতো বাজিনাং স্তাৎ ।
উদগীথোক্তিশ্চ নৈষামুপচরণবতী গাতরি প্রক্রমস্তা,
তৎকত্রা সাধনীয়ে দ্বিষদুপশমনে তৎফলভ্যোক্ত্যবধাৎ ॥৩৩২॥
যত্তাপ্যত্রৈক্যবিজ্ঞা পরপরিভবনাত্তৈহিকার্থপ্রযুক্তা,
ন গ্রাহ্য কোকশাস্ত্রে তদপি সমতয়া তৎপরীক্ষেতি কেচিৎ ।

কাম্যা বিছাপানিষ্ঠ-ব্যপনয়নমুখৈত্র্যবিছোপযুক্তৈঃ,
 তন্ত্ৰসাধ্যপ্রভেদৈর্ভবতি সমুচিতালোচনেত্যাছরন্তে ॥৩৩৩॥
 অজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বঃ কথমিব বিম্বশেৎ কুত্রচিৎ ব্রহ্ম দৃষ্টম্,
 তস্মাৎ তত্তাদৃশীনাং সমুচিতমগতেরত্র মীমাংসনং স্তাৎ ।
 আদধ্যুঃ কৰ্ম্মণাং চ স্বফলবিতরণে বীৰ্যবত্বাতিরেকম্,
 ব্রহ্মধ্যানার্থকৰ্ম্মাতিশয়জননতঃ প্রস্তুতাপেক্ষিতং তৎ ॥৩৩৪॥

অথ সৰ্বাভেদাধিকরণম্ ॥৩৩॥

জ্যৈষ্ঠ্যশ্রেষ্ঠাদিসাম্যে কচন সমধিকং ভাতি বাসিষ্ঠ্যপূৰ্ব্বম্,
 তেনেখং রূপভেদাদ্ বহুনিগমগতা ভিছতাং প্রাণবিদ্যা ।
 মৈবম্, বাগাদিতত্ত্বগুণপরবশতা-বৰ্ণনস্তাবিশেষাৎ,
 বাগাদ্যৈঃ স্বস্বধৰ্ম্মোপচরণমকৃতং তাবতা স্তান্ন ভেদঃ ॥৩৩৫॥

অথানন্দাদ্যধিকরণম্ ॥৪॥

নানান্দাদিভেদাদিতি খলু ভিছুরাং বক্ষ্যতি ব্রহ্মবিদ্যাম্,
 রূপং বিদ্যাস্তরস্ত প্রকরণপঠিতান্নান্দাদ্যত্র যোজ্যম্ ।
 তস্মাৎ সত্যস্বপূর্ববাস্তবিতরগুণবৎ সূর্য্যাবস্থাপনীয়ঃ,
 মৈবম্, ব্রহ্মস্বরূপাবগতিরিহ যতন্তুন্ধি সর্বাস্বপেক্ষ্যম্ ॥৩৩৬॥
 সত্যস্বং বিশ্বহেতৌ বহুবিধচিদচিক্রিয়াজালহানেং,
 জ্ঞানত্বং জ্ঞাতৃভাবাৎ স্বরবহলতয়া স্বপ্রকাশত্বতশ্চ,
 ত্রি-দ্ব্যেকাভিস্ত সর্বং প্রমিতমিহ পরিচ্ছিত্তিভিত্ত্বক্কাণোহন্যৎ,
 তজ্ঞানন্ত্যাং বিয়োগাৎ তিস্তভিরপি সদা নিশ্চলানন্দধাম্নঃ ॥৩৩৭॥
 উক্তং জন্মাদিসূত্রে নমু নিখিলজগদ্ধেতুতা ব্রহ্মলক্ষম্,
 স্তাৎ তেনৈব স্বরূপাবগতিরিহ মুখা সত্যতাদীতি চেম্ ।
 হেতোরীশস্ত হেতুস্তরগত-বিবিধাবদ্যবগপ্রসঙ্গে,
 শঙ্কাক্রুড়ে ক্রমেণেতরবিভজনতস্তস্ত সাফল্যসিদ্ধেঃ ॥২৩৮॥
 নম্বাধ্যানং প্রিয়াদ্যৈরপি ভবতি শিরঃপঙ্কপুচ্ছাদিক্রপৈঃ,
 বাঢ়ম্, তত্র প্রিয়াদ্যৈস্তদবগতিরতন্তে তু সর্বাসু বৃত্তাঃ ।
 পুচ্ছাদ্যংশো নিরংশে ন ভবতি ন চ তদ্দৃষ্টিক্রুৎকৃষ্টতত্ত্বে,
 তস্মাচ্ছিত্ত্যাগ্নিরূপ-ক্রমবদিহ ধ্বতং রূপং ব্রহ্মণি স্তাৎ ॥৩৩৯॥

আনন্দপ্রধানং কতিচিদিহ বিদুঃ সৌত্রমানন্দশব্দম্,
ধৰ্ম্মানন্দাভিধানং ত্রুতুভয়বচনং বেতি পশ্যন্তি কেচিৎ ।
স্তানোক্তো চৈবমেতৎ তদিতরসমতা যাবতা স্তান্ন শব্দ্যা,
তাবদ্ধৰ্ম্মানুবৃতিবহুভজনপদে ব্রহ্মণি স্থাপ্যতেহত্র ॥৩৪০॥

অথ কার্য্যখ্যানাধিকরণম্ ॥৫॥

আচামেদিত্যপূর্বাচমনমিহ বিধেঃ প্রাণবিদ্যাবতঃ স্তাৎ,
মৈবং স্মৃত্যাদিসিদ্ধে পরমশুবিহিতা প্রাণবাসস্তুদৃষ্টিঃ ।
ভুক্তীতেত্যাদিনীত্যা বিধিরপি ঘটতে প্রাপ্তধাৰ্থনিষ্ঠঃ,
প্রাপ্তুক্তা প্রাণবিদ্যা তদিদমবসরে চিস্তিতং ব্রহ্মমত্যাঃ ॥৩৪১॥
আদ্যবশ্তে চ বাসঃ পরিধিরভিহিতো মনুতিশ্চাত্র দৃষ্টৌ,
সা চারাদ্যপ্রিয়াথা স্তুতিরিহ ন ভবেদগত্যভাবাভিনন্দ্যা,
যুক্তশ্চাপূর্বভাবাৎ পরিদধতি-গিরা তদ্বিধানাভিসন্ধিঃ,
প্রাণশ্চারাদ্যনীয়ঃ পরিহিতবসনো যুক্ত্যতে সন্তিরস্তিঃ ॥৩৪২॥

অথ সমানাধিকরণম্ ॥৬॥

শাঠৈকোহধ্যোতৃভেদো ন ভবতি ন গুণঃ কশ্চিদন্তো বিধেয়ঃ,
তস্মাদুক্ত্যবিশেষত্রয়মিহ পুনঃ কিং ন বিদ্যাং বিভিন্দ্যাৎ ।
মৈবম্, যদ্যপ্যনুক্তির্নতু গুণবিধয়ে কল্পতে স্তাৎ তথাপি,
ব্যক্তৈক্য সৌকর্য্যতশ্চ ব্যাসনসমসনস্তায়তশ্চৈক্যসিদ্ধেঃ ॥৩৪৩॥
ছন্দোগৈবাজিভিষ্ট স্মৃটমশুপঠিতা ভাতি শাণ্ডিল্যবিদ্যা,
ভেদাভেদাবমর্শস্তিহ কিমিতি ন সন্দর্শিতো ভাষ্যকারৈঃ ।
তদ্ব্রমো যত্র যত্রাধিকপরিপঠনং তত্র তত্রাধিকানা-
মন্তুভাবাদিব্রুক্ত্যবনধিকমধিকং বেতি সাধারণোক্তেঃ ॥৩৪৪॥
স্থানবশে বশিষ্টপ্রভৃতিবিরহিতা বাক্তিভিস্তুদযুতা চা-
বীতা শাণ্ডিল্যবিদ্যা তদিহ ভিহুরতা কল্পনীয়েতি চেম ।
আরণ্যোক্তং বশিষ্টাদ্যপি খলু বিততিঃ সত্যসকল্পতায়ঃ,
সাধীভাগে রহন্তেহপ্যধিকবিরহতো নাত্র বিদ্যোক্ত্যবাধঃ ॥৩৪৫॥

অথ সম্বন্ধাধিকরণম্ ॥৭॥

অক্ষাদিত্যোপলক্ষ্যে ভগবতি ভজনং চোদনাদেবভেদাৎ,
একং স্তাৎ তেন নান্নোরনিয়তিরিতি ন স্থানতো রূপভেদাৎ ।
স্থানং তৎস্বত্ববুদ্ধৌ ছাপদিশতি ন চেৎ স্তামরূপাতিদেশঃ,
তস্মাদর্কাক্ষিযোগাদহরহমিতি তন্মামনী স্থাপনীয়ে ॥৩৪৬॥

অথ সম্ভৃত্যধিকরণম্ ॥৮॥

সম্ভৃত্যদিগুণ্যেযঃ প্রকরণপঠনাবতঃ সর্ববিদ্যা-
স্বধীয়েতেতি চেম কচিদগতিকতো লিঙ্গতঃ স্থাপিতত্বাৎ ।
অল্পস্থানান্ত বিদ্যাস্বঘটিতবপুষঃ স্বেচিত্তস্থানবৃত্তেঃ,
দ্ব্যব্যাণ্ডোরেকমন্ত্রে সহপঠনবশাৎ তৎসম-স্থানিনোহন্তে ॥৩৪৭॥

অথ পুরুষবিদ্যাধিকরণম্ ॥৯॥

আখ্যানৈক্যাদভেদঃ পুরুষবিষয়য়োর্বিদ্যায়োরিত্যুক্তম্,
যজ্ঞাদ্যাকারকুণ্ডোরিহ বিষমতয়া রূপভেদপ্রসিদ্ধেঃ ।
তাদর্থ্যাভৈত্তিরীয়ে পরভজনফলং মুক্তিরত্রাপ্যমুক্তা,
ছান্দোগ্যে পূর্ণমায়ুঃ ফলমিতি তু তয়োর্ভাতি সংযোগভেদঃ ॥৩৪৮॥
স্পষ্টে রূপাদিভেদে হঠ-সমুপনতো নামসাম্যাদিমাত্রাৎ,
পুংবিজ্ঞাপূর্বপক্ষে মূহুরিতি বিফলাধিক্রিয়ৈবেতি চেম ।
অন্যেব স্তাসবিজ্ঞা প্রকরণপঠিতা তদ্বিধানপ্রধানে-
তাস্মাতস্ত্যাদিসিদ্ধৌ বিভজনমনয়োরিত্যভীবার্থবত্বাৎ ॥৩৪৯॥
যজ্ঞেবং যজ্ঞদৃষ্টিঃ পরবিদি পুরুষে চোজ্ঞতে সান্মুবক্ষে,
যজ্ঞস্তানঙ্গভূতং কথমিহ বিবিধং কল্যাতে তত্র তত্র ।
তস্মাৎ প্রক্রান্তবিজ্ঞাস্ততিরিয়মুচিতেত্যাহরেকেহত্বাণ্তে,
তিষ্ঠত্বৈতদ্দিধাপি প্রকৃতস্ত্যটিতা সম্প্রদায়স্ত চিন্ত্যঃ ॥ '৫০॥

অথ বেধাদ্যধিকরণম্ ॥১০॥

যুক্ত্যেয়ন্ ত্রক্ষবিজ্ঞাপরিসরপঠিতাঃ শং ন ইত্যাদিমাত্রাঃ,
তাদর্থ্যাৎ সর্ববিজ্ঞাস্তিতি ন তদ্বিভাবীতিশেষত্বলিঙ্গাৎ ।

নো চেদগ্ৰেহপি তদ্বৎ সবিধগঠনতঃ সন্তু শুক্রং প্রবিধো-
ভ্যেবংপ্রায়াস্তদৰ্থা ন চ ঘটত ইদং লিঙ্গতো দুর্বলহাৎ ॥৩৫১॥

অথ হান্যাধিকরণম্ ॥১১॥

শাখে ঘে মুক্তিভাজঃ কচন কথয়তঃ পুণ্যপাপপ্রহাণম্ ,
ক্রেতেহথা তৎপ্রবেশং প্রিয়-তদিতরয়োদায়সংক্রান্তিকালে ।
হানং চোপায়নং চ কচিদিতি পৃথগাম্নাত-সম্পর্কসিদ্ধিঃ,
বাক্যং শাখাস্তরস্থং ভবতি হি বিবিধাকাঙ্ক্ষয়া বাক্যশেষঃ ॥৩৫২॥
ইথং ব্রহ্মজ্ঞ-কর্ম্যতাজনমিতর-সংক্রান্তিসম্পূর্ণমস্তু,
স্মৃতিস্তায়াং ব্যবস্থা পৃথগনুপঠনাদিত্যসংকুপ্তিদোঃস্বাৎ ।
সর্ববিধাং মুক্তিভাজাং দ্বিতয়মপি যথোপাস্তি সাধ্যং সমানম্,
তচ্চিস্তাসৌ তথা তন্মহিমবিদ ইতি স্থাপনীয়োভয়ত্র ॥৩৫৩॥
কত্রা তেনৈব ভোগ্যং শুভমিতরদ্বিতি স্থাপিতং কর্ম্যকাণ্ডে,
তস্মাদ্ ব্রহ্মজ্ঞকর্ম্য দ্বিষতি স্তুহদি বা নাপতেদিত্যুক্তম্ ।
বিজ্ঞানাহাভ্যাতে যদিগলতি বিদুষঃ কর্ম্য-তৎসাধ্যতুল্যম্,
বিদ্বৎপ্রদেবভক্তোঃ ফলমিতি কথনে বাক্যতাৎপর্যাসিদ্ধেঃ ॥৩৫৪॥

অথ সাম্প্রায়াদিকরণম্ ॥১২॥

কর্ম্যোক্তু তিমু মুক্ষোঃ কচিদুপনিষদি শ্রুয়তে সাম্প্রায়ে,
মার্গেহন্যস্তাং দ্বিধৈবং শকলশ ইহ তচ্চিস্তনং চাস্তু মা ভূৎ ।
নন্ত্যক্তং কর্ম্যসাধ্যং পথি ফলমথ গতার্থদেহাসুযুক্তিম্,
মুক্ত্যে বিদেব কুর্যাদঘহতিবচনে পাঠতোহর্থো বলী চ ॥৩৫৫॥
নিঃশেষং কর্ম্য নশ্চেদিহ যদি বিদুষঃ স্থূলদেহাস্তমাত্রৈ,
বিশ্রাম্যেৎ তস্তা তাবচ্চিরমিতি হি বচো নার্থবৎ গতেঃ স্তাৎ ।
গত্বা সম্পদ্য চাবির্ভবনমিতি ন সন্মোভবীতীত্যুক্তম্,
স্মাদ্ ধীসঙ্কোচমাত্রস্থিতিকৃদনুগতঃ সূক্ষ্মসংস্কারযোগঃ ॥৩৫৬॥

অথানিয়মাধিকরণম্ ॥১৩॥

পশ্চাৎ শ্রাদ্ধচিরাদিঃ কলমিহ নিখিলব্রহ্মবিজ্ঞাসু মা বা,
 প্রারম্ভাধীতিযোগাৎ প্রকরণনিয়তা তস্মা চিস্তেতি চেম্ ।
 সর্ববাসাং তদ্ য ইৎসং বিতুরিতি বচসাংখ্যাত্ৰ য়ে চেতি চোক্ত্যা,
 মার্গে সাধারণেহস্মিৎসুদনুসরণতন্তুদেবাস্তা চিস্তা ॥৩৫৭॥
 হেয়োপাদেয়মার্গ-দ্বিতয়মুপাদিশশুক্রিদাতা মুমুক্শোঃ,
 যোগী যঃ কশ্চনৈতৎসরণিযুগলবিন্ মুহূর্তে নেতাগায়ৎ ।
 তস্মাদস্মাদৃশাধীত্যবিশদ-বিশদীকর্তৃব্যাক্যাবমর্শাৎ,
 ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্হ-কৃৎস্নপ্রণিহিতঘটিতং মার্গচিস্তাবিধানম্ ॥৩৫৮॥
 হানাদেবচিরাদেবপি কিমভিহিতং চিস্তনং সূত্রকারৈঃ,
 বিজ্ঞানস্বাদিসিদ্ধৈ যদি ভবতু তদাহনস্তুরে পাদ এতৎ ।
 মৈবং বিজ্ঞানতায়ামপি ভজনমিবেদং চ ধীত্বাবিশেষাৎ,
 কস্মাদিত্যো বিভক্তং কথয়িতুমিহ তৎ সূত্রং স্থানপাতি ॥৩৫৯॥

অথাক্রম্যধিকরণম্ ॥১৪॥

যস্মামস্থলতাদিঃ প্রপঠিত উচিতং চিস্তনং তস্মা তস্মাম্,
 নান্যস্তাং মানহানেন যদি নিয়মনং কস্ম কুত্রেতি চেম্ ।
 হেতুত্বোন্মেষদোষ-ব্যপনয়নমিহ ব্রহ্মবিজ্ঞাসু সর্বা-
 স্বানন্দাধিক্রিয়োকৃত-ক্রমনিয়মিতমিত্যস্ত সার্বত্রিকত্বাৎ ॥৩৬০॥
 সত্যত্বাঠেঃ স্বরূপাবগতিরভিহিতা সর্ববিজ্ঞানুব্যুত্যা,
 ভূয়স্তল্ল্যুধ্যর্মেধধিকরণমিদং স্তাষ্ঠৈবেতি চেম্ ।
 কৈশ্চিৎ স্তাতস্বরূপে কচিদিতিরগতং কিঞ্চিদন্যমিষেধ্যম্,
 ব্যাবৃত্ত্যা ন স্বরূপাবগতিরত ইতি প্রেক্ষণস্তাত্ৰ রোধাৎ ॥৩৬১॥
 ব্যাবর্ত্ত্যানস্ত্যতস্তদ্ ব্যুদসনমপি হি স্তাদনস্তং তন্তু-
 চিস্তা কিঞ্চিজ্জসাম্য্য জলধিতরঙ্গবমোপদিশ্যেত মৈবম্ ।
 তন্তৎসামান্যধর্ম্মানুগমকবলিতাশেষভেদোপদেশে,
 তাদৃক্চিস্তোপপত্তেরনবমমিতি বা গৃহ্যতাং সংগৃহীতিঃ ॥৩৬২॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অথাস্তরত্বাধিকরণম্ ॥১৫॥

সূত্রস্বারস্তলাভাৎ প্রথমমন্তৃত্বতঃ পূর্বপক্ষে নিবেশঃ,
সিদ্ধান্তে ত্রক্ষণশ্চেতাধিকরণগতিস্তোকশঙ্কাপনুতৌ ।
সাক্ষাদ্ ত্রক্ষেতি বাক্যদ্বয়মবশ্যতামতশক্বেব ন শ্রাৎ,
ইত্যালোচ্যাত্ত্ব ভাষ্যে পরবিষয়তয়া পূর্বপক্ষোহপ্যুপাত্তঃ ॥৩৬৩॥
যৎসাক্ষাদিত্যমুখ্যি ন শ্রুতিশিরসি পরং ত্রক্ষ বেত্ত্বং যদৈবে-
ত্যেতন্নিঃশ্চাস্থথাপি প্রতিবচনভিদ্ভা তত্র রূপং ভিনস্তি ।
বিজ্ঞাভিৎ-প্রকৃভেদোহপায়মিতি যদি নানুষ্ঠ ভূয়োহনুযোগাৎ,
পশ্চাদুক্তশ্চ দোষাত্যয় ইহ ন ভিদ্ভাং সৌতি সাধারণত্বাৎ ॥৩৬৪॥
সম্বিদ্যায়াং যথা হি প্রতিবচনভিদ্ভা প্রশ্নভেদানুসারাৎ,
বিদ্যৈকত্বে বিশেষ্যং প্রকটয়তি পরাং দেবতামেব তত্র ।
তেনোষন্ত্যঃ কহোলশ্রুতমপি স চ তৎ সংশ্রুতং সঙ্কলযা,
ধ্যায়েতাং ত্রক্ষ সর্বাস্তরমিতি ফলবৎ তত্র সত্রক্ষচর্যাম্ ॥৩৬৫॥

অথ কামাত্ত্বাধিকরণম্ ॥১৬॥

আকাশং তাপ্তিনস্তুচ্ছয়িতমধিজগুর্বাজিনস্তেন বিদ্যা,
ভিদ্যেতাৎত্রেতি চেম্বিবিধ ইহ যতো ত্রক্ষনির্দেশ এষঃ ।
সর্বসাধারণত্বপূর্বকঃ পরতরবিষয়ঃ সামগাকাশশব্দো
বিশেষাধারতোক্ত্যা সূক্ষ্মবিষয়তাহত্ব রূপস্ত নাত্মাৎ ॥৩৬৬॥
ছন্দোগানামুপাস্থং প্রথিতমিহ গুণৈরষ্টভিত্ত্বা জুফ্টম্,
তচ্চাত্মেবাং বশিষ্ঠপ্রভৃতিষটিতমিত্যস্ত রূপস্ত ভেদঃ ।
মৈবং যন্তুশশিষ্টাদ্যপি তদ্বিহ ভিদ্ভা সত্যসঙ্কল্পতয়াঃ,
ইত্যেকার্থ্যং নিরুঢ়ং পরমপি দহরোপাসনং তদ্বদুহম্ ॥৩৬৭॥
নবাকাশো গুণাত্মঃ পর ইতি দহরাধিক্রিয়ায়াং পুরোক্তম্,
তস্মান্নাত্মার্থশ্চেতাধিকরণমিদং নোভিজীহীতেতি চেম্বি ।
ব্যোমাতীতং নিমিত্তং দহরমিদমুপাদানমিত্যাদগুণস্তঃ,
পূর্বং ক্ষিপ্তাঃ প্রসঙ্গাৎ পুনরপি গমিতাশ্চিম্মূলত্বমত্র ॥৩৬৮॥

অথ তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণম্ ॥১৭॥

উদগীথাদৌ ক্রিয়াঞ্জে ভজনমপি ভবেৎ পৰ্ণতান্মুক্তনীত্যা,
 কৰ্ম্মান্নং তৎফলোক্তিস্থিহ নুতিরিত্তি গোদোহনশ্চায়ভগ্নম্ ।
 স্বৰ্গাদীনান্ ফলহং ক্রতুষু তদধিকো হ্যত্র বীৰ্য্যাতিরেকঃ,
 পৰ্ণহাদৌ ন বাক্যং বদতি করণতাং কৰ্ম্ম চাহামুপাস্তৌ ॥১৬৯॥
 উৎগীথে প্রাণদৃষ্টৌ ক্রতুষটিতফলাদন্যদুক্রুৎ ফলং তৎ,
 স্বীকৃত্য প্রাণবিচারঃ স্থিত ইতি বিহতঃ পূৰ্ব্বপক্ষোহত্র মৈবম্ ।
 অত্রতোহনঙ্গভাবে স্থিরনিহিতধিয়ন্তত্র বিঠৈক্যশ্চা,
 তাক্তদ্ব্যঙ্গানঙ্গভাবৌ পৃথগপৃথগিতি স্থাচ্চ পূৰ্ব্বত্র চিন্তা ॥১৭০॥

অথ প্রদানাদধিকরণম্ ॥১৮॥

কামানেনতাংশ্চ সত্যানিতি বচনবলাদ্ ধৰ্ম্ম্যুপাস্তেবিভক্তা,
 ধৰ্ম্মোপাস্তিস্তদর্থং গুণিপরিগণনং তন্ততোহস্তিত্যযুক্তম্ ।
 তন্তদ্বৈশিষ্ট্যভেদাৎ প্রতিবিধিগুণিনশ্চিন্তনাবৃত্তিরথ্যা,
 রাজস্বাট্টঃ পৃথক্ত্বাদ্ভবতি হি হবিষো দানমাবৃত্তমিঙ্গে ॥১৭১॥
 তন্তদ্বৈশিষ্ট্যপ্রতিতে গুণ্যটিতপরোপাসনাভোগহেতুঃ,
 মুক্তিঞ্চ স্থাৎ ক্রমাদিত্যসদগুণবচনাত্মপৰ্য্যাবধানাৎ ।
 শাস্ত্রেহস্মিমাংসমাস্তেঃ ক ফলমভিহিতং নিগুণোপাস্তিসাধ্যম্,
 নোচ্ছান্ত্রং চ প্রকল্প্য গুণনিয়মনতঃ খ্যাতিমাংশ্চৈব পাদঃ ॥১৭২॥
 প্রত্যেকং মেলনাদ্ধা দহরগুণগণেহপ্যত্র সংচিন্ত্যামানে,
 গুণ্যাবৃত্তার্থলঙ্কেঃ কথমিহ তদনাবৃত্তিসংকেতি চেম্ ।
 বুদ্ধ্যারোহে গুণানাং যদবধি গুণিনো রূপমর্থ্যং ততোহন্যৎ,
 বিঠৈক্যাস্তং তদাবৃত্তানুষটিত-তদাবৃত্তিচিন্তাপ্রবৃত্তেঃ ॥১৭৩॥

অথ লিঙ্গভূয়স্তাদধিকরণম্ ॥১৯॥

প্রক্রান্তা দহবিত্তা প্রকটমুপরি চ জায়তে তৈত্তিরীয়ে,
 তস্মাদুর্দ্ধানুবাকঃ প্রকৃতবিষয়নির্দ্ধারণার্থোহস্ত মৈবম্ ।
 তন্তদ্বিত্বোদিতৈস্তেঃ পরমিহ পুরুষঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্য শব্দৈঃ,
 তস্মিন্ নারায়ণহং বদদধিকবলং প্রক্রিয়াতো হি বাক্যম্ ॥১৭৪॥

বাক্যৈঃ সর্ববাক্যভাষ্যং দহরভজনমপ্যত্র ভাগীতি সার্থঃ,
 তন্নিদ্রোপেতভাগো ন চ বহুভিরলং যোদ্ধুমেকং কৃতার্থম্ ।
 নৈকস্যাস্তোপকুর্য্যাৎ প্রকরণমলসং কিঞ্চ সর্বোপজীব্যে,
 তত্ত্বং তাৎপর্যমত্র ক্ষুটিমিতি বিতথা তৎপরিভাগকৃষ্ণিঃ ॥৩৭৫॥
 আত্মৈক্যং দেবতৈক্যং ত্রিকসমধিকতা তুল্যতৈক্যং ত্রয়াণাম্,
 অত্ৰৈক্যমিত্যাভিনিপুণভণিতীরাদ্রিয়ন্তে ন সন্তঃ ।
 ত্রয়াশ্চৈক্যককৈশ্চৈক্যদশুগুণমশু-ব্যাসমুখ্যোক্তিভিষ্চ,
 শ্রীমান্ নারায়ণো নঃ পতিরখিলতনুর্ন্যুক্তিদো মুক্তভোগ্যঃ ॥৩৭৬॥

অথ পূর্ববিকম্পাধিকরণম্ ॥২০॥

অঙ্গং পূর্বপ্রসক্তৈক্যকচিত-সমুপস্থাপিতস্ত ক্রতোঃ স্তাৎ,
 বুদ্ধ্যাত্মাগ্নির্মনশ্চৈবভূতিরপি যথা মানসং দ্বাদশাহে ।
 তৎকারণ্যাত্তিদেশাদিতি ন সমুদিতো হত্র বিজ্ঞানকোহঙ্গো,
 প্রত্যাহারৈব তস্মিন্মুপকৃতিসমতা-বোধনার্থোহতিদেশঃ ॥৩৭৭॥
 কল্প্যা হত্র ক্রিয়াত্মা ক্রতুরপি তদপি প্রাপ্তপাত্তাঙ্গশক্ত্যা,
 বাক্যৈশ্চৈক্যানুবন্ধৈরিহ সমুপনতো ভাতি বিজ্ঞানময়স্ত ।
 দূরহাকৃষ্টযোগাৎ স্ববচনপঠিতাকৃষ্টযোগো বদীয়ান্,
 অপ্রাপ্তেহর্থো বিধিৎস্ব হানুবদনসমেহপ্যাশ্রিতং তদ্বদত্র ॥৩৭৮॥

অথ শরীরে ভাবাধিকরণম্ ॥২১॥

তৎকালাকারিণঃ স্তাদহমিতি ভজনে কঙ্ককস্তাত্মনো-
 ধীরাসক্তের্ভাসমুপাস্থেত্বাদিতবদিতি চেমাগ্ৰথা সন্নিবন্ধাৎ ।
 শুদ্ধো হ্যাত্মাত্ৰ সাধ্যঃ ফলমতিরবিনাভাবিনী বোদ্ধৃকৃতো,
 বুদ্ধ্যাসম্মেহস্তরঙ্গে সতি বিধিনিয়তা তৎক্রতুহ্যয়সিদ্ধিঃ ॥৩৭৯॥
 কৰ্ত্তৃভোক্তৃভ্রমাত্রং গণয়িতুমুচিতং দৃষ্টভোগার্থযত্নে,
 স্বর্গাচ্ছার্থেহস্তদেহানুগতিরপি পরং স্বাধিকারানুবিকা ।
 মুক্ত্যর্থো প্রাপ্ত্যবস্থা-প্রতিধিকখনতন্তৎক্রতুহ্যয়বাচা,
 চিন্ত্যস্ত প্রাপ্যভার্থো গমিত ইতি কুতোহতিপ্রসঙ্গাদিসঙ্গা ॥৩৮০॥

বিজ্ঞাভেদেষু বেজ্ঞাকৃতিবিষমতয়া যাবদ্ব্যক্তে বিচিস্ত্যে,
 প্রাপ্যং সৰ্বোপপন্নং তত ইহ কথমপ্রাপ্যচিস্তানিবেধঃ ।
 তস্মাদ্বদন্ত চিস্তাস্থিতি ন কলুষিতো নহহংশদমুখ্যঃ,
 প্রাজাপত্যাত্ম বাক্যাদকলুষদশয়া ভাবনীয়হসিক্টিঃ ॥৩৭১॥

অথঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্ ॥২২॥

উদগীথাদেব্রিশেষে ভজনবিধিরসৌ স্তাৎ স্ব-সাম্মিধ্যগীতেঃ,
 মৈবম্, সৰ্ববাস্তুভূতক্রতু মুখত ইহাশেষসাম্মিধ্যাসিক্টিঃ ।
 সামান্যং ব্যস্ত্যপেক্ষক্রিয়মপি নিয়মাদর্শনে ত্রীহিতা-
 বচ্ছন্দশ্চোদগীথমাত্রং বদতি ন তু ভিদাং ছাগনীতিস্ত নাত্র ॥৩৭২॥

অথ ভূম-জ্যায়স্বাধিকরণম্ ॥২৩॥

ব্যস্তো বৈশ্বানরাভ্যা প্রতিনিয়তফলোদাহতেশ্চিস্তনীয়ঃ,
 ক্লম্পোপাস্তৌ ফলোক্তিঃ স্তুতিরিহ যদি বা কৃৎস্নরূপোহপ্যুপাস্তঃ ।
 মৈবং ব্যস্তেষু দোষঃ পৃথগনুকথিতস্তৎফলোক্তিঃ স্তুতিঃ স্তাৎ,
 দৃষ্টং হৃষ্টাকপালপ্রভৃতিষু চ তথা তেন চিস্ত্যঃ সমস্তঃ ॥৩৭৩॥
 সামন্ত্যস্তৈব যোগে দ্রুতিমবতি মহাবাক্যতাৎপর্যবৃত্ত্যা,
 ব্যস্তেষুশাননুত্ব স্তুতিনিয়তনয়াদান্তপর্য্যং ফলোক্তেঃ ।
 নামাদীনামুপাস্তৌ ফলমবধিতয়াহপেক্ষিতং ভূমবাক্যে,
 নাপ্যেবং প্রত্যবায়ঃ শ্রুত ইতি বিষমোদাহৃতির্নার্থসিদ্ধৌ ॥৩৭৪॥

অথ শব্দাদিভেদাধিকরণম্ ॥২৪॥

সৰ্বাসু ব্রহ্ম বেদ্যং ফলমপি খলু তদ্ব্যক্তিতেতি চাখ্যা,
 ধ্যানাদ্ব্যক্ত্যেকলক্ষ্যে বিধিরপি ভজনে সৰ্ববিষ্টেক্যমিথম্ ।
 তস্মাখ্যা-রূপভেদাৎ তদ্ব্যপহিতবিধৌ তেন বৈশিষ্ট্যাসিক্টিঃ,
 মিশ্রং মধ্যাদিবিজ্ঞাকলমিহ চ পৃথক্কাম্যবিজ্ঞাসু চৈবম্ ॥৩৭৫॥
 নানাশব্দাদিভেদাদিতি কথমবদৎ সূত্রকৃচ্ছন্দসাম্যে,
 নহেতে যাগদানাদয় ইব ভিত্তরা ভক্তিবিপ্রাস্তিসিদ্ধিঃ ।

সত্যং শব্দস্ত ভেদস্বয়মুপচরিতো রূপভেদত্রুটিম্না,
জ্ঞানং যচ্চাবিধেয়ং করণমিহ জগুস্তমিরাসেহভিসন্ধিঃ ॥৩৭৬॥
যদ্বা শব্দাদিভেদাদিতি তু কথয়তা সূত্রকারেণ সম্যক্,
আসোপাসে বিভক্তে যজ্ঞন-হবনচ্ছন্দভেদাদভাক্তাং ।
আখ্যারূপাদিভেদঃ শ্রুত ইতরসমঃ কিঞ্চ ভিমোহধিকারঃ,
শীঘ্রপ্রাপ্ত্যাদিভিঃ স্মৃতাং জগুরিতি চ মধুপাসনাদৌ ব্যবস্থাম্ ॥৩৭৭॥

অথ বিকম্পাধিকরণম্ ॥২৫॥

জ্যোতিষ্টোমাগ্নিহোত্রপ্রভৃতিবদধিকানন্দসিদ্ধৌ সমুচ্চি-
তৌতাঃ স্মাত্রাক্ষবিজ্ঞা ন চ ভজ্ঞনুবিধিঃ কশ্চিদেকং প্রতি স্মৃতাং ।
কর্তুং তাঃ কালভেদে ক্ষমমিতি ন মিথো বাসনানৈস্থর্যাবাধাৎ,
সম্পূর্ণত্রফলকৈ পৃথগিহ চ বিধিঃ প্রায়ণাস্তে সমার্থৌ ॥৩৭৮॥
রূপাদীনাং বিশেষৈর্ন তু পরভজনং নৈকরূপং বিভক্তম্,
সামগ্রীভেদতন্তুৎফলমপি বিষমং সম্যতন্যায়তঃ স্মৃতাং ।
ন স্মৃতাং সর্বাসু বিজ্ঞানপি হি ফলতয়া বক্ষাতে ভোগসাম্যম্,
প্রাপ্তৈক্যং চ প্রসিদ্ধং বহুসরণিজুযাং লোকতো বেদতশ্চ ॥৩৭৯॥

অথ যথাশ্রয়ভাবাধিকরণম্ ॥২৬॥

তন্তদবিজ্ঞানু তাদৃক্ ফল-তরতমতাং বারয়িত্বা প্রসঙ্গাৎ,
প্রাপ্তোক্তোদগীথবিজ্ঞাফলমথ পুনরাক্ষিপ্য গাঢ়ীকরোতি ।
মা ভুদুস্তং স্ববাক্যে ফলমিহ তু ন সা পর্ণময়াদিনীতিঃ,
স্পষ্টা খলুত্র বিজ্ঞাফলকরণতয়া বর্তমানোক্তিতোহপি ॥৩৮০॥
তাদর্থ্যং নাত্র কস্মি শ্রুতিরবগময়েদাশ্রয়ালম্বমাত্রাৎ,
বিজ্ঞাহানৌ চ যুক্তং প্রতিবিধি বচনং তৎফলার্থপ্রসঙ্গে ।
তারে সোপাসনেহস্ত স্তবনমমুগমাৎ তাবতা সা তু নান্দম্,
প্রাগ্ বক্তব্যস্ত হিহা বচ ইদমুপরিস্থাপনীয়প্রসঙ্গৈ ॥৩৮১॥
বিত্তৈকোদগীথবিজ্ঞা-বিত্তয়বিভজন-প্রাগবিষ্টৈকভাবাঃ,
সর্বাস্বানন্দভাদেগুণিবদনুগতিঃ প্রাগ-বাসস্তদুষ্টিঃ ।

শাণ্ডিল্যাকাং বিভজ্য স্থিতিরহরহমোঃ সঙ্কতেঃ স্থানসীমা,
 পুংবিছায়া বিভেদোহৃদ্যাননিয়ততা শংন ইত্যাদিকানাম্ ॥৩৮২॥
 হানাত্ত্যোক্ত্যোগস্তুচুচিতিসময়ো দেবযানাদিসাম্যম্,
 সর্বত্রাস্থলতাদিব্যতিহরণমথানেকশিষ্টাশ্রতানাম্ ।
 দহোপাস্ত্যেকভাবো গুণফলবিধিরুদগীথমাত্রিত্য দৃষ্টো;
 গুণ্যবৃদ্ধিগুণার্থা নিখিলপরতরোপাস্তিবেছাবসায়ঃ ॥৩৮৩॥
 বিছারূপা মনশ্চিৎপ্রভৃতয় উচিতজ্ঞানরূপক্রতুহাঃ,
 ক্ষেত্রী শুদ্ধোহমুচিস্ত্যঃ ক্রতুগুণসকলোদগীথপূর্বেষু দৃষ্টিঃ ।
 সামস্ত্যেনৈব বৈশ্বানরভজনমথানেকবিছোপপত্তিঃ,
 মোক্ষার্থানাং বিকল্পঃ পুনরনিয়তিরুদগীথদৃষ্টেরিহোচে ॥৩৮৪॥

ইতি কবিতাকিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদেকটনাথস্ববেদাস্তাচার্য্যস্য
 কৃতিসু অধিকরণসারাবল্যাং তৃতীয়স্তাধ্যায়স্য
 তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩৮৩॥

অথ তৃতীয়স্তাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ।

উপোদঘাতঃ ।

কর্ম্ম প্রাক্ চিন্তয়িত্বা ননু পরমমথ ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তুমুক্তম্,
 পাদে বিভ্রান্তভোক্তিঃ পুনরিহ বিতথাহনেকধাত্যাজ্যতোক্তেঃ ।
 মৈবং কশ্মৈব তত্তদগুণযুতবিনিযুক্ত্যন্তভাবেন ভিন্নম্,
 বিভ্রানিপ্পত্তিহেতুঃ কিমপি চ স্কৃতং স্মারিত্ত্যেকসংজ্ঞম্ ॥৩৮৫॥
 ত্যাগঃ কাম্যক্রিয়াণাং কচন পরবিদঃ কাপ্যনর্হঃ ক্রিয়াণাম্,
 স্বৈকাধীনত্ববুদ্ধেঃ কচিদমুপধিক-স্বার্থবুদ্ধেচ্চ গীতঃ ।
 অত্রাহিংসাদিকানামধবিহিতকৃতাং সর্ব্বসাধারণানাম্,
 ক্রতে বর্ণাশ্রমাদি-প্রতিনিয়তমতামপ্যুপাস্ত্যন্তভাবেম্ ॥৩৮৬॥

অথ পুরুষার্থাধিকরণম্ ॥১॥

কর্ত্তাত্মা কর্ম্মণাং বস্তুদধিকমিহ ন ব্রহ্ম তস্মান্মখাদো,
 তদ্বুদ্ধৈবোপযুক্তাঃ স্মারপনিষদ ইত্যর্কমীমাংসকোক্তো ।

জীবাত্ত্রক্ষাচিস্তাত্মক-ভজনবিধৌ কৰ্মণামঙ্গভাবম্,
 প্রাহ ক্ৰিপ্তাত্মলিঙ্গঃ কলুষশমনতঃ সঙ্গসম্বন্ধকানাম্ ॥৩৮৭॥
 পাদৈরত্রৈবমেকাদশভিরপি পরং ত্রক্ষ বেদ্যং নিরুদ্ভম্,
 ভূয়ঃ কিং ক্ষুদ্রলিঙ্গৈর্গগনলিপিনিভৈঃ ক্ষোভ্যতে ত্রক্ষবিজ্ঞা ।
 সত্যং তৎ তাদৃগল্পশ্রুতমতিকলহ-ত্রাসিতচ্ছাত্রডিপ্তঃ,
 স্তোমক্ষেমায় জৈমিষ্ঠ্যহদয়কথিতং পক্ষমুৎক্ষিপ্য হস্তি ॥৩৮৮॥
 কুৰ্ব্বন্মেবেতি বাক্যং পরবিদি নিয়তাচারতোক্তিঃ সহস্বেহ-
 য়ারম্ভো ধীক্ৰিয়াত্ম্যমপি ন নিয়ময়েদঙ্গতামঙ্গিতাং বা ।
 বিদ্যাপূৰ্ব্বং ক্ৰিয়াণাং করণমমুদদৎ বাক্যমম্বার্থমুক্তম্,
 নহেতদ ত্রক্ষবিজ্ঞামমুদতি ন চোদগীথ-বিজ্ঞাক্ৰিয়াম্ ॥৩৮৯॥
 স্বাধ্যায়-প্রাপ্তয়ে হ্যধ্যয়নমুদিতমাধানবল্লোত্তরাজম্,
 বিজ্ঞাঙ্গং চার্থবোধৌ ভবতু যদধিকা সা স্বরূপৈঃ ফলৈশ্চ ।
 নিত্যাত্মজ্ঞানমাত্রং ক্রতুষু নিয়মতোহপেক্ষিতং নাত্মবিজ্ঞা,
 কাম্যত্যাগঃ সবিজ্ঞে কথমিহ ভবিতা সাপি যদ্যঙ্গমেধাম্ ॥৩৯০॥
 নাত্মং বিজ্ঞা মখাদেন্নহি তদধিকৃতেষেব তাম্যামনামং,
 স্তাৎ তত্ত্বং কৰ্ম্মণাং সেত্যপি ন বহুবিধাদ্ বৈপরীত্যোপদেশাৎ ।
 জাবালেক্কঙ্করেতোবিধিরপি পঠিতোহনুদ্যতেহগ্নৈশ্চ তস্মাৎ,
 প্রাপ্তিগ্রাহ্যাহম্মথাপি স্বয়মিহ তু বিধিস্তম্মিষেধং সরাগে ॥৩৯১॥

অথ স্তুতিমাত্রাধিকরণম্ ॥২॥

জুহ্বাদিস্তোত্রনীত্যা ভজতু রসতমাদ্ যুক্তিরঙ্গস্তুতিত্বম্,
 মৈবং তত্ত্ববিধানপ্রকরণরহিতা পূৰ্ব্বনির্দেশযুক্তৈঃ ।
 তত্ত্বদৃষ্টেৰ্বিধানং বিবিধমিহ সমালক্ষি চৈতৎসমীপে,
 তেনানম্বার্থশিষ্টে ফলবতি চ বিধিযুক্ত্যতে কল্যমানঃ ॥৩৯২॥
 কিঞ্চ, প্রাপ্তেরভাবান্ন তদমুদনং নাধিরোপ্যস্ততিৰ্ব্বা,
 যুক্তা বিধ্যেকবাক্যে গতিরিয়মগতেঃ সাত্র নাসক্তিহানেঃ ।
 উৎকৰ্ণঃ কল্যাতে চোদগতিকবিষয়ে তৎ প্রসহ্য প্রসহ্যম্,
 মধ্যে বিজ্ঞাবিধীনাং বচনমিদমিতি স্তাৎ তু বিধ্যর্থমেতৎ ॥৩৯৩॥

বিদ্যার্থেহপি যুক্তা স্ততিরিয়মসতঃ কীর্তনাদিত্যুক্তম্,
 দৃষ্ট্যুদ্দেশেহতিচারাদথ চ বিশয়নং স্তাদিতি স্বৰ্ভকোক্তিঃ ।
 নিতোহুশ্মিন্নপ্রমাণং প্রসজতি নিগমো যুক্তিব্যর্থ্যপক্ষে,
 স্থিতস্তাবে বুভুৎস্তে বচ ইহ ফলবদ্ধক্ৰ্ত্তবিদ্যার্থমেব ॥৩৯৪॥

অথ পারিপ্লবাবধিকরণম্ ॥৩৯॥

বিজ্ঞানাত্মানভেদা বিধিমহিমভূতাঃ সন্ত পারিপ্লবার্থাঃ,
 ন স্যাবিজ্ঞাবিধানৈঃ প্রকরণপঠিতৈরেকবাক্যত্বদৃষ্টেঃ ।
 মন্যাত্মানমাত্রং ভবতি চ কথিতং তত্র পারিপ্লবার্থম্,
 তেনাকাঙ্ক্ষানিবৃত্তৌ ন তদধিকপরাখ্যানতাদর্থ্যকৃপ্তিঃ ॥৩৯৫॥

অথাত্মনাবধিকরণম্ ॥৪০॥

যজ্ঞাদেবজ্ঞভাবান্ন তদনধিকৃতেশ্বস্মিনোহধিক্রিয়া স্তাৎ,
 বিত্ৰৈবং নোঙ্কিরেতঃস্বিত্তি ন বলবিধস্বাত্মস্বার্থতোক্তেঃ ।
 বিজ্ঞাযোগশ্চতুর্গাং বিধিরপি চ সমঃ শ্রুতয়ে স্মার্যতে চ,
 প্রায়োগোচিত্যভূম্মা মুনিভিরভিহিতং কাপি মোক্ষাশ্রমত্বম্ ॥৩৯৬॥

অথ সর্বাপেক্ষাবধিকরণম্ ॥৪১॥

তাক্তে যজ্ঞাদিধর্ম্মে পরভজনবিধেয়রূপেতঃসু দৃষ্টা,
 বিজ্ঞা তেনানপেক্ষা গৃহবতি চ ভবেদিত্যানালোচিতোক্তিঃ ।
 যজ্ঞেনেত্যাদিকাভিঃ শ্রুতিভিরবগতা হস্ত মা তৎপ্রসাধ্যা,
 জিজ্ঞাসার্থত্ববাদো জিগমিষতি পদেত্যাদিনীত্যা নিবর্ত্ত্যঃ ॥৩৯৭॥
 নস্বিচ্ছার্থত্বহানিজিগমিষতি পদেত্যাদিকে গত্যাভাবাৎ,
 শ্রুত্ব্যক্তেহস্মিন্স্থথা নেত্যসদিহ চ যতো গত্যাভাবঃ সমানঃ ।
 ইচ্ছা স্যাৎ ধীবিশেষাভদ্রমুপজননে কর্ম্মভিঃ সা ন সাধ্যা,
 জিজ্ঞাসাং প্রাপ্তুমিচ্ছানর্চ ন ভবতি তজ্জ্ঞানমিচ্ছং পুত্রৈব ॥৩৯৮॥
 নস্বত্রেচ্ছানুযুক্তিং প্রতিবিহিতমিদং কর্ম্ম যোজ্যং ততঃ কিম্,
 মেচ্ছার্থং ধীবিশেষপ্রজননমুদিতং তাবতা বারিতং স্তাৎ ।

জ্ঞানার্থং কৰ্মবিধাস্ত্বরমপি বিবিধং নাপলাপকৰ্মং তে,
নিধানস্তায়তোহতত্ত্বমুবদতি বিদেহিকৃতাং সন্-প্রয়োগঃ ॥৩৯৯॥

অথ শমদমাত্মাধিকরণম্ ॥৬॥

যজ্ঞাদি ব্যাপ্তত্বাদনিভৃতকরণে সৰ্বকালং গৃহস্থে,
শাস্তাদীনামযোগাৎ তদিতরনয়িতান্তে গুণা ইত্যুক্তম্ ।
প্রজ্ঞাদিস্থিতানামপি তদুপধিকানেকধৰ্মপ্রবৃত্তেঃ,
তৎ সৰ্বং গৃহতে চেৎ সহ তদপি ফলাদ্যজ্ঞানং চাত্ৰ তুল্যম্ ॥৪০০॥
প্রজ্ঞাতস্বাপরাধাঃ প্রভুমমুতপনে লোকসিদ্ধৈরুপারৈঃ,
আত্মাহৈরচয়ন্তঃ ক্রমশমিত-রুশস্তস্য সেবাং লভন্তে ।
ইৎ নঃ শাস্ত্রসিদ্ধৈরিদমনিদমিতি স্বাধিকারে বিভক্তেঃ,
নিপ্রত্যাঃ প্রসাদো নিকুপধিস্ত্বহদঃ শ্রীধরস্তাধিগম্যঃ ॥৪০১॥

অথ সৰ্বান্নানুমত্যাধিকরণম্ ॥৭॥

আহারস্য ব্যবস্থা ন ভবতি বচনাৎ প্রাণবিজ্ঞাধিকৰ্ত্তৃঃ,
সামান্তস্থে নিষেধে বলবতি হি বিধৌ সংকুচেদিত্যুক্তম্ ।
অঙ্গদেহবিধেঃ স্তাদনুমতিবচনং প্রাণভঙ্গপ্রসঙ্গে,
পশ্চতৎপ্রাণনিষ্ঠাদধিকমহিমনি ব্রহ্মনিষ্ঠেহপ্যুষন্তৌ ॥৪০২॥

অথ বিহিতত্বাধিকরণম্ ॥৮॥

যজ্ঞাদেঃ কৰ্মণো হি শ্রুতিভিরভিধে ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্তাবঃ,
তস্মাদব্রহ্মনিষ্ঠে তদধনুসরণাৎ স্মৈরিতৈবাস্ত মৈবম্ ।
নিত্যত্বশ্রুতিপিসিদ্ধেস্তদুচিতবিনিযুক্ত্যান্যভাবানুসারাৎ,
তত্ত্বং কাম্যায়িহোত্রাদিবিদih পরবিস্তিত্যবর্গেহপি যোজ্যম্ ॥৪০৩॥

অথ বিধুরাধিকরণম্ ॥৯॥

দারালভে বিরক্তের্মদিমনি চ ভবেদন্তরেণাপ্রমান্ যঃ,
তস্মিন্মিশেষধৰ্মাত্মজি ভবতু কথং ব্রহ্মবিজ্ঞেতি চেম্ ।

সামান্ঠ্যবর্ণধর্মৈশ্চ গনিয়তিযুতৈঃ সা হি-তত্রাপি সাক্ষা,
ভীষ্মাদৌ দৃষ্টমেতদ্ ভবতি তু বৃষলে গত্যাভাবাভাবঃ ॥৪০১॥

অথ তদ্ব্যুতাদিকরণম্ ॥১০॥

আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকাদিত্রয়মথ পতিতস্তৎপর্যবর্তনাদ্ যঃ,
তত্রাপি ত্রক্ষবিজ্ঞা ভবতু সহকৃতা তত্তদহৈঃ স্বধর্মৈঃ ।
মৈবং যজ্ঞপাতীচ্ছস্ত্যাপপতনমিদং শোধনং চাস্ত্যনেকম্,
সর্ববাহ্নিঃ কীর্তনাত্মং তদপি তদ্রুচিতে নৈষ তাদৃহ্নিষেধাৎ ॥৪০৫॥
প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি হ্যাপপতন-মহাপাতয়োত্র ক্রয়োগম্,
প্রাপ্তে পাতে প্রমাদাধ্বিদধতি মুনয়ো যোগিনং যোগমেব ।
তস্মাদারুঢ়পাতেহপ্যধিকৃতিরিতি নাচোদনীয়ং হি শাস্ত্রম্,
যাবজ্জীবন্ত তন্নিষ্কৃতিরিতি নিয়মঃ সূত্রকারাত্তীক্ষ্ণঃ ॥৪০৬॥
যো বালং হস্তি যঃ স্ত্রীং শরণমুপগতং যশ্চ যো বা কৃতঘ্নঃ,
প্রায়শ্চিত্তৈর্বিশুদ্ধানপি জগদুরিমান্ সাধুসংস্পৃশ্যনহান্ ।
স্মৃতাচারানুসারাদিহ চ গতিরিয়ং দর্শিতা সূত্রকারৈঃ,
শাস্ত্রং নঃ শাসনীয়ং যদি ভবতি তদা সংপ্লুতো ধর্মসেতুঃ ॥৪০৭॥
ত্রক্ষাংশে সমানে গুণবিষয়তয়া শুদ্ধাশুদ্ধিস্বভাবৈঃ,
দেহৈর্যোগাদনুজ্ঞাপরিহরণমপি প্রেক্ষণ-স্পর্শনাদেঃ ।
ইত্যেবং সূত্রিতং প্রাক্ পুনরিহ বিবিধালেপকক্ষোভশাস্ত্রা,
সম্যগ্ জ্ঞাতান্ননোহপি স্বতনুসমুচিতাচারতঃ প্রত্যাবোধি ॥৪০৮॥

অথ স্বাম্যধিকরণম্ ॥১১॥

উদগীথাদাবুপাস্তির্ভবতি হি ফলিনা যজ্ঞনৈবাত্র শক্যা,
তস্মাস্তৎকর্তৃকাসাবিতি যদি ন পরিক্রীতকর্মাশ্রয়ত্বাৎ ।
ঋত্বিক-সাধ্যা যথাত্তে গুণফলবিধয়োহনুত্তরে চৈবমেবা,
শক্যং নাপ্যুপাধিবিধিবলনিয়তেঃ স্বামিভূতাক্রমোহত্র ॥৪০৯॥

অথ সহকার্যন্তরবিধ্যাধিকরণম্ ॥১২॥

মন্তব্যেহে অস্মতে সত্যথ মুনিরিত্তি বাগন্ত তস্তামুবাদঃ,
কশ্চিমহত্র দৃষ্টো বিধিরিত্তি ন পুরা পণ্ডিতহস্ত লক্কে ।
উহাপোহাহতা হি অবণ-মননতোহনন্তরং পণ্ডিতহস্ত,
মৌনখ্যাতিঃ প্রকৃষ্টে মনন ইতি বিবো ধারণাদুস্তিরেষা ॥৪১৫॥

অথানাবিকারাদিকরণম্ ॥১৩॥

শিষ্টং বাল্যেন তিষ্ঠাসনমপি বিদুষো বালকৃত্যং তদন্ত,
প্রাপ্তুং বালস্ত ভাবো ন তু স্তশক ইতি স্বৈরিতাস্থেতি চেন্ন ।
দুশ্চারিত্রাদয়ং নাবিরত ইতি বচঃ সন্নিক্ষে হতোহস্মিন্,
মাহাস্থ্যং স্বং নিগূহেদিতি মুনিবিহিতে বাল্যবিজ্ঞাশয়ঃ স্তাৎ ॥৪১৬॥

অথ ঐহিকাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ॥১৪॥

ভোগার্থোপাসনানাং স্বজনক-স্বকৃতৈস্তৎক্ষণাদুদ্ববঃ স্তাৎ,
স্বর্গাদিস্তত্র দেহে ন ঘটত ইহ তু স্বাস্তশুদ্ধোপপত্তিঃ ।
স্নানপ্রায়তানীতিস্তত ইতি ন পুরা বিঘ্নসম্ভাবনোক্তেঃ,
কারীর্ঘ্যাদৌ তদহৈঃ সগুণবিরচিতেহপ্যস্তি বিঘ্নঃ কদাচিৎ ॥৪১৭॥

অথ মুক্তিফলাধিকরণম্ ॥১৫॥

অন্তঃশ্রুতাস্তরাযঃ প্রবলতমমিদং সাত্ত্বিকত্যাগযুক্তম্,
কর্ম প্রোক্তং নিবৃত্ত্যাহবয়মিতি সপদি বন্ধবিজ্ঞাং বিদধ্যাৎ ।
মৈবং তস্মাদ্বলীযান্ যদি ভবতি পরত্রক্কাভক্তাপরাধঃ,
তচ্ছাস্তৌ তৎপ্রসূতিঃ স যদি ন ঝটিতি স্তাৎ পরোপাস্তিলাভঃ ॥৪১৮॥
বিজ্ঞার্থং ক্রিয়াগাং ব্যভিচরণবশায়েতি শঙ্ক্যাপমুদৈত্বে,
প্রত্যাহানাঞ্চ তুর্গং প্রশমনমুচিৎ সর্বদেতি প্রসিদ্ধ্যৈ ।
নিপ্রত্যাহস্ত সত্ত্বঃ ফলমিতি চ সতাং ভোষহেতোরমুশ্মিন্,
পাদান্তে স্তাসিষাতামনিয়মবিষয়ো শাস্ত্রকত্রাধিকারো ॥৪১৯॥

প্রত্যাহস্ত প্রসঙ্গঃ ক্ষম ইতি পরবিৎ-কৰ্ম্মণাং তদবিধিতো,
 ভোগার্থোপাস্তিহেতুত্বয়মশুকথিতঃ কিং মুখ্যত্রেতি চেৎ ।
 কাম্যো নির্বিঘ্নবুদ্ধ্যা পততি মতিরতন্তত্র বৈরাগ্যভূম্নে,
 তৎপ্রত্যাহপ্রসক্তির্ভবতি ফলবতী স্মাচ্চ বিভ্জ্যর্থকাম্যম্ ॥৪১৫॥
 বিভ্জ্য কৰ্ম্মাঙ্গিকা স্মাদ্রসতমমুখধীশ্চোদিতা প্রাপ্ত্যভাবাৎ,
 আখ্যানানাক্ষ বিভ্জ্যবিধিসবিধযুগাং তদ্বিধানার্থং তৈব ।
 বিভ্জ্য সাক্ষোক্তিরেতঃস্বপি গৃহবতি সা যজ্ঞদানাত্তপেক্ষা,
 শাস্ত্যাত্তর্হো গৃহস্থোহপ্যবিপদি বিদ্বদ্বোহপ্যন্নশুদ্বৈব সিদ্ধিঃ ॥৪১৬॥
 একং বিভ্জ্যশ্রমার্থং বিধুরমবিযুতং বিভ্জ্যাহুশ্চ্যুতং ন,
 ক্রমশ্চৈ দৃষ্টিশ্চৈককৃতিরথ মুনিভা চোদিতা ধ্যানসিদ্ধৌ ।
 বাল্যং শক্ত্যাাদিগুপ্তিবলবদভিত্তৈঃ কৰ্ম্মভিন্নৈঃ বিভ্জ্য,
 তদ্বশুজ্যার্থবিভ্জ্য স্বজনকস্কৃতৈরিত্যুবাচাত্র পাদে ॥৪১৭॥
 বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রং কতিচন কুদৃশৌ মুক্ত্যুপায়ং গৃণন্তি,
 জ্ঞানং কৰ্ম্মেতি যুগ্মং করণমিতি সমুচ্চিত্য মন্যন্ত একে ।
 কৰ্ম্মপ্রাধান্যমন্তে নিজগত্বরপরে মুক্তিমিচ্ছন্ত্যসাধ্যাম্,
 সর্বৈ তেহপ্যত্র কৰ্ম্মাঙ্গকভজনবিধি-স্থাপনোক্ত্যা নিরস্তাঃ ॥৪১৮॥
 যদদ্ব্যংগং বর্ততে তৎ ক্ষণভিত্তুরতয়া ন স্বত্বোপরোধাম্,
 নাতীতার্থং চ যত্তো ন চ স্থপরিহরং ভাবিহেতৌ সমগ্রো ।
 দুঃখাত্যন্তোপরোধে করণবিধিরতো ব্যর্থ ইত্যাক্ষরমাম্,
 প্রায়শ্চিত্ত্যা কৃতানাং পরমকরণতো দুঃখসামগ্র্যাপোহাৎ ॥৬১৯॥
 রাজপ্রিষ্টাদি সর্পাত্তপি পরিহরসি চত্বত্বপূর্বং বিভর্ষি,
 প্রায়শ্চিত্ত্যপ্রবৃত্তৌ ফলতি দুর্জয়মিত্যেবমীহাষিহেচ্ছ ।
 উৎপ্রেক্ষাকরুতাব্যাপজয়শমনতঃ স্বেস্তিসাক্ষ্যমিচ্ছন,
 পশ্যংস্তাবাল-তির্য্যগ্ভয়চকিতগতিং জ্যোষমিখং জুবস্ব ॥২২০॥
 সাধ্যং বা সাধনং বা স্ববিহতবিপথেচ্ছ ম্লিকপং বদন্তঃ,
 তদ্বাদে কিং প্রবৃত্তাঃ কিমিতি চ বিদধত্যহং ভোজনাদীন ।
 মুক্তেন্নিত্যবসিক্ষ্যা ভজনমফলমিত্যপ্যসৎ প্রাগমিচ্ছঃ,
 সাংখ্যাস্তত্রানুযোজ্যাঃ সক্রমদশয়া নিত্যমুক্তিং গৃণন্তঃ ॥৪২১॥
 মোক্ষাভাবে মুখ্য স্মাৎ সপারিকরমিদং সাধনং চিত্তান্বানন,
 মুক্তিশ্চৈদ্র্যোস্তিসিদ্ধা জম ইহ জরিতা নারদাঃ সক্রমপদং ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

৭৩

ক্ষেত্রজ্ঞং নিত্যমুক্তং কথয়িতুরফলঃ সাধনাধায় ইথম্,
প্রধ্বংসাত্মা হি মুক্তির্নয়বিদভিমতা সা তু ভাবাজ্জিকা নঃ ॥৪২২॥
সন্ততাত্মা কপালপ্রভৃতিবহুবিধাবস্থয়াগত্ৰ নাশো,
ধীমঙ্কোচপ্রণাশো বিকসনমতপাভূতমাত্রাগমাৎ স্তাৎ
মগ্নশ্চেহংগে তু ধারাবহনমতিনয়াৎ সন্ততিমুক্তবুদ্ধেঃ,
সামগ্রী চেশ্বরেচ্ছাপ্রভৃতিসমুদয়ঃ স্তাদনার্হুস্তিরেবম্ ॥৪২৩॥

ইতি ত্রীকবিতার্কিকসিংহস্য সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদাস্তা-
চাৰ্গ্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং তৃতীয়স্তাধ্যায়স্য
চতুর্থঃ পাদঃ ॥৩৮৪॥

অথ চতুর্থোহধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।

উপোদযাতঃ ।

ইত্যাৎপত্তিক্রমেণ প্রথমমভিহিতো মুক্ত্যুপায়ঃ সহান্বৈঃ,
তৎসাধ্যং সূত্রকারঃ ফলমথ বিদুষঃ পর্বভেদৈর্ব্যনন্তি ।
স্থূলে দেহেহস্য সিধ্যেদ্ব্যদিহ বদতি তৎ পাদযুগ্মেন পূর্বম্,
নিষ্কাস্তস্তাত্থ যৎ স্তাৎ পরিগণয়তি তৎ পাদযুগ্মাস্তয়েণ ॥৪২৪॥
সূক্তা প্রাগেব বিদ্যা কিমিতি পুনরিমাং বক্তি যত্নস্তি শেষম্,
ক্রতামেতচ্চ পূর্বং ন হি তদিহ ফলে সংঘটেতেতি চেম্ ।
মুক্তৈরন্যৈরসিদ্ধিং প্রকৃততদবিনাভাবমাসন্নসিদ্ধিম্,
মুক্তাবস্থাসমং চ স্থিরভজনরসং ব্যাঙ্ক্ত মত্ৰানুবক্ষঃ ॥৪২৫॥

আবৃত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥

শুদ্বৈকরুৎকৃষ্টধর্মৈঃ সদনপচরণে ব্রহ্মবিদ্যা ভবিত্রী-
তুক্তং পূর্ববোধিকারে বিমৃশতি তু পরং তৎস্বরূপং যথাবৎ ।
প্রত্যক্ষং বা স্মৃতির্ববা সঙ্কুদিদমসঙ্কুদ্বৈতি নোক্তং পুরস্তাৎ,
যাবজ্জীবানুবৃতিপ্রভৃতি চ তদিহাপোনরুক্ত্যাং স্ত্ববোধম্ ॥৪২৬॥

জ্ঞানং মুক্তেরূপায়ঃ শ্রুতিভিরভিহিতং তন্ত সংখ্যা ভ্রমুক্তা,
 সৌকর্য্যং স্তাৎ সক্রুদ্ধে স্বত ইহ চ ভবেচ্চারিতার্থ্যং বিধীনাং ।
 সম্যক্স্থাৎ তদুৎপত্তং ন পুনরনুগমাৎ প্রোক্তমিত্যপ্যসারম,
 সামান্যোক্তের্বিশেষে সতি পশুনয়তন্তত্র বিশ্রাস্তিসিদ্ধেঃ ॥৪২৭॥
 ক্লিষ্টায়েষাদিনীত্যা বিদিরিহ বদতি ধ্যানশকার্থমেব,
 ধ্যানে চোপাসনোক্তিঃ পরভজনতয়া বক্তি সেবাত্মকত্বম্ ।
 ঐকার্থ্যে বিভূত্যাশ্রোব্যতিকরিততয়া শ্রুতে চ প্রয়োগঃ,
 কার্থ্যে হেতৌ চ ভক্তেঃ কচিৎপচরিতো ভক্তিভেদত্ববাদঃ ॥৪২৮॥
 যোগোদ্ যুক্তেষু যঃ স্তাৎ স্ববরণবিষয়ন্তেন লভ্যঃ পরাত্মা,
 গ্রাহত্বং চ প্রিয়ত্বাৎ তদপি হি গুণতো ভক্তিরেবং শ্রুতৈব ।
 সা চ প্রীতাত্মিকাবীঃ কচিদতিশয়িতৈ স্মৃত্যবোধোপাতঃ স্তাৎ,
 প্রোক্তা চৈষা প্রবাস্মৃতিরনুবহনাৎ তৈলধারাক্রমেণ ॥৪২৯॥
 রাগাদান্দৌ প্রবৃত্তিঃ শ্রবণ-মননয়োর্ধ্যানমেকং বিধেয়ম্,
 তত্র দ্রষ্টব্যশব্দো বিশদতমতয়া বক্তি বৈশিষ্ট্যমাত্রম্ ।
 শব্দোৎপাদর্শনং যে বিষয়মকথয়ন্ বেদনোক্তেরমীষাম্,
 ব্যাঘাতাদিপ্রপঞ্চঃ স্ময়মিহ নিপুণঃ সূক্ষ্মমদ্বীক্ষণীয়ঃ ॥৪৩০॥
 ধ্যানে বৈশিষ্ট্যমাত্রাহুপচরণমিদং দৃষ্টিশব্দ-প্রবৃত্তিঃ,
 তুল্যং তৎ তন্মতেহপি হভিলপতি ধিয়ং চাক্ষুয্যং দৃষ্টিশব্দঃ ।
 স্রাতৃস্পৃষ্টাদিবদ্ দৃষ্ট্যভিবদনমিদং চক্ষুষা ভানশূন্তে,
 গোণং তৎ তুল্যভাবে সতি বহনয়বানস্মদীয়স্ত পঞ্চঃ ॥৪৩১॥
 ন দ্বার-দ্বারিকুণ্ডিঃ কথমপি ঘটতে বিশ্রমশ্চেদ বিশেষে,
 সামান্যাত্মা বিশেষৈর্লঘু চ ন গুরুভিঃ কঠুরৈকো বিকল্প্যম্ ।
 অর্থৈকো দর্শনোক্ত্যা স্মৃতিরুপচরিতা যুক্ত্যতে স্পর্শস্যসিদ্ধ্যে,
 স্মৃত্যুক্তাদর্শনশ্রোপচরণমসদিত্যনুদেতৎফলাগ্নঃ ॥৪৩২॥
 কৃচ্ছ্রাদৌ শক্তিহীনো দৃঢ়পরিতপনঃ সংযমার্হচ্চ কুর্য্যাত্,
 সর্ববার্থ্যং কেশবাস্মৃতিমিতি ঘটতে তদ্বিকল্পো যথার্থম্ ।
 সামান্যাত্মং সর্ববদোষেয়মুপকুরুতে সর্ববনৈমিত্তিকানাং,
 মুক্তেরপ্যত্র মূলং মুনিরনুমানুতাং তাদৃশধ্যানরূপাম্ ॥৪৩৩॥
 নত্বেবং যে মুকুন্দং শরণমুপগতা বর্জিতা ধ্যানযোগৈঃ,
 তে চাতিক্রম্য মৃত্যুং যমিন ইব পরং ধাম যান্তীত্যাশস্তি ।

সত্যং তেহপীতিশব্দান্নিয়তবিষয়যোগোঁরবে লাঘবে চ,
প্রাপ্তার্থং ধ্যানশাস্ত্রং প্রাণিধিসহ-দশাযোগিভির্যোগবিন্দিঃ ॥৪৩৪॥
ধর্মো বর্ণাদিযোগাঃ কলুষসমনতঃ সম্বুদ্ধোপকারী,
ভক্তেস্তুত্বং প্রপত্তিস্তুগতিকসময়েষস্তুরায়াপহন্তী ।
সামুদ্রোশে হি শব্দে শরণবরণতঃ সর্বসাধ্যাং স্নানাদম্,
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী প্রপত্তে শরণমহমিতি কাপি মন্ত্রে শ্রুতং চ ॥৪৩৫॥

অথাত্ত্বোপাসনাধিকরণম্ ॥২॥

জীবাদত্যন্তভিন্নঃ স বিভূরভিদধে লক্ষণৈঃ সাধনাত্মৈঃ,
মুক্ত্যর্থোপাসনেহস্মিন্ মুখিততমসি ন ব্রহ্মদৃষ্ট্যাদিযুক্তিঃ ।
তদ্বজ্রে বীতরাগে তদিহ ন ঘটতে সোহহমস্মীত্বাপাত্তিঃ,
তন্ন স্নাত্ত্বাস্তুরাত্মহমিতি বচসোহপ্যত্র মুখ্যপ্রবৃত্তেঃ ॥৪৩৬॥
বস্তুদ্রাদেবপাস্তৌ প্রকৃতিশবলিত-স্বাম্বিতেক্ষা পুরোক্তা,
শুদ্ধঃ স্নাত্মা চ চিন্ত্যঃ কচিদিহ তু বিভূস্তাদৃশা স্নেন যুক্তঃ ।
ব্যক্তির্জীবেশভেদে ব্যধিকরণপদৈর্ভাবনে স্নাত্ত্ব তথাপি,
ব্রহ্মায়ন্তরূপপ্রমিতি-সুদৃঢ়তাসিদ্ধয়েহং গ্রাহোক্তিঃ ॥৪৩৭॥
ঐক্যোপাস্তাবহং স্বং ব্রহ্মহমিতিমতির্নির্বিশেষে কথং স্নাত্ত্ব,
ভেদাভেদাভিলাপঃ করক-মণিক-তদ্ব্যোমনীত্যা ন মুখ্যঃ ।
মন্তু ল্যস্ত্বং স্বয়াহং সম ইতি বদতাং নোপচারোহপি যুক্তঃ,
তস্মাত্ত্ব সর্বাস্তুরাত্মায়মহমিতিধীরা কৃতিয়ায়সিদ্ধা ॥৪৩৮॥
অদ্বৈতং বৈতহানৌ ন ভবতি স্তবচং তৎ প্রতিদ্বন্দ্বিকস্তাৎ,
দ্বৈতং চাদ্বৈতগর্ভং দ্বিতীয়মপি হি তৎস্বরূপাদভিন্নম্ ।
দ্বৈতাদ্বৈতং চ তাদৃকতদুভয়নিয়মানুজ্ঞানাদেব সিধ্যৎ,
সর্বং স্থানে স্থিতং স্নাত্ত্ব প্রমিতিপরবতাং নেতরেষাং তু কিঞ্চিৎ ॥৪৩৯॥
নষ্টদ্বৈতে নিষিদ্ধো গগনকুসুমবদ্ ভ্রাস্তিসিদ্ধোহস্ত ভেদঃ,
মৈবম্, সত্যাদভিন্নঃ স খলু ন যদি তদ্ব্রাস্তিসিদ্ধবসিদ্ধিঃ ।
ভিন্নত্বং চাস্ত তস্মাদ্ যদি ভবতি মৃধা বিদ্ধি দন্তোত্তরং তৎ,
সত্যং চেৎ সত্যভেদোপগতিরिति মুধা দূরতো ধাবনং বঃ ॥৪৪০॥

ଅଥ ପ୍ରତୀକାଧିକରଣମ୍ ॥୩॥

ନାମାଦି-ବ୍ରହ୍ମଦୃଷ୍ଟାବିପି ତଦହମିତି ପ୍ରତ୍ୟୟଃ ପୂର୍ବବଂ ଶ୍ରୀତଃ,
 ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାନବ୍ରହ୍ମାଦିତି ଯଦି ନ ନ ଧ୍ୟାୟନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରତୀକଃ ।
 ନ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତଦୃଷ୍ଟିଃ କଥମପି ଘଟତେ ତସ୍ମିନ୍ନିତି ସର୍ବାଧିକାରଃ,
 ଅଗ୍ନିସ୍ତନ୍ ବ୍ରହ୍ମଦୃଷ୍ଟୋ ପରମିହି ନିୟତୈର୍ଲକ୍ଷଣେଷୁଦ୍ରାହୋହର୍ଥାଃ ॥୪୪୧॥
 ଆତ୍ମାନ୍ତବ୍ରହ୍ମଭୂତେ ଭବତୁ ଫଳବତୀ କୁତ୍ରେଚିଦ୍ବ୍ରହ୍ମଦୃଷ୍ଟିଃ,
 ନୈଷା ବସ୍ତୁବାସ୍ତାଂ ଶିଖିଲୟତି ନରେ ବୈନତେୟବ୍ରହ୍ମବତ୍ ।
 ଏତାବନ୍ମାତ୍ରମୋହାଦିଦମହମିତି ତୁ ସ୍ଥାପୟନ୍ କ୍ଷିପ୍ରଂ ଚ୍ଛେଦ୍ୟ,
 ଇନ୍ଦ୍ରଜାରୋପଦର୍ପୋଦ୍ଭୁତ-ନନ୍ଦଂ ମହାଭୋଗି-ସଂହାରମସ୍ତୁ ॥୪୪୨॥

ଅଥାଦିତ୍ୟାଦିମତ୍ୟାଧିକରଣମ୍ ॥୪॥

ତାଦର୍ଥ୍ୟାଦେବତାମାଂ ଫଳକରଣତୟା କର୍ମଶ୍ରେଣୀଦିତ୍ୟାଂ,
 ଆଦିତ୍ୟାଦୋ ନିକୃଷ୍ଟାସ୍ତାନି ଭବତୁ ସମୁଦ୍ଭୂତକର୍ମାନ୍ତଦୃଷ୍ଟିଃ ।
 ମୈବଂ କର୍ମ ପ୍ରଧାନଂ ବିହିତମପି ଯତସ୍ତତ୍ସମାରାଧନଂ ତତ୍,
 ତତ୍ପ୍ରୀତା ଦେବତୈବ ପ୍ରାଦିଶତି ଫଳମିତ୍ୟର୍ଥତଃ ସା ପ୍ରଧାନମ୍ ॥୪୪୩॥
 ଅଗ୍ନିସ୍ତନ୍ନଗ୍ନଦୃଷ୍ଟିବିଧିରିହ ଘଟତାମଗ୍ନାଧ୍ୟାତିପକ୍ଷେ,
 ଯାହାନ୍ତ୍ୟାଂ ସର୍ବବୋଧାନୁଗତମିତି ମତେ ଯୁଜ୍ୟାତେ ନାଗ୍ନଦୃଷ୍ଟିଃ ।
 ତନ୍ନାତ୍ରାତ୍ମେ ହି ନ ଶ୍ରୀଦାବିମତିରବିମତା ଭ୍ରାନ୍ତିନୀତିଃ ପରସ୍ମିନ୍,
 ତାଦୃଶଭେଦାଗ୍ରହୋପସ୍ମୃତମତିଯୁଗଳଂ ସ୍ଥାପନାୟାଂ ନିୟୋଗାଂ ॥୪୪୪॥
 ଦୃଷ୍ଟ-ବ୍ୟାପହବେ ନ ଭ୍ରମଦନ୍ତୁଷ୍ଟିତା ଦୃଷ୍ଟିରଦୈତ୍ୟମୋହଃ,
 ଶ୍ରୀଦୃଷ୍ଟାପରାଧସ୍ତତଃ ଇହ ଘଟିତା ତାଦୃଶବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଃ ।
 ତାଦୃଶଦୃଷ୍ଟୋ ନ ଦୋଷସ୍ତତଃ କତିଚିତ୍ ତାନ୍ତରୀୟଦୃଷ୍ଟାଦିନୀତ୍ୟା,
 ସ୍ୱେଚ୍ଛାନ୍ତ୍ରାନ୍ତଦୃଷ୍ଟିର୍ନ କିମନଧିଗତା ବ୍ୟକ୍ତିତୋ ଜାତିତତଃ ॥୪୪୫॥
 ମୁଖ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମେବେତ୍ୟବିହିତମନସାଂ ବ୍ରହ୍ମଦୃଷ୍ଟିଃ କଥଂ ଶ୍ରୀତଃ,
 ଏକହେନେତି କେଚିନ୍ନିହି ବଳିନି ବିଧୌ ଶକ୍ତନୀୟୋ ବିରୋଧଃ ।
 ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବଂ ଶ୍ଚିତ୍ତନ୍ଦ୍ର-ଭ୍ରମବଦିହି ଭିନ୍ନା କଲ୍ପନାମାତ୍ମରନ୍ୟୋ,
 ଶଂଭ୍ରାନ୍ତେଷୁ ଯଥା ଚ ଶ୍ରୀତିସୁ ବହୁବିଧଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭାତୀତି ବାଳାଃ ॥୪୪୬॥

অথাসীনাদিকরণম্ ॥৫॥

আসীনশ্চৈব যোগঃ শ্রুতিষু ন দদৃশে ধ্যানমাত্মঃ সদেতি,
 অ্যাসশ্চৈলাজিনাদেৰ্ণিয়মবিধিকৃতঃ পাক্ষিকাসীনতায়াম্ ।
 তস্মাদেতদ্ ঘটেত স্থিতিগতিশয়নেষ প্রকম্প্যদ্রিয়শ্চে-
 ত্যপ্রাপ্তং যত্ত্বনিদ্রাঘয়িনি কথমবিচ্ছিন্নধীসমুত্তিঃ শ্রাৎ ॥৪৪৭॥
 চিত্তৈক্যাগ্ৰোপপত্তৌ বিদধতি নিয়তিং দেশকালাসনাদেঃ,
 সচ্ছিন্নং ত্বন্যদাপি ক্ষমমিতি সততং চিন্তনং সংস্মরন্তি ।
 প্রত্যকসংস্কারভূম্মা পরনিহিতধিয়স্তাদধীতাদিবুদ্ধ্যা,
 জুষ্ণং ব্যাসক্তনীত্যা ভবতি হি সময়ে যোগিনঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বম্ ॥৪৪৮॥
 কৰ্ম্মোপাস্ত্যঙ্গভূতং যদিহ নিয়মিতং তৎপরে পূৰ্ব্বপাদে,
 যোগেন ব্রহ্মদৃষ্টিৰ্যদপি চ পরমো ধৰ্ম্ম ইত্যুক্তমাপ্তৈঃ ।
 তেন প্রাধান্তসিদ্ধাবিতরদমুগুণং তস্য যোজ্যং তথা চ—
 প্রায়ঃ প্রক্ৰান্ত্যযোগে পটিম-লবৃত্তয়া কল্পিতঃ কালযোগঃ ॥৪৪৯॥
 বিজ্ঞানং পূৰ্ব্বমুক্তং কিমিহ পুনরস্বাসনাত্মজ্ঞচিন্তা,
 দৃষ্টার্থাংশং বিভজ্য প্রথয়িতুমপি ন প্রাক্ শমাত্মবাদাত্ ।
 সত্যং ধ্যানাশ্বাধারাবহনমতিদশা ত্বমহং সাধনীয়া,
 চিত্তৈক্যাগ্ৰোণ সৰ্ব্বপ্রযতনবিরহে শ্রাদিতীদং প্রকাশ্যম্ ॥৪৫০॥

আপ্রয়ণাদিকরণম্ ॥৬॥

একস্মিন্নেব যত্রে যদি ভবতি পরধ্যানরূপা তু ভক্তিঃ,
 তদ্বিশ্রান্তো বিধিঃ শ্রাদুপরি তু বিফলা ব্রহ্মচিন্তেত্যুক্তম্ ।
 ছান্দোগ্যে বাবদায়ুঃ সূচরিতমুদিতং ব্রহ্মলোকাপ্তিহেতোঃ,
 তন্ধি ধ্যানস্য বৃদ্ধৌ তদপি চ বিহিতং কুত্রচিৎ প্রায়ণাস্তম্ ॥৪৫১॥

অথ তদধিগমাদিকরণম্ ॥৭॥

নাভুক্তং কল্পবৃন্দৈরপি সুপরিহরং কৰ্ম্ম গীতং মুনীন্দ্রেঃ,
 পাপাশ্লেষ-প্রণাশশ্রুতিরপি পরবিদবৈভবোক্তিস্ততঃ শ্রাৎ ।
 মৈবম্, নাভুক্তমিত্যাদ্যপি ফলজননে কৰ্ম্মণো দার্ট্যমাহ,
 প্রায়শ্চিত্তক্রমেণ হিহ পরভজনং চোদিতং কৰ্ম্মশাস্ত্রৈঃ ॥৪৫২॥

ନିରୁକ୍ତ୍ୟାତ୍ମବିମୁକ୍ତୋଦିତଦୂରତସମୁନ୍ମୁଳନସ୍ତୋପପନ୍ନମ୍,
 ନାତ୍ର ସ୍ବର୍ଗାଦିନୀତି-ପ୍ରତିହିତବିଗମେ ସ୍ବୀ-ବିକାସଃ ସ୍ବତୋ ହି ।
 ପାପାଲେପଃ ପ୍ରମାଦୋଦିତ-ସହନମିତି ସ୍ଥାପ୍ୟମାଜ୍ଞାନୁବ୍ରତ୍ୟେ,
 ନୋ ଚେମ୍ ଶ୍ରାଦ୍ ଗତିର୍ନାବିରତ ଇତି ଗିରୋ ଯୋଗିନାଃ ପ୍ରବ୍ରତେଃ ॥୪୫୩॥
 ଅଶ୍ଳେଷଃ କର୍ମଶକ୍ତେରମୁଦୟ ଉଦୟେ ତନ୍ନିବୃତ୍ତିର୍ବିବିନାଶଃ,
 ଶକ୍ତିଃ ସା ଚ ପ୍ରାଣେତୁସ୍ତୁତ୍ତଚିତ୍ତଫଳକୃମିଗ୍ରହାନ୍ମୁଗ୍ରହାତ୍ମା ।
 ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତଂ ନିମିତ୍ତେ କଥମନୁଦିତ ଇତ୍ୟତ୍ର ନୈବାନ୍ମୁଯୋଜ୍ୟମ୍,
 ନାଧର୍ମସ୍ତତ୍ତ୍ବ ତଂ ଶ୍ରାଦିତି ଧର୍ମ ହୃଦୟଂ ଗ୍ରାହ୍ୟମଶ୍ଳେଷବାଚଃ ॥୪୫୪॥
 ସ୍ବୀ-ପୂର୍ବଂ ତୁତ୍ତରାସଂ ନ ସଞ୍ଜତି ପରବିଂ ସର୍ବବଦା ସାବଧାନଃ,
 ଜାତଂ ନୈମିଷ୍ଠିକୈଃ ଶ୍ଚିପତିସମୁଚ୍ଚିତୈରାଶୁ ଭୁଞ୍ଜିତ ବା ତଂ ।
 ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ଦୃଷ୍ଟମେତନ୍ନିୟତିବିଭବତଃ ଚିରାଜାଦିସିଦ୍ଧିଃ,
 ଯୁକ୍ତାହତ୍ତୋବାହତା ବା ମୁନିରିହ ମନୁତେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠସ୍ତ ମୁକ୍ତିମ୍ ॥୪୫୫॥

ଅଥେତରାଧିକରଣମ୍ ॥୮॥

ଧର୍ମସ୍ତାଶ୍ଳେଷନାଶୋ ନହି ପରଭଜନାନ୍ମୁଗ୍ରହେନୋପପନ୍ନୋ,
 ତତ୍ତ୍ବାସତ୍ପ୍ରସନ୍ନାଂ ଶ୍ରୀତିରିହ ଚ ପରଂ ପାପନିର୍ମୁକ୍ତିମାହ ।
 ଭୋଗେଃ ଶ୍ରାଦ୍ ପୁଣ୍ୟନାଶୋହସ୍ତିତି ଯଦି ନ ଯତଃ କାମ୍ୟମପ୍ୟସ୍ତ ପାପମ୍,
 ତସ୍ମିନ୍ସ୍ତଲ୍ଲକ୍ଷନସିଦ୍ଧେର୍ନ ସ୍ବକୃତମିତି ଚ ଶ୍ରୀୟତେ ପାପତାହସ୍ତ ॥୪୫୬॥
 ପୁଣ୍ୟଂ ବିଦ୍ୟାନ୍ମୁକୂଳଂ ଯଦିହ ସଫଳତା ତସ୍ତ ବିଦ୍ୟାପ୍ରଦତ୍ତାଂ,
 ତତ୍ତ୍ବାଂ ଯନ୍ମୋପଯୁକ୍ତଂ ତଦପି ଦୂରତବଦ୍ବନ୍ଧକତ୍ବେନ ବାର୍ଯ୍ୟମ୍ ।
 କାରାଗାରୋପରୁଦ୍ଧେ ନିଗଳୟୁଗଳତଃ ସାର୍ବଭୌମସ୍ତ ଭୂତୋ,
 ହୈମଂ କାର୍ଯ୍ୟସଂ ଚ ପ୍ରସଦନସମୟେ ଭଞ୍ଜନୀୟଂ ସହିବ ॥୪୫୭॥
 କାମ୍ୟଂ ନେଚ୍ଛେଦ୍ବିରକ୍ତୋ ଯଦି କିଳ କୁରୁତେ ରାଗଯୋଗାଂ ଫଳେଷ୍ଟଂ,
 ନାଧୀପୂର୍ବଂ ଚ କାମ୍ୟଂ କିମପି ନ ଚ ଦିଶେଦ୍ ବନ୍ଧମତ୍ତାତଧର୍ମ୍ୟଃ ।
 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୈର୍ଲିପ୍ୟତେହତଃ କିମିତରଦିତି ଚେନ୍ନାଧିକେଃ ସାନ୍ତରାୟେଃ,
 ଅନ୍ତାର୍ଥୈର୍ଯ୍ୟୋହଜେଃ କ୍ବାପ୍ୟନୁତପନବତୋ ବନ୍ଧୁଜୈଷ୍ଠାସ୍ତଲେପଃ ॥୪୫୮॥

ଅଥାନାରକ୍ଷକାର୍ଯ୍ୟାଧିକରଣମ୍ ॥୯॥

ନଶ୍ଚନ୍ନାରକ୍ଷକାର୍ଯ୍ୟଂ ପରବିଦି ଦୁରିତଂ ନହଧୀତୋ ବିଶେଷଃ,
 ସର୍ବେ ପାପାନ୍ ଇତ୍ୟପ୍ୟଭିହିତମିତି ଚେନ୍ନୋପଲକ୍ଷ୍ୟାଦିବାଧାଂ ।

সন্নিহা তস্ত তাবচ্চিরমিতি চ বদত্যস্মরংচ্চাগমজ্জাঃ,
জীবম্মুক্ত্যাদিশব্দোহপ্যুপচরণপরে মোহিতাস্তেন মন্দাঃ ॥৪৫৯॥
রোগাছারস্তকাণাং প্রশমনবিধয়ঃ সন্তি দানার্চনাভ্যাং,
প্রত্যেতুঃ স্বাবতারাণ্যপি বিভূরপুনর্জন্মতামপ্যগায়ৎ ।
তস্মাদারক্কাৰ্থে ফলনিয়তিবচো দুর্ঘটং ভাতি মৈবম্,
প্রায়শ্চিত্তোজ্জ্বিতানাং ননু ফলনিয়তিঃ সূত্রকারাণ্ডভীষ্টা ॥৪৬০॥

অথাগ্নিহোত্রাভ্যধিকরণম্ ॥১০॥

শ্লেষশ্চেন্দ্রশ্চ পুণ্যৈঃ স তু ভবতি তদা বন্ধ ইত্যভ্যাপেতাম্,
যজ্ঞশ্লেষো ভবেৎ তৈঃ পরবিদি বিফলা পুণ্যানিষ্ঠা পরস্তাৎ ।
তস্মাক্ষ্মোহপ্যধর্মক্রমত ইহ পরিত্যাজ্য এবত্যমুক্তম্,
ন স্মাদক্ষায় বিজ্ঞাস্কুরমুপচিন্তুতে হগ্নিহোত্রাদিশর্ম্যঃ ॥৪৬১॥
সর্ববাপেক্ষেত্যবোচনম্নু পরভজনে কর্ম্মণামঙ্গতাবম্,
ভূয়ো বক্ত্যগ্নিহোত্রেত্যপি ভদিতি মুখা হ্যেকমত্রেতি চেন্ন ।
বিজ্ঞায়া নৈরপেক্ষ্যাৎ তদপরিকরতা শঙ্কিতা প্রাগপাস্তা, .
শ্লেষাভাবপ্রসক্তা ত্বিহ পুনরিতি তন্নীতি-বৈষম্যসিদ্ধেঃ ॥৪৬২॥

অথৈতরক্ষপণাধিকরণম্ ॥১১॥

নির্দিষ্টাস্মাচ্ছরীরাদিতি নিয়তিরতো যাবদিত্যাদিশব্দঃ,
কর্ম্ম প্রারক্কাৰ্য্যং কথয়তু বিদুষন্তুচ্ছরীরাস্তমেব ।
মৈবং প্রারক্কাচৈত্র্যন্ন তদবধিবিধৌ ব্যাপ্রিয়েতান্মপৰ্য্যাৎ,
ভূয়ো দেহস্মৃত্তেচ্চাস্তিমবপুষি দৃঢ়োত্তংসমাধেষ্ট মৌক্ষঃ ॥৪৬৩॥
নম্রতাস্মাদিতীদং বিতথমিহ পদং স্মাচ্ছরীরে তু ন স্মাৎ,
কারাগারোপমম্-প্রথনপরতয়া তস্ত সাফল্যসিদ্ধেঃ ।
তাজ্যত্বব্যক্তয়ে হি প্রভুরস্তমিমং লোকমিত্যপ্যগায়ৎ,
ভূতাবাসং বিশিঃষম্মিমমিতি চ মনুর্হেয়ভাবং ব্যনক্তি ॥৪৬৪॥
সর্বৈ জীবাঃ সমানাস্তব ইহ বিবিধং কর্ম্ম চানাদিতুল্যম্,
বৈষম্যাদিশ্চ দোষো ন ভবতি ভগবত্যন্থথা-শান্তভঙ্গঃ ।

মুক্তো নাতো বিলম্বপ্রভৃতি ঘটত ইত্যল্লসারোহমুযোগঃ,
 চিত্রে কৰ্ম্মপ্রবাহে ফলসময়ভিদা হ্যশ্রিতা সৰ্ববতন্ত্ৰৈঃ ॥৪৬৫॥
 আবর্ত্যা ব্রহ্মবিজ্ঞা ত্বসকৃদহমিতি স্মাচ্চ ন স্মাৎ প্রতীকে,
 কৰ্ম্মাশ্বেহর্কাদিদৃষ্টিঃ প্রাণিধিরপি ভবেৎ সাসনঃ প্রত্যহং চ ।
 পাপে পুণ্যে চ নাশাদিকমথ তু তয়োৰ্ভোগ্যতায়ক্কার্যো,
 কার্য্যহং স্বাহর্ভুতেরিতি কথিতমিহারক্কাশস্তৌ চ মোক্ষঃ ॥৪৬৬॥

ইতি শ্রীকবিতার্কিকসিংহস্য সৰ্ববতন্ত্ৰস্বতন্ত্ৰস্য শ্রীমদ্বৈকটনাথস্য বেদাস্তাচার্য্যস্য
 কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং চতুর্থস্থান্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৪৬৭॥

অথ চতুর্থস্থান্যায়স্য দ্বিতীহঃ পাদঃ ।

উপোদ্যাতঃ ।

নিত্যত্ব-জ্ঞত্বপূর্বৈর্নিপুণমভিহিতং জীবতত্বং দ্বিতীয়ে,
 জাগর্য্যাদৌ চ থেদৌ জগদটবিমহাজাজ্বিকস্যাথ গীতঃ ।
 বিজ্ঞারভাবসানাবধি যদপি পরম্যাতুরর্থং তদুক্তম,
 প্রারক্স্যাবসানে বপুর্বিহ জহতো গতুপক্রান্তিমাহ ॥৪৬৭॥
 বর্ণ্যো বৈরাগ্যপাদে তনুকরণ-গণক্ষোভ ঈদৃক্ তথাপি,
 ব্রহ্মজ্ঞস্যপি কামে ভবতি মূতিরিতি জ্ঞপ্তয়েহত্রানুবন্ধঃ ।
 তস্যোৎক্রান্তৌ বিশেষং কথয়িতুমুচিতা চাত্র সাধারণোক্তিঃ,
 মধ্যে বিজ্ঞাফলানাং মরণমপি বদন্তুৎপ্রিয়ং চিন্ত্যমাহ ॥৪৬৮॥
 বৃত্তির্বাগাদিকং বা কচন ভজতু সম্পত্তিমত্মক্ৰমাং বা,
 শ্রুতৈত্যবোক্তক্ৰমাং বা ন হি ফলমিহ তচ্চিন্তনস্যোতি চেম ।
 সম্পত্ত্যাম্মানমীদৃক্ ক্রমনিয়তিযুতং যুক্ত্যতে নহপার্থম্,
 তস্মাৎ তচ্চিন্তনং কাপ্প্যপকুরুত ইতি স্থাপ্যতে তদ্যথার্থম্ ॥৪৬৯॥
 জীবং যে নিত্যমুক্তং নিজগত্বরথবা জীবতো মুক্তিমাঞ্ছং,
 তন্তজ্জল্লোপজাপ-প্রচলিতনিগমগ্রামসংক্ষোভশাস্ত্যে ।
 উক্তং প্রারক্কার্য্যং বিদুষি চ ফলবৎ প্রায়ণং চাত্র তুল্যম্,
 নাজীভেদ-প্রবেশপ্রভৃতি সমধিকং বক্ষ্যতি ব্রহ্মগতৌ ॥৪৭০॥

আয়ুঃসীমামনিষ্ঠৈরিহ বহুভিরসাবান্ননঃ প্রেক্ষ্য যোগী,
যৎ কুর্যাদ্ যচ্চ পুত্রপ্রভৃতিষু ন হি তৎ তর্ক্যমত্রেত্যমুক্তিঃ ।
গীতাদিষস্ত্যকালে যদগনি তদপি প্রাচ্যযোগপ্রকারে,
তত্তৎপ্রাপ্যামুরূপে নিয়তমিতি যথাপূর্বধীরত্র ভাব্য ॥৪৭১॥

অথ বাগধিকরণম্ ॥১॥

কর্শ্মজ্ঞানাক্ষবর্গো মনসি ন বিলয়ং যাত্যতৎসম্ভবত্বাৎ,
তদ্বস্তেন্তাদধীচ্যাৎ তদুপরতিমিহ প্রাহ সম্পত্তি-শব্দঃ ।
ইতোত্তমোপপন্নং তদুভয়বিলয়ে চোচ্চ-নিস্তারসাম্যাৎ,
সম্পত্তিঃ শ্লেষমাত্রং করণবিষয়বাক্ছন্দমুখ্যবিসিদ্ধৌ ॥৪৭২॥

অথ মনোহধিকরণম্ ॥২॥

অন্নসোক্তং বিকারো মন ইতি মনসঃ প্রাণসম্পত্তিবাক্যে,
প্রাণস্যাস্তোময়ত্বাৎ প্রকৃতি-বিকৃতিতাসম্ভবাত্তল্লয়োহস্ত ।
মৈবং তত্তন্ময়ত্বশ্রুতিরভিমমুতে তত্তদ্যপ্যায়নং তৈঃ,
প্রাগ্বেৎ সংশ্লেষমাত্রং তত ইহ হি মনঃ প্রাণ ইত্যামনন্তি ॥৪৭৩॥

অথাধ্যক্ষাধিকরণম্ ॥৩॥

প্রাণঃ সৈকাদশাক্ষস্তদনু নিবিশতে তেজসীখং ঐতহাৎ,
মধ্যেহন্যপ্রাপ্তিকুপ্তৌ ঐতিহিতিরিতি চেন্নাত্মযোগস্য চোক্তঃ ।
প্রাণস্য স্বাপ্তজীবে মিলতি নিজতনোরূপ্ততৈত্বতসূক্ষ্মৈঃ,
তেজঃপ্রাপ্তিশ্চ গঙ্গানিপতিত-যমুনাসাগরপ্রাপ্তিবৎ স্যাৎ ॥৪৭৪॥

অথ ভূতাধিকরণম্ ॥৪॥

তেজস্যোবাস্ত যুক্তঃ শ্রিততনুভূদনস্তেজসীত্যাগবাধাৎ,
ছত্রিন্যায়েহপি নাস্মিন্নিতি যদি ন তথান্যত্র ভূতাস্তরোক্তেঃ ।
বিশ্বারম্ভায় দেবস্ত্রিতমকৃত চ প্রাগিগং ভূত-বর্গম্,
প্রাচুর্যাৎ তত্তদেকব্যবহৃতিরিতি চাসূত্রয়ৎ পূর্বমেব ॥৪৭৫॥

ଅଥାମୃତ୍ୟୁପକ୍ରମାଧିକରଣମ୍ ॥୫॥

ଅତ୍ରୈବ ବ୍ରହ୍ମା ବିନ୍ଦତ୍ୟାମୃତ ଇହ ଭବତ୍ୟାଗମାଦ୍ ବ୍ରହ୍ମନିର୍ଜ୍ଜଃ,
 ନୋଽକ୍ରାନ୍ତିସ୍ତସ୍ୟ ଯୁକ୍ତେତ୍ୟମଦୁପନିଷଦୋ ହସ୍ୟ ଗତ୍ୟାହ୍ୟାଶନ୍ତି ।
 ନାନାପ୍ରାପ୍ତ୍ୟର୍ଥମେତଂ ସଂଶ୍ଳେଷସମାଧିକେ କୁତ୍ରଚିନ୍ମାନହାନେଃ,
 ତସ୍ମାଦତ୍ରାମୃତସ୍ତତ୍ତ୍ବପ୍ରଭୃତିବଚନତତ୍ତ୍ବାଦୃଶୀ ତଦ୍ଦଶୋକ୍ତା ॥୫୭୬॥
 ନିଃଶେଷଂ ଭୋଗହେତୌ ଗଳତି ପରବିଦଃ କର୍ମାଗି ପ୍ରାୟଶେଷୋ,
 ଗତ୍ୟର୍ଥଂ ସୁକ୍ଷ୍ମଦେହାନ୍ମୁଗତିରପୁତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତସ୍ୟାଫଳା ସ୍ୟାଂ ।
 ମାର୍ଗେ ସଂବାଦବାଦସ୍ତତ୍ତ୍ବଚିତବପୁଷା ହସ୍ତିତୀବାୟୁସୋଗେ,
 କୃତ୍ସ୍ନାବିଦ୍ଧାନିରୂପିତଃ ପରପଦଗମନାପେକ୍ଷିଣୀତ୍ୟାଦି ବାଚ୍ୟମ୍ ॥୫୭୭॥
 କଳ୍ପାଦୌ ଭୂତସୁକ୍ଷ୍ମପ୍ରଭୃତିଭିରୁଦିତଂ ବସ୍ତୁ କଳ୍ପାନ୍ତନାଶ୍ଚମ୍,
 ପ୍ରତ୍ୟେକଂ ପ୍ରାଣିଭେଦେ ନିୟତମନିୟତସ୍ତୁଳଦେହାନ୍ମୁଷାୟି ।
 ଲିଙ୍ଗାଧ୍ୟାୟଂ ଭସ୍ମିକାନ୍ତଃପରୁବକବଦବସ୍ତାୟି ସାଂଧ୍ୟାଃ ପ୍ରାଣୀତମ୍,
 ସୁକ୍ଷ୍ମାଂଶଃ ପୂର୍ବମୁର୍ତ୍ତେରୁପରିତନ-ତନୋର୍ବୀଜମତ୍ରେୟତେ ତଂ ॥୫୭୮॥
 ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞାନେନ ବନ୍ଧଃ କିଳ ଗଳତି ପୁରା ନୋଽକ୍ରମେଣେତ୍ୟାସାରମ୍,
 ମାତା ବନ୍ଧୋତିବନ୍ଧି ସ୍ବବଚନବିହତିର୍ଜୀବତୋ ମୁକ୍ତିବାଦେ ।
 ମୁକ୍ତଶ୍ଚେତଂ ତତ୍ତ୍ବବୋଧାଂ ତନ୍ମୁଭୂଦିହ ତଦା ତଂପରଂ ନୈଷ ଦୁଃଖେଂ,
 ମିଥ୍ୟା ଦୁଃଖଂ ତଦା ଚେତଂ କଥୟ ତବ କଦା ତସ୍ୟ ସତ୍ୟାବିଷ୍ଟମ୍ ॥୫୭୯॥
 ଯଃ ଯଃ ଭାବଂ ସ୍ମରନ୍ତୋ ଜହତି ବପୁରିଦଂ ଦେହିନୋ ଯାନ୍ତି ତଂ ତମ୍,
 ତସ୍ମାଦ୍ଭୂତକ୍ରାନ୍ତିସାମ୍ୟଂ ନ ଘଟତି ଇତି ଚେତଂ ତସ୍ମାଦ୍ଭାବସାମ୍ୟାଂ ।
 ବିଦ୍ଧାଭେଦାଦିନୀତ୍ୟା ଭବତି ବିଷୟତା ହସ୍ତିମ-ପ୍ରତ୍ୟାୟାଦୌ,
 କିଞ୍ଚିତ୍ସାଧାର୍ଯ୍ୟବାଦେ ନ ଚ ନିୟତିସ୍ବତୀ ସର୍ବବିଧା ସାମ୍ୟାସିଦ୍ଧିଃ ॥୫୮୦॥

ଅଥ ପରସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟାଧିକରଣମ୍ । ୬॥

ଜୀବୋଽକ୍ରାନ୍ତ୍ୟାନ୍ତକାଳେ ବିଭୂଷି ତୁ ଘଟତେ ତଂପ୍ରତିକ୍ଷେପତତ୍ତ୍ବଃ,
 ଭୂତୋଽକ୍ରାନ୍ତେଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୁପନିପତନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଃ ସ୍ୟାଂ କଥଞ୍ଚିତ୍ ।
 ତସ୍ୟାଂ ସାଧାରଣୋଽପି ହୟମୁପରି ତତଃ ହ୍ରାପ୍ୟାତେ ହାର୍ଦ୍ଦବୋଗଃ,
 ତୁଲ୍ୟୋଽପ୍ୟାନ୍ତରତୁଲ୍ୟାଃ ସରଗିମୁଖତୟା ପ୍ରାପ୍ୟାଭେଦେନ ନାଭାଃ ॥୫୮୧॥
 ପ୍ରାପ୍ତୁଃ ଭୋଗାପବର୍ଗୋ ପ୍ରସୂତି ତନ୍ମୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତସୁକ୍ଷ୍ମଦେହେ,
 ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟା କିଂ ପରସ୍ୟାଂ ଶ୍ରିତହୃଦୟସ୍ତୈର୍ଯୋ ଲଭାତେ ଦେବତାୟାମ୍ ।

আতন্তেজঃ পরসামিতি চিরঘটিতেহপ্যস্ত সিদ্ধানুবাদো,
মৈবং মানানুসারাৎ ফলমিতি পরমে সংক্রমঃ শাস্তিশাস্ত্রৈশ্চ ॥৪৮২॥

অথাবিভাগাধিকরণম্ ॥৭॥

সম্পত্তির্দেবতায়াং ভবতু লয় ইয়ং সা হি সর্ববিস্তা যোনিঃ,
ভূয়ঃ স্রষ্টুং ক্ষমা চেত্যসদমুখজতো বাচ্যবৈরুপ্যদোষাৎ ।
বিল্লোষো ভূতসৃষ্টৈর্মরিহ ন চ ঘটতে সৃষ্টিকুপ্তিস্ত গুৰ্ব্বা,
প্রোক্তা ধূমাদিমার্গে গতিরপি ভবিনস্তৎপরিষজ্ঞনেন ॥৪৮৩॥

অথ তদোকোহধিকরণম্ ॥৮॥

নাভীজালেহতিসূক্ষ্মে ন ভবতি স্থশকা মুক্তিনাভী বিবেক্তুম্,
তস্মান্মূৰ্দ্ধন্য-নাভীগতিরনিয়মতো মুচ্যমানস্ত পুংসঃ ।
বাক্যং গম্বস্তয়োৰ্দ্ধং প্রবদদমৃততাং সম্ভবাদস্ত মৈবম্,
বিদ্যাসম্প্রীতহৃদ-প্রসদনমহসা স্বাইনাভীপ্রবেশাৎ ॥৪৮৪॥
স্বাধীনো হৃদিসংজ্ঞঃ স্বয়মবিকলয়া সম্পদা সাক্ষমেকঃ,
স্থিহা হৃৎপদ্যমধ্যে স্তগিতনিজতমুঃ সপ্তলোকী-গৃহস্থঃ ।
নাভীচক্রে সুষুম্নাং নিখিলধৃতিকরীং নাভীমূৰ্দ্ধান্তরুপাম্,
ভিষা তন্মধ্যরন্ধ্রপ্রহিতমিমুমিবোৎক্ষিপ্য নেতা মুমুক্শু ॥৪৮৫॥

অথ রশ্ম্যানুনারাধিকরণম্ ॥৯॥

এতৈরেবেতি বাক্যে দিনকরকিরণালম্বনেনোদ্ধিযানম্,
যৎ প্রোক্তং যোগিনস্তদিনমুতিনিয়তং নিশ্চয়ুক্ত্যেতি চেৎ ।
অহি চ্ছায়াসু রাত্রিষাপি চ লঘুতরা রশ্ময়ঃ সন্তি লিষ্টৈঃ,
তাপো বর্ধাদিরাত্রৌ ন যদি হিমদিনম্ভায়তো নেয়মেতৎ ॥৪৮৬॥

অথ নিশাধিকরণম্ ॥১০॥

সর্বেষামপ্রশস্তং রজনিমরগমিতাক্ষি যোগী ত্রিয়েত,
প্রোদ্যন্তেষ রাত্রৌ ন চরমমরণং তদ্বৎবেদিত্যুক্তম্ ।

কৰ্মপ্রারন্ধ কার্যাং হনিয়তসময়ং স্বীয়তে তাবদেবে-
 ত্যুক্তশ্চাস্মিন্ বিলম্বোহহনি নিশি চ পরং বিজ্ঞয়া সোহশ্নুতেহতঃ ॥৪৮৭॥
 যত্রৈকশ্রাপবর্গঃ প্রতিনিয়ততয়া গণ্যতে জাতকজৈঃ,
 তৎ স্তাদন্ত্যং শরীরং ন তু ভবতি ততোহপ্যন্যযোগবৃদ্ধাসং ।
 নহত্রাপ্যস্তকালে দিনরজনভিদ্দা দেশভেদাদি চৈবম্,
 শব্যং কুর্ব্বন্তি তস্মিন্ যত্নচ যত্নচ নেত্যাদি চৈবং বিভাব্যম্ ॥৪৮৮॥

অথ দক্ষিণায়নাদিকরণম্ ॥১১॥

দেহং যোগীশ্বরোহপি তাজ্জতি যদি রবেদক্ষিণাবৃত্তিকালে,
 বিন্দেৎ সায়ুজ্যমিন্দোরিহ ভবতি পুনস্তৎশ্রুতেস্তৎস্মৃতেশ্চ ।
 সৈবং পূর্ব্বোক্তনীতিস্থিহ নহি বিহতা তস্ম সায়ুজ্যমিন্দো,
 বিশ্রাষ্ট্য সূর্য্যনীত্যা জগত্পকৃতয়ে ভীষ্ম-কালপ্রতীক্ষা ॥৪৮৯॥
 কিঞ্চ প্রারন্ধকৰ্ম্মপ্রতিনিয়তমিদং জাহ্নুবীসম্ভবম্,
 স্বেচ্ছা যেনৈবমাসীৎ স চ বস্তুভবনৈষ সাক্ষাদিমুক্তঃ ।
 তস্মাদ্বিন্দেত মুক্তিং নরপিতৃ-দেবিত্রাত্তিকালেহপি যোগী,
 স্মাতাং প্রাশস্ত্য-নিন্দে তদিতরবিষয়ে গীতয়োক্তৌ তু মার্গৌ ॥৪৯০॥
 সম্প্রদেহত্যাগদক্ষং মনসি তদপি তৎসংযুতং প্রাণবায়ৌ,
 সোহধ্যক্ষে তৈঃ সমেতঃ স চ তদখিলবান্ ভূতবর্গে তু স্ফেদ ।
 উৎক্রান্তিঃ স্তাৎ সমানা যুতিরথ চ পরে সা চ সংশ্লেষমাত্রম্,
 নির্গচ্ছেদব্রহ্মনাড্যা ঘৃণিভিরথ নিশা-দেবরাত্র্যোশ্চ মোক্ষী ॥৪৯১॥
 ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য
 কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং চতুর্থস্থাদ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪৯২॥

অথ চতুর্থস্থাদ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

উপোদঘাতঃ ।

নিগত্য ব্রহ্মরক্ষাং তপনকরমথালস্য নাড়ীনিবন্ধম্,
 প্রত্যুত্থদেববৃন্দপ্রহিতবলিরসৌ যেন যোগী প্রযাতি ।
 মৌকুন্দঃ স্থাপ্যতেহসৌ পরমিহ মুনিনা পঞ্চভিনীতিভেদৈঃ,
 মোহাকুপারপারং পুরমভিগময়ন্ মুক্তিঘণ্টাপথো নঃ ॥৪৯২॥

অর্চিরাত্রাধিকরণম্ ॥১॥

শাখাভেদেষু ভিন্নাং গতিমুপনিষদোহধীয়তে তন্মুম্ক্ষোঃ,
বিদ্যা-বৈষম্যনীত্যা স্থিতিরপি বিষমা ন ব্যবস্থার্চিরাদেঃ ।
নৈতৎ সর্বত্র তৈস্তৈরিহ তদিদমিতি প্রত্যভিজ্ঞানসিক্তো,
ভাব্যং ন্যূনাধিকত্বপ্রভৃতি নিখিলমপ্যত্র সিদ্ধাবিরুদ্ধম্ ॥৪৯৩॥
চৈত্বাদীনামযোধ্যাশ্চিরচরজমুখাং পুণ্ডরীকাদিকানাম্,
ভীষ্মাদীনামুপাস্তি-ক্রমভববিভবব্যুহলোকস্থিতানাম্ ।
ধাতুগাং তৎস্বতানামধিকৃতিবিগমে ব্রহ্মসম্প্রাপ্যাতাম-
প্যগ্নোষাং প্রস্থিতিঃ সা শিতপৃথুম্ভিতিশ্চিন্তনীয়ী যথার্থম্ ॥৪৯৪॥

অথ বায়ুধিকরণম্ ॥২॥

সংপ্রাপ্তৌ দেবলোকৌ মরুদপি চ সমং বৎসরাদিত্যমধ্যে,
নৈকত্বং রুটিভেদান্তত ইহ তু তয়োস্তল্যভাবর্জিকল্পঃ ।
মৈবং যোহয়ং প্রসিদ্ধঃ পবত ইতি মরুদ্দেবতানাং গৃহত্বম্,
তস্মোক্তং ধারকত্বাদত উচিতমিদং নির্বিকল্পং তদৈক্যম্ ॥৪৯৫॥

অথ বরুণাধিকরণম্ ॥৩॥

কৌষীতক্যাগমোক্তা বরুণশতমর্থো সোহপি নাথঃ প্রজানাম্,
কপি স্থাপ্যা নিপীড্য শ্রুতিমপি বিফলা হৃদ্যথা তচ্ছ্রুতিঃ শ্রুতঃ ।
তস্মাভ্যে বায়ুলোকাৎ পরমশুপঠনাৎ তত্র সন্তিত্যযুক্তম্,
শ্রাদর্থাদ্বিত্ব্যতোষগ্ভবরুণ ইতি পরৌ পাঠতন্তুৎপরৌ স্তঃ ॥৪৯৬॥
যদ্ব্যস্তানবস্ত শ্রুতমিহ পরসংপ্রাপকত্বং ভবেত্তৎ,
সদ্বারহেহপ্যাবাস্তদপি সহকর্তো তৈঃ শ্রুতৌ চিত্যভূমা ।
যশ্চোক্তো মানসাখ্যস্তিতি উপরি তু ব্রহ্মলোকাগ্নিহেতুঃ,
তস্মাভ্যেতা স নাগ্নো বিদুরতিবহনং বৈদ্যতেনৈব তস্মাৎ ॥৪৯৭॥

অথাতিবাহিকাধিকরণম্ ॥৪॥

ভোগস্থানান্ধমূনি জ্বলন-দিনমুখান্ধবচিহ্নানি বা স্যু-
 র্লোকোক্তিচ্ছায়য়ৈবং স্থিতমিদমিতি নাসন্তবাৎ কালশব্দে ।
 স্পষ্টে নেতৃত্ব-পুংস্তে কচিদিতিবহনং তদ্বদগ্ৰৈশ্চ কার্য্যম্,
 সন্দিগ্ধে বা ক্যশেষাদগতিরিতি জগুরগ্যাদিবাচাভিমন্তু ন্ ॥৪৯৮॥
 যাং শ্রদ্ধা ধর্মসমুদ্রপতদভিপতেস্তামসৌ তামসৌঘঃ,
 বর্গস্ত্রৈবর্গিকাণাং পিতৃসরণি-ঘটীয়ন্তচক্রে বিঘূর্ণেৎ ।
 বহ্ন্যগ্নেষাচিরাদিঃ শ্রুতিভিরপুনরাবর্তিনাং সংবিভক্তা,
 তত্র ক্রতেহতিবোঢ়ংস্তদিতরবদহঃপক্ষমাসাদিশব্দঃ ॥৪৯৯॥
 পূর্বং ধূমাদিমার্গে স্মৃতিষু কথিতা চন্দ্রমঃ প্রাপ্তিরহা,
 সাযুজ্যাং ন্যাসবিজ্ঞাপকরণপঠিতং চান্দ্রমহাদৃগুত্তম্ ।
 অত্রাণ্মাচিস্মুখানামতিবহনকৃতাবষ্টমস্তাপ্তিরিন্দো-
 রিথং সূত্ৰা ব্যবস্থা প্রণিহিতহৃদয়েরেবমগচ্চ সূহম্ ॥৫০০॥
 ভুলোকেশাগ্নিপূর্বান্ কতিচন ভবিনঃ কেহপি মগ্নস্ত এতান্,
 শব্দেক্যেহপ্যত্র গুব্বৌ ভবতি তদভিমন্তুস্তরাণাং প্রকুণ্ডিঃ ।
 অগ্নে চামানবস্ত স্বপদগতপরত্রঙ্গ-নেতৃত্বদৃষ্ট্যা,
 নিত্যত্বং তদ্বদগ্ন্যম্নিজগদুরখিলাসিত্যবৈকুণ্ঠভূত্যান্ ॥৫০১॥

অথ কার্য্যাধিকরণম্ ॥৫॥

বৈধাত্রস্থাননেত্বন্ সমকথয়দিমান্ বাদরিস্তাদৃশানাম্,
 গত্যাচিতিং তদা শ্রাম খলু বিভূজুষামত্র বেদ্যং ন লভ্যম্ ।
 সামীপ্যাদ্বক্স চোক্তঃ সরসিজবসতিস্তেন সার্কং চ মুক্তি-
 যুক্তেন্ত্যেতন্ন নানাশ্রুতিপঠিতপরস্থানগত্যাগ্নবাধাৎ ॥৫০২॥
 মার্গোহসাবচিরাদির্গময়তি পরমং ধাম গত্যাদিযোগা-
 দ্বক্সোক্তে মুখ্যভাবাদিতি তু নিরণয়ৈজ্জমিনিঃ সত্যমেতৎ ।
 বক্তব্যং তত্র কিঞ্চিন্নয়তি পরবিদি স্থায়িতত্রঙ্গনিষ্ঠা-
 স্তদেহস্বাস্থ্যনিষ্ঠানপি মুখভিদয়ামী চ সংপূর্ণনিষ্ঠাঃ ॥৫০৩॥
 ধ্যায়ৈয়র্থে চ জীবান্ প্রকৃতিশবলিতান্ কেবলান্ বা যথেষ্টম্,
 স্বেধাপি ত্রঙ্গদৃষ্ট্যা জড়নিবহমপি স্বেন যদ্ব্যগ্নদৃষ্ট্যা ।

তে সর্বৈহপি প্রতীকপ্রণিহিতমনসো নার্চিরাত্ত্বয়োগ্যা,
 ত্রক্ষোপাস্তেচ্চ লিঙ্গং গতিরিয়মনঘা সূত্রিতা পূর্বমেব ॥৫০৪॥
 প্রত্যাপত্তিপ্রকারঃ প্রতিনিয়তিমতী কৰ্ম্মযোগাদিনিষ্ঠা,
 বিদ্যাভেদাধিকারঃ পরভজনবলান্মুক্তিবিশ্লোপশাস্তিঃ ।
 অস্ত্যাবস্থা-ব্যবস্থাপৃথগয়নগতো বিশ্রমাণ্ডির্বিবভক্তা,
 সাক্ষান্মুক্তিঃ ক্রমাৎ তেতাখিলমগতিকৈরপ্রণোত্তং পরৈশ্চ ॥৫০৫॥
 পস্থানং দেবযানং তমিমমধিগতঃ পশ্চিমে দেহপাতে,
 তত্ত্বস্তোমাংস্তমোস্তানতিপততি তরতাপগাস্তত্র দিব্যাম্ ।
 দিব্যং দেহাদি লক্ষ্যং জনিলয়রহিতং যাতি বিক্ষোঃ পদন্তুৎ,
 পর্যাঙ্কারোহণাস্তাং ভজতি বহুমতিং ত্রক্ষসংবাদধৃত্যঃ ॥৫০৬॥
 সংঘাতে নিত্যতা ন কচিদপি ন পৃথিব্যাদিভাবস্তথাহে,
 পর্যাঙ্কাত্তৈর্ন সাধ্যং কিমপি ভগবতঃ পূর্ণনিঃসীমশক্তেঃ ।
 ব্যাপ্ত প্রাপ্ত্যর্থমুর্দ্ধং গতিরপি বিফলেত্যাদিকান্ হৈতুকানাম্,
 ক্ষোদিষ্ঠক্ষীবজ্ঞান্ শ্রুতিরুপশময়েদন্তুতার্থা স্বতন্ত্রা ॥৫০৭॥
 ভাবোহভাবশ্চ যত্রানুপধি সমুদিতৌ তত্র ভাবী বিরোধঃ,
 প্রজ্ঞাতব্যাপ্তিরোধেহপ্যধিকনিজবলান্মানতঃ স্বার্থসিদ্ধিঃ ।
 দৃষ্টং সর্বৈষ্টগেতন্ন যদি নহি ভবেন্মানমধ্যাক্ষতোহন্যৎ,
 বাধোহধ্যাক্ষে মিথো না বটদলশয়নাশ্চতুতং চৈবমুহম্ ॥৫০৮॥
 একহং ত্রক্ষবিজ্ঞাপরিষদি সুপথোহধীয়মানস্ত তস্মিন্,
 বায়ো স্তাদ্বেবলোকশ্রুতিরপি বরুণাশ্চর্য্যো বিদ্যাতোহধি ।
 নেতারোহমানবাস্তাঃ পরপদগমনে তদ্বিদাং সোহয়মধ্বা,
 তুর্যাধ্যায়স্ত পাদে স্ততিরধিকরণৈরিথমুক্তা তৃতীয়ে ॥৫০৯॥

কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু
 অধিকরণসারাবল্যাং চতুর্থস্তাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥৩॥

अथ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।

উপোদ্যাতঃ ॥

উক্তং পাদৈরযানামিতি পৃথুবপুষঃ সূক্ষ্মমূৰ্ধেচ্চ হানম্,
নির্দুতোপাধিরাশৈর্নিরুপধিকমহানন্দমন্ত্যেন বক্তি ।
স্বাবির্ভাবোহত্র চিস্ত্যস্তিভিরধিকরগৈচ্ছন্দবৃন্তিস্তিভিশ্চে-
ত্যেবং দ্বৈ পেটিকে স্তঃ স্বত উভয়মিদং নোপধেরীশনিব্রম ॥৫১০॥

नम्पद्याविर्भावधिकरणम् ॥१॥

অশ্রাণ্ডঃ স্বপ্রকাশং যদিদমহমিতি প্রত্যগাত্মস্বরূপম্,
তস্মাবির্ভাবসিকৌ ন তু কিমপি ফলং স্মাৎ সুষুপ্তাবিশেষাৎ ।
তস্মান্মুক্তঃ সমগ্ৰভূতজিতি বপূরসৌ দেববজ্রপশদা-
ম্মৈবং স্বেনেতি-শব্দে। হফল ইহ ভবেজ্রপবচার্থসিদ্ধেঃ ॥৫১১॥
নিত্যস্বাত্মস্বরূপস্থিতিরিয়মভিনিপ্তিরিত্যুচিবাংস-
স্তম্মাত্রং স্মান্ন বিছাফলমিতি ন বিদুর্নিত্যসিদ্ধং ত্বসাম্যম্ ।
সিদ্ধং সাধ্যানুবোধাস্তুবতি ফলমতঃ সা ত্ববিছাবিভঙ্গে।
যদ্বা সিদ্ধস্য বিস্তিস্তদিহ ন বিতথং মুক্ত ইত্যাদি সূত্রম্ ॥৫১২॥
স্বাকারান্নিত্যভাতাদধিকসুখতয়া ভাতি জীবন্তদানোম্,
সিদ্ধাবির্ভাবমাত্রোহপ্যনুবিদুরভিনিপ্তিবিচাঃ প্রয়োগম্ ।
সংকোচাত্যন্তহানিধিয় ইয়মভিনিপ্তিরাগস্তরুস্তা,
নিপ্রত্যুহং স্বরূপোপধিকমপি তদা স্বেনশব্দঃ প্রবক্তি ॥৫১৩॥
প্রায়স্তস্মিন্ স্বদেহিগ্ৰনবগুণনিধৌ তদ্বিভূতিদ্বয়ে বা,
দৃষ্টং যৎ স্মাৎ সমাধৌ ভবতি পৃষতবস্তদ্ধি মুক্তাসুভূতেঃ ।
কুৎসং তচ্ছর্করৌঘব্যতিকরিতসুধাসিদ্ধুবৎ স্বাতুভূতম্,
তস্মাৎ স্বাত্মপ্রকাশে ন ফলমিতি বদন্ কূপকূর্মো ঘৃণার্হঃ ॥৫১৪॥
মল্লী শুদ্ধং প্রসূনং জনয়তি সময়ে রঞ্জকোপাধিমুক্তে,
তদ্বরাখামুকম্পা ফলমুপশমিতাবগ্রহং সূরি-তুলাম্ ।
তস্মাদাগস্তকেহপি প্রতিহতিবিরহাৎ তাদৃশে ধীবিকাশে,
প্রত্যাপন্নস্বদায়ক্রম ইহ কথিতঃ প্রাপ্তসিদ্ধেঃ প্রতীচঃ ॥৫১৫॥

অবরোধো মুক্তিভেদং কতিচিদগণয়ন্ স্বাস্থ্যমাত্মমুভূতিম্,
তত্র ব্রহ্মানুভূতের্ব্বিহতিরুপধিতঃ স্তাৎ স্বতো বেতি চিন্ত্যম্ ।
সম্বিৎ স্বেথাপি দোষান্তত উপচরণান্মুক্তিশঙ্কোহত্র যুক্তঃ,
সালোক্যাদিপ্রভেদেষপি সরণিরিয়ং সাবধানৈর্ব্বিভাব্যা ॥৫১৬॥

অথাবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্ ॥২॥

জীবেশো নিত্যভিন্নো ঐতিরিহ চ সহৈত্যাহ মুক্তস্ত ভোগম্,
সাম্যে পারম্যমুক্তং স্মৃতমপি স পৃথগ্ ভাতু তস্মাৎ পরস্মাৎ ।
মৈবং তৎ হি মুক্তো স্মুরতি তদনঘো ভেদভানাংশ ইচ্চঃ,
সিদ্ধে দেহাত্মভাবে বিহ ন হি ঘটতে তৎস্বনিষ্ঠবুদ্ধিঃ ॥৫১৭॥
মল্লোক্তং ভোক্তৃভাবে যদি সহভবনং ব্রহ্ম ন স্তাৎ প্রধানম্,
তস্মাস্তদ্বোগ্যতাকে ভবতু তদুচিতং ব্রাহ্মণ-ব্যাকৃতেশ্চ ।
স্বেথাপি ব্রহ্মত্বাৎ পৃথগিতর ইহ স্তাদিতীদং চ বার্ত্তম্,
সিদ্ধে ভেদে স্বনিষ্ঠস্থিতিপরিহারং হত্র সূত্রোপপাদ্যম্ ॥৫১৮॥
পারম্যং যচ্চ সাম্যে ঐতিমিহ ন হি তৎ সর্ব্বথৈতাপ্যধীতম্,
গ্রাবো হেমশ্চ যদ্বৎ সমধরণধূতো স্তাত্ত্বস্তিস্তথাত্র ।
এবং তদেহভাবে স্থিতবতি বিবিধাবধিতাস্মায়ভূত্বা,
ত্রৈক্যেবেত্যাদিবাক্যং প্রথয়তি সমতাং তাদৃগিত্যপ্যধীতে ॥৫১৯॥

অথ ব্রাহ্মাধিকরণম্ ॥৩॥

জ্ঞানত্বে কিং ফলং স্তাদিতি মিসতু গুণৈস্তাদৃশং ব্রহ্মসাম্যম্,
কিষ্টৈস্তরনৈঃ স্বরূপান্তদিহ ভবতু চিন্মাত্ররূপপ্রকাশঃ ।
ইথং চাত্তোক্তপক্ষদ্বয়মুভয়বিধপ্রত্যুপাত্তাবিরোধা-
মিধূয়াথ বিধাবিভবনমঘটয়ৎ সিদ্ধত্বপ্রকাশাৎ ॥৫২০॥
পর্য্যায়ো নামপাঠেবনুপরিপঠিতো মুক্তি-কৈবল্যশঙ্কো,
কৈবল্যং চাস্মযোগ-তাজনমিতি কথং ধর্ম্মিধর্ম্মাঘয়োহস্ত ।
মৈবং ব্রহ্মস্বরূপাদপরমিহ ন খল্বস্তি কিঞ্চিৎ স্বনিষ্ঠম্,
ন দ্রব্যং চাণ্ডণং স্তাদধিকরণমুগং তন্নিরাতঙ্কমেতৎ ॥৫২১॥

অথ সঙ্কপ্পাধিকরণম্ ॥৪॥

ধাত্রাদেৱপ্যাপেক্ষ্যো হ্যাপকরণগণঃ সত্যসংকল্পবৃত্তে-
 শ্মু ক্তস্তাপ্যেবমেবাস্থিতি যদি বিতথং তদ্বিকল্পাসহস্ৰাৎ ।
 ইফৌ দ্রব্যাত্তপেক্ষা স্মৃকৃততদিতরাপেক্ষণং তত্র দুঃস্বপ্নম্,
 নস্তাদিচ্ছাবিঘাতস্তম্পাদিকৃতয়া দেববাত্তৈকরস্তাৎ ॥৫২২॥
 বিশ্বশ্চৈতন্ত জন্মস্থিতিলয়রচনা বিশ্বকৰ্ত্তৃ যথা স্তা-
 দিচ্ছাসন্তানভেদান্নিয়তিরহ তথা নিত্যমুক্তক্রিয়াণাম্ ।
 তস্তামুচ্ছেদবৃত্ত্যা প্রতিকলভিতুরাস্তাশ্চ তাদৃক্ প্রবাহা-
 স্তদ্বুক্তেরাপরোক্ষ্যং স্বনিশমতিদুরং বৰ্ত্ততে ব্রহ্মধীবৎ ॥৫২৩॥
 প্রত্যুহার্হাঃ প্রদেশপ্রভৃতিস্মৃতিনঃ সত্যসঙ্কল্পভাবে,
 মৰ্ত্যারম্ভস্পৃহাদৌ তদিতরবিবিধপ্রাণিস্থিতিাদিদৃষ্টেঃ ।
 তেনেচ্ছাসন্ততীনাং সফলবিফলতে পুণ্যপাপৈরমীষাম্,
 মুক্তশোক্তা চিকীৰ্ষা স্ববিহতবিষয়া তারতম্যং হৃদোষঃ ॥৫২৪॥
 সূত্রে মুক্তোহপ্যনস্তাধিপতিরভিহিতস্তেন কস্তন্ত শেধী,
 ঞ্চৈত্যেবোক্তঃ স্বরাড়িত্যপি বিহতিরতঃ প্রাক্ প্রতিষ্ঠাপিতানাম্ ।
 মৈবং নাথেষ্টরান্ প্রত্যঘবিহিত ইহ ক্ষিপ্যাতে শেষভাবো-
 বিশ্বস্তাত্তোশ্বরো যঃ পতিরিতি পঠিতস্তৎপতিত্বং হৃদাধাম্ ॥৫২৫॥

অথাভাবাধিকরণম্ ॥৫॥

মুক্তঃ প্রাক্তোহশরীরঃ কচিদথ বহুধা সম্ভবঃ কপ্যাধীতো-
 গান-ক্রীড়াদি চোক্তস্তদনুগমতত্ত্বম্ব্যর্থঃ নিরন্তন ।
 স্বচ্ছন্দস্তোভয়ন্তং ক্ষমমিতি বদতি স্বস্মৃতং সূত্রকারঃ,
 স্তাচ্চাক্ষৌণ্ডবস্তম্মিখিলমপি পরত্রক্ষবস্তৎসমস্ত ॥৫২৬॥
 মোক্ষে পুণ্যাত্তভাবান্তদুপধিকবপূৰ্ব্বজিহ্তত্বং ন দৃশ্যম্,
 তস্মিন্ দুঃখাহঁদেহত্যাগি চ শুভবপুঃ সত্বপক্ষোহপ্যাবাধ্যঃ ।
 ইথং সত্যত্রে মুক্তাস্থিতিরহ মুনিনা কীদৃশী সূত্রিতা স্তাৎ,
 মৈবং স্বচ্ছন্দদেহগ্রহ তদনিয়মস্থাপনেহত্রাভিসন্ধেঃ ॥৫২৭॥
 নানাদেহা বদী ত্যুৎপাদক্ষিপিতত্রক্ষসাম্যন্ত পুংস-
 স্তেষাং ব্যাপ্তস্বরূপাশ্চ উচিত ইতি প্রাপ্তকনাস্থানম্ ।

নৈতক্ষীব্যাপ্তিসিদ্ধেৰ্ভবতি চ জগদীবেশবাক্তমিদানী,
 সৌভৰ্য্যাদৌ প্রক্লপ্তাং গতিমপবদিতুং ন ক্ষমং ব্রহ্মসাম্যম্ ॥৫২৮॥
 দেহানাং যোগপণ্ডে বহুষ্ কথমগুর্ধারকোহশ্বেষ মুক্ত-
 শৈচতন্ত্রদ্বারতশ্চেৎ সকলমপি তদা ধারয়েদ্ব্যাণ্ডবোধঃ ।
 মৈবম্ মুক্তস্ত শক্তির্নিয়মিতবিষয়া ত্ৰিচ্ছয়া সর্ববশক্তেঃ,
 প্রাক্ তাদৃক্যোগশক্ত্যা বহুতমুভজনে কৰ্ম্মবন্ধোহপ্যপেক্ষ্যঃ ॥৫২৯॥
 শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজ্ঞা মুনিভিরভিদধে বেষ্টিতা কৰ্ম্মভিঃ স্বৈঃ,
 পুংসোহনংশাপি বুদ্ধির্বিহবিধবিকৃতিঃ স্বীকৃতৈবং স চাস্ত্র ।
 বালাগ্রেত্যাদিবাক্যান্তদয়মগুরপি শ্রাদনস্তোহপি মুক্তৌ,
 ন শ্রাজ্জনাভিভজে পরিহৃতবিকৃতেতৈরকরূপানপায়াৎ ॥৫৩০॥
 জীবশ্চৈকৈকশো হি ত্যজনত উদিতো বৃক্ষশাখাস্থ শোষ-
 স্তস্মাদদ্বারকং শ্রাদপগতবরণে মুখ্যমানন্ত্যমস্মিন্ ।
 মৈবং শাখাস্থ ভোগাশ্রয়নিয়তিকরোপাধিনাশঃ প্রহাণম্,
 ক্ষেত্রাদিন্দিয়াতোহসাবভিমতিবিরহাৎ শ্রাদধীতো জহাতিঃ ॥৫৩১॥
 একোহনেকঃ পরস্মাৎ পৃথগপৃথগপি স্বস্বরূপেণ মুক্তঃ,
 স্বাভীর্ষ্টাংশেষভোক্তা স্বয়মিতি পৃথুকক্ষীববদযে ভ্রমন্তি ।
 তেহবীক্ষ্য স্বেক্তিবাধং শ্রুতিশতবিহতিং তন্তুতুল্যাগ্ৰপৰ্য্যম্,
 জৈনাবচ্চন্তদৃপ্যামৃতিকলহমুচঃ সংপথং সংশ্রয়ন্ত ॥৫৩২॥
 সর্বং সঙ্কল্পমাত্রালভত ইতি সমান্নায়তে সূত্রিতং চ,
 স্বেচ্ছাতো দেহযোগাশ্রয়নিকথনং শ্রান্ততঃ পিষ্টপেষঃ ।
 তন্নাশ্চোন্মোপরুদ্ধশ্রুতিগতিনিয়তিঃ কামতোহনেকদেহ-
 স্বীকারপ্রক্ৰিয়েত্যাশ্রয়নিকথনে সূত্রকারাভিসন্ধেঃ ॥৫৩৩॥

অথ জগদ্ব্যাপারবর্জাধিকরণম্ ॥৩॥

যত্পুন্ডো বিমুক্তঃ পরতনুরপৃথক্‌সিদ্ধ ইত্যত্র পূর্বম্,
 ব্যাপারংশে তথাপি শ্রুতমিহ পরমং সাম্যমক্ষোভণীয়ম্ ।
 সঙ্কল্পাদেব সর্বোপাধিত্যিরিতি হি ততঃ শ্রাদিতি প্রত্যবস্থাম্,
 কুন্ত্যন্তোহধিকারে কৃতিমদিতরয়োঃ স্থাপয়ন্ ভোগসাম্যম্ ॥৫৩৪॥
 সাযুজ্যং ভোগসাম্যং সমগণি নিপুণৈঃ শব্দশক্ত্যাশ্রবাধা-
 ত্ত্বচ্চ ব্যাপারসাদ্যে স্বসতি ন ঘটতে স্বক্ৰিয়াশ্রাদ-হানেঃ ।

তন্মাম্মুক্তস্ত সৃষ্টিপ্রভৃতিরপি জগদ্ব্যপ্তিত্রিঙ্গতুল্যা,
 মৈবং তল্লক্ষণং সা কথ্যমুগমতস্তস্ত চান্ধস্ত চ স্তাৎ ॥৫৩৫॥
 কথ্যস্তে সৃষ্টিবাক্যৈঃ কচিদপি ন জগৎকারণেঘন মুক্তাঃ,
 প্রাধীতঃ কামচারো ভবতু ন জগদারম্ভকহং ততঃ স্তাৎ ।
 সৰ্ব্বাকারোপভোগোশ্বরবিষয়ধিয়ঃ সাম্যাতো ভোগসাম্যম্,
 যুজ্যতানন্দবল্ল্যামগগি চ বিভুনানন্দমাত্রৈ সমহম্ ॥৫৩৬॥
 নিকামশ্রোত্রিয়স্তাপ্যতিদিশতি স্তুথং মাশুযানন্দতুল্যম্,
 সানন্দান্ বক্তুকামা শতগুণমধিকানাবিরিঞ্চং ক্রমেণ ।
 তত্তন্তোগাৎ হৃদিষ্ঠং কথমিদমবরণং কষ্টমিষ্ঠং হি মুক্তে,
 সত্যং তৎ শ্রামুকুন্দপ্রিয়জনসদৃশে হে কদেদেদশাম্বাদঃ ॥৫৩৭॥
 আনন্দানন্ত্যমাহ সৃষ্টিরিহ হি যতো বাচ ইত্যাদিকা স্তা-
 দ্বিশ্রান্তিঃ শাস্তিমান্নাদিতি চ নিগদিতং যামুনাচার্যাবধৌঃ ।
 নহানন্দো মিতঃ স্যাদ্বিশিতবচনেহপ্যস্য যষ্ঠা নভোব-
 চ্চোক্তং ভূ-ভূভূদগোরুদধিপতিতয়োর্যজ্ঞেন কো বিশেষঃ ॥৫৩৮॥
 বিশ্বম্মুক্তস্য দেহো ন খলু তদপৃথক্ সিন্ধ্যাবোপলম্ব্যৎ,
 নোপাদানং ততোহসৌ কথয়িতুমুচিতঃ সৰ্ব্বশক্তিহহানেঃ ।
 নাক্সাশক্যং চিকীর্ষেত্তদিতর বিষয়ে নির্বিঘাতা তদিচ্ছা,
 ব্যাপারে ভিষ্টমানেহপ্যবিষমরসতা দৃশ্যতে ক্বাপি লোকে ॥৫৩৯॥
 তত্তৎসেবাবিশেষস্থিরপরিণমিতঃ সার্বভৌমপ্রসাদঃ,
 সূতে ভূতস্য সাম্যং স্বয়মনভিমতস্তামিচিহ্নৈকবৰ্জ্জম্ ।
 এবং দেবং দয়ালুং শরণমুপগতৈর্লভ্যতেহনন্তলভ্যা,
 নিৰ্দ্ধূতাবৃন্তিশঙ্কা নিরুপধিকরসা সব্যবস্থা ত্ববস্থা ॥৫৪০॥
 অত্রাহঃ সূত্রমন্ত্যং পৃথগধিকরণং কেচিদাঞ্জস্যলাভা-
 দস্ত্যাবর্তে নিবেদ্যে স্বিমমিতি চ পদং তেন শঙ্কোপ্থিতেতি ।
 ভাষ্যাদৌ তল্ল দৃষ্টং ভবতি চ স্তুগমং পূর্বশেষত্বমস্য,
 স্যাদাবৃন্তিপ্রসঙ্গাদপি নিখিলজগন্নির্মিতৌ সাম্যশঙ্কা ॥৫৪১॥
 সর্গাষ্টাবর্তলীলারসসহচরিতে দণ্ডরাসে নিযুক্তম্,
 জীবং দেবো বিমুচ্য ক্রমত ইহ সঘৃণ্ণাবধস্তং ভুনক্তি ।
 কৰ্ম্মাত্যন্তোপশান্তোরিহ ন চ পুনরাবর্তন্ত্যেনমিত্য-
 প্যাহ্নাতে কৰ্ম্মমূলান্য়কলকথনাদ্ব্যপ্তশঙ্কোপশান্তিঃ ॥৫৪২॥

স্বাবির্ভাবোহপবর্গে নিরুপধিনিয়ত-স্বপ্রকার্যস্তুদৃষ্টি-
 শ্চিক্রপসৈব তৎপ্রতিমুকুটমিতৈঃ স্বপ্রকারৈঃ সহৈক্ষা ।
 সঙ্কল্পাদেব সিদ্ধিস্তুমুখ চ নিয়মোন্মুক্ততা ব্রহ্মসাম্য-
 প্রাপ্তৌ তল্লক্ষণাংশোঙ্কনমিতি চরমাধ্যায়-তুর্ঘ্যাজ্জি সারঃ ॥৫৪৩॥
 ধ্যানাদিঃ তৎপ্রভাবং করণভূত ইতো দেহকারাকুটীরা-
 ম্লিক্সান্তিঃ ব্রহ্মনাড্যা গতিমপি স্থপথা স্বপ্রকাশং চ সাধ্যম্ ।
 ইচ্ছাতঃ স্বৈক্যংস্থিৎ পরমমপি পরব্রহ্মণা ভোগমাত্রে,
 সাম্যং মায়ামতন্তঃ কথমিব ঘটয়েদস্তিমাধ্যায়সাধ্যম্ ॥৫৪৪॥
 মানামানপ্রভেদপ্রভৃতিবিভজ্ঞানাদাদিমে কশ্মলভাগে,
 নানা বা দেবতেত্যাভ্যুপরিপঠনামধ্যমে দেবতাংশে ।
 ভাগেহস্মিন্ বেদধর্ম্য প্রভৃতিকথনতঃ সৌগতাদেশ্চ ভঙ্গাৎ,
 মীমাংসায়ঃ ত্রিকাণ্ডাৎ কচিদপি ন মুবাদগন্ধাবকাশঃ ॥৫৪৫॥
 ত্রয়াস্তোদয়দন্তঃস্মিতিরিয়মুদিতা দেশিকৈঃ কর্ণধারৈঃ,
 মুক্ত্যর্থস্তানপারং গময়তি বিশদং ব্রহ্মদীক্ষ্যং বিমুক্তৌ ।
 কর্তব্যে কল্পকারৈঃ কচিদ্ভিদিধিরে কৃত্যসন্দেহভেদা-
 স্তব্ধেহপোবং কচিৎ স্যাৎ তদপি ন বিতথঃ স্নোপযুক্তাংশবোধঃ ॥৫৪৬॥
 শ্রুতান্ত্রৈক্যাস্ততর্কক্রমগরিমগতো তুলবচ্ছৈলবর্গ-
 স্তৎসিদ্ধব্রহ্মবোধদ্যামগিরুচি তমঃস্তোমকল্লোহন্যজল্লঃ ।
 মোক্ষোপায়ৈকরাজ্যে তদিতরবিধয়ঃ কিঙ্করস্বং ভজন্তে,
 মুক্তানন্দামৃতৈকোদধিপৃষতকণস্পর্ধিনোহস্তে পুমর্থাঃ ॥৫৪৭॥
 পারাবর্ষাৎ বিবিচ্য প্রথমমবিতথৈরাগমৈস্তত্ত্ববর্গে,
 সংসারে তীত্রভীতিঃ পরসমধিগমে তীত্রনিষ্পন্নরাগঃ ।
 কঞ্চিদ্ভিদ্ভাবিশেষং সপরিকরমধিষ্ঠায় শান্তাস্তরায়াঃ,
 সম্পত্ত ব্রহ্ম ভূভুজ্ঞে নিরুপধিকমনাবৃত্তিরিখং শ্রুতার্থঃ ॥৫৪৮॥
 সারসৌ সাসূয়-তত্ত্বৎকুমতিমতসমুদ্রানী মূলনীতি-
 শ্রেণী নিঃশ্রেণিকল্পা ত্রিযুগপথপরোহসূতং স্থবীত ।
 সন্তঃ সন্তাপবর্গপ্রশমনপটুনা তত্ত্ববোধেন সন্তম্,
 সন্তোষং ব্রহ্মসূত্রাধিকরণচরণাধ্যায়সারাবলির্ব্বঃ ॥৫৪৯॥
 ঘটপঞ্চাশচ্ছতং চেত্যধিকরণগণৈর্ব্যক্তসীমাবিভাগে,
 কাণ্ডেশ্বরিন্মনুস্মৃতং কতিচিদনুবিদ্বঃ ক্ষেপধনৈঃ কিমন্তৈঃ ।



